

২৭৫১

শঙ্করবিজয়ম্।

মূল টীকা ও বহুবাক্যাদ সহ শ্রীনাথো মিশ্র দ্বারা সংগৃহীত ও

কলিকাতা বহুবাজার হাইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত



বিক্রয়স্থানঃ বঙ্গবাজার, কলিকাতা।

অক্ষয়প্রকাশনঃ বঙ্গবাজার, কলিকাতা।

যতো ধর্ম্য স্ততোজয়ঃ।

শ্রীবুদ্ধ রামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক অনুবাদিত।

কলিকাতা।

২৪৩ নং বহুবাজার স্ট্রীট, চীপসাইড প্রেসে

বি, এচ, ব্যানার্জী এণ্ড কোং দ্বারা মুদ্রিত।

জ্যৈষ্ঠ ১২২০ সাল।

ভূমিকা ।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য শঙ্করাংশে অবতীর্ণ হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করেন । কিন্তু আমরা আচার্য্যের অলৌকিক জীবনীরাতির ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিয়া উক্ত মতের সম্পূর্ণ বিদ্রোহভাজন হইয়াছি । কারণ, আচার্য্যের উপর অংশ কল্পনা করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্যের অন্ততঃ কিয়দংশের নানতা স্বীকার করিতে আমাদেরিগের সাহস হয়না । “বস্তুতঃ, শঙ্করঃ শঙ্করঃ স্বয়ম্” এই মন্তেরই আমরা একান্ত পক্ষপাতী ও অনুরক্ত ।

এই মহাত্মার জীবন চরিত্র যে কতদূর নিৰ্ম্মল ও সাধারণের প্রীতিবর্দ্ধনক তাহা বোধহয় কাহারও অবিদিত নাই । অদ্য যে হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ পতাকা আকাশপথে উড়িতেছে, অদ্য যে হিন্দুশাস্ত্রের প্রথম প্রভাব পৃথিবীর সর্ব্বজাতির আদরণীয় হইয়াছে, আচার্য্যই তাহার পথ প্রদর্শক ও মূলভিত্তি । ফলতঃ যবনদিগের অধিকারে বা অত্যাচারে অধ্যাবর্ত্তে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে আচার্য্যই তাহার পুনঃ সংস্করণ করিয়া উপদ্রুত, উৎপাড়িত ধর্ম্মের শান্তি সংস্থাপন করেন ।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে শঙ্করাচার্য্য পূর্ণশঙ্কর এবং তাঁহার জীবনী ঘটনার বিষয় সর্ব্বসাধারণেরই কোতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে আনন্দ বর্ষণ করিবে ভাবিয়া অদ্য আমরা তাঁহার জীবনচরিত্র প্রকাশ করিতে প্ররত হইয়াছি । আমরা তাঁহার অমানুষ্য প্রতিপন্ন করিবার পুস্তক না পাইয়া, কি না দেখিয়া কদাচ পূর্ণ শঙ্কর বলিতে সাহসিক হইতাম না । আচার্য্যের জীবনচরিত্রে পুস্তকই আমাদের বলবান্ প্রমাণ ও একমাত্র যুক্তিস্থল । এবং কৃতবিদ্য সভ্য সমাজে অদ্য আমাদেরিগের তাহাই সমালোচনীয় ।

আচার্য্যের জীবন চরিত্র সম্বন্ধে দুইখানি পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায় । একখানি বেদের টীকাকারে সায়ণাচার্য্য [অপর নাম মাধবাচার্য্য] রচিত, অপর খানি আচার্য্যের প্রিয়শিষ্য আনন্দগিরি বিরচিত । শেযোক্ত পুস্তকখানিতে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৪ চুয়ান্তরটী প্রকরণ আছে । এবং আচার্য্যের শঙ্করাবতারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিয়া শৈব, ভাগবত, বৈষ্ণব, কর্ম্মহীন বৈষ্ণব, বৈখানস, হৈরগ্যগর্ভ, অগ্নিবাদী, গৌর, মহাগণপতি, বাগ্‌দেবতা, চার্ব্বক, সৌগত, জৈন, বৌদ্ধ, মল্লারি, বিশ্বক্সেন, মত প্রভৃতি নিরাকরণ করিয়া পরিশেষে গুরুদেহ ভাগ প্রকরণ গ্রন্থ সমাপ্তি করিয়াছেন । ফলতঃ আনন্দগিরি স্বীয় গুরুর সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পর হইতে যে দেশে যে সময়ে যাহার সহিত যে বিষয়ের তর্ক হইয়াছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া যে এই পুস্তক প্রণয়ন করেন তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই । কিন্তু এই পুস্তক পাঠে সাধারণের প্রীতিবর্দ্ধিত হওয়া দূরে থাকুক দেখিতেও ইচ্ছা হইবে না । কারণ এই পুস্তকে ঐ একটী বিষয় ভিন্ন কোন্‌ দেশে, কোন্‌ কালে, কাহার ঔরসে এবং কাহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কি কি উপায়ে কাহার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া সংসারে বীতরাগ হন তাহার বিষয় কিছুই উল্লিখিত হয় নাই । এই সমস্ত কারণে পূর্বেই দুইখানি পুস্তকের মধ্যে প্রথমোক্ত পুস্তক খানি আমাদেরিগের লক্ষ্য হইয়াছে । ঐ দুইখানি পুস্তকেরই নাম “শঙ্করবিজয়” ।

প্রথমোক্ত পুস্তক খানি প্রথমতঃ অতি দুর্লভ, কারণ কলিকাতা নগরীতে অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই ।

মুম্বাই এবং কাশীনগরীতে মুদ্রিত হইয়াছে। সায়নাচার্য্য ঐ পুস্তক খানি পদ্যে, ও আনন্দগিরি অধিকাংশস্থল পদ্যে, তবে মধ্যে মধ্যে দুইচারিটি পদ্যে “শঙ্করবিজয়” পুস্তক রচনা করেন। সায়নাচার্য্য কৃত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথা,—

এই পুস্তকে ষোড়শটি সর্গ আছে। যথা,—১ম উপোদ্যাত ;—২য় তাঁহার উৎপত্তি ;—৩য় অমৃত ভোজী দেবতাদিগের অবতার নিরূপণ ; চর্থ অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রমেরও পূর্বে যে আচার্য্যের চরিত্র বিস্তৃত ছিল তাহার প্রকরণ ; ৫ম তাঁহার উপযুক্ত চতুর্থাশ্রম প্রাপ্তির নিরূপণ ; ৬ষ্ঠ কালক্রমে আত্মবিদ্যার অনুশীলী সম্প্রদায়গণ উদ্ভিন্ন হইলে পুনর্বার তাহার সম্যাকরূপে সংস্থাপন ; ৭ম শঙ্করাচার্য্য ও ব্যাসাচার্য্যের পরস্পর দর্শন জন্ম আশ্চর্য্য ঘটনা ; ৮ম মণ্ডনমুনি এবং অর্ঘ্য ভাস্যাকরের সম্বাদ ; ৯ম সরস্বতীকে সাক্ষী করিয়া মণ্ডনমুনির সর্বজ্ঞত্ব নির্বাকের উপায় চিন্তা ; ১০ম যোগশক্তি দ্বারা নরপতি অশ্বরকদেহের প্রবেশ, এবং কামফলা অবগত হইয়া সেই কামশাস্ত্রের প্রশঙ্গাধীন প্রপঞ্চ প্রকাশ ; ১১শ উগ্রভৈরব নামক কাপালিকের পরাজয় ; ১২শ হস্তামলক এবং আর্ঘ্যতোটক এই উভয়ের আচার্য্যের নিকট শিষ্যরূপে আশ্রয় ; ১৩শ বৃত্তির সহিত ব্রহ্মবিদ্যা (বেদান্ত শাস্ত্রের) প্রচার ; ১৪শ পদ্মপাদের তীর্থযাত্রার নিরূপণ ; ১৫শ আচার্য্যের আশা (দিক্ এবং বাসনা) জয়ের কোড়ুক , ১৬শ সেই মহাত্মার শরদা পীঠে অবস্থান। এই সমস্ত সর্গের বিস্তৃত বিবরণ অনুবাদ কালে বিশেষ দ্রষ্টব্য। বাহুল্যভয়ে সংক্ষেপে সামান্যমাত্র বিবরণ উল্লিখিত হইল। বস্তুতঃ অদ্যাবধি ঐদৃশ মহাত্মার জীবন-চরিত্র যে আবৃত ছিল ইহাই বিচিত্র।

আনন্দগিরি ও স্বকীয় গ্রন্থের প্রথম প্রকরণ সায়নকৃত পুস্তকের ষোড়শ সর্গের যে যে বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহাই উহক, যতই বলি, কলিকাতা নিবাসী ধর্ম্মের প্রপ্রয়দাতা সদাশয় শ্রীলক্ষ্মীযুক্ত নাথোজী মিশ্র মহোদয় আন্তরিক শ্রদ্ধা, যত্ন, ও অর্থব্যয় করিয়া দেশান্তর হইতে ঐ পুস্তক আনয়ন করিয়া মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশ করিবার জন্ম আমাকে অনুবাদকতা কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই, যিনি সদসং, ধর্ম্মাধর্ম্ম, শীতোষ্ণ, এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুদ্বয় সৃজন করিয়া আমাদের রক্ষা করিয়া থাকেন, যাহার আশীর্ব্বাদে প্রথর মহিমায় এই বিশ্বসংসার প্রতিনিয়ত এক নিয়মে অবস্থিত আছে, তাঁহার কৃপাকটাক্ষে, অনুগ্রহ প্রবাহে যেন পতিত হইয়া ঐদৃশ দুর্কিসমূহ ভার অবলম্বন করিয়াও না উপহাসাস্পদ হই। এবং সঙ্কল্প পণ্ডিতগণের নিকট আমার সাহসনয় ও সশ্রদ্ধ নিবেদন এই তাঁহার। যেন হংসের মত নীরভাগ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীরভাগগ্রহণের মত দোষভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুণ ভাগ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত দূরদর্শীত্বের পরিচয় দিয়া জগতে মহিমা প্রচার ও আমাকে উৎসাহ প্রদান করেন। তাহা হইলে আমি আত্মজীবন তাঁহাদিগের নিকটে যে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে নিবদ্ধ থাকিব তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিমধিকমিতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ।

অনুবাদক।

শঙ্করবিজয়ম্ ।



প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

প্রণম্য পরমাত্মনঃ শ্রীবিদ্যাভীর্ধরূপিণম্ ।

প্রাচীনশঙ্করজয়ে সারঃ সংগৃহ্যতে ক্ষুটম্ ॥১॥ যদ-

শ্রীগণেশায় নমঃ । শ্রীমহিষ্মজাতিবন্দ্যচরণঃ গোপাদি
কারাধিতং বন্দে পূর্ণসিতাশ্রমোদয়নং সংসারতাপাপহং । সত্যং
জ্ঞানমনস্তমাদাবিধুরং গোভারসংহারকং সর্কাস্থানমপাস্তসর্ক-
মমলং বিবেকধরং শঙ্করম্ ॥ ১ ॥ হুমঃ শ্রীবালগোপালজীর্ধান্
বাসমুখান্ মুনীন্ । বিদ্বৎ নৃগণেশাদীন পতিতাংষ্ট বিমৎস-
রান ॥ ২ ॥ ব্যাখ্যানরহিতস্তাত্ত্ব্য ব্যাখ্যানং ভিড়িমাভিধং । ক্রিয়তে
কীরবোধায় প্রমাদঃ ক্রমাতাং বুধৈঃ ॥ ৩ ॥ নিখিলানর্থ নিবৃত্তি-
পূষকপরমানন্দবির্ভাবলক্ষণপরমপূক্ষার্থানন্যসাধনাত্মৈত জ্ঞান-
বিজয় পর্যায়সমগ্রঃ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিজয়মাবিকৃতং গ্রন্থমারভ
মাণঃ শ্রীমান্ মাধবাচার্য্যস্তত্ত্ব নিৰ্দ্ধিষ্টপরিসমাপ্তাদিসিদ্ধয়েহবি
গীতশিষ্টাচারামৃতশক্তি প্রমিককর্তব্যতাকং বিষয়প্রয়োজনসূচকং
মঙ্গলমাচরন্ চিকীর্ষিতং প্রতিজানীতে ॥ প্রণমোতি ॥ পর-
মাত্মনঃ পরমেশ্বরং প্রণম্য প্রাচীনশঙ্করজয়ে সারঃ ময়া

মাধবেন সংগৃহ্যতে সংগ্রহভেনাক্ষুটম্শঙ্করাহ ক্ষুটং যথা স্যা
তথেষ্টি পরমাত্মনঃ বিশিনষ্টি শ্রীবিদ্যাভীর্ধরূপিণম্ ॥ অনেন
স্বগুরোঃ শ্রীবিদ্যাভীর্ধরেশ্বরবতারত্বঃ তত এব সর্কজত্বং চ
সূচিতম্ অন্যেবামপি পরমাত্মনি স্বগুরো চ ভূলাভক্যৈব নিঃশ্রেয়-
সপ্রাপ্তিরিত্যপি ধ্বনিতং । তথাচ ক্রতিঃ যন্ত দেবে পরা ভক্তির্যথা
দেবেতথা গুরো । তন্তৈতে কথিতা হৃদাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন
ইতি । যথা পরং পরমেশ্বরং সর্কাস্থানং শিবং প্রণমোত্যর্থঃ
তং বিশিনষ্টি শ্রীবিদ্যাভীর্ধরূপিণং তার্কিকাদিকল্পিতৈঃ কুতর্কৈ-
র্দ্বালীনীকৃতায় বিদ্যায়ঃ সরস্বত্যাক্তম্বলাপকরণেন শোধকত্বাৎ
বিদ্যাভীর্ধঃ শ্রীয়া ব্রহ্মবিদ্যাশ্রিকয়া যুক্তঃ শ্রীবিদ্যাভীর্ধো ভগবান্
ভাষাকারঃ তজ্জপিণং তথাচোক্তং সংক্ষেপশাস্ত্রীরকচাঠ্যৈঃ । বক্তার-
মাসাদ্য যমেব নিত্য্য সরস্বতীস্বার্থসম্বিতাসীৎ । নিরন্তরত্বকলঙ্ক
পঙ্কা নমামি তং শঙ্করমর্জিতাজ্জিম্বিত শিবাবতারত্বঃ ভগবতো

যেৰূপ একটা বৃক্ষরোপণ করিলে তাহার ফল-
ভোগ করিবার জন্য কত অনিবার্য্য উপদ্রব হইতে
বৃক্ষকে রক্ষা করিতে হয়, যেৰূপ স্বকীয় তনয়কে
শিক্ষিত, বিনীত এবং ধার্মিক করিতে হইলে
অসংসঙ্গ অসদাচরণ এবং অসদ্ বিষয় হইতে কত
সতর্কে কত যত্নে তাহাকে প্রতিপালন করিতে
হয়, সেইৰূপ জগতে সমস্ত শুভকর্ম্ম নির্বিশ্বে

সম্পন্ন করিতে হইলে সর্বপ্রথমে শুভকর্ম্মের
অবশ্যত্বাবী উপদ্রব সকল যথাসাধ্য নিবারণ করিতে
হয় । এই জন্য শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিত্র লেখক
মহানুভাব সায়ণাচার্য্য, আরক শুভকর্ম্মের নির্বিশ্বে
পরিসমাপ্তির জন্য অগ্রে মঙ্গলাচরণ করিতে প্রবৃত্ত
হইয়াছেন যথা. আমি শ্রীবিদ্যাভীর্ধরূপী পর-
মেশ্বরকে প্রণাম করিয়া প্রাচীন শঙ্করের জয়

দ্ব্যটানং পটলো বিশালো বিলোক্যতোহল্লো কিল-
দর্পণেহপি । তদ্বন্দীয়ে লঘুসংগ্রহেহস্মিন্নুদীক্ষ্যতাং
শঙ্করবাক্যসারঃ ॥ ২ ॥ যথাতিরুচ্যে মধুরেহপি

রুচ্যুৎপাদায়রুচ্যস্তরযোজনাহঁ । তথেষ্যতাং
প্রাকবিহদ্যপদ্যেষ্যেহপি মৎপদ্যানিবেশভঙ্গী ॥ ৩ ॥
স্ততোহপি সমাক্ষিভিঃ পুরাণৈঃ কৃত্যপি নস্তম্যত

ভাষ্যাকারস্ত শিবপুরাণাদেবগন্তবারং তথাচোক্তং শিবপুরাণে
বাকুর্কন ব্যাসসূত্রার্থং শ্রুতের্থং যথোচিবান্ । শ্রুতেনায়াঃ সঞ-
বার্থঃ শঙ্করঃ সনিতান নঃ । যদ্বা আস্থানং প্রত্যগভিন্নং পরং
পরমেশ্বরং শ্রীশ্চারাবিদ্যাশঙ্কেন পরাপরবিদো তৎপ্রাপ্যোমোক্ষ
দেবলোকো চ গৃহ্যেতে তীর্থশঙ্কেন তীর্থং শাস্ত্রাপরক্কেত্র-
পাত্রোপাধ্যায়মস্ত্রিণু । অবতারগিজুষ্ঠান্তঃ স্ত্রীরজঃসূচ বিস্কটমিতি
বিখ্যোক্তানি শাস্ত্রাদীনি গৃহ্যন্তে । তদ্রূপিং সর্কীয়কমিতার্থঃ সর্কং
খলিদং ব্রহ্ম একমিদং ব্রহ্ম একমেবাবিকীরমিত্যাदि শ্রুতেস্তথাচ
শ্রীমচ্ছঙ্করজয়নিক্রপণেন তদ্ব্যস্তং ব্রহ্মায়ুভাবস্তৈব জয় ইতি । সএবা-
জ্ঞাতঃ সন্ বিষয়ো জ্ঞাতঃ সন্ প্রয়োজনম্ আচার্য্যবিজয়জ্ঞানং
ত্ববাস্তবপ্রয়োজনমিতি পরমেত্যাदिনা সূচিম্ । অত্রানেকার্থশঙ্ক-
ত্বাসাং শ্লেষালঙ্কারসুহৃৎ নানার্থসংশয়ঃ শ্রেয় ইতি । দেবতাবাচক্যঃ
শব্দা যে চ ভদ্রাদিবাচক্যঃ । তে সর্কৈ চ ন নিন্দ্যঃ স্থার্লিগিতো
গণতোহপিচেতুস্তদ্ব্যজ্ঞগণাদিপ্রয়োগো ন দোষাবহ ইতি মন্তব্যম্
॥ ১ ॥ নহু প্রাচীনশঙ্করজয় উদাহৃতানাং শঙ্করবাক্যানাং সার-
দ্বীয়ে সংগ্রহে কথমবলোকনীরস্তব সংগ্রহস্ত্যাস্তদাদিত্যেত্তজাহ
যদ্বদিতি যদ্বদ্যটানং কুস্তানামিতশিরসাং বা অদ্বিশৃঙ্গাণাং বা

বিষয়ে বিশদরূপে সারসংগ্রহ করিতেছি । স্বকীয়
গুরু এবং পরমেশ্বরের উপর তুল্যভক্তি করিলে
মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে বলিয়া শায়ণাচার্য্য
স্বীয় গুরু বিদ্যাভীর্ষকে পরমাত্মস্বরূপে উল্লেখ
করিয়াছেন । বিদ্যাভীর্ষশব্দে ভগবান্ ভাষ্যকার,
এবং বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য যে শিব-
রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহাও শৈব-
পুরাণ হইতে অবগত হওয়া যায় ॥ ১ ॥

যে রূপ করিকুস্ত কিস্তা গিরিশঙ্করের সমূহ বিস্তৃত
হইলেও অত্যন্ত দর্পণতলে দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই

পটলঃ সমুদায়োবিশালো বিস্তৃতোহহেহপি দর্পণেবিলোক্যতে
কিলেতি প্রসিদ্ধং তদ্বদস্মিন বুদ্ধিহেমদীয়ে লঘুসংগ্রহে শঙ্কর-
বাক্যানাং সারউদীক্ষ্যতাং সমাগবলোক্যতাং উপমালঙ্কারঃ সাধন্যা-
য়ুপমাভেদ ইত্যুক্তেঃ । ইপ্রোপেজ্ঞবজ্রামিশ্রণাহুপজ্ঞাতবৃত্তং অনন্ত-
রোদীরিতলক্ষভাজোপাদো যদীয়াবুপজাতয়স্তা ইতি লক্ষণাৎ ॥ ২ ॥
প্রাচীনশঙ্করজয়স্ত বৈথখ্যামাশঙ্ক্যাহ যথোচি যথাতিরুচ্যেহত্যপ-
মভিলাষবিষয়ে মধুরে রুচ্যুৎপাদায় রুচ্যস্তরস্ত সলবণস্ত যোজনাহা
যোগ্যা তথা এষা মৎপদ্যানিবেশভঙ্গী মদীয়ানাং নিবেশস্ত বিজ্ঞা-
সস্ত ভঙ্গী রীতিরপি প্রাচঃ কবেঃ কদোবু মনোজ্ঞেয় পদ্যেবু রুচ্যুৎ-
পাদায় ইযাত্যমিতার্থঃ ॥ ৩ ॥ যদ্যপি পুরাণৈঃ প্রাচীনৈঃ কবিভিঃ
সমাক্ষ স্ততস্তথাপি নোহস্মাকং কৃত্য ভাষ্যাকারস্তম্যত অভ্যর্থনায়ানং
লোট বহুবচনং বাস্তুনঃ কায়্যভিপ্রায়েণ । নহু স্তরয়া তব কৃত্য

রূপ শঙ্করবাক্যের সারভাগ অতিশয় বিস্তৃত
হইলেও আমার এই ক্ষুদ্র সংগ্রহ পুস্তকে যে
অবাধে বিলোকিত হইতে পারিবে তাহাতে আর
অণুমাত্রও সন্দেহ নাই ॥ ২ ॥

অত্যন্ত অভিলষণীয় মধুররসে অধিক রুচি উৎপাদনের
নিমিত্ত লবণরসমিশ্র বস্তুর প্রয়োজন হইয়া থাকে,
নতুবা মধুর রসের আশ্বাদন তৎকালে অরুচিজনক
হইয়া উঠে । এই কারণে প্রাচীন কবির মনোজ্ঞ
পদ্যরসের আশ্বাদন বিষয়ে পুনর্ব্বার রুচিবৃদ্ধি করি-
বার প্রত্যাশায় পাণ্ডিতগণ আমার এই পদ্যরচনার
স্বমধুর ভঙ্গী ইচ্ছা করুন । বস্তুতঃ মদীয় সংগ্রহ
গ্রন্থ অতিশয় মধুর রসে পরিপূর্ণ না হউক কিন্তু
লবণরসের মত রুচিজনক হইলেই যথেষ্ট
হইবে ॥ ৩ ॥ যদ্যপি প্রাচীন কবিগণ ভাষ্যকার
শঙ্করাচার্য্যকে সম্যকরূপে স্তুত করিয়াছেন সত্য,

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

ভাষ্যকারঃ । ক্ষীরাক্সিবাসী সরসীরূহাঙ্কঃ ক্ষীর-
পুনঃ কিং চকমে ন গোষ্ঠে ॥ ৪ ॥ পয়োক্ষিবিবরী-
সুনিঃসৃতসুধাঝরীমাধুরীধুরীভণিতাধরীকৃতফণাধরা-

ধীশিতুঃ । শিবস্করসুশঙ্করাভিধজগদুত্তরোঃ প্রায়শো
যশো হৃদয়শোধকং কলয়িতুং সমীহামহে ॥ ৫ ॥
কেমে শঙ্করসত্ত্বরোদ্ গুণগণা দিগ্জালকূলক্ষ্যঃ

তস্ত তুষ্টিবিত্যাক্ষাপ্তকামস্ত পয়মেখরস্ত ভক্ত্যা কুতেন স্বল্পেনাপা-
দিকাদিকতরতুষ্টিরিত্যাহ ক্ষীরাক্সিবাসীতি ক্ষীরাক্সিঃ ক্ষীরসমুদ্ভূ-
তস্ত শীলমস্ত্যাজীতি তণা কমলমদৃশেইক্ষ্মীনেত্রে যন্ত স সরসী
রূহাঙ্কো ভগবান্ বিষ্ণুঃ গোষ্ঠে ব্রজে প্রেমভারাকাত্তাভির্গোপী
ভির্দীপমানময়ঃ দুগ্ধং কিং পুন ন চকমেহপিত কামিতবানে
বেতার্থঃ । ব্রজঃ স্তাদোপকূলং গোষ্ঠমিতি বৈজয়ন্তী । অত্র
স্তুতিক্ষীরবোর্ষিস্থপ্রতিবিস্তভাবাৎ দৃষ্টাঙ্কালকারঃ দৃষ্টাঙ্কঃ
পুনরুচ্চয়াৎ প্রতিবিস্তমিত্যুক্তে ॥ ৪ ॥ তস্মাক্সিবং সুখং
করোমীতি শিবস্করঃ অতএব সুশঙ্কর ইত্যভিধা সংজ্ঞা যন্ত শিব-
স্করশাস্ত্রো সুশঙ্করাভিধশ্চ স চাসৌ জগতাং গুরুশ্চ তস্ত
শিবস্করসুশঙ্করজগদুত্তরোত্তরগবতো ভাষ্যকারস্ত প্রায়শো যশো
হৃদয়শোধকং কলয়িতুং অহুসম্ভাভুং কথয়িতুং বা সমীহামহে
সম্পূর্ণবস্ত চেষ্টার্থবস্ত ঈহপাতেঃকটিকপং সম্যক্চেষ্টাঃ প্রযতুং
কুঃখঃ । কটিকত্বমসোহপি কথনাপ্রায়শ ইত্যুক্তং তং বিশিনষ্টি

পয়োক্ষেঃ ক্ষীরসমুদ্ভূতস্ত বিবরীভ্যাঃ সূক্ষ্মক্ষিদ্বেভ্যাঃ সুনিঃসৃতভাঃ
সুধায়া অমৃতস্ত বরীণাং সূক্ষ্মপ্রবাহাণাং মাধুরী মধুরতা তস্তাঃ-
সকাশাৎধুরীণং শ্রেষ্ঠমতিমধুরং যৎ ভণিতং ভাষিতং তেনাধরীকৃতঃ
ফণাধরাণাং সর্পাণামধীশিতানিরস্তা শেযো যেন তস্ত অত্র বৈকস্তা-
সকৃদাবৃত্তাহুপ্রাসঃশঙ্কালকারঃ একস্তাপ্যাসকৃৎপর ইত্যুক্তেঃ পৃথ্বী বৃহৎ
জমৌ জসবলাবসুগ্রহযতিশ্চ পৃথ্বীশুরবিতিলক্ষণাং ॥ ৫ ॥ শঙ্কর-
গুণাভূবর্গনে স্বস্তানর্হিতামাশঙ্ক্য পরিহরতি কেতি স দেব সোমোদ
মগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদিশ্রুতাক্রমদ্বিতীয়স্ত বোধক
ত্বাৎসঙ্গাকুরঃ সত্যং বা গুরুঃ শঙ্করশাস্ত্রো সঙ্গাকুরশ্চ তস্ত গুণানাং
গণাঃ সমূহাঃ দিগ্জালস্ত কূলং যোদং কথন্তি ব্রহ্মীতি দিগ্জালকূল
ক্ষ্যঃ সর্ষকূলেত্যাদিনাথঞ্ অকুর্ষিষদজন্তুয়েতিমুম্ দিগ্জাল
মুল্লভ্যাগতা ইত্যর্থঃ । কালেন বসন্তাদিকালেনোন্মীলিতানং প্রায়-
শিতানাং মালতীভূতগলক্ষণং মালত্যাাদিপূঙ্গাণাং পরিমলো বিম
র্দোথো জনমনোহরো গন্ধস্তথাবষ্টন্তস্ত মুষ্টিক্রয়া মুষ্টিং ধবন্তি

কথাপি তিনি আমাদের এই সামান্য কার্যে সন্তুষ্ট
হউন এই মাত্র প্রার্থনা । তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন
ক্ষীরসমুদ্রেই যাঁহার নিয়ত অবস্থান, প্রস্ফুটিত
সরোজ সদৃশ যাঁহার নেত্রযুগল, (অন্যের কথা দূরে
থাকুক) সেই ভগবান্ বিষ্ণুও কি গোকূলে গোপাঙ্গ-
নাদিগের প্রদত্ত অল্পমাত্র দুগ্ধ অভিলাষ করেন নাই !
গোপীদিগের অল্পদুগ্ধও যে তিনি প্রার্থনা করিয়া-
ছিলেন অবশ্যই ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে
হইবে ॥ ৪ ॥ ক্ষীরসমুদ্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র হইতে
যে সমস্ত অমৃত নির্ঝর নিঃসৃত হইয়াছে সেই
সমস্ত সূক্ষ্ম অমৃত প্রবাহের মাধুর্য্য অপেক্ষাও
অতিশ্রেষ্ঠ মধুরময় বাক্যদ্বারা যিনি ফণিপতি
অনন্তকেও শুভ্রতাগুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পরাস্ত

করিয়াছেন, অদ্য আমরা শিবকারী বলিয়া যিনি
শঙ্কর নামে অভিহিত, সেই জগদগুরু শঙ্করাচার্য্যের
হৃদয়ের পবিত্রতাকারক শুভ্রবর্ণ যশোরাশির অনু-
সন্ধান করিতে সম্যক্ রূপে যত্ন করিতেছি । ক্ষীর-
সিন্ধু, অমৃত এবং অনন্ত সর্প ইহার সকলেই
শ্বেতবর্ণ । কবিদিগের মতানুসারে কীর্তিও শুভ্রবর্ণ ।
কিন্তু আচার্য্যের ক্ষীরসমুদ্রের অমৃতজয়ী বচনে
অনন্তসর্প পরাজিত হইবে তাহা আশ্চর্য্য নহে । এবং
এইরূপ মহানুভাবের কীর্তিকলাপ যে সাধারণের
অনুসন্ধানীয় বা প্রার্থনীয় তাহাও সর্ববাদিসম্মত
॥ ৫ ॥ যাঁহার গুণরাশি দিগ্জাল উল্লঙ্ঘন করিয়া
গমন করিয়াছে, এবং বসন্ত প্রভৃতি উপযুক্ত
কালে বিকশিত মালতী প্রভৃতির ঘন পরিমল

কালোন্মীলিতমালতীপরিমলাবকুন্তমুষ্টিজয়াঃ । কাহং
হন্ত তথাপি সদগুরুকৃপাপীযুসপার স্পরীমগোময়
কটাক্ষবীক্ষণবলাদন্তিপ্রশস্তাইতা ॥ ৬ ॥

পিবন্তীতি তে কালোন্মীলিতমালতীপরিমলঘনাদপি অধিকতর-
স্বধকরাইতার্থঃ নাতীমুট্টোশ্চেতিবশ্ইমেপ্রসিদ্ধাঃ কাহং হন্ত-
ব্রত্যাভোগাঃ ক যদাপীতামাহার্যং হন্তেতি হর্ষে তথাপি
সদগুরোর্বিন্দ্যাতীর্থন্ত শঙ্করস্ত বা কৃপারূপস্ত পীযুষস্তামৃতস্ত পার
স্পর্যাং পরস্পরায়াং মথেনোমথেন চ কটাক্ষেণ নিমীলনে
মথন্তোন্মীলন উন্নয়নস্যাচারোপঃ বীক্ষণমেববলং তন্ময়ং প্রশস্তা
যোগ্যতা মমাতীতার্থঃ অনুরূপয়োদ্বটনার্বণেনেব বিষমং বর্ণ্যতে
যত্র ঘটনানুরূপয়োরিত্যুজ্জেন বিষমেন প্রাপ্তায়া অনর্হতারা
বিচার্যরূপকেন প্রতিবেদনাক্ষেপালঙ্কারস্ত আক্ষেপঃ স্বয়মুক্তস্ত
প্রতিবেদো বিচারণাদিত্যুক্তস্ত তাত্যাং সঙ্করঃ অবিশ্রান্তিজু-
মাশ্রয়ান্ধাঙ্গিত্বং তু শঙ্কর ইত্যাক্তেঃ স্বর্ঘ্যশৈথল্যসজ্জতাঃ
সগুণবংশাদূর্ণবিজ্রীড়িতম্ ॥ ৬ ॥ অধস্তমকৃতার্থমাশ্রয়ং ধৃত্যং
মজ্জন্ত ইতি ধন্তশ্রুত্যাঃ অসজ্জনং দুর্জনমাশ্রয়ং সূজনং মজ্জন্ত ইতি

অপেক্ষাও যে সমস্ত গুণরাশি সুখকর, সদগুরু
আচার্য্যের ঐদৃশ অলৌকিক গুণ রাশিই বা কোথায় ?
এবং এই মুঢ়মতি সাধারণই বা কোথায় ?
বস্তুতঃ এই উভয়ের পরস্পর ঘটনা অতি দুর্লভ ।
হায় ! তথাপি এই এক মাত্র ভরসা দেখি-
তেছি যে, আচার্য্যের অনুকম্পারূপ অন্তরাশির
পরস্পরাসম্বন্ধে নিমীলনকালে ময় এবং উন্মীলন-
কালে উন্ময় এইরূপ কটাক্ষের দ্বারা দর্শনকালে
আচার্য্যের গুণবর্ণনা করিতে আমার প্রশংসনীয়
যোগ্যতা আছে । তাহার রূপাকটাক্ষ রূপ ব্যতীত
তাঁহার গুণবর্ণন করিতে অগ্রসর হয়, এরূপ
লোক ভূতলে নিতান্ত বিরল বস্তুতঃ সে লোক
নাই ॥ ৬ ॥

ধন্যশ্রম্যাবিবেকশূন্যসুজনশ্রম্যাকিকন্যানটী নৃত্যো-
শ্রুতনরাধমাদমকথাসংমদদুর্দমৈঃ । দিগ্ধাং মে
গিরমদ্যশঙ্করগুরুক্রীড়াসমুদ্যদ্যশঃ পারাবারসমু-
চলজ্জলঝরৈঃ সংকালয়ামি ক্ষুটম্ ॥ ৭ ॥

সুজনশ্রম্যঃ উক্তহৃত্রে মূম্ব অক্কেঃ সমুদ্রস্ত কস্তানন্দীঃ সৈব নটী
চঞ্চলবাহুর্ভকীতস্তা নৃত্যেন নর্ত্তনেনোশ্রুত্যাঃ ধন্তশ্রম্যাক তে
বিবেকশূন্যাস্ত সুজনশ্রম্যাকিকন্যানটীনৃত্যোনোশ্রুত্যাশ্চেতিবন্দো
বা দ্বয়োদ্বয়োঃ কণ্ঠদারয়েবন্দো বা তে চ তে নরাধমোভ্যোহপা-
ধমাস্ত তেষাং কথা যদা তেষাং নরাধমানামধমাস্ত তাঃ কথাস্ত
তাযাং সম্ভাঃ সজ্জর্ঘ্যএব দুর্দমাদুষ্টপঙ্কেতিদ্বিগ্ধাঃ লিপ্ধাঃ মে
গিরঃ বাঢ়ঃ অদ্য শঙ্করগুরোঃ ক্রীড়াসমুদ্যদ্যশএব পারাবারঃ
সমুদ্রঃ পারাবারঃ সরিৎপতিরিতামঃ । তস্তা সমুচ্চলদ্বিগ্ধ বৈকুণ্ঠারি
প্রবাহৈঃ সংকালয়ামি ক্ষুটং যদ্যন্তাতথা সমাক প্রকালয়ামীতার্থঃ
তথাচোক্তং ভগবতাবেদবাসেন অসংকীর্ণনকাস্তারপরিবর্তন
পাংস্থলাং । বাচংশৌরিকপালাপৈর্গঙ্গয়েব পুনীমতে ॥ অত্ররূপকবৃত্তা
মুপ্রাসরোরজ্যোত্নিরপেক্ষারারেকর সমাবেশান্তিলতভুলবৎসং
স্থিতিঃ । সৈবাসংসৃষ্টিরেতেবাং ভবেদৈক্যাদিহস্থিতিরিত্যুক্তেঃ ॥ ৭ ॥

যাহারা অধন্ত হইয়াও আপনাকে ধন্ত
বলিয়া বিবেচনা করে, অসজ্জন হইয়াও
আপনাকে সজ্জন বলিয়া বিবেচনা করে,
যাহারা হিতাহিত বিবেক শূন্য, এবং চঞ্চলা বলিয়া
নর্ত্তকীষরূপা ক্ষীরাক্তিতনয়া লক্ষ্মীদেবীর নৃত্য
মত্ত নরাধম হইতেও অধম লোকদিগের কথার
সংসর্গরূপ দুষ্টপঙ্কে একান্ত লিপ্ত মদীয় বাণী অদ্য
শঙ্করগুরুর ক্রীড়া বশতঃ সমুদিত যশোরূপ সরিৎ-
পতির সমুচ্চলিত বারিপ্রবাহ দ্বারা স্পষ্টরূপে
সমাক্ষালিত করিব ॥ ৭ ॥

বক্ষ্যাসুখরোনিষাগসদৃশক্ষুদ্রকিতীন্দ্রক্ষমাশৌৰ্যো-
দার্যাদয়াদিবর্ণনকলাভূক্সাসনাবাসিতাম্ । মধবানী-
মধিবাসয়ামি যমিনস্ত্রৈলোক্যরঙ্গস্থলীনৃত্যংকীৰ্ত্তি
নটীপটীরপটলোচ্চৈর্বিবিকীর্ণৈঃ ক্ষিতৌ ॥ ৮ ॥

পীযুষভ্রাতীখণ্ডমণ্ডনকৃপারূপান্তরী শ্রীগুরুপ্রেমস্নে-
হসমর্হণাহমধুরবাহারসূনোৎকরঃ ! প্রৌঢ়োহয়ং

নবকালিদাসকবিতাসন্তানসন্তানকো দদ্যাদদ্যসমু-
দাতঃ সুমনসাম্যামোদপারম্পরীম্ ॥ ৯ ॥ সাম্যো-
দৈরনুযোদিতা যুগমদৈরানন্দিতা চন্দনৈর্ঘন্ডারৈরভি-
নন্দিতা প্রিয়গিরা কাশ্মীরজৈঃ স্মরিতা । বাগেযা
নবকালিদাসবিদুষো দোষোজ্জ্বলিতাভূক্ষবিত্রাতৈর্নিষ্ক-
কণৈঃ ক্রিয়েত বিকৃত্য ধেনুস্তরুক্ষেরিব ॥ ১০ ॥

বক্ষ্যাসুতেন গর্দভীশৃঙ্গেন চ তুচ্ছেন তুল্যাবে ক্ষুদ্রাণ্যং কিতীন্দ্রাণ্যং
রাজ্যং ক্ষমাশৌৰ্য্যোদার্যাদয়াদিযজ্ঞেযাং বর্ণনস্ত বা কলা তল্লক্ষণয়া
ভূক্সাসনয়া ভূগ্কিনা বাসিতাং ভূগ্কিব্যাপ্তাং স্ববাচং যমিনো যত্নেঃ
শ্রীশঙ্করস্ত ত্রৈলোক্যলক্ষণায়াঃ রঙ্গস্থলাং নৃত্যভূমিপ্রদেশে নৃত্যাত্মী
চাসৌ কীৰ্ত্তিলক্ষণা নটী কত্যাঃ পটীরস্ত চন্দনস্ত পটলী সমূহঃ তস্তা-
শ্চ চৈর্বিবিকীর্ণৈঃ পৃথিব্যাং বিকীর্ণৈঃ প্রসুতৈর্মধিবাসয়ামিহুগক্ষয়ামি ।
৮ ॥ অয়ং প্রৌঢ়ো নবকালিদাসস্ত মাধবস্ত কবিতাসন্তানরূপঃ
সন্তানকঃ কল্পরূক্ষোহদ্য সমুদাতঃ সুমনসাং প্রতিতানাং হর্ষলক্ষণা-
মোদপারম্পরাং দদ্যাত্ । যথা কল্পরূক্ষঃ সুমনসাং দেবানাম্
আমোদস্তাক্তিসমাকর্ষিণো গরুত সজ্জতিঃ দদাক্তি বহুদিতার্থঃ । তং
বিপিনন্ত পীযুষদ্যুতেরমুতাংশোশ্চন্দ্রস্ত খণ্ডঃ শকলঃ মণ্ডনমলকারো
এষ তস্য শিবস্য কৃপারূপান্তরস্য শ্রিয়া যুক্তস্য গুরোর্যং প্রেমঃ

হেয়া স্ত্রৈর্গোণসমর্হণং সম্যক্ পূজনস্তস্মিহঁহা যোগ্যা মধুরা ব্যাহারা
উক্যএব স্থানানি পুষ্পানি তেষামুৎকরো নিচরো যস্মিন্ সঃ । অত্র
কবিতাসন্তানসা কল্পরূক্ষোভেদেন রূপেণ রঙ্গনাঙ্গপকালকার-
স্তদুচ্চং বিষয়াভেদতাজ্জপারঙ্গনং বিষয়স্য যৎ রূপকং তদিতি ॥ ৯ ॥
সুমনসাং সুখকরমপি বস্ত কুমুনোভির্বিভূতং ক্রিয়ত ইত্যালোচ্য
স্ববাচি বিকারপ্রাপ্তিং সম্ভাব্যাহ সাম্যোদৈরিতি । আমোদেন হর্ষণ
বা সহিতৈর্মগাণাং মদৈঃ কল্পরূক্সাসংজ্ঞকৈরনুযোদিতা শ্লাঘিতা
সাম্যোদৈরিত্যস্যোত্তরত্ৰাপি সধকঃ । সাম্যোদৈশ্চন্দনৈরানন্দিতা হৃদি-
নন্দিতা তথা সাম্যোদৈর্ঘন্ডারৈঃ প্রিয়গিরাভিনন্দিতা তথা সাম্যোদৈঃ
কাশ্মীরজৈঃ প্রিয়গিরা স্মরিতা বিকাসিতা শ্লাঘিতা দৌষ-
বিবর্জিতাপি ধেনু যদ্বা দোষা রাত্রিস্তস্যামুজ্জ্বলিতা স্বহানাদিমুক্তা
নিষ্ককণৈশ্চরুক্ষেপৈর্লৈ যথা বিকৃত্য ক্রিয়েত । তৎকঃ সিল্লকে

বক্ষ্যানারীর পুত্র ও গর্দভীর শৃঙ্গতুল্য নিতান্ত
তুচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিতীন্দ্রগণের ক্ষমা, শৌর্য্য, ওদার্য্য
এবং দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণগণনর্ণনার কিয়ন্মাত্র কলা-
স্বরূপ, ভূক্সাসনাদ্বারা ভূগ্কিত স্বীয়ভারতী, যতীন্দ্র
শঙ্করাচার্য্যের ত্রৈলোক্যলক্ষণ রঙ্গভূমিতে নৃত্য
পরায়ণা কীৰ্ত্তিলক্ষণা নটীর চন্দনরসচূর্ণদ্বারা পৃথিবী
তলে বিকীর্ণ করিয়া অতিশয় স্তম্ভিত করিব । ৮ ।

নবকালিদাস মাধবাচার্য্যের এই প্রৌঢ় কবিতা
সমূহরূপ কল্পরূক্ষ অদ্য সমুদ্যত হইয়া (দেবতা-
বিগকে যেরূপ সম্যকৃষ্ট গজসমুত্তি প্রদান করিয়া

থাকে) সেইরূপ পণ্ডিতদিগকে হর্ষ লক্ষণ প্রমোদ
পারম্পরা প্রদান করুক । এই কল্পরূক্ষও সাধারণ
নহে, কারণ—অমৃত কিরণ রজনীপতির খণ্ড যাঁহার
অলঙ্কার সেই ভবানীপতি শঙ্করের কৃপারূপ স্বরূপ
শ্রীসংযুক্ত গুরুদেবের প্রেমস্বৈর্য্য দ্বারা সম্যক্ পূজা
প্রকরণে সমুচিত মধুর বাক্যাবলী বাহার কুশুম
রাশি, এবং ঐ সমস্ত পুষ্পরাশিই যে বৃক্ষে সর্বদা
বিদ্যমান, এ সেই কল্পরূক্ষ । ৯ ।

নবপরিমল গন্ধ অথবা হর্ষ সহিত যুগমদদ্বারা
শ্লাঘিত, সাম্যোদ চন্দনদ্বারা আনন্দিত, সাম্যোদ

যদ্বাদীনদয়ালবঃ সঙ্কদয়াঃ সৌজন্যকল্লোলিনীদোলা-
ন্দোলনখেলনৈকরসিকস্বাস্তাঃ সমস্তাদমী । সন্তুঃ
সন্তু পুরোক্তিমৌক্তিকজুষঃ কিং চিন্তয়ানন্তয়া
যদ্বা তুষ্যতি শঙ্করঃ পরগুরুঃ কারুণ্যরত্না-

করঃ ॥ ১১ ॥ উপক্রম্য স্তোতুং কতিচন গুণান্
শঙ্করগুরোঃ প্রভাঃ শ্লোকাক্ষে কতিচন তদর্দ্ধাঙ্ক-
রচনে ॥ অহং তুষ্ট্যুস্তানহহ কলয়ে শীতকিরণ-
করাভ্যামাহতুং ব্যবসিতমত্তেঃ সাহসিকতাম্ ॥ ১২ ॥

শ্লেচ্ছজাতিবিক্রমেদিনী । তথৈবভূতা । সর্বদোষবিনিশ্চুক্তা নবীন-
কালিদাসস্য বিদুষো মাধবসৈয়াবাগদুষ্টানাং কবীনাং সমুদায়ৈরত
এব নিষ্করণে নিষ্কৃত্য বিকারমগ্ধাভাবং প্রাপ্তা ক্রিয়েতেতার্থঃ ॥ ১০ ॥
এবং প্রাপ্তামনন্তাং চিন্তাং কাব্যরূপে প্রতিবন্ধকং বারয়তি
যদেতি । যদ্বা দীনেষু দয়ালবঃ সঙ্কদয়াঃ পরকীয়শ্রমাদ্যভিজ্ঞাঃ
সৌজন্য্যস্বিকার্যাঃ কল্লোলিন্যাং নদ্যান্দোলান্দোলনং ইত্যন্ততো
ভ্রমণং তদাশ্রয়ং যৎখেলনং তস্মিন্বেকং মুখ্যং রসিকং স্বাস্তং
মনে । যেবাং তে পুরোক্তিং মৌক্তিকবজ্জুষন্তীতি তথাভূতাঃ সন্তু
অকোহনন্তয়াচিন্তয়া কিং ন কিমপি সা ন কর্তব্যোভার্থঃ । তেবাং
দোলভ্রমণশব্দাঃ যদ্বা কারুণ্যস্য রত্নাকরঃ সমুদ্রঃ পরগুরুঃ
শ্রীশঙ্করস্ত্যতি । তথাচ তৎসঙ্গার্থমবশ্যং যতিতবামিতি ভাবঃ ।

অত্র পূর্বশ্লোকাং প্রাপ্তচিন্তয়া যদেতাদিনা প্রতিবেদ্যাদাঙ্ক-
পালকারঃ ॥ ১১ ॥ নহু যত্র শ্রীশঙ্করগুণবর্ণনে বচনোচপি
প্রভাঃ স্তোত্র প্রবৃত্তস্য তব সাহসমাত্মমেবেতি চেৎ সত্যং তথাপি
গুরুকটাক্ষা অঘটিতমপি মদভীষ্টং ঘটয়িতুং শক্তা ইত্যাহোপ-
ক্রমোতি ভাভাঃ । শ্রীশঙ্করগুরো গুণান্ স্তোতুমুপক্রম্য
কতিচন কেচিং শ্লোকাক্ষে প্রভাঃ কেচিৎ শ্লোকপাদরচনে
প্রভা ইতি বা অহং তান্ তথাভূতান্ গুণান্ তুষ্টুঃ স্তোতু-
মিচ্ছুরহহ অভ্যাস্তমন্যায়ং শীতকিরণং চন্দ্রং করাভাঃ
হস্তাভ্যামাহতুং ব্যবসিতা নিশ্চিতা মতি র্য়স্য তস্য বালস্য
সাহসিকতাং কলয়ে সম্পাদয়ামি । অত্র স্বস্মিন্দুগতসাহসিকতা
পদার্থরোপান্নির্দর্শনালকারঃ । পদার্থব্রতমপ্যেকো বদস্ত্যাতাঃ

মন্দার কুসুমদ্বারা আনন্দিত, সামোদ কাশ্মীর দেশ-
জাত কুসুম দ্বারা বিকাশিত ও সামোদ প্রিয়-
বাক্যে শ্লাঘিত এবং দোষ বিবর্জিত (অথবা, দোষ
অর্থে রাত্রিকাল, সেই সময়ে স্বস্থান হইতে বিমুক্ত
ধেমুকে নিষ্করণ শ্লেচ্ছজাতি তরুক্ষগণ) যেরূপ
বিকৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ সর্বদোষ বিনিশ্চুক্ত
দূরদর্শী নবীনকালিদাস মাধবাচার্যের এই অনুপম
বাক্য ছুটিলে কবীন্দ্রগণ নিষ্করণ হইয়া বিকার
প্রাপ্ত করিয়া তুলিবে । ১০ ।

এইরূপে কাব্য নির্মাণে প্রতিবন্ধক স্বরূপ অনন্ত
চিন্তা নিবারণ করিতেছেন । কারণ দীনজনের
উপর দয়ালু, পরকীয় শ্রমাদিবেত্তা, এবং সৌজন্য
রূপা কল্লোলিনীর উপর ইত্যন্ততঃ ভ্রমণরূপ খেলন

বিষয়ে যাঁহাদের প্রধান অন্তঃকরণ একান্ত রসিক ও
পয়োধি যাঁহারা মুক্তাফলের মত সেবা করিয়া
থাকেন, ঈদৃশ মহোদয় পণ্ডিতগণ যখন চতুর্দিকে
বিদ্যমান রহিয়াছেন দেখিতে পাটতে'ছ, তখন আর
এরূপ অনন্ত চিন্তায় প্রয়োজন নাই । কিন্তু যদি
মদীয় ভাগ্য দোষে তাঁহারাও ছলভ হন, তাহা
হইলে কারুণ্য রত্নাকর, পরমগুরু শঙ্করাচার্য্য
সন্তুষ্ট হইতেছেন ভাবিয়া তাঁহার সন্তুষ্টি বন্ধনের
জন্ম অবশ্যই তাঁহারাও যত্ববান হইবেন । ১১ ।

যখন শ্রীশঙ্করের গুণবর্ণনে অনেকেই ভ্রমো-
দ্যম হইয়াছেন তখন তুমি কি সাহসে সেই কার্য্যে
প্রবৃত্ত হইয়াছ ? এ তোমার কেবল সাহস মাত্র,
ইহাও সত্য—তথাপি গুরু দেবের কটাক্ষ নিষ্কপ

তথাপুঞ্জ্ভুন্তে ময়ি বিপুলদুষ্কাঙ্কিলহরীলসং
কল্লোলালীলসিতপরিহাসৈকরসিকাঃ। অমী মুকা-
ঘাচালয়িতুমপি শক্তা যতিপতেঃ কটাক্ষাঃ কিং
চিত্রং ভূশমঘটিতাভীষ্টঘটনে ॥ ১৩ ॥ অশ্বজিহ্বাগ্র-

সিংহাসনমুপনয়তু স্বেক্তিধারামুদারামধৈতাচার্যাপা-
দন্ত্তিকৃতত্নকৃতোদারতাশারদাং বা। নৃত্যম্ভূজ-
মোচৈশ্মুকুটতটকুটীনিঃস্রবৎস্রবস্তীকল্লোলোদে-
লকোলাহলমদলহরীখণ্ডিপাণ্ডিত্যহুদ্যাম্ ১৪

নিদর্শনামিত্যুক্তেঃ। শিখরিণী রসৈকদৈশ্চিন্নায়মনসত্তলাগঃ
শিখরিণীতিলকগাং ॥১২॥ যদ্যপ্যেবং তথাপি বিপুলানাং দুষ্কাঙ্কে:
ক্ষীরসমুদ্রস্য লহরীগাং প্রবাহাণাং লসন্তুচকাসন্তো যে কল্লোলা
বৃহত্তবঙ্গান্তেযামাণিঃ পংক্তিভুজাঃ লসিতে পরিহাসে এক
রসিকা মুখারসিকাস্ততোহপ্যতিস্বচ্ছা যতিপতের্বিদ্যাতীর্থস্যা
শঙ্কংসা বাহ্মী কটাক্ষা মুকানপি বাচালয়িতুং শক্তা সমর্থ্য ময়ি
উল্লসন্তাতঃ অঘটিতং যদভীষ্টং তস্য ঘটনে ভূশমভিশায়েন শক্তা
ইত্যত্র কিং চিত্রং কিমপ্যাশ্চর্য্যং ন ভবতীত্যর্থঃ। ভূশম-
ঘটিতাভীষ্টস্য ঘটনে কিং চিত্রমিতি বা ॥ ১৩ ॥

অঘটিত মদীয় অভীষ্ট ঘটাইতে সক্ষম বলিয়া
আমি এই কার্যে রত হইয়াছি। শ্রীশঙ্কর গুরুর
গুণরাশি স্তব করিতে উপক্রম করিয়া কতকগুলি
শ্লোকার্দ্ধ প্রকৃষ্টরূপ ভগ্ন হইয়াছে। এবং কতক-
গুলি শ্লোকের পাদ (চতুর্থাংশের একাংশ)
রচনাকালে ভগ্ন হইয়াছে। আমি সেই সমস্ত
গুণনিচয় স্তব করিতে ইচ্ছা করিয়া হায় ! শীত-
বর্ষা চন্দ্রকে হস্তযুগল দিয়া ধারণ করিতে কৃতসঙ্কল্প
এই বালকের (আমার) কেবল সাহসিকতাই
সম্পাদন করিতেছি ॥ ১২ ॥

যদ্যপি এইরূপ, তথাপি দুষ্কার্গবের বিপুল
বারিপ্রবাহের বিলসিত বৃহত্তরঙ্গমাগার বিলসিত
পরিহাস বিষয়ে একমাত্র রসিক (অর্থাৎ তাহা
হইতেও অতি স্বচ্ছ) যতিপতি বিদ্যাতীর্থ অথবা

এবমপি চিত্তৈশ্বর্য্যমলভমানো জগজ্জননীঃ সরস্বতীঃ প্রার্থয়তে
অম্বদিতি। অধৈতাচার্য্যপাদস্তত্যা শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদস্তত্যা কৃতং
সম্পাদিতং বৎসুকৃতং পুণ্যন্তেনোদারতা বস্যাঃ কৃতং সুকৃতং যেন
তন্নিম্নরি উদারতা বস্যা ইতি বা সা শারদায়া নৃত্যভো মৃত্যু-
জয়সা শিবমোচৈশ্মুকুটতটকুট্যা নিঃস্রবন্তী বা স্রবঃসরিৎ গঙ্গা
তস্যাঃ কল্লোলানামুদেলোহনতিবেলোহতার্থো যঃ কোলাহলন্তস্য
মনোগর্ব্বোহহঙ্কারন্তস্য লহরীগাং খণ্ডি খণ্ডনকর্তৃ বৎ পাণ্ডিত্যন্তেন
হুদ্যাং মনোজ্ঞাং উদারং বিশালাং স্বীয়াং ব্যাহারধারাং অশ্বজি-
হ্বাগ্রমেব সিংহাসনমুপনয়তু জিহ্বাগ্রলক্ষণসিংহাসনসমীপং

শঙ্করাচার্য্যের সেই সমস্ত কটাক্ষ, নির্ঝাকদিগকেও
বাচালিত করিতে সমর্থ হইয়া আমার উপর
প্রকাশিত রহিয়াছে। অতএব কোনকালেও
যে ঘটনা ঘটিবেনা, আমার সেই অঘটনীয় অভি-
লষিত সম্পাদনে সেই কটাক্ষ বিক্ষেপ যে সমর্থ
হইবে ইহা আশ্চর্য্য কি? অর্থাৎ ইহা কিছুই
আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার নহে ॥ ১৩ ॥

এইরূপেও চিত্তের শৈশ্বর্য্য সম্পাদন লাভ করিতে
না পারিয়া জগজ্জননী সরস্বতীর নিকট প্রার্থনা
করিতে লাগিলেন। অধৈতমত্তের আচার্য্য
শঙ্করের পদযুগল স্তব করিয়া যে স্নকৃত সঙ্কিত
হইয়া থাকে সেই পুণ্যদ্বারা বাঁহার উদারতা
প্রকাশিত হয়, সেই সরস্বতী মাতা, নৃত্যপরায়ণ

কেদং শঙ্করসদৃশোঃ সূচরিতং কাহং বরাকী
কথং নির্বন্ধাসিচিরার্জিতং মম যশঃ কিং মজ্জয়ন্ত
সুধৌ । ইত্যুক্তা চপলাং পলায়িতবতীং বাচং
নিযুক্তে বলাং প্রত্যাহৃত্য গুণস্ততো কবিগণ-

শ্চিত্রং গুরো গৌরবম্ ॥ ১৫ ॥ ক্লৈকাক্ষরবাক্-
নিঘণ্টুশরৈরৌগাদিকপ্রত্যয়প্রায়ৈহন্ত যঙস্তদন্তর-
তরৈর্ছবোধদূরায়ৈঃ । ক্রূরাণাং কবিতাবতাং কতি-
প্যৈঃ কষ্টেন কষ্টৈঃ পদৈ হাঁহা স্বাদশগা কিরাত-

প্রাপন্নত্ব অভ্যর্থনায় লোট । স্বধ্বরাস্ত্রলৈ ধানং ত্রয়েণ ত্রিযুনি
যতিবৃত্তা অঙ্করা কীর্তিতেরনিত লক্ষণং ॥ ১৪ ॥ নহুর্ঘট্টেইধে
তব বাচঃ পলায়নমেব যুক্তং মধ্যেহসামর্থ্যবশান্নিত্তৌ চিরা-
র্জিতরশোনানশস্তবাদিত্তি চেদিদমেব বিচার্য পলায়িতবতীং
মদ্যচং গুরো গৌরবাবলাংপ্রত্যাহৃত্য কবিগণোনিযুক্ত ইত্যাহ
কেতি ইদং শঙ্করসদৃশোঃ সূচরিতং ক অতশ্চিরার্জিতং মম যশঃ
কথং কতো নির্বন্ধাসি নাশয়সি অসুধৌ সমুদ্রে মাং মম যশো বা
কিমর্থমজ্জয়সি ইত্যুক্তা পলায়িতবতীং চপলাং বাচং বলাং

প্রত্যাহৃত্য কবিশমূহো নিযুক্তে প্রেরয়তীতি চিত্রং গুরোগৌরবং
বংশ ॥ ১৫ ॥ কাব্যরচনায় প্রবৃত্তা মদ্যগী ক্রূরাণাং কবিতাবতাং
শৈলীমুসরিত্বাতি তি সাক্ষোশমাহ ক্লৈকতি । ক্লৈকা চাসৌ একা-
ক্ষরা চাসৌ বাক্ চসা চ নিঘণ্টবঃ কোশাশ শরণং যেবাস্তে ঔগা-
দিকাঃপ্রত্যয়াঃ প্রায়ৈণ যেবু তৈঃ যঙস্তানি চ তানি দন্তরতরাণি
বিষমতরাণি দন্তরং বাচাবহিদ্যাহিষমোমতদন্তরোরিত্তি বিশ্ব
প্রকাশঃ । যঙস্তানি চ দন্তরতরাণি চ তৈরিত্তি বা ছুর্কোধানি চ
তানি দূরাশ্রয়ানি চ ছুর্কোধানি চ দূরাশ্রয়ানি চেতি বা তৈঃ

মৃত্যুঞ্জয়ের উচ্চৈ মুকুটতটস্বরূপ কুটী হইতে নিঃসৃত
স্রবতরঙ্গিণীর অত্যধিক কল্লোল কোলাহলের অহ-
ঙ্কার-চাতুরী-বিনাশন দূরদর্শিত্বে একান্ত মনো-
হারিণী স্বকীয় বিশাল বাক্যধরা আমাদিগের রসনা
লক্ষণ সিংহাসনের নিকট আনয়ন করুন । ১৪ ।
যদি চ ছুর্ঘট অর্থে আমার বাক্‌দেবীর পলায়নই
যুক্ত, এবং মধ্য হইতে অসামর্থ্য বশতঃ বাগ্‌দেবীর
নির্যতি হইলে চিরোপার্জিত যশোলোপেরও সম্ভা-
বনা । এইরূপ বিচার করিয়া পলায়নোদ্যতা
বাগ্‌দেবীকে গুরুদেবের গৌরববশত বলপূর্বক
ধারণ করিয়া কবিগণ নিযুক্ত করিয়াছেন । কারণ
শঙ্কররূপ সদগুরু উৎকৃষ্ট চরিত্রই বা কোথায় ?
এবং এই অতি নিকৃষ্ট পামরী সরস্বতীই বা
কোথায় ? এই উভয়েই পরম্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ

স্বভাবাক্রান্ত । অতএব কি কারণে আমার এই
চিরোপার্জিত কীর্তিকলাপ ধ্বংস করিতেছ, এবং
আমাকে সাগরে নিক্ষেপ করিতেছ । এই কথা
কহিয়া পলায়নোদ্যতা চপলা বাক্‌দেবীকে বল-
পূর্বক ধারণ করিয়া আনিয়া কবিগণ নিযুক্ত করিয়া-
ছেন ॥ এই বিষয়ে আর কিছুই আশ্চর্য্য নহে,
কেবল গুরুদেবের গৌরবই সম্পূর্ণ আশ্চর্য্যের
কারণ । ১৫ ।

যাঁহারা ক্রুর কবিশক্তি সম্পন্ন, তাঁহাদের
উদ্দেশে কাব্যরচনায় সমুদাত মদীয় ভারতী প্রস্তুত
নিক্ষেপ করিবে নতুবা উপায়ান্তর নাই । যে সমস্ত
পদ অত্যন্ত কর্কশ, একটি মাত্র অক্ষর বিদ্যমান,
নিঘণ্টু (কোশ) যাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়, এবং
প্রায়ই ঔগাদিক প্রত্যয় সকল যাহাতে লক্ষিত

বিততেরেণীব বাণী মম ॥ ১৬ ॥ নেতা যত্রোল্পসতি
ভগবৎপাদসংজ্ঞা মহেশঃ শান্তি যত্র প্রকচতি রসঃ-

শেষবানুজ্ঞানাদৈঃ । যত্রাবিদ্যাক্তিরপি ফলং
তস্তু কাবাস্ত কৰ্ত্তা ধন্যো বাসচলকবিরস্তংকৃতি-

কষ্টেন কষ্টেঃ ক্রূরাণাং কবিতাবতাং কতিপয়ৈঃ কৈশিচৎ পদৈ হাঁহা
মম বাণী বশগা স্তাৎ যথা এণী মৃগী কীরাতানাং বিততে: পংক্তে-
স্তদ্বিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ এবং তর্হি কিমর্থং কাব্যরচনারাং প্রবৃত্তম্বিত্তি
চেৎ শ্রীশঙ্করাচার্য্যস্ত গুণানুবর্ণনেন স্বস্ত কৃতকৃত্যতাসম্পাদনার্থ-
মিত্যশয়েনাহ নেতা যত্রোতি যত্র যস্মিন্ কাব্যে ভগবৎপাদেতি-
সংজ্ঞা যস্ত স মহেশো নেতা যুধ্যা: স্বামী বর্ণ্য ইতি যাবৎ উল্লসতি
প্রকাশতে তস্য কাব্যস্য তদদ্যো শঙ্করো স গুণাবনলকৃতি পুন:
রূপীভূতস্বরূপস্য প্রভুসম্বিতশব্দপ্রধানবেদাদিশাস্ত্রেতা: মুহুৎ-
সম্বিতার্থতাংপর্য্যবদিতিহাসপুরাণাদিত্যশ শঙ্কর্য্যোণ্ডণভাবেন
রসাত্মকৃত্যাপারপ্রবণতয়া বিলক্ষণস্য কাণ্ডেবসরসতাপাদনে-

নাভিমুখীকৃত্যোপদেশকর্ত্তুলোকোত্তরবর্ণনানিপুণস্য কবে: কৰ্ম্মণঃ-
কর্ত্তা বাস ইবাচলঃ স্থিরশাস্ত্রমৌ কবিশ্রেষ্ঠশ্চেতি বাসচলকবিরো
মাধবো ধন্য: কৃতকৃত্য: । নববিদ্যাক্তিপূর্বকব্রজ্ঞানন্দপ্রাপ্ত্যা
কৃতকৃত্যতয়া বেদান্তসিদ্ধান্তত্বাৎ কথং তদ্ব্যতিরিক্তরসযুক্তকাব্য-
করণেন কৃতকৃত্যতেত্যাহ যত্র যস্মিন্ কাব্যো শান্তি: শান্তি-
সংজ্ঞা রস: প্রকচতি প্রকাশতে । রসং বিশিনষ্ট উজ্জ্বলানৈঃ শেটৈ-
রূপসজ্জনভূতৈ: শেষবান্ শেষী প্রধানভূত ইতি যাবৎ । উজ্জ্বলঃ-
শৃঙ্গার: শৃঙ্গার: শুচিকজ্জল ইত্যমর: । আদ্যোপদেন বীরকরণা-
হন্তুত্বাস্তয়ানকবীভৎসরোজ্রাখ্যা রসা গৃহ্যন্তে । যত্র যস্মিন্
কাব্যে অবিদ্যাক্তিরপি ফলং ক্ষতেরত্ত্ব ফলত্বাভাবাৎ অপি

হয়, যঙস্ত পদে নিতাস্ত বিষমতর, ও লক্ষ্যদাই
দুর্বোধ অথচ পরস্পর অত্যন্ত দূরবর্তী অন্বয়
বিশিষ্ট, নৃশংস কবিতা রচয়িতাদিগের নিতাস্ত কষ্টে
আকৃষ্ট এইরূপ কোন অদভুত কতিপয় পদ-
দ্বারা, হায়! কীরাতপংক্তি হইতে যেরূপ হরিণী
ভয়াভুরা হইয়া তাহার বশবর্ত্তিনী হয়, আমার
ভারতীও দেখিতেছি সেইরূপ বশবর্ত্তিনী হইল । ১৬ ।

বহুবিধ দোষসত্ত্বেও আমার কাব্যকরণে
প্রবৃত্ত হইবার মুখ্য কারণ এই, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের
গুণানুবাদ বর্ণনে আমি কৃতকৃত্যার্থতা লাভ
করিতে পারিবা। দোষরহিত গুণবিশিষ্ট ও কোন
কোন স্থলে অলঙ্কার শূন্য শব্দ এবং অর্থকে
কাব্য বলে। প্রভুসম্মানিত শব্দপ্রধান বেদাদি
শাস্ত্র হইতে, মুহুৎ সম্মানিত অর্থতাৎপর্য্যের
মত ইতিহাস এবং পুরাণাদি শাস্ত্র হইতেও

শব্দ এবং অর্থের গুণতাহেতু ও রসের অঙ্গস্বরূপ
কার্য্যে উন্মুখতা হেতু বিলক্ষণ বা উৎকৃষ্ট । এবং
কামিনীর মত হরসতাসম্পাদনপূর্বক অভিমুখ করিয়া
উপদেশদায়ক । লোকাভীত চরিত্র বর্ণনে একান্ত
নিপুণ কবিকার্য্যকেই কাব্য বলিয়া উল্লিখিত করা যায় ।
যে কাব্যে ভগবৎপাদনামধারী মহেশ্বর অর্থাৎ
তিনিই বর্ণনীয়রূপে প্রকাশিত । বেদব্যাসের তুল্য
স্থির এই কাব্যাকর্ত্তা কবির মাধবচর্য্য ধন্য ।
অবিদ্যাক্ষঃসপূর্বক ব্রজ্ঞানন্দপ্রাপ্তি হইলেই
ত কৃতকৃত্যতা হইয়া থাকে এবং উহাই বেদান্ত-
শাস্ত্র প্রসিদ্ধ । অভএব ব্রজ ব্যতিরিক্ত সামান্য
রসযুক্ত কাব্য নির্মাণে কি করিয়া কৃতকৃত্য-
র্থতা হইবে? । এই প্রশ্নও এই স্থানে উত্থা-
পিত হইতে পারে না । শৃঙ্গার, বীর, করুণা
প্রভৃতি রস সমূহ দ্বারা প্রধান শান্তিরস যে কাব্যে

জ্ঞানচ ধন্যাঃ ॥১৭॥ তত্রাদিম উপোদ্যাতো দ্বিতীয়ে
তু তদুদ্ভবঃ। তৃতীয়ে তদুদ্ভবতাক্ষোহবতারনিরূ-
পণং ॥ ১৮ ॥

শঙ্করপ্রাচীনবিধিবাক্যার্থী ধন্য এবেক্তিভাবঃ। তস্ত মাধবস্ত কৃতিঃ
যন্ত জ্ঞানজীতি তৎকৃতিজ্ঞানোপনি ধন্যাঃ মনাক্রান্তা মনাক্রান্তা
জলধিবড়গৈস্তে নৈন তৌতাক্রক চেদিত লক্ষণং ॥১৭॥ অথ শঙ্করীঃ
কথাং বিস্তরেণ নিরূপয়িতুং প্রথমং ভাবচ্ছ্রুতঃ সুখপ্রতিপত্তয়ে
ষোড়শসর্গে নিরূপ্যাত্মাং সজ্জিয়া দর্শয়তি তত্রোদ্যাদিনা। তত্র
ষোড়শসর্গাত্মকে কাব্যে আদিমে আদ্যে সর্গে উপোদ্যাতঃ চিত্তাং
প্রকৃতিসিদ্ধার্থীমুপোদ্যাতং প্রচক্রে ইত্যুক্তঃ শিবদেবভাগবদা-
দিক্রপো নিরূপিতঃ। দ্বিতীয়ে সর্গে তু তস্য ভগবতো মহেশস্তোদ্ভব
আবির্ভাবঃ। তৃতীয়সর্গেহমৃতমক্কোহনঃ অদনীরং যেবাং অদে

চতুর্থসর্গে তচ্ছ্রুতমপ্রাক্ চরিতং স্থিতম্। পঞ্চমে
তদ্যোগ্যসুখাশ্রমপ্রাপ্তিনিরূপণং ॥ ১৯ ॥ মহতা-
হনেহসা যৈষা সম্প্রদায়াগতা গতা। তস্যাঃ শুদ্ধাত্ম-

মূর্ধনো চ অদে ভক্তে বাচ্যোহমৃতমুমাগমো যন্ত ধানেশচ। তেবাং
তেবামমৃতাক্রান্তান্বেবানান্ অবতারস্ত নিরূপণং তস্ত তস্যা মৃতাক্রাসো-
হবতারস্তোতি বা ॥১৮॥ চতুর্থে সর্গে অষ্টমবর্ষাং প্রাক্ চরিতমষ্টম-
প্রাক্ চরিতং শুদ্ধক তদষ্টমপ্রাক্ চরিতং তস্ত মহেশস্য শুদ্ধা-
ষ্টমপ্রাক্ চরিতং স্থিতং। শুদ্ধকঃ চ প্রাকৃতচরিতবিপক্ষণত্বম্।
পঞ্চমে সর্গে তস্য যোগ্যায় জীবনুক্রিসুখসাধনস্য চতুর্থাশ্রমস্য
প্রাপ্তে নিরূপণং যোগ্যস্য সুখাশ্রমস্যোতি বা ॥ ১৯ ॥

যা এষা শুদ্ধাত্মবিদ্যা সম্প্রদায়াদাগতা মহতা কালেন সম্প্রদায়

বিলসিত, অথচ যে কাব্যে অবিদ্যা নাশই ফল।
তাহাতে ব্রহ্মানন্দ লাভের বাধা কি?। একবার
ধ্বংস হইলে সে কদাচ অত্র ফলপ্রদান করিতে
পারে না। এইরূপ গুণভূষিত কাব্য নির্মাতা মাধবা-
চার্য্য অদ্য বাস্তবিক ধন্য হইলেন। অধিক কি, এই
মাধবাচার্য্যের কবিতারচনার পদচাতুর্য্য ও রস-
গাধুর্য্য বেত্তা অন্যান্য ব্যক্তিগণও অদ্য ধন্য
হইলেন। ১৭।

অধুনা শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধীয় ভারতী বিস্তাররূপে
নিরূপণ করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ শ্রোতৃগণের
অন্যাসবোধ্য করিতে ষোড়শসর্গে সমাপনীয়
সেই বিস্তৃতকথা সংক্ষেপ করিয়া দেখাইতেছেন।
সেই ষোড়শ সর্গাত্মক কাব্যের মধ্যে প্রথমসর্গে
উপোদ্যাত (মহাদেবের সহিত দেবভাগনের যে
সমস্ত কথা হইয়াছিল) সেই সমস্ত বর্ণিত

হইয়াছে। দ্বিতীয়সর্গে ভগবান্ মহাদেবের
আবির্ভাব। তৃতীয়সর্গে অমৃতভোজী দেবগণের
যে যে অবতার হইয়াছিল, তাহারই বিবরণ র্তাহার
১৮। চতুর্থসর্গে মহেশের অষ্টম বর্ষের পূর্বকোও যে
চরিত্র শুদ্ধ ছিল, জনসাধারণের চরিত্র অপেক্ষাও
হীয়া চরিত্র বিলক্ষণ ছিল তৎসমুদয়ের বিবরণ।
পঞ্চম সর্গে তাহারই উপযোগ্য জীবনুক্রির
সুখসাধন স্বরূপ চতুর্থাশ্রমের (বানপ্রস্থের) কি
উপায়ে প্রাপ্তি হইতে পারে তাহারই বিষয়
বিস্তৃত আছে। ১৯।

সম্প্রদায় পরম্পরা হইতে আগত এই শুদ্ধ আত্ম-
বিদ্যা বহুকালের পর সম্প্রদায় সকল ছিন্ন ভিন্ন
হওয়াতে বিলুপ্ত হইয়াছে, ষষ্ঠ সর্গে তাহারই সম্যক
প্রতিষ্ঠা বর্ণন। ২০।

বিদ্যায়াঃ সপ্তে সর্গে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ২০ ॥ তদ্ব্যাসা-
চার্যাসন্দর্শবিচিত্রং সপ্তমে স্থিতম্ । স্থিতোৎকর্ষমে
মণ্ডনার্যসম্বাদো নবমে যুনেঃ ॥ ২১ ॥ বাণীনাঙ্কি-
কসার্বজ্জনির্বাহোপায়চিন্তনং । দশমে যোগশক্ত্যা
ভূপতিকায়প্রবেশনং ॥ ২২ ॥ বুদ্ধা যৌনধ্বজকলা-
স্তংপ্রসঙ্গপ্রপঞ্চনং । সর্গ একাদশে ভূত্রৈভেরবাভি-

ধনির্জয়ঃ ॥ ২৩ ॥ দ্বাদশে হস্তধাত্র্যার্থতোটকো-
ভয়সংশ্রয়ঃ । বার্তিকান্ত্রক্কবিদ্যাচালনস্ত্রয়ো-
দশে ॥ ২৪ ॥ চতুর্দশে পদ্মপাদতীর্থযাত্রানিরূপণং ।
সর্গ পঞ্চদশে ভূক্তং তদাশাঙ্কয়কৌতুকং ॥ ২৫ ॥
ষোড়শে শারদাপীঠবাসস্তস্য মহাত্মনঃ । ইতি
ষোড়শতিঃ সর্গে বৃৎপাদ্যা শাক্তরী কথা ॥ ২৬ ॥ সৈব

বিচ্ছিন্নত্বাৎ গতা ততঃ শুদ্ধাত্মবিদ্যায়াঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সমাক্ষাপনং
সপ্তে সর্গে স্থিতম্ ॥ ২০ ॥

সপ্তমে সর্গে তত্ত্ব শঙ্করাচার্য্যাস্ত ব্যাসাচার্য্যাস্ত চ পরম্পরসন্দ-
র্শনাম্বকং বিচিত্রমাশ্চর্য্যং স্থিতং অষ্টমে সর্গে মণ্ডনার্য্যো মণ্ডন-
ভাষ্যকারোঃ সম্বাদঃ স্থিতঃ ॥ ২১ ॥ নবমে সর্গে সরস্বতীসাক্ষিকং
যুনে র্যং সার্বজ্জং তত্ত্ব যো নির্বাহন্তুহুপায়স্য চিন্তনং স্থিতং । দশমে
সর্গে যোগশক্ত্যা ভূপতেরশ্বরকাভিধস্ত্রাজঃ কায়েশরীরে প্রবেশনং
স্থিতম্ ॥ ২২ ॥ যৌনধ্বজস্ত্র কামস্ত্র কলা বুদ্ধা তাসাক্তলানাং প্রস-
ঙ্গস্ত্র প্রপঞ্চনং প্রকটীকরণমিতি পূর্বেণাশ্রয়ঃ । একাদশে সর্গে

ভূত্রৈভেরবাভিধস্ত্র কাপালিকস্ত্র নির্জয়ঃ স্থিতঃ ॥ ২৩ ॥ দ্বাদশে
সর্গে হস্তামলকার্য্যতোটকোভয়সংশ্রয়ঃ দ্বয়োঃ শিষ্যদ্বেনাশ্রয়ণং
স্থিতং । ত্রয়োদশে সর্গে তু বার্তিকান্ত্রায়াঃ ত্রক্কবিদ্যাচালনং
প্রচারঃ স্থিতঃ ॥ ২৪ ॥ চতুর্দশে সর্গে পদ্মপাদস্ত্র তীর্থযাত্রায়া
নিরূপণং । পঞ্চদশে সর্গে তু তত্ত্ব শঙ্করশ্রীশাঙ্করাস্ত্রকং কৌতুকং
উক্তং দিগ্ভয়স্ত্র কৌতুকমিতি বা ॥ ২৫ ॥ ষোড়শে সর্গে তত্ত্ব
মহাত্মনঃ শারদাপীঠবাসঃ স্থিতঃ ইতোবাং প্রকারেণ ষোড়শতিঃ
শাক্তরী কথা প্রতিপাদনীয়া ॥ ২৬ ॥ সৈব শাক্তরী কথা কলিমল-

সপ্তমসর্গে সেই শঙ্করাচার্য্য এবং বেদব্যাস
ধর্ম্মির পরম্পরের সন্দর্শন জন্য যে আশ্চর্য্য ঘটনা
ঘটিয়াছিল তাহারই বৃত্তান্ত বর্ণন, অষ্টমসর্গে মণ্ডন
ও ভাষ্যকারের সংবাদ । ২১ ।

নবমসর্গে সরস্বতীকে সাক্ষী রাখিয়া সেই
যুনির যে সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি ছিল, এবং সেই সর্ব্বজ্ঞতা
কিরূপে নির্বাহিত হইয়াছিল, তাহারই উপায়
চিন্তা । দশমসর্গে যোগশক্তিদ্বারা অশ্রমরক নরপতির
শরীরে প্রবেশ ও কামশাস্ত্র জানিয়া সেই সমস্ত
কাম কলার প্রসঙ্গ বর্ণনা । একাদশসর্গে ভূত্রৈভেরব
নামক একজন কাপালিকের জয় । ২২ । ২৩ ।

হস্তামলক এবং আর্য্য তোটক এই উভয়ে
আচার্য্যের নিকট যে শিষ্যরূপে আশ্রয় লইয়া-
ছিলেন, দ্বাদশ সর্গে তাহারই বৃত্তান্ত । ত্রয়োদশ-
সর্গে সভাষ্য ত্রক্কবিদ্যা (বেদান্ত) প্রচার । ২৪ ।

চতুর্দশসর্গে পদ্মচরণ আচার্য্যের তীর্থযাত্রা
নিরূপণ ও পঞ্চদশ সর্গে তাঁহার আশা (বাসনাও-
দিক্) জয়ের কৌতুক কথা । ২৫ ।

ষোড়শসর্গে সেই মহাত্মার শারদার পীঠে অব-
স্থান । এই প্রকার ষোড়শসর্গে আচার্য্য শঙ্করের
কথা ব্যুৎপাদিত হইবে । ২৬ ।

কলিমলচ্ছত্রী সঙ্কল্প্যাপি কামদা । নানাশ্রমো-
তরৈ রম্যা বিদ্যামারভ্যতে মুদে ॥ ২৭ ॥ একদা
দেবতা রূপাচলস্থমুপতস্থিরে । দেবদেবং তুষা-
রাংশুমিব পূর্বাচলস্থিতং ॥ ২৮ ॥ প্রসাদানুমিত-
স্বার্থসিদ্ধয়ঃ প্রণিপত্য তং । মুকুলীকৃতহস্তাজ্জা

বিনয়েন বাজিজ্ঞপন্ ॥ ২৯ ॥ বিজ্ঞাতমেব ভগবন্
বিদ্যতে যদ্বিতায় নঃ । বঞ্চয়ন্ স্নগতান্ বুদ্ধবপু-
দ্ধারী জনার্দনঃ ॥ ৩০ ॥

তৎপ্রণীতাগমালম্বৈকৌকৈ দর্শনদৃষট্কেঃ । ব্যাপ্তে-
দানীং প্রভো ধাত্রী রাত্রিঃ সঙ্কমগৈরিব ॥ ৩১ ॥

নাশকত্রী সঙ্কল্প্যেণাপি কাম্যমানপুরুষার্থচতুষ্টয়প্রদা নানা
শ্রমোত্তরৈ শ্রমোজা বিহ্বাৎ প্রমোদার্থমারভ্যতে ॥ ২৭ ॥ ইৎ
সংগ্রহেণ শাক্তরীং কথং নিরূপ্য তত্ত্বা বিস্তৃয়েণ নিরূপণং প্রতি-
জ্ঞায় ভূতপোদ্যাত্ত্বেন কথং শ্রোতৌতি একদেতি । একদা একস্থি-
কালে রূপাচলে কৈলাসে স্থিতং দেবানামিত্রাদীনামং দেবং মহা-
দেবং পূর্বাচলস্থং চন্দ্রমিব দেবতা উপতস্থিরে উপাসাকৃষ্ণিরে ।
দেবতা ব্রহ্মাদ্যা অত্র গ্রাহাঃ । নিগমাচারপরিভ্রষ্টা নাগমাচার-
রতান্ বিশ্রাদিবর্গানবলোক্য সত্যলোকগতেন নারদেন প্রেরিতো
ব্রহ্মা স্বভক্তাদিসহিতঃ শিবলোকমাগত্য প্রণিপত্য পক-

বক্তুং শিবমুচে ইতি প্রাচীনবিজ্ঞয়োক্তেঃ ॥ ২৮ ॥ উপাস্ত যৎ
কৃতবত্যান্তদাহ । উপাসনয়া প্রসাদিতস্ত শিবস্ত প্রসন্নতারূপেণ
লিঙ্গেনানুমিতা স্বার্থস্ত সিদ্ধি যাভিষ্টাঃ আধুকুদানি মুকুলীকৃতানি
হস্তকমলানি যাভিষ্টা বদ্ধাঙ্গলয়ো দেবদেবং প্রতিপত্য প্রকর্ষণে
নস্ত্রীভূয় বাজিজ্ঞপন্ বিজ্ঞাপনং কৃতবত্যাঃ ॥ ২৯ ॥ ভদ্রেবোদাহরতি
হে ভগবন্ ! নোহস্মাকং হিতায় বুদ্ধবপুর্ধারী জনার্দনঃ স্নগতান্
বঞ্চয়ন্ যদ্বিত্যেতন্ তত্ত্বয়া বিজ্ঞাতমেব ॥ ৩০ ॥

যদ্যপি জনার্দনোহস্মদ্বিতান্ পূর্বং বঞ্চিতবান্ তথাপীদানীং
তেন বুদ্ধেন প্রণীতা রচিতা যে আগমাস্তদালম্বৈকৌকৈ দর্শ্যতে

কলিকল্মষনাশিনী একবার শ্রবণে ও চতুর্ভুগ-
ফলদায়িনী ও নানাবিধ প্রশ্ন এবং উত্তর বাক্যে
মনোহারিণী সেই অতি বিস্তৃত এই শাক্তরী কথায়
প্রোজ্জ্বলনের প্রমোদ বর্দ্ধনার্থ আরম্ভ করা যাই-
তেছে । ২৭ ।

এইরূপে সংক্ষেপে শঙ্কর সম্বন্ধীয় বাক্য নিরূ-
পণ করিয়া সেই কথার বিস্তারপূর্বক নিরূপণ
করিতে প্রতিজ্ঞা ও তাহার উপক্রম করিয়া কথা
প্রস্তাব করিতেছেন । কোন সময়ে ব্রহ্মাদি দেবতা-
পণ পূর্বাচলস্থিত হিমাংশু চন্দ্রমার মত কৈলাস-
পর্বতাসীন মহাদেবের উপাসনা করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

উপাসনা করিবার পর দেবতাদিগের উপা-
সনায় মহাদেব প্রসন্ন হইলে তাঁহার অনুমান করি-
লেন, যখন দেবদেব প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আমা-
দিগেরও অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে । এইরূপ বিবে-

চনা করিয়া করকমল মুকুলিত করিয়া সবিনয়ে
নতশির পূর্বক তাঁহাকে নিবেদন করিলেন । ২৯ ।

হে ভগবন্ ! আমাদের হিতসাধনের নিমিত্ত
বুদ্ধশরীরধারী ভগবান্ বিষ্ণু স্নগত (বৌদ্ধ বিশেষ)
দিগকে প্রতারিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন,
তাহা আপনারও বিদিত আছে । ৩০ ।

যদ্যপি বৌদ্ধরূপী জনার্দন আমাদের হিত-
কামনায় পূর্বক দৈত্যদিগকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন
তথাপি অধুনা সেই বৌদ্ধাকৃতিধারী ভগবান্ যে
সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্র রচিত করিয়াছেন তাহাই অবলম্বন
করিয়া বৌদ্ধগণ উপাসনা বিধায়ক দর্শনশাস্ত্র ও
বেদাদি শাস্ত্র দূষিত করিয়া গাঢ় তিমির নিচয়
যেরূপ রজনী আবৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ ধরণী
ব্যাপ্ত করিয়াছে । অতএব হে প্রভো ! তাহাদিগের
নিরাকরণে আপনিই প্রভু । ৩১ ।

বর্ণাশ্রমসমাচারান্ দ্বিষন্তি ব্রহ্মবিদ্বিষঃ । ক্রবন্ত্যা-
ন্ন্যবচসাং জীবিকামাত্রতাং প্রভো ॥ ৩২ । ন
সক্ষ্যাদৌনি কৰ্ম্মাণি ন্যাসং বা ন কদাচন । করোতি
মনুজঃ কশ্চিৎ সৰ্ব্বে পাষণ্ডতাং গতাঃ ॥ ৩৩ ॥ শ্রুতে-
হপি দধতি শ্রোত্রে ক্রতুরিত্যক্ষরদ্বয়ে । ক্রিয়াঃ কথং
প্রবর্তেরনকথং ক্রতুভূজো বয়ম্ ॥ ৩৪ ॥ শিববিক্ষেপাং-

কশ্মোপাসনাস্তানং চ যেন যশ্চিহ্নিতি বা তদর্শনং কৰ্ম্মাদি শতি-
পাদকং বেদাদিশাস্ত্রং তদ্ব্যবস্কে কৌটৌ ধাতী পৃথিবী ব্যাপ্তা
যথা সন্তমসৈ গাঁঢ়াকাকারৈ রাত্ৰিস্তদ্বত্তেবাং নিরাকরণে তুম্বেব
প্রভুরিতি স্থচয়িতুং প্রভো ইতি সম্বোধনং । তুরি প্রভোসতীদম-
তাস্তাশ্চিহ্নমিতি বা সম্বোধনশরঃ ॥ ৩১ ॥ অনর্থরূপং তেষাং
কৃতামাহঃ বর্ণাশ্রমাণাং যে সম্যাগাচারান্তান্দিষন্তি যতো ব্রাহ্মণং
ব্রাহ্মণং বেদস্তপো ব্রহ্ম চ বিদ্বিষন্তীতি ব্রহ্মবিদ্বিষঃ অতএব
বেদবচনানাং জীবিকামাত্রতাং ক্রবন্তি । বেদা জীবিকার্থে নিষ্পিতা
ইতি কথয়ন্তি হে প্রভো ! ॥ ৩২ ॥ ন্যাসং সংন্যাসং গতাঃ প্রাপ্তাঃ
॥ ৩৩ ॥ ক্রতুরিত্যক্ষরদ্বয়ে শ্রুতেহপি সতি শ্রোত্রে পি দধতি কর্ণপি-

হে প্রভো ! বেদ ও তপস্যার বিদ্বেষী সেই
বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোকগণ বর্ণ এবং আশ্রম চতুষ্ট-
য়ের আচার পদ্ধতির উপর দ্বেষ করিয়া থাকেন,
এবং যাহাদের কোন জীবিকা নাই, তাহাদিগের
জন্য বেদ সকল নিষ্পিত হইয়াছে ইহাও সর্বদা
বলিয়া থাকেন । ৩২ ।

কোন মনুষ্য সক্ষ্যা বন্দনাদি কৰ্ম্ম করে না
কিন্তু সন্ন্যাস ধর্ম্মও গ্রহণ করে না । অধিক কি,
সকলেই পাষণ্ডতা প্রাপ্ত হইয়াছে । ৩৩ ।

ক্রতু (যজ্ঞ) এই অক্ষর দ্বয় শ্রবণ করিলেও
তাহারা কর্ণযুগল আচ্ছাদন করিয়া থাকে । কি
করিয়াই বা আর ক্রিয়াকলাপপ্রবৃত্ত হইবে

মপরৈ লিঙ্গচক্রাদি চিহ্নিতৈঃ । পাষণ্ডৈঃ কৰ্ম্ম সং-
ন্তং কারুণ্যমিব দুর্জ্ঞনৈঃ ॥ ৩৫ ॥ অনন্যোনৈবভাবেন
গচ্ছন্ত্যন্তমপুরুষম্ । শ্রুতিঃ সাক্ষী মদক্ষীবৈঃ কা বা
শাক্যৈ নদূষিতা ॥ ৩৬ ॥ সদ্যঃ কৃত্ত্বিজশিরঃ পঙ্কজার্চিত-
ভৈরবৈঃ । ন ধন্তা লোকমর্যাদা কা বা কাপালিকা-
ধমৈঃ ॥ ৩৭ ॥ অন্যোপি বহবো মার্গাঃ সন্তি ভূমৌ সক-

ধানং কুর্ন্তু ॥ ৩৪ ॥ শিবেতিস্পষ্টোহর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ যথা সাক্ষীপতিব্রতা-
হনন্তেনৈব ভাবেন স্বপতিমহুসংস্তী মদোমসৈ হুঁ টৈদূষিত তথো-
ত্তমপুরুষং ক্ষরাক্ষরাতীতং পরমাত্মানং অনন্তেনৈব ভাবেন গচ্ছন্তী
শ্রুতিঃ সাক্ষী মদক্ষীবৈঃ শাক্যৈ কৌটৈকৈঃ কা বা ন দূষিতাহপি হুঁ
সর্বৈবদূষিতা তথাচোত্তমপুরুষেণ ত্বয়া স্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতির-
বশতঃ রক্ষণীয়েতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥ সদ্যঃ কৃত্ত্বানি ছিন্নানিছিন্নানাং
শিরাসংস্তেব পঙ্কজানি তৈরর্চিতো ভৈরবো যৈস্তৈঃ কাপালিকাধমৈঃ
লোকমর্যাদা কা বা ন ধন্তা কিন্তু সর্বৈব নাশিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

এবং আমরাই বা কিরূপে যজ্ঞ ভোজী হইয়া
থাকিব ? । ৩৪ ।

শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি আগম জানিয়া কপটবেশে
বিবিধ চক্রাদি চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া পাষণ্ডগণ দুর্জ্ঞ-
নেরা যেরূপ দয়া বিসর্জন দিয়া থাকে, সেইরূপ
সমস্ত ধর্ম্ম কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে । ৩৫ ।

যেরূপ পতিব্রতা রমণী অনন্যমনে স্বীয়পতির
অনুসরণ করিয়া থাকে অথচ মদোন্নত ছুঁ লোকে
তাহাকে অসচ্চরিত্রা করিতে চেষ্টা করে, সেইরূপ
শ্রুতি ও একমনে পরমপুরুষ পরমেশ্বরের অনু-
গামিনী হইলে কোন মদদর্পিত বৌদ্ধগণ তাহাকে
দূষিত করিতে না ইচ্ছা করিয়া থাকে ? আপনিও
পরমপুরুষ, এক্ষণে আপনি যে অনন্য পরায়ণা
শ্রুতিরও রক্ষা করিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । ৩৬ ।

কটকাঃ। জনৈ যেষু পদং দদ্বা ছরন্তঃ ছুঃখমাপ্যতে
॥৩৮॥ তত্ত্ববীল্লোকরক্ষার্থমুৎসাদ্য নিখিলান্ খলান্।
বহ্নীস্থাপয়তু শ্রোতং জপদ্ যেন স্তুতং ব্রজেৎ ॥৩৯॥
ইত্যুক্তোপরতান্ দেবানুবাচ গিরিজাপ্রিয়ঃ। মনো-
রথং পূরয়িস্যে মানুষ্যমবলম্ব্য সঃ ॥ ৪০ ॥ ছুট্টাচার
বিনাশায় ধর্মসংস্থাপনায় চ। ভাষ্যং কুর্স্বন্ ব্রহ্ম-

পদং দদ্বা গদ্বা ॥ ৩৮ ॥ তত্ত্ববীল্লোকরক্ষার্থমুৎসাদ্য বিনাশ্ত শ্রোতং বহ্নী-
বৈদিকং মার্গং ॥ ৩৯ ॥ মানুষ্যমবলম্ব্য মনুষ্যভাবমাপ্তিত্য বো-
ধ্যম্যসং মনোরথং বাহ্যং পূরয়িস্যে ॥ ৪০ ॥ কিং কুর্স্বন্নিত্যপে-
ক্ষামাহ ছুট্টাচারবিনাশয়েতি ব্রহ্মপ্রতিপাদকানাং সূত্রানাং
তাৎপর্যাৎ বিশেষণ নিগম্যে। যেন তৎ অল্লাক্ষরমসম্বন্ধং সার-
বহিঃস্থতোমুখং। অস্তোভমনবদ্যক সূত্রং সূত্রবিদো বিহুঃ। সূত্রার্থো

ব্রাহ্মণদিগের মস্তক রূপ পঞ্চজ সকল সদ্যহিম
করিয়া যাহারা তৈরবের অর্চনা করিয়া থাকে
সেই অধম কাপালিকগণ কোন্ লোকের মর্যাদা
না বিনষ্ট করিয়াছে? ৩৭।

ইহা ভিন্ন জগতে আরও অনেক পথ কটকা-
কোণ রহিয়াছে। মনুষ্যগণ যেপথে পদার্পণ করিয়া
অপার ছুঃখ পাইয়া থাকে। ৩৮।

অতএব আপনি লোকরক্ষার্থে নিখিল খল
জনের নিধন করিয়া বৈদিক পথ সংস্থাপন করুন।
যাহা দ্বারা জগৎ সুখপ্রাপ্ত হইতে পারিবে। ৩৯।

এই সমস্ত কথা বলিয়া দেবগণ উপরত হইলে
গিরিজাপতি তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন। আমি
মনুষ্যমূর্তি অবলম্বন করিয়া তোমাদিগের মনোরথ
পূর্ণ করিব। ৪০।

আমি অসং আচার সকল বিনাশ করিব। সং-
ধর্ম সংস্থাপন করিব। ‘অল্লাক্ষরযুক্ত, সন্দেহ শূন্য,

সূত্রতাৎপর্যার্থনির্ণয়ম্ ॥ ৪১ ॥ মোহনশ্রুতি-
দ্বৈতধ্যান্তমধ্যাহ্নভানুভিঃ। চতুর্ভিঃ সহিতঃ শিম্বৈ-
শ্চতুরৈ হরিবদ্ধুজৈঃ ॥ ৪২ ॥ যতীন্দ্রঃ শঙ্করো নাম্না
ভবিষ্যামি মহীতলে। মদ্বত্ত্বা ভবন্তোহপি মানুষ্যাঃ
তনুমাশ্রিতাঃ ॥ ৪৩ ॥ তং মানুসরিষান্তি সর্কে
ত্রিদিববাসিনঃ। তদা মনোরথঃ পূর্ণো ভবতাং স্থান্

বর্ণ্যতে যত্র বাটকঃ সূত্রানুকারিভিঃ। স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং
ভাষ্যবিদো বিহুরিতি সূত্রভাষ্যলক্ষণল্লোকো উষ্টব্যো ॥ ৪১ ॥
মোহনমজ্ঞানং প্রকৃতিকপাদানং যন্ত তচ্ছ তৎ দ্বৈতমেব ধ্যান-
গাঢ়মন্তস্ত নিরসনে মধ্যাহ্নসূর্য্যোচ্চতুর্ভিঃ চতুরৈঃ কুশলৈঃ শিম্বৈঃ
সহিতশ্চতুর্ভিঃ চতুর্ভিঃ হরিবৎ ॥ ৪২ ॥ যতীন্দ্রো নাম্না শঙ্করো মহী-
তলে ভবিষ্যামি তথা ভবন্তোহপি মানুসীন্তনুমাশ্রিতাঃ সর্কে স্বর্গ-
বাসিনো দেবান্তং যতীন্দ্রঃ শঙ্করং মানুসরিষান্তি তদা ভবতাং

সারপূর্ণ, সর্ব্বমুখ, স্তোভবাক্য শূন্য ও অনিন্দনীয়
বাক্যকে সূত্র কহে। সূত্রানুকারী বাক্যদ্বারা যথায়
সূত্রের অর্থ বর্ণিত হয় এবং স্বকীয় পদনিচয় বর্ণিত
থাকে, ভাষ্যবেত্তা পণ্ডিতগণ তাহাকেই ভাষ্য
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন”। আমি সেইঅদ্বৈত ব্রহ্ম
প্রতিপাদক সূত্র সকলের তাৎপর্যার্থ নির্ণায়ক
ভাষ্যও নির্মাণ করিব। ৪১। বিষ্ণু যেরূপ চতুর্ভুজধারী
আমিও সেইরূপ, অজ্ঞানাদ্ধার দ্বৈতামত তিমিরের
মধ্যাহ্নকালীন দিবাকর তুল্য চারিজন শিম্বের
সহিত অবতীর্ণ হইব। ৪২।

আমি যখন মহীতলে যতীন্দ্র শঙ্কর নামে অভিহিত
হইব, সেইরূপ আমার মত আপনারাও মানুষ-
মূর্তি অবলম্বন করিয়া সকলেই আমার অনুসরণ
করিবেন। তাহা হইলে আপনাদেরও মনোরথ

ন সংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ ক্রবস্নেবং দিবিসদঃকটাকানন্য-
হুল্লভান্ । কুমারে নিদধে ভানুঃ কিরণানিব পঙ্কজে
॥ ৪৫ ॥ ক্ষীরনীরনিধে ক্বীচিসচিবান্ প্রাপ্য তান্
শুহঃ । কটাকান্মুদে রশ্মীনুদস্যানৈন্দবানিব ॥ ৪৬ ॥
অবদন্ নন্দনং স্কন্দমমন্দং চন্দ্রশেখরঃ । দন্তচন্দ্রা-
তপানন্দিরন্দারকচকোরকঃ ॥ ৪৭ ॥ শৃগু সৌম্যবচঃ

মনোরমঃ পূর্ণঃ স্তাভবিবাসি ন সংশয়ঃ অস্মিন্নর্থং সংশয়ো ন কৰ্ত্তব্য
ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥ ততো যদ্বন্তং তদাহ ক্রবস্নিতি । এবমনেন
প্রকারেন দিবিসদঃ দেবান্ প্রতিক্রবন্ স অতুল্লভান্ কটাকান্
কুমারে স্বামিকার্ত্তিকে নিদধে যথা সূম্যঃ পঙ্কজে কিরণান্ স্থাপয়তি
তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ ক্ষীরনীরনিধেঃ ক্ষীরসমুদ্রস্ত বীচিভিস্তুল্যান্
কটাকান্ প্রাপ্য শুহঃ কুমারো মুমুদে । যথা ক্ষীরাক্ষিবীচিসহকৃতান্
তুল্যান্ বা চন্দ্রসম্বন্ধিনো রশ্মীন্ প্রাপ্য জলধি স্রোদমাপোতি তদ্বৎ
॥ ৪৬ ॥ চন্দ্রশেখরঃ শিবঃ স্বসুতমমন্দং বুদ্ধিমন্তং স্কন্দমবদং উক্তবান্ ।
চন্দ্রশেখরং বিশিনষ্টি দন্তাশ্বকৈশ্চন্দ্রাতপৈঃ চন্দ্রজ্যোৎস্নাভিরা-
নন্দিনো রন্দারকা দেবা এব চকোরকা যন্ত দন্তলক্ষণানাং চন্দ্রাণা-

পূর্ণ হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবেন না । ৪৩।৪৪।

সূর্য্য যেরূপ কমলে কিরণমালা স্থাপিত করিয়া
থাকেন, সেইরূপ ভগবান্ স্বর্গবাসী দেবগণকে এই-
রূপে সমস্ত বাক্য বলিয়া অন্তের হুল্লভ কটাক্ষ
কুমার কার্ত্তিকেয়ের উপর অর্পণ করিলেন । ৪৫ ।

ঐন্দব রশ্মিরশি প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্রে যেরূপ
প্রমুদিত হন, ক্ষীরসমুদ্রের তরঙ্গতুল্য কটাক্ষপ্রাপ্ত
হইয়া কার্ত্তিকেয় সেইরূপ আহ্লাদিত হইলেন । ৪৬।

দন্তরূপ চন্দ্রমার চন্দ্রিকা প্রবাহে দেবভারূপ
চকোর পক্ষীদিগকে আনন্দিত করিয়া (কথা
কহিয়া) চন্দ্রশেখর ধূজটি বুদ্ধিমান্ কার্ত্তিকেয়কে
বলিতে লাগিলেন । ৪৭ ।

শ্রেয়ো জগদুদ্বারগোচরম্ । কাণ্ডক্রয়াজ্জকে বেদে
প্রোক্তে স্তাদ্বিজোক্ত্যুতঃ ॥ ৪৮ ॥ তদ্রক্ষণে
রক্ষিতং স্তাৎ সকলং জগতীতলম্ । তদধীনত্বতো
বর্ণাশ্রমধর্ম্মততেত্ততঃ ॥ ৪৯ ॥ ইদানীমিদমুদ্বার্য্যমিতি
রতিমতঃ পুরাঃ । মম গূঢ়াশয়বিদৌ বিষ্ণুশেষৌ-
সমৌপগৌ ॥ ৫০ ॥ মধ্যমং কাণ্ডমুদ্বার্ম্মমুদ্বারতো-

মাতপৈরতিবা পাঠান্তরেতু ক্রিয়াবিশেষণম্ ॥ ৪৭ ॥ যদ্বাচ তদ্বা-
হরতি । জগদুদ্বারবিষয়ং শ্রেয়ঃ সাধনং বচনং হে সৌম্য ! শৃগু শ্রেভুং
সাবধানো ভব । কাণ্ডক্রয়াজ্জকে কন্মোপাসনাজ্ঞানভেদেন স্কন্দক্রয়া-
জ্জকে বেদে প্রকর্ণেণোক্ত্যুতং সতি বিজ্ঞানামুক্ত্যুতঃ স্তাৎ ॥ ৪৮ ॥ তেবাং
বিজ্ঞানাং রক্ষণে সতি সমস্তং জগতীতলং রক্ষিতং স্তাৎ বর্ণাশ্রম-
ধর্ম্মাণস্ততেঃ সমুত্তেত্তদধীনত্বতঃ বিজ্ঞাধীনত্বতঃ তত ইত্যন্তরায়রি
॥ ৪৯ ॥ তত্তত্তদ্বাদিদানীং ইদমুদ্বার্য্যমিতিপ্রারবতো মমৈতদ্ব-
তাৎপূর্ব্বং গূঢ়াশয়ভিজৌ বিষ্ণুশেষৌ মম সমৌপগৌ মধ্যমং কাণ্ডং
দেবতাকাণ্ডমুদ্বারম্ তো মরৈবামুদ্বারতো ভূমাবংগতোহবতীর্ষা
সকর্ষণপতন্তনী মুনৌ ভূষা মনোপাতিবোগকাণ্ডস্ত কৃতৌ কৰ্ত্তারৌ

হে বিবেচক কার্ত্তিকেয় ! জগতের উদ্ধারণক্ষম
শ্রেয়স্কর মদীয় বাক্য সাবধান হইয়া শ্রবণ কর ।
কন্ম উপাসনা এবং জ্ঞান এই ত্রিবিধকাণ্ড উদ্ভূত
হইলে দ্বিজাতিদিগেরও উদ্ধার হইবে । ৪৮ ।

বর্ণ এবং আশ্রম চতুর্নয় ব্রাহ্মণাধীন, অতএব
সেই দ্বিজদিগের রক্ষা করিতে পারিলেই এই সমস্ত
জগন্মণ্ডল রক্ষিত হইয়া থাকে । ৪৯ ।

অতএব ইদানী ইহা উদ্ধার করিতে হইবে, আমি
এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে উদ্ধার করিবার
পূর্ব্বে মদীয় আশয়বিৎ সকর্ষণ ও অনন্ত আমার
নিকটস্থ হইয়াছিলেন । অর্থাৎ বেদের দেবতাকাণ্ড
উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আমি তাহাদের হইজনকে

ময়ৈব তৌ । অবতীর্ণাংশতো ভূমৌ সঙ্কর্ষণপত-
ঞ্জলী ॥ ৫১ ॥ যুনী ভূত্বামুদোপাস্তিযোগ কাণ্ডকৃতৌ-
স্থিতৌ । অগ্রিমং জ্ঞানকাণ্ডস্তু কুরিয়ামাতি দেবতাঃ
॥ ৫২ ॥ সম্পৃতি প্রতিজ্ঞানস্য জানাত্যেব ভবা-
নপি । জৈমিনীযনয়ান্তোদ্যেঃ শরৎপর্বশশী ভব
॥ ৫৩ ॥ বিশিষ্টং কৰ্মকাণ্ডং ত্রয়মুদ্র রত্নকণঃ কৃতে ।
স্বত্নকণ্য ইতি খ্যাতিং গমিষ্যসি ততোহধুনা ॥ ৫৪ ॥
নৈগমীং কুরুমর্যাদামবতীর্ণ্য মহীতলে । নির্জিত্য
সৌগতান্ সৰ্বানান্নায়ার্থবিরোধিনঃ ॥ ৫৫ ॥ ব্রহ্মাপি

স্থিতৌ করণ্যমিতি বা অগ্রিমং জ্ঞানকাণ্ডং হমুদ্রিয়ামাতিত্ব
দেবতাঃ প্রতি সম্প্রতিজ্ঞানস্য প্রতিজ্ঞাং কৃতবানস্মি ভবানপি
জানাত্যেব তং তু জৈমিনীযনয়সমুদ্রস্ত শরৎপোর্ণমাসীচস্তো
ভবভূত্বাচ ব্রহ্মণঃ কৃতে ব্রাহ্মণস্ত বেদস্ত হিরণ্যগৰ্ভস্ত তপসঃ
পরব্রহ্মণ্যার্থে বিশিষ্টকৰ্মকাণ্ডস্তোদ্ধরণাদধুনা স্বত্নকণ্য ইতি খ্যাতিং
গমিষ্যসীতি পক্ষানাং যোজন্য ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥
নৈগমীং বৈদিকীং আয়্যার্থস্ত বেদার্থস্য বিরোধিনঃ ॥ ৫৫ ॥

অনুজ্ঞা করিয়াছি । ভূমিতলে দেবাংশে অবতীর্ণ
হইয়া সঙ্কর্ষণ ও পতঞ্জলি নামে অভিহিত হইতে
হইবে ও আনন্দপূর্বক উপাসনা ও যোগকাণ্ডের
কর্ত্তারূপে বিখ্যাত হইয়া থাকিতে হইবে । বেদের
অগ্রিম জ্ঞান কাণ্ড আমিই উদ্ধার করিব । আপনি
ও জৈমিনীয় ন্যায় সমুদ্রের চন্দ্রমা হউন । চন্দ্র হইয়া
বেদ, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মা, তপস্যা ও পরমব্রহ্মের নিমিত্ত
বিশিষ্ট কৰ্মকাণ্ডের উদ্ধার হেতু অধুনা স্বত্নকণ্য
বলিয়া বিখ্যাত হইতে হইবে । ৫০।৫১।৫২।৫৩।৫৪।

মহীতলে অবতীর্ণ হইয়া বেদার্থবিরোধী সমস্ত
বৌদ্ধদিগকে জয় করিয়া বৈদিক মর্যাদা রক্ষা
করুন । ৫৫ ।

তে সহায়ার্থং মণ্ডনো নামভূম্বরঃ । ভবিষ্যতি মহে-
জ্জোহপি সুধম্মা নাম ভূমিপঃ ॥ ৫৬ ॥ তথৈতি প্রতি-
জ্ঞগ্রাহ বিধেরপি বিধায়িনীম্ । বুধানীকপতি র্বাগীং
সুধাধারামিব প্রভোঃ ॥ ৫৭ ॥ অথৈজ্জো নৃপতি ভূত্বা
প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্ । দিবঞ্চকার পৃথিবাং অপুরী
মমরাবতীম্ ॥ ৫৮ ॥ সৰ্ব্বজ্জোহপাসতাং শাস্ত্রে-
কৃত্রিমশ্রদ্ধয়াস্থিতঃ । প্রতীক্ষমাণঃ ক্রৌঞ্চারিং মেলয়া-
মাস সৌগতান্ ॥ ৫৯ ॥ ততঃ স তারকারাতিরজনিষ্ট
মহীতলে । ভট্টপাদোহভিধা যন্ত ভূবা দিক্ সুদৃশাম

ভূম্বরঃ ব্রাহ্মণঃ ॥ ৫৬ ॥ প্রভোঃ শিবস্ত বাণীং বাচং বিধে হিরণ্য-
গৰ্ভস্তাপি বিধায়িনীং প্রবৃত্তিকরীং বুধানীকপতি দেবসেনাপতি-
গুহঃ তথাস্থিতি সুধাধারামিব প্রতিজ্ঞগ্রাহ ॥ ৫৭ ॥ দিবং স্বর্গং ॥ ৫৮ ॥
কৃত্রিমবা রচিতয়া শ্রদ্ধয়বৃত্তঃ ক্রৌঞ্চরিং ক্রৌঞ্চাখ্যপৰ্বতস্ত শত্রুং
গুহম্ ॥ ৫৯ ॥ তারকস্ত দৈত্যবিশেষস্তারাতিঃ শত্রুঃ কন্দঃ
মহীতলে অজনিষ্ট প্রাচুরভূদ্যস্ত ভট্টপাদ ইত্যভিধা সংজ্ঞাদিক্সু-
দৃশাং দিগঙ্গনানং ভূবা অলঙ্কিতা অভূৎ ॥ ৬০ ॥ অবতারকৃত্যং

আপনার সাহায্যার্থে ব্রহ্মা মণ্ডন নামে ব্রাহ্মণ ও
শচীপতি ইন্দ্র সুধম্মা নামে রাজা হইবেন । ৫৬ ।

দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় বিধাতারও প্রবৃত্তিকরী
শিববাণী শুনিয়া প্রভুর বাক্য অমৃতধারার মত
গ্রহণ করিলেন । ৫৭ ।

অনন্তর ইন্দ্র নরপতি হইয়া প্রজাধর্মে প্রকৃতি
পুঞ্জ পালন করিয়া পৃথিবীকেই স্থায় নগরী অমরাবতী
করিয়া তুলিলেন । ৫৮ ।

সৰ্ব্বজ্ঞ ও অসং লোকের শাস্ত্রে কৃত্রিমশ্রদ্ধা-
যিত হইয়া প্রতীক্ষা পূর্বক ক্রৌঞ্চ পর্বতেরবিদার-
য়িতা কার্ত্তিকেয়কে বৌদ্ধদিগের সহিত মিলিত
করিয়া দিলেন । ৫৯ ।

কুং ॥ ৬০ ॥ ক্ষুটয়ন্ বেদতাৎপর্যমভাজ্জৈমিনি- সমীপবিটপিপ্রিতকোকিলকৃষ্ণিতম্ । শ্রদ্ধা জগাদ
নৃত্তিতম্ । সহস্রাংশুরিবানুরূপাঞ্জিতস্তাসমন্ জগৎ তদ্ব্যাজাদ্রাজানং পণ্ডিতাশ্রয়ীঃ ॥ ৬১ ॥ মলিনৈ
॥ ৬১ ॥ রাজ্যঃ স্বধন্যঃ প্রাপ নগরীং স জয়ন্ দিশঃ । শ্রেষ্ঠ সঙ্গস্তে নীচৈঃ কাককুলৈঃ পিকঃ । শ্রুতি-
প্রত্যক্ষমা ক্ষিতীক্লেহপি বিধিবত্তমপূজয়ৎ ॥ ৬২ ॥ দূষকনিহাদৈঃ শ্লাঘনীয়স্তদা ভবেঃ ॥ ৬৩ ॥ যড়ভিজ্জা
সোহভিনন্দ্যাশিষা ভূপমাসীনঃ কাঞ্চনাসনে । তাং নিশম্যোমাং বাচাং তাৎপর্যগর্ভিতাম্ । নিভরাধরণ-
সভাং শোভয়ামাস সুরভি ছ্যাবনীমিব ॥ ৬৩ ॥ সভা- স্পৃষ্টা ভুজঙ্গা ইব চুক্রধুঃ ॥ ৬৬ ॥ ছিত্বা যুক্তিকুঠা-

পনরতি ক্ষুটয়রিত্তি । জৈমিনিবা সূত্রৈঃ সূচিতং বেদস্ত তাৎপর্যং
ক্ষুটয়রস্তাং অরাজং । যথাইনুরূপাংকরণেন ব্যঞ্জিতং কিঞ্চিৎপ্রকা-
শিতং জগৎ সম্যক্ ভাসয়ন্তসহস্রাংসুঃ সূর্যো রাজতে তদ্বিত্যর্থঃ
॥ ৬১ ॥ স ভট্টপাদঃ প্রত্যক্ষমা প্রত্যুথানাভিগমনে বিধায় উক্লঃ
প্রাণা যুৎক্রামন্তি বৃনঃ তবির আগতে । প্রত্যুথানাভিগমাদভ্যাস-
পুন স্তান্ প্রতিপদাতে ইতি শাস্ত্রমভ্যুসরন্তি ভাবঃ ॥ ৬২ ॥ সুরভিঃ
সুগন্ধিঃ বসন্তো বা ছ্যাবনীং স্বর্গবনীং ॥ ৬৩ ॥ সভায়াঃ সমীপে

অনন্তর তারক দৈত্যসূদন স্কন্দ মহীতলে প্রাচু-
ভূত হইলেন । যাঁহার ভট্টপাদ এই আখ্যা দিগঙ্গ-
নাদের অলঙ্কার হইয়াছিল । ৬০ ।

অরুণ বিভাসিত জগৎ প্রকাশিত করিয়া সহস্র-
রাশি সূর্য্যদেব যেরূপ বিরাজিত হন, জৈমিনি কর্তৃক
সূত্রদ্বারা সূচিত বেদতাৎপর্য প্রকাশিত করিয়া সেই
রূপ সূত্র সকল প্রদীপ্ত হইল । ৬১ ।

তিনি দিক্ সমস্ত জয় করিয়া মহারাজ সুধমার
রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন । ভট্টপাদও প্রত্যা-
থান ও অভিগমন দ্বারা বিধিমতে তাঁহার পূজা
করিলেন । ৬২ ।

সুরভি বসন্তকাল বা মৌগন্ধ যেরূপ স্বর্গ
কানন সুবাসিত করিয়া থাকে সেইরূপ ভট্টপাদ
কাঞ্চনময় আসনে উপবিষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ বচনে

বিটপিনং বৃক্ষং শ্রুতস্ত কোকিলস্ত কৃষ্ণিতং মধুরভাবিতং শ্রদ্ধা তথ্যা
জাতমিবেণ রাজানং শ্রুতি পণ্ডিতাশ্রয়ী ভট্টপাদো জগাদ বভাষে
॥ ৬১ ॥ যদ্রুবান্ তদ্রূপাহরতি । পিক হে কোকিল ! মলিনৈ নীচৈঃ
শ্রেষ্ঠৈঃ করণস্ত দূষকঃ পীড়াকরো নিহাদঃ শব্দো যেবাং তৈঃ কাক-
কুলৈঃ স্তে তব সঙ্গো ন শ্যাদেত্তদা শ্লাঘনীয়ঃ স্ততো ভবেঃ এতদ্ব্যা-
জেন মলিনৈ নীচৈঃ কাকবৃন্দসদৃশৈ নাস্তিকৈর্দেহদূষকনিহাদৈ স্তে
সঙ্গো ন শ্যাদেত্তদা তৎ শ্লাঘনীয়ো ভবেরিত্তি রাজানং প্রত্যক্ষবা-
নিত্যর্থঃ গুটোক্তিরলঙ্কারঃ । গুটোক্তিরভ্যোদেহশব্দেদ্যদন্তং শ্রুতি
কথ্যতে ইত্যুক্তেঃ ॥ ৬২ ॥ যড়ভিজ্জাঃ যোদ্ধাঃ নিশম্য শ্রদ্ধা ॥ ৬৩ ॥ বৃদ্ধ-

নরপতির অভিনন্দন গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সভা স্রশো-
ভিত করিলেন । ৬৩ ।

সভার সমীপস্থ তরু বিটপশ্রুত কোকিলকৃষ্ণন
শ্রবণ করিয়া সেই স্থলে পণ্ডিতবর ভট্টপাদ রাজাকে
বলিতে লাগিলেন । ৬৪ ।

হে কোকিল ! কৃষ্ণবর্ণ নীচ ও কর্ণকুহরের
পীড়াকর শব্দকারী কাককুলের সহিত যদি তোমার
সঙ্গ না হইত তাহা হইলে তুমি শ্লাঘার পাত্র
হইতে পার । ইহাদ্বারা শ্রবণে বলা হইল ।
শ্রুতিনিন্দক নাস্তিক দিগের সহিত যদি মহারাজ !
আপনার সঙ্গ না থাকে তবে আপনিও প্রশংসনীয়
হইবেন সন্দেহ নাই । ৬৫ ।

পদাহত ভুজঙ্গমগণ যেরূপ নিতান্ত কুপিত হয়,

রেণ বুদ্ধসিদ্ধান্তশাখিনম্ । স তদগ্রহেচ্ছনৈশ্চীর্ণৈঃ
ক্রোধজ্জালামবদ্ধয়ং ॥ ৬৭ ॥ সা সভাবদনৈস্তেষাং
রোষপাটলকাস্তিভিঃ । বভৌ বালাতপাতাত্রৈঃ সর-
সীব সরোরুহৈঃ ॥ ৬৮ ॥ উপন্যস্তং সাক্ষেপং
খণ্ডয়ং পরম্পরম্ ॥ তেষুদতিষ্ঠনির্ঘোষো ভিন্দন্নিব-
রসাতলম্ ॥ ৬৯ ॥ অধঃপেতু বুদ্ধেন্দ্রেণ ক্ষতাঃ

সিদ্ধান্ত এবং শাখী বুদ্ধজং স ভট্টপাদঃ যুক্তিকুঠারেন ছিহ্না তেষাং
বুদ্ধানাং ঐশ্বরেবেচ্ছনৈশ্চীর্ণপাচৈতঃ ক্রোধজ্জালামবদ্ধয়ং ॥
৬৭ ॥ সা সভা তেষাং বুদ্ধানাং বদনৈ মুখৈ রোষণে কোপেন
পাটলাশ্বেতরক্ত কাস্তি যেষাং তৈ র্বভৌ চকাশে বালাতপেনাতা-
ত্রৈরীষত্রৈঃ সরোরুহৈঃ কমণৈঃ সরসীব ॥ ৬৮ ॥ তেষু ভট্টপাদা
দিশু সাক্ষেপং যথাস্তাভবা প্রতিপাদনং কুর্ষংসু তথা পরম্পরং
খণ্ডনং কুর্ষংসু সংসু রসাতলং বিদায়য়ন্নিব নির্ঘোষো নাদ উদ-
তিষ্ঠৎ ॥ ৬৯ ॥ যথা দেবানামিল্পেণ পক্ষেষু পুথুলেন কর্কশেন

বৌদ্ধগণও সেইরূপ, সেই তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য শ্রবণ
করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল । ৬৬ ।

পণ্ডিতাণী ভট্টপাদ বৌদ্ধদিগের সিদ্ধান্তরূপ
বুদ্ধকে যুক্তিরূপ কুঠার দ্বারা ছেদন করিয়া বৌদ্ধ
দিগের গ্রন্থরূপ সঞ্চিত কাষ্ঠদ্বারা ক্রোধরূপ অগ্নি-
ক্ষু লিঙ্গ বদ্ধিত করিলেন । ৬৭ ।

নবোদিত সূর্য্যাকিরণে তাত্রবর্ণ সরসীরূহ দ্বারা
সরোবর যেরূপ শোভিত হইয়া থাকে, বৌদ্ধদিগের
কোপে পাটলবর্ণছাতিধারী বদন দ্বারা সেই সভা
শোভা পাইতে লাগিল । ৬৮ ।

ভট্টপাদ ও বৌদ্ধগণ তিরস্কারপূর্ব্বক আপন
আপন মত প্রতিপাদন করিলে ও পরস্পর মত
খণ্ডন করিলে পর ধরণীতল বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনি
উৎপন্ন হইল । ৬৯ ।

পক্ষেষু তৎক্ষণম্ । ব্যুৎকর্ষণতর্কেণ তথাগতধরা-
ধরাঃ ॥ ৭০ ॥ স সর্ব্বজ্ঞপদং বিজ্ঞেহসহমান ইব
দ্বিমাম্ । চকার চিত্রবিন্যস্তানেতান্মৌনবিভূষিতান্
॥ ৭১ ॥ ততঃ প্রক্ষীণদর্পেষু বৌদ্ধেষু বসুধাধিপম্ ।
বোধয়ন্ বহুধা বেদবচাংসি প্রশংসংস সং ॥ ৭২ ॥
বভাষেহথ ধরাধীশো বিদ্যাযবভৌ জয়াজয়ৌ । যঃ

বজ্রেণ ক্ষতাঃ ধরাধরাঃ পর্ব্বতাঃ অধঃ নিপেতুঃ তথা দেবেশ্চত্বানী-
য়েন বৃথানাং পণ্ডিতানামিল্পেণ ভট্টপাদেন তথাগতাঃ স্নগতাঃ
ধর্ম্মরাজস্তথাগত ইত্যমরঃ । ত এব ধরাধরাঃ তৎক্ষণং কস্মিন্বেব ক্ষণে
ব্যুৎকর্ষণতর্কশো দৃঢ়শ্চ স চামৌ তর্কশ্চ
তেন পক্ষেষু ক্ষতাঃ ষণ্ডিতা অধঃ পেতুঃ নিকৃষ্টতাং প্রাপ্তা
ইত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥ সবিশেষেণ সর্ব্বং জানাতীতি বিজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞঃ
ভট্টপাদঃ দ্বিযাং শত্ৰুণাং স্নগতানাং সর্ব্বজ্ঞপদমসহমান ইত্যমরঃ
॥ ৭১ ॥ স ভট্টপাদঃ ॥ ৭২ ॥ অথ বৌদ্ধানাং পরাজয়ানন্তরঃ

দেবেন্দ্র পক্ষদেশে কর্কশবজ্রে পর্ব্বত সকল
বিদীর্ণ করিলে তাহারা যেরূপ অধঃ পতিত হয়,
সেইরূপ ইন্দ্রস্থলাভিমুক্ত পণ্ডিতেন্দ্র ভট্টপাদ তৎ-
কালে পৃথু বা কর্কশ তর্ক বিন্যস্ত করিয়া বৌদ্ধরূপ
পর্ব্বত দিগকে পাতিত করিলেন । ৭০ ।

পূজনীয় ভট্টপাদ শত্রুসদৃশ বৌদ্ধদিগের সর্ব্বজ্ঞ
পদ গছ করিতে না পারিয়াই যেন তাহাদিগকে
চিত্রার্চিত পুতলিকার মত মৌন ভূষিত (নিরস্ত)
করিলেন । ৭১ ।

মহাত্মা ভট্টপাদ বৌদ্ধগণ ক্ষীণদর্প হইলে পর
বসুধাপতিকে জ্ঞাত করিয়া বারম্বার বেদবাক্য
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । ৭২ ।

বৌদ্ধদিগের পরাজয় হইবার পর ধরাপতি
বলিতে লাগিলেন, জয় এবং পরাজয় বিদ্যার

পতিত্বা গিরেঃ শৃঙ্গাদব্যয়ন্তমতং ধ্রুবম্ ॥ ৭৩ ॥
তদাকর্ণা মুখান্যন্যে পরস্পরমলোকয়ন্ ॥ দ্বিজা-
ত্র্যস্ত স্মরন্ বেদানাকরোরোহ গিরেঃ শিরঃ ॥ ৭৪ ॥ যদি
বেদাঃ প্রমাণং শ্রু ভূয়াং কাচিম্ মে কৃতিঃ । ইতি
ঘোষয়তা তস্মান্মপাতি স্মহাত্মনা ॥ ৭৫ ॥ কিমু-
দৌহিত্রদত্তেহপি পুণ্যে বিলয়মাস্থিতে । যযাতিশ্চাব-

তে স্বর্গাং পুনরিত্যুচিরে জনাঃ ॥ ৭৬ ॥ অপি লোকগুরুঃ
শৈলাতুলপিণ্ডং ইদাপতং । ঐতিরাশ্মশরণ্যানাং
ব্যসনং নোচ্ছিনতি কিম্ ॥ ৭৭ ॥ ঐত্বা তদন্তুতং কশ্ম-
দ্বিজাদিভ্যাঃ সমায়ুঃ । ঘনঘোষমিবাকর্ণ্য নিকু-
ঞ্জেভ্যাঃ শিখাবলাঃ ॥ ৭৮ ॥ দৃষ্ট্বা তমকৃতং রাজা
ঐত্বাং ঐতিষু সন্দধে । নিমিন্দবহুধাত্মানং খল-

বভাষে উবাচ বিদ্যায়তো বিদ্যামীনৌ অয়পরাজয়ো তর্হি কশ্চ
মতং ধ্রুবং কস্তাধ্রুবেমিতি নির্ণয়ঃ কথং স্তাদিতি চেত্তত্রাহ যঃ
পর্বতশৃঙ্গং পতিত্বা বিনাশরহিতঃ স্তাত্তশ্চ মতং ধ্রুবমতস্তাধ্রুবে
মিত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥ তদাকর্ণা রাক্ষসকৃতং ঐত্বাহন্ত্রে সৌগতাঃ পর-
স্পরং মুখাত্মলোকয়ন্ ইত্যয়যঃ দ্বিজাঃ । দ্বিজোক্তমঃ ভট্টপাদস্ত
পরক্ষার্থং বেদান্ স্মরন্ পর্বতশৃঙ্গং আকরোরোহ ॥ ৭৪ ॥ ইতোবাং
ঘোষয়তা শব্দং কুর্ষ্বতা স্তপাতি গিরেঃ শৃঙ্গামিপতিতম্ ॥ ৭৫ ॥ কিমু-
বিতর্কে দৌহিত্রেরষ্টকাদিভিঃ দত্তে যযাতিবর্ষস্ত চাবনস্ত সখক-

নিমিত্তেন তস্তাদাত্মাসম্ভাবনস্তমতাহুংপ্রেক্ষা । সম্ভাবনা স্তাহুংপ্রেক্ষা
বস্ত্বেহতুল্যাত্মনেত্বাক্তেঃ ॥ ৭৬ ॥ ঐতিরাশ্মা স্বয়মেব শরণাং
যেবাং স্তেবাং ব্যসনং হুংখং কিং নোচ্ছিনতি অপিতু চিনতোব
॥ ৭৭ ॥ ঘনঘোষং মেঘগর্জিতং নিকুঞ্জেভ্যা লতাদিপিহিতোদরেভ্যাঃ
শিখাবলাঃ ময়ূবাঃ ॥ ৭৮ ॥ খলানাং দুর্জনানাং সৌগতানাং সংসর্গেণ

অধীন । স্তুতরাং কাহার মত সত্য ও কাহার মত
মিথ্যা তাহা কিরূপে নির্ণীত হইবে । তবে যে জন
পর্বতশৃঙ্গ হইতে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইবে না
তাহার মতই সত্য । ৭৩ ।

মহারাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্যান্য বৌদ্ধ-
গণ পরস্পরের মুখ দর্শন করিতে লাগিল । দ্বিজ-
শ্রেষ্ঠভট্টপাদ বেদস্মরণ করিয়া পর্বতশৃঙ্গ আরো-
হণ করিলেন । ৭৪ ।

যদি বেদ সকল প্রমাণ হয় তবে যেন আমার
কোন না অনিষ্ট ঘটে । এইরূপ শব্দ করিয়া মহাত্মা
গিরিশৃঙ্গ হইতে নিপতিত হইলেন । ৭৫ ।

অষ্টকা প্রভৃতি দৌহিত্রদত্ত পুণ্যকার্য্য
(শ্রাদ্ধাদি) লয়প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার স্বর্গ হইতে

যযাতি রাজা কি ভূতলে পতিত হইলেন ? সকলেই
এই বাক্য বলিতে লাগিল । ৭৬ ।

লোকগুরু বিধাতা কি শৈল হইতে ভুলরাশির
মত পতিত হইলেন ? । পরমাত্মা বাঁহাদিগের শরণা
সেই সমস্ত লোকদিগের ব্যসন কি কখন ঐতি কর্তৃক
উৎসাদিত হয়না ? অবশ্যই হইয়া থাকে । ৭৭ ।

লতাদি দ্বারা যাহার অস্তান্তুর আচ্ছাদিত থাকে
তাহার নাম নিকুঞ্জ । ময়ূরগণ ঘনগর্জিত শ্রবণ
করিয়া যে রূপ নিকুঞ্জ হইতে আগমন করিয়া থাকে,
দ্বিজগণ তাঁহার সেই অদ্ভুত কার্য্য শ্রবণ করিয়া
সেইরূপ দিগ্দিগন্তর হইতে উপস্থিত হইতে
লাগিলেন । ৭৮ ।

নরেন্দ্র তাঁহাকে অকৃত্রিম দেখিয়া বেদের উপর
শ্রদ্ধা অর্পণ করিলেন । এবং খলচেতা বৌদ্ধদিগের

সংসর্গদূষিতম্ ॥ ৭৯ ॥ সৌগতাস্বক্ৰবষ্মদং প্রমাণং
মন্তনির্ণয়ে । মনিমন্ত্রোষবধৈরেবং দেহরক্ষা ভবে-
দিতি ॥ ৮০ ॥ দুর্কিবধৈরত্থা নীতেপ্রত্যক্ষেহর্থে-
হপি পার্থিবঃ । ভুকুটীভীকরমুখঃ সন্ধায়ুগ্রতরাং
ব্যাধাৎ ॥ ৮১ ॥ পৃচ্ছামি ভবতঃ কিঞ্চিদ্বক্তুং ন প্রভ-
বন্তি যে । যন্তোপলেষু সর্বাংস্তান্ ঘাতয়িষ্যাম্য-
সংশয়ম্ ॥ ৮২ ॥ ইতি সংশ্রুত্য গোত্রেশো ঘট-
মাশীবিষায়িতম্ । আনীয়াত্র কিমন্তীতি পপ্রচ্ছ-

সবন্ধেন দূষিতম্ ॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥ দুর্কিবধৈঃ খলৈ সৌগৈঃ প্রত্যক্ষে-
হর্থেহপি অন্তথা নীতে সতি রাজা ভুকুটী ভীকরঃ ভয়ঙ্করঃ মুখং যন্ত
সঃ প্রতিজ্ঞায়ুগ্রতরাং ব্যাধাৎ বিহিতবান্ ॥ ৮১ ॥ কামেবাহ ॥ পৃচ্ছা-
মীতি স্বাভ্যাম্ ॥ যন্তোপলেষু যন্তাকারেণ পাষণেষু ॥ ৮২ ॥
ইত্যেবং সংশ্রুত্য প্রতিজ্ঞাং বিধায় গোত্রা পৃথী গোত্রাকুঃ পৃথিবী-

সংসর্গ দূষিত স্বকীয় অস্তঃকরণের উপর বারম্বার
মিন্দা প্রকাশ করিতে লাগিলেন । ৭৯ ।

তৎকালে সৌগতগণ কহিল শৈলশৃঙ্গ হইতে
পতন কখনই আমাদিগের মত নিশ্চয় বিষয়ে
প্রমাণ হইতে পারেনা । কারণ, মণি, মন্ত্র এবং
ওষধি দ্বারা অনায়াসে জীবন রক্ষা হইয়া থাকে ॥ ৮০ ॥

পর্বতশৃঙ্গ হইতে পতন হইল তথাপি খলমতি
বৌদ্ধগণ সেই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট অর্থে অনাস্থা প্রকাশ
করিলেন নরপতি ভুকুটী দ্বারা ভীষণভর মুখ করিয়া
তৎকালে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিলেন । ৮১ ।

আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যাহারা
কিছুই বলিতে পারিবেনা নিঃসন্দেহ আমি তাহা-
দিগকে যন্তাকার প্রস্তরে নিহত করিব ॥ ৮২ ॥

পৃথিবীপতি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভুজঙ্গ-

দ্বিজসৌগতান্ ॥ ৮৩ ॥ বক্ষ্যামহে বয়ং তূপ স্বঃ
প্রভাতেহস্য নির্ণয়ম্ । ইতি প্রসাদা রাজানং জগ্মুর্ভু-
জরসৌগতাঃ ॥ ৮৪ ॥ পদ্মা ইব তপশ্চৈপুঃ কণ্ঠদ্বয়-
সপাথসি । দ্যুমণিং প্রতিভূদেবাঃসোহপি প্রাজুর-
ভূততঃ ॥ ৮৫ ॥ সন্দিশ্য বচনীয়াংশাদিতোহন্তুহিতে-
দ্বিজাঃ । আজগ্মুর্নপি নিশ্চিত্য সৌগতাঃ কলশ-
স্থিতং ॥ ৮৬ ॥

তামরঃ । তস্তাঃ স্ত্রীণো রাজা আশীবিষঃ সপঃ দ্বিজাশ্চ সৌগতাস্ব-
তান্ ॥ ৮৩ ॥ ৮৪ ॥ বা পুংসি পদ্মং নাননমিত্যমরাং পদ্মা
ইতি পুঞ্জিতপ্রযোগঃ । কণ্ঠপ্রমাণে পাথসি জলে প্রমাণে দ্বয়সজ্জি-
তয়স্চ প্রত্যয়ঃ দ্যুমণিং সূর্য্যং প্রতিভূদেবাঃ প্রাজুরাঃ সঃ ভাণ্ডঃ
॥ ৮৫ ॥ ঘট্টে শেষশায়ী বিকুরস্তীতি কথনীয়শং সন্দিছ্যোপনিগ্র-
সৌগতা অপি ঘট্টস্থিতং বস্ত্র নিশ্চিত্যাজগ্মুঃ ॥ ৮৬ ॥ ভুজঙ্গঃ সপঃ

সেবিত ঘট আনিয়া বৌদ্ধাবলম্বী দ্বিজদিগকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে কি আছে বলুন । ৮৩ ।

হে রাজন্ ! আমরা কল্য প্রভাতে ইহার নির্ণয়
বলি । এইকথা বলিয়া বৌদ্ধ বিপ্রগণ নরপতির
অভিনন্দন করিয়া গমন করিলেন । ৮৪ ।

তাহারা গলদেশ পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়া পদ্ম-
পুষ্পের মত সূর্য্যের উদ্দেশে তপস্যা করিতে
লাগিলেন, এবং সূর্য্যদেবও তথায় আনির্ভূত
হইলেন । ৮৫ ।

“কলসে অনন্তশায়ী বিষ্ণু বিরাজমান” বাক্যের
এই অংশিষ্ট অংশ বলিয়া সূর্য্যদেব অস্তিত্বিত হইল ।
বৌদ্ধবিপ্রগণ কলসস্থিত অর্থ নিশ্চিত করিয়া তথায়
আগমন করিলেন । ৮৬ ।

স্তু সৌগতাঃ সর্বে ভুজঙ্গোহস্তীত্যাদিযুঃ । ভোগীশভোগশয়নো ভগবানিতি ভূমরাঃ ॥ ৮৭ ॥
শ্রুতভূমুরবাক্যস্ত বদনং পৃথিবীপতেঃ । কাসারশো-
ষণমানসারসশ্রিয়মাদদে ॥ ৮৮ ॥ অথ প্রোবাচ দিব্যা
বাক্ সত্রাজমশরীরিণী । তুদন্তী সংশয়ং তস্ত সর্বে-
ষামপি শৃণুতাম্ ॥ ৮৯ ॥ সত্যমেব মহারাজ ব্রাহ্মণা
বদবভাষিরে । মাকুথাঃ সংশয়ং তত্র ভব সত্য-
প্রতিশ্রবঃ ॥ ৯০ ॥ শ্রুত্বাহশরীরিণীং বাণীং দদর্শ

অবাদিযুঃ কথিতবস্তুঃ ভোগীশস্ত শেষস্ত ভোগে শরীরে শয়নং যন্ত
সঃ বিষ্ণুরিত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥ শ্রুতং ভূমুরাণাং বাক্যং শ্রুত্ব দৃষ্টে
নিহিতাদন্তস্তার্থস্ত প্রতিপাদকং যেন তস্ত ভূপতে যুৎ কাসার-
স্তভাগঃ পদ্মাকরস্তভাগোহস্তীকাসারঃ সরসী সর ইত্যমরঃ । তস্ত
শোষণেন মানস সারসস্ত কমলস্ত শ্রিয়মাদদে ॥ ৮৮ ॥ অথা-
নস্তরমশরীরিণী দিব্যা বাণী তস্ত রাজ্ঞঃ শৃণুতাং সর্বেষাং সংশয়ং
নাশরন্তী রাজ্ঞানং প্রোবাচ ॥ ৮৯ ॥ হে মহারাজ ব্রাহ্মণা যদুক্তবস্ত-
স্তংসত্যমেব তত্র তদ্বক্তে সংশয়ং মাকুরু সত্যপ্রতিশ্রবঃ সত্য-
প্রতিজ্ঞো ভব ॥ ৯০ ॥ মধুঘিষো বিষ্ণোঃ সুরাধিপঃ ইত্যুঃ ॥ ৯১ ॥

অনস্তর বৌদ্ধবিপ্রগণ বলিতে লাগিলেন এই
কলসে সর্প আছে । এবং সেই অনস্তসর্পের ফণা-
রগুণে ভগবান্ বিষ্ণু শয়ান আছেন । ৮৭ ।

ব্রাহ্মণ দিগের কথা শ্রবণ করিয়া পৃথিবীপতির
মুখ (তভাগ শুদ্ধ হইলে পদ্ম যেরূপ ম্লান হয়)
সেইরূপ শোভা ধারণ করিল । ৮৮ ।

অনস্তর অন্যান্য শ্রোতৃবর্গের ও মহারাজের
সংশয়চ্ছেদ করিয়া দৈববাণী বলিতে লাগিল । ৮৯ ।

মহারাজ ! ব্রাহ্মণেরা যাহা বলিয়াছেন সে
সমুদায়ই সত্য । সে বিষয়ে আপনি সন্দেহ করি-
বেন না এবং এক্ষণে সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন । ৯০ ।

বসুধাধিপঃ । মূর্তিঃ মধুঘিষঃ কুন্তু সুরামিব সুরা-
ধিপঃ ॥ ৯১ ॥ নিরস্তাখিলসন্দেহো বিম্বস্তেতরদর্শ-
নাং । ব্যাধাদাজ্ঞাং ততো রাজা বধায় শ্রুতিবি-
দ্বিষাম্ ॥ ৯২ ॥ আসেতোরাভূষারাদ্রে কৌকানারুদ্ধ
বালকম্ । ন হস্তি যঃ স হস্তব্যো ভূত্যানিত্যমশান্
নৃপঃ ॥ ৯৩ ॥ ইষ্টোহপি দৃষ্টদোষেষ্টদধা এব মহা-
ত্মনাম্ । জননীমপি কিং সাক্ষান্নাবধীন্তু গুনন্দনঃ ॥ ৯৪ ॥

বিম্বস্তাং ঘটে স্থাপিতাশীবিষাদিতরস্ত মধুঘিষো দর্শনং তস্মাচ্ছ-
তো নিরস্তা অপগতা অখিলাঃ সন্দেহা যন্ত সঃ ॥ ৯২ ॥ আ-
সেতোঃ রামসেতুপর্য্যন্তং তথা হিমালয়পর্য্যন্তমাবৃদ্ধং বালককথাভি
ব্যাপ্য যো মন্তৃত্যঃ সৌগতার হস্তি স মরা হস্তব্য ইতি ভূত্যা-
নবশাদাজ্ঞস্তবান্ ॥ ৯৩ ॥ নহু স্বগুরুত্বেন স্বীকৃতত্বাদিষ্টানাং বধায়
কিমিত্যেবমাজ্ঞাং কৃতবানিত্যত আহ ইষ্টোহপীতি । পিত্রা
নিযুক্তো ভৃগুনন্দনঃ পরশুরামঃ সাক্ষাৎজননীমপি কিং নাবধী-
দপি তু হতবানেব । অত্র পূর্ব্বোক্তবৌদ্ধবধাজ্ঞাপ্রপত্ত বিশে-
ষস্ত সমর্থনার সামান্তমুপলব্ধ বিশেষান্তরোপলব্ধাসাধিকম্বরা-
লঙ্কারঃ । যন্মিশ্রিশেষসামান্তবিশেষাঃ স বিকম্বর ইত্যুক্তেঃ

সেই অশরীরা বাণী শ্রবণ করিয়া (ইন্দ্র যেরূপ
সুধা দর্শন করিয়া থাকেন) বসুধাপতিও কলসে মধু-
সূদন কৃষ্ণের মূর্তি দর্শন করিলেন । ৯১ ।

ঘটস্থাপিত সর্পের অবয়ব হইতে বিভিন্ন শরীর
কৃষ্ণের দর্শন হেতু সমস্ত সন্দেহ নিরাকৃত হইল এবং
বেদদ্বেষী বৌদ্ধগণের বধের নিমিত্ত আজ্ঞা প্রচার
করিলেন । ৯২ ।

দক্ষিণে রামচন্দ্রের সেতু এবং উত্তরে হিমালয়
পর্য্যন্ত বৌদ্ধদিগের মধ্যে কি বৃদ্ধ, কি বালক সকল-
কেই আমার ভৃত্য বিনাশ করিবে, ভূতাদিগের উপর
এই আজ্ঞা অর্পণ করিলেন । এবং যে না বধ করিবে
আমি তাহার প্রাণদণ্ড করিব । ৯৩ ।

স্কন্দানুসারিরাঞ্জনৈজেনা ধর্মদ্বিষো হতাঃ। যোগীন্দ্রে-
ণেব যোগেন্না বিঘ্নাস্তত্বাবলম্বিনা ॥১৫॥ হতেষু তেষু
দুষ্টেষু পরিতস্তার কোবিদঃ। শ্রৌতবজ্রতমিস্রেষু
নক্টেষিব রবিস্মহঃ ॥১৬॥ কুমারিলয়গেস্ত্রেণ হতেষু
জিনহস্তিষু। নিপ্রভূতাহমবর্দ্ধত ঞ্জতিশাখাঃ সম-

॥ ১৪ ॥ ভট্টপাদানুসারিরাঞ্জনৈ সুধম্মনা ধর্মদ্বিষো বোদ্ধা
বিনাশিতাঃ তত্বাবলম্বিনা যোগীন্দ্রেণ যোগনাশকা বিঘ্না ব্যাধিস্থান-
সংশয়প্রমাদানস্তাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালক্কাভ্যুন্নকানবহিতত্বাদয়োহস্ত-
রায়া যোগশাস্ত্রোক্তা ইবেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ তেষু দুষ্টেষু বোদ্ধেষু
হতেষু কোবিদঃ পণ্ডিতো ভট্টপাদঃ শ্রোতমার্গং পরিতস্তার সর্বতঃ
প্রসারিতবান্ বথা তমিস্রেষু অন্ধকারেষু নষ্টেষু স্থগেয়া মহন্তেষো
বিস্তারয়তি তৎ ॥ ১৬ ॥ কুমারিলো ভট্টপাদ এব যুগেস্ত্রঃ সিংহ-

যদি প্রিয়ও হয় অথচ তাহার দোষ দেখা যায়
মহাত্মা লোকে তাহাকে বধ করিবে। ভৃগুনন্দন
পরশুরাম আপনার জননীরও কি বধ করেন নাই?।
কার্তিকমূর্তিধারী ভট্টপাদের অনুসারী রাজা
সুধম্মা (তত্বলিপ্সু যোগীন্দ্র যেরূপ ব্যাধিস্থান,
সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, এবং ভ্রান্তিদর্শন
প্রভৃতি যোগশাস্ত্রোক্ত যোগনাশক বিঘ্ননাশ করিয়া
থাকেন), সেইরূপ বেদদ্বৈষক বোদ্ধাদিগকে বিনষ্ট
করিলেন। ১৫।

অন্ধকার নষ্ট হইলে রবি যেরূপ স্বকীয় তেজ
চারিদিকে বিস্তার করেন সেইরূপ দুষ্ট বোদ্ধগণ
বিনষ্ট হইলে পণ্ডিতবর ভট্টপাদ চতুর্দিকে বৈদিক
পথ বিস্তার করিতে লাগিলেন। ১৬।

কুমারিক অর্থাৎ ভট্টপাদরূপ সিংহ বোদ্ধরূপ

স্ততঃ ॥ ১৭ ॥ প্রাগিথং জলনভূবা প্রবর্তিতে-
হগ্নিন্ কস্ম্যাক্ষতখিলবিদা কুমারিলেন। উদ্ধতুং
ভুবনমিদং ভবাক্ষিময়ং কারুণ্যাস্মুনিধিরিয়েষ চন্দ্র-
চূড়ঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীমাদবীয়ে তদুপোদ্যাতপরঃ সংক্ষেপ-
শঙ্করবিজয়ে সর্গোহয়ং প্রথমোহভবৎ ॥১॥

স্তেন নিপ্রভূহং নির্দ্বিগ্নং ॥ ১৭ ॥ উপোদ্যাতরূপাং স্বন্যাততার-
কথাং উপসংহরন্ শিবাবতারকথাং গ্রন্থপতিপাদ্যামুপক্ৰিপতি।
প্রাগিথমিতি জলনাদনলাস্তবতীতি জলনভূস্তেন সর্বজ্ঞেন ভট্ট-
পাদেন পূর্বমেনেন প্রকারেণাস্মিন্ কস্ম্যাক্ষার্থে প্রবর্তিতে সতি কতঃ
সংসারসাগরে নিমগ্নঃ ভুবনং অদ্বৈতশাস্ত্রপ্লবেনোদ্ধতুং কারুণ্য-
জলশিশুশ্রুশেখরো মহাদেব ঠৈরেষ উচ্ছতিস্ম। প্ৰহর্ষনীকৃতং যৌ
লৌ গস্তিদশয়তিঃ প্রহর্ষণীয়মিতিলক্ষণং ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্যাবালগোপালতীর্থ শ্রীপাদশিষ্য
দত্তবংশাবতংসরামকুমারসুসুধনপতিস্মরিত্তে শ্রীমচ্ছঙ্কর-
চার্যবিজয়ভিতিমে পদমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

হস্তী দিগকে বিনাশ করিলে পর চতুর্দিকে নির্দ্বিগ্নে
বেদশাখা সকল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৭।

প্রথমে এইরূপে অনলজন্মা ভট্টপাদ পূর্বের এই
প্রকারে এই সমস্ত কস্ম্যপথ প্রবর্তিত করেন। অন-
ন্তর সংসার সাগর মগ্ন বিশ্বকে অদ্বৈত শাস্ত্ররূপ
ভেলাদ্বারা উদ্ধার করিবার বাসনায় করুণাসাগর
চন্দ্রশেখর মহাদেব ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ১৮।

॥ ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করবিজয়ে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

ততো মহেশঃ কিল কেরলেষু শ্রীমদ্রুষাদ্রৌ করুণা
সমুদ্ভঃ । পূর্ণানদীপুণ্য তটে স্বয়ম্ভুলিঙ্গাত্মনান-
ঙ্গধগাবিরাসীৎ ॥ ১ ॥ তগোদিতঃ কশ্চন রাজ-
শেখরঃ স্বপ্নে মুক্ত দৃষ্ট তদীয়বৈভবঃ । প্রাসাদমেকং
পরিকল্প্য হুপ্রভং প্রাবর্তয়ন্ত্যু সমর্হণং বিভোঃ ॥ ২ ॥
তন্ত্বেশ্বরস্য প্রণতার্জিহতুঃ প্রাসাদতঃ প্রাপ্তানরীতি

শঙ্করাবতারং বিত্তরেণ বর্ণয়িত্ব পীঠিকাং রচয়তি তত ইতি ।
ততঃ কৰ্ম্মমার্গপ্রবৃত্তানন্তরং করুণাসমুদ্ভঃ অনঙ্গং কামঃ দহতীকি
অনঙ্গশঙ্কমহেশঃ কেরলেষু দেশবিশেষেষু শ্রীমদ্রুষসংস্ককে গিরৌ
পূর্ণানদীপুণ্যতটে জ্যোতির্লিঙ্গাত্মনা আবিরাসীৎ প্রাক্ষুরভূৎ উপ-
জাতিচ্ছন্দঃ ॥ ১ ॥ তেন লিঙ্গাত্মনাবিভূতেন মহেশেন প্রেরিতঃ
কশ্চন রাজশেখরাখ্যো মতীপঃ পুনঃ পুনঃ স্বপ্নে দৃষ্টতদীয়ো
বৈভবো যেন স একং প্রাসাদং দেবালয়ং পরিকল্প্য তন্তু বিভোঃ
সম্পূজনং প্রবর্তিতবান্ সাদিন্দ্রবংশা ততজৈরসংযুতৈঃ ॥ ২ ॥
তন্তু প্রণতার্জিহতুঃ প্রাসাদং প্রাপ্তঃ নিরীতিভাবোযং উক্ত

কৰ্ম্মপদ্ধতি প্রবৃত্ত হইবার পর কামবিনাশী
দয়ামাগর মহেশ্বর, কেরলদেশে মনোজ্ঞ রুষ নামক
পর্বতে পূর্ণানদীর পবিত্র তট নিকটে জ্যোতির্লিঙ্গ
রূপে আবির্ভূত হইলেন ॥ ১ ॥

রাজশেখর নামক কোন নরপতি লিঙ্গরূপে
আবির্ভূত সেই মহাদেব ঐর্ভুক প্রেরিত হইয়া স্বপ্নে
বারংবার মহেশ্বরের বৈভব দর্শন করিয়া প্রভাশালী
এক দেবালয় নির্মাণ করিলেন, এবং তাঁহার সম্যক
রূপে পূজা কার্য্য প্রবর্তিত করিলেন ॥ ২ ॥

ভাবঃ । কশ্চিদ্ভদভ্যাসগতোগ্রহারঃ কালট্যভিখ্যা-
হস্তি মহাম্মনোজ্ঞঃ ॥ ৩ ॥ কশ্চিদ্দ্বিপশ্চিদিহ নিশ্চল-
ধীর্কিরেজে বিদ্যাধিরাজ ইতি বিজ্ঞতনামধেয়ঃ ।
রুদ্রো রুষাদ্রিনিলয়োহবতরীতুকামো যৎ পুত্র-
মাত্মপিতরং সমরোচয়ৎ সং ॥ ৪ ॥ পুত্রোহভবন্তস্য
পুরাতপুণ্যৈঃ স্তত্রাক্তেজাঃ শিবগুরুবভিখাঃ । জ্ঞানে-

যন্ত অতিবৃষ্টিবনাবৃষ্টিমুখিকাঃ শলভাঃ শুক্লঃ । অতাসমাস্ত রাজানঃ
বড়েতা ঈতরঃ স্তুতা ইতু্যজাঃ বড়বাধা জেয়াঃ এবধিপন্ত্যু । সমীপ-
গতঃ কশ্চিৎ কালটিসংজ্ঞোহতিরমোহগ্রহারো ব্রাহ্মণপ্রধানো-
হস্তি ॥ ৩ ॥ ইহাস্মিন্নগ্রহারে বিদ্যাধিরাজ ইতি বিজ্ঞতনামধেযো
নিশ্চলমতিঃ কশ্চিৎপণ্ডিতো বিরেজে । স রুষাদ্রিনিলয়োহবতরীতু-
কামোহবতরণেচ্ছুয্যন্ত পুত্রমাত্মপিতরং সমরোচয়ৎ স বিরেজে
ইতি বাঘরঃ উক্তঃ বসন্তিলকস্তভজাকগোগঃ ॥ ৪ ॥ তন্তু
বিদ্যাধিরাজন্তু পূর্বমনেকজন্মস্মাতৈরজিতৈঃ পুত্রৈঃ স্তত্রাক্ত-
তেজো যন্ত স শিবগুরুসংজ্ঞঃ পুত্রোহভবৎ যো জ্ঞানে শিবে

প্রণতজনের পীড়া-সংহর্তা সেই ঈশ্বরের প্রসাদে
অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঘৃষিক, পতঙ্গ, শুক এবং নিকট-
বর্তী বিপক্ষ ভূপতি এই ছয় প্রকার বাধা হইতে
মুক্ত হইয়া কালটি নামক কোন সুন্দর ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ
সেই দেবালয়ের সমীপে আসিয়া বাস করিতে
লাগিলেন ॥ ৩ ॥

এই ব্রাহ্মণ প্রবরের নিকটে নিশ্চলমতি বিদ্যা-
ধিরাজ এই বিখ্যাতনামা কোন পণ্ডিত বিরাজমান
থাকিতেন । রুষ পর্বত নিবাসী সেই রুদ্রদেব
ভূতলে অবতীর্ণ হইতে বাসনা করিয়া যাহার

শিবো যো বচনে গুরুস্ত স্মৃত্যর্থনামাকৃত লব্ধবর্ণঃ ॥ ৫ ॥
স ব্রহ্মচারী গুরুগেহবাসী তৎকার্য্যকারী বিহিতাম-
ভোজী । সাযং প্রভাতঞ্চ হতাশসেবী ব্রতেন বেদং
মিজমধ্যাগীষ্ট ॥ ৬ ॥ ক্রিয়াদ্যনুষ্ঠানফলোহর্থবোধঃ
স নোপজায়েত বিনা বিচারম্ । অধীতা বেদানথ

বচনে গুরুবৃহস্পতিস্তত পুত্রস্ত লব্ধবর্ণো বিচক্ষণো বিদ্যাধিরাজো হ
স্মরণ্যার্থানুগ্রহপং নামাকৃত সংজ্ঞাঃ কৃতবান্ । ধীমান্ স্মরিঃ কৃতী
কুষ্টি লব্ধবর্ণো বিচক্ষণ ইত্যমরঃ । স্মাদিশ্রবজ্ঞা রদিতৌজগোগঃ ॥ ৫ ॥
এবং শিবগুরোজ্যোক্ত । তচ্চারিতমাহ স শিবগুরুঃ ব্রহ্মচারী গুরু-
গেহবাসীলম্বস্ত গুরোঃ কার্য্যকারী বিহিতঃ ভিক্ষয়া লব্ধঃ গুরবে
নিবেদিতমরং ভোক্তুং শীলমস্তাতীতি তথা হতাশঃ হতভূজঃ বহিঃ
সেবিতুং শীলমস্তাতীতি তথা ব্রতেন ব্রহ্মচর্যানিরমেন স্বীয়ং বেদ-
মধ্যাগীষ্ট অধীতবান্ ॥ ৬ ॥ যতঃ ক্রিয়া অনুষ্ঠানং ফলং যস্ত স

পুত্রকে এবং আপনার পিতাকে শোভিত করিয়া
ছিলেন ॥ ৪ ॥

পূর্বজন্মার্জ্জিত বহুবিধ পুণ্য হেতু সেই রিদ্ধ্যা-
ধিরাজের ব্রহ্মতেজোময় শিবগুরু নামে এক পুত্র
হইয়াছিল । যিনি জ্ঞানে শিব এবং বচনে গুরু
অর্থাৎ বৃহস্পতি তুল্য ছিলেন বলিয়া বিচক্ষণ বিদ্যা-
ধিরাজ পুত্রের “শিবগুরু” এই নাম সার্থক করিয়া
ছিলেন ॥ ৫ ॥

শিবগুরু ব্রহ্মচারী ছিলেন, গুরুগৃহে বাস এবং
গুরুদেবের অনুজ্ঞাত কার্য্য করিতেন ; ভিক্ষালব্ধ
অন্ন গুরুকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিতেন, এবং
সাযং ও প্রভাতকালে সাধিক ছিলেন বলিয়াই বহিঃ
সেবা করিতে একমাত্র তাঁহার স্বভাব ছিল । এবং
ব্রহ্মচর্য্য নিয়মে স্বকীয় বেদ অধ্যয়ন করিয়া-
ছিলেন । ৬ ।

বিচার ব্যতীত বেদের অর্থবোধ হয় না । কারণ

তদ্বিচারককার দুর্কোপধতরো হি বেদঃ ॥ ৭ ॥ বেদে-
ষধীতেষু বিচারিতেহর্থশিষ্যানুরাগী গুরুরাহ তংস্ম ।
অপাঠি মত্তঃ স যদুপবেদো ব্যবচারি কালোবহুরত্য-
গান্তে ॥ ৮ ॥ ভক্তোহপি গেহং ব্রজ সম্প্রতি ত্বং
জনোহপি তেদর্শনলালসঃ স্মাৎ । গত্বা কদাচিত্ স্মজন-

অর্থবোধো বিচারং বিনা নৈব জায়তে নান্বধীত স্বাস্বাধ্যায় তদর্থং
স্বয়মেব কুতো নাববুদ্ধবানিতি চেত্তত্রাহ হি যস্মাদ্বেদো দুর্কোপ-
ধতরো বিচারং বিনাতিপলয়েন দুর্ঘটো যথার্থবোধো যস্ত সঃ
উপেন্দ্রবজ্রাততজ্ঞাস্ততোর্গো ॥ ৭ ॥ বেদেষধীতেষু সংস্মৃত তদর্থং
চ বিচারিতে সতি শিষ্যানুরাগী আচার্য্যস্তং শিবগুরুমাহস্ম প্রোক-
বান্ যদুঃশিঃ শিক্ষাকরং ব্যাকরণজ্ঞানো জ্যোতির্নিরুক্ত সংজ্ঞে-
রজ্ঞেঃ সহিতঃ সর্কোবেদো মত্তত্বয়া পঠিতো বিচারিতস্ত কালন্তে
তব বহুরতিক্রান্তঃ উপজাতিচ্ছন্দঃ ॥ ৮ ॥ যদ্যপি ত্বং ভক্তস্তথাপি
সম্প্রতি ইদানীং গেহং ব্রজ সম্বন্ধিজনোহপি তে তব দর্শনলালসঃ

অনুশীলনাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানই অর্থবোধের ফল
বেদাঙ্গ সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু
তাঁহার তৎসমুদায়ের অর্থবোধ হয় নাই । বেদ
অতিশয় দুর্কোপধ, স্ততরাং বেদাধ্যয়ন করিয়াও
তাঁহার সেই সমস্ত বেদের বিচার করিতে হইয়া-
ছিল । ৭ ।

বেদ সকল অধীত হইলে, বেদার্থ সকল বিচারিত
হইলে, শিষ্যানুরাগী গুরু, শিবগুরুকে ডাকিয়া
বলিতে লাগিলেন । তুমি আমার নিকট হইতে
শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ জ্যোতিষ, এবং নিরুক্ত
এই বড়স্ব বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ ; ও ইহার বহুতর
বিচার করিয়াছ ; তোমার ইহাতে বহুতর কাল
অতীত হইয়াছে । ৮ ।

যদ্যপি তুমি আমার একান্ত ভক্ত, তথাপি
সম্প্রতি তুমি গৃহে গমন কর । কারণ, আত্মীয়

প্রমোদং বিধেহি মা তাত বিলম্বয়স্ব ॥ ৯ ॥ বিধাতু-
মিষ্টং যদিহাপরাঙ্কে বিজ্ঞানতা তৎ পুরুষেণ পূর্বং ।
বিধেয়মেবং যদিহ স্ব ইষ্টং কর্তুং তদদ্যোতি বিনি-
শ্চিতোহর্থঃ ॥ ১০ ॥ কালোগুপ্তবীজাদিহযাদৃশ স্যাৎ
শস্যং ন তাদৃক্ বিপরীতকালং । তথা বিবাহাদি-

কৃতং স্বকালে ফলায় কল্পেত নচেদ্ বৃথা স্যাৎ ॥ ১১ ॥
আজ্ঞম্নো গণয়তো ননু তান্ গতান্ মাতা পিতা
পরিণয়ং তব কর্তৃকামো । পিত্রোরিয়ং প্রকৃতিরেব
পুরোপনীতং যদায়তন্তুভূতবস্যা ততো বিবাহম্ ॥
১২ ॥ তত্তৎকুলীনপিতরঃ স্পৃহয়ন্তি কামং তত্তৎ-

স্যাৎপ্রমাৎ কদাচিদগত্ব স্বজনপ্রমোদং বিধেহি শিষ্যস্য পুত্রতুল্য-
ত্বং সবেধনং হে তাত! মা বিলম্বয়স্ব বিলম্বঃ মাকুরু।
আখ্যানকীতোজ গুরুগমোজ্জ্ঞতা বনোজ্জগুরুগুরুশ্চেৎ ॥ ৯ ॥
বিলম্বো ন কর্তব্য ইত্যুক্তং তত্র হেতুমাহ। যত ইহাস্মিন্ লোকে
যদপরাঙ্কে বিধাতুমিষ্টং তদায়ুরাদেঃ ক্ষণভঙ্গুরতাং বিজ্ঞানতা পুরুষেণ
পূর্বং পূর্বাক্ষে এব বিধেয়মেবমিহ যৎ স্বঃ অনাগতেহহি কর্তৃমিষ্টং
তদদ্য বিধেয়মিতি বিনিশ্চিতোহর্থস্তস্মান্নাবিলম্বয়স্বেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥
কিঞ্চ যথাকাল উদ্ভবকাল উপ্তাৎ ক্ষেত্রে বোপিতাবীজাদিহ যাদৃশং
বিপরীতকালান্নৈব জায়তে তথা বিবাহাদিস্তত্ত্ব বিবাহাদেঃ কালে

যৌবনাদাবস্থায়ঃ কৃতং ফলায় পুত্রোৎপত্তাদিফলরূপায় কল্পেত
শক্যং ভবেদতথ। তৎবিবাহাদিকৃতং বার্থং জ্ঞাৎ ॥ ১১ ॥ কিং
বা জ্ঞম্নো জ্ঞম্ প্রভৃতি ননু নিশ্চয়েন তব পরিণয়ং বিবাহং কর্তৃ-
কামো মাতা পিতা চ তান্ গতান্ সম্বৎসরান্ গণয়তো গণনং
কুরুতঃ। যস্মাৎ কারণং পিত্রোরিয়ং প্রকৃতিঃ স্বভাব এব। পুরা
পূর্বভূতবস্ত্রাশ্রয়শ্রোপনীতিমুপনয়নং তত্তত্তদনন্তরং বিবাহং যৎ
ধারতঃ কদা ভবিষ্যতীতি যুক্তিস্তনং কুরুতঃ স ইত্যর্থঃ। অত্র
সামান্যবিশেষয়োরুক্তবাদর্থান্তরজ্ঞাসাগকারঃ। উক্তির্থান্তরজ্ঞাসঃ
জ্ঞাৎ সামান্যবিশেষয়োরিত্যুক্তেঃ ॥ ১২ ॥ অপিচ তত্তৎকুলীনপি-

স্বজনেরা তোমাকে দেখিবে বলিয়া লালসা করিয়া
রহিয়াছে। অতএব তুমি গমন করিলেই স্বজন
প্রীতি বিধান করিতে পারিবে। হে পুত্র! তুমি
আর বিলম্ব করিও না। ৯।

বিলম্ব না করিবার কারণ এই, এই জগতে যাহা
অপরাহে করিতে হইবে তাহা আয়ুঃ প্রভৃতির ক্ষণ-
নশ্বরতা জানিয়া পুরুষগণ পূর্বাক্ষেই তাহা সম্পাদন
করিবে। এবং যাহা ভবিষ্য কালে করিতে হইবে,
তাহা তৎক্ষণাৎ করাই কর্তব্য এইরূপ অর্থই নিশ্চিত
হইয়াছে। অতএব তুমি গমনে ক্ষণকালও বিলম্ব
করিও না। ১০।

অপিচ যথাকালে (শস্যরোপণ করিবার কালে)
ক্ষেত্রে যদি বীজরোপণ করা যায়, তাহা হইতে যেরূপ
শস্য উৎপন্ন হয়, তাহার বিপরীত কালে (অর্থাৎ

অসময়ে) রোপিত বীজ হইতে কখনই সেইরূপ
শস্য হয় না। সেইরূপ যথায়োগ্য কালে (যৌবনাদি
অবস্থায়) বিবাহাদি করিলে পুত্রোৎপত্তি প্রভৃতি
ফল সংঘটিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার বিপরীত
সময়ে বিবাহাদি করিলে সমস্তই বৃথা হইয়া থাকে।

জন্ম দিবসাবধি যে সমস্ত বৎসর গত হইয়াছে,
তোমার পিতা মাতা তোমার বিবাহ কবে হইবে
এই ইচ্ছায় একান্ত ব্যগ্র থাকিয়া সেই সমস্ত গত
বৎসর সকল যে গণনা করিতেছেন ইহা
নিঃসন্দেহ। কারণ, জনকজননীর ইহাই স্বভাব
যে, অগ্রে পুত্রের উপনয়ন অনন্তর বিবাহ চিন্তা
করিয়া থাকেন। ১২।

পিণ্ডদাতা পুরুষের সম্মান থাকিলেই পরে
পিণ্ড বিলোপ যাহাতে না হয় ইহা বিশদরূপে দর্শন

কুলীনপুরুষস্য বিবাহকৰ্ম্ম । পিণ্ডং প্রদাতৃপুরুষস্য
নসমুত্তিষ্ঠে পিতৃবিলোপমুপরি ক্ষুটমীক্ষমাণাঃ ॥১৩
অর্থাববোধনফলো হি বিচার এব তচ্চাপি চিরবহু-
কৰ্ম্মবিধানেনেহেতোঃ । তত্রাধিকারমধিগচ্ছতি স-
দ্বিতীয়ঃ কৃষ্ণা বিবাহমিতি বেদবিদাং প্রবাদঃ ॥১৪॥
সত্যং গুরো ন নিয়মোহস্তি গুরোরধীতবেদো গৃহী

তত্ত্বতৎকুলীনপুরুষস্য বিবাহকৰ্ম্ম কামং স্পৃহয়ন্তি । পরিণয়কৰ্ম্ম-
গোচরাং স্পৃহামভ্যন্তং কুৰ্ব্বন্তি । যতন্ততৎকুলীনপিতরঃ পিণ্ডপ্রদাতৃ-
পুরুষস্য সমুত্তিষ্ঠে সতি উপরি অগ্রে পিতৃবিলোপঃ ক্ষুটং সমীক্ষ-
মাণাঃ ॥ ১৩ ॥ ন কেবলমেতাবদেবালি তু সহোত্তো চরতাকৰ্ম্ম-
মিত্যাশিষ্টত্যা । 'সদ্বিতীয়স্ত' কৰ্ম্মবিধানেনেধিকারপ্রবণত্বকৰ্ম্মমপি
বিবাহ আবশ্যক ইত্যাহ অর্থোক্তি । এব বিচারোহর্থাববোধন
কলোহর্থস্তাববোধনং পরিজ্ঞানং ফলং যন্ত স এতস্ত বিচারস্তাধ
পরিজ্ঞানং ফলং তচ্চাৰ্থাববোধনং বিচিত্রজ্ঞানং যজ্ঞানং বিধানার্থং ।
অত্র বিচিত্রযজ্ঞবিধানেন বিবাহং কৃষ্ণা সদ্বিতীয়ঃ দ্বিতীয়য়া পত্ন্যা-
সহ বর্তমানোহধিকারং গচ্ছতি প্রাপ্নোতীতি বেদবিদাং প্রবাদঃ ॥
॥ ১৪ ॥ এবমুক্তঃ শিবগুরুকবাচ সত্যমিত্যাদিনা । সত্যমিত্যাদি-

করিয়া সেই সেই মহাকুলোদ্ভব পিতৃগণ, সেই
সেই মহাকুলোৎপন্ন পুরুষের বিবাহ কার্য্য যথেষ্ট-
রূপে স্পৃহা করিয়া থাকেন । ১৩ ।

বিবাহকার্য্য কেবল ইহার নিমিত্ত নহে, কিন্তু
জ্ঞাপ্তি স্মৃতি শাস্ত্রে কথিত দাম্পত্য ধর্ম্মের অধিকার
হেতুও বিবাহ আবশ্যক । এই বিচারের ফলই অর্থ
পরিজ্ঞান পর্য্যন্ত, এবং ঐ অর্থজ্ঞান বিচিত্র বহুবিধ
যজ্ঞকর্ম্মের বিধানার্থ হইয়া থাকে । এই বিচিত্র
যজ্ঞ বিধানেন বিবাহ করিয়া সন্ত্রীক হইলেই অধি-
কারী হওয়া যায়, ইহা বেদজ্ঞদিগের চিরন্তন
প্রবাদ । ১৪ ।

ভবতি নাত্মপদং প্রয়াতি । বৈরাগ্যবান্ ত্রজতি
ভিক্ষুপদং বিবেকী নোচেদগৃহী ভবতি রাজপদং
তদেতৎ ॥ ১৫ ॥ শ্রীনৈষ্ঠিকাজ্ঞমহং পরিগৃহা যাব-

কৌকারে হে গুরো গুরোঃ সঙ্গাশাং অধীতো বেদো যেন স গৃহী
এব ভবতি । অস্ত্রপদমত্যাশ্রমং ন প্রয়াতীতি নিরমো নাস্তি । নহ
ত্রজ্ঞগ্যাং সমাপ্য গৃহী ভবেদগৃহস্থানী তুহ্য প্রভজ্যে তমেতৎ
বেদান্তবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিস্বস্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন
সহ বা আশ্রয়াজী যো বেদ ইদং মেহনেনাশ্রমং সংস্থিত ইদং মেহ-
নেনামুপধীয়তে বিত্তসমুৎপত্ত তং পশুতি নিকলঙ্কারমানঃ জ্ঞান-
মানো বৈ ব্রাহ্মণস্তিতি ঋগৈশ্বর্যবানিত্যায়াঃ প্রত্যয়ঃ । মহাবৈজ্ঞান-
শ্রীজ্ঞান ব্রাহ্মণ্যং ক্রিয়তে ততঃ । যষ্টতেহষ্টাচচারিংশংসংস্কারাঃ ।
ঋণামি ত্রীণাপাকৃত্য মনোমোক্ষে নিবেশয়েৎ । জ্ঞানমুৎপদ্যতে
পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্ত কৰ্ম্মণ ইত্যাদ্যাঃ স্তবরশাশ্রমাশ্রমাস্তর
প্রবেশস্ত যজ্ঞাদামুষ্ঠানাজিততর্হো জ্ঞানপ্রাপ্তেস্ত ক্রমনিয়মঃ
প্রবোধয়তীতি চেতত্রাহ বৈরাগ্যবানিহামুত্রার্থভোগেণ বিরক্তো
বিবেকী নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকবান্ উপলক্ষণমেতৎ সাধন-
চতুষ্টয়সম্পন্ন ইত্যর্থশ্চতুর্থ্যশ্রমং গচ্ছতি । অরমর্থঃ যদি চেতবধা
ব্রহ্মচর্যাংদেব প্রভজ্যেদগৃহস্থা বনস্থা প্ৰবা হেতে হৃদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ
ন কৰ্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেহমুতক্ক্ষমানশুরিত্যাদি-
শ্রুত্যহুরোধেন মথামাধিকারিণ এব ক্রমনিয়মো নহু শুভসমু-
ত্থোৎকটবৈরাগ্যবতো মুখ্যাধিকারিণো জ্ঞানমান ইত্যস্তাপি গৃহস্থঃ
সম্পাদ্যমান ইত্যর্থঃ । গৃহস্থস্তাপি সমুত্তমার্থমেব ঋণাপাকরণং
তদিদমুক্তং নো চেদিতি বিবেকাদিমায় ভবতি চেদুর্হি গৃহী
ভবতি তদেতৎ রাজপদং রাজমার্গঃ ॥ ১৫ ॥ তুহ্য তর্হি

এই কথা বলিলে পর শিবগুরু বলিতে লাগিলেন
এ সমস্তই সত্য । হে গুরো ! গুরুর নিকট হইতে
বেদাধ্যয়ন করিবার পরই লোকে গৃহী হইয়া থাকে,
অশ্রু আশ্রমে প্রবিষ্ট হয় না এরূপ কোন নিয়ম
নাই। ঐহিক পারত্রিক অর্থভোগে বিরক্ত ও নিত্য-
নিত্য বস্তু বিবেকী লোকেই ভিক্ষুকাশ্রম প্রাপ্ত
হইয়া থাকে, এবং ইহার বিপরীত হইলে তাহাকে
গৃহী বলা গিয়া থাকে, এবং তাহাই রাজপদ । ১৫ ।

জীবং বসামি তব পার্শ্বগতশ্চিরায়ুঃ । দণ্ডাজিনী
সবিনয়ো বৃদ্ধজুহুদয়ো বেদং পঠন্ পঠিতবিস্মৃতি-
হানি মিচ্ছ ॥ ১৬ ॥

দারগ্রহো ভবতি তাবদয়ং সুখায় যাবৎ কৃতোহনুভব-
গোচরতাং গতঃ স্তাৎ । পশ্চাচ্ছনৈর্বিবরসতা-
মুপয়াতি সোহয়ং কিং নিহুযে জমমুভূতিপদং মহা-

কিং কর্তব্যমিত্যাপেক্ষায়ামাহ ত্রীনৈষ্টিকাশ্রমং মরণাস্তত্রাক্ষর্য্যং
পরিগৃহ্য চিরায়ুরতং তব পার্শ্বগতঃ সমীপে স্থিতো দণ্ডাজিনেহস্ত
দ্ব ইতি দণ্ডাজিনী বিনয়েন সহ বর্ত্তত ইতি সবিনয়ো হে বৃদ্ধ !
সংজ্ঞা অগ্নৌ জুহুদ্ব্যোমং কুর্কন্ বেদং পঠন্ পঠিতস্ত বিস্মৃতে হানি
মতাবমিচ্ছন্ বসামি বাসং কবিষ্যামি । বর্ত্তমানসামীপ্যেব বর্ত্তমান
বদেতি লট ॥ ১৬ ॥ ন্যতিসুখকরং দাবগ্রহং বিহার কথমতি-
দুঃখদগ্নৈষ্টিকাশ্রমমকীকুরুষ ইতি চেত্তদ্রাহ দারগ্রহ ইতি । অয়ং
দারগ্রহস্তাবং সুখায় ভবতি যাবৎ কৃতঃ সন্ অনুভবগোচরতাং
গতঃ প্রাপ্তঃ স্তাৎ অনুভববিষয়তাপ্রাপ্তিপৰ্য্যন্তমিত্যর্থঃ । পশ্চা-
দনুভবগোচরতাপ্রাপ্তানন্তরং সোহয়ং দারগ্রহো বিবরসতাং বৈবরস্তং

হে সর্ব্বজ্ঞ ! আমি এক্ষণে দণ্ড এবং আজিন
ধারণ পূর্ব্বক সবিনয়ে অনলে হোম, বেদপাঠ ও
পঠিত গ্রন্থের বিস্মরণ বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া
মরণাস্ত ত্রাক্ষর্য্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক দীর্ঘায়ু হইয়া
যাবজ্জীবন আপনার নিকট বাস করিব । ১৬ । দার
পরিগ্রহ কেবল অনুভবাত্মক সুখপ্রদান করিয়া
থাকে । যতক্ষণ দারপরিগ্রহ ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল
সুখপ্রদ হয় । দার পরিগ্রহকৃত হইলে লোকের
অনুভব বিষয়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অনুভব বিষ-
য়তা প্রাপ্তির পর এই দার পরিগ্রহ বিবরসতা সম্পা-
দন করিতে থাকে । হে মহাত্মন ! অনুভবগম্য
বস্তু কি করিয়া আপনি অপক্লব করিতেছেন, বাস্ত-

অন ॥ ১৭ ॥ যাগোহপি নাকফলশো বিধিনা কৃত-
শ্চেৎ প্রায়ঃ সমগ্রকরণং ভুবি হুল্লভং তৎ । বৃষ্ট্যা-
দিবহ্নি ফলং যদি কৰ্ম্মণি স্তাদিষ্ট্যৈ যথোক্তবিরহে
ফলদুর্বিধত্তং ॥ ১৮ ॥ নিঃস্রো ভবেদ্যদি গৃহী নিরয়ী
স নুনং ভোক্তুং ন দাতুমপি যঃ ক্ষমতেহগ্নুযাত্রম্ ।
পূর্ণোহপি পূর্ত্তিমতিমস্তমশক্লুবন্ যো মোহেন

উপবাতি প্রাপ্নোতি । হে মহাত্মন ! অক্লান্তভাবে ! অনুভূতিপদমহু-
ভবগম্যং কিং নিহবেহপলপসি অপলপিতুমশক্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥
নবৈহিকসুখাতাবেহপি বিবাহে কৃত্যেবাগ্ন্যজুষ্ঠানেন পারলৌকিক-
স্তং সৎস্ততীতি চেত্তদ্রাহ যাগোহপীতি । যাগো বিধিনা যথাবিধি
কৃতশ্চেৎ স্বর্গফলদঃ ন চ তথা কর্ত্তুং শক্যত ইত্যাহ । প্রায়স্তৎ
সমগ্র করণং ভুবি হুল্লভং তদ্বিনা তু ফলং নৈবলভ্যতে হি যমঃ
দাদিপদেন চিত্তাদিবাগফলং পশাদিকং গৃহ্যেতে বৃষ্ট্যাদিবৎ কৰ্ম্মণি
ফলং যদি ন স্তাদিহি দৈববশান্নযথোক্তবিরহে ফলদুর্গতিত্বঃ
ভবতি তৎকার্য্যাদি বাগ ফলভূতবৃষ্টিঃ তথাচ ন পারলৌকিক-
সুখপ্রাপ্ত্যাশাপীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ ন কেবলং সুখভাব এবাপি-

বিক অনুভব পদার্থের গোপন করা নিতান্ত
দুঃসাধ্য । ১৭ ।

যথাবিধি যাগ করিলে তাহার চরম ফল স্বর্গ
প্রাপ্তি পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে, কিন্তু তাহা কেহ
করিতে পারেনা । সমগ্ররূপে উহা করিতে না
পারিলে ভূতলে উহার ফললাভ একান্ত দুর্লভ ।
বৃষ্টি প্রভৃতি হইলে যেরূপ প্রভাক কলদর্শন হইয়া
থাকে, সেইরূপ যাগাদি কৰ্ম্মে যদি ফল না হয়
তাহা হইলে দৈববশত যথোক্ত কার্য্যের পরিপূরণ
হইলে কেবল ফলের দুর্গতি স্বীকার করিতে হয় ।
আরও দেখুন যদি গৃহস্থ দরিদ্র হয়েন তিনি

শং ন মনুতে খলু তত্র তত্র ॥ ১৯ ॥ যাবৎসং সৎসং
পরিপূর্তিরথো অমীষাং সাধো গৃহোপকরণেষু সদা
বিচারঃ । একত্র সংহতবতঃ স্থিতপূর্বনাশস্তচা-

ততিহুঃখমপীত্যাশয়বানাহ যদি গৃহী নিঃস্বো নির্জনাভবেত্তর্হি
নুনং নিশ্চয়েন স নিরয়ী নরকবান্ নিরয়িস্থমেব ক্ষুটয়তি যোহু-
মাপ ভোক্তুং দাতুঞ্চ ন ক্ষমতে সমর্থো ন ভবতি স নুনং নিরয়ীতি
সম্বন্ধঃ । নহু ত্রীমংকুলোৎপন্নস্য তব নাস্তি হুঃখমিতি চেত্তত্রাহ
পূর্ণোহপি পূর্তিং পূর্ণতামভিমন্তমশরুবন্ যো
মোহেনাবিবেকেন তস্মিন্ তস্মিন্ বিষয়ে শং স্বেং ন মনুতে সোহ-
পি নুনং নিরয়ীত্যাখঃ । বিষয়সম্পত্তেজ্জ্ঞানিবর্তকত্বাৎ সর্বানর্থ-
বীজভূততৃষ্ণাম্বিধচেতসঃ সুখাপ্রাপ্তিহুঃখাবাপ্তিসদ্ধারিরিত্বমে-
বেতিভাবঃ । তথাচোক্তং ন জাতুকামঃ কামানামুপভোগেন শামাতি
হবিষাক্ষমবশ্চৈব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ইতি । যাচ্ছেতানি দুঃখানি
দুর্জগাণুগতানি চ । তৃষ্ণাবল্যাঃ ফলানীহ তানি হুঃখানি রাদব ।

নিশ্চিত নারকী । কারণ, যে ব্যক্তি অণুমান্ত্রও
ভোজন করিতে কি দান করিতে সক্ষম নহেন, তিনি
নারকী ভিন্ন আর কি হইতে পারেন । যিনি পরি-
পূর্ণ হইয়া যদি পূর্ণতাভিমান করিতে অসমর্থ
হন, অবিবেক বশতঃ সেই সেই বিষয়ে সুখানু-
ভব করিতে না পারেন তিনিও নরকে যাইবার
উপযুক্ত । ১৮ । ১৯ ।

হে সাধুস্বর ! যতক্ষণ যাবতীয় বস্তু সকলের
মধ্যে পরিপূর্ণতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, ততক্ষণ এই
সকল সম্বন্ধিজন, বা গৃহস্থদিগের গৃহোপকরণ
দ্রব্যে এই কারণে সর্বদা বিচার হইয়া থাকে ।
আরও এইরূপে বিচারিত গৃহ দ্রব্যের এক স্থানে
সঞ্চয় কারী বস্তুরও সঞ্চয়ের পূর্বস্থিত সঞ্চিতপদা-
র্থের নাশ হইয়া থাকে, সেই সঞ্চিত পদার্থও পুন-
র্বার বিনষ্ট হয় ও অপর পদার্থের সহিত সংযোগ

পয়াতি পুনরপ্যপরেণ যোগঃ ॥ ২০ ॥ এবং গুরো
বদতি তজ্জনকে। নিনীষুরাগচ্ছদত্র তনয়ঃ স্বগৃহং
গৃহেশঃ । তেনানুনায বহুলং গুরবে প্রদাপ্য যত্নাম্-
কেতনমনায়ি গৃহীতবিদ্যাঃ ॥ ২১ ॥ গতা নিকেতন-
মসৌ জননীং ববন্দে সালিঙ্গ্য তদ্বিরহজং পরি-

যাবতী যাবতী জন্তোরিচ্ছোদেতি যথাযথা । তাবতী তাবতী হুঃখ-
বীজমুষ্টিঃ প্ররোহতীতি চ ॥ ১৯ ॥ অথো অতঃ কারণং হে সাধো
গৃহোপকরণেষু সদা বিচারো ভবতি যাবৎসং সৎসং অমীষাং সম্বন্ধি
জননাং পরিপূর্তিঃ পরিপূর্ণতাস্ত্রাদমীষাং গৃহস্থানাং ইতি বা তথা-
চৈবং বিচাৰ্য্যমাণস্ত প্রযত্নেনৈকত্রৈকস্মিন্ স্থানে সংহতবতঃ
সঞ্চয়ং কৃতবতঃ স্থিত পূর্বনাশ এতৎ সঞ্চয়াৎ পূর্বং স্থিতস্ত সঞ্চি-
তস্ত নাশো ভবতি চ পুনস্তদীয়ং পশ্যাৎ সঞ্চিতমপ্যপয়াতি নশ্রতি
পুনরপ্যপরেণ যোগঃ সংযোগ ভবতি তথাচ গৃহস্থাত্মমে সর্বথা
হুঃখমেবেতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥ এবমুক্ত প্রকারেন শিবগুরো বদতি
সতি তস্ত শিবগুরোজ্ঞনকঃ পিতাগৃহেশঃ সূতং গৃহং প্রতিনি-
নীষুনেতুমিচ্ছুরাগচ্ছৎ আগতবান্ আগত্য যদকরোত্তদাহ বহুলং
বহুগাহনয়ং বিনয়ং কৃত্বা তেন শিবগুরুণা গুরবে বহুলং দক্ষিণা-
ত্রবাৎ প্রদাপ্য গৃহীতা বিদ্যা যেন স শিবগুরুর্যত্রা নিকেতন মনায়ি
আনীত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

প্রাপ্ত হয় । এই কারণে গৃহস্থাত্মমে সর্বদাই
হুঃখ অনুভূত হয় । ২০ ।

এইরূপে শিবগুরু বহুবিধ বলিতে লাগিল
শিবগুরুর পিতা গৃহেশ পুত্রকে গৃহে আনয়ন করি-
তে ইচ্ছা করিয়া আগমন করিলেন । বিবিধ বিধানে
অনুনয় করিয়া শিবগুরু গুরুকে প্রচুর পরিমাণে
দক্ষিণা দ্রব্য দিয়া বিদ্যা গ্রহণ করিলে পর ইহাকে
সযত্নে নিজ নিকেতনে আনয়ন করা হইয়াছিল । ২১।

শিবগুরু স্বভবনে গমন করিয়া জননীকে
বন্দনা করিলেন, জননীও পুত্রের বিরহ জনিত

তাপমৌজ্বাৎ । প্রায়শ চন্দনরসাদপি শীতলং
তদ্বৎ পুত্রগাত্রপরিবস্তনামধেয়ম্ ॥ ২২ ॥ অস্ত্রা-
স্তুরোঃ সদনস্তিচিরমাগতং তং তদ্বক্ষুরাগমদথ স্বরিতে-
কণায় । প্রত্যাগমাতিভিরলাবপি বক্ষুতায়্যাঃ সস্তা-
বনাং ব্যধিত বিতকুলামুরূপাম্ ॥ ২৩ ॥ বেদে
পদক্রমচুটাদিষু তস্মৈ বুদ্ধিং সংবীক্য তজ্জনয়িতা

অসৌ শিবগুরু নিকৈতনঃ গচ্ছ। যাকঃ ববসে সা জননী পুত্র-
মাপ্নিবা তস্ত পুত্রস্ত বিরহাচ্ছাৎ পরিতাপমৌজ্বাৎ ত্যাকবতী
কৃত্ত চেতুমাতঃ । যৎ পুত্রগাত্রালিঙ্গনামধেয়ং তচ্চন্দনরসাদপি
প্রায়শ শীতলমত ইত্যর্থঃ । অত্রার্থভ্রান্তাসঃ । যত্র পরিতাপত্যা-
গস্ত প্রায়শেত্যাদিনা সমর্থনাৎ কাবলিকালঙ্কারঃ । সমর্থনীত্যর্থস্ত
কাবলিকং সমর্থনমিত্যুক্তেঃ ॥ ২২ ॥ অথানন্তরং সুরো গৃহা-
চ্চিরমগতং শিবগুরুং স্তম্ভা তবক্ষুস্তৎসম্বন্ধিবর্গঃ শীঘ্রমবলোক-
নায় আগমৎ । অসৌ শিবগুরুরপি বক্ষুতায়্যা বক্ষুসমূহস্ত প্রত্যাগম-
প্রণামাদিনা বিতকুলামুরূপাং সস্তাবনাং সপর্য়াং ব্যধিতবিহিতবান্
ধাতো লু ঙিত্ত্বাৎ দেবারিচ্ছেক্তীকারঃ সিচঃ কিতাদৃশ্যভাবঃ ছব-
নভাদিতি সকারলোপঃ ॥ ২৩ ॥ ততো যদন্তঃ তদাহ । বেদে-
পদাদিষু আদিপদেন শিবাধনাদিষু তস্ত বুদ্ধিং বীক্য তস্ত জনকঃ

পরিতাপ পরিত্যাগ করিলেন । তাহার কারণ
এই যে, পুত্রগাত্রের আলিঙ্গন চন্দনরস হইতেও
বহুল পরিমাণে সুশীতল হইয়া থাকে । ২২ ।

শিবগুরু বহুকালের পর গুরুভবন হইতে
যতবনে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার আত্মীয়
স্বজনেরা শীঘ্র দর্শন করিবার প্রত্যাশায় উপস্থিত
হইলেন । এবং ইনিও অভ্যর্থনা, অভিবাदन ও
প্রণামাদি দ্বারা বক্ষু সমূহের ধন ও কুলের অনুরূপ
সপর্য়া করিতে লাগিলেন । ২৩ ।

বেদে পদ, পদক্রম, শিখা ও মনাদিতে তাহার

বহুশোহপ্যপৃচ্ছৎ । যস্তাভবৎ প্রথিতনাম বক্ষু-
রায়্যাং বিদ্যাধিরাজ ইতি সঙ্গতবাচ্যমস্ত ॥ ২৪ ॥
ভাট্টে নয়ে গুরুমতে কণ্ডুভ্রাতাদৌ প্রমথকার তন-
য়স্ত মতিং বুদ্ধংহঃ । শিষ্যোহপ্যুবাচ নতপূর্বগুরুঃ
সমাধিং পিত্রোদিতঃ স্মিতমুখো হসিতামুজাস্তঃ ॥ ২৫ ॥

বহু প্রশ্নান্ কৃতবান্ । সঙ্গতং বিদ্যাধিরাজরূপং বাচ্যং যস্ত তদ্বি-
দ্যাধিরাজ ইতি প্রথিতং নাম যস্তাভ বক্ষুরায়্যামতবৎ স বহু-
শোহপ্যপৃচ্ছদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ বহুশোহপ্যপৃচ্ছদিত্তি বিবরণোক্তি ।
ভাট্টে ময়ে ভট্টপাদসিদ্ধান্তে গুরুঃ প্রভাকরঃ কণ্ডকৃ কণাদঃ আদি-
না গোতমসাখ্যমতাদিসংগ্রহঃ । তনয়স্ত মতিং বোধু মিত্ত্বঃ প্রঃ
কৃতবান্ । এবং পিত্রোদিতঃ পুটঃ শিষ্যস্ত পুত্রঃ শিবগুরুরপি
সমাধানমুবাচ । তং বিশিনষ্টি পূর্বং মতো নমস্তুতো গুরু বৈমতি
স্মিতেন মনহসিতেন যুক্তং যুৎ যস্তাভবৎ হসিতমৌর্বাদিকসিতং
যদমুজং তথাত্মমাস্তং বদনং যস্ত সঃ ॥ ২৫ ॥ প্রমথকারে সমত-

বুদ্ধি দর্শন করিয়া শিবগুরুর পিতা বিবিধ প্রশ্ন করিতে
লাগিলেন । ‘বিদ্যাধিরাজ’ এই যথার্থ সঙ্গত ও
ভূতলে এক বিখ্যাত নাম আছে, ইহাও বারম্বার
প্রশ্ন করিতে লাগিলেন । ভট্টপাদ প্রণীত শাস্ত্রে,
প্রভাকরমতে, কণাদ দর্শনে, গোতম প্রণীত স্মার
দর্শনে, কপিল প্রণীত সাংখ্য ও পতঞ্জলি প্রণীত
পাতঞ্জল দর্শনে পুত্রের বুদ্ধি আছে কিনা ইহা
জানিতে ইচ্ছা করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ।
পিতা এই কথা বলিলে পর শাসনযোগ্য পুত্র শিব-
গুরু মন্দহাস্যে ও বিকসিত কমল সদৃশ বদনে সেই
প্রশ্নের যেরূপে সমাধান হয়, তাহা বলিতে লাগি-
লেন । ২৪ । ২৫ ।

বেদে চ শাস্ত্রে চ নিরীক্য বুদ্ধিং প্রমোত্তরাদাবপি
নৈপুণীন্তাম্। দৃষ্ট্বা তুতোষাতিতরাং পিতাস্ত্র স্বতঃ
সুখা যা কিমু শাস্ত্রতো বাক্ ॥ ২৬ ॥ কন্যাং প্রদাতু
মনসো বহবোহপি বিপ্রান্তমন্দিরং প্রতিযয়ু গুণ-
পাশকৃষ্টাঃ। পূর্বং বিবাহলময়াদপি তস্য গেহং
সম্বন্ধবৎ কিল বভূব বরীতুকামৈঃ ॥ ২৭ ॥ বহু-

তাপনে পরমতথ্যতনে চ তাং তথাভূতাং নিপুণতাং কুশলতাং
দৃষ্ট্বা পিতাহিতান্তঃ তোষং প্রাপ যা পুত্রস্ত বাক্ বাণী স্বতঃ
শাস্ত্রেণো বিদীনাহপি সুধরূপা শাস্ত্রতঃ সুধরূপা ঠিতি কিমুবক্তবাং
কৈমুতোনার্থসংসিদ্ধিঃ কাব্যার্থাপত্তিরিষ্যতে ॥ ২৬ ॥ ততঃ কিং
ব্রহ্মমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। কন্যামিতি। গুণলক্ষণপাশেনাকৃষ্টাঃ
কন্যাং প্রদাতুমনসো বহবোহপি বিপ্রান্তমন্দিরং প্রতিযয়ু-
গুণমুত্তো বিবাহকালং পূর্বমপি তস্ত বিদ্যাধিরাজস্ত শিবগুরোঁ
গৃহং বরীতুকামৈঃ কুমারবরণার্থিভিঃ বিটৈঃ সংবদ্ধবহুব্।
বসন্তম্ ॥ ২৭ ॥ তস্মিন্ দেশে বহুবর্ধদায়িসু কন্যা প্রদাতু বহুধপি

বেদ ও অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রে পুত্রের বুদ্ধি নিরী-
ক্ষণ করিয়া স্বমত স্থাপনে ও পরমত খণ্ডনে নৈপুণ্য
দেখিয়া পিতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। সন্তুষ্ট
হইবার কারণ এই যে, পুত্রের যে সুধাময়ী ভারতী
শাস্ত্র বিহীন হইয়াও স্বভাবতঃ সুখদায়িনী হইল সেই
ভারতী শাস্ত্রপূর্ণ হইয়া যে সুখদায়িনী হইবে তাহা
আর বলিতে হয় না। ২৬।

গুণপাশে আকৃষ্ট হইয়া কন্যা প্রদান করিবার
অভিপ্রায়ে বিপ্রগণ তাঁহার মন্দিরে আসিয়া উপ-
স্থিত হইলেন। বিবাহ সময়ের পূর্বেও বিদ্যাধিরাজ
কিন্মা শিবগুরুকে বরণ করিতে অভিলাষী হইয়া
ব্রাহ্মণগণের সহিত ঐ গৃহ একটী সম্বন্ধে আবদ্ধ
হইয়াছিল। ২৭।

বর্ধদায়িসু বহুধপি সংসু দেশে কন্যা প্রদাতু পৰীক্ষা-
বিশিষ্টজন্ম। কন্যামযাচত হুতায় স বিপ্রবর্ষো-
বিপ্রং বিশিষ্টকুলজং প্রথিতানুভাবঃ ॥ ২৮ ॥ কন্যা-
পিতু বরপিতৃশ্চ বিবাদ আসীদিথং তয়োঃ কুলজুষোঃ
প্রথিতোরুভূতোঃ। কার্য্যস্তুয়া পরিণয়ো গৃহমেত্যা
পুত্ৰীমানীয় সন্ম তনয়ায় স্ততা প্রদেয়া ॥ ২৯ ॥ সঙ্ক-

সংসু বিশিষ্টং শ্রেষ্ঠং জন্ম পরীক্ষা প্রখ্যাতানুভাবঃ স বিপ্রবর্ষো
বিদ্যাধিরাজো বিপ্রবিশিষ্টকুলোৎপন্নঃ মঘপণ্ডিতাভিঃ কন্যা-
মযাচত অকথিতকৌতি কর্ম্মসংজ্ঞা উক্তনামকাং প্রাদিতার্থঃ।
॥ ২৮ ॥ প্রখ্যাতা বহুবী ভূতি যমোত্তমোঃ কুলবতোঃ কন্যাপিতু
বরপিতৃশ্চৈথং বিবাদ আসীৎ। তত্র কন্যাপিতু বরচেনমুদাহরিকি
অমদগৃহে আগতা পুত্রস্ত বিবাহস্তয়া কার্য্যঃ। বরপিতু বরচেনমাহ
অমদীয়ঃ গৃহং পুত্ৰীমানীয় মৎপুত্রায় স্ততা প্রদেয়া ॥ ২৯ ॥ এব-

সেই দেশে বহু অর্থপ্রদাতা কন্যাদাতা বহুবিধ
সংলোক থাকিলেও শ্রেষ্ঠ জন্ম পরীক্ষা করিয়া মহা-
নুভাব বিপ্রশ্রেষ্ঠ বিদ্যাধিরাজ পুত্রের নিমিত্ত প্রধান
কুলোৎপন্ন মঘ পণ্ডিত ব্রাহ্মণের জন্য প্রার্থনা
করিয়াছিলেন। ২৮।

বিখ্যাত, বহুবিধ ধনসম্পন্ন, সংকুলজাত কন্যা-
পিতা ও বরপিতা এই উভয়ের এইরূপে
বিবাদ হইতে লাগিল। তন্মধ্যে কন্যার পিতা
বলিতে লাগিলেন, আমাদিগের গৃহে আগমন করিয়া
পুত্রের বিবাহ করিতে হইবে। বরপিতা বলিলেন,
আমাদিগের গৃহে আনমন করিয়া কন্যা প্রদান
করিতে হইবে। ২৯।

স্নিতাদ্বিগুণমর্থমহং প্রদাস্তে মদেগহমেতা পরিণীতি
রিয়ং কৃতা চেৎ । অর্থং বিনা পরিণয়ং দ্বিজ কারয়িষ্যে
পুত্রেণ মে গৃহগতা যদি কন্যকা সাং ॥৩০॥ কশ্চিত্তু
তস্তাঃ পিতরং বভাণ মিথঃ সমাহুয় বিশেষবাদী ।
অস্মান্ গেহং গতবৎস্বমুঠৈ বিগৃহ্য কন্যামপরঃ
প্রদদ্যাৎ ॥ ৩১ ॥ তেনানুনীতো বরতাতভাবিতং

মুক্তো মঘপণ্ডিত আত্মহৈতাবদনং দাত্যামীতি সন্ধিস্নিতাদ্বিগুণমর্থং
দনং প্রদাস্যে যদি তু গেহমাগত্যাং বিবাহঃ কৃতশ্চেৎ । বিদ্যাধি-
রাজ আহ । হে দ্বিজ যদি কন্যকা মে গৃহং প্রাপ্তা তহ্যর্থং
বিনৈব পুত্রেণ পরিণয়ং কারয়িষ্যে ॥ ৩০ ॥ এবং বিবদমানরো-
প্তরো মধ্যে তস্তাঃ কন্যায়াঃ পিতরং সমাহুয় কশ্চিত্তু বিশেষবাদী
অগাদ অস্মান্ গেহং গতবৎস্ব অপরো মিথঃ পরস্পরং বিগৃহ্য
বিগ্রহং ভেদং বিধায়ামুঠৈ কন্যাং প্রদদ্যাৎ । সন্তাবনায়াং লিঙ ।
মিথো রহসি সমাহুয়েতি বা । আখ্যানকী ॥ ৩১ ॥ তেন বিশেষ-

মঘপণ্ডিত বলিতে লাগিলেন, যদি মদীয় গৃহে
আগমন করিয়া এই পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা
হইলে এই পরিমাণে ধন দান করিব, কখন বা ইহার
দ্বিগুণ অর্থ দান করিব । বিদ্যাধিরাজ বলিতে
লাগিলেন, হে ব্রাহ্মণ ! যদি কন্যা আমার গৃহে
আগমন করেন তাহা হইলে আমি বিনা অর্থপরি-
ণয় কার্য্য সম্পন্ন করাইব । ৩০ ।

এইরূপে তাঁহাদের বিবাদ হইলে একজন
বিশেষ বক্তা কন্যার পিতাকে নির্জনে আহ্বান
করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমরা সকলে গৃহে গমন
করিলে পর অপর একজন পরস্পরের বিবাদ বাঁধা-

দ্বিজোহনুমেনে বররূপমোহিতঃ । দৃকৌ গুণঃ সং-
বরণায় কল্পতে মন্তোহভিজাপাচ্চিরকালভাবিতঃ ॥
বিদ্যাধিরাজমঘপণ্ডিতনামধেয়ৌ সম্প্রত্যয়ং ব্যতনু-
তামতিপূজ্য দৈবম্ । সম্যগ্ধূত্বমবলম্ব্য বিচারণীয়া
গৌহুর্জিকা ইতি পরস্পরমুচিবাংসৌ ॥৩৩॥ উদ্ধাহ

বাদিনা কেনচিদনুনীতোহনুময়ং প্রাপিতো মঘপণ্ডিতঃ পুত্রীমানী-
য়স্ম তনয়ায় সূতাপ্রদেয়েত্যেবং রূপং বরপিতৃ ভাষিতমহুমেনে স্বী-
কৃতবান্ । যতো বরস্ত রূপেণ মোহিতঃ যস্মাচ্চ দৃষ্টৌ গুণঃ সং-
বরণায় কল্পতে ভবতি যথাভিজাপাচ্চিরকালভাবিতো বহুকাল-
মভ্যন্তো মন্তঃ সম্বরণায় কল্পতে তদ্বৎ । বাচকলুপ্তোপমা-
লঙ্কারঃ বংশস্তেজবংশামিশ্রিতবাহুপজাতিস্তদ্বৎ ইথং কিলাত্রা-
সপি মিশ্রিতাস্থ্য স্মরন্তি জাতিষ্চিদমেব নামেতি ॥৩২॥ বিদ্যাধিরাজ
মঘপণ্ডিতসংজ্ঞৌ সম্যক্ধূত্বমবলম্ব্যদৈবং গণপত্যাদিকুলদৈবতং চ
সমাগতিপূজ্যবাগ্‌দানরূপং সংপ্রত্যয়ং ব্যতনুতাং বিস্তারিতবস্তৌ ।

ইয়া দিয়া ইহাঁকে কন্যা প্রদান করিতে হইবে
আমার এইরূপ বিবেচনা হইতেছে । ৩১ ।

সেই বিশেষবাদী ব্রাহ্মণ লোকে অনুমোদনে
বরের রূপে মোহিত হইয়া বরপিতার বাক্যই
স্বীকার করিলেন । তাহার কারণ এই অভিজাপ
হেতু বহুকালে অভ্যস্ত মন্ত যেমন বরণীয় হয় সেই
রূপ যদি গুণ দেখা যায় তবে তাহাকেই বরণ করা
উচিত । ৩২ ।

বিদ্যাধিরাজ ও মঘ পণ্ডিত উদ্ধাহকার্য্য সম্পন্ন
করাইয়া বিপুল আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন । তাহার
কারণ এই, তাঁহারা ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ণ মন-
স্কাম হইয়াছিলেন । তৎকালে সেই স্থানে সমাগত

শাস্ত্রবিধিনা বিহিতে যুহুর্ভে তৌ সন্মুদং বজ্রম্বাপতু-
রাপ্তকামৌ । তত্রাগতো কুশলমোদত বজ্রবর্গঃ
কিং ভাবিতেন বহুনা যুদমাপ বর্গঃ ॥ ২৪ ॥ তৌ
দম্পতী স্তবসনৌ শুভদন্তপংক্তী সন্তুষিতৌ বিক-
সিতাম্বুজরম্বাবক্তৌ সত্ৰীডহাসিস্থবীক্ষণসংপ্রকটৌ
দেবা পতুরনুভমশর্গবিবানিত্যম্ ॥ ৩৫ ॥ অগ্নী-
নখাধিত মহোত্তরযাগজাতং কর্তুং বিশেষকুশলৈঃ

ততশ্চ বিবাহার্থং মোহুর্ভিকা জ্যোতির্ভিদৌ বিচারণীয়া ইতি পর-
স্পরযুক্তবস্তৌ বসন্ত ॥ ৩৩ ॥ ততশ্চ বিহিতে যুহুর্ভে শাস্ত্রবিধিনা তৌ
বিদ্যাধিরাজম্বপতিতৌ উদাহ বিবাহঃ কৃত্বা বহুং পিপ্লবাং সং-
যুগং প্রমোদম্বাপতুঃ । যতঃ প্রাপ্তাভিলাষৌ তত্রাগতো বজ্রবর্গ-
শ্চাত্ত্বাং মোদং প্রাপ্তবান্ কিং । বহুনা কথিতেন সর্কোহপি
বজ্রবজ্র সমুদায়ৌ যুদং প্রাপেত্বার্থঃ ॥ ৩৪ ॥ তৌ দম্পতীস্তবসনা-
বিতি তৌ সতী শিবগুরুসংজ্ঞৌ দম্পতীস্তবস্তৌ শুভদন্তপংক্তির্গর্ভো-
দৌ স্ত্রী অলঙ্কৃতৌ বিকসিতকমলবদ্রম্বাং মুখং যরোস্তৌ ত্রীডয়া
লজ্জয়া সহ বর্তমানেন হাসেন মন্দহাসিতেন যুক্তযোশ্চ খযোক্ষী-
ক্ষণেন সম্যক্ প্রকর্ষণে জটৌ দেবৌ পার্শ্বতীমহাদেবাবিবাহুতমং
স্বম্বাপতুঃ ॥ ৩৫ ॥ অথ বিবাহানন্তরং তত্তদ্ব্যগকর্তব্যতা বিশেষম্

যাবতীয়া বজ্রবর্গ প্রমোদিত হইলেন। অধিক কি
বলিব কি শত্রু কি মিত্র সকলেরই আর আনন্দের
সীমা পরিসীমা ছিলনা। ৩৪।

শুভবর্গ দন্তপংক্তধারী সম্যক্ রূপে অলঙ্কৃত
সিকলিত কমলের তুল্য মনোজ্ঞ বদন ও সলজ্জহাস্য
যুক্ত মুখ দর্শনে পরস্পর হৃষ্ট শুভবস্ত্রধারী সেই
দম্পতী পার্শ্বতী এবং মহাদেবের তুল্য নিরুপম
নিত্য সুখ প্রাপ্ত হইলেন। ৩৫।

অনন্তর বিবাহ সমাপ্ত হইলে তত্তৎ যাগবিশেষে
দক্ষ ঋষিগ্ গণের সহিত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ শিবগুরু

সহিতো বিজ্ঞেশঃ । তত্তৎ ফলং হি যদনাহিতহ-
ব্যবাহঃ স্ত্রাহুত্রেয়ু বিহিতেষপি নাধিকারী ॥ ৩৬ ॥
যাগৈরনেকৈর্কর্তৃবিদ্যুসাধ্যৈর্বিজ্ঞেতুকাষো ভুবনান্য-
যষ্ট ব্যস্মারি দেবৈরমৃতং তদাশৈর্দিনে দিনে সেবিত-
যজ্ঞভাগৈঃ ॥ ৩৭ ॥ সন্তর্পর্যন্তং পিতৃদেবমানুষাং
স্তত্তৎপদার্থৈরভিবাঙ্কিতৈঃ সহ । বিশিষ্টবিত্তৈঃ

কুশলৈশ্চ ত্রিগুণৈঃ সহিতো বিজ্ঞেশঃ শিবগুরুস্তত্তৎফলং মহতামৃত-
রেষামাবসখ্যাধানাদূক্ষ্যানামভ্যুত্তমানাং যোগানাম্ সমূহং কর্তুমর্থীন্
গার্হপত্যাহবনীরদক্ষিণাখ্যানাধিত অগ্ন্যাধানং কৃত্বান্ । হি প্রসিদ্ধং
বস্মাদনাহিতাঘিঃ পুমান্ বিহিতেষপ্যুত্তরেষু যাগেষাধিকারীনস্তাং
যদবস্মাদিতার্থঃ ॥ ৩৬ ॥ ভুবনানি স্বর্গাদীনি জ্ঞেতুকাষো বহু-
বিতসাধৈরনেকৈর্কর্তৃযাগৈরযষ্ট সজ্জনং কৃত্বান্ তেষাং যাগানা-
মাশ্বেষাং তৈর্যতো দিনে দিনে সেবিতা যজ্ঞভাগা রৈষ্ট্রৈ-
দেবৈরমৃতং ব্যস্মারি বিস্মারিতবতঃ অত্রামৃতসংবক্ষিস্মরণ
সম্বন্ধেহপি তদসম্বন্ধবর্ণনাং সম্বন্ধাতিশয়োক্তিবিবরণ্যঃ । যো-
গেহপ্যযোগঃ সম্বন্ধাতিশয়োক্তিবিবর্তীয়ত ইত্যুক্তেঃ ॥ ৩৭ ॥ পিতৃ-
দেবমানুষানভিবাঙ্কিতৈঃ সহ তত্তৎপদার্থৈঃ সন্তর্পর্যন্তং বিশিষ্টং

আবসখ্য বিধানের পর কর্তব্য উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ
অভ্যুত্তম যাগ সমূহ করিবার নিমিত্ত গার্হপত্য,
আহবনীয় ও দক্ষিণ নামক অগ্নিত্রয় আধান করি-
লেন। কারণ, অনাহিতাঘি (অর্থাৎ যাহারা অগ্ন্যা-
ধান করেন না) পুরুষ উক্ত শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে
অধিকারী হয়েন না। ৩৬।

স্বর্গাদি জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া বজ্রধনসাধ্য
বিবিধ যজ্ঞদ্বারা যাগ করিতে লাগিলেন। সেই
যাগানুরক্ত ও প্রতিদিন যজ্ঞভাগসেবী উক্ত দেবতা-
গণ অমৃত বিন্ধিত হইয়া ছিলেন। অভিবাঙ্কিত

সুমনোভিরঞ্চিতং তং মেনিরে জঙ্গমকল্পপাদপম্
॥ ৩৮ ॥ পরোপকার ত্রুতিমো দিনে দিনে ত্রুতেম
বেদং পঠতো মহাত্মনঃ ॥ ঐতিহ্যুতিপ্রোদিত-
কর্ম্য কুর্ষতঃ সমা বাত যুদ্দিনমাসসম্মিতাঃ ॥ ৩৯ ॥
রূপেযু মারঃ ক্ষময়া বসুন্ধরা বিদ্যাসু বুদ্ধো ধনিনাং
পুরঃসরঃ । গর্বানভিজ্ঞো বিনয়ী সদা নতঃ স নোপ-

বিদ্যাশিক্ষণং বিত্তং যেষাং ঐশ দেবতান্বানীতৈঃ সুমনোভি-
রীক্টিভুক্তিরঞ্চিতং পুজিতং যদা বিশিষ্টানি চ তানি বিস্তানি
তৈরৈব সুমনোভিঃ পুষ্টিরঞ্চিতং বাপ্তং শিবগুরুং জঙ্গমকল্প-
পাদপং জনা মেনিরে । স্বর্গতঃ কল্পপাদপঃ স্বাধর উতি ভতো
ইস্য ব্যতিরেক্যতিথানাং ব্যতিরেকালঙ্ঘিঃ । ব্যতিরেকো-
বিশেষক্ষেত্ৰপমানোপঘোরোরিত্যুক্তদ্বাং ॥ ৩৮ ॥ দিনমাস-
পরিমিতাঃ সমাঃ সপৎসরা বাতীযু বাতীক্রান্তাঃ অজো তু বৎস-
যুগীরিত্তিঃ জরো ॥ ৩৯ ॥ মারঃ কামঃ বসুন্ধরা ভূমিঃ বিদ্যাসু
বহুঃ সর্বোত্তমঃ ধনিনাং পুরঃসরোহগ্রগণাঃ এবমুতোহপি গর্বা-
নভিজ্ঞো গর্বরহিতঃ যতো বিনয়ী বিনয়বান্ বহুঃ সদা নতো মনঃ
এবমিধঃ শিবগুরু জরন্ অরাজকন পুত্রস্ত যুৎ নোপলভে ন

তত্তং পদার্থ দ্বারা পিতৃলোক, দেবলোক ও নর-
লোকতৃপ্তিকারী ও বিশিষ্ট বিদ্যাসম্পন্ন অথবা
বিশিষ্ট বিদ্যানামক বিহুদ্ বুল বা পুষ্পদ্বারা
পূজিত শিবগুরুকে জনগণ গমনশীল কল্পপাদপ
বলিয়া ভাবনা করিতেন । ৩৭ । ৩৮ ।

পরোপকারে একান্তদীক্ষিত, প্রতিদিন ব্রহ্ম-
চর্য্য ত্রুতদ্বারা বেদপাঠশীল, ঐতিহ্য, স্মৃতি প্রণোদিত
কর্ম্মকর্ত্তা সেই মহাত্মার দিন ও মাস পরিমিত বৎ-
সর সকল অতিক্রান্ত হইল । রূপে কন্দর্প, ক্ষমা-
গুণে বসুন্ধরা, বিদ্যা বিষয়ে সর্বোত্তম, ধনী জনের
অগ্রগণ্য, নিরহঙ্কৃত, বিনয়ী, সর্বদা নম্র সেই শিব-

লভে তনয়াননং জরন্ ॥ ৪০ ॥ গাবো হিরণ্যং বহু-
সস্তমালিনী বসুন্ধরা চিত্রপদং নিকেতনম্ । সস্তা-
বনা বস্তুভৈশ্চ সঙ্গমো ন পুত্রহীনং বহবোহপা-
যুযুহন্ ॥ ৪১ ॥ অস্ত্রামজাতা মম সন্ততিশ্চেষ্ট-
রদ্যবশ্যং ভবিতোপরিষ্ঠাং । তত্রাপ্যজাতা তত
উত্তরস্ত্রামেবং স কালং মনসা নিনায় ॥ ৪২ ॥ শিন্দ-

প্রাপ । অত্র বিবর ভেদেন বহুধোদ্রোহবাংহ্রেন্থালঙ্কারঃ । একেন
বহুধোহরেন্থেৎপার্শ্বো বিবরভেদত ইত্যাক্তেঃ ॥ ৪০ ॥ চিত্রপদমা-
শ্চর্গ্যাস্পদং নিকেতনং গৃহং বহুগুণৈরয়ং সম্পন্ন ইতি লজ্জাবনা ।
এতে বহুবোহপি মোহহেতবঃ পুত্রহীনং শিবগুরুং নামুযুহন্ অশি-
রণ্যতাপাদনেন মোহিতং ন কৃতবন্তঃ ॥ ৪১ ॥ অস্ত্রামজাতো মম
সন্ততিরজাতা চেছুপরিষ্ঠাং শরদি অবশ্যং ভবিষ্যতি তত্রামপা-
জাতা চেতত উত্তরস্ত্রাং হেমন্ত ঋতো ভবিষ্যতীত্যেক মনোরথৈ-
র্বাণ্ডাস্তঃকরণঃ কালং নিনায় নীতবান্ ॥ ৪২ ॥ শিন্দং খেদবৃত্তং

গুরুবার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়া পুত্রমুখ দর্শন লাভ করিতে
পারেন নাই । ৩৯ । ৪০ ।

“ধেনু, সুবর্ণ, বহু শস্যশালিনী বসুন্ধরা, আশ্চ-
র্য্যজনক নিকেতন,” এই সমস্তই বহুগুণ ও পুণ্য
সাপেক্ষ বলিয়া মনে মনে আন্দোলন এবং বহু-
জনের দহিত সমাগম এই সমস্তই মোহকারণ
বলিয়া বিবেচনা করিতেন ; কিন্তু পুত্রহীন শিব-
গুরুকে মোহজনক ঐ সমস্ত পদার্থরাশি কিছুতেই
মুগ্ধ করিতে পারে নাই । ৪১ ।

এই ঋতুতে যদি আগার সস্তান উৎপন্ন না হয়,
তাহা হইলে আগামী শরৎকালে অবশ্যই সস্তান
হইবে । তাহাতেও যদি না হয়, তবে তাহার পর
হেমন্ত ঋতুতে সস্তান উৎপন্ন হইবে । এইরূপ
মনোরথপূর্ণ হৃদয়ে কিছুকাল অতিক্রম করিলেন । ৪২

স্মনাঃ শিবগুরুঃ কৃতকার্যশেষো জায়ামচঠে স্তভগে
কিমতঃপরং নো । সাক্ষং বয়োহর্জমগমং কুলজে ন
দৃষ্টং পুত্রাননং যদিহলোক্যমুদাহরন্তি ॥ ৪৩ ॥ এবং
প্রিয়ে গতবতোঃ স্তভদর্শনং চেৎ পঞ্চমমৈম্যথ নো
শুভমাপতিম্যৎ । অস্তাত্ত্যুপায়মনিশং ভুবি বীক্ষ-
মাণো নেক্ষে ততঃ পিতৃজনি বিফলা সমাভূৎ ॥৪৪॥

মনো যন্ত কৃতঃ কার্যাত্ত শেষো যেন স শিবগুরু ভাষ্যামচঠোক্তবান ।
হে স্তভগে অতঃপরং কিং কর্তব্যং নো আবরোরদেদেন্দ্রিয়সা-
মর্থোন সহিতং বয়োহর্জং অগমং । হে কুলজে পুত্রাননং ন দৃষ্টং
বৎপুত্রমুখং ইহলোকাং ইহলোকে হিতমুদাহরন্তি পুত্রোদারং
লোক ইতি শ্রুত্বঃ ॥ বসন্তঃ ॥ ৪৩ ॥ হে প্রিয়ে এবং স্তভদর্শনং
গতবতোঃ প্রাপ্তবতোরাবয়োঃ পঞ্চমং মরণমৈম্যথ নো শুভ-
মাপতিযোদাগমিবাদন্ত পুত্রদর্শনস্তাত্ত্যুপায়মনিশং ভুবি বীক্ষমা-
ণোহস্থিমাণো নেক্ষে ন পশ্যামি ততস্তস্মান্মম পিতৃভো জনি জন্ম
নিফলাভূৎ ॥৪৪॥ কিঞ্চ হে ভক্ত্রে স্তভেন রহিতো নাবাং ভুবি কে

কর্তব্য কার্য সকল সমাপ্ত হইলে শিবগুরু
ক্ষুদ্রমনে নিজপত্নীকে বলিতে লাগিলেন, হে
সুন্দরি! ইহার পর আমাদের আর কি কর্তব্য।
কলেবরের সহিত আমাদের বয়ঃক্রমের অর্দ্ধ অতীত
হইল। হে সংকুলোৎপন্ন! এই জগতে পুত্র
মুখই ইহলোকের হিত বলিয়া সকলে ব্যাখ্যা করিয়া
থাকেন। হে প্রিয়ে! এইরূপ যদি আমাদের
পুত্রদর্শন করিয়া মৃত্যু হয়, তাহা হইলেই আমাদের
শুভ সম্পন্ন হইল। কিন্তু সেই পুত্র দর্শনের উপায়
আমি দেখিয়াও দেখিতে পাই না। অতএব
আমার যে পিতা হইতে জন্ম গ্রহণ হইয়াছে
এ সমস্তই বিফল দেখিতেছি। প্রিয়ে! যেরূপ
পল্লব জন্মিবার সময়ে ফলিত বৃক্ষ পরিত্যাগ

ভক্ত্রে স্তভেন রহিতো ভুবি কে বদন্তি নো পুত্রপৌত্র
সরণিক্রমতঃ প্রসিদ্ধিঃ । লোকেন পুষ্পফলশূন্যমুদা-
হরন্তি বৃক্ষং প্রবালগময়ে ফলিতং বিহায় ॥ ৪৫ ॥
ইতীরিতে প্রাহ তদীয়ভাষ্যা শিবাখ্যকল্পক্রমমা-
জ্ঞয়াবঃ । তৎসেব নাম্নো ভবিতা স্তনাথ ফলং স্থিরং
জঙ্গমরূপমৈশম্ ॥ ৪৬ ॥ ভক্তেপ্সিতার্থপরিকল্প

বদন্তি কেহপি ন বদিস্যতীত্যর্থঃ । বর্তমানসামীপ্যে বর্তমানব-
দেতি লট্ । যতঃ পুত্রপৌত্রসরণিক্রমতঃ লোকে প্রসিদ্ধি উবতি ।
যথা প্রবালানাং পল্লবানাং সময়ে ফলিতঃ বৃক্ষং বিহার পুষ্পফল-
শূন্তং বৃক্ষং কেহপি নোদাহরন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ ইতোনং
ভক্ত্রা ইরিতে কথিতে সতি তদীয়া ভাষ্যা সত্যী প্রাহ জঙ্গমরূপং
শিবাতিথকল্পবৃক্ষং আভ্রয়াবঃ । তন্ত সেবনাং স্তনাথগম্যমীশ্বর-
সদৃশি স্থিরং ফলং নো আবরো উবিতা ভবিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥ ইতো-

করিয়া পুষ্প ও ফলশূন্য বলিয়া কেহ তাহার
উদাহরণ দেয়না, সেইরূপ ধরাতলে আমাদের দুই
জনকে কেহই পুত্রবিরহিত বলিয়া গ্রাহ্য করিবে
না। কারণ, জগতে পুত্র ও পৌত্র পদ্ধতি ক্রমেই
বংশরক্ষার প্রসিদ্ধি আছে। ৪৩। ৪৪। ৪৫।

শিবগুরু এই সমস্ত কথা বলিলে পর তদীয়
পত্নী সত্যী বলিতে লাগিলেন, আমরা দুই জনে
গমনশীল (জঙ্গম) শিবরূপ কল্পবৃক্ষ আশ্রয় করিব।
হে প্রিয়তম! তাহার সেবনে আমাদেরই ঈশ্বর
সম্বন্ধীয় স্থির ফল ফলিতে পারিবে। এই কারণে
ভক্তগণের অভীকার্থ পরিকল্পনায় কল্পবৃক্ষস্বরূপ
ও সুখাত্মক মহাদেবকে আমরা দুই জনে সমস্ত
সিদ্ধির জন্য আরাধনা করিব। শিবের উপাসনা
করিলে যেরূপ অর্ভাক্ষী সিদ্ধ হয় একরূপে আর
কোন দেবতার উপাসনায় ইহবার সম্ভাবনা নাই।

মকল্পবৃক্ষং দেবং ভজ্যাব কমিতঃ সকলার্থসিদ্ধৌ ।
তত্রোপমমু্যমহিমা পরমং প্রমাণং নো দেবতাসু
জড়িমা জড়িমা মনুষ্যে ॥ ৪৭ ॥ ইথং কলত্রোক্তি-

ইয়াং কারণত্বেত্বেদ্বিতার্থপরিকল্পনে কল্পবৃক্ষং দেবং কং সূখং
শিবমিতি যাবৎ সকলার্থসিদ্ধি ভজ্যাবঃ । যদা ইতোহম্মাদেবাদভ্যু-
কমেবং ভজ্যাবঃ । এবমুতং দেবং ভজ্যাবঃ । এবমুতাদভ্যু-
ভাবাৎ শিবোপাস্তিতঃ সকলার্থসিদ্ধি ভবতীত্যত্র প্রমাণাকঙ্কায়-
মাক । তত্রোপমমু্যমহিমা মাহাত্ম্যং পরমং প্রমাণং এবং হি
মহাভারতে প্রের্যতে । উপমমু্যঃ কিল পয়ঃ পিষতো মূনিবালকা-
নবলোক্যাত্যাগ্রহেণ মাতরং হৃদ্যং যাচিতবান্ । তস্মাতা চ দারিদ্ৰ্য-
বশেন হৃদ্যভাবাৎ পিষ্টেন তদ্বিধায়ামচ্ছৎ । স চ তদেব পীত্বা হৃদ্যং
ময়া পীতমিতি মন্তমানো ননর্ষৎ । তদেতৎ সর্বং জ্ঞাত্বা কুমার্য জহ-
মুততো হাস্যকারণং পৃচ্ছতেহস্মৈ মাতা দারিদ্ৰ্যমাবেদরতুজ্ঞাত্বা
মহেশ্বরমারাধ্যা ক্ষীরাক্ষাপিতিত্বং প্রাপেতি । নমু পাষণাধ্যাত্ম
তরাজড়াতো দেবভাত্যঃ কথং নিখিলার্থসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ । ন
হি দেবতাসু জড়িমা জড়্যঃ কিন্তু জড়ভক্তিহীনে দেবতাস্বরূপা
নকিঙ্ক মনুষ্যে স ইত্যর্থঃ বসন্ত ॥ ৪৭ ॥ এবম্প্রকারামমুতমাং

এই বিষয়ে উপমমু্যর মাহাত্ম্যই পরম প্রমাণ ।
দেবতাদিগের পাষণী মূর্তি আছে বলিয়া নিখিল
অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারেনা এরূপ আশঙ্কা করিতে
পারা যায় না । কারণ, দেবতাদিগের জড়তা নাই,
জড়তা কেবল মানবেরই ধর্ম্ম । ৪৬। ৪৭। #

মহাভারতে উপমমু্যর বিষয়ে এই উপন্যাস আছে । উপমমু্য
একদিন মূনিবালকদিগকে হৃদ্য পান করিতে দেখিয়া অতিশয়
আগ্রহের সহিত মাতার নিকটে হৃদ্য যাচঞা করিলেন । তদীয়
জননী দারিদ্ৰ্য বশতঃ হৃদ্যের অভাবে পিষ্টক আনিয়া তাহাকে হৃদ্য
বলিয়া দান করেন । পুত্র তাহা পান করিয়া “আমি হৃদ্য পান
করিয়াছি” ভাবিয়া নৃত্য করিতে লাগিল । সেই সমস্ত জানিয়া
মূনিবালকগণ হাসিতে লাগিল । অনন্তর হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা
করিলে মাতা পুত্রকে আপনাদের দারিদ্ৰ্য জানাইলেন । তাহা
জানিয়া মহাদেবের আরাধনা করিয়া সর্বশেষে সেই উপমমু্য
ক্ষীরসমুদ্ভের অধিপতি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন ।

মনুভমাং স শ্রুত্বা সূতার্থী প্রণতৈকবশ্যম্ । ইয়েষ
সন্তোষয়িতুং তপোভিঃ সোমাক্ষমুর্ধানমুর্ধাক্ষমৌশম্
॥ ৪৮ ॥ তস্যোপধাম কিল সন্নিহিতাপগৈকা স্নাত্বা
সদাশিবমুপাস্ত জালে স তস্যাঃ । কন্দাশনঃ
তকিচিদেব দিনানি পূর্বং পশ্চাৎ তদা স শিব-
পাদযুগাজ্জত্বঃ ॥ ৪৯ ॥ জায়াহপি তস্মৈ বিম-
লস্মৈ বিমলা নিয়মোপতাপৈশ্চিক্লেশ কায়মনিশং

ভর্য্যোক্তিঃ শ্রুত্বা সঃ পুত্ৰার্থী সোমস্ত চন্দ্রস্তাৰ্দ্ধেনোপলব্ধিতো মুর্ধা
যস্ত তং প্রণতৈকবশ্যং উমাক্ষং উমাসহারং ঙ্গৈঃ তপোভিঃ সন্তোষ-
য়িতুং ইয়েষ ইচ্ছতি ॥ ৪৮ ॥ তস্যোপধাম ধ্যায়ঃ প্রাসাদস্ত
সমীপে স্থিতাপগা জলবহা একা নদী তস্তা জলে স্নাত্বা স শিবগুরুঃ
পূর্বং কতিচিদিনাশ্রয়ে কন্দাশনঃ সন্ সদা শিবমুপাস্ত পশ্চাৎ স
শিবচরণদ্বন্দ্বকমলভূজঃ সন্ শিবপদ্যজ মকরন্দাতিরিক্তকন্দাদ্যা-
দাদনবর্জিতঃ সন্ পাস্তেত্যর্থঃ । বসন্ত ॥ ৪৯ ॥

তস্মৈ ভর্ত্ত জায়াহপি বিমলা বৃষস্ত ক্ষেত্রে বসন্তমজ্ঞং স্বয়মে-
বাবিভূতং ন তু কেনচিৎ স্থাপিতং শিবমর্চয়ন্তী নিয়মকৃতৈকপ-

সূতার্থী শিবগুরু এই প্রকার পত্নীর মনোরম বাক্য
শ্রবণ করিয়া চন্দ্রাক্ষমৌলি, পার্শ্বতী সহায় এবং
প্রণত জনের একমাত্র আরাধ্য মহাদেবকে তপস্যা
দ্বারা সমুষ্টি করিতে মনে মনে বাসনা করিলে । ৪৮।

জ্যোতির্লিঙ্গ শিবের মন্দিরের নিকটে একটি
জলবাহিনী ছিল । শিবগুরু সেই নদীজলে অবগাহন
করিয়া প্রথমে কন্দমূল ভোজী হইয়া, অনন্তর শিব-
চরণ পঙ্কজের মকরন্দরস ব্যতীত, অন্য প্রকার
সমুদয় কন্দ, মূল ও ফলাদি বর্জন পূর্বক সদা-
শিবের উপাসনা করিতে লাগিলেন । শুদ্ধাচারিণী
তদীয় পত্নী সতীও বৃষ পর্বতে স্বয়ং আবির্ভূত
সদাশিবের অর্চনা করিয়া নিয়মকৃত ক্লেশ দ্বারা

শিবমর্চয়ন্তী ॥ ক্ষেত্রে বৃষস্য নিবসন্তমজং স তরুঃ-
কালোহংগাদিতি তয়োস্তপতোরনেকঃ ॥ ৫০ ॥
দেবঃ কৃপাপরবশে দ্বিজবেষধারী প্রত্যক্ষতাং শিব-
গুরুং গত আত্মনিদ্রম্। প্রোবাচ ভোঃ কিমভি
বাহুসি কিং তপস্তে পুত্রার্থিত্যেতি বচনং স জগাদ
বিপ্রঃ ॥ ৫১ ॥ দেবোহপি পৃচ্ছদথ তং দ্বিজ বিদ্ধি সত্যং

সর্বজ্ঞমেকমপি সর্বগুণোপপন্নম্। পুত্রং দদাম্যথ
বহুন্ বিপরীতকাংস্তে ভূষ্যাম্যস্তনুগুণানবদদ্দি-
জেশঃ ॥ ৫২ ॥ পুত্রে হস্ত মে বহুগুণঃ প্রথিতানুভাবঃ
সর্বজ্ঞতাপদমিতীরিত আবভাবে। দদ্যায়ুদীরিত-
পদং তনয়ং তপো য়া পূর্ণো ভবিষ্যসি গৃহং দ্বিজ
গচ্ছ দারৈঃ ॥ ৫৩ ॥ আকর্ণয়মিতি বুবোধ স বিপ্রবর্ষ্য-

ভাপৈ নির্মমাস্তকৈরুপভাপৈরিত বা নিরমৈশ্চোপভাপৈ স্ততি
বা কায়ং দেহং চিত্বেশ। ইতোবাং প্রকারেণ তপত্যোস্তয়ো-
দম্পত্যোঃ স প্রসিদ্ধঃ কালোহংকোহংগাং ॥ ৫০ ॥ কৃপা-
পরবশে দেবো মহাদেবো দ্বিজবেষধারী প্রত্যক্ষতাং প্রাপ্তঃ-
প্রাপ্ত মিহং শিবগুরুং প্রোবাচ। ভোঃ শিবগুরো কিমভিবাহুসি
কিমপিনেতাপস্কাচ। কিং তপস্তে নিকামস্ত তব তপঃ কিং
ন কিমপি। তথা তপসি প্রবৃত্তস্ত তে কামনাহন্তীত্যাহুদীরিতে।
এবমুক্তঃ স বিপ্রঃ শিবগুরুঃ পুত্রার্থিহ স্ততস্ত প্রার্থয়তি
জগাদ ॥ ৫১ ॥ অথ দেবোহপি তং শিবগুরুমপৃচ্ছং হে দ্বিজ-

মহুতং সত্যং বিদ্ধি জানীহি। পাঠান্তরে, তদ্ব্যহুতং সর্বজ্ঞং
সর্বগুণোপপন্নম্পার্ব্যং একমেব স্তুতং দদামি কিং বা বিপ-
রীতকান্ বিপরীতান্ অসর্বজ্ঞান্ অস্পৃগান্ ভূষ্যাম্যুবো
বহুন্ পুত্রান্ তুভ্যং দদামি। এবমুক্তো দ্বিজেশঃ শিবগুরুবদং।
তস্মাচ তদ্ব্যহরতি। বহুগুণঃ প্রথিতানুভাবঃ সর্বজ্ঞতাপা
আশ্রয়ঃ পুত্রো মেহস্ত ইতুক্তো দেব উবাচ। উদীরিতা-
নামুক্তানাং পদমাত্রয়ং পুত্রং দদ্যাম্যস্তামি তস্মাক্তপোমা
কুক পুত্রোংপত্যা পূর্ণো ভবিষ্যসীত্যতো দারৈর্ভাষ্যাম। সহ
হে দ্বিজ গৃহং গচ্ছ ॥ ৫৩ ॥ ইতোবাং প্রকারেণ স্পৃগ্ স বিপ্র-

নিজ শরীর যৎপরোনাস্তি ব্যথিত করিলেন। এই
প্রকারে তাপসব্রতাবলম্বী সেই দম্পতীর বহুকাল
গত হইল। ৪৯। ৫০।

কৃপাপরবশ মহাদেব ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ
করিয়া শিবগুরুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইলেন। প্রত্যক্ষ
হইয়া মোহপ্রাপ্ত শিবগুরুকে সম্বোধন করিয়া বলি-
লেন, হে শিবগুরো! তুমি কি বাঞ্ছা করিতেছ? তুমি যখন
তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, তখন তুমি
নিকাম হইলেও তোমার কোন না কোন মনো-
বাসনা সহজেই অনুভূত হইয়াছে। এই কথা
বলা হইলে শিবগুরু বলিলেন, আমি স্তূতার্থী,
আমার কেবল পুত্রের প্রার্থনা আছে। ৫১।

অনন্তর মহাদেব বলিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ!

আমার সমস্ত বাক্যই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিও।
আমি তোমাকে সর্বজ্ঞ, সর্বগুণসম্পন্ন একটি পুত্র
দান করিব অথবা ইহার বিপরীত (অর্থাৎ অসর্বজ্ঞ,
অস্পৃগবিশিষ্ট, দীর্ঘজীবী বহু পুত্র তোমাকে প্রদান
করিব?) বস্তুতঃ ইহার মধ্যে তোমার যাহা অভি-
রুচি তাহাই প্রার্থনা করিতে পার। এই কথা
বলিয়া ব্রাহ্মণবেশধারী সদাশিব ক্রান্ত হই-
লেন। ৫২।

পুনশ্চ তিনি বলিলেন, বহুগুণসম্পন্ন মহানুভব,
সর্বজ্ঞানাধার আমার এক পুত্র হউক। এইরূপ
প্রার্থনা করিবার পর মহাদেব বলিতে উদাত্ত হই-
লেন যে, উক্ত বিবিধ গুণসম্পন্ন এক পুত্র আমি
তোমাকে প্রদান করিব। অতএব তুমি আর তপস্যা

সুখান্বিতবীজকলত্রমন্দিতায়া । স্বপ্নং শপ্নং ন বনি-
তামগিরস্ত ভাৰ্যা । সত্যং ভবিষ্যতি তু নো তনয়ো
মহাত্মা ॥ ৫৪ ॥ তৌ দম্পতী শিবপরৌ । নিয়তো
স্মরন্তৌ স্বপ্নেক্ষিতং গৃহগতো বহুদক্ষিণামৈঃ । সন্তপ্য
বিপ্রনিকরং তচ্ছদীরিতাভিরাশীর্জিতাপতুরনল্পমুদং
বিশুদ্ধৌ ॥ ৫৫ ॥ তস্মিন্ দিনে শিবগুরোরূপ-

ভোক্ত্যনাগে ভক্তে প্রবিষ্টমস্তবং কিন শৈবতেজঃ ।
ভুক্তান্বিতপ্রবচনাদুপভুক্তশেষং মোহভুক্ত সাহপি
নিজভর্তৃপদাজ্জঙ্গী ॥ ৫৬ ॥ গর্তং নদ্যার শিবগর্ত-
মমৌ যুগাকৌ গর্তোহপাবদ্ধত শনৈরভবচ্ছরীরম্ ।
তেজোহতিরেকবিনিবারিতদৃষ্টিপাতবিশং রবে দিব-
সমধ্য ইবোগ্রতেজঃ ॥ ৫৭ ॥ গর্তালসা ভগবতী
গতিমান্দামীষদাপেতি নান্দুতমিদং ধরতে শিবং য়া ।

২য়ঃ শিবগুরু বৃবোধ প্রবুদ্ধশচানন্দিতায়া স স্বভাৰ্যাং তং
স্বপ্নমত্রবীং । পত্ন্যং জ্ঞাত্যচাস্ত বিপ্রবর্ত্ত্য ভাৰ্যা যোবিশগিঃ
শপ্নং উক্তবতী । সত্যমবরো মহাত্মা পুত্রো ভবিষ্যতোব
সংশয়ো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ বিপ্রনিকরং ব্রাহ্মণসমূহম্ ॥ ৫৫ ॥
ভক্তেহয়ে ভুক্তময়ং যৈতেবাং বিপ্রাণাং বচনাত্তুপভুক্তশেষং

শিবতেজোযুক্তময়ং সঃ শিবগুরুভূক্ত ভর্তৃসেবারবিশ্রমরী সা
গতাপি অভুক্ত ॥ ৫৬ ॥ ততো বহুতং তদাহ ॥ গর্তমিতি অসৌ
যুগাকৌ শিবঃ গর্তে মধ্যে বস্ত ভক্তভূক্তং গর্তং নদ্যার । গর্তোহপি
শনৈরবদ্ধত বদ্ধবানে চ শনৈঃ শরীরমভবচ্ছরীরম্ । তেজসে-
হতিরেকগতিশয়েন বিনিবারিতো বিবেচ্যঃ দৃষ্টিপাতো যেন তং
রাজনস্তাদিহূশমিতি বিশ্বশব্দত পরনিপাতঃ ॥ মধ্যাহ্নে স্বধ্য-
তোগ্রতেজ ইব ॥ ৫৭ ॥ য়া শিবং ধরতে সা গর্তালসা ভগবতী

করিও না । পুত্রোৎপত্তি হইলে তোমার মনোরথ
পূর্ণ হইবে এবং তুমি তোমার পত্নীর সহিত গৃহে
গমন কর । ৫৩ ।

এই প্রকার কথা বার্তা শুনিয়া বিশ্বক্ক স্বভাব
ব্রাহ্মণপ্রবর শিবগুরু জানিয়াছিলেন ও স্বপ্নবৃত্তান্ত
সমস্ত পত্নীর নিকট ব্যক্ত করিলেন । পতিবাক্য
শ্রবণ করিয়া রমণীর শিরোমণি ব্রাহ্মণের ভাৰ্য্যা
বলিতে লাগিলেন, আমাদের দুইজনের যে মহামু-
ভাব পুত্র উৎপন্ন হইলে এই বিষয়ে আর কোন
সংশয় নাই । শিবপরায়ণ, সংযমিতচিত্ত ও বিশুদ্ধ-
প্রকৃতি সেই দম্পতী স্বপ্নদর্শন স্মরণ করিয়া
নিজগৃহে উপস্থিত হইলেন । অনন্তর বহুবিধ
দক্ষিণা ও অমম্বারা ব্রাহ্মণ সকল সমুপ্ৰে করিয়া ব্রাহ্মণ
দিগের মুখোচ্চারিত আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া অসীম
শ্রমোদ প্রাপ্ত হইলেন । ৫৪ । ৫৫ ।

সেই দিবসে ভোজনীয় অন্ন ভোজন করিলে

শৈবতেজ প্রবিষ্ট হইল । যাঁহারা অন্ন ভোজন করিয়া-
ছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণদিগের বচনে ভোজনা-
বশিষ্ট ও শৈবতেজোযুক্ত সেই অন্ন শিবগুরু ভক্ষণ
করিলেন । নিজপতির পাদপদ্মের ত্রমরী তাঁহার
পত্নী সতীও সেই অন্ন ভক্ষণ করিলেন । ৫৬ ।

যুগদুগী সতী শিবসংশ্লিষ্ট গর্তধারণ করিলেন ।
ক্রমশঃ গর্ত বদ্ধমান হইয়া আসিল, গর্তবৃদ্ধি হইলে
তেজের আতিশয়্য বশতঃ ত্রিভুবনের দৃষ্টিপাত
নিবারক মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের প্রচণ্ড তেজের
মত শরীর তেজস্বী হইয়া উঠিল । যে কামিনী
গর্তে শিব ধারণ করিতে সক্ষম, সেই ভগবতী
সতী কামিনী গর্তধারণে অলসা হইয়া যে মল্লগতি
হইবেন, ইহা আশ্চর্য্যজনক বিষয় নহে । যে শঙ্কর

যো বিষ্টপানপি চতুর্দশ বিভ্রতেহি যন্তাপি মূর্তয়
ইমা রম্যাজলান্যঃ ॥ ৫৮ ॥ সংযাপ্তবানপি শরীর-
মশেষমেব বোপাস্তিমাধিরসকাবকৃতাত্রৈ কাকিৎ ।
যৎ পূর্বমেব মহতা তুরতিক্রমেণ ব্যাপ্তঃ শরীরমদমী-
য়মমুখ্য হেতোঃ ॥ ৫৯ ॥ রম্যাপি গন্ধকুসুম্যানপি
গন্ধিমণ্যো নাধাতুমৈশত তরাংকিমু ভূষণানি । যদ

কিকিনপতিমান্যঃ প্রাপেতীমমূর্তং ন ভবতি কথং তং শিবঃ যঃ
পাতালমহাতল তলাতলরসাতল সুতল বিতলভূতল ভূত্বৈব
বর্জনতপঃ সত্যাত্মানি চতুর্দশপি ভূষণানি বিব্রজে । পুনর-
বত শিবস্তেমা যমুখাজলান্যাদমূর্তরত্নভূতঃ কিকিহুতবহকেত্রজাতঃ-
প্রতজ্ঞন চন্দ্রবর্তনমিরিদিভ্যস্তৌ মূর্তৌ নমোবিজতে ইতি ॥
৫৮ ॥ অসৌ শিবঃ সর্বমেব শরীরং সংযাপ্তবানপ্যত্র শরীরে
কাকিভূপতিঃ কিকিহুপক্ষেপঃ অধিকপ্রক্ষেপঃ মাধিরসকৃত নৈব

স্বয়ং পাতাল, মহাতল, তলাতল রসাতল, সুতল,
বিতল, ভূতল, ভূ, ভুব, স্বঃ মহঃ, জন, তপঃ ও
সত্য এই চতুর্দশপ্রকার ভূবনধারণ করিয়া থাকেন,
এবং ধরণী, অনল, আত্মা, জল, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য
ও আকাশ এই অষ্টপ্রকার পদার্থ যাহার মূর্তি, সেই
শঙ্কর গর্ভধূত হইলে গর্ভধারণী কেন যে, অলস
ও মন্দর শাসিনী হইবেন না তাহা নির্দেশ করা
নিতান্ত কঠিন কথা । ৫৭। ৫৮।

এই সমাশিব অনতিক্রমণীয় তেজোহারা এই
সতীর অঙ্গ প্রথমে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন বলিয়া, ঐ
সতীদেহে সমস্ত নিজদেহ ব্যাপ্ত করিলেন । কিন্তু
সামান্য ভাবে অধিক প্রক্ষেপ প্রকটিত করিলেন
না । ভয়হেতু মনোজ্ঞ গন্ধ ও কুসুম রাশিপর্ষাস্ত
যখন সতীর কামনা পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই

যদ গুরুত্বপদমস্তি পদার্থজাতং তত্ত্বিধারণবিধাবলস
বভূব ॥ ৬০ ॥ তাং দৌহদং ভূশমবধত দুঃশরারিঃ
প্রায়ঃ পরং কিলং ন মুঞ্চতি মুঞ্চতেহপি । আনাত-
তুলভমপোহতি যাচেতেহনাতচ্চাপ্যপোহ পুনর-

প্রকটিতবান । যদ্ব্যমাদুরতিক্রমেণ তেজসামুখ্যঃ সত্যা ইদং
শরীরং পূর্বমেব ব্যাপ্তমমুখ্য হেতোরম্মৎকারগাদিত্যর্থঃ ।
নিমিত্তপরিহারেরোগে সর্কাসাং প্রাপ দর্শনমিতি বস্তু ॥ ৫৯ ॥
মনোজ্ঞানি গন্ধপুশ্পাণ্যাস্তে সতীয়া কামনা মাধাতুং সমর্থানি
নাভুবন । ভূষণানি কিমু কিং বহুনাযদংপদার্থজাতং গুরুত্বান্নদং
তত্ত তত্ত বিধারণবিধৌ সাহসলা কর্তব্যেব মনোদামা বভূব ॥
৬০ ॥ যদাপোবং তথাপি তাং সতীং দৌহদং দৌহদং প্রজা-
লাসং চ সমঃ স্বতমিতি হল্যমুখ্যদৌহদং গর্ভিনীমনোরথো ভূশ-
মভাস্তং অবধত শরং হিংসাং মুঞ্চতি মুঞ্চতেহপি শরারিঃ পক্ষি-
বিশেষঃ অচ ইরিতীর্ প্রত্যয়ঃ । শরারিরাট্টরাডিশ্চেত্যমবঃ ।
তথাচ বধা হুঃশরারিঃ প্রায়ঃ পরং ন মুঞ্চতি মুঞ্চতেহপিতি প্রসিদ্ধং
তদ্বিত্যর্থঃ । বাধপ্রকারমাহ আনীতং বদ্যুর্ভং তদপোহতি-

তখন ভূষণ সকল যে, তাঁহার প্রীতিবন্ধন করিতে
পারে নাই তাহা সচাজেই স্পষ্টরূপে অনুভূত হয় ।
অধিক কি, গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত পদার্থ রাশি ছিল,
তৎসমুদায়েরই ধারণার্থে সতী অলস হইয়া
ছিলেন। এইরূপ হইলেও দৌহদ (অর্থাৎ গর্ভাবস্থায়
গর্ভিনীর রুচিকর মৃত্তিকাদি বস্তু) সতীকে বাধা দান
করিয়া ছিল । শত্রু, মোচন করিতেছে কিন্তু তথাপি
ছুষ্ট স্বভাব শরারি পক্ষী কদাচ শত্রুকে পরিত্যাগ
করে না, এইস্থানে অবিকল সেইরূপ দশা ঘটিয়া-
ছিল । যদি কোন দুর্লভ বস্তু আনয়ন করিয়া দেওয়া
যায় তাহা ত্যাগ করেনও অন্য বস্তু যাচঞা করেন,
কখন তাহাও পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার অন্য বস্তু

ইতি সান্যবস্ত্র ॥ ৬১ ॥ তাং বন্ধুতাগমদুপশ্রুতদোহ-
 ঙ্কারিরাদায় দুর্লভমনর্ঘ্যাপূর্ববস্ত্র । আশ্রাদ্য বন্ধু-
 জনদত্তমমো জহ্ব হা হস্তগর্ভধরণং ধনুঃ দুঃখং হেতুঃ ॥
 ৬২ ॥ সানুসংগমমুহুরতা ময়েদমুহুরতাঃ কাপি বাখা
 শিবমহোত্তরণে ন বধাঃ । সর্ববাখ্যাতিকরণং
 পরিহর্তু কামা দেবং তজ্জন্ত ইতি তদ্বিদ্ভাং প্রবাদঃ ॥

॥ ৬৩ ॥ উক্তা নিসর্গধবলেন গহীয়াসামা স্বাস্থানমৈকত
 সমুচ্চুপাতনিজা । সঙ্গীহমানযপি গীতবিশারদাটো-
 র্বিদ্যাধরপ্রভৃতিভির্বিনয়োপবাতিঃ ॥ ৬৪ ॥ আক-
 র্ণয়জয় জয়েতি বরং বধানা নক্কেতি শব্দমবলোকয়
 না দৃশেতি । আকর্ণা নোখিতবতী পুনরুচ্চাশং
 না বিন্মিতা কিল শৃণোতি নিরীক্ষমাণা ॥ ৬৫ ॥

তাকতি অত্রাচ্যাক্তে কচাপ্যাপোহ পরিভাষা পুনরুচ্চরতা সা বাহুতী-
 তার্থঃ ॥ ৬১ ॥ তাং প্রতি দুর্লভমনর্ঘ্যাপূর্বকং বস্ত্র সমাদায়
 বন্ধুসমূহ আগমৎ । বন্ধুতাং বিশিষ্ট উপশ্রুত দোহকস্য দৌক-
 দস্যাংগিরা । সা বন্ধুজনদত্তমমো সতী আশ্রাদ্য জহ্ব হা
 হস্ত গর্ভধরণং ধনুঃ দুঃখং হেতুঃ জগান চেতি শেখঃ ॥ ৬২ ॥
 হাহুজ্যেতীমঃ মর । সানুসংগমমুহুরতোক্তং বস্ত্র শিবম মহোত্ত-
 রসোত্তরণে বরণে বধা মম কাপি বাখা সীতা নান্তি এতমপি
 কৃত ইতি চেতজ্যাহ সর্গদীড়াসংগর্হ পরিহর্তু কামা দেবং
 তজ্জন্ত ইতি তদ্বিদ্ভাং প্রবাদ ইত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

নিসর্গধবলেন স্বভাবতঃ বেতেনাকিপয়েন মহতোক্তা ব্রহ্মভেণ
 সমাগমঃ । পুনশ্চ গীতবিশারদৈর্গন্ধর্বাণিভিরাটো যু কৈন্তং-
 আদিভির্বা বিদ্যাধরপ্রভৃতিভির্বিনয়োপবাতিঃ সমীপে রাতিঃ প্রাপ্তেঃ
 সঙ্গীহমানসামান্য প্রাপ্তনিজা সা সতী ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥ পুনশ্চ জয়-
 জয়েতি নক্কেতি মা মাং দুশা তথাবৃষ্টাভবলোকয়েতি শব্দং বরং
 বধানা প্রবহতীম্বতী আকর্ণয়ৎ । অশ্রা বিন্ময়ং প্রাপ্তোখিতবতী
 ততততো নিরীক্ষমাণা সা পুনরুচ্চাশং শৃণোতি আকর্ণা নোখিত-
 বতীতি বা সম্বদঃ ॥ ৬৫ ॥ তিক চকত্তরত করুতরত মকত

প্রার্থনা করিয়া থাকেন । এই প্রকারে দৌলদ্র জ্বা
 সতীর বিশেষ কষ্টদায়ক হইয়া ছিল । ৫৯।৬০।৬১।

দুর্লভ, অমূল্য ও অপূর্ব বস্ত্র গ্রহণ করিয়া
 সতীর উদ্দেশে বন্ধু সকল দোহদরক্শেণ শ্রবণ করিয়া
 উপস্থিত হইলেন । সতী, বন্ধুজনদত্ত বস্ত্র সকল
 আশ্রাদন করিয়া অত্যন্ত আফ্লাদিত হইলেন ।
 হায় ! গর্ভধারণ কেবল দুঃখের একমাত্র কারণ ।
 “হায় গর্ভধারণ দুঃখকারণ” এই কথা কেবল মনুষ্য
 ধর্ম অবলম্বন করিয়াই আমরা বলিয়াছি, নতুবা
 শিবতোজোধারণে বধুর কোন কথা হইবারই কথা
 নহে । তাহার কারণ এই যদি ইহা না হইবে
 সকল ব্যথার সম্বন্ধ পর্যান্ত পরিহার বাসনায় সকলে
 দেবদেবের আরাধনা করিবে কেন ? তত্ত্বজ্ঞানী

নিগেরই বা এইরূপ প্রবাদ থাকিবে কেন ? । ৬২ ।
 । ৬৩ ।

একদিন সেই সতী নিজাগত হইয়া, স্বভাবতঃ
 শুভ্রবর্ণ অস্ত্রিশয় মহৎ এক বৃষ সম্যক্ প্রকারে
 যাঁহাকে বহন করিতেছে, গীতবিশারদ গন্ধর্বসম-
 বেত বিদ্যাধর প্রভৃতি বিনয়পূর্বক নিকটে আগমন
 করিয়া যাঁহার গান করিয়া থাকে, সেই আত্মরূপী
 মহাদেবকে স্বপ্নে দর্শন করিলেন । অশিচ “জয়
 জয় রক্ষ” আমাকে কৃপাদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন
 করুন, বরপ্রার্থনা করিয়া সতী এইরূপ শব্দ শ্রবণ
 করিয়া বিন্মিত হইয়া উত্থান করিলেন । অনন্তর
 চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া পুনরুচ্চ শব্দ আর
 শুনিতে পাইলেন না । ৬৪ । ৬৫ ।

নন্দোক্তিকৃত্যামপি খিদ্যমানা কিঞ্চাপি চকুতরমক-
রোহে । জিহ্বা যুগ্মস্থানতিজ্ঞানবিদ্যালিংহাসনে-
হনৌ হিভিনীকভেষ ॥ ৬৬ ॥ সমানতা সাত্ত্বিক-
বৃত্তিভাজাঃ বিরাগতা বৈষয়িকপ্রবৃত্তৌ । তস্তাঃ
স্ত্রিয়া গর্ভগতপুত্রচরিত্রজ্ঞানসিদ্ধান্তনিষ্ট চেষ্টা ॥
৬৭ ॥ ভ্রাতৃমবলী কুরুতে কুচাত্মা বর্ণং প্রভাধুনা-
কুশৈবলালিঃ । যজ্ঞাচ্ছিশোরস্ত কৃতে প্রশস্তে নাস্তৌ

শয্যারোহে আরোহণেহপি নন্দোক্তিকৃত্যং পরিহাসোক্তে
বক্তেহপি খিদ্যমানাহান জিহ্বাতিজ্ঞানো রিদ্যমাঃ সরসভাঃ
লিংহাসনে যত হিভিনীকভেষ প্রতিভবো বিদ্যা লিংহাসনে
ইতি বা ইষ্টম্ ॥ ৬৬ ॥ সাত্ত্বিকবৃত্তিভাজাঃ সত্যঃ সমানতাঃ ভুল্যতা
বৈষয়িকবৃত্তৌ বিষয়গোচরপ্রবৃত্তৌ বিরাগতা বৈরাগ্যাঃ জ্ঞাতাঃ
স্ত্রিয়াঃ সত্যাঃ এতাদৃশী চেষ্টা গর্ভগত পুত্রস্ত চিত্র মাংস-
রূপং বক্তরিজ্ঞং তজ্জংসিনী ভজ্ঞাপিকা ইত্যনিষ্ট ॥ ৬৭ ॥ ভ্রাতৃম-
বলী কুচলক্ষণবতী পরতাচারুণী বা প্রভা সৈব ধূনী মনী-

হৃদয় শয্যারোহণে এবং পরিহাস বাক্যের-
যজ্ঞেও যিনি খিদ্যমান, তিনি অপর সমস্ত জয়
করিয়া সরসভার লিংহাসনে আপনার অবস্থান
দর্শন করিলেন । ষাঁহাদের সাত্ত্বিকভাবে আদর
আছে সেই সকল সংস্কৃতিদিগের সহিত ভুলাতা,
ও বৈষয়িক ব্যাপারে বৈরাগ্যা, এইরূপে সেই সতীর
চেষ্টা, গর্ভগতপুত্রের আশ্চর্যজনক চরিত্রেরজ্ঞাপক
হইয়া ছিল । ৬৬ । ৬৭ ।

সতীর রোমলতা কুচপর্বতভয়ের আবরক-
প্রভানদীর বিশাল-শৈবাল পংক্তির মত শোভা-
ধারণ করিয়া ছিল । তাহা দেখিয়া সকলে উৎ-
প্রেক্ষা করিত, এই শিশুর নিমিত্ত যত্নপূর্বক বিধাতা

বিধাত্রেব নবীনবেগুঃ ॥ ৬৮ ॥ পয়োধরহৃদমিষাদ-
যুধ্যাঃ পয়ঃ পিবত্যর্থমিধানযোগৌ । কুন্তৌ
নবীনায়ুত পুরিতৌ ধাবন্তোজযোনিঃ কলরাস্বভূব
॥ ৬৯ ॥ বৈতপ্রবাদং কুচকুন্তমধ্যে মৈথো পুনর্মাদ্য-
মিকঃ যতকঃ । সূত্রমণে গর্ভগ এব সোহর্ভো দ্রাগ-
গর্হয়ামাস মহান্নগর্হঃ ॥ ৭০ ॥ লগ্নে শুভে শুভযুতে
স্বযুবে কুমারঃ শ্রীপার্বতীব স্বধিনী শুভবীকিতে চ ॥

ততঃ উকশৈবলালিঃ মরুতী শৈবালপংক্তিঃ কুরুতে রেজে । অন্য
শিশোঃ কৃতে যদ্যবিধাতা কামিতঃ প্রশস্তো বেগুরিবেকুৎপ্রেক্ষা ।
ইত্র ॥ ৬৮ ॥ জ্ঞাতাঃ সত্যাঃ পয়োধরহৃদমিষাদং কুচকুন্তমধ্যে
যতার্থত পানস্ত বিধানো যোগৌ নবীনায়ুতপুরিতৌ যৌ কুন্তৌ
পন্নয়োনিঃ কঃ কলরাস্বভূব রচয়ামাস । বৈতপ্রবাদং কুচকুন্তমধ্যে
মৈথো পুনর্মাদ্যমিকঃ যতকঃ । উপজাতিঃ ॥ ৬৯ ॥ কুচকুন্তমধ্যে
বৈতপ্রবাদং ভ্রাতৃমবলী পুনর্মাদ্যমিকঃ যতকঃ চ সূত্রমণে গর্ভগ-
এব সোহর্ভো দ্রাগকো দ্রাকবীকিতে গর্হয়ামাস । যতো মহান্নগর্হঃ
নিদ্যাঃ ভেদবাদশূত্রমতরোঃ প্রতিবেদ্য গর্ভগোচরং জনরো-
রভেদস্ত তদ্ব্যগতাবকাশাভাবস্ত চ সম্পাদনমিতি ফলোৎপ্রেক্ষা

বেন এক প্রশস্ত অভিনববেগু স্থাপিত করিয়া রাখিয়া-
ছেন । পন্নয়োনি ব্রজা এই সতীর পয়োধরযুগল
ছিলে “পয়ঃ পিবতি” এই পাধার্থ পানের বিধান-
যোগ্য যেন নবীন সুধাপূরিত দুইটি কুন্ত রচনা
করিয়াছেন । রমণীরঙ্গ সতীর গর্ভগত সেই বালক,
কুচকুন্তমধ্যে বৈতমত এবং ঐ কুচযুগলের মধ্যে
মাধ্যমিক (শূন্য) মতের শাস্ত্রই নিন্দা করিতে
লাগিল । কারণ, মহাত্মার ঐ মতের নিন্দা করিয়া
থাকেন । ভেদবাদ ও শূন্যবাদ নিষিদ্ধ, এই নিমিত্ত
গর্ভস্থিত বালক স্তন্যের অভেদ ও তদ্ব্যবস্থিত
অবকাশের অভাব সম্পাদন করিয়াছিল । কলতঃ

জায়া সতী শিবগুরো নিজস্বসংস্কে সূর্যো কুজে
রবিহুতে চ গুরো চ কেন্দ্রে ॥ ৭১ ॥ দৃষ্টে।
হুতং শিবগুরুঃ শিববারিরাশৌ ময়োহপি শক্তি-
মসুহত্য জলে ন্যাস্যজীৎ। ব্যাধিগমহবনঃ

উক্তং ॥ ৭০ ॥ লগ্নে ভূতেন প্রবেশ বুতে বুতে ভূতেন কেন
দৃষ্টে চ পুনশ্চ সূর্য্যাদৌ বৃহস্পতিঃ নিজত্বা উক্তস্থানানি সূর্য্যা-
দীনাং ক্রমেণোক্তানি। অতঃপুৰ্ব্বতঃপূৰ্ব্বাঙ্গানাং সূর্য্যাদিভ্যো চ
দিবাভ্যো ভূত। উক্তি। অতো মেঘঃ সূর্য্যো মকরঃ অশ্বনা কক্কা
কুলীৰ্গঃ কক্কাঃ বহো নীলঃ বনিক্ ভূলা। তথাচ সূর্য্যো মেঘে
কুজে ভোমে মকরঃ রবিহুতে মনে ভূলাথে গুরো চ
কেন্দ্রে চতুৰ্থাঙ্গতমরাশিবে চকারাযুক্তাঙ্গতমর্য্যার্থে। শিব-
গুরো ভাৰ্য্যা সতী হুতী ন হুতী নীতিভা কুয়ারঃ
শিতঃ সূর্য্যবে বধা স্ত্রীপার্বতী কুয়ারঃ বনঃ সূর্য্যবে ভবঃ।
অনেন গভঃপ্রবেশাদিকঃ মারয়া প্রদত্তা লগ্নাশিঃ শকরাচার্য্য-
কপেণ প্রোক্তভূতিত্বি বর্ণিতঃ বসন্ততিলকাদয়ঃ ॥ ৭১ ॥ হুতং
দৃষ্টে। শিবগুরুঃ শিববারিরাশৌ ময়সমুদ্রেময়োহপি শক্তিঃ সারথ্য-

বহুশাস্ত্র পাশ্চ ক্রমোক্তকর্মবিধয়ে বিজপুত্বেভ্যঃ ॥
॥ ৭২ ॥ তদ্বিন্দি দিনে যুগকরীকৃতরক্ষুনিঃসর্গাধু-
মুখাবহজঙ্গগণা বিযন্তঃ। বৈরং বিহারঃ সহচর-
রতীষ স্বকীঃ কণ্ঠমপাকবত সাধুতয়া নিযুতীঃ
॥ ৭৩ ॥ বৃক্ষা লতাঃ কুহুমরাশিকলানামুৎকমদ্যঃ
প্রসঙ্গসলিলা নিখিলান্তথৈব। জাতা মুহুর্জলধরো-

মহুহতা জলে ভ্রমাজীৎ নিমজ্জিতবান্। তদনন্তরং বহুদনং
বহুশাস্ত্রপাশ্চ পুণ্ডরীকচক্র কৰ্মণে। বিয়রে বিধানাং বিজ-
পুত্বেভ্যো ব্রাহ্মণবরেভ্যঃ শাস্ত্রজ্ঞেভ্যঃ শাস্ত্রজ্ঞেভ্যঃ ব্যাধিগমহবনান্
॥ ৭২ ॥ তদন্তঃপূৰ্ব্বাঙ্গঃ যুগাদয়ে বহুজঙ্গগণাঃ পুণ্ডরীক-
তদ্বিন্দি বৈরং বিহারাতীত জটীঃ সহচরঃ। পুনশ্চ সাধুতয়া
নিযুতীঃ সম্যক্তয়াহুতীঃ মতবর্ণণং বর্জনং কুৰ্ব্বন্তঃ কণ্ঠমপা-
কবত কণ্ঠপাকরণং কৃতবন্তঃ ॥ ৭৩ ॥ তদ্বিন্দি বৃক্ষা লতাঃ
পুণ্ডরীকানি কলানি চামুহুন্। তথৈব সকলান্যঃ প্রসঙ্গলাঃ
জাতাঃ। জলধরোহপি নিজং বিকারং জলং মুহুরমুকদিত্বি বচন-

এই পুত্র হইতেই অবৈত মতের সূতন সৃষ্টি
হইবে। ৬৮। ৬৯। ৭০।

শুভগ্রহযুক্ত এবং শুভগ্রহদৃষ্ট শুভলগ্নে সূর্য্যাদি
গ্রহ সকল নিজ নিজ উক্তস্থানস্থিত হইলে (অর্থাৎ
সূর্য্য মেঘস্থ, মঙ্গল মকরস্থ, শনি ভূলাস্থ এবং
গুরু কেন্দ্রস্থ অর্থাৎ চতুৰ্থরাশির অন্যতম যে কোন
রাশিস্থ হইলে) শিবগুরুর ভাৰ্য্যা সুখবতী হইয়া
পার্বতী যেরূপ কার্তিকেয় প্রসব করিয়াছিলেন,
সেইরূপ পুত্র প্রসব করিলেন। অর্থাৎ সদাশিব,
মায়া পূর্ব্বক গভঃপ্রবেশাদি চিহ্ন প্রদর্শন করাইয়া
শকরাচার্য্যরূপে স্বয়ং প্রোক্তভূত হইলেন। ৭১।

শিবগুরু পুত্রকে দেখিয়া সুখসমুদ্রে মগ্ন হই-

য়াও সারথ্য অনুসরণ করিয়া পুনর্বার জলে নিমগ্ন
হইলেন। তদনন্তর পুত্র জন্মিলে জাতেকি প্রভৃতি
কার্য্যবিধির নিমিত্ত শাস্ত্রজ্ঞ পাণ্ডোদ্রেশে বহুবিধ
ধন, ভূমি ও ধেনু সকল বিতরণ করিতে লাগি-
লেন। ৭২।

সেই দিবসে কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, শাদূল, যুগেন্দ্র,
সরীসৃপ, মূষিক প্রভৃতি প্রধান প্রধান বহুবিধ জন্তু-
গণ বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত দ্রুত হইয়া
একত্র সহ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। এবং সাধুতা-
বশতঃ সম্যক প্রকারে পরস্পর পরস্পরের সংঘর্ষণ
করতঃ কণ্ঠয়ন নিরাকরণ করিল। সেই দিনে তরু
লতা সকল, পুণ্ডরীক ও ফল সকল, মোচন করিতে

হপি নিজং বিকারং ভূতদগণাদপি জলং সহসৌৎ-
পপাত ॥ ৭৪ ॥ অবৈতবাদিবিপরীতমতালবক্ষিহস্তা-
গ্রবর্তিবরপুস্তকমপ্যকস্মাৎ । উক্লেঃ পপাত জহহুঃ
অতিমন্তকানি ত্রীব্যাসচিন্তকমলং বিকচীবভূব ॥ ৭৫ ॥
সৰ্বাভিরাশাভিরলং প্রসেদে বাতৈরভাব্যভূতদিব্য-
গঠৈঃ । প্রজজ্জলেহপি জলনৈনুদানীঃ প্রদক্ষিণীভূত-
বিচিত্রকীলৈঃ ॥ ৭৬ ॥ স্মনোহরগন্ধিনী সতাং

পরিণামেন লবকনীৱঃ । ভূতদগণাং পৰ্বতসমূহাবাপি জলং সহ-
সৌৎপপাত ॥ ৭৪ ॥ কিঞ্চাবৈতবাদিতো বিপরীতং মতালবক্ষিহু-
শীলং যেষাং তেষাং হস্তাগ্রবর্তি বরপুস্তকমপ্যকস্মাৎ উক্লেঃ পপাত ।
অতিমন্তকানি বেদভাঃ জহহুঃ । ত্রীব্যাসস্ত চিন্তকমলং বিকচী-
বভূব বিকাশঃ প্রাপ ॥ ৭৫ ॥ কিঞ্চ সৰ্বাভি রাশাভিরি ক্তি-
রলং প্রসেদে কর্ষপি প্রত্যয়ঃ সৰ্বাদিশোহতিশয়েন প্রসয়াঃ
বভূবু রিত্যর্থঃ । অহুতো দিব্যো গন্ধো যেষাং তে তৈর্কর্কটৈর-
ভাবি বায়বোহুত দিবাগন্ধাশ্চাত্ববন্ । প্রবক্ষ্যণীভূতাঃ বিচিত্রাঃ
কীলা জালা যেষাং তৈঃ জননৈনুদিত্তিরাপি তদানীং প্রজজ্জলে
তথাভূতা অয়য়ো বিপ্রজগিতা বভূবু ররাপি কর্ষদি প্রত্যয়ঃ ॥

লাগিল, নদী সকল, নির্মলজল-পূর্ণ হইল, জলধর,-
শ্রী বিকার জল, বারংবার মোচন করিতে লাগিল,
ও নিখিলপৰ্বত হইতে সহস্র জল উৎপত্তিত হইতে
লাগিল । অবৈতবাদীগের বিপরীত মতালবক্ষী
লোকদিগের হস্তাগ্রবর্তিত শ্রেষ্ঠ পুস্তক অকস্মাৎ
উচ্চ হইতে পতিত হইল । বেদমন্তক বেদান্ত শাস্ত্র
সকল হাস্য করিতে লাগিল, এবং বেদব্যাসের
হৃদয় শতদল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল । দিক্ সকল
প্রসন্ন হইল, বায়ু সকল অহুত ও উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত
হইল, এবং তৎকালে প্রদক্ষিণীভূত বিচিত্র জালা-
বিশিষ্ট অগ্নিহোত্রাদি অগ্নি সকল প্রজ্বলিত হইয়া

স্মনোহরবিমলা শিবকরী । স্মনোনিকরপ্রচো-
দিতা স্মনোহৃষ্টিরভূতদাভুতং ॥ ৭৭ ॥ লোকত্রয়ী
লোকদূশেব ভাস্বতা মহীধরেনেব মহী স্মেরুণা ।
বিদ্যা বিনীভেন সতী হুতেন সা ররাজ ততাদৃশরাজ-
তেজসা ॥ ৭৮ ॥ সংকারপূৰ্বমভিযুক্তমুহূর্তবেদি-

॥ ৭৬ ॥ কিং চ তদা তদ্বিন কালে স্মনোহরো গন্ধোহস্তা-
ভীতি তথা সতাং হুতৈঃ বসনভববিমলা শিবঃ সুখং
করোতীতি তথা স্মনলাং দেবাসাং নিকটৈঃ সমুদৈঃ প্রচো-
দিতা প্রেরিতা স্মনলাং পুশ্পানাং বৃষ্টিরভূতং যথাতত্ত্বাৎ-
ভূৎ বমকাগভারঃ, অর্থে সত্যার্থভিরানাত বর্ণমাং সা পুনঃ স্রুতিঃ
বমকমিত্যুভেঃ । বিধমে সসজ্জকঃ সন্দেশতরালোহব গুন্ধানি-
যোগিনী ॥ ৭৭ ॥ লোকত্রয়ী লোকদূশা লোকনেত্রেণ ভাস্বতা
হুর্ধোণ । মহী স্মেরুণা পৰ্বতেভেব । বিদ্যা বিনয়েন । সা সতী ভু-
ভেন হুতেন ররাজ । সূতং বিশিষ্টা দাশূশানামতিপ্রসিদ্ধানাং
রামচন্দ্রপ্রভৃতি রাজাং তেজো বস্মিন্তেনৈ যথা তেজসাং রাজেতি
গাভেভজতানুগং সূর্যাদিতীয়াং রাজতেজো বস্মিন্তেনৈতার্থঃ ।
অজ্ঞাভিরে দৌণ্ডিলক্ষণে সাধারণে ধমে একতৈব বহুপমানো-
পাদানাত্মালোপমা ইজ্জরজা ॥ ৭৮ ॥ সংকারপূৰ্বমভিযুক্তা

উঠিল । তৎকালে স্মনোহর গন্ধবিশিষ্ট ও সজ্জ-
নের স্ম-মনের তুল্য বিমল ও সুখকরী, স্মগনস্
অর্থাৎ দেব সমূহ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া স্মনস্
অর্থাৎ পুষ্পাভি সকল অহুতভাবে পতিত হইতে
লাগিল । ৭৩ । ৭৪ । ৭৫ । ৭৬ । ৭৭ ।

ত্রিভুবন, লোকচক্ষুঃ সূর্য্যদ্বারা, পৃথিবী, স্মেরু-
পৰ্বতদ্বারা, বিদ্যা, বিনয়দ্বারা যেরূপ শোভা
পাইয়া থাকে; অতি এসিদ্ধ রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজা-
দিগের সমান তেজস্বী সেই পুত্রদ্বারা সতীও সেই-
রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন । সংকার পূৰ্বক

বিপ্রাঃ শশঃসুরভিবীক্য হৃতস্ত জন্ম । সৰ্ব্বজ্ঞ এব
ভবিতা । রচয়িষ্যতে চ শাস্ত্রং স্বতন্ত্রমথ বাগধিপাংশ্চ
জেতা ॥ ৭৯ ॥ কীর্ত্তিং স্বকাং ভুবি বিধাস্যতি
যাবদেবা কিং বোধিতেন বহুনা শিশুরেষ পূর্ণঃ ।
নাপৃচ্ছি জীবিতমনেন চ তৈ নচোক্তং প্রায়ো বিদ-
মপি ন বক্ত্যশুভং শুভজঃ ॥ ৮০ ॥ তজ্জাতি-
বন্ধুহৃদদিষ্টজনানাস্তাভিঃ সূতিকাগৃহনিবিষ্টমথো

নিদধুঃ । সোপায়নাস্তমতিথীকৃত্য যথা নিদামে
চন্দ্রঃ সুদঃ যসুরতীব সরোজমকুম্ ॥ ৮১ ॥ তৎ
সূতিকাগৃহমবৈকত ন প্রদীপং তন্তেজসা সমমভাত-
মভূৎ অপায়াম্ ॥ আশ্চর্য্যমেতদজনিষ্ট সমস্ত-
জন্তোত্তম্যন্দিরং বিতিমিরং যদভূদদীপং ॥ ৮২ ॥
যৎ পশ্চতাং শিশুরসৌ কুরুতে শমগ্রাং তেনা-

বিনিযুক্তা মুহূর্ত্তবেরিনো বিপ্রাঃ হৃতস্ত স্ব স্ব বীক্যালোচ্য শশং-
সুরেষ ভব পুত্রঃ সৰ্ব্বজ্ঞো ভবিষ্যতি । পুনশ্চ বক্তব্যং শাস্ত্রং
রচয়িষ্যতে । অথ বাগধিপাংশ্চ জেতা ভবিষ্যতি বস ॥ ৭৯ ॥ কিং চ
যাবদেবা ভূতাবৎ স্বকাং কীর্ত্তিং ভুবি বিধাস্যতি কিং বহুনা
বাধিতেন এব তব শিশুঃ পূর্ণোহুতি জীবিতং চ তেন শিবশুভক্যা ন
চ পৃষ্ঠে ন চ টেক্তকং বতঃ প্রায়ো জাননগ্যশুভং শুভজঃ নৈব
ক্ৰি ॥ ৮০ ॥ অথো অনস্তরং তজ্জাতিবন্ধুহৃদদিষ্টজনানামনমাঃ
উপারননমোপহারেণ সহ বর্ত্তমানাস্তাভিঃ সূতিকাগৃহনিবিষ্টং বদু-

তৎ সরোজমুখং অতি সমস্তাঙ্গীক্যাত্যন্তং সুদঃ চ বসুঃ । যথা
নিদামে গ্রীষ্মকৌ সূর্য্যাকগেন তপ্যাক্রমং বীক্যাত্যন্তং সুদঃ
প্রাপ্তবতি তৎ ॥ ৮১ ॥ ন বিদ্যতে প্রদীপো বসিন্ নৈক-
যেতাদিবসমকেন সমাসঃ । নপ্রদীপং সৎ অপায়াম্ যাত্রো তন্ত
শিশোভেজসা বদবতাত্তমভূতং সূতিকাগৃহং সর্কো জনোহবৈকত
এতৎ সৰ্ব্বজ্ঞোরাশ্চর্য্যমজনিষ্ট । যদদীপং সত্যম্য মন্দিরমতিমির-
মভূদিত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥ অথ শঙ্করনামধেয়ে প্রবৃত্তিনিমিত্তময়-
মাহ । যদেব কারণেনাসৌ বালকঃ পশ্চতাং জনানামুৎকৃষ্টঃ

নিযুক্ত মুহূর্ত্তবিৎ পণ্ডিতেরা পুত্রের জন্ম আলোচনা
করিয়া বলিতে লাগিল, তোমার এই পুত্র সৰ্ব্বজ্ঞ
হইবে, এবং স্বতন্ত্র শাস্ত্র নির্মাণ করিবে । যতকাল এই
পৃথিবী থাকিবে ততকাল তোমার এই পুত্র স্বীয়
কীর্ত্তি ধারণ করিবে । অধিক আর কি জানাইব,
তোমার এই শিশু সমস্তান পূর্ণরূপে বিরাজমান ।
“পুত্র কতকাল জীবিত থাকিবে” শিবগুরু এ প্রশ্ন
করেন নাই, স্বতরাং তাঁহারও তাহার কিছুই
বলেন নাই । তাহার কারণ এই, শুভজ লোকে
জানিতে পারিলেও কদাচ অশুভ বলিতে ইচ্ছা
করেন না । ৭৮ । ৭৯ । ৮০ ।

অনস্তর জাতি, বন্ধু, স্বজন ও আত্মীয় জনের

অঙ্কনাগণ উপহারের সহিত সেই পুত্রকে সূতিকা-
গৃহে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিল । এবং
গ্রীষ্মকালে সূর্য্যাতপতাপিত জনগণ চন্দ্র দেখিয়া
যে রূপ আফ্লাদিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহার কমল
সদৃশ মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রমোদিত
হইল । সকল লোকেই অবেক্ষণ করিল যে, রাত্রি-
কালে সেই শিশুর তেজে সেই সূতিকাগৃহ অধিকতর
প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে । তাঁহার মন্দির দীপবিহীন
হইয়াও যে তিমির শূন্য হইয়াছিল, সমস্ত প্রাণীর
ইহাই কেবল আশ্চর্য্যজনক বিষয় বলিয়া বিখ্যাত
হইয়াছিল । ৮১ । ৮২ ।

ঐ বালক দর্শক দিগের উৎকৃষ্ট শং অর্থাৎ সুখ
প্রদান করিত বলিয়া ইহঁদের পিতা পুত্রের নামশঙ্কর

কৃতান্ত জনকঃ কিল শঙ্করাখ্যঃ । যবা চিরায়
কিল শঙ্করসম্প্রসাদাভ্যাতস্ততো বাবিত শঙ্করনাম-
ধেয়ঃ ॥ ৮৩ ॥ সর্বঃ বিনঃসকলশক্তিবৃত্তোহপি
বালে। যাক্ষুয্যজ্ঞতি মনুষ্যত্যা চচার তদ্বৎ । বালঃ
শনৈ হসিতুমারম্ভত ক্রমেণ প্রপুঃ শশ্যাক গমনায়
পদাঙ্গুজাত্যাম্ ॥ ৮৪ ॥ বালেহথ মকে কিল
শায়িতেহস্মিন্ সত্যং প্রসন্নঃ হৃদয়ঃ বভূব । সখীক-
মাণে মণিগুচ্ছবর্ষ্যঃ বিহস্মুখং হস্ত বিনীলমালীং ॥ ৮৫

শং যুৎ কৃততে তেনাত জনকঃ প্রসিদ্ধাঃ শঙ্করাখ্যঃ অকৃত
কৃতবান্ । যবা চিরকালজঙ্করপ্রসাদাভ্যাতস্ততোবাঙ্করনাম-
ধেয়ঃ বাবিতাকৃত ॥ ৮৩ ॥ তদ্বৎ বালবৎপদিকমলাভ্যাং গম-
নায়াদৌ প্রপুঃস্বরেণ সর্পনঃ কর্তুঃ সন্মুখো বভূব ॥ ৮৪ ॥
বালে মকে শায়িতে সতি সত্যং হৃদয়ঃ প্রসন্নঃ বভূব । মণিত
বর্ষ্যঃ বীজমাণে সতি বিহসাঃ মুখং বিগতনীলমভূৎ । যবারাদি
পতিতানাং যুৎ বিধেয়েণ নীলমভূৎ উপ- ॥ ৮৫ ॥ কহ-

রাখিয়াছিলেন । অথবা বহুকাল শঙ্করের আরাধনা
করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ হেতু জন্ম গ্রহণ হইয়াছিল
বলিয়া পিতা শঙ্কর নাম প্রদান করিয়াছিলেন । ৮৩ ।

বালক সর্বজ্ঞ ও সকল শক্তিবৃত্ত হইয়াও
মনুষ্যজ্ঞাতি অনুসরণ পূর্বক বালকের মতই গমন
করিতে আরম্ভ করিল । প্রথমতঃ অন্ন অন্ন হাত
করিতে আরম্ভ করিল, পরে বালকের তুল্য পাদ-
কমলদ্বারা গমন করিবার মিশ্রিত উদর দ্বারা গমন
করিতে সমর্থ হইল । অনন্তর বালক শয্যায় শয়ন
করিলে পর সজ্জনের হৃদয় প্রসন্ন হইল ও প্রধান
মণিগুচ্ছ অবলোকন করিলে পণ্ডিতদিগের মুখ নীল-
বর্ণশূন্য হইল । অথবা বাদি-পণ্ডিত দিগের মুখ

সস্তাড়য়ন্ হস্ত শনৈঃ পদাভ্যাং পর্য্যঙ্কবর্ষ্যঃ কমলীয়-
শয্যাম্ । বিভেদ সদ্যঃ শতধা সমূহাভিভেদ বাদীক্ৰ-
মনোরথানাম্ ॥ ৮৬ ॥ দ্বিত্রাণি বর্ষাণি বদন্ত্যমুখ্যম্
বৈতিপ্রবীরা দধুরেব মৌনম্ । মুদাং চলতাজ্জি-
সন্নোরহাভ্যাং দিশঃ পলায়ন্ত দশাঙ্গি সদ্যঃ ॥ ৮৭ ॥
উদচারণমতর্কো গিরঃ পদচারানতনোদনকরম্ ।
বিকলোহভবদাদিমাত্তয়োঃ পিকলোকশচরমাশ্রয়া-

নীরা হৃদয়ী খব্যা পরনীরাঃ বসিংস্তং পর্য্যঙ্কভেদে শনৈঃ
পদাভ্যাং সস্তাড়য়ন্ সন্ বিশেষেণ ভেদবাদিমাং যে ইজ্জা-
ভেবাং যে মনোরথভেবাং সমূহান্ সদ্যঃ শতধা বিভেদ
বিদদার । অত্র ভাঙনবিভেদনয়ো হেতুকার্যয়ো বিকলভিন্ন-
শেষদ্বাদশভিন্নলকারঃ । বিকলভিন্নশেষদ্বাদশভিন্নলভি-
বিত্তাক্ষোঃ ॥ ৮৬ ॥ দ্বিত্রাণি বর্ষাণি অমুখ্যম্ বালে বদন্তি সতি
বৈতিপ্রবীরা মৌন মেব দধুঃ । চরণকমলাভ্যাং মুদা চলিত
সতি তে সদ্যঃ দশাঙ্গি দিশঃ পলায়ন্ত পলায়নং কৃতবত্যাঃ
চপলাভিশয়োক্তিক কার্যো হেতুপ্রসক্তিজে ॥ ৮৭ ॥ অতর্কো গির
উদচারণং প্ররতিতবান্ । অনন্তরং পদচারানতনোৎ বিস্তা-
রিতবান্ । তয়ো রানী প্রবর্তনপাশচারবিত্তারয়ো ঋণ্যে গিরঃ

বিশেষরূপে নীলবর্ণ হইল । বালক, রমণীয় শয্যাবিশিষ্ট
পর্য্যঙ্ক, পদযুগলদ্বারা ভাঙনা করিলে (বিশেষরূপে
যাঁহার ঈশ্বরের ভেদবাদী) তাঁহাদের মনোরথ সকল
তাঁহাতেই যেন শতধা বিদীর্ণ হইল । তিনি যখন
ছুই তিনবর্ণ উচ্চারণ করিতেন, বৈতবাদী সকল
মৌন ধারণ করিত । চরণ কমলদ্বয়ে ভর দিয়া
তিনি যখন সহর্ষ গমন করিতেন, তৎকণাৎ দশ-
দিক্ সকল পলায়ন করিত । শিশু, প্রথমে বাক্য
উচ্চারণ ও অনন্তর পদসঞ্চারণের বিস্তৃতি করিলেন ।
এইরূপে প্রথমে বাক্য প্রবর্তনও পদসঞ্চারণ বিস্তার

লকাঃ ॥ ৮৮ ॥ নববিজয়পল্লবাস্তু তামিব ক
পরাগপাটনাম্ । রচয়ন্তলাং পরম্বিষা স চচারেন্দু-
নিভঃ শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৮৯ ॥ যুধনি হিমকরচিহ্নং
নিটলে নয়নাঙ্কমংসরোঃ শূলম্ । বপুযি স্ফটিক-
সবর্ণং প্রাক্তান্তং মেনিরে শভুম্ ॥ ৯০ ॥ রাজ্যশ্রীবিব
নয়কোবিদস্ত রাজ্ঞো বিদ্যেব বাসনদবীরসো বৃধস্ত ।

শুভ্রাংশোহুবিবিব শারদস্ত পিত্তোঃ সন্তোষৈঃ সহ
ববুধে তদীয়মূর্তিঃ ॥ ৯১ ॥ নাগেশ্বরসি চামরণে
চরণে বালেন্দুনা ফালকে পাণ্যোশ্চক্রগদাধনু-
ডমরুকে স্মৃষ্ণি ত্রিশূলে চ । তত্তস্তাদুতমাকলযা
ললিতং লেখাকৃতে লাঞ্ছিতং চিত্রং গাজমংস্ত
তত্র জনতানেট্রে নির্মেষোজিতৈঃ ॥ ৯২ ॥ সর্গে

পবর্তনাং পিকলোকঃ সর্বোহপি কোকিলো বিকলোহভবৎ ।
চয়মানস্তাং পাদচারবিজ্ঞানাদয়ালকে হংসে বিকলোহভবৎ ।
বিযোগিনী ॥ ৮৮ ॥ অচলাং তু যি পাদদ্বিবা চরণকাত্যা নবোদৈ-
র্বিজয়ন্ত রত্নবৃক্ষস্ত পল্লবৈরাস্তু তামিব । বিজয়ো রত্নবৃক্ষেহপি
প্রবালেহপি পুমানম্বমিত্তি মেদিনী । কাম্বীরপরাটগঃ পাটলাং
শেতরক্তাং ইব রচয়ন্ত চন্দ্রতুলাঃ শিতঃ শনৈঃ শনৈঃ চচার ॥ ৮৯ ॥
মর্দনি হিমকরস্ত শীতকিরণস্ত চন্দ্রস্ত চিহ্নং নিটলে ললাটে নয়নস্ত
নেত্রস্তাং চিহ্নমংসরোঃ কঙ্করোঃ শূলং বপুযিস্ফটিকম সমান-
বর্ণং প্রাক্তা বীক্ষ্য শভুম্ মেনিরে । অম্বানালঙ্কারঃ । বৃত্তং
গীতিঃ । আখ্যা প্রথমদলোক্তঃ যদি কথমপি লক্ষণং ভবে-
তভয়োঃ । কৃতবতিশোভাং তাং গীতিং গীতবান্ ভুজ্ঞেশঃ
ইতি লক্ষণং । লঙ্কাতং সপ্তগণা গোপেতা তবতি মেহ
বিষমেজঃ । বটোহয়ং ন লব্ বা প্রথমেহর্জে নিরতমাখ্যা

ইত্যখ্যাপূর্বার্দ্ধলক্ষণম্ ॥ ৯০ ॥ রাজনীতিকুশলস্ত রাজ্যশ্রীবিব
বাসনদুত্তে সন্তোষাং পানজীমুগরাদিবু । দৈবানিষ্টকমে পাণে
বিপত্তৌ বিকলোদ্যম ইতি মেদিনীকোশাদ্যসনাদুত্তাদেদবী-
যমোদবীষাংস্ত দধিষ্ঠন্ত স্মৃগ্রে ইত্যমরানুভিহুয় বিদ্যেব শরৎ-
কালীনসা চন্দ্রস্য হুবিবিব পিত্তোঃ সন্তোষৈঃ তদীয়া মূর্তি-
কবুধে প্রহর্ষণী ॥ ৯১ ॥ উরসি শাগেচ চরণোচামরণে মস্তকে বাল-
চন্দ্রেণ হস্তয়োশ্চক্রাদিত্তি স্মৃষ্ণি ত্রিশূলে চাতুতং তস্য ললিতং
গাত্ৰং সূকুমারাজবিন্যাসং শরীরং নেত্রৈ নির্মেঘরহিতৈরাকলযা
সমাগবলোকা রেখার্থং লাঞ্ছিতং চিত্রং তত্রত্যজনসমুদায়েহ-
মংস্ত ॥ ৯২ ॥ প্রাথমিকে জনকাদিসর্গে বিরতিং প্রয়াতি

এই মধ্যে আদিম উভয়ের কার্য্য হইতে কোকিল ও
চরমকার্য্য হইতে মরাল এই উভয়েই বিকল হইয়া-
ছিল । চন্দ্রতুল্য মনোজ্ঞ বালক, পদপ্রভায় বসু-
ন্ধরাকে যেন অভিনব রত্নবৃক্ষের পল্লবদ্বারা আকীর্ণ
করিয়া এবং কুঙ্কুমপরাগে যেন শেতরক্তবর্ণ করিয়া
ধীরে ধীরে সঞ্চার করিতেন । মস্তকে হিমাংশুর
চিহ্ন, ললাটেদেশে নয়নের চিহ্ন, কঙ্করয়ে ত্রিশূল,
সর্বশরীর স্ফটিক সদৃশ দেখিয়া পণ্ডিতগণ, বালককে
শস্ত্র বলিয়া অনুমান করিয়া ছিলেন । রাজনীতিজ্ঞের
রাজ্যলক্ষ্মীর তুল্য, বাসনাদি হেতু দূরবর্তি বুদ্ধ-

দেবের মূর্তির তুল্য এবং শারদীয় শশধরের ছবির
তুল্য বালকমূর্তি জনক-জননীর সন্তোষের সহিত
রুজি পাইতে লাগিল । বক্ষঃস্থলে মাতঙ্গ, চরণে
চামর, মস্তকে নবেন্দু, হস্তযুগলে চক্র, গদা, ধনু ও
ডমরু, এবং মস্তকে ত্রিশূল, এই সকল চিহ্নে চমৎ-
কারক বালকের, সেই স্থললিতদেহ, নির্নিমেঘ-
দর্শনে অবলোকন করিয়া তত্রত্য জন সকল বিবে-
চনা করিতে লাগিল, যেন, এইরূপ রেখার জন্যই
বালকের বিচিত্র দেহ চিহ্নিত হইয়াছে । প্রাথমিক
সৃষ্টি অর্থাৎ যে সর্গে সনকাদি ঋষিগণের সৃষ্টি
হইয়াছিল তাহা অবসান প্রাপ্ত হইলে, সমস্ত

প্রাথমিকে প্রয়াতি বিরতিং মার্গে স্থিতে দৌর্গতে
স্বর্গে দুর্গমতায়ুপেন্নুবি ভূশং দুর্গে উপবর্গে সতি ।
বর্গে দেহভূতাং নিসর্গমলিনে জ্ঞাতাপবর্গেহখিলে

সতি মার্গে দৌর্গতে দুর্গতিসম্পাদকে স্থিতে সতি স্বর্গে দুর্গমতাং
দুষ্পাপাতাং উপেন্নুবি প্রাপ্তবতি সতি অপবর্গে যোকে ভূশম-
তাস্তং ভূং দুর্গে দুষ্পাপে সতি দেহভূতাং জীবানাং বর্গে সমুদারে
নিসর্গাং স্বভাবাদেব মলিনে সতি তথাচ বিশ্বকর্তৃরখিলেহপি

পথ দুর্গতি প্রাপ্ত হইলে, স্বর্গ দুর্লভ হইয়া
উঠিলে, অপবর্গ অতিশয় দুষ্পাপা হইলে, দেহধারী
জীববর্গ স্বাভাবিক মলিন হইলে, এবং বিশ্বরচয়িতা
বিধাতার যাবতীয় সৃষ্টি উপসর্গ অর্থাৎ নাশকর
বিশ্বে যুক্ত হইলে, সদাশিব শঙ্করাচার্য্য মূর্তি পরিগ্রহ

সর্গে বিশ্বস্বল্পস্তদীয়বপুযা ভর্গোহবতীর্ণো ভুবি
॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তদবতারকথাপরঃ ।

সংক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গঃ পূর্ণো দ্বিতীয়কঃ ॥

সর্গে জ্ঞাতা উপসর্গা নাশকরানি বিদ্বানি বস্যা তথাভূতে সতি
তদীয়বপুযা শঙ্করাচার্য্যবিগ্রহায়না ভর্গঃ সদাশিবঃ ভূমাব-
বতীর্ণঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য বালগোপালতীর্থশ্রীপাদ-
শিষ্যদত্তবংশাবতঃসরাস্বতীস্বাম্যমুখনপতিস্মরিত্তে শঙ্করবিজয়-
ভিত্তিমে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

পূর্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । ৮৪ । ৮৫ ।
৮৬ । ৮৭ । ৮৮ । ৮৯ । ৯০ । ৯১ । ৯২ । ৯৩ ।

ইতি শ্রীমাধবাচার্য্যাকৃত শঙ্করাবতার নামক
দ্বিতীয় সর্গ ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ইতি বালমুগাক্ষশেখরে সতি বালস্বমুগাগতে ততঃ ।
দিবিশংপ্রবরাঃ প্রজজ্ঞিরে ভুবি ষট্শাস্ত্রবিদাং সতাং
কুলে ॥ ১ ॥ কমলানিলয়ঃ কলানিধে কিমলা-

এবং শিবাবতারমুগবর্ণ্য তত্তদেবাবতারমুগবর্ণয়িত্ব মুপ-
পন্নতে ইতীতি । এবং বালচন্দ্রশেখরে শিবে বালভূঃ প্রাপ্তে সতি
তদনন্তরং অরোত্তমা ভুবি ষট্শাস্ত্রবিদাং সতাং কুলে প্রজজ্ঞিরে

এইরূপে নবচন্দ্রমৌলি মহাদেব বালভাব প্রাপ্ত
হইলে, তদনন্তর অমরগণ ভূতলে বড়দর্শনযেতা
পণ্ডিতদিগের কুলে প্রাপ্তভূত হইলেন । ১ ।

খ্যাদজনিষ্ট ভূমুরাং । ভুবি পদ্মপদং বদন্তি যং স
বিপদং যেন বিবাদিনাং বশঃ ॥ ২ ॥ পবনোহপ্যজনি

প্রাচুর্ভবতুঃ বৈতাং ॥ ১ ॥ তত্রান্যো বিকোমবতারমাহ । কম-
লারায়ঃ লক্ষ্ম্য নিলয়ঃ শ্রীবিষ্ণুঃ সর্কাসাং কলানাং নিধে কিমলাতি-
থাং ভূমুরাং ব্রাহ্মণাং ভুবি অজনিষ্টপ্রাচুর্ভবতুঃ । ভূবীভূতরাশ্বরি
যং ভুবি পদ্মপদং বদন্তি যেন বিবাদিনাং বশঃ সবিপং বিপদা

ভূতলে ষাঁহাকে পদ্মপদ বলিয়া সকলে আহ্বান
করিত, এবং ষাঁহার সহিত বিবাদী লোকের কীর্তি-
কলাপ বিপদাপন্ন হইয়াছিল, কমলার নিলয় স্বরূপ

প্রভাকরাং সবনোন্মীলিতকীর্তিমণ্ডলাং । গলে-
হস্তিভেদবাদ্যসৌ কিল হস্তামলকাভিধামধাং
॥৩॥ পবমানদশাংশতোহজনি প্ৰবমানাকৃতি যদ-
যশোহম্মুখৌ । ধরণী মধিতা বিবাদিবাক্তরনী যেন
স তোটকাঙ্কয়ঃ ॥ ৪ ॥ উদভাবি শিলাদসূক্ষ্মনা

সহ বর্তমানমিত্যর্থঃ ॥২॥ পবনোহপি প্রাতঃ সবনাদিনোন্মীলিতং
প্রক্ষোভিতং কীর্ত্তিগন্ধং মণ্ডলং যন্ত তন্মাং প্রাতঃকালোন্মীলিত-
মণ্ডলং সূর্যাস্ততুল্যাং প্রভাকরাভিধাতু সূর্যাদজনিপ্রাহরত্বং ।
গলে হস্তিতাঃ কণ্ঠে হস্তেন পৃহীতা ইব রুদ্ধকণ্ঠাঃ কুভাভেদ-
বাদিনো যেনাসাববতীর্ণৌ বায়ুঃ কিল প্রসিদ্ধঃ হস্তামলকেতি
সংজ্ঞামধাং ॥ ৩ ॥ বায়োরেকদেশাংশাবতারমাহ । পবমানস্ত
পবনস্ত দশাংশতঃ স তোটকাখ্যোহজনি । যন্ত যশোলক্ষণে-
জলধৌ প্ৰবমানা উত্তরজী ধরণী অকৃতি যেন বিবাদিবাক্

ত্রিবিষ্ণু, কলানিধি বিমলাচার্য্যানামক ব্রাহ্মণ হইতে
জন্ম গ্রহণ করিলেন । ২ ।

প্রাতঃকালীন ঘাগাদি অনুষ্ঠানে যাঁহার কীর্ত্তিরাশি
সর্বদা উন্মীলিত থাকিত, সেই প্রভাকর ভুল্য
প্রভাকর ব্রাহ্মণ হইতে পবনদেবও জন্মগ্রহণ করি-
লেন । যাঁহার ঈশ্বরের ভেদবাদী সেই সকল
লোকদিগের গলে হস্ত দিয়া সর্বদা তাঁহাদিগকে
রুদ্ধকণ্ঠ করিয়া রাখিতেন বলিয়া তিনি হস্তমালক
নামে সর্বদা অভিহিত হইতেন । যাঁহার কীর্ত্তি-
মাগরে সন্তরণ করিতে করিতে ধরাদেবী গমন করিয়া
থাকেন ও যিনি বিবাদী লোকের বাক্যরূপ তরণী
গম্বন করিয়াছিলেন পবনের অংশ হইতে সেই
তোটক জন্মগ্রহণ করিলেন । ৩ । ৪ ।

মদববাদিকদম্বনিগ্রহৈঃ । সমুদক্ষিতকীর্ত্তিশালিনং যদু-
দক্কং ব্রুবতে মহীতলে ॥ ৫ ॥ বিধিরাস সুরেশ্বরো
গিরাং নিধিরানন্দগিরি র্ব্যজায়ত । অরুণোহজায়ত
চিৎসুখাঙ্কয়ঃ ॥ ৬ ॥ অপরেহপ্যভবন্ দিবৌকসঃ

তরণী মধিতা ইত্যর্থঃ ॥৪॥ শিলাদস্ত সূক্ষ্মনা পুত্রেন ননিসংজ্ঞ-
কেনোদভাবি শিলাদসূক্ষ্মঃ প্রাহরত্বং । যং মদববাদিকদম্বানাং
মদযুক্তবাদিসমুদায়ানাং নিগ্রহৈঃ সমুদক্ষিত্য কীর্ত্ত্যা শোভত
ইতি তথা তং মহীতলে উদক্কং বদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ বিধি ব্রহ্মা
সুরেশ্বরো মণ্ডলাপরসংজ্ঞ আস বভূব । গিরাং নিধি র্ব্যচম্পতিরা-
নন্দগিরিরজায়ত । অরুণো গরুড়ভ্রাতা সূর্যো বা সনন্দনসংজ্ঞঃ
সমভবৎ । যদ্যপি বিষ্ণুঃ পদ্মপাদসংজ্ঞো বভূবেত্যাকং স এব চ
বজ্রাঘাণরীত্য্য সনন্দনস্তথাপি পদ্মাস্তরমাপ্রিত্যৈকত্ব বোভয়া-
শাবতরণমাপ্রিত্যাবিরোধঃ সম্পাদনীয়ঃ । অরুণো জলাধী-
শচিৎসুখসংজ্ঞোহজায়ত ॥ ৬ ॥ অপরেহপি দ্বীপৈঃ প্রৈরশ্চ

শিলাদের পুত্র নন্দী উৎপন্ন হইল । সগর্ববাদী
সকলের নিগ্রহ হেতু যাঁহার কীর্ত্তিরাশি সর্বদা
সমুদ্রসিত থাকিত এবং ঐরূপ কীর্ত্তিশালী ছিলেন
বলিয়া ধরাতলে যাঁহাকে সকলে উদক্ক বলিয়া
আহ্বান করিত । ৫ ।

জগৎশ্রুতি ব্রহ্মা মণ্ডন নামে অভিহিত হইলেন,
বাক্যের নিধিস্বরূপ অর্থাৎ বাচম্পতি আনন্দগিরি
নামে কথিত হইলেন । অরুণ অর্থাৎ গরুড়ের
ভ্রাতা অথবা সূর্য্য, সনন্দন সংজ্ঞা ধারণ করিলেন ও
জলাধিপতি বরুণ চিৎসুখ সংজ্ঞা গ্রহণ করিলেন ।
* । ৬ ।

বিষ্ণু পদ্মপাদ নামে কথিত হইয়াছেন ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে,
এবং যে সকল রীতি বলা যাইবে তাঁহারাই সেই বিষ্ণুই সনন্দন
নামে কথিত হইবেন । তথাপি একস্থানে উত্তর অংশের অবতরণ
আশ্রয় করিয়া অবিরোধ স্বীকার করিতে হইবে ।

অপরেৰ্য্যাপরবিধিঃ চরণং পরিসেবিতুং
জগচ্চরণং কুসুমপুঙ্গবাভ্যজাঃ ॥ ৭ ॥ চার্বাকদর্শন-
বিধানসরোষধাত্ত্বশাপেন গীম্পতিরকুটুবি মণ্ড-
নাথ্যঃ । নন্দীধরঃ করুণয়েশ্বরচোদিতঃ সমানন্দ-
গিৰ্ঘাভিধয়া বাজনীতি কেচিৎ ॥ ৮ ॥ অথাবতীর্ণস্ত

সহ বা ঈৰ্ষ্যা মৎসরভয়ংপরান্ দেবান্ অপরেষু বা ঈৰ্ষ্যা তৎ-
পরান্ বা বিধিবতীতি তে দিবিবদঃ অপরেৰ্য্যাপরান্ বিদে-
হীতি বা তত্ত্ব প্রভোঃ শ্রীশঙ্করস্ত চরণং জগতাং পরণং
সেবিতুং ব্রাহ্মণোত্তমানাং পুত্রা অভবন্ ॥ ৭ ॥ বিধিরাশ
স্বরেখরো গিৰ্ঘা নিধিরানন্দগিরিবার্জারভেতাকমিতি । ইন্দানীং
মতান্তরমাহ । চার্বাকানাং দেহাত্মবাহিনীভিক্তানাং বর্জনস্ত
শাস্ত্রস্ত বিধানেন সরোবস্ত ধাতু ব্রাহ্মণঃ শাপেন গীম্পতি দেব-
শকু ভূবি মণ্ডনসংজ্ঞোভূৎ । নন্দীধরঃ করুণয়া ঈশ্বরেণ মহা-
দেবেন প্রেরিতঃ সন্ আমনঙ্গিরিসংজ্ঞয়া বাজনীতি কেচিৎ
বসন্তম্ ॥ ৮ ॥ অথ ভ্রাতৃহতীর্ণস্ত বিধেঃ পুরক্ষী কুটুস্থিনী ।

অন্যান্ত দেবগণও স্বকীয় এবং পরের উপর ঈৰ্ষ্যা-
সক্ত লোকদিগের উপর বিদ্বেষ্টা, সেই প্রভু শঙ্করা-
চার্য্যের ত্রিজগতের শরণ্য স্বরূপ চরণ সেবা করিবার
নিমিত্ত ব্রাহ্মণপ্রবরের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করি-
লেন । ৭ ।

যাহারা দেহে আত্মারোপ করিয়া থাকে,
তাহাদিগকে চার্বাক বলে । সেই নাস্তি কচার্বাক-
দিগের দর্শন শাস্ত্রে রূঢ় হইয়া বিধাতা অভিসম্পাত
প্রদান করিলে বৃহস্পতি তুতলে মণ্ডনসংজ্ঞা ধারণ
করিলেন । মহাদেব করুণাপূৰ্ব্বক নন্দীধরকে
প্রেরণ করিলে পর, তিনিই আনন্দগিরি নামে
অভিহিত হইয়া ছিলেন, ইহা কেহ কেহ বলিয়া
থাকেন । ৮ ।

৫ কোকে বৃহস্পতি আনন্দগিরি হইয়াছিলেন, এইখানে তাঁহার
মতান্তর হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় ।

বিধেঃ পুরক্ষী সাহভূদ্যদাখ্যো ভয়ভারতীতি । সর-
স্বতী সা ধনু বস্তুরত্যা লোকেহপি তাং বক্তি সর-
স্বতীতি ॥ ৯ ॥ পুরা কিলান্যৈষিত ধাতুরন্থিকে
সৰ্ব্বজ্ঞকল্পা মুনয়ো নিজং নিজম্ । বেদং তদা
হুৰ্বসনোহতি কোপনো বেদানধীয়ন্ কচ্চিদাশ্বলং-
শ্বরে ॥ ১০ ॥ তদা জহাসেন্দ্রমুখো সরস্বতী যদ-

সা প্রসিদ্ধা সরস্বতী প্রাকুরভূৎ । কাকাকিগোলকভ্রাত্যেনা-
ভূৎ পদমুত্তরত্র সমধ্যাতে । যতঃ সংজ্ঞা উত্তরভারতীভাভূৎ ধনু-
প্রসিদ্ধঃ । বস্তুরত্যাপি সা সরস্বতী লোকেহপি তাং সরস্বতী-
ভোব বদতি । জতো জগৌ গো বিধমে সম্যে ত্রাতৌজগৌ
গ এষা বিপরীতপূৰ্ব্বা ॥ ৯ ॥ সরস্বতাবতরণে নিমিত্তমাহ । পুরা-
পূৰ্ব্বং কিল ধাতুরন্থিকে ব্রাহ্মণঃ সমীপে সৰ্ব্বজ্ঞকল্পা ঈষদু-
সৰ্বজ্ঞা মুনয়ঃ স্বীয়ং স্বীয়ং বেদমধ্যৈষিত পঠিতবস্ত শুভাতি-
কোপনো হুৰ্বসনো হুৰ্বাসা মুনি বেদান্ পঠন্ কচ্চিৎ শ্বরেহাশ্ব-
লং শ্বলনং প্রাপ উপাং ॥ ১০ ॥ তদা তস্মিন্ কালে চন্দ্রবমুখং

অনন্তর বিধাতা অবতীর্ণ হইলে পর, তাঁহার
কুটুস্থিনী প্রসিদ্ধ সেই সরস্বতীদেবী প্রাকুর্ভূত
হইলেন । সরস্বতীর নাম উভয় ভারতী ছিল ।
বস্তুরত্যা । তিনি সরস্বতী ত সরস্বতী ছিলেন, এই
জন্ম লোকেও তাঁহাকে সরস্বতী বলিয়া আহ্বান
করিত । ৯ ।

সরস্বতী জন্মিবার কারণ এই—পূর্বকালে এক-
দিন বিধাতার সমীপে সৰ্ব্বজ্ঞ কল্প মুনিগণ নিজ নিজ
বেদপাঠ করিয়াছিলেন । তৎকালে কোপনশ্বভাব
হুৰ্বাসা মুনির, বেদপাঠ করিবার কালে কোনএক-
শ্বরে শ্বলন অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ক্রটি হইয়াছিল । ১০ ।

স্বর্ণোক্তবশব্দসমুত্তিঃ। চূকোপ তন্ত্ৰে দহনানু-
কারিণী নিরৈকতাক্ষা মুনিরুগ্রশাসনঃ ॥১১॥ শপা-
তাং ছুর্কিনয়েহবনীতলে কার্ষ্ম মতোষবিভং সর-
স্বতী। প্রসাদয়ামাস নিসর্গকোপনং তৎপ্রসাদমূলে

পতিতা বিবাদিনী ॥ ১২ ॥ দৃষ্ট। বিষয়াঃ মুনয়ঃ সর-
স্বতীঃ প্রসাদয়াক্ষরুরিমঃ তদাদয়ঃ। কৃতা-
পরাধঃ ভগবন্ কস্যস্ব তাং পিতের পুত্রং বিহিতা-
গসং মূনে ॥ ১৩ ॥ প্রসাদিতোহভূদথ সংপ্রসন্নো
বাগ্য। মুনীন্দ্রেয়পি শাপমোক্ষম্। দদৌ যদা মানুষ-
শঙ্করস্য সন্দর্শনং স্তম্ভবিতাস্তমত্যা ॥ ১৪ ॥ সা

যত্নাঃ সা সরস্বতী জহাস হাসভবতী। যদস্বর্ণোক্তবশব-
দসমুত্তিঃ অর্থেভ্যাঃ বর্ণেভ্য উক্তব উৎপত্তি বৃত্তাঃ সা চার্সো শব-
দসমুত্তি বৃত্তাঃ অঙ্গং তন্ত্ৰে হাস্যকৃতবতৌ সরস্বতৌ চূকোপ কোপং
কৃতবান্। তদুভ্রামেব দর্শয়তি। দহনং বহিমহুকরোত্তীতি দহনানু-
কারিতেষাক্ষা। নেত্রেষোগ্রশাসনো মুনি নিরৈকত্ব দৃষ্টবান্।
বংশং ॥ ১১ ॥ ততঃ কিং কৃতবানিত্যাংকার্যমাহ। তাং শপা-
পেতি শাপমেব দর্শয়তি। হে ছুর্কিনয়ে! ত্বলে মতোষু মনু-
ষ্যেভ্যু ভাষ্য জন্ম লভস্ব। এবং শপ্তা সরস্বতী অবিতং ভয়ং প্রাপ।
ভীতা চ সতী বিবাদিনী তৎপ্রসাদোপায়াভাবচিন্তনে চোক্তো-
ক্তবতী ভয়া ছুর্কাসসঃ পারস্য মূলে সন্নিপে পতিতা। নিসর্গাৎ

বতাবাদেব কোপনং মুনিং প্রসাদয়ামাস তৎপ্রসন্নত্বার্থং যত্নঃ
কৃতবতীভার্থঃ উপঃ ॥ ১২ ॥ অথ মুনয়ঃ খিরাং সরস্বতীং দৃষ্ট।
তমিমং ছুর্কাসসং আদর্যং প্রসাদয়ামাহুঃ। হে মূনে! বিহিতা-
পরাধঃ পুত্রং পিতা বরা ক্রমতে তথা হে ভগবন্! কৃতাপরাধাঃ
তাং সরস্বতীং কস্যস্ব ॥ ১৩ ॥ অথ সরস্বত্যা মুনীন্দ্রেয় প্রসাদিতঃ
সম্প্রসন্নো ছুর্কাসাঃ শাপস্ত মোক্ষং দদৌ। কিং তদ্বিত্তি তত্রাহ
যদা মানুষশঙ্করস্ত শঙ্করাচার্যাক্রপেণাবতীর্ণস্ত সম্যক্ সাক্ষাপূর্বকং
দর্শনং স্তম্ভদাহমত্যা তবিবাদিনীভার্থঃ বিবাদিনী ॥ ১৪ ॥ সা সর-

তৎকালে চন্দ্রাননা সরস্বতী হাস্য করিয়া
ছিলেন। হাস্য করিবার কারণ এই—বর্ণ হইতে যে
সকল শব্দরাশি উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত শব্দরাশি
সরস্বতীর অঙ্গস্বরূপ। ইহাতে উগ্রশাসন ছুর্কাসা
মুনি, দহনসদৃশ নেত্রদ্বারা হাস্যকারিণী সরস্বতীর
উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়া অভিসম্পাত করি-
লেন। হে ছুর্কিনীতে! “তুই ত্বলে মনুষ্য
গৃহে জন্মগ্রহণ কর!” এইরূপ শাপ প্রদান
করিয়া সরস্বতী ভীতা হইলেন, এবং কি
উপায়ে ইহাকে প্রসন্ন করিব? তাহার উপায়
কি? এই সকল চিন্তা করিয়া হৃদয়ে ভয়-
সঞ্চার হইল। পরে বিবাদিনী হইয়া ছুর্কাসার পদ-

প্রান্তে পতিত হইয়া ক্রুদ্ধস্বভাব ছুর্কাসাকে প্রসন্ন
করিবার জন্য যত্ন করিলেন। ১১। ১২।

অনন্তর মুনিগণ সরস্বতীকে বিষয় দেখিয়া সেই
বিখ্যাত ক্রোধনশীল ছুর্কাসাকে আদরপূর্বক প্রসন্ন
করিতে লাগিলেন। হে মূনে! কৃতাপরাধ পুত্রকে
যে রূপ পিতা ক্ষমা করিয়া থাকেন সেইরূপ আপনিও
অপরাধিনী সরস্বতীকে ক্ষমা করুন। ১৩।

সরস্বতী ও মুনীন্দ্রেয়গণ তাঁহাকে এইরূপে প্রসন্ন
করিলে ছুর্কাসা মুনি শাপমোচনের সময় দেখা-
ইয়া দিলেন। এবং বলিতে লাগিলেন, যৎকালে
মনুষ্যমূর্তিধারী শঙ্করাচার্যের দর্শন হইবে তখনই তুমি
মানবীমূর্তি পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার দেবীমূর্তি-
ধারণ করিবে। ১৪।

শোণভৌয়েহুজনি বিপ্রকন্যা সৰ্বার্থবিৎ সন্মুখো-
পপন্ন। যন্তা বভূবুঃ সহজাশ্চ বিদ্যাঃ শিরো-
গতং কে পরিহৰ্ত্তমীশাঃ ॥ ১৫ ॥ সৰ্বাণি শাস্ত্রাণি
ষড়ঙ্গবেদান্ কাব্যাদিকান্ বেত্তি পরঞ্চ সৰ্বং । তন্মা

স্তি নো বেত্তি যদত্র বালা তস্মাদহুচ্চত্ৰপদং জনানাম্-
॥ ১৬ ॥ সা বিশ্বরূপং গুণিনং গুণজা মনোহভিরামং
হিঙ্গপুঙ্গবেভ্যঃ । শুশ্রাব তাক্যপি স বিশ্বরূপস্ত
স্মাত্তয়ো দর্শনলালসাহভূৎ ॥ ১৭ ॥ অস্তোত্তমদর্শন-

স্বতী শোণাখাননভ তীরে বিপ্রত বিষ্ণুমিত্রসংজ্ঞকত কন্তা-
জনি। তাহ বিলিঙ্গিত সৰ্ব্যমৰ্থাভেতীতি সৰ্ব্যার্থবিৎ সা চার্লো দর্শ-
ত গৈরুপপন্ন। যুক্তা চ। ভিন্নং বা পদং। যন্তাঃ পুনর্বিদ্যা ঋণ্যভূঃ-
সাম্যধর্মসংজ্ঞাস্তদ্বারো বেদাঃ, নিকা কন্নো বা করণজ্ঞো।
জ্যোতিষঃ নিকাকিরিতি ষড়ঙ্গানি, মীমাংসা ধর্মশাস্ত্রং জ্যায়-
পুরাণমিতি চতুর্দশ সহজাঃ সম্বোৎপন্ন। বভূবুঃ। অস্মাক্ষিরোগতং
শিরসি স্থিতং পরিহর্তুং কে সমর্থ্য ন কেহপি দুর্ভাসাদির ইত্যর্থঃ।
উ० ॥ ১৫ ॥ সৰ্বাণি সাধ্যাপাতঞ্জলবৈশেষিকভ্যাসমীমাংসাভেদা-
স্তাখ্যানি শাস্ত্রাণি ব্যাকরণানীনি ষড়ঙ্গানি ঋগাথীষেদান্
কাব্যনাট্যকাবীন পরমজ্ঞত সৰ্বং বেত্তি। কিং বহুনা অত্র জগতি

সরস্বতী শোণনদের তীরে বিষ্ণুমিত্রনামক ব্রাহ্ম-
ণের কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। সেই
কন্যা সকল শাস্ত্রের অর্থ জানিতেন এবং সর্ববস্তুর
অলঙ্কৃত ছিলেন। যাহার ঋক্, যজু, সাম এবং
অথর্ব এই চারিবেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ,
জ্যোতিষ এবং নিকাক্তি এই ষড়ঙ্গ; মীমাংসা, ধর্ম-
শাস্ত্র, মায় এবং পুরাণ এই চতুর্দশ প্রকার বিদ্যা,
সহিত উৎপন্ন হইয়াছিল। সরস্বতী শাপ প্রাপ্ত
হইলেন অথচ তাঁহার বিদ্যা সকল লুপ্ত না হইবার
একমাত্র কারণ এই যে, লোকের মস্তকमध्ये গাছ।
কিছু লেখা থাকে, তাহা পরিহার করিতে কেহই সমর্থ
নহে। সুতরাং দুর্ভাসা মুনি শাপ প্রদান করিয়াও
সরস্বতীর বিদ্যা বিলোপ করিতে পারেন নাই। ১৫।

সরস্বতী সাধ্যা, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, ন্যায়,

ভরতি যথাল। সরস্বতী ন জানাতি। যন্মাদেবং তস্মাৎ সা বালা
অত্র লোকে জনানামাশ্চর্য্যপ্রভূতা অতুৎ ইঙ্গবৎ ॥ ১৬ ॥
এবং সরস্বত্যাঃ প্রাহুর্ভাবমুপবর্ণা তত্রাবিবাহং বজ্রমুপক্রমতে। সা
গুণজা সরস্বতী বিশ্বরূপং যতুনাপরনামধেয়ং গুণিনং মনোহভি-
রামং হিঙ্গপুঙ্গবেভ্যঃ প্রতবতী। স গুণজো বিশ্বরূপস্তামপি গুণবতীঃ
সরস্বতীং মনোহভিরামাং হিঙ্গপুঙ্গবেভ্যঃ প্রতবান্। তস্মাৎ তয়ো-
র্দ্ব্যগুনসরস্বত্যো দর্শনলালসা জাতা উপেৎ ॥ ১৭ ॥ এ-

মীমাংসা এবং বেদান্তে শাস্ত্র, ব্যাকরণাদি ষড়ঙ্গ,
ঋগাদি চারিবেদ, কাব্য, নাটক প্রভৃতি ও অন্যান্য
সমস্ত শাস্ত্রই জানিতে পারিলেন। অধিক কি,
বালিকা সরস্বতী জানিতেন না এইরূপ কোন শাস্ত্রই
ছিল না। এই সমস্ত কারণে এই জগতে সেই
বালিকা সকল লোকেরই আশ্চর্য্য দারিনী হইয়া
উঠিলেন। ১৬।

গুণবতী সরস্বতী ব্রাহ্মণ প্রবরদিগের মুখ
হইতে শ্রবণ করিলেন যে, বিশ্বরূপ নামে (অবাস্তুর
নাম মণ্ডন) এক মনোরম গুণী লোক বিদ্যমান
আছেন। বিশ্বরূপও পরম্পরায় সেই কন্যার রূপ
লাবণ্য শ্রবণ করিলেন। সেই কারণে পরম্পরের
দর্শন স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল। পর-
স্পর পরস্পরের দর্শনাভিলাষী হইয়া অধিকতর
চিন্তা বশতঃ নিজাবস্থায় দর্শন এবং সন্তোষণ

লালসো তো চিন্তাপ্রকর্ষাদধিগম্য নিদ্রাম্ । অবাপা
সন্দর্শনভাষণামি পুনঃ প্রবুদ্ধো বিরহায়িতপ্তৌ ॥১৮
দিদৃক্ষমাণাবপি নেকমাণ্যক্শোভ্যবার্ত্তাহতমানসো
তো । যথোচিতাহারবিহারহীনৌ তনৌ তদুৎস
স্রগচ্ছপেতো ॥ ১৯ ॥ দৃষ্ট্ । তদীয়ো পিতরৌ
কদাচিদপৃচ্ছতাং তো পরিকর্শিতাকৌ । বপুঃ কৃশস্তে
মনসোহি প্যগর্বে ন ব্যাধিমীক্ষে ন চ হেতুমজ্ঞং ॥২০

ইক্কে হানেননভীষ্টযোগাভবন্তি দুঃখানি শরীর-
ভাজাম্ । বীক্ষে ন তো বাবপি বীক্ষমাণো বিনা
নিদ্রানং নহি কার্য্যজ্ঞম্ ॥ ২১ ॥ ন তেহতাপাচ্ছহ-
নস্ত কালঃ পরাবমানো ন চ নিঃস্বতা বা । কুটুম্ব-
ভারো ময়ি দুঃসহোহয়ং কুমারবৃত্তেস্তব কাইত্র পীড়া
॥ ২২ ॥ ন মৃত্যাবঃ পরিতাপহেতুঃ পরাজিতকর্বা

তৃত্যোস্তয়োশ্চিন্তনপ্রকর্ষান্নক্শান্নিকসন্দর্শনাদিকরোঃ প্রবোধ-
কালে বিরহায়িতপ্তাপো জাতঃ ইত্যাহ অজ্ঞোভ্রুতি ॥ ১৮ ॥
দ্রষ্টুমিচ্ছমানাবপি নেকমাণ্যক্শোভ্যবার্ত্তাহতমানসো
যথোচিতাহারবিহারবিহর্ত্তৌ পরস্পরস্রগচ্ছপেতৌ দুঃসহতাবা-
পতঃ ॥ ১৯ ॥ কদাচিতদীয়ো পিতরৌ পরিকর্শিতপরীয়ো
তো দৃষ্ট্ । পৃষ্টবত্তৌ । কিং তদিত্তি ভ্রাতৃহ । শরীরং তে কৃশঃ
মনসঙ্গাগর্ভতদেতং কিং নিমিত্তমহন্ত যোগং বা অন্যদৈ-
কনিমিত্তং নেকৈ ॥ ২০ ॥ নচ হেতুমজ্ঞমিত্যুক্তং বিবৃণোতি । ইষ্ট-

বিযোগাবনিষ্টসংযোগাচ্চ দেহবতাং দুঃখানি ভবন্তি । তো বাবপি
বীক্ষমাণো বিজাধ্যমাণোহয়ং ন বীক্ষে । তর্হি নিদ্রানং বিদৈন-
বৈতং ভাদিত্তি চেতস্ত নিদ্রানং কারণং বিনা হি প্রসিকং
কার্য্যত জ্ঞানম ভবতি । তন্মাত্তদন্তমেতন্নিদ্রানং যজ্ঞ্যমিত্যর্থঃ ।
আখ্যাং ॥ ২১ ॥ নিদ্রাজ্ঞান্যপি ন গম্যীক্যচ্চ তব বিবাহস্ত
কালোহপি নৈবাতিক্রান্তঃ । পরেভ্যোহপমানোহপি তব নান্তি ।
নির্ধনতাপি তে ন ভবতি । কিং চ কুটুম্বদুঃখমহো ভারোহপি ময়ি
বর্ত্ততেহন্তর্য্যত্র লোকে কা পীড়া ন কাপীত্যর্থঃ উপেনং ॥ ২২ ॥

করিয়া পুনর্ব্বার বখন জাগরিত হইত তখনই বির-
হানলে সন্তপ্ত হইত । উভয়েই দর্শন করিতে
ইচ্ছা করিত কিন্তু দর্শন ঘটয়া উঠিতনা । কিন্তু
স্বপ্নলব্ধ পরস্পরের আলাপে উভয়েরই হৃদয় অপ-
স্কৃত হইত এবং যথাযোগ্য আহার ও বিহার বর্জিত
হইয়া পরস্পর, পরস্পরের স্রগ হেতু শারীরিক
কৃশতা প্রাপ্ত হইয়াছিল । তদীয় জনক জননী উভ-
য়েকে কৃশাঙ্গ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার
শরীর কৃশ, মনে ও কোন গর্বে নাই, অতএব ইহার
কারণ কি ? । আমি কিন্তু তোমার রোগ কি অন্য
কোন নিমিত্ত দেখিতে পাইনা । ইক্কে বস্তুর বিয়োগে

এবং অনিষ্ট বস্তুর সংযোগে শরীরধারী ব্যক্তিদিগের
দুঃখ রাশি উৎপন্ন ইহয়া থাকে । আমি কিন্তু
সেই ইক্কে বিয়োগ কি অনিষ্ট সংযোগ এই
উভয়েরই কিছুই দেখিতে পাইনা । অথচ কারণ ভিন্ন
কার্য্যের উৎপত্তি হইতেই পারেনা । অতএব আমি
আপাততঃ যে কারণ দেখিতে পাইতেছি না তাহা
আমাকে বলিতে হইবে । তোমার বিবাহের কালও
অতিক্রম হয় নাই, পরেও তোমাকে কোনরূপ অপ-
মান করে নাই, এবং দুঃসহ কুটুম্ব ভরণের ভার
তাহাও আমার উপর অর্পিত আছে । অতএব বাসক-
যতাব তোমার কোনরূপ পীড়া হইবার কারণ দেখি
নাই । অপিচ সম্ভাপের কারণ মৃত্যাব এবং সম্ভাপের

তব তন্নিন্দনম্ । বিবৃৎস্থ বিস্পষ্টতরাং প্রপাঠাৎ
সুহৃৎস্বার্থাদপি তর্কবিদ্ভিঃ ॥ ২৩ ॥ আজ্ঞানো
বিহিতকর্ম্মনিবেষণস্তে স্বপ্নেহপি নান্তি বিহিতেভ্য-
কর্ম্মসেবা । তস্মায় তেরমপি নারকযাতনাভ্যঃ কিং
তে মুখং প্রতিদিনং গতশোভয়াস্তে ॥ ২৪ ॥
নির্বন্ধতো বহুদিনং প্রতিপাদ্যমানো বক্তুং কুপা-

কিক সন্তাপহেতু বৃত্ত্যবোধপি তব নান্তি । তথা সন্তাপস্ত কারণং
পরাজয়োহপি তব নান্তি । তত্র হেতুঃ বিবৃৎস্থ তর্কবিদ্ভিরপি সুহৃ-
ৎস্বার্থার্থো বস্ত তস্মাৎ সুহৃৎস্বার্থাদিতি কচিং পাঠঃ । তথা-
ভূতাবিস্পষ্টতরাং পাঠাভ্যন্তোঃ প্রেটপাঠাদিতি বা প্রপাঠা-
দিতি কচিং পাঠঃ ॥ ২৩ ॥ কিং চ তস্মাৎভুক্তি তব বেদবিহিতস্ত
কর্ম্মণঃ সম্যাক্ সেবনমন্তি বিহিতাদন্যস্ত কর্ম্মণঃ সেবা তু স্বপ্নে-
হপি তব নান্তি । তস্মায় নারকযাতনাভ্যোহপি ন বুরা ভেদভাঃ ।
তথাচ লোকবিতরহঃখিনিবন্ধস্ত তে মুখং শোভায়হিতং
কিমাভ্যন্তে কিং নিমিত্তমিত্যর্থঃ বসঃ ॥ ২৪ ॥ এবমভ্যন্তোহাদ
বহুদিননিমিত্তং বক্তুং কথ্যমানো মেহজন্তকুপাতিশয়যুক্ত্যে

কারণ পরাজয় ইহাও তোমার বিদ্যমান নাই ।
তাহার কারণ এই, পণ্ডিতদিগের মধ্যে তর্কিকেরা
তর্ক করিয়াও যাহার অর্থ বোধ করিতে অসমর্থ,
তুমি সুস্পষ্টরূপে তাহার অগ্রে পাঠ করিয়াছ ।
অতএব তোমার কোনপ্রকার পীড়ার কারণ
দেখিতে পাই না । আজ্ঞা বেদবিহিত কার্যের
অনুষ্ঠান ত্যাগ কর নাই, সুতরাং নরক যাতনা
হইতেও কোনরূপ ভয়ের আশঙ্কা নাই । তথাপি
কেন তোমার বদন শ্রীভক্ত হইয়াছে ? । ১৭ । ১৮ ।
। ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ ।

এইরূপে অতিশয় আগ্রহহেতু বহুদিনের কারণ

ভরসুতাবিদমূচতুঃ স্ব । নির্বন্ধতস্তব বদাধি
মনোমতং মে বাচ্যং ন বাচ্যমিতি যদ্বিতনোতি
লজ্জাম্ ॥ ২৫ ॥ শোণাখাপুন্দরতটে বসতো
বিজ্ঞস্ত কথ্য প্রতিঃ গতবতী বিজপুজবেভ্যঃ ।
সর্বজ্ঞতাপদমমুত্তমরূপবেবাং তাহুদ্বিবকতি
মনো ভগবন্মদীয়ম্ ॥ ২৬ ॥ পুত্রোপ সৌহৃতি-

শিক্তরো কর্ম্ম । মণ্ডনসুস্বত্যাবিদং বক্ষ্যমাণমূচতুঃ স্ব । কিমি-
ত্যপেক্ষারামানো মণ্ডনবচনমুদাহরতি । যদ্বাচ্যং ন বাচ্যমিতি
মে লজ্জাং বিস্তারয়তি কং স্বপ্ননসি দ্বিতং ভবাত্যাগ্রহাৎদামি
॥ ২৫ ॥ তদ্বর্ণয়তি শোণাখাপুন্দরতটে বাসং কুর্কতো
বিষ্ণুমিত্যাত্ত বিপ্রস্যা কথ্য সর্বজ্ঞতাজরত্বা অমুত্তমরূপ-
বেদবতী বিপ্রবরেভ্যঃ শ্রবণং প্রাপ্তবতী । অতো হে ভগবন !
মদীয়ঃ মনস্তানুগোচুমিচ্ছতি ॥ ২৬ ॥ এবমিতি বিনয়ঃ বধ্য-

বলিবার জন্য যে দুইজন সর্বদা নিযুক্ত, সেই স্নেহ-
ময় এবং কুপাপরবণ জনক জননীকে মণ্ডন এবং সর-
স্বতী বলিতে আরম্ভ করিলেন । তন্মধ্যে অগ্রে মণ্ডনের
বাক্য উদাহৃত হইতেছে, যে কথ্য আপনাদের সম্মুখে
বলিতে পারা যায় না তাহা বলিতে হইবে বলিয়া
প্রথমতঃ আমার লজ্জা হইতেছে । এক্ষণে আমার
মনোমধ্যে যাহা অবস্থিত, তাহাই আমি আপনার
আগ্রহাতিশয় দেখিয়া আপনার নিকট ব্যক্ত করি-
তেছি । শোণনামক নদীতটে বিষ্ণুমিত্রনামে একজন
ব্রাহ্মণ বাস করিয়া থাকেন । তাঁহার সর্বজ্ঞতার
আশ্রয় ও অনুপম রূপলাবণ্যবতী এক কথ্য আছে,
ইহা আমি বিজয়রসিগের মুখ হইতে শ্রবণ করি-
রাছি । অতএব হে ভগবন ! আমার চিত্ত তাহা-
কেই বিবাহ করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছে ।
। ২৫ । ২৬ ।

বিনয়ঃ গদিতোহম্বশাদৌ বিপ্রৌ বধুবরণকর্মণি
সম্পূবীণৌ । তাবাপতু দ্বিজগৃহং দ্বিজসন্নিদুক্ষু
দেশানভীতা বহুলাম্বিজকার্য্যাসিনৌ ॥ ২৭ ॥ ভূ-
মিক্তেনগবঃ প্রতবিম্বশাক্তঃ শ্রীবিম্বরূপ ইতি যঃ
প্রথিতঃ পৃথিবাম্ । তৎপাদপদ্যরজসে স্পৃহয়ামি

নিত্যং সাহায্যমত্র যদি তাত ! ভবান্ বিদধ্যাৎ ॥ ২৮ ॥
পুত্রো বচঃ পিবতি কর্ণপুটেন তাতৈ শ্রীবিম্বরূপগুরুণা
গুরুণা দ্বিজানাম্ । আজগ্যতুঃ স্ববসনৌ বিশদা-
ভযষ্ঠী সংপ্রেষিতৌ স্তবরোদহনক্রিয়ায়ৈ ॥ ২৯ ॥
তাবচ্য স দ্বিজবরৌ বিহিতোপচারৈরায়ানকারণ-
মথো শনৈকৈরপৃচ্ছৎ । শ্রীবিম্বরূপগুরুবাক্যত

ভবেত্তথা পুত্রেন কথিতঃ স হিমমিত্রো বধুবরণকর্মণ্যভিকুললৌ
রৌ বিপ্রৌ অম্বশাৎ প্রেরিতবান্ বধুবরণকর্মণ্যভিকুললৌ বা ।
রৌ নিজকার্য্যাসিনৌ বিম্বমিত্রদর্শনেন বহুলাম্ দেশাহ-
রজা বিম্বমিত্রগেহমবাপতুঃ ॥ ২৭ ॥ অখোভরভারতীবা-
দ্যদাহরতি । রাজতাননিবাসী অম্বশাৎ বিম্বরূপ ইতি
ভরৌ প্রথাতত্তত চরণরজসে স্পৃহ্যং করোমি । স্পৃহোন্নিভঃ

ইতি সম্প্রদানম্ । হে তাত ! যদাপ্যত্র তৎপাদপদ্যরজঃপ্রাপ্তৌ
ভবান্ সাহায্যং বিদধ্যাতুর্হি স্পৃহ্যং সফলা ভাবিতার্থঃ ॥ ২৮ ॥
এবং পুত্রো বচনং তাতৈ কর্ণপুটেন পিবতি সতি দ্বিজানাং
গুরুণা বিম্বরূপপিত্রা । হিমমিত্রেণ স্তবসোংকটবিবাকক্রিয়ায়ৈ
সংপ্রেষিতৌ বিশদাভযষ্ঠীভবনক্রিয়ায়ৈ স্তবরৌ রৌ ব্রাহ্মণা-
বাজগ্যতুঃ ॥ ২৯ ॥ স বিম্বমিত্রভৌ বিম্ববরৌ বিহিতোপ-
চারৈঃ সংপূজ্যায়ানস্তরং শনৈরাগমনকারণঃ পৃষ্টবান্ । শ্রীবিম্ব-

পুত্র এইরূপে অতিশয় বিনয় সহকারে মনো-
ভাব ব্যক্ত করিলে পর পিতা হিমমিত্র, বধুর
বরণকার্য্যে একান্ত দক্ষ দুইজন ব্রাহ্মণকে প্রেরণ
করিলেন। তাঁহারাও নিজকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত বিম্ব-
মিত্রের দর্শনাভিলাষী হইয়া বিবিধজনপদ অতিক্রম
করিয়া অবশেষে বিম্বমিত্রের গৃহে আসিয়া উপস্থিত
হইলেন । ২৭ ।

উভয় ভারতীর কথা উদাহৃত হইতেছে । রাজ-
স্থান নিবাসী সমস্তশাস্ত্রের পারদর্শী শ্রীবিম্বরূপ নামে
ধরাতলে একজন বিখ্যাত লোক বাস করেন । আমি
তাঁহার পাদপদ্ম পরাগের জন্য নিত্য বাসনা কর-

তেছি । পিতা : । যদ্যপি আপনি তাঁহার পাদপদ্ম জ-
রজঃপ্রাপ্তি বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য করেন তাহা
হইলে আমার বাসনা ফলবতী হয় । ২৮ ।

তনয়ার এইরূপ বাক্য পিতা শ্রবণশ্রুত্বারা পান
অর্থাৎ শ্রবণ করিলে পর ব্রাহ্মণদিগের গুরু শ্রীবিম্ব-
রূপের পিতা অর্থাৎ হিমমিত্রের, পুত্রের বিবাহ
কার্য্যের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়া শুভবসনধারী ও সুরমা
যষ্টিধারী দুইজন ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন
। ২৯ ।

বিম্বমিত্র দুইজন ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য উপ-
চারে পূজা করিয়া অনন্তর ধীরভাবে আগমনের
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 'বিম্বরূপের পিতা হিম-

আগতো স্ব ইত্ৰাচতু বরগকর্ণাণি কন্ডকায়াঃ ॥ ৩০ ॥
সংপ্রেষিতৌ শ্রুতবয়ঃকুলবৃত্তধর্মৈঃ সাধারণীং
শ্রুতবতা স্বহৃদস্য তেন। যাচাবহে তব হৃতাং
বিজ্ঞ তন্ত্বে হেতোরশোনাংসংঘটনমেতু মণিহরম্
তৎ ॥ ৩১ ॥ যত্নং তদুত্তমভিরোচত এব বিশ্রো

তপস্ত পিতৃ কীৰ্ত্ত্যং কন্ডকা বরগকর্ণাণ্যমাগমনং কৃতবন্তা বিত্ৰা-
চতুঃ ॥ ৩০ ॥ শ্রুতেন শাস্ত্রশ্রবণেন কুলেন বৃত্তৈ বৃত্তিভিষ্ক-
রিত্তৈ বা ধর্মৈশ্চ স্বহৃদস্ত সাধারণীং সমানং তব হৃতাং শ্রুত-
বতা তেন শ্রীবিষকপদ্রুপা তন্ত্বে শ্রীবিষকপস্ত হেতো তব-
হৃতাং যাচাবহে। তে বিজ্ঞ। তিমমিত্তমুৎসেইব যাচুঃ করবাব।
তন্মাত্ মণিহরম্যোক্তনজঘটনং পরম্পরসম্বন্ধমেতু প্রায়োতু।
তন্ত্বে হেতোরিত্যন্ত তন্মাত্ কারণাদিতি বার্থঃ। নিমিত্তপার্থ্য-
প্রয়োগে সর্কাসাং প্রায়দর্শনমিতি বচনাৎ যজী ॥ ৩১ ॥

মিত্রের বাক্যে কন্যার বরণ কার্যে আমরা দুইজন
আসিরাছি, তাঁহারা বিষ্ণুমিত্রের নিকট এই কথা
বাক্ত করিলেন। ৩০।

শাস্ত্র শ্রবণ, শ্রবন্তকুল, চরিত্র ও ধর্মদ্বারা আপ-
নার কন্যাকে নিজপুত্রের সদৃশী আবেণ করিয়া বিশ্ব-
রূপের জন্য তাঁহার পিতা আমাদের দুইজনকে
প্রেরণ করিয়াছেন। সেই কারণে আমরাও আপনার
কন্যাকে তাঁহার পুত্রের জন্য যাচুঃ করিতে
আসিরাছি। অতএব হে হিমমিত্র! মণিহরগল পর-
স্পর সম্বন্ধে আবদ্ধ হউক। ৩১।

পৃষ্ঠা। বধুঃ মম পুনঃ করবাণি নিত্যম্। কন্ডা-
প্রধানমিদমাপততে বধুযু নোচেদমু বাসনসক্তিযু
পীডয়েমুঃ ॥ ৩২ ॥ ভাধ্যামপৃচ্ছদথ কিং করবাব
তন্ত্বে। বিশ্রো বরীজুমনসৌ খলু রাজগেহাৎ। এতাং

এবমুক্তো বিষ্ণুমিত্র উবাচ। তে বিশ্রো! বদ্যাপি তেন হিম-
মিত্রেণোক্তং যত্নং রোচত এব তথাপি নিজবধুং পৃষ্ট। তদুত্ত-
করবাণি। বদ্যাপিৎ কন্ডাপ্রদানং বধবধীনমেব নিত্যং ভবতি।
নোচেদমমুতাতাবে বাসনপ্রাপ্তিযু কন্ডায়া দুঃখপ্রাপ্তিযু
অমু বধঃ পীডয়েমুঃ ॥ ৩২ ॥ অধানন্তরং ভাধ্যাং পৃষ্টবান্
হে তন্ত্বে! তব বা পুত্রহৃদ্যাকঙ্কান্তি তাং বরীজুমানৌ খলু
রাজ গেহাদেহত্যাগতো। এতরোরাগমনং তদ্রকরামিতি সং-
ধনাস্থঃ। তন্ত্বে কিং করবাব কিং দেয়া ন দেয়া বা তন্মাত্ পক্ষ-

ইহা শুনিয়া বিষ্ণুমিত্র বলিতে লাগিলেন, হে
ব্রাহ্মণযুগল! হিমমিত্রের বচন আমার অত্যন্ত
রুচিজনক, তথাপি একবার আমার গৃহীণীকে
জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার উক্তবাক্য প্রতিপালন
করিব। তাহার কারণ এই, এই কন্যা সম্প্রদান
কার্য্য স্ত্রীলোকদিগেরই নিয়ত অধীন। নচেৎ অর্থাৎ
যদি আমি পত্নীর অনুমতি না লই, তাহা হইলে
ভবিষ্যতে কন্যা যদি কোন বাসন প্রাপ্ত হয়, তখন
এই সকল স্ত্রীলোকে রাই যথেষ্ট তিরস্কার প্রদান
করিবেক। ৩২।

অনন্তর ভাধ্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তন্ত্বে!
তোমার যে এক পুত্রসদৃশ কন্যারত্ন আছে তাহার
বরণ কামনা করিয়া রাজগৃহ হইতে দুই জন ব্রাহ্মণ
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ বিষয়ে আমাদের
কর্তব্য কি? দান করিব? কি করিব না? অতএব

সুতাং সুতনিভা তব বাহুস্তি কন্যা ত্রিহি স্বমেকমমুমায়
পুন ন বাচ্যম্ ॥ ৩৩ ॥ দূরে স্থিতিঃ প্রতবয়ঃকুল-
পিতৃজাতং ন জ্ঞায়তে তদপি কিং প্রবদামি তুভ্যম্ ।
বিতাহিতায় কুলবৃত্তসম্বিতায় দেয়া সুতেতি

বিদিতং ক্রতিলোকদোশ ॥ ৩৪ ॥ নৈবং নিয়ন্ত-
মনবে ! তব শক্যমেততাং কল্পিণী বহুকুলায়
কুলস্থলশে । প্রাদাৎ স ভীষ্মকনৃপঃ ধনু কুণ্ডিনে-
স্তীর্থাপদেশমটতে স্বপরীক্ষিতায় ॥ ৩৫ ॥ কিং
কেন সঙ্গতমিদং সতি মাষিচারী ধৌ বৈদিকীং সর-

যয় একমমুমায় সম্যক জ্ঞায়া ত্রিহি । বতো দেয়েত্যাক্ । নেতি
দেয়েতি পুন ন বক্তব্যং সঙ্কং কত্যা প্রদীয়ত ইত্যাদিস্বতঃ ॥ ৩৩ ॥
এবং পৃষ্ঠা বিষ্ণুমিত্রভাষ্যোবাচ । প্রথমং স্থিতি দূরে তথা
যত জ্ঞাতব্যঃ প্রতবয়ঃকুলবৃত্তজাতং তদপি ন জ্ঞায়তেতত্তত-
মঃ কিং প্রবদামি । বিতাহিতায় কুলেন বুজেনাবীতেন শীলেন
বৃত্তা চ সম্বিতায় কত্যা প্রদেয়া ইতি তু কুলং চ শীলং চ বয়স-
রূপং বিদ্যা চ বিত্তং চ সনাথতা চ । এতান্ গুণান্ সপ্ত পরীক্ষা
দেয়া কন্যা বুধৈঃ শেষমচিক্তরীমিত্যাদিস্বতঃকৃত্যতঃকৃত্যো লোকে
চ বিদিতমেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ এবমুক্তো বিষ্ণুমিত্র আহ । হে অনবে !

তবৈতরৈবং নিয়ন্তং শকাঃ বতো বহুগোত্রায় কুলস্থলীং দাব-
কামিট ইতি কুলস্থলীটু তস্মৈ তীর্থব্যাজং যথাতত্ত্বা অটতে
অপরীক্ষিতায় চ ত্রীকক্ষায় তাং প্রসিদ্ধাং কল্পিণীং কুণ্ডিনাথানগ-
রেণো ভীষ্মকভিগো নৃপঃ প্রাদাৎ । ধনু প্রসিদ্ধং তথাচ লোক-
প্রসিদ্ধাংপারীক্ষিতায় সুতা ন দেয়েত্যেকমমুমায় ন শক-
মিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ নহু ত্রীকক্ষ পরমেশ্বরেন প্রখ্যাতত্বাদত

তুমি এই উভয় পক্ষের মধ্যে এক পক্ষ উত্তমরূপে
অবলম্বন করিয়া বল । কারণ একবার দান করিব
বলিলে 'দিব না' আর বলিবার ক্ষমতা থাকিবে না ।
। ৩৩ ।

এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুমিত্রের ভাৰ্য্যা বলিতে
লাগিল । প্রথমতঃ দূরে অবস্থান, এবং শাস্ত্র, বয়স-
ক্রম, কুল ও চরিত্রে যে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় আছে
তাহাও কিছু জানা যাইতেছে না । অতএব আমি
আপনাকে কি বলিব । যাহার ধন, কুল ও চরিত্রে
উত্তম করিয়া বিখ্যাত আছে তাহাকেই কন্যা প্রদান
করিবে ইহা শাস্ত্রে ও লোকে বিদিত আছে । শাস্ত্রে
এইরূপ লেখা আছে যে, কুল, শীল, বয়স, রূপ,
বিদ্যা, ধন ও সহায় এই সাতটি গুণ পরীক্ষা করিয়া

কন্যাপ্রদান করিবে, তাহার পর অবশিষ্ট বিষয়ের
জন্য চিন্তা করিবার কোন আবশ্যকতা নাই । ৩৪ ।

ভাৰ্য্যার কথাবসানে বিষ্ণুমিত্র বলিলেন, হে
শুদ্ধচারিণি ! তুমি এরূপ কোন একটা বিশেষ নিয়ম
করিতে পার না । কারণ বহুগোত্রোৎপন্ন দ্বারকাপতি
ত্রীকক্ষ যখন তীর্থস্থলে ভ্রমণ করেন তাঁহার বিশেষ
রূপে কুলশীলাদি পরীক্ষিত না হইলেও কুণ্ডিন-
নগরাধিপতি ভীষ্মক রাজা সেই প্রসিদ্ধ কন্যা
কল্পিণীকে দান করিয়াছিলেন । অতএব জগতে
বিখ্যাত হইলে অথচ যদি কুলশীলাদি না জানিতে
পারা যায় তথাপি তাহাকে কন্যাদান করিবার কোন
বাধা নাই । ৩৫ ।

ত্রীকক্ষ পরমেশ্বর এবং ইনি মনুষ্য এরূপ
আশঙ্কা করিওনা । কাহার সহিত কি বস্ত্র সঙ্গত

শিষ্যপ্রহতাং প্রযত্নাৎ । প্রাতিষ্ঠপং স্তুগততুর্জয়নির্জ-
য়েন শিষ্যং যমেনমশিষং স চ ভট্টপাদঃ ॥৩৬॥ কিং
বর্ণ্যতে স্তুতি । যো ভবিতা নরো নো বিদ্যাধনং দ্বিজ-
বরস্ত ন বাহুবিন্দুঃ । বাহুস্নেহি সন্ততমন্তদিগন্ত-
ভাজং যাং রাজচোরবনিতা ন চ হতুর্মীশাঃ ॥৩৭॥

তু মনুষ্যস্বেন একত্বাৎ কিং কেন সন্ততমিত্যাশঙ্ক্যাহ হে সতি !
কিং কেন সন্ততমিতি বিচারঃ বাক্যে যতোঃসমপ্যুতি প্রসিদ্ধভট্ট-
পাদমুখ্যশিষ্যস্বেন প্রসিদ্ধ ইত্যাহ । যঃ স্তুগতানাং মধ্যে বে
তুর্জয়ান্তেবাং নির্জয়েন বৈদিকীং সৰণিং সমগ্রাং প্রযত্নাৎ
প্রকর্ষণে স্থাপিতবান্ । স অতিপ্রখ্যাতো ভট্টপাদো যমেনং
বিশ্বরূপং শিক্ষিতুং যোগাৎ শিক্ষিতবান্ ॥৩৬॥ যো বিশ্ব-
রূপো নোৎসাহকঃ বরঃ কতার্থঃ বরগীয়ো ভবিতা ভবিষ্যতি ।
স হে স্তুতি ! কিং বর্ণ্যতে বর্ণিতুমশক্য ইত্যর্থঃ । বিদ্যা-
বতো বিশ্বরূপস্তোৎকৃষ্টবোধনার্থং বিদ্যোৎকর্ষঃ নিরূপয়তি ।
যতো দ্বিজশ্রেষ্ঠস্ত বিদ্যেব ধনং ন তু বাহুবিন্দুঃ । বা বিদ্যা দিগন্তং
ভক্তীতি দিগন্তত্বাক্ তং সন্ততং নিরন্তরং অয়েতি । যাং
রাজচোরবনিতা হতুঃ ন সমর্থাঃ ॥৩৭॥ হে বধু ! অর্জন-

হইয়াছে এইরূপ বিচারও করিও না । কারণ ইনি
অতিপ্রসিদ্ধ ভট্টপাদের প্রধান শিষ্য বলিয়া বিখ্যাত ।
যে ভট্টপাদ, বৌদ্ধদিগের মধ্যে বাহারা তুর্জয় ছিল,
তাহাদিগকেও বিশেষরূপে জয় করিয়া সমগ্র বৈদিক
পদ্ধতি প্রযত্নে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন তিনিই
এই বিশ্বরূপকে শিক্ষাপ্রদান করেন । ৩৬ ।

হে স্তুতি ! আমাদের কন্যার যে বরগীয়
হইবে তাহার বিষয় আর কি বর্ণনা করিব । ধনের
কোন প্রয়োজন নাই । কারণ ব্রাহ্মণের বিদ্যাই
অমূল্য ধন, বাহুধনের কোন আবশ্যকতা নাই ।
যে বিদ্যা অনন্ত দিগন্ত ব্যাপী বিদ্বান্ লোকের নির-
ন্তর অনুগত থাকে, রাজা চোর ও কামিনী যে

বধূর্জনাননপরিব্যয়গানি তানি বিভ্রানি চিত্ত-
মনিশং পরিবেদয়ন্তি । চৌরান্ রূপাং স্বজনতশ্চ
ভয়ং জনানাং শম্যেতি জাহু ন গুণঃ খলু বালিশস্ত ॥
৩৮ ॥ কেচিদ্ধনং নিদধতে ভূমি নোপভোগঃ
কুর্বন্তি লোভবশগা ন বিদন্তি কেচিৎ । অশ্বেন
গোপিতমথান্যজনা হরন্তি তচ্চেষদৌপরিসরে জল-

পালনপরিব্যয়গোচরীভূতানি লোকপ্রসিদ্ধানি বিভ্রানি চিত্তং
পরিবেদয়ন্তি খলু প্রসিদ্ধাঃ । যতো লৌকিকবিত্তানাং চোরা-
দিত্যো ভয়মতো বালিশস্ত বিদ্যাহীনস্ত নৃথস্ত স্তুতসংজ্ঞকো
গুণঃ কদাপি নাস্তি ॥ ৩৮ ॥ কিং চ কেচিল্লোভবশবর্তিনো ধনং
ভোগেচ্ছাকালে নৈব সন্ততে । কিং চ অন্যান্য গোপিতং অনা-
জনা হরন্তি । তদ্ধনং নদ্যাঃ পরিসরে তীরে গোপিতক্ষেত্রেই জল-
মেব হতুঃ । তৎপ্রাচীনেকত্বঃখলংমিশ্রবাহুবিন্দুঃ ভতোহপেক্ষয়া

বিদ্যা হরণ করিতে পারে না, তিনি সেই বিদ্যার
পারদর্শী । ৩৭ ।

হে শক্তি ! ধনের অর্জন, পালন ও ব্যয় এই
তিনপ্রকার স্বধর্ম্য । সুতরাং ঈদৃশ অভাবাক্রান্ত ধন,
অনবরত চিন্তের ক্ষোভবর্ধন করিয়া থাকে । চোর
নরপতি ও স্বজন হইতে লৌকিক ধনের সর্বদাই
শঙ্কা বিদ্যমান আছে বলিয়া বিদ্যাহীন অজ্ঞ-
লোকের সুখ নামক গুণ পদার্থ একবারেই ঘটে না ।
কেহ কেহ ভূমি খনন করিয়া ধন স্থাপিত করিয়া
রাখেন, কিন্তু উপভোগ করিতে পারেন না । কেহ বা
এইরূপে ধন, ভূমিতে, স্থাপিত করিয়া রাখেন যে,
উপভোগকালে লাভকরিতে পারেন না । মধ্যে মধ্যে
এমনও দেখা গিয়া থাকে একজন একস্থানে
গুপ্তভাবে ধন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, অপরে তাহা
হরণ করিয়া সুখে উপভোগ করিয়া থাকে । আবার

মেব হর্ষ ॥ ৩৯ ॥ সৰ্ব্বাঙ্গনা দুহিতরো ন গৃহে
বিধেয়াস্তাশ্চেৎ পুত্রা পরিণয়াজ্ঞত উদগতঃ স্যাদ্ ।
পশ্চেন্নুরাজ্জপিতরৌ বত পাতয়ন্তি দুঃখেযু ঘোরন-
রকেষিতি ধর্মশাস্ত্রং ॥ ৪০ ॥ মাতৃদয়ং মম স্মৃতা
কলহঃ কুমারীঃ পৃচ্ছাব সা বদতি যৎ ভবিষ্য
বরোহস্যঃ । এবং বিধায় সময়ং পিতরৌ কুমার্যা

অভ্যাসমীয়তুরিতো গদিতেক্তকার্যো ॥ ৪১ ॥
ঐবিশ্বরূপগুরুণা প্রহিতৌ বিজ্ঞাতৌ কন্যার্থিনৌ
সুতসু । কিং করবাব বাচাম্ । তস্তাঃ প্রমোদনিচরো
ন মর্মো শরীরে রোমাঞ্চপূরমিষতো বহিরুজ্জগাম ॥
৪২ ॥ তেনৈব সা প্রতিবচঃ প্রদদৌ পিতৃভ্যাং
তেনৈব ভাবপি তয়ো যুগলায় সতাম্ । আদায়

বিদ্যাদানবসমেব প্রেমমিতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥ কিঞ্চ সৰ্ব্বাঙ্গনা
সর্বপ্রকারেণ দুহিতরো গৃহে নৈব স্থাপনীয়ঃ । বিপক্ষেদোষবাহ
তা দুহিতরো বিবাহাৎ পূর্বে সমাহরণজং রজঃ পশ্চেন্নুঃ চেভদা
দুঃখেযু ঘোরনরকেষু পাপিতরৌ পাতয়ন্তীতি ধর্মশাস্ত্রং । তথা-
চোক্তং—পিতৃগৃহে তু বা কন্যা রজঃ পশ্চেন্নসংস্কৃতা জগদা তৎ-
পিতা জ্ঞেয়ো বুধলী সা চ কন্যকেতি ॥ ৪০ ॥ মাতৃদয়ং কলহঃ
কুমারীঃ পৃচ্ছাব । সা মম স্মৃতা যৎ বদতি স কন্যা বরো ভবি-
ষ্যতি । এবং সঙ্কেতং বিধায় পিতরাবস্থানং স্থানং কুমার্যাঃ

সমীপমীয়তুঃ কথ্যতুঃ । গদিতং কথিতমিতি কার্যং বাচ্যং তৌ
॥ ৪১ ॥ গতা বহুত্ববস্তৌ তদ্বর্ণনম্ । ঐবিশ্বরূপগুরুণা
হিমমিত্রেন কন্যার্থিনৌ যৌ বিপ্রৌ প্রেমিতৌ । ৫ সুতসু ! সু-
দেহে ! কিং করবাব বাচাম্ । বদাব্যভ্যাং ক্তব্যং কন্যারৈব বক্তব্য-
মিতিার্থঃ । এবং শ্রেষ্ঠঃ প্রভবভাত্যস্তাঃ শরীরে প্রমোদ-
সমুদায়ো ন মর্মো । কিন্তু রোমাঞ্চব্যাধেন বহিরুজ্জগাম ॥
৪২ ॥ তেনৈব রোমাঞ্চমিবেণ বহিরুজ্জগতেন প্রমোদনিচ-
য়েন সা উত্তরভারতী পিত্রে মাত্রে চ প্রভূতরং প্রদদৌ ।
পিতরাবপি তেনৈব রোমাঞ্চমিবেণোপগতেন প্রমোদনিচয়েন

যদি তাহা নদীর তীরে খনন করিয়া রাখিয়া আসে
তবে জলই পুনর্ব্বার তাহা হরণ করিয়া থাকে ।
। ৩৮ । ৩৯ ।

অধিকন্তু সর্বপ্রকারে কন্যাকে কখন গৃহে
রাখিবে না । যদি বিবাহের পূর্বে আপনা হইতে
রজ উদগত হয় এবং সেই রজ যদি তাহার দর্শন
করে, তাহা হইলে দুহিতারা আপনার পিতা-
মাতাকে ঘোর নরকে পতিত করিয়া থাকে,
ইহাও ধর্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । ৪০ ।

অথবা কন্যা সম্মুখে একরূপ কলহ করিবার কোন
প্রয়োজন নাই । আমরা দুই জনে এখনই যাইয়া
কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিব, “সে যাহাকে বলিবে
সেই তাহার বর হইবে।” এইরূপ সঙ্কেতপূর্ব্বক

আজ্ঞাবাসনা প্রকাশ করিয়া তথা হইতে কন্যার
পিতা মাতা কন্যা সমীপে গমন করিলেন । ৪১ ।

তঁাহারা যাইয়া বলিলেন, হে সুগাত্রি ! বিশ্বক-
পের পিতা হিমমিত্র, কন্যানুসন্ধানের নিমিত্ত দুইজন
ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়াছেন । আমরা এক্ষণে দুই-
জনে কি করিব ? আমাদের যহা করিতে হইবে
তুমি তাহা ব্যক্ত কর । এইরূপ নিজ প্রিয়বার্তা
শ্রবণ করিয়া কন্যার প্রমোদ রাশি শরীরে স্থান
পাইল না, কিন্তু রোমাঞ্চ ছলে তাহা বাহিরে
আসিয়া উদগত হইল । ৪২ ।

গুণবতী কন্যা উত্তরভারতী, সেই উদগত-
রোমাঞ্চ ছলে পিতা এবং মাতাকে প্রভূতর প্রদান

বিপ্রমপরং পিতৃগেহতোহস্তান্তো জগতু দ্বিজবরো
অনিকে গনায় ॥ ৪৩ ॥ অস্মাক্তুর্দশদিনে ভবতা
দশম্যাং যামি রভাদিশুভযোগযুতো মুহূর্ত্তঃ । এবং
বিলিখ্য গণিতাদিনু কৌশলাস্তা ব্যাখ্যাপরায় দিশ-

তয়োর্কিপ্রয়ো যুগলায় সত্যং প্রভাত্তরং নদভুরিতি বিপরিণা-
মেন লব্ধঃ । তদনন্তরমস্যাঃ পিতৃগেহাদন্তং বিপ্রমাদায় তৌ
দ্বিজবরৌ স্বগৃহায় জগতুঃ ॥ ৪৩ ॥ গণিতাদিনু কুশলমেব
কৌশলমাসাং মুখং যসাঃ সা সরস্বতী অস্মাদ বর্তমানদিনা-
ক্তুর্দশদিনে দশম্যাং তিথৌ যামি ত্রয়মক্ষত্রং লগ্নমক্ষত্রাক্তুর্দশ-
মাদিপদাক্তুর্দশদিনে বা সপ্তমং স্থানং গৃহতে । তস্মিন্ শুভানাং
চন্দ্রাদীনাং যোগন্তেন যুক্তৌ মুহূর্ত্তৌ তথিয্যভৌত্যেবং বিলিখ্য
ব্যাখ্যাপরায় লগ্নপত্রব্যাখ্যানকণ্ডে স্বত্রাক্ষণ্যং দিশতিস উপ-

করিলেন, কিন্তু বাচনিক কিছুই বলিলেন না ।
উভয়ভারতীর পিতা মাতাও সেই দেহোদ্ধৃত রোমাঞ্চ
সমূহে বিব্রস্ত হইয়া ব্রাহ্মণ যুগলকে সত্য প্রভা-
ত্তর প্রদান করিলেন । এবং সেই ব্রাহ্মণযুগল,
অন্য একজন ব্রাহ্মণকে সমাভিষাহারে লইয়া
কন্যার পিতৃভবন হইতে স্বীয় সদনে গমন করি-
লেন । ৪৩ ।

গণিতাদি শাস্ত্রে কুশলমুখী সরস্বতী, নিম্নলিখিত
শুভলগ্নে বিবাহ হইবে এবং তন্নিমিত্ত লগ্নপত্র লইয়া
আপনার তথায় যাইতে হইবে এই কথা বলিয়া স্বীয়
ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিয়া পাঠাইলেন । যথা—‘এই
বর্তমান দিবস হইতে চতুর্দশ দিবসে দশমী-
তিথিতে যামি ত্রয় নক্ষত্র, লগ্ন নক্ষত্র হইতে চতুর্দশ ।
অথবা আদিপদে চন্দ্র হইতে কিংবা লগ্ন হইতে যে
সপ্তম স্থান তাহাই গ্রাহ্য । তাহাতে যদি কোন

তিস্ম সরস্বতী সা ॥ ৪৪ ॥ তৌ হৃষ্টপুষ্টমনসৌ
বিহিতেককার্যৌ ত্রিবিধরূপগুরুভূতমৈক্ষিযাতাম্ ।
সিদ্ধং সমীহিতমিতি প্রথিতামুভাবো দৃষ্টেব তন্মুগ-
মসাবধ নিশ্চিকায় ॥ ৪৫ ॥ অন্তঃ স্বহস্তগতপত্রম-
দাপি পত্রং দৃষ্ট্ৰ জহাস হৃথবারিনিধৌ মমজ্জ ।
বিপ্রান্ যথোচিতমপূজদাগতাংস্তান্নত্বাংশুকাদিভিরয়-

দিশে ॥ ৪৪ ॥ বিহিতেককার্যৌ হৃষ্টপুষ্টমনসৌ তৌ বিপ্রা-
বুত্তমঃ বিধিরূপগুরুং দৃষ্টবন্তৌ । অখানন্তরং প্রণিতঃ প্রথাতো-
হুভাবঃ প্রভাবো যস্য স বিধিরূপগুরুস্তয়ো মুখং দৃষ্টেব সমী-
হিতমভিলষিতং সিদ্ধমিতি নিশ্চয়ঃ কৃতবান্ ॥ ৪৫ ॥ অন্তো
বাভ্যাং ইতরৌ বিষ্ণুমিত্রপ্রেরিতৌ ব্রাহ্মণঃ স্বহস্তে পিতৃ-
দত্তবান্, হিমমিত্রঃ পত্রং দৃষ্ট্ৰ জহাস হৃথসমুদ্রে মমজ্জ । আগতাং

শুভগ্রহ চন্দ্রাদির যোগ হয় এবং যে মুহূর্ত্ত সেই
শুভগ্রহযুক্ত হইবে, তাহাতেই বিবাহ হইবার
কথা । ৪৪ ।

অভীষ্টকার্য সম্পন্ন করিয়া প্রথমেই তাঁহাদের মন
অত্যন্ত হৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে সেই সর্ব-
গুরুশ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপের পিতাকে দর্শন করিলেন ।
মহামুভাব হিমমিত্র তাঁহাদের মুখ দেখিয়াই মনে
মনে নিশ্চয় করিলেন যে অভীষ্ট কার্য সম্পন্ন হই-
য়াছে । ৪৫ !

তাঁহাদের দুইজন বাতীত বিষ্ণুমিত্র প্রেরিত তৃতীয়
ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে স্বহস্ত দ্বিত্ব একখানি পত্রপ্রদান
করিলেন । তাহা দেখিয়া তিনি হাস্য করিলেন এবং
স্বথ-সিদ্ধ জলে নিমগ্ন হইলেন । এবং তৎকালে হিম-
মিত্র, সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে তুলত ও বহুমূল্য
বস্ত্রাদি দ্বারা যথাযোগ্য পূজা করিলেন । ৪৬ ।

বহুবিললভৈঃ ॥ ৪৬ ॥ পিত্রানুষ্ঠিতবস্তুধাম-
রশংসিতেন বিজ্ঞাপিতঃ স্বধর্মবাপ স বিশ্বরূপঃ ।
কার্য্যাণ্যথাহ পৃথগানুজ্ঞানান্ সমেতান্ বন্ধুপ্রিয়ঃ
পরিণয়োচিতসাধনায় ॥ ৪৭ ॥ মৌহুর্তিকৈ বহু-
ভিরেতা মুহূর্ত্তকালে সন্দর্শিতে দ্বিজবরৈ বহুবিস্তি-
রিতৈঃ । মাজ্জল্যবস্ত্রসহিতোহখিলভূষণাঢ্যঃ স প্রাপ-
দক্ষততমুঃ পৃথু শোণতীরম্ ॥ ৪৮ ॥ শোণস্য তীর-

মুপযাতমুপাশৃণোং স জামাতরং বহুবিধং কিল
বিষ্ণুমিত্রঃ । প্রত্যাঙ্কগাম যুমুদে প্রিয়দর্শনেন প্রাবী-
বিশদগৃহমমুং বহুবাদ্যঘোষৈঃ ॥ ৪৯ ॥ দক্ষাসনং
মুদুবচঃ সমুদীর্ঘ্য তস্মৈ পাদ্যং দদৌ সমধুপর্কমনর্ঘ্য-
পাত্রে । অর্ঘ্যং দদাবহমিরং তনয়া গৃহাস্তে গানো
হিরণ্যমখিলং ভবদীয়মুচে ॥ ৫০ ॥ অশ্মাকমদা
পবিতং কুলমাদৃতাঃ শ্মাঃ সন্দর্শনং পরিণয়ব্যপ-

তান্ বিপ্রান্ নত্বাহং হিমমিত্রো বহুবিললভৈ বহুবিস্তি-
যোগ্যং পূজিতবান্ ॥ ৪৬ ॥ অনুশিক্ষিতব্রাহ্মণকথিতেন পিত্রা
প্রবোধিতো বিশ্বরূপঃ স্বধর্মবাপ । অধীনস্তরং বিবাহে বহুচিতং
হিমমিত্রেণ ভক্ত সাধনায় সমেতান্ সমাগতান্ বন্ধুপ্রিয়ো বিশ্বরূপঃ
কার্য্যাণ্যবশ্যকর্তব্যানি পৃথক্ পৃথক্ যথাযোগ্যং প্রাহ ॥ ৪৭ ॥
মুহূর্ত্তশাস্ত্রবিদ্বি বহুভৈ বহুভিরিতৈ দ্বিজবরৈরাগত্য সন্দর্শিতে
মুহূর্ত্তকালে মাজ্জল্যবস্ত্রভূষণাঢ্যঃ স কলভূষণসম্পন্নোহবিকলদেহো
বিশ্বরূপো বিশালং শোণতীরং প্রাপ্তবান্ ॥ ৪৮ ॥ শোণতীরমুপা-

গতং বহুপ্রকারযুক্তং জামাতরং স বিষ্ণুমিত্র উপাশৃণোং । শ্রব-
চ প্রত্যাঙ্কগাম প্রিয়দর্শনেন যৌগিক প্রাপ । ততোহমুং জামা-
তরং বহুবাদ্যঘোষে গৃহং প্রবেশিতবান্ ॥ ৪৯ ॥ আসনং
দত্ত্বা কোমলং বচনমুদীর্ঘ্য তস্মৈ বিশ্বরূপায় পাদ্যং দদৌ । মধুপর্ক-
সম্ভিতমর্ঘ্যকামূল্যপাত্রে দদৌ । অহমিরং তনয়া তে গৃহা গানো
হিরণ্যমখিলং ভবদীয়মিত্যুক্তবান্ ॥ ৫০ ॥ অদ্যাম্যাকং কুলং
পবিত্রিতং বরকাদৃতাঃ শ্মাঃ । বিবাহব্যাজাং সন্দর্শনং জাতং নো-

অনুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ আদিয়া বাহা বলিয়াছেন,
হিমমিত্র, পুত্রকে তাহাই বলিলেন । তাহা শুনিয়া
বিশ্বরূপ বৎপরোনাস্তি হুখী হইলেন । এবং বিবা-
হোচিত কার্য্যসাধন করিবার নিমিত্ত উপস্থিত
লোকদিগকে বন্ধুপ্রিয় বিশ্বরূপ অবশ্য-কর্তব্য-কার্য্য
সকল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

মুহূর্ত্তশাস্ত্রবেত্তা বহুদর্শী প্রিয় ব্রাহ্মণগণ মুহূর্ত্ত-
কাল দেখাইয়া দিলে মাজ্জল্যবস্ত্রসহ বিবধ ভূষণে
অলঙ্কৃত হইয়া অক্ষতশরীরে বিশ্বরূপ শোণনদের
বিশাল তটে উপস্থিত হইলেন । ৪৮ ।

বিষ্ণুমিত্র বহুপ্রকার সমারোহের সহিত শোণ-

নদের তটে জামাতাকে আগমন করিতে শ্রবণ করি-
লেন । শ্রবণ করিয়া অভ্যর্থনা করিতে গমন করি-
করিলেন এবং প্রিয়বস্তুর দর্শনে অত্যন্ত হ্রস্টচিত্ত
হইলেন । পরে জামাতাকে অনেকবিধ বাদ্যশব্দের
সহিত স্বীয় ভবনে প্রবেশ করাইলেন । ৪৯ ।

প্রথমত আসন দিয়া কোমল বচনে স্বাগত-
বার্ত্তা উচ্চারণ করিয়া বিশ্বরূপকে পাদ্যপ্রদান করি-
লেন । পরে অমূল্য পাত্র বিশ্বরূপকে মধুপর্কের
সহিত অর্ঘ্যপ্রদান করিলেন । এবং বলিতে লাগি-
লেন—আমি এবং আমার কন্যা উভয়ভারতী, আমরা
সমস্ত গৃহ, যেহু সকলও মণিরত্নাদি যাহা কিছু আছে
এ সমস্তই তোমার জানিবে । ৫০ ।

অদ্য আমাদের এই কুল পবিত্র হইল এবং

দেশতোহুত্বং । নোচেত্ত্বান্ বহুবিন্দ্রসঃ ক চাহং
ভদ্রেণ ভদ্রমুপযাতি পুমান্ বিপাকাং ॥ ৫১ ॥ যদ-
যদগৃহেহত্র ভগবন্তিহ রোচতে তে তত্তমিবেদ্যমখিলং
ভবদীরমেতৎ । বক্ষ্যামি সৰ্ব্বমভিলাষপদং স্বদীরং

চেদ্বহজ্ঞানী ভবান্ ক অহং ক । তথাপি পুণ্যকৰ্ম্মণ্যঃ কল্যাণং
বিপাকাং পুমানুপযাতি ॥ ৫১ ॥ কিং বহনা বদনত্র গৃহে হে
ভগবন্ ! ভবাতিরোচতে ভদ্রেতৎ অখিলং ভবদীরং
নিবেদ্যং নৈবেদ্যম্বেবমুক্তবস্ত্রং বিষ্ণুমিত্রং হিমমিত্র উবাচ ।
সৰ্বং স্বদীরমেব যদপি বদতিলাষপদং ভবিষ্যতি তদ্বক্ষ্যামি ।
ভবতা স্বহিত্যাদিনা বহুতঃ তৎ নিরন্তর মুণ্যাসিতা বৃক্ষসমূহা

আমরাও অন্য সকলের নিকট আদরণীয় হইলাম ।
ভাগ্যে বিবাহ হইবার কথা হইয়াছিল তাহাতেই
দর্শন ঘটিল । নতুবা বহুদর্শী দিগের অগ্রগণ্য আপ-
নিই বা কোথায় ? এবং আমিই বা কোথায় ?
বস্তুতঃ এরূপ সম্ভবটন নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া একান্ত
বিরল । কিন্তু পুরুষে যে, কল্যাণকর কার্য্যদ্বারা বিপাক
হইতেও কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে আর
অনুমাত্র সন্দেহ নাই । নতুবা আমার মতন লোকের
কদাচ এরূপ ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না । ৫১ ।

“হে ভগবন্ ! অধিক কি, এই মদীর গৃহে যাহা
কিছু আছে এই সমস্তই আপনার নৈবেদ্য স্বরূপ ।”
বিষ্ণুমিত্রে এই কথা বলিবার পর হিমমিত্র তাঁহাকে
বলিতে লাগিলেন, আপনার । আমরাও
যাহা প্রিয় বস্তু আছে তাহাও আমি
আপনাকে বলিব । আর আপনি যে, “আমি আমার
তনয়া, গৃহ সকল” ইত্যাদি বাক্য পূর্ব্বে বলিয়া-
ছিলেন, তাহার একমাত্র কারণ এই, আপনি নির-

বৃত্ত হি সন্ততমুণ্যাসিতবৃক্ষপুং ॥ ৫২ ॥ এবং মিথঃ
পরিমিলন্য বিশেষমুখ্যা বাচা যুক্তৌ মুলম্বাপতু-
কৃত্যমাং তো । অথো চ সংযুগ্মসি্রে প্রিয়সং-
কথাভিঃ স্নেছাবিহারহসনৈরুভয়ে বিধেয়াঃ ॥ ৫৩ ॥
কছাবরৌ প্রকৃতিসিদ্ধসরূপবেদৌ মুক্তৌভয়েহপি
পরিকর্ম্ম বিলম্বমানাঃ । চতুর্বিধেয়মিতি কর্তৃ-
মনীষরাস্তে শোভাবিশেষমপি মঙ্গলবাসরেহ-

যেন তসিন্ তসি যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ বিশেষণ কোমলয়া
বাচা যুক্তৌ চৌ বিষ্ণুমিত্রহিমমিত্রৌ এবং পরস্পরমুক্তৌ
কৃত্যমাং হসন্ অবাগমুঃ । অন্যো চোভয়ে নিবোধাঃ প্রিয়সং-
কথাভিঃ স্নেছাবিহারহসনৈঃ সমাক্ মোদঃ প্রাপুঃ ॥ ৫৩ ॥
সত্যবসিদ্ধসরূপবেদৌ কছাবরৌ মুক্তৌ । তদর্শনাসক্তচিত্তভ্যাং
কর্তৃমণ্যসমর্থা অণ্যবস্তং বিধেয়মিতি কৃদ্বা পরিকর্ম্ম অঙ্গসং-
হারং তথাগিন্ মঙ্গলবাসরে শোভাবিশেষক্ বিলম্বমানাঃ কৃত-

স্তর বৃক্ষমণ্ডলী সেবা করিয়া থাকেন, তাহাতেই
আপনাতে ঐ সমস্ত কথা শোভা পাইয়াছে । ৫২ ।

বিশেষরূপ কোমল রাগী শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুমিত্র
ও হিমমিত্র এইরূপে পরস্পর উত্তর প্রমোদ লাভ
করিলেন । এবং উভয়পক্ষীয়, কার্য্যনিযুক্ত অন্যান্য
মানবগণ, স্নেছাবিহার ও হাস্য পরিহাসদ্বারা পরস্পর
অত্যন্ত প্রমোদিত হইল । ৫৩ ।

কন্যা এবং বর ঐ উভয়েরই স্বভাবসিদ্ধ তুল্য-
বেশ ছিল । কন্যা ও বরপক্ষীয় সকলেই তাহাদিগকে
দর্শনাসক্ত চিত্ত হইয়া কিছুই করিতে পারিল না
তবে অবশ্য কর্তব্য । র এবং ঐ মাস্তলিক
দিবলে যে বস্তু অত্যন্ত শোভায়ুক্ত করিয়া থাকে
তাহাই কেবল বিলম্ব করিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন । ৪৫

স্মিন ॥ ৫৪ ॥ এতৎপ্রভাপ্রতিহতান্নবিত্তিতা-
দাকল্পজাতমপি নাতিশয়ঃ বিজ্ঞেয়ৈঃ । লোকপ্রসিদ্ধ-
মনুসৃত্য বিধেয়বুদ্ধ্যা কুবাং ব্যবহৃতকালে ন বিশেষ-
বুদ্ধ্যা ॥ ৫৫ ॥ মোহভীতিকা বহুবিদোহপি মুহূর্তকাল-
মপ্রাকুরক্যভয়িং ধিলতীং সমীতিঃ । পশ্চাত্তদু-
ত্তভবোগযুতং শুভাংশে মোহভীতিকাঃ সমতিতো।

বস ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ আকল্পজাতমপি ভুগবদিত্যেহপাতিশয়ঃ
ন কৃতবান্ । তত্র হেতুরেতয়োঃ কল্পাবরয়োঃ এতরা কাহ্মা।
প্রতিহত আকল্পবিত্তিতাযো বস্তু তন্মাত্ । নন্থেবঃ তর্হি কিমর্থঃ
তাবলকৃতবস্তু ইতি চেষ্টতাহ । লোকপ্রসিদ্ধিমুহূর্তভেদম-
বস্ত্রং বিধেয়মিতি বুদ্ধ্যা উভয়ে তয়োঃ কুবাং ব্যবহৃতকালং চক্সু-
র্নহু ভূষণৈরেতয়োঃ কশ্চিৎশেষো ভবিষ্যতীতি বুদ্ধ্যা ॥ ৫৫ ॥
বহুজ্ঞা অপি জ্ঞোতির্মিদে । মুহূর্তকালমক্ষতয়িং সমীতিঃ
কীড়তীমুত্তরভারতীং পৃষ্টবস্ত্রঃ । পশ্চাত্তয়োক্তে শুভবোগযুক্তে
শুভগৃহস্থ নবাংশে মোহভীতিকাঃ অবস্থিতৌ মুহূর্তং জগৃহঃ ॥ ৫৬ ॥
ভেরীমৃদঙ্গপটহবেদাধারনশাখোদৈব দ্বিগুণে স্থপরিমূহতি

কন্যা ও বরের দেহ কান্দিদ্বারা স্বীয় বিভূতি প্রতিহত
হইয়াছিল বলিয়া ভুগবিধান অধিক পরিমাণে করা
হয় নাই । তবে লোকপ্রথা অনুসরণ পূর্বক যে
সংসারে চলিতে হইবে এবং অবশ্য কর্তব্য কার্য
কোন না কোন উপায়ে সম্পন্ন করিতে হইবে বলিয়া
উভয় পক্ষীয় লোকে তাঁহাদিগকে অলঙ্কৃত করিয়া
ছিল । নতুবা তাঁহারা কোন বিশেষ শোভা প্রাপ্তি
হইবে বলিয়া অলঙ্কার পরান হয় নাই । ৫৫ ।

যখন উভয়ভারতী নবীদের লহিত জীড়া করিতে
ছিলেন বহুদর্শী মুহূর্ত শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ বুদ্ধিমতী
কন্যাকে বিবাহের মুহূর্ত জিজ্ঞাসা করিল । পশ্চাৎ
তাঁহারা তাঁহার বচনানুসারে শুভক্ষণে শুভগ্রহযুক্ত
মুহূর্তকাল গ্রহণ করিলেন । ৫৬ ।

জগৃহ মুহূর্তম্ ॥ ৫৬ ॥ জগৃহ পানিকমলং হিম-
মিত্রসূনুঃ ত্রীবিধুমিত্রহৃদিতুঃ করপল্লবেন । ভেরী-
মৃদঙ্গপটহাধ্যয়নাজঘোষে দ্বিগুণে স্থপরিমূহতি
দিব্যকালে ॥ ৫৭ ॥ যং যং পদার্থমভিকামরতে
পুমান্ যন্তং তং প্রদায় সমতৃপ্ততাং তদীড়ো ।
দেবক্রম্যবিব মহাম্মনস্তমুক্তৌ সন্তুর্ভিতৌ সদসি
চেরতুরাঙ্গলাভৌ ॥ ৫৮ ॥ আধায় বহিমথ তত্র

মুহূর্ত ব্যাপ্তে সতি হিমমিত্রসূনুঃ কিম্বরূপো হৃদকিসলরেন ত্রীবিধু-
মিত্রকল্যাঃ সরসত্যা । হৃদকমলমুক্তলক্ষণে দিব্যকালে জগৃহ ॥
॥ ৫৭ ॥ যো যং পুমান্ যং যং পদার্থং প্রার্থয়তে তন্মৈ তং তং
পদার্থং প্রদায় তদীড়ো তৈঃ পূর্যৈঃ স্তত্যৌ তয়োঃ কল্পাবরয়ো-
রীড়ৌ পূজ্যৌ পিতরাবিতি বা পরিতোষমবাণতুঃ করপল্লা-
বিব বহুদারতাবুজ্জালকৃতৌ প্রাপ্তকানৌ সভারাক্ষরতুঃ ॥ ৫৮ ॥
অধীনস্তরং স্বগৃহস্থজ্যোক্তমার্গমনুসৃত্য বিশ্বরূপো বহিমাধার
তত্র সমাক্ হোমং কৃতবান্ । চ পুন ক্বধু লাজান্ তর্জিতধাত্তানি
জুহাব তদ্র মঞ্চ জিত্তি শ । অব বিশ্বরূপোহপি পশ্চাদয়িং এদ-
ক্ষিণং কৃতবান্ । অপিনকানগ্রোহয়িং এদক্ষিণং কুরুত্যা তরা

ভেরী, মৃদঙ্গ, ঢাকা, বেদাধ্যয়ন, ও শাখধ্বনি দ্বারা
দ্বিগুণে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল, তখন হিমমিত্রের পুত্র
বিশ্বরূপ ত্রীবিধুমিত্রের কন্যা সরসতীর করকমল,
স্বীয় করপল্লব দ্বারা শুভক্ষণে গ্রহণ করিলেন । ৫৭ ।

যে যে পুরুষ যাহা যাহা প্রার্থনা করিতে লাগিল,
তাঁহাদিগকে সেই সেই পদার্থ দান করিয়া কন্যা-
বরের পূজা পিতামাতা যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিলেন ।
করপল্লব যুগলের মত প্রশস্ত পুষ্পভূষণে ভূষিত হইয়া
মহাম্মনস্ত (উদারতা) গুণে যুক্ত হইয়া পূর্ণমনোরথ
হইলেন এবং সভা স্থলে সর্বদে উভয়ে পরিভ্রমণ
করিতে লাগিলেন । ৫৮ ।

জুবহা সমাগগৃহোক্তমার্গমুহূর্ত্য স বিশ্বরূপঃ ।
লাজান্ জুহাব চ বধুঃ পরিক্রান্তিত্যা ধূমঃ প্রদক্ষিণ-
মথাকৃত সোহপি চায়িম্ ॥ ৫৯ ॥ হোমাবসান-
পরিতোষিতবিপ্রবর্ষ্যঃ প্রস্থাপিতাখিলসমাগতবন্ধু-
বর্গঃ । সংরক্ষ্য বহ্নিমনয়া সমমগ্নিগেহে দীক্ষাধরো
দিনচতুর্কমুখাস হৃষ্টঃ ॥ ৬০ ॥ প্রতিষ্ঠয়ানে দয়িতে
বরেহস্মিন্মুপেত্য মাতাপিতরৌ বরায়াঃ । আভা-

সহ সোহপি তথা কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥ হোমান্তে পরি-
তোষিতা বিপ্রজ্ঞেষ্ঠা যেন প্রস্থাপিতাঃ সর্কে সমাগতাঃ বন্ধু-
বর্গা যেন স বিশ্বরূপোহনয়া সরস্বত্যা সহ দীক্ষাধরোহি
সংরক্ষ্য হৃষ্টঃ সমগ্নিগৃহে দিনচতুর্কমুখাস ॥ ৬০ ॥ অগ্নিন্
বিশ্বরূপে প্রিয়ে বরে প্রস্থানঃ কুর্কতি সতি বরায়াঃ কস্তারিঃ
মাতাপিতা চাগতা প্রোচতুঃ । সাবধানো জুহাশৃণু বালা স্তনকরা
বধা কিঞ্চিৎ জানাতি তবেরং বালা শূকুমারাকী অমরপুত্রী

অনন্তর বিশ্বরূপ স্বগৃহসূত্র-কথিত পদ্ধতি অনু-
সরণ করিয়া বহ্নি স্থাপন পূর্বক সম্যক রূপে হোম
করিতে লাগিলেন । বধু লাজ অর্থাৎ (ভাজা ধান্য
বা ধৈ) হোম করিতে লাগিল, এবং তাহার ধূম
স্রাব করিতে লাগিল । অনন্তর উভয়ভারতী অগ্নে
অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন পরে অগ্নিপ্রদক্ষিণকারিণী
পত্নী উভয়ভারতীর সহিত বিশ্বরূপও অগ্নি প্রদক্ষিণ
করিলেন । ৫৯ ।

হোনের অবসানে দ্বিজপ্রবরদিগকে সজ্জষ্ট করিয়া
তৎকালে সমাগত অখিল মুহূর্ত্তগ প্রস্থাপিত করিয়া
দীক্ষাধারী বিশ্বরূপ, অগ্নিরক্ষা করিয়া সরস্বতীর
সহিত চতুর্ধদিবস হৃষ্ট চিত্তে অগ্নিগৃহে বাস করিতে
লাগিলেন । ৬০ ।

বিশ্বরূপ প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন

যিবত্যাং শূণু সাবধানো মালৈব বালা নহু বেতি
কিঞ্চিৎ ॥ ৬১ ॥ বাবৈরিয়ং ক্রৌড়তি কন্দুকাদ্যে-
র্জাতকুখাং গেহমুপৈতি জুহবাৎ । একেতি বালা গৃহ-
কর্ম্ম নোক্তা সংরক্ষণীয়া নিজপুত্রিতুল্যা ॥ ৬২ ॥ মালৈ-
যমস বচনে যুজ্জতি বিধেয়া কার্যা ন কক্ষবচনৈ-
ন করোতি কষ্টা । কেচিন্ যুজ্জতিবশগা বিপরীত-

ন তু কিঞ্চিজানাতি তৎ ॥ ৬১ ॥ ইয়ং কন্দুকাদ্যে ক্রৌড়োপ-
করৈ কালাঃ সহ ক্রৌড়তি । জাতকুখা হঃখাপোহমরাতি । নহু
তবত্যাং গৃহকর্ম্মনি কুতো নহুশিষ্টেতি চেত্তদ্রাহতুঃ । একেতি
কবেরং বালা গৃহকর্ম্ম নোক্তা তম্যং নিজপুত্রিতুল্যা সম্যক রক্ষ-
ণীয়া ইত্যং ॥ ৬২ ॥ কিং ভূমি সর্কবৈব গৃহকর্ম্ম ন নিরোক্তবা
চেত্তদ্রাহতুঃ । একেতি নহুশিষ্টম্ । ইয়ং বালা যুজ্জতি কষ্টেন নি-
যোজ্য কষ্টবা ন তু কক্ষবচনৈঃ । বতন্তঃ কুপিতা ন করোতি ।
নহু কক্ষবচনৈ ন করোতি চেৎ কথং যুজ্জবচনৈঃ করিয়াতীতি
চেৎ প্রকৃতিবৈচিত্র্যানিভ্যাহতুঃ । কেচিন্ যুজ্জতিবশবর্ত্তিনঃ কেচি-
বিপরীতম্বতাবা কক্ষোক্তিবশগাঃ । হি যম্যং স্বভাবং তাকুং
কোহপি জমঃ সমর্থো ন ভবতি বং ॥ ৬৩ ॥ নহেকাপি কত্

এমন সময় কন্যার পিতা মাতা আসিয়া বলিতে
লাগিল ; তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর । যেরূপ
স্তন্যপায়িনী বালিকা কিছুই অবগত নহে, সেইরূপ
আমার এইকন্যা কিছুই জানে না । ৬১ ।

আমার এই কন্যা বালকদিগের সহিত কন্দুক
(ঘুঁটি) প্রভৃতি দ্বারা ক্রৌড়া করিয়া থাকে, যদি ক্ষুধা
জন্মার তবেই হুঃখে গৃহে আসিয়া থাকে । এবং
একটী মাত্র কন্যা বলিয়া কখন গৃহকর্ম্ম করিতেও বলা
হয় নাই । অতএব আপনি ইহাকে নিজ কন্যার তুল্য
রক্ষণাবেক্ষণ করিওন । ইহাকে গৃহকর্ম্ম করিতে না
দিবার প্রয়োজন এই, অনিশ্চিতম্বতাব কোন দ্বিজবর
আগমন করিয়া শুভলক্ষণ সকল দেখিয়া বলিয়া-

ভাবাঃ কেচিদ্ধিহাতুমলং প্রকৃতিং জনো বি ॥ ৬৩ ॥
 কশ্চিদ্ধিহাতুরিগম্য কদাচিদেনামুদীক্য লক্ষণ-
 মবোচননিন্দিতাঙ্গা । মানুস্যাত্মজন্মং নিম্নদেব-
 ভাবেত্যস্মিচ্চ বো বচনমুদীক্যময়োজ্যমস্মি ॥ ৬৪ ॥
 সৰ্ব্বজ্ঞতালক্ষণবন্তি পূর্ণমেবা কদাচিদ্ বদতোঃ
 কথায়াম্ । তৎসাক্ষিত্যবৎ ত্রিজিতিহনবদ্যা সন্নিশ্চ
 নাবেবমসৌ জগাম ॥ ৬৫ ॥ খঞ্জ কীরায় বচনেন
 • বাটোঃ সহ ক্রীড়নপ্রথাবা রক্ষণচেনৈবপিশোপৈঃ শিকণীয়া
 তৎকৃতো ভবত্যাঃ ন শিকিত্যেতি চেতজাহতুঃ । কদাচিদ্ কশ্চিদ-
 নিন্দিতাঙ্গা ব্রাহ্মণ আগত্যাক্তা লক্ষণমুদীক্য উকরাস্ । মানুস্যাত্মজ-
 ন্মনং বস্ততো নিম্নদেবভাবা নিম্নং নিম্নং দেবভারো দেবত্বং
 নিত্যো দেবত্বভাবো বা বস্তাঃ । নিম্নং বীরে চ নিত্যো চ । ভাষঃ
 সত্যভাবাভিপ্রায়চেষ্টোজ্জয়বিত্তি মেদিনী । ইত্যস্যাং কারণং
 অস্ত্যাং বো যুস্মাকং উগ্রং বচনময়োজ্যং যোজনীয়ং ন ভবতি ।
 ॥ ৬৪ ॥ কিকাস্যাং সৰ্ব্বজ্ঞতায় লক্ষণং পূর্ণমন্তি । কিক কদা-
 চিদেবা বাদং কুরুতো কাদিনোঃ কথায়ং তয়োঃ সাক্ষিত্বং
 প্রাপ্যাতীত্যেবমাবামুপদিষ্টাসৌ বিশ্রেণ জগাম ইন্দ্রং ॥ ৬৫ ॥
 বরায়ঃ দোষবিমুক্তকন্তারাঃ খঞ্জরম্বচনেন বাচ্যা বতঃ সুধারঃ

ছিলেন। কেবল ইহার জন্ম মানবরূপে হইয়াছে,
 মাত্র, কিন্তু ইহাতে প্রচ্ছন্নভাবে নিত্য দেবভাব
 বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব আপনারা ইহার
 উপর কখনই রক্ষাকার্য্য প্রয়োগ করিবেন না।
 ইহাতে সৰ্ব্বজ্ঞতার লক্ষণ বর্তমান আছে। কোন
 সময়ে যখন দুইজন বাদী তর্ক বিতর্ক করিবেন,
 তখন আপনার এই কথা তাহাদের সাক্ষীস্বরূপ
 হইবেন। এই কথা আমাদের দুইজনকে বলিয়া
 সেই ব্রাহ্মণ গমন করিলেন। আমরা এই
 নির্দোষ কস্তার খঞ্জ (শাশুড়ী) কে বলিবেন যে,
 বধূর রক্ষাকার্য্যের ভার আপনারই অধীন। এই
 সুন্দরী আপনার গচ্ছিত ধনস্বরূপ জানিবেন। এবং

বাচ্যা সুভাভিরক্য যততে হি তস্তান্ । নিকপ-
 তুতা তব সুন্দরীং কার্যা গৃহে কর্ম শনৈঃ শনৈ-
 স্তে ॥ ৬৬ ॥ বালোয়ু বাল্যাং জলজোহপরাধঃ
 স নেকগীয়ো গৃহিণীজনেন । বয়ং সুবীকৃত্য হি
 সৰ্ব্ব এব পশ্চাদ্ গুরুত্বং শনৈকঃ প্রযাতাঃ ॥ ৬৭ ॥
 দৃষ্টাভিধাতুমনসক মনোহস্মদীরং দেহাভিরকণ-
 বিধো ন হি দৃশ্যতেহতঃ । দৃষ্টাভিধানকলমেব
 যথাভবেমৌ ক্রয়াত্তথেষ্টজনতা জননীং বরন্ত ॥ ৬৮ ॥

অভিরক্য যততে তদনীনাভি । তবচনং দর্শয়তি । ইয়ং সুন্দরী তব
 জাপতুতা তস্মাত্তবয়ং গৃহে কর্ম শনৈঃ শনৈঃ কর্তব্য। শনৈঃ শনৈ-
 রনয়া কর্ম কারয়িতব্যমিত্যর্থঃ উপং ॥ ৬৬ ॥ বয়ং সর্বেহপি
 সুবীকৃত্যে জুহু পশ্চাদ্গনৈরুৎকৃষ্টত্যাং প্রাণাঃ ॥ ৬৭ ॥ নমু বরন্ত
 জননীং দৃষ্টা ভবত্যাং বক্রবামিতি চেতজাহতুঃ । বরন্ত জননীং
 দৃষ্টাভিধাতুং অস্মদীরং মমঃ পশ্চং ন ভবতি । হি যস্মাদেহাভি-
 রকণবিধাবস্তো ন দৃশ্যতে । যদ্যপোহং তথাপি দৃষ্টা কখনন্ত
 কলমেব যথাবয়ো ভবেত্তথেষ্টজনসমুদায়ো বরন্ত মাতরং
 ক্রয়াং বং ॥ ৬৮ ॥ অথেষ্টানীং স্বপুত্রীং শিকরতঃ । বংসে

আপনি ক্রমে ক্রমে ইহাকে গৃহকর্মে নিযুক্ত
 করিবেন। বাল্যকালে বালকের শৈশব-নিবন্ধন
 অপরাধ অতি সুলভ অর্থাৎ সহজেই তাহা হইয়া
 থাকে; কিন্তু বাটীর যিনি গৃহিণী হইবেন তিনি সে
 অপরাধ কখনই দর্শন করিবেন না। এই দেখুন
 না, আমরা সকলেই ক্রমশঃ বিজ্ঞ হইয়া পশ্চাৎ
 উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছি, একেবারে বিজ্ঞ হইবার
 কোনই সম্ভবনা নাই। বরের জননীকে দেখিয়া
 আমাদের মন কিছুই বলিতে সমর্থ নহে। কারণ
 কস্তার দেহরক্ষাকার্য্যে বর ভিন্ন অন্য আর কাহা-
 কেও দেখা যায় না। তথাপি বরের মাতাকে

বৎসে। স্বমদ্য গমিতাসি দশাঃ পূর্বাং তদ্রূপে নিপু-
 গধী ভব মুক্ত নিত্যম্। কুর্ধ্যান বাসবিকৃতিং জনতোপ-
 হন্তাং না। নাবিবাগরমিয়ং পরিতোষয়েতে ॥ ৬৯ ॥
 পানিগ্রহাৎ স্বাধিপতী সমীরিতৌ পুরা কুমার্যাঃ
 পিতরৌ ততঃ পরম্। পতিস্তমেকং শরণং ব্রজা-
 নিশং লোকধরং জেষ্যসি যেন দুর্জয়ম্ ॥ ৭০ ॥ পত্যা-
 বভূক্তবতি হৃন্দরি। মান্য ভুক্তক্ যাত্রে প্রযাতসপি
 মান্য ভবেষিতুয়া। পূর্বাণরাদিনিয়মোহস্তি নিম-

ইত্যাদিনা। হে বৎসে। অদ্য স্বপূর্বাং দশাং প্রাপ্তাসি হে মুক্ত।
 তদ্রূপে তত্তা। অপূর্বদশায়াঃ রূপে নিত্যং নিপুগধী ভব। জন-
 সমুহোপহাসযোগ্যং বাসতো ব্যবহারং ন কুৰ্যাৎ। যতঃ সেরং
 তে বাসবিকৃতিরাবয়োরিবাগরং ন পরিতোষয়েদিতি নকারভা-
 সুবঙ্গেন বোজাৎ কাক। বা ॥ ৬৯ ॥ কিঞ্চ পানিগ্রহণাধিবাহাৎ
 পূর্বং কুমার্যাঃ পিতরৌ স্বাধিপতী সমীরিতৌ। তস্যাং পানি-
 গ্রহাৎ পতিঃ স্বাধিপতিঃ সমীরিতঃ। যস্মাদেবং তস্মাত্তঃ
 পতিমেকং শরণং ব্রজ। যেন শরণগমনেন পত্যা বা "লোকধরং
 জেষ্যসি উৎ ॥ ৭০ ॥ কিঞ্চ হে হৃন্দরি। পত্যা বভূক্তবতি যাতুঃ ক্

দেখিয়া আমাদের দুইজনের বলিবার যেরূপ কল
 সেইরূপ সকল প্রিয়জনই ধরের মাতাকে ঐ কথা
 বলা উচিত। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৬। ৬৭। ৬৮।

হে বৎসে। তুমি অদ্য অপূর্ব দশা প্রাপ্ত
 হইবে। হে হৃভগে। সেই অপূর্ব দশার রূপ
 বিষয়ে তুমি সদাই বুদ্ধি নৈপুণ্য দেখাইবে। কারণ,
 তোমার শিশুব্যবহার যেরূপ আমাদের দুইজনকে
 সন্তুষ্ট করিয়া থাকে, এইরূপ অপরকে সন্তুষ্ট
 করিতে পারে না। অতএব জনসমুদায় যাহাতে
 উপহাস করিতে না পারে তুমি এরূপ শিশুব্যব-
 হার করিও। পরিণয় বিধির পূর্বে কুমারীর পিতা

জনাদৌ বৃদ্ধাজনাচরিতমেব পরং প্রমাণম্ ॥ ৭১ ॥
 রুটে ধবে সতি রুবেহ ন বাচ্যমেকং কস্তবামেব
 সকলং স তু শাম্যতীতম্। তস্মিন্ প্রসন্নবদনে চকি-
 তেব বৎসে। সিধ্যাত্যতীতমনসে কর্ময়েব সর্বম্ ॥ ৭২ ॥
 ভতুঃ সমকমপি তদ্বদনং সমীক্য বাচ্যো ন জনতু
 স্তভগে। পরপুরুষস্তে। কিংবাচ্য এষ রহনীতি তবো-

ভোজনং স্বয়ং ন কর্তব্যম্। প্রযাতঃ দীর্ঘকালং পতৌ গতে
 সতি ভব বিশেষণাগচ্ছিন্না মা ভবতু। নিমজ্জনাদৌ পূর্বা-
 পরাদিনিয়মোহস্তি। আদিপদে ভোজনাদিকং গ্রাহ্যং তত্র
 নিমজ্জনাদিকং পত্যাঃ পূর্বাং ভোজনাদিকং তু পশ্চাৎ কর্তব্যমত্র
 বৃদ্ধাজনানামকস্ততীলোপামুজারীনাং চরিতমেব পরং প্রমাণম্।
 এতদেব তব সৌন্দর্যমিতি সম্বোধনশব্দঃ বৎ ॥ ৭১ ॥ কিঞ্চ
 পত্যা কোপাবিষ্টে সতি স্বয়ং রোষেণৈকমপি ন বাচ্যং।
 একমিতি কস্তব্যমিত্যনেন বা সম্বন্ধনীয়ঃ কেবলং কস্তবামেব।
 স ত্রিখমেনে প্রকারেণ স্বরমেব শাম্যতি প্রসন্ন চ তস্মিন্ হে
 বৎসে। চকিতেব ভাঃ। কিং বহন। হে অনসে। সর্বমতীষ্টং
 কর্ময়েব সিধ্যতি ন চেতরথা ॥ ৭২ ॥ তদ্বদনং পুরুষান্তরমুখং
 সমীক্য বৃট্। এষঃ পরপুরুষো রহন্তেকান্তে বতঃ পরপুরুষস্নেহা-

এবং মাতা এই দুইজন অধিপতি বলিয়া বিখ্যাত।
 পরে বিবাহ হইয়া গেলে স্বামীই অধিপতি হয়েন।
 অতএব তুমি সেই একমাত্র পতির শরণাপন্ন হইও।
 যাহাযারা তুমি দুর্জয় ইহলোক ও পরলোক জয়
 করিতে পারিবে। হে হৃন্দরি! পতি অভুক্ত থাকিলে
 কদাচ ভোজন করিও না। পতি দূরপথে গমন
 করিলে বিশেষরূপে স্নেহভূষা করিও না। পতির
 অগ্রে ভোজনাদি কার্যে এইরূপ পূর্বাণর নিয়ম
 আছে। এই বিষয়ে বৃদ্ধনারী অর্থাৎ অরুদ্ধতী,
 লোপামুদ্রা প্রভৃতি জীলোকদিগে চরিত্রই উৎকৃষ্ট
 প্রমাণ। পতি রুট হইলে তুমি কোপপ্রকাশ

পাদেশঃ শঙ্কা বধুপুরুষয়োঃ ক্ষপয়েদ্ধি হাদম্ ॥ ৭৩ ॥
আয়াতি ভর্তরি তু পুত্রি বিহায় কার্যমুখায় শীত্ৰ-
মুদকেন পদাবনেকঃ । কার্যো যথাভিরুচি তে সতি !
জীবনং বা নোপেক্ষণীয়মণুমাত্রমপীহ কন্তে ॥ ৭৪ ॥
ধবে পরোক্ষেহপি কদাচিদেযু গৃহং তদীয়া অপি বা

ভাববত্যাংপি স্ত্রীয়াবিবং পরপুরুষস্নেহবতীতি শঙ্কা হাদম্ আন্তরঃ
স্নেহং নাশয়েৎ ॥ ৭৩ ॥ যথাভিরুচি অভিরুচিমনতিক্রমা পাদা-
বনেকঃ পাদপ্রক্ষালনং হে সতি ! জীবনমণুমাত্রমপীহ লোকে
কং স্তুখং বা তে ভব নোপেক্ষণীয়ম্ ॥ ৭৪ ॥ ধবে পত্যোঁ
পরোক্ষে বহির্গতে সতি উঃ ॥ ৭৫ ॥ পিত্রোরিব স্বশুরায়োরম-

করিয়া একটী কথাও বলিবে না । কেবল, বলিবে
আপনি আমার অপরাধ সকল ক্ষমা করুন । এই
রূপেই বরং তিনি শাস্ত হইবেন । এবং পতি
প্রফুল্লবদন হইলে তুমি চকিতের মত
প্রকাশ করিবে । অধিক কি বলিব—ক্ষমাদ্বারাই
সমস্ত অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, অন্য আর
কোন প্রকারেই হইতে পারে না । পতিসমক্ষে পর-
পুরুষের মুখ দেখিয়া কখনও বলিবে না যে, এই-
স্থানে পরপুরুষ রহিয়াছে । অথবা যদি একান্তই
বলিতে হয়, ত নিজে বলিবে । এই আমি তোমাকে
উপদেশ দিলাম । কারণ, পরপুরুষের উপর স্ত্রীলো-
কের স্নেহের অভাব সর্বদাই বিদ্যমান থাকিলেও
পরপুরুষের উপর স্নেহবতী শঙ্কাই স্ত্রীপুরুষের
আন্তরিক স্নেহ বিনষ্ট করিয়া থাকে । হে পুত্রি ! স্বামী
গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে সমস্ত কার্য্য বিসর্জন
দিয়া শীত্ৰ উখিত হইয়া রুচিপূর্বক পাদপ্রক্ষালন
করিয়া দিবে । জীবন অণুমাত্র, এবং ইহলোকের স্তুখ

মহাস্তঃ । তে পূজনীয়া বহুমানপূর্বকং নোচেন-
নিরাশাঃ কুলদাহকাঃ স্ত্রুঃ ॥ ৭৫ ॥ পিত্রোরিব
স্বশুরায়োরনুবর্তিতব্যং তদন্যগাঞ্চি সহজেষপি দেব-
রেবু । তে স্নেহিনো হি কুপিতা ইতরেতরস্ত-
যোগং বিভিছারিতি মে মনসি প্রতর্কঃ ॥ ৭৬ ॥
হিতোপদেশে বিনিবিষ্টমানসো বধুবরো রাজগৃহং
সমীয়তুঃ । লঙ্কানুমানো গুরুবজ্রবর্গতো বভূব

সরণং ত্রয়া কার্য্যং । যথা সহজান্তেবু সহোদরেবু দেবরেষপি
হে যুগাঞ্চি । অনুবর্তিতব্যঃ । বক্তঃ কুপিতান্তে স্নেহবতোহপানো-
জ্ঞাত সংযোগং বিভিছাঃ নাশয়েয়ুরিতি মে মনসি প্রতর্কঃ । সহ-
জেষপীতাত্ৰ সহজেষিবেতি বা পাঠঃ । বঃ ॥ ৭৬ ॥ হিতো-
পদেশে বিনিবিষ্টং মনসং যযোন্ত্যো বধুবরো ভারতীমণ্ডনে
গুরুবজ্রবর্গতো লঙ্কানুমানো প্রাপ্তসংকারো রাজগৃহং সমীয়তুঃ

তুমি কিছুই উপেক্ষা করিওনা । ভর্তা গৃহে না
থাকিলে যদি কখন তোমার পতির আত্মীয় বা কোন
মহৎ লোক তোমার গৃহে আগমন করেন, তাহা
হইলে তুমি বহুসন্মানপূর্বক সেই সকল লোকের
পূজা করিবেক । নতুবা তাঁহারা নিরাশয় হইয়া গমন
করিলে কুল দন্ধ করিয়া থাকেন । হে যুগাঞ্চি !
তুমি পিতা মাতার মত স্বশুরশুরের (স্বশুরশাশু-
ড়ীর) ও সহোদরের মত দেবরের অনুসরণ করিবে ।
কারণ, তাঁহারা কুপিত হইলে যে, স্নেহপূর্ণ পরস্পর
জাতার অনৈক্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, ইহা
আমার মনে মনে নিরন্তর তর্ক উপস্থিত হইয়া
থাকে । ৬৯ । ৭০ । ৭১ । ৭২ । ৭৩ । ৭৪ । ৭৫ । ৭৬ ।

হিতোপদেশে মন অভিনিবিষ্ট রাখিয়া বধুবর
অর্থাৎ (ভারতী মণ্ডন) গুরু ও বজ্র বর্গের নিকট

সংজ্ঞাভয়াভাঃতীতি ॥ ৭৭ ॥ সা ভারতী দুর্কস-
নেন দত্তং পুনঃ প্রসন্নেন পুরাত্তর্ষা । শাপাবধিঃ
সংসদি বৎস্রতে যৎ সর্বজ্ঞতামিব হণায় সাক্যম্ ॥

৭৮ ॥ সভারতীসাক্ষিকসর্ববিস্তোহপ্যাজীয়াশক্ত্যা
শিশুবহিভাতঃ । স্বশৈশবস্তোচিতমহুকাঙ্ক্ষীং স
কেশবো যদ্বহুদারবৃত্তঃ ॥ ৭৯ ॥ শৈশবে স্থিতবতা

চপলাশে শাস্ত্রিণেব বটবৃক্ষপলাশে । আত্মনীদগ-
খিলং বিলুলোকে ভাবি ভূতমপি যৎ খলু লোকে ॥

৮০ ॥ তং দদর্শ জনতাং হুতবালং লীলয়াধিগত-
নৃত্যমোলম্ । বাসুদেবমিব রামনলীলং লোচনৈ-
রনির্মিষৈরনুবিলম্ ॥ ৮১ ॥ কোমলেন নবনীরদ-
রাক্ষিণ্যামলেন নিতরাং সমরাজি । কেশপাশত-

সমাগতো । বভূবেত্যাদেকস্তরেন সর্বকঃ উপ০ ॥ ৭৭ ॥ বা উভয়-
ভারতীতি সংজ্ঞা বভূব সা ভারতী সরস্বতী পুরা পূর্কঃ পুনঃ
প্রসন্নেন দুর্কাসমা দত্তং শাপাবধিঃ সংজ্ঞায়াং সাক্যং যত শক-
বৃত্ত সর্বজ্ঞতায়। নির্বাহার বৎস্রতে করিয়াতি ॥ ৭৮ ॥ স-
ভারতীসাক্ষিকঃ সর্ববিস্তঃ যত তথ্যভূতোহপি শ্রীশঙ্করঃ
স্বীয়শক্ত্যা স্বাধীনয়া স্বায়য়া শিশুবহিভাতঃ সন্ স্বশৈশবস্ত বাল-
ভাবস্তোচিতে ক্রীড়োপকরণাদিকমাকাঙ্ক্ষিতবান্ । তত্র হুতবঃ
যথোদারচরিতঃ প্রসিকঃ কেশবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সমারবা শিশুযৎ বি-
ভাতঃ সন্ স্বশৈশবস্তোচিতমহুকাঙ্ক্ষীত্বার্থঃ ॥ ৭৯ ॥

হইতে সম্মান প্রাপ্ত হইয়া রাজ গৃহে উপস্থিত
হইলেন । যাঁহার নাম উভয়ভারতী ছিল সেই
সরস্বতী হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া (পূর্বে দুর্কস। যুনি
পুনর্বার প্রসন্ন হইয়া সরস্বতীর শাপ মোচনের
অবধি কাল যাহা নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, শঙ্ক-
রাচার্যের সর্বজ্ঞতা নির্বাহের জন্য শাপাবধি-
সাক্ষ্য অর্থাৎ সাক্ষ্য দেওয়া হইবে এবং আপনার
শাপেরও মোচন হইবে) সভাতে ঐরূপ সাক্ষ্যই
প্রদান করিবে । ৭৭ । ৭৮ ।

সরস্বতী সাক্ষী থাকিয়া যাঁহার সমস্ত ধনই ভাগ্যে
ঘটিয়াছিল সেই শঙ্করাচার্য, (উদারচরিত্র বিখ্যাত
শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ স্বীয় মায়া দ্বারা বালকের মত শোভা

চপলা আশা যন্মিরেবভূতেহপি শৈশবে বালো স্থিতবতা ভাবি ভূত-
মপি যৎ খলু লোকেহি তদখিলমাত্মনি বিলুলোকে সমাগবল-
কিতং কর্মণি সিট্ । তত্র দৃষ্টান্তো যথা বটবৃক্ষস্ত পলাশে
পাত্রে স্থিতবতা শাস্ত্রিণা শ্রীকৃষ্ণা যদিৎ তদখিলং আত্মনি
অবলোকিতং তদ্বদিতার্থঃ । স্বাগতাবৃত্তং স্বাগতেতি রমভাগ্যক-
রুণমিতি লক্ষণাৎ । লীলয়াধিগতঃ প্রাপ্তো দোলো যেন
রামনা কমলীয়া লীলা যত তমহুতবালং শ্রীশঙ্করং নিমেষোজ্জ্ব-
লিতম্ তৈরনুবিলমনিশং জননমুহো দদর্শ । লীলয়াধিগতদোলং
রামনলীলমহুতবালং শ্রীকৃষ্ণমিব ॥ ৮১ ॥ কেশবশ্চ শৈশব চতু-
রাক্ষশ্চ তৈরীক্ষুণিবিবিধিভিঃ সমস্ত তুল্যস্তাত্ত শ্রীশঙ্করস্ত কেশপা-
শতমসা অধিকং যথাস্তাত্তথা সমরাজি সমাক্ শোভিতং । তদ্বি-

সম্পন্ন হইয়া শৈশবকালের উচিত পদার্থ আকাঙ্ক্ষা
করিয়াছিলেন) সেইরূপ স্বাধীনমায়া দ্বারা শিশু-
ভাবে বিখ্যাত থাকিয়া বাল্যকালের উপযুক্ত পদার্থ
সকল স্পৃহা করিলেন । বটবৃক্ষপলাশে শ্রীকৃষ্ণ যথা-
যোগ্য অবস্থান করিয়া যেরূপ আত্মদেহে এই অখিল
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করিয়াছিলেন, সেইরূপ
চপল আশায়ুক্ত শৈশব-দশায় বিদ্যমান থাকিয়া
শঙ্করাচার্য্য ভবিষ্যৎ ও অতীত যাহা সমস্ত
জগতে বিদ্যমান আছে সেই সমস্তই আত্ম-
শরীরে দর্শন করিলেন । যিনি লীলাবশতঃ নূতন
কেলিপ্রাপ্ত বাসুদেব কৃষ্ণের মত রমণীয় লীলা

তদসংখ্যিকমন্ত্য কেশবশচতুরাশ্রয়সমস্য ॥ ৮২ ॥

শাক্যৈঃ পাশুপতৈরপি ক্ষপণকৈঃ কাপালিকৈ-
বৈষ্ণবৈরপানৈরথিলৈঃ খলৈঃ খলু খিলং ছুর্বাদিভি-
বৈদিকম্ । পদ্মানং পরিরক্ষিতুং ক্ষিতিতলং প্রাপ্তঃ

শিনষ্টি কোমলেন পুনশ্চ নবনীরদানং নবীনজলদানং বা
রাক্ষিঃ পংক্তিস্তবং শ্রামলেনাতিশ্রামেনেত্যাঃ ॥ ৮২ ॥ শাক্যৈঃ
বৌদ্ধাঃ ক্ষপণকা দিগম্বরঃ সঠৈঃ শাক্যাদিছুর্বাদিভিঃ খলু
পাসিকং খিলমুক্তিঃ বৈদিকং মার্গং পরিরক্ষিতুং ভূতলং প্রাপ্তঃ
ঘোরে সংসারারণ্যে বিচরতাং । ভজং সর্কানর্থনিবৃত্তিপূরঃ সয়-

কিমা শ্রীকৃষ্ণলীলা ধারণ করিয়াছেন, জন-
সকল নির্নিমেষনয়নে সেই অদ্বুতবালককে
সদাসর্বদা দর্শন করিতে লাগিলেন । কেশব,
ঈশান, এবং চতুরানন তুল্য সেই শঙ্করাচার্যের
কোমল, নবকাদম্বিনীর মত শ্যামল, কেশপাশ-
তিমির, অধিকরূপে শোভা পাইতে লাগিল । ৭৯ ।
৮০ । ৮১ । ৮২ ।

যিনি অখিল অমঙ্গল নিধন করিয়া পরমানন্দ-
প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ নামক কল্যাণ দান করিয়া থাকেন,

পরিক্রীড়িতে ঘোরে সংস্কৃতিকাননে বিচরিতাং ভদ্র-
করঃ শঙ্করঃ ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তত্তদেবাবতারার্থকঃ সংক্ষেপ-
শঙ্করজয়ে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।

অথ শিবো মনুজো নিজমায়বা বিজগৃহে বিজ-

পরমানন্দপ্রাপ্তিলক্ষণমোক্ষাখ্যং কল্যাণং করোতীতি ভদ্রকরঃ
অবধসংজ্ঞঃ শ্রীশঙ্করঃ ক্রীড়তে স্ম । শাদু'লং ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্যাবলগোপালতীর্থ শ্রীশাদ-
শিবদত্তবংশাবতংসরামকুমারহৃদধমশক্তিস্মরিত্তে শ্রীমচ্ছঙ্করা-
চার্য বিজয়ডিঙিমে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।

সেই শঙ্করাচার্য ক্রীড়া করিয়া বৌদ্ধ, পাশুপত,
দিগম্বর কাপালিক, বৈষ্ণব ও অন্যান্য বিরুদ্ধ
মতাবলম্বী বাজিদিগের দ্বারা উচ্ছিন্ন বৈদিকপথ
পরিরক্ষা করিবার জন্য ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ হইয়া
ঘোরসংসাররূপ কাননে বিচরণ করুন । ৮৩ ।

ইতি মাধবচার্য বিরচিত পূর্বোক্ত দেবতাদিগের
অবতার নামক তৃতীয় সর্গ ।

চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

যোদমুপাবহন্ । প্রথমহায়ন এব সমগ্রহীৎ সকল-

প্রাকৃতশিবলক্ষণং তত্ত চরিতং দর্শয়িতুমুপক্রমতে অধেতি ।
শিবো নিজমায়য়া মনুষ্যঃ সন্ বিপ্রগৃহে বিজগৃহে শিবগুরোঃ

অনন্তর শঙ্কর নিজমায়াবলে মনুষ্য হইয়া

বর্ণমসৌ নিজভাষিকাম্ ॥ ১ ॥ দ্বিসম এব শিশু-

প্রীতিং সংপাদয়ন্ প্রথমবর্ষ এব সর্কমক্ষরং নিজভাষাক সমাগ্-
গৃহীতবান্ । ক্ষতবিলম্বিতমাহ । নভো'র্ভরো বস্তুযুগবিরতিঃ ॥ ১ ॥

ব্রাহ্মণগৃহে শিবগুরুর প্রীতি উৎপাদন করিয়া

লিখিতাক্ষরং গদিতুমক্ষমতাকরবিৎ সুধীঃ । অথ স
কাব্যপুরাণমুপাশৃণোৎ স্বয়মবৈৎ কিমপি শ্রবণং
বিনা ॥ ২ ॥ অজনি দুঃখকরো ন গুরোরসৌ শ্রব-
ণতঃ সৰূদেব পরিগ্রহী । সহনিপাঠজনস্ত গুরুঃ
স্বয়ং স চ পপাঠ ততো গুরুণা বিনা ॥ ৩ ॥ রজসা
তমসাহপ্যনাশ্রিতো রজসা খেলনকাল এব হি ।

ততো দ্বিতীয়বর্ষ এব স বালকঃ সুবুদ্ধিদানক্ষরজ্ঞো লিখিতাক্ষর-
মুকার্যবিতুঃ সমর্থোহভূৎ । অথানন্তরং তৃতীয়বর্ষে স শিশুঃ
কাব্যানি পুরাণানি চ শ্রুতবান্ । কিমপি শ্রবণং বিনা স্বয়মেব
জ্ঞাতবান্ ॥ ২ ॥ অসৌ শিশু গুরো দুঃখকরো নাভূৎ । যতঃ
সরূদেব শ্রবণাৎ পরিগ্রহণশীলঃ সহাধ্যায়িজনস্ত স্বয়ং গুরুঃ । স
চ শ্রবণানন্তরং গুরুণা বিনা পপাঠ ॥ ৩ ॥ রজোগুণেন তমো-
গুণেন চানাশ্রিতো ধূল্যা খেলনকাল এব হি প্রসিক্তঃ স শিশুঃ

প্রথম বৎসরেই সমস্ত অক্ষর এবং স্বীয়ভাষা সম্যক-
রূপে গ্রহণ করিয়া ফেলিলেন । ১ ।

অনন্তর সেই বালক দ্বিতীয়বর্ষে পতিত হইয়া
বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্ত অক্ষর সকল জানিতে পারিল ও
লিখিত অক্ষর সকল উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইল ।
পরে যখন তৃতীয়বৎসরে পতিত হইল তখন কাব্য
এবং পুরাণ সকল শুনিতে আরম্ভ করিল । শুদ্ধ
শ্রবণ করা নয় স্বয়ং সেই সমস্তই জানিতে পারি-
লেন । সেইবালক গুরুর কষ্টদায়ক ছিল না,
একবার শ্রবণেই সমস্ত গ্রহণ করিতে পারিত ।
তিনি সহাধ্যায়ী জনের স্বয়ং গুরু ছিলেন ও
শ্রবণানন্তর গুরুবাতীত পাঠ করিতেন । রজো-
গুণ ও তমোগুণদ্বারা অম্পৃষ্ট থাকিলেও সকল
কলাবিদ্যাদিগের অগ্রগণ্য শিবগুরুর আশ্রয় থেলা

স কলাধরমন্তমাত্মজঃ সকলাশ্চাপি লিপীরবিন্দন
॥ ৪ ॥ সুধিয়োহস্ত বিদিত্বাতেহধিকং বিধিবচ্চৌল
বিধানসংস্কৃতম্ । ললিতং করণং স্নাতাহতি
জ্বলিতং তেজ ইবাশুশুকণেঃ ॥ ৫ ॥ উপপাদন
নিব্যাপেক্ষধীঃ স পপাঠাহতিপূর্বকাগমান্ । অধি
কাব্যমরংস্ত কৰ্কশেহপ্যধিকাংস্তর্কনয়েহত্যবর্তত ॥ ৬ ॥

কলাধরেভ্যঃ শ্রেষ্ঠস্ত স্নাতঃ সর্বা অপি লিপী জ্ঞাতবান্ । বিয়ো
॥ ৪ ॥ অস্ত সুধিরঃ শ্রীশঙ্করস্ত বিধিবচ্ছাক্ষণো বিধানো
সংস্কৃতং স্নন্দয়ং করণং গাত্ৰং শরীরং । করণং সাধকতম
ক্ষেত্রগাজেদ্বিরেষপীতামরঃ । বিদিত্বাতে বিশেষণ শূন্ততে । স্নাত
আহতিভি জ্বলিতমগ্নেতেজ ইব ॥ ৫ ॥ উপপাদনে নিব্যাপেক্ষা
হপেক্ষাহতি স্বী যন্ত স শ্রীশঙ্করঃ তুপ্রভৃতিবাহতিপূর্বকঃ
বেদান্ পপাঠ । কিঞ্চাধিকাব্যমরংস্ত কাব্যো তু ক্রীড়াং কৃত
বান্ । অপি চ কৰ্কশেহতিকঠিনেহপি তর্কনয়ে যেহধিকা

করিবার সময়েও কেবল রজোগুণদ্বারাই সমস্ত
লিপি অবগত ছিলেন ইহাও লোকপ্রসিদ্ধ । স্নাতা
হতিদ্বারা জ্বলিত অগ্নিতেজ বেরূপ শোভা ধারণ
করিয়া থাকে, সেইরূপ সুধীবর শঙ্করাচার্য্যের
ললিতদেহ চূড়াবিধানদ্বারা সংস্কৃত হইয়া শোভা
পাইতে লাগিল । কোন বিষয় প্রতিপন্ন করিতে
যাঁহার বুদ্ধি কাহারও বুদ্ধি অপেক্ষা করিত ন
সেই শঙ্করাচার্য্য ভূ, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ ও সত
এই সপ্ত ব্যাহতিপূর্বক বেদ সকল পাঠ করিতে
লাগিলেন । শুদ্ধ বেদে নয়, তিনি কাব্য শাস্ত্রেও অতি
শয় রত থাকিতেন, এবং কৰ্কশ তর্কশাস্ত্রে যাঁহার
বিখ্যাত তাঁহাদিগকেও অতিক্রম করিয়া উঠিলেন
স্বকীয় বাক্য বৈভবদ্বারা যাঁহার বাদীদিগকে দূরী-
কৃত করিয়া থাকেন এরূপ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত

হরতন্ত্রদশেজাচাতুরীং পুরতন্তু ন বক্তুমীশ্বরঃ ।
প্রভবোহপি কথাসু নৈজবাধিতবোৎসারিতবাদিনো
বৃথাঃ ॥ ৭ ॥ অমুকক্রমিকোক্তিধোরণীমুরগাধীশ-
কথাবধীরণীম্ । মুমুহুঃ নিশময্য বাদিনঃ প্রতি-
বাক্যোপস্রতো প্রমাদিনঃ ॥ ৮ ॥ কুমতানি চ তেন
কানি নোন্মথিতানি প্রথিতেন ধীমতা । স্বমতান্যপি
তেন খণ্ডিতান্যতিবত্নৈরপি সাধিতানি কৈঃ ॥ ৯ ॥

স্থানক্রিস্তবান্ ॥ ৬ ॥ নৈজয়াঃ স্কীয়ায়া বাচো বৈভবে-
নোৎসারিতা দুরীকৃতা বাদিনো নৈন্তে বৃথাঃ পণ্ডিতা বাদজ্ঞবি-
দাসু কথাসু প্রভবঃ সমর্থো অপি দেবানাং পুত্রাস্তা গুরো-
ন্যচম্পদেচাতুরীং হরতন্তু শিবগুরোঃ কুমারস্য সম্মুখে বক্তুং
পভবো ন বভুবুরিতার্থঃ ॥ ৭ ॥ কিঞ্চ সর্পাদীশস্য শেষস্ত
কথয়া অপাবধীরণীং ত্বিংস্করীমুমুহুঃ ক্রমেণোচ্চারণস্ত পরি-
পাটীং শঙ্করা বাদিনো মুমুহুঃ মোহং প্রাপুঃ । যতঃ প্রতিবচনস্ত
ব্যাকট্যে প্রমাদবশতঃ ॥ ৮ ॥ প্রথ্যাতেন বুদ্ধিমতা তেন শ্রীশঙ্করেণ
কানি বক্তব্যানি নোন্মথিতান্যপি সন্মথোবোন্মথিতানি । তেন
খণ্ডিতানি খণ্ডিতান্যতিবত্নৈরপি কৈঃ সাধিতানি ন কৈঃপী-
তবঃ ॥ ৯ ॥ স পুত্রবতাং মদ্যে শ্রেষ্ঠঃ শিবগুরুঃ স্বীয়ং কুলং

গণ, বাদ, জল্পনা ও বিতণ্ডা এই তিন প্রকার
কথায় প্রভু হইলেও দেবাচার্য্য বৃহস্পতির চাতুরী-
নাশী শিবগুরুর পুত্রের সম্মুখে কথা কহিতে সমর্থ
হইতে পারিতেন না । বাদীগণ প্রতিবাক্য বলিতে
প্রমাদ উপস্থিত ভাবিত বলিয়া ফণিপতি অনন্তের
বচন-তিরস্করিণী, শঙ্করাচার্য্যের ক্রমেণোচ্চারণের পরি-
পাটী শুনিয়া স্ততরাং মুগ্ধ হইতেন । বিখ্যাত বুদ্ধি-
মান শঙ্করাচার্য্য কোন্ কোন্ কুমত না মথিত করিয়া-
ছিলেন ? এবং তিনি যে সমস্ত মত খণ্ডন করিতেন
দ্যুতান্ত যত্ন সহকারেও পুনরায় আর কে তাহা

অমুনা তনয়েন ভূষিতং যমুনাভাতসমানবচসা ।
তুলয়া রহিতং নিজং কুলং কলয়ামাস স পুত্রিণাঃ
বরঃ ॥ ১০ ॥ শিবগুরুঃ স জরন্ ত্রিসমে শিশাব-
মৃত কৰ্ম্মবশঃ স্ততমোদিতঃ । উপনিবীষিতসূ-
রপি স্বয়ং ন হি যমোহস্ত কৃতাকৃতমীকতে ॥ ১১ ॥

যমুনাভাতেন স্বর্ঘ্যেণ সমানঃ বচন্তেজো যস্ত তেনামুনা
পুত্রজালঙ্কৃতং তুল্যোপময়া রহিতং কলয়ামাস চক্ৰার দর্শনোতি
বা ॥ ১০ ॥ স শিবগুরুঃ স্ততেন মোদং প্রাপিতঃ স্বয়মুপনি-
বীষিত উপনয়নং কৰ্ত্তৃমিচ্ছিতঃ সূহৃৎ যেন ভথাভূতোহপি জরায়ু-
গচ্ছন্ শিশৌ ত্রিচয়নে সতি কৰ্ম্মাধীনঃ অমৃত মৃতঃ ।
যস্মাদস্ত জন্তোঃ কৃতাকৃতমিদমনেন কৃতমিদমনেনাকৃতমিতি যমো
ন পশ্যতি ক্রতঃ ॥ ১১ ॥ অগ্নিন্ সংসারে স্ততস্তেজসং সুলভং
ন ভবতি । স্ততবিভবস্যেক্ষণং তু স্ততরাং সুলভং ন ভবতি ।
ইত্যগ্নিমর্থে শিবগুরুরেব নিদর্শনং ইত্যশয়েনাহে হেতি । অঃ

পূরণ করিতে পারিত ? বস্তুতঃ একপ লোক হুতলে
কেহই ছিলনা । পৃথিবীতে যত লোকের পুত্র
আছে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিবগুরু, যমুনানদীর পিতা
সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী নিজপুত্রদ্বারা অলঙ্কৃত স্বীয় বংশ
তুলনা রহিত বলিয়া বিবেচনা করিলেন । ২ । ৩ ।
। ৪ । ৫ । ৬ । ৭ । ৮ । ৯ । ১০ ।

পুত্রদ্বারা গর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিয়া শিবগুরু স্বয়ং
পুত্রের উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিলেন
কিন্তু বার্কক্য দশাপ্রাপ্ত হইয়া (যখন পুত্রের বয়ঃ-
ক্রম তিন বৎসর) কৰ্ম্মাধীনতাবশতঃ মৃত্যু
প্রাপ্ত হইলেন । অসময়ে মরণ হইলে দুঃখ
করিতে পারা বাইবে না । কারণ, জীব-হর্তা যম
“এই জীব ইহা করিয়াছে, এবং এই জীব ইহা
করে নাই” ইহা দর্শন করেন না । ১১ ।

ইহ ভবেৎ সুলভং ন স্ততেক্ষণং ন স্ততরাং সুলভং
বিভবেক্ষণম । স্ততমবাপ কথঞ্চিদয়ং দ্বিজো ন খলু
বীক্ষিতুমৈকং স্ততোদয়ং ॥ ১২ ॥ স্ততমদীদহদাত্ত-
সনাভিভিঃ পিতরমস্ত শিশো জর্জনী ততঃ । সম-
ন্যাতবতী ধবখণ্ডিতাঃ স্বজনতা স্তনিকাকহরৈঃ
পদৈঃ ॥ ১৩ ॥ কৃতবতী স্ততচৌদিতমক্ষমা নিভ-
জনৈরপি কারিতবত্যসৌ । উপনিবীষুভূৎ স্তত-

মাত্মনঃ পরিসমাপ্য চ বৎসরদীক্ষণং ॥ ১৪ ॥ উপ-
নয়ং কিল পঞ্চমবৎসরে প্রবরযোগযুক্তে স্তমুহু-
র্তকে । দ্বিজবধু নির্য়তা জননী শিশো বার্ষিক তুষ্ক-
মনাঃ সহ বন্ধুভিঃ ॥ ১৫ ॥ অধিজগে নিগমাংশ্চতু-
রোহপি স ক্রমত এব গুরোঃ স যড়ঙ্গকান্ ।
অজনি বিস্মিতমত্র মহামতো দ্বিজস্ততেহল্লতানা
জনতামনঃ ॥ ১৬ ॥ সহনিপাঠযুতা বটনঃ সম-

দ্বিজঃ স্ততং কথঞ্চিদবাপ পরস্ত স্ততস্ত বৈভবঃ দ্রষ্টুং সমর্থো
নৈবাভূৎ ॥ ১২ ॥ তদনন্তরমস্ত শঙ্করস্ত পিতরঃ শিশো জর্জনী
অসপিণ্ডৈরদীদহৎ । ততো ধবেন পত্যা খণ্ডিতাঃ রহিতাঃ
সতীঃ স্বজনতা স্তনিকাকহরৈঃ পদৈঃ তামত্যজসংবাসঃ কস্ত-
চিৎ কেনচিৎ কচিদপি স্তেন শরীরেণ ন কিমুতান্যৈঃ পৃথগ-
জনৈরিত্যাদিভিঃ স্নানাসিতবতী ॥ ১৩ ॥ স্ততস্ত বধিহিতঃ

স্তেন কর্তৃং শকাং তৎ স্বয়ং কৃতবতী । বত্মানমর্থ্য তৎস্বভনৈ-
রপার্সৌ সতী কারিতবতী । কিঞ্চ সৎসরদীক্ষাং পরিসমাপ্য
স্তস্ত স্ততমুপনিবীষুভূৎ ॥ ১৪ ॥ প্রবরযোগযুক্তে শ্রেষ্ঠযোগযুক্তে
নিয়তা নিয়মযুক্তা উপনয়ং ব্যপিত কৃতবতী ॥ ১৫ ॥ শিক্ষাদিভিঃ
যড়ভিরঙ্গৈঃ সহিতান্ চতুরোহপি বেদান্ ক্রমেণ স গুরোঃ স-
কাশাদধিজগেহধ্যয়নেন অবাপ । অত্রাশ্বিন দ্বিজস্কন্ধেহরশরীরে
মহামতো সতি জনতায়্য হৃদয়ং বিস্ময়মজায়ত অত্রাশ্বিন
লোক ইতি বা ॥ ১৬ ॥ সহনিপাঠং সহাধ্যয়নং তেন যুক্তাঃ

এই সংসারে প্রথমত পুত্রদর্শনই দুর্লভ, পুত্র-
বিভবদর্শন তদপেক্ষা অধিকতর দুর্লভ । এই
বিষয়ে শিশুরই তাহার নিদর্শন । কারণ, এই
ব্রাহ্মণ অতিকষ্টে পুত্র পাইয়াছিলেন কিন্তু পুত্র-
বিভব দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই । ১২ ।

অনন্তর এই শিশুর জননী জ্ঞাতিদ্বারা শঙ্করের
পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন । পরে
পতিরহিত সেই সতীকে আত্মীয় জন সকল স্তূ-
শোকনাশী বাক্যদ্বারা আশস্ত করিয়াছিল । ১৩ ।

স্তবব্যক্তির যাহা কর্তব্য কণ্ঠ তাহা স্বয়ং
করিতে আরম্ভ করিলেন, যে বিষয়ে অসমর্থ হই-
তেন, সে বিষয়ে আত্মীয় জনদ্বারা তাহা করাইতে
লাগিলেন । এবং সংবৎসরের মধ্যে যে সমস্ত
কার্য্য (মাসিক সপিণ্ডীকরণাদি) অবশিষ্ট ছিল

তাহা সমাপ্ত করিয়া আপন পুত্রের উপনয়ন দিবার
জন্য ইচ্ছা করিলেন । ১৪ ।

নিয়মযুক্ত ব্রাহ্মণপত্নী সন্তুষ্টিমনে বন্ধুজনের সহিত
পঞ্চমবৎসরে শ্রেষ্ঠযোগযুক্ত শুভমুহূর্ত্তে পুত্রের
উপনয়ন দিলেন । শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকৃতি,
ছন্দ, জ্যোতিষ এই যড়ঙ্গ চতুর্বেদ ক্রমশঃ গুরুর
নিকট হইতে অধ্যয়ন করিলেন । এই ব্রাহ্মণকুমার
ক্ষুদ্রকায় হইলেও মহাবুদ্ধিমান ছিলেন বলিয়া
ইহাতে জনসাধারণের হৃদয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিল ।
যাঁহাদের সঙ্গে সহাধ্যয়ন করিতেন সেই সকল
ব্রাহ্মণ পুত্রগণ দ্বিজপুত্রের সহিত পাঠ করিতে
সমর্থ হয় নাই । অধিক কি, মহাসা অধ্যাপনা

পাঠিতুমৈশত ন দ্বিজসূনুনা। অপি গুরু বিদশয়ঃ
প্রতিপেদিবান্ ক ইব পাঠয়িতুং সহসাক্ষমঃ ॥ ১৭ ॥
অত্র কিং স বদশিক্ষিত সৰ্ব্বাঃশিচত্রনাগমগাননুবৃত্তঃ।
• দ্বিত্রিমাষপঠনাদভবদ্ব্যস্তত্র তত্র গুরুণা সমবিদ্যাঃ
॥ ১৮ ॥ বেদে ব্রহ্মসমস্তদঙ্গনিচয়ে গার্গ্যোপমস্তৎ
কথাভাৎপর্য্যার্থবিবেচনে গুরুসমস্তৎকৰ্ম্মসংবর্ণনে।

বটবো দ্বিজপুঞ্জেন সহ পঠিতং সমথা নাতুবন। কিন্তু সহসা
পাঠয়িতুং কঃ সমর্থ ইতি সংশয়ঃ গুরুরপি প্রাপ্তবানিব ॥ ১৭ ॥
যো দ্বিত্রিমাষপঠনাত্ তত্র তত্র শাস্ত্রে গুরুণা তুল্যবিদ্যোহ-
ভবৎ। স গুরুমনুষ্যতো যৎসৰ্ব্বনাগমগগান্ শিক্ষিতবানত্র
কিং চিত্রং ন কিমপীত্যর্থঃ স্বাগতঃ ॥ ১৮ ॥ বেদে ব্রহ্মসমস্ততু-
ল্যবৃত্তাঃ আসীৎ। বেদান্তসমুদায়ে শিক্ষাদৌ গার্গ্যসদৃশ
আসীৎ। বেদতদঙ্গকথাভাৎপর্য্যবিবেচনে বাচস্প্যিতুলা
আসীৎ। বেদোক্তকৰ্ম্মসংবর্ণনে জৈমিনির্যেব আসীৎ। বেদ-
বচনজ্ঞাত্তত্ত্বজ্ঞানস্ত মূলে ব্যাসেনৈব তুল্যঃ। কিন্তু স মূর্ত্তিমান্
নবানো ব্যাস ইব বাণীবিলাসৈ রুতঃ সংযত আসীৎ শাস্ত্রং।

করিতে সমর্থ ভাবিয়া এই বিষয়ে গুরুওয়েন সংশয়
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে জন দুই তিন মাস অধ্য-
য়ন করিয়া সেই সেই শাস্ত্রে গুরুর তুল্য হইয়া
ছিলেন, সেই লোক গুরুর অনুবর্ত্তী হইয়া সমস্ত
আগম শাস্ত্র যে শিক্ষা করিবেন তাহাতে আর
বিচিত্র কি? ১৫। ১৬। ১৭। ১৮।

বেদে ব্রহ্মার তুল্য, শিক্ষাকল্পাদি বেদান্তে
গার্গ্যসদৃশ, বেদ ও বেদান্ত কথার তাৎপৰ্য্য বিচারে
রহস্যতির তুল্য, বেদোক্ত কৰ্ম্ম বর্ণনায় জৈমিনি-
সদৃশ, এবং বেদবচনজ্ঞাত্তত্ত্বজ্ঞানের মূলে তিনি
বেদব্যাস তুল্য ছিলেন। অধিকন্তু তিনি একরূপ

আসীদ্বৈজমিনির্যেব তদ্বচনজ্ঞাপ্রাদৌধকন্দে সমো
ব্যাসেনৈব স মূর্ত্তিমানিব নবো বাণীবিলাসৈ রুতঃ
॥ ১৯ ॥ আত্মাক্ষিক্যে ক্ষি তজ্জ্ঞে পরিচিতিরতুলা
কাপিলে কাপি লেভে পাতঃ পাতঞ্জলান্তঃ পরমপি
বিদিতং ভাট্টঘট্টার্থতত্ত্বম্। যত্নেঃ শৌখ্যং তদস্মা-
স্তরভবদমলাদৈকবিদ্যাস্থেহৈশ্বিন্ কূপে বোধর্থঃ

॥১৯॥ আত্মাক্ষিক্যী তর্কবিদ্যা তেনৈকি সমাগৌক্ষিতা। কাপিলে
তজ্জ্ঞে কপিলপ্রণীতে সাংখ্যশাস্ত্রে অমুপমা কাপি পরি-
চয়ো লেভে কাম্বণি লিট্ তেন লন্ধেত্বার্থঃ। পতঞ্জলিপ্রণীত-
শাস্ত্রাঙ্কং জলং তেন পীতং। ভাট্টস্ত ভট্টপাদপ্রণীতস্ত বার্ত্তিকস্য
ঘট্টানাং প্রঘট্টকানাং অর্থস্ত তজ্জঃ পরমপি তেন বিদিতং পরম-
পাতস্ত পূর্বেণ বা সম্বন্ধঃ। কিন্তু যত্নেঃ তর্কশাস্ত্রাদিভিঃ
সুখং তদস্য শ্রীশঙ্করাস্যামলক তদদ্বৈতক তস্য যা বিদ্যা অমলা
চাসাবদ্বৈতবিদ্যোতি বা তস্যঃ সুখেশ্বিন্নপরোক্ষেহস্তরভবৎ।
কূপে যো জলপানাদিকূপোহর্থঃ স শোভনজলে বিস্তৃতে

বাক্য বিদ্যাস করিতেন যে, তাহাদ্বারা মূর্ত্তিমান্
নূতন অপর এক বেদব্যাস বালিয়া প্রতীয়মান হই-
তেন। তিনি সম্যক্ রূপে আত্মাক্ষিক্যী (তর্ক বিদ্যা)
পর্যালোচনা করিয়াছিলেন। কপিলমুনিপ্রণীত
সাংখ্য শাস্ত্রে কোন অনিবচনীয় পরিচয় লাভ
করিয়াছিলেন। পতঞ্জলিপ্রণীত পাতঞ্জলদর্শনরূপ-
জল পান করিয়া ছিলেন। এবং ভট্টপাদপ্রণীত
বার্ত্তিক সূত্রের পদার্থ তত্ত্ব উত্তমরূপে জানিয়া-
ছিলেন। অধিক কি, তিনি যত্নপূর্ব্বক তর্কশাস্ত্রাদি-
দ্বারা যে সুখভোগ করিতেন, সেই অমল অদ্বৈত
বিদ্যার প্রত্যক্ষ সুখে শঙ্করার্চার্য্যের অন্তঃকরণ বিদ্যা-
মান ছিল। তাহার কারণ এই, কূপে জলপান করি-

স তীর্থে স্থপয়সি বিততে হস্ত নাস্তু ভিক্ষুঃ কিম্ ॥
 ২০ ॥ সহি জাতু গুরোঃ কুলে বসন্ সবয়োভিঃ
 সহ ভৈক্ষ্যালিপ্সয়া । ভগবান্ ভবনিন্দিজন্মনো
 ধনহীনস্ত বিবেশ কস্তচিৎ ॥ ২১ ॥ তম-
 বোচত তত্র সাদরং বটুবর্ষাৎ গৃহিণঃ কুটুম্বিনী ।
 কৃতিনো হি ভবাদৃশেষু যে বরিবস্তাং প্রতিপাদয়ন্তি
 তে ॥ ২২ ॥ বিধিনা খলু বঞ্চিতা বয়ং বিস্মরীতঃ

অঙ্গারো তীর্থে কিমন্ত ন ভবেদপিভু ভবেদেব । তথাচ স্মৃতিঃ ।
 যাবানর্থ উদয়ানে সর্ষতঃ সংপ্লুতৌদকে । তাবান্ সর্ষেষ্ণু
 বেদেষু ব্রাহ্মণস্ত বিজানত ইতি স্রু ॥ ২০ ॥ এবজুতঃ স
 ভগবান্ শঙ্করঃ গুরোঃ কুলে বসন্ কদাচিদ্ভৈক্ষ্যপ্রাপ্তৌচ্ছয়া
 বয়স্যঃ সহ ধনহীনস্য কস্মাচিদ্ বিপ্রস্য গৃহং প্রবিষ্ট-
 বান্ বিয়ো ॥ ২১ ॥ যে ভবাদৃশেষু বরিবস্তাং পরিচর্যাং
 প্রতিপাদয়ন্তি তে কৃতিনঃ কৃতার্থাঃ যে পুণ্যবন্তঃ তে ভবাদৃশেষু
 বরিবস্তাং প্রতিপাদয়ন্তি ইতি বা ॥ ২২ ॥ বহন্ত দৈবেন বঞ্চিতাঃ

যার যে অর্থ নিশ্চল ও সুন্দর জলবিশিষ্ট, কিন্তু ত
 গঙ্গাদি তীর্থে কি সেই অর্থ বা তাহার অস্তঃকরণ
 আসক্ত হয় না ? অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে
 তাহাতে অধিকতর জলপানরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হয় ও
 অত্যধিক অস্তঃকরণ স্তম্ভময় থাকে । ১৯ । ২০ ।

এরূপ গুণসম্পন্ন সেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য
 গুরুর কুলে বাস করিয়া কদাচিৎ ভিক্ষাপ্রাপ্তির
 ইচ্ছায় বয়স্যদিগের সহিত কোন ধনহীন ব্রাহ্মণের
 গৃহে প্রবেশ করিলেন । ২১ ।

সেই গৃহস্থের পত্নী তথায় আদরপূর্ব্বক সেই
 ব্রাহ্মণপ্রবর শঙ্করাচার্য্যকে বলিতে লাগিলেন ।
 ভবাদৃশ মহাত্মা ব্যক্তিদের উপর যাহারা পূজা

বটবে ন শরুমঃ । অপি ভৈক্ষ্যানকিঞ্চনস্থতো বিগি-
 দং জন্ম নিরর্থকঙ্গতম্ ॥ ২৩ ॥ ইতি দীনমুদা-
 রয়ন্ত্যসৌ প্রদদাবামলকং ত্রতীন্দবে । করুণং
 বচনং নিশমা সোহপ্যভবজ্জ্ঞাননিধি দয়াদ্রবীঃ ॥
 ২৪ ॥ স মুনি স্মুরতিংকুটুম্বিনীং পদচিহ্নৈ নব-
 নীতকোমলৈঃ । মধুরৈরুপতস্থিবান্ স্তবৈ দ্বিজদা-
 রিদ্রাদশানিবৃত্তয়ে ॥ ২৫ ॥ অথ কৈটভজিৎকুটুম্বিনী

যতোহকিঞ্চনজ্ঞাং ভৈক্ষ্যমপি বটবে দাতুং ন শরুমঃ ॥ ২৩ ॥
 ইত্যেবং দীনং কথয়ন্ত্যসৌ গৃহস্থস্য কুটুম্বিনী ত্রতিচক্রায় ত্রীশঙ্ক-
 বাবাহমলকং প্রকর্ষণেণ ভক্তিপূর্ব্বকং দদৌ । তদীয়ং করুণং বচনং
 শ্রব্ণা জ্ঞাননিধিঃ সোহপি দয়াদ্রবীভবৎ ॥ ২৪ ॥ স মুনিঃ
 ত্রীশঙ্করঃ পদচিহ্নৈ নবনীতবৎ কোমলৈ ন ধুবৈঃ স্তবৈ স্মুরাধা-
 নুরবিদ্যারকসা বিষ্ণোঃ কুটুম্বিনীং লক্ষ্মীং দ্বিজদারিদ্রাদশানিব-
 র্ত্তয়ে উপাসিতবান্ ॥ ২৫ ॥ অথানন্তরং কৈটভাধাশুর-

অর্পণ করেন তাহারাই ধন্য । কিন্তু বিধাতা আমা-
 দিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন, কারণ দারিদ্র্যবশতঃ
 আমরা যখন ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা বিতরণ করিতে
 অসমর্থ, তখন আমাদের এই নিরর্থক ও অসার
 জন্মে থাকে । ২২ । ২৩ ।

এইরূপে গৃহস্থপত্নী করুণবাক্য বলিয়া ত্রতী-
 দিগের মধ্যে চন্দ্রস্বরূপ ত্রীশঙ্করকে ভক্তিপূর্ব্বক
 আমলকীফল দান করিলেন । জ্ঞাননিধি শঙ্করা-
 চার্য্য তদীয় করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত
 দয়াদ্রুচেতা হইলেন । সেই মুনি শঙ্করাচার্য্য
 ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যদশার অপনোদনার্থে বিচিত্রপদ-
 বিন্যাস পূর্ণ ও নবনীতের মত কোমল মধুর স্ততি-
 দ্বারা মুরারির পত্নী লক্ষ্মীদেবীর উপাসনা করিতে
 লাগিলেন । ২৪ । ২৫ ।

তড়িহুদ্যামনিজাঙ্গকান্তিভিঃ। সকলাশ্চ দিশঃ
প্রকাশয়ন্ত্যচিরদাবিরভূতদগতঃ ॥ ২৬ ॥ অতি-
বন্দ্য সুরেন্দ্রবন্দিতং পদযুগ্মং পুরতঃ কৃতাজ্জলিম্।
নলিতস্ততিভিঃ প্রহর্ষিতা তমুবাচ স্মিতপূর্বকং বচঃ ॥
২৭ ॥ বিদিতং তব বৎস! হৃদগতং কৃতমেভি ন
পুরাভবে শুভম্। অধুনা মদপাক্ষপাত্রতাং কথমে-
তে মহিতামবাগ্নয়ুঃ ॥ ২৮ ॥ ইতি তদ্বচনং হি

দিশো বিষ্ণোঃ কুটুম্বিনী বিহ্বাহুদ্যামতিঃ স্বতন্ত্রাভিঃ স্বাক্ষানঃ
কান্তিভিঃ। সকলা অপি দিশঃ প্রকাশয়ন্তী সদ্যঃ শ্রীশঙ্ক-
রাগ্রে প্রাহুভূতং ॥ ২৬ ॥ দেবেন্দ্রবন্দিতং পদযুগ্মং অতিবন্দ্য
কৃতাজ্জলি পুরতঃ স্মৃতং শ্রীশঙ্করং নলিতস্ততিভিঃ প্রহর্ষং
প্রাপ্তাঃ স্মিতপূর্বকং বচনমুবাচ ॥ ২৭ ॥ পুরাভবে পূর্বজন্মনি
মদপাক্ষস। মদীয়রূপাক্ষস। পাত্রতালক্ষণাঃ পূজ্যতাম্ ॥ ২৮ ॥

অনন্তর কৈটভাসুরের বিদারয়িতা শ্রীকৃষ্ণের
পত্নী কমলাদেবী, বিহ্বাহুতের তুল্য তেজস্বী স্বকীয়দেহ-
কান্তিদ্বারা দশদিক্ আলোকিত করিয়া অচিরং
শঙ্করাচার্যের সম্মুখে আবিভূত হইলেন। দেবেন্দ্র-
বন্দিত কমলাদেবার চরণযুগল বন্দনা করিয়া কৃত-
াজ্জলি হইয়া শঙ্করাচার্য সম্মুখে উপস্থিত হইলে
লক্ষ্মী দেবী তাঁহার সুললিত স্তবে আহ্লাদিত
হইয়া তাঁহাকে স্মিতমধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন।
২৬। ২৭।

হে বৎস! আমি তোমার মনোগত অভিপ্রায়
জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু ইহারা পূর্বজন্মে
কোন শুভকর্ম করে নাই, অতএব এক্ষণে কি
করিয়া আমার রূপাকটাক্ষের পাত্র হইয়া সকলের
পূজা গ্রহণ করিতে পারিবে? ২৮।

শুশ্রূষামিজগাদাম্! ময়ীদমর্পিতম্। ফলমদ্য দদম্
তৎফলং দয়নীয়ো যদি তেহহমিন্দিরে। ॥ ২৯ ॥
অমুনা বচনেন তোষিতা কমলা তদ্বচনং সমস্ততঃ।
কনকামলকৈরপূরয়জ্জনতায়্যা হৃদয়ঞ্চ বিস্ময়েঃ ॥ ৩০ ॥
অথ চক্রভূতো বধূময়ে স্কৃতেহস্তর্দ্ধিমুপাগতে সতি।
প্রশংসাসুরতীব শঙ্করং মহিমানং তমবেক্ষ্য

ইতি তদ্বচনং শ্রদ্ধা স উবাচ। হে অম্ব! যদ্যপ্যেবং তথাপ্যাদ্যেদ-
মামলকাখ্যং ফলং ময়্যর্পিতং তস্য ফলং দদম্। হে ইন্দিরে!
যদ্যহং তথামুকম্পাঃ ॥ ২৯ ॥ অমুনা তথাভূতেন বচনেন
শ্রীশঙ্করেণ বা তোষিতা গম্ভীরঃ সুবর্ণামলকৈঃ সমস্তাং দ্বিজগ-
মপূরয়ং ॥ ৩০ ॥ অথ চক্রধরস্য বিষ্ণো র্বধূময়ে পুণ্যহস্তর্ধান-
গতে সতি তথাভূতঃ মহিমানমবেক্ষ্য বিস্ময়ং প্রাপ্তাঃ জনাঃ

তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্করাচার্য
বলিতে লাগিলেন। হে জননি! হে কমলাবাসিনি!
আমি যদি আপনার অনুকম্পার পাত্র হইয়া থাকি
তবে আপনি আমাকে যে আমলকী ফলদান করি-
য়াছেন সেই ফলই অদ্য সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের
ফলস্বরূপ হউক। ২৯।

কমলাদেবী শঙ্করাচার্যের এই বচনে সন্তুষ্ট
হইয়া সেই ব্রাহ্মণের ভবনের চারিদিকে কনকময়
আমলকী ফলদ্বারা ও জন সকলের অন্তঃকরণ
বিস্ময় পদার্থে পরিপূর্ণ করিলেন। ৩০।

অনন্তর চক্রধর বিষ্ণুর পত্নীরূপ স্কৃতে অন্তর্ধান
হইলে তাদৃশ মহিমা দর্শন করিয়া জনগণ বিস্মিত
হইয়া শঙ্করাচার্যের অত্যন্ত প্রশংসা করিতে
লাগিল। স্বর্গে বেকরূপ কল্পবৃক্ষ, ধরাতলে কৃপা-
শুণাবলম্বী সেইরূপ শঙ্করাচার্য। এবং প্রিয় ও

বিস্মিতাঃ ॥ ৩১ ॥ দিবি কল্পতরু যথা তথা ভূবি
কল্যাণগুণো হি শঙ্করঃ । সুরভৃশুরয়োরপি প্রিয়ঃ
সমভূদিকটবিশিষ্টবস্ত্রদঃ ॥ ৩২ ॥ অমরস্পৃহণীয়স-
ম্পদং দ্বিজবর্ণ্যস্ত নিবেশমাত্মবান্ । স বিধায় যথা-
পুরং গুরোঃ সবিধে শাস্ত্রবরাণ্যশিক্ষিত ॥ ৩৩ ॥ বর-
মেনমবাপ্য ভোজ্যে পরভাগং সকলাঃ কলা অপি ।
সমবাপ্য নিজোচিতং পতিং কমনীয়া ইব বাম-
লোচনাঃ ॥ ৩৪ ॥ সরহস্যসমগ্রশিক্ষিতাখিল-

শ্রীশঙ্করমতান্তঃ প্রশংসুঃ ॥ ৩১ ॥ স্বর্গে কল্পতরু যথা তথা
ভূমৌ কল্যাণগুণঃ শঙ্করঃ ইষ্টানি যানি জ্যেষ্ঠানি বস্তুনি তানি
দদাকীতি তথাভূতঃ সমভূৎ । কিঞ্চ স তু দেবপ্রিয়োহরং তু
দেবস্য বিপ্রস্য চ প্রিয়ঃ ॥ ৩২ ॥ এবমপ্রাকৃতং তচ্চারিতমুপ-
বর্ণ্যোপসংহরতি । অমরৈর্দেবৈঃ প্রার্থনীয়্য সম্পদং যন্মিস্নেহাত্মনঃ
দ্বিজশ্রেষ্ঠস্য গৃহং বিধায় স আশ্রয়ান্ যথা পূর্বং গুরোঃ
সবিধে সমীপে শাস্ত্রবরাণ্যশিক্ষিত ॥ ৩৩ ॥ বামলোচনাঃ কপট-
দৃষ্টৈঃ প্রিয়ঃ কমনীয়াঃ সুন্দর্যঃ যোচিতং পতিং প্রাপ্য যথা
পুরং ভাগং ভাগ্যং প্রাপু বস্তি । তথা সর্বাঃ কলা অপি এনং
শ্রীশঙ্করঃ বরং প্রাপ্য পুরং ভাগ্যং প্রাপুরিতার্থঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রেষ্ঠবস্তু দান করিতে সক্ষম বলিয়া শঙ্করাচার্য্য
দেবতা ও ব্রাহ্মণ এই উভয়েরই প্রিয় হইয়া
ছিলেন । ৩১ । ৩২ ।

অমরগণ যে সম্পৎ প্রার্থনা করিয়া থাকেন সেই
সম্পত্তিদ্বারা ব্রাহ্মণের গৃহ ভূষিত করিয়া আত্ম-
তত্ত্বজ্ঞ শঙ্করাচার্য্য পূর্বক যেরূপ শাস্ত্র শিক্ষা করি-
তেন সেইরূপ পুনরায় গুরুর নিকটে যাইয়া প্রধান
প্রধান শাস্ত্র সকল শিক্ষা করিতে লাগিলেন । ৩৩ ।

কপট-দৃষ্টি সুন্দরী কামিনীগণ আত্মগুণানুরূপ
পতি পাইয়া যেরূপ উৎকৃষ্ট ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা

বিদ্যাস্থ যশস্বিনো বপুঃ । উপমানকথা প্রসঙ্গমপ্য-
সহিস্থ শ্রিয়মম্বপদ্যত ॥ ৩৫ ॥ জয়তিস্ম সরোবহ-
প্রভামদকুপ্তীকরণক্রিয়াচণং । দ্বিজরাজকরোপলা-
লিতং পদযুগ্মং পরগর্ব্বহারিণঃ ॥ ৩৬ ॥ জলমিন্দু-

সরহস্যং সমগ্রং যথাস্থাতথা শিক্ষিতা অখিলা বিদ্যা যেন তথা-
ভূতস্য যশস্বিনঃ শ্রীশঙ্করস্য বপুঃ শরীরং উপমানকথারঃ প্রসঙ্গ-
মপ্যসহিস্থ অপূর্ব্বাং শোভাং প্রাপ্তবৎ ॥ ৩৫ ॥ অথ শ্রীশঙ্করস্য
পাদাদ্যবস্তুবৎ বর্ণয়িষ্যামাহে । উদীয়পদযুগ্মং বর্ণয়তি জয়তিস্মে-
তাদিনা । সরোবহস্য কমলস্য যঃ প্রভামদস্তস্য বা কুটীকরণক্রিয়া
তয়া বিতং প্রভীতং তেন বিতশ্চক্ষুপ্চণপাবিতি সূত্রেণ চণপ-
প্রভায়ঃ । যতো দ্বিজরাজস্য চক্ষুস্ত কটৈঃ কিরণৈঃ দ্বিজরাজানাং
বিপ্রাণাং হস্তৈশ্চোপলালিতং পরেবাং বাদিনাং গর্ব্বং হর্কুং
শীলমস্ত চরযুগ্মং জয়তি স্ম ॥ ৩৬ ॥ যদি জলং ইন্দুমণিঃ চন্দ্র-

করে, সেইরূপ সমস্ত কলা (শাস্ত্র) বরণ্য শঙ্করকে
প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট ভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া ছিল । ৩৪ ।

যিনি সমগ্র বেদাদি শাস্ত্রের সহিত সকল শাস্ত্র-
শিক্ষা করিয়া ছিলেন, সেই যশস্বী শঙ্করাচার্য্যের
শরীর (কাহারও সহিত কিরূপে কি করিয়া) যদ্যপি
উপমান কথার প্রসঙ্গ পর্য্যন্তও সহ্য করিতে অপা-
রগ হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার শরীর এক অনুপম
শোভা ধারণ করিয়া অতিশয় প্রীতি-বর্দ্ধন হইয়া
উঠিল । ৩৫ ।

বাদীদিগের গর্ব্বহারী শঙ্করাচার্য্যের পদযুগল
শতদলের সৌন্দর্য্যগর্ব্ব ধ্বংস করিয়া এবং দ্বিজ-
রাজ-কর (ব্রাহ্মণ হস্ত ও চন্দ্রকিরণ) দ্বারা পরিশো-
ভিত ও উপসেবিত হইয়া উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইতে লাগিল ।
জল যদি চন্দ্রকান্তমণি নিঃসৃত করে, প্রস্তর সকল
যদি কমল হয়, যদি সেই কমল হইতে সরোবর

মণিং অবৈদ্যদি যদি পদ্মং দৃষদন্ততঃ সরঃ । যদি
তত্র ভবেৎ কুশেশয়ং তদমুখ্যাজ্জি তুলামবাগ্নুয়াং ॥ ৩৭
পাদৌ পদ্মসমৌ বদন্তি কতিচিচ্ছ্রীশঙ্করস্যানঘৌ
বক্তুং চ দ্বিজরাজমণ্ডলনিভং মৈতদ্বয়ং সাম্প্রতম্ ।
প্রেম্যঃ পদ্মপদং কিল ত্রিজগতি খ্যাতঃ পদং দত্ত-
বানন্তোজে দ্বিজরাজমণ্ডলশতৈঃ প্রেম্যৈরুপাস্যঃ
মুখম্ ॥ ৩৮ ॥ মুহঃ সন্তো নৈজং হৃদয়কমলং নির্মল-

কান্তং মণিঃ স্রবেৎ । যদি চ দৃষদঃ কমলং ভবেৎ । যদি চ তস্যাং
সরস্তভাগো ভবেৎ । যদি চ তস্মিন্ সরসি কুশেশয়ং ভবেৎ । তদা
তৎ কমলং অমুখ্য পাদদাদৃশ্যং প্রাপ্নুয়াৎ । সন্তাবনঃ যদিষ্টং
জ্ঞানিত্যেহোহন্তস্ত সিদ্ধয়ে ॥ ৩৭ ॥ কেচিচ্ছ্রীশঙ্করস্তানঘৌ পাদৌ
পদ্মসমৌ বদন্তি । মুখক চন্দ্রমণ্ডলসমং বদন্তি । নৈতদ্বয়ং
জ্ঞাস্যং । যতঃ প্রেম্যোহমুচরো জগতি খ্যাতঃ পদ্মপাদঃ পদ্মে
পদং দত্তবান্ । যথা মুখং ব্রাহ্মণলক্ষণং চন্দ্রমণ্ডলশতৈঃ প্রেম্যৈ-
রুপাস্যম্ । অত্র নৈতদিত্যাদিনোপমিতানিশ্চিন্তেহুদয়াটন্যং প্রতী-
পালক্যঃ । বর্ণোনাত্মসোপমায়া অনিপত্তিবচস্চ তদিত্যুক্তেঃ
শব্দঃ ॥ ৩৮ ॥ শ্রীশঙ্করপাদবদনয়োঃ পদ্মোদ্ভূতামুকুটতঃ

জন্মে, যদি সেই সরোবরে কমল জন্মায়, তবে সেই
কমল, শঙ্করাচার্যের একদিন পদসাদৃশ্য প্রাপ্ত হইতে
পারে। কেহ কেহ শঙ্করাচার্যের পদমুগল পদ্ম-
সদৃশ বলিয়া থাকেন এবং মুখ চন্দ্রতুল্য বলিয়া
বর্ণনা করিয়া থাকেন; কিন্তু এই দুইটাই অত্যাশ্চর্য্য।
কারণ, ত্রিজগদ্বিখ্যাত অনুচর কমলনিবাসী ব্রহ্মা,
কমলে পদার্পণ করিয়াছেন এবং মুখ, অনুচর দ্বিজ-
প্রবররূপ মণ্ডলশতদ্বারা সর্বদা উপাসনীয়। বোগী-
ক্লেশগণ স্বীয় হৃদয়কমল অত্যন্ত নির্মল করিবার
নিমিত্ত হৃদয় কমলে শঙ্করাচার্যের চরণ কমল অবি-

তরং বিধাতুং যোগীশ্রীঃ পদকমলমগ্নিশ্চিদধতি ।
তুরাপাং শক্রাদৌ সর্বমতি বদনং যন্নবস্থধাং ততো
মন্তো পদ্মাং পদমধিকমিন্দোশ্চ বদনম্ ॥ ৩৯ ॥
তত্ত্বজ্ঞানফলেগ্রহি ঘনতরব্যামোহ যুষ্টিদ্বয়ো নিঃশেষ-
বাসনোদরস্তরিরঘপ্রাগ্ভারকূলক্ষয়ঃ । লুটাকো মদ-

প্রকারান্তরেণ দর্শয়তি মুহুরিতি । সন্তো যোগীশ্রীঃ স্বীয় হৃদয়
কমলং নির্মলতরং বিধাতুমগ্নিন্ হৃদয়কমলে শ্রীশঙ্করস্য পদ-
কমলং নিদধতি স্থাপয়ন্তি । বদনম্মাচ্চৈশ্রাদৌ তুরাপাং তুরাপাং
ব্রহ্মলক্ষণং নব্যাং স্থাং মুখমুদগিরতি উদয়তি । যৎ যস্যোতি
বা ততস্তস্মাৎ পদ্মাং পদং চন্দ্রাচ্চ মুখমুকুটং মনো শিখা ॥
৩৯ ॥ তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণং ফলং গুহ্যতীতি তত্ত্বজ্ঞানফলেগ্রহিঃ
ফলেগ্রহিরাশ্রয়শ্চৈতু্যপদস্যোদঃ তত্ত্বং গ্রহেরিম্ প্রভারশ্চ
নিপাত্যভে । পুনশ্চ ঘনতরো যো ব্যামোহোহকঠাশ্রুদুর-
রূপস্তঃ মুফা নিপীডা ধরতি পিবতীতি । তথা পুনশ্চ নিঃশেষ-
বাসনেন উক্তানাং সমস্তদুঃখৈরুদরং বিতর্জীতি । তথা সর্ব-
বাসনাতককঃ । পুনশ্চ তেবামমুখ্য পাপসা যঃ প্রাগ্ভারোহতিশয়
স্তস্য কূলং তটং কথতি নাশয়তীতি তথাভূতনদীবৎ যুলোদ্ভূ-
লকঃ । পুনশ্চ মদমৎসরদস্তাদিপংক্তে লুটাকঃ অপহারকঃ ।

শ্রাস্ত স্থাপন করিয়া থাকেন। কারণ, ইন্দ্রাদি দেব-
তাগণ যে স্থা প্রাপ্ত হন নাই, শঙ্করাচার্যের মুখ
সেই নবীন ব্রহ্মস্থা বমন করিয়া থাকে। স্তরাতঃ
তাহার চরণ, কমল হইতে ও তাহার বদন চন্দ্র
হইতে উৎকৃষ্ট হইবে বিচিত্র কি? আচার্যের চরণ
তত্ত্বজ্ঞানরূপ ফল গ্রহণ করিয়া থাকে, “আত্মা অকর্তা
কিছু করে না, তিনি অপ্রকাশরূপ” ইত্যাদি
মোহ সকল অতিশয় দলন করিয়া থাকে, ভক্তগণের
গমস্তই দুঃখ উদরসাৎ করিয়া থাকে, প্রাপরাশির
সমূলে উন্মূলন করিয়া থাকে, মদ, মাৎসর্য্য ও

মংসাদিবিততেস্তাপত্রয়ারুস্তদঃ পাদঃ সাদ-
মিত্পচঃ করুণয়া ভদ্রকরঃ শঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥
পদাঘাতক্ষেপটত্রণকিণিতকার্ত্তান্তিকভূজং প্রঘাণ-
ব্যাঘাতপ্রণতবিমতদ্রোহবিরুদ্ধম্ । পরং ব্রৈক্ষ-
বাসৌ ভবতি তত এবাস্য সুপদং গতায় স্মারান্তীন

তাপানামাখ্যাস্ত্রিকাধিদৈবিকাধিতৌলিকানাং ত্রয়ঃ তস্যারুস্তদে
নশ্পক্ বিনাশকঃ । তথা মিতং পচতীতি মিত্পচঃ কদর্যঃ
কদর্যো রূপগন্ধুদ্রকিম্পচানমিত্পচ ইত্যমরঃ । তদ্বিলক্ষণো-
হমিত্পচোহতাদারঃ এবধিগঃ শঙ্করঃ পাদঃ কল্যাণকরঃ স্যাৎ
শাব্দলং ॥ ৪০ ॥ যমকিস্করেভ্যো মার্কণ্ডেয়স্য রক্ষণসময়ে
পদাঘাতেন বামচরণপ্রহারেণ যঃ ক্ষেপটস্তস্য ত্রণেন কিণিতৌ
চিহ্নিতৌ কাণ্টান্তিকৌ কৃতান্তস্য যমস্য সম্বন্ধিনৌ ভূজৌ
যেন তৎ । প্রঘাণো দ্বারবাহপ্রকোষ্ঠে আগারৈকদেশে প্রঘাণঃ
প্রঘাণশ্চেতি প্রঘাণশব্দনিপাতনাৎ । বুৎপত্তিস্তপ্রবিশক্তিঃ
জ্ঞানৈঃ পাদৈঃ প্রকর্ষণেণ চতুস্ত ইতি বোধ্যতে । তেন যো ব্যাঘাতঃ
প্রাদপ্রহারঃ তেন প্রণতস্য দীপনম্ভারবৎ প্রকর্ষণে নতস্য নম্রী-
ভূতস্য যে ব্যাঘাতস্তস্য বিমতাঃ শত্রবন্তেযাজ্জোহ ইতি বিরুদ্ধঃ
প্রখ্যাতিকরং নামধেয়ঃ যস্য বিরুদ্ধশব্দো দেশীয়শব্দঃ । তৎপরং
ব্রৈক্ষবাসৌ শ্রীশঙ্করো ভবতি । ততস্তস্মাদেবাস্য পদং শোভনং
চরণং জগতাদ্যপি মহতোহুদ্রস্তবাবান্ গতায় অজ্ঞান-

দম্ভাদির অপহরণ করিয়া থাকে, আধ্যাত্মিক, আধি-
ভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপের বিনাশ
করিয়া থাকে, এবং তাহা অতিশয় উদার ও সকলের
কল্যাণকর । যম কিস্করেরা আমিয়া যখন মার্কণ্ডেয়
মুনিকে বন্ধন করে, তৎকালে পদপ্রহারে যিনি
কৃতান্তবাহু, ত্রণচিহ্নিত করিয়া ছিলেন । গৃহের
একদেশ বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠে পদপ্রহার দ্বারা প্রণত
ও নৈর বাহ ও আন্তরিক শত্রু সমুদায়ের হিংসা কার্যে
যাঁহার নাম বিখ্যাত সেই পরমব্রহ্মই শঙ্করাচার্য্য ।
জ্ঞত এব তাহার সুন্দরচরণ জগতে অদ্যপি উদার-

জগতি মহতোহুদ্যপি তনুতে ॥ ৪১ ॥ প্রাপ্তস্য
ভূদয়ং নবং কলয়তঃ সারস্বতোজ্জুভগং স্বা-
লোকেন বিধৃতবিধতিমিরস্যাসন্নতারস্তু চ । তাপং
নস্তুরিতং ক্ষিপন্তি ঘনতাপন্নং প্রসম্মা মুনোরাহ্লা-
দঞ্চ কলাধরস্তু মধুরাঃ কুর্কন্তি পাদক্রমাঃ ॥ ৪২ ॥

নিবৃত্তয়ে শরণং প্রাপ্তায় স্মারাখ্যা স্মরসম্বন্ধিনী যা আর্হিঃ যেভা-
তথাভূতান্ কুরুতে শিঃ ॥ ৪১ ॥ নবামভূদয়ং প্রাপ্তস্য সার-
স্বতং সামুদ্রমুজ্জুগমুলাসং কুরুতঃ স্বায়প্রকাশেন বিধৃতং
বিধস্য তিমিরং যেন তস্যাসন্ন্য সন্নিবি প্রাপ্তান্তারা যস্য তস্য
কলাধরস্য ষোড়শকলস্য চন্দ্রস্য পাদক্রমাঃ কিরণপ্রচারাঃ
প্রসারাঃ স্ফা বধা ঘনতাং প্রাপ্তং তাপং শীঘ্রং ক্ষিপন্তি নাশ-
য়ন্তি আহ্লাদঞ্চ কুর্কন্তি । তথা নবমভূদয়ং প্রাপ্তস্য সরস্বতী-
প্রতিপাদাং সারস্বতং ব্রহ্মতত্ত্বং তস্য উদ্বীপনং কুর্কতঃ স্বস্য
প্রত্যক্ চৈতন্যস্তালোকেন বিধৃতং বিধস্যাজ্ঞানলক্ষণং তিমিরং
যেন তস্য সনৈবোদ্ধারজপাদ্যভাসলীলস্য সমস্তকলাধরমূলে
শ্রীশঙ্করস্য প্রগল্ভচরণন্যাস্য নোহস্মাকজঘনীভূতং সংস্রুতিলক্ষণং
তাপং নাশয়ন্তি । আহ্লাদং ব্রহ্মানন্দ লক্ষণঞ্চ প্রকটয়ন্তী-

অভাব লোকদিগকে অজ্ঞান নিবৃত্তির নিমিত্ত
মন্মথ যন্ত্রণার বশবর্তী করিয়া থাকে । নবোদিত
ও নব উন্নতি প্রাপ্ত, সমুদ্রের ও ব্রহ্মতত্ত্বের উল্লাস
ও উদ্বীপন-কারী, স্বায়প্রকাশ দ্বারা জগতের অন্ধ-
কার ও অজ্ঞানরূপ তিমির নষ্ট করিয়া থাকে । যাঁহার
সন্নিধানে সর্বদা তারাগণ অবস্থিত যিনি সর্বদা
ওদ্ধার রূপাদির অভ্যাসে একান্ত অনুরক্ত, ষোড়শ-
কলাধারী চন্দ্র ও সমস্তকলাবিৎ মূনি শঙ্করাচার্য্যের
কিরণপ্রচার ও চরণবিন্যাস নিশ্চল হইয়া দিবাভাগের
ঘন উদ্ভাপ ও আমাদিগের ঘনীভূত সংসারতাপ
শীঘ্র নাশ করিয়া ও আহ্লাদ এবং ব্রহ্মানন্দ

নতি দন্তে মুক্তিং নতমুত পদং বেত্তি ভগবৎপদস্য
প্রাগল্ভ্যাজ্জগতি বিবদন্তে ঐতিবিদঃ । বয়স্তু
ক্রমন্তুজনরতপাদাম্বুজরজঃপরীরস্তারস্তঃ সপদি
হৃদি নির্ঝাণশরণম্ ॥ ৪৩ ॥ ধবলাংশুকপল্লবাবৃতং
বিললাসোরুযুগং বিপশ্চিতং । অমৃতার্ণবফেনম-

ঞ্জরীচ্ছুরিতৈরাবতহস্তশস্তিভৃৎ ॥ ৪৪ ॥ যদি হাটক-
বল্লরীত্রয়ীঘটিতা স্ফটিককুটভূতটী । স্ফটমস্য
তয়া কটীতটী তুলিতা স্যাৎ কলিতত্রিমেখলা ॥ ৪৫ ॥
আদায় পুস্তকবপুঃ ঐতিসারমেকহস্তেন বাদিকৃত-
তদগতকণ্টকানাং । উদ্ধারমারচয়তীব বিবোধমুদ্রা
মুদ্রিতো নিজকরেণ পরেণ যোগী ॥ ৪৬ ॥ সুধী-

তীর্থঃ শাদূলঃ ॥ ৪২ ॥ কিং নতি নমস্কারো মুক্তিং দদাতি
অথবা নমস্তুভ্যং ভগবৎপাদস্ত পদমিতি ঐতিবিদঃ প্রাগল্ভ্য-
াজ্জগতি বিবদন্তে কুর্কস্তি । তত্র বয়স্বেবং ত্রয়ঃ তস্ত ত্রীশঙ্কর-
চরণস্ত ভক্তনে সেবার্যঃ যো রতন্তস্য পাদকমলস্ত রজসঃ হৃদয়
আলিঙ্গনস্তারস্তঃ তৎক্ষণমেব মোক্ষাত্রয়ভূতো মুক্তিপ্রদ ইত্যর্থঃ ॥
৪৩ ॥ অথ তদীয়মুকুযুগং বর্ণয়তি । যেতবস্ত্রলক্ষণেন
পল্লবেনারতং বিপশ্চিত উক্তদ্বয়ং বিললাস শুভে তদ্বিশিনষ্টি ।
অমৃতার্ণবস্ত ক্ষীরসমুদ্রস্ত ফেনমঞ্জরী চুরিতস্ত বাৎসুসা ঐরাবতস্য
হস্তস্ত গুণায়াঃ শস্তিঃ প্রাশস্ত্যং বিভ্রতীতি যথা বিয়োঃ ॥ ৪৪ ;

সুর্ণবর্ণীত্রয়ীযুক্তা স্ফটিকমযস্য পুস্তকস্য তটী যদি ভবেত্তদা
তয়া ভাদৃশতয়া কলিতা সম্পাদিতা ত্রিমেখলা যস্যাত্ স্য অস্য
ত্রীশঙ্করস্য কটীতটী তুলিতা স্যাৎ ॥ ৪৫ ॥ অথ তদীয়করৌ বর্ণয়তি
আদায়েতি দ্বাভ্যাং । পুস্তকমেব বপুঃ শরীরং যস্ত কলচ্ছু তীনাং
সারঃ একহস্তেন বামকরেণ যোগী আদায় জ্ঞানমুদ্রাঃ তর্জনা
সুষ্ঠমংযোজনরূপাং উদ্বিততাহপরেণ দক্ষিণেন নিজহস্তেন বাদি-
কৃতানাং তস্মিন্ ঐতিসারে স্থিতানাং কণ্টকানাং উদ্ধারমারচয়তী-
বেতুৎপ্রেক্ষা বসঃ ॥ ৪৬ ॥

প্রদান ও প্রকটিত করিয়া থাকে । নমস্কার করিলে
সেই নমস্কার মুক্তিদান করিয়া থাকে, অথবা সর্বজন
নমস্কৃত ভগবানের পদপ্রদান করিয়া থাকে । শাস্ত্র-
বৎ পণ্ডিতগণ প্রাগল্ভ্য বচনে জগতে এই বিষয়ের
অন্য অনেক কলহ করিয়া থাকেন । কিন্তু আমরা
সেই বিষয়ে এইরূপ বলিয়া থাকি যে, যেজন আচা-
র্যের সেবায় একান্ত অনুরক্ত, তাঁহার পদাম্বুজরজ
হৃদয়ে আলিঙ্গন করিবার উপক্রমই তৎক্ষণাৎ
কেবল একমাত্র মোক্ষের আশ্পদ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ ।
৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ ।

ক্ষীরসমুদ্রের ফেনমঞ্জরী দ্বারা পরিব্যাপ্ত ঐরা-
বত হস্তীর শুণ্ড যেরূপ প্রশস্ত, তদ্রূপ পণ্ডিতবর
শঙ্করাচার্যের ধবল বস্ত্র রূপ পল্লবদ্বারা পরিবেষ্টিত

উরুযুগল শোভা পাইতে লাগিল । স্ফটিকময়
পর্বতের তটদেশ যদি তিনটী কনকবল্লীদ্বারা
পরিবেষ্টিত হয়, ও তাহাতে যদি তিনটী মেখলা
বেষ্টন করিয়া থাকে । তবে, একদিন শঙ্করাচার্যের
কটীতটের তুলনা হইতে পারে । ৪৪ । ৪৫ ।

যোগী শঙ্করাচার্য, পুস্তকাকৃতি বেদসার বাম-
হস্তদ্বারা গ্রহণ করিয়া তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ-অঙ্গুলির
সংযোজনরূপ জ্ঞানমুদ্রা-বিশিষ্ট দক্ষিণ হস্তদ্বারা
বাদিকৃত কণ্টক ও ঐতিসার পুস্তকস্থিত কণ্টক
সকলের যেন উদ্ধার করিতেছেন । “সুধীর শঙ্ক-
রাচার্যের করযুগল কল্পতরুর পল্লবতুল্য ।” অমল
কমল যখন মনে করে আমি ইহার তুল্য তখন
এই করযুগল, আমার প্রভা দিবসে কিম্বা রাত্রি
কালে চুরী করিয়া লইবে এই ভয়ে রাত্রি হইতে

রাজঃ কল্পক্ৰমকমলরাজৌ করবরৌ করোত্যেতো
চেতসামলকমলং যৎসচ্চরং । রুচেশ্চোরাবেতাব-
হনি কিমু রাজ্যাবিতি ভিষা নিশাদেৱা প্রাত নিজ-
দলকবাটং ঘটয়তি ॥৪৭॥ রুচিরা তদুরঃস্থলী বভা-
বরক্ষালবিশাণমাংসলা । ধরণীভ্রমণোদি ত্রশমাং
পৃথুশবেব জয়শ্রিয়াশ্রিতা ॥৪৮॥ পার্শ্বপ্রথিমাপ-
হারিণৌ শুভভাতে শুভলক্ষণৌ ভুজৌ । বহিরন্তর-

স্বনীনাং মধ্যে রাজত ইতি প্রদীপাট তত্র শ্রীশঙ্করশ্রুতৌ কর-
বরৌ কল্পক্ৰমপল্লবতুল্যাবিতি যদা যৎসচ্চরং যন্তুলামলকম-
লক্ৰেতাস করোতি । তদা রুচেশ্চোরাবেতৌ । তত্রাপি
দিনে কিমু রাজ্যাবিতি ভয়েন রাজ্যৌ চৌরানাংমবকাশ ইতি কুড়া
নিশাদেঃ স্বযাস্তমারভা স্যমোদগপয়াঃ স্বলয়কং কপাটং
ঘটয়তি যোক্তব্যং শিঃ ॥ ৪৭ ॥ অথ তন্তোরঃস্থলং বর্ণয়তি ।
অবরক্ষালবৎ কবাটকলিকবিশালা চান্দো মাংসলা মাংস-
ব্যাপ্তা চাতিমনোহরা তন্তোরঃস্থলী বভৌ ললভে । ধরণাং ভ্রমণে
ভ্রমণেনোদিতাচ্চুবাং জয়লক্ষ্মী আশ্রিতা শয্যাবেতার্থঃ ॥৪৮॥
অথ তদারভুতৌ বর্ণয়িতি । বাহরন্তরশত্ৰুনিগ্ৰহে পরিষপ্রখ্যাভ-
তাপহরণীণৌ পরিষাদদিকতরপ্রখ্যাভিনন্তৌ বিজয়স্তম্ভযুগ-

বতক্ষণ না সূর্যোদয় হয় এই সময় পর্য্যন্ত আপ-
নার দলরূপ কপাট বন্ধ করিয়া থাকে । কারণ
রাত্রিকালেই চৌরদের যথার্থ চুরী করিবার
কাল, সুতরাং রাত্রিকালে দলসজ্জাচ করা কমলের
স্বাভাবিক ধর্ম্ম । ৪৬ । ৪৭ ।

কপাট ফলকের তুল্য বিশাল ও মাংসব্যাপ্ত
তদার সুন্দর বক্ষঃস্থল, ধরাতলে ভ্রমণ করিয়া যখন
তাহার পরিশ্রম উৎপন্ন হইল তখন তাহার অপনো-
দনার্থে জয়লক্ষ্মীর অবলম্বিত শয্যার নতুন তাহা
শোভা পাইতে লাগিল । ৪৮ ।

শক্রনিগ্রহে নিজয়স্তম্ভযুগীধরধরৌ ॥ ৪৯ ॥ উপ-
বীতমমুবা দিছুতে বিসতস্ত ক্রয়মাণমৌহদং । শর-
দিন্দুমযুথপাণ্ডুমাতিশয়োল্লঙ্ঘনজাজিকপ্রভম্ ॥ ৫০ ॥
সমরাজত কণ্ঠকম্বুরাড্ভগবৎপাদমুনে যছুস্তবঃ ।
নিদনঃ প্রতিপক্ষনিগ্রহে জয়শঙ্খধ্বনিতামবিন্দত ॥৫১॥

এত ধুরন্ধরত ইতি তৌ তদুপৌ শুভলক্ষণমুপৌ শ্রীশঙ্করশ্রুতৌ
শুভভাতে ॥ ৪৯ ॥ অথ তদারঃ বজ্রোপবীতং বর্ণয়তি । মাংস-
তন্ত্রিতিঃ যুগলতন্ত্রিতিঃ ক্রয়মাণং সৌহদং যেন তৎ শরচ্চত্ৰা
কিরণমাং পাণ্ডিয়ঃ শ্বৈতভায়াঃ । অতিশয়োল্লঙ্ঘনে জাজিকা-
হতিবেগবতী প্রভা যন্ত । জজ্বালোতি জবন্তলো জাজ্বাকরিক-
জাজ্বিকাবিত্যমবঃ । তদমুবা শ্রীশঙ্করশ্রুতৌ যজ্রোপবীতং দিছুতে
য়েছে ॥ ৫০ ॥ অথ তত্র কণ্ঠং বর্ণয়তি । ভগবৎপাদমুনেঃ কণ্ঠাশ্ব-
কশঙ্খজাতঃ সমরাজতঃ তৎ বিনিগ্ধিতি । য উক্তবঃ কাবচমন্ত্রেণ যত-
ত্ববো যৎকারণকঃ সম্ভাদুহা উৎপত্তি যজ্ঞেতি কথা যতুংপন্ন ইতি
বা নিদনো ঘোষঃ প্রতিপক্ষাণাং বাদিক্রপাণাং শত্রুণাং নিগ্রহে
জয়শঙ্খধ্বনিতাং প্রাপ্তবান্ ॥ ৫১ ॥ অথ বস্ত্র বহুপক্ষিৎ বর্ণয়িতি ।

বাহ ও আভ্যন্তরীণ বিপক্ষ সকল নিরোধ করি-
বার জন্য ধুরন্ধর জয়স্তম্ভ সদৃশ ও পরিষ (মুদগার)
অপেক্ষা অধিকতর খ্যাতিসম্পন্ন স্তলক্ষণ তদার
ভুজযুগল শোভা পাইতে লাগিল । ৪৯ ।

যুগলতন্ত্র দ্বারা বাহার সৌহার্দ কৃত হইয়াছে,
এবং শারদীয় শশধরের মমৃথমালার শৈত্যগুণের
উৎকর্ষ উল্লঙ্ঘন হেতু বাহার প্রভা অতিশয় বেগ-
বতী, আচার্যের ঈদৃশ যজ্রোপবীত শোভা পাইতে
লাগিল । ৫০ ।

বাহার কণ্ঠধ্বনি হইতে সমুৎপন্ন ধ্বনি বাদী নিগ্র-
হকালে জয় শঙ্খধ্বনির স্বরূপ হইয়া ছিল, আচা

অরুণধরমঙ্গতাঃখিকং শুশুভে তস্য হি দন্ত-
চক্ষিকা । নববিক্রমবল্লরীগতা তুহিনাংশোরিব শারদী-
চ্ছবিঃ ॥ ৫১ ॥ স্বকপোলতলে বর্ষাশ্বিনঃ শুশুভাতে
নিভাসুর্বার্চসঃ । বদনাশ্রিতভারতীকৃতে বিধিসঙ্ক-
ল্লিতদর্পণাবিব ॥ ৫৩ ॥ সমাসীতশ্যাস্তং স্কৃতজলধেঃ
সর্বজগতাং পয়ঃপারাবারাদভনি রজনীশো-

হি প্রসিদ্ধনকণাধরমঙ্গতা তস্য দন্তচক্ষিকাঃখিকং শুশুভে । তত্র
দৃষ্টাঙ্কঃ নববিক্রমো নবীনো রত্নরক্ষঃ । বিক্রমো রত্নরক্ষোহপি
পবলেহপি পুমানর্থমিতি মেদিনী । বদল্লাগতা হিমাকরণস্য
শবৎকালিকা ছবিঃ কান্তি যথা শোভতে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥
অথ তদীয়কপোলতলে বর্ষাশ্বিনঃ সিংহলান্যো শুভ্রাংশোচক্ষুস্যা
বজ্র ইব বর্জিতোজো যস্য তস্য বর্ষাশ্বিনঃ শোভনে কপোলতলে
শুশুভাতে । তথাভূতস্য বদনং মুখমশ্রিতা বা সরস্বতী তস্যঃ
কৃতে তদর্পঃ রক্ষণা সঙ্কল্পিতো মঙ্গলোপমাং পাদিকৌ দর্পণাবিব ॥ ৫৩ ॥
অথ তস্য মুখং বর্ষাশ্বিনঃ । সর্বজগতাং পুণ্যমেব সমুদ্রস্ত্যাবহ-

য্যেয় সেই কণ্ঠরূপ শঙ্করাজ্যশোভা পাইতে লাগিল ।
৫১ ।

অরুণবর্ণ অপর মঙ্গল তদীয় দন্ত কৌমুদী নবী-
নরত্নরক্ষের মঞ্জুরীর অন্তর্গত, হিমাংশুর শরৎকালীন
ছবির মত শোভা পাইতে লাগিল । ৫২ ।

আচার্যের বদনমধ্যে যে সরস্বতী দেবী বাস
করিয়া আছেন, তাঁহার নিমিত্ত বিদ্যাতা মনে মনে
সঙ্কল্প করিয়া যে ছুইখানি দর্পণ নির্মাণ করিয়া-
ছেন, তাহার তুল্য, এবং চন্দ্রতুল্য তেজস্বী সেই
বর্ষাশ্বী শঙ্করাচার্যের সুন্দর কপোলযুগল শোভা
পাইতে লাগিল । ৫৩ ।

সকল জনের সমাদৃত, সকল জগতের পুণ্যরূপ

বহুমতাং । সুধাধারোদগারঃ সুমদৃগনয়োঃ কিন্তু
শশভূং সতাং তেজঃপুঞ্জঃ হরতি বদনং তস্য
দিশতি ॥ ৫৪ ॥ পুরা ক্ষীরাস্ত্রোধেরহহ তনয়ঃ
বদ্বিষয়তাজুযো দীনমাগ্রে ঘনকনকধারাঃ সমকি-
রৎ । ইদং নেত্রং পাত্রং কমলনিলয়াপ্রীতিবিততে-

ত্বেনাভিমতাং বহুনাভিমতাদ্বা তস্য শ্রীশঙ্করস্য মুখং সমাসাৎ ।
পয়ঃপারাবারাং ক্ষীরসমুদ্রোদ্রহমতাজ্জলমীশশ্চোদ্রোদ্রায়ত । অম-
য়োরাসাচক্ষুরোঃ সুধাধারায় উদগার উদ্রমনং সুমদৃক সুমদশা
পরঃসুহং বিশেষঃ শশভূক্তস্তঃ সতাং নক্ষত্রাণাং তেজঃপুঞ্জঃ হরতি
তস্য মুখং সতাং সজ্জনানং তদদিশতি । উপমেরাভিধানাদ্ভাতি-
রেকঃ । বাতিরেকো বিশেষশ্চেতুপন্নানোপমেরায়োরিত্যাক্তেঃ শি০
॥ ৫৪ ॥ অথ তদীয়ং নেত্রবদং বর্ণয়তি । পুরা অহংকৃত্যশ্চযো
বশ মুনীশনেত্রস্ত বিষয়তঃ গোচরভাং জুযতে দেবত ভক্তি ।
তথা তস্য দীনমা ব্রাহ্মণকলত্রমাগ্রে ক্ষীরসমুদ্রকল্যা লক্ষ্মী ঘনী-
ভূতসামলকাকারস্য সুবর্ণস্য ধারাঃ সমকিরৎ । তদ্বদং কমলা-

সমুদ্র হইতে আচার্যের মুখ উৎপন্ন হয় । এবং
সর্ব-জনসম্মানিত ক্ষীরসাগর হইতে রজনীপান
উৎপন্ন হইয়াছিল । সুতরাং শঙ্করাচার্যের মুখ
ও শশধর যে সুধাবর্ণ করিবে ইহা বিচিত্র নহে ।
কিন্তু পরস্পরের বিশেষ এই যে, শশধর সতের
(নক্ষত্রদিগের) তেজোনাশ করিয়া থাকে, ও তাঁহার
মুখ, সজ্জন দিগকে তেজঃপ্রদান করিয়া থাকে । ৫৪ ।

ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য কথা—পূর্বে সমুদ্রতনয়া
লক্ষ্মীদেবীকে মূর্নিবরের নেত্রগোচর হইয়াও
দৈন্য দশাগ্রস্ত ব্রাহ্মণপত্নীর সমক্ষে ঘনীভূত আম-
লকা কলাকৃতি সুবর্ণধারা বিকীর্ণ করিয়া ছিলেন ,
কমলবাসিনী লক্ষ্মীদেবীর অপার প্রীতিভাজন সেই

মুণীশস্ত্র স্তোতুং কৃতশ্রুত এব প্রভবতি ॥ ৫৫ ॥
 দুর্বারপ্রতিপক্ষদূষণসমুন্মেষকিতৌ কল্পনে সেতো-
 রপানঘস্ত তাপসকুলৈগাক্ষস্ত লঙ্কারয়ঃ । আপন্ন-

লয়া লক্ষ্মীত্বতাঃ প্রীতিসত্ততেঃ পাত্রং মুণীশস্য নেত্রং স্তোতুং
 কৃতপুণ্য এব সমর্থো ভবতি ॥ ৫৫ ॥ অথ মুণীশকটাক্ষধ্বংসতি ।
 যথা দুর্বারঃ প্রতিপক্ষঃ শত্রুর্ধো দূষণার্থো রাক্ষসজ্ঞঃ সমুন্মেষস্য
 সমুদ্রাসস্য কিতৌ করে । কিতি নিবাসে মেদিন্যাং কালভেদে করে
 ত্রিরাশিতি মেদিনী । তদ্ব্যাসো যস্মিন্ সমুদ্রে তত্র সেতোঃ
 কল্পনে চানঘস্য দুঃখরহিতস্য তাপসগণশাঙ্কস্য তদাঙ্কাদকস্য
 শ্রীরামচন্দ্রস্য লঙ্কারা রাক্ষসপুংসা অরয়ঃ অচ্ছকীরাক্ষিতরক্ষ-
 দলঙ্কারা অতিকারাদিরাক্ষসজনিতসাধবসমূহঃ কটাক্ষকুরাঃ ।
 আপন্নাস্তপ্রায়ান্ শাখামৃগান্ বানরান্ পুষ্পান্তি উজ্জীবয়তি ।
 তথা দুর্বারাণাং প্রতিপক্ষাণাং যানি দূষণানি দুর্বারাণি চ কালি
 প্রতিপক্ষদূষণানীতি বা তেবাং সমুন্মেষস্য কিতৌ করে তদ্বি-
 যাসো যত্র যস্মিন্ স্থানে বাসিদূষণানি প্রসরন্তি তত্রৈতি যাবৎ ।
 সেতো জলবিধারকবতবিধারকসেতোঃ সমাধানলক্ষণস্য কল্পনেহ-
 পানঘস্য তাপসকুলচন্দ্রস্য লঙ্কানাং শাকিনীনাং কুলটানাং বা অরয়ঃ
 লঙ্কারক্ষঃপূরীশাখাশাকিনীকুলটাস্তচেতি মেদিনী । তথাভূতাঃ
 অতিকারে স্থলাদিবেহে য আত্মাভিমানলক্ষণো বিভ্রয়ো
 ত্রাস্তিত্ত্বং মুক্তত্বাতিভায়া যো বিভ্রম ইতি বা । অতিকারো
 মহাংক্ষাসৌ বিভ্রম ইতি বা । তথাভূতা অচ্ছপয়োহক্ৰিহবীচিবদ-

মুনিবরের ঈদৃশ নেত্রের স্তব করিতে কেবল শ্রুত-
 শালী লোকই সমর্থ ॥ ৫৫ ॥

যে রূপ অনিবার্য্য শত্রু দূষণরাক্ষসের উল্লাসের
 ক্ষয় বিষয়ে অথবা উল্লাগছেদের নিবাসস্বরূপ সমুদ্রে
 এবং তথায় সেতুর কল্পনা বিষয়ে ও দুঃখ রহিত
 তপস্বীগণের চন্দ্রস্বরূপ অথবা তাঁহাদিগের আহ্লাদ-
 দাতা শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাপূরীর শত্রুস্বরূপ, নির্মল-
 ক্ষীরার্ণবের তরঙ্গমত অলঙ্কার স্বরূপ, ও অতিকারাদি

নতিকায়বিভ্রমমূহঃ সংসারিশাখামৃগান্ পুষ্পান্ত্যচ্চ
 পয়োহক্ৰিবীচিবদলঙ্কারাঃ কটাক্ষকুরাঃ ॥ ৫৬ ॥
 নিঃশঙ্ককতিরক্ষকটককুলং মীনাঙ্কদাবানলজ্বালা
 সঙ্কুলমার্তিপঙ্কিলতরং ব্যাধ্বতীধ্বংসিনম্ । সংসা-
 রাকৃতিমাময়চ্ছলচলদুর্বারদুর্বারগং মুক্ষন্তি শ্রম-

লঙ্কারাঃ কটাক্ষকুরাঃ আপন্নান্ জরামরণাদিলক্ষণাপত্তিব্যা-
 প্তান্ শরণাগতানিতি বা সংসারিলক্ষণান্ শাখামৃগান্ পুষ্পান্তি ।
 সংসারাত্মাঃ ধনিবৃত্তিপূর্ককানন্দপ্রাপ্তিলক্ষণাং পুষ্টিং সম্পাদয়ন্তী-
 তার্থঃ শাদৃ ॥ ৫৬ ॥ নবস্থারূটীবদাচরন্তাঃ শ্রীশঙ্করদাদৃষ্টের আশ্রিতাঃ
 সত্যঃ সংসারীকায়ং শ্রমং মুক্ষন্তি । তং বিশিনতি । নিঃশঙ্ক আক-
 শ্মিণাঃ কতর এব রক্ষকটকাজেবাং কুলানি যস্মিন্ । পুনশ্চ
 কামলক্ষণদাবাংজালয়া ব্যাপ্তং আশ্রিতলক্ষণকর্দমেনাতিশয়েন
 ব্যাপ্তং বিক্কেজো বিকটো বাহধর্মলক্ষণোহধ্বা মার্গো যস্মিন
 যতীধ্বংসিনং ধৈর্য্যানাশকঃ আময়া রোগান্তজ্বলেন চলন্তো

রাক্ষস হইতে সমুৎপন্ন ভয়রাশির নিধনকর্তা, আচা-
 র্যের কটাক্ষফুরণ, মৃতপ্রায় বানরদিগকে উজ্জী-
 বিত করিয়া থাকে ; সেইরূপ অনিবার্য্য বাদীগণের
 যতপ্রকার দোষ আছে সেই সকল দোষ যে স্থানে
 বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, তথায় এবং জলবিধারক-
 যন্ত্রের তুল্য মৃত-সমর্থনকারী সেতুর কল্পনাতেও
 যিনি নিষ্পাপ তাপস কুলের চন্দ্ররূপ তাঁহার, এবং
 শাকিনী প্রভৃতি যোগিনীগণ অথবা কুলটা কামিনী-
 গণের বিপক্ষস্বরূপ, ও স্থলদেহে যে রূপ আত্মাভিমান
 আছে, সেই আত্মাভিমানরূপ ভ্রমছেদী, এবং নির্মল-
 সমুদ্রের তরঙ্গমালার তুল্য যাহারা অলঙ্কারস্বরূপ
 ঈদৃশ কটাক্ষপ্রকাশ, জরামরণাদিরূপ বিপত্তিসূক্ত
 অথবা শরণাগত সাংসারিক মনুষ্যরূপ মর্কটদিগের

আশ্রিতা নবস্থাবরূপিতা দৃষ্টয়ঃ ॥৫৭॥ ত্রিপুণ্ড্রঃ
কথাহুঃ সিতভসিতশোভি ত্রিপথগাং কৃপাপারাবারং
কৃতচন মূনিং তং শ্রিতবতীম্ । বয়স্বেতদ্-
ব্রহ্মো জগতি কিল তিশ্রঃ স্করুচিরাস্ত্ররীমৌলিবা-
কৃতাপকৃতিভবাঃ কীর্তয় ইতি ॥ ৫৮ ॥ অসৌ
শাস্ত্রা লীলাবপুৰিত ভূশং সুন্দর ইতি দ্বয়ং সম্পূ-

৩৮৫৫ বারগা গজা যন্নি তথাভূতং সংসারাকৃতিং শ্রমমিত্যর্থঃ ॥
॥ ৫৭ ॥ অথ ত্রিপুণ্ড্রং ত্রিধোৎপন্নম্ভে । তস্য শ্রীশঙ্করস্য সিত-
ভসিতশোভি শ্বেতভসন্য শোভায়মানং ত্রিপুণ্ড্রং ত্রিরেখাঙ্ককং
বিভূতিভিলকং কৃপাসিদ্ধং তং মূনিমাশ্রিতবতীং ত্রিমার্গাং
পথং কেচন কবিব্যাখ্যাস্থাঃ । বয়ং তু স্বগৃহজুঃসামাধ্যবেদ-
এয়াণিরসাঃ উপনিষদাং ব্যাকৃতগো ব্যাখ্যানানি তানোবোপ-
কৃত্য উপকারান্ততো তদা ভাষ্যঃ স্করুচিরা অতিসুন্দরাস্ত্রিঃ
কীর্তয় ইতি ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ শি০ ॥ ৫৮ ॥ এবং প্রত্যেকমঙ্গল্যাপ-

পথ বিস্তৃত রহিয়াছে, যাহা ধৈর্য্য-বিনাশক এবং
রোগহলে যে স্থানে দুর্ব্বার মাতঙ্গ কুল সর্ব্বদা
বিচলিত, আচার্য্যের নবস্থাবরূপি পরিপূরিত দৃষ্টি
সকল অন্য সেই সংসারাকার শ্রম অপহরণ করি-
তেছে । ৫৬ ।

শ্বেতবর্ণভ অঙ্গারা পরিশোভিত তিনটি রেখাবিশিষ্ট
অস্ত্র ভিলক (ত্রিপুণ্ড্র) কে কৃপাসিদ্ধ মূনির আশ্রয়ে
আশ্রিতা ত্রিপথগামিনী ভাগীরথী বলিয়া কেহ
কেহ নির্দেশ করিয়া থাকেন । কিন্তু আমরা এই
কথা বলি যে, ঋক্, যজু ও সাম এই বেদত্রয়ের
মস্তক স্বরূপ উপনিষৎ সকলের ব্যাখ্যারূপ উপকার
হইতে উৎপন্ন অতি সুন্দর তিনপ্রকার যেন কীর্তি
রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে । ৫৮ ।

এই শঙ্করাচার্য্য কামজয়ী মহাদেবের লীলা-

তোতজ্জনমনসি সিদ্ধঞ্চ সুগমম্ । যদন্তঃ পশ্যন্তঃ
করণমদসীমং নিরুপমং তৃণীকুর্কস্তোভে সুবমমপি
কামং সুমতয়ঃ ॥ ৫৯ ॥ অজ্ঞানান্তর্গহনপতিতা-
নাস্ত্রবিদ্যোপদেশৈস্ত্রাতুং লোকান্ ভবদবশিখাতাপ-
পাপচ্যমানান্ । মুক্তা মোনং বটবিটপিনো মূলতো

বর্ণ্য তদ্বপুর্কর্গনমুপক্রমতে । অসৌ শ্রীশঙ্করঃ শঙ্কোঃ কামবিজয়ি-
নো লীলাবিগ্রহ ইতি ভূশমতিশয়েন সুন্দরঃ ইতি চৈতন্য-
মিদানীন্তনানাং মনসি সুগমং যথা স্যাত্তথাসিদ্ধং । বদ্যমীদমসী-
মমুখা নিরুপমং করণং বপুঃকরণে পশুন্তঃ জনাঃ সুবমং
সুন্দরমপি কামং বদ্যমং তৃণীকুর্কস্তি । কামবিজয়িশব্দ-
ভারভূতং শঙ্করশরীরস্তাতিসুন্দরস্যাস্তঃসন্দর্শনেন তৃণবদতি-
সুদ্রং কুর্কস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥ কিঞ্চ অজ্ঞানান্তর্গহনে পতিতান
ভবঃ সংসার এব দবো দাবায়িত্তস্ত শিখানাং পুত্রস্ট্রীধনাদি-
বিরোগরূপাণ্যস্তাপেন পাপচ্যমানান্ ভূশং বদ্যমানান্ আশ্রনা
বিদ্যোপদেশৈস্ত্রাতুং মোনস্তাক্ । বটরূপস্ত মূলানিস্পত্তী

শরীর এবং ইনি অতিশয় সুন্দর । এই দুইটি
বিষয়ই ইদানীন্তন লোকদিগের হৃদয়ে সুস্পষ্টরূপে
সিদ্ধ হইয়াছে । তাহার কারণ এই, সকল
সুমতি পণ্ডিতগণ ইহার নিরুপম কলেবর অন্তঃ-
করণে পরিদর্শন করিয়া সুন্দরাকৃতি কামদেবকেও
তৃণের মতন তুচ্ছ বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন ।
যাহারা অজ্ঞান-পূর্ণ অন্তঃকরণরূপ অরণ্যে পতিত,
যাহারা ভবরূপ দাবানলের পুত্র, জায়া ও ধনপ্রভৃতির
বিরোগরূপ ক্ষুলিঙ্গে অত্যন্ত দগ্ধ, সেই সকল লোক
দিগকে স্বয়ং আত্মজ্ঞানের উপদেশদ্বারা পরিভ্রাণ
করিবার নিমিত্ত মোন ত্যাগ করিয়া বটবৃক্ষের
মূল হইতে অবতীর্ণ হইয়া শঙ্করাচার্য্যরূপ মহা-

নিশ্চিন্তা শব্দে। মূর্তিচরিত্তি ভুবনে শঙ্করাচার্য্য-
রূপা ॥ ৬০ ॥ উচ্চাচারিতবাবুকুহনাপাণ্ডিত্য-
বৈতণ্ডিকং জ্ঞাতে দেশিকশেখরে পদভূষাং সন্তাপ-
চিন্তাপহে। কাতর্ক্যং হৃদি ভূমসাহকৃত পদং বৈভা-

ষিকাদেঃ কথাচার্য্যঃ কলুষাশ্রমো লয়মগাধেশমি-
কাদেরপি ॥ ৬১ ॥ অমুনা ক্রতবঃ প্রসাধিতাঃ ক্রতু-
বিজ্ঞাংকরঃ স শঙ্করঃ। ইয়মেব ভিমানয়ো জিতস্মা-
রয়োঃ সর্ববিদো বুদ্ধেভ্যোঃ ॥ ৬২ ॥ কলয়াপি
তুলানুকারণঃ কলয়ামো ন বয়ং জগজ্জয়ে। বিদুষাঃ

অবতরন্তী শঙ্করাচার্য্যরূপা শব্দে। মূর্তি ভুবনে বিচরন্তীতি যো-
জন্য। স্বাক্ষরিতা ॥ ৬০ ॥ কিঞ্চ দেশিকশেখরে শ্রীশঙ্করে
উচ্চাচারিত্তিকোপনানামহিতানাং বাবুকুহনাং জলনশীলানাং
কুহনা। অত্রেয় আচারভেদস্ত সন্তাবনা। কুহনালোভান্বিধোধ্যাপ-
থকরনৈভাবঃ। ভক্তাস্তরা বা বৎ পাণ্ডিত্যং তৎ বিততা স্বপক-
হাপনহীনা। বিজগীষুকথা তস্যান্তবঃ বৈতণ্ডিকং যথাস্যা-
তথা পাবসেবিনাং সন্তাপচিন্তাবিনাশকে জ্ঞাতে সতি বৈভা-
ষিকাদে হৃদি কাতর্ক্যভূমসা বাহুল্যেন পদং স্থানমকৃত। তথা
কলুষাভংকরণস্ত বৈশেষিকাদেঃ কথাচার্য্যঃ লয়মগাং।
আদিপদং পৌত্রান্তিকযোগাচার্য্যমাধ্যমিকজৈনচার্য্যকানাহ।

দেবের মূর্তি যেন ভুবনে বিচরণ করিতেছে। ৫৯।
৬০।

দেশীয় জনের মস্তকস্বরূপ শঙ্করাচার্য্য, অত্যন্ত
কোপনশীল বিপক্ষ বক্তাগণের মিথ্যা ঈর্ষ্যা পথ-
কল্পনাদ্বারা যে পাণ্ডিত্য জন্মে সেই পাণ্ডিত্যদ্বারা
নিজপক্ষ সমর্থন করিতে না পারিয়া জয়েচ্ছুগণের
কথায় যাহা হইতে পারে, সেই ভাবে পদসেবীগণের
তাপচিন্তা বিনাশকরিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিলে
বৈভাষিক (বৌদ্ধ বিশেষ) প্রভৃতির ক্ষদয়ে বহুলপরি-
মাণে কাতরতা আসিয়া বাস করিল। এবং কলু-
ষিতচেতা সৌত্রান্তিক, যোগাচার্য্য, মাধ্যমিক,
জৈনও চার্য্যক এবং সাংখ্য, মীমাংসক, পাণ্ডুল
ও নৈয়ায়িক প্রভৃতি বৈশেষিকগণের যে সমস্ত

বিভীয়ঃ তৎ সাম্যামীমাংসকপাতঞ্জলনৈয়ায়িকাদীনাম
শব্দলং ॥ ৬১ ॥ অমুমা শঙ্করাচার্য্যমূর্তিনা শঙ্করেন বৈদিত-
পথস্বাগমেন ক্রতবঃ বজাঃ একর্ষণে সাধিতাঃ। কৈলাস-
নিবসঃ শঙ্করো দক্ষযজ্ঞধ্বংসকরত্বেন ক্রতুবিজ্ঞাংকরঃ বজ্র-
নাশকরঃ। ইতীযমেবানয়ো ভিদা অয়মেব ভেদঃ। অজ্ঞতঃ
সর্বং সমানমিত্যেবকারব্যাবর্ত্য প্রদর্শনাগাহ। জিতস্মারোঃ
সর্ববিদোঃ সর্বজ্ঞয়ো বুদ্ধৈঃ পণ্ডিতৈর্দৈবৈশ্চ স্তভ্যোরিত্যর্থঃ।
বিয়োঃ ॥ ৬২ ॥ জগজ্জয়ে যে বিদ্বাংসস্তে সাং মধ্যে কলয়াহপি
তুল্যং সাদৃশ্যমুকরোত্তীতি তুলানুকরী। তথাভূতং বয়ং ন
কলয়ামো ন চিন্তয়ামো মজ্জামহ ইতি বা। রামবাবনয়ো বৃদ্ধঃ
রামবাবনয়োরিবেতি স্বয়মেব স্বসদৃশ ইতি চেত্তজ্জাহ। যদি
স্বয়ং স্বসমঃ স্তাত্তর্হি তত্ত নেতি কে বদন্তি ন কেহপৌত্রার্জ্যঃ

কথার চাতুর্য্য ছিল, তাহাও ক্রমশঃ লয়প্রাপ্ত
হইল। ৬১।

মন্মথজয়ীদেবতাও পণ্ডিতের পূজ্য শঙ্করাচার্য্য ও
মহাদেবের এই মাত্র প্রভেদ ছিল যে, শঙ্করাচার্য্য যজ্ঞ
সকলের উৎকর্ষ সাধন করিয়া ছিলেন এবং ধূর্জটি
দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া যজ্ঞবিনাশক হইয়া ছিলেন।
এই ত্রিভুবনের মধ্যে যে সকল বিদ্বান্ আছেন সেই
সকল বিদ্বান্ দিগের একাংশেও সাদৃশ্যকারী লোককে
আমরা চিন্তা করিয়া উঠিতে পারি না। তবে যদি
কেহ আপনি আপনার তুল্য হয়, তাহা হইলে 'তথ
না' এই কথাই বা কে বলিবে?। স্বর্গ কাননমদো

স্বসমো যদি স্বয়ং ভবিতা নেতি বদন্তি তত্র কে ॥৬৩॥
 ছাবনাস্ত ইবামরমাদ্রমা অমরক্রমিব পুষ্পসঙ্করাঃ ।
 ভ্রমরা ইব পুষ্পসঙ্কয়েষতিসম্বাঃ কিল শঙ্করে
 গুণাঃ ॥ ৬৪ ॥ কামং বস্তুবিচারতোহচ্ছিনদয়ং
 পারুয্যহিংসাক্রোধঃ ক্ষান্তা দৈন্ত্যপরিগ্রহানৃতকথা-
 লোভাংস্ত সন্তোষতঃ । মাৎসর্যাস্তনসূয়য়া মদমহা-

উপমানোপমেয়ভেদে একলোভৈকবাক্যাগে । অনঘরালঙ্কারঃ ॥
 ॥ ৬৩ ॥ স্বর্গবনমধ্যে যথা দেবক্রমা অমরক্রমু দেববৃক্ষেষু
 যথা পুষ্পসঙ্করাঃ পুষ্পসঙ্কয়েষু যথা ভ্রমরা এতে সর্কে সম্বা-
 মতিক্রান্তাপ্তা শঙ্করে গুণাঃ সম্বারহিতাঃ কিলেতি প্রসিদ্ধং ।
 গৃহীতমুক্তরীত্যর্থশ্রেনিরেকাবলি শ্রুত্বা ॥ ৬৪ ॥ কামং বিষ-
 রাভিলাষং বস্তুবিচারতঃ কাম্যবস্তুদোষবিচারেণাং শ্রীশঙ্করো-
 চ্ছিনৎ । তথা পারুয্যং কঠোরভাষণং হিংসা বৃত্তিচ্ছেদাদিনি
 পরপীড়া ক্রোধঃ ক্রোধান্তান্ ক্ষান্তা পঠৈরাক্রুষ্টে ভাঙিতেহপাবি-
 কৃতচিন্তিতা ক্ষান্তিতরাহচ্ছিনৎ । দৈন্ত্যং পদার্থালাভে লব্ধপরি-
 ক্ষয়ে চ দীনতা পরিগ্রহঃ সঙ্করঃ । অনৃতকথা মৃষাভাষণং
 লোভঃ পরদ্রব্যেষু লুক্কতা তীর্থেষু ধনাত্যাপশ্চ তাংস্ত সন্তোষেণা-
 চ্ছিনৎ । পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরস্তত্ত্ব ভাবো মাৎসর্যাস্ত অন-

যেক্রপ পারিজাতাদি দেবতরু, দেবতরু সমুদয়ে
 যেমন পুষ্পরাশি, পুষ্পসমূহে যেক্রপ মধুকর নিকর,
 সেইক্রপ এতরে সংখ্যাতীত গুণ বিদ্যমান ছিল ।
 এই মহাত্মা শঙ্কর, অভিলষিত বস্তুর উপর দোষা-
 পণগুণে বিষয়াভিলাষ, কঠোরভাষণ, বৃত্তিচ্ছেদ
 করিয়া পরপীড়া ও ক্রোধ ইহাদিগকে ক্ষমাগুণ
 (পরকৃত তাড়নেও চিত্তের অবিকার) দ্বারা, পদার্থ
 লাভ না হইলে বা লব্ধ-বস্তুর ক্ষয় হইলে দীনতা
 হয়, সেই দৈন্ত্য, সঙ্কর, মিথ্যাকথন ও লোভ ইহা-
 দিগকে সন্তোষগুণে, এবং পরগুণে দোষপ্রকাশ করার
 নাম অসূয়া তাহার বর্জন অর্থাৎ অনসূয়াগুণে মাৎ-

মানো চিরস্তাবিতক্ৰোধোৎকর্ষগুণেন তৃপ্তিগুণত-
 ত্ত্বকাং পিশাচীমপি ॥৬৫॥ কামং বস্তু সমুলঘাতমব-
 ধীং স্বর্গাপ বর্গাপহং রোষং যঃ খলু চূর্ণপেষমপিবস্নিঃ
 শেষদোষাবহম্ । লোভাদীনপি যঃ পরাংস্তৃণসমু-

হরয়া পরগুণেষু দোষাবিকরণমহরা তদ্বর্জনেমাজ্জিনৎ । যদো
 গর্কে। স্বর্গাতিক্রমহেতুঃ মহামানঃ স্বস্নিগতিপূজ্যভাভিমানস্তো
 চিরং দীর্ঘকালং ভাবিতশ্চিত্তিতঃ স্বস্নাদভ্যোৎকর্ষ এব গুণন্তোনা-
 চ্ছিনৎ । ইদংমে ভ্রাদিদং মে স্যাদিত্যেবংক্রপাং তৃষ্ণালক্ষণাং
 পিশাচীমপি সমাকৃ তৃপ্তিলক্ষণেন গুণেনাচ্ছিনৎ শাদৃ ॥ ৬৫ ॥
 শিষ্যাণামপি কামাদীনঃ সমুলমূল লবং স্বস্নিত্তেবাং স্থিতিঃ কথং
 স্যাদিত্যাশয়েনাহ কামমিতি । বস্তু স্বত্বান্তে বসত্যাং শিষ্যাণাং সত্য-
 কামং স্বর্গমোক্শো নীর্ণকং সমুলঘাতমবধীং সমূলং নাশিত-
 বান্ । সমূলাকৃতভীবেষু হনু কৃষ্ণগ্রহ ইত্যনেন গমূল। কষাদিষু বধা-
 বিধাযু প্রয়োগ ইত্যনেন হস্তেরহুপ্রয়োগঃ । তথা যঃ খলু সমস্তদোষা-
 বহং রোষং ক্রোধং চূর্ণপেষমপিবং চূর্ণমপিবং শুকচূর্ণকৃষ্ণেযু পিব
 ইতানেন গমূল । তথা লোভাদীনপি পরান্ শত্রূন চূর্ণসমুচ্ছেদঃ
 সমুচ্চিচ্ছেদে তৃণবৎ সমুচ্চিচ্ছেদে উপমামে কল্পি চৈতি গমূল । স

সর্যা (পরগুণের অসহন), বজ্রকাল চিন্তা করিয়া
 স্থির করিয়া ছিলেন যে, আমি হইতে অপরের উৎ-
 কর্ষ আছে, সেই গুণদ্বারা গর্ব ও আত্মাভিমান,
 এবং “ইহা আমার হউক, ইহা আমার হউক”
 ইত্যাদি তৃষ্ণারূপ পিশাচীকে নিয়ত তৃপ্তিগুণে
 ছেদন করিয়া ছিলেন । ৬২ । ৬৩ । ৬৪ । ৬৫ ।

যিনি নিজনিজকটবাসী সৎ শিষ্যদিগের স্বর্গ ও
 মোক্ষের বিনাশক কাম-পদার্থ সমূলে উন্মূলিত,
 অখিল দোষাকর কোপ-পদার্থ চূর্ণপেষণের মত
 পেষিত, শঙ্কররূপ লোভাদি পদার্থ তৃণছেদনের

ছেদং সমুচ্ছিন্নদে বস্ত্রাস্তে বসতাং সতাং স ভগ-
বৎপাদঃ কথং বর্ণ্যতে ॥ ৬৬ ॥ কেহনৌ কান্ত ! দিবা
নিশাকরকরা মৰ্ম্মস্ত মৰ্ম্মচ্ছিন্নদো মুখে । শত্ৰুনবাব-
তারমুণ্ডরোরোতে গুণানাং গণাঃ । কস্মাদুৎপল-
সমুত্তি কিংকসিতা বিস্মেরদিগ্যোষিতামেবাহপাস্তব-
রীতি দিগ্গজবধুপ্রমোত্তরে রেজতুঃ ॥ ৬৭ ॥ নাক্স।

এবমুতঃ পুণ্যপাদঃ কথং বর্ণ্যতে কেনাপি প্রকারেণ বর্ণিতুঃ
ন শক্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥ দিগ্গজভট্টকোঃ প্রমোত্তরে বর্ণ-
বন্দ্যাদৌ বধুকর্তৃকং প্রমুদাদ্বরতি ক ইতি । হে কান্ত ! দিবা
দিবসে বস্ত্রস্য গ্রীষ্মদিনপ্রযুক্তসন্তাপস্ত মৰ্ম্মণাং ছেদকা নিশাকরস্য
চন্দ্রস্ত করাঃ কিরণাঃ অতাস্তাস্তাধিতাঃ অমৌ উপলভ্যমানাঃ কে ।
কিং নিশাকরকরা এবোতাহুতদেব কিঞ্চিৎ । এবং কান্তরা
পুস্তৌ দিগ্গজ উবাচ । হে মুক্ষে ! শস্তো নবাবতারস্ত মুণ্ডরোঃ
শ্রীশঙ্করাচার্য্যস্ত গুণানাং গণাঃ । এবং দিগ্গজকর্তৃকমুণ্ডরমূপ-
বর্ণ্য পুনস্তৎকাস্তাকৃতং প্রমুদাহ । যদেবং ভবী নিশাকর-
করৈ র্কিকসনশীলানামুৎপলানাং নীলকমলানাং সমুত্তিঃ
কস্মাদিকসিতা বিকাসং প্রাপ্তা । এবং পৃষ্টতৎকাস্ত উবাচ । হে
মুক্ষে ! নেয়ং নীলোৎপলসমুত্তিরপিতু শঙ্করাচার্য্যগুণগণৈ-

তুল্য সমুচ্ছিন্নদিত করিয়াছেন ; সেই ভগবান্কে
কিরূপে আমরা বর্ণনা করিতে পারিব । ৬৬ ।

এক সময় একটী দিগ্গজ ও তাহার পত্নীর
প্রশ্ন ও উত্তর হইয়াছিল । তন্মধ্যে প্রথমে তাহার
পত্নীর বাক্য এই—“হে নাথ! দিবাভাগে গ্রীষ্মদি-
নের সম্ভাপরাশির মৰ্ম্মচ্ছেদী চন্দ্রের কিরণ তুল্য এই
সমস্ত কি ? ইহারা কি চন্দ্রকিরণ না আর কোন
পদার্থ ?” পত্নীর এই প্রশ্নে দিগ্গজ বলিতে
লাগিল । “হে মুক্ষে ! এই সমস্ত মহাদেবের
নবাবতার গুরুদেব শঙ্করাচার্য্যের গুণরাশি ?” এই-
রূপ দিগ্গজের উত্তর বাক্য শুনিয়া পুনরায় পত্নী

মাক্ষিকমাক্ষিতঃ কণমপি ত্রাক্ষা মুহুঃ শিকিতা
ক্ষীরেক্সু সমুপেক্ষিতৌ ভুবি যয়া সা শঙ্কর-
শ্রীগুরোঃ । কাস্তানন্তদিগন্তলজ্বনকলাজজ্বাল-
তন্তদগুণজ্ঞেণী নির্ভরমাধুরীমদধুরা ধন্তেতি মন্তা-

বিস্মেরাণাং বিস্মরশীলানাং দিগ্গজনানাং যথা কটাক্ষাণাং বরী
ইতোবৎসক্কে দিগ্গজবধুপ্রমোত্তরে কত্বরি মর্থঃ । ত্রাক্ষা পক্ষুতি-
রেবস্তস্ত শঙ্করাঃ আস্তিবারণে ॥ ৬৭ ॥ যয়া মাক্ষিকং মধু কণ-
মাক্ষমপাক্ষা নেত্রৈগ নেক্ষিতং ন সৃষ্টং । ত্রাক্ষাহু বহবারং শিকিতা ।
ক্ষীরেক্সু ভুবি সমাগুপেক্ষিতৌ । সা নির্ভরমাধুর্যা অত্যর্থং
মধুরতয়া মদেন মধুরা শ্রেষ্ঠা নির্ভরমাধুর্যা মদো য়েবাস্তোভ্যো
ধুরেতি বা । কাস্তা চাসাবনন্তদিগন্তলজ্বনকলারঃ জজ্বালা-
নামতিবেগবতাঃ তন্তদগুণানাং জ্ঞেণী পংক্তিষ্ঠ ধন্তেতি মন্তামহে

বলিতে লাগিল, যদ্যপি আপনার কথাই সত্য হয়
তবে “যে সকল নীল-কমল-রাশি চন্দ্রকরেই বিক-
সিত হয় তাহারা কেন প্রফুল্ল হইল ?” এই প্রশ্নে
দিগ্গজ উত্তর দিল, “হে পত্নি ! এই সমস্ত
নীলোৎপলরাশি নহে, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য গুণে যে
সমস্ত দিগ্গজনা বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সমস্ত
দিগ্গজনাদিগের ইহা কেবল কটাক্ষ লহরী” । ৬৭ ।

শঙ্করাচার্য্যের যে গুণপংক্তি কণকালের জন্যও চক্ষু
দিয়া মধু দর্শন করে নাই, যে গুণপংক্তি অনেক বার
ত্রাক্ষারস (কিসমিস) শিক্তা করিয়াছে, যে গুণপংক্তি
ভূতলে ক্ষীর ও ইক্ষু একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছে,
আচার্য্যের সেই গুণপংক্তি, অতাস্ত মাধুর্য্যরস আছে
বলিয়া যাহাদের গর্ব্ব জন্মে, মাধুর্য্যরস-গর্ব্বের গর্ব্বিত
সেই সমস্ত পদার্থ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবে-
চনা করিতেছি । এবং তাঁহার মনোজ্ঞ গুণরাশি

মহে ॥ ৬৮ ॥ কাস্তিচেষ্টবৃত্তা জহাতু মহতীঃ সর্বং-
সহস্রাং বিদ্যা চেত্বিরহন্ত যথা যমুখাঃ স্বাঃ
সর্বগর্ভাবলীম্। চৈবরাগঃ যদি বাদরায়ণিযশঃ
কার্শাং পরং গাহতাঃ কিং জন্মৈব নিশেধরস্ত ন
তুলাং কুত্রাপি বীক্ষামহে ॥ ৬৯ ॥ যা মূর্তিঃ কময়া

কথাভূতগুণপংক্তিলাক্ষণ্য কাস্তেতি বা ॥ ৬৮ ॥ মূনিশেধরস্ত কাস্তি-
চেত্বিরহন্ত বৃত্তা ভূমি মহতীঃ সর্বংসহস্রাং বিদ্যাঃ জহাতু। তথা
তস্য বিদ্যা চেত্বিরহন্ত প্রমুখাঃ স্বামনগর্ভাবলীঃ ত্রয়জ্ঞা। তথা
বস্ত বৈরাগ্যঃ চেত্বিরহন্ত বাদরায়ণঃ শুভ্রস্ত বশঃ কাশ্চৈ পরং গাহতাঃ।
কিং বহুজন্মৈ মূনিশেধরস্ত শ্রীশঙ্করস্ত তুল্যমুপমাং কুত্রাপি ন
বীক্ষামহে। অত্র ত্যাগস্ত সৰ্বকর্মস্যা প্রতিপাদনাত্ম ল্যাযোগিতা-
লকারঃ। নিরতানাং সৰ্বকর্মস্যা ন পুনঃপ্রাযোগিভেদাক্ষেপে ॥ ৬৯ ॥

সংসার নামক দুঃখ নিরুত্তি পূর্বক আনন্দপ্রাপ্তিরূপ
উৎকর্ষ সম্পন্ন করিয়া থাকে। ৬৭।

শঙ্করাচার্যের যে গুণপংক্তি কণকালের জন্যও
চক্ষু দিয়া মধু দর্শন করে নাই, যে গুণপংক্তি
অনেকবার দ্রাকারস (কিস্ মিস্) শিক্ষা করিয়াছে,
ভূতলে ক্ষীর ও ইক্ষু একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছে,
আচার্যের সেই গুণপংক্তি, অত্যন্ত মাধুর্যরস আছে
বলিয়া যাহাদের গর্ভ জন্মে, আজি মাধুর্যরস গর্ভে
গর্ভিত সেই সমস্ত পদার্থ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া
বিবেচনা করিতেছি। এবং তাঁহার মনোজ গুণ-
রাশি, অনন্ত দিগ্জাল-অতিক্রম-চাতুর্য্যে অত্যন্ত
প্রবল ও ধন্য বলিয়াও আমরা বিবেচনা করি-
তেছি। ৬৮।

মুনিশেধর শঙ্করাচার্যের যদি কাস্তিগুণ বিদ্যমান
থাকে, তবে ভগবতী সর্বংসহা সর্বসহন থ্যাতি
পরিভাগ করুন। যদি আচার্যের বিদ্যা বিদ্যমান
রহিল, তবে কার্তিকপ্রমুখ দেবগণ স্বকীয় বহুল

মুনিশ্বরময়ী গোত্রায়গোত্রায়তে বিদ্যাভি নির্বদ্য-
কীর্তিভিরলং ভাব্যবিভাবায়তে। তত্ত্বভীষিতকর-
নেন নিতরাং কল্পাদিকল্পায়তে কল্পং নাতপূর্বকজৈন-
স্তলয়িতুং মন্দাকমন্দায়তে ॥ ৭০ ॥ ন বহুব পুরাতনেষু
তৎসদৃশো নাদাতনেষু দৃশ্যতে। ভবিতা কিমনা-

কিঞ্চ বা মুনিশ্বরময়ী মূর্তিঃ কময়া গোত্রায়গোত্রায়তে গোত্রায়ঃ
ভূমে: সগোত্রঃ সজাতীয়ঃ তদ্ব্যচরতি ভূমিসায়াং লভতে।
তথা বা মুনিশ্বরময়ী মূর্তি নির্বদ্যা নির্দোষা কীর্তি বাভি-
কীর্ত্যভিরলমতাস্তং ভাব্যবিভাবায়তে ভাব্যায়ঃ সরস্বত্যাঃ
বিভাবা বিকল্পঃ তদ্ব্যচরতি বিকল্পেণ সরস্বতীভাবঃ প্রাপ্তো-
তীব। তথা বা মুনিশ্বরময়ী মূর্তি ত্ত্বানামভীষিতস্ত সাধনে-
নাতাস্তং কল্পাদিকল্পায়তে কর্মবৃক্ষচিন্তামণাদিসদৃশবদ্যচরতি
তৎসাম্যং প্রাপ্নোতি। তং মুনিশ্বরময়ীঃ মূর্তিমন্তে: প্রাকৃতজৈন-
স্তলয়িতুং কো বা ন মন্দাকমন্দায়তে মন্দাক্ষেণ লজ্জয়া মন্দে
মন্দাকমন্দস্তদ্ব্যচরতি অপি তু সর্বোৎপত্তার্থঃ ॥ ৭০ ॥ পুরাতনে-
ষু তেব শ্রীশঙ্করভূল্যো ন বহুবাদ্যভনেষু বর্তমানেষু নৈব
দৃশ্যতে। অনাগতেষু ভবিষ্যেযু কিংবা ভবিষ্যতি। যথা কাল-

গর্ভাবলী ত্যাগ করুন। যদি বৈরাগ্য বিদ্যমান,
তখন বাদরায়ণ বেদবাসের তনয় শুকদেবের
বৈরাগ্যকীর্তি কৃশতা প্রাপ্ত হউক। কি আর অধিক
বলিব, শঙ্করাচার্যের উপমা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয়
না। ৬৯।

মুনিশ্বর শঙ্করাচার্যের মুনিশ্বরময়ী মূর্তি কম্যাগুণে
পৃথিবীর সজাতীয়। নির্দোষ ও কীর্তিবিশিষ্ট বিদ্যা-
শক্তি প্রভাবে যথার্থসাতিশয় সরস্বতী-ভাব প্রাপ্ত হইয়া
থাকে। তত্ত্বদিগের অভীষ্ট সাধনে অবিরত কল্প-
বৃক্ষ ও চিন্তামণি প্রভৃতি অভীষ্টসাধক পদার্থের তুল্য।
অন্যান্য প্রাকৃতজনের সহিত সেই মুনিশ্বরময়ী
মূর্তির তুলনা করিতে কোন্ ব্যক্তি না নিলর্জ হই-
বেন?। যে সকল লোক অতীত, এবং বাহারা বর্ত-

গতেষু বা ন স্মেরোঃ সদৃশো বথা গিরিঃ ॥ ৭১ ॥
সমশোভত তেন তৎকূলং স চ শীলেন পরং
ব্যরোচত । অপি শীলমদীপি বিদ্যায়া হপি বিদ্যা
বিনয়েন দিভ্যতে ॥ ৭২ ॥ স্ময়শঃকুসুমোচ্চয়ঃ
শ্রয়দ্বিবুধালি গুণপল্লবোদগমঃ । অববোধফলঃ

বরোহপি স্মেরোঃ সদৃশো গিরি নাস্তি ভবৎ ঐবতালীয়ে ০ ॥ ৭১ ॥
তেন শ্রীশঙ্করেণ শুভ কূলং সমাক শোভন্ত প্রাপ্তবৎ । স চ
শ্রীশঙ্করঃ শীলেন সাধুস্বভাবেন শুচিচরিতেন বা অত্যন্তমশোভত ।
শীলমপি বিদ্যায়া দীপ্তিমদন্তং । বিদ্যাপি বিনয়েন নম্রীভাবেন
শুভতে ॥ ৭২ ॥ কিঞ্চ স্মরিতাৎ পণ্ডিতরাজঃ শ্রীশঙ্করঃ
কল্পরঞ্জে যথা রাজতে তথা বরাজঃ । বহুঃ শোভনমশোলক্ষণ-
পুষ্পাণামুচ্চয়ে নিচয়ো বস্মিন্ । অরসজ্ঞাশ্রয়ন্তো বিবৃণাঃ পণ্ডিতা
এবালয়ে ভ্রমরা বস্মিন্ । অরতাং পণ্ডি তলক্ষণানাং দেবানামালিঃ
পংক্তি র্বিত্তেতিবা । গুণলক্ষণানাং পল্লবানামুদগম উদ্ভবো যস্মাৎ ।

মান ইহাদের মধ্যে কাহারও শঙ্করের তুল্য গুণ দেখা
যায়না । তবে যাহারা ভবিষ্যতে জন্ম গ্রহণ করি-
বেন, তাহাদের মধ্যেও যে কোন লোক সেইরূপ
গুণগ্রাহী হইবেন তাহাও বিশ্বাস হয়না । কারণ,
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কোনও কালে স্মেরক
সদৃশ পদার্থ দৃষ্টি গোচর হয়না । ৭০ । ৭১ ।

শঙ্করাচার্যের কুল শঙ্করাচার্য দ্বারা, শঙ্করাচার্য
সাধুস্বভাবদ্বারা, স্বভাব বিদ্যা দ্বারা এবং বিদ্যা বিনয়-
দ্বারা অত্যন্ত শোভা পাইয়াছিল । স্ময়শ যাহার
প্রসূন, একত্র সমবেত দেবতাগণ যাহার ভ্রমর, দয়া
দাক্ষিণ্যাদি গুণ সকল যাহার পল্লব, তত্ত্বজ্ঞান যাহার
ফল ও ফলাগুণ যাহার রস, স্মুতরাং এই সমস্ত
কারণে পণ্ডিতরাজ শঙ্করাচার্য কল্পরঞ্জের
সদৃশ শোভা পাইতে লাগিলেন । পণ্ডিতবর

কমারসঃ স্মরণার্থী বররাজ স্মরিতাৎ ॥ ৭৩ ॥ ন চ
শেষভবী ন কাপিলী গণিতা কাণ্ডভূজী ন গীরপি ।
ফণিতিষ্ঠিতরাস্ত্ৰ কা কথ্য কবিরাজো গিরি চাতুরী
জুষি ॥ ৭৪ ॥ ভট্টভাস্করবিমর্দ দুর্দশামজ্জদাগমশিরঃ-
করগ্রহাঃ । হস্ত শঙ্করগুরো গিরিঃ করস্তাকর-
কিমপি তদ্রসায়নম্ ॥ ৭৫ ॥ জাটাটীরজটাকটীর

অববোধস্তত্ত্বজ্ঞানমেব ফলং বস্মিন্ । ক্ষমা এব বসো বস্মিন
ইত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥ কিঞ্চ কবিরাজঃ শ্রীশঙ্করঃ গিরি বাণ্যাকাভূরী
সেবিতবত্যাং সত্যামপাতঞ্জলী বাণী নচ কাপিলী গী গণিতা ।
অত্মাসু নাস্তিকানাং গৌরু কা কথ্য ॥ ৭৪ ॥ কিঞ্চ ভট্টভাস্করা-
খোন সঙ্কশঙ্করবাদিনা যো বিমর্দন্তেন দুর্দশায়াম্ মজ্জতামাগম-
শিরসাং বেদান্তানাং করগ্রহা হস্তাবলদ্বিত্য উদ্ধারিকা ইতি
যাবৎ । এবমুতাঃ শ্রীশঙ্করগুরোঃ গিরো হস্তেতাশ্চর্যো হসে বা
কিমপি বস্তুমশক্তাং তৎ প্রখ্যাতং পরমরসাত্মকভূতমক্ষরং ক্ষ-
তি অবন্তি ॥ ৭৫ ॥ জাটাটীরস্ত শিবস্ত জটালক্ষণেষু কটীয়ে

শঙ্করাচার্যের বাণী চাতুরী-পূর্ণ হইলে পর,
লোকে পতঞ্জলির বাণী, কপিলের বচন, ও কণা-
দেবের কথা গণনাও করিতনা । স্মুতরাং অপ-
রাপর নাস্তিকদের কথাবিষয়ে আর কি
বলিব ? । ভাস্করভট্ট তর্ক করিয়া সাধারণের পীড়া
উৎপাদন করিলে যেরূপ দুর্দশা হইয়াছিল, সমস্ত
শাস্ত্রের মন্তকস্বরূপ বেদান্ত শাস্ত্র সেই দুর্দশায়
নিমগ্ন হইলে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য
হস্তালক্ষন স্বরূপ ভগবান্ শঙ্করাচার্যের ভারতী পর-
মরসায়নস্বরূপ অক্ষর সকল প্রসব করিয়া ছিলেন,
ইহা অনল্প আশ্চর্যের বিষয় নহে, এবং তাহা মুখ
দিয়া বলিতেও কেহ সক্ষম নহে । ৭২ । ৭৩ । ৭৪ । ৭৫ ।

বিহারম্লেলিপ্পকল্লোলিনীক্ষোণীশপ্রিয়কুমবাবতরণা
বন্টস্তপ্তশ্চিদং । গৰ্জ্জন্তোহবতরন্তি শঙ্কর-
গুরুক্ষোণীধরেস্ত্রোদরাঙ্গাণী নিব্বরিণীকরাঃ ক নু ভয়ঃ
দুর্ভিক্ষুদুর্ভিক্ষতঃ ॥ ৭৬ ॥ বারী চিত্তমতঙ্গস্য
নগরী বোধাজ্ঞানো ভূপতে দূরীভূতদুরন্তদুর্ভদ-

করী হারীকৃত। সূরিতিঃ । চিত্তাসমুত্তিতুল্যভা-
লহরী বেদোল্লসচ্চাতুরী সংসারাক্তিতরীকদেতি
ভগবৎপাদীয়বান্ধবরী ॥ ৭৭ ॥ কথাদপেংসপৎ-
কথকবুধকণ্ডলরসনাগনালাদঃপাতে স্বয়মুদয়মস্ত্রো

হবকুটীষু কুটীশমীলুগাভো। র উতি রঃ । বিকরন্তী বা নৈ-
লিপ্পকল্লোলিনী নিলিপ্পাং দেবানামিদং নৈলিপ্পকল্লোলিনী
তদঙ্গীণী গঙ্গা তস্তাঃ ক্ষোণীশস্ত্রা রাস্ত্রো ভগীরথস্য প্রিয়কুমদ্বদ্য
পূর্ণনবতরণং তেনাবট্টস্তপ্তঃ স্তম্ভানাং গ্রন্থনং তচ্ছব্দভীতি ।
••• তে গৰ্জ্জনং কুর্ষন্তঃ শ্রীশঙ্করগুরুলক্ষণস্ত ভূমিধরেস্তস্য
হিমালয়স্রোদরাঙ্গাণীলক্ষণায় নিব্বরিণ্যাস্তরঙ্গিণ্য নদ্যাঃ করাঃ
প্রবাহা অবতরন্তি । যত এবমতো চট্টভিক্ষুলক্ষণদুর্ভিক্ষতঃ ক নু
ভয়ঃ কাপি ভয়ং নাস্তীত্যর্থঃ শব্দঃ ॥ ৭৬ ॥ কিঞ্চ ভগবৎ-
পাদীয়া টৈবধরী অকারাদিক্ষকারান্তবর্ণমালারূপা বাগদেতি
জয়তি । তাং বিশিনষ্টি । চিত্তলক্ষণস্য মতঙ্গস্ত হস্তনো বারী
বন্ধিনী । বারী সাদগজবন্ধিত্যামিতি যেদিনী । তথা বোধাজ্ঞানো
রাস্ত্রো নগরী । তথা দূরীভূতা দুরন্তানাং দুর্ভদতাং দুর্ভাদিমাং
করী প্রবাহো যন্তাঃ । তথা সূরিভি হারীকৃতাহতিপ্রিয়া হারবৎ

কঠে কৃত। তথা চিত্তাসমুত্তিলক্ষণস্য কাপাঙ্গলবঙ্গাপাকরণে
বায়ো বাতস্ত লহরী প্রবাহঃ । তথা বেদোল্লসন্তী চাতুরী চিত্তে
পাঠে চেননায়া ইতি ব্যাখ্যায়ঃ । তথা সংসারলক্ষণসমুদ্রস্য
তরীঃ উদ্ধারহেতুভূতা নৌকা । তথা টৈবভূতা শঙ্করস্য বাণী
সর্বোৎকর্ষণে বর্ত্তত ইত্যর্থঃ । অত্র জ্ঞানাদে ভিন্নশব্দবাচ্যমতঙ্গ-
জ্ঞানাদ্যায়োপেণ বৈধৰ্য্যা বারীজ্ঞানাদ্যায়োপবোধনাত্তেনভাজিরূপকং
বাচকে ভেদভাজি বেত্ত্যক্তেঃ ॥ ৭৭ ॥ কিঞ্চ ত্রিটিপতেঃ শ্রীশঙ্ক-
রস্ত স্তম্ভানাং নিগুপ্তঃ গ্রন্থনং জয়তি । যঃ কথংগর্ভেণেৎ-
সপত্নামুল্ললতাং কথানাং মধ্যে যে বুধাশ্বেপাং কণ্ডা ব্যাপ্তা যঃ
জিহ্বা তস্তা নাভিস্থনাগেন সধ্যঃপাতে স্বয়মুদয়মস্ত্রো বেদবৎ-
স্বয়ং প্রাহুভূতো বাদিজিহ্বাস্তম্ভনাদৌ বিনিযুক্তঃ বড়্ ত্রিংশ-
দর্গাযকো বগলামুখায্যো ময়ঃ । পুনশ্চ নিগমশিখরাণি বেদান্তা-

মহাদেবের জটাকরুপ ক্ষুদ্র কুটীরে যে দেবকল্লোলিনী
(গঙ্গা) বিহার করিয়া থাকে, তাঁহাকে ভূতলে আনা-
য়ন করিবার জন্য যে মহীপতি (ভগীরথ) নিযুক্ত
হইয়া ছিলেন, সেই ভগীরথ রাজার শুভও প্রিয় অব-
তরণ কার্যদ্বারা (যত স্তম্ভ ছিল) তাহাদের নির্মাণ-
প্রণালী বাহারা ছেদন করিয়াছিল; আজি সেই
শঙ্করার্চ্য-রূপ হিমালয় পর্বতের উদর হইতে সর-
স্বরূপ তরঙ্গিণীর প্রবাহ সকল গৰ্জ্জন করিয়া অব-
তীর্ণ হইতেছে। অতএব এক্ষণে দুই সম্মানীরূপ দুর্ভিক্ষ
হইতে আর ভয়ের সম্ভাবনা কোথায়? । পূজ্যপাদ

ভগবানের অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণমালারূপ ভারতী
জয়যুক্ত হউক । সেই ভারতী—মনোরূপ মত্ত মাত-
ঙ্গের গজবন্ধনী রজ্জু; জ্ঞানরূপ নরপতির রাজ-
ধানী; দুরন্ত দুই বাদিদিগের বচনরাশির দূরকা-
রিণী; হারের তুল্য পশুতদিগের কণ্ঠাশ্রিত হইয়া
মনোহারিণী; চিন্তারাশিরূপ কার্পাস তুলার নিরা-
করণে বায়ুরাশি; বেদের উল্লাসিত চাতুরী, এবং
সংসার সাগরের উদ্ধার কারিণী তরণী । ৭৬ । ৭৭ ।

আপনাকে বিদ্বান্ ভাবিয়া কথা কহিবার সময়
যাঁহাদের দর্প উৎপন্ন হয়, সেই দর্পমদে বিচলিত ও
কথা-পারদর্শী কথকদিগের মধ্যে যাঁহারা পণ্ডিত;

ত্রিতিপতে: । নিগম্ফ: সূক্তানাং নিগমশিখরাস্তোজ-
সুরভি জয়ত্যদ্বৈতশ্রীজয়বিরুদ্ধঘণ্টাঘণঘণ: ॥ ৭৮ ॥
কন্তুরীষনসারসৌরভপরীরস্ত্রপ্রিয়স্তাবুকাস্তাপোম্মেষমু-
ষো নিশাকরকরাহকারকুলকষা: । দ্রাক্ষামাক্ষি-

কশর্করাগধুরিমগ্রামাবিসম্বাদিনো বাহারী মুনি
শেখরস্ত্র ন কথঙ্কারং যুদং কুর্ক্বতে ॥ ৭৯ ॥ অদ্বৈতে
পরিমুক্তকণ্টকপথে কৈবল্যঘণ্টাপথে সাহংপূর্ব্বিক-
ছূর্ব্বিকল্পরহিতপ্রাজ্ঞাধ্বনীনাঙ্কুলে । প্রকল্পম্মকরন্দ-

জয়কণকমলানাং সুরভিঃ সুগন্ধিঃ । পুনশ্চাদ্বৈতলক্ষ্মী জরসা
বিরুদ্ধঘণ্টায়াঃ প্রাধ্যাতিকরায়াঃ ঘণ্টায়াঃ ঘণঘণায়কঃ শব্দ উচ্চা-
র্থঃ । নিরভারোপগোপায়ঃ সাদারোপঃ পরস্য যঃ । তৎপরম্পরি-
তঃ শ্রী ইত্যুক্তপরম্পরিতরূপকাস্তর্গতমালাকল্পকমজজ্জলবাম ॥
॥ ৭৮ ॥ কিঞ্চ কন্তুরীষনসারয়োঃ কোরককপূরয়োঃ সৌরভঃ
সুরভিস্তস্য পরীরস্ত্রঃ পরিষদস্তৎপ্রিয়স্তবিকষঃ । জাপস্য
আধ্যাত্মিকাদিতাপজবসোম্মেষমুল্লাসঃ মুক্তভীতি । তথা তেহতএব
বাহতাপনিধারকাণাং নিশাকরস্য চন্দ্রস্য করণামংশুন্যং
যজাপবিনাশমাহকারস্তস্য কুলকষাঃ সমূলোন্মূলনসমর্থঃ । তথা
দ্রাক্ষাদীনাং মধুরিমাং মাধুর্যাণাং গ্রামেণ সমুদারেনাবিসম্বাদিন-

তত্তুল্যমুনিশেখরস্য 'শ্রীশঙ্করস্য' বাগায়া উক্তয়ঃ । যুদং
প্রীতিং কথঙ্কারং কথং ন কুর্ক্বতেহপিতৃ এককোব। অতথৈব-
কথমিত্যপ্রসিদ্ধপ্রয়োগশ্চেদিত্যনর্থকাদেব কথোতে গমূল শাদৃ-
॥ ৭৯ ॥ কিঞ্চ পরিমুক্তো বিনীতভোভেদবাদিলক্ষণঃ কণ্ট-
কমার্গো যস্যান্তথাভূতেহদ্বৈত এব কৈবল্যঘণ্টাপথে কৈবল্য
মোক্ষস্ত ঘণ্টাপথে সহস্রপে রাজমার্গে অহংপূর্ব্বিকৈ
রহস্তারপূর্ব্বিকৈ: ছূর্ব্বিকট্পারহিতাঃ প্রাজ্ঞা বিদ্বাংস এবা
ধ্বনীনাঃ পাহাট্টেরাকুলে বাপ্তে স্বয়ং নবমুখাসিতাঃ
শঙ্করাচার্য্যস্য স্কন্ধয়ঃ প্রকল্পতাং প্রস্তবতাং মকরন্দানাং পুষ্প-
রমানাং বুদ্ধো নিচয়ো যেভাস্তথাভূতানাং কুহুমণাং পুষ্পাণাং

তাহাদের কণ্ঠ (চুলকোনা) যুক্ত রসনার নাভি-
স্থনালের সহিত অধঃপতন বিষয়ে উদয় মন্ত্র, অর্থাৎ
বেদের মত স্বয়ং প্রাদুর্ভূত ; বাদীদিগের জিহ্বার
উচ্চারণশক্তি রোধ করিবার জন্য বাহা উচ্চারিত
ছত্রিশবর্ণ-বিশিষ্ট বগলামুখী মন্ত্র ; যাহা নিগম
অর্থাৎ বেদশাস্ত্রের মন্তকস্বরূপ বেদান্তরূপ সৃগন্ধি
কমলকুসুম ; অদ্বৈতমত) একমেবাদ্বিতীয়ম্) রূপ
কমলাদেবীর জয়কার্য্যে বিরুদ্ধ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ঘণ্টার
ঘণঘণশব্দস্বরূপ ; যতিপতি আচার্য্যের ঈদৃশ শোভন-
বাক্যের রচনা প্রণালী উৎকর্ষ প্রাপ্ত হউক । ৭৮ ।

কন্তুরিকা ও কপূরের সৌরভ গ্রহণ করিলে
যে রূপ প্রীতি জন্মে, তত্তুল্য সৌরভগ্রাহী, আধ্যা-
ত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ

তাপের সমূলে উন্মূলয়িতা । সংসারের বাহা
তাপনিবারক চন্দ্র চন্দ্রিকার অপরের তাপ নাশ
করা প্রযুক্ত যে অহঙ্কার আছে তাহারও বিনা-
শয়িতা ; দ্রাক্ষা (কিসমিস) মধু ও শর্করা
(চিনি) ইহাদের-যে রূপ মাধুর্য্যসর আছে ইহাও
সেইরূপ মধুর রস পূর্ণ । মুনিবর শঙ্করের ঈদৃশ বাকা-
রচনা কেন না সকলের প্রমোদ বর্দ্ধন করিবে ? ।
“জীবজন্তু সকল ঈশ্বর হইতে ভিন্ন” এইরূপ ভেদ-
বাদীরূপ কণ্টকময় পথ যে স্থানে দেখিতে পাওয়া
যায় না । এবং যে সকল লোক নিতান্ত অহঙ্কৃত
এবং যাহাদের চিন্তাশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল তাহা-
দিগকে পরিত্যাগ করিয়া বিদ্বান্ রূপ পথিকগণহার
ব্যাপ্ত অদ্বৈত অর্থাৎ “ব্রহ্ম ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই”

রক্তকুশলঅন্তোরণপ্রক্রিয়ামাংঘ্যস্ত বিতস্ততে নব-
স্থাসিক্তাঃ স্ময়ং সূক্তয়ঃ ॥ ৮০ ॥ দূরোৎসারিত-
তৃপ্তপাংস্থপটলীতুর্নীতয়োহনীতয়োনাং । দেশিক-
বাজায়াঃ শুভগুণগ্রামালয়া মালয়াঃ । মুষ্ণস্তি শ্রম-

যাঃ প্রাণা মাণাস্তাসাং যানি তোরণানি কেবাং পক্রিয়াং রচনাং
বিতস্ততে বিতস্তবন্তি ॥ ৮০ ॥ কিঞ্চ দূরমুৎসারিতা তৃপ্তানাং
তৃপ্তপটলীতুর্নাং হনীতয়ো হুটনয়াঃ যুক্তিতাঃ । অনীতয়ো ন
বিতস্ত ইত্যেহাশ্বকাদিক্রপা বাধা যত্নোক্তাঃ । শুভগুণাঃ প্রমা-
দাদয়কলক্ষণাং শৈত্যাদিসুপ্তগুণানাং গামময়ালবৃত্তাঃ । মায়াঃ
বক্ষ্যাম্যশালবৃত্তাঃ । উল্লসংপরিমলক্রিয়া চ মেতুবাঃ স্নিগ্ধাঃ ।
দেশিকবাজায়া বাতা ভবমবে সহসারময়ে প্রান্তবে বিপিনে কথ-
স্তুতে দীপান্তরে বুদ্ধিলক্ষণানি প্রান্তরাণি কোটরাণি বুদ্ধিলক্ষণে
নবা শুনো মাণো বা যস্মিঃ স্তুতাবি শ্রমঃপীড়া প্রত্যশা বা ত্র-
সংবিভুক্তি দাবায়ে হেতো যো মে মম দুয়ায়ানন্তয়া

এইরূপ মোক্ষের রাজপথে স্ময়ং অভিনব-
কমুতরসে সিন্ধু আচাধোর শোভন বানী সকল—
যে সকল পুষ্প হইতে পুষ্পমধু গলিত হইয়া
পাকে সেই সমস্ত পুষ্পমালা যদি কোন তোরণে
অথবা বহির্দ্বারে সংলগ্ন হয়, এবং সেই পুষ্পরস-
স্রাবী পুষ্পমালা-খচিত তোরণের অবস্থা প্রকাশ
করিছেছে । ৭৯ । ৮০ ।

যাহা ধূলিরাশির ফলে দুক্ট নীতি সকল দূরে নিরা-
কৃত করিয়াছে, “অতিরুষ্টি, অনারুষ্টি, শলভ, (পতঙ্গ)
মৃষিক, খগ, নিকটবর্তি বিপক্ষরাজা” যাহা এই ছয়-
প্রকার ঈশ অর্থাৎ বাধাশূন্য : এবং যাহা নিম্নলিখিত
প্রভৃতি শুভগুণলক্ষণ শৈত্যাদি গুণসমুদয়ের আলয়
স্বরূপ ; লক্ষ্মীদেবীর নিবাসস্বরূপ ; গুরুবরের বাজায়-
রূপ পদন সকল, বুদ্ধি-কোটর-বিশিষ্ট, সংসাররূপ

মুল্লসংপরিমলক্রীমেতুবা মে দুয়ায়ানন্তাধিবিকুঞ্জো
ভবময়ে ধীপ্রান্তরে প্রান্তরে ॥ ৮১ ॥ নৃত্যস্তা রসনা-
এসোমনি গিরাং দেব্যাঃ কিমজ্জি-কণমঞ্জীরোজিত-
গিজ্জিতাত্মুত নিতম্বালম্বিকাধীরবাঃ । কিং বন্ধ-
করপদ্যকল্লগবৎকারা ইতি শ্রীমতঃ শঙ্কা-
মকুরয়ন্তি শঙ্করকবেঃ সদযুক্তয়ঃ সূক্তয়ঃ ॥ ৮২ ॥

শ্রমঃ মুষ্ণস্তাপনয়ন্তীতার্থঃ । প্রান্তরং বিপিনে দূরশূন্যমার্গে চ
কোটরে । আধিঃ পুমাংশ্চিত্রশীড়াপ্রত্যশাবন্ধকেষু চেতি
মেদিনী ॥ ৮১ ॥ কিঞ্চ শ্রীশঙ্করজিহ্বাশ্রলক্ষণে রঙ্গে নৃত্যস্তাঃ
গিরান্দেব্যাঃ শারদায়াঃ কিমজ্জ্যোশ্চরণয়োঃ কণতোঃ শব্দ-
কুর্কতো মঞ্জীরয়ো । তৃপ্তব্রয়োজ্জিঃসিজ্জিতানি উল্লসংস্থানি
তানি ৭ । কিম্বা নিতম্বালম্বিতাঃ কট্যাঃ পশ্চাদ্ভাগমালম্বিতাঃ
কাঞ্চা মেঘলায়া রবাঃ শঙ্কাঃ ৭ । কিম্বা-বলংগতোরিত্ততশ্চ-
লতোঃ করকমলকল্লগয়োঃ বন্ধংকারা ইতি ৭ শঙ্কাঃ শ্রীমতঃ
শঙ্করগা কবেঃ সমীচীনা যুক্তবে যাস্ তাঃ স্তম্ভকয়োহকুর-
য়ন্তি কলয়ন্তীতার্থঃ ॥ ৮২ ॥ বসারস্তে বিজ্জমাণানা-

কাননে মনঃপীড়া বা প্রত্যশারূপ দাবানল হইতে
আমার যে দুক্ট আয়াস কার্যে শ্রম জাম্মায়েছে
তাহা অপনয়ন করুক । ৮১ ।

শঙ্করের সাধুযুক্তপূর্ণ বচনাবলী, শঙ্করাচার্যের
রসনা রঙ্গভূমিতে নৃত্যপরায়ণা বাগদেবী-সর
স্বতীর চরণ যুগলে শঙ্কিত নৃপুর দ্বয়ের কি উল্লা-
সিত শব্দ ? কিম্বা কটীদেশের পশ্চাদ্ভাগস্থিত
মেঘলা (চন্দ্রহার) রব ? অথবা শব্দকারী কর
কমলের কল্লগ-ভূষণের (বালা) বৎকার শব্দ ?
এইরূপ নানাবিধ শঙ্কা উৎপাদন করিয়া থাকে বর্ষা

বর্ষারম্ভবিজ্ঞপ্তমাংগলয়ুগগন্তীরঘোষোপমো বাত্যা-
তুর্গবিঘূর্ণদর্শনপয়ঃকল্লোলদর্শাপহঃ । উন্মী
নবমল্লিকাपरिमलाहस्तानिहता निरातकः शक्र-
योगिदेशिकगिरां गुम्फः समुज्जृम्भते ॥ ৮৩ ॥ হৃদ্যা
পদ্যবিনাকৃতঃ প্রশমিতাবিদ্যাঃমুঘোদ্যা স্খাস্বাদ্যা

অলমুচাঃ মেঘানাং গন্তীরঘোষ উপমা যন্ত সঃ । পুনশ্চ
বাত্যা বায়ুসমূহায়েন তুর্গিতাস্তঃ শীঘ্রং বা বিঘূর্ণিতাঃ
সমুদ্রপয়সাং কল্লোলানাং বৃহত্তরঙ্গানাং দর্শাপহঃ গর্ভ-
নাশকঃ । পূৰ্ণচন্দ্রোদয়ীনাং বিকসন্তীনাং মালতীনাং পরি-
মলাহস্তায়া বিমর্দোৎকলমনোহরগন্তীরঘোষোপমা নিহতা
নাশকঃ । পুনশ্চ নিরাতকো নিতরঃ শক্রবৈশিকগিরিগিরি
গুন্ফঃ প্রহরঃ সমুজ্জৃম্বতে সমুদ্রমতি ॥ ৮৩ ॥ সা প্রসিদ্ধা
ভাষাদিরূপা যুনিবগদ্যানাদ্যা কল্পোচ্ছ্রাবাদিলক্ষণান্
রৌপ্যম্ হৃদয়াশয়তু । তাং বিশিনতি । পদ্যবিনাকৃত্য পদ্যরূপা
জদ্যা বনোজা । পাঠান্তরে দোষবিনাকৃত্য । পুনশ্চ প্রশমি-
তাবিদ্যা যন্তা সা প্রশমিতাবিদ্যা । পুনশ্চ মিথ্যাবাক্য ম ভবতী-

রস্তে প্রকাশিত মেঘসমূহের গন্তীর শব্দ সদৃশ ;
বাত্যাবেগে অত্যন্ত বিঘূর্ণিত সমুদ্রে জলের বহু
তরঙ্গমালার গর্ভনাশী, এবং উন্মীলিত মালতী
কুম্বের পরিমল থাকাপ্রযুক্ত যে গর্ভ আছে
সেই অহঙ্কারের বিনাশক এবং নিতরঃ যতীক্ৰ শক্র
গুরুর বাক্য নিচয়ের রচনা সর্বদাই সমুদ্রমতি
রহিয়াছে । ৮২ । ৮৩ ।

যাহা পদ্য বিরহিত অর্থাৎ পদ্য বিশিষ্ট, মনোজ্ঞ ও
অবিদ্যা-বিনাশিনী, যাহা মিথ্যাবাক্য শূন্য অর্থাৎ
সত্যবাদিনী, যাহা অমৃতের মত আনন্দনীর ও মদঘূ-
র্ণিত বহাদী শত্রুদিগের কূতর্ক-সম্বৃত শঙ্কা-নাশিনী
অথচ স্বয়ং অপরের অভেদ্য । এবং যাহা বাবতীয়

মানদ্যরাতিচোদ্যভিহরাহভেনা নিষদ্যারিতা ।
বিদ্যানামনঘোদ্যমা স্তচরিতা সাদ্যাপহৃদ্যাপিনী
পদ্যা মুক্তিপথস্ত সাদ্য মুনিবাঙ্ঘুদ্যাদিনাদ্যা কুজঃ
॥ ৮৪ ॥ আয়াসস্য নবাঙ্কুরং ঘনমনস্তাপস্য বীজং
নিজং ক্লেশানামপি পূর্বরঙ্গমলঘুপ্রস্তাবনাভি-

তামুঘোদ্যা যথার্থ ইত্যর্থঃ । রাজহরস্বর্ঘ্যমুঘোদ্যাদিনা
বদেঃক্যবস্তো নিপাতঃ প্রশমিতা বিদ্যামুঘোদ্যা যেরেতি বা ।
পুনশ্চ স্খাস্বাদ্যাঃমৃতবদ্যাদীনয়া । পুনশ্চ মালত্যাং মঃপন
ঘূর্ণিতামবতীনাং বাদিলক্ষণরীণাং যানি চোদ্যানি কুশকো-
ভাবিতাঃ পকাস্তেযাং ভিহরাঃ নাশকাঃ । স্বরস্ত তৈরভেদ্যা তে প্রু
মশক্যা । পুনশ্চ গর্ভালাং বিদ্যানাং নিষদ্যারিতা আপগবদ্য-
চরিতা । পুনশ্চানঘোহনবদ্য উদ্যমো যন্তাঃ সা । পুনশ্চ শোভনং
চরিতং বস্যাঃ সা । পুনশ্চ সাদীনাং জন্তানাং সকারণানাং
বা আপগমাধ্যাত্মিকাদিহঃখানামুদ্যাপিনী উন্মূলনী । পুনশ্চ
মুক্তিপথস্ত পদ্যা পদ্ধতিরবজুতা সা মুনিবাগদ্যানাদ্যা কল্পো-
পহৃদ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥ মুনিশেষরোক্তিরতুলা দেহাদৌ ঘো-
হঙ্কারস্তমুৎকৃন্ততি উন্মূলয়তি । তং বিশিনতি । আয়াসস্ত বেদজ

বিদ্যার বিপণিস্বরূপ অর্থাৎ আপনে (দোকানে) যে-
রূপ বহুমূল্য দ্রব্য সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ
এই স্থানে সমস্ত বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এবং
অনিন্দনীয় উদ্যমপূর্ণ ও শোভন চরিত্র যুক্ত ; এবং
জগতে আধ্যাত্মিকাদি যে সমস্ত জন্য আপদ্ আছে
তাহাদের বিনাশিনী : মুক্তির পদ্ধতি সেই প্রসিদ্ধ
বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যরূপ শঙ্করমুনির ভারতী, অদ্য
অনাদি, অজ্ঞানচিহ্ন রোগ সকল উন্মূলিত করক ।
। ৮৪ ।

যাহা খেদের নবীম অঙ্কুর, ঘনীভূত মনস্তাপের
অসাধারণ বীজ, ক্লেশ সমুদ্রায়ের পূর্বরঙ্গ অর্থাৎ
নৃত্য করিবার স্থান : রাগ, দ্বেষ, হিংসাদি দোষের

ওষম্ । দোষাণামনৃত্য কাশ্মণমসচ্চিস্তাততে ।
নিষ্কুটং দেহাদৌ মুনিশেখরোক্তিরতুল্যহঙ্কারম্ ।
কুস্ততি ॥ ৮৫ ॥ তথাগতপথাহতক্ষণকপ্রথা-
লক্ষণপ্রতারণহতানুবর্ত্যখিলজীবসঞ্জীবনী । হর-
তাত্তিহুরতায়ঃ ভবভয়ঃ গুরুস্তি নৃণামনাধুনি-
কভারভীজরঠশুক্রিমুক্তানিগঃ ॥ ৮৬ ॥ ঝঙ্কা-

নব্যমকুং । পুনশ্চ ঘনীভূতো যো মনস্তাপো মানসঃ হুঃখঃ তত্
নিষ্কমসাধারণঃ বীজঃ । ক্লেণানামপি পূৰ্ব্বতঃ প্রথমং নষ্টন-
স্থানঃ । দোষাণাং রাগদোষাদীনামলঘু মহতী বা প্রস্তাবনা
নাটককথাপ্রারম্ভস্তম্ভাঃ ভিণ্ডিমঃ । অনৃত্য কাশ্মণং মূলকর্ম মূল-
কর্মতঃ কাশ্মণমিত্যমরঃ । অসচ্চিস্তাসম্ভভে নিষ্কুটং গৃহোদ্যানং
কেদারং বা । নিষ্কুটং গৃহোদ্যানে ত্যাং কেদারকপাটরোরিতি
মৈদীনী এবম্ভূতং দেহাদিনিষ্ঠমহঙ্কারমিত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥ তথাগতা-
বোদ্ধান্তেবাং পথা মার্গেণাহতাঃ ক্ষণকানাং বৈভাবিকানাং
প্রব্যাতিলক্ষণেন প্রতারণেন বঞ্চেন হতানুভবভিনো
বিপ্রাদয়েঃ খিলা জীবান্তেবাং সঞ্জীবনী । পুনশ্চানাদুনিকা
অনাদিভূতা বা বেদবাণী তল্লক্ষণায়া অতিপ্রাচীনভূতে মুক্তা-
মণিরেবভূতা গুরোঃ শ্রীশঙ্করমোক্তি নরাণাং হুরতায়ঃ
সংসারভয়ং হরতাত্তার্থঃ পৃথ্যা ॥ ৮৬ ॥ সদগুরোঃ শ্রীশঙ্করস্য

মহৎ প্রস্তাবনা অর্থাৎ নাটক কথারস্তের ভিণ্ডিম
(বাদ্য বিশেষ) মিথ্যার মূল কার্য অসচ্চিস্তারশির
গৃহস্থত উদ্যান বা ক্ষেত্র স্বরূপ দেহস্থিত অহঙ্কার
অদ্য মুনিবরের অনুপমা ভারতীকর্তৃক বিনাশিত
হউক । ৮৫ ।

বৌদ্ধগণ আপন পদ্ধতি প্রচার করিয়া বৈভা-
সিকদিগকে হত করিলে তাহাদের বিশেষ সুখ্যাতি
হয় । ঐ সুখ্যাতির মূল কারণ প্রতারণ দ্বারা সেই
মতের অনুবর্তী হইয়া যে সমস্ত ব্রাহ্মণাদি ও জীব
সকল হত হইয়াছিল তাহাদিগের সঞ্জীবনী, এবং

মারুতবেল্লিতামরধুনীকল্লোলকোলাহলপ্রাগ্ভাবৈ-
কসগভ্যানিভরজরীজন্তুচোনির্কারাঃ । নৈকালী
মতালিধূলিপটলীমর্ম্মচ্ছিন্নঃ সদগুরোকদ্যাকুর্ম্মতি-
ধর্ম্মদুর্ম্মতিকৃতাহশাস্তিঃ নিকুস্তস্তি নঃ ॥ ৮৭ ॥
উন্মীলনবমল্লিগোরভপরীরস্তপ্রিয়স্তাবুকা মন্দারক্রম-

ঝঙ্কামাক্তেন বৃহৎস্থনা বেল্লিতায়াঃ কল্পিতায়াঃ দেবযুতা
গন্ধায়াঃ কল্লোলানাং বৃহত্তরঙ্গাণাং যঃ কোলাহলস্তস্য যঃ
প্রাগ্ভারোঃ তিশমন্তদেকসগভ্যানির্কারা তদেকাতিসদৃশা জরী-
জন্তুস্তো ভৃশমূলসন্তো বচোলক্ষণা নির্কারাঃ নৈকান্তনেকানি যাত্ৰ-
লীকান্তস্যানি মতানি তেষামালিঃ পংক্তিঃ সৈব ধূলীপটলী ধূলী-
সম্বহন্তুতা মর্ম্মচ্ছিন্নো বিনাশকা নোহস্মাকমুদ্যাকুর্ম্মতিলক্ষণ-
ধর্ম্মাৎ বা দুঃখিতা বুদ্ধিতৎকৃতা বা অশাস্তি ত্যাং নিকুস্তস্তি
উন্মূলয়ন্তি শাদ্ ॥ ৮৭ ॥ উন্মীলনবমল্লিগোরভপরীরস্ত-
প্রিয়স্তাবুকাঃ প্রিয়স্তবিকবঃ । তথা মন্দারক্রমাং মন্দারাক্রমাণাং মক-

অনন্তকাল-প্রবাহিত বেদবাণীরূপ অতিশয় প্রাচীন
শুক্রির (বিমুক্ত) মুক্তামণি স্বরূপ শঙ্কর বার্নী,
অবিনাশী সংসার ভয় বিনাশ করিয়া থাকে । ৮৬ ।

ধূলিরাশির তুল্য যে সমস্ত মিথ্যা মত আছে
তাহাদের মর্ম্মচ্ছিন্নো, এবং ঝঙ্কা-বায়ুকল্পিত দেব-
নদী গন্ধার বৃহত্তরঙ্গমালার কোলাহলরবের আতি-
শয়া নিবন্ধন বাহা একমাত্র তুল্য ও যথার্থ নির্ভর-
স্বরূপ, আচার্যের সেই সমস্ত সমুদ্রসিত বাক্যরূপ
নির্ভর, আমাদিগের প্রকাশিত কুযতি-চিহ্ন-ধর্ম্ম
হইতে যে দুঃখিত বুদ্ধি উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে
যে হৃদয়ের অশান্তি জন্মে সেই অশান্তি উন্মূলিত
করুক । ৮৭ ।

বিকসিত নবমালতী কুসুমের সৌরভের আলি-

রন্দবন্দবিলুষ্ঠমাধুর্ঘ্যধূর্ঘ্যা গিরঃ । উদ্‌গীর্ণা গুরুণা
 ঐবপারকরুণাবারাকরেণাদরাং সঙ্কেতো রময়ন্তি
 চক্ৰ মদয়ন্ত্যামোদয়ন্তি ক্রতম্ ॥ ৮৮ ॥ ধারাবাহি-
 তথানুভূতিমুনিবাঙ্কারানুধারানিশু ক্রীড়ন দ্বৈতিবচঃস্ব-
 কঃ পুনরনুকীড়েত মূঢ়ৈতরঃ । চিত্রং কাঞ্চনমম্বরং

একনিবন্ধে লুষ্ঠিতো মাধুর্ঘ্যঃ ধূর্ঘ্যঃ শ্রেষ্ঠাঃ শ্রীশঙ্করাচার্যোণ
 করুণা আদরাহুগীর্ণা উদগীর্ণা উচ্চরিতাঃ গিরঃ সত্যাক্রোতো
 রময়ন্তি হস্তেতি হর্ষে মদয়ন্তি । তথাহুচক্ৰমবিলম্বিতমামোদয়ন্তি
 প্রমোদয়ন্তি শুক্লং বিশিনন্তি । বিপারায়ঃ পারবিমুক্তায়াঃ করুণায়া
 বারাকরেণ জননিধিনা সমুদ্রোদীপকালঙ্কারঃ স রুদ্রপ্রতিঃ ॥
 ৮৮ ॥ কিঞ্চ ধারাবাহি অনবচ্ছিন্নং যৎ সুখং তত্শাস্ত্র-
 ভূতিভূতবো যাতান্তথাভূতমুনিবাঙ্কা রালক্ষণসুধারানিশু-
 ক্রীড়ন সম্ দ্বৈতিনাং বচনেষু বিষকল্পেণ পুন মূর্ঘ্যাদিত্যঃ কঃ
 ক্রীড়েদপিতৃ মূঢ় এব তত্র ক্রীড়াং ক্রীড়াং কুর্ঘ্যাৎ তত্র দৃষ্টান্তঃ ।

স্বনের তুলা নিতান্ত প্রিয় ; এবং মন্দার বৃক্ষের
 মকরন্দরাশির উপর যে মাধুর্ঘ্যরস লুষ্ঠিত হইয়া
 থাকে তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; অপার করুণাসাগর
 শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক উচ্চারিত বাক্য সকল যে
 পণ্ডিতদিগের চিত্ত আহ্লাদিত, আমোদিত এবং
 শীত প্রমোদিত করিয়া থাকে, ইহা অত্যন্ত আশ-
 চর্যের বিষয় । ৮৮ ।

যাহা হইতে অনবচ্ছিন্ন সুখানুভব হইয়া থাকে,
 সেই মুনিবরের বচনরূপ সুধারানিশিতে নিমগ্ন হইয়া
 যে জন ক্রীড়া করিয়া থাকে, মুর্থ ভিন্ন অন্য জন কি
 কখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া বিষমদৃশ দ্বৈতামতা-
 বলম্বীদিগের বচনে ক্রীড়া করিতে পারে ? বাস্তবিক

পরিদর্শিতে বিধিতে মুখ্যঃ কচ্চিং কচ্চরুপটচ্চর-
 জরংকঙ্কানুবন্ধাদরম্ ॥ ৮৯ ॥ তত্তাদৃকমুনিক্ষপাকর-
 বচঃশিক্ষাসপক্ষাশয়ঃ ক্ষারং ক্ষীরমুদীকতে বুধজনো
 ন কৌদ্ৰমাকাজ্জকতি । কৃষ্ণাং ক্ষেপয়তি ক্ষিতৌ
 থলু মিতাং নেক্ষুং ক্ষণং প্রেক্ষতে দ্রাক্ষাং নাপি
 দিদৃক্ষতে ন কদলীং ক্ষুদ্রাং জিহ্বাক্তালম্ ॥ ৯০ ॥

চিত্রং স্বর্ণময়ং বস্ত্রং পরিদর্শনং পুনঃ কচ্চরাণাং মলদূষিতানাং
 বা জর্জরীভূতা কঙ্কানুভবকো য আদরস্তঃ কচ্চিমুনি
 বস্ত্রেহপি তু নৈব ধত্তে ইত্যর্থঃ । সৈব ক্ষিপ্তা প্রবহন্তীষু কারক
 স্তোতি দীপকমিত্যুক্তেঃ । সৈবেতি পাঠ্যপ্রব ভামহু বজ্রাঘরং
 যথাসাভ্যেতি ব্যাখ্যায়ঃ । কচ্চরঃ মলদূষিতঃ পটচ্চরং জীর্ণবস্ত্র-
 মিত্যনয়ঃ ॥ ৮৯ ॥ কিঞ্চ তত্তাদৃকতথাত্মক মুনিশিক্ষাব-
 বচোতি মুনিচক্রেবচনৈর্বা শিক্ষা তয়ঃ সপক্ষাঃ সহিততদবলম্বী
 আশয়োহন্তঃকরণং বস্যা । শিক্ষায়াঃ সপক্ষোহম্বিকরণভূত

মুখ্যই তাহাতে আমোদ প্রকাশ করে । তাহার
 দৃষ্টান্ত এই—সেজন বিচিত্র স্বর্ণবসন পরিধান
 করিয়া থাকে, সেজন কি কখন মলিন, দূষিত জীণ-
 বস্ত্রের জীর্ণকঙ্কার উপর মনুরাগ প্রকাশ করিতে
 সমর্থ হয় ? ৮৯ ।

মুনিচক্রেব বচনদ্বারা যে শিক্ষা জন্মে সেই
 অদ্বৈত পক্ষ স্বপক্ষ ভাবিয়া যাহার অন্তঃকরণ
 তাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই পণ্ডিত জন
 ক্ষীরকে ক্ষার বলিয়া দর্শন করেন ; মধু আকাজ্জা
 করেন না ; শুভ্রবর্ণ শর্করাকে (চিনি) কর্কশ ভাবিয়া
 ক্ষিতিতলে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন ; ক্ষণমাত্রও
 ইক্ষুদর্শন করেন না ; দ্রাক্ষা (কিসমিস) দেখিতে

বিক্রীতা মধুনা নিজা মধুরতা দত্তা মুদা দ্রাক্ষয়া
ক্ষীরৈঃ পাত্রয়িধাহর্পিতা যুধি জিতাঙ্গকা বলা-
দিক্কৃতঃ। যন্তা চোরভয়েন হস্ত সুধয়া যন্তা-
দতস্তদগিরাং মাধুর্য্যস্ত সমৃদ্ধিরদুততরা
নাশ্চ স। বীক্ষাতে ॥ ৯১ ॥ কর্পূরেণ ধ্বগী-

কৃতং যুগমদেনাধীতা সম্পাদিতং মল্লীভিশ্চির-
সেবনাদুপগতং ক্রীতস্ত কাশ্মীরজৈঃ। প্রাপ্তং
চোরতয়া পটীরতরুণা যৎ সৌরভং তদগিরাম-
ক্ষয়াং মহি তস্ত তয়া মহিমা ধনোহমমজাদৃশঃ ॥ ৯২ ॥
অপ্সাং দ্রপ্সং স্থলিপ্সং চিরমরমচরং ক্ষীরমদ্রাক্ষ-

আশরো বা যস্য স বৃষভনঃ ক্ষীরং পয়ঃ ক্ষারঃ পশুতি। কোদ্রং
মাক্ষিকং নাক্ষজ্জতি। তথা সিংহাং শর্করাং রক্ষাং বুদ্ধা ভূমৌ ক্ষেপ-
য়তি। তথেক্ষং ক্ষণমাত্রমপি ন প্রেক্ষতে। তথা ক্ষুদ্রাঃ কণলীং
ন তিব্ধকতি ত্রাতুমপি নেষ্টতি ॥ ৯০ ॥ কিঞ্চ যস্যানমধুনা মাক্ষি-
কেণ স্বকীয়া মধুরতা যন্তা বিক্রীতা। যন্তাচ্চ দ্রাক্ষয়া নিজা মধুরতা
মুদা যাভ্যো দত্তা। যন্তাচ্চ দুগ্ধে নিজা মধুরতা পাত্রবুদ্ধা
যাহর্পিতা। যন্তাচ্চ যুধি জিতাদিক্কৃতস্তদীয়া মধুরতা বলাদযাভি-
পীক্কা। হস্তেতি হর্ষে যন্তাচ্চ সুধয়া যন্তেন চোরভয়েন নিজা মধু-
রতা বাহু যন্তা ত্রাসতয়া স্থাপিতা। অত একমাত্রস্ত শ্রীশঙ্করস্ত
গিরাঃ তথাভূতানাং গিরাঃ বা মাধুর্য্যস্ত সাহসুততরা সমৃদ্ধি-
রস্ত নৈব দৃশ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥ কিঞ্চ বদীয়ং সৌরভঃ

কর্পূরেণ ধ্বগীকৃতং ঋণতয়া গৃহীতং। তথা বদীয়ং সৌরভং যুগ-
মদেন কল্পরিকয়াহবীতা সম্পাদিতং। তথা মল্লীভিঃ স্থানলীভি-
শ্চিরসেবনাদুপগতং প্রাপ্তং। তথা কাশ্মীরজৈস্তদীয়ং সৌরভং
ক্রীতং মৌলোন গৃহীতং। তথা পটীরতরুণা চন্দনবৃক্ষেণ তৎ
সৌরভং চোরতয়া প্রাপ্তং। তস্ত শ্রীশঙ্করস্ত গিরাঃ তথাভূতানাং
গিরাং বা অক্ষয়াং মহি অক্ষরং মাহাত্ম্যং। তস্যাং তস্য
শ্রীশঙ্করস্ত তস্ত গিরাং সৌরভস্য মহিমাংহমজাদৃশঃ সর্ব-
লোকবিলক্ষণো ধত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৯২ ॥ কিঞ্চ স্থলিপ্সং স্কৃত-
চাং দ্রপ্সং বনেতরদধি অপ্সাং। ভক্ষণার্থস্য প্লামতো লভি রূপং।

ইচ্ছাও প্রকাশ করেন না, এবং যে জাতীয় হরিণীর
যুগনাভি জন্মে, সেই হরিণীকে একেবারেই আত্মাণ
করিতে ইচ্ছা করেন না ॥ ৯০ ॥

মধু, যাহাদের নিকট স্বকীয় মাধুর্য্যস বিক্রয়
করিয়াছিল : দ্রাক্ষা, হর্ষের সহিত নিজমধুরতা
যাহাদের উদ্দেশে দান করিয়াছিল ; দুগ্ধ, সৎপাত্র
বিবেচনা করিয়া নিজ মাধুর্য্য যাহাদের কাছে অর্পণ
করিয়াছিল ; যুদ্ধে ইক্ষুকে পরাস্ত করিয়া যাহারা
তদীয় মাধুর্য্য বলপূর্ব্বক লাভ করিয়াছিল ; আহা !
এ কি আনন্দের বিষয় ? আজি পাছে চোরে চুরী
করিয়া লয় এই ভয়ে অমৃত, স্বীয় মাধুর্য্য যাহাদের
উপর গাচ্ছিতধনস্বরূপ স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল ;

শঙ্করাচার্য্যের বাক্যের সেই আশ্চর্য্যাতর মাধুর্য্যস-
সম্পত্তি আজি আর অন্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া
যায় না ॥ ৯১ ॥

কর্পূর, যাহার নিকটে সৌরভধন ঋণ করিয়াছিল ;
কল্পরিকা, সৌরভ যাহার অধ্যয়ন করিয়া সম্পাদন
করিয়াছে ; মালতীপুষ্প চিরকাল সেবা করিয়া
যে সৌরভ প্রাপ্ত হইয়াছে ; কাশ্মীরজ অর্থাৎ
(কুস্কুম) যাহার সৌরভ মূল্য দিয়া ক্রয় করি-
য়াছে ; এবং চন্দনবৃক্ষ অপহরণ করিয়া যে সৌরভ
প্রাপ্ত হইয়াছে ; শঙ্করাচার্য্যের বাক্যের তাহাই
অক্ষয় মাহাত্ম্য। অতএব শঙ্করের বাক্য-সৌর-
ভের ঐদৃশ মহিমা সকল লোক হইতে উৎকৃষ্ট ধন
বলিয়া গণ্য হইয়াছে ॥ ৯২ ॥

আমি অত্যন্ত রুচিজনক জলবৎ দধি (ঘোল)

মিষ্ণুঃ সাক্ষাদ্ভ্রাক্ষানজকং মধুরসমধয়ং প্রাগবিন্দং
মরন্দং । মোচামাচামমন্তো মধুরিমগরিমা শঙ্করা
চাম্বাচামাচান্তো হস্ত কিং তৈরলমপি চ সুধা-
সারসীসারসীম্মা ॥ ৯৩ ॥ সন্তপ্তানাং ভবদবথুভিঃ
ক্ষারকর্পূররুষ্টি মুক্তায়ষ্টিঃ প্রকৃতিবিগলা মোক্ষ-

লক্ষ্মীমৃগাক্ষাঃ । অদ্বৈতাজ্ঞানবধিকসুখসার-
কাসারহংসী বুদ্ধিঃ শুদ্ধৌ ভবতু ভগবৎপাদদি-
ব্যোক্তিদারা ॥ ৯৪ ॥ আশ্রয়াস্তালবালা বিমল-
তরসুরেশাদিসূক্তামুসিত্তা কৈবল্যাশাপলাশা বিবু-
ধজনমনঃসালজালাধিকৃতা । তত্ত্বজ্ঞানপ্রসূনা ক্ষুরদ-

ভক্তগা ক্ষীরঃ চিরতরং বহুকালমচরং । ভক্তগাথন্ত চরধাতো-
লভিরূপং । তথেষুক্ষুদ্রাকং । তথা প্রত্যক্ষেণ দ্রাক্ষামজকং ভক্তি-
তবান্ । ভক্তভক্তহসনয়োরিতিসরণং । তথা মধুরসং মাক্ষিকরসম-
ধয়ং পীতবান্ । তথা মরন্দং মকরন্দং প্রাগবিন্দং পূর্বং লক-
বান্ । তথা মোচা কদলী কদলীবারণমুসারস্তামোচাঃশুমৎ-
ফলেভ্যামরঃ । তামাচামং ভক্তিতবান্ । অদনার্থন্ত চম্বাচাতোরাডি
চম্বাদেশে লভি মিপমাদেশে রূপং । ইদানীন্ততোচতিবিলক্ষণঃ
শ্রীশঙ্করাচার্যাবাচাঃ মধুরিমো মাধুর্যাসা পরিমা আচান্তো হস্তেতি
হর্ষে । তৈর্ দ্রপ্সাদিভিঃ কিং । যতঃ সুধায়া অমৃতন্ত সারসী
সারন্ত তস্তাঃ সারসা গীয়াপালং কৃত্যং নান্তি সঃ ॥ ৯৩ ॥
কিঞ্চ দবথুঃ পরিতাপঃ স্তাদিতামরাঙ্গবদবথুভিঃ সংসারপরিভাপৈঃ

ভক্ষণ করিয়াছি ; বহুকাল হইতে ক্ষীর ভোজন
করিয়াছি ; প্রত্যক্ষে দ্রাক্ষা ভক্ষণ করিয়াছি ;
মধুরস পান করিয়াছি ; পূর্বের মকরন্দ (পুষ্পরস)
লাভ করিয়া ও কদলী ভক্ষণ করিয়াছি । কিন্তু
ইদানী শঙ্করাচার্যের সর্বোৎকৃষ্ট মাধুর্য্যরসের
যাহা পরিমা তাহাও ভক্ষণ করিয়াছি । আহা ! ইহা
কি আনন্দের বিষয় ! যখন অমৃতের সুরসতার সার-
ভাগের শেব গীমা বিফল হইল, তখন আর সেই
সমস্ত জলবৎ তরল দ্রপ্সাদি পদার্থে কি প্রয়ো-
জন ? ॥ ৯৩ ॥

যাহারা সংসারতাপে তাপিত তাহাদের পক্ষে যে

সন্তপ্তানাং ক্ষারা বিশালা কর্পূরন্ত বুদ্ধিঃ । পুনশ্চ মোক্ষ
লক্ষ্মী মৃগাক্ষা অঙ্গনারাঃ প্রকৃত নির্মলা স্বভাবতো বিমলা
মুক্তায়ষ্টিঃ মুক্তাময়ী হারলতিকা । পুনশ্চাশ্রিত্যৈগ্নানজমুখন্তা
সারেণ এসরগ্নেন কাসারন্তুডাগন্তু হংসী । আসারঃ স্থাৎ
প্রসরণে বেগবৃক্ষৌ স্তম্বদ্বল ইতি মেদিনী, এবমুতা ভগবৎ-
পাদসা শ্রীশঙ্করস্য দিব্যোক্তিদারা বুদ্ধিঃ শুদ্ধৌভবতু ॥ ৯৪ ॥
আশ্রয়াস্তা বেদান্তা এবালবালা সর্বতো রক্ষাভিহি ধস্যাঃ
পুনশ্চ সুরেশ্বরপদ্মপাদাতিস্থতিলক্ষণৈর্জীলৈঃ সিত্তা । কৈবল্যাস-
মৌক্ষসাশাএব পলাশাঃ পত্রানি যস্তাঃ । পুনশ্চ বিবুধজ্ঞানো
দেবজনঃ পণ্ডিতজনশ্চ তন্ত মন এব সালখারুকসমুদায়-
স্তত্রাদিকৃতা তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণঃ প্রশ্ননা পুষ্পঃ যস্যাঃ ক্ষুরংসর-

বিশাল কর্পূর রাষ্টি ; যাহা মোক্ষলক্ষ্মীরূপ অঙ্গনার
নির্গ-নির্মল মুক্তাময়ী হারলতা ; এবং যাহা অনন্ত
সুখের প্রসারণদ্বারা অদ্বৈত মতের আত্মরূপ তড়াগের
একমাত্র হংসকান্তা ; পুণ্ড্রপাদ ভগবান্ শঙ্করের
স্বকীয় বচনরাশি, অদা আমাদিগের বুদ্ধি শুদ্ধির
নিমিত্ত প্ররত হউক । ৯৪ ।

বেদান্ত শাস্ত্র সকল আলবাল অর্থাৎ যাহাকে রক্ষা
করিবার নিমিত্ত ভিত্তি স্বরূপ ; অতাস্ত বিমল সুরেশ্বর
ও পদ্মপাদ প্রভৃতির উত্তম-বচন জলে যাহা সর্বদা
সিত্ত ; মোক্ষ প্রাপ্তির প্রত্যাশা যাহার পত্র ; দেব-
জন ও পণ্ডিতজনের হৃদয়রূপ সালরুক শ্রেণীর যাহা
একমাত্র আশ্রিত ; তত্ত্বজ্ঞান যাহার পুষ্প ; স্বপ্রকাশ

মৃতফণা সেবনীয়া দ্বিজৈ য়া সা মে সোমাবতঃ-
 সাবতরগুরুবচোবল্লিরস্ত প্রশস্ত্যে ॥ ১৫ ॥ নৃত্য-
 ভূতেশবালায়ুকুটতটরটংস্বধূনীস্পধীনীভি ক্বাগ্ভি-
 নিভিম্বকুলোচ্চলদম্বতসরঃসারিণীধোরণীভিঃ । উদে-
 লদ্বৈতবাদিসমতপরিণতাংক্রিয়াভ্যংক্রিয়াভি-
 ভীতি শ্রীশঙ্করায়ঃ সততমুপনিষদ্বাহিনীগাহি-
 নীভিঃ ॥ ১৬ ॥ সাহস্কারসুরাসুরাবলিকরাকৃষ্ণ-

প্রকাশমানমমৃতং ব্রহ্মানন্দভূতদেব কলং যস্মাৎ । এবমুতা যা দ্বিজৈঃ
 সেবনীয়া সোমাবতঃসম্য চন্দ্রশেখরস্য শিবস্যাবতারস্য গুরোঃ
 শ্রীশঙ্করস্য বচোল্লিখ্য বালি মে মম প্রশস্ত্যে অস্ত ॥ ১৫ ॥
 নৃত্যতো ভূতেশস্য শ্রীশঙ্করস্য বালাং ক্ষুরতি মুকুটতটে রটন্তী
 য়া স্বর্গদী গঙ্গা তয়া স্পধীনীভিঃ । পুনশ্চ নিভিম্বকুট উচ্চলন্ত্যে
 য়া অমৃতসরঃ সারিণাঃ স্বরনদ্যন্তকোরিণীবকোরিণী পরিপাটি-
 যাস্ত্যভিঃ । পুনশ্চোদেলা উল্লজ্জনবেদমর্ষাদা য়ে দ্বৈতবা-
 দিনস্তেষাং সমতেন পরিণতা য়া অহংক্রিয়াস্ত্যাস্যং তংক্রিয়াভিঃ
 তিরস্কৃত্য ১৭ঃ । পুনশ্চ সততমুপনিষত্তক্ষণাসু নদীষু গাহিনীভি-
 ক্বাগ্ভিঃ শ্রীশঙ্করায়ো ভ্যাত রাজতে ॥ ১৬ ॥ সাহস্কা-

ব্রহ্মানন্দ যাহার কল ; ব্রাহ্মণগণের সেবিত সেই
 শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের বাক্যলতা অদ্য অভ্যাদয়-
 কারিণী হউক । ১৫ ।

যাহারা নৃত্যপরায়ণ ভূতপতি শঙ্করের কুন্তলহেতু
 একান্ত চঞ্চল মুকুটতটে ভ্রমণশীল সুরনদী গঙ্গাদেবীর
 সহিত সর্বদা স্পর্শপ্রকাশ করিয়া থাকে ; যাহাদের
 তটভেদ করিয়া উচ্চলতঃ অমৃতময়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী
 সকলের স্রচার পরিপাটি বিদ্যমান আছে ; যে
 সমস্ত দ্বৈতবাদী ; বেদমর্ষাদা উল্লজ্জন করিয়াছে,
 তাহাদের স্বকীয় মত স্থাপন কালে যে সমস্ত অহঙ্কার
 পরিণত হইয়া থাকে, তাহাদের তিরস্কার স্বরূপ

ভ্রমশ্রান্দরক্ষুক্ষীরপয়োহন্ধিবীচিসচিবৈঃ স্বজৈঃ
 সুধাবর্ষণং । জজ্ঞালৈ ভবদাবপাবকশিখাজালৈ-
 র্জটালান্ননাং জন্তুনাং জলদঃ কথং স্তুতিগিরাঃ
 বৈদেশিকো দেশিকঃ ॥ ১৭ ॥ কলশাক্ষিকচাক-
 চিক্রমং ক্ষণদাধীশগদাগদিপ্রিয়ম্ । রজতাংদ্রিভুজা-

রণাং সুরাসুরাণাং য়া আবলিঃ পংক্তিভ্যাসাঃ কবৈ ইন্তে-
 রাক্ষসেন ভ্রমতা মকরেণ ক্ষুক্ষস্য ক্ষীরসমুদ্রস্য বীচয়ন্তরঙ্গা-
 তংসচিবৈত্ততুল্যৈঃ স্বজৈরমৃতবর্ষণাজ্জজ্ঞালৈ বৈদগবতিঃ
 সংসারাধ্যানিশিখাজালৈ র্জটালান্ননাং জন্তুনাং জলদো
 দেশিকো গুরুঃ শ্রীশঙ্করঃ স্তুতিগিরাং বৈদেশিকো বৈদেশো
 গোচরঃ কথং ন কথমণীতার্থঃ শাস্ত্ৰং ॥ ১৭ ॥ অথ শ্রীশঙ্করস্য
 যশো বর্ণয়তি কলশেভিঃ । কচেষু কচেষু কেশেষু কেশেষু
 গৃহীত্বা ইদং যুদ্ধং প্রবৃত্তং কচাকচি তত্র তেনেদমিতি সঙ্গপ
 ইতি সমাসঃ । অত্রোষামপি দৃশ্যত ইতি পূর্বপদান্তস্ত দীর্ঘঃ । ইচ্
 কল্পবাহিত্যর ইভীচ্ সমাসাত্তঃ । কলশাক্ষিঃ ক্ষীরাক্ষিণ্ডেন
 কচাকচিযুদ্ধে ক্ষমং শক্তঃ । পুনশ্চ গদাদিভিষ্চ গদাদিভিষ্চ

এবং উপনিষৎরূপ নদীতে যাহারা অবগাহন করিয়া
 থাকে, সেই সমস্ত বাক্যদ্বারা আর্ঘ্য শঙ্কর সর্বদা
 শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ১৬ ।

অহঙ্কার-পূর্ণ সুরাসুরদিগের করদ্বারা আকৃষ্ট, অত-
 এব ঘূর্ণিত মন্দর দ্বারা তাড়িত ক্ষীরসমুদ্রের তরঙ্গ-
 তুল্য যাহার স্রবচন, এবং অমৃত বর্ষণ হেতু একান্ত
 বেগবান্ সেই স্রবাক্য বিশিষ্ট আচাৰ্য্য, সংসারস্বরূপ
 দাবানল শিখায় যে সকল জন্তু একান্ত দক্ষ, আপনি
 তাহাদের জলদ স্বরূপ ; অতএব আপনি কিরূপে
 বাক্যের গোচর হইবেন , বস্তুতঃ তাহা কোনরূপেই
 সম্ভাবিত নহে । ১৭ ।

আচার্য্যের চতুর যশ, ক্ষীরসমুদ্রের সহিত কচা-
 কচি যুদ্ধে, অর্থাৎ, কেষাকর্ষণ করিয়া যে যুদ্ধ হয় সেই

ভুক্তিক্রিয়ং চতুরং তস্য যশঃ স্য রাজতে ॥ ৯৮ ॥
 পরিশুদ্ধকথাসু নির্জিতৌ যশসা তস্য কৃত-
 কনঃ শশী । সকলককনিরুত্তয়েহধুনাইপুদধৌ
 মজ্জতি সেবতে শিবম্ ॥ ৯৯ ॥ ধ্মিল্পে নবমল্লি-
 বল্লিকুসুমসকল্লনাশিল্পিনো তদ্রশ্মিরসচিত্রচিত্র-

প্রজ্ঞোদয়ং যুদ্ধং প্রবৃত্তং গদাগদি । কণধাধীশেন নিশাধীশ্বরেণ
 চক্রেণ গদাগদি প্রিয়ং যসা । পুষ্ক ভূজৈশ্চ ভূজৈশ্চ প্রজ্ঞোদয়ঃ
 যুদ্ধং প্রবৃত্তং ভূজাভুক্তি । রজতাদ্রিগা কৈলাসগিরিণা ভূজাভুক্তি-
 যুদ্ধনক্ষত্রাক্রিয়া গদা তন্তস্য শ্রীশঙ্করস্য চতুরং যশঃ রাজ-
 তেয় বৈতাং ॥ ৯৮ ॥ কঃ পরিশুদ্ধ ইতি পরিশুদ্ধানাং
 কথাসু চত্বঃ পরিশুদ্ধ ইতি কেনচিত্ কথিতে সকলকাক্তয়াং
 নিকলন্তঃ শ্রীশঙ্করযশঃ পরিশুদ্ধমিত্যপরেণোক্তে তস্য যশ-
 সা নিতরাং জিতঃ কৃতাকনঃ শশী সকলকচন্দ্রঃ সকলকনিরু-
 ত্তয়েহধুনাইপুদধৌ সমুদ্রে মজ্জতি শিবং চ সেবতে ॥ ৯৯ ॥ নভঃ-
 পুরকা মুনীশ্বরযশঃপুরা দিক্শুদৃশাঃ দিগঙ্গনানাং ধ্মিল্পে

যুদ্ধে একান্ত সমর্থঃ রজনীপতি চন্দ্রের সহিত গদা-
 যুদ্ধে একান্ত প্রিয়, এবং রজতচল কৈলাসের সহিত
 বাহ্যযুদ্ধে অত্যন্ত কর্ণাট হইয়া সর্বদা শোভা পাইয়া
 থাকে । ৯৮ ।

“সংসারে কে নির্মাল” এইরূপ বিশুদ্ধ জনের
 কথা প্রকরণে একজন বলিল, চন্দ্র বিশুদ্ধ । অপর
 একজন বলিল, চন্দ্র সকলক, তাহা হইতে শঙ্করের
 যশ বিশুদ্ধ ও নিকলক । বস্তুতঃ ইহাই ! সত্য,
 শঙ্করের পরিশুদ্ধ যশে কলঙ্কিত শশধর, অদ্য স্বকীয়
 কলঙ্ক ক্ষালন করিবার প্রত্যাশায় অদ্যাপি সমুদ্রে
 নিমগ্ন রহিয়াছে এবং শঙ্করের সেবা করিয়া থাকে ।
 । ৯৯ ।

আকাশব্যাপী মুনিবরের যশোরাশি, দিক্-

ভুক্তঃ কান্তে ললাটান্তরে । তারাবল্যমুহারি-
 হারলতিকানিষ্কাশকর্মাণুকাঃ কণ্ঠে দিক্শুদৃশাঃ
 মুনীশ্বরযশঃপুরা নভঃপুরকাঃ ॥ ১০০ ॥ উৎ-
 সঙ্গেষু দিগঙ্গনা নিদধতে তারাঃ করাকর্ষিকা রাগাদ-
 দ্যৌরবলস্য চুম্বতি বিয়দগঙ্গা সমালিঙ্গতি । লোকা-

ধ্মিল্পঃ সংযতাঃ কচাস্তান্ন নবীনা ধা নলিবন্নি স্মালতীলতা
 তন্তাঃ কুসুমানি তেবাং স্রজাং মালানাং করনে শিল্পিনস্তথা
 দিক্শুদৃশাং কান্তে ললাটান্তরে তদ্রশ্মিচন্দ্রমোহদ্বিগ্নামিত্য-
 মরঃ । তস্য রসেন চিত্রমালেখ্যং চিত্রিতং কুর্সন্তীতি তদ্রশ্মি-
 সচিত্রিতকৃতস্তথা দিক্শুদৃশাং কণ্ঠে তারাবলী একাবলোকযটিকা ।
 সৈব নক্ষত্রমালা স্যাৎ সপ্তবিংশতির্মৌক্তিকৈরিত্যমরোক্তা
 নক্ষত্রমালাখ্যমুহারিণী মনোহরা হারলতিকান্তয়া নির্মাণ-
 কর্মণি অণুকা নিপুণাঃ । অণুকে নিপুণারয়োৱিতি মেদিনী
 শাব্দে ॥ ১০০ ॥ গুরুরাজস্য শ্রীশঙ্করস্য কীর্তির্ষলন্তরঙ্গনস্য
 চক্রেণ ত্রৈলোক্যে সৌন্দর্যমাত্যন্তমস্তি যতো দিগঙ্গনাস্তৎ
 কীর্তি চন্দ্রমুৎসঙ্গেইহেনি দধতে ধারয়তি প্রসিদ্ধচন্দ্রস্ত সন্ধ্যা-
 দিগঙ্গনা নৈবঃ কুর্সন্তি তথা তারাঃ কিরণাশ্বকৈ ইষ্টৈ রাক-

রমণীদিগের বঙ্গকেশে (খোপাতে) নবমালতী-
 লতার পুষ্পমালা-রচনায় যথার্থ নিপুণশিল্পী । ঐ রম-
 ণীর ললাটদেশে চন্দ্রনরসে চিত্রকার্য্যদ্বারা একান্ত
 চিত্রিত করিয়া থাকে । এবং দিগঙ্গনাদিগের কণ্ঠ-
 দেশে সপ্তবিংশতি মুক্তাদ্বারা নির্মিত নক্ষত্রমালা-
 নামক একাবলী হারের তুল্য মনোহর হারলতা
 নির্মাণ কার্য্যে যে আপনার কীর্তি নৈপুণ্য দেখাইয়া
 থাকে । ১০০ ।

গুরুরাজ শঙ্করাচার্য্যের কীর্তিচন্দ্রের সৌন্দর্য্য
 ত্রৈলোক্যে অত্যন্ত অদ্ভুত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে ।
 কারণ, দিক্‌কামনীগণ কীর্তিচন্দ্রকে ক্রোড়ে করিয়া
 রাখে, কিন্তু বাস্তবিক সত্যচন্দ্রকে উহারা ক্রোড়ে
 করে না । কীর্তিচন্দ্র, তারাদিগকে কিরণরূপ হস্তদ্বারা

লোকদরী প্রগদতি ফণী শেযোহস্ত দন্তে রতিং
ত্রেলোকে গুরাজকীর্তিশশিনঃ সৌন্দর্যমত্য-
হুতম্ ॥ ১০১ ॥ সম্প্রাপ্তা মুনিশেখরস্ত হরিতা-

ধিকাঃ প্রসিদ্ধচন্দ্র নৈববিশ্বস্ত জন্মেণ তারাস্থ গমনপ্রসিদ্ধেঃ।
তথা দৌস্তঃ রাগাদবলম্বা সঠৈব চ্যুতি ন তু প্রসিদ্ধস্তঃ তস্ত
তত্র সর্বদা স্থিত্যযোগাৎ। বিবদাক্ষা তৎ সমাগালিঙ্গতি ন
তু প্রসিদ্ধস্তঃ। তথা লোকালোকভিধপর্কতদরী তেন প্রসী-
দতি ন তু প্রসিদ্ধচন্দ্রেন তস্য তত্র গত্যাভাৎ। তথা শেবাধ্যঃ
ফণী সর্পোহস্য রহিঃ প্রীতিঃ দন্তে ন তু প্রসিদ্ধস্যোক্তহেতো-
রূপা চৈবভুতস্য তস্ত লোকত্রেয় সৌন্দর্যমত্যহুতমিত্যর্থঃ ॥
১০১ ॥ কিঞ্চ মুনিশেখরস্য যশোলক্ষণস্ত ক্ষীরনিধেঃ

আকর্ষণ করিয়া থাকে, প্রসিদ্ধ চন্দ্র এরূপ নহে।
কেমনা সত্যচন্দ্র ক্রমে ক্রমে তারাদিগের নিকট
গমন করিয়া থাকেন। স্বর্গ, অনুরাগবশতঃ চন্দ্রকে
অবলম্বন করিয়া সর্বদাই কীর্তিচন্দ্রের মুখ-চুম্বন
করিয়া থাকে। প্রসিদ্ধচন্দ্র সর্বদা স্বর্গে অবস্থিতি
করে না বলিয়া ইহার মুখচুম্বন করাও হয় না।
আকাশ-গঙ্গা সর্বদাই কীর্তিচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া
থাকে, কিন্তু প্রসিদ্ধচন্দ্রকে সর্বদা আলিঙ্গন করা
সম্ভাবিত নহে। লোকালোক পর্বতের কন্দর প্রদেশ
কীর্তিচন্দ্রদ্বারা সর্বদা নির্মল হইয়া থাকে। কিন্তু
প্রসিদ্ধচন্দ্রের ঐস্থানে গতিবিধিও হয় না। অনন্ত-
সর্প কীর্তিচন্দ্রের উপর অনুরাগ প্রকাশ করিয়া
থাকে, বস্ত্রত পাতালে প্রসিদ্ধচন্দ্রের গমন একান্ত
অসম্ভব। এই সমস্ত কারণে আচার্য্যের কীর্তি-
চন্দ্রের সৌন্দর্য্য এইরূপ অদ্ভুত বলিয়া ভুবনে
বিখ্যাত হইয়াছে। ১০১।

মন্ত্বেষু সাক্ষাশিনঃ কল্লোলা যশসঃ শশাক্কিরণা-
নালক্ষ্য সাংহাসিনম্। কূর্বন্তে প্রথয়ন্তি
দুর্মদস্থধাবৈদক্ষ্যসাংলোপিনঃ সমাগ্নস্তি চ বিশ্ব-
জাজ্বিকতমঃসজ্জাতসাঙঘাতিনম্ ॥ ১০২ ॥ সোৎ-
কণ্ঠাকুণ্ঠকণীরবনধরবরক্ষুর্মন্তেভকুস্তপ্রত্যগ্ধোম্মুক্ত-
মুক্তামণিগগনম্মাবন্ধদোষুদ্বলীলা। মহাদ্রক্ষি-

কল্লোলা হরিতাং দিশামন্তেষু সাক্ষাশিনঃ সমস্তাং প্রকাশং
প্রাপ্তাঃ। সংশ্লোহতিবিধিদ্যোতকঃ অতিবিধৌ ভাব ইম-
ণিত্যেনেনুগ্ প্রত্যয় এবমগ্ৰেহপি। তথা শশাক্কিরণানা-
লক্ষ্য সাংহাসিনঃ সমস্তাঙ্কাসং কূর্বন্তে। তথা দুর্মদায়া দুর্গ-
বতাঃ স্থায়া বৈদক্ষ্য চাতুর্য্যাস্ত সাংলোপিনঃ সমস্তালোপ-
প্রথয়ন্তি। তথা বিশ্বজাজ্বিকস্ত জগতি ব্যাপ্তস্যাজ্ঞানলক্ষণস্য
তমসঃ সজ্জাতস্য সাজ্জাতিনঃ সমস্তাং ঘাতং সমাগ্নস্তি
কূর্বন্তি পাকঃ পচতীতিবৎ পুনঃ প্রয়োগঃ ॥ ১০২ ॥ সোৎ-
কণ্ঠং উৎকণ্ঠায় সহ বর্তমানঃ অকুণ্ঠোহনিবার্য্যঃ কণীরবঃ
সিংহস্তস্য নধরবরা নথশ্রেষ্ঠাঠৈ হত্যাত্তগজকুণ্ঠাং প্রত্যগ্ধোম-

মুনিবরের যশোরূপ ক্ষীরার্ণবের বৃহৎ তরঙ্গ-
মালা সকল দিগদিগন্তের চারিপাশ্বে প্রকাশিত।
এবং উহারা চন্দ্রকিরণ দেখিয়া অত্যন্ত হাস্য করিয়া
থাকে, ও দুই গর্বযুক্ত অমৃতরসের চাতুর্য্য একে-
বারে লোপ করিয়া থাকে; এবং জগদ্ব্যাপী অজ্ঞান-
তিমিরের সমাক্রূপে নিধন করিয়া থাকে। ১০২।

উৎকণ্ঠিত অথচ অপরের অনিবার্য্য সিংহের
বিখ্যাত নখর দ্বারা যে সমস্ত মন্ত হস্তী হত হইয়া
থাকে, তাহাদের কুস্তদেশ হইতে যে সমস্ত
মুক্তামণি সদ্য স্থলিত হয়, তাহাদের সৌন্দর্য্য
দেখিয়াযাহার বাহুযুদ্ধে অভিনয় দেখাইতে হয়,

কতুষ্কার্ণবনিকটসমুল্লোলকল্লোলমৈত্রীপাত্রীভূতা প্র-
ভূতা জয়তি যতিপতেঃ কীর্তিমালা বিশালা ॥
১০৩ ॥ লোকালোকদরি! প্রসীদসি চিরাং কিং
শঙ্করশ্রীগুরুপ্রোদাৎকীর্তিনিশাকরং প্রিয়তমং
সংশ্লিষা সন্তুষ্যসি। স্বধাপ্যংপলিনি! প্রহুযাসি
চিরাং কস্তত্র হেতুস্তয়োরিথং প্রশ্নগিরাং পরস্পর-

যুক্তানাং যুক্তাধামনিগণানাং সূরমং সৌন্দর্য্যং তেনাবন্ধা-
বাহুজগীলা বয়া। পুনশ্চ যথনাট্রিণ্য অম্বরাচলেন সূকুণা
কীর্তিসমুদ্রস্ত নিকটবর্তিনঃ সম্যক চকলা যে রহস্তরসাত্তৈঃ
সহ যা মৈত্রী পাত্রাঃ পাত্রীভূতা ভক্তুল্যা প্রভূতা বিশালা যতি-
পতেঃ কীর্তিমালা জয়তি সর্কোৎকর্ষণে বর্ততে সঃ ॥ ১০৩ ॥
কমলিনী লোকালোকাধাপকর্তকমরং পৃচ্ছতি। হে লোকা-
লোকদরি! তুং চিরাং প্রসীদসি। কিং শঙ্করস্বাশ্রীশুরোঃ
প্রোদাৎকীর্তিলক্ষণচন্দ্রেণ প্রিয়তমং সমাগালিঙ্গা সন্তুষ্যসি।
এবং পৃষ্ঠা লোকালোকদরী কমলিনীং পৃচ্ছতি। হে উৎপ-
লিনি! স্বধাপ্য চিরাং প্রহুযাসি। তত্র প্রহর্ষে কো হেতুবিদীথঃ

এবং সমুদ্রমস্থান কালে মন্দর পর্বত যখন ক্ষীরসমুদ্র
আলোড়িত করে, তৎকালে তাহার নিকটবর্তী ও
অত্যন্ত চকল তরঙ্গমালার সহিত যে মৈত্রী জন্মে,
তাহার সদৃশ এবং প্রচুর ও বিশাল যতিপতির কীর্তি-
মালার উৎকর্ষ বৃদ্ধি হউক। ১০৩।

একদিন কমলিনী, লোকালোক পর্বতের দরী-
(গুহা) কে জিজ্ঞাসা করিল। হে দরি! তুমি বহুদিন
হইতে প্রসন্ন হইয়া রহিয়াছ কেন? তুমি কি শ্রীমান
শঙ্কর-গুরুর সমুদিত কীর্তিচন্দ্রে তোমার প্রিয়পতি
ভাবিয়া আশ্রয়ন করিয়াছ? এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট
হইয়া রহিয়াছ?। এই কথা শুনিয়া লোকালোক
পর্বতের দরী পুনরায় কমলিনীকে বলিতে লাগিল।

মভুং শ্রেয়ঃস্বনৈবোত্তরম্ ॥ ১০৪ ॥ দুর্বারাধর্কণক্ষীঃ
হিতবুধজনহাতুলনাতুলনেগো নির্ঝাধাগাধনোপা-
মৃতকিরণসমুদ্রবহুক্ষাসুরাশিঃ । নিম্প্রভাহ-
প্রসর্পদ্বদবদহনোদ্ভূতসন্তাপমেঘো জাগর্তি ক্ষীত
কীর্তি জগতি যতিপতিঃ শঙ্করাচার্য্যবর্গ্যঃ ॥ ১০৫ ॥
ইতিহাসপুরাণভারতস্মৃতিশাস্ত্রাণি পুনঃপুন বৃন্দা।

তস্মৈ দর্শীকমলিতোঃ প্রশ্নগিরাং শ্রেয়ঃস্বং বিকশিতধনচন্দ্রে-
বোত্তরমভুং ॥ ১০৪ ॥ দুর্বারানস্পর্গকীর্তিতা পণ্ডিতজনতা এব
ভূতঃ কার্ণাসকণ্ডস্ত বাতুলবেগো বাচ্যাবেগতথা বাধর-
হিতো যোহগাধো বোধস্তদজ্ঞানং স এবামৃতকিরণশস্ত্রস্ত-
মেঘে ক্ষীরসমুদ্রতথা নিম্প্রভাহঃ নির্ঝিঃ প্রসর্পতঃ সংসার-
দায়াগ্রেকভূতস্য সন্তাপস্ত মেঘ এবস্তূতা ক্ষীণা বিশালা কীর্তি-
র্যস্ত স শঙ্করশাস্ত্রাবাচার্য্যবর্গ্যঃ যতিপতি জগতি জাগর্তি সঃ ।
॥ ১০৫ ॥ ইতিহাসানি মহাভারতাদীন পুরাণানি ব্রহ্মাণী-
ভারতস্মৃত্যঃ সনৎশ্রুতাতীক্ষণীতাঃ সংস্রনামাখাঃ শাস্ত্রাণ্যধর-

হে কমলিনি! তুমিও যে দেখিতেছি বহুদিন হইতে
আহ্লাদিত হইয়া রহিয়াছ, ইহার কারণ কি?
এইরূপে দরী ও কমলিনী এই উভয়ের প্রশ্নাধিকার
পরস্পরের মুখের প্রফুল্লাভাবই উত্তর হইল। ১০৪।

যে সকল পণ্ডিতলোক অনিবার্য্য ও অপ্রাক-
গর্ব্বযুক্ত, সেই পণ্ডিতসমূহরূপ কার্ণাস ভূলাব
যিনি প্রচণ্ডবাতাস্বরূপ; বাধাশূন্য ও অতলস্পর্শ
বোধরূপ চন্দ্রমার বিকাশনে যিনি ক্ষীরসমুদ্রঃ
নির্ঝিঃ গমনশীল সংসাররূপ দাবানল হইতে
সমুৎপন্ন সন্তাপরাশির দমনে যিনি জলধর; সেই
প্রফুল্লকীর্তি যতিপতি, আচার্য্যগণের শ্রেষ্ঠ শঙ্করদেব
জগতে অদ্যাপি জাগরুক রহিয়াছেন ॥ ১০৫ ॥

বিবুধৈঃ স্ববুধৈঃ বিলোকয়ন্ সকলজ্ঞত্বপদং প্রাপে
দিবান্ ॥ ১০৬ ॥ স পুনঃ পুনরৈকতাদরাদরবৈয়া-
সিকিশান্তিবাক্ততীঃ । সমগাদুপশান্তিসম্ভবাং সকল-
জ্ঞত্বদেব শুদ্ধতাম্ ॥ ১০৭ ॥ অসংপ্রপঞ্চচতু-
রাননোহপি সমভোগযোগী পুরুষোত্তমোহপি সন্ ।

মীমাংসাদীনি ভাবনশ্রুতীনাংমিতিগামেনেত্রোক্তোনি পুণ্ড্রপাদানং
একপত্রিত্রাজকজ্ঞাতেন সমাধেয়ং । ইতিহাসাদীনি পুনঃ পুন-
রুবা বিবুধৈঃ পণ্ডিতৈঃ সহ স্ববুধৈঃ পণ্ডিতাগ্রণীঃ শ্রীশঙ্করো
বিলোকয়ন্ সর্বজ্ঞত্বপদং প্রাপ্তবান্ । বিবুধৈঃ সকলজ্ঞত্বপদং
প্রাপ্তবানিতি বা সম্বন্ধঃ বৈত্যাং ॥ ১০৬ ॥ স শ্রীশঙ্করঃ পুনঃ
পুনরাদরাদরঃ শ্রেষ্ঠা বৈয়াসিকীঃ শান্তিবাক্ততীঃ শান্তিপদমহা
বাক্তপন্থীকৈকত । সর্বজ্ঞত্বং যথা প্রাপ্তবাং স্ববুধবোপশান্তি-
সম্ভবাং শুদ্ধতানপি সমগাং সমাপ্তবান্ । তথা চ কেবলং সকল-
জ্ঞত্বং ন তেন প্রাপ্তোপি তু মুখ্যফলং শুদ্ধত্বমপীতিভাবঃ ॥ ১০৭ ॥
নিষ্ক চতুরাননঃ মুখঃ যন্ত স চতুরাননোহপি সমসন্ প্রপঞ্চঃ

মহাভারতাদি ইতিহাস, বায়ু, অগ্নি, মৎস্য
প্রভৃতি পুরাণ, সনৎজাতীয় গীতাসহস্র করিয়া
সমুদয় স্মৃতিগ্রন্থ, উত্তর মীমাংসা (বেদান্ত) প্রভৃতি
শাস্ত্র সকল, পণ্ডিতাগ্রণী শঙ্কর, পণ্ডিতদিগের সহিত
বারম্বার সর্ষেদর্শন করিয়া সর্বজ্ঞত্ব পদ প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন । ১০৬ ।

সেই শঙ্কর বারম্বার বেদব্যাসের যে সমস্ত
প্রধান প্রধান শাস্ত্র-পূর্ণ বাক্যপ্রপঞ্চ আছে তাহাও
আদরপূর্বক দর্শন করিলেন । শুদ্ধ যে তিনি
সর্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা নহে, সর্বজ্ঞতার
মত শান্তির সমীপ-বর্ত্তিনী অন্তঃকরণের শুদ্ধতাও
সমাক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ১০৭ ।

ইনি চতুরানন, অর্থাৎ স্তূচতুর মুখ হইলেও চতুরানন

অনঙ্গজ্ঞোনাপাবিক্রপদর্শনো জয়তাপূর্বো জগদ-
দয়ীশ্বরঃ ॥ ৮ ॥ অংলোক্যাননপঙ্কজেন দধত-
বানীঃ সরোজাসনং শশং সন্নিহিতকমাশ্রয়মমু-
বিশ্বভুরং পুরুষম । অর্গ্যারাদিতকোমলাঞ্জি-
কমলং কামদ্বিমং কোবিদাঃ শঙ্কন্তে ভূবি শঙ্করং ত্রি-

যন্ত প্রপঞ্চ রহিতঃ পসিদ্ধচতুরাননচতুর্মুখো হিরণ্যগর্ত্তস্ত সৎ প-
পঞ্চস্তথা পুরুষেভ্য উত্তমোহপি সন্ বিষয়ভোগসম্বন্ধবার ভবতি ।
পসিদ্ধস্ত পুরুষোত্তমো বিষ্ণুঃ শেষশরীরযোগিত্তাভোগযোগী তপা-
হনস্ত কামসা জ্ঞেতাপি বিরূপং দর্শনং যসা স বিরূপদর্শনো ন
ভবতি । পসিদ্ধস্তনজ্ঞেতা মতাদেনো বিরূপদর্শনঃ । তথাচৈব-
ভূমোহপূর্ণোহদ্বীপকঃ শ্রীশঙ্কবাচার্যো জগজ্জরতীনার্থঃ । অত-
শ্লেষমূলকো বিরোধোভাসঃ । অভাসস্তে বিরোধস্ত বিরোধোভাস
ইযাত ইতুক্তেঃ ॥ ১০৮ ॥ কিঞ্চ মুখপঙ্কজেন বানীঃ সর-
স্বতীঃ দধতঃ ব্রহ্মচারীকুলালকারঃ শ্রীশঙ্করমালোক্যাত্মমস্তিক-
সমীপমাগতা বিদ্বাসঃ কমলাসনং ব্রহ্মাণং শঙ্কন্তে । তথা

ব্রহ্মার মত প্রপঞ্চযুক্ত নহেন । ইনি পুরুষোত্তম,
অর্থাৎ বিষ্ণু হইলেও বিষ্ণুর মত ভোগ অর্থাৎ অনন্ত
সর্পের শরীরে ইহাঁর কোন যোগ নাই, অতএব ইনি
অভোগযোগী অর্থাৎ বিষয় বাসনা ভোগ করিবার জন্ম
মনের কোন উদ্বেগ নাই । অনঙ্গ অর্থাৎ রতিপতি
কাম ও কামনীয় পদার্থ জয় করিলেও মহাদেবের মত
বিরূপ অর্থাৎ তৃতীয় চক্ষু বিশিষ্ট নহেন । বস্ত্রতঃ
ইহাঁর দর্শন অবিকৃত ও সমরূপ । অতএব জগতে
অদ্বৈতমতের একমাত্র গুরু আচার্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি
হউক । ১০৮ ।

ব্রহ্মচারী কুলের অলঙ্কার স্বরূপ শ্রীশঙ্কর যখন
মুখ পঙ্কজ দিয়া সরস্বতী ধারণ করিতেন, তখন তাঁহার

কুলালকারমকাগতাঃ ॥ ১০৯ ॥ একস্মিন্ পুরুষো-
ক্তমে রতিমতীং সীতামযোন্তুস্তবাং মায়ান্তিকুল-
মনেকপুরুষাসক্তিমামিষ্ঠুরাম্ । জিহা তান্ বুধ-

বৈরিণঃ প্রিয়তয়া প্রত্যাহরদ্যশ্চরাদাস্তে তাপসকৈ-
তবান্নিজগতাং ত্রাতা স নঃ শঙ্করঃ ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তদাশুদ্ধাষ্টমবৃত্তগঃ ।

সংক্ষেপশঙ্করজয়ে চতুর্থঃ সর্গোহভবৎ ।

সততং সন্নিহিতা কমলাক্ষ্মী যন্ত তপাভূতং তং দৃষ্ট্য়া বিশ্বন্তরঃ
পুরুষঃ শ্রীবিষ্ণুঃ শঙ্করে । তথা আটোয়ারাবিতে কোমলে
চরণকমলে যন্ত তং কামদ্বিষন্তং মহাদেবং শঙ্করে শব্দে ॥ ১০৯ ॥
কিঞ্চৈকস্মিন্ পুরুষোক্তমে ভগবতি রামচন্দ্রে রতিমতীমযোন্তুস্তবাং
সীতালক্ষণং এতাং মায়ান্তিকুল্য রাবণেন হুতাং তান্ বুধবৈরিণো
দেবদ্বিষো রাক্ষসান্ জিত্বা অনেকপুরুষে অশ্রেষ্ঠপুরুষে রাক্ষসে
প্রবণে আসক্তিমামিষ্ঠুরামেহস্য আসক্তিরিতি রামচন্দ্রনিষ্ঠা-
ভ্রমামিষ্ঠুরাং নৈষ্ঠুর্যোগে বহিঃপ্রবিষ্টামশ্রেষ্ঠপুরুষস্য রাবণস্য অসি-
মাসক্তিমামিষ্ঠুরাঃ এতি নিষ্ঠুরামিতি বা । শ্রেষ্ঠপুরুষস্য রামচন্দ্রস্য
অসিমাংসক্যভ্রমামিষ্ঠুরামিতি বা । যো রামচন্দ্রায়নাবতীর্ণঃ

শিবশিরাং প্রিয়তয়া প্রত্যাহরৎ । স ত্রিজগতাভ্যাক্তা নোহস্মাকং
স্বথকরস্তাপসকৈতবাদৃতিবেষমিহাদাস্তে । নস্ত্রিজগতাস্তাতা শঙ্কর
ইতি বা । শিবস্য রামচন্দ্রায় নাবতরন প্রাকরন্ত স্কন্দপুরাণাবগ
জ্ঞাঃ পক্ষে একস্মিন্ দ্বিতীয়ে পুরুষোক্তমে রাক্ষসাতীতে পর-
মায়নিরতিমতীং জন্মাদিশৃণ্যং সত্যং মায়ান্তিকুল্যঃ ক্ষণক-
বিস্তানবাদিতি স্মৃত্যামনেকায়প্রসক্তিমামিষ্ঠুরাং তান্ বিবেকি-
বৈরিণো জিত্বা শিচিরাং প্রত্যাহরৎ সমানমতঃ ॥ ১১০ ॥

ইতি ত্রীমং পরমহংসপরিব্রাজকাচার্যাবাগোপালতীর্থ শ্রীপূজা
পাদশিষ্যদত্তবংশাবতঃ সরামকুমারস্বমুদ্রনপতিহরিকৃতে শ্রীশঙ্করা

চার্যাবিজয়ভিঃ চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

সমীপে আসিয়া বিদ্বান্গণ তাঁহাকে কমলাসন লক্ষ্মী
বলিয়া বোধ করিতেন । সর্বদা ক্ষমারূপ লক্ষ্মী
শঙ্করদেহে বিদ্যমান দেখিয়া বিশ্বন্তর অর্থাৎ বিষ্ণু
বলিয়া লোকে বোধ করিত । আর্ধ্যগণ যখন তাঁহার
কোমল পদকমল আরাধনা করিত, তাহা দেখিয়া
লোকে তখন তাঁহাকে কামনাশী মহাদেব বলিয়া
বিবেচনা করিত । ১০৯ ।

যিনি একমাত্র পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের উপর একান্ত
গমুরক্ত ; যিনি অযোনি-সম্ভবা ; মায়াবেশী রাবণ
ভিক্ষুক হইয়া যাহাকে হরণ করে, নীচাশয় রাব-
ণের উপর ইহার আসক্তি আছে বলিয়া রামচন্দ্রের
যে ভ্রম হইয়াছিল, সেই ভ্রমবশতঃ যিনি নিষ্ঠুরতা
দেখাইয়া অনলে প্রবেশ করেন ; দেববিদ্বেশী রাক্ষস-
দিগকে জয় করিয়া রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ সেই মহা-
দেব, বহুকাল হইতে প্রিয়তাবশতঃ তাঁহার পুনরু-

দ্ধার করিয়াছেন । সেই ত্রিজগতের ত্রাণকর্তা এবং
আমাদিগের স্বথকর, অদ্য তপস্বীবশে জগতে বিদ্য-
মানরহিয়াছেন । পক্ষান্তরে অদ্বিতীয় পুরুষোত্তম পর-
মাত্মার উপর একান্ত অনুরাগিণী, জন্ম, মরণাদিরহিত,
মায়ান্তিকুল ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধ প্রভৃতি বিদ্বেশীগণ
কর্তৃক অপহৃত, এবং প্রত্যেক জীবগত আত্মার উপর
প্রসক্তিহেতু নিষ্ঠুর, অর্থাৎ তাঁহাকে (বিবেকীগণের
বৈরীদিগকে জয় করিয়া যিনি বহুকাল হইল) পুন
রুদ্ধার করেন, তিনি আমাদের ত্রাণকর্তা ও তিনিই
আমাদের তপস্বীবশে বিদ্যমান । মহাদেব যে
রামচন্দ্ররূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার
বিবরণ, স্কন্দপুরাণাদি হইতে বিশেষরূপে অবগত
হওয়া যায় । ১১০ ।

ইতি শ্রীমাধবীয়ে চতুর্থ অধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ইতি সপ্তমহায়নেহখিলশ্রুতিপারঙ্গততাং গতো
বিটুঃ । পরিবৃত্তা গুরোঃ কুলাদ্ গৃহে জননীং পর্যা-
চরন্মহাশয়াঃ ॥ ১ ॥ পরিচরন্ জননীং নিগমং পঠ-
মপি ছতাশরবী সवनদ্বয়ং । মনুবরৈ নিয়তং পরি-
পূজয়ন্ শিশুরবর্তত সংস্तरণিযথা ॥ ২ ॥ শিশুমুদীক্ষ্য

এবং প্রাকৃতজনবিলক্ষণঃ তস্য বালচরিত্রমুপবর্ণ্য তুর্গা-
শ্রমযীকৃতিমুপবর্ণয়িতুং প্ররোতি ইতীতি । ইতি উক্তপ্রকারেণ
সপ্তবর্ষে সর্ববেদপাংঙ্গততাং প্রাপ্তো বটু ব্রহ্মচারী গুরোঃ
কুলাৎ পরিবর্তনং সমাবর্তনং বিধায় গুরুকুলবাসং সমাপ্য
মহাশয়াঃ গৃহে জননীং পর্যাচরং সমাক্ সেবিতবান্ বিঃ ॥
১ ॥ মাতরং পরিচরন্ বেদং পঠঃশচ মনুশ্রেষ্ঠৈঃ স্বায়জুব-
দিভিরগ্নিস্থাসংপূজায়াং নিয়মিতং প্রাকঃসবনং তৃতীয়সবন-
মিতোবাক্রপং সवनদ্বয়ং বহ্নিহর্যো পরিপূজয়ন্ সন্ শিশুঃ ভাহ-
বদবর্তত । মনুবরৈ শ্রীত্রবরৈ নির্যতং যথাস্তান্তথা পরিপূজয়-
নিতিবা দ্রুতঃ ॥ ২ ॥ তিষ্ঠ শিশুঃ শ্রীশঙ্করং দৃষ্ট্বা ক্রোধা-

এইরূপে সাধারণ জন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, বাল-
কের চরিত্র বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি তাঁহার চতুর্থাশ্রম
স্বীকার বর্ণনা করিবার জন্য প্রস্তাব করিতেছেন ।
উক্তপ্রকারে মহাশয়সেই ব্রহ্মচারী সপ্তম বর্ষে-
গুরুর কুল হইতে সমাবর্তন করিয়া, অর্থাৎ গুরু-
কুলবাস পরিত্যাগ করিয়া, গৃহে জননীর উত্তমরূপে
পরিচর্যা করিতে লাগিলেন । ১ ।

জননীর পরিচর্যা, বেদ-পাঠ, স্বায়জুব, বৈব-
স্বত প্রভৃতি মনুগণ কর্তৃক অগ্নি ও সূর্য্য পূজায়

যুবাপি ন মনুমান্ দিশতি বৃদ্ধতমোহপি নিজাস-
নম্ । অপি কয়োতি জনঃ কয়ো যুগং বশ-
গতো বিহিতাঞ্জলি তৎক্ষণাৎ ॥ ৩ ॥ যুত্বচ শরিতং
কুশলাং মতিং বপুরুনুদমমাস্পাদমোকসাম্ । সক-
লমেতদুদীক্ষ্য সূতস্ত্র সা সুখমবাপ নিরর্গলমম্বিকা
॥ ৪ ॥ জাতু মন্দগমনাহস্ত্য হি মাতা স্নাতুমম্বুনিধিগাং

দ্যালয়ে যুবাপি কোপবার ভবতি । তথা বৃদ্ধতমোহত্যস্তমা-
দরণীয়োহপি স্নাসনং দদাতি । অপিচ তৎক্ষণাদর্শনক্ষণ এব
বশং প্রাপ্তঃ সর্কোহপি জনো ছন্তয়ো যুগলং বিহিতাঞ্জলি
কয়োতি ॥ ৩ ॥ মুদ্রিতি । চরিতস্যপি বিশেষণং যুচ্ কোমলং
বচো যস্মিৎ স্তং চরিতমিতি বা । ওজসাং মন আদিবলানামাস্পাদ-
মাশ্রয়ভূতং বপুঃ শরীরং সূতঃস্ততং সর্কমবেক্ষ্য সা সতী কুমার-
জননী নিরর্গলমপ্রতিবন্ধং সুখমবাপ ॥ ৪ ॥ কদাচিদস্য মাতা
হি প্রসিদ্ধং মন্দং গমনং যন্তাঃ সা সমুদ্রগাং নদীং প্রাপ্তি স্না-

নিয়মিত যজ্ঞদ্বয়ান্নক বহ্নি সূর্য্য-পূজা করিয়া ঐ বালক
সূর্য্যের মত শোভা পাইতে লাগিল । ২ ।

ক্রোধ, দ্বেষও হিংসাদির আশ্রয় স্বরূপ যুবাও
বালককে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইতনা ; অত্যন্ত আদরণীয়
বৃদ্ধও আপনার আসন দান করিত । তাঁহার দর্শন
কালে বশতা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব জনেই হস্তযুগল
কৃতাজলি করিত । ৩ ।

কোমলবাক্য, চরিত্র, মঙ্গলবুদ্ধি,মানসিক বল ও
তেজের আশ্রয় অনুপম কালেবর, এই সমস্ত দোষ

প্রাক্তি যাতা । আতপোত্রিকিরণে রবিবিন্দে সাতপঃ
কুশতনু বিললম্বে ॥ ৫ ॥ শঙ্করস্তদনু শঙ্কিতচিহ্নঃ
পঙ্কজৈ ন্নিগতপঙ্কজলাদ্রৈঃ । বীজয়মুপগতো গত-
মোহাং তাং জনেন সদনং সহ নিনো ॥ ৬ ॥
সোহথ নেতুমনবদ্যচরিত্রঃ সদ্মনোহাস্তকমুখীশ্বর-
পুত্রঃ । অস্তবজ্জলধিগাং কবিত্বদ্যৈ বস্তুতঃ ক্ষুর-

নার্থং গতা । সুধান্ডলে আতপেনোত্রাঃ কিরণা যন্ত এতা-
দূণে সতি । তপস্বী কুশা তনুঃ শরীরং যন্তাঃ সা সহী বলবৎ
কৃতবতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ তত্বেদা বিগতকর্দমেন জলেনাদ্রৈঃ
পঙ্কজৈ বীজয়মুপগতঃ জনেন জনসমুদায়েন সহ সদনং প্রাক্তি
নিনো ॥ ৬ ॥ অথ ময়নানন্তরং দোষরহিতচরিত্রঃ অধীশ্বরমীশ্বরস্ত
শিবস্তরোঃ পুত্রঃ শ্রীশঙ্করঃ গৃহস্য সমীপং নেতুং সমুদ্রগাং
মদীং কবীনাং মনোজ্ঞৈর্জ্ঞতঃ ক্ষুরস্তি অলঙ্কৃতানি চ তানি

য়া বালকের মাতা সতী প্রতিবন্ধশূন্য স্থথ প্রাপ্ত
হইলেন । ৪ ।

ইহার মাতা কোন সময়ে মন্মথগামিনী হইয়া
সমুদ্রগামিনী নদীর জলে স্নান করিতে গমন করিয়া-
ছিলেন । পরে সুধান্ডল, বখন, আতপতাপে প্রচণ্ড-
কিরণ ধারণ করিল, তখন তিনি তপস্যা দ্বারা কুশ-
তনু হইয়া শঙ্করের জন্ত বিলম্ব করিতে লাগিলেন । ৫ ।

অনন্তর শঙ্কর শঙ্কিতমনে কর্দমশূন্য জলসিক্ত-
নলিনীদলদ্বারা বীজন করিতে করিতে উপস্থিত
হইয়া মুচ্ছাপ্রাপ্ত জননীকে জন-সমুদায়ের সহিত
গৃহে আনয়ন করিলেন । ৬ ।

মাতাকে গৃহে পাঠাইয়া দিবার পর নির্মল
চরিত্র, ধার্মিক শিবগুরু-পুত্র শঙ্কর, নদীকে গহের

দলঙ্কৃতপদ্যৈঃ ॥ ৭ ॥ ঐহিতং তব ভবিষ্যতি
কালো যো হিতং জগত ইচ্ছাসি বালো । ইত্যাপ্য
স বরং তটিনীতঃ সত্যবাক্ সদনমাপবিনীতঃ ॥ ৮ ॥
প্রাতরেব সমলোকিত লোকঃ শীতবাহুস্ততশীকর
পুতঃ । নৃতনামিব ধুনাং প্রবহন্তীং মাধবস্য সময়া
সদনং তাম্ ॥ ৯ ॥ এবমেনমতিমর্ত্যচরিত্রং সেব-

পদ্যানি চ তৈ নভাপাততঃ ক্ষুরদলঙ্কৃতপদ্যৈঃ অস্ত-
বৎ ॥ ৭ ॥ তেন স্ততা সমুদ্রা নদী উবাচ । তব ঐহিতমভি-
লম্বতং কণরতি চেষ্টামিতি কালো প্রাতঃকালে ভবিষ্যতি ।
অদ্যাদয়শ্চোতি কলে য়িকি কতঃ প্রজ্ঞাদানি কপং । প্রত্যাযোহহ-
মুখং কলামিত্যমরঃ । যন্তং বাল্যাবস্থায়াং জগতো হিত মিচ্ছসি ।
ইতোবাং প্রকারেণ নদীতঃ বরং প্রাপা সত্যবচনঃ শ্রীশঙ্করঃ
সদনং প্রাপ । এতাদৃশসামর্থ্যবতোহপি বিনয়যুক্তঃ ॥ ৮ ॥ শীতেন
বায়ুনা আহুতৈর্জলকণৈঃ পুণ্ডিত্তিতো লোকঃ প্রাতরেব মাধবস্য
লক্ষ্মীপতে বিষ্ণোঃ সময়া সদনং মন্দিরস্য সমাপে প্রবহন্তীং
তাং ধুনাং নৃতনামিব সমলোকিত ॥ ৯ ॥ এবমেনেন প্রকারেণ

নিকটে আনয়ন করিবার নিমিত্ত, কবিদিগের অশ-
ঙ্কারঞ্চিত মনোজ্ঞ পদ্যদ্বারা ইহার স্তব করিতে
লাগিলেন । ৭ ।

“তুমি বাল্যকালে জগতের যে হিতকামনা
করিতেছ প্রাতঃকালে তোমার সেই অভিলষিত
পূর্ণ হইবে ।” সত্যবাদী ও বিনীত সেই বালক
নদীর নিকট হইতে এইরূপ বরপ্রাপ্ত হইয়া সন্ত-
বনে উপস্থিত হইলেন । ৮ ।

শীতল-বায়ু সংশ্লিষ্ট জনকগণদ্বারা পবিত্র
লোকগণ, লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুর মন্দির নিকটে প্রবহ-
মান সেই নদীকে নূতন বলিয়া প্রাতঃকালে দর্শন
করিল । ৯ ।

মানজনদৈন্যলবিত্রং । কেরলক্ষিতিপতি হি দিদৃক্ষুঃ
প্রাহিণোং সচিবমাদৃতভিক্ষুঃ ॥ ১০ ॥ সোহপ্যতস্ত্রি-
তমভীরুপদাভিঃ প্রাপ্য তং তদনু সধিরদাভিঃ ।
উক্তিভিঃ সরসমঞ্জুপদাভিঃ শক্তিভূং সমমজ্জি-
পদাভিঃ ॥ ১১ ॥ যস্য নৈব সদৃশো ভূবি বোদ্ধা

মর্ত্যানতিক্রান্তানি চরিত্রানি যস্য তং । সেবমানানাং জনানাং মনো-
রথকরণেন দৈন্যসা লবিত্রং ভেদকমেনং শ্রীশঙ্করং দ্রষ্টুমিচ্ছুরা-
দৃতা ভিক্ষবো যেন স কেরলক্ষিতিপতিঃ রাজশেখবাখ্যঃ সচিব-
মমাত্যং প্রেষিতবান্ ॥ ১০ ॥ সঃ অমাত্যোহপি তং সমমজ্জিত-
মনলসমতস্ত্রিতং যথা স্যাত্তথেষতিবা অতী ভরবর্জিত উপদীয়ত-
ইতুপদা উপায়কং ভূদাঞ্ছদানে আতশ্চোপসর্গ ইতাঙ্ ।
উপায়নমুপগ্রাহ্যমুপহারন্তুখোপদেত্যমরঃ । উপদাভিকপায়ন-
ভৃত্যভিঃ সমীচীনভিঃ ধিরদাভিঃ করেণুভিঃ সহ তং শ্রীশঙ্করং
প্রাপ্য তদনু ততঃ প্রাপ্তোঃ পশ্চাৎ সরসানি মনোজ্ঞানি পদানি
বাস্ত সরসানামিতি বা । এবাধিধাভিবাধিকৃতিভিঃ শক্তিঃ শিবাঃ
সামর্থ্যং বা বিভক্ত্যেতি শক্তিভূং সচিবঃ সমমজ্জিগপং সঙ্গং
যথাস্যাত্তথা বিজ্ঞাপিতবান্ ॥ ১১ ॥ তা এব দর্শয়তি যস্য সদৃশো
বোদ্ধা রনমুদ্রাস্থ যুক্তকর্তা চ ভূবি নৈব দৃশ্যতে তস্য কেরল-

এইরূপে লোকাভীত চরিত্র, এবং সেবক জনের
অভিলষিত দানে দৈন্য হর্তা ঐ শঙ্করকে দেখিতে
ইচ্ছা করিয়া ভিক্ষুপদসেবক, কেরলদেশের অধিপতি
রাজশেখর আচার্য্যের নিকটে অমাত্য প্রেরণ করি-
লেন। নির্ভীক অমাত্য ও আলস্য ত্যাগ করিয়া উপ-
হার স্বরূপ কতকগুলি উত্তম উত্তম হস্তিনী লইয়া
শঙ্করের সমীপে উপস্থিত হইল। শঙ্করের নিকট
উপস্থিত হইবার পর, সরস ও মনোহর পদযুক্ত
বচন দ্বারা সেই শক্তিমান অমাত্য, সমভাবে নিবে-
দন করিতে লাগিল । ১০ । ১১ ।

দৃশ্যতে রণশিরঃস্ত চ যোদ্ধা । তস্মৈ কেরলনৃপস্ম
নিযোগাদ্ভ্যাসে মম চ সংকৃতিযোগাৎ ॥ ১২ ॥
রাজিতাভ্রবসনৈ ব্লিলসন্তঃ পূজিতাঃ সদসি যস্য
বসন্তঃ । পণ্ডিতাঃ সরসবাদকথাভিঃ খণ্ডিতাপর-
গিরোহবিতথাভিঃ ॥ ১৩ ॥ সোহয়মাজিজিতসক-
মহীপঃ স্তুর্যমানচরণঃ কুলদীপঃ । পাদরেণুমবনং

দেশাধিপতে রাজাভিঃ সর্কোত্তমো দৃশ্যতে । নহু অন্য এবতরি
যোগাদাগতা মাং কুতো ন দৃষ্টবান্ ভবামেব বা পূর্ষমিত্যাশ-
ঙ্কাত । মম সংকৃতে: পুণ্যস্য যোগাৎ মমেন্যাব্যাবৃষ্টিঃ যোগা-
দিত্তি পূর্ককালব্যাবৃষ্টিঃ ॥ ১২ ॥ অপ রাজ্যঃ প্রার্থিতপ্রদানপাত্ৰ-
তাহুচনায় তং স্তবন্ প্রার্থয়তে রাজিতেতি স্বাত্ম্যং । রাজি-
তৈ দীপ্তিমত্তিরাত্রে: স্ববর্ণমরৈ ব'ইক্রে: বিলসন্তঃ শোভন্তঃ
পূজিতাঃ পূজাঃ প্রাপ্তাঃ অবিতথাভিঃ বার্ণাভিঃ সরসা রস-
যুক্তাশ্চ তাঃ বাদকথাশ্চ তাভিঃ খণ্ডিতা অপরেবামনোহা-
গিরো বাচো গৈন্তে পণ্ডিতা যস্য সদসি সভায়াং বসন্তঃ সতী-
তার্থঃ । অত্র মেঘে চ গগনে ধাতুভেদে চ কাঞ্চন ইতি-
যেনিনী ॥ ১৩ ॥ অ্যাজ্ঞো সংগ্রামে জিতাঃ সর্কো মহীপা ভূমিপালা
যেন অতএব স্তুর্যমানো চরণো যস্য অতএব কুলস্য দীপো
দীপবৎ প্রকাশকঃ সোহয়ং রাজ্য ভবভাজাং সংসারং ভজ্যতাম-
বনং পালকং তব চরণরেণুমাদরেণ বিলসন্ত নন্ততাং অভ্যর্থনায়ঃ

যাহার সদৃশ যোদ্ধা এং রণমস্ত্রকে যোদ্ধা
আর নাই, আমি সেই কেরল দেশীয় নরপতির
আজ্ঞানুসারে ও আমার পূর্বজন্মার্জিত বহু-পুণ্য-
ফলে আপনাকে দেখিতে পাইয়াছি । ১২ ।

দীপ্তিমান কাঞ্চনবস্ত্রে শোভমান, সর্বজন-
পূজ্য পণ্ডিতগণ, মিথ্যা রসযুক্ত তর্কবাক্যে পর-
বাক্য খণ্ডিত করিয়া, যাহার সভায় সর্বদা বিদা-
মান থাকেন । সংগ্রামে সর্ব নরেন্দ্রজেতা, অত-
এব সর্বজন-পূজ্য ও কুলপ্রদীপ, সেই কেরল নৃপতি,

ভবভাজামাদরেণ তব বিন্দতু রাজা ॥ ১৪ ॥ এষ
সিদ্ধুরপরো মদপূর্ণো দোষগন্ধরহিতঃ প্রবিতীর্ণঃ ।
অন্তঃসদ্য রজসা পরিপূতং বস্ত্রতো নৃপগৃহং শুচি-
ভূতম্ ॥ ১৫ ॥ ইতুদীর্ঘ্য পরিসাধিতদেদোতাং প্রত্যা-
দীরিতসত্কৃতিমমাত্যম্ । অতুদারমুষ্টিভিঃ পরি-
শস্তং প্রত্যাবাচ বচনং ক্রমশস্তম্ ॥ ১৬ ॥ ভৈক্ষ্য-

লোট ॥ ১৪ ॥ ভজনীতাস্থপদাঃ মুখামেকং গজং দর্শয়তি । এষঃ
সিদ্ধুরপরো হস্তিগ্রন্থো মদেন পূর্ণঃ দোষস্য গন্ধেনাপি বর্জিতঃ
প্রবিতীর্ণো রাজা প্রেমা দত্তস্তম্ভাস্ততঃ শুচিভূতমপি নৃপগৃহং তব
চরণরজসা পরিত আ সমস্তাং পূতং পবিত্রমস্ত ॥ ১৫ ॥ এবং
বৃক্তিমুক্তং সচিববাক্যমুদাত্য তদুত্তররূপং শ্রীশঙ্করবাক্যমুদা-
তু মাহ । ইতোহং প্রকারেণোদীর্ঘোক্ত্য পরিসাধিতং দূত-
রুতাং যেন প্রত্যাদীরিতাঃ প্রত্যাচারিতাঃ সত্যমুক্তয়ঃ সমীচীনা
উকরো বা যেন তমমাত্যং সচিবং প্রতি ক্রমশঃ ক্রমেণ বচন-
মুবাচ । তদ্বিশিনষ্ট । অতুদারমত এব ঋষিভিঃ পরিশস্তং সংস্কৃ-
তম্ ॥ ১৬ ॥ তদুদাহরতি । ভৈক্ষ্যং ভিক্ষয়া লব্ধমগ্রং পরিধান-

সাংসারিক লোকদিগের তারক, আপনার পদ-
ধূলি লাভ করুন । ১৩ । ১৪ ।

নির্দোষ, মদমত্ত এই করিবার, মহারাজ আপ-
নাকে অনুরাগ বশতঃ দান করিয়াছেন । এবং
রাজভবন বাস্তবিক পবিত্র হইলেও অদ্য আপ-
নার চরণপরাগ-স্পর্শে অধিকতর পবিত্র হউক ।
১৫ ।

এইকথা বলিয়া যিনি আপনার দূতকার্য্য সমাপ্ত
করিলেন; যিনি সগীচীন বাক্য উচ্চারণ করিলেন;
সেই অমাত্যকে ঋষিসেবিত, ক্রমশ শঙ্কর, উদার
বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন । ১৬ ।

ময়মজিনং পরিধানং রূক্ষমেব নিয়মেন বিধানং ।
কর্ম্য দাতবর ! শাস্তি বটুনাং শর্ম্মদায়িনিগমাণ্ড-
পটুনাম্ ॥ ১৭ ॥ কর্ম্য নৈজমপহায় কুভোগৈঃ
কর্ম্মহে হ কিমু কুস্তিপুরুগৈঃ । ইচ্ছয়া স্মখমমাত্য
যথেষং গচ্ছ নাথমসকুং কথয়েত্মম্ ॥ ১৮ ॥ প্রত্যা-

মাচ্ছাদনমজিনং মৃগচর্ম্ম বিধানং কর্তব্যং : নিয়মেন রূক্ষমের কষ্ট-
সাধ্যামেব ত্রিকালস্নানাদিকর্ম্ম কর্ম্মপ্রতিপাদকং বেদাদিশাস্ত্রং ।
হে দাতবর ! শর্ম্মদায়িনাং দৃষ্টাদৃষ্টসুখদায়িনাং বেদানাং
প্রাপ্তোপটুনাম্ কুশলানাং বটুনাম্ ব্রহ্মচারিণাম্ শাস্তি । যদ্য
বিধানং প্রতিশ্রুত্যাংনিয়মেন রূক্ষমেব কর্ম্ম তত্রাপি নিয়মেনৈতি
বা শাস্তীভাষণঃ । শর্ম্মদায়ীতি কর্ম্মণো বা বিশেষণং ॥ ১৭ ॥
তথ্যচৈবংবিধা ব্রহ্মচারিণো বয়ং নৈজং স্মীয়ং কর্ম্ম
বিহার্য কুস্তিপুরুগৈঃ কুভোগৈঃ ভোজাস্ত ইতি ভোগা বিধ-
য়াতৈরিভপুরুঃসরৈঃ কুংসিতৈঃ বিধয়সন্তোগৈঃ কিং
কর্ম্মহে । হেতি প্রসিদ্ধার্থকমাস্তব্যার্থকং বাহব্যায়ং । তত্ত্ব-
মযা কিং বিধেয়মিত্যাক্ষাণ্যামাহ । হে সচিব ! ইচ্ছয়া
সুখং যথাস্তত্ত্বা যথেষং যথাগতং তথা গচ্ছ যত ইত্মমমুনা-

হে বদান্য ! আমাদের অন্ন ভিক্ষালব্ধ : পরি-
ধেয় বস্ত্র চর্ম্ম, কর্তব্য কর্ম্ম সকল, শ্রুতি ও স্মৃত্যানু-
নয়নদ্বারা নিতান্ত কষ্টসাধ্য । ত্রিকাল স্নানাদি
প্রভৃতি কর্ম্ম, ও কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদাদি শাস্ত্র, দৃষ্টা-
দৃষ্ট সুখদাতা বেদ শাস্ত্রের প্রাপ্তি বিষয়ে যাহাঁরা
নিতান্ত দক্ষ, সেই সকল ব্রহ্মচারী দিগকেই কেবল
শাসন করিয়া থাকে । আমরা ব্রহ্মচারী, অতএব
আমাদিগের অবশ্য অনুষ্ঠেয় স্বকীয় কর্ম্ম সকল
পরিত্যাগ করিয়া করেণুদ্বারা গমন প্রভৃতি কুংসিত
ভোগ্য বস্তু সেবা করিয়া আমরা কি করিব ?
অতএব হে অমাত্য ! আপনি যেস্থান হইতে

ত ক্রিতিভূতাহখিলবর্ণা বৃত্ত্যুপাহরণতো বিগতর্গাঃ ।
ধর্মবজ্জনি রতা রচনীয়াঃ কর্মবজ্জমিতি নো বচ-
নীয়াঃ ॥ ১৯ ॥ ইতামুষাবচনাদলক্ঃ প্রভাগাৎ
পুনরমাত্যমুগাক্ঃ । বৃত্তমস্য স নিশম্য ধরাপঃ সত-
মস্য সবিধং স্বয়মাপ ॥ ২০ ॥ ভূস্বরার্ভকবরৈঃ

প্রকারেণাসকুদর্থং ন কথয় ॥ ১৮ ॥ যন্তুরোক্তং তদ্রাজঃ কর্তব্যং
ন ভবতি । এতাত ভূমিপেন সর্কে বর্ণা ব্রাহ্মণাঃ বৃত্ত্যুপাহ-
রণতত্ত্ববর্ণোচিতশুদ্ধজীবিকাসম্পাদনেন বিগতানি দেবর্ষি-
পিতৃঋণানি যেতান্তথাবিধা ধর্মমার্গে নিরতা রচনীয়াঃ স্বীয়ং
কর্ম বজ্জমিতি নো বচনীয়াঃ নৈব বক্তব্যঃ ॥ ১৯ ॥ ততঃ কিং
বৃত্তমিত্যাকাজ্জয়ামাচ । ইতোবধিগদমুযা শঙ্করস্য বচনা-
দমাত্যচন্দ্র শস্ত্রাধাতিরেকহৃৎকং বিশেষণ মকলক্ঃ পুনঃ প্রভা-
গাৎ । স্বহামিনং প্রক্তিগমনং কৃতবান্ । ন ভূমিপোহস্য বৃত্তং
কদ্বাহতুংকুদস্য ঐশঙ্করস্য সবিধং সমীপং স্বয়ং প্রাপ ॥ ২০ ॥

আগমন করিয়াছেন, এক্ষণে যদৃচ্ছাক্রমে সুখে
সে স্থানে গমন করুন। এবং এই প্রকারে আপনার
প্রভুকে আমার কথা বারম্বার বলিবেন । ১৭ । ১৮ ।

রাজা যাহা বলিয়া দিয়াছেন তাহাত কর্তব্যই
নহে । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র এই চারিবর্ণের
যাহা শুদ্ধ জীবিকা, প্রত্যেক বর্ণোচিত শুদ্ধ জীবিকা
সম্পাদন দ্বারা দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ এই তিন
প্রকার ঋণ হইতে সকল বর্ণকে মুক্ত করাই নর-
পতির কর্তব্য কার্য্য । এবং ঐ সকল বর্ণ, যাহাতে
ধর্ম পথে রত থাকে, সে বিষয়ে মনোযোগ করা
কর্তব্য । “তোমরা আপন আপন বর্ণোচিত কর্ম
পরিচালনা কর” এই কথা তিনি কাহাকেই বলিতে
পারেন না । ১৯ ।

নিষ্কলক্ অমাত্যশশী তাঁহার এইরূপ বাক্য

পরিবীতঃ ভাস্বরোড়ুপগভস্ত্যুপবতীং । অচ্ছজকুহু-
তয়া বিলসন্তঃ স্ফুচ্ছবিং নগমিব ক্রমবন্তম্ ॥ ২১ ॥
চর্মকৃষ্ণহরিণস্য দধানং কর্ম কুৎ স্মৃচিতং বিদধানম্ ।
নূতনাস্বদনিভাস্বরবন্তঃ পূতনারিসহজন্তুঃ লয়ন্তঃ ॥
২২ ॥ জাতরূপকুচিমুঞ্জিস্থান্না চ্ছাতরূপকটি-
মন্তুতথান্না । নাকভূজমিব সংকুতিলক্ঃ পাক-

ইতঃ চতুর্থশ্লোকস্থং মুনিবরস্য কুমারং বিশিনতি । ভূস্বরাণাং
ভূমিদেবানাং ব্রাহ্মণানামর্ভকবরৈ কালকশ্রেষ্ঠৈঃ পরিবীতঃ পরি-
তো ব্যাপ্তং ভাস্বরৈ দৈর্দীপ্যমানৈ ভাস্বরসোবোড়ুপয়া চন্দ্রস্য
গভতিভিঃ কিরণৈশ্চল্যমুপবীতং যজ্ঞোপবীতং যমা অচ্ছা
স্ফুচ্ছা যা অচ্ছুস্তা গজা তয়া বিলসন্তঃ ক্রমবন্তং নগং হিমা-
লয়মিব স্ফুচ্ছবিং স্ফুচ্ছবিঃ কাস্তি র্যস্য তম্ ॥ ২১ ॥ কৃষ্ণহরি-
ণস্য চর্মদধানং সর্কস্মৃচিতং কর্ম বিদধানং নূতনমেঘ তুলা মথর-
মসাত্তীতি তথা তং পূতনায়াঃ কংস গেসিতায়া অগ্নিঃ শক্রঃ
কৃষ্ণস্তস্য সহজং জাতরূপং বলভদ্রং তুলয়ন্তং তন্তুলাং দধা-
নম্ ॥ ২২ ॥ জাতরূপস্য স্ববর্ণস্য কচিরিব কচির্ধস্য তস্য মুঞ্জি-
সংজকস্য ভূগবিশেষস্য স্থান্না স্ফুচ্ছু তেজসা । আশ্চর্য্যমিদি

অবগ করিয়া নিজ স্বামির নিকটে পুনর্বার প্রতি-
গমন করিলেন । ধরাপতি তাঁহার চরিত্র শুনিয়া
তৎসম্মিধানে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন । ২০ ।

ভূদেব ব্রাহ্মণদিগের প্রধান প্রধান বালকগণ
যাঁহাকে চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে; দীপ্য-
মান চন্দ্রকিরণ তুল্য শ্বেতবর্ণ যজ্ঞোপবীত যাঁহার
গলদেশে লম্বমান দেখিলে বোধ হয় যেন নির্মল-
সলিলা ভাগীরথীদ্বারা বিলসিত, স্কন্দরকাস্তি, এবং
বৃক্ষবেষ্টিত হিমালয়গিরি । যিনি কৃষ্ণসার হরিণের চর্ম
ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এবং যাবতীয় কর্তব্য কর্ম
করিতে একান্ত তৎপর । যেন নীলাশ্বরধারী পূতনা

পীতলতিকাপরিরকং ॥ ২৩ ॥ সসম্মিতং মূনিবরণা
কুমারং বিস্মিতো নরপতি কীৰ্ত্তিবরঃ । সম্বিধায়
বিনতিং বরদানে তং বিধাতৃসদৃশং ভূবিমেনে ॥ ২৪ ॥
তেন পৃষ্ঠকুশলঃ ক্ষিতিপালঃ স্তেন স্মৃষ্টমথ শীত্র
বকালঃ । হাটকাযুতসমর্পণপূর্বকং নাটকত্রয় মবোচ-
দপূর্বকং ॥ ২৫ ॥ তদ্রসাত্ত্বশুণরীতিবিশিষ্টং ভদ্ৰ-

য়েণ ক্ষাতং চরং রূপং যস্য। স্তব্ধভূতা কটিঃশ্রোত্রী ইয়া সং-
কৃতিঃ স্কৃতং তয়া লক্ষ্যং পাকেন পরিগত্যা পীতয়া লক্ষিকাঃ
স্বয়ংগতা স্তাতিঃ পরিব্রজমানিচ্ছিতং স্বর্গভূমিতং করত্ম-
মিব ॥ ২৩ ॥ স্ত্রিহেন মন্দহাসিতেন সহিতং মূনিবরণা শিবগুরোঃ
কুমারং নরপতি কীৰ্ত্তিবরং প্রণতিং বিধায় তং ভূবি বরদানে
ব্রহ্মণা সমং মেমে । ভূবীত্যাসা বিনতি মিতানেন বা সম্বকঃ ॥ ২৪ ॥
তেন ত্রিশকরেণ পৃষ্ঠং কুশলং যস্মৈ স শীত্রব্যা লক্ষ্যসমূহস্য
লক্ষ্যসম্বন্ধিনো বা কালোহস্তকো ভূমিপালঃ দশসহস্রসংখ্যাক-
স্ববর্ণমুদ্রাসমর্পণপূর্বকং স্তেন রচিতমপূর্বকং নাটকানাং ত্রয়-

বিনাশী শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা বলরাম । স্বর্গবর্ণ মুঞ্জি নামক
তৃণবিশেষের উত্তম তেজে ও অদ্ভুত মন্দির দ্বারা
যাঁহার কটিদেশ আচ্ছাদিত, দেখিলে বোধ হয়
যেন, পুণালক, এবং পরিণামে পীতবর্ণ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম
লতাদ্বারা আলিঙ্গিত কর্ত্তবক্ষ । সহাস্য শিব-
গুরুর পুত্রকে বারম্বার প্রণাম করিয়া নরপতি,
যেন বরদান করিতে ভূতলে বিধাতা অধর্ভীর্ণ হইয়া-
ছেন বলিয়া তাঁহাকে বিবেচনা করিলেন । ২১। ২২ ।
২৩। ২৪ ।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করিলে, বিপক্ষগণের শমন স্বরূপ ক্ষিতিপতি, দশ-
সহস্র স্বর্গমুদ্রা সমর্পণ পূর্বক নিজ রচিত অপূর্ব
নাটকত্রয় বলিতে লাগিলেন । ২৫ ।

সন্ধিরুচিরং স্কন্ধীকৃতম্ । সংগ্রহেণ স বিশায়া

মবোচ ॥ ২৫ ॥ নাটকত্রয়ং বিশিনষ্টি তদিত্যর্থেন । ত্রয়টক-
ত্রয়ঃ শৃঙ্গারহাস্যকরুণারৌদ্রবীরভয়ানকাঃ । বীভৎসাদু-
সংজ্ঞো চেতাকৌ নাটো রসাঃ স্তব্ধা ইত্য়াকৈ রসৈবাত্ত্বগুণৈ
যে রসস্যাঙ্গিনো ধর্ম্মাঃ শৌর্য্যাদয় ইবাঙ্কনঃ । উৎকর্ষহেতব-
স্তে স্মারচলগিতয়ো গুণাঃ । মাধুর্য্যোজঃ প্রসাদাখ্যাতবস্তেন-
পুনর্দশ । আত্মলক্ষ্যং মাধুর্য্যং শৃঙ্গারে ক্রান্তিকারকং । করুণে
বিপ্রলভ্যে তচ্ছান্তে চাতিশয়াস্বিতং । দৌশ্যাদুবিম্বতে হেতু-
রোজো বীররসস্থিতিঃ বীভৎসরৌদ্ররসযোগস্যাধিক্যং ক্রমেণ চ ।
তৎকল্পনামিবৎ স্বচ্ছজলবৎ সহসৈব যঃ । ব্যাপ্রোভাত্ত্বং প্রসাদোহ
সৌ সর্কর বিহিতস্থিতিরিত্যাকৈ গুণৈঃ রীতি নাম গুণগ্ৰন্থা বর্ণ
সম্বট্টনা মতা । বৈদর্ভী গোড়ী পাঞ্চালী ইত্যাক্ৰান্তি রীতিভিচ্চ
বিশিষ্টং যুক্তং তথা ভদ্ৰসন্ধিভিঃ শ্রেষ্ঠসন্ধিভিঃ স্তন্দরং সন্ধি-
নাম একেন প্রয়োজনেনাবিত্তানং কথ্যশানামবাস্তুরপ্রয়ো-
জনসম্বন্ধঃ । তত্র পঞ্চ সন্ধয়ঃ তদ্রূপঃ দশরূপকে । মুখপ্রাতি-
মুখং গর্ভঃ সাবমর্দোপসংস্থিতিঃ । মুখং বীজসমুৎপত্তি নানাত-
রস সম্ভবাঃ । লক্ষ্যালক্ষ্যসা বীজস্য শক্তিঃ প্রতিমুখং মতম্ ।
গর্ত্তসদৃশদৃষ্টসা বীজস্যাস্বেবং মুহঃ । হেতুনা যেন কেনাপি

শৃঙ্গার, হাস্য, করুণা, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক,
বীভৎস ও অদ্ভুত এই আট প্রকার নাটকোক্তি
রস । আত্মার শৌর্য্য, বীর্য্যাদি ধর্ম্ম, যেমন
উৎকর্ষের হেতু, সেইরূপ শরীরী রসের উৎকর্ষ
সাধক ও অচলাবস্থান অঙ্গ স্বরূপকে গুণ বলে ।
উদার্য্য সমতা, কান্তি, অর্থব্যক্তি, প্রসন্নতা, সমাধি
শ্লেষ, মাধুর্য্য, ওজ ও স্কুমারতা এই দশ
প্রকার নাট্যোক্ত গুণ । তন্মধ্যে মাধুর্য্য, ওজ ও
প্রসন্নতা এই তিনটি গুণ প্রধান । কারণ, শৃঙ্গার,
বীর ও করুণা ইহাই ইহাদের ব্যবহার হয় ।
এবং আট প্রকার রসের মধ্যে ঐ রসত্রয়পূর্ণ

বাচং তং গৃহাণ বরমিত্যমুযুচে ॥২৬॥ তাং নিকান্ত-
হৃদয়ঙ্গমসারাং গাং নিশমা তুলিতামৃতধারাং ভূপতিঃ

বিমর্শঃ সন্ধিরিহাতে । বীতবস্তো মুখ্যাদার্থা বিপ্রকীর্ণা যথা-
বধঃ । ঐক্যার্থমুপবর্ণাশ্চে বহু নির্করণং হি তদিত্যাদি সন্ধিবু-
ক্তত্বং গ্রামাচেষ্টাদিবিনিমুক্তত্বং । অতএব শোভনকবীনা
মিষ্টং কবিশু শোভনত্বং রসগ্রাহিত্বং এবাধিখনাটকত্বং স
শ্রীশব্দরঃ সংগ্রহেণাকর্ণা সূক্তবাক্যাস্তমুং রাজানং বরং গৃহাণে
তুবাচ ॥ ২৬ ॥ নিকান্তমত্যন্তং হৃদয়ঙ্গমো মনোহরঃ সারো
বস্যাং তুলিতাহমৃতধারা বা যতাক্ষাশ্বরং গৃহাণেতি বাচ্যং নিশমা

নাটকেরই বহুল পরিমাণে প্রচলন দেখিতে
পাওয়া যায়। আহ্লাদকহের নাম মাধুর্য্য।
ইহা শৃঙ্গার-রসে দ্রব করিবার কারণ। করুণ ও
শাস্তরসে তাহা অত্যন্ত দ্রবকারণ। দীপ্তিহারা
আত্মবিস্মৃতির কারণকে ওজো গুণ বলে। বীররসেই
তাহার অবস্থান। করুণ ও শাস্তরসে মাধুর্য্যগুণ
যেমন শৃঙ্গার রসাপেক্ষা অধিক হয়, সেইরূপ
ওজোগুণও বীররসাপেক্ষা বীভৎস ও রৌদ্ররসে
ক্রমশঃ অধিক হইয়া থাকে। শুষ্ককার্ঠস্থিত অগ্নি-
তুল্য এবং নির্মাল জল তুল্য সহসা যাহা অন্যকে
ব্যাপ্ত করে তাহাকে প্রসাদগুণ বলে। প্রসাদ
গুণের সর্বত্র অবস্থান হইয়া থাকে। গুণসংশ্লিষ্ট
বর্ণযোজনায় নাম রীতি। যথা গোড়ী, মাগধী,
পাঞ্চালী-লাটী, ও বৈদভী, হাস্যরসে লাটী, করুণা ও
ভয়ানক রসে পাঞ্চালী, শাস্ত বা করুণারসে মাগধী,
ও রৌদ্রসে গোড়ী, শৃঙ্গার রসে বৈদভী। নাট্যোক্ত
রস কেহ আট কেহ নয় প্রকার স্বীকার করেন।
শাস্তকে করুণ রসের অন্তর্গত করিলেই আট

স রচিতাঞ্জলিবন্ধঃ সোপমং হৃতমিয়েম হৃদয়ঃ ॥২৭॥
নো চিত্তায় মনহাটকমেতদেহি নস্ত গৃহবাসি-
জনায ঐহিতং তব ভবিষ্যতি শীঘ্রং যাহি পূর্ণ-

রচিতোহঞ্জলিবন্ধো যেন স বন্ধাজলিঃ সূক্তু সদ্ধা প্রতিজ্ঞা যস্য
স ভূপতিঃ সোপমং হৃদয়ং পূজমিয়েব ইচ্ছতি ॥ ২৭ ॥
এবং প্রার্থিতঃ শ্রীশব্দর স্তং রাজান মুবাচ। এতৎ সহস্রসংখ্যা-
কং হাটকং যম হিতায় নান্তি তর্হি কথং বিধেয়মিতি তত্রাহ।
নোহিহ্যকং গৃহবাসিজনায তু দেহি তবৈহিতং মনসাহিভলমিতং
শীঘ্রং ভবিষ্যতি। তস্মাৎ পূর্ণমনসা শীঘ্রং যাহি গচ্ছতি। মধ্যাননি-

প্রকার নতুবা নয় প্রকার রস। রীতি বিষয়েও সেই-
রূপ মতাস্তর আছে। তবে বৈদভী, গোড়ী ও
পাঞ্চালী এই তিন প্রকার রীতি প্রধান। তাহার যুক্তি
ঐ রসানুসারেই হইয়া থাকে। বৈদভী শৃঙ্গারে, গোড়ী
বীরে ও পাঞ্চালী করুণারসে। নাটকে পাঁচটি
সন্ধি আছে। যথা; মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, সাবমর্দা ও
উপসংহতি। নানা অর্থ ও রসসম্মত বীজ-
সমুৎপত্তির নাম মুখ। লক্ষা ও অলক্ষা বীজের
শক্তির নাম প্রতিমুখ। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বীজের
বারম্বার অন্বেষণ করাকে গর্ভ বলে। যে কোন
কারণে অবমর্দ (নিমর্শ) সন্ধি হইয়া থাকে। যে
স্থানে বীজযুক্ত মুখ ও প্রতিমুখাদি যথাযোগ্য
বিকীর্ণ থাকিয়া তাহাদের একার্থ বর্ণিত থাকে
তাহাকে উপসংহতি বা নিবহণ সন্ধি বলে। যদি
ইতর লোকের মত চেষ্টাদি না থাকে তাহাই
সন্ধির উৎকর্ষ জানিবে।

এইরূপ রস, কোমল গুণ ও রীতি বিশিষ্ট, এবং

মনসেত্যবদন্তঃ ॥ ২৮ ॥ রাজবর্ষকুলবৃদ্ধিনিমিত্তাং
ব্যাজহার রহসি শ্রুতিবিত্তাম্ । ইষ্টিমস্য সকলেষ্ট-
বিধাতৃস্তৃষ্টিমাপ হিতযা ক্রিতিনেতা ॥ ২৯ ॥ স-
বিশেষবিদা সভাজিতঃ কবিমুখ্যেন কলাভূতান্বরঃ ।

শ্রায়েন শীঘ্রপদমুত্তরত্বে সৎকলীরম্ ॥ ২৮ ॥ এবং তমসমাজ উক্তা
পুনা রহসি একান্তে রাজবর্ষাকুলত্ব বৃদ্ধে নিমিত্তভূতাং শ্রুতি-
প্রসিদ্ধাং বিত্তং ক্রীবে ধনে বাচালিঙ্গং খ্যাতে বিচারিত ইতি
যেদিনী । অসা রাজ্যঃ সকলেষ্টানাং বিধাতা পুরমাস্তা তত্ত্ব ঈক্তিঃ
পুতাং ব্যাজহার তৎপ্রকার মুক্তবান্ । তয়া ইষ্টা ভূমিনেতা
রাজা তৃষ্টিমাণেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ বিশেষজ্ঞেন কবিমুখ্যেন শ্রীশঙ্ক-

ভদ্র সঙ্কিহারা সুন্দর, অতএব শোভন ও কবিদিগের
হৃদয়গ্রাহী, ঈদৃশ নাটকত্রেয় শঙ্করাচার্য্য সংগ্রহ পূর্বক
শ্রবণ করিয়া সুভাষী রাজাকে “বরগ্রহণ কর”
এই কথা বলিতে লাগিলেন । ২৬ ।

যাহার সারভাগ হৃদয়ঙ্গম ; যাহার তুলনা
অমৃত ধারার সহিত ; সেই বরদানরূপ বাক্য
শ্রবণ করিয়া সংপ্রতিজ্ঞ, ভূপতি কৃতাঞ্জলি হইয়া
স্বসদৃশ পুত্র কামনা করিলেন । ২৭ ।

শঙ্কর প্রার্থিত হইয়া পুনরায় রাজাকে বলিতে
লাগিলেন । এই সহস্র সংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা আমা-
দিগের কোন একজন গৃহস্থ লোককে দান কর ।
তোমার মনের অভিলাষ শীঘ্র পূর্ণ হইবে, এবং
ভূমি পূর্ণমনোরথ হইয়া শীঘ্র গমন কর । ২৮ ।

শঙ্কর নির্জনে পুনর্বার বলিতে লাগিলেন ।
রাজেন্দ্র কুলের বৃদ্ধির কারণস্বরূপ, সমস্ত অভীষ্ট-
পূরক শ্রুতি প্রসিদ্ধ পূজা রাজার নিকটে সমস্ত
ব্যক্ত করিলেন । ক্রিতি-শাসক রাজা, এইরূপ
পূজা কথায় অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন । ২৯ ।

অগমং কৃতকৃত্যধী নির্জাং নগরীমস্য গুণানুদী-
রয়ন্ ॥ ৩০ ॥ বহবঃ শ্রুতিপারদৃশনঃ কবয়োহধ্যো-
ষত শঙ্করাদ্গুরোঃ । মহতঃ স্মমহাস্তি দর্শনাশ্রধি-
গন্তঃ ফণিরাজকোশলীম্ ॥ ৩১ ॥ পঠিতং শ্রুত
মাদরাং পুনঃ পুনরালোক্য রহস্যনূনকম্ । প্রবি-
ভজ্য নিমজ্জতঃ সুখে স বিধেয়ান্ বিদধেত মাং

রেণ সভাজিতঃ পূজিতঃ কলাভূতাং মগো প্রেষ্ঠঃ কৃতং কৃত্যং
বরা সা বুদ্ধি যন্ত স রাজাহস্ত গুণান্ বর্ণয়ন্ দ্বারাং নগরীমগম্য
গতবান্ বিং ॥ ৩০ ॥ এবং কেবল ভূমিঃ তে কীরপ্রদানাদিক-
মুপবর্ণা বৃত্তান্তান্তরং বর্ণয়িত্বামুপক্রমতে । বহবঃ শ্রুতিপারদৃশনঃ
বেদপারং দৃষ্টবন্তঃ কবয়ঃ শ্রীশঙ্করাদ্গুরোঃ স্মমহাস্তি দর্শনানি
শাস্ত্রাণি ফণিরাজস্য শেষত্ব কুশলতামপিগন্তমধৈবতাত্যায়নং
কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ পঠিতং শ্রুতমনূনক মখণ্ডমাদরাং হ্রস্বো-
কান্ত আলোকা প্রবিভজ্য চ সারাসারবিভাগং বিধায় নিজসুখে
নিমজ্জতঃ বিধেয়ান্ শিষ্যান্ স সুরীঃ শ্রীশঙ্করো বিদধেত মাং

কলাবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঐ নরপতি,
বিশেষবিৎ কবিবর শঙ্কর কর্তৃক পূজিত হইয়া
কৃতকৃত্যর্থ মনে করিয়া তাহার গুণ গান করিতে
করিতে স্বীয় নগরী গমন করিলেন । ৩০ ।

পুনর্বার তাঁহার নিকট হইতে অনেক বেদ-
পারদর্শী পণ্ডিতগণ, ফণিপতি অনন্ত সর্পের কো-
শল অর্থাৎ ফণিভাষ্য জানিবার জন্য মহৎ দর্শন
শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । ৩১ ।

যে সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং শ্রবণ করিয়াছিলেন,
সেই সমস্ত অথবা, পঠিত ও শ্রুত গ্রন্থ সকল
নির্জনে পুনঃ পুনঃ আলোচনা ও বিভাগ করিয়া
দিয়া সুধীবর শঙ্কর, শিষ্যদিগকে আত্মসুখে নিমগ্ন
করিতে লাগিলেন । ৩২ ।

স্বয়ীঃ ॥ ৩২ ॥ সর্বার্থভক্তবিদপি প্রকৃতোপচারৈঃ
শাস্ত্রোক্তভক্তাতিশয়েন বিনীতশালী । সম্ভাষ-
য়ন্ স জননীমনয়ং কিয়ন্তি সম্মানিতো বিজবরৈ
দিবসানি ধন্যঃ ॥ ৩৩ ॥ সা শঙ্করস্ত শরণং স চ
তজ্জনন্যাহ্যন্তোন্ময়োগবিরহ স্থনয়োরসহাঃ । নো
বোতুমিচ্ছতি তথাপ্যামনুষ্যভাবান্মেরুং গতঃ
কিমভিবাঙ্কতি দুষ্প্রদেশম্ ॥ ৩৪ ॥ কৃতবিদ্যামমুং

সম্যক্ কৃতবান্ ॥ ৩২ ॥ বিনীতশালী বিনয়বান্ বসন্তঃ ॥ ৩৩ ॥
অন্তোক্তভক্তযোগস্ত সংযোগস্ত বিরহস্থমরোগঃ শঙ্করভজ্ঞনস্তো রসসহো
যদ্যপি তথাপি বোতুং পরিণয়ং কর্তুং নো ইচ্ছতি স তত্র
হেতুমাংহ । মহুভাতাবাদ্বেবাধিদেবত্বাৎ মেরুং প্রাপ্তঃ কিং দুষ্প্র-
দেশং দুষ্টজ্ঞানমভিবাঙ্কতি নৈব বাঙ্কতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ আপ্তাশ্চ
বদ্ধবশ্চ তে আপ্তাশ্চ তে বদ্ধবশ্চেতি বা । কৃতবিদ্যাসম্মানিতা বিদ্যা
যেন তমমুং ভ্রিতং গার্হস্থ্যং যেনাংএবমিধং চিকীর্ষবঃ কর্তুমিচ্ছ-
বোইহুরূপা ওণা যস্তান্তথাভূতাঃ কন্তকাং দোষবর্জিতেষু কুলেষ-

তিনি সমগ্র অর্থের তাৎপর্য জানিতে পারিলেও
বিনয়ী হইয়া, যথার্থ উপচার এবং শাস্ত্রোক্ত ভক্তির
আতিশয্যদ্বারা নিজ জননীকে সন্তুষ্ট করিয়া, ব্রাহ্মণ-
প্রবর কর্তৃক সম্মানিত হইয়া কিয়ৎ বৎসর যাপন
করিলেন । ৩৩ ।

জননী শঙ্করের শরণ, এবং শঙ্কর জননীর শরণ
ছিলেন বলিয়া যদ্যপি পরম্পরে বিরহ উভ-
য়েরই অসহ্য হইয়াছিল, তথাপি তিনি বিবাহ ক-
রিতে ইচ্ছা করেন নাই । তাহার কারণ এই,
যে ব্যক্তি দেবত্ব-নিবন্ধন স্ত্রমেরু প্রদেশে গমন
করিয়া থাকে, সে কি কখন দুষ্ট প্রদেশ কামনা
করে ? । ৩৪ ।

চিকীর্ষবঃ শ্রিতগার্হস্থ্যমধ্যাপ্তবন্ধবঃ । অনুরূপ-
গুণামখিতয়ন্নবদ্যেযু কুলেষু কন্তকাম্ ॥ ৩৫ ॥
অথ জাতু দিদ্গন্ধবঃ কলাববতীর্ণঃ মুনয়ঃ পুরবিষম্ ।
উপমন্যুদধিচিগৌতমজিতলাগন্ত্যমুখাঃ সমায়মুঃ ॥
৩৬ ॥ প্রণিপত্য স ভক্তিসম্মতঃ প্রসবিজ্যা সহ
তান্ বিধানবিৎ । বিধিবদ্বধূপকপূর্ব্বয়াপ্রতিজ্ঞগ্রাহ
সপর্যয়া মুনীন ॥ ৩৭ ॥ বিহিতাঙ্গলিনা বিপশ্চিতা

চিত্তয়দ্ বিঃ ॥ ৩৫ ॥ অধানস্তরঃ জাতু কন্যাচিৎ ত্রিপুরং মহা-
দেবঃ কর্ণো যুগে শ্রীশঙ্করান্নান্যবতীর্ণঃ ত্রৈমিচ্ছব উপমজ্জুপ্রমু-
খা মুনয়ঃ সমায়মুঃ ॥ ৩৬ ॥ ভক্ত্য সম্যক্ নতো নমঃ প্রসবিজ্যা-
জনস্তা সহ প্রণামপূজাদিবিধানবিৎ স শ্রীশঙ্কর স্তান্ মুনীন প্রণি-
পত্য প্রকর্ষণনত্বা মধূপকঃ পূর্ব্বমাদৌ বসন্তান্তরা সপর্যয়া
পূজয়া প্রতিজ্ঞগ্রাহ স্বাগতঃ কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ বিহি-
তাঙ্গলিনা বিপশ্চিতা বিদ্ববা শ্রীশঙ্করেণ ভগবন্ত এতাত্তা-

আপ্ত বজ্রগণ, কৃতবিদ্যা শঙ্করকে গৃহস্থাত্মনে
প্রবিক্ত করিবার অভিপ্রায়ে, নির্দোষ কূলে ইহার
অনুরূপ এক কন্যা চিন্তা করিতে লাগিলেন । ৩৫ ।

অনন্তর একদিবস, কলিতে অবতীর্ণ ত্রিপুরারি-
কে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া উপমন্যু, দধীচি গৌতম
ত্রিতল ও অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণ আসিয়া উপস্থিত
হইল । ৩৬ ।

ভক্তিনত্ৰ ও পূজাদির সমুচিত বিধানবেত্তা
শঙ্কর, জননীর সহিত তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া
মধূপক ও স্বাগত প্রভৃতি পূজোপকরণদ্বারা তাঁহা-
দিগকে বিধি বিধানে পরিচর্যা করিতে লাগিলেন
। ৩৭ ।

বিনয়োক্ত্যাপিতবিক্টরা অমী । ঋষয়ঃ পরমার্থ-
সংগ্রহা অগ্ননা সাক্ষরীকঃ কথ্যঃ ॥ ৩৮ ॥ নিজ-
গাদ কথাস্তরে মুনীন্ জননী তস্য সমস্তদর্শিনঃ ।
বয়মদ্য কৃতার্থতাং গতা ভগবন্তো যদুপাগতা গৃহান
॥ ৩৯ ॥ ক কলি বহুদোষভাজনং ক চ যুগ্মচর-
ণাবলোকনম্ । তদলভ্যত চেৎ পুরা কৃতং সূকৃতং
নঃ কিমিতি প্রপঞ্চয়ে ॥ ৪০ ॥ শিশুরেষ কিলতি-

সনানি পরিগৃহ্যস্তামিতি বিনয়পূৰ্ব্বিকয়োক্ত্যাপিতা বিষ্টরা
আসনানি যেভ্যস্তে পরমার্থস্ত সংগ্রহো যেযাঃ তে মোক্ষনিষ্ঠা-
অমী ঋষয়োঃ মুনীন্ ত্রীশকণ্ঠেণ সহ কথ্যঃ কৃতবন্তঃ মোক্ষসং-
গ্রহা যা ইতি কথ্যমাং বা বিশেষণম্ ॥ ৩৮ ॥ কথ্যনামতয়েহত-
রালে তস্ত সৰ্বজ্ঞস্য জননী মুনীমুবাচ । বহুবাচ তদাহ । বয়-
মদ্য কৃতার্থতাং প্রাপ্তা যদ্ বহুভাবন্তো গৃহানুপাগতাঃ ॥ ৩৯ ॥
ভবদাগমনং ন কেবলং কৃতার্থতায়া এব সম্পাদকমপিতু
জন্মান্তরোদয়ানন্তরুতসূচকমনীত্যাশয়েনামহ । কেতি । বহু-
দোষভাজনং কলিঃ ক । কচ যুগ্মচরণাবলোকনং । তথা চ সমস্ত

“হে ভগবন্ ! আপনারা এই সকল আসন
গ্রহণ করুন” এইরূপ সবিনয় বাক্যে কৃতাজলি
হইয়া শঙ্কর, তাঁহাদিগকে আসন প্রদান করিবার
পর মোক্ষনিষ্ঠ ঋষিগণ তাঁহার সহিত মোক্ষ
সম্বন্ধীয় কথা বার্তা করিতে লাগিলেন । ৩৮ ।

যখন মুনিদিগের সহিত শঙ্করের কথা বার্তা
হইতে লাগিল, তখন তদীয় জননী সৰ্বদর্শী মুনি-
দিগকে বলিতে লাগিলেন । আপনারা যখন আ-
মাদের গৃহে আগমন করিয়াছেন, তখন আমরা অন্য
কৃতকৃতার্থ হইয়াছি । ৩৯ ।

দেখুন—সমস্ত দোষের আধার এই কলিকাল-

শৈশবে যদশেষাগমপারগে হতবৎ । মহিমাপি যদ-
দুতোহস্ত তদ্বয়নেতং কুরুতে কুতুহলম্ ॥ ৪১ ॥
করণাদ্রৈদৃশাহমুগ্ধহৃতে স্বয়মাগত্য ভবন্তিরপ্যম্ ।
বদতাস্য পুরা কৃতং তপঃ ক্ষমমাকর্ণয়িতুং ময়া যদি ॥
৪২ ॥ ইতি সাদরমীরিতাং তয়া গিরমাকর্ণ্য

দোবাশ্রয়ে কলিযুগেহত্যালভ্যং তৎ যুগ্মচরণাবলোকন মল-
ভ্যত চেৎতর্হি মোক্ষমাকং পুরাকৃতং পুণ্যং কিমিতি প্রপ-
ঞ্চয়ে তদ্বর্জন মশক্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥ এবং কৃত্যাহতিমুনী
কৃতান্ মুনীন্ কিঞ্চিৎপক্ষমায়ততে শিশুরিতি । এব তবদ্রো
দ্বিতঃ শিশুরতিবাণ্যে সর্বাগমপারগো যদভবৎ মহিমাপ্যস্য
যদুতো ভবদেতদ্বয়ং কুতুহলং কুরুতে ॥ ৪১ ॥ ভবদাগম
মপ্যেতদদুতমাহান্মাহুচকমিত্যাশয়েনামহ । ভবন্তিরপ্যাত্মা-
লভাদর্শনেরপি । তত্রাপি স্বয়মাগত্য । তত্রাপি করণাদ্রৈ-
দৃশাহমুগ্ধহৃতে । তত্রাস্ত পুরাকৃতং তপো বদত
ময়া আকর্ণয়িতুং যদি ক্ষমং যোগ্যং তর্হি ক্রতেত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ই বা কোথায় ? এবং আপনাদিগের চরণ দর্শনই
বা কোথায় ? । সমস্ত দোষের আশ্রয় এই কলিযুগে
যখন আপনাদের চরণ দর্শন লাভ করিতে পারিয়া
ছি, তখন আমাদের অবশ্যই কোন না কোন পূর্ব-
জন্মার্জিত সূকৃত থাকিবে । ৪০ ।

এবং আপনাদের সম্মুখে উপবিষ্ট এই বালক
যে শৈশব কালের মধ্যেই সমস্ত শাস্ত্রের পারদর্শী
হইয়াছে এবং ইহার যে অদ্ভুত মহিমা জন্মিয়া-
ছে, এই দুইটাই এখন সকলের নোতুক বন্ধন
করিতেছে । ৪১ ।

প্রথমতঃ আপনাদিগের আগমন হওয়াই দুর্লভ,
দ্বিতীয়তঃ অনুগ্রহ করিয়া স্বয়ং আগমন ; তৃতীয়তঃ
দয়াদ্র্শনয়নে যে আপনারা এই বালকের উপর এত-

মংগলসংসদী । প্রতিবন্ধুমতিপ্রচোদিতো ঘটজন্মা
প্রবয়াঃ প্রচক্রে ॥ ৪৩ ॥ তনয়ায় পুরা পতিব্রতে
তব পত্যা তপসা প্রসাদিতঃ । স্মিতপূর্বমুপাদ-
দে বচো রজনীবল্লভখণ্ডমণ্ডনঃ ॥ ৪৪ ॥ বরয়স্ব
শতায়ুষঃ স্মৃতানপি বা সৰ্ববিদং মিতায়ুষম্ । স্মৃত-

মেকমিীরিতঃ শিবং সতি ! সৰ্বজ্ঞ মযাচতাত্ত-
জম্ ॥ ৪৫ ॥ তদভীপ্সিতসিদ্ধয়ে শিবস্তব ভাগ্যাত-
নয়ো যশস্বিনি ! স্বয়মেব বভূব সৰ্ববিদ্য ততোহি-
ত্বোহস্তি যতঃ অরেষপি ॥ ৪৬ ॥ ইতি তদ্বচনং
নিশম্য সা মুনিবর্যাং পুনরপ্যবোচত । কিয়দামু-
রমুযা ভো মুনৈ ! সকলজ্ঞোহস্তনুকম্পয়া বদ ॥ ৪৭ ॥

ইতোবাং প্রকারেণ সাদরং যথা স্তোত্রাং সত্যোক্তারিতাং বাচমা-
কর্ণ্য সাদরং যাকর্ণোতি বা । মংগলসংসদী সত্যায়ৈ তৈত্তিরেব
প্রেরিতোহতিমুখোহগস্তাঃ প্রতিবন্ধুঃ প্রচক্রে ॥ ৪৩ ॥ সাক্ষা-
চ্ছিব এব তব পত্যাতি তপসা সমায়াধ্য লক্কো ন ত্বরং কচ্ছিত-
পত্যাশয়েনহি । তনয়ায়ৈতি ক্রিতিঃ । হে পতিব্রতে ! পূর্বং
তব পত্যা পুত্রার্থং তপসা প্রসাদিতো রজনীবল্লভস্য চন্দ্রস্য
পত্নো মণ্ডনমলঙ্কারো যস্য স নিশাকরকলাশেখরো ভগবান্
শঙ্করো বচনমুপাদদে প্রোক্তবান্ । ত্বয়া সঠৈব তব পত্যা তপ-
জপ্তমিতি দ্যোতনায় সংঘোষনম্ ॥ ৪৪ ॥ শৈবং বচনমুদ্বহতি ।
বরয়স্বৈতি অসৰ্ববিদঃ শতায়ুষঃ স্মৃতান্ বরয়স্বাপি বা সৰ্বজ্ঞ-

ময়ামুসমেকং স্মৃতং বরয়স্বৈতিদ্বিরিত তব পতি হৈসতি ! সৰ্বজ্ঞ
ময়ামু মযাচত ॥ ৪৫ ॥ তস্য তবপত্ন্যরতিবিত্তস্য সিদ্ধয়ে স্বয়-
মেব শিবো ভাগ্যাতব তনয়ো বভূব । হে যশস্বিনীতি সম্বো-
ধনং তব যশঃ যশঃখ্যাপনার্থং বভূবেতি স্মর্যতি । নমু সৰ্বজ্ঞমজ্ঞ-
মেব পুত্রং কুতো ন দত্তবানিতি চেত্তত্রাহ । যতঃ কারণা-
দেবেষপি তদ্ব্যজ্ঞিবাচন্যঃ সৰ্বজ্ঞো নাস্তি তত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥
ইতোবাং প্রকারেণ স্তোত্রাগস্ত্য বচনং মিতায়ুষমিত্যানিরূপং
প্রোক্তা । সা সতী মুনিশ্রেষ্ঠা পুনরপ্যবোচ । ভো মুনৈ ! যতঃ স-
কলজ্ঞোহস্ততোহমুযায়ুঃ কিয়ৎপরিমিত যতি তৎকরণয়া বদ ।
যজ্ঞো মিতায়ুষমিতি প্রোক্তা মম ত্রাসো জাত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

দূর অনুগ্রহ প্রকাশ করা এক্ষণে আমার শুনিবার
যদি কোন বাধা না থাকে, আমার শুনিতে যদি
অধিকার থাকে, তবে আপনারা ইহার জন্মাস্তরীণ
শুকৃত বলিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন । শঙ্কর-
জননীর সাদর সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া অগস্ত্য মুনি
প্রত্যুত্তর বলিতে আরম্ভ করিলেন । ৪৩ ।

হে পতিব্রতে ! পূর্বে তোমার স্বামী পুত্রের
নিমিত্ত তপস্যাদ্বারা চন্দ্রাক্ষ-ভূষণ শঙ্করের আরা-
ধনা করিলে তিনি তুষ্ট হইয়া হাস্য পূর্বক তোমার
স্বামীকে এই বাক্য বলিয়াছিলেন । ৪৪ ।

“তুমি মুখ, অথবা শতবর্ষ পরিমিত যাহা-
দের জীবন কাল থাকিবে এরূপ কতকগুলি পুত্র

প্রার্থনা কর ? না সৰ্বজ্ঞ, পরিমিতায়ু এক পুত্র প্রা-
র্থনা করিতে বাসনা ?” হে সতি ! মহাদেবের এই
বাক্যে অনুযুক্ত হইয়া তোমার পতি শিবের নিকট
এক সৰ্বজ্ঞ পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন । ৪৫ ।

হে যশস্বিনি ! তোমার পতির অভীষ্ট সিদ্ধির
নিমিত্ত, স্বয়ং শিব সৌভাগ্যক্রমে তোমার পুত্র হইয়া
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । অন্যান্য দেবতা সত্বেও
মহাদেব পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার কারণ
এই, মনুষ্য লোকের কথা দূরে থাকুক, দেবলোকেও
মহাদেব ভিন্ন আর কেহই সৰ্বজ্ঞ নাই । ৪৬ ।

“পুত্র পরিমিতায়ু” অগস্ত্য মুনির এই সমস্ত

শরদোহষ্ট পুনস্তথাষ্ট তে তনয়স্তাস্ত্র তথাপ্যাসৌ পুনঃ
নিবসিষ্যতি কারণান্তরাধুবনেহস্মিন্ দশ যট্ চ বৎস-
রান্ ॥ ৪৮ ॥ ইতিবাদিনি ভাবিনীঃ কথা
মুখিমুখ্যে ঘটজে নিবার্য্য তম্ । ঋষয়ঃ সহ তেন
শঙ্করং সমুপামন্ত্য যমু যথাগতং ॥ ৪৯ ॥ স্থগিনা
করিণীব সাদ্ধিতা শুচিনাশৈবলিনীব শোষিতা । মরুতা
কদলীবকম্পিতা মুনিবাচা স্মৃতবৎসলাহভবৎ ॥ ৫০ ॥

এবং পুত্রো মুনিরুবাচ । শরদঃ সম্বৎসরাঃ অষ্ট তথা পুনরষ্ট-
মিতি ভোক্তৃশক্তি যাবৎ । অস্ত তব পুত্রান্তর্য যদ্যপি তথাপ্যাসৌ
তে তনয়ঃ কারণান্তরাদস্মিন্ ভুবনে ভোক্তৃশবৎসরান্ পুনর্নিব-
সিষ্যতি বাসং করিষ্যসি ॥ ৪৮ ॥ ইত্যোবং প্রকারেণ ভাবিনীঃ
ভবিষ্যৎ কথাং কুন্তজেহগন্ত্যে বাদিনি সতি তনয়ন্তং নিবার্য্য
শ্রীশঙ্করং সমুপামন্ত্য তেন ঘটজেন সহ যথাগতং জগ্মুঃ ॥ ৪৯ ॥
অতিকষ্টবাঃ মুনিবাচঃ শ্রুতবতীঃ সতীঃ বর্ণয়তি । স্থগিনা অঙ্কু-
শেন হস্তিনীব স । মুনিবাচাহর্দিতা পীড়িতাহভবৎ । শুচিনা
আষাঢ়েন শৈবলিনী শৈবলং পদ্মকাষ্ঠং তৎসবন্ধিনী পুষ্করিনীব

বাকা শুনিয়া সতী, মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে পুনরায়
বলিতে লাগিলেন । হে মুনে ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ,
অতএব আমার এই পুত্রের আশু কতদিন থাকিবে,
ইহা দয়া করিয়া আমাকে বলুন । কারণ, “পুত্র
মিতায়ু” এই কথা শুনিয়া আমার অত্যন্ত ত্রাস হই-
য়াছে । ৪৭ ।

তাহার কথা শুনিয়া মুনি পুনরায় বলিতে লা-
গিলেন । যদ্যপি তোমার পুত্রের বয়ঃক্রম ষোড়শ
বৎসর মাত্র, তথাপি তোমার পুত্র, অন্য কোন
গত কারণে এই জগতে পুনর্ব্বার ষোড়শ বৎসর
বাস করিবেন । ৪৮ ।

অথ শোকপরীতচেতনাং বিজ্ঞরাতিখমুবাচ মাতরম্ ।
অবগম্য চ সংসৃতিস্থিতিং কিমকাণ্ডেপরিদেবনা
তব ॥ ৫১ ॥ প্রবলানিলবেগে বেগ্নিতধ্বজচীনাং
শুককোটিচকলে । অপি মূঢ়মতিঃ কলেবরে কুরু-

মা শোষিতাহভবৎ । বায়ুনা কদলীব কম্পিতাহভবৎ । বতঃ পুন্ড-
বৎসলা ॥ ৫০ ॥ এবমতিকষ্টবতীঃ মাতরং শ্রীশঙ্করো বহুক্-
বান্ তদ্বক্তৃপুত্রমতে । অথ মাতৃ মুনিবাচাহতিহঃপ্রাপ্তা-
নস্তরং শোকেন পরীতা ব্যাপ্তা চেতনা বুদ্ধি র্যথাঃ তাং সংসা-
রস্ত হিতিং কণভক্ষুরূপামবগম্যাকাণ্ডেহসময়ে পরিদেবনা শোকঃ
তব কিমর্থমপার্থেতার্থঃ ॥ ৫১ ॥ অতি চকলে শরীরে মূঢ়মতি-
রপি হিরবুদ্ধিঃ ন কুরুতে । ত্বং ত্বতিহুজা তত্র তাং
কর্তৃমিতাযোগ্যোতিবোধয়স্বাহ । এবলো বোহনিলো-
বায়ুস্তত্র বেগেন বেগ্নিতোতিকং পিতোরোধজন্তত বজী
নদেপীরমতিশূন্যং বস্ত্রং তত্র কোটিরগ্রভাগ শুভ্রচকলে
কলেবরে শরীরে হিরবুদ্ধিঃ মূঢ়মতিরপি কঃ কুরুতে ন কোহপী-
ত্যর্থঃ । উক্তাশরশৃচকং সম্বোধনমস্মিকতি । তথা চামদ-

কুন্তজন্মা অগস্ত্যমুনি এইরূপে ভবিষ্যৎ কথা
বলিয়া এবং শঙ্করকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার
সহিত যে স্থান হইতে তাঁহার আসিয়াছিলেন
পুনর্ব্বার তথায় প্রস্থান করিলেন । ৪৯ ।

অঙ্কুশদ্বারা হস্তিনী যেমন পীড়িত হয়, আষাঢ়
মাসে পুষ্করিনী যেরূপ শুষ্ক হয়, বায়ুদ্বারা কদলীবৃক্ষ
যেরূপ কম্পিত হয়, পুত্রবৎসলা সতীও তৎকরণে
অবিকল সেই দশা প্রাপ্ত হইলেন । ৫০ ।

অনন্তর মাতাকে শোকাকুল দেখিয়া দ্বিজবর
শঙ্কর বলিতে লাগিলেন । সংসারের অবস্থিতি
কণভক্ষুর জানিয়াও কেন অসময়ে আপনার এইরূপ
খেদ উপস্থিত হইতেছে । ৫১ ।

তে কঃ স্থিরবুদ্ধিময়িকৈ ॥ ৫২ ॥ কতি নাম স্তূতা ন
লালিতাঃ কতি বা নেহ বধূরভুঞ্জিহি ক স্মৃতে ক চতাঃ
কবাক্ষস্তুবসঙ্গঃ খলু পান্দুসঙ্গমঃ ॥ ৫৩ ॥ ভ্রমতাং

বিকাহতিশুজাহতিচক্ষে কলেবরে স্থিরবুদ্ধিহেমেবং শোচি-
তমনর্হানীতার্থঃ ॥ ৫২ ॥ কিঞ্চ তত্ত্বজ্ঞানমুত্তমানাং পুত্রানীনা-
মানস্তাং সর্কেবাং শোকাসত্ত্বাৎযেতে শোচ্যা এভেনেত্যস্মিন্
বিনিগমকাত্যবান্ন কেহপি শোচ্যা ইত্যাপরেনাঃ । কতীতি । উচ্য-
স্মিন্ সংসারে কতি বধূ ললনানা ভুঞ্জিহি ন ভুজ্য তে স্তূতাঃ ক ।
তাবধূক ক বরঞ্চ ক । তথাচ ভবসঙ্গঃ পান্দুনাং তত্ত্বদিগ্ভা
আগতানাং পথিকানা যেকস্মিন্ আপাদৌ বধা সঙ্গম স্তবস্তব
সংগোপ্য মিত্যঃ ক্ষণভঙ্গুরশ্চৈত্যর্থঃ । অসিদ্ধং চেৎ মিত্যাহ ।
বলিতি । তস্মাৎ কেহপি শোচ্যা ন ভবভীক্যাশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥ এবং

মাতঃ ! প্রবল বায়ু কম্পিত পতাকার উপর
চীনদেশীয় অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রের অগ্রভাগের ডুলা
অত্যন্ত চঞ্চল, এই কলেবরের প্রতি কোন মূর্খও
স্থির বুদ্ধি প্রকাশ করেনা অতএব আপনি
পণ্ডিতা হইয়াও কেন এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের উপর
স্থির বুদ্ধি প্রকাশ করিতেছেন ? ৫২ ।

এই সংসারে কত বার জন্ম হইয়া থাকে ।
প্রত্যেক জন্মেই কত শত পুত্র পৌত্র জন্মিয়া থাকে,
তাহারাও অনন্তকাল স্থায়ী বলিয়া “ ইহার জন্য
শোক করা উচিত, ইহার জন্য শোক করা উচিত
নয় ” এইরূপ একটী কোন নির্দিষ্ট নিয়ম
করিতে পারা যায় না । ভাবিয়া দেখুন এই
সংসারে আপনি কত শত পুত্র লাগন পালন করি-
য়াছেন ? এবং আমিও কতশত রমণী উপভোগ না
করিয়াছি ? । কিন্তু বিরেচনা করিয়া দেখুন,
একণে সেই সকল পুত্রই বা কোথায় ? এবং রমণী-
গণই বা কোথায় ? আর আমরাই বা কোথায় রহিয়াছি

ভববজ্রনির্ভ্রাম্যহি কিঞ্চিৎ সুখমম্বলক্ষয়ে । তদবাপ্য
চতুর্থমাশ্রমং প্রযতিষ্যে ভববন্ধমুক্তয়ে ॥ ৫৪ ॥ ইতি
কর্ণকঠোরভাষণশ্রবণাষ্পাপিনক্ককঠয়া । দ্বিগুণী-

শৌক্যপহারকৈ কাটকৈ স্মৃতিরং প্রাবোধ্য স্মেন সদবশ্য কর্তবাং
তদাচ । অমংমিতি সংসার মার্গে ভ্রমাদজ্ঞানান্ত মতাং কিঞ্চিদপি
সুখং ন লক্ষ্যেতপিত্ত জননীভঠরবাসাদিরূপং দুঃখমেবেতি
সুচয়ন্ সন্ধ্যাপরতি । তে অস্মেতি হি বস্মাদেবং তত্ত্বজ্ঞাতত্বার্থং সং-
জ্ঞাসাশ্রমমযাপা সংসারলক্ষণান্ বদ্ধাধ্বিয়ুক্তার্থঃ প্রাকর্ষণে যত্নঃ
করিষ্যামি ॥ ৫৪ ॥ এবং শ্রীশঙ্করমহাকামুদাজিতা তদ্বচনেন দ্বিগুণী-
কৃতশোকায়ঃ সজ্ঞা বচনমুদাকর্তুমাঃ । ইত্যেবং প্রকারেণ যৎ
কর্ণয়োঃ কঠোরং দুঃস্পর্শমং চতুর্থমাশ্রমমিত্যাদিরূপং তত্ত্ব
শ্রবণং বাস্পরশ্রুতিঃ শিনকোহপিহিতঃ কঠো । যস্য দ্বিগুণী-

ইহা আপনি নিশ্চিত জানিবেন, ভব সঙ্গ কেবল
পান্দু সমাগম মাত্র । পথিকগণ যেমন নানা দিগ্
দেশ হইতে আগমন করিয়া এক পান্দু শালায়
মিলিত হয় এবং পরদিন কে কোথায় যায় তাহার
কিছুই নিরূপণ করিতে পারা যায়না । ৫৩ ।

অজ্ঞান বশতঃ যাহারা নিয়ত সংসারপথে পরিভ্রমণ
করিয়া থাকে আমি অণুমাত্র তাহাদের সুখ দেখিতে
পাইনা । বরং ঐ পথে জঠর যন্ত্রণা প্রভৃতি কত
শত অপার দুঃখ ঘটিয়া থাকে । হে মাতঃ ! যখন
সংসারের এইরূপ দুর্দশা, অতএব আমি চতুর্থাশ্রম
অর্থাৎ সম্যাস ধর্ম্য অবলম্বন করিয়া ভববন্ধন
মোচনের জন্য যত্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি । ৫৪ ।
এই চতুর্থাশ্রম গ্রহণরূপ পুত্রের কর্ণ কঠোর বচন
শ্রবণ করিয়া বাস্পজলে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া
আসিল ও শোক দ্বিগুণতর রূপে বাড়িয়া উঠিল ।

কৃতশোক যা তয়া জগদেগদগদাক্য যা মনিঃ ॥৫৫॥
তাজবুদ্ধিমিয়াং শৃণু মে গৃহমেষী ভব পুত্রাপ্নু
হি । যত চ ক্রতু জিস্ততো যতি ভবিতাস্তদসত্যায়ং
ক্রমঃ ॥ ৫৬ ॥ কথমেকতমুত্তবা ত্বয়া রহিতা জীবি-
তু মুংসহেহলা । তনয়েব শুচৌধ্বদৈহিকং

কৃতঃ শোকো বস্তা অতএব গদগদং বাক্যং যজ্ঞান্তয়া মুনিঃ ক্রী-
শকরো জগদে কশ্মলি প্রভারঃ এবভুতাসা মুনিং জগদেভ্যর্থঃ ॥৫৫॥
যজ্ঞবাচ ভদ্রাহ । তাজেতি । ইহানীমেব চতুর্থীশ্রমং প্রাপ্য প্রয-
তিষ্য ইতীয়াং বুদ্ধং ত্যজ । তর্হি কিং কর্তব্যমিতি চেত-
ত্বাহ । মে মম বচনং শৃণু । কিং ভবিতি তজ্ঞাহ । গৃহমেষী গৃহমেষী
ভব । কিং তত ইত্যত আহ ॥ পুত্রং প্রাপ্নুহি । ক্রতুতি ধ-
জনঞ্চ কুরু । তদন্তদনস্তরং যতি ভবিতাসি ভবিতাসি । অস-
হে পুত্র! সত্যং শাস্ত্রোক্তোহরমেব ক্রম ইভ্যর্থঃ তথ্যচ স্মৃতিঃ ।
ধর্মানি ক্রীণাপাকৃত্য ননো মোক্ষে নিবেশয়েদिति ॥ ৫৬ ॥ কিক
একমুত্তবঃ পুত্রো যতাস্তথাবিধাঃ বলাহং ত্বয়া বিরহিতা
শুচ্য শোকেনৈব জীবিতুং কথমুৎসহে । পুত্রস্য তবৈবধিহুঃখ-

পরে গদগদস্বরে মুনিকে (পুত্রকে) বলিতে
লাগিলেন । ৫৫ ।

বৎস ! তুমি যে চতুর্থীশ্রম গ্রহণ করিবে
থলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিয় ছ, শীঘ্রই সে বুদ্ধি পরি-
ত্যাগ কর । আমার বাক্য শ্রবণ কর, গৃহস্থ হও,
পুত্রলাভ কর এবং যাগ করিয়া দেবতাদিগের উদ্দেশে
পূজা কর ; অনন্তর তুমি যতি হইও । হে পুত্র ! তুমি
ইহাও জানিবে সজ্জনদিগের চিরসেবিত রীতি ।
। ৫৬ ।

হে পুত্র ! আমি অবলা রমণী এবং তুমি মাত্র
কেবল আমার এক পুত্র । তবে তুমি আমাকে পরি-

প্রস্থতায়ঃ গয়ি কঃ করিষ্যতি ॥ ৫৭ ॥ ত্বমশেষ
বিনপ্যাপান্ত মাং জরঠাং বৎস কথং গমিষ্যসি । ত্রবতে
হৃদয়ং কথং ন তেন কথঙ্কারমুপৈতি বা দয়াম্ ॥৫৮॥
এবম্বাধাং তাং বজ্রধাশ্রয়স্তীমপাস্তমোহৈ স্বহৃতি-

দাতৃম্ মহুচি মিতি সৃষ্টম্] সঙ্ঘোষয়তি তনয়েতি । পাঠান্তরে
ত্বয়েতানেন সৎকরীয়াং কিক যদর্থং ত্বমুং পানিতস্তদৌধ্বদৈ-
হিকমপি প্রস্থতায়ঃ কঃ করিষ্যতিত্যর্থঃ ॥৫৭॥ কিকাপ্য বি-
দাপি বুদ্ধা জননী ন পরিত্যজ্যতে । যদি কেনচিদতি মৃতেন
তাজ্ঞাতে তর্হি ত্যজ্যতাং ত্বং স্বশেষজ্ঞোহপি মাং স্মরাতরং তজ্ঞাপি
বুদ্ধাং তাকুমত্যবোগ্যাং পরিত্যজ্য কথং গমিষ্যসি মামপ্যস্য গন্ত
মতাস্তাবোগ্যাং সীত্যর্থঃ । বৎস ! গমনং যথাবোগ্যং পীড়া-
করং তথা তব গমনং মমেতি দ্যোতক্সন্ সঙ্ঘোষয়তি । বৎসেতি !
এবমুক্তমপাজীবীভূতাস্তঃকরণং পুত্রমালক্ষ্যাহ । ত্রবত ইতি
নমু বাস্তবসৎকাতাববিদো মম কাপি মমত্বাতাবাং স্নেহবশাৎ
কথং মে হৃদয়ং প্রবীভূতং ভবেদিত্যাশঙ্কাতত্ববিদামতিদরা-
লুতশ্রবণান্তে হৃদয়ং দয়াং কথং ন প্রাপ্নোতীত্যাহ । ন কথ-
মিতি বা ॥ ৫৮ ॥ এবং প্রকারেণ বহুধা ব্যাধাং পীড়ামাশ্রয়স্তীং
তাং মাতরমপাস্তস্তিরস্তুতো মোহোঃবিবেকো বৈদেস্ত স্বহৃতি-

ত্যাগ করিয়া যাইলে আমি কি করিয়া জীবন
ধারণ করিব । তদ্ব্যতীত তুমি যখন প্রস্থান করিবে
ঐ সময়ে আমি যদি তোমার শোকে মরিয়া যাই
তখন কে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবে ।?
। ৫৭ ।

হে বৎসে । তুমি অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও পুত্র-
প্রাণা প্রাচীনা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া কি রূপে
গমন করিবে ? আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার
হৃদয় কেন দ্রব হইল না ? এবং দয়া কেন তোমা-
কে স্পর্শ করিল না ? । ৫৮ ।

এই প্রকারে তাঁহার জননীকে বহুবিধ পীড়া

ক্বচোতিঃ । অন্যামশোকাং বিদধাদ্বিধিঃ শুদ্ধা-
 . ষ্টমে চিস্তয়দেতদন্তঃ ॥৫৯॥ মম ন মানসমিচ্ছতি
 . সংসৃতিং ন চ পুন জ্ঞাননী বিজিহাসতি । ন চ
 গুরু জ্ঞাননী তদুদীকৃতে তদনুশাসনমীষদপেক্ষিতম্ ॥
 ॥ ৬০ ॥ ইতি বিচিস্ত্য স জাতু মিমংক্ষয়া বহুজলাঃ

সরিতং সমুপায়বো । জলমগাহত তত্র সমগ্রহী-
 জলচরশচরণে জলমীয়ুযঃ ॥৬১॥ স চ রুরোদ জলে
 জলচারিণা ধৃতপদো হ্রিয়ন্তেহম্ব করোমি কিম্ ।
 চলিতুমেকপদং ন চ পারয়ে বলবতা বিবৃতোরু-
 মুখেন হ ॥৬২॥ গৃহগতা জননী তদুপাশৃণোৎ পর-

ক্বচোতি কিঞ্চিঃ শোকনিবৃত্তিপ্রকারং জনাতীতি বিধিঃ
 ত্রিশঙ্করঃ শোকরহিতাং বিদধাদকৃত । ততশ শুদ্ধেষ্টিমবর্ষে-
 হস্তম্ননসি এতদক্ষ্যমাণমচিস্তয়ত্মা অষ্টমবর্ষাশ্রুত কালস্ত শুদ্ধত্বং
 কলিমলশূভ্রং উৎ ॥ ৫৯ ॥ যদচিস্তয়তদর্শয়তি । মমেতি ।
 মম মনঃ সংসৃতিং সংসৃতিসাধনং প্রকৃতিমার্গং নেচ্ছতি । জননী
 পুন ন চ জিহাসতি হাকুং তাকুং নৈবেচ্ছতি । মামিতিবি পরি-
 গাঢ়ম সংসৃতিপদং বাহুযজ্ঞনীয়ং । নহু জননী সংসৃতা
 নতিবাহিনং ত্বা তব মনসাহনিষ্ঠিতাং সংসৃতিং বা কুতো ন জিহা-
 নতীত্যাশঙ্ক্য তত্শান্তনীক্ষণাতাবাদিত্যাহ । ন চেতি তাং সংসৃ-
 তিং তন্মানসমিতি বা । নহু ত্বয়া প্রসহ প্রবোধনীরেতি চেত-
 ত্বাহ । গুরুরিতি । অতএব সংস্রাসাশ্রয়ে তস্যা ঈষদনু-
 শাসনজ্ঞাহপেক্ষিতং কৃতম্ ॥ ৬০ ॥ এবং মনসি ত্রিশঙ্করকৃত্যঃ

ও শোক আসিয়া আশ্রয় করিবার পর, শোক
 নিবারণের উপায়বিৎ শঙ্কর, অবিবেকনাশী বচন
 দ্বারা তাঁহাকে শোক বিরহিত করিলেন । এবং
 কলিকালে যাহা একান্ত দুর্লভ, সেই সমস্ত অসা-
 ধারণ বিষয় তিনি অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমের সময়ও
 মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

একণে আমার মন আর সংসার কামনা করে
 না । কিন্তু জননীরও দেখিতেছে আমাকে পরিত্যাগ
 করিতে ইচ্ছা নাই । তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবারও
 শক্তি নাই, কারণ তিনি গুরু । এবং তাঁহারও

চিন্তাযুগবর্ণা ঈষদনুশাসনং গ্রহীতুং তৎকৃতং চরিত্রং বর্ণয়তি ।
 ইত্যেবং প্রকারেণ বিচিন্ত্য স কদাচিদনুজ্ঞানেন জয়া বহুজলাং নদীং
 সমুপায়র্যো গতা জলমগাহত । তত্র মদ্যাং জলং প্রাপ্তবত শরণে
 জলচরঃ সমাগগ্রহীৎ ॥৬১॥ স চ রুরোদরোদনং কৃতবান্ বলবতা-
 বিবৃতমুকু বহম্মুৎ যত তেন জলচারিণা গ্রাহেণ ধৃতো গৃহীতঃ
 পাদো যত স হে অম্ব জলে হ্রিয়তেহতঃ কিং করোমি । নহু জলা-
 ধ্বিঃ কুতো নারাসীত্যাশঙ্ক্যাহ । একং পদং চলিতুং ন চ
 পারয়ে সমর্থো ন ত্বানি হেতিধেদে ॥ ৬২ ॥ তৎ সমুত্তরো-

মে বিষয়ে তত দর্শন নাই । অতএব সংস্রাস ধর্ম
 অবলম্বন করিতে জননীর ঈষৎ অনুশাসন অপেক্ষা
 করিলেন । পরে ঐরূপ চিন্তা করিয়া তিনি
 একদিন জলমগ্ন হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বহু-
 জলপূর্ণ এক নদীর তটে গমন করিলেন । নদীর
 নিকটে আসিয়া যখন জলে অবগাহন করিলেন,
 তৎকালে এক প্রকাণ্ড কুস্তীর আসিয়া তাহার পদ-
 দ্বয় ধারণ করিল । ৬০ । ৬১ ।

তিনি রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিতে
 লাগিলেন, এক বলিষ্ঠ জলচর কুস্তীর, ভীষণ মুখ
 ব্যাদান করিয়া আমার পদদ্বয় ধরিয়া রাখিয়াছে,
 এবং জলের দিকে আমাকে টানিয়া লইয়া যাই-
 তেছেন । গা ! এখন আমি কি করিব ?
 এখন আর এমন কোন শক্তি নাই যে ইহার মুখ

বশা ক্রতমাপ সরিতটম্ । মম মূতেঃ প্রথমং শরণং
ধবন্তদমু মে শরণং তনয়োহভবৎ ॥ ৬৩ ॥ স চ
মরিস্যতি নক্রবশঙ্গতঃ শিব ! ন মেহজনি হস্ত পূরা-
য়তিঃ । ইতি শুশোচ জনন্যপি তীরগা জলগ
তাজ্জবন্ত গতেক্ষণা ॥ ৬৪ ॥ ত্যজতি নুনময়ং

চরণং চলো জলচরোহম্ব তবানুমতেন মে । সকল-
সংস্থাসনে পরিকল্পিতে যদি তবানুমতিঃ পরিকল্পয়ে
॥ ৬৫ ॥ ইতি শিশো চকিতা বদতি ক্ষুটং বাধিত
সানুমতিং ক্রতুমধিকা । সতি মূতে ভবিতা মম
দর্শনং মৃতবতস্তদুনেতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৬৬ ॥ তদমু

দনং গৃহস্থা জননী উপাশ্রয়োৎ । ক্ষুট্য চ পরবশাহতিবিকলা
ক্রতমাপ সরিতটমবাপ । তীরং গত্যা সা জনন্যপি জলগতস্ত পুত্রস্ত
মুখং গতে প্রাপ্তো ঐক্যে নেত্রে যত্নাঃ সা ইতি শুশোচ ।
কণমিত্যত আহ মম মূতেরিতি মরণং প্রথমং মম শরণং
পতিস্ততঃ পতিমৃত্যনস্তরং পুত্রো মে শরণমভবৎ । স চ
জনয়ো মরিস্যতি যতো ন ক্রত জলজন্তো র্বশং গতো হস্তাতি-
কষ্টে 'হে শিব ! পুরা পূর্বমুচিতা মম মূতি শরণং নাজনি নাকুৎ ।
শিবো পাসকায়্য মম শিবপ্রাপ্তিরভাষ্যমুচিতেনি সঙ্কোচনাশয়ঃ
ইত্যোবং' শুশোচেত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥ এবমতিশোকপরীতাং

মাতর মালক্ষ্যাহ । ত্যজতীতি হে অম্ব ! মে চরণময়ং চঞ্চলো-
জলচরস্তেহানুমতেন সকলে সংস্থাসনে পরিকল্পিত সতি ত্যজতি
তথাচ যদি তবানুমতিস্তদুহং পরিকল্পয়ে সকল সংস্থাসনমিতি
বিপরিয়ানেন সম্বন্ধনীয়ম্ ॥ ৬৫ ॥ ইত্যোবং প্রকারেণ ক্ষুটং
যথাস্থাত্তগা শিশো বদতি সতি চকিতা সাহসবিকা ক্রতং শীঘ্র
মমুমতিমমুমোদনঃ বাদিত্যকৃত । ক্ষুটমিতি মধ্যমনিষ্ঠায়ো-
নাত্যপি সম্বন্ধনীয়ং । শীঘ্রানুমতিকবণে হেতুং তৎকৃতং নিশ্চয়ঃ
দর্শয়তি । সতি মূতে মৃতস্ত দর্শনং মম ভবিষ্যতি মৃতবতস্ত তদ-
র্শনং ন ভবিষ্যতীতি বিশেষেণ নিশ্চয়োক্তীত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

হইতে অব্যাহতি পাইয়া এক-পদ গমন করিতে
পারিব । ৬২ ।

তাহার জননী গৃহে বসিয়া পুত্রের সেই ক্রন্দন-
ধ্বনি শুনিতে পাইলেন । এবং বিকলচিত্তে শীঘ্রই
নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন । তীরে আসিয়া
জলগ্র পুত্রের মুখের উপর দৃষ্টি নিপতিত করিয়া
দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমার
মরণের পূর্বেই আমার একমাত্র গতি পতির মৃত্যু
হয় । তৎপরে পুত্রই আমার একমাত্র শরণ
ছিল । আজি দুর্ভাগ্য ক্রমে সে পুত্রও কুণ্ডীরের
আক্রমণে মৃত্যুপ্রাপ্ত পতিত হইল ! হায় ! এ কি
কষ্ট ? মহাদেব ! আমি আপনার কত আরাধনা ও
উপাসনা করিয়া এই পুত্র-রত্ন লাভ করিয়াছিলাম ।

কিন্তু আমার অদৃষ্টে তাহার বিপরীত ফল ফলি-
য়াছে । আপনার পদসেবক হইয়া, (আমার মৃত্যু-
না হইয়া) দেব ! আমার এ কি সর্বনাশ হইল ? ।
। ৬৩ । ৬৪ ।

মা ! আপনার অনুমতি ক্রমে আমি যদি সমস্ত
বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া সংন্যাসাশ্রম গ্রহণ
করি, তাহা হইলে এই চঞ্চল ও ক্রুর জলচর নিশ্চ-
য়ই আমার চরণ হয় ছাড়িয়া দিবে । এক্ষণে আপা-
নার করিয়া অনুমতি হইলেই তদদণ্ডে আমি সমস্ত
ত্যাগ চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি । ৬৫ ।

এইরূপে বালক স্পষ্ট করিয়া মনের ভাব
প্রকাশ করিবার পর, তদীয় জননী পুত্রের সংন্যাস
গ্রহণে সস্তর অনুমোদন প্রকাশ করিলেন । শীঘ্র
অনুমোদন করিবার কারণ এই যে, যদি পুত্র জীবিত

তদনু সংস্থানং মনসা ব্যাদাথ যুগোচ শিশুঃ খল-
নক্রকঃ। শিশুরূপেতা সরিতটমত্র সন্ প্রস্ববাম-
তত্বাচ শুচা বৃত্তাম্ ॥ ৬৭ ॥ মাতর্কিধেরমশুশাধি
বদ্র কার্যং সংস্থাসিনা তত্ব করোমি ন সন্দিহেহহং।
বজ্রাশনে তব যথেষ্টমমী প্রদেয়ু গৃহুস্তি যে ধন

মিদং মম পৈতৃকং যৎ ॥ ৬৮ ॥ দেহেহহং! রোগবশ-
গে চ সনাভয়োহমী ত্র্যকান্তি শক্তিমনুহতা যুতি-
প্রসঙ্গে। অর্থগ্রহাজ্ঞনভয়াচ্চ যথাবিধানং কুর্ধ্যুশ্চ
সংস্কৃতিমমী ন বিভেষ্যমীষৎ ॥ ৬৯ ॥ যজ্ঞীরিতং
জলচরস্য মুখাত্তদিক্টং সংন্যাসসঙ্করবশাংমম দেহ-

তত্বা মাতুরহুমতেঃ পশ্চাৎ শ্রীশঙ্করঃ মনসা সংন্যাসনং বাধ্যং অথ
সংস্থানানন্তরং হৃষ্টজলচরঃ শিশুঃ যুগোচ। সংসারার্থোনাঙ্কান-
জলচরেণ হৃষ্টনভেণ গৃহীতস্তসংস্থাসং বিনা ন মোক্ষ ইত্যাদিঃ।
তত্বঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ। শিশুরজ সন্ নদীকটমুপেতা
শোভেন ব্যাপ্তাং জননীমেতদ্বক্ষ্যামামুবাচ ॥ ৬৭ ॥ বহুবাচ তদাহ
হে মাতর্কিধেরমাজ্ঞাপয় অত্রাশিস্থ লোকে বৎসংস্থাসিনা কর্ত্বুং
যোগ্যং তল্লিঙ্গেনে ন কবেমি নাহং সন্দিহে সংশয়যুক্তো ন
তবামি। নহু সন্ন্যাসিনা সংগ্রহশূন্যেন ত্রয়াং কর্তব্যং ভোজনাজ্ঞান-
জ্ঞানং কঃ করিষ্যতীতি চেতজাহ বজ্রেতি। যে ধনমিদং গৃহুস্তি

অমী বজ্রাশনে তব যথেষ্টং প্রদেয়ুঃ। বৎসম্মাং ধনং মম পিতৃ-
সহিত তদ্বাদিত্যর্থঃ। বসম পৈতৃকং তদ্বাদমিতি বা বৎ ॥ ৬৮ ॥
নহু সংস্কৃত স্মৃতি গতে রোগাধীনে যদেহে সতি মরণ-
প্রাপ্তৌ চ কে ত্র্যকান্তি চৈতজাহ দেহ ইতি। হে মাতঃ!
তব দেহে রোগবশগে চ পুনর্মরণপ্রসক্তৌ অমী সনাভরঃ
সপিণ্ডাঃ শক্তি মনুহতা দর্শনং করিষ্যন্তি। মরণানন্তরং
দাহাদিসংস্কারং যথাবিধামং কুর্ধ্যুশ্চ হেতুঘরমাহ। অর্থস্য
মম পৈতৃকধনসংগ্রহাজ্ঞানামাং তদ্বাদমমিতি তরং ত্রয়া ন
কর্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥ সংস্কৃতিকামী কুর্ধ্যুরিতি স্তুতোক্তম-
সহমানা সত্বাচ বদিতি। সংস্থাস্ত সঙ্করোহসীকৃতি-

থাকে, তবেই তাহার দর্শন পাইতে পারিব।
কিন্তু পুত্রের মৃত্যু হইলে আর এই দুরদৃষ্টে পুত্র
দর্শন ঘটিয়া উঠিবে না। ৬৬।

মাতার অনুমতি হইবার পর শঙ্কর তৎক্ষণাৎ
মনে মনে সংস্থাস ধর্ম গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সেই
দুর্ভিক্ষের বালককে পরিত্যাগ করিল। বস্তুতঃ
সংসাররূপ দুর্ভিক্ষের যদি আক্রমণ করে, তখন
সংন্যাস ধর্ম আশ্রয় ভিন্ন মোক্ষ হইবার কোন
প্রত্যাশা নাই। শিশু তখন নদীর তটে আগিয়া ভয়
পাইতে লাগিল, এবং শোকাকুলা জননীকে এই
সমস্ত কথা বলিতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥

মা! এক্ষণে যাহা কর্তব্য, তাহা আজ্ঞা করুন।
এই সংসারে সংস্থাসী হইয়া যাহা করিতে হয়, সে

সমস্ত আমি নিশ্চয়ই করিব এ বিষয়ে আমি অনু-
মাত্রও সন্দেহ করিনা। যদিচ আমি সংন্যাসী হইলে
আমার কিছু মাত্র সংগ্রহ থাকিবে না, এবং আপ-
নার কোন সেবা শুশ্রূষা করিতে পারিব না বলিয়া-
এবং আপনার অমবজ্ঞের কষ্ট হইবে বলিয়া
মনে মনে শঙ্কা জন্মিয়া থাকে, তাহাও অকিঞ্চিৎকর
মাত্র। কারণ, যাহারা এই সমস্ত অর্থ গ্রহণ
করিবে, তাহারা আপনাকে যথেষ্ট আহার এবং
বজ্রাদি প্রদান করিবে। এ সমস্তই আমার পৈতৃক
ধন, তখন এ চিন্তা করিবেন না। এবং আমি
সংন্যাসী হইয়া গমন করিলে যদি আপনার শরী-
রের কোন পীড়া হয়, অথবা মৃত্যু সত্তাবনা ঘটে,

পাঠে। সংস্কারমেতা বিধিরং কুরু শঙ্কর ! ত্বং নো
চেৎ প্রসূয় মম কিং ফলমীরয় ত্বং ॥ ৭০ ॥ অক্লম্ !

তদ্বশাঙ্কলচরন্ত মুখাদ্বজীবিতং তব বজ্রোৎপন্নং তদিতং সঙ্গ-
রোহজীকৃত্যে মুক্তি বিধিপ্রকাশঃ। তথাপি যম দেহস্ত
পাঠে সতি যত্র কাপি দ্বিত্বমাগত্য বিধিবশম দাহাদিসংস্কারঃ
কুরু। নহু সংজ্ঞাসিনো মম দাহাদিওর্ণ্যধিকারাতাবাৎ
কণম্বেবং বদন্তীতি চেত্তত্রাহ। হে শঙ্কর ! পরমেশ্বরস্ত তব ন
কিঞ্চিদপি দোষাবহমিতি ভাবঃ। নহু তথাপি লোকবিরুদ্ধ-
ত্বাৎ কিমর্থমেবং বিধেয়মিতি তত্রাহ। নো চেদिति। মরণা-
নন্তরং দাহসংস্কারস্তাপ্যলাভে সতি ত্রামুৎপাদ্য ময়া কিং ফলং
লভ্যমিতি ত্বমের কথয় ॥ ৭০ ॥ এবং দাহসংস্কারেহুত্বিনি-

এই সমস্ত জ্ঞাতিগণ যথাশক্তি আপনার রক্ষণাবেক্ষণ
করিবে। আমার পৈতৃক ধন গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া
এবং লোকাপবাদ ভয়ে তাহারাই আপনার মর-
ণান্তে সমস্ত দাহাদি সংস্কার্য কার্য্য করিবে। অত-
এব সে বিষয়ে আপনি কিছুমাত্র ভীত হইবেন না।
। ৬৮। ৬৯।

“জ্ঞাতিগণ দাহাদি করিবে” পুত্রের এই বাক্য
সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার মাতা বলিতে লাগি-
লেন। তুমি সংজ্ঞাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে বলিয়া
আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছি।
এবং তজ্জন্যই কুন্তীরমুখ হইতে পুনরায় তোমার
জীবন রক্ষা হইয়াছে। এত কষ্টের পর তোমার
জীবন প্রাপ্তি যে আমার একান্ত আদরণীয় তাহাতে
আর কোন সংশয় নাই। তথাপি আমার দেহ-
পতন সময়ে তুমি যেখানে থাকি, আসিয়া বিধি-
বিধানে আমার দাহাদি সংস্কার করিও। তুমি
সংজ্ঞাসী হইলে যদি চ আমার দাহাদি-কার্য্য

রাত্রিসময়ে সময়ান্তরে বা সন্ধিস্থয়ে স্ববশগাহবশ-
গাথ বা মাং। এয্যামি তত্র সময়ং সঙ্কলং বিহায়
বিশ্বাসনাগ্রুহি মৃত্যুতপি সংস্কারিষ্যো ॥ ৭১ ॥ সংজ্ঞা-
স্তবান্ শিশুরয়ং বিধবামনাথাং ক্ষিপ্তেতি মাং
প্রতি কদাপি ন চিন্তনীয়ং। বাবশ্ময়া স্থিতবতা

কর্তব্যতীমতিভুঃখিতাং মাত্রমাগত্যা শ্রীশঙ্কর উবাচ। হে
অথ ! অহি বিবসে স্ববশগা স্বাধীনা রোগাদিনা পরাধীনাঃ স্ববশগা
বা মাং চিন্তয়। তত্র তব চিন্তনসময়ে সর্বং সময়মাচারং বিচা-
গমিষ্যামি। সময়ঃ শপথাতারসিদ্ধান্তেহিতি মেদিনী। মহুকে
বিশ্বাসং প্রাপুহি ॥ মৃত্যুতপি সংস্কারং করিষ্যে ॥ ৭১ ॥ সংজ্ঞাসিনা
কর্তব্যযোগ্যমাপাদীকৃত্বতো মমৈকম প্রার্থনা ত্বয়াপ্যবশ্যং স্বীকর্ত-
ব্যেত্যশরণানাহ অয়ং শিশু বিধবামনাথাং মাং ত্যক্ত ॥ সংজ্ঞাসং

তোমার কোনই অধিকার নাই, তথাপি তুমি ভূম-
শূলে শঙ্কররূপী বলিয়া তোমার একাধ্য কিছুতেই
দোষাকর নহে। এবং লোক-বিরুদ্ধ বলিয়া যদি
একাধ্য না কর, তবে মরণাবসানে আমার দাহাদি
সংস্কার না হইলে তোমাকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে
ধারণ করিয়া আমার কি ফল লাভ হইল, তাহা
তুমিই বল দেখি? ॥ ৭০ ॥

দাহকার্য্যে জননীকে একান্ত ক্ষুধা দেখিয়া
বলিতে লাগিলেন। মা ! দিবসে, রাত্রিকালে,
কিন্তু অন্য কোন সময়ে স্বাধীনভাবে অথবা রোগা-
দিদ্বারা পরাধীন হইয়া আপনি আমার যখনই চিন্তা
করিবেন আমি তখনই আচার পরিত্যাগ করিয়া
আপনার নিকটে আশ্রয়ন করিব। আপনি আমার
এই বাক্যে বিশ্বাস করুন এবং মরণ সময়েও আমি
আপনার দাহাদি সংস্কার করিব। ৭১।

ফলমাপনীং মাতস্ততঃ শতগুণং ফলমাপয়িষ্যে ॥
• ৭২ ॥ ইথং স মাতরমমুগ্রহণেচ্ছ কৃন্তু । প্রোচে-
সনাভিজনেষ বিচক্ষণাণ্যঃ । সংশ্রাসকল্পিতমনা
ত্রজিতোহস্মি দূরস্তাং নিক্ষিপামি জননীমধবাং ভব-
ৎসু ॥ ৭৩ ॥ এবং সনাভিজনমুত্তমমুত্তমাণ্যঃ শ্রীমাতৃ-

কার্ধ্যমভিভাষ্য করষয়েন । সংপ্রার্থয়ন্ স্বজননীং
বিনয়েন তেষু নিক্ষেপয়ন্নয়নজাষু নিষিক্ষমানাষু ॥
৭৪ ॥ আশ্রীয়মন্দিরসমীপগতাং যথাসৌ চক্রে
বিদূরগনদীং জননীহিতায় । ততীরসংশ্রিতযদুদ্বহ-
ধাম কিঞ্চিৎ সা নিম্নগাহরভত তাড়য়িতুং তরনৈঃ ॥ ৭৫

কৃতবানিতি মাং প্রতি কস্তাফিদপ্যবস্থায়ঃ সয়া ন চিন্তনীয়ং ।
নমু তুয়া পরিত্যক্তবাদতিকষ্টবজা ময়া কথং ন চিন্তনীয়মিতি
তদ্রাহ । হিতবতা ময়া যৎ পরিমিতং ফলং তুয়া প্রাপ্তবাং
হে যাকঃ ! তস্মাকৃতগুণং ফলমহং প্রাপয়িষ্যে ॥ ৭২ ॥ অনেন
প্রকারেণ মাতরমুক্তা স গোত্রজন্মবাচেত্যাহেমিতি । যদু-
বাচ তদাহ সংশ্রাসেতি । সংশ্রাসায় কল্পিতং মনো যেন সোহহং
হং গন্তুমদাতোহস্মি তস্যাং পতিরহিতাং তাং জননীং ভবৎসু
রক্ষার্থং স্থাপয়ামি ॥ ৭৩ ॥ এবং প্রকারেণোক্তমং সনাভি-

জনমুত্তমাণ্যঃ শ্রীশঙ্করঃ শ্রীমাতৃকার্ধ্যং সমাশুত্ব । যুক্লিভেন
হস্তধয়েন সম্যক্ প্রার্থয়ন্ দৃশ্বে নৈত্রজাষুভি নির্বিঞ্চমানাং মাতরং
সঃ বিনয়েন তেষু সনাভিজনেষু নিক্ষেপয়ৎ ॥ ৭৪ ॥ সংশ্রাস-
এহণায় শ্রীশঙ্করস্ত গমনং কর্মিয়ান্ গমনসময়ে স যৎ কৃতবান্
তদ্ব্যপিতুবারভতে আশ্রীয়েতি । অখানন্তরমসৌ যৎ কিদূরগাং
নদীং মাতৃহিতায় শ্রীমন্দিরসমীপগতাং চক্রে ততাতীরং
সংশ্রিতস্ত বহুজৈষ্ঠস্য শ্রীকৃষ্ণাধম স্থানং কিঞ্চিৎ সা নদীতরনৈ-
তাড়য়িতুমানভত ॥ ৭৫ ॥ কিঞ্চিৎ বর্ষান্ন হরৌ দেবেশে বর্ষতি

সংশ্রাসী হইলে যে সকল কার্য্য করা উচিত
নহে, আমি তাহাও করিতে অস্বীকৃত হইলাম ।
কিন্তু আপনিও আমার একটা প্রার্থনা অবশ্যই
স্বীকার করিবেন ? । “আমি বিধবা ও অনাথা,
অতএব আমাকে ত্যাগ করিয়া শঙ্কর আমার
সংশ্রাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিল” আমার উপর এ
বিষয়ের জন্য কদাচ চিন্তা করিবেন না । আমি
পরিত্যাগ করিয়া যাইব বলিয়া যদিচ অত্যন্ত কষ্টও
হয়, তথাপি চিন্তা করা উচিত নহে । কারণ, আমি
গৃহে থাকিলে আপনি যে পরিমাণে ফল পাইবেন
মাতৃভাষ্য হইতে শতগুণ করা আমি আপনাকে
প্রদান করিব । ৭২ ।

বিচক্ষণের শিরোমণি এই বালক জননীর হিত-

সাধনে ব্যাধি হইয়া এই সমস্ত কথা জননীকে বলিতে
লাগিলেন । অনন্তর জ্ঞাতিদিগকে লক্ষ্য করিয়া এক
কথা বলিতে লাগিলেন । এক্ষণে আমার মন সংশ্রাস
ধর্ম্মে একান্ত আসক্ত হইয়াছে, আমি দূরে যাইতে
উদ্যত হইয়াছি । অতএব আমার এই বিধবা জন-
নীকে আপনাদের নিকটে রক্ষার্থ স্থাপন করিলাম
। ৭৩ ।

সর্বোত্তম শঙ্কর এইরূপে একপ্রধান জ্ঞাতিকে
আপনার জননীর বিষয় বলিয়া কৃতাজুলি হস্তে
উত্তমরূপে প্রার্থনা করিয়া অশুভক্লমিস্ত জননীকে
সবিনয়ে তাঁহাদের নিকট নিক্ষেপ করিলেন । ৭৪ ।

অনন্তর তিনি (দূরগামিনী যে নদীকে মাতার
হিতসাধনার্থ নিষ্কতরনের নিকটবর্তিনী করিয়া-
ছিলেন) অদ্য সেই নদী তটস্থ কৃষ্ণ মন্দির, তরঙ্গ-
ধারা তাড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিল । ৭৫ ।

বর্ষাস্ত্ৰ বর্ষতি হরৌ জলমেত্যা কিঞ্চদন্তঃপুরং ভগ-
বতোহথ নুনোদ যুৎসাম্ । আরক্ৰ মুর্তিরনঘা চলিতুঃ
ক্রমেণ দেবোহবিভেদিব ন মুকতি ভীকৃহিংসাম্ ॥৬৬
প্রস্থাতুকামমনঘঃ ভগবাননঙ্গবাচাহবদৎ কথমপি
প্রণিপত্য মাতুঃ । পাদারবিন্দযুগলং পরিগৃহ্য চাক্ষাঃ
শ্রীশঙ্করঃ জনহিতৈকরসং স কৃষ্ণঃ ॥৭৭ ॥ আনেষ্ট

সতি ইশ্রোহুচ্যাবনোহরিরিতি হল্যুধঃ । কিঞ্চিজলং ভগবতো
বিষ্কোরন্তঃপুরমাগত্য যুৎসাৎ প্রস্থাতুঃ মুক্তিকামঘ নুনোদ । তত-
শ্চানঘম্যাকৃষ্ণমূর্তিঃ ক্রমেণ চলিতুমারক্ৰ প্রবৃত্তা । নহু ভজলং
তচ্ছিংসাং কুতো ন মুক্তবদিত্তি ভক্তাহ । দেবোহবিভেদিব তরং
প্রাপ্ত ইহাতবৎ । ভীকৃহিংসাং চ কোহপি ন ভ্যজতীত্যত ইত্যর্থঃ ।
॥ ৭৬ ॥ এবং নদ্যা ক্লেপিতো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণোহনঙ্গবাহ-
নরীরয়া বাচা শ্রীশঙ্করমবদৎ উক্তবান্ । তং বিশিনষ্ট মাতৃচরণ-
কমলদ্বন্দ্বং প্রণিপত্য কেমপি প্রকারেণ মাতৃসাক্ষ্যং চ পরিগৃহ্য
গম্ভকানং সকলদোষবিনিমুক্তং এভেন স্বস্তাজ্ঞানাদি-
দোষনিবৃত্ত্যর্থং তত্ত গমনেন্দ্ৰা বারিতা । তর্হি কিমর্থং তত্ত
গমনেন্দ্ৰেত্যত আহ । জনানাং হিতং একো নুখ্যো রসো
বস্ত তৎ । তথা চ লোকোপকারায় তত্ত গমনং সংজ্ঞাস-
গ্রহণাদিকমিতি ভাবঃ ॥ ৭৭ ॥ বহুবচ ভক্তাহ যাং দূর-

বর্ষাকালে ইন্দ্র জলবর্ষণ করিলে কিঞ্চিৎ জল
ভগবান্ বিষ্কর অন্তঃপুরে আগমন করিয়া প্রশস্ত
মুক্তিকা সকল খণ্ডন করিয়া ফেলিল । অনন্তর ক্রমশ
সেই অনঘ মূর্তি চলিতে প্রবৃত্ত হইল । তাহা
দেখিয়া বোধ হইল যেন ঐ দেবতা ভীত হইয়াছেন ।
এই জগতে কেহই ভীকৃলোকের প্রতি হিংসা ভ্যাগ
করেনা, এই নিমিত্তই জলের অন্য এতদূর প্রাচুর্য্য
হইয়াছে । ৭৬ ।

দূরগনদীং কৃপয়া ভবান্ যাং সা মাতিমাত্রমনিশং বহু-
লোর্মিহন্তেঃ । ক্লিষ্টাতি তাড়নপরা বদ কোহুত্ভা-
পায়ো বস্তং ক্রমে ন নিতরাং বিজপুত্র ! যাসি ॥৭৮॥
আকর্ষ্য বাচমিতি তামতনুং গুরু নঃ প্রোদ্ধৃতা কৃষ্ণ-

গনদীং তবান্ কৃপয়া আনীতবান্ সাহক্যন্তঃ নিরন্তরমমন্তো-
গ্রিক্রপৈর্হিতৈজ্ঞাডনপরা মাং ক্লিষ্টাতি । ক্লেপনিবৃত্তৌ বদ কোহ-
ত্ভাপায়ো যতো বস্তং ন সমর্থো ভবামিহে বিজপুত্র ! ত্বং বাতন্তঃ
মুতরাং বস্তং ন ক্রমে ইত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণাক্তং শ্রদ্ধা কিং
কৃতবামিতাপেক্ষারামাহাকর্ণোতি । ইতোবং তামতনুশরীরায়
বাচং শ্রদ্ধা মোহমাকং গুরুরিত্তি গ্রহণারোক্তিঃ । অচলমপি
কৃষ্ণঃ শনৈক ভূজাত্যাং প্রকর্ষণাদভঙ্গাদিকং বিশৈবোদ্ধৃতা

এইরূপে নদীর তরঙ্গে ব্যথিত হইয়া ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণ দৈববাণী করিয়া পবিত্রাত্মা শ্রীমান্ শঙ্করকে
বলিতে লাগিলেন । আপনি জনমীর পাদামুজ
প্রণাম করিয়া এবং জনমীর আঞ্জাগ্রহণ করিয়া
জগন্নিবাসী মানবমণ্ডলের হিতসাধনার্থে স্বকীয়
চিত্ত অর্পণ করিয়া গৃহ হইতে গমন ও সংন্যাস ধর্ম্ম
গ্রহণ করিয়াছেন । আপনি যে দূরবর্ত্তিনী নদীকে
দয়া করিয়া এই স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন,
সেই নদী আমাকে তাড়িত করিবার প্রত্যাশায়
অনবরত উত্তাল তরঙ্গমালারূপ বাহুদ্বারা ক্লেপ প্রদান
করিতেছে । এক্ষণে বলুন ক্লেপ নিবৃত্তির উপায় কি ?
হে বিজকুমার ! আপনিও আমাকে পরিত্যাগ
করিয়া চলিলেন, এক্ষণে আপনার অবিদ্যামানে
আমি কি করিয়া আর এই স্থানে অবস্থিতি করিব ।
বস্ততঃ আপনি স্থির আনিবেন, আমি কদাচ আপ-
নার অদর্শনে এই স্থানে বাস করিতে পারিব না ।
। ৭৭ । ৭৮ ।

গচলং শনৈকৈ ভূজাতাম্ । প্রাতিষ্ঠপন্নিকটএব ন যত্ন
বাধা নদ্যেতুদীর্ঘা স্তম্ভম্, স্ব চিরায় চেতি ॥ ৭৯ ॥ তস্মাৎ
স মাতুরপি ভক্তিবশাদনুজ্ঞামালায় সংসৃতিমহাক্টি-
বিরক্তিমান্ সং । গন্তুং মনো ব্যধিত সংস্রসনায দূরং
কিং নোদ্বিতঃ পতিভুমিচ্ছতি বারিরাশৌ ॥ ৮০ ॥

সদীপ এব প্রতর্কেণ পুনশ্চলনং বধা ন স্তাভবা হাপিতবান্ । নহু
নিকটস্থাপনেন পুনরপি নদীবাধা ভবিষ্যতীতি চেতজাহ । যন্নি
তানে নদ্যা বাধা নাস্তি তত্তেতার্থঃ । চিরকালং স্তম্ভমুপবিশে-
তাক্তা চাত্মাকিষ্ঠপনিত্যবয়ঃ ॥ ৭৯ ॥ তস্মাচ্ছীকৃত্যং ভক্তি-
রশাৎ স্তমাতুরপানুজ্ঞাঃ গঠীয়া সংসারমহাসমুদ্রাধিরক্তিমান্
সংস্রসনায দূরদত্তং মনোহরত । কিমর্থমিত্যত আহ । কিমিতি
নৌকায়াঃ তিতঃ সমুদ্রে কিং পতিভুমিচ্ছতি নৈবেচ্ছতি । তব-
বৈরাগ্যাদিলক্ষণনৌদ্বিতঃ সংসারসমুদ্রে পতিভূং নৈবেচ্ছতী-

অনন্তর গ্রন্থকার বলিতে লাগিলেন, আমা-
দিগের গুরু শঙ্করাচার্য্য এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া
অচল-মূর্তি শ্রীকৃষ্ণকে অগ্নে অগ্নে বাহুদ্বারা উদ্ধৃত
করিয়া তাঁহার নিকটে (নদীদ্বারা যাহাতে কোন
রূপ বাধা না হয়, এইভাবে) “তুমি এই স্থানে চির-
কাল উপবেশন কর” এই কথা বলিয়া তাঁহাকে
তথায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥ ৭৯ ॥

ভক্তিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের এবং মাতার আজ্ঞা গ্রহণ
করিয়া সংসাররূপ মহাসমুদ্রে হইতে বিরক্তিভাব
অবলম্বন করিয়া সংন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত দূরে
যাইতে স্নান করিলেন । তাঁহার কারণ এই, যে
ব্যক্তি নৌকার উপর আরোহণ করিয়া থাকে, সে
কখনই সমুদ্রে পতিত হইতে ইচ্ছা করে না ।
আমাদিগের আচার্য্য বৈরাগ্যলক্ষণ তরণীর উপর

ইথং স্তম্ভীঃ স নিরবগ্রহমাতুলক্ষ্মীশানুগ্রহো ঘট-
জীবোধিতভাবিবেন্দী । একান্ততো বিগতভোগ্য-
পদার্থতৃষ্ণঃ কৃষ্ণে প্রতীচি নিরতো নিরগামি-
শাস্তাৎ ॥ ৮১ ॥ যস্য ত্রিনেত্রাপরবিগ্রহস্ত কামেন

ত্যাৰ্থঃ ॥ ৮০ ॥ ইথমেনে প্রকারেণ স স্তম্ভীঃ নিশাস্তাৎ সৰ-
নাম্নিরগাৎ নির্গতবানিতি বোজন্য । নিশাস্তবস্ত্যসদনং তবনা-
গারম্নিরমিত্যমরঃ । তং বিশিনষ্ট । মাতা চ লক্ষ্মীশচ মাতৃ-
লক্ষ্মীশৌ নিরবগ্রহো নিরববি শ্মাতৃবিকোরনুগ্রহো বস্তুনি এতেন
মাতৃশ্রীকৃত্যাত্ম্যং প্রসন্নতাপূৰ্ব্বকং প্রোবিত ইতি বোধিতং । নহতি-
শীত্রঃ কিমর্থং গতবানিতি অহ । ঘটজেনাগভ্যোম বোধিতং
ভবিষ্যৎ জানাতীতি তথা । নহু জীবনোপারমেব কৃত্তো ন কৃত-
বানিত্যত আহ । অত্যন্তঃ বিগতা নিবৃত্তা ভোগ্যপদার্থেভ্যো
দেহানিত্যতৃষ্ণা যত সং । বতঃ কৃষি ভূবাচকঃ শব্দো গন্ত নিরু-
বাচকঃ । ত্রিনেত্রকঃ পরং ব্রহ্ম কৃত ইত্যভিধীয়ত ইত্যুক্তত্বাৎ
কৃষ্ণে প্রতীচিভোগ্যগতিরৈব ব্রহ্মণি নিবৃত্তাঃ রত ইত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥

অধিকৃত আছেন, অতএব তিনি কখনই সংসার-
সাগরে পতিত হইতে ইচ্ছা করিলেন না । ৮০ ।

মাতার এবং কমলাপতি শ্রীকৃষ্ণের শঙ্করের
উপর অনবধি অনুগ্রহ ছিল বলিয়া তাঁহার শঙ্করকে
প্রসন্ন হইয়া, গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন । শীত্র
যাইবার কারণ এই যে, যে কাৰ্য্য করিতে হইবে,
অগস্ত্য মুনি সেই সমস্ত জ্ঞাতকরাইয়া দিলে তিনি
তাহা সমস্তই জানিয়া ছিলেন । এবং জীবনের সার্থ-
কতা স্বরূপ দার পরিগ্রহাদি না করিবার কারণ এই,
সংসারে যাবতীয় ভোগ্য পদার্থের উপর তাঁহার
বিতৃষ্ণা জন্মিয়া ছিল । শাস্ত্রকারেরা কৃষ শব্দে
ভূমি ও শব্দে মোক্ষ, এই দুইটী অক্ষর একত্র
করিয়া কৃষ্ণ শব্দের বুৎপত্তি করিয়া থাকে থাকেন

নাশীযত দৃকপথেহপি । তন্মূলকঃ সংসৃতিপাশবন্ধঃ
কথং প্রসক্তোত মহামুভাবে ॥ ৮২ ॥ অরৈণ
কিল মোহিতৌ বিধিবিধু চ জাভূৎপথো তথাহহ
মপি মোহিনীকচকুটাদিবীকাপরঃ । অগামহহ
মোহিনীমিতি বিমৃশ্য মোহজাগরীদ্যতীশবপুষাশিবঃ

অরকৃতাতিবার্তোজ্জ্বিতঃ ॥ ৮৩ ॥ নিম্পত্রাকুরতাহ
পুরানপি পুরাশ্রয়ঃ সপত্রাকরোদপাশ্রয়িহ নিক-
লাকৃতত্তরাং গন্ধর্ববিদ্যাধরান্ । যো ধামুজবণে ন-
রাননলগাং কৃৎসাদলাসীদলং যন্তশ্রিন্নশুশ্রুতৈষ
মুনিভ বর্ণিণ্যঃ কথং শঙ্করঃ ॥ ৮৪ ॥ শান্তিচাৰণ-

তদ্বৈততচ্ছিত্রমিত্যাহ । যন্ত জীপি নেত্রাণি কামদাহকারিমোহ-
সুখাশ্রয়ানি বস্ত সঃ । অপরো বিপ্রোহো বস তজ্জাপরবিপ্রমোহিত
বা । দৃষ্টিপথেহপি কামেন নাশীযত কামঃ স্বাহুং ন শক্তস্তম্ভিন্
মহামুভবে কামমূলকঃ সংসৃতিপাশবন্ধঃ কথং প্রসক্তোত ॥ ৮২ ॥
নহু নিতামুক্তস্ত শিবস্ত সংশ্রামেন কিমাবিক্যমিতি চেত্বাহ ।
বিধি ব্রহ্মা বিমৃশ্যতৌ কামেন মোহিতৌ জাকু কদাচিত্তংপথো
চ সূতামুভাবেনে তারপ্রহেণ চোদ্যার্ণো চ তথাহহহ শিবোহপি
কামেন মোহিতো মোহিন্যাঃ কেশস্তনাদিবিদীকপনোহহ-
হেত্যাশ্রয়ো মোহিনীমগামহহগতবানিতি বিচার্য সংশিবে
যতীশত বপুষা কামেন কৃতবাঃ পীডাগঃ বর্জিতাশ্রয়িতোহ-

জাগরীদতিশয়েন জাগতিশ্চেত্যাঃ পৃথী ॥ ৮৩ ॥ কিঞ্চ যো
ধামুজবণে ধমুজবণে নারঃ কামোহহরান্ নিম্পত্রাকুরত স-
পুত্যানাং পরাদাধপরাশ্রয়ে বৃ নিগমনাশ্রিতান্ কৃতবান্ । তথা
পুরানপি সপত্রাকরোৎ সপুত্যানশ্রয়েনেন সপত্রান্ কৃতবান্ ।
সপত্রনিম্পত্রাদিত্যধন টিতি ডাচ । তথাহহহনপি গন্ধর্ববিদ্যা-
ধরানিহ জগতি নিকলাকৃতত্তরাং নির্গতঃ কুলমন্তরবরবানাং
সমুহো যেতান্তধাতুতানতাস্তং কৃতবান্ । নিকলাকুরিকোবণে টিতি
ডাচ । তথা নরাননলগাং সাকলোনাশ্রিতান্ কৃতা ত্বং মধু-
লমুদলাসীৎ সমাদীশ্রিতানত্বং তম্ভিন্ কামে যঃ অনশ্রুত শ্রুতঃ
কৃতবান্ টৈবঃ শ্রীশঙ্করো মুনিভঃ কথং বর্ণিণ্য ন কামপীত্যাঃ ।
শাদু ০ ॥ ৮৪ ॥

এইরূপ ব্যুৎপত্তিলভ্য কৃষ্ণাঙ্কের পরব্রহ্ম অর্ধ দুখা
ইয়া থাকে । সুতরাং তিনি এই সমষ্টি পদার্থের
আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের উপর একান্ত রত ছিলেন
এবং কালবিলম্ব না করিয়া শীঘ্র গৃহ হইতে বহির্গত
হইলেন ॥ ৮১ ॥

কামদাহক অগ্নি, চন্দ্র এবং সূর্য্য এই তিনটী যাহাঁর
নেত্র, সেই নৃতম এবং অপর শরীরধারী শঙ্করের
মনন পথে অদ্য মননও অবস্থিতি করিতে সমর্থ
নহে । অতএব মহামুভাব শঙ্করের উপর সেই
কামমূলক সংসার, পাশবন্ধ কিরূপে প্রসক্ত হইবে ? ।
যিনি কামদহ করিয়াছেন তাঁহাকে কখনই কামমূলক
সংসার পাশ বন্ধ করিতে পারে না ॥ ৮২ ॥

বিধাতা এবং চন্দ্র কামদহে তাড়িত হইয়া

কোন সময়ে বিধি কছাগমন ও চন্দ্র গুরুপত্নী তারা-
গমন করিয়া উৎপথে পদার্পণ করিয়া ছিলেন । এবং
আমি শিব, আমিও মোহিনীর কেশ-পাশ ও স্তনাদি
দর্শন করিয়া মোহিনীর নিকট গমন করিয়া ছিলাম
ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় । এই সমস্ত বিচার
করিয়া মহাদেব যতীশমূর্ত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কাম-
কৃত পীড়ার সম্বন্ধ পর্য্যন্ত বিলম্বিত দিয়া ঐ বিষয়ে
অতিশয় জাগরুক থাকিতেন ॥ ৮৩ ॥

কন্দর্প, অশুর এবং দেবতাদিগকে অত্যন্ত অর-
বিন্দ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধর দিগের অন্তরঙ্গ সম্বল
বাধিত ও মনুষ্য দিগকে দহ করিয়া নিরন্তর উদ্ভা-
সিত হইতেন । সেই ধর্ম্মধারীদিগের অগ্রগণ্য কাম-

য়ন্ননো গতিমুখা দাপ্তি অরুদ্রং ক্রিয়া আধাতা বিবরা- স্তবম্ প্রথাংস্তু কুতো বৈরাগ্যাত্তো বৈদ্বি নো ॥৮৫॥
সুতরাং পরিতঃ কাস্তি মূর্ছতঃ বাধাং । ধ্যানৈকোং- বিজনতাবনিভাপরিতোষিতো বিধিবিত্তীর্ণকৃতাস্ত-
সুকতাং সমাধিবিততিশ্চক্রে তথা স প্রিয়া প্রজ্ঞা হ- তমুস্থিতিঃ । পরিহরন্ময়তাং গৃহগোচরাং ক্ষয়-

কিঞ্চাস্য শ্রীশঙ্করস্য কুতো বৈরাগ্যাত্তো কস্যং বৈরাগ্যং পর-
বৈরাগ্যাদপরবৈরাগ্যায়া শাস্তিঃ । শ্রবণাভ্যাসিতিক্রিয়াবিলম্বি-
ব্যাপারেভ্যঃ স্বাধিকারানুপযুক্তোহকলত্বজ্ঞানপূর্ককচিত্ত-
নিরোধঃ সা মনোহবশরং বশয়মরং । তথা দাপ্তিক্রিয়াভূতবাহু-
ব্যাপারেভ্যো বাহকরণনিরোধঃ সা গতিমুখাঃ ক্রিয়া ন্যককং
গমনান্নবদনবিসর্গানন্দস্পর্শনদর্শনান্বাদনাত্মাণাশ্রিত্যঃ ক্রিয়া
বাক্পাপিপাদপায়ুগন্ধজ্ঞোজ্ঞকৃৎকরসনত্ৰাণাখোল্লিখব্যাপার-
নরুদ্রং সংকল্পবতী । তথোপরতিঃ সত্ত্বভ্রো নিত্যানামপি
বিধিত এব ত্যাগঃ সা বিবরাস্তরাজ্জবদ্যাদিভ্যাসিতিক্রিয়াবিবরাতা
ইকক্রিয়া আধাতা সাধারণং স্তম্বনং কৃতবতী । তথা কাস্তিঃ
স্বাধিকারাপেক্ষিতজীবনবিচ্ছেদকাতিক্রিয়ানাং নীতোকাদি-
বদনানাং সহিসুতা সা মুহুতং কোমলতাং বাধাং বিহিতবতী ।
তথা সমাধিবিততি কিঞ্চিংসিত শ্রবণাদিবিরোধিনিজ্ঞাদিনিরো-
ধেন চেতসোহবস্থানং সমাধিস্তস্য সন্ততি ধ্যানৈকোংসুকতাং
চক্রে আশ্রয়তি বা পাঠঃ । তথা প্রজ্ঞাষিতো ভূত্বতি শ্রতো

দেবের উপরেও যিনি শূরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন
সেই শঙ্করের মহিমা কিরূপে বর্ণিত হইবে ?
। ৮৪ ।

শ্রবণ মনমাদি হইতে অতিরিক্ত এবং স্বল্প অধিকারে
অনুপযুক্ত নিখিল বুদ্ধিবৃত্তি হইতে সফলত্ব জ্ঞানে
চিত্ত-রোধ করার নাম শাস্তি । সেই শাস্তি কোন্
বৈরাগ্য হইতে তাঁহার মন বশীকৃত করিয়াছিল ?
বাহুবিশয় হইতে বাহ্যেস্ত্রিয় রোধ করার নাম
বশ । সেই বশগুণ, ধমন, আদান বদন, বিসর্গ,
স্পর্শন, দর্শন, আনন্দন, ও জ্ঞানাত্মক ক্রিয়া সকল

বহু বিভবিত্তি প্রকা হত্যাঃ সা প্রজ্ঞা শুক্লবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস-
রূপা ক্রিয়া আস বভূবেতি নো বৈদ্বি এতৎ সর্কং কস্মাদৈরাগ্যা-
জাতমিত ন জ্ঞানাত্মার্থঃ ॥ ৮৫ ॥ এবং শ্রীশঙ্কররূপবর্ণা তত
গমনং বর্ণয়তি । বিজমতেতি । জনসমূহশূন্যতালক্ষণয়া বনি-
তমাহজনয়া তেবং জ্ঞাপিতো বিবিনা দৈবেন বিতীর্ণেন দন্তেন

ও বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, শ্রোত্র, হৃৎ,
চকু, রসনা এবং জ্ঞান এই সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপার
রোধ করিয়াছিল । চিত্ত-শুদ্ধি হইলে নিত্য-
কর্মের যথাবিধি বর্জনের নাম উপরতি । সেই
উপরতি তাঁহার বিষয়ান্তর হইতে পৃথক্ ক্রিয়া-
সমূহের সাধারণ স্তম্বন করিয়াছিল । রাগ, ঘেব,
শীত, উষ্ণ ইত্যাদি দুইটী দুইটী পদার্থের সহি-
সুতার নাম কাস্তি বা কমাগুণ । সেই কমা, সকল
বিষয়ে তাঁহার কোমলতা প্রদান করিয়াছিল ।
শ্রবণ মননাদির বিরোধী নিজ্ঞাদির নিরোধ করিয়া
যথাস্থানে চিত্তের অবস্থানের নাম সমাধি ।
সেই সমাধি সকল ধ্যানকার্য্যে একমাত্র শু-
ক্ল প্রকাশ করিত । শুক্ল-বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস
করায় নাম প্রজ্ঞা । সেই প্রজ্ঞা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়
হইয়াছিল । এই সমস্ত যে তাঁহার কোন বৈরাগ্য
হইতে ঘটিয়াছিল ? তাহা আমি জানিনা । ৮৫ ।

বিজনতা-রমণী তাহাঁকে সন্তুষ্ট করিলে দেব-
দত্ত ভোগে নিজ শরীর রক্ষা করিবার নিমিত্ত গৃহ-

গেন শিবেন সমঃ যযৌ ॥ ৮৬ ॥ গচ্ছন্ বনানি
সরিতো নগরাণি শৈলান্ গ্রামান্ জনানপি পশুন্
পথি সোহপ্যপশ্যন্ । নষ্টৈশ্চজালিক ইবাহুতমি-
ন্দ্রজালং ত্রৈকৈবমেব পরিদর্শয়তীতি মেনে ॥ ৮৭ ॥
বাদিতি নির্জনজাধকর্ণিতাং বর্তয়ন্ পথি জরদ-
গবীং নিজে । দণ্ডমেকমবহজ্জগদগুরু দণ্ডিতাখিল-
কদধ্বমগুলঃ ॥ ৮৮ ॥ সারঙ্গা ইব বিশ্বকক্ৰভিরহ-

কুর্কৃষ্ণিকৃচ্ছত্বে জলৈর্জল্লটকৈঃ পরমর্ষভেদনকলা-
কণ্ডলজিহ্বাফলৈঃ । পাবৈগুরিহ কাম্পিশৌকমনসঃ
কং নাপ্নুযু বৈদিকাঃ ক্লেশং দণ্ডধরো যদি স্ম ন মুনি-
জ্ঞাতা জগদ্রেশিকঃ ॥ ৮৯ ॥ দণ্ডাধিতেন দ্বুতরাগ-
নবান্বরেণ গোবিন্দনাথবর্নাম্মুভবাতটস্থম্ । তেন
প্রবিক্টমজনিষ্ঠু দিনাবসানে চণ্ডিবা চ শিখরং চর-
মাচলস্ত ॥ ৯০ ॥ তীরক্রমাগতমরুদ্বিগন্তশ্রমঃ সন্

ভোগেন কৃত্য বনরীরস্ত ইতি যেন স গৃহবিবরাঃ সমতাং পরি-
বরন স্তম্ভগেন শিবেন সমঃ যযৌ পরমাত্মানং জদি হ্যায়ন্ বধা-
বিভারঃ ক্রতঃ ॥ ৮৬ ॥ স গচ্ছন্ বনানীনি পশ্যন্নপি যথৈন্দ্র-
জালিকো মাত্ৰাব্যতুতমিন্দ্রজালং দর্শয়তোবমেব মাত্ৰাবজিত্বং
এক বনানিরূপমিদমতুতমিন্দ্রজালং দর্শয়তি মেনে বঃ ॥ ৮৭ ॥
কুংসিতোহধ্বা মার্গো যেষাং দণ্ডিতঃ সর্কেবাং কদধ্বনাং মগুলঃ
সমুদায়ো যেন । স জগদগুরু কবাদিতিঃ স্বে স্বে মার্গে কর্ণিতাং
জরদগবীঃ কর্ণিতত্বাচ্চিলাবয়বাং ক্ষতিলক্ষণাবুজ্জাং গাং নিজে-
হৈবৈকলক্ষেণ পথি প্রবর্তয়ন্ দণ্ডমেকমবহত । তন্ত দণ্ডধারণমেত-
দধ্বমিত্যর্থঃ । রোনরাবিহরধোকৃতালগৌ ॥ ৮৮ ॥ কিঙ্কার-

কুর্কৃষ্ণিকৃচ্ছত্বে জলৈর্জল্লটকৈঃ পরমর্ষভেদনকলাপকণরা
কণ্ডা ব্যাপ্তঃ জিহ্বাফলং জিহ্বাশাস্তাগো যেষাং ভৈঃ ।
বিশ্বকক্ৰতিঃ প্লেটসাতমেই জরজতমরসঃ সারঙ্গা মৃগা ইব
বিশ্বকক্ৰতিঃ খলৈরহকৃষ্ণিকৃষ্ণিতুখাতুতৈঃ পাবৈগুরিহ জরজত-
মনসো বৈদিকাঃ কং ক্লেশং নাপ্নুযু বৈদিকৈঃ সর্কমপি প্রাপ্নুযু বৈদ-
জগদ্রেশিকো দণ্ডধরো মুনি ন জ্ঞাতাস্ত্রজাং ন কৃত্যং । বিশ্ব-
কক্ৰজিহ্বা খলৈরহধ্বা নখেটনোঃ পূমান্ । সারঙ্গঃ পুংসি হরিণ
ইতি যেদিনী শাঃ ॥ ৮৯ ॥ এবজ্জুতঃ শ্রীশকরো গোবিন্দনাথ
মনঃ প্রবিক্ট ইত্যাহ । দণ্ডসংযুক্তেন দ্বুতরাগং রজিতং নবীন-
মবরং বস্ত্রং যস্য । দ্বুতামুদ্রাগচ্ছাসৌ নবাবশেষেতি বা । তেন
শ্রীশকরেণেন্দ্রবায়ো নন্দ্যাদ্যায়া নদ্যা তটে স্থিতং গোবিন্দনাথবনঃ
দিনান্তে প্রবিক্টমজনিষ্ঠুৎ । অত্যাচলস্ত শিখরং চ চণ্ডপ্রভেণ
তাহুনা প্রবিক্টমজ্জুতিত্যাঃ বঃ ॥ ৯০ ॥ তীরবৃক্ষেবাগতেন

সংক্রান্ত সমতা পরিত্যাগ করিয়া জদয়ে পরমাত্মার
ধান করিতে করিতে গমন করিলেন । ৮৬ ।

তিনি গমন করিতে করিতে বন, নদী, নগর,
শৈল, গ্রাম, জন ও পশু সকল দেখিয়াও দেখিলেন
না । এবং ঐন্দ্রজালিকলোকে যেমন ইন্দ্রজাল
দেখাইয়া থাকে, সেইরূপ ত্রৈক্যও এই সকল ইন্দ্র-
জাল দেখাইতেছেন, ইহা বিবেচনা করিলেন । ৮৭ ।

যাহাদিগের আচরণ অত্যন্ত কুৎসিত, সেই সমস্ত
অসংপথাবলম্বী লোকদিগকে দণ্ডিত করিবার জন্য
জগদগুরু শঙ্কর, বাদীগণের উৎপীড়নে একান্ত

কুশাস্ত্রী, প্রাচীন বেদবাণীকে অদ্বৈতপথে স্থাপন
করিয়া এক দণ্ড গ্রহণ করিলেন । বস্তুতঃ অধার্মিক,
বেদবিশ্বেষ্টা, উন্মার্গ গামী লোক দিগকে শাসন
করিবার নিমিত্তই তাঁহার দণ্ড গ্রহণ হইয়াছিল । ৮৮ ।

যেৰূপ নিন্দনীয় কুকুরগণ, হরিণদিগের উপর
ধাবমান হইলে তাহারা যেৰূপ ভয়তরলমনে ক্লেশ
অনুভব করিয়া থাকে, জগদগুরু আচার্য্য দণ্ডধর
হইরা আমাদিগকে জ্ঞান না করিলে অহঙ্কৃত,

গোবিন্দনাথমধ্যাতলং লুলাকে । শংসন্তি সত্র
 ১০ তরাণো বসন্তিঃ যুগীনাং শাখাভিকঙ্কসমুগাজিনব-
 কলাভিঃ ॥ ৯১ ॥ আদেশমেকমমুযোক্তুং যং
 ব্যবস্তুন্ প্রাদেশমাত্রবিবরপ্রতিহারভাজং । তন্ন

বাস্তুনা বিশেষণাপগতঃ ভ্রমো যন্ত স তথাপিঃ সন্ গোবিন্দ-
 নাথব্রজস্য মধ্যাতলং লুলাকে দর্শনং । দর্শনং বিনা লোকগাতো-
 লিতি ভক্তাস হুঃস্বরূপং । যত্র যন্নিম্নুচ্ছয়ানি যুগচর্মকৌপীনা-
 ক্ষাভনানি যান্ত্র ভাভিঃ শাখাভিঃ শ্রীননশীলানাং যতীনাং নিবাসঃ
 বোধয়ন্তি তদিত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥ আদেশমুণ্ডেশমেকমমুযোক্তুং
 ঐষ্টময়ঃ শ্রীপঙ্কজঃ ব্যবস্তুন্ নিশ্চয়ং কুর্কন্ প্রাদেশমাত্রঃ ছিন্ন-
 মেব দ্বারপালঃ ভজতীতি কথা ভাং যমিনাং সমুহেন কথিতাঃ

ও শৃঙ্খলাশূন্য, পরমর্গবিদারণ করিবার উপযুক্ত অতি-
 সূক্ষ্ম নৈপুণ্য যাহাদের জিহ্বাগ্রভাগ কণ্ডুরা (চুল-
 কোনা) যুক্ত, সেই সকল পাষণ্ডখলগণ পরাক্রান্ত
 হইয়া উঠিলে বৈদিক লোক সকল সেইরূপ কত
 ক্লেশ না অনুভব করিয়াছিলেন ? । ৮৯ ।

নবীন, রঞ্জিতবস্ত্র পরিধান করিয়া দণ্ডধর
 শঙ্কর চন্দ্রহিতা নর্মদা নদীর তটনিকটস্থ গো-
 বিন্দনাথের কাননে প্রবেশ করিলেন । তৎকালে
 প্রচণ্ডরশ্মি সূর্য্যদেব পশ্চিমাভিলের শিখরদেশে
 অধিরোহণ করিলেন । ৯০ ।

ভীরু হৃদয় হইতে বায়ু আগমন করিয়া তাহার
 আগমনশ্রম দূর করিল । পরে স্নিগ্ধ হইয়া গো-
 বিন্দনাথের বনমধ্যাতল অবলোকন করিলেন । যে-
 যানে তরুগণ, উচ্ছল, যুগচর্মের কৌপীন ও আচ্ছা-
 নপূর্ণ শাখা দ্বারা মননশীল যতিদিগের নিবাস
 প্রমাণ করিয়া থাকে । ৯১ ।

স্থিতেন কথিতাঃ যমিনাং গণেন গোবিন্দদৈশিক-
 গুহাঃ কুহুমী দদর্শ ॥ ৯২ ॥ তন্ত্ৰ প্রপন্নপরিতোষ-
 ছহো গুহায়াঃ স ত্রিঃ প্রদক্ষিণপরিভ্রমণং বিধায় ।
 দ্বারং প্রতি প্রণিপতজ্জনতাপুরোগং তুষ্ঠাব তুষ্ঠ-
 ছদয়ন্তমপান্ত্রশোকম্ ॥ ৯৩ ॥ পর্য্যঙ্কতাং ভজতি
 যঃ পতগেন্দ্রে কেতোঃ পাদান্গদহমথবা পরমেশ্বরস্ত ।

গোবিন্দনাথগুহাং কৌতুকযুক্তঃ সন্ দর্শনং ॥ ৯২ ॥ বৃষ্টী বৎ
 কুহবান্ তদাছ । তন্ত্ৰ প্রপন্নানাং শরণাগতানাং সন্তোষঃ
 দোষি পুররতিতি তথা তন্ত্ৰ শরণাগতসন্তোষবাদস্য শ্রীগোবিন্দ-
 নাথস্ত গুহায়াঃ ব্যবস্তুং প্রদক্ষিণং পরিভ্রমণং বিধায় দ্বারং
 প্রতি প্রণিপাতং দীর্ঘনমস্কারং কুর্কন্ জনসমূহস্য সমক্ষে তুষ্ঠদ্বয়ঃ
 শিশঙ্করাহপাতঃ শোকোপলক্ষিতঃ সংসারো বস্মাতঃ নিব-
 ত্তসংসৃষ্টচক্রে অপান্ত্রাদৌকৃতঃ শিখাগাং বা শোকো যেন
 তঃ শ্রীগোবিন্দনাথং তুষ্টাব ॥ ৯৩ ॥ স্ততিমেব বর্ণয়তি চতুর্ভিঃ যঃ

একটি উপদেশ জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত মনে মনে
 নিশ্চয় করিয়া গোবিন্দনাথের গুহা দর্শন করিলেন ।
 দেখিলেন, যতীন্দ্রগণ সেই গুহা বলিয়া দিতেছি ।
 এবং এক বিস্তৃতি পরিমিত ছিদ্র গুহার দ্বার, পালই
 তাহার প্রবেশ ও নির্গমনাদি হইয়া থাকে । তাহা
 দেখিয়া আচার্য্যের স্বতঃসিদ্ধ কৌতুহল জন্মিল ৯২ ।

শরণাগত লোকদিগের সন্তোষপ্রদ গোবিন্দ-
 নাথের সেই গুহা তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া এবং
 দ্বারের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া জনসমূহের সমক্ষে
 নস্তকেচতা শঙ্কর, শোকপূর্ণ সংসার ত্যাগী গো-
 বিন্দনাথের স্তব করিতে লাগিলেন । ৯৩ ।

যিনি গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণের পর্য্যঙ্ক স্বরূপ ; যিনি

তমৈব দৃষ্টিধৃতসাক্ষিমহৌষ্মভূমেঃ শেষস্য বিগ্রহ-
মশেষমহং ভঞ্জে হ্যম্ ॥৯৪॥ দৃষ্টে পুরা নিজসহস্র-
মুখীমভীষুরন্তেবসন্ত ইতি তামপহায় শাস্তুঃ ।
একাননেন ভুবি যন্তুঃতীর্থ্য শিষ্যানমুগ্রহীন্নু স এব
পতঞ্জলিস্তম্ ॥ ৯৫ ॥ উরগপতিমুখাদধীতা সা-

ক্ষাংস্বয়মবনে ক্রিবরং প্রবিশ্য যেন । প্রকটিতমচলা-
তলে স যোগং জগদুপকারপরেণ শব্দভাষ্যং ॥৯৬॥
তমখিলগুণপূর্ণং ব্যাসপুত্রস্য শিষ্যাদধিগতপর-
মার্থং গোড়পাদান্মহর্ষেঃ । অধিজিগমিসুরেব ব্রহ্ম-
সংস্থামহং ত্বাং প্রসন্নমহিমানং প্রাপমেকান্ত-
ভক্তা ॥ ৯৭ ॥ তস্মিন্মিতি স্তবতি কল্পমিতি ব্রহ্মস্তুং

গকদ্বয়ত শ্রীবিষ্ণোঃ পরীক্ষিতাং ভজতি অথবেতাসা তটৈ-
বেত্যর্থঃ । পরমেশ্বরস্ত মহাদেবস্য যঃ পাদাঙ্গনত্বং ভজতি ।
পুনশ্চ শিরসি দ্বিতা সমুদ্রপর্শিতৈঃ সহিতা ভূমির্গৈন তটৈঃ শেষন্যা-
শেষঃ সর্বং বিগ্রহমমুগ্রহা দ্বা শেবিলক্ষণং অশেষঃ সর্কাক্ষদ্বা-
দ্বাহশেষং ত্বামহং ভজ্যে ॥ ৯৪ ॥ এবং শেবাঙ্কক
বর্ণনেন শ্রীগোবিন্দনাথঃ স্তব্ধা তদবতারভূতপতঞ্জল্যাস্মনা তং
স্তোতি দৃষ্টেতি । যঃ পূর্বে স্মার্যং সহস্র মুখীং মূর্তিং দৃষ্টাস্তে
সমীপে যে বসন্তোহস্তবাসিনঃ শিষ্যা অভীষুর্ভয়মাপুরিতি হেতো-
স্তাং ভয়জনকং মূর্তিং পরিত্যক্তা । শাস্তোনির্কিষঃ সঙ্গেক-
মুখেন ভূবাবতীর্থ্য শিষ্যানমুগ্রহীদমুগ্রহীতবান্ । স পতঞ্জলি নহু
নিশ্চিরেন ত্বমহত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥ জগদুপকারকতাং বর্ণয়ামহ ॥

মহাদেবের চরণ ভূষণ; সমুদ্র ও পর্বত সকলের
সহিত যিনি স্মর্য মন্তকে পৃথিবী ধারণ করিয়াছেন,
আপনি সেই অনন্তপর্শেরও সমগ্র শরীর স্বরূপ—
অতএব আমি আপনার ভজনা করি । পূর্ব
কালে আপনার সহস্রমুখ দেখিয়া শিষ্যগণ ভয়
পাইয়াছিল সেই ভয়জনক মূর্তি পরিত্যাগ করিয়া
একগে নির্কিষ হইয়াছেন । এবং যিনি ভূতলে
অবতীর্ণ হইয়া একবদনে শিষ্যদিগকে অনুগ্রহ
করিয়াছিলেন আপনি নিশ্চয় সেই পতঞ্জলি-
মুনি । স্বয়ং ভূবিবরে প্রবেশ করিয়া উরগপতি
অনন্তপর্শের নিকট হইতে সাক্ষাৎ শাস্ত্র সকল

স্বয়ং ভূমে: পাতালং ত্রিভুং প্রবিশ্যোন্নয়গপতেঃ শেষস্ত মুখাং
সাক্ষাদধীতা জগদুপকারপরেণ যেন যোগশাস্ত্রেণ সহিতং ব্যাকরণ-
ভাষ্যং ভূমিতলে প্রকটিতং তমিতান্তরেণ সম্বন্ধঃ । অযুজিন
মুগুরেফতোয়কারোহুজি চ নজৌন্নয়গাচ পুন্পিভ্যাগ্রা ॥৯৬॥ তং
সর্কাক্ষৈঃ পূর্ণং ব্যাসপুত্রস্য শুক্রাচার্যস্য শিষ্যাদৌড়পাদান্ম-
হর্ষেবধিগতো লক্ষঃপরমার্থো যেন তং প্রসন্নমঃ প্রসন্নশীলো
মহিমা যন্ত তং ত্বাং ব্রহ্মনিষ্ঠামখিজিগমিসুবিধিগত্বনিচ্ছুরেবোহক-
মনন্তরা ভক্তা প্রাপং প্রাপ্তোহস্মি । ননময়যযুতেয়ং মালিনী ভো-
গিলোকৈঃ ॥ ৯৭ ॥ তস্মিন্ শ্রীশঙ্করে এবং স্ততিং কুর্কতি সতি

অধ্যয়ন করিয়া জগতের উপকারক হইতে একান্ত
দীক্ষিত হইয়া ভূতলে যোগশাস্ত্রের সহিত ব্যাকরণ-
ভাষ্য প্রকাশিত করিয়াছেন । আপনি সর্বগুণা-
ধার, ব্যাসপুত্র শুকদেবের প্রিয়শিষ্য মহর্ষি গোড়-
পাদের নিকট হইতে সমস্ত পরমার্থ তত্ত্ব প্রাপ্ত হই-
য়াছেন । ভূতলের চারিপাশ্বে আপনার মাহাত্ম্য
বিস্তৃত হইয়াছে । অতএব আমি ব্রহ্মনিষ্ঠা
জানিতে ইচ্ছা করিয়া একান্ত ভক্তিপূর্বক আপনার
নিকটে উপস্থিত হইয়াছি । ৯৪ । ৯৫ । ৯৬ । ৯৭ ।

শঙ্করাচার্য্য এইরূপে স্তব করিলে পর তিনি
বলিলেন “তুমি কে ?” । সৌভাগ্যক্রমে তিনি

দিক্টা। সমাধিপদরুদ্ধবিস্ফটচিন্তং । গোবিন্দদেশিক-
মুবাচ তদা বচোভিঃ প্রাচীনপুণ্যক্ষনিতান্নবিবো-
ধচিহ্নৈঃ ॥ ১৮ ॥ স্বামিঃ ন পৃথিবী ন জলং ন
তেজো ন স্পর্শনো ন গগনং ন চ তদ্গুণা বা ।

কথং ত্রিভুং ভাগ্যবশাৎ সমাধিপদে নিক্কমদি বিস্ফট-
ব্যাখ্যাপিতং চিত্তং যেন তং গোবিন্দদেশিকং প্রাচীনৈঃ পুণ্য-
নিত্যাবিবোধস্ত চিহ্নং যেষু তৈর্বচোভিঃ স্তম্বিন্ কালে শ্রীশঙ্কর
উবাচোভাঃ ॥ ১৮ ॥ তদ্বচনমুদাহরতি ॥ স্বামিঃ ন পৃথিবী
ন জলং ন তেজঃ ন স্পর্শনং ন গগনং ন চ তদ্গুণা বা ।
নিবং প্রতিপাদ্যমান্যমানং দর্শয়িতুম্ভবদ্যতিমতং তং নিরা-
করোতাং ন পৃথিবীত্যাदिना । তত্র স্থলোহং জানামীত্যাদি
প্রতীত্যা স্থলস্তৈব জাতৃত্বপ্রতীকেন্দেহাকারেণ পরিণতং ভূমাদি-
ভূতচতুষ্টয়মাশ্বেতি চার্বাকেষু কেবাঞ্চিদতিমতমান্যমানং নিরা-

সমাধিপদে পূর্বের মন রুদ্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে
তথা হইতে তাঁহার চিন্তা অন্যস্থানে প্রস্থান করিল
এবং সেই মহানুভাব গোবিন্দগুরুকে পূর্ব জন্মার্জিত
পুণ্য রাশিদ্বারা আত্মবোধপূর্ণ বচনে বলিতে লাগি-
লেন । ১৮ ।

উপনিষৎ শাস্ত্রে যে আত্মা প্রতিপন্ন হইয়াছে
তাহা দেখাইবার নিমিত্ত, বাদোদিগের মতনিরাকরণে
প্রবৃত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন । তন্মধ্যে চার্বাক-
দিগের মধ্যে কেহ কেহ ক্রিতি, অপ্, তেজ,
মরুৎ এই চারিটি ভূতই দেহাকারে পরিণত
হইয়া থাকে এইমত খণ্ডন করিবার জন্য প্রথম বলি-
তেছেন । হে প্রভো ! আমি পৃথিবী নয় । “আমি স্থল
আমি জ্বালি” ইত্যাদি প্রত্যয় হইয়া থাকে বলিয়া
স্থূল পদার্থই ক্ষাতা হইয়া থাকে । এবং আমি

নাপীন্দ্রিয়গ্যপিতু বিক্লিত্তো বিশিষ্টে । যঃ কেবলো-
করোতি । যা পৃথিবী সা অহং ন ভবামি । যোহহং সা পৃথিবী
ন ভবতীতি পরস্পরতাদাত্মানিষেধ এবমগ্রেহপি । নহু বাধি-
না সজ্বাত্তৈবাত্মাত্মাভূগমাৎ প্রত্যোকং পৃথিব্যাং দেহস্তত্ত্ব নিরা-
করণং কোপযুক্ত ইতি চেৎ । বাদিনা বিগুণগুরুভূতি-
যাং তিরিক্তাবয়বানভূগমাৎ । ভূমাদীনি চত্বারি তত্ত্বানীতি
বদতা পঞ্চমতস্তাত্মাভূগমপ্রসক্তিবিধা সংযোগাদিসম্বন্ধানভূ-
গমাৎ সম্বাতকর্তৃবতাবাচ সজ্বাত্মভূগপত্তা প্রত্যোকভূতজরা-
করণং ভৌতিকদেহাত্মত্ববাদনিরাস ইতি গৃহাণ । স্পর্শনো বায়ুঃ
তথা চাত্মনো দেশকালাদ্যপরিচ্ছিন্নত্বাৎ পরিচ্ছিন্নানাং
ঘটাদিবদনাত্মত্বাৎ পৃথিব্যাদিরহং নেত্যর্থঃ । এবং দেহাত্মবাদং
নিরাকৃত্য শূন্যবাদিমাধ্যমিকস্ত মতং নিরাচটে । ন গগনং
বচ্চুবাং তদহং ন ভবামি যোহহং স শূন্যং ন ভবতি । অস্ত্রো-

যদি পৃথিবী না হইলাম, তবে “যে আমি” সে
পৃথিবী নহে । এইরূপে আমি জল, তেজ ও বায়ু
নয়, সুতরাং তেজ জল ও বায়ু “আমি” পদার্থ হইতে
ভিন্ন । কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ঐ পৃথিবী ও
জল প্রত্যেকে একত্র মিলিত হইলে পদার্থসৃষ্টি হয়
তাহা হইলে পদার্থ সকলের গুরুত্ব দ্বিগুণ হইয়া
পড়ে এই ভয়ে অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করা হয়
না । ভূমি প্রভৃতি চারিটি পদার্থ যাহারা স্বীকার
করেন, তাঁহাদের মতে তখন পাঁচটি পদার্থ হইয়া
পড়ে, সেই ভয়ে পদার্থ চতুষ্টয়ের সংযোগাদি সম্বন্ধও
স্বীকার করা হইতে পারেনা । অথচ এক পদার্থ
অন্য পদার্থে সংযুক্ত না হইলে কি রূপে পদার্থ
সৃষ্টি হইবে ? । আপনা আপনি সংযোগ হইতে
পারে না, এবং ঐ ভূমাদি চারিটি পদার্থের মিলন
কর্তা কাহাকেও দেখা যায় না । যদি মিলন না হইল

হস্তি পঃমঃ স শিবোহমস্মি ॥ ৯৯ ॥ আকর্ণা শক- রমুনে ক্বচনং তদিত্মমৈতদর্শনসমুখমুপাস্তহর্ষঃ ।

ভোবোপলব্ধবা ইত্যাদিঃ। নিঃশিষ্টানকল্পমাপত্তেঃ
স্তনপানাদিপ্রঃ কৃত্ত্ব স্বায়মংকারোপলব্ধে। ভূতনিরাকরণে
আপোময়ঃ প্রাণঃ অন্নময়ঃ হি সৌম্য মন ইতি প্রত্যা ভূতকার্য-
ভূতানীকৃত্যেঃ প্রাণময়ঃ ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানশক্তি প্রধানয়ো
নিরাসঃ। মনোনিরাকরণে চ মনঃকৃত্যেঃ কণিকজ্ঞানস্ত ন
তাবৎ প্রাণস্ববাদঃ সাধুঃ সূক্ষ্মো তত্ত্বভোক্তৃ দর্শনঃ। নাপি
মন আত্মবাদস্ত কলঙ্কমুতবাৎ। নাপি কণিকবিজ্ঞানস্ববাদঃ
সৌগতভিত্তিকত্বভোক্তৃত্বয়োঃ সৈবগণিকরণাপত্তেঃ। যদ্যপি
গগনমিত্যনেনাকালস্ত পঞ্চমভূতস্ত নিরাসঃ যদ্যপি ভূতচতুষ্টয়-
ত্ববাদিনো মতে। আবরণভাবভূতভিত্তিকস্ত স্থিতিমানস্ত
আকাশস্ত বেদান্তবাদানুদাত্তাপ্যপাত্তাপ্যাত্ত্ব্য পসক্কা। তস্মি-
নাকৃতং। এবং দেহোপাদানানাং ভূতানামাত্মত্বং নিরাকৃত্য তদ-
পাধানভূতানাং গগনসকলপর্ণপদার্থানাং তদগুণভূতেন প্রসি-
দ্ধানাং পঞ্চতত্ত্বাত্ম্যমাত্মত্বং নিরাকৃত্য। ন চ তদগুণ বা বা-

শক্যত্বাৎকার্যে ইদংগৌঃ পশ্যামি শূন্যমীত্যাদ্যমুতবাৎ। প্রত্যেক
মিত্রিযাদ্যাত্ম্যেতি কেচিৎ বিনিগবদ্যতবাৎ। মিলিতানীত্যপরে
তান্নিরাগতে নাপৌত্রিযানীতি প্রত্যেকমিত্রিযাণামাত্মত্বং যোহহম-
শ্রৌষ্যং সেহহং পশ্যামিতি প্রত্যাগীতমুপপত্তিঃ। মিলিতানাং
তথাহি একেস্মিন্মানে আত্মবিনিশায়াতঃ। তস্মাদিত্রিযাণ্য-
পাহং নাপিতু তত্তত্ত্বমাত্ম সর্কোষাঃ বাধাৎ যোহবিশিষ্টঃ। সর্ক-
বৈতবাধেঃপাবাবিতঃ কেবলঃ কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব দ্বিবিধনির্মুক্তঃ
পরমঃ সর্কোষত্বঃ শিবকিঞ্চিদনশোভতি সোহহমস্মি। অশিষ্টে ইতা-
নেন শূন্যমতনিরাসঃ কঠাতোক্তাচেতি বৈশেষিকতাত্ত্বিক-
প্রাসক্তারাঃ। তোক্তে যেতি সাংখ্যাত্ত কেবলপদেন নিরাকৃত্যঃ।
শিব ইত্যনেন বৈশেষিকতাত্ত্বিকত্বমাত্মনঃ স্বাদিতত্ত্বত্বং পরা-
কৃতং। পরম ইত্যনেন নিরুতিপরত্বং পরমপুরুষার্থত্বং। তস্য
বোধিতং। যদ্যপি পদার্থোপাদানপুরুষত্বং যোহহমস্মিতি
পৃথিব্যাভিনিঃসেধনত্বং পদার্থঃ শোভিতঃ কেবলঃ পরমঃ শিবো
যোহহমস্মিতি শোভিত তৎপদার্থমুতবাৎ যোহহমস্মীত্যত্বার্থঃ ॥৯৯॥

তবে ভৌতিক পদার্থের উপর যাহাদের আত্ম-
পদার্থ স্বীকার করা আছে, তাহাদেরও এইরূপে
মহিমার নিরাকরণ করা হইল। বস্তুতঃ দেশও কাল-
দ্বারা যাহার পরিচ্ছেদ করা যায় না, অথচ পরিচ্ছিন্ন
বস্তু ঘট পটাদির মত অনাত্ম হইয়া থাকে বলিয়া
'আমি' পৃথিব্যাতির মত কোন পদার্থ নয়।

এইরূপে দেহাত্মবাদ নিরাকরণ করিয়া শূন্য-
বাদী মাধ্যমিক মত নিরাকরণ করিতেছেন। গগন
অর্থাৎ যে 'শূন্য' আমি তাহা নয়। জগতে কিছু আছে
এবং তাহাই উপলব্ধি হইয়া থাকে এইরূপ
শ্রুতিই প্রমাণ। যাহার অধিষ্ঠান নাই, সেই পদা-
র্থের ভ্রম হয় না, এবং বালক জাতমাত্র স্তনপানে
প্রবৃত্ত হয়, ইত্যাদি জন্মান্তরীর সংস্কার জ্ঞানে শূন্য
হইতে জগৎ-সৃষ্টি হইতে পারেনা। ভূতনি-

রাকরণ হইলে "আপোময়ঃ প্রাণঃ অন্নময়ঃ হি সৌম্য
মনঃ" অর্থাৎ প্রাণ জলময়, মন অন্নময় ইত্যাদি
শ্রুতিপ্রমাণে ভূত কার্যরূপে অঙ্গীকৃতও ক্রিয়াশক্তি
প্রধান মনের নিরাস করা হইল। মনের নিরাকরণ
হইলে কণিকবিজ্ঞান মনোবৃত্তির প্রাণাত্মবাদের
নিরাকরণ হইয়া থাকে! সূক্ষ্মপ্তি অবস্থায় মনের
কোন বিষয়ে ভোক্তৃত্ব দেখা যায় না। মনের
উপর আত্মবাদও সম্ভবপর নহে। কারণ, মন
ইন্দ্রিয় বলিয়া অনুভূত হয়। কণিক বিজ্ঞানের
উপরও আত্মবাদ অসম্ভব। কারণ, বৌদ্ধ দিগের
অভিগত কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব এক আধারে অবর্ত-
মান। অথবা আমি গগন নয়, এই কথাদ্বারা পঞ্চম
ভূতের নিরাস করা হইল। যদ্যপি ভূতচতুষ্টয়-

স প্রাহ শঙ্কর স শঙ্কর এব সাক্ষাজ্ঞানমিত্যাহ-
বৈমি সমাধিদৃষ্টা ॥১০০॥ তন্ত্রোপদর্শিতবশ্চরণো

ইখমেবম্ভূতমধৈতসাক্ষ্যকার্যং সমুখিতং শঙ্করমুনেবচনং
প্রস্থা সপ্রাপ্তচর্যঃ স গোবিন্দনাথঃ প্রোবাচ। হে শঙ্কর!

বাদোদিগের মতে অব্যাকৃতরূপে অভিমত, নিশ্চল
অসৎ-আকাশ-পদার্থ, কোন দেহের উপাদান কারণ
হইতে পারে না। তথাপি বেদসিদ্ধান্তে আকাশের
বস্তুর স্বীকার এবং দেহাদির উপাদান বলিয়া স্বীকার
করা প্রযুক্ত আকাশের উপর আত্মবাদ নিরাকৃত
হইল।

সম্প্রতি ভূতসকলের আত্মনিরাকরণ করিয়া
তাহাদের উপাদান কারণ স্বরূপ গন্ধ, স্পর্শ, রূপ,
রস, ও শব্দ এই পাঁচটি ভৌতিকগুণেরও আত্মবাদ
অসম্ভাবিত। সুতরাং আমি সেই সমস্ত ভৌতিক-
গুণও নয়। “দেখিতেছি, শুনিতেছি” ইত্যাদি অনু-
ভববশতঃ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই আত্মা, ইহা অপরের
মত। ইন্দ্রিয় সকলে মিলিত হইলেই আত্মা হয়,
ইহা অন্যের মত। এক্ষণে সেই মত নিরাকরণ
করিতেছেন। আমি ইন্দ্রিয় সকলও নয়। প্রত্যেক
ইন্দ্রিয়ের আত্মত্ব স্বীকার করিলে “যে আমি শ্রবণ
করিয়াছি, সেই আমি দর্শন করিতেছি” ইত্যাদি
প্রত্যভিজ্ঞা উপলব্ধি হয় না। এবং যদি সমবেত-
ইন্দ্রিয়-সমষ্টির আত্মত্ব স্বীকার করা হয়, তবে একটি
ইন্দ্রিয় নাশে আত্মার নাশ-দোষ স্বীকার করিতে
হয়।

অতএব সেই সমস্ত বাধা হইতে অবশিষ্ট,
সকলদ্বৈতবাধেও অবাধিত, কেবল (কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব
শৃঙ্খল পরম, সর্বোত্তম, শিব, চিদানন্দ) সেই

গুহায়া দ্বারে শৃপূজয়তুপেতা স শঙ্করার্ঘ্যঃ। আচার
ইতুপদিদেশ স তত্র তন্মৈ গোবিন্দপাদগুরবে স
গুরু র্যতানাম্ ॥১০১॥ শঙ্করঃ সবিনয়ৈরুপচারৈরুজ্জ-
ভোষয়দসৌ গুরুমেনং। ত্রস্তা তদ্বিনিতমপুংপলি-

প্রসিদ্ধঃ শঙ্কর এব সাক্ষাৎ যং প্রাহুরতঃ ইত্যাহ। জ্ঞানামি
কথয়িত্যত অহং। সমাধিদৃষ্টোক্তি ॥১০০॥ তন্ত্রোপদর্শিত
উক্ত্য চ চরণো গুহায়া দ্বারে দর্শিতবতো গোবিন্দনাথস্য শঙ্ক-
রচাৰ্য্যঃ সমীপং আগত্য চরণো ভূপূজয়ৎ। কিমর্থং শৃপূজয়-
দিত্যত অহং। স শঙ্করাচার্য্যঃ তত্র তেই বতিতু তস্মিন্ কাল
ইতি বা গুরুচরণপূজনমাতার ইতুপদিদেশ। গোবিন্দপাদো গুরু-
রস্য তন্মৈ শঙ্করাচার্য্যায় স গোবিন্দনাথ উপদিদেশেত্যাহুবক্তঃ।
১০১। অসৌ শঙ্করো বিনয়সম্বিতৈরুপচারৈরুজ্জৈব গোবিন্দনাথঃ

আমি হইতেছি। অবশিষ্ট এই বচনে শূন্যমত,
কর্তা ও ভোক্তা এই বচনে বৈশেষিক, তার্কিক ও
প্রত্যাকরমত, ভোক্তা এই বচনে সাংখ্যমত,
নিরাকৃত হইল। ৯৯।

এইরূপ অদ্বৈত-জ্ঞানপূর্ণ শঙ্করমুনির বচন
শুনিয়া হর্ষপ্রাপ্ত হইয়া গোবিন্দনাথ বলিতে
লাগিলেন। হে শঙ্কর! তুমি সাক্ষাৎ শঙ্কর
হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছ তাহা আমি সমাধি-
বলে জানিতে পারিয়াছি। ১০০।

এই কথা বলিয়া গুহার দ্বারদেশে পদধর
দেখাইয়া দিলে শঙ্করাচার্য্য গোবিন্দনাথের নিকটে
আসিয়া চরণযুগল পূজা করিলেন। গুরুদেব গোবি-
ন্দনাথ শুৎকালে শঙ্করাচার্য্যকে বলিতে লাগিলেন,
গুরুপাদ পূজা করা সংসারে একটি প্রধান আচার।
১০১।

সম্প্রদায়পরিপালনবুদ্ধা ॥১০২॥ ভক্তিপূর্বক-
কৃতঃ পরিচর্য্যাতোষিতোহধিকতরং যতিবর্মণঃ ।
ব্রহ্মতামুপদিদেশ চতুর্ভি বৈদশেখরবচোভির
মুখৈঃ ॥ ১০৩ ॥ সাম্প্রদায়িকপরাশরপুত্রপ্রোক্ত

স্বত্নমতগত্যানুরোধাৎ । শাস্ত্রগূঢ়দয়ঃ হি দয়ালোঃ
কৃতম্নমপায়মবুদ্ধ স্ববুদ্ধিঃ ॥ ১০৪ ॥ বাসঃ পরা-
শরমৃতঃ কিল সত্যবত্যাং তস্যাতুজঃ শুকমুনিঃ প্রধি-
তানুভাবঃ । তচ্ছিষ্যতামুপগতঃ কিল গোড়পাদো
গোবিন্দনাথমুনিরশ্রু চ শিষ্যভূতঃ ॥ ১০৫ ॥ শুশ্রাব

শুকমহাতে যবৎ কিমিচ্ছন্নিকাত আহ । তছুপনিষৎপ্রসিদ্ধমথৈ-
করসং ব্রহ্ম সম্যক্ জ্ঞাতমপুপলকুমিচ্ছুঃ । নমু বিদিতোপলি-
পার্যাং ণে হেতুবিতি তত্রাহ । সম্প্রদায়ৈতি তদ্বিজ্ঞানার্থং
স গুরুমেবাভিগচ্ছৎ আচার্য্যাবান্ পুরুষো বেদেত্যাদিশ্রুতাত্ম-
গুরুপলননাদিলক্ষণসম্প্রদায়স্ত পরিপালনবুদ্ধোত্যর্থঃ স্বাগতা
॥ ১০২ ॥ ভক্তিপূর্বক কৃত্য যা তস্য পরিচর্য্যা তৎকৃত্য সেবা
তয়া অধিকতরং যথাস্যাতুখা পরিচোষিতো যতিশ্রেষ্ঠো
গোবিন্দনাথো বৈদনাথঃ ঋগ্ যজুঃসামাথবর্ণাথ্যানাং যানি শিরাং-
শ্রুপনিষদস্তথাং বচোভিঃ ক্রমেণ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম অহং ব্রহ্মস্মি
তত্ত্বমসি অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি চতুর্ভির্মচনৈ রমুখৈঃ শ্রীশঙ্করায় ব্রহ্ম-
ভাবমুপদিদেশ ॥ ১০৩ ॥ এবং গুরুণোপদিষ্টঃ সকলং বিজ্ঞাত-

বানিত্যাহ । সম্প্রদায়ে ভবেন পরাশরপুত্রেন ব্যাসেন শ্রোক্তেহ
অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেত্যাদিসূত্রেহ যমতং ব্রহ্মাটৈতলক্ষ্যং
তস্য গতিঃ স্মৃতিস্তস্তা অনুরোধাৎ দয়ালো ব্যাসস্য শাস্ত্রে গূঢ়ং
যৎ ছন্দয়মভিপ্রায়ন্তং সর্বমপি স্ববুদ্ধিরেব শ্রীশঙ্করো বিজ্ঞাতবান্
॥ ১০৪ ॥ সম্প্রদায়বোধনায় গুরুপরম্পরাঃ দর্শয়তি বাস
ইতি । সত্যবত্যাং পরাশরমুনেঃ পুত্রো ব্যাসস্তস্ত প্রাথিতানুভাবঃ
শুকমুনিঃ স্মৃতস্তস্য শিষ্যতাং প্রাপ্তঃ গোড়পাদোহস্য গোবিন্দনাথ-
মুনিঃ শিষ্যভূতঃ বঃ ॥ ১০৫ ॥ তস্ত গোবিন্দনাথমুনেঃ সমীপে

যাহা উপনিষৎপ্রসিদ্ধ, যাহা সকলেরই সম্যক
রূপে বিদিত আছে, সেই অথও, এক, অদ্বিতীয়
ব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছা করিয়া বিনয়পূর্ণ উপচারদ্বারা
গোবিন্দনাথগুরুকে ভুক্ত করিলেন । যাহা বিদিত,
তাহাকে জানিবার জন্য শঙ্করের প্রয়াস পাইবার
কারণ এই যে, “ব্রহ্ম জানিবার জন্য গুরুর সমীপে
গমন করিবে, এবং গুরু সহায় হইলে সেই পুরুষই
ব্রহ্ম জানিয়া থাকে ।” ইত্যাদি বেদোক্ত গুরু-
নিকটে বাসাদিরূপ সম্প্রদায়ের রক্ষা করিতে বুদ্ধিই
হেতু । ১০২ ।

ভক্তিপূর্বক অনুষ্ঠিত সেবাদ্বারা অধিকতর
সমুপ্ত করিয়া যতিবর গোবিন্দনাথ, ঋক্, যজু,
সাম ও অথর্ব এই বেদচতুষ্টয়ের মন্তকস্বরূপ

উপনিষদের “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মস্মি, তত্ত্ব-
মসি, অয়মাত্মা ব্রহ্মা” এই চারিটি বাক্যদ্বারা এই
শঙ্করাচার্য্যকে ব্রহ্মভাব উপদেশ দিলেন । ১০৩ ।

সম্প্রদায়বিশেষে উৎপন্ন পরাশরপুত্র বেদ-
ব্যাসের “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” ইত্যাদি বেদান্ত-
সূত্রে অদ্বৈতব্রহ্মসম্বন্ধে যে মত ছিল, তাহা
গত্যানুরোধে স্ববুদ্ধি শঙ্কর, দয়ালু বেদব্যাসের শাস্ত্রে
নিগূঢ় অভিপ্রায় সকল জানিতে পারিলেন । ১০৪ ।

সত্যবতীর গর্ভে পরাশরমুনির গুণসে বেদ-
ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন । বিখ্যাতমহিমা শুকদেব
তাহার শিষ্য হয়েন । অনন্তর তাহার শিষ্য
গোড়পাদ, গোড়পাদের শিষ্য গোবিন্দনাথ, গোবি-

তস্ত নিকটে কিল শাস্ত্রজালং যশ্চাশ্ৰণোদ্ধৃজগন্ম-
গতস্তনুস্বাৎ । শঙ্করাশ্রমখিলং সময়ং বিধায়
যশ্চাখিলানি ভুবনানি বিভক্তি মূৰ্ধা ॥৭০৬॥ সোহ-
ধিগম্য চরমাশ্রমার্থ্যঃ পূর্বপুণ্যানিচয়ৈরধিগম্যম্ ।
স্থানমচ্যমপি হংসপুরোগৈরুন্নতং ধ্রুব ইবৈক্য
চকাশে ॥ ১০৭ ॥ ছিন্নমূর্তিরতিপাটলশাটীপল্লবেন

শাস্ত্রকদমঃ শ্রীশঙ্করঃ শুভ্রাবঃ । যশ্চ গোবিন্দাধঃ শেখালয়ং গতো
ভবদীয়ঃ শাস্ত্রং তূতলে প্রবর্তয়িত্ব ইতি সঙ্কেতং বিধায় শঙ্ক-
শাস্ত্রসমুদ্রং শেখাদশৃণোৎ । যশ্চানন্তো নিখিলানি ভুবনানি
শিরসা ধ্বংসয়তি ॥ ১০৬ ॥ এবং প্রাপ্তসংশ্রাসং শ্রীশঙ্করঃ
বর্ণয়িতুমুপক্রমতে স ইতি । পূর্বপুণ্যসমূহৈঃ প্রাপ্যঃ সর্বোৎ-
কৃষ্টঃ যতিপ্রমুখৈ রপ্যচ্যামন্ত্যঃ সংশ্রাসাশ্রমং স আখ্যঃ শ্রীশ-
ঙ্করো লক্ । তথাভূতং সূর্য্যপ্রমুখৈরপ্যচ্যামন্ত্যঃ স্থানমাগচ্চ
ধ্রুব ইব ররাজ স্থা ॥ ১০৭ ॥ অত্যন্তং পাটলা য়েতরক্তা গা

ন্দনাথের শিষ্য শঙ্করাচার্য্য, এইরূপে সম্প্রদায়-
ক্রমে গুরুপরম্পরার সৃষ্টি হইয়াছিল । ১০৫ ।

বিনি অনন্তসর্পের ভবনে গমন করিয়া “আমি
ভবদীয় শাস্ত্র সকল তূতলে প্রচার করিব” এই
সঙ্কেত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অখিলশব্দ
শাস্ত্র-সমুদ্র শ্রবণ করিয়া ছিলেন । এবং যে অনন্ত
মন্তকদ্বারা সমস্ত ভুবন ধারণ করিতেছেন । শঙ্করা-
চার্য্য সেই অনন্তরূপী গোবিন্দনাথের সমীপে
গমন করিয়া শাস্ত্র সকল শ্রবণ করিলেন । ১০৬ ।

সূর্য্যাদি দেবতাগণ যে স্থানের সর্বদা অর্চনা করিয়া
থাকেন, সেই উন্নত ও দেবপূজিত স্থান প্রাপ্ত হইয়া
ধ্রুব যেরূপ শোভা পাইয়া থাকে, পূর্বজন্মার্জিত

রূরুচে যতিরাজঃ । বাসরোপরমরক্তপদোদাচ্ছা-
দিতো হিমগিরেরিব কূটঃ ॥ ১০৮ ॥ এষ ধূর্জটি-
বোধমহেভং সঙ্গিত্য রুধিরাপ্লুতচর্ম্ম । উদ্যতুষ-
কিণারুণশাটীপল্লবস্য কপটেন বিভক্তি ॥ ১০৯ ॥

শাটী তল্লবগেন পল্লবেন ছিন্না আচ্ছাদিতা মূর্তি যন্ত স যতি-
রাজো রুরুচে শুভে । তত্র দৃষ্টাত্মমাহ । বাসরস্য দিবসস্তো-
পরমে উপরমাধারিত্তো যো মেঘস্তেন ছাদিতো হিমগিরেঃ কূটঃ
শৃঙ্গমিব ॥ ১০৮ ॥ যথা স ধূর্জটিঃ শিবো গজাসুরং নিহতা রুধিরা-
প্লুতং তদীয়ং চর্ম্ম বিভক্তিয তলৈষ শঙ্করোহজ্ঞানায়ুকঃ মহাগজঃ
নিহতা যৎ সূর্য্যবদধরণশাটীপল্লবসা ব্যাক্রেন রুধিরাপ্লুতঃ
মহেভস্য চর্ম্ম বিভক্তি ॥ ১০৯ ॥ ত্রক্ষিমুশিবেভ্যো ব্যতিরেক-

পূণ্যপ্রভাবে যেস্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়, যতিগণ
যে স্থানের সর্বদা পূজা করিয়া থাকেন, অদ্য
সেই সংশ্রাসাশ্রম লাভ করিয়া শঙ্করাচার্য্য সেইরূপ
শোভা পাইতে লাগিলেন । ১০৭ ।

দিবসাবসানে লোহিতবর্ণ মেঘাচ্ছাদিত হিমা-
লয় পর্ব্বতের শৃঙ্গ যেরূপ শোভা ধারণ করে, অত্যন্ত
পাটলবর্ণ অর্থাৎ শ্বেত ও রক্তবর্ণ বস্তুরূপ পল্লবদ্বারা
নিজমূর্তি আচ্ছাদিত করিয়া যতিরাজ শঙ্কর, সেই-
রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন । ১০৮ ।

যেরূপ ধূর্জটি শঙ্কর গজাসুর বধ করিয়া তদীয়
রক্তাক্ত চর্ম্ম ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শঙ্কর,
অজ্ঞানরূপ মহাহস্তী নিহত করিয়া নবোদিত
সূর্য্যের তুল্য অরুণবর্ণ শাটী (বস্ত্র) রূপ পল্লবছলে
রুধিরাপ্লুত মহাকরীর চর্ম্মধারণ করিতে লাগিলেন
। ১০৯ ।

শ্রুতীনাং ক্রীড়াঃ প্রথিতপরহংসোচিতগতির্নিজে
সত্যে ধ্যানি ত্রিজগদতিবর্তিত্তিরতঃ। অসৌ
ত্রৈলোক্যাস্মিন খলু বিশয়ে কিন্তু কলয়ে ব্রাহ্মণঃ

প্রদর্শনপূর্বকং শ্রীশঙ্করস্ত নিগমপ্রতিপাদাত্ত্বং দর্শয়তি শ্রুতীনা-
মিত্যাদিনা। শ্রুতীনাং মধ্যে আ সমস্তাং ক্রীড়াবস্ত প্রথিতৈঃ
প্রথাগৈঃ পরমহংসৈঃ পরমহংস পরিব্রাজকৈঃ সছোচিতা গতি
গমনং যস্য নিজে স্বরূপভূতে সত্যে অবাস্যে ধ্যানি তেজসি
ত্রিজগদতিবর্তিনি সর্ববাস্যবস্থিতভূতে অতিরতঃ সত্বেব রতো-
হসৌ শ্রীশঙ্করো ব্রহ্মৈব যতঃ পরব্রজাপি সৰ্বং বেদা যৎ পদমা-
মনস্তীত্যাদিশ্রুতৈঃ। শ্রুতীনাং সমস্তাং ক্রীড়া যস্মিন্ প্রথিতানাং
পরমহংসানাং তস্মৈ বিদ্যামুচিতা মোক্ষাখ্যা গতিঃ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রোতি
পরমিত্যাদিশ্রুতৈঃ প্রথিতৈতি গতেৰ্বা বিশেষণং। স ভূম্য ক
প্রতিষ্ঠিতঃ যে মহিম্নোতি শ্রুতৈককথ্যাত্তিরতঃ হিরণ্যগর্ভস্ত
নৈবংবিধো যতন্ত্রোপবনাদৌ ক্রীড়া তথা হংসৈ গতিস্তথা
ত্রৈলোক্যপক্ষাঙ্গরধেন ত্রিজগতস্তত্বদুশ্চুবনাত্মকস্য ব্রহ্মাণ্ডস্তা-

সমস্ত শ্রুতির মধ্যে চারিপাশ্বে যাহাঁর ক্রীড়া
হইত, বিখ্যাত, পরমহংসপরিব্রাজকদিগের
সহিত যাহাঁর যথাযোগ্য গমন হইত, এবং আত্ম-
স্বরূপ, সত্য, অবাধত, ও সর্ববাস্যার সীমাত্ত
তৈজসস্থানে যিনি সর্বদাই রত থাকিতেন, অত-
এব তিনি যথার্থই ব্রহ্মস্বরূপ ছিলেন। পরব্রহ্মে-
রও শ্রুতির সর্বস্থানে কেলি হইত, বিখ্যাত ও
তদ্বিৎ লোকদিগের সহিত মোক্ষনামকগতি
হইত। এবং বেদোক্ত স্বীয় মহিমাস্বরূপ ধামে এক-
মাত্র অবস্থান ছিল। কিন্তু হিরণ্যগর্ভ চতুর্শুখ-
ব্রহ্মা এরূপ নহেন। কারণ, তাহাঁর উপবনাদি
স্থলে ক্রীড়া হইত, হংসের সহিত গতি, ত্রৈলোক্য-
পক্ষ আশ্রয় করিয়া চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের

সাক্ষাদনুপ্রচরিতং কেবলতয়া ॥ ১১০ ॥ স্মিতং
পাদেনৈব ত্রিভুবনমিহৈকেন ব্ৰহ্মস্যা বিমুক্তং যৎ
সব্ধং স্থিতিজনিয়েষ্যপ্যনুগতম্। দশাকারাতীতং
স্বমহিমনি নিবেদরমণং ততস্ত্বং তদ্বিকোঃ পরম-
পদমাখ্যাতি নিগম্যঃ ॥ ১১১ ॥ ন ভূতেহাসব্ধঃ কচন

ত্ববর্তিনি বাধো স্বীয়ে জডে লোকেহতিরতত্বাদস্মিন্ শ্রীশঙ্করে
কিল ব্রহ্মাণ্ডোত্তরধ্বনবাক্ষরবৃহৎস্বরূপং সাক্ষাৎপচাররহিতং
কেবলতয়া নির্ণীততয়া কলয়ে জানামি। নতু সন্নিহে কেবলঃ
কুচনেহপি চ। নপুংসকং তু নির্ণীতে বাচ্যবৈককক্কেয়োরিতি
মেদিনী। তথা চ ব্রহ্মবিদ্বত্রৈকৈব ভবতীত্যাদিনিগমগতব্রহ্মশব্দ-
প্রতিপাদাত্ত্বং শ্রীশঙ্করস্য নিকপচারেণোক্ত্যঃ শিঃ ১১০ ॥
এবং তদ্বিকোঃ পরমং পদম্ভিত নিগমোহপি নিকপচারেণ
শ্রীশঙ্করে বর্তত ইত্যাহ। মিতমিতি এতাবানস্য মহিমা অভৌ
জায়াংচ পুরুষঃ। পাণ্ডোস্ত সক্ষা ভূতানি অথ যদন্তঃ পরো-
দিবো জ্যোতি দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষিত্যাদিশ্রুতৈরেকেনৈব

অন্তর্কর্ত্তী বাধিত স্বীয় জড়লোকে আসক্ত থাকি-
তেন। অতএব শঙ্করাচার্য্যের উপর অনবচ্ছিন্ন
ব্রহ্মরূপ উপচার শূন্য ব্রহ্মাত্মর অর্থ বিদ্যমান ছিল।
ইহা আমি নিঃসন্দেহ জানিতে পারিতেছি, কিন্তু
তন্নিমিত্ত আমি কিছুতেই সন্দেহ করিনা। শঙ্করা-
চার্য্যের উপর ঔপচারিক ব্রহ্মরূপ ব্রহ্মাত্মর অর্থ
ছিল না, কিন্তু যথার্থই ছিল। ব্রহ্মাত্ম হইতে ব্রহ্মপদ-
সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ ব্রহ্মাত্মর অর্থ কল্পিত নহে,
শঙ্করে তাহা বাস্তবিক ছিল। ১১০।

একমাত্র জ্যোতির্ময় শঙ্করের পাদদ্বারা এই
ত্রিভুবন পরিমিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিষ্ণুর
পদদ্বয় দ্বারা এই ত্রিভুবন পরিমিত হয়। শঙ্করের
সহগুণ অবাধিত এবং সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়েও এক-

ন গব চাবিহরণং ন তত্যা সংসর্গো ন পরিচিতিত। দশাতুরায়ং নিব্বন্দ্বং শিবমতিতরাং বর্ণয়তি তম্ ॥
ভোগিভিরাপ । তদপ্যাম্মায়ান্ত্রিপুৰদহনাৎ কেবল ॥ ১১২ ॥ ন ধর্ম্যঃ সৌবর্ণো ন পুরুষকলেষু প্রব-
ণতান চৈবাহোরাত্রক্ষুরদরিয়ুতঃ পার্শ্ববরধঃ

মহসা জ্যোতীৰূপেণ বদ্ বস্ত পাদেনেদং ত্রিভুবনং মিতং মাপিতং ।
বিক্ষোভ্য পান্বয়েন ত্রিভুবনং আপিতং । তথা বস্ত সত্ত্বমব্যক্তি-
স্বরূপং স্তিত্বাৎপজিলরেখপাশ্চাত্তং । বিক্ষোভ্য সত্ত্বং সত্ত্বগুণস্থিতা-
বেবাহুগতং সত্ত্বং বিশিনতি । দশাকারাতীতমবতাকারাত্যাং বিনি-
মুক্তং । বিক্ষোভ্য তদশতিরাকারৈ ঋতাদিতিরতীতং ন ভবতি ।
ভক্তস্তম্যং স্বমাহাম নিবেদেন বৈরাগ্যেণ সম্যগোধেন বা রমণং
যস্য তং শ্রীশঙ্করং বৈকুণ্ঠে লক্ষ্য্য জীড়তো বিক্ষোঃ সকাশাৎ পরমং
বিষ্ণুসম্বন্ধি বা পরমং পদমিত্যর্থক উক্তনিগমো নিকপচারেণা-
খ্যতি বক্তৃত্যর্থঃ ॥ ১১১ ॥ তথা শিবপদমবৃত্তিমপি তাম্বন
দর্শয়তি নেতি প্রসিদ্ধশিবস্য ভূতপ্রেতাদিষা সমস্তাং সঙ্গো-
পস্য তু কচন কম্মিৎশিচ্ছেদে কালে বা ভূতেষু প্রাণিষাকাশাদিষু
বা সঙ্গ আসক্তি নাস্তি । প্রসিদ্ধশিবস্য গবা বুধেণ বিহরণমস্ত তু
কপি গবা ইন্দ্রিয়েণ বিহরণং নাস্তি । তস্য বিভূত্যা সংসর্গঃ

ভাবে বর্তমান থাকে । বিষ্ণুর সত্ত্বগুণ, কেবল সত্ত্ব-
গুণের অবস্থানেই অবস্থিত । এবং অবস্থা ও
আকার বাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু মৎস্য
কৃষ্ণ, বরাহাদি দশ প্রকার আকারদ্বারা পরিপূর্ণ ।
অতএব আচার্য্যের স্বীয়মাহাত্ম্যে বৈরাগ্যরূপে সর্বদা
জীড়া হইয়া থাকে । নিগম (বেদ) শাস্ত্র, তাঁহা-
কেই উপচারত্যাগ করিয়া বিষ্ণুসম্বন্ধীয় পরম পদ
বলিয়া থাকে । বিষ্ণুর পরমপদ উপচার-বর্জিত ।
অতএব বিষ্ণু অপেক্ষাও আচার্য্যের মাহাত্ম্য বল-
বান্ ও অন্ধ্রয় । ১১১ ।

বাঁহাকে আমরা শিব বলিয়া জানি, তাঁহার ভূত
প্রেত সঙ্গী ছিল । কিন্তু ইহাঁর কোনদেশে কোন-
কালে, জীব-জন্তু অথবা আকাশাদি পঞ্চভূতে

সম্বন্ধঃ প্রসিদ্ধোহস্য তু ভূত্যা ঐশ্বর্য্যেণ সংসর্গো নাস্তি । তস্য
ভোগিভিঃ সর্পৈঃ পরিচিতিত। প্রসিদ্ধোহস্য তু বিষয়সম্ভোগ-
বত্তিঃ পরিচয়ো নাস্তি । যদ্যপেবং বৈলক্ষণ্যং তথাপি শিবং শাস্ত্র-
মুদৈতং চতুর্থং মনান্ত ইতি বেদান্তঃ কেবলস্য বিমুক্তস্য ব্রহ্মণো
দর্শনেন পরমার্থদৃষ্টা বা ত্রয়্যাং হৃদয়স্থকারণাখ্যানাং
পুরাণাং দহনান্নিব্বন্দ্বং সুখদুঃখাদিষু সত্ত্বং চতুর্থসংজ্ঞং শিবং
সম্যক্ তং শঙ্করং বর্ণয়তীত্যর্থঃ ॥ ১১২ ॥ যঃ প্রসিদ্ধঃ শিবো
ধনুযাদিসহকৃতঃ ত্রিপুৰং বিদ্রুতবান্ তং যদি নিগমসমূহঃ
প্রতিপাদয়তি তর্হি সহায়ং বিনৈব পুণ্যকটকবিজয়কর্তারং শ্রীশ-

আসক্তি নাই । তিনি বৃষদ্বারা বিহার করিতেন,
ইনি গো গর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা বিহার করেন
না । তিনি গাত্রে সর্বদা বিভূতি মাখিতেন, ইহাঁর
ঐশ্বর্য্যের সম্বন্ধও ছিল না । তাঁহার সর্পের সহিত
বিশেষ পরিচয় ছিল, ইহাঁর ভোগী লোকের সহিত
আলাপ মাত্র ছিলনা । যদ্যপি পরম্পরের এত
বৈলক্ষণ্য ছিল, তথাপি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ও পর-
মার্থ দৃষ্টিদ্বারা স্থূল, সূক্ষ্মও কারণ এই তিনটি
পুরের দাহহেতু, বেদান্তশাস্ত্র, এই শঙ্করকে সুখ-
দুঃখাদি দ্বন্দ্বশূন্য চতুর্থ শিব (তুরীয় ব্রহ্ম) বলিয়া
বর্ণনা করিত । ১১২ ।

পুরাতন প্রসিদ্ধশিব, ধনুস্বাদি সাহায্য লইয়া
ত্রিপুৰাহরের জয় করেন, বেদাদিশাস্ত্র হইতে
এইরূপ জানিতে পারা যায় । ইনি আটটি পুর
জয় করিয়া ছিলেন, অতএব কেন ইহাঁকে ঐ
নিগমশাস্ত্র শিব বলিয়া প্রতিপাদন করিবেন না ? ।

অসাহায্যেনৈব সতি বিততপূৰ্ণাষ্টকজয়ে কথং তং
ন ক্রয়ান্নিগমণিকুরম্বঃ পরিশিবাং ॥ ১১৩ ॥ দুঃখা-

করং বধং ন ক্রয়াদিত্যাহ নেতি । অসিদ্ধিশিবা তু সৌবর্ণঃ সূবর্ণ-
গিবিমবোধার্থো ধনুঃ ধনোহস্ত্রীপুণ্য আচারে না ধনুর্মমসোমরো-
রিতি মেদিনী । অস তু ব্রাহ্মণানিশোভনবর্ণসম্বন্ধিধর্মো নাস্তি ।
তস্ত তু পুরুষো বিষ্ণুঃ স এব ফলং কসকং যন্তেবো ক্রীগন্ত
ভংপ্রবণতা তদাসক্ততা । অস্ত তু পুরুষাণাং ফলেষু প্রবণতা
নাস্তি । তস্ত ত্বোহোত্রো ক্ষুরস্তাবরী চক্রমুর্ধ্যোক্তাভ্যাং চক্ররূপেণ
স্থিতাভ্যাং যুক্তঃ পৃথিবীময়ো রথোহস্ত ত্বোহোত্রো ক্ষুরস্তোহ-
কারাদিলক্ষণা অরয়ন্তে যুক্তঃ পার্শ্ববো দেহলক্ষণো রথো
নচৈবাস্তি । তথা চৈবং প্রকারেণ সহায়বর্জিতেন যেন
বিত্তং যং পূৰ্ণাষ্টকং তস্ত প্রাপকককর্ষেস্ত্রিয়পঞ্চকস্ত্র্যমেক্সির-
পঞ্চকাস্তঃকরণচতুষ্টয়াবিদ্যাকামকর্মবাসনাগণ্যস্ত জয়ে সতি
তং শ্রীশঙ্করাখ্যং পরশিবং বেদসমুদয়ঃ কথং ন প্রতিপাদয়ে-
দিত্যর্থঃ ॥ ১১৩ ॥ অস্ত তস্য পরমহংসত্বং বহুধা বর্ণয়তি ।

প্রসিদ্ধিশিবের সূবর্ণ শৈল-সদৃশ ধনুক ছিল, ইহার
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি উত্তমবর্ণসম্বন্ধীয় কোন ধর্মই
ছিলনা । পরম পুরুষ বিষ্ণু, সেই বাণের ফলক
ছিলেন, তাহাতে তিনি আসক্ত থাকিতেন, কিন্তু
ইহার পুরুষদিগের ঐহিক ও পারত্রিকফলে
আসক্তি ছিলনা । তাঁহার দিবারাত্র প্রকাশমান
চন্দ্রসূর্য্যরূপ চক্রদ্বয়যুক্ত পৃথিবীময় রথ ছিল, আর
ইহার দিবাশি সর্বদা জাগরুক, অহঙ্কারাদি বিপ-
ক্ষযুক্ত দেহলক্ষণ রথও ছিলনা । এইরূপে কাহা
রও সাহায্য না পাইয়া (পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চকর্ষেস্ত্রিয়,
অন্তঃকরণ চতুষ্টয়, অবিদ্যা, কাম, কর্ম, বাসনা)
এই আটটি পুরীর জয় করিয়া ছিলেন বলিয়া, বেদ
সমুদয়, কেন না তাহাকে পরম শিব বলিয়া প্রতি-
পন্ন করিবে ? ॥ ১১৩ ॥

সারদ্রবন্তদুহৃতঘনাং হঃসংস্থতিপ্রাবৃৎ ছবীরা-
গিহ দারুণাং পরিহরন দূরাছুদারানশযঃ । উচ্চ-
প্রতিপক্ষপণ্ডিতযণোনালীকনালাকুরগ্রাসো হংস-
কুলাবতং সপদভাক্ সম্মানসে ক্রীড়তি ॥ ১১৪ ॥
ক্ষীরং ব্রহ্ম জগচ্চ নীরমুভয়ং তদ্যোগমভাগতং দুর্ভে-

দুঃখাত্তোবাসারো বেগরুক্তির্মস্যাং । ছবস্তানি দুহৃতানি পাপাশ্চৈব
মেঘা যন্তাং । দুঃখাসাধা চাসৌ দ্রবন্তদুহৃতঘনাচ তামিহ লোকে
দুঃখাণাং দারুণাং হঃসংস্থতিলক্ষণাং প্রাবৃৎ বর্ষাকৃতং দূরা-
দেব পরিহরন হংসকুলশিরোভূষণপদভাক্ সত্যঃ হৃদি মানস-
সংগেবরতানীয়ে ক্রীড়তি লক্ষ্যঃ । শুদ্ধে স্বজনীকি বা তং
বিশিনষ্টি উদগাশয়ঃ পুনশ্চ উচ্চা । যে প্রতিপক্ষপণ্ডিতাশ্চৈবাং
যশ এব মালীকস্যাঅখণ্ডয়া নালানাং দণ্ডানামকুরঃ গ্রাসো
যন্ত সঃ । মালীকঃ শরশল্যাশ্চৈবজথণ্ডে নপুংসকম্ ।
নালো নালং পদ্মদণ্ডে ইতি মেদিনী শাদূলবিঃ ॥ ১১৪ ॥
ক্ষীরনীরযো ব্রহ্মজগতো বিবেচকজ্ঞাদপায়ং পরমহংস

দুঃখ সকল যাহার প্রবল রুক্তি, দ্রবন্ত পাপ
নকল যাহার মেঘ, ইহলোকে অনিবার্য্য, সেই
সংসাররূপ বর্ষাকাল, দূর ইহতে পরিহারপূর্ব্বক
পরমহংসকুলের শিরোভূষণপদবাচ্য হইয়া
পণ্ডিতগণের মানসসংগেবরে ক্রীড়া করিতেন ।
হংসগণ, যেরূপ বর্ষা ঋতুর সমাগমে অত্যন্ত দুঃখা-
নুভব করিয়া পরিণামে নির্মল শরৎকালে নির্মল-
সলিলা কোন প্রবাহিনীর জলে ক্রীড়া করিয়া
থাকে, ইনিও সেইরূপ ক্রীড়া করিতেন । এবং
ঐ হংস সকল যেরূপ পথের মৃণাল ও তাহার অঙ্কু-
রাদি ভোজন করিয়া থাকে, ইনিও সেইরূপ
দুর্দান্ত বিপক্ষ পণ্ডিতগণের কীর্ভিরূপ পদ্মদণ্ডের যে
সমস্ত দণ্ড (দাঁটা) আছে, তাহার অঙ্কুর সকল
গ্রাস করিতেন । ১১৪ ।

দ স্ত্ব তরে তরং চিরতরং সম্যক্ বিভক্তীকৃতং । যেনা-
শেষবিশেষদোষলহরীমাসেদুযীং শেমুযীং সোচয়ঃ
শীলবতাং পুনাতি পরমা হংসো দ্বিজাত্যগ্রণীঃ ॥১১৫॥
নীরক্ষীরনয়েন তথাবিতথে সংপিণ্ডিতে পণ্ডিতৈ-
র্দুর্বোধে সকলৈর্বিবেচয়তি যঃ শ্রীশঙ্করাখ্যা

মুনিঃ । হংসোহয়ং পরমোহস্ত য়ে পুনরিহাশক্তাঃ
সমস্তাঃ স্থিতা জ্জ্ঞানিন্ধফলাশনৈকরসিকান্ কাকান-
মূন মন্মহে ॥১১৬॥ দৃষ্টিং যং প্রণীকরোতি তমসা
বাহেনে মন্দীকৃতাং নালীকপ্রিয়তাং প্রয়াতি ভজতে
মিত্তমবাহতং । বিশ্বস্তোপকৃতে ক্বিনুস্পতি

ইত্যাহ । ক্ষীরদুগ্ধং পরমানন্দঘনং ব্রহ্ম জগৎ পুনর্নীরমানন্দ-
বর্জিতং দুঃখাত্মকং তদুভয়ং যোগং পরস্পরতাদাত্ম্যং প্রাপ্তং
পুনশ্চেতরং ভেদত্বং বিলক্ষণীকর্তৃং দুর্ঘটং যেন সম্যক্ বিভক্তীকৃতং
সোচয়ঃ দ্বিজাতীনাং দ্বিজানাংগ্রণীঃ পরমহংসঃ শ্রীশঙ্করোহ-
শেষা য়ে বিশেষেণ দোষা উৎকৃষ্টদোষা রাগদ্বेषাদয়স্তেষাং লহ-
রীমাসেদুযীমা সমস্তাং সেবিতবতীং শেমুযীং শীলবতাং বুদ্ধিং
পুনাতি পক্ষে দ্বিজাতয়ঃ পক্ষিগঃ ॥ ১১৫ ॥ শ্রীশঙ্করস্য পরমহংস-
ত্বং প্রকারান্তরেণ প্রতিপাদয়তি । নীরক্ষীরনয়েন জলদুগ্ধে
যথা সংমিশ্রিতে তদ্রীত্যাহ । তথাং ব্রহ্ম বিতথং মিথ্যাত্মমজ্ঞানাদি

তে সম্যক্ পিণ্ডিতে তাদাত্ম্যং প্রাপ্তে সমন্তৈঃ পণ্ডিতৈরিতর-
পক্ষিস্থানীরৈরিদং তথামিদং বিশ্বমিতি বোধয়িতুং চ দুর্ঘটে যঃ
শ্রীশঙ্করাখ্যা মুনির্বিবেচয়তি বিবিচ্য স্থাপয়তি । সোচয়ঃ বিনে-
চকত্বাং পরমো হংসোহস্ত । য়ে পুনবিহ বিবেচনেশক্তাঃ সকলৈ-
র্দ্বিতাত্ত্বান্ জ্জ্ঞাৎ শ্লেষজনিতরোগবিশেষাদে হেতো নির্ধফল-
স্থানীরবিষয়সন্তোষরসিকাত্ত্বান্ কাকান্ মন্মহে জানীমঃ ॥১১৬॥
প্রকারান্তরেণাপি হংসত্বমাহ দৃষ্টিমিতি । হংসঃ সূর্য্যো বাহেন
তমসা মন্দীকৃতাং দৃষ্টিং প্রণীকরোতি প্রকৃষ্টাং তমোনিবারণে-
নাপারিত্যং করোতি । অয়ং তু অবাহেনান্তরেণাত্ত্বেনো বাহেন

ব্রহ্ম দুগ্ধ, এবং এই জগৎ নীরস্বরূপ । “আনন্দ
ঘনং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বেদবচনে আনন্দপরিপূর্ণ
বলিয়া তিনি ক্ষীরস্বরূপ । এবং ঐ আনন্দ বর্জিত
দুঃখাত্মকঃ সংসার জলবৎ । এই উভয় পদার্থ
পরস্পরের ভেদ করিতে দুর্ঘট হইত । যিনি বহু-
কাল সম্যাক্রূপে উহা বিভক্ত করিয়া ছিলেন, সেই
দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণও পক্ষী) দিগের অগ্রগণ্য পরম
হংস শঙ্কর, শীলসম্পন্ন লোকদিগের অশেষ প্রকার
বিশেষ অহঙ্কারাদি দোষলহরী যুক্ত বুদ্ধি পবিত্র
করিতেন । ১১৫ ।

জল, যেরূপ দুগ্ধ সংমিশ্রিত, সেই রীত্যনুসারে
সত্য ব্রহ্ম, মিথ্যাত্ম অজ্ঞানাদি, উত্তমরূপে অভেদ
প্রাপ্ত হইয়া ছিল । হংস ভিন্ন অন্যান্য পক্ষীগণ

যেরূপ দুগ্ধ কি, জল ইহা বিবেচনা করিতে
পারে না । সেইরূপ অন্যান্য সমস্ত পণ্ডিতগণ,
ইহা, সত্য, ইহা মিথ্যা এরূপ বিবেচনা করিতে
পারিত না । শঙ্কর মুনি সেই দুর্ঘট বিষয় বিবেচনা
করিয়া স্থাপনা করিয়াছিলেন । এবং তিনি বিবে-
চক বলিয়া পরমহংস । কারণ হংসবাতীত কে আর
দুগ্ধ কি জল বিবেচনা করিবে ? কিন্তু যাহারা ঐ
প্রকার বিবেচনা করিতে অশক্ত, শ্লেষাদি জনিত
রোগ বিশেষ তুল্য রাগাদি হেতু, নিষফল সদৃশ
বিষয়ভোগাসক্ত সেই সকল লোকদিগকে আমরা
কাক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি । ১১৬ ।

হংস অর্থাৎ সূর্য্যদেব, বাহু তিমিরাচ্ছন্ন মানব
দৃষ্টি, তমো নিবারণ করিয়া উন্মীলিত করেন, এই

সুহৃৎচক্রস্য চার্ভিঃ ঘনাং হংসঃ সোহয়মভিব্যনক্তি
মহতাং জিজ্ঞাসামর্থং মুহুঃ ॥ ১১৭ ॥ হংসভাব-
মধিগতা সুধীশ্চৈ তং সমর্চতি চ সংসৃতিমুস্তৈয়া ।

বাহ্যজ্ঞানলক্ষণেন তমসী বসীকৃত্যমাস্বদৃষ্টং প্রেমণীকরোতি
প্রকৃষ্টগুণযুক্তাং বধাতুতায়দর্শনযোগ্যাং করোতি । স তু কমল-
প্রিয়তাং বাতি । অরং তু অলীকভূতবিষয়াদিপ্রিয়তাং ন প্রেরাতি ।
স উপকারায় তগতো মিত্রত্বমব্যাহতং ভজতে । তথাঃয়মপি
পরোপকারায় সর্বসংসারবাহতং মিত্রত্বং ভজতে । স সুহৃৎচক্রস্য
চক্রবাকস্য ঘনভূতাং রাত্রিপ্রযুক্তাং প্রিয়াবিরহপ্রজনিতাং পীড়াং
বিলুপ্তি নাশয়তি । তথাঃয়মপি সুহৃৎচক্রস্য সমুদ্রস্য ঘনভূতাং
সংসৃতিলক্ষণমার্তিং বিলুপ্তি । স জাতুমিষ্টং ঘটপটাদিরূপ-
মর্থং মুহুরভিব্যনক্তি প্রকাশয়তি । তথাঃসোহয়মপি মহতাঃ
বিনুদ্ধচেতবাং মুহুরূপাং জিজ্ঞাসাং পরমার্থভূতং ব্রহ্মজ্ঞা-
নলক্ষণমর্থং মুহুরভিব্যনক্তি ॥ ১১৭ ॥ সুধীশ্চৈ শ্রীশঙ্করে হংস-
ভাবঃ যতিত্বমধিগতা সংসৃতিমুক্তার্থং তং হংসং পরমাশ্রয়ং সম-

পরমহংস, আন্তরিক অজ্ঞান-তিমির দূষিত আত্মদৃষ্টি,
প্রকৃষ্ট গুণযুক্ত, (অর্থাৎ যেক্ষেপে আত্মদর্শন হয়,
তদুপযোগী) করিয়া থাকেন । সূর্য্য নালীক অর্থাৎ
সন্মোহের প্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ইনি
অলীকবিষয়াদির প্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক
নহেন । তিনি যেক্ষেপ উপকারের নিমিত্ত অব্যাহত
মিত্রত্ব (সুধীত্ব) ভজনা করিয়া থাকেন, ইনিও
সেইরূপ উপকারার্থে সকলের অপ্রতিহত মিত্রত্ব
(বন্ধুত্ব) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । সূর্য্য, সুহৃৎচক্র
চক্রবাক পক্ষীর রাত্রিপ্রযুক্ত, প্রিয়তমা চক্রবাকীর
নিয়োগজনিত পীড়া নাশ করিয়া থাকেন, ইনি
সুহৃৎচক্র অর্থাৎ বন্ধুসমূহের ঘনভূত সংসার পীড়া
লোপ করিয়া থাকেন । তিনি জিজ্ঞাসা, ঘট

সঞ্চালন কথয়ন্তি মেঘশচকলাচপলতাং বিষয়েষু ॥
॥ ১১৮ ॥ এষ নঃ স্পৃশতি নির্ভরুপাদৈস্ততু তিষ্ঠতু
বিতীর্ণমবনৈ । অস্বদীয়মপি পুষ্পমনৈবীদিতা-
রোধি নলিনীপতিরন্ধৈঃ ॥ ১১৯ ॥ বারিবাহনিবহে-

চর্চতি সতি বিষয়েষু বিহাষচপলতাং কথয়ন্তি মেঘঃ সঞ্চালন
শ্যাম ॥ ১১৮ ॥ মেঘকর্তৃকাদিত্যরোধনস্য হেতুযুৎপ্রেক্ষতে । এষ
সূর্য্যো নোহস্মায়েষানিষ্ঠরূপাদৈঃ পরুষকিরণৈঃ স্পৃশতি তৎ
স্পর্শনং তু তিষ্ঠতু পরতত্বৈষা বিতীর্ণং দত্তমস্বদীয়পুষ্পং মেঘপুষ্প-
মভ্রাণ্যপ্যনৈবীদপনোভবানিতি বিচার্য্য । কমলমণীপতিরন্ধৈ-
ররোধি । কমলমণীপতিরিত্যনেনাসম্ভাষণ্যাহঃস্বদাত্মরবিরোধনেন
তদ্বাষণ্যঃ কমলিন্যাঃ হঃসং প্রবরেমীক ধনিতং শ্যাম ॥ ১১৯ ॥

পটাদিরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন, এই পরমহংস
বিশুদ্ধ হৃদয়, মোক্ষার্থীদিগের জিজ্ঞাসা, পরমার্থ
স্বরূপ এক, অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ অর্থ বারংবার
প্রকাশিত করিয়া থাকেন । ১১৭ ।

সুধীবর শঙ্কর এইরূপে বর্তিপদপ্রাপ্ত হইয়া
সংসার মোচনের জন্ত পরমাত্মার অর্চনা করিলে
পর, বিষয় সকল বিদ্যুতের মত চকল, ইহা বলিতে
বলিতে মেঘ চলিয়া গেল । ১১৮ ।

মেঘ সকল যে সূর্য্য-দেহ আবরণ করিয়া থাকে
তাহার হেতু এই মেঘ সকল বলিয়া থাকে, এত
সূর্য্য আমাদিগকে নির্ভরুপাদ অর্থাৎ কর্কশ কিরণ
দ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকে । অথচ ছলে বলা হইল
আমাদিগকে পদ দিয়া স্পর্শ করিয়া থাকে ।
সে স্পর্শ করিবার কথা দূরে থাকুক, আমরা পৃথিবীর
উপরে যে জল প্রক্ষেপ করিয়া থাকি, তাহাও ঐ
সূর্য্য, প্রচণ্ড রশ্মিদ্বারা শুষ্ক করিয়া থাকেন । ইহা
বিচার করিয়া জলদদল, কমলিনীপতি সূর্য্যদেবের
দেহ আবরণ করিয়া থাকে । ১১৯ ।

ক্ষণকক্ষ্মীররোচত কিসাচিররোচিঃ অন্তরঙ্গ-
গতবোধকলেব ব্যাবৃত্ত্য বিদুষো বিষয়েষু ॥ ১২০ ॥
ক্ষিমু বিষ্ণুপদসংশ্রয়তোহুকা ত্রক্ষতামুপদিশন্তি
সহস্রাঃ । যম্মিশম্য নিখিলাঃ স্বনমেযাঃ বিভক্তিস্ত
কিল নির্ভরমোদান্ ॥ ১২১ ॥ দেবরাজমপি মাং ন
যজন্তি জ্ঞানগর্ভভরিতা যতয়োহমৌ । ইত্যমর্ববশগেন
পয়োদসান্দনেন ধনুরাবিরকারি ॥ ১২২ ॥ আববুঃ

ক্ষিক মেঘমিচরে ক্ষণমাত্রং লক্ষ্য শ্রী র্ততাঃ সাচিররোচিঃ ক্ষণ-
প্রভা বিদ্যাদরোচত যথা বিষয়েষু ব্যাবৃত্ত্য বিদুষোহন্তঃকরণগত-
জ্ঞানকলা শোভাতে তদ্বৎ ॥ ১২০ ॥ মেঘা বিষ্ণুদসংশ্রয়াৎ
সহস্রাঃ কিং ত্রক্ষতামুপদিশন্তি । যু বিতর্কে যদ্ব্যস্মাদেযামকানাং
স্বনং নারং প্রভা নিখিলাঃ সর্কে নির্ভরমোদান্ বিভক্তিস্ত কিলেতি
পসিদ্ধম্ ॥ ১২১ ॥ জ্ঞানগর্ভেণ ভরিতা অতিশয়িতা অমৌ যতয়ো
দেবরাজমপি মাং ন যজন্তীত্যমর্ববশগেন পয়োদো জ্ঞান এব
সান্দনো রথো যন্ত তেন দেবরাজেনৈদং ধনুরাবিকৃতং ॥ ১২২ ॥

বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইলে
তঁাহার অন্তঃকরণে যেরূপ জ্ঞানকলা শোভা পায়
সেইরূপ কাদম্বিনীর উপর ক্ষণকালমাত্র দর্শন-
যোগা ক্ষণপ্রভা শোভা পাইতে লাগিল । ১২০ ।

যে ব্যক্তি বিষ্ণুপদ আশ্রয় করিয়া থাকে, তিনি
যেমন বন্ধুদিগকে ত্রক্ষভাব উপদেশ করিতে সমর্থ
মেঘ সকলও কি বিষ্ণুপদ (আকাশ) আশ্রয় করিয়া
সেইরূপ বন্ধুদিগকে ত্রক্ষভাব উপদেশ করিতেছে ? ।
যখন এই সকল মেঘের শব্দ শুনিয়া সকল লোক
নিরতিশয় আমোদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন
ঐরূপ বিবেচনা করা অবিধি নহে । ১২১ ।

যে সকল যতীন্দ্র জ্ঞানগর্ভে আতিশয়া লাভ

কুটজকন্দলবাণাঃ স্ম্যোতরেণুকলিতা বনবাসাঃ । সঙ্ঘ-
মধ্যমতমোগুণমিশ্রা মায়িকা ইব জগৎশ্চ বিলাসাঃ
॥ ১২৩ ॥ বভ্রমুক্তিমরসচ্চবিগাত্রাশ্চিত্রকাক্ষ্মকু-
ভৃতঃ ধরষোষাঃ । ধ্যানযজ্ঞমধনায় যতীনাং
বিদ্যাহুজ্জলদৃশো ঘনদৈত্যাঃ ॥ ১২৪ ॥ উৎসসজ্জুর

কুটজো গিরিমল্লিকা কুটজঃ শক্ভো বৎসকো গিরিমল্লিকৈত্যমরঃ ।
কন্দলং নবাহুরঃ কন্দলং তু কপালে ত্রাহণরাগে নবাহুরে ইতি
বিষয়প্রকাশঃ । বাণা নীলকিটী নীলকিটী বরো কীর্ণদৈত্যমরঃ ।
তথাচ কুটজানাং নবাহুরে কীর্ণানাং বিগালেণেণুগুণিত কলিতা
বাপ্তা বনবাসাঃ বনসবন্ধিবায়ুমুহাঃ সঙ্ঘরজতমোগুণৈ শ্রিত্তিতা
জগৎশ্চ মায়িকা বিলাসাঃ পরিণামা ইবা বহু প্রকলিতাঃ
॥ ১২৩ ॥ তিমিরেণ তমসা সমানা ছবিঃ কান্তি র্ততা তথাভূতং
গাত্রং শরীরং যেযাং তে চিত্তানিস্ক্রচাপলক্ষণান্ কাক্ষ্মকান
ধনুংযি বিভ্রতীতি তথা ধরো নিষ্ঠুরো গর্জনলক্ষণো ঘোষো
যেযাং তে বিদ্যাহুজ্জলদৃশো ঘনদৈত্যাঃ নেত্রাণি যেযাং তে মেঘ-
লক্ষণা দৈত্যা যতীনাং ধ্যানলক্ষণস্য যজ্ঞস্ত মধনায় বভ্রমুঃ ॥ ১২৪ ॥

করিয়াছেন তঁাহারা (আমি দেবরাজ) আমার
উদ্দেশেও যাগ করেন না । এই হেতু ক্রোধপরবশ
হইয়া মেঘরথে আরোহণপূর্বক দেবরাজইন্দ্র এই
ধনু আবিষ্কার করিয়াছেন । ১২২ ।

গিরিমল্লিকার নবাহুরে এবং নীলকিটী (ঝাঁট)
পুষ্পের বিগালপরাগে পরিব্যাপ্ত এই সকল বন-
বাসত সমূহ, স্বভ, রজ ও তমোগুণ মিশ্রিত, ত্রিভু-
বনে মায়াবী পরিণাম সকল তুল্যভাবে বিচরণ
করিতে লাগিল । ১২৩ ।

তিমির গদৃশ যাহাদের দেহকান্তি, বিচিত্র
ইন্দ্রচাপই যাহাদের ধনু, নিষ্ঠুর গর্জনই যাহাদের
শব্দ, বিদ্যাহুস্বরূপ যাহাদের উজ্জলদৃষ্টি, সেই

রসকুজলধারাং বারিদি গগনধাম পিধায় । শঙ্করো
 স্তদয়মানানি কুহা সঞ্জহার সকলেজ্জিরবৃত্তীঃ ॥ ১২৫ ॥
 শনৈঃ সাস্থালাপৈঃ সনয়মুপনীতোপনিষদাং চিরা-
 যাতং ত্যক্ত্বা সহজমভিমানং দৃঢ়তরম্ । তয়েত্য

এবং তু বারিদা আকাশধামধারাং জলধারাং বৃহৎসমক্:
 সমাক্ ততাহ্:। কস্মিন্ কালে শ্রীশঙ্করঃ কিং কৃতবানিত্য-
 পেকারামাহ। শ্রীশঙ্করোহুতঃকরণমাত্মনি কুহা সন্তোজ্জিরবৃত্তী:
 সমাগুপসংজ্ঞতবান্ ॥ ২৫ ॥ এবং নিকটাস্তঃকরণাভেদতত্ত্ব-
 লয়মবাপেক্ষ্যাহ। নবৈ বীাসহুত্রৈঃ সহিতং যথাত্তাপোপ-
 নিষদাং শনৈঃ সাস্থালাপৈরবার্ধমধুরাভাষণৈরুপনীতা সমীপং
 প্রাপিতা চিরকালমারত্যাভং স্বীকৃতং সহজমনা দসিদ্ধং দৃঢ়তর-
 মভিমানং ত্যক্ত্বা তৎকণমেব তং শ্রুতাদি প্রসিদ্ধং পরপ্রোমা-

শেষরূপ দৈত্যগণ, যতীজ্জদিগের ধ্যানরূপ বস্ত
 মধন করিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে
 লাগিল। ১২৪।

ঐদৃশ পয়োধরদল, আকাশধাম আবরণ করিয়া
 অনবরত জলধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে
 মহাত্মা শঙ্কর, আত্মার উপর অন্তঃকরণ সমর্পণ
 করিয়া ইন্দ্রবৃষ্টি সকল উপসংহার করিলেন। ১২৫।

যে রূপ কোন কামিনী, নিকটবর্তিনী সখীদের
 যুক্তিসহ অনুসরণাক্যে পতিসমীপে গমন
 করিয়া চিরকালোপার্জিত স্বাভাবিক কঠিন অভি-
 মান পরিত্যাগ করিয়া থাকে ও উৎকৃষ্ট প্রিয়তম
 পাইয়া পুনরায় ঐ কামিনী কিছু বলিবার নিমিত্ত
 অধীরা হইয়া পতির কোন অঙ্গে একেবারে মিশা-
 ইয়া যায়, সেইরূপ ব্যাসসূত্রের সহিত উপনিষ-
 দের ধীরে ধীরে অব্যর্থ মধুরভাষণে নিকটে উপস্থিত

প্রোয়াংসং সপদি পরহংসং পুনরসাবধীরা সংস্পর্কুঃ
 কনু স পদিতকী লয়মগাং ॥ ১২৬ ॥ ন সূর্যো নৈবেন্দু-
 ক্ষুরতি ন চ তারাকতিরিয়ং কুতো বিদ্যাল্পেথা কি-
 যদিহ কৃশানো কিবলসিতং । ন বিদ্যো রোদস্যো ন
 চ সময়মস্মিন্ ন জলদে চিদাকাশে সাত্ত্বস্বরূপস
 বস্ম্যাণ্যবিরতং ॥ ১২৭ ॥ কিমাদেয়ং হেয়ং কিমিতি

স্পদং পরহংসং পরমাত্মনং প্রাপ্য পুনরনৌ তত্ত্ব বুদ্ধিঃ
 সংস্পৃষ্টমধীরা কচিদপি তৎকণমেব লয়মগাং । যথা কাচিদ্ভ্রানিনী
 সমীপস্থানাং সমীনাং যুক্তিলহিতং যথাত্তবেত্তথা লাস্থালাপৈ-
 রনুনবাবৈক্যঃ কাস্তসমীপং নীজা চিরায়াতং স্বাভাবিকং দৃঢ়-
 তবমভিমানং বিচায় সপদি সমুৎকটঃ তং প্রোয়াংসং কাস্ত-
 প্রাপ্য পুনরনৌ সংস্পৃষ্টমধীরা কস্মিন্ চিদক্ষেসপদি লয়মাপ্রোতি
 তথৈতাবৎ । অত্র প্রস্তুতবৃত্তান্তে বর্ণ্যমানে বিশেষণসামান্য-
 বলাদপ্রস্তুতবৃত্তান্তস্যাপি পরিষ্করণং সমাসোক্তিঃ সঙ্করঃ ।
 সমাসোক্তিঃ পরিষ্কৃতিঃ প্রস্তুতেহপ্রস্তুতত্বে চিদ্ভ্রাক্তেঃ শিবঃ ॥
 ১২৬ ॥ তত্র সূর্যাদীনামপি ক্ষুরণং ন সম্ভবতি তত্র বুদ্ধি-
 ক্ষুরণস্য কা প্রতাপেনৈত্যশয়েনাত্ । নেতি কৃশায়ুর্ময়িঃ রোদ-
 স্যো দ্যাবাকৃম্যো অবিরতং সততং ঘনীভূতস্বরূপসবিশ্রুতে

হইয়া অনাদিপ্রসিদ্ধ স্বাভাবিক দৃঢ় অভিমান ভাগ
 করিয়া তৎকণাং সেই শ্রুতিসিদ্ধ, পরমপ্রোমা স্পদ
 পরমাত্মা পাইয়া পুনর্বার তাঁহার বুদ্ধি কিছু বলিতে
 অধীর হইয়া তৎকণাং লয়প্রাপ্ত হইল। ১২৬।

ঘনীভূত আত্মস্বরূপসের শরীরস্বরূপ, জলদধির-
 হিত চিদাকাশে, সেন্থানে সূর্যের ক্ষুরণ নাই, চন্দ্রের
 প্রকাশ নাই, তারাপংক্তির বিকাশ নাই, বিদ্যাতের
 সম্পর্ক কোথায়? অনলের বিকাশ তথায় অতি
 তুচ্ছ) আমরা সেই স্থানের স্বর্গ ও মর্ত্য জানিনা
 এবং তথাকার সময়ও জানিনা। বস্তুতঃ যথায়

সহজানন্দজনধাবতিস্বচ্ছে তুচ্ছীকৃতসকলমায়ে পর-
শিবে। হৃদেতন্মিমেব স্বমহিমনি বিস্মাপনপদে স্বতঃ
সত্যো নিত্যো রহসি পরমে সোহকৃত কৃতী ॥১২৮॥
প্রাপ-বিষ্ণুপদভাগপি মেঘঃ প্রারুড়াগমনতো মলি-
নত্বং । বিদ্যাহুজ্জলরুচানুসৃতশচ কোধারতাপি ভজেন্ন
বিরাগং ॥ ১২৯ ॥ আশয়ে কলুষিতে মলিলানাং

চিদাকাশে সূর্য্যাসন্নো ন ক্ষুরদীভারঃ । তথাচ প্রতি ন বত
সূর্য্যো ভাবি ন চত্ৰতায়কং নেমা বিদ্যাতো ভাবি কৃতোহয়মপ-
রিত্যাদ্যঃ ॥ ১২৭ ॥ কিঞ্চ সহজানন্দসমুদেহিত্বজ্জ্যেষ্ঠঃ এব
তুচ্ছীকৃত্য সকল্য লকার্য্য মায়া স্বপ্নিন্ । পুনশ্চ স্বমহিমনি বিস্মা-
পনপদে স্বতঃ সত্যো নতু কার্য্যাপেক্ষয়া সূর্য্যাদিবৎ সত্যো পরমে
রহস্যাত্তত্ত্বম্ তদেতন্মিমেব প্রভাগভিমে পরশিবে সঃ কৃতী
ঐশ্বর্য্যঃ কিমাদেয়ং ছেদক্য কিমিতি নিতামকটেব মনুষ্যজ্ঞানং
সদৈব রুতবান্ ॥ ১২৮ ॥

পুন সর্ব্বভূতং বর্ণয়তি । বিষ্ণুপদভাগপিবিদ্যাহুজ্জলকান্তাহুসৃতশচ
মেঘঃ প্রারুড়াগমনতো মলিনত্বং প্রাপতোধাবনাপি ভূমাবপি

সূর্য্যাদির বিকাশ সম্ভাবিত নহে, তথায় বুদ্ধিস্কুর-
ণের প্রত্যাশাই করা গাইতে পারে না । ১২৭ ।

স্বাভাবিক আনন্দসাগর, অতিশয় স্বচ্ছ, যথায়
কার্য্যসহ মায়া সকল রুখা, আত্মমহিমা বির-
জমান, যাহা লোকমাত্রেয়ই বিস্ময়াস্পদ, স্বতঃসিদ্ধ
সত্য, অত্যন্ত গোপনীয়, এই জগৎ হইতে অভিন্ন
পরমশিবের উপর কৃতী শঙ্করাচার্য্য কোন্ বস্তু চেয়,
কোন্ বস্তু উপাদেয়, সর্ব্বদাই তাহার অনুসন্ধান
করিতে লাগিলেন । ১২৮ ।

বিষ্ণুপদ (আকাশ ও বিষ্ণুচরণ) প্রাপ্ত হইয়া ও
বিদ্যাতের উজ্জলনীপ্তি লাভ করিয়া যখন মেঘ,

মানসোৎকলহদয়াঃ কলহংসাঃ । কোহনুথা ভবতি
জীবনলিপ্সু নীশ্রয়ে ভজতি মানসচিন্তাম্ ॥ ১৩০ ॥
অত্র বজ্রনি পরিভ্রমমিচ্ছন্ শুভ্রদীপিত্বিরদভ্রপয়োদে ।
ন প্রকাশনম্বাপ কলাধান্ কুশ্চকাস্তি মলিনাশ্ব-
বাসী ॥ ১৩১ ॥ চাতকাবলিরনল্পপিপাসা প্রাপ

বিরাগং কো ন ভজেনপি তু সর্কোহপি বৈরাগ্যামাপ্নুয়াৎসেব স্বা-
॥ ১২৯ ॥ মলিলানাং জলানামাশয়ে কলুষিতে সতি মানসসরো-
বরং প্রত্যংকমুৎকৃষ্টিতং জগৎ যেবাং তথাভূতাঃ কলহংসা
অভবন্ । আশ্রয়েঃসমাধা ভবতি সতি কো জীবনলিপ্সু মানস-
চিন্তাং ন ভজতি কিন্তু সর্কোহপি ভজতোব ॥ ১৩০ ॥ অনস্পা
জলদা বসিন্ তথাভূতে ব্যোমমার্গে পরিভ্রমমিচ্ছন্ শুভ্রাংশুচন্দ্রঃ
কলাধান্ ষোড়শকলাপূর্ণো যতো মলিনাকাশবাসী তস্মাৎ
প্রকাশনং ন প্রাপ্তবান্ । শুভ্রকাস্তিঃ সকলকলাসম্পন্নোহপি
মলিনবসনশ্চেৎ কঃ প্রকাশতে ন কোহপীভারঃ ॥ ১৩১ ॥ অনরা-

বর্মাগমে মলিনত্ব প্রাপ্ত হইল, এইজন্য ভূতলে
কে না বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেক ? ১২৯ ।

জলাশয় সকল কলুষিত হইলে কলহংসগণের
মানস সরোবরে যাইবার জন্য হৃদয় অত্যন্ত উৎ-
কর্ষিত হইয়াছিল । আশ্রয়ের অনাধাচরণ ঘটিলে
জীবনলিপ্সু কোন্ জন না মানসিক চিন্তা করিয়া
থাকেন ? ১৩০ ।

কলাবিৎ পণ্ডিত যদি মলিনবসন পরিধান
করেন তাঁহার যেরূপ কোথায়ও প্রকাশ হয়না ।
অনল্প জলদব্যাপ্ত এই আকাশপথে পরিভ্রমণ ইচ্ছা
করিয়া শুভ্রকিরণ, ষোড়শকলাপূর্ণ চন্দ্রমার সেই
রূপ প্রকাশ হইলনা । কারণ, ইনি মলিন আকাশে
বাস করিয়াছেন । ফলতঃ মলিনবস্ত্রসংযোগে
শুভ্রবর্ণ পদার্থেরও ক্ষুণ্ণি হয় না । ১৩১ ।

তৃপ্তিমুদকস্ত চিরায় । প্রাপ্ত্যাদমৃতমপ্যভিবাঞ্ছন
কালতো বত ঘনাপ্রয়কারী ॥ ১৩২ ॥ ইতুাদীর্ণ-
জলবাহিনীলে ক্ষীতবাতপরিধৃততমালে । প্রাণ-
ভূৎপ্রচরণপ্রতিকূলে নীড়নীলঘনশালিনি কালে ॥
॥ ১৩৩ ॥ অগ্রাহারশতসমুদ্ভূতশোভে সুগ্রাহাকতুরগ-
স মহাজ্ঞা । অধুবাস তটমিন্দুভবায়াঃ স্তম্ভ্যপাসা

চরণং গুরুমর্চন ॥ ১৩৪ ॥ ত্রস্তমতাগণমস্তমিতাণঃ
হস্তিহস্তপৃথুলোদকধারাঃ । মুকতিস্ম সমুদকল-
বিদ্যাং পঞ্চরাত্রমাহশঙ্করজ্ঞস্রং ॥ ১৩৫ ॥ তীর-
ভূরুহতীরপকর্ষমগ্রহারনিকরৈঃ সহপূরঃ । আব-
যাবধিকঘোষমনল্লঃ কল্পবার্ধিলহরীব তটিন্যাঃ ॥ ১৩৬ ॥
ঘোষবারিকরভীকনরাণাং ঘোষমেঘ কলুষং স

পিপাসা জলপানেচ্ছা বস্যাঃ স চাতকানাং পংক্তিচ্চিরং জলসা
তৃপ্তিসংবাদ । ঘনঃ দৃঢ়মাপ্রয়ঃ কবোতীতি তথাহুতমপ্যভি-
বাঞ্ছন কালং প্রাপ্ত্যং বত প্রসিক্তম ॥ ১৩২ ॥ ইত্যেবং প্রাক-
বেগোটকঃ পরোদৈ বিবিশেষণ নীলে ক্ষীতেন বিশালেন বায়ুনা
পল্লিকম্পিতা তমালা বৃক্ষবিশেষা যস্মিন্ প্রানিনাং বিচরণে প্রাতি-
কূলে নিবিড়নীলঘনৈ রুক্তে বর্ষাকালে ॥ ১৩৩ ॥ অগ্রাহারানাং
ব্রাহ্মণপ্রোমানাং শতেন সমুদ্ভূতা শোভাযস্মিন্ তথাভূতে বর্ষা-
কালে সুবীভিক্রপাত্তৌ চরণৌ যস্ত তথাভূতঃ গুরুং সমাক-
পুজয়ন্ত সুধেন গ্রহো বিবরলক্ষণমার্গেভাঃ স্তম্ভনঃ যেষাং তথা-

ভূতা অকলক্ষণা অথ। বস্যা স নিগৃহীতসক্করণে মহাস্থা
কুত্ৰহতাব ইন্দুভবসজ্জিকার্য নদ্যাভটনধুবাস নিবাসং কৃত-
বানিতি ঘোরার্থঃ ॥ ১৩৪ ॥ ত্রস্তমতাগণমস্তমিতাশক যথাভা
তথা অবিহতুর জারিরিভুঃ সমুদকলতি বিহৃদ যস্মিন্তং পঞ্চরাত্র-
জ্ঞস্রং হস্তিভূতাবং পৃথুলা বিশালা জলধারা মুকতি স্ম ॥ ১৩৫ ॥
অথানন্তরঃ তীরভূকংগাং ততীরগ্রাহারসমূহৈঃ সহ তৎসহিতা
স্তীৰহৃকপংক্তীরা কৰ্ষনু তটিন্যা নদ্যা অনল্লঃ পুরো জলপ্রবাঃ
প্রলয়সমুদ্ভববাহবদধিকং নাদমাযরৌ প্রাপ ॥ ১৩৬ ॥ স এব

পূর্বে যাহাদের অসীমপিপাসায় তালু শুষ্ক
হইয়াছিল, অদা সেই চাতকদল বহুকালের পর
জলপান করিয়া তৃপ্ত হইল । যে ব্যক্তি দৃঢ়রূপে
কোন পদার্থের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং সেই
ব্যক্তি যদি অমৃতও বাঞ্ছা করে, কালে তাহাও প্রাপ্ত
হওয়া যায় ইহা প্রসিক্ত আছে । ১৩২ ।

পূর্বোক্ত জলধরদলের আগমনে যে কাল
বিশেষরূপে নীলবর্ণ ; যেকালে প্রচণ্ড পবন তমাল-
বৃক্ষ সকল পরিকম্পিত করে ; প্রাণীমাত্রেয়ই
গমন করিবার যে কাল একান্ত প্রতিকূল, যে
কালে শত শত ব্রাহ্মণগণের শোভাবৃদ্ধি হইয়াছে,
সেই নিবিড় নীল মেঘযুক্ত বর্ষাকালে, পণ্ডিত-

পূজ্যপদ গুরুদেবের যথাবিধি অর্চনা করিয়া,
বিষয়পথ হইতে ইন্দ্রিয় তুরঙ্গ স্তব্ধ করিয়া বৃহৎস-
ভাব শঙ্কর, ইন্দুছহিতা নর্ষদানদীর তটে বাস
করিয়াছিলেন । ১৩৩ । ১৩৪ ।

যেভাবে সকল মানবের জ্ঞান হয় ও যেভাবে
সকল দিগ্‌মণ্ডল আচ্ছাদিত হয়, সেইরূপে বৃহৎ-
সংহর্তা ইন্দ্র, বিদ্যাংক্ষুরণ-সম্বলিত পঞ্চরাত্রি ধরিয়া
অনবরত হস্তিশুণ্ডের মত বিশাল জলধারা মোচন
করিতে লাগিলেন । ১৩৫ ।

নর্ষদানদীর অনল্ল জলপ্রবাহ, ব্রাহ্মণদিগের
সহিত তীরস্থ তরুরাশি সকল আকর্ষণ করিয়া
প্রলয়কালীন সমুদ্রলহরীর মত অধিকতর শব্দ
করিতে লাগিল । ১৩৬ ।

নিশম্য । দৈশি ৫৭ ক্রবসমাবিধিধানং বীক্ষ্য চ ক্ষণ-
মভূদবিবক্ষুঃ ॥১৩৭॥ সোহভিমন্ত্য করকং ত্বরমাণস্তৎ
প্রবাহপূরতঃ প্রণিধায় । কুৎসমগ্র সমবেশয়দন্তঃ
কুন্তসম্ভব ইব স্বকরেহন্ধিং ॥ ১৩৮ ॥ তং নিশম্য
নিখিলৈরপি লোকৈরুখিতোহস্য গুরুরুদ্রমুদন্তম্ ।
যোগসিদ্ধিমচিরাদয়মাপেহ্যভ্যাপদ্যততরাং পরি-
তোষম্ ॥ ১৩৯ ॥ ছাত্রমুখ্যমমুমাহ কিয়ন্তি ক্বাসরৈ-

শ্রীশঙ্করো ঘোষসহিতজলধরেভ্যো ভীকৃণাং নরাণাং কলুষং
যেবং শ্রদ্ধা উপদেষ্টারং শ্রীগোবিন্দনাথং ক্রবং নিশ্চলং সমাধে-
র্বিধানং যস্য সমাধেরিবেতি বা তথাভূতং বীক্ষ্য চ ক্ষণমাত্রং
কখনেচ্ছারহিতস্ত ক্রীমভূৎ ॥ ১৩৭ ॥ পশ্চাৎ স শ্রীশঙ্করত্বরমাণঃ
করকং কুন্তমভিমন্ত্য স চার্সো প্রবাহশ্চ তস্যাঃ প্রবাহ ইতি বা
কৃত্তাথে প্রস্থাপ্যাত্র করকে সর্বং জলং প্রবেশয়ৎ । অগন্ত্য
যথা সমুদ্রং স্বহস্ত আবেশয়ন্তথার্থঃ ॥ ১৩৮ ॥ তমুদন্তং রক্তাভং
নিখিলৈরপি লোকৈককৃতং সমাধিতো ব্যুখিতোহস্য শ্রীশঙ্করস্ত
গুরুঃ শ্রদ্ধা অচিরাক্ষীপ্তমেবারং যোগসিদ্ধিমবাপেতি পরিতোষ-

মহানুভব শঙ্কর, শব্দিত জলপ্রবাহে ভীকৃ
নানবগণের আশ্রয়র শুনিয়া এবং নিজগুরু গোবি-
ন্দনাথকে নিশ্চয় সমাধিমগ্ন দেখিয়া ক্ষণকাল মোনা
বলম্বন করিলেন । পশ্চাৎ তিনি ত্বরান্বিত হইয়া
একটি কুন্ত নির্মাণ করিলেন । অনন্তর সেই
নদীর প্রবাহসমক্ষে কলস স্থাপনা করিয়া, (অগন্ত্য
যে রূপ নিজকরে সমুদ্রে নিবেশিত করিয়াছিলেন)
সেইরূপ ঐ কূলে সমুদয় জল স্থাপিত করিলেন ।
। ১৩৭ । ১৩৮ ।

সমাধি হইতে উখিত হইয়া গোবিন্দনাথ সঙ্ক-
লের মুখে ঐ রক্তাভ শ্রবণ করিলেন । এবং
শঙ্কর যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে ভাবিয়া যৎপরো-

গতঘনে গগনে সঃ । পশ্য সৌম্য ! শরদা বিমলং
খং বিদ্যয়েব বিশদং পরতত্ত্বম্ ॥ ১৪০ ॥ বারিদা
যতিবরাশ্চ স্থপাথোদারয়া সত্বপদেশগিরা চ । ঔষধী-
রনুচরাংশ্চ কৃতার্থীকৃত্য সম্প্রতি হি যান্তি যথেষ্টং ॥
॥ ১৪১ ॥ শীতদীধিতিরসো জলমুগ্ধি মুক্তপদ্ধতি-
রিতি স্ফুটকান্তিঃ । ভাতি তত্ত্ববিদ্যামিব বোধো
মায়িকাবরণনির্গমশুভ্রঃ ॥ ১৪২ ॥ বারিবাহনবহেপ্রতি-

মভ্যপদ্যতত্বরামতিশয়েন পরিতোষং প্রাপ্তবানিত্যর্থঃ ॥ ১৩৯ ॥
কিয়ন্তি দিবসৈ গর্তঘনে গগনে সতি শিষ্যাগ্রামমুঃ শ্রীশঙ্করং সঃ
গুরুমাহ । যদ্বাচ তদাহ । হে সৌম্য ! প্রিয়দর্শন ! শরৎকালেন
বিমলং গগনং পশ্য ! তত্র দৃষ্টান্তঃ । যথা ব্রহ্মবিদ্যয়া বিশদমন-
বচ্ছিন্নং ব্রহ্মাত্মৈক্যলক্ষণং তত্ত্বং তৎ ॥ ১৪০ ॥ জলদাঃ স্তম্ভ-
লয়া ধারয়া ঔষধীঃ কৃতার্থীকৃত্য যতিবরাশ্চ সত্বপদেশবাচা
পুনরনুচরাংশ্চ কৃতার্থীকৃত্য সম্প্রতি যথেষ্টং গচ্ছন্তি ॥ ১৪১ ॥
অসৌ শীতদীধিতিশ্চক্ষো জলমুগ্ধি মে বৈদ্যাক্ত আকাশমার্গো
যস্য সঃ অতিস্ফুটকান্তি ভাতি । মায়িকস্তাবরণস্য নির্গমেন
শুভ্রঃ শুদ্ধতত্ত্ববিদ্যাং বোধো যথা প্রকাশতে তৎ ॥ ১৪২ ॥ বারি-

নাস্তি পরিতৃপ্ত হইলেন । ১৩৯ । কিছু দিন পরে
আকাশ মণ্ডল নির্মল হইল শিষ্যাগ্রণী শঙ্করকে
গুরু বলিতে লাগিলেন । হে প্রিয়দর্শন ! শরৎ-
কালে নির্মল আকাশ যেন ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা বিমল
ও অনবচ্ছিন্ন অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব সদৃশ নির্মল । জলদ
সকল, উত্তম জলধারা দ্বারা ঔষধি (ফলপাকান্তরূপ)
সকল কৃতার্থ করিয়া এবং যতীন্দ্রগণ উপদেশ বচনে
অনুচরদিগকে কৃতার্থ করিয়া সম্প্রতি যথেষ্টাক্রমে
গমন করিতে লাগিল । মায়ারূপ আবরণ নির্গত
হইলে তত্ত্ববিৎগণের বিশুদ্ধ বোধ যে রূপ প্রকাশ
পায়, মেঘ সকল অধুনা আকাশ পথ মুক্ত করিয়া

যাতে ভাস্তি ভানি শুচি ভানিশুভানি। মংসরাদিবিগমে
সতি মৈত্রীপূর্বকা ইব গুণাঃ পরিশুদ্ধাঃ ॥ ১৪৩ ॥
মৎস্যকচ্ছপময়ী ধৃতচক্রা গৰ্ভগর্তিভুবনা নলি-
নাঢ্যা। শ্রীযুতাদ্য তটিনী পরহংসৈঃ সেবাতে
মধুরিপোরিব মূর্তিঃ ॥ ১৪৪ ॥ নীরদাঃ সূচিরস-

বাহানাং মেবানাং নিবহে সমূহে প্রতিযাতে সতি শুচিভানি
শুদ্ধভানি শুভানি ভানি নক্ষত্রানি ভাস্তি। যথা রাগদ্বৈবা-
বিগমে সতিমৈত্রীপূর্বকা গুণাঃ কৰুণামুদিতাদয়ঃ পরিশুদ্ধাঃ
প্রকাশন্তে তদ্বৎ ॥ ১৪৩ ॥ মৎস্যকচ্ছপময়ী পুনশ্চ ধৃতং চক্রং
সুদর্শনাখ্যং যয়গৰ্ভবতীনি চতুর্দশ ভুবনানি যন্তাঃ। নলিনৈঃ
কমলৈরাঢ্যা। লক্ষ্ম্যা সংযুতা মধুরিপো বিষ্ণো মূর্তির্যথা পরহংসৈঃ
পরমহংসপরিব্রাজকৈ র্যতিভিঃ সেবাতে তদ্বৎ। অদ্য মৎ-
স্যাদিপ্রচুরা ধৃতানি চক্রানি পুটেভেদা যয়া গৰ্ভবতীনি ভুবনানি
জলানি যন্তাঃ। কমলৈরাঢ্যা শোভায়ুক্তা তটিনী ইয়ং নদী
পরহংসৈরকটকৈঃ হংসাখ্যপদ্ধিতিঃ পরমহংসৈরসিতি বা ॥ ১৪৪ ॥

দিয়াছে বলিয়া অতিশয় বিশুদ্ধকাস্তি হইয়া শশ-
ধর সেইরূপ প্রকাশ পাইতেছে। রাগ,দ্বৈব,মাৎসর্য্য
প্রভৃতি বিগত হইলে মৈত্রীপূর্বক করুণা, মুদিতা
প্রভৃতি যোগশাস্ত্রোক্ত আন্তরিক গুণ সকল যেরূপ
বিশুদ্ধ হইয়া শোভা পায়, সেইরূপ মেঘ সকল
নির্গত হইলে শুদ্ধপ্রভ, শুভ্রনক্ষত্র সকল শোভা
পাইতে লাগিল। মৎস্যকচ্ছপধারিণী, কমলকুমুমে
আবৃত, এবং লক্ষ্মীযুক্ত বিষ্ণুর মূর্তি যেরূপ পরম-
হংস পরিব্রাজকাচার্য্য যতীন্দ্রগণ কর্তৃক সেবিত
হইয়া থাকে সেইরূপ উৎকৃষ্ট হংস সকল মৎস্য
কচ্ছপে পরিপূর্ণ, আবর্তযুক্ত, গৰ্ভস্থিত ভুবন
(জল) সহিত, কমলশোভিত ও শোভান্বিত এই
নদীর সেবা করিতেছে। এই সমস্ত নীরদ চির-

স্তু ন্যমেতে জীবনং দ্বিজগণায় বিতীৰ্য্য। তাস্ত-
বিদ্যাদবলাঃ পরিশুদ্ধাঃ প্রব্রজন্তি ঘনবীথিগৃহেভাঃ ॥
১৪৫ ॥ চন্দ্রিণিসিতচর্চিতগাত্রশচন্দ্রমণ্ডলকমণ্ডল-
শোভা। বন্ধুজীবকুমুসমোৎকরশাটীসমুতো বতিরি-
বায়মনেহাঃ ॥ ১৪৬ ॥ হংসসঙ্গতিলসদ্বরজক-

এতে জলদাঃ সূচিরসভূতং জীবনং জলং দ্বিজানাং ব্রাহ্মণ-
দীনাং পক্ষিণাং চ গণায় বিতীৰ্য্য দত্তা তাস্তা বিদ্যা-
ব্রহ্মণ্য অবলা অক্ষনা যৈঃ পরিশুদ্ধা আদমগাচ্ছুরা মেঘবীথি-
লক্ষণেভ্যো গৃহেভাঃ প্রব্রজন্তি। প্রয়াগ্তি পক্ষে নীরদানির্গতদন্তা
জরাং প্রাপ্য এতে চিরসন্তুতং চিরপর্য্যন্তং সক্ষিতং জীবনং ধন-
দাতাদি ব্রাহ্মণগণায় প্রদত্তা তাস্তা বিদ্যাধিবাতিচক্ৰা অবলা যৈঃ
যতঃ পরিশুদ্ধান্তঃকরণাঃ ঘনীভূতা বীণযো যেষু তেভ্যো গৃহেভাঃ
প্রব্রজন্তি সংগম্য গচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৪৫ ॥ ভাস্মলিগুগাত্রঃ
কমণ্ডলুশোভী কষায়বস্ত্রসমুতো যথা যতিন্তদ্বদরমনেহাঃ শরৎ-
কালঃ চন্দ্রজ্যোৎস্নালক্ষণেন ভাস্মনাং চিতং লিপ্তং গাত্রঃ
শরীরং যস্য। চন্দ্রমণ্ডললক্ষণেন কমণ্ডলুনা শোভাঃস্বাস্ত্যীতি।
তথা বন্ধুকপ্পসমুহলক্ষণয়া শাট্যা সংবৃত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪৬ ॥

সঞ্চিত জীবন (জল) দ্বিজ (ব্রাহ্মণ ও পক্ষী) গণের
উদ্দেশে বিতরণ করিয়া বিদ্যাৎ-পত্নী পরিত্যাগ
পূর্বক শুভ্র হইয়া মেঘ সমূহ রূপ গৃহ হইতে প্রয়াগ
করিতেছে। অথচ ছলে বলা হইল, নীরদ অর্থাৎ দন্ত-
রহিত বান্ধক্যপ্রাপ্ত এই সকল লোক, চিরকালের
জন্য সঞ্চিত জীবন ও ধনধন্যাদি সকল, ব্রাহ্মণ-
গণের উদ্দেশে দান করিয়া ও বিদ্যাতের মত চক্ৰলা
অবলাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধঅন্তঃকরণ
হইলেন এবং অবশেষে ঘনীভূত-রক্তশ্রেণী-যুক্ত গৃহ
হইতে প্রব্রজ্যাশ্রমে অর্থাৎ সম্যাসী হইয়া গমন
করিয়া থাকেন। যেরূপ যতি, গাত্রে ভাস্ম লেপন,
হস্তে কমণ্ডলু ধারণ ও কষায়বর্ণ বসন পরিধান

ক্ষোভবর্জিতমপহুতপঙ্কঃ । বারি সারসমগীঃ গভীরং
শাবকং মন ইব প্রতিভাতি ॥ ১৪৭ ॥ শারদাসুধ-
রজালপরীতং ভ্রাজতে গগনমুজ্জ্বলভানু । লিপ্ত-
চন্দনরজঃ সমুদগ্ধং কৌস্তভং মুররিপোরিব বঙ্কঃ
॥ ১৪৮ ॥ পঙ্কজানি সমাগৃঢ়হরীণি প্রোদগতানি

বিকচানি কনন্তি । সৌম্য ! যোগকলয়েব বিফুল্লা-
ত্মানুখানি হৃদয়ানি মুনীনাম্ ॥ ১৪৯ ॥ রেণুভস্ম-
কলিতে দলশাটীসংবৃত্তৈঃ কুণ্ডমলিটঙ্কপমালৈঃ ।
বস্তুকুডুমলকমণ্ডলুযুক্তৈঃ ধার্য্যতে ক্ষিতিকুহৈ
যতিতৌল্যম্ ॥ ১৫০ ॥ ধারণাদিভিরপি শ্রব-
ণাদ্যৈঃ ক্বার্থিকানি দিবসানুপনীয় । পাদপদ্মরজ-

বারি সারসং সরঃসম্বন্ধি কলং শাবকং স্বদীয়ং মন ইব প্রতিভাতি ।
হংসাপক্ষিভেদেন বিলসচ্চ তত্রিগতপাংসুকং চ । পঙ্কে পরম-
হংসানাং সঞ্জন বিলসচ্চ তৎ বিগতরজোগুণং চ নিরন্তরকর্দমং ।
পঙ্কে নিরন্তপাপমলং শুক্লমিতি যাবদন্তং সমানম্ ॥ ১৪৭ ॥ শব-
ৎকালীনানাং জলধরাণাং জাগৈব বাপ্তং মেঘাবরণবিনির্মুক্ত-
স্বাহুজ্বলো ভানু যস্মিন্ তথাভূতং বোম শোভতে । তত্র দৃষ্টাভঃ
লিপ্তানি চন্দনরজাংশি যস্মিন্ সমুদগ্ধং সংক্ষুব্ধং কৌস্তভাখ্যো
মনি যস্মিন্ তথাবিধং মুররিপোঃ শ্রীবিম্বো বঙ্ক ইবেত্যর্থঃ ॥
১৪৮ ॥ যোগকলয়া উদ্ধর্মুখানি প্রফুল্লানি সমাগৃঢ় আক-
চো হরিরিষ্যুং যেষু তানি প্রকর্ষেদোদগতানি উদ্ধর্তাং প্রাপ্তানি

মুনীনাং হৃদয়ানি কমনানি যথা কনন্তি প্রকাশন্তে । তথা
প্রোদগতানি প্রকচানি বিকাশং প্রাপ্তানি সমাগৃঢ়া হরয়ঃ
স্বধ্যাংশবো যেষু তানি পঙ্কজানি কনন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৪৯ ॥ রেণু-
লক্ষণেন ভস্মনা শোভিতৈঃ পত্রলক্ষণয়া শাট্যা সম্বৃত্তৈঃ কুণ্ড-
মলিটো ভ্রমরান্তলক্ষণা জপমালা যেষাং বস্তৈঃ প্রসববন্ধে কুডু-
লানি কলিকান্তলক্ষণকমণ্ডলুযুক্তৈঃ ক্ষিতিকুহৈ বৃত্তৈঃ যতি-
সাম্যং ধার্য্যতে ॥ ১৫০ ॥ ধারণাধ্যানসমার্থিভিঃ শ্রবণমনননিদি-

করিয়া থাকে, সেইরূপ এই শরৎকাল, চন্দের
জ্যোৎস্না ভস্ম বিবেচনা করিয়া গাত্রে লেপন করি-
লেন, চন্দ্রমণ্ডল কমণ্ডলু ভাবিয়া তাহা দ্বারা
শোভা পাইতে লাগিল, ও বন্ধুজীব (বাঁধুল)
পুষ্প সকল পরিধেয় বস্ত্র করিয়া পরিধান করি-
লেন । সরোবরের জল যেরূপ হংসদলে বিলসিত
হয়, ধূলিবর্জিত দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ তাহার
বিলোড়ন করেনা, কদম একেবারেই থাকেনা ও
অত্যন্ত গভীর হয়, সেইরূপ তোমার মন পরমহংস
দিগের সংসর্গে অত্যন্ত উল্লাসিত, এবং রজোগুণ
শূন্য, ক্ষোভ বর্জিত, পাপমল বিরহিত ও অতিশয়
গম্ভীর । মুরারি বিষ্ণুর বঙ্কঃস্থল যেরূপ চন্দন-

চর্চিত ও কৌস্তভমণিদ্বারা পরিশোভিত, সেই
রূপ এই আকাশ, শারদীয় মেঘজালে সমন্বিত,
এবং মেঘাবরণ বর্জিত হইয়া উজ্জ্বল দিবাকর সঙ্গে
নিতান্ত সুন্দর । হে প্রিয়দর্শন ! মুনিদিগের হৃদয়
যেরূপ যোগবিদ্যায় উদ্ধর্মুখে প্রফুল্ল, এবং তাহাতে
বিষ্ণু সম্যকরূপে আরোহণ করিয়া থাকেন, ও
ক্রমশঃ উদ্ধর্তা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ পঙ্কজ সকল উদ্ধ-
র্মুখ, অথচ বিকাসিত ও ক্রমশঃ উদ্ধে উদিত, এবং
ইহাদের উপর সম্যকরূপে সূর্য্যাকিরণ সকল আরো
হণ করিতেছে । পুষ্পপরাগ যাহাদের ভস্ম,
পত্র সকল যাহাদের পরিধেয় বসন, ভ্রমরবৃন্দ
যাহাদের জপমালা, বস্তৃস্থিত কলিকা সকল যাহা-
দের কমণ্ডলু, সুতরাং সেই সমস্ত মহীকুহ অদ্য
যতিদিগের সৌম্যদৃশ্য প্রাপ্ত হইতেছে । ধারণা,

সাদ্য পুনস্তঃ সঞ্চরন্তি হি জগন্তি মহান্তঃ ॥ ১৫১ ॥
তদ্বান্ ব্রজতু বেদকদম্বাদ্ভুতাং ভবদবাসুদমালাং ।
তত্পদ্বক্তিভিঃ ! বিবেক্তুং সত্ত্বং হরপুরীমবি-
বিক্তাং ॥ ১৫২ ॥ অত্র কৃষ্ণমুনিনা কথিতং মে পুত্র !
তচ্ছৃণু পুরা তু হিমাঙ্গো । ব্রজশত্রুশূন্যদেবত-
জুষ্ঠং সত্ৰমত্রিমুনিকর্তৃকমাস ॥ ১৫৩ ॥ সংসদি

দ্যাসনৈশ্চ বার্ষিকানি দিবসান্তপনীযাদ্য পাদিপদ্মরজসা অগন্তি
পুনস্তো মহান্তঃ সঞ্চরন্তি ॥ ১৫১ ॥ যস্মাদেবং তৎ তস্মাদ্ভবান্
বেদসমুদ্রভুতাং জন্মমরণলক্ষণসংসারাকৃত্য দবস্য বনাদ্যেঃ
মেঘমালাং তত্পদ্বক্তিভিঃ বিবেক্তুং ইয়ং তত্পদ্বক্তি-
রিয়ং নেতি বিবেচনং কৰ্ত্ত্বং শীঘ্রং শিবপুরীং কাশীং গচ্ছতু
॥ ১৫২ ॥ অথ শরীরকহৃত্তাযাকরণায় প্রেরয়িত্বান্ ব্রজান্ত-
মাবেদয়তি । অত্রাস্মিন্ পদ্বক্তিবিবেচনে কৃষ্ণমুনিনা বেদ-
বাসেন যস্মৈ কথিতং হে পুত্র ! তচ্ছৃণু । পূৰ্ব্বং হিমাঙ্গো
ব্রজশত্রুশূন্যদেবতজুষ্ঠং সত্ৰমত্রিমুনিকর্তৃকং সত্ৰ-
মাস বভূব ॥ ১৫৩ ॥ তত্র সভায়াং স পরাশরসূনুঃ

ধ্যান, ও সমাধি এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ইহা-
দ্বারা বার্ষিক দিন সকল অতিবাহিত করিয়া
পাদপদ্ম ধূলি দ্বারা ত্রিজগৎ পবিত্র করত
মহান্ লোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকে । হে
অভিষ্ঠ ! যখন এইরূপ নিয়ম রহিয়াছে, তখন
বেদসমুদ্রভুত, জন্মমরণযুক্ত সংসাররূপ দাবা-
নলের মেঘমালা স্বরূপ পরমার্থতত্ত্বের প্রকৃত
পদ্বক্তি (ইহা তত্পথ, ইহা তত্পথ নয়) এইরূপে
বিবেচনা করিবার জন্য শীঘ্র শিবনগরী কাশী গমন
কর । ১৪০ । ১৪১ । ১৪২ । ১৪৩ । ১৪৪ । ১৪৫ ।
১৪৬ । ১৪৭ । ১৪৮ । ১৪৯ । ১৫০ । ১৫১ । ১৫২ ।

এই তত্পদ্বক্তির বিবেচনা বিষয়ে কৃষ্ণ দ্বৈপা-

শ্রুতিশিরোমুখমুদারং শংসতি স্ম স পরাশরসূনুঃ ।
ইত্যপ্চ্ছমহমত্র ভবন্তং সত্যবাচমভিমুক্ততমং
তম্ ॥ ১৫৪ ॥ আৰ্য্য ! বেদনিকরঃ প্রবিভক্তো
ভারতং কৃতমকারি পুরাণং । যোগশাস্ত্রমপি সমা-
গভাষি ব্রহ্মসূত্রমপি সূত্রিতমাসীৎ ॥ ১৫৫ ॥ অত্র
কেচিদিহ বিপ্রতিপন্নাঃ কল্পয়ন্তি হি যথাযথমর্থান্ ।
অন্যথাগ্রহণনিগ্রহদক্ষং ভাষামস্য ভগবন্ ! করণীয়ং

শ্রুতিশিরসামর্থমুদারং শংসতি স্ম । তমভিমুক্ততমং সত্যবাচ-
মত্রভবন্তং পূজ্যং শ্রীব্যাসমিতি বক্ষ্যমাণমহমপ্চ্ছং পৃষ্ঠেবান্ ॥
১৫৪ ॥ যৎ পৃষ্ঠে তদাহ । হে আৰ্য্য ! বেদনিকরো বেদ-
নিচয়ঃ প্রকর্ষেণ বিভক্তো বিলক্ষণী কৃতত্বযেতি শেষঃ । এবমগ্রে-
হপি ॥ ১৫৫ ॥ অথ ব্রহ্মসূত্রে ইহাস্মিন্ লোকে কেচিৎপ্রতিপন্না
বিপ্রতিপত্তিঃ প্রাপ্তাঃ স্বমতানুসারেণ যথাযোগ্যমর্থান্ করয়ন্তি ।
তস্যাং হে ভগবন্ ! অন্যথাগ্রহণনিগ্রহে দক্ষমস্ত ব্রহ্ম-

য়ন বেদবাস আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, হে
পুত্র ! তুমি তাহা শ্রবণ কর । পূৰ্ব্বকালে হিমালয়ে
এক যজ্ঞ হইয়াছিল । ইন্দ্রপ্রভৃতি সমস্ত
দেবগণ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন । অত্রি-
মুনি সেই যজ্ঞের ঋত্বিক্ ছিলেন । সেই
সভায় পরাশরপুত্র বেদবাস, বেদমন্তক
বেদান্ত শাস্ত্রের উদার অর্থ ব্যাখ্যা করেন । বেদান্ত
শাস্ত্রে অত্যন্ত তৎপর, সত্যবাদী, পূজনীয় সেই
ব্যাসদেবকে তখন আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ।
আৰ্য্য ! আপনি বেদ সকল উত্তমরূপে বিভাগ
করিয়াছেন, ভারত ও পুরাণ রচনা করিয়াছেন,
সমাক্রূপে যোগশাস্ত্রও বলিয়াছেন, এবং ব্রহ্মসূত্র
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন । এই ব্রহ্মসূত্রে ইহলোকস্থ

॥ ১৫৬ ॥ মদ্বচঃ স চ নিশমা সভায়াং বিদ্বদগ্রচর !
বাচমবোচৎ । পূর্বমেব দিবিস্তিরুদীর্ণঃ পার্শ্বতী-
পতিসদস্যমর্থঃ ॥ ১৫৭ ॥ বৎসক! শৃণু সমস্ত
বিদে কো মৎসমস্তব ভবিষ্যতি শিষাঃ । কুস্ত
এব সরিতঃ সকলং যঃ সংহরিষ্যতি মহোল্লমস্তঃ ॥
১৫৮ ॥ দুর্শ্মতানি নিরসিষ্যতি সোহয়ং শর্মদায়ি
চ কারিষ্যতি ভাষাং । কীর্তরিষ্যতি গণস্তব লোকঃ
কার্তিকেন্দুকরকৌতুকি যেন ॥ ১৫৯ ॥ ইতুদৌৰ্ঘ্য-

যুতস্ত ভাষাং শ্রুয়া করণীরং ॥ ১৫৬ ॥ মম বচনং স চ পরা-
শরস্বঃ শ্রুত্বা সভায়াং হে বিদ্বদগ্রচর ! বাচমুক্তবান্ তাং দর্শ-
য়তি দিবিস্তি দেবৈরয়ং ত্বহকৌতুখঃ শিবস্ত সভায়া-
মর্থঃ ॥ ১৫৭ ॥ তস্যাং হে বৎস ? ত্বং শৃণু সমস্তবৎ সৰ্বজ্ঞঃ ॥
১৫৮ ॥ সুখপ্রদং ভাষাং করিষ্যতি যেন শিষণং তৎকর্তৃ
কণ ভাষণ চ কার্তিকচন্দ্রকিরণবৎ কৌতুকমস্তাতীতি তব
যশো লোকঃ কীর্তরিষ্যতি ॥ ১৫৯ ॥ ইতোবং প্রকারেণ স

অনেকেই ব্যাকুল হইয়া স্বস্ব মতানুসারে যথাযোগ্য
অর্থ কল্পনা করিয়া থাকেন । হে ভগবন্! প্রকা-
রান্তরে ও বিপরীতভাবে যে সমস্ত অর্থ হইয়া
থাকে, তাহার নিগ্রহ করিতে সক্ষম, এমন এক
ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য আপনি করুন । ১৫৩ । ১৫৪ ।
। ১৫৫ । ১৫৬ ।

পরশর তনয় বেদবাস, আমার বাক্য শুনিয়া
সেই সভায় বলিতে লাগিলেন । হে পণ্ডিতাগ্রগণ্য !
তুমি যে কথা বলিলে, পুরাকালে শিবসভায় দেবগণ
ঐ অর্থ বলিয়াছিলেন হে বৎস ! শ্রবণ কর । যে এক
কুস্তে নদীর সমস্ত জল সংহার করিতে পারিবে এরূপ

মুনিরাট্ গবনান্তে পত্ন্যাপ স্মগিরিং গিরিজায়াঃ ।
তন্মুখাচ্ছ তমশেষমিদানীং সন্মুনিপ্রিয় ! ময়া
ত্বয়ি দৃষ্টম্ ॥ ১৬০ ॥ সত্যুত্তমপুমানসি কচ্ছিতত-
বিপ্রবর ! নাশ্চ সমানঃ । তদ্ যতস্ব নিরবদ্য
নিবন্ধৈঃ সদ্য এব জগদুচ্চরণায় ॥ ১৬১ ॥ গচ্ছ
বৎস ! নগরং শশিমৌলেঃ স্বচ্ছদেব তটিনীকম-

মুনিরাট্ বেদবাসো বনমধ্যে উক্ত। পার্শ্বত্যাঃ পত্ন্যাঃ শিবস্ত
গিরিং কৈলাসং প্রাপং । তস্ত ব্যাসস্ত মুখাচ্ছ তং সৰ্বং ময়া কে
সন্মুনিপ্রিয় ! ত্বয়ি দৃষ্টম্ ॥ ১৬০ ॥ হে তত্ত্ববিজ্ঞেষ্ঠ ! তত্ত্বস্মারি-
দৃষ্টগ্রন্থৈর্যতস্ব ॥ ১৬১ ॥ শশিমৌলেশ্চন্দ্রশেখরস্য নগরং

আমার তুল্য তোমার এক সর্বজ্ঞ শিষ্য হইবে ।
সেই শিষ্য দুই মত সমস্ত নিরস্ত করিবে, এবং
মঙ্গল-জনকব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য নির্মাণ করিবে ।
লোকে শিষ্যদ্বারা ও শিষ্য কৃতভাষাদ্বারা কার্তিক-
মাসের চন্দ্রকিরণের তুল্য তোমার নির্মল
যশ কীর্তন করিবে । মুনিবর বেদবাস বনমধ্যে
এই কথা বলিয়া পার্শ্বতীপতি মহাদেবের সুন্দর
কৈলাসপর্বতে গমন করিলেন । হে মুনি-প্রিয় !
আমি বেদবাসের প্রমুখাৎ যে সমস্ত কথা শ্রবণ
করিয়াছিলাম, সেই সমুদয় তোমাতে বিদ্যমান
দেখিতেছি । হে তত্ত্ববিৎশ্রেষ্ঠ ! সেই উত্তম
পুরুষ তুমি, তোমার সমান আর কেহই নাই ।
অতএব জগৎ উদ্ধার করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে
নির্দোষ গ্রন্থ নির্মাণ করিতে যত্নবান্ হও । স্বচ্ছ
দেবনদী গঙ্গাশোভিত, শশিমৌলি মহাদেবের রমণীয়
নগরে গমন কর । হে বৎস ! গমনমাত্রেই দেবা-
দিদেব মহাদেব তোমার উপর নিরতিশয় অনুগ্রহ

নীয়ং । তাবতা পরমমুগ্রহমাদ্যা দেবতা তব করি-
ষ্যতি ॥ ১৬২ ॥ এবমেনমমুশাস্ত দয়ালুঃ
পাবয়ম্ভিজদৃশা বিসমর্জ । ভাবতঃ স্বচরণামুজসেবা
মেব শব্দভিকাময়মানং ॥ ১৬৩ ॥ পঙ্কজপ্রতিভটং
পদযুগ্মং শঙ্করোহস্য নিরগাদসহিষ্ণুঃ । তদ্বিরোগ-
মভিবন্দ্য কথঞ্চিৎ দ্বিলোকনগয়ন্ হৃদয়াজ্জ ॥ ১৬৪ ॥

স্বচ্ছরূপা দেবদেবী গঙ্গা কমনীয়ং সুন্দরং তাঁবতা-গমনমাত্রে-
ণৈব তদ্বিরগরে আদ্যা শিবাখ্যা দেবতা তব পরমমুগ্রহঃ
করিষ্যতি ॥ ১৬২ ॥ এবমেনঃ শ্রীশঙ্করঃ দয়ালুরমুশাসনং কৃৎস্না
দৃশা কৃপাদৃষ্টা পবিত্রীকূর্কন ভাবাৎ তক্তাভিশয়েন স্বচরণা-
মুজসেবামেব সদৈবভিকাময়মানং বিসমর্জ ॥ ১৬৩ ॥ অস্ত
শ্রীগোবিন্দনাথ গুরোঃ পঙ্কজপ্রতিভটং পদযুগ্মমভিবন্দ্য তস্ত
পদযুগ্মং বিরোগমসহিষ্ণুপি তস্ত দিলোকনং হৃদয়াজ্জ অল্প-
প্রাপ্তবন্ কথঞ্চিৎ দ্বিরগাৎ ॥ ১৬৪ ॥ সহিতাপসবরঃ শ্রীশঙ্করঃ

প্রকাশ করিবেন । যিনি অতিশয় ভক্তি সহকারে
বারংবার কেবল মাত্র গুরু পদাম্বুজ সেবা কামনা
করিতেছিলেন, দয়ালু গুরুদেব তখন সেই শঙ্করকে
অমুশাসন করিয়া শীঘ্র বিসমর্জন করিলেন । ১৫৭ ।
১৫৮ । ১৫৯ । ১৬০ । ১৬১ । ১৬২ ।

শঙ্কর গোবিন্দনাথের পঙ্কজসদৃশ পদযুগল বন্দনা
করিয়া এবং সেই পদযুগলের বিরহ সহিতে না
পারিয়া হৃদয়পঙ্কজে সেই পদাম্বুজ যুগলের দর্শন
প্রাপ্ত হইয়া অতিকষ্টে বহির্গত হইলেন । ১৬৩ ।

যাহার সমীপে কদম্বকানন সকল পরিব্যাপ্ত,
নদীর নিকটে স্বর্ণবর্ণচিত্র যজ্ঞীয়স্তম্ভের সমূহদ্বারা
যাহার শোভা উল্লসিত, তাপসবর শঙ্কর তৎকালে
সেই কাশীনগরে উপস্থিত হইলেন । ১৬৩ ।

প্রাপ তাপসবরঃ সহি কাশীং নীপকাননপরীত-
সমীপাং । আপগানি কটহাটকচক্ৰদ্যুপপংক্তি সমু-
দক্ষিতশোভাং ॥ ১৬৫ ॥ সন্দর্শয় ভগীরথতপ্তা-
মন্দতীত্রতপসঃ ফলভূতাং । যোগিরাডুচি-
তীরনিকুঞ্জাং ভোগিভূষণজটাতটভূতাং ॥ ১৬৬ ॥
বিষ্ণুপাদনখরাজ্জননদ্বা শম্মুমৌলিশশিসঙ্গমনাদ্বা ।
যা হিগাদ্রিশিখরাং পতনাদ্বা স্ফটিকোপমজলা প্রতি-
ভাতি ॥ ১৬৭ ॥ গায়তীব কলমটপদনাদৈ নৃত্যতী-

কাশীং প্রাপ । তাং বিশিষ্টা । নীপানাং কদম্বানাং বনে
ব্যাপ্তঃ সমীপং যত্নাঃ । আপগান্না নদ্যা নিকটানাং স্বর্ণবর্ণ
চক্ৰতাং যুপানাং যজ্ঞস্তম্ভানাং পংক্তিভিঃ সমুদক্ষিতা শোভা
যত্নাং সা তাং ॥ ১৬৫ ॥ এবং কাশীম্পর্গবা গঙ্গাং বর্ণয়তি ।
যোগিরাট্ ভগীরথেন তপ্ততামন্দতীত্রতাত্তীকৃত্ত তপসঃ
ফলভূতাং । উচিতাতীত্রে নিকুঞ্জা যত্নাঃ । সপ্তভূষণ
জটানাং তটত ভূষামলকৃতিং গঙ্গাং সন্দর্শ ॥ ১৬৬ ॥ স্ফটিক-
মণিসদৃশজলাং গঙ্গাং ত্রিপোং প্রেক্ষতে । বিষ্ণোশ্চরণজা-
জ্জননাদ্বা সঙ্গমনং সমাগমঃ হিমাঙ্গি শিখাচলঃ ॥ ১৬৭ ॥

যোগীরাজ শঙ্কর, ভগীরথের অসাধারণ তপস্যার
ফলস্বরূপ, গঙ্গাদর্শন করিলেন । যাহার তীরে সমুচিত
নিকুঞ্জ ও কুঞ্জ সকল বিদ্যমান, এবং ফণিভূষণ মহা-
দেবের জটাতটের ভূষণ-স্বরূপ গঙ্গাদর্শন করি-
লেন । বিষ্ণুপদনখর হইতে জন্মহেতু, কি শিব
মস্তকস্থিত চন্দ্রসমাগম-হেতু, অথবা হিমাচলের
শিখরদেশ হইতে পতনহেতু, গঙ্গাজল স্ফটিকমণি
সদৃশ স্বচ্ছ ? । যেন ভ্রমরগণের কলনাদে গান করি-
তেছেন, পবন কম্পিত কমলদ্বারা যেন নৃত্য করি-

পবনোচ্চলি হ্যৈঃ । মুখ্যতীৱ হসিতং সিতফেনৈঃ
স্নিঘ্যতীৱ চপলোন্মিকটৈর্যথা ॥ ১৬৮ ॥ শ্যামলা কচিদ-
পাঙ্গমযুধৈশ্চিহ্নিতা কচন ভূষণভাভিঃ । পাটলা কুচ-
তটীগলিতৈর্বা কুঙ্কুমৈঃ কচন দিব্যবধূনাং ॥ ১৬৯ ॥
সোহবগাহ সলিলং সুরসিক্কোরুত্ততার শিতিকণ্ঠ-
জটাভাঃ । জহুবীসলিলবেগজতন্তুদ্যোগপুণ্যপরি-
পূর্ণ ইবেন্দুঃ ॥ ১৭০ ॥ স্বর্ণনীলকণাহিতশোভা-
মূর্তিরস্য স্ততরাং বিললাস । চন্দ্রপাদগমদম্বকণাক্ষা

অবাক্ষ্যকটৈর্ধ্বুদৈর্জর্মনরনাটৈর্গায়তীব । বায়ুনোদ্বর্চলিতৈঃ
কমলৈনৃত্যতীব । খেটৈঃ ফেনৈর্হাসং মুখ্যতীৱ চপলোন্মিকক্ষণ-
হতৈরালিঙ্গনং কুর্ন্ততীব ॥ ১৬৮ ॥ দিব্যবধূনাং কটাক্ষকিরণৈঃ
কচিভিঃশ্যামা । ভাসং ভূষণনীপ্তিভিঃ কচন চিহ্নিতা বিচিত্রভূষণ-
ভানাং বিচক্ৰতাং তাসাং । স্তনভটীভো গলিতৈঃ কুঙ্কুমৈঃ কাচং
পাটলাঃ স্বেতবক্তাং এবম্ভূতাং সন্দর্শেতি পুংসেণাশ্বরঃ ॥ ১৬৯ ॥
সঃ শ্রীশঙ্করঃ সুনন্দয়া গঙ্গয়া জলমবগাহ শিতিকণ্ঠস্য শিবস্ত
জটাভো । জাহুবীসলিলবেগেন জতন্তুদ্যোগজাহব্যাঃ সংযোগেন
পুণ্যেন পরিপূর্ণচন্দ্র ইব উত্ততারাংপ্লুতঃ ॥ ১৭০ ॥ স্বঃ-

তেছেন, শুভ্রবর্ণ ফেনদ্বারা যেন হাস্য ত্যাগ করি-
তেছেন । এবং স্বর্গীয় কামিনীগণের কটাক্ষ কিরণে
কোথায় শ্যামলবর্ণ, তাহাদের ভূষণপ্রভায় কোথায়
বিচিত্র, এবং তাহাদের স্তনভট গলিত কুঙ্কুমরসে
কোথায় বা পটলবর্ণ । ১৬৫ । ১৬৬ । ১৬৭ । ১৬৮ ।
১৬৯ ।

শঙ্কর সুরসিক্কু গঙ্গার জলে অবগাহন করিয়া
নীলকণ্ঠের জটা হইতে জাহুবীজলের বেগাধিক্য-
বশতঃ অপহৃতচিত্ত হইয়া পুনরায় জাহুবীর সংযোগ
পুণ্যে পরিপূর্ণ হইয়া চন্দ্রের মত উত্তীর্ণ হইলেন ।
১৭০ ।

পুস্তিকা শিশিলাৱচিত্তেব ॥ ১৭১ ॥ বিশেষশ্চ-
রণযুগং প্রণমা ভক্ত্যা । হর্যাদৈদ্যজ্ঞিদশবটৈঃ সমর্চি-
তস্য । মোহনৈষৌঃ প্রগতমনা জগৎপবিত্রে ক্ষেত্রেহ
সাবিহ সময়ং ক্রিয়ন্তমার্থ্যঃ ॥ ১৭২ ॥
ইতি শ্রীমাধবৌয়ে তৎস্থখাপ্রমনিবাসগঃ । সজেক্ষপ-
শঙ্করজয়ে সর্গোহয়ং পঞ্চমোহভবৎ ।

সিক্কোর্জলকটৈরাতিত্যা শোভা যন্তাঃ সাহস্যা শঙ্করস্য মূর্তিঃ
স্ততরাং শুভ্রত । তত্র দৃষ্টাত্তঃ চন্দ্রকিরণৈর্গলিতাং জলকণা-
নামকাঞ্চিহ্মানি যস্য্যাঃ সা চন্দ্রকান্তশিলাৱচিত্তা প্রতিমা
যথা তদ্বৎ ॥ ১৭১ ॥ বিষমীষ্ট ইতি বিশেষ্ট তস্য বিশনিয়ন্ত-
কিঙ্কাদিদেববটৈঃ পূজিতস্য চরণদ্বয়ং ভক্ত্যা প্রণমা প্রণামনাঃ
সোহসাবার্থ্যঃ ক্রিয়ন্তঃ কাণহ জগৎপবিত্রেহস্বন্ ক্ষেত্রেহনৈষৌঃ
নীতবানিতার্থঃ । প্রচর্ষণীকৃতঃ ॥ ১৭২ ॥ ইতি শ্রীপরমহংস-
পরিব্রাজকচার্যঃবাণগোপালতীর্থ শ্রীপাদশিষ্যদত্তবংশাবতঃসরাস-
কুমারসুহৃদমণ্ডিতহরিকৃতে শঙ্করবিজয়ডিঙমে পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

ইতি পঞ্চমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

চন্দ্রকিরণে জলকণা সকল গলিত হইয়া বাহার
চিহ্ন করিয়া থাকে, সেই চন্দ্রকান্তমণিনির্মিত প্রতি-
মার মত, গঙ্গাজলকণাদ্বারা শঙ্করের দেহ শোভা
পাইতে লাগিল । ১৭১ ।

ব্রহ্মা বিষু দেবগণ বাঁহার পদপূজা করিয়া
থাকেন, সেই বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বরের চরণযুগল
ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিয়া সংযতচিত্ত শঙ্করাচার্য্য
জগতের পবিত্রতাকারক ঐ পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান
করিয়া কিছুকাল অতিবাহিত করিলেন । ১৭২ ।

ইতি পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ

অধাগমদ্ ব্রাহ্মণসূরাদাদদীতবেদো দলয়ন্
স্বভাসা । তেজাংসি কশ্চিৎ সরসীরূহাক্ষো দিদৃক্ষ-
মাণঃ কিল দেশিকেক্ষুঃ ॥ ১ ॥ আগত্য দেশিক-
পদাস্থজযোরপপুং সংসারবারিধিমমুত্তরমুত্তীৰ্ণবুঃ ।
বৈরাগ্যাবানকৃতদারপরিগ্রহশ্চ কারুণ্যাবমধিকৃষ্ণ-
দৃঢ়াং দুৰাপাম্ ॥ ২ ॥ উত্থাপ্য তং গুরুরুবাচ গুরু-

এবং সপরিকরং জীবন্তু ক্রিমুখপ্রাপকং শ্রীশঙ্করকর্তৃকং চতুর্থা-
শ্রমনিবাসমুপবর্ণ্যাত্মনোঃ তৎকর্তৃকাঃ ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠিতং
সপরিকরং বর্ণয়িতুমুপক্রম্যেতৎ অথৈতাদিনা । অথ কাশী-
প্রাপ্তাদানন্তরং কশ্চিৎ কমলেক্ষণো ব্রাহ্মণস্তোহদীতবেদো
দেশিকেক্ষুঃ দিদৃক্ষমানঃ স্বভাসা তেজাংসি দলয়ন্ আদরাদাগম-
দিতি যোজনা উপজাতীঃ ॥ ১ ॥ দৃঢ়াং দুৰাপাং গুরুকারুণ্যাব-
মধিকৃষ্ণ হৃদয়ং সংসারসমুদ্রমুত্তীৰ্ণবুঃ বৈরাগ্যাবান্ ন কৃতঃ স্ত্রী-
পরিগ্রহো যেন স আগত্য শ্রীশঙ্করস্যোপদেষ্টুশ্চরণকমলয়োৰপ-
পুং পতিতবান্ বদন্তিলকা ॥ ২ ॥ তং ব্রাহ্মণকুমারমুত্থাপ্য

শঙ্করাচার্য্য কাশী আসিয়া উপস্থিত হইবার পর
নলিনাক্ষ কোন এক ব্রাহ্মণ কুমার বেদ সকল অধ্য-
য়ন করিয়া গুরুবর শঙ্করকে দেখিতে বাসনা করিয়া ও
নিজপ্রভায় তেজ সকল বিদলিত করিয়া আদর-
পূর্বক তথায় আগমন করিলেন । ১ ।

দৃঢ়, ও অস্ত্রের দুর্লভ, গুরুর করুণা তরণী অধি-
রোহণ করিয়া দুস্তর সংসার লাগর উত্তীর্ণ হইতে
ইচ্ছা করিয়া বৈরাগ্যযুক্ত ঐ ব্রাহ্মণ দারপরিগ্রহ না
করিয়া উপদেষ্টা শঙ্করাচার্য্যের চরণকমলে পতিত
হইলেন । ২ ।

দ্বিজানাং কস্তুং ক ধাম কুত আগত আন্তর্ধৈর্য্যঃ ।
বালোহপ্যাবলধিমণঃ প্রতিভাসি মে স্বমেকোহপ্য-
নেক ইব নৈকশরীরভাবঃ ॥ ৩ ॥ পৃষ্ঠো বভাণ
গুরুমুত্তরমুত্তরজ্ঞো বিপ্রো গুরো ! মম গৃহং বৃধ
চলোদেশে । যত্রাপগা বহতি তত্র কবেরকন্যা বস্যাঃ

দ্বিজানাং গুরু দৈ শিক উবাচ । ভুং কঃ ব্রাহ্মণো বা ক্ষত্রিয়াদি আ-
ধাম গৃহং বদীয়ঃ ক ইদানীং ভুং কন্যাদেশাদাগতঃ । বত আতঃ
গৃহীতং বৈরাগ্যং যেন সঃ । অতো বালোহপ্যাবলবুদ্ধিঃ মে
প্রতিভাসি । পুনশ্চেকোহপ্যনেক ইব প্রতিভাসি নির্ভরস্বাৎ ।
পুনর্কিন্যতে একম্বিমপি শরীরে অহঙ্কারো বস্তু সঃ পাঠ্য-
স্ত্রে তু ন বিদাত একস্ত শরীরস্তাপি ভানং যস্মৈতি
ব্যাখ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥ এবং পৃষ্ট উত্তরজ্ঞো গুরুঃ প্রতি জগাদ । হে
গুরো ! অতঃ বিপ্র ইতি প্রথমপ্রশ্নোজ্ঞাতরং । দ্বিতীয়সোত্তরমাহ ।
হে বৃধ ! যদ্যা জলং হরিপাদাস্তভক্তেঃ কারণং না কাবেরী-

সেই ব্রাহ্মণ কুমারকে উত্তোলন করিয়া দ্বিজ-
গুরু শঙ্কর বলিতে লাগিলেন । তুমি কে? ব্রাহ্মণ
না ক্ষত্রিয়? তোমার ধাম কোথায়? ইদানীং তুমি
কোন দেশ হইতে আগমন করিয়াছ? যখন তুমি
ধৈর্য্য গ্রহণ করিয়াছ তখন নিশ্চয় তোমার বালক
হইয়াও প্রাচীন লোকের মত বুদ্ধি এবং তুমি একাকী
হইয়াও অনেকের মত ভাব প্রকাশ করিতেছ
কেমন? অধচ তোমার শরীরে কোন অহঙ্কারের
লেশ মাত্র নাই । ৩ ।

অনন্তর ব্রাহ্মণকুমার বলিতে লাগিলেন । হে
গুরো ! আমি ব্রাহ্মণ । বাহার জল হরিপাদাস্থ-

পয়ে। হরিপদাশুজভক্তিমূলং ॥ ৪ ॥ অট্টাট্যমানো
মহতো। দিদৃক্ষুঃ ক্রমাগতমং দেশমুপাগতোহস্মি ।
বিভেমি মজ্জন্ ভববারিরাশৌ তৎপারগং মাং
কৃপয়া বিধেহি ॥ ৫ ॥ অপাঙ্গৈরুত্তঙ্গৈরমৃতবর-
ভঙ্গৈঃ পরগুরো ! শুচা দূনং দীনং কলয় দয়য়া মাম-
বিমুশন্ । গুণং বা দোষং বা মম কিমপি সঙ্কিত-

য়সি চেত্তদ। কৈবল্লাঘা। নিরবধিকৃপানীরধিরিতি ॥৬॥
শ্রান্তে দীনদয়ালুতা কৃতযশোরশি ত্রিলোকী গুরো!
ভূর্ণক্ষেদয়সে মমাদ্য ন তথা কারুণ্যতঃ শ্রীমতি ।
বর্ষন্ ভূরি মরুস্থলীষু জলভৃৎ সন্তি যথা পূজ্যতে নৈবং
বর্ষশতং পয়োনিধিজলে বর্ষমপি স্তূয়তে ॥৭॥ ত্বৎ-
সারস্বতসারসারসস্থধাকূপারসংসারসম্রোতঃসম্ভূতস-

নদী যত্র স্নতি । তন্নিম্নং চোলাখ্যে দেশে মম গৃহমন্তীত্যর্থঃ ।
সর্বজ্ঞস্য ভব ন কিঞ্চিদপ্যবিদিতমিতি সম্বোধনশব্দঃ ॥ ৪ ॥
ভূতীয়প্রশস্যোত্তরমাহ । মহতো দর্শনেচ্ছুরট্টাট্যমানো ভূশ-
মটমানঃ স্চিহ্নত্রিমুদ্রাট্যর্থাশূর্ণোতিভ্যো যঙ্ বাচ্য ইতি যঙ্ ।
ক্রমাগতমং দেশমুপাগতোহস্মি । এবং পৃষ্টমাবেদ্য স্বপ্রয়োজনমাবে-
দয়তি । সংসারসমুদ্রে মজ্জন্ বিভেমি । তস্মাৎ কৃপয়া সংসার-
সমুদ্রাৎ পারগং মাং বিধেহি উপজ্ঞাতিঃ ॥ ৫ ॥ হে পরমগুরো !
মম গুণং বা দোষং বা অবিচারয়ন্ অত্যাচ্চৈঃ কটাক্ষলক্ষণৈ-
রমৃতবরভঙ্গৈঃ সুধাপ্রবাহভরঙ্গৈঃ দরয়া শোকেন ধিন্নমত-

এব দীনং মাং কলয়াহবলোকয় । গুণদোষবিচারণে বাধকমাহ ।
গুণং বা দোষং বা কিমপি মম চিন্তয়সি চেৎ তদ। শ্রীশঙ্করো
নিরবধিকৃপাসমুদ্র ইতি কৈবল্লাঘা ন কাহপীত্যর্থঃ । শিখ-
রিণী ॥৬॥ এতদেব ভূতবন্ সদৃষ্টান্তমাহ । হে ত্রিলোকীগুরো!
শীঘ্রং গুণদোষবিচারং বিনৈবান্য। মমোপরি দয়াং করোষি চেৎভ-
হি তে দীনদয়ালুতা সম্পাদিতযশোরশি যথা স্যাত্তথা শ্রীমতি
কারুণ্যতো অনিত্যযশোরশি ন স্যাত্ । যতো মরুস্থলীষু ভূরি
বর্ষন্ জলভৃন্মেঘঃ সন্তি যথা পূজ্যতে। সমুদ্রজলে বর্ষশতং বর্ষমপি
তথান স্তূয়ত ইত্যর্থঃ শাদূলবিক্রীড়িতম্ ॥ ৭ ॥ বদীরসরস্বত্যাঃ

জের স্মৃষ্ণভক্তির একমাত্র মূল, সেই কাবেরীনদী
যথায় প্রবাহিত হইয়া থাকে, হে বুধ ! সেই চোল-
দেশে আমার গৃহ জানিবেন । ৪ ।

আমি মহৎ লোক দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া
অত্যন্ত পর্যটন করিতে করিতে ক্রমশ এই দেশে
আগমন করিয়াছি । আমি ভবসাগরে নিমগ্ন হইয়া
অত্যন্ত ভীত হইয়াছি । অতএব যাহাতে ভবসাগর
পার হইতে পারি, আপনি কৃপা করিয়া তাহার
উপায় বলিয়া দিন । ৫ ।

হে পরমগুরো ! আমার দোষ কি গুণ বিচার
না করিয়া অত্যাচ্চ কটাক্ষ রূপসুধাপ্রবাহ দ্বারা দয়া-
পূর্বক শোকব্যথিত এই দীন জনকে অবলোকন করুন ।

যদি আপনি আমার গুণ কি দোষ চিন্তা করেন,
তবে আপনি যে অপার দয়াসাগর বলিয়া বিখ্যাত
আছেন তাহার আর কি শ্লাঘা হইল ? । ৬ ।

হে ত্রৈলোক্যগুরো ! আপনি গুণ দোষ বিচার
না করিয়াই অদ্য আমার উপর যদি দয়া করেন,
তাহা হইলে দীন জনের উপর দয়ালুতা-নিবন্ধন
আপনার যশ হইবে । শুদ্ধ দয়ালুতা বশতঃ আপনার
সে রূপ যশোরশি কখনই হইতে পারে না । কারণ
মরুভূমে ভূরি জলবর্ষণ করিলে সাধুগণ যেমন
মেঘের পূজা করিয়া থাকেন, শতবর্ষ ধরিয়া
সমুদ্রগর্ভে জলবর্ষণ করিলে কখনই মেঘ সেইরূপ
সুব্যয়োগ্য হইতে পারে না । ৭ ।

স্ততোজ্জ্বলজলক্ৰীড়া মতি মে' মুনে। চঞ্চপঞ্চ
শরাদিবঞ্চনহতশৃঙ্খলং প্রপঞ্চং হিতজ্ঞানাকিঞ্চনমা-
বিরক্ষিমথিলং চালোচয়ন্ ন্যঞ্চতু ॥৮॥ সৌরং ধাম-
স্থধামরীচিনগরং পৌরন্দরং মন্দিরং কোবেরং

সার এব সারসস্থধাকৃণারশ্চন্দ্রসম্বন্ধামৃতসমুদ্ভূতস্য নং সংসারস-
স্ত্রোতোভিঃ সন্নক্ষণানাং পক্ষিণাং কমলানাং বা স্ত্রোতোভিঃ
সমুতং সমিশ্রিতং সংশ্রিতং বা সমুতমুজ্জ্বলং জলং তস্মিন্
ক্ৰীড়া যস্যাস্তথাভূতা গতী মে মতি হে' মুনে! চঞ্চনু ক্ষুরন্
বঃ পঞ্চশরঃ উন্মাদনস্তাপনশ্চ শোষণঃ স্তোভনস্তথা। সম্মোহনশ্চ
কামস্যা পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্তিতা ইতুজ্ঞঃ পঞ্চসায়কঃ কাম
আদি ঘেষাং ক্রোধাদীনাং তৎকর্তৃকেন বঞ্চনেন হতং অতএব
তৃঞ্চং নীচং পুনশ্চ স্বহিতজ্ঞানেধিকিঞ্চনমশক্তমাত্রক্ষলোকং
সর্বং প্রপঞ্চমালোকয়ন্ তৃঞ্চতু বিচরতু। সারসঃ পক্ষিভেদেন্দোঃ
সারসং সরসীকহ ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ ॥ ৮ ॥ স্বরমা স্বর্যাস্ত ইদং
ধাম স্থধাকিরণস্যা চন্দ্রস্য নগরং পুন্দরমোজ্জ্বল মন্দিরং কুবেরসা

চন্দ্রের অমৃতসমুদ্র, তাহা আপনার সরস্বতীর
সায়ভাগ মাত্র। সেই চন্দ্র সম্বন্ধীয় অমৃত সিন্ধুর
সে সমস্ত সং, সারসপক্ষী বা কমলদল বিদ্যমান
আছে, তাহাদের প্রবাহে সংমিশ্রিত, সর্বদা উজ্জ্বল
জল আছে, হে' মুনে! উন্মাদন, তাপন, শোষণ,
স্তোভন ও সম্মোহন এই পাঁচটি কাম শর। সর্বদা
ভাগরূক সেই কামদেব ও ক্রোধাদির বঞ্চনে
বিনষ্ট অতএব নীচ, ও নিজ হিত জানিতে একান্ত
অসমর্থ, আত্রক্ষ স্তম্ভপর্যন্ত সকল লোক আলোচনা
করিয়া আমার বুদ্ধি সেই জলে ক্রীড়াসক্ত হইয়া
বিচরণ করুক। ৮।

সৌর ধাম, স্থধাংশু নগর, ইন্দ্রের মন্দির,
কুবেরের শিবির, অনলের পুর, সমীরণের ভবন ও

শিবিরং হতাশনপুরং সামীরসম্মোত্তরং। বৈধা-
ধাবসথং ত্বদীয়কণিতিশ্রদ্ধাসমিদ্ধাত্মনঃ শুদ্ধাঐত-
বিদো ন দোন্ধি বিরতিং শ্রীযাতুকং কৌতুকং ॥৯॥
ন ভৌমা রামাদ্যাঃ সুর্যগবিষবল্লীফলসমাঃ সমারম্ভ-
স্তে নঃ কিমপি কুতুকং জাতু বিষয়াঃ। ন গণ্যং নঃ
পুণ্যং রুচির তররম্ভাকুচতটীপরীরম্ভারম্ভোজ্জ্বলমপি
চ পৌরন্দরপদং ॥ ১০ ॥ ন চঞ্চদ্বৈরিক্যং পদমপি

শিবিরং হতাশনস্তাথেঃ পুরং সমীরস্য বায়োঃ সঙ্গা বিধে ব্রহ্ম-
ণশ্চ সর্কোত্তরমাবসথং গৃহং ত্বদীয়য়াং কণিতাবুক্তৌ বা শ্রদ্ধা
তয়া শুদ্ধাঐতবিদো যা বৈরাগ্যালক্ষণা শ্রীকৃত্য যাতুকং নাশকং
কৌতুকং ন দোন্ধি ন প্রপূরয়তীতি প্রত্যেকং ক্রিয়ায়ঃ ॥ ৯ ॥
ভৌমা ভূর্দে ভবা রামাদ্যা বনিতাদ্যা বিষয়াঃ সুর্যমা শোভনা বা
বিষবল্লী ভয়াঃ ফলেন তুল্যাঃ সুর্যং যদ্বিষবল্লীঃ ফলস্তেনেতি
বা। নোহম্মাকং কিমপি কৌতুকং জাতু কদাপি ন সমারম্ভস্তে।
নাপি পুণ্যং সুর্যরতরা যারম্ভাথ্যাহপরাস্তম্যাঃ কুচতট্যাঃ পরি-
রম্ভস্যালিঙ্গনস্তারম্ভেনোজ্জ্বলং পুরন্দরস্য দেবেন্দ্রস্ত পুরমপি নো-
ম্মাকং গণনীয়ম্ শি০ ॥ ১০ ॥ তর্হি ব্রহ্মপদং ভবতামাদরপদং-

বিধাতার সর্কোৎকৃষ্ট গৃহ এই সমস্ত পদার্থ
আপনার বচনে বাহার শ্রদ্ধা আছে, সেই শ্রদ্ধাদ্বারা
প্রদীপ্তচেতা এবং শুদ্ধ ঐতবেত্তা ব্যক্তির
বৈরাগ্যসম্পত্তির বিনাশক কৌতুক অদ্য বৈরাগ্য
প্রদানে অসমর্থ। ৯।

ভূমিতলস্থ অক্চন্দন বনিতাদি সুন্দর বিষ-
লতার ফল তুল্য, সুর্য্য ঐ সমস্ত বিষয় আমা-
দিগের কখন কোন কৌতুক উৎপন্ন করিতে পারে
না। এবং সুন্দরতর রম্ভামেনকাদি অঙ্গরার
স্তনতটের আলিঙ্গন কার্যে নিতান্ত উজ্জ্বল, পবিত্র-
জনক ইন্দ্রত্বপদও আমার গণনীয় নহে। ১০।

ভবেদাদরপদং বচো ভব্যং নব্যং যদকৃত কৃতী শঙ্কর-
গুরুঃ । চকোরালীচক্ষুপুটদলিতপূর্ণেন্দুবিগলং-
সুধাধারাকারং তদিহ বয়মীহেমহি মুহুঃ ॥ ১১ ॥
দ্যাবাভূমিশিবন্ধরৈ নবযশঃপ্রস্তাবসৌবস্তিকৈঃ
পূর্বাথর্বতপঃপচেলিমকলৈঃ সর্বধিমুষ্টিকটৈঃ

দীনাঢ্যাক্ষরগৈ ভবায় নিতরাংবৈরায়মাণৈরলক্ষ্মীগং
প্রসিতং স্বদীয়ভজনৈঃ শ্রাম্যামকীনং মনঃ ॥ ১২ ॥
সংসারবন্ধাময়দুঃখশাস্ত্রৈ স এব নস্তং ভগবানু-
পাশ্র্যঃ । ভিষক্তমং ত্বাং ভিষজ্ঞাং শৃণোমীতু্যুক্তশ্চ
যোহভূদুদিতাবতারঃ ॥ ১৩ ॥ ইত্যুক্তবস্তং রূপয়া
মহাত্মা ব্যদীপয়ং সংন্যসনং যথাবৎ । প্রাহ-

স্মারোত্যাহ নেতি । অনেনেহামুদ্বার্তভোগবরাগো দর্শিতঃ ।
অথ শ্রবণেংশুক্যং দর্শয়তি । কৃতী শঙ্করগুরু যদব্যং কল্যাণাক্ষরং
নব্যং নবীন্যং বচনমকৃত । তং বিরহাতুরচকোরপংক্তীনং চক্ষুপুটে
দলিতাং পূর্ণচন্দ্রাপালিতায়াঃ সুধাধারায় আকারং পুনঃ
পুনঃ বয়মীহেমহি ইচ্ছামঃ ॥ ১১ ॥ দ্যাবাভূমোঃ শিবং সুধং
কুর্কন্তীতি তথা তৈঃ । নবীনস্যাসাধারণস্য যশসঃ প্রস্তাবস্য
পমঙ্গস্য সৌবস্তিকৈঃ সস্তিবাচকৈঃ সন্তীত্যাহেত্যর্থো ভদাহেতি
মাশঙ্কাদিভাষ্ণাচ ইত্যনেন ঠকপ্রত্যয়ঃ । পূর্বস্যা পূর্বার্জি-
তস্যানন্দতপসঃ পরকলৈঃ । সর্বধিমাধীন্যঃ মুষ্টিকটৈঃ সারাক-
ষকৈঃ সর্বৈ চ ত আদ্যশ্চেতি বা । দীনানামাঢ্যাক্ষরগৈ ভবায়
সংসারায় নিতরাং বৈরায়মাণৈ রৈরং কুর্কন্তিঃ শঙ্কবৈরোত্যাদিনা

করোত্যর্থো ক্যপ্তদীর্ঘভজনৈরলক্ষ্মীগং কক্ষক্ষমং কর্মক্ষমোহল
কর্মীণ ইত্যমরঃ । মদীয়ং মনঃ প্রসিতং স্যাতথাভূতৈষু স্বদীয়-
ভজনেষু তৎপরং স্থাদিতি প্রার্থনা । প্রসিতোংশুক্যভাঃ
তৃতীয়াচেতি তৃতীয়া । তৎপরে প্রসিতাসক্তাবিত্যমরঃ । কঃ
প্রসিতো নাম যন্তত্র নিতাং প্রতিবদ্ধঃ কুত এতৎ । সুনো-
তিরয়ং বরাভ্যর্থো বর্ত্তত ইতি মহাভাষাং । অনেন গুরুগুণাব-
করণেংশুক্যং স্বস্য দর্শিতং শৃণু ॥ ১২ ॥ নহু তর্হি যঃ কশ্চি-
দেব গুরুষ্মা স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে সংসেব্য ইতি চেত্তব্রাহ । ভিষক্তমং
স্বা ভিষজ্ঞাং শৃণোমীতি শ্রুতু্যুক্তস্য সদাশিবস্য য উদিতঃ
উক্তোহবতারোহভূৎ উদয়ং প্রাপ্তোহবতার উদিতাবতার ইতি
বা স এব বৈদ্যানাং মধ্যে সন্নিবেদ্যস্যাবতারভূতত্বং ভগবানো-
হম্মাকং সংসারবন্ধলক্ষণরোগঃ দুঃখশাস্ত্রার্থুপাস্য ইত্যর্থঃ ।
উঃ ॥ ১৩ ॥ ইত্যুক্তবস্তং ব্রাহ্মণম্ভূঃ মহাত্মা শ্রীশঙ্করচাৰ্য্যঃ

আমার ঐহিক ও পারত্রিকভোগে বাসনা
নাই । এতএব ব্রহ্মপদও আমার আদরাস্পদ নহে ।
কিন্তু কৃতী শঙ্কর গুরুবে কল্যাণময় নবীন বাক্য
বলিয়াছেন, চকোর বিহঙ্গম দিগের চক্ষুপুটদ্বারা
বিদলিত পূর্ণচন্দ্র হইতে গলিত সুধার তুল্য সেই
বাক্য আমরা বারম্বার শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি
। ১১ ।

স্বর্গ ও মর্ত্যের সুখকর, অসাধারণ কৌর্তিপ্রস্তা-
বের স্বস্তিবাচক, পূর্বার্জিত বহুল তপস্যার পরি-
পকফল, সকল প্রকার মানসিক পীড়ার সারাকর্ষক,

দীনজনের প্রভুতাকারক, এবং সংসারের নিমিত্ত
নিত্য বৈরতাসম্পাদক আপনার ঐদৃশ ভজন-
কার্য্যে মদীয় চিত্ত কর্মক্ষম ও সর্বদা উৎসুক হইয়া
রহিয়াছে । ১২ ।

“বৈদ্যদিগের মধ্যে আপনাকে আমি বৈদ্যবর
বলিয়া শ্রবণ করিয়াছি” বৈদ্যোক্ত সেই সদাশিবের
যে অবতার উক্ত হইয়াছে । বৈদ্যদিগের মধ্যে
সংবৈদ্যের অবতার স্বরূপ আপনিই সেই ভগবান্ ।

ঋহাস্তং প্রথমং বিনেয়ং তং দেশিকেন্দ্রস্থ সনন্দনা-
খ্যম্ ॥ ১৪ ॥ সংসারঘোরজলধৈস্তুরণায় শশ্বৎ সাং-
যাত্রিকীভবনমর্দয়মানমেনং । হস্তোত্তমাশ্রমতরী-
মধিরোপ্য পারং নিন্তে নিপাতিতরূপারসকে-
নিপাতঃ ॥ ১৫ ॥ যেহপ্যন্যেহমুং সেবিতুং দেবতাংশা

যাতান্তেহপি প্রায় এবং বিরক্তাঃ । ক্ষেত্রে তস্মি-
শ্বেব শিষ্যভ্রমস্ত প্রাপুঃ স্পর্শং লোকরীত্যাপি
গন্তুম্ ॥ ১৬ ॥ ব্যাখ্যা মৌনমমুত্তরাঃ পরিদলচ্ছ-
কাকলঙ্কাকুরাশ্ছাত্রা বিশ্বপবিত্রচিত্রচরিতান্তে বা
মদেবাদয়ঃ । তস্মৈতস্ত বিনীতলোকততিমুচ্ছর্তুং

করণ্য বিধিবৎ সংন্যাসনং ব্যাদীপয়ৎ । তং সনন্দনসংজ্ঞং
দেশিকেন্দ্রস্যাং শিষ্যং মহাস্তঃ প্রাহঃ ॥ ১৪ ॥ তদিক্তং
সম্যক্ সাধিতবানিত্যাহ । সংসারলক্ষণস্য ঘোরসূত্রস্য তত্ত্ব
গয়ানারক্তং সাংযাত্রিকীভবনমর্দয়মানং পোতবণিক্ ত্বং ভবেতি
বাচ্যমানমেনং সনন্দনং হস্ত তদানীয়েবোত্তমাশ্রমতরীং সংস্থা-
সাপ্রমলক্ষণাং নৌকামধিরোপ্য পারং নীতবান্ । যতো
নিতর্যং শিষ্যেযু স্থাপিতায়াঃ রূপায়া রস এব কেনিপাতো
নৌকাদণ্ডো যস্য নৌকাদণ্ডঃ ক্ষেপণী স্তাদরিজঃ কেনিপাতক
ইত্যমরঃ । নিপাতিতঃ রূপারস এব কেনিপাতো যেনেতি
বা ॥ ১৫ ॥ এবং প্রথমবিনেয়রূপাস্তং বিস্তরেণাতিধায়ে-

তরেবাং সজ্জপেণ তমাহ । যেহপ্যন্যে চিংসুখানন্দগির্ঘাদয়ো
দেবতাংশা অমুং শ্রীশঙ্করং সেবিতুং যাতান্তেহপি সনন্দন-
বৎ প্রায়ো বিরক্তান্তস্মিন্বিমুক্তক্ষেত্রে এব বটমূলস্তমহাদেব-
শিষ্যা ইতি প্রসিদ্ধং প্রাপ্তুমস্ত শিষ্যভ্রমাপুঃ । শালিত্রুক্তো মৌ
তর্গো গোপকিলোকৈঃ ॥ ১৬ ॥ এতদেব ক্ষুটয়তি ব্যাখ্যেতি ।
মৌনমেব ব্যাখ্যা । শিষ্যাশ্চ শুকবামদেবাদয়ো বিশ্বস্ত পবিত্রক-
তচিত্রক তচ্ছরিতং যেবাং তেহমুত্তরা উত্তরবহিতাঃ । যতঃ
পরিদলন্তো বিনাশং গচ্ছন্তঃ শঙ্কাকলঙ্কানামকুরা যেভ্যস্তে ।
চিত্রং বটতরো স্ত্রী লে রুদ্ধাঃ শিষ্যা শুক যুঁবা গুরোস্ত মৌনং

সংসারবন্ধও রোগছুঁথ শাস্তির নিমিত্ত আপনি
আমাদের উপাস্য দেবতা । ১৩ ।

ব্রাহ্মণকুমার এই কথা বলিলে পর মহাত্মা
শঙ্করাচার্য্য, করুণাপূর্বক যথাবিধি সংন্যাস কার্যা-
প্রদীপিত করিলেন । এবং মহত্তেরা সনন্দনকে
গুরুবরের আদ্য শিষ্য বলিয়া ডাকিতেন । ১৪ ।

ঘোর সংসার জলধি পার হইবার নিমিত্ত
“আপনি পোতবণিক্ হউন” অবিরত এই কথা
বলিয়া যাচঞা করিলে পর ঐ সনন্দনকে তৎ-
ক্ষণাৎ উত্তম সংন্যাস-আশ্রম নৌকায় আরোহণ
করাইয়া নিজরূপারস স্বরূপ নৌকাদণ্ড (দাঁড়)
ক্ষেপণ করিতে করিতে পারে লইয়া গেলেন । ১৫ ।

দেবাংশে অবতীর্ণ, চিংসুখ, আনন্দগিরি প্রভৃতি
অন্য যে সমস্ত লোক, তাঁহারাও ঐ শঙ্করের সেবা
করিবার নিমিত্ত সনন্দন সদৃশ বিরক্ত হইয়া-
ছিলেন । এবং তাঁহারা সেই মুক্তি ক্ষেত্র কাশী-
ধামে বটমূলস্থিত মহাদেবের শিষ্য হইলেও লোক-
রীত্যনুসারে প্রকাশ্যে “আমরা শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য”
এই খ্যাতি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত শিষ্যভ্রমাপ্রাপ্ত
হইয়াছিলেন । ১৬ ।

গুরুর মৌন অবলম্বনেই ব্যাখ্যা । জগতের পবি-
ত্রতাকারক যাঁহাদের চরিত্র, সেই সকল শুক বামদে-
বাদি শিষ্যাগণ, সংশয়রূপ কলঙ্ক বিদলিত করিয়া
নিরুত্তর হইয়াছিলেন । বস্তুতঃ যতক্ষণ সংশয়

দ্বিতীতলং প্রাপ্তস্তাৎ বিনেয়তানুপগতা ধন্যাঃ
কিলান্তাদৃশাঃ ॥ ১৭ ॥ শেষঃ সাধুভিরেব নৌষরিঃ
নূন শব্দৈঃ পুমর্থার্থিনা বাগ্ম্যিকিঃ কবিরাজ এস
বিতথৈরর্থৈর্মুহুঃ কল্পিতৈঃ । বাচাশ্চৈ কিল দীর্ঘ-
সূত্রসরগি কীচাং চিরাদর্থদাং ব্যাসঃ শঙ্করদেশিকস্ত

কুরুতে সদ্যঃ কৃতার্থনিহো ॥ ১৮ ॥ চক্রিভূল্য-
মহিমানমুপাসাক্ষরিত্রে তমবিমুক্তনিবাসাঃ । বক্র-
হত্যামুহ্যতামপি সাধ্বাঃ চক্রুরাভ্যুদিশণং তদুপাস্তা ।
॥ ১৯ ॥ চণ্ডভামুরিব ভানুমণ্ডলৈঃ পারিজাত
ইব পুষ্পজাতিতঃ । বৃত্রশত্রুরিব নেত্রবারিজৈশ্ছাত্র-
পংক্তিভিরলং স ললাস ॥ ২০ ॥ একদা থলু

বাধ্যানং । শিষ্যস্ত ছিন্নসংশয় ইত্যুক্তান্তে এব যন্ত শিষ্য
শিষ্যাত্তৈবস্ত শঙ্করস্ত বিনীতলোকপংক্তিযুক্তমুপাস্তা-
লোকে প্রাপ্তসোদানীঃ শিষ্যভাঃ প্রাপ্তাঃ ধন্যাঃ কিল । যতঃ অন্ত্য-
দৃশাঃ সৰ্ব্বতো বিলক্ষণাঃ ॥ ১৭ ॥ শেষাদিত্যস্তমিকাত
বর্ণয়তি । শেষনাগঃ সাধুভিঃ শব্দৈবেব পুরুষার্থার্থিনো নরান্
তোষয়তি । ন তু পুমর্থপ্রদানেন সদ্যঃ কৃতার্থন কুরুতে । তথা
এবঃ কবিরাজো বাগ্ম্যকিপিশি বিতথৈবযথার্থৈর্মুহুঃ কল্পিতৈ
রর্থৈরেব নূন তোষয়তি । তথা দীর্ঘা হরণাং সরগি যন্ত স

বাগ্ম্যোহপি ত্রিগদতিবিনেয়নার্থঃ পুমর্থকঃ নম্যকীতি তাং
বাচ্যঃ বাচাশ্চৈ পঙ্কশচ্যাসৌ দেশিকস্বহো নূন সদ্যঃ কৃতার্থান্
কুরুতে ॥ ১৮ ॥ বিমুক্তল্য মহিমানহং শ্রীশঙ্করমবিমুক্তৈশিবেন
করাণা নিমুক্ত বাসো গোবৎ তে সেবাং চক্রুঃ তদুপাস-
নায়াঃ কলক লেভুপিতাঃ যত্রম গমমুহ্যতামপি স্বীয়ঃ বুদ্ধিঃ
কতোপাসনয়া সাধ্বাঃ কৃতবন্তঃ । স্বাগতা ॥ ১৯ ॥ ভানুমণ্ডলৈঃ
নিরলং গলৈঃ যথা চণ্ডভামুঃ সূর্য্যঃ শোভতে যথা চ পুষ্পজাতিতঃ

থাকে ততক্ষণই উত্তর প্রান্তর হইয়া থাকে ।
ইহাদের সংশয় ছিলনা, সুতরাং নিরন্তর ছিলেন ।
ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বটরক্ষের মূলে
বুদ্ধ শিষ্যগণ, গুরু যুবা ও গুরুর মৌনই ব্যাখ্যান
এবং শিষ্যগণ ছিন্নসংশয় । ঐ সময় ছাত্রগণ যাঁহার
শিষ্য ছিল, সেই শঙ্করাচার্য্য বিনীত লোক সমূহ
উদ্ধার করিবার নিমিত্ত এই মর্ত্যলোকে আগমন করি
য়াছেন । এবং যাহারা তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন
সেই সকল ব্যক্তি ও ধন্য । কারণ, সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহা-
রাও বিলক্ষণ ছিলেন । ১৭ ।

অনন্তনাগ সাধু শঙ্করার পুরুষার্থ প্রার্থী মনুষ্য-
দিগকে সন্তুষ্ট করিতেন, কিন্তু পুরুষার্থ প্রদানে সদ্য
কৃতার্থ করিতে পারিতেন না । কবির বাগ্ম্যিকি,
অযথার্থ ও বারংবার কল্পিত অর্থদ্বারা মনুষ্য দিগকে

ভুল করিতেন । বৃহৎ সূত্র সমষ্টির সরগি স্বরূপ
বেদব্যাস অবিলম্বে অর্থ ও পুরুষার্থদায়ক বাক্য
ব্যথা করিয়াছেন । কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে,
শঙ্করগুরু মানব দিগকে সদ্য কৃতার্থ করিতেন ॥ ১৮ ॥

যাঁহাদের পান কদাচ ঐ মুক্তিক্ষেত্র হইতে চূত
হইবে না, সেই সকল লোক, বিমুক্তল্য মহিমা-
শালী শঙ্করের উপাসনা করিত । এবং তাঁ-
দের বুদ্ধি বক্র পথের অনুসরণ করিলেও তদীয়
উপাসনারা সাধু হইয়াছিল । ১৯ ।

সূর্য্য যেরূপ কিরণ মণ্ডলে, পারিজাত যেরূপ
পুষ্প সমূহে ও বৃত্র শত্রু ইন্দ্র যেরূপ সহস্রলোচনে
শোভা পাইয়া থাকেন, সেইরূপ শঙ্করাচার্য্য ছাত্র-
পংক্তি দ্বারা অত্যর্থ শোভা পাইতে লাগিলেন ।
২০ ।

বিষ্ণুপুরদ্ভিট্ভাললোচনহুতাশনভাণেঃ । বিষ্ণু-
লিঙ্গপদবীঃ দধতীষু প্রজ্জলন্তপনকাস্তশিলাসু ॥ ২১ ॥
দর্শয়ত্বারমরীচিসরস্বৎপূরস্বজাপরমায়িনি ভানৌ ।
সাধুনৈকমণিকুট্টিমুচ্ছদ্রাশ্মজালকশিখাবলপিচ্ছং ॥
২২ ॥ পঙ্কজাবলিবিলীনমরালে পুষ্করাস্তরভি-

গহ রমানৈ । শাণিকোটরশয়ালুশকুন্তে শৈলকন্দ-
শরণময়ূরে ॥ ২৩ ॥ শঙ্করো দিবসমধ্যমভাগে পঙ্ক-
জোৎপলপণাগকবায়াং । জাহ্নবীমভিযযৌ সহ শিষ্যে-
রাহ্নিকং বিধিবদেব বিধিঃসুঃ ॥ ২৪ ॥ সোহস্তাজঃ
পথিনিরীক্ষ্য চতুর্ভি ভাষণৈঃ শ্চিত্তিরনুভ্রতমারাং ।
গচ্ছদূরমিতি তং নিজগাদ প্রভুবাচ চ স শঙ্করমেনম্ ॥
২৫ ॥ অধ্বিতীরমনবদ্যমমঙ্গং সত্যবোধশঙ্করুপমখণ্ডম্ ।

পারিত্যক্তঃ । যথাচ নেত্রবারিকটৈঃ সহস্রসংখ্যকনেত্রকমলৈ-
রুত্রশঙ্কজৈঃ ২০ ॥ অংগদানোঃ শিবসকলং বর্ণনিতুং প্রাতোক্ত-
একস্মিন কালে ওজস্বহৃদ্যাকাস্তশিলাসু বিযজিতপুংসিষ্যে মতা-
দেবস্ত ভালনেত্রভূষণৈঃ হুতাশনো বহিঃস্থ ভাণোঃ ক্রিৎসসা
বিষ্ণুলিঙ্গপদবীঃ দধতীষু সংযিতাদি সপ্তম্যস্তানাং শঙ্করো
জাহ্নবীমভিযাতি বাবহিকেনাশ্বরঃ ॥ ২১ ॥

উকতি শ্রীচিহ্নিঃ সতসৎপুংস্যা সমুদ্রপূরমা সৃজি কটরি ।
পুনশ্চ সমীচীনা অনেকমণিভিঃ বৃষ্টিমো নিবন্ধভূমিঃ কুট্টিমোহ-
জী নিবন্ধাভূরিত্তি চলারুণা তস্মিন মুচ্ছতা বাপ্তেন রাশ্মিজাল-
কেন শিখাবলন্ত ময়ূরস্য পিচ্ছং দর্শয়তি ভানাবপরমায়িত্যপরাশ্রিতৈ
প্রজ্ঞালিকে সতি ॥ ২২ ॥ পঙ্কজাবলিষু বিলীনেষু ময়ূরেষু

চংসেযু সংসু । পুষ্করাস্তর্জলমধ্যমভিগত্বে অভিগতবতি মীনে
মংসো সতি । শাণিনাং বৃক্ষাগাং ছিদ্রেষু শয়ালুযু সমাক্ নিজাং
কুক্ষংসু পক্ষিযু সংসু । পর্বতানাং কন্দরা শরণা যমা তপা-
ভূতে ময়ূরে সতি ॥ ২৩ ॥ দিনস্য মধ্যমভাগে বিধিবদাহ্নি-
কং বিধাভূমিচ্ছুঃ শিষ্যেঃ সহ শঙ্করঃ পঙ্কজোৎপলানাং পরা-
গেণ কবায়বর্ণাং জাহ্নবীমভিযযৌ ॥ ২৪ ॥ সঃ শ্রীশঙ্করশ্চ
চতুর্ভি ভাষণৈঃ শ্চিত্তিরনুভ্রতমারাং চাণ্ডালং মার্গমধ্যে সমীপে
নিদীক্ষ্য দূরং গচ্ছতি তমস্তাজং স্পষ্টমুক্তবান্ । স চাস্তাদ এনং
শঙ্করং প্রভুবাচ ॥ ২৫ ॥ যদ্বাচ তদাহোদ্বিতীরমিতি । তত্র
দূরং গচ্ছতুষ্টিসঙ্গতা ভেদাভাবাদিত্যাশংবেনাহ । একমেবা-

এককালে প্রজ্জ্বলিত সূর্য্যকাস্তনগি সকল,
ত্রিপুরনাশন মহাদেবের ভালনয়ন জাত বহি-
কিরণের স্ফুলিঙ্গযুক্ত পথ ধারণ করিলে, বিস্তৃত
মরীচি দ্বারা সমুদ্রের জলপ্রবাহ সৃজন করিয়া ও
সমীচীন বিবিধ মণিনিবন্ধন, ভূমিতলে প্রতিফলিত
রাশ্মিজালে ময়ূরপুচ্ছ দেখাইয়া সূর্য্যদেব অন্য এক-
জন ঐন্দ্রজালিকবিদ্যাবেস্তার মায়া প্রকাশ করিলে,
মরাল সকল পঙ্কজশ্রেণীর ভিতরে বিলীন হইলে,
মীন সকল জলমধ্যে প্রবেশ করিলে, বিহঙ্গমকুল
বৃক্ষকোটরে নিদ্রিত হইলে, ময়ূর সকল পর্বত-

কন্দরে আশ্রয় লইলে, দিবসের মধ্যভাগে যথাবিধি
আহ্নিক কার্যা সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়া শিষ্য সম-
ভিব্যাহারে মহাত্মা শঙ্কর, শ্বেত শতদল ও ইন্দীবর
পরাগে কবায়বর্ণ জাহ্নবীর তটে গমন করিলেন ।
২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ ।

শঙ্করাচার্য্য পথিমধ্যে নিকটে চারিটী ভীষণ-
কুকুরে অনুগত এক চণ্ডাল দর্শন করিয়া দূরে গমন
কর ” স্পষ্টাক্ষরে তাহাকে এই কথা বলিলেন ।
সেই নীচতাতি চণ্ডাল ঐ শঙ্করকে প্রহৃত্ত
করিল । ২৫ ।

আগমন্তি শতশো নিগমাস্তান্তত্র ভেদকল্পঃ । তব-
চিহ্নম্ ॥ ২৬ ॥ দণ্ডমণ্ডিতকরা ধৃতকুণ্ডাঃ পাটলা-
ভবসনাঃ পটুবাচাঃ । জ্ঞানগন্ধরহিতা গৃহসংস্থান
বঞ্চয়ন্তি কিল কেচন বেষৈঃ ॥ ২৭ ॥ গচ্ছ দূরমিতি

দেহমুতাহো দেহিনং পরিজিহীৰ্ষসি বিদ্বন্ ! ভিদ্য
তেঃশ্রময়তোহশ্রময়ঃ কিং সাক্ষিগণশ্চ যতিপুঙ্গব !
সাক্ষী ॥ ২৮ ॥ ব্রাহ্মণশ্চপচেদবিচারঃ প্রত্যগাস্ত্র-
নি কথং তব যুক্তঃ । বিব্রিতেহম্বরমণৌ সুরনন্যা
মন্তরং কিমপি চাস্ত সুরায়াং ॥ ২৯ ॥ শুচি দ্বি-

বিনীতঃ এষ আত্মাহংহতপাপ্যনিরবধঃ নিরঞ্জনঃ অসঙ্গো হৃদ্যঃ
পুরুষঃ সত্যঃ জ্ঞানমনস্তঃ ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানসমিত্যাৎ শতশো-
বেদান্তা অধিতীযাদিক্রমমাঙ্গানাম্যমন্তি । তস্মিগ্নাস্মিন ভব
বেদান্তিহেন প্রসিদ্ধস্ত ভেদকল্পনাভীত্যহো অত্যাস্তচ্যামিতার্থঃ
॥ ২৬ ॥ তথাচ ভেদকল্পনাবাৎসল্যপোষ্যবিধবতিপংতো
নিবিন্টোহসীতি দ্যোতয়মাং । দণ্ডেনমণ্ডিতাঃ অগন্ধতাংস্তা যেষাং
তে ধৃতকমণ্ডলবঃ । পাটলা আভা যেষাং তথাভূতানি বজ্রাণি
যেষাং । পটৌ বাচৌ যেষাং তে জ্ঞানলেশেন বিরহিতাঃ কিল কে
চন যতনো গৃহসংস্থান বঞ্চয়ন্তি ॥ ২৭ ॥ গচ্ছ দূরমিতি শরীরঃ

পরিভ্রাজুনিচ্ছসি উচ্চাঙ্গনমিতি বিস্ময়ং দৃষ্টবতি গচ্ছ দূরমিতি
বিভবস্তম নৈতচ্চিহ্নমিতি জ্ঞানরত্নলঙ্ঘনমিতি । হে বিদ্বন্মিতি ।
তত্রাণাং প্রত্যাহ । অশ্রমময়ঃ কিং ভিদ্যতে ভৈষ ভিদ্যত
ইত্যর্থঃ দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ । সাক্ষিগণশ্চ সাক্ষী নহি ভিদ্যতে অশ্রম-
কল্পজাতঃ । যোগোহসীত্যাশ্রয়নাং হে যতিপুঙ্গবনৈতি ॥ ২৮ ॥
পতাপাস্ত্রনি ভেদঃ দৃষ্টাস্তেনাপি নিরাচাষ্ট । ব্রাহ্মণশ্চপচেদ-
বিচারঃ । বেহেন্দ্রিয়াদিভৌগনৈকেভ্যো ভেদভ্যশ্চ প্রতিলো-
মেনাঞ্চতীতি প্রত্যক্ স চাসাবাস্তা চ তস্মিন্ তবাহৈতবাদিনঃ
কথং যুক্তঃ ন কথনপীত্যর্থঃ । যথা গজায়াং মদिरায়াং চ
পতিবিব্রিতে অম্বরমণৌ সূর্যোহমন্তরং কিমপি নান্তি
তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ নস্যায়নো ভেদশূন্যত্বোপাতিপবিত্রস্ত
ব্রাহ্মণশরীরস্য চ কথমভেদ ইতি চেতজাহ । শুচি দ্বিজো-

“তুমি দূরে গমন কর” আপনার এ কথা অত্যন্ত
অসঙ্গত । কারণ আপনার মতে কোন ভেদ নাই ।
আত্মা এক অদ্বিতীয়, পাপশূন্য, নিরঞ্জন, অসঙ্গ,
সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ বলিয়া বেদে কথিত
হইয়াছে । আপনি একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক,
অতএব ঈদৃশ পরমাত্মার উপর আপনার ভেদ
কল্পনা অত্যন্ত আশ্চর্য্য । ২৬ ।

বাহাদের হস্ত দণ্ডশোভিত, যাহারা কণ্ডলু
ধারণ করিয়া থাকে, পাটল বর্ণ বসন বাহাদের পরি-
ধান বস্ত্র, যাহাদের বাক্য অত্যন্ত পটু, এবং বাহা-
দের জ্ঞানের লেশ মাত্র নাই এইরূপ কতকগুলি
যাতি কেবল বেশ দেখাইয়া গৃহস্থদিগকে বঞ্চিত
করিয়া থাকে । ২৭ ।

হে বিদ্বন্ ! “তুমি দূরে গমন কর ” ইহার
অর্থ শরীর পরিত্যাগ অথবা আত্ম পরিত্যাগ করা,
তাহা আপনিই জানেন । সূত্রায়ং এ কথা বলা
আপনার অত্যন্ত অনুচিত ।

অশ্রময় হইতে কি অশ্রময় ভিন্ন হয় ? তাহা
কখনই হয় না । হে ব্রাহ্ম ! সাক্ষী হইতে সাক্ষী
কখন ভিন্ন নহে । ২৮ ।

অম্বরমণি সূর্য্যদেব, সুরনদী গঙ্গা অথবা যদি
রাতে প্রতিবিস্তৃত হইলে যেরূপ কোন প্রভেদ
থাকে না । সেইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়াদি ও অনেক
জড় হইতে প্রতিলোমক্রমে ব্যাপ্ত থাকেন বলিয়া

জোহং স্বপচ! ত্বেতি মিথ্যাগ্রহস্তে মুনিবর্ষ। | কৃতিশ্চহস্তা কথমাবিমাংসে ॥৩১॥ বিদ্যামবাপ্যপি
কোহয়ং। সন্তং শরীরেষশরীরমেকমুপেক্ষ্যপূর্ণং পুরু
ষং পুরাণং ৩০॥ অচিন্ত্যমব্যক্তমাস্তুমাধ্যং বিস্মৃতরূপাং
বিমলং বিমোহাং। কলেবরেহস্মিন্ কর্করকর্ণলোলা-

হং হে স্বপচ! স্বং দূরং গচ্ছতি শরীরেষনেতেষণ্যকম-
শরীরে কালক্রমে শরীরস্বকৃৎসি মুক্তমতএব পুরাণং
পূৰ্বাপ্যভিনবঃ পূর্ণং সটৈবকর্মসঃ পুরুষং সঙ্কমুপেক্ষ্যায়ং মিথ্যা-
ভূত আগ্রহস্তব কঃ। নানং তবোচিতো যতো মুনিশ্রেষ্ঠমিত্যা-
শয়বানাহ হে মুনিবর্গ্যেতি ৩০ ॥ ৩০ ॥ স্বরূপং বিস্মৃতা
কনভসুরে দেহে অহস্তা অভাবাহুচিতেতি বোধয়ন্ত-
অচিন্ত্যমতঃ কেনাপি কারণেন ন ব্যাধত ইত্যাক্রমত এবানন্তম-
এবাদ্যং যত উপ শ্রিমগশৃং স্বরূপং মোহাদবিবেকাদিস্মৃত-

যিনি প্রত্যগাত্মা, তাঁহার উপর অদ্বৈতবাদী ভবাদৃশ
ব্যক্তির “ইহা ব্রাহ্মণ, ইহা চাণ্ডাল” এইরূপ ভেদ-
বিচার কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হইল?। ২৯।

“আগি ব্রাহ্মণ, আমি পবিত্র, হে চণ্ডাল।
ভুগি দূরে গমন কর” মগস্ত শরীরে একপ্রকারে
বিদ্যমান, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালে যাহার
শরীর সম্বন্ধ নাই, অতএব পুরাণ অর্থাৎ পুরাকালেও
অভিনব, পূর্ণ অর্থাৎ সর্বদা একরসাত্মক, এরূপ
পুরুষকে উপেক্ষা করিয়া হে মুনিবর! মিথ্যাভূত
আপনার এ আগ্রহ প্রকাশ কেন? আপনি মুনিবর
পুত্রাং এ কথা বলা তত ভাল হয় নাই। ৩০।

যিনি অচিন্তনীয়, অতএব কোন প্রকার সাধনে
যাঁচার রূপ ব্যক্ত করা যায় না, অব্যক্ত বলিয়া
যিনি অনন্ত ও অদ্য, এবং কোন প্রকারে উপাধি-
মল যাহার কলেবর স্পর্শ করে নাই। অবিবেকবশতঃ

গজকর্ণরজ চকারেহস্মিন্হুত্বমানে কলেবরেহস্তাবঃ কথ-
মাবিমাংসে একটীভবতি। বিবেকিনাং কেনাপি প্রকারেণাত্মা-
বির্ভাবো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ নহু বদ্যপোষং তথাপি
লোকসংগ্রহেচ্ছরেদং ময়োক্তিমিতি চেত্বাহ। বিস্মৃতিপদ্যাং
বিস্মৃতমার্গভূতাং বিদ্যাং প্রাপ্যপি ভূচ্ছা জনসংগ্রহেচ্ছা কিং
জাগর্তি। অহো ইত্যশ্চর্যাং মায়াবিনাং বরস্ত শ্রেষ্ঠস্ত তত
পরমাত্মনা মহাশীলজালে ভবদাদয়ো মহাস্তোহপি মজ্জন্তীত্যর্থঃ
॥ ৩২ ॥ এবমস্তাজ্জবদনমুদাজ্জতা শঙ্করবাকমুবাহর্ষমাহ। ইতি
বচনমুক্তাংশ্মিন্নস্তাজে বিয়মং গতে স ত ততঃ পশ্যাদ্বিপ্রতি-
পন্নোহস্মিন্স্থ জো ভবতি ন ভবতীতি বিপ্রতিপন্নঃ স ত বচনোহ-

সেই আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া গজকর্ণের মত
চঞ্চলাকৃতি এইক্ষণ ভঙ্গুর শরীরে বিবেকীরদের
কিপ্রকারে অহস্তাব আবির্ভূতহইয়া থাকে? তাহা
আমি বুঝিতে পারিলাম না।। ৩১।

মুক্তির প্রধান পথ বিদ্যা লাভ করিয়া এখনও
অকিঞ্চৎকর লোকসংগ্রহণেচ্ছা জাগরুক রহিয়াছে,
ইহাই আশ্চর্য্য?। সংসারে বত মায়াবী আছে,
মকল মায়াদীর শ্রেষ্ঠ পরমাত্মার মহৎ ইন্দ্রজালে
ভবাদৃশ ব্যক্তিগণ পর্যাস্ত যখন মগ্ন হইয়া থাকেন
তখন অণুর কথা আর কি বলিব?। ৩২।

এই সমস্ত বাক্য বলিয়া অন্তাজ জাতি চাণ্ডাল
জান্ত হইলে তৎপরে “এই ব্যক্তি চাণ্ডাল কি না”
এই বিষয়ে সংশয়াকুল হইয়া সত্যবাদী ও উদার

প্রত্যাবাচ বিস্মিতচেতাঃ ॥ ৩৩ ॥ সত্যমেব ভবতাং
যদিদানীং প্রত্যাবাদি তনুভূৎপ্রবরৈ স্তং । অন্ত্য-
জোহমিতি সংপ্রতি বুদ্ধিং সম্যজ্জামি বচসাত্মবিদস্তে
॥ ৩৪ ॥ জানতে ঐতিশিরাংস্তপি সর্বৈ মন্বতে
চ বিজিতেন্দ্রিয়বর্গাঃ । যুগ্মতে হৃদয়মাত্মনি
নিত্যং কুর্ষ্বতে ন ধিষণামপভেদাম্ ॥ ৩৫ ॥ ভাতি

তুদারচরিতো বিস্মিতচিত্তঃ স চ শ্রীশঙ্কর এনমন্ত্যজঃ প্রত্যা-
বাচ । স্বা ॥ ৩৩ ॥ যত্নবাচ তদাহ । সত্যমিতি ন ত্বমন্ত্যজঃ
কিঞ্চ তদভূৎপ্রবর ইতি স্মৃণায় সংোধনং ॥ ৩৪ ॥ ভেদশূ-
ন্যজ্ঞেঃকিঞ্চলভূতান্ন কোতপাপলভ্যমীয় উত্থাশয়েনাক্ষ । সর্বৈ-
নেকৈ ঐতিশিরাংসি শ্রবণেন জানন্তি । তথাহনেকৈ বিজি-
তেন্দ্রিয়বর্গাঃ তানি মন্বতে চ মননং কুর্ষন্তি । তথাহস্তঃকরণ-
মাত্মনি নিত্যং যুগ্মতে নিদিধ্যাসনং কুর্ষন্তি । তথাপি প্রতি-
বন্ধকসম্ভাবাভেদশূন্যং বুদ্ধিং কেহপি ন কুর্ষন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ নহু

চরিত্র মহাত্মা শঙ্কর বিস্মিত চিত্ত হইয়া ঐ চাণ্ডা-
লকে বলিতে লাগিলেন । ৩৩ ।

হে শরীরধারী দিগের প্রধান পুরুষ ! আপনি
সম্প্রতি যে বাক্য বলিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই সত্য ।
আপনি আত্মতত্ত্ববিৎ, আপনার বচনানুসারে “এই
ব্যক্তি চাণ্ডাল” এইরূপ বুদ্ধি সম্প্রতি পরিত্যাগ
করিব । ৩৪ ।

অভেদ বুদ্ধি অতিশয় দুর্লভ, অতএব কেহই
তদ্বিষয়ে উপলব্ধি করিতে পারে না । কারণ,
অনেকেই বেদমন্তক-বেদান্ত শাস্ত্র সকল শ্রবণে-
ন্দ্রিয় দ্বারা জানিয়া থাকেন । যাঁহারা ইন্দ্রিয়
গ্রাম জয় করিয়াছেন, তাঁহারাও সেই সকল শাস্ত্র
মনন করিয়া থাকেন । এবং তাঁহারাও আমার

যস্ত তু অগদদৃঢ়বুদ্ধেঃ সর্বমপ্যনিশমাত্তত্বেইব ।
স বিজোহস্ত ভবতু স্বপচো বা বন্দনীয় ইতি মে
দৃঢ়নিষ্ঠা ॥ ৩৬ ॥ যা চিতিঃ ক্ষুরতি বিষ্ণুমুখে সা
পুত্ৰিকাবধিষু সৈব সদাহং । নৈব দৃশ্যমিতি

তিষ্ঠত্বত্ত্বাং বার্তা তব বুদ্ধিরভেদান্তি ন বেত্যাশঙ্ক্যাহ ।
মমাভেদবুদ্ধিরিত্যন্তরমহুচিৎ মন্তমানো নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায়
কুর্ষ ইতি যাজ্ঞবল্ক্যোক্তি মনুস্মৃতা ব্যাজেন সমাধত্তে । যস্ত তু
দৃঢ়বুদ্ধেঃ সর্বমপি জগৎ সন্দৈবাত্মাবতিরিক্তস্তাতি । স
ব্রাহ্মণোহস্ত স্বপচো বা ভবতু বন্দনীয় ইতি মম দৃঢ়া নিষ্ঠা ।
॥ ৩৬ ॥ ন কেবলং বন্দনীয় এত কিম্বেবমিতিঃ সম্যক জ্ঞানবান
সাক্ষাৎসম গুরুষেবেত্যাং বিষ্ণুশিবাদৌ বা চিকিৎশেত্বমঃ ক্ষুরতি
সৈব পুত্রিকা পতঙ্গিকাকৃতিদধিষু জন্তুশু ক্ষুরতি সৈবকালত্রয়েৎপাদ-

উপর অন্তঃকরণ নিযুক্ত করিয়া থাকেন, অর্থাৎ
নিদিধ্যাসন করিয়া থাকেন । তথাপি বিবিধ প্রতি-
বন্ধক বিদ্যমান আছে বলিয়া কখনই ভেদশূন্য
বুদ্ধি করিতে পারে না । ৩৫ ।

যাঁহার বুদ্ধি একাগ্রতা প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত দৃঢ়
হইয়াছে, তাঁহার এই সমস্ত জগৎ সর্বদাই আত্মা
হইতে অতিরিক্ত না হইয়া অর্থাৎ আত্মবৎ হইয়া
থাকে । এই কারণে তিনি ব্রাহ্মণ হউন অথবা
চাণ্ডাল হউন, তিনি যে আমার বন্দনীয় তৎপক্ষে
আর সংশয় নাই । এবং তাহাই আমার দৃঢ়তর
বাবস্থা জানিবেন । ৩৬ ।

বিষ্ণু, বিরিকি ও শঙ্করে যে চৈতন্য স্ফুর্তি
পাইয়া থাকে, সেই চৈতন্য কীট, পক্ষী পতঙ্গ-
দিতেও বিদ্যমান আছে । এবং আমি ত্রিকালেই
বিদ্যমান আছি । “আত্মা ভিন্ন আর কোন দৃশ্য
বিদ্যমান নাই” যাঁহার এইরূপ বুদ্ধি, তিনি যদি

যস্ত মনীষা পুঙ্সো ভবতু বা স গুরু মৈ ॥ ৩৭ ॥
 যত্র যত্র চ ভবেদিহ বোধস্তত্তদর্শনমবেক্ষণকালে ।
 বোধমাত্রমবশিষ্টমহং তদৃ যস্য ধীরিতি গুরুঃ স নরো
 মে ॥ ৩৮ ॥ ভাষমাণ ইতি তেন কলাবানেষ নৈ-
 ক্ষত তমস্ত্যজমগ্রে । ধূর্জটিং তু সমুদৈক্ষত মৌলিস্কৃজ

দৈন্দবকলং সহ বেদৈঃ ॥ ৩৯ ॥ ভয়েন ভক্ত্যা বিন-
 যেন ধৃত্যা যুক্তঃ স হর্ষণে চ বিস্ময়েন । তৃষ্ণাব শি-
 ক্তানুমতস্তবৈস্তং দৃষ্ট্বা দৃশো গোচরমষ্টমৃর্তিন্ ॥ ৪০ ॥
 দাসস্তেহহং দেহদৃষ্ট্যান্মি শস্তো জাতস্তে শোঃ জীব-

দৃশ্যং তু নৈবাস্তীতি যস্ত মনীষা স চাণ্ডালো বা ভবতু তথাপি
 মম গুরুঃ ॥ ৩৭ ॥ কিং বহুনা তত্ত্ববিৎ সর্বোহপি মম গুরু-
 রিত্যাহ । অস্মিন্ লোকে তত্ত্ববিষয়াভ্যুত্তরকালে যত্র যত্র বিষয়ে
 জ্ঞানং ভবেত্তৎসর্বং মিথ্যাভূতং সর্বোপাধিবোধেনাবশিষ্টং
 জ্ঞানমাত্রমহমেব ন মতঃ কিমপি বাতিরিক্তমস্তীতি যস্ত বুদ্ধিঃ স
 যঃ কশ্চিদপি নরো মম গুরুঃ । এতেন গচ্ছ দূরমিতি ময়া দেহজিহী-
 র্ষয়া মোক্তং নাপাংস্বজিহীর্ষয়াহপি তৃত্বজ্ঞানাদায়াধ্যাসবজ্জিহী-
 র্ষয়া স চ তব নাস্তি চেৎস্বঃ মম গুরুরেবেত্যাক্ষেপোহপি পরি-
 ত্যক্তো বেদিতব্যঃ ॥ ৩৮ ॥ এবং নিক্কলীকঃ ভাষমাণস্ত্যক্তা-
 ত্যক্তবিগ্রহং প্রকটিতস্বরূপং মহাদেবং দদর্শেত্যাহেত্যেবঃ

প্রকারেণ জেন সহ ভাষমাণ এব শ্রীশঙ্করঃ তম স্ত্যজমগ্রে ন দর্শ-
 কিত্ব মোলৌ শিরসিস্কৃজী চন্দ্রকলা যস্য তং চতুর্ভির্দৈদৈঃ
 সহিতং ধূর্জটিং মহাদেবং সন্দৃষ্টবান্ । নহু শ্রীশঙ্করাদিত্য শিবস্তা-
 ভাবাৎ কথমেব মুচ্যত ইতি চেত্তত্রাহ । কলাবানু জ্ঞানকলা-
 বতায়স্য শঙ্করস্তাবতারিপুঙ্কষণে সহ বাসস্ত বিষ্ণুনেব সখা-
 দাদিকং সম্ভবত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥ দৃষ্ট্বা যথাভূতো যৎ কৃত-
 বানু তদাহ । তং দৃষ্ট্বা ভয়েন ভক্ত্যা বিনয়েন ধৈর্য্যেণ হর্ষণেণ
 বিস্ময়েন চ যুক্তঃ শিক্তানুমতঃ শ্রীশঙ্করো নেত্রয়েণ স্নিগ্ধমন্তৌ
 ভূমাদ্যা মূর্তয়ো যস্ত তং মহাদেবং স্তবৈস্ত্যাব উ- ॥ ৪০ ॥
 দেহদৃষ্টা তব দামোহহমস্মি যতঃ শংসুং ভবতাস্মাদিতি
 শব্দস্বমেব স্মিত্ত্বগুণযুক্ত ইতি সূচয়ামাহ শস্তো ইতি ।

চাণ্ডালও হয়েন তথাপি তিনি আমার একমাত্র
 গুরু । ৩৭ ।

অধিক কি বলিব, যাঁহার আত্মজ্ঞান আছে,
 তিনিই আমার গুরু । এই জগতে প্রত্যেক বিষয়-
 স্থথভোগের অনুভব কালে যে যে বিষয়ে জ্ঞান
 হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ই মিথ্যা । সমস্ত বিশেষণ
 রহিত, অথচ পূর্বোক্ত জ্ঞান হইতে অবশিষ্ট “অহম্”
 ইত্যাকার জ্ঞান মাত্র, অর্থাৎ আমি হইতে অতি-
 রিক্ত আর কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, যাঁহার এই-
 রূপ বুদ্ধি আছে, তিনি যে কোন জাতীয় মানব
 হউন, তিনিই কেবল আমার গুরু । ৩৮ ।

জ্ঞান কলার অবতার স্বরূপ মহাত্মা শঙ্কর এই
 রূপে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে করিতে

অণ্ডে আর সেই চাণ্ডালকে দেখিতে পাইলেন না ।
 কিন্তু যাঁহার মস্তকে শশিকলা বিরাজিত, সেই
 ধূর্জটি মহাদেবকে চারিখানি বেদের সহিত দর্শন
 করিলেন । যদি চ শঙ্কর ব্যতীত অন্য মহাদেবের
 অস্তিত্ব অসম্ভব, তথাপি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের
 বিষ্ণুর সহিত যেমন অভেদ সম্বাদ শোনা যায়
 তদ্রূপ অবতার বিশিষ্ট পুরুষের সহিত শঙ্করের
 পার্থক্য দেখা যায় । ৩৯ ।

শিষ্ট জনের একমাত্র অনুমোদিত শঙ্করাচার্য্য
 তাঁহাকে দেখিয়া ভয়, ভক্তি, বিনয়, ধৈর্য্য, হর্ষ, ও
 বিস্ময়-যুক্ত হইলেন । এবং নেত্রপথপতিত, ভূমি,

দৃষ্ট্যা ত্রিদৃষ্টে । সৰ্ব্বস্তাশ্চমাদৃষ্ট্যা ত্বমেবেত্যেবং
মে ধী নিশ্চিতা সৰ্ব্বশাস্ত্রৈঃ ॥ ৪১ ॥ তদালোকানন্ত-
বহিঃপিচ লোকো বিতিমিরো ন মঞ্জুষা যন্ত ত্রিজ-

গতি ন শাণো ন চ খনিঃ । যতস্তেং চৈকান্ত রহসি
যতয়ো যৎপ্রণয়িণো নমস্তস্মৈ স্বস্মৈ নিখিলনিগমোক্তং
সমগয়ে ॥ ৪২ ॥ অহো শাস্ত্রং শাস্ত্রাৎ কিমিহ যদি

জীবদৃষ্ট্যাহং তবাংশো জাতঃ । নহু কথং নিরবয়বস্ত মমাং-
শবহিতি চেদ্বথা সৰ্ব্বৈশ্চরশ্চতাপি তব স্ব্যচক্রবহ্লিনক্ষণ-
ত্বিনেত্রবিগ্রহবৎ তথা মায়য়া তবাং শস্যাপি সম্ভবাদিত্যা-
শয়েন সম্বোধয়তি ত্রিদৃষ্টে ইতি । শুদ্ধাত্মদৃষ্ট্যা । তু ত্বমেব ত্বমনয়া
এবাহ তত্ত্বনৃত্তাদিশ্রুতেঃ তত্র তত্র । যোগাৎ সম্বোধনং সৰ্ব্বস্তাশ্চ-
ম্বিতীত্যেবং প্রকারেণ সৰ্ব্বশাস্ত্রে মে বুদ্ধি নিশ্চয়ং প্রাপ্তা
শালিনী ॥ ৪১ ॥ প্রসিক্তিরোভূষণমণিতো ব্যতিরেকং দর্শয়ন্ স্বং
শিবং নমস্করতি তদ্বিত । প্রসিক্তস্ত তাদৃশমণে রালোকাবহি

রেব লোকো বিতিতিমিরো মঞ্জুষাপেটা শাণো নিকষঃ খনিশ্চ
যতিভিরপ্রার্থনা প্রসিক্তস্য মণেঃ প্রসিক্তা । অত এতস্মাদত্যাং-
কৃষ্ণায় তস্মৈ তৎপদলক্ষ্যায়নিখিলনিগমশিরোভূষণমণয়ে-
স্বস্মৈ তৎপদলক্ষ্যায়ভিয়ার নমঃ প্রস্বীভাবোহস্ত । যন্ত প্রকাশদন্ত
বহিঃপিচ লোকো বিতিমিরো যন্ত ভাসা সৰ্ব্বমিদং বিভাটীতি
শ্রুতেঃ । ত্রিজগতি যন্ত মঞ্জুষা নাস্তি নাপি শাণো নাপি খনিঃ
যৎপ্রণয়িণো যস্মিন প্রীতিমন্তঃ যতয়ো রহস্তেকান্তে ভূশং
যতস্তে তস্মৈ ইত্যর্থঃ শি০ ॥ ৪২ ॥ গুরুকৃপয়া শাস্ত্রান্ভাস্য
তত্ত্বজ্ঞানত্ৰাণখনমধৈকরসং স্বতত্ত্বং নমস্ততি । অহো শাস্ত্রং

আকাশ, বায়ু, চন্দ্র, সূর্যাদি অষ্টমূর্তিধারী মহাদে-
বের স্তব করিতে লাগিলেন । ৪০ ।

হে শাস্ত্রে! যখন আপনার দেহ দেখিতে
পাইয়াছি, তখনই আমি আপনার দাস হইয়াছি ।
যখন জীব দেখিতে পাইয়াছি তখন আমি
আপনার অংশ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ।
আপনার কোন ইন্দ্রিয়াদি নাই, অথচ সূর্য্য, চন্দ্র
ও বহ্নি এই ত্রিনয়নবিশিষ্ট দেহ আপনার স্বীকার
করা যায় । এই কারণে আপনার অবয়ব না থাকি-
লেও আমি আপনার অংশ । এবং আপনারও মায়-
বশতঃ অংশ স্বীকার করা নিতান্ত অসম্ভব নহে ।
অতএব হে ত্রিনয়ন! হে সৰ্ব্বাত্মন! যখন শুদ্ধ
আত্মদর্শন হইয়াছে তখন আপনাকে জানিয়াছি ।
যদি সকল বস্তুই আপনি তবে আমিও আপনা
হইতে অতিরিক্ত বা নূন নয় । এই প্রকারে সকল
শাস্ত্রদ্বারা আমার বুদ্ধি কৃতনিশ্চয় হইয়াছে । ৪১ ।

জগতে যে মণি প্রসিক্ত আছে, তাহার
আলোকে কেবল লোকের বাহ্য তিমির নাশ হয় ।
এবং ঐ মণির জন্য মঞ্জুষা (পেটরা) শাণঘর্ষণ
ও খনির আবশ্যক । কিন্তু যতিগণ ঐ মণির প্রার্থনাও
করেন না । নিখিল বেদান্ত শাস্ত্রের মণিস্বরূপ
আপনার আলোকে আন্তরিক ও বাহ্য তমো নাশ
হয় । ইহার মঞ্জুষা, শাণ ও খনি নাই । এবং যতি-
গণ এই মণির জন্ত নিয়তই প্রীতিযুক্তমনে নির্জনে
বসিয়া যত্ন করিয়া থাকেন ; অতএব আপনাকে
নমস্কার করি । এই জগতে দৃশ্যমান যাহা কিছু
দেখিতে পাওয়া যায়, এ সমস্তই আপনি । এই
কারণে “তৎ ত্বমসি” অর্থাৎ সেই তুমি ইত্যাদি
বেদবাক্য-লক্ষিত বেদশিরোমণি আপনাকে নম-
স্কার, ইহাই অত্র স্থলে ফলিতার্থ বুঝিতে হইবে । ৪২

ন শ্রীগুরুকৃপা বিনা সা কিং কুর্য্যামনু যদি ন বোধসা
বিতবঃ। কিমালম্বচ্চাসৌ ন যদি পরতত্ত্বং মম
তথা নমঃ স্বস্মৈ তস্মৈ মদবধিরিহাশ্চর্য্যধিষণা ॥৪৩॥
ইত্যাদারবচনৈর্ভগবন্তুং সংস্তুবন্তুমবথচ প্রমন্তুং।

পরমতত্ত্ববোধকত্বাক্রমতমং যদ্যপোবংবিধং শাস্ত্রং তথাপি
নদি শ্রীগুরুকৃপাশ্চিন্ লোকে শিষ্যে বা ন তাত্ত্বি শাস্ত্রাং কিং
ন কিমপীত্যর্থঃ। চিত্তা সঞ্চিতা সম্পাদিতা সা গুরুকৃপা কিং
কুর্য্যং কিঞ্চলং দাত্ত্বি যদি তত্ত্বজ্ঞানস্ত বিশেষণোত্তরো
নান্তি বোধাত্মুংপাদিকা সাপি নিক্ষেপ্যেত্যর্থঃ। তথাহসৌ
বোধন্ত কিমালম্ব আলম্বন শূন্য এব যদি মম পরতত্ত্বং নস্তাৎ-
তদ্ব্যক্তবক্তৃজ্ঞানালম্বনভূতার পরতত্ত্বায় আভিপ্রায় তস্মৈ পরমাত্মনে
নমঃ। তদ্ব্যক্তব্যক্তাভিপ্রায়ার্থো বা ইহ জগত্যাশ্চর্য্যবুদ্ধি র্থং
পর্য্যন্ত্য বস্মাং পর আশ্চর্য্যবুদ্ধিবিষয়ো নাস্তীত্যর্থঃ ॥৪৩॥
এবং স্তুবন্তুঃ শ্রীশঙ্করঃ প্রতিমহাদেবো বহুস্তবাস্তদ্বশিতুমাং

পরম তত্ত্ববোধক শাস্ত্র ধন্য—যদ্যপি শাস্ত্রের
এইরূপ মহিমা, তথাপি এই জগতে শিষ্যের
উপর গুরুকৃপা না থাকে, তবে সে শাস্ত্রে কোন
প্রয়োজন নাই। যদি বিশেষরূপে তত্ত্বজ্ঞানের
উদ্ভব না হয়, তাহা হইলে সঞ্চিত গুরুকৃপাই বা
কি ফল দান করিবে?। যদি পরমতত্ত্ব না জন্মে
তবে ঐ বোধের কোন অবলম্বন নাই। অতএব
তত্ত্বজ্ঞানের অবলম্বনস্বরূপ, পরমতত্ত্ব, আত্মা হইতে
অভিন্ন আমি অদ্য সেই পরমাত্মাকে নমস্কার করি।
এই জগতে যাহার পর আর আশ্চর্য্য বুদ্ধি নাই,
সেই আশ্চর্য্য বুদ্ধি স্বরূপ কেবল একমাত্র আপনি
বিদ্যমান। ৪৩।

বাস্পপূর্ণনয়নং মুনিবর্ধ্যং শঙ্করং সবল্হমানমুবাচ
॥ ৪৪ ॥ অস্মদাদিপদবীমভজন্তুং শোধিতা তব
তপোধননিষ্ঠা। বাদরায়ণ ইব ত্বমপি স্ত্রাঃ সদ্বরেণা
মদনুগ্রহপাত্রং ॥ ৪৫ ॥ সম্বিতজ্য সকলশ্রুতি-
জালং ব্রহ্মসূত্রমকরোদনুশিষ্টঃ। যত্র কাণ্ডভূজ-
সাস্ত্র্যাপুরোগাণ্যুক্তানি কুমতানি সমূলং ॥ ৪৬ ॥

ইতীতি। স্বাং ॥ ৪৪ ॥ যদুবাচ তদাহাশ্চর্য্যাদীতি। অতঃ
প্রাপ্তবানসি হে সত্যং মধোশ্রেষ্ঠ ব্যাস ইব ত্বমপি মদনুগ্রহ-
পাত্রঃস্ত্রা ইতাশীর্বাদঃ ॥ ৪৫ ॥ সূত্রভাষ্যরচনে নিযুক্ত-
মুপক্রমতে অনুশিষ্টঃ সম্যক্ শিক্ষিতঃ। অনুপশ্যৎ শিষ্টা যস্মা-
দিতি বা স সস্মশিষ্টাগ্রনীর্কোদবাসো বেদকদমঃ সম্যগ্ বিভজ্য
ব্রহ্মাখণ্ডকরসংস্চাতে যেন তত্ত্বা আত্মো একজিজ্ঞাস
জন্মাদান্ত বতঃ শাস্ত্রয়ো নিত্যং তত্ত্বসমগ্রাদিতোবমা-
রুপমকরোচ্ছিষ্টোহনুগশানকরোদিতি বা যত্র ব্রহ্মসূত্রে কাণা-
দসাস্ত্র্যাপাতঞ্জলপ্রভৃতীন মতানি সমূলমূলিতানি তত্রৈকি

এইরূপ উদারবচনে যিনি ভগবানের স্তব
করিতে ছিলেন, অথচ মধ্য মধ্য প্রণাম করিতে
ছিলেন, অশ্রুজলে নয়ন যুগল বাঁহার আপ্লুত
হইয়া ছিল সেই মুনিবর শঙ্করকে, ধূর্জটি বহুসম্মান
পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। ৪৪।

হে সগুণ! তুমি আমাদের পথে দণ্ডায়মান হই-
য়াছ। তোমার তাপস জনের সমুচিত আচরণ
শোধিত হইয়াছে। বাদরায়ণ যেরূপ আমার অনু-
গ্রহের পাত্র, সেই বেদব্যাসের তুল্য তুমিও আমার
অনুগ্রহের পাত্র হইয়াছ। ৪৫।

সম্যক্ রূপে শিক্ষিত হইয়া বেদব্যাস বেদসমহ

তত্র মূঢ়মতয়ঃ কলিদোষাদ্ দ্বিত্রিবেদবচনোদ্ধলিতানি । ভাষাকাণারচয়ন্ বহুবুদ্ধৈর্দৃষ্যভামুপগতানিচৈকৈশ্চিৎ ॥৪৭॥ তন্তুবান্ বিদিতবেদশিখার্থস্থানি দুর্শ্চতিমতানি নিরস্য । সূত্রভাষ্যমধুনা

বিদধাতু ঋত্ব্যপোদ্ধলিতযুক্তাভিযুক্তম্ ॥৪৮॥ এতদেব বিবুধৈরপি সেন্দৈরর্চনীয়মনবদ্যমুদারং । তাবকং কমলয়োনিসভায়ামপ্যাপ্যতি বরাং বরিবসাং ॥ ৪৯ ॥ ভাস্করাভিনবগুপ্তপুয়োগান্ নীলকণ্ঠকুমণ্ডনমুখ্যান্ । পণ্ডিতানথ বিজিত্য জগত্যাং

পরেণাময়ঃ ॥৪৬॥ তত্র ব্রহ্মসূত্রে মূঢ়মতয়ঃ কলিদোষাদ্ দ্বাভ্যাং ত্রিভিঃ কা। বেদবচনৈরুদ্ধলিতানি উপকৃতানি ভাষাকাণি কুংসিতভাষ্যাণি অরচয়ন্ কৃতবস্তুঃ । চৈশ্চিৎ বহুবুদ্ধঃ জ্ঞাতঃ যৈস্তৈর্দৃষ্যভাষ্যোপগতানি ॥ ৪৭ ॥ তন্তুস্মাবিদিতো বেদান্তানামর্থো যেন তথাভূতো ভবান্ তানি কুবক্ষীনাং মতানি নিরস্ত সূত্রভাষ্যং বিদধাতু । বিধৌ লোট্ ভাব্যলক্ষণক্-সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র বাটক্যঃ সূত্রাহুকারিভিঃ । স্বপদানিচ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্য-

বিভাগ করিয়া “অথাতো ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা, জন্মাদ্যস্ত নতঃ, শাস্ত্রযোনিহাৎ, তত্ত্ব সমন্বয়াৎ” ইত্যাদিরূপ ব্রহ্মসূত্র সকল নিশ্চয় করেন । যে ব্রহ্মসূত্রে কণাদমুনিকৃত বৈশেষিক দর্শন, কাপিলমুনিকৃত সাংখ্যদর্শন, পতঞ্জলিমুনিকৃত পাতঞ্জলদর্শন প্রভৃতির মত সকল সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে । মূঢ়মতি কতকগুলি লোক সেই সকল ব্রহ্মসূত্রে কলিকাল কৃতদোষারোপ ও ছুই তিন বেদ বচনদ্বারা উপকৃত করিয়া কুংসিত ভাষ্য রচনা করেন । বহুজ্ঞানবান্ কতকগুলি লোক পুনরায় ঐ ভাষ্য দূষিত করিয়া তোলে । ৪৬ । ৪৭ ।

অতএব তুমি ঋতি-মস্তক বেদান্তশাস্ত্রের অর্থ জানিয়াছ । এক্ষণে ছবুদ্ধি দিগের মত সকল নিরস্ত করিয়া সূত্রভাষ্য নির্মাণ কর । কারণ, সেই সূত্রভাষ্য সমগ্র ঋতিদ্বারা পরিপূর্ণ ও যুক্তি

বিদোবিহীনতি সাগরাভিবর্ণ নস্ত ভাষ্যত্বব্যাহুয়ে সূত্রমিত্যুক্তঃ বার্তিকস্ত তন্তুনিরাসায় সূত্রাহুকারিভিরিতি বৃত্তেত্তত্ত্বব্যাবৃত্তাশ্মুক্তং স্বপদানীতি ইতরভাষ্যোভ্য উৎকৃষ্টতাবোধনায় বিশিনষ্টি । সমগ্রঋতিভিকল্পিতাভিরা সমস্তাদযুক্তঃ ॥ ৪৮ ॥ নহু ময়া ক্রিয়মাণং ভাষ্যমপি কেবাঙ্কিদনাদরাস্পদং স্মাচেত্তর্হি কিমর্থং কর্তব্যমিতি চেত্তদ্রাহ । এতদেব তাবকং ভাষ্যমিস্ত্রসঙ্কিতৈর্দেবৈরপ্যর্চনীয়ং ভবিষ্যতি । অপি শঙ্কায়মুখ্যৈরর্চনীয়ং ভবিষ্যতীতি কিমু বক্তব্যং । যতো নির্দোষমুদারক । ন কেবলং সেন্দৈর্দেবৈর্যেবার্চনীয়ং ভবিষ্যতাপিভূতত্বম্ বসভায়ামপি জ্ঞেষ্ঠাং পূজাং প্রাপ্নাতীতার্থঃ ॥ ৪৯ ॥ কিঞ্চ ভাস্করো ভেদাভেদবাদী অভিনবগুপ্তঃ শাস্ত্রো নীলকণ্ঠো ভেদ-

সমষ্টিদ্বারা সর্ব্বতোভাবে নিবদ্ধ । ভাষ্য লক্ষণ যথা—সূত্রের অনুরূপ বাক্যদ্বারা যে স্থানে সূত্রের অর্থ বর্ণিত হয়, এবং সূত্রের পদ সকল বর্ণিত থাকে, ভাষ্যবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকেই ভাষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । ৪৮ ।

তোমার এই ভাষ্য ইন্দ্রাদি দেবগণের অর্চনীয় হইবে । তবে মনুষ্যদিগের যে অর্চনীয় হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই । কারণ, তোমার ভাষ্য নির্দোষ ও মহান্ । কেবল ইন্দ্রাদি দেবভাগ্যের পূজনীয় নহে, ব্রহ্মসভাতেও পরম পূজ্য প্রাপ্ত হইবে । ৪৯ ।

ভেদ ও অভেদ এই উভয় বাদী ভাস্কর, শাস্ত্র

খ্যাপয়াহ্বয়মতে পরতত্ত্বং ॥ ৫০ ॥ মোহসন্তম-
সবাসরনাথাস্তত্র তত্র বিনিবেশ্য বিনেয়ান্। পাল-
নায় পরতত্ত্বসরণ্যামামুপৈষ্যসি ততঃ কৃতকৃত্যঃ ॥
৫১ ॥ এবমেবমনুগৃহ্য কৃপাবানাগমৈঃ সহ
শিবোহস্তরধত্ত। বিস্মিতেন মনসা সহ শিষ্যৈঃ
শঙ্করোহপি স্তরসিকুমরাসীৎ ॥ ৫২ ॥ সন্নিবৃত্ত্য বিধি-

মাহ্লিকমীশং ধ্যায়তো গুরুমথাখিলভাষাং। কর্তু-
মুদ্যত্তমভূদ্ গুণসিন্ধো স্মানসং নিখিললোকহিতায়
॥ ৫৩ ॥ কর্তৃত্বশক্তিমধিগম্য স বিশ্বনাথঃ কাশী-
পুরাম্মিরগমদ্বিকাসভাজঃ। প্রীতঃ সরোজমুকুলা-
দিব চঞ্চরীকনির্বন্ধতঃ স্তম্ভমবাপ সথা দ্বিজেন্দ্রঃ ॥
৫৪ ॥ অদ্বৈতদর্শনবিদাং ভূবি সার্বভৌমো

নাদী শৈবঃ গুরুঃ প্রভাকরো মণ্ডনামিশ্রো ভট্টমতামুগায়ী। এতদা
দান্ পণ্ডিতানথ ভাষ্যকরণানস্তরং বিজিতা পৃথিব্যামহ্বয়মতে
পরতত্ত্বং খ্যাপয়াহ্বয়নুজ্ঞে ইতি সম্বোধনং বা ॥ ৫০ ॥ কিঞ্চ মোহলক্ষ-
ণসত্ত্বমসভানুশিষ্যান্ তস্মিন্ তস্মিন্ দেশে পরতত্ত্বসরণ্যঃ পাল-
নায় সংস্থাপা তদনন্তরং কৃতমবতারকৃতাং যেন স মামুপৈষ্যসি
॥ ৫১ ॥ এবমেবমঃ শ্রীশঙ্করমণুগৃহ্য কৃপাবান্ শিবো বেদৈঃ সহ-
স্তুর্ধানমগাং। শঙ্করোহপি বিস্ময়যুক্তেন মনসা শিষ্যৈঃ সহ স্বর্গদীং
গঙ্গাং প্রত্যগচ্ছৎ ॥ ৫২ ॥ আহ্লিকবিধিং সন্নিবৃত্তা গুরুমীশং মহা-

দেবং ধ্যায়তো গুণসমুদ্ভূত শ্রীশঙ্করস্ত মানসং সর্বলোকহিতায়
সমাগুদ্যামুদ্যুক্তমভূৎ ॥ ৫৩ ॥ স বিশ্বনাথঃ কর্তৃত্বশক্তিং
প্রাপ্য প্রীতঃ সন্ অধিকাসভাজঃ কাশীপুরাম্মিরগমৎ। চঞ্চরীক-
নির্বন্ধতো গফল্লক্লভমরনির্বন্ধনরূপাং সরোজমুকুলাদিভেজি
পুরোপমা। যথা পক্ষিগামিন্দ্রো হংসো নির্গতা স্তম্ভমাপ্রোতি
তথাহংসঃ ব্রাহ্মজেন্দ্রঃ স্তম্ভং প্রাপ। প্রভাববমুপমা বাচকোপাদা-
নাদনেকৈবেয়মুপমা ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ ভূবি অদ্বৈতশাস্ত্রবিদাঃ

অভিনব গুপ্ত, ভেদবাদী শৈব নীলকণ্ঠ, গুরুপ্রভা-
কর, ভট্টমতের অনুযায়ী মণ্ডনমিশ্র, ইত্যাদি মুখ্য
পণ্ডিতদিগকে ভাষ্য রচনা করিবার পর জয় করিয়া
ভূমি জগতে অদ্বৈতমতে পরমতত্ত্ব প্রকাশ কর।
। ৫০ ।

অজ্ঞানরূপ গাঢ়তিমিরের প্রভাকর তুল্য
তোমার শিষ্যদিগকে সেই সেই প্রদেশে পরমতত্ত্ব-
পদ্ধতির পরিপালনের নিমিত্ত সংস্থাপিত কর।
অনন্তর যে জন তোমার অবতার হইয়াছে, সেই
অবতার কার্য সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিয়া আমার
দেহে সঙ্গত হইবে। ৫১।

এইরূপে শঙ্করের উপর অনুগ্রহ প্রকাশ
করিয়া কৃপাময় মহাদেব বেদের সহিত অন্তর্ধান

হইলেন। শঙ্করও বিস্ময়াকুলহৃদয়ে শিষ্য সকল
সমভিব্যাহারে করিয়া স্তরনদী গঙ্গাতীরে উপস্থিত
হইলেন। ৫২।

আহ্লিক কার্য্য সমাপ্ত করিয়া গুরুদেব মহা-
দেবের ধ্যান করিতে করিতে গুণসাগর শঙ্করের
সকল লোকের হিতসাধনার্থ ভাষ্য সকল নির্মাণ
করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা হইল। ৫৩।

যে রূপ দ্বিজ অর্থাৎ পক্ষীদিগের শ্রেষ্ঠ হংস,
পরিমললুক্লভমরদিগের নির্বন্ধরূপ কমল মুকুল
হইতে নির্গত হইয়া স্তম্ভ পাইয়া থাকে, সেইরূপ
দ্বিজরাজ শঙ্কর বিশ্বেশ্বরের নিকট হইতে কর্তৃত্বশক্তি
প্রাপ্ত হইয়া প্রীতমনে শঙ্কর বিরহে যেন শ্রীভক্ট
সেই কাশীধাম হইতে নির্গত হইয়া স্তম্ভ প্রাপ্ত
হইলেন। ৫৪।

যাতেষ ইত্যাডুপবিশ্বসিতাতপত্রং । অস্তাচলে বহতি
চারু পুরঃ প্রকাশবাজেন চামরমখাদিব দিক্‌ক্ষাস্তা ॥
৫৫ ॥ শাস্তাং দিশং দেবনৃগাং বিহায় নান্যা
দিগশ্চৈ সমরোচতাক্ষা । তত্রত্যতীর্থানি নিষেবমাণো
গন্তুং মনোহৃদ্বদরীং ক্রমাং সং ॥৫৬॥ তেনাস্ববর্তি
মহতা কচিচ্ছৃণালি শীতং কচিৎ কচিদৃজু কচি-
দপ্যরালং । উৎকণ্টকং কচিদকণ্টকবৎ কচিচ্চ-

সার্বভৌমো যশ্চক্রবর্তী এষ শ্রীশঙ্করো গচ্ছতীত্যতশ্চন্দ্রবিম্বা-
শ্রকং প্বেতচ্ছত্রমস্তাচলে বহতি সতি পুরঃ প্রকাশবাজেন দিক্-
ক্ষাস্তা দিগলক্ষণাশোভনা কাস্তা চামরং বাখাদিব । পাঠান্তরে
সুখেন দিগ্‌ বাখাদিতি বাখোয়ং ॥৫৫ ॥ দেবনরুগাং শাস্তা-
মুত্তরাং দিশং বিহয়াত্তা দিগশ্চৈ সাফল সমরোচত । উদীচ উৎ-
কণ্টকোবা ঠেব দেবমহুগাং শাস্তা দিগিতি ক্রতেঃ । তাস্মিন্ত-
ত্রত্যতীর্থানি নিষেবমাণঃ ক্রমাংদরীকৃতং স মনোহৃদং ইন্দ্রবজ্রা
॥৫৬ ॥ কচিচ্ছৃণালি কচৎ শীতং কচিদৃজু কচিৎ কুটিলং
অরালং কুটিলে সর্জরসে সমদদণ্ডিনীতি মেদিনী । কচিৎ উক্

তদ্বজ্রা মূর্খজনচিত্তমিবাব্যবস্থম্ ॥৫৭॥ আত্মানম-
ক্রিয়মপব্যয়মীক্ষিতাপি পাত্নৈঃ সমং বিচলিতঃ
পথি লোকরীত্যা । আদৎ ফলানি মধুরাণ্যপিবৎ
পয়াংসি প্রায়াদুপাশিশদশেত তথোদতিষ্ঠৎ ॥ ৫৮ ॥
তেন ব্যনীয়ত তদা পদবী দবীযস্তাসাদিতা চ
বদরী বনপুণ্যভূমিঃ । গোৱীপ্তরু শ্রবদমন্দবরী-

মুখকটকযুক্তং কচিচ্চ কণ্টকবিনির্মুক্তং মূর্খজনচিত্তবৎ ব্যবস্থা-
বর্জিতং বজ্রপস্থান্তেন মহতাস্ববর্তি অমুসৃতম্ বৎ ॥৫৭॥ অক্রিয়-
মব্যয়মাশ্রয়মীক্ষিতাপি পাত্নৈঃ সমং বিচলিতঃ সন্‌ মার্গে লোক-
রীত্যা মধুরাণি ফলানি আদৎ ভক্ষণার্থস্তাদশতো লবি
অদঃ সর্বেষামিতাপূজসার্বভৌমকৃত্যভাগমে রূপং । মধুরাণি
ফলানি অপিবৎ প্রায়ং গমনং কৃতবান্‌ উপাশিশ্রুবাংবষ্টবান্‌
অশেত শয়নং কৃতবান্‌ তথোদতিষ্ঠৎ উত্থানং কৃতবানিতার্থঃ ॥
৫৮ ॥ দবীযগী পদবী তেন ব্যনীয়ত সুদূরং বজ্রাণ্ডিকান্ত-
বান্‌ । বনপুণ্যভূমি বদরী আসাদিতা চ গোৱীপ্তরো হিমালায়ং

অদ্বৈতশাস্ত্রজ্ঞদিগের চক্রবর্তী শঙ্করাচার্য্য কাশী-
পরিত্যাগ করিয়া যখন গমন করেন, তখন অন্ত-
র্গিরি, চন্দ্রবিশ্বরূপ শ্বেতছত্র তাঁহার মস্তকে ধারণ
করিল । ৫৫ ।

উত্তরদিক্‌ দেবতা ও মনুষ্যদিগের অনুকূল
তাঁহার ঐ দিক্‌ বর্জন করিয়া অত্ৰদিক্‌ যথার্থ রুচি-
জনক হয় নাই । অতএব তত্রত্য তীর্থ সকল সেবা
করিয়া ক্রমে ক্রমে তিনি বদরিকান্ত্রমে উপস্থিত
হইলেন । ৫৬ ।

কোনস্থানে উষ্ণ, কোন স্থানে শীতল, কখন
সরল, কখন কুটিল, কখন উর্জমুখ, কণ্টকযুক্ত,
কখন বা একেবারে কণ্টক বিরহিত, এইরূপে ব্যব-

স্থাবর্জিত মূর্খজনের চিত্তের তুল্য পথ সকল,
মহাত্মা শঙ্কর অতিক্রম করিলেন । ৫৭ ।

আত্মার ক্রিয়া নাই, ব্যয় নাই, আচার্য্য শঙ্কর
ইহা জানিয়া ছিলেন । কিন্তু পথিক দিগের
সহিত পথে যাইতে যাইতে লৌকিক রীত্যানুসারে
মধুর ফল সকল ভোজন করিতেন, মধুর বারিপান
করিতেন, গমন করিতেন, উপবেশন করিতেন,
শয়ন করিতেন ও উত্থান করিতেন । ৫৮ ।

তিনি দূরবর্তী পথ সকল অতিক্রম করিয়া বদ-
রীবনের পুণ্যভূমি প্রাপ্ত হইলেন । যে বদরিকা-
শ্রমের পুণ্যভূমিতে পার্বতী পিতা হিমালয়
হইতে পরিস্রুত, বৃহৎ নিব্বারয়ুক্ত, এবং খেলাসক্ত

পরিতা খেলং সুরীযুতদরী পরিভাতি যশ্যাম্ ॥ ৫৯ ॥ করতলকলিতারয়াস্ততাঃ কপিতদুরন্তচিরন্তন-
স দ্বাদশে বয়সি তত্র সমাধিনিষ্ঠে ব্রহ্মধিভিঃ শ্রুতি- প্রমোহং । উপচিতমুদিতোদিতৈ শুণৌঘৈরুপ-
শিরো বহুধা বিচার্য্য । ষড়্ভিষ্চ সপ্তভিরথো নব- নিসদাময়মুজ্জহার ভাষ্যং ॥ ৬১ ॥ ততো মহাভারত-
ভিষ্চ থিমৈর্ভব্যং গভীরমধুরং ফণিতিস্ম ভাষ্যং ॥ ৬০ ॥ সারভূতাঃ স ব্যাকরোস্তাগবতীশ্চ গীতাঃ । সনং-

অবন্তীভিরমল্লরৌভি ব্যাপ্তা যস্য্যং বদর্য্যং খেলন্তীভিঃ সুরা- করতলে কলিতং প্রকাশিতমায়তনং যেন কপিতো দুরন্ত-
বনাভি যুক্তা দরী পরিভাতি ॥ ৫৯ ॥ স শ্রীশঙ্করো দ্বাদশে বয়সি শিরস্তনোহনাদিভূতো মোহো যেন উদয়ং প্রাপ্তৈককণ্ঠগৌ-
তত্র বদর্য্যং সমাধিনিষ্ঠে ষড়্ভিঃ কুংপিপাসে জরামৃত্যু শৌক- বৈকুণ্ঠচিতং যুক্তং । দেহাভিমানাদিচ্ছানি নিশ্চয়েন উপসা-
নোহৌ ষড়্ভ্যং ইত্যুক্তষড়্ভিভিত্ত্বা ত্বচ্চক্ষমাংসাস্থিমেদো- দয়তি বিসারয়তি শিথিলয়তি পরঞ্চ ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মত্বেন নিতরাং
মজ্জারেতোভিঃ সপ্তধাতুভিঃ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চত্বার্য্যন্তঃকরণা- গময়তি সর্ব্বানর্থমূলভূতামবিদ্যামাত্মমবসাদয়তুয়া লয়ন্তী-
নীতি নবভিষ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকমন্তঃকরণ- ত্যাপনিষদ্ ব্রহ্মবিদ্যা । তৎপ্রতিপাদকানাং ঈশকেন কঠপ্রশ্নমুণ্ড-
চতুষ্টয়ং সপ্তভূতপঞ্চকং প্রকৃত্যষ্টকং বা বিদ্যাকামঃ কর্ম্মো- কমাণ্ড কঠৈত্তিরেয়েত্তরৈয়চ্ছান্দোগ্যবৃহদারণ্যখ্যানাং বেদা-
পাসনা চেতি নবভিরিতি বা দ্বারৈর্কা নবভিঃ যৈ থিম্নাস্তৈ ব্রহ্ম- স্তানাং ভাষ্যমুজ্জহার কৃতবান্ পুষ্পিতাগ্রা ॥ ৬১ ॥ ততস্তদ-
ধিভিঃ বেদাস্তং বহুধা বিচার্য্য ভবাং শুভং গভীরঞ্চ তমধুরঞ্চ নস্তরং মহাভারতস্ত নিখিলবেদাংশপ্রকাশকস্ত সারভূতাঃ ভগ-

সুরাসনা পরিবেষ্টিত পর্ব্বত গহ্বর শোভা পাইতে-
লাগিল । ৫৯ ।

ক্ষুধা পিপাসা, জরামৃত্যু শৌক মোহ এই ছয়
তরঙ্গ । ত্বক্, চর্মা, মাংস, আস্থি, মেদ, মজ্জা ও শুক্র
এই সপ্তধাতু । পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও
চারিটী অন্তঃকরণ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়,
পঞ্চপ্রাণ, অন্তঃকরণ চতুষ্টয়, সপ্ত গুণ ক্রিতি, অপ-
ইত্যাদি পঞ্চভূত, অথবা আটটি প্রকৃতি) অবিদ্যা,
কাম কর্ম্ম ও উপাসনা এই প্রকার নবদ্বারে যাহারা
অত্যন্ত খেদাশ্রিত, সেই সমস্ত সমাধিনিষ্ঠ ব্রহ্মধি-
দিগের সহিত বারম্বার বেদান্ত শাস্ত্রের বিচার
করিয়া শঙ্করাচার্য্য দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়
শুভ, গভীর অথচ মনোহর বেদান্তসূত্রের ভাষ্য
নির্ম্মাণ করেন । ৬০ ।

বাহার করতলে অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়।
যিনি দুরন্ত, চিরন্তন, অনাদি মোহজাল ক্ষয় করিয়া
ছিলেন, যিনি উক্ত বিবিধগুণে বিরাজিত হইয়া
উপনিষৎ সমূহের শুভ ভাষ্য নির্মান করেন।
যিনি লোকের দেহে যে আত্মাভিমান আছে, এবং ঐ
আত্মাভিমান হইতে যে সমস্ত দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা
নিশ্চয়রূপে যে শাস্ত্র দ্বারা বিবাদিত, নিঃসারিত
অথবা শিথিলিত হইয়া থাকে, এবং প্রত্যগাত্মরূপে
নিত্যন্ত পরম ব্রহ্ম দেখাইয়া থাকে, ও সকল
অমঙ্গলের মূলভূত অবিদ্যা (অজ্ঞান) অতান্তরূপে
অবসন্ন অর্থাৎ উন্মূলিত হইয়া থাকে, তাহার নাম
উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিদ্যা । এই স্থলে সেই ব্রহ্ম-
বিদ্যা-প্রতিপাদক ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন মূণ্ডকা,
মাণ্ডুকা, তৈত্তিরিয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদা-
রণ্যক উপনিষৎ বুঝিতে হইবে । ৬১ ।

অনস্তর নিখিল বেদশাস্ত্রের অর্থপ্রকাশ এবং

সুজাতীয়মসংস্কৃতং ততো নৃসিংহস্ত চ তাপনীয়ং
৷৬২৷ গ্রন্থানসংখ্যাংস্তদনুপদেশসহস্রিকাধীনং বাদ-
ধাং সুধীড়াঃ । শ্রেয়সার্থবিদ্যানবাবেকপাশান্মুক্তা
বিরক্তা যতয়ো ভবন্তি ॥ ৬৩ ॥ শ্রীশঙ্করাচার্য্যাবা-
বুদেত্য প্রকাশমানে কুমতিপ্রণাতাঃ । ব্যাখ্যাক্ষকারাঃ
প্রলয়ং সমায়ু হুর্ষাদিচক্রপ্রভয়া বিযুক্তাঃ ॥ ৬৪ ॥

বাক্যীতাঃ স ব্যাখ্যাতবান্ । ততো ভারতস্ত সনৎসুজাতীয়-
মসতাং সুদূরমণ্ডলং ততশ্চোত্তরনৃসিংহতাপনীয়ং ব্যাকরোং
টং ॥ ৬২ ॥ তদন্তু ততঃ পশ্চাদুপদেশসহস্রিকাধীনসংখ্যা-
কান গ্রন্থান সুধীভিঃ স্তভাঃ পরমার্থজ্ঞঃ শ্রীশঙ্করো বাবুধাং ।
যান্ গ্রন্থান শ্রেয়া বিরক্তা যতয়োঃবাবেকপাশান্মুক্তা ভবন্তি ।
৷৬৩৷ শ্রীশঙ্করাচার্য্যস্ংগো উদয়ং প্রাপ্য প্রকাশমানে সতি হুর্ষা-
দিচক্রপ্রভয়া বিযুক্তাঃ সহিতাঃ কুবুদ্ধিভিঃ প্রণীতা ব্যাখ্যাক্ষ-
কারাঃ সমাগলয়ং প্রাপুঃ ॥ ৬৪ ॥ অধানন্তরং পরেহাং বা-

মহাভারতের সারসূত ভগবৎগীতার ব্যাখ্যা করেন ।
তৎপরে অসংলোকে অত্যন্ত দুর্লভ সনৎসুজা-
তায় গ্রন্থেণ ব্যাখ্যা ও নৃসিংহের তাপপ্রদ ব্যাখ্যা
করেন । ৬২ ।

অনন্তর অর্থবিৎ ও সুধীগণের পূজনীয় শঙ্করা-
চার্য্য, যে সকল গ্রন্থ শ্রবণ করিয়া বিরক্ত যতিগণ,
অবাবেক পাশহইতে মুক্তি লাভ করেন, ওরূপ সহস্র
সহস্র উপদেশ পরিপূর্ণ অসংখ্য গ্রন্থসকল নির্মাণ
করিলেন । ৬৩ ।

শঙ্করাচার্য্য সূর্য্যের মত উদিত হইয়া প্রকাশিত
হইলে শশধর সদৃশ দুষ্কবান্দিগণের প্রভার সহিত
মূঢ়মতি প্রণীত ব্যাখ্যারূপ অন্ধকার সম্যকরূপে লয়-
প্রাপ্ত হইল । ৬৪ ।

অথ ত্রতীন্দু র্বিধিবদ্ বিনেয়ানধ্যাপয়ামাস স
নৈজভাষম্ । তর্কৈঃ পরেষাং তরুণৈ র্বিবস্বম্বরী-
চিভিঃ সিন্ধুবদপ্রশোষাম্ ॥ ৬৫ ॥ নিজশিষ্যাদ-
জভাষতো গুরুবর্য্যস্ত সনন্দনাদয়ঃ । শমপূর্ব্বগণৈ-
রশুশ্রবন্ কতিচিচ্ছিষ্যগণেষু মুখ্যাতাম্ ॥ ৬৬ ॥ স
নিতরামিতরা অবতো লসন্নিয়মমমুতমাপ্য সনন্দনঃ ।
শ্রুতনিজশ্রুতিকোহপাতবৎ পুনঃ পিপঠিষু গহনার্থ-

দিনাং তর্কৈস্তকণৈঃ সূর্য্যাকিরণৈঃ সমুদ্রবৎ শোষয়িতুমশক্যং স্যায়
ভাষাং স ত্রতীন্দু র্বিধিবচ্ছিষ্যানধ্যাপয়ামাস ॥ ৬৫ ॥ নিজ-
শিষ্যাদয়ঃকমলভানো গুরুবর্য্যস্ত শিষ্যগণেষু মুখ্যতাং কেচিৎ
সনন্দনাদয়ঃ শমাদিশুগ্ধৈরশুশ্রবন্ অভ্যাসবতঃ । বিরোগিনী
॥ ৬৬ ॥ স সনন্দন ইতরাশ্রবত ইতবেভ্য আশ্রবেভ্যো বচ-
নস্থিতেভ্যঃ শিষ্যোভ্যঃ আশ্রবোচ্ছীকৃতৌ ক্লেশে নাশ্রবদচনাশ্চিত্ত
ইতি মেদিনী । নিতরাং লসন্ সন্ শ্রুতা নিজশ্রুতিঃ স্ববেদো যেন
স তথাবিধোহপি গহনার্থস্ত বিজ্ঞানেচ্ছরাদৃতং নিয়মং প্রাপ্য পুনঃ

নবোদিত সূর্য্য-কিরণ যেরূপ সমুদ্রে শুষ্ক
করিতে পারে না, সেইরূপ বাদীগণের অভি-
নবতর্কে অশোষণীয় স্বকীয় ভাষা, যতিবর বিনীত
শিষ্যদিগকে বিধিবিধানে অধ্যয়ন করাইলেন । ৬৫ ।

যিনি স্যায় শিষ্যগণের হৃৎপদ্মের প্রভাকর, সেই
গুরুবরের শিষ্যগণের মধ্যে কে প্রধান শিষ্য হইবে,
এবং কিরূপে ঐপ্রাধান্য লাভ করিতে পারি তন্নি-
মিত্ত শমদম, ও তিতিক্ষাদি গুণসম্পন্ন সনন্দনাদি
কতকগুলি শিষ্য ঐ ভাষা অভ্যাস করিতে লাগিল ।
৬৬ ।

সনন্দন শঙ্করের আজ্ঞানুবর্তী শিষ্য থাকাতে
তিনি অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ।
এবং যদিচ তিনি সমুদয় স্বকীয় বেদ শ্রবণ করিয়া

বিবিৎসয়া ॥ ৬৭ ॥ অদ্বন্দ্বভক্তিমমুমাগ্নপদার-
বিন্দরন্দে নিতাস্তদয়মানমনা মুনীন্দ্রঃ । আশ্রায়-
শেখররহস্যনিধানকোশমাস্ত্রীয়কোশমখিলং ত্রির-
পাঠয়ন্তম্ ॥ ৬৮ ॥ ইর্ষ্যাভরাঙ্কলহৃদামিতরাশ্রবাণং
প্রথাপয়ন্নুপমামদসৌরভভক্তিম্ । অত্রাপগাপর-
তটস্থমমুং কদাচিদাকারয়ন্নগমশেখরদেশিকেন্দ্রঃ ॥

॥ ৬৯ ॥ সম্ভারিকাহনবধিসংসৃতিসাগরস্ত কিং

পঠনেচ্ছুরভবৎ । ইতরাশ্রবতোহস্তু তং লসন্তং নিয়মমধ্বদ্যং রাগ-
দ্বৈতাদিমাণ্যোতি বা ক্রতবিলম্বিতরুত্তম্ ॥ ৬৭ ॥ আশ্রপদাবিন্দয়ুগলে-
হৃদবিনির্মুক্তা ভক্তি যন্ত তমমুং সনন্দনং নিতাস্তমতাক্তং দয়-
মানং যস্য কৃষ্ণাণং মনো যস্য স মুনীন্দ্রঃ বেদান্তরহস্যনিধানস্ত
নিঃ কোশঃ পাত্রমাস্ত্রীয়গ্রন্থঃ সর্বং ত্রিরপাঠয়ং ত্রিবারং পাঠি-
তবান্ ৬০ ॥ ৬৮ ॥ ইর্ষ্যাভরেনাকুলং হৃদয়ং যেষামিতরাশ্রবাণং
সক্তাঃ মদোহসাবরূপমামমুমাং সনন্দনস্ত ভক্তিং প্রথাপয়ন্ন-
ত্রাপগা আকাশনদী গঙ্গা অদ্রং যেষে চ গগনে ধাতুভেদেচ

ছিলেন, তথাপি গভীর অর্থ জানিতে ইচ্ছা করিয়া
অদ্বৈত নিয়ম ধারণপূর্বক পুনরায় তাঁহার কাছে
পড়িতে মানস করিলেন । ৬৭ ।

পরমাত্মার পদাঙ্কযুগলে সনন্দনের রাগ দ্বৈতাদি
বর্জিত ভক্তি দেখিয়া মুনীন্দ্রের মন তাঁহার উপর
নিতাস্ত দয়ালু হইল । এবং পরে বেদান্ত শাস্ত্রের
রহস্য ও মন্ত্রের নিধিস্বরূপ স্বকীয় গ্রন্থ তিনবার
করিয়া তাঁহাকে পাঠ করাইলেন । ৬৮ ।

অন্যান্য যে সমস্ত আজ্ঞানুবর্তী শিষ্য ছিল,
তাহাদের সকলেরই হৃদয় ইর্ষ্যাভরে আকুল হইল ।
কিন্তু ঐ সমস্ত শিষ্যদিগের মধ্যে সনন্দনের ভক্তি
অধিক পরিমাণে বিখ্যাত দেখিয়া একদিন বেদান্ত

তারয়েন সরিতং গুরুপাদভক্তিঃ । ইত্যঞ্জসা প্রবি-
শতঃ সলিলং দ্যাসিদ্ধুঃ পদ্মাত্মদক্ষয়তি তস্ত
পদেপদে স্ম ॥ ৭০ ॥ পাথোরুহেষু বিনিবেশ্য
পদং ক্রমেণ প্রাপ্তোপকণ্ঠমমুমপ্রতিমানভক্তিঃ ।
আনন্দবিস্ময়ানিরন্তানিরন্তরোহসাবাল্লিষ্যপদ্মপদনাম-

কাকন ইতি মেদিনী । তস্তাঃ পরতটস্থমমুং সনন্দনং কদাচিৎবেদা-
ন্তদেশিকেন্দ্র আহুতবান্ ॥ ৬৯ ॥

অনবধিসংসারসাগরস্ত সম্ভারিকা গুরুচরণভক্তিঃ নদীং কিং
ন সম্ভারয়েদপিতু তারয়েদেবেতি বিচার্য শীঘ্রমেব জলং প্রবি-
শতগুস্ত গুরুভক্তস্ত পদে পদে গঙ্গা পদ্মানি উদকরাতিশ্রোজ-
ন্তয়ামাস ॥ ৭০ ॥ জলরুহেষু ক্রমেণ পদং বিনিবেশ্য প্রাপ্তসমীপঃ
তমমুমমুমভক্তিং আনন্দবিস্ময়াভ্যাং নিরন্তানিরন্তরোহসাবাণ্ডঃ

শাস্ত্রের গুরুবর শঙ্কর, আকাশ নদী গঙ্গার পরপারে
ঐ সনন্দনকে আহ্বান করিলেন । ৬৯ ।

অপার সংসার সমুদ্রের পারকারিণা গুরুপদে যে
আমার ভক্তি, আছে সে ভক্তি কি আমাকে এই নদী
হইতে উত্তীর্ণ করিতে পারিবে না? বস্তুতঃ যে
সাগরের পরপারে লইয়া যাইতে পারে, সে নদীর
অপর পারে লইয়া যাইবে, ইহা বিচিত্র নয়। এইরূপ
বিচার করিয়া শীঘ্র যখন ঐ গুরুভক্ত সনন্দন, জলে
প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ
গঙ্গা তাহার পদেপদে পদ্ম সকল বিকসিত করিতে
লাগিল । ৭০ ।

তিনি ক্রমশঃ কমল কুশুমের উপর চরণ রাখিয়া
তীরের সমীপে উপস্থিত হইলেন । এবং তাঁহার
ভক্তির তুলনা নাই জানিয়া শঙ্করের হৃদয় এক
কালে আনন্দ ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইল । পরে

পদং বাতানীং ॥ ৭১ ॥ তং পাঠয়ন্তমনবদাতমাত্ম-
বিদ্যাং যে তু স্থিতাঃ সদসি তত্ত্ববিদাং সগৰ্ব্বাঃ।

পত্রিপূর্গোহসাবালিকা পদ্যপাদেতি নামপদং বাতানীং স্থিতারিত্ত-
বান্ ॥ ৭১ ॥ অনবদাতমাত্মবিদ্যাং পাঠয়ন্তঃ শ্রীশঙ্করঃ তত্ব-
বিদাং সদসি যেতু কেচিৎ সগৰ্ব্বাঃ কুমতে পাশ্চপতেহভিমানো
যেষাং বিবেকলক্ষণস্ত ব্রহ্মস্যাগ্রদাবাধিবদাচরন্তঃ স্থিতান্তে
চিকিৎসুরাক্ষেপান্ ক্লুতবন্তঃ। তথা হি কার্যাকারণযোগবিধি-
দুঃখান্তাঃ পঞ্চ পদার্থাঃ পশুপতিনেশ্বরেণ মোক্ষায়োপদিষ্টাঃ। তত্র
কার্যং মহদাদি। কারণং প্রধানং। যোগঃ সমাধিঃ। বিধিঃ ত্রি-
বর্ণমানাদিঃ। দুঃখান্তে মোক্ষঃ। প্রধানমুপাদানকারণং পশুপতি-
রীশ্বরো নিমিত্তকারণং। স ঐক্যাক্রে স প্রাণমসৃজতেতাদি-

তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ‘পদ্যপাদ’ এই নাম
প্রদান করিলেন। ৭১।

শঙ্কর যখন সনন্দনকে অনিন্দনীয় আত্মবিদ্যা পড়া-
ইতেছিলেন, তৎকালে ঐ তত্ত্বজ্ঞদিগের সভায় কতক-
গুলি গর্ব্বিত ও কুৎসিত এবং পাশ্চপত মতের
পক্ষপাতী, এবং যাহারা বিবেকরূপ বিটপীর
দাবানলের তুলা, তাহারা তাহাকে তিরস্কার করিতে
লাগিল। ঈশ্বর পশুপতি কার্য, কারণ, যোগ,
বিধি ও দুঃখান্ত এই পাঁচটি পদার্থ মোক্ষের
নিমিত্ত উপদেশ দিয়াছেন। তন্মধ্যে কার্য মহদাদি,
কারণ প্রধান, যোগ সমাধি, বিধি ত্রৈকালিক স্নানাদি
এবং দুঃখান্ত মোক্ষ। কিন্তু প্রধানই জগতের উপা-
দান কারণ, এবং ঈশ্বর পশুপতি জগতের নিমিত্ত
কারণ। “স ঐক্যং চক্রে স প্রাণমসৃজত”
তিনি পর্যালোচনা করিলেন, তিনি প্রাণ সৃজন
করিলেন। ইত্যাদি বেদবচনে ঈশ্বরের আলোচনা-
পূর্ব্বকই কর্তৃত্ব শ্রবণ করা যাইতেছে। এবং ঘট

আচিকিৎসুঃ কুমতপাশ্চপতান্তিমানাঃ কেচিদ্বিবেক-

শ্রুতিষু ঐক্যপূর্ব্বক কর্তৃত্ব শ্রবণং। ঐক্যপূর্ব্বকঃ কর্তৃত্বং নিমিত্ত-
কারণেষু কুলালাদিষু দৃষ্টং। অনেককারকপূর্ব্বিকার্যাস-
ক্রিয়ায়াঃ ফলসিদ্ধি লোকে দৃষ্টা। স চত্বার আদিকর্তৃণাপি সমু-
চয়িতুং যুক্তঃ। কিন্তু যোগেশ্বরানাং ব্রাহ্মবৈবস্বতাদীনাং নিমিত্ত-
কারণত্বমেব কেবলং প্রতীয়তে তদং পরমেশ্বরস্যাপি নিমিত্ত-
কারণত্বমেব। কিন্তু সাবয়বমচেতনমশুদ্ধমিদং জগদ্রক্ষণং নানবৎ-
লক্ষণব্রহ্মোপাদানকং সম্ভবতি কচনাদীনাং মুদিকারণত্ব দর্শ-
নাৎ। অপিচ যদি দুঃখমোহাদ্যাক্ষকং কার্যং ব্রহ্মোপাদানকং
‘স্যাত্তর্হি’ প্রলয়ে স্রোপাদনেন ব্রহ্মণা বিভাগমাপদ্যমানং কারণ-

পদার্থের নিমিত্ত কারণ কুন্তকারাদিতে ও আলোচনা
পূর্ব্বক কর্তৃত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে; যে ক্রিয়ার পূর্ব্ব
অনেক গুলি কারক থাকে তাহারই জগতে ফল-
সিদ্ধি দেখা যায়। এই রূপ নিয়ম আদিকর্তার
উপর সংস্থাপিত করা উচিত। অথবা ঈশ্বর তুলা
বৈবস্বতাদিনরপতি কেবল নিমিত্ত কারণ বলিয়া
যেমন প্রতীত হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরও নিমিত্ত
কারণ। লবণাদি যে রূপ মূর্ত্তিকার বিকার সেইরূপ
অবয়বী অচেতন, অশুদ্ধ এই জগতের নিরবয়ব,
সচেতন ও শুদ্ধ ব্রহ্ম কখনই উপাদান কারণ হইতে
পারেনা। এবং দুঃখ মোহাদি পরিপূর্ণ এই কার্য-
সমষ্টির (জগতের) ব্রহ্মাই যদি উপাদান কারণ হয়
তাহা হইলে প্রলয়কালে কারণের উপাদান কারণ
ব্রহ্ম যখন সমস্ত পদার্থ বিভাগ করিবে তখন ঐ কার্য
স্থায়ী (কার্যগত) দোষ দ্বারা কারণকে (ব্রহ্মাকে)
দূষিত করিবে। তখন এই জগতের ব্রহ্মাই যে
উপাদান কারণ, এরূপ কল্পনার কোন সামঞ্জস্য
রক্ষা হয় না। অতএব বেদে যে সমস্ত কারণ আছে,

বিটপোত্রদবায়মানাঃ ॥ ৭২ ॥ তদ্ বিকল্পনমনল্প

মনীষঃ শ্রুতাদাহরণতঃ স নিরস্ত । জীবদন্তমিতগর্ক-

মাত্মীয়েন দোষণে দুষয়েদতোহম সঙ্কসমিদংগতো ব্রহ্মো-
পাদানকল্পকল্পনঃ । তন্মাৎ কারণশ্রুতঃ পশুপতেরীষরস্য
নিমিত্তকারণবোধিকা ইত্যবশ্যমাত্মেরমিতি বং ॥ ৭২ ॥ নৈতৎ
সারং ব্রহ্মণো তিরনিমিত্তোপাদানকল্পন্যীকারে প্রতিজ্ঞা-
দৃষ্টান্তস্যোরূপরোধাৎ । প্রতিজ্ঞা তাবদুক্ত তমাদেশ
মপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতমবিজ্ঞাতং
বিজ্ঞাতমিতি । যদি ব্রহ্মোপাদানং ন স্যাস্তহীং প্রতিজ্ঞোপ-
রূপ্যেতৎ কার্যব্যতিরিক্তনিমিত্তকারণবিজ্ঞানেন তৎকার্যজ্ঞানা-
দর্শনাৎ । দৃষ্টান্তস্যপি যথা সৌম্যোকেন মুৎপিণ্ডেন সর্বং যুগ্ময়ং

ঈশ্বরপশুপতির মতে তাহারাই নিমিত্ত কারণ ইহা
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । ৭২ ।

পূর্বোক্ত বাক্য কখনই সারগর্ভ নহে । কারণ, ব্রহ্ম
ভিন্ন যে কোন পদার্থ নিমিত্ত কারণ অথবা উপাদান
কারণ হইলে প্রতিজ্ঞা এবং দৃষ্টান্তের বিরোধ
হইয়া থাকে । প্রতিজ্ঞা যথা—“উত তমাদেশ-
মপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতম
বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি” তুমি আমাকে সেই আদেশ
বলিয়াছ, যে আদেশ দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত
মত হয় ও অজ্ঞাত জ্ঞাত হয় । যদি ব্রহ্ম উপাদান
কারণ না হয়, তাহা হইলে এরূপ প্রতিজ্ঞার বিরোধ
উপস্থিত হয় । কার্য ব্যতীত অন্য কোন নিমিত্ত
কারণ জানিতে পারিলে সেই কার্যের জ্ঞানই হয় না
দৃষ্টান্ত যথা, ‘সৌম্যোকেন মুৎপিণ্ডেন সর্বং যুগ্ময়ং
বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং
মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্’ হে মনোজ্ঞ ! একটী মুৎ-
পিণ্ড জানিলে সকল মুৎপিণ্ড জানিতে পারা যায় ।
তবে বাক্য দ্বারা “হরি, রাম গোপাল” ইত্যাদি

বিজ্ঞাতমিতি । বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্য-
মিভূপাদানগোচর এবাম্মায়তে । নিমিত্তত্বস্বধীর্ভাৱভাবা-
দধিগন্তব্যং । শ্রুতপ্তেরেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যবধারণাদনুথা-
প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তোপরোধস্ত স্পষ্টত্বাৎ । কিঞ্চ মোহকাময়ত বহু শ্রুতং
প্রজায়েযেতি তদৈক্যত বহু স্যাৎ প্রজায়েযেতি চ শ্রুত্যা
পরমাত্মন এব কর্তৃত্বং প্রকৃতিত্বঞ্চ নিশ্চীয়তে । অতাস্তদাদৃশ্যং
তূপাদানোপাদেয়যো নাপেক্ষিতং গোময়বৃষ্টিকরো দেহ-
কেশরোশ্চ তদদর্শনাৎ । নাপি কার্যস্ত ব্রহ্মদৃশ্যত্যা ঘটাদি-
বিকারাণং কারণেনাবিভাগমাপন্নানাং দ্বৈতাদর্শনাৎ । কিঞ্চ
কার্যস্ত কারণানুত্ত্বং ন প্রলয়ে এবাপিতু ত্রিষপি কালেদাত্ম-
য়েদং সর্বং ব্রহ্মৈব সর্মমিত্যাশ্রিত্যেতৎ । কার্যস্য কারণানু-
ত্ত্বেষপি যথা মরীচাদকেনাঘরদেশঃ কদাপি ন সংস্পৃশ্যতে ।

নাম কেবল বিকার মাত্র । বাস্তবিক, মৃত্তিকাই
সত্য । এমন কোন বস্তু নাই যাহা মৃত্তিকায় পরি-
ণত না হইবে । এই সকল বেদবাক্যে ব্রহ্ম যে জগ-
তের উদান কারণ তাহাই জানা যায় । যদি জগ-
তের অন্য কেহ অধিষ্ঠান কর্তা না থাকে তবে
তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলে । “একমেবাদ্বিতী-
য়ম্” উপাতির পূর্বে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মাত্র
ছিলেন ইহাই অবধারিত হইয়া থাকে । নতুবা
স্পষ্টরূপে প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের বিরোধ উপস্থিত
হয় । মোহকাময়ত বহু শ্রুতং প্রজায়েয়” “তদৈ-
ক্যত বহু শ্রুতং প্রজায়েয়” তিনি কামনা করিলেন,
আমি বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি । যিনি পর্যা-
লোচনা করিলেন, আমি বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি
ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা পরমাত্মা যে জগৎ কর্তা
পরমাত্মা যে জগৎ প্রকৃতি ইহাই নিশ্চিত হইয়াছে
উপাদান উপাদেয় অর্থাৎ কার্য কারণের অতাস্ত

ভরাণামাগমানপি মমস্থ পরেষাম্ ॥ ৭৩ ॥ অদ্বি-

কথা পরমাত্মাপীতোবাঃ শ্রুতীনামুদাহরণতন্তেষাং বিকল্পনমনর-
বুদ্ধিঃ স শ্রীশঙ্করঃ নিবৃত্ত কিক্ষিচ্ছাস্তগুণাভিশ্রান্নানং পরেষাং
পাশুপতানামাগমানপি মণিতবান্ । তথাহি পশুপতেরীশ্বরস্ত
প্রধানপুরুষোদধিষ্ঠাতৃত্বেন জগৎকারণত্বং নোপপদ্যতে । হীন-
মধ্যমোত্তমভাবেন প্রাণিভেদান্ বিদধতঃ পশুপতেঃ রাগদ্বेषাদি
প্রসঙ্গাৎ প্রধানপুরুষাভ্যাং সম্বন্ধানুপপত্তেচ্চ ন তাবৎ
সংযোগলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি । ত্রয়াণামপি সর্বগতত্বান্নির-
বয়বত্বাচ্চ নাপি সমবায়ঃ । আশ্রয়প্রতিভাবানিরূপণাৎ নাপ্যন্তঃ
কার্যগম্যঃ কলিত্বং সম্বন্ধঃ শক্যতে কল্পয়িতুং কার্যাকারণ-
ভাবসৌবাধ্যাপাসিদ্ধত্বাৎ স্বাঃ ॥ ৭৩ ॥ এবমাদিরূপং তদা-

সাদৃশ্য নাই । কার্য অর্থাৎ জগৎ কখনই ত্রৈলোক্যের
উপর দোষারোপ করিতে পারে না । কারণ মৃত্তিকা,
কার্য ঘট, যখন ঐ ঘটাদি বিকার কারণের অর্থাৎ
মৃত্তিকার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হওয়াতে কার্য ঘট,
কারণ মৃত্তিকার দৃশক হইতে পারে না । প্রলয়কা-
লেও ঐ কার্য, কারণ হইতে পৃথক্ নয় । কিন্তু
“আত্মৈবেদং সর্বং ত্রৈলোক্যং সর্বম্” এই যাহা কিছু
দেখা যাইতেছে এ সমুদয়ই আত্মা, এবং এই যাহা
কিছু দেখা যাইতেছে এ সমুদায়ই ত্রৈলোক্য । ইত্যাদি
শ্রুতিদ্বারা সকল কালেই কার্যাকারণ এক
কার্য বস্তু, কারণ হইতে পৃথক্ হইলেও মরীচিকার
জল যেরূপ উষ্মরভূমি স্পর্শ করিতে পারে না,
সেইরূপ পরমাত্মাকেও কোন বস্তু স্পর্শ করিতে
পারে না । ইত্যাদি বিবিধ শ্রুতির উদাহরণে
অসীমবুদ্ধি শঙ্কর, পাশুপতদিগের যে সমস্ত
পদার্থ কল্পনা হইয়াছিল তাহা নিরস্ত করিয়া
বিপক্ষ পাশুপতদিগের গর্ব কিক্ষিৎ গর্ব হইলে

তীয়নিরতা সতি ভেদে মুক্তির্দীপ্যমানমৈতব কথং
স্তাৎ । ধ্যানজা কিমিতি সা ন বিনশ্যেদ্ভাবকার্য-
মখিলং হি ন নিত্যম্ ॥ ৭৪ ॥ কিক্ষ সঙ্কমণমীশপুণা-

গমমধনপ্রকারং সমদ্বৈতানেন সৃষ্টিত্বা তদভিমতমুক্তে স্তম্ভন-
প্রকারং দর্শয়তি । অদ্বিতীয়ে নিরতা পর্য্যবসন্ন ভবৎসমুদায়
ঈশসমানতালক্ষণা যা মুক্তিঃ সৈব ভেদে সতি ভেদে সত্যো
সতি কথং স্তাৎ । সত্যস্ত তত্ত্ব নিবৃত্তাযোগাগ্নি কেনাপি প্রকা-
রেণেত্যর্থঃ । নহু পশুপতিধ্যানাস্তবিষয়ীভিতি চেত্তত্রাহ । ধ্যানা-
জ্ঞাতা সা মুক্তিঃ কুতো হোতো ন বিনশ্যেৎ । তস্তাঃ বিনাশা-
ভাবে হেতু নাস্তীত্যর্থঃ । হি যমাত্মাবদে সতি যৎ কার্যং
তৎ সর্বমপি নিত্যং ন ভবতি অধঃসে বাচিতারবারণায়
ভাবতি ॥ ৭৪ ॥ কিক্ষ মোক্ষাবস্থায়ং পশুযু জীবেষু পশুপতে-

তঁাহাদের শাস্ত্র সকল মন্বন করিলেন । অর্থাৎ
পশুপতি মতে পুরুষ জগতের অধিষ্ঠানকর্তা,
সুতরাং পুরুষ জগতের কারণ হইতে পারে না ।
নৌচ, মধ্যম ও উত্তম এই তিনপ্রকার প্রাণী সৃষ্টি
করিয়া পশুপতির রাগ, দ্বेष ও হিংসাদির সম্ভা-
বনা । প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির ও পুরুষের সহিত
কোন সম্বন্ধও ঘটিতে পারে না । ঐ প্রধান, পুরুষ ও
সম্বন্ধ এই তিনটাই সর্বত্র বিদ্যমান, ও নিরবয়ব ।
অতএব সমবায় নামক সম্বন্ধও ঘটিতে পারে না ।
সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিলে কে আশ্রয়, কে
আশ্রিত ইহার নিরূপণ হয় না । কার্য ঘটিত অন্য
কোন সম্বন্ধও কল্পনা করিতে পারা যায় না । কারণ
অদ্যাপি পশুপতি মতে কার্যাকারণভাব অসিদ্ধ
আছে ॥ ৭৩ ॥

পাশুপতমতে অদ্বিতীয় পশুপতি পদার্থে এক-
মাত্র যাহার তাৎপর্য্য ও ঈশ্বরের সহিত যাহার

নামিয়াতে পশুযু মোক্ষদশায়াং । তন্ন সাধবয়বৈ-
কিধুরাণাং সংক্রমো ন ঘটতে হি গুণানাম্ ॥ ৭৫ ॥
পদ্মগন্ধ ইব গন্ধবহেঃ স্মিমা স্নানীশ্বরগুণোহস্থিতি
চেন্ন । তন্ন গন্ধসমবায়ি নভস্বৎসংযুতং দিশতি
গন্ধধিয়ং যৎ ॥ ৭৬ ॥ কিং চৈকদেশেন সমাপ্রযন্তে

রীশস্য গুণানাং সংক্রমণং যদিষ্যতে তন্ন সাধু । হি যদ্বাদব-
যবৈ ক্বিজিতানাং গুণানাং সঙ্ক্ৰমো ন ঘটতে ॥ ৭৫ ॥ নহু গন্ধ-
বহে বায়ো যথা নিরবয়বত পদ্মগন্ধস্ত সংক্রমণত্যাশ্বিন্ জীবো পশু-
পতিগুণানাং সংক্রমোহস্থিতি শক্যতে পদ্মগন্ধ ইতি । গন্ধসম-
বায়িকমলং সূক্ষ্মাবয়বায়না বায়ুসংযুক্তং সং তত্র বায়ো গন্ধধিয়ং
নত্যাশ্বিতি তস্মান্নৈবমিত্যাছ নেতি ॥ ৭৬ ॥ কিঞ্চ পশুপতি-

সমতা তাহার নাম মুক্তি । যদি ভেদবস্ত সত্য হয়,
তাহা হইলে কিরূপে ঐ মুক্তি হইতে পারে ? ।
বস্তুর ভেদবস্ত নখন সত্য, তখন কোনরূপে
ভেদের নিরাস্তি হয় না । তবে পশুপতির ধ্যান
করিলে ঐ ধ্যান হইতে মুক্তি হইতে পারে । কিন্তু
ঐ মুক্তিও কেন ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না ? । কারণ,
জগতে পদার্থ মাত্রই অনিত্য । ৭৪ ।

এবং মোক্ষাবস্থায় সকলজীবের উপর পশুপতির
গুণ সকল সংক্রান্ত হইয়া মুক্তি হইয়া থাকে, একরূপ
ইচ্ছা করাও যুক্তিসঙ্গত বা উত্তম নহে । কারণ,
অবয়ববর্জিত গুণ সকলের সংক্রম হইতে পারে
না । জগতে যে যে পদার্থের আকার আছে সেই
সমস্ত পদার্থেরই সংক্রম দেখা যায় । ৭৫ ।

গন্ধবহবায়ুতে যেরূপ পদ্মগন্ধ নিরবয়ব
হইয়াও সংক্রান্ত হয় সেইরূপ নিরবয়ব
পশুপতির গুণ সকল এই জীবের সংক্রান্ত হইবে
ইহা বিচিত্র কি ? । কিন্তু তাহাও হইতে

কাৎস্মোন বা শব্দগুণা বিমুক্তান্ । পূর্বে হু পূর্বে।
দিতদোষসঙ্গস্তন্তুস্তজ্জতাঃ পূর্বেম্বরে স্মাৎ ॥
৭৭ ॥ ইৎ তর্কৈঃ কুলশকটিনৈঃ পণ্ডিতং মন্ত-
মানা ভিত্যং স্বার্থাঃ স্মরভরমদং তব জুস্তান্ত্রিকান্তে ।

গুণা একদেশেন বিমুক্তান্ সমাপ্রযন্তে কিম্বা কাৎস্মোন ।
আদ্যপক্ষে হু পূর্বোক্তদোষস্ত নিরবয়বগুণানামেকদেশেন
সংক্রমাযোগস্ত প্রসক্তিঃ । দ্বিতীয়ে পরমেস্বরেহজ্ঞানাঃ স্মাৎ
ইৎ ॥ ৭৭ ॥ ইৎ বজ্রবৎ কঠিনৈ তর্কৈর্ভিত্ত্যন্ত ভেদং গচ্ছন
স্বাভিমতোহর্থো যেষাং তে পণ্ডিতং মন্যমানান্ত্রিকাস্ত্রিকাঃ পাণ্ডিত্য-
স্বগত্যাতিশয়েন যো মদন্তঃ ততাজুঃ । খগকুলপতে গরুড়-
বস্ত বেগত্যাতিশয়ো যেম্ তৈঃ পক্ষাবতৈঃ কণামুতাড্যমানাঃ
সামিমানাঃ সর্পা যথা ক্ষেডজালাং বিষজালাং ত্যজন্তি তদ্বৎ ।
ক্ষেডস্ত গরলং বিষমিতামরঃ মন্দাৎ ॥ ৭৮ ॥ ব্যাখ্যায়াং

পারে না । কারণ, গন্ধসমবেত কমলপুষ্প
সূক্ষ্ম অবয়বরূপে বায়ুসংযুক্ত হইয়া বায়ুতে গন্ধবুদ্ধি
প্রদান করে ; এস্থলে কিন্তু সেরূপ নয় । ৭৬ ।

অথবা পশুপতির গুণ সকল একদেশে (সম্পূর্ণ-
রূপে নহে) কিম্বা সমগ্ররূপে মুক্ত পুরুষদিগকে
আশ্রয় করে, প্রথম পক্ষে সেই দোষ—অর্থাৎ
নিরবয়ব গুণ সদস্যের একদেশে সংক্রম হইতে
পারে না । দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিলে পরমেস্বরে
অজ্ঞতা প্রভৃতি দোষ ঘটিয়া থাকে । ৭৭ ।

খগকুলপতি গরুড়ের বেগভার যুক্ত পক্ষের
আঘাতে কণামণ্ডলে তাড়িত হইয়া সর্প সকল যেরূপ
বিষযাতনা ত্যাগ করে সেই মত অভিমানী সেই
সমস্ত পাণ্ডপতেরা বজ্রদৃশকঠিন তর্কে আপন
আপন অভিমত অর্থ খণ্ডিত হইলে বিস্ময় প্রযুক্ত
গর্ব পরিত্যাগ করিল । ৭৮ ।

প কথ্যৈরিব রয়ভরৈস্তাড্যমানাঃ ফণাস্ ফেড্ভালাঃ
খগকূলপতেঃ পদ্মগাঃ সান্তিমানাঃ ॥ ৭৮ ॥ ব্যাখ্যা-
জ্জিতপাটবাৎ ফণিপতে স্মৃদ্ধাক্ষমুদীপয়ন্ সংখ্যা-
লজ্জিতশিষ্যাহ্বনরূহেবাদিতাতামুদ্বহন্ । উদ্বেলস্ব-
যশঃসুমেঃ স ভগবৎপাদৌ জগদ্বয়ন্ কুর্বন্ বাদি-
মুগেষু নির্ভরমভাচ্ছাদূলবিক্রীড়িতম্ ॥ ৭৯ ॥
বেদান্তকান্তারকৃতপ্রচারঃ স্তুতীক্সমদ্ব্যুত্তিনখা-

জ্জিতমুল্লসিতঃ যৎ পাটবঃ কুশলতা তন্ম্যাৎ ফণিপতেঃ শেষস্য
মনাকং লজ্জামুদীপয়ন্ সংখ্যামতিক্রান্তানামসংখ্যাতানং
শিষ্যাগাং হৃজ্জলরূহেণ্ডু ভাষ্যতামুদ্বহন্ । উদবেলস্বযশঃসুমে-
কল্পজিতসপ্তাক্ষিষ্টটম্ববণোলক্ষণপুষ্পৈর্জগৎ ভূষয়ন্ বাদিমুগেষু
নির্ভরং দৃঢ়ং শাদূলবিক্রীড়িতং কুর্বন্ স ভগবৎপাদোহভাৎ
অভ্যাসৎ । অত্র শ্রীশঙ্করবর্ণনপরেণ শাদূলবিক্রীড়িতপদেনৈত
জ্ঞানোদয়মনাং মুদ্রালঙ্কারঃ । স্বচাৰ্থহৃদনঃ মুদ্রা প্রকৃতার্থ-
পটৈঃ পটৈরিভুক্ত্যন্তেঃ শাং ॥ ৭৯ ॥ শ্রীশঙ্করং সিংহরূপেণ বর্ণ-
য়তি । বেদান্তলক্ষণে বনেকৃৎ প্রচারো যেন । স্তুতীক্সানি সদ্যুক্তয়

ব্যাখ্যার সমধিক পটুতাহেতু ফণিপতি অন-
ন্তের (পতঞ্জলির) লজ্জা উদ্দীপিত করিয়া, অসংখ্য
অসংখ্য শিষ্যদিগের হৃদয় সরোজে রবিরমত কিরণ
বিকীর্ণ করিয়া, (যে সমস্ত কীর্তিপুষ্প সপ্তসমুদ্রের
তট উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার পরপারে গমন করিয়া
থাকে) সেই সমস্ত কীর্তিকুসুমদ্বারা জগৎ ভূষিত
করিয়া, এবং হরিণতুল্য বিপক্ষান্নাদীগণের উপর
শাদূল ক্রীড়া করিয়া ভগবান্ শঙ্কর অত্যন্ত শোভা
পাইতে লাগিলেন । ৭৯ ।

যিনি বেদান্তবনে সঞ্চরণ করিতেন, উত্তম সদ-

এদংষ্ট্রঃ । ভয়ঙ্করো বাদিমতঙ্গজানাং মহর্ষি-
কণ্ঠীরব উল্লাস ॥ ৮০ ॥ অমানুষ্য তস্য যতীশ্বরস্য
বিলোক্য বালস্য সতঃ প্রভাবঃ । অত্যন্তমাশ্চর্য্য
যুতান্তরঙ্গাঃ কাশীপুরস্থা জগদ্বস্তদেখং ॥ ৮১ ॥
অস্মান্ মুহুর্দ্যোতিতসর্কষতস্ত্রাৎ পরাভবং পীড়িত-
পুণ্ডরীকাঃ । প্রপেদিরে ভাস্করগুপ্তমিশ্রমুরারিবিদ্যে-
ন্দ্রগুরুপ্রধানাঃ ॥ ৮২ ॥ অস্মান্নিনিষ্ঠাতিশয়েন তুচ্চঃ
প্রাহুর্ভবন্ কামরিপুঃ পুরস্তাৎ । প্রচোদয়ামাস

এব নথাগ্রাণি দংষ্ট্রাশ্চ যস্য । বাদিলক্ষণানাং গজানাং ভয়ঙ্করঃ ।
এবম্বিধো মহর্ষিলক্ষণঃ সিংহ উল্লাস উচ্চকাশে উঃ ॥ তস্য
যতীশ্বরস্য বালস্য সতঃ প্রভাবঃ বিলোকা আশ্চর্য্যযুক্তমন্তরঙ্গঃ
মনো যেষাং তে কাশীপুরস্থাস্তম্ভিন্ কালে ইখমুচুঃ ॥ ৮১ ॥
মুহুঃ পুনঃ পুনঃ দ্যোতিতানি সর্কষতস্ত্রাণি যেন তথাভূতাদম্মা
জ্জীশঙ্করাং পীড়িতং দ্বংকমলং যেষাং । তে ভাস্করপ্রমুখা
পরাভবং প্রপেদিরে প্রাপ্তবন্তঃ ॥ ৮২ ॥ ক্রীড়াস্তান্নিনিষ্ঠা তুচ্চঃ

যুক্তি, যাহার স্তুতীক্স নথর ও দস্তুরাজি, এবং
বাদী মাতঙ্গকুলের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সেই মহর্ষিশঙ্কর,
সিংহরূপে উল্লাস পাইতে লাগিলেন । ৮০ ।

বালক যতি অমানুষ্য ভাব বিলোকন
করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য পূর্ণ অন্তঃকরণে কাশীপুর
নিবাসী মানবগণ তৎকালে এইরূপে কথোপকথন
করিতে লাগিল । ৮১ ।

তিনি বারম্বার শাস্ত্র সকল উদ্দীপিত করিতে
ভাস্করাচার্য্য, অভিনবগুপ্ত, মুরারিপ্রভাকরাদির
হৃদয় কমল অত্যন্ত বাধিত হন, তাঁহারা তৎকারণে
তাঁহার নিকটে পরাভব প্রাপ্ত হন । ৮২ ।

কিল প্রণেতুং বেদান্তশারীরকসূত্রভাষ্যং ॥ ৮৩ ॥
 কুদৃষ্টিতিমিরক্ষুরংকুমতপক্ষব্যাং পুরা পরাশর-
 ভুবাচচিরাং বুধমুদে বুধেনোক্তাম্ । অহো বত
 জরদাবীমনঘভাষ্যসূক্তায়ুতৈরপক্ষয়তি শঙ্করঃ প্রণ-
 তশঙ্করঃ সাদরম্ ॥ ৮৪ ॥ ত্রৈলোক্যং সমুখং ক্রিয়া-

কামরিপু মহাদেবঃ পুরস্তাং প্রাভূতবন্ বেদান্তানাং শারীরক-
 হত্যাণাং ভাষ্যং প্রণেতুং প্রচোদয়ামাস ॥ ৮৩ ॥ কুদৃষ্টীনাং
 ক্ষুরংকুমতান্তেব পক্ষত্মিন্যমাং পুরা পরাশরহুনা বুধেন বেদ-
 ব্যাসেন বুধানাং মুদে চিরাচ্ছূতাং জরদাবীঃ চিরন্তনাং শ্রুতি-
 লক্ষণং গাম্ । অহো বতেনি নিপাতাবত্যাশ্চর্য্যার্থকাবত্যা-
 শ্চর্য্যার্থকৌ বা । নিরবদ্যভাষ্যসূক্তলক্ষণৈরমুতৈঃ সাদরং যথা-
 তাতথা অপক্ষয়তি । উক্তপক্ষবিনিমুক্তাং করোতীত্যর্থঃ । পৃথী-
 রতম্ ॥ ৮৪ ॥ যস্মৈ শ্রুতিলক্ষণয়া গবা একটিকং ক্রিয়াকল-
 লক্ষণং পরো ভুঙ্কং সমুখং ত্রৈলোকীয়ে জ্ঞানঃ ভুঙ্কত্বে । যন্তাশ-
 গো বুদ্ধতরৈহতিপ্রাচীনে বুদ্ধা অধ্বরা যাগা যাম্বন্ তথাভূতে
 প্রায়গলংস্তকে ভুঙ্করম্য প্রজাপতিসংজ্ঞসা ব্রাহ্মণসা গৃহে বাসঃ ।
 এবতুতাং তাং গাং ঘোঠৈর্ভীমৈঃ খরৈস্তীকৈর্হুর্জনৈঃ পকেন

শঙ্করের আত্মনিষ্ঠা দেখিয়া কামরিপু মহাদেব
 তাঁহার সমুখে প্রাভূত হইলেন । প্রাভূত
 হইয়া বেদান্তসম্বন্ধীয় শারীরক সূত্রের ভাষা
 নির্মাণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন । ৮৩ ।

যাহাদের দৃষ্টি নাই, তাহাদের যে সমস্ত
 অসং মত তিমিরের তুলা, বিদ্যমান, এবং ঐ
 তিমিরপক্ষে, অতি বুদ্ধ বেদবাণী নিয়ম
 ছিল । পুরাকালে পরাশরপুত্র বেদবাস, পণ্ডিত
 দিগের প্রমোদের জন্য বহুদিন হইল তাহাকে
 উদ্ধার করিয়াছেন । ইহা অত্যন্ত সম্ভ্রামের বিষয়

ফলপর্যো ভুঙ্কত্বে যয়াবিকৃতং যন্তা বুদ্ধতরে মণী-
 হুরগৃহে বাসঃ । প্রবুদ্ধাধ্বরে । তাং পক্ষপ্রমুত
 কুতর্ককুহরে ঘোঠৈঃ খরৈঃ পাতিতাং নিষ্পাক্যাম-
 করোং স ভাষ্যজলধেঃ প্রক্ষালা সূক্তায়ুতৈঃ ॥ ৮৫ ॥

প্রমুতে ব্যাপ্তে কুতর্কলক্ষণে ছিদ্বে পাতিতাং স ভাষ্যকারো
 ভাষ্যসমুদ্রসা সূক্তায়ুতৈঃ প্রক্ষালা নিষ্পাক্যাকরোং শাং ॥ ৮৫ ॥
 কৈশিকিষেদবাতৈষ্কপনিষৎ মিথ্যা বক্তীতি দূরমুৎসারিতা অভূৎ ।
 অন্যে ভ্রাতৃপুত্রাকরৈরশ্বিন্ বেদে কাম্বণি বা যুঃ নিয়োজ্যন্তঃ পরি-
 চরিতুমসাবুপনিষদহীতি প্রমুদা প্রকর্ণেণ পীড়িতা অর্থো
 ভবতি । কস্ত অর্থবদাতাসত ইত্যর্থাতাসত্ত্ব ত্বমসি তন্ম্যং
 ত্বমসি তন্ম্যে ত্বমসীতোবমাদিকপন্তং দদ্যনৈঃ চোরিতো লোপিত-
 তদভিন্নত্বমসীতোবমাদিকপো বাস্তবোহর্থো যৈ মূর্ছতিরিক-
 পক্ষযৈবেৎ কোমলাভা সেরপটৈ নৈ' যান্নিকাদিতি কীকিরা হুচি-

যে, সেই প্রাচীন বেদবাণীকে, নির্মূল ভাষ্যের
 সূত্ররূপ অমৃতদ্বারা সাদরে শঙ্করকে প্রণাম পূর্বক
 শঙ্করাচার্য্য পক্ষশূন্য করিয়াছেন । ৮৪ ।

বেদবাণী যাহা আবিস্কার করিয়াছে, ত্রৈলোক্য
 বাসী মানবগণ স্থখী হইয়া সেই আবিস্কৃত ক্রিয়ার
 ফলরূপ দুগ্ধ পান করিয়া থাকে । যে স্থানে সদা-
 সর্বদা যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে সেই
 প্রাচীন প্রয়াগ গীর্থে প্রজাপতিনামক ব্রাহ্মণেরা
 গৃহে যে বেদবাণীর অবস্থান । ঘোরতর দুর্জনেরা
 পক্ষব্যাগু কুতর্করূপে ছিদ্বে যাহাকে নিপতিত
 করিয়া রাখিয়াছিল, ভাষ্যকার, শঙ্করাচার্য্য, ভাষ্যসমু-
 দ্রের সূত্ররূপ অমৃতদ্বারা প্রক্ষালনপূর্বক সেই
 বেদবাণীকে পক্ষ বিরহিত করিয়াছিলেন । ৮৫ ।

মিথ্যাবক্তীতি কৈশিচৎ পুরুষমুপনিষদ দূরমুৎসারি-
তাভূদনৈর্যস্মিন্নিযোজ্যঃ পরিচরিতুমসাবহঁতীতি-
প্রনুমা। অর্থাভাসং দধানৈর্মুচ্ছভিরিব পরৈ বক্ষিতা
চোরিতার্থে বিন্দিত্যানন্দমেমা স্মৃচিরমশরণা শঙ্ক-
রার্থ্যং প্রপন্না ॥ ৮৬ ॥ হস্তং বৌদ্ধোহনুধাবত্তদনু
কথমপি স্বাত্মলাভঃ কণাদাজ্জাতঃ কোমারিলাদৌ-

রমশরণা সতীদানীং শঙ্করার্থ্যং প্রপন্না এষা উষনিষদানন্দঃ
বিন্দতি প্রাপ্নোতি সঃ ॥ ৮৬ ॥ বৌদ্ধঃ শূন্যবাদী হস্তমবধাবৎ ।
৩২২ পশ্চাদ্ দধা কথঞ্চিং কণাদাং স্বাত্মলাভো জাতঃ । কোমা-

বেদবহির্ভূতকোন লোকে “উপনিষৎ মিথ্যা”
এই কথা বলিয়া তাহাকে দূরে তাড়াইয়া দিয়াছে ।
ভট্ট ও প্রভাকর “এই বেদ ও বেদোক্তকার্য্যে যিনি
নিযুক্ত, তাহার সেবা ও পরিচর্যা করিতে কেবল
উপনিষদের যোগ্যতা আছে” এই কথা বলিয়া বেদা-
ন্তকে ব্যাখ্যাত করিয়া থাকে । বেদের বাস্তবিক কোন
অর্থ নাই, তবে “তুমি তাহার, তুমি তাহা হইতে
উৎপন্ন হইয়াছ, তাহার নিমিত্ত তুমি” এইরূপ
কেবল বেদের অর্থমাত্র যাঁহারা ধারণ করিয়া
থাকেন, “তুমি তাহা হইতে অভিন্ন” এইরূপ
বাস্তবিক অর্থ যাঁহারা চুরী করিয়া অত্যন্ত কঠিন
হইয়াও কোমল প্রকৃতি বলিয়া বিখ্যাত, সেই
সকল নৈয়ায়িকগণ উপনিষৎকে বক্ষিত করিয়া-
ছেন । এই সকল কারণে উপনিষৎ কাহারও শরণা-
পন্ন হইতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ।
পরে শঙ্করের শরণাগত হইয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত
হইয়াছে । ৮৬ ।

নিজপদগমনে দর্শিতং মার্গমাত্রং । সাংখ্যে দুঃখং
বিনীতং পরমথ রচিতা প্রাণধৃত্যাহঁতাঐরিখং শিষ্যং
পুমাংসং ব্যাধিত করুণয়া শঙ্করার্থ্যঃ পরেশম্ ॥ ৮৭ ॥
ঐশ্ব্যং ভূতৈ ন দেবং কতিচন দদৃশুঃ কেচ দৃষ্ট্বাপা-
ধীরাঃ কেচিদ্বুতৈ কিমুক্তং ব্যধুরথ কৃতিনঃ

রিলাপন্নসংষ্ট্র ভট্টপাদৈর্য্যৈ নিজপদগমনে মার্গমাত্রং প্রদ-
র্শিতং । সাংখ্যেঃ পরং কেবলং দুঃখং বিনীতমপনীতমথাত্তৈঃ
পাতঞ্জলৈঃ প্রাণধৃত্য প্রাণনিরোধেনাহঁতা তন্ত পূজাতা রচিতা ।
ইথমাত্ম্যং খেদং প্রাপ্তং পুরুষমাত্মানং করুণয়া শঙ্করার্থ্যঃ
পরেশমকৃত ॥ ৮৭ ॥ ভূতৈঃ পৃথিব্যাদিভি ঐশ্ব্যং দেবমাত্মানং
কতিচন ন দদৃশুঃ কেচিচ্চাক্ষাকা ন দৃষ্টবন্তঃ । কেচিচ্চ যোগা-
চারায়ে দৃষ্ট্বাপাধীরাঃ কনিকবিজ্ঞানমাংয়েতি তৈঃ স্বীকৃতম্ ॥
কেচিং তাক্ষিকমীমাংসকাস্চ ভূতৈ কিমুক্তং বাধুঃ । অথ

শূন্যবাদী বৌদ্ধ উপনিষৎকে বধ করিবার প্রত্যা-
শায় ধাবমান হইয়াছিল । অনন্তর অতিকষ্টে
কণাদমুনির নিকটে স্বাত্মলাভ জন্মে । আর্য্য ভট্ট-
পাদ (অবান্তর নাম কোমারিল) স্বীয় পদের
অনুসরণ করিবার জন্য, পথ মাত্র প্রদর্শন করিয়া
ছিলেন । সাংখ্যমতের আচার্য্যগণ, কেবল দুঃখ-
উপদেশ দিয়াছেন । পাতঞ্জলগণ, চিত্তরোধ করিয়া
তাহার পূজাতা প্রমাণ করিয়াছেন । এইরূপে
পরমপুরুষ অত্যন্ত খেদপ্রাপ্ত হইলে শঙ্করাচার্য্য
করুণাপূর্ব্বক পরমাত্মা পরেশনাথকে সপ্রমাণ
করিলেন । ৮৭ ।

ক্ষিতি, অপ, তেজ ইত্যাদি পঞ্চভূতদ্বারা
পরমাত্মার গ্রাস হয় বলিয়া কেহ কেহ পরম-
দেবের দর্শন পান নাই । কেহ বা—যোগা-

কেহপি সৰ্বৈৰ্ বিযুক্তঃ । কিং ত্বেতেষামসত্ত্বং ন
বিদধুরজ্জহ্মৈব ভীতিং ততোহসৌ তেষামুচ্ছিদা
সত্ত্বামভয়মকৃত তং শঙ্করঃ শঙ্করাংশঃ ॥ ৮৮ ॥
চার্বাকৈক নিহুতঃ প্রাথলিভিরথ মৃষা রূপমাপাদ্য
গুপ্তঃ কাণাদৈ হাঁ নিযোজ্যো বারচি বলবতাক্ষ্য

কৌমারিলেন । সাংখ্যোক্তা কৃষা সত্ত্বা মলমণি
রচিতো যঃ প্রধানৈকতত্ত্বো দৃষ্টো সৰ্বৈশ্বর্যঃ ৩
বাতনুত পুরুষঃ শঙ্করঃ শঙ্করাংশঃ ॥ ৮৯ ॥ বাচঃ কল্প
লতাঃ প্রসূনসুমনঃসন্দোহসন্দোহনা ভাষো ভূষা-
তমে সমীক্ষিতবতাং শ্রেয়স্করে শাস্করে । ভাষাভাস-

কৃতিনঃ সাংখ্যাঃ সৰ্বৈৰ্ ভূতৈস্তদগুণৈশ্চ বিনিযুক্তং বাধুঃ ।
কিন্তু এতেষামসত্ত্বং ন বিদধুস্তত্ত্বাদসাবান্নাভীতিং ভয়ং ন ত্যজ-
বান্ । শঙ্করস্ত তেষাং সত্ত্বামুচ্ছিদা । তস্যাত্মানমভয়মকৃত বতঃ শঙ্ক-
রস্ত ব্রহ্মবিদ্যাধীশস্য মহাদেবত্যাংশো জ্ঞানকলাবতারঃ ॥ ৮৮ ॥
প্রাক পুরা চার্বাকৈক নিহুতোহপলপিতোহথানন্তরং বলিভিঃ
কাণাদৈ মৃষা মিথ্যাভূতঃ কর্তৃত্বাদিবিশিষ্টং জ্ঞানাদিগুণকং
রূপমাপাদ্য গুপ্তো রক্ষিতঃ । হেতি খেদে কৌমারিলেন বলবত্যা

তেভো ভূতেভ্য আকৃষ্য পৃথক্কৃতা স্বর্গকামো যজ্ঞেতেত্যাদি-
বিধৌ দাস ইব নিযোজ্যো বারচি বিরচিতঃ । ততোহপ্যাকৃষ্য
সাংখ্যে স্বর্গলঃ কল্পাপি যঃ প্রধানৈকতত্ত্বো রচিতত্ত্বং পুরুষঃ শঙ্কর-
পুরুষঃ বাতনুত ॥ ৮৯ ॥ ভূষাতমে শ্রেয়স্করে শাস্করে ভাষো যা
বাচস্তাঃ প্রসূনসুমনসাং ফলপুষ্পাণাঃ সন্দোহস্য সমুদায়স্ত
সন্দোহনং যাতান্তথাত্ত্বতাঃ কল্পস্তান্ততুল্যান্তা গিরঃ সমী-
ক্ষিতবতাং পুরুষাণামত্মদীয়ভাষাভাসবচো হৃদয়গিরা আলি-

চার, মাধ্যমিক বৌদ্ধ বিশেষেরা “আত্মা ক্ষণিক
বিজ্ঞান স্বরূপ” স্বীকার করাতে অত্যন্ত অধীর
হইয়াছেন । তार्কিক ও মীমাংসকেরা পঞ্চভূত-
শূন্য পরমাত্মার প্রমাণ করিয়া থাকেন । কৃতী
সাংখ্যাচার্য্যগণ, ঐ পরমাত্মাকে সর্বভূত ও
ভৌতিকগুণশূন্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু
কেহই “ইহাদের সত্ত্ব নাই” এরূপ নির্দেশ করেন
নাই । অতএব পরমাত্মা তাহাতে শঙ্কা ত্যাগ করিতে
পারেন নাই । ব্রহ্মবিদ্যার অধীশ্বর মহাদেবের
জ্ঞানাংশের অবতার শঙ্করাচার্য্য, উক্তমতাবলম্বী
লোকদিগের সত্ত্ব উচ্ছেদ করিয়া পরমাত্মাকে ভয়
হইতে মুক্ত করেন ॥ ৮৮ ॥

পুরাকালে চার্বাকেরা ঐ পরমাত্মাকে গোপন
করেন । পরে বলিষ্ঠ কণাদমতাবলম্বী বৈশেষিক-
গণ, পরমাত্মার কর্তৃত্ব বিশিষ্ট ও জ্ঞানাদি গুণযুক্ত-

স্বরূপ স্বীকার করিয়া তাহাকে রক্ষা করেন । হায়
কৌমারিল অর্থাৎ ভট্টপাদ, পুনরায় ঐ সমস্ত ভূত
হইতে পৃথক্ করিয়া “স্বর্গ কামো যজ্ঞেত” (স্বর্গ
কামনা করিয়া অশ্বমেধ যাগ করিবে, ইত্যাদি বিধি
বাক্যে) পরমাত্মাকে দাসের মত নিযুক্ত করিয়া
ছেন । সাংখ্যাচার্য্যগণ, পুনর্বার তাহা হইতে
অন্তঃকরণের মল হরণপূর্বক পরমাত্মাকে প্রধান
অর্থাৎ প্রকৃতিপরতন্ত্র করিয়া প্রমাণ করেন । শঙ্করা-
চার্য্য, তাহাকেই পুনর্বার পরমেশ্বর বলিয়া রচনা
করেন । ৮৯ ।

অতিশয় ভূষিত, শ্রেয়স্কর শঙ্করাচার্য্য নির্মিত
ভাষ্যে যে সমস্ত বাক্য আছে, তাহারা ফল-পুষ্প
পরিপূর্ণ কল্পলতা স্বরূপ । কিন্তু অপরে যে সমস্ত
কুৎসিত ভাষ্য নির্মাণ করিয়াছেন, সেই সকল
ভাষ্য কথা ছরষয়বচনে পরিপূর্ণ ও গুণশূন্য ।

গিরো হুরহয়গিরা শ্লিষ্টাঃ বিস্ক্টাঃ গুণৈরিক্টাঃ শুঃ
কথমম্মুজাসনবধূদৌর্ভাগ্যগভীকৃতাঃ ॥ ১০ ॥ কামঃ
কামকিরাতকাম্মু কলতাপর্যায়নির্যাতরা নারাচছটয়া
বিপাটিতমনোধৈর্যৈ ধিরা কল্লিতান্ ! আচার্য্যা-
ননবর্ঘ্যানির্ঘাদভিদাসিক্তান্তশুদ্ধান্তঃরো ধীরো নানু-
সরীসরীতি বিরসান্ গ্রন্থানবন্ধাপহান্ ॥ ১১ ॥ সুধা-
স্পন্দাহস্তাবিজয়িতগবৎপাদরচনাসমস্কন্ধান্ গ্রন্থান্

জিহ্বাঃ গুণৈস্তাক্তা অম্মুজাসনশ্চ চতুর্গুণশ্চ বধাঃ সরস-
সত্যা দৌর্ভাগ্যেন গভীকৃতাঃ কথমিষ্টাঃ স্মৃতিতার্থঃ শাং ॥ ১০ ॥
কামঃ বথেষ্টং কামকিরাতশ্চ ধনুল্লাভাতঃ পর্যায়েণ ক্রমেণৈক-
দৈব বা নির্যাতরা নিঃসৃতয়া নারাচাধোষণঃ ছটয়া সমূহেন
বিপাটিতঃ মনোধৈর্যং যেষাষ্টে ধিরা স্ববুদ্ধা কল্লিতান্ বির-
সান্ অবন্ধাপহান্ বন্ধনাশাসমর্থান্ আচার্যাননবর্ঘ্যানির্ঘাতা
নির্গতেনাভিদাসিক্তান্তেন শুদ্ধান্তঃকরণে ধীরঃ নানুসরীসরীতি
অনুসরণং নৈব করেতি ॥ ১১ ॥ কিঞ্চ সুধাস্পন্দশ্চামৃতপ্রবা-

পদ্মাসন ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতীর দৌর্ভাগ্য থাকাতে
কিরূপে সাধারণের প্রিয় হইবে ? । ১০ ।

মদনব্যোধের ধনুল্লাভ হইতে যথাক্রমে যে সমস্ত
নারাচ নামক বাণসমূহ প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইয়া
যাঁহাদের ধৈর্য্য গ্রন্থি সকল সমূলে উৎপাটিত করি-
য়াছিল, তাঁহারা বুদ্ধিপূর্বক কল্পনা করিয়া যে সমস্ত
গ্রন্থ রচনা করেন, সেই সমস্ত গ্রন্থ নীরস এবং ভব-
বন্ধন নাশে অসমর্থ । আচার্য্যের বদন হইতে যে
অভেদ সিদ্ধান্ত নির্গত হইয়াছে ও তাহা দ্বারা
যাঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ সেই ধীরবর আচার্য্য
কখনই ঐরূপ গ্রন্থের অনুসরণ করিবেন না । ১১ ।

রচয়তি নিবন্ধা যদি তদা । বিশক্কাং ভঙ্গানাং মূড
মুকুটশৃঙ্গাটিসরিভঃ কৃতৌ তুল্যা কুল্যা নিয়তমুপ-
শল্যাদৃতগতিঃ ॥ ১২ ॥ যয়া দীনাধীনা ঘনকনকধারা
সমরচি প্রতীতিং নীতাহসৌ শিবযুবতিসৌন্দর্য্য-
লহরী । ভুজঙ্গো রৌদ্রোহপি শ্রুতভয়হৃদাধায়ি

হস্তাহস্তায়া বিজয়িনী যা ভগবৎপাদচরনা তৎসমস্কন্ধান্ সম-
পর্যায়ান্তলাপ্রকারান্ গ্রন্থানিবন্ধা গ্রন্থকর্তা যদি রচয়তি তদা
গ্রামান্তমুপশল্যং শ্রাদিত্যমরান্নিয়তমুপশল্যে গ্রামান্তে অদৃতা
গতি যন্তাঃ সা কুল্যাহম্পা কৃত্রিমা সরিৎ মূডশ্চ শিবশ্চ মুকুটমেব
শৃঙ্গাটশ্চতুষ্পথশ্চ সন্নিভৌ গঙ্গায়া ভঙ্গানাং তরঙ্গাণাং কৃতৌ
করণে তুল্যা ইতি বিশক্কামপি রচয়তি ॥ ১২ ॥ যয়া গিরাং
ধারয়া অমলকান্নকনকধারা দীনাধীনা সমরচি সম্যক্ রচিতা ।
যয়া চ শিবযুবতিসৌন্দর্য্যলহরী প্রতীতিং নীতা প্রকটিতা ।
রৌদ্রোহপি ভুজঙ্গঃ সর্পঃ শ্রুতেন ভয়হৃৎ আধায়ি কৃতবান্ ।

“আমি সকলের বৃহৎ ও পূজ্য” বলিয়া অমৃত
প্রবাহের যে গর্ব আছে, ভগবানের রচনা ঐ
গর্বকে খর্ব করিতে সক্ষম । অতএব যে গ্রন্থকর্তা
ঐরূপ রচনাবিশিষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন, গ্রামান্তে
স্থগিত কোন এক ক্ষুদ্র কুল্যা (ডোবা) সরোবরও
চতুষ্পথের তুল্য মহাদেবের মুকুটমধ্যে গঙ্গানদীর
তরঙ্গ দেখাইয়া অপরের বাস্তবিক তরঙ্গভ্রম রচনা
করিতে পারে । ১২ ।

যে বাক্য দ্বারা অমল স্বর্ণ সকল দীনজনকে
অধীন করিতে পারে, এবং ঐ সকল স্বর্ণ শিব
যুবতী ভাগীরথীর সৌন্দর্য্য ভঙ্গীর সৌগাৎশ্চ
উৎপাদন করিয়া থাকে । ভীষণ ভুজঙ্গম্ ঐ
নামশ্রবণে বিষ বিসর্জন করে । জগতেও এরূপ

সুগুরো গিরিঃ সেয়ং কলয়তি কবেঃ কস্য ন
মুদম্ ॥ ১৩ ॥ গিরিঃ ধারা কল্পকুমকুমধারা
পরগুরোসুদর্শালী চিস্তামণিকিরণবেণ্যা গুণনিকা ।
অভব্যঙ্গ্যোষঃ সুরসুরভিহুঙ্কোষিসহু দিবং
ভবৈঃ কাবৈঃ সৃজতি বিদুষাং শঙ্করগুরুঃ ॥ ১৪ ॥
বাচো মোচাফলাভাঃ শ্রমশমনবিধৌ তে সমর্থ-
সুদর্শা ব্যঙ্গ্যং ভঙ্গ্যস্তরং তৎ খলু কিমপি সুধামাধুরী-

সাধুরীতিঃ । মনো ধন্যানি গাঢ়ং প্রশমিকুলপতেঃ
কাব্যগব্যানি ভব্যান্তেকল্লোকোহপি যেষু প্রথিত-
কবিজনানন্দসন্দোহকন্দঃ ॥ ১৫ ॥ বাগ্গুফৈঃ
কুরুবিন্দকন্দলনিভৈরানন্দকন্দৈঃ সতামর্থোঘৈর-
রবিন্দবৃন্দকুহরস্পন্দনমরন্দোজ্জ্বলৈঃ । ব্যঙ্গ্যৈঃ
কল্পতরুপ্রফুল্লসমনঃসৌরভাগভীকৃতে দর্ভে কস্য
ন শঙ্করগুরো ভব্যার্থকাবাবলিঃ ॥ ১৬ ॥ ততা-

প্রসিদ্ধং চ শঙ্করনামাক্তিতপ্রাকৃতমদ্রস্য সপ বিযহারিত্বং । সেয়ং
সুগুরোঃ শ্রীশঙ্করস্য গিরিঃ ধারা কস্য কবে মুদং ন কলয়তি ।
কিত্ত সর্বস্যাপি মুদং প্রযচ্ছতীতিার্থঃ ॥ ১৩ ॥ পরগুরোঃ
শ্রীশঙ্করস্য গিরিঃ ধারা কল্পকুমকুমমানাং ধারা । তস্য ধারায়
অর্থপংক্তিচিস্তামণিকিরণগঙ্গানাম্নাঃ কিরণলক্ষণায়াঃ কেশবঙ্কস্য
গুণনিকা নৃত্যরূপা । ভবেদগুণনিকা নৃত্যে শৃঙ্খল পঠনিশ্চিতা-
বিত্তি বিশ্বপ্রকাশঃ । অভঙ্গো যো ব্যঙ্গ্যানাং ব্যঞ্জনারুত্যা
গমানামোষঃ সমুদারঃ সুরসুরভিহুঙ্কোষিসহু দেবকামধেয়-
দুষ্কতরঙ্গসদৃশঃ । অতো বিদুষাং শঙ্করগুরু ভবৈঃ দিবং সৃজতি ॥
১৪ ॥ যেষু বাচো মোচা ফলাভাঃ কদলীফলতুল্যা যেষু চ তে তাম
মর্থ্যশ্রমশমনবিধৌ সমর্থ্যঃ যেষু চ কিমপানির্ল্যাচাং ভঙ্গ্যস্তরং বি-
কিস্তুরভিত্তরূপাদপি চারুতরূপান্তরাঙ্গদং তৎ প্রসিদ্ধং বাঙ্গ্যং ।

অদ্যাপি বিধাত আছে, শিবনামাক্তিত লৌকিক-
মস্ত্র সকল সপের বিষভয় নাশ করে । অতএব
গুরুবরের বাক্যধারা কাহার না হর্ষ উৎপাদন
করিয়া থাকে ? ১৩ ।

গুরুশ্রেষ্ঠ শঙ্করের বাক্যধারা কল্পবৃক্ষের পুষ্প-
রাশি তুল্য । ঐ বাক্যধারার অর্থ সকল, চিস্তামণিরূপ
ও রমণীয় কিরণরূপ নারীর কেশবঙ্কনের নৃত্য ।

যেষু চ সুধাব্যাদুরীসাধুরীতিস্তানি কাব্যকণ্যানি ভব্যানি গব্যানি
গোহৃক্যানি গাঢ়মত্যন্তং ধন্যানি মনো । যেষু কাব্যেযু একঃ
ক্লোকোহপি কবিজনানামানন্দসমূহস্য কন্দো মূলং অঃ ॥ ১৫ ॥
শঙ্করগুরো ভব্যোহর্থো যেষাং কাব্যানানাবলিঃ পংক্তিঃ বাচাং
গুফৈরর্থোঘৈর্য্যৈঃ কস্য মুদং ন দদাতি । বাগ্গুফানু বিশি-
নষ্টি । কুরুবিন্দো মেঘনামা মুতা মুক্তকমস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ । তস্য কন্দ-
লনিভ নবাকুরতুল্যৈঃ সতামানন্দস্য কন্দৈ মূলৈরর্থোঘাধি-
শিনিষ্টি । অরবিন্দবৃন্দস্য কমলসমুদায়স্য চিদেভাঃ সান্দ্রানন্দঃ
অবনাকরন্দগুহরজ্জ্বলৈরথ বাঙ্গ্যান্বিশিনষ্টি । কল্পবৃক্ষস্য প্রফুল্ল-
সমনসঃ সৃগঞ্জিতি গভীকৃতেঃ ॥ ১৬ ॥ বতিশেখরেনোক্ত-
ত-

বাক্যধারার পরিপূর্ণ শ্লেষ ও বাঙ্গভাব সকল, অমর-
গণের কামধেনুর দুষ্কতরঙ্গ সদৃশ । অতএব শঙ্কর-
গুরু উৎকৃষ্ট কাব্যদ্বারা পণ্ডিতগণের জন্য স্বর্গ
নির্মাণ করিয়াছেন । যে বাক্যে বাক্য সকল কদলী
ফলতুল্য ; বাক্যের অর্থ সকল শ্রমবিনাশে সমর্থ এবং
সৃগন্ধ দ্রুত অপেক্ষাও চারুতর ও অনির্বচনীয় ;
যাহাতে বাঙ্গ ভাব প্রকাশিত আছে ; যাহাতে সুধার
তুল্য মাধুরী ও সাধু কাব্যের রীতি বিদ্যমান ; আমি
এরূপ কাব্যরূপ মনোজ্ঞ দুষ্ককে অত্যন্ত ধন্য বলিয়া
বিবেচনা করি । অধিক কি, যে কাব্যে একটীমাত্র

দৃগ্যতিশেখরোক্তনিষদ্বাষাং নিশম্যোষ্যয়া |
কেচিদ্ দেবনদীতটস্থবিভুষামক্ষাজ্জিপক্ষপ্রিতা
মৌখ্যাং খণ্ডয়িতুং প্রযত্নমনুমানৈকেক্ষণা বিক্ষমা-
শচক্রু ভাষ্যবিচার্য চিত্রকিরণং চিত্রাঃ পতঙ্গা ইব ॥
৯৭ ॥ নিঘর্ষণচ্ছেদনতাপনাদ্যৈ র্থথা স্তবর্ণং

মুপনিষৎভাষ্যং তত্ত্বাদৃক্ তথাকৃতপ্রভাবং নিশমা গজ্ঞাতটস্থ-
বিভুষাং মধ্যে কেচিদ্ গৌতমপক্ষং প্রিতা ভেদবাদিনোহমুমান-
মেকং প্রধানমীক্ষণং জ্ঞানসাধনং যেষাং তে বিক্ষমাঃ ক্ষমা-
বিশিষ্টাঃ স্ত্রীয়া মাৎসর্যেণ ভবিষ্যমবিচার্য খণ্ডয়িতুং প্রযত্নং
চক্রুঃ । চিত্রকিরণং চিত্রভানুমিখিং চিত্রাঃ পতঙ্গা ইব শাং ॥৯৭॥
তৈঃ ঈধামানং তদীধং ভাষ্যং ন হুততামগাং । প্রত্নাতাতি-
শয়েন রবাজেতি সঙ্কটান্তমাহ । নিঘর্ষণাদিভি গণা স্তবর্ণং

শ্লোক সমস্ত কবিজনের আনন্দ লাভের মূলভিত্তি ।
শঙ্কর গুরুর সুন্দর অর্থ বিশিষ্ট কাব্য সকল, কুরু-
বিন্দ রুক্ষের নবাক্ষর তুল্য ও সজ্জনের আনন্দ মূল
বাক্য রচনায়,—অরবিন্দ পুষ্পের, ছিদ্রে হইতে গলিত
মকরন্দের তুল্য উজ্জ্বল অর্থসমূহের ও কল্পতরুর
প্রফুল্ল পুষ্পের সৌরভপূর্ণ বাস্পভাবে কাহার না হর্ষ
বন্ধন করিয়া থাকে ? । যতিশেখর শঙ্কর কর্তৃক
উদ্ধৃত উপনিষৎ ভাষ্যের একরূপ মহিমা ? ইহা শ্রবণ
করিয়া গজ্ঞাতীরস্থ পণ্ডিতগণের মধ্যে অনুমানও
ভেদবাদী গৌতমমতাবলম্বী কতকগুলি লোক ক্ষমা
বিসর্জন দিয়া ঈর্ষাপূর্বক অবিচার করিয়া (বিচিত্র
পতঙ্গ সকল যেরূপ অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে যত্ন করে)
সেইরূপ ভবিষ্যৎ অর্থ খণ্ডন করিতে বিশেষ যত্ন
ইল । ৯৪ । ৯৫ । ৯৬ । ৯৭ ।

পরভাগমেতি । বিবাদিভিঃ সাধু বিমথ্যমানং তথা
মুনে ভাষ্যমদীপি ভূয়ঃ ॥ ৯৮ ॥ স ভাষ্যচন্দ্রো মুনি-
দুক্ষসিধোরুথায় দাস্তম্মমৃতং বুধেভ্যঃ । বিধূয় গোতিঃ
কুমতাক্ষকারানতর্পয়দ্ ভাষ্যস্থধা যতীন্দোঃ ॥ ১০০ ॥

পরমমুৎকৃষ্টং ভাগং ভাগ্যং প্রাপ্নোতি তথা বিবাদিভিরতিশয়েন
মথ্যমানং মুনে ভাষ্যমত্যন্তমদ্যতত উপেক্ষবজ্রা ॥ ৯৮ ॥
স ভাষ্যলক্ষণচন্দ্রো মুনিলক্ষণং ক্ষীরসমুদ্রাহুথায় পণ্ডিত-
লক্ষণেভ্যো দেবেভ্যো মোক্ষলক্ষণমমৃতং দাস্তম্ বাণলক্ষণৈঃ
কিরনৈঃ কুমতলক্ষণানক্ষকারান্ প্রকম্প্য দ্রবীকৃত্য বিপ্রাণাং মুমুক্শু-
ব্রাক্ষণানাং মনোলক্ষণান্ চকোরানতর্পয়ৎ উং ॥ ৯৯ ॥ ইদানীং
ভাষ্যং সুধারূপেণ বর্ণয়তি । যতিলক্ষণস্ত ভাষ্যলক্ষণা স্তধা
অনাদিভূতবেদবাক্যলক্ষণাং সমুদ্রাহুথিতা দিক্কৃতা ছষ্টশতঃ
কামক্রোধদয় আন্তরা বাহ্যশ্চ বাদিনো যৈতেঃ পণ্ডিতলক্ষণৈ-
র্দেবৈঃ সেব্যা । পুনশ্চ অরামরণরহিতত্বং সম্পাদয়ন্তী বিদিতায়ে-
হতিশয়েন বভাসে ॥ ১০০ ॥ ইদানীং ভাষ্যং প্রভাক্ষপেণ

যেরূপ ঘর্ষণ, ছেদন ও উত্তাপনদ্বারা স্তবর্ণ উৎ-
কর্ষ লাভ করে, সেইরূপ বিবাদীদিগকে মন্থন
করাতে মুনির ভাষ্য পুনরায় দীপ্ত হইয়া উঠিল ৯৮।

সেই ভাষ্যরূপ চন্দ্র মুনিরূপ ক্ষীরসমুদ্র হইতে
উথিত হইয়া পণ্ডিতরূপ দেবতাদিগকে মোক্ষরূপ
অমৃত দান করিয়া বাক্যরূপ কিরণদ্বারা কুংসিত
মতরূপ অন্ধকার সকল দূর করিয়া মোক্ষাধী
ব্রাক্ষণগণের মনোরূপ চকোরপক্ষী সকলকে পরিতৃপ্ত
করিল । যতিরূপ চন্দ্রের ভাষ্যরূপ স্তধা অনাদি
বেদবাক্য রূপ সমুদ্র হইতে উথিত হইয়াছে । এবং
কাম ক্রোধাদি যে সমস্ত আন্তরিক বা বাহ্যিক কাদী-
রূপ ছুষ্ট শত্রু আছে, তাহাদিগকে যে সমস্ত পণ্ডিত
গণ দিক্কার করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত পণ্ডিতরূপ

সত্যং হৃদঙ্গানি বিকাসয়ন্তী তমাংসি গাঢ়ানি বিদা-
রয়ন্তী । প্রত্যখ্যলুকান্ প্রবিলাপয়ন্তী ভাষাপ্রভাঃ
ভাদ্যতিবর্ষ্যভানোঃ ॥ ১০১ ॥ ন্যায়মন্দরবিমহ্নজাতা
ভাষানূতনসুধা শ্রুতিসিদ্ধোঃ । কেবলশ্রবণতো বিবু-
ধেভ্যশ্চিহ্নমত্র বিতরত্যমৃতত্বম্ ॥ ১০২ ॥ পাদাদাসীৎ

বর্ণয়তি । সত্যং হৃদঙ্গানি কমলাঙ্গি বিকাসয়ন্তী গাঢ়ানি
বাহ্যপ্রভাভি বিদারয়িতুমশক্যাত্মজ্ঞানলক্ষণানি তমাংসি বিদার-
য়ন্তী প্রতিবাদিলক্ষণামূলকান্ প্রকর্ষণেণ বিলাপয়ন্তী যতিশ্রেষ্ঠ-
লক্ষণস্য স্বর্গ্যস্ত ভাষালক্ষণা প্রভাঃভাৎ অজ্ঞাতত ॥ ১০১ ॥
প্রসিদ্ধসুধায়া ভাষাসুধায়াং ব্যতিরেকঃ দর্শয়তি । ব্যাসোক্ত-
ন্যায়লক্ষণেন মন্দরাচলেন বিশেষণে মহ্ননাৎ শ্রুতিলক্ষণাৎ
সমুদ্রাজ্ঞাতা ভাষানূতনসুধা শ্রবণমাত্রাবিবুধেভ্যঃ পণ্ডিতেভ্যো-
হত্র জীবনমশায়াং চিত্রং প্রসিদ্ধামৃতবিলক্ষণমমৃতত্বং মোক্ষ-
রূপং বিহরতি প্রয়চ্ছতি । সা তু নৈবহবিধা স্বাঃ ॥ ১০২ ॥

অমরগণ ঐ সুধার সেবা করিয়া থাকেন । এবং
যাহাতে জরা কি মরণ না হয় তাহার উপায় করিয়া
ভাষাসুধা অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল । ১০১। ১০০।

পণ্ডিতগণের হৃদয়রূপ কমলপুষ্প সকল
প্রক্ষুটিত করিয়া (অন্যান্য বাহ্যিক প্রভাঘারা যে
সমস্ত অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট করিতে পারা যায়
না) সেই সমস্ত গাঢ় আন্তরিক তিমির সকল বিদীর্ণ
করিয়া প্রতিবাদীরূপ পেচকদিগকে বিলাপিত
করিয়া যতিরূপ সূর্য্যের ভাষারূপ প্রভা শোভা
পাইল । ১০১ ।

ব্যাসোক্ত নিয়মরূপ মন্দর পর্ব্বতদ্বারা বিশেষ
করিয়া মহ্নন হওয়া প্রযুক্ত বেদরূপ সমুদ্র হইতে
যে নূতন ভাষারূপ সুধা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা
শ্রবণমাত্র, পণ্ডিতদিগকে এই জীবদ্দশাতেই
চাশ্চর্য্য, বিখ্যাত অমৃত হইতে উৎকৃষ্ট অমৃতত্ব

পদ্মনাভস্য গঙ্গা শস্তো বক্তৃচ্ছাক্ষরী ভাষা-
সূক্তিঃ । আদ্যা লোকান্ দৃশ্যতে মঞ্জরস্তীতান্যা
মগ্নানুদ্বরত্যে স ভেদঃ ॥ ১০৩ ॥ ব্যাসো দর্শয়তি
স্ব সূত্রকলিতন্যায়োঘরত্নাবলী রর্থলাভবশা ন কৈ-
রপি বুধৈরেতা গৃহীতাস্চিরম্ । অর্থাপ্তা সুলভাভি-

ইদানীং গঙ্গাভঃ ভাষাসূক্তে স্ততিরেকঃ দর্শয়তি । গঙ্গা পদ্ম-
নাভস্য বিষোঃ পাদাদাসীৎ । ভাষাসূক্তিস্ত শস্তো মূখাদাসী-
দিত্যে কো ব্যতিরেকঃ । আদ্যা গঙ্গা লোকানুদ্বরস্তী দৃশ্যতে ।
অন্য ভাষাসূক্তিঃ সংসারসাগরে মগ্নানুদ্বরতীতোষ দ্বিতীয়ে
ব্যতিরেকঃ শালিঃ ॥ ১০৩ ॥ সূত্রৈঃ কলিতা ন্যায়সমূহরত্না-
নামাবলী স্মালা ব্যাসো দর্শয়তি স্ব । যথা শিল্পিবরেন গ্রহণং
কৃত্বা প্রদর্শিতা রত্নমালাস্তদযোগাধনালাভাৎ কেহপি ন গৃহ্ণতি

(অমরত্ব) রূপ মোক্ষপ্রদান করিয়া থাকে । কিন্তু
প্রসিদ্ধ সুধা এরূপ নহে । ১০২ ।

প্রসিদ্ধ গঙ্গা বিষ্ণুর পাদ হইতে উৎপন্ন হইয়া
ছিলেন । আর এই শঙ্করকৃত ভাষ্যসূক্তি, মহাদেবের
মুখ হইতে উৎপন্ন । এবং দেখিতে পাওয়া যায়
প্রসিদ্ধ গঙ্গা লোকদিগকে জলমগ্ন করিয়া থাকেন ।
কিন্তু ভাষারূপ ভাগীরথী বাহারা সংসার সাগরে মগ্ন
তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকেন, এই পরস্পরের
প্রভেদ । ১০৩ ।

মহর্ষি বেদবাস, সূত্রদ্বারা ন্যায় সমূহের রত্ন-
মালা গ্রথিত করিয়া সাধারণের নিকট দেখাইয়া
ছিলেন । যেরূপ কোন শিল্পী রত্নমালা গ্রথিত করিয়া
সাধারণের নিকট দেখাইলে তাহার যোগ্য ধন না
থাকিলে কেহ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, সেই-
রূপ সূত্রের অর্থ সঙ্গতি নাই বলিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত
কোন পণ্ডিত ঐ ন্যায় রত্নমালা গ্রহণ করিতে
পারেন নাই । কিন্তু ইদানী যতিপতি শঙ্করের

রাভিরধুনা তে মণ্ডিতাঃ পণ্ডিতা বাসশ্চাপি কৃত্তার্থ-
তাং যতিপতেরৌদার্যমাশ্চর্য্যকৃৎ ॥ ১০৪ ॥ বিদ্ব-
জ্জালতপঃফলং শ্রুতিবধূশ্মিল্লমল্লীশ্রজং মদৈ-
য়াসিকসূত্রমুগ্ধমধুরাগণ্যাতিপুণ্যোদয়ং । বাগ্দ্বেদী-
চিরভোগ্যভাগবিভবপ্রাগ্ভারকোশালয়ং ভাষ্যং তে
নিপিবন্তীহন্ত ন পুনর্ঘেষ্যং ভবে সন্তুৰঃ ॥

তথার্থলাভবশাদেতা মালাশ্চিরকালং কৈরপি পণ্ডিতৈর্ন গৃহীতাঃ
ইদানীদ্ধ যতিপতেঃ সকাশাদর্থপ্রাপ্ত্যা স্থলভাভিরাভি-
স্তে পণ্ডিতা অলঙ্কৃত্য বাসশ্চাপি কৃত্তার্থতাং প্রাপা অতো যতি-
পতেঃ শ্রীশঙ্করসৌদার্যমাশ্চর্য্যকৃৎ পা০ ॥ ১০৪ ॥ বিদ্বং সমু-
হসা তপসঃ ফলং শ্রুতিলক্ষণায় বদ্ধা ধর্ম্মিণ্যস্য কেশবকৃত্ত মালা-
শ্রজং মদৈয়াসিকসূত্রলক্ষণস্থলরমিতস্য মধুরাগণনী-
সম্ভাতিপুণ্যোদয়তুতং বাগ্দ্বেদ্যা যানি চিরভোগ্যভাগ্যানি
তেনাং বিভবাতিশয়ভূতার্থসম্ভাতিসালয়ং ভাষ্যন্তে নিতরাং
পিবন্তি । কে ইত্যপেক্ষায়ামাহ । যেমাং সংসারে পুনর্জন্ম নাস্তি
চেষ্টেতি হর্ষে মুগ্ধস্ত স্থলরে মূঢ়ে মধুরাগতপুঙ্গবোঃ । যিত্রে পাত্রে
গিরিভিদোঃ । কোশোত্তমী কুড্রালে পাত্রে দিবো স্বজাপিধানকে ।
জাতীকোশেহর্থসম্ভাতি ইতি মেদিনী ॥ ১০৫ ॥ শ্রুতিলক্ষণ

নিকট অর্থ প্রাপ্ত হইয়া ঐ সমস্ত স্থলভমালা কতৃক
উক্ত পণ্ডিতগণ ভূষিত হইয়াছেন, বেদবাসও
কৃত্তার্থতা লাভ করেন । অতএব যতিপতির ঔদার্য্য
গুণ আশ্চর্য্যান্বিত । ১০৪ ।

আহা ! ইহা অত্যন্ত হর্ষের বিষয় ! যাহাদের
পুনর্বার আর ভবে আসিতে হইবে না, তাহারা
পণ্ডিতগণের তপস্যার ফল ; শ্রুতিরূপ কামিনীর
মস্তকের মালতীমালা ; বেদবাসের উৎকৃষ্ট সূত্ররূপ
মিত্রের স্থন্দর ও অগণ্য পুণ্যরাশি, এবং বাগ্দ্বেদীর

॥ ১০৫ ॥ মহানাদ্রিধুরঙ্করা শ্রুতিস্থধাসিন্ধো-
যতিক্ষাপতে গ্রন্থানাং কণিতিঃ পরাবরবিদ্যমানন্দ-
সন্ধায়িনী । ইক্ষানৈঃ কুমতাক্কারপটলৈরক্ষীভব-
চক্ষুষাং পস্থানং স্ফুটয়ন্ত্যাকাণ্ডকমভাতর্কার্কবিদ্যো-
তিতৈঃ ॥ ১০৬ ॥ আ সীতানাথেনভুঃ স্থলকৃতসলিল-

স্থধাসিন্ধোঃ কীরসমুজস্য মহানাদ্রে ধূরং ধরতীতি । তথাভূতা যতি-
রাজস্ত গ্রন্থানাং সৃষ্টিঃ । পরে ব্রহ্মাদিরোহবরে পরমাত্মানং
বিদন্তীতি । তথা কার্য্যাকারণবিদো বা স্থূলসূক্ষ্মবিদো বা তদ্-
পদার্থবিদো বা তেষামানন্দমাধায়িনী । ইক্ষানৈর্দীপ্তিঃ কুর্কচ্ছি-
ন্তর্কলক্ষণার্কপ্রকাশঃ কুমতাক্কারসমূহৈরক্ষীভবচক্ষুষাং মার্গঃ
স্ফুটয়ন্তী । অকাণ্ডকমভাৎ নতু রহসি । অকাণ্ডকমকুৎসিতং
যথাস্ত্রান্তথাভাদিতি বা । কুৎসিতে রহসি স্তথৈহকাণ্ডমিতি বিশ-
প্রকাশঃ ॥ ১০৬ ॥ সীতানাথস্ত নেতা রামেশ্বরস্তস্ত সমুদ্রাৎ
স্থলকৃতং সেতুধ্বজেন যৎ সলিলং তেন দ্বৈতমুদ্রা যত্র কং-
পর্যাস্তম্ । পুনশ্চ রুদ্রেণ ত্রিপুরসংহারসময়ে যদাকর্ষণং তস্মাদ

যে সমস্ত চিরকাল ভোগ করিবার জন্য ভাগ্য ছিল,
তাহার বৈভবরূপ ধনাগার, ঐ ভাবা শ্রবণ করিয়া
থাকেন । ১০৫ ।

শ্রুতিরূপ স্থধাসিন্ধুর মহনকারী মন্দার পর্ব-
তের ধুরঙ্কর যতিরাজের গ্রন্থ ভারতী, ব্রহ্মাদি দেবজ্ঞ
ও পরমাত্মবিৎ লোকদিগের আনন্দদায়ক দীপ্তিমান
তর্করূপ সূর্য্যপ্রকাশে ঐ গ্রন্থবাক্য (কুৎসিত মতরূপ
অন্ধকারে যাহাদের চক্ষু অন্ধ হইয়াছে) তাহাদের পথ
উত্তমরূপে প্রকাশিতকরিয়া শোভা পাইতে লাগিল
। ১০৬ ।

দ্বৈতমুদ্রাং সমুদ্রাদারুদ্রাকর্ষণাদ্ভাগবনতশিখরাদ্ভোগসান্দ্ৰাগেন্দ্রাং । অ চ প্রাচীনভূমীধরমুকুট-

দ্রাগ্ ঋটিতি অবনতানি ননীভূতানি শৃঙ্গানি যন্ত । ভোগৈঃ সান্দ্ৰাং
ধনীভূতান্দ্ৰাগেন্দ্রাং হুমেরোস্তংপর্যাস্তং । তথোদয়াচলগিরি-
মুকুটতটপর্যাস্তং । তথাস্তাচলাদ্রেতটপর্যাস্তমধৈবশৃন্ত আদ্যঃ-

দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যাস্ত, উত্তরে ত্রিপুর-
দহন কালে মহাদেব কর্তৃক আকৃষ্ট, সর্প পূর্ণ স্নমেক
পর্কিত পর্যাস্ত, পূর্বে উদয়াচল ও পশ্চিমে অস্তাচল

তটাদাতটাং পশ্চিমাঙ্গেরদ্বৈতাদ্যাপবর্গা জয়তি
যতিবরেণোক্তা ব্রহ্মবিদ্যা ॥ ১০৭ ॥

ইতি শ্রীমাদবীয়ে তদ্ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিষ্ঠিতিঃ ।

সংক্ষেপশঙ্করজয়ে ষষ্ঠঃ সর্গ উপারমঃ ॥

কণ্যভূতোহপবর্গো যন্তাঃ সা যতিভূমি যেন যতিরাজেনা-
কৃতা ব্রহ্মবিদ্যা জয়তি সর্কোংকর্ষণে বৃদ্ধিতে সঃ ॥ ১০৭ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচাধ্যায়ালগোপালহীর্থ শ্রীপা-
দশিষ্যদত্তবংশাবতংসরামকুমারস্বমুদনপতিস্মরিকৃতে শ্রীশঙ্করাচাৰ্য্য-
বিজয়ডিঙিমে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥

পর্বতের মুকুটতট পর্যাস্ত বিস্তৃত, নতিরাজ সমুদ্র ত
ঐ অদ্বৈতমতের অপবর্গ সংযুক্ত ব্রহ্মবিদ্যার সর্বথা
উৎকর্ষ রূপি হইল । ১০৭ ।

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

স জাতু শারীরকসূত্রভাষ্যমধ্যাপয়ন্নভ্রমরিং
সমীপে । শিষ্যালিঙ্কাঃ শময়ন্মুদাস বাবন্নভোমধ্য

এবং সপরিষ্করাং ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিষ্ঠিতমুপবর্গা ব্যাস দর্শ-
নাদিকং বর্ণয়িতুমুক্রমতে । স ইতি । স শ্রীশঙ্করঃ কদাচিৎ
ধনদী গঙ্গা তৎসমীপে শারীরকসূত্রভাষ্যং পাঠয়ন শিষ্য-

একদিন প্রভাকর নভোমণ্ডলের মধ্যবর্তী
হইলে আচার্য্য শঙ্কর, শারীরক সূত্রের ভাষ্য পাঠ

মিতো বিবস্মান ॥ ১ ॥ শ্রান্তেষথাধীত্য শনৈর্কিনেয়ে

পংক্তিশঙ্কাঃ শময়ন্ উবাস । যাবৎকালং স্ময়া আকাশস্ত মধ্য-
মিতঃ প্রাপঃ উপজ্ঞাতিঃ ॥ ১ ॥ শনৈরধীত্য শ্রান্তেষু শিষ্যে

করাইয়া এবং শিষ্যবর্গের শঙ্কা সকল অপনোদন
করিয়া আকাশনদী গঙ্গাদেবীর তট সমীপে বাস
করিয়া রহিলেন । ১ ।

ষাচার্য্য উক্তিষ্ঠতি যাবদেষঃ । তাবদ্বিজঃ কশ্চন বৃদ্ধ-
 ৰূপঃ কস্ত্বং কিমধ্যাপয়সীত্যপৃচ্ছৎ ॥ ২ ॥ শিষ্যা-
 স্তমূচুঃ ভগবানসৌ নো গুরুঃ সমস্তোপনিষৎস্বতন্ত্রঃ ।
 অনেন দূরীকৃতভেদবাদমকারি শারীরকসূত্রভাষ্যং ॥
 ৩ ॥ স চাত্ৰবীদ্ ভাষ্যকৃতং ভবন্তুমেতে বদন্ত্যদ্যুত-

মেতদাস্তাম্ । অতৈকমুচ্চারয় পারমৰ্শং যন্তেহর্থ-
 তস্ত্বং যদি বেথ সূত্রম্ ॥ ৪ ॥ তন্নব্রবীস্ত্যব্যকৃতদ্রব্য-
 বাচং সূত্রার্থবিদ্ভ্যোহস্ত নমো গুরুভ্যঃ । সূত্রজ্ঞ-
 তাহস্কৃতিরস্তি নো মে তথাপি যৎ পৃচ্ছসি তদ্
 ব্রবীমি ॥ ৫ ॥ পপ্রচ্ছ সোহধ্যায়মথাধিকৃত্য তৃতীয়-

সংস্কৃত্য যাবদেষ আচার্য্যঃ শনৈকুক্তিষ্ঠতি তাবদ্ বৃদ্ধরূপঃ কশ্চন
 ব্রাহ্মণঃ কঃ কিং পাঠয়সীতি পৃষ্টবান্ ইন্দ্রবজ্রাঃ ॥ ২ ॥ তৎ
 বৃদ্ধরূপং ব্রাহ্মণং শিষ্যঃ প্রশ্নবয়স্তোত্তরমূচুঃ । তত্র প্রথমপ্রশ্নো-
 ত্তরং ভগবানিতি । দ্বিতীয়স্তোত্তরমাছঃ । অমেন দূরীকৃতো
 ভেদবাদো যত্র তৎ শারীরকসূত্রভাষ্যমকারি কৃতং তদেষ পাঠয়-
 তীত্যর্থঃ উঃ ॥ ৩ ॥ এবং শিষ্যোক্তং নিশম্য স চ ব্রাহ্মণো-
 ভাষ্যকারমভাষত । এতে ভ্যাং ভাষ্যকারং বদন্তি । এতদদ্যুত-

মাস্তাং তিষ্ঠতু । হে যত্বে ! যদি ত্বং পরমর্ষণা বেদব্যাসেন
 প্রোক্তং সূত্রমর্থতো জানাসি তর্হেকমপি তৎ সূত্রং উচ্চারয়
 তদর্থব্যাখ্যানায়ৈকম্ সূত্রোচ্চারণং কুর্কিতার্থঃ ॥ ৪ ॥ এব-
 মুক্তো ভাষ্যকারস্তং ব্রাহ্মণং শ্রেষ্ঠাং বাচমুবাচ । সূত্রার্থবিদ্-
 ভ্যো গুরুভ্যো নমোহস্ত । সূত্রজ্ঞতাং ভিমানো যদিপি মম নাস্তি
 তথাপি যৎ পৃচ্ছসি তদ্ ব্রবীমি ॥ ৫ ॥ অথ ভাষ্যকারোক্তে-
 রনন্তরং স ব্রাহ্মণো যতীশং পপ্রচ্ছ । যৎ পৃষ্টবান্ তদাছ ।

ঐ সময়ে বিনীত শিষ্যগণ শারীরক সূত্রের
 ভাষা অধ্যয়ন করিয়া কিঞ্চিৎ শ্রান্ত হইলে যখন
 আচার্য্য তথা হইতে উঠিতে ইচ্ছা করেন, তৎকালে
 কোন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আগমন করিয়া “তুমি কে ?
 কি শাস্ত্র পড়াইতেছ ? ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন ।
 ১২ ।

তাহা শুনিয়া শিষ্যগণ ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে যথা-
 ক্রমে দুইটি প্রশ্নের উত্তর করিলেন । প্রথম—সমস্ত
 উপনিষৎ যাহার আয়ত্ত, তিনি আমাদের গুরু এবং
 তাহার নাম ভগবান্ । দ্বিতীয়—যিনি সমস্ত ভেদ
 বাক্য নিরস্ত করিয়া শারীরকসূত্রের ভাষ্য নির্মাণ
 করিয়াছেন, তিনি সেই ভাষ্যই এখন আমাদিগকে
 পড়াইতেছিলেন । ৩ ।

শিষ্যদিগের এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া আগন্তুক

ব্রাহ্মণ ভাষ্যকারের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে
 লাগিলেন । এই সকল শিষ্যগণ তোমাকে ভাষা-
 কার বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন ; এক্ষণে এই
 অন্তত্বাক্য নিস্তব্ধ হউক । হে যতীন্দ্র !
 মহর্ষি বেদবাস যে সূত্র বলিয়াছেন, তুমি যদি
 তাহার অর্থ জান তবে সেই অর্থের ব্যাখ্যা করি-
 বার নিমিত্ত একটী সূত্রের উচ্চারণ কর । ৪ ।

এই কথার অবসান হইলে তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে
 উক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন । যে সকল গুরুগণ
 সূত্রের অর্থ অবগত আছেন আমি তাঁহাদিগকে
 নমস্কার করি । যদিপি আমি সূত্রবিৎ বলিয়া আমার
 কোন অহঙ্কার নাই, তথাপি আপনি যাহা প্রশ্ন
 করিয়াছেন, আমি তাহা বলিতেছি । ৫ ।

ভাষ্যকারের কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ

মারজ্জগতং যত্তীশম্ । তদন্তরেত্যাদিকমস্তি সূত্রং
ক্রহেতদর্থং যদি বেথ কৃষ্ণিৎ ॥ ৬ ॥ স প্রাহ জীবঃ
করণাবসাদে সংবেষ্টিতো গচ্ছতি ভূতসূক্ষ্মৈঃ ।
তাণ্ডিশ্চতো গোতমজৈমিনীযপ্রশ্নোত্তরাভ্যাং প্রথি-

তৃতীয়মধ্যায়মধীকৃত্য তৃতীয়াধ্যায় আরম্ভগতং তদন্তরপ্রতিপত্তৌ
রংহতি সংপরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যামিতি সূত্রমস্তি এতদ্যর্থঃ
যদি ত্বং জানাসি তর্হি ক্রহি ॥ ৬ ॥ এবং পৃষ্টঃ স ভাষাকার
উক্তসূত্রার্থং প্রোক্তবান্ । জীবঃ করণানামিল্লিঙ্গাণামবসাদে
মরণসময়ে দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ দেহবীভৈ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সংপরি-
ষক্তঃ সংবেষ্টিতো রংহতি গচ্ছতীত্যবগন্তব্যঃ । কূতঃ প্রশ্ন-
নিরূপণাভ্যাং তাণ্ডিশ্চতে গোতমজৈমিনীযপ্রশ্নপ্রতিবচনাভ্যাং ।
প্রশ্নস্তাবৎ বেথৎ যথা পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভব-

যত্তীশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন । শারীরক সূত্রের
তৃতীয় অধ্যায়ে “তদন্তর প্রতিপত্তৌ রংহতি
সংপরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্” যেন এক সূত্র আছে,
যদি তুমি সেই সূত্রের অর্থ অবগত থাক, তবে অর্থ
কর । ৬ ।

এইরূপ প্রশ্নে ভাষাকার উক্তসূত্রের অর্থ
বালিতে লাগিলেন, “জীব ইন্দ্রিয় সমূহের অবসাদ
অর্থাৎ মরণ সময়ে যখন অন্য দেহ প্রাপ্ত হয়, তৎ-
কালে দেহের বীজরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পঞ্চভূতে
বেষ্টিত হইয়া গমন করে । কিহেতু ? না—“প্রশ্ন
নিরূপণাভ্যাম্” তাণ্ডবশ্চতিতে গোতমমুনির প্রশ্ন ও
জৈমিনির প্রত্যুত্তরহেতু । প্রশ্ন যথা—“পঞ্চম্যামা
হতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” পঞ্চম আছতিকালে
অপ্ অর্থাৎ সকল দেহের জীবস্বরূপ সূক্ষ্ম পঞ্চভূত

তোহয়মর্থঃ ॥ ৭ ॥ ইত্যুক্তমর্থঃ নিশ্চয়্য তেন স

জ্ঞীতি । প্রতিবচনঞ্চ দ্বাপর্জন্তপৃথিবীপুরুষযোষিৎ পঞ্চশ্লিষ্ম
প্রকাসোমরুটান্নরৈতোরূপাঃ পঞ্চাহতী দর্শয়িত্বা ইতি তু পঞ্চম্যা-
মাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি । তস্মাদাভ্যাং প্রশ্নপ্রতিবচ-
নাভ্যাময়মর্থঃ প্রথিতঃ ॥ ৭ ॥ ইত্যেবং প্রকারেণ তেনোক্তং সূত্রার্থ-
প্রস্থা স বাবদু কোহতিবক্তা ব্রাহ্মণঃ শতধা বিকর্য পণ্ডিতকুস্ত্রা-
ণাং মধ্যে বিস্ময়মাদধানোহথ ণ্ডয়ং খণ্ডিতবান্ । তথাহি ব্যাপিনাং
করণানামাত্মমশ্চ দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ কস্মৎবশাদ্ বৃত্তিলাভস্তত্র
ভবতি । যদ্ বা কেবলশ্চৈবায়নো বৃত্তিলাভস্তত্র ভবতীশ্চিরা-
তু দেহবদভিনবাত্তেব তত্র তত্র ভোগস্থানমুৎপদাত্তে । যদ্ বা মন

পরমপুরুষ পরমাত্মার বাক্য স্বরূপ হইয়া থাকে ।
নিরূপণ অর্থাৎ প্রতিবচন যথা—স্বর্গ, মেঘ, পৃথিবী,
পুরুষ ও স্ত্রী এই পাঁচপ্রকার অনলে যথাক্রমে
শ্রদ্ধা, সোমলতা, বৃষ্টি, অম্ম ও রেত এই পাঁচ
প্রকার আছতি দেখাইয়া পঞ্চম আছতিতে অপ্
(পঞ্চভূত) পুরুষের বাক্য হইয়া থাকে । অতএব
এইরূপ প্রশ্ন ও প্রতিবচনদ্বারা এইরূপ অর্থ কথিত
হইয়াছে । ৭ ।

ভাষাকারোক্ত সূত্রের অর্থ শুনিয়া সংবল্লা
আগন্তুক ব্রাহ্মণ তৎকালে উপস্থিত মহামহো-
পাধ্যায় পণ্ডিতদিগের বিষয়ে উৎপাদন করিয়া
সূত্রের অর্থে দোষারোপ করিয়া তাহা শতধা খণ্ডন
করিলেন । যথা—দেহব্যাপক ইন্দ্রিয় সকল ও
জীবাত্তার দেহান্তর প্রাপ্তি বিষয়ে কস্মাদীন সঙ্গতি
হয় ? না, তথায় কেবল জীবাত্তার সঙ্গতি হয় ?
দেহের মত ইন্দ্রিয় সকল অভিনব হইয়া তত্তৎ-
স্থলে ভোগস্থান উৎপন্ন করে ? অথবা কেবল মনই

বাবদুঃ শতধা বিকল্পা । অথগুয়ং পণ্ডিতকুঞ্জ-

রাণাং মধ্যে মহাবিশ্বয়মাদধানঃ ॥ ৮ ॥ অনূদ্য

এব কেবলং ভোস্থগানমপি প্রতিষ্ঠিতে । যদ্ বা জীব এবোৎ-
স্রজা দেহাদ্ দেহান্তরং প্রতিপদাতে শুক ইব বৃক্ষাদ্ বৃক্ষান্তরং ।
কিঞ্চ দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ করণানাং জীবেন সহ গমনং শ্রুতি-
বিরুদ্ধম্ । তথাচ শ্রুতি যত্রাস্ত পুরুষস্য মৃতস্ত্যাগিং বাগপোতি
বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রমসং দিশঃ শ্রোত্রমিত্যাদ্যা ।
অপিচ প্রথমেহগ্রাবণং শ্রবণাভাবাৎ পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষ-
বচসো ভবন্তীতি নির্ধারয়িতুং ন শক্যতে । অত্র হি দুঃলোক-
প্রমুখাঃ পঞ্চাশরঃ শ্রদ্ধাদীনাং পঞ্চানামাহতীনামাধারত্বেনা-
ধীতাঃ । তত্র প্রথমেহর্ঘ্যে শ্রুতাং শ্রদ্ধাং পরিত্যজ্যশ্রুতানামপাং

ভোগস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে ? কিম্বা শুকপক্ষী যেরূপ
বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করে, সেইরূপ জীবা-
ত্মাও কি দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহ হইতে দেহা-
ন্তরে গমন করে ? অধিকন্তু দেহান্তর প্রাপ্তি বিময়ে
ইন্দ্রিয় সমূহের জীবাত্মার সহিত গমন করা শ্রুতি-
বিরুদ্ধ । শ্রুতি যথা—“যত্রাস্ত পুরুষস্য মৃতস্ত্যাগিং
বাগপোতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রমসং
দিশঃ শ্রোত্রম্” যেস্থানে এই মৃতবাক্তির বাগি-
ন্দ্রিয় অগ্নি, প্রাণ বায়ু, চক্ষু সূর্য্য, মন চন্দ্রমা এবং
শ্রবণেন্দ্রিয় দিক্ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ইত্যাদি
শ্রুতিদর্শনে প্রথম অগ্নিতে, অপ্ (পঞ্চভূত) সন্-
কলের কোন কথারই উল্লেখ নাই । সুতরাং “পঞ্চা-
নামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” এরূপ কথা
আর নির্দ্ধারিত করিয়া বলিতে পার না । এই-
স্থানে স্বর্গ, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী এই পাঁচ-
প্রকার অগ্নি, শ্রদ্ধা, সোমলতা, বৃষ্টি, অন্ন ও রেত
এই পাঁচপ্রকার আহুতির আধার বলিয়া কথিত হই-
য়াছে । অতএব ঐ স্থানে প্রথম অনলে যে শ্রদ্ধা
শব্দের নাম শ্রবণ করা হয় নাই সেই অপ্ (পঞ্চ
ভূত) শব্দের কল্পনা করা কেবল সাহসমাত্র, কারণ,

পরিকল্পনঃ সাহসমাত্রং শ্রদ্ধায়াঃ প্রত্যয়বিশেষত্বপ্রসিদ্ধেঃ ।
কিঞ্চাষপাং শ্রদ্ধাদিক্রমেণ পঞ্চম্যামাহতৌ পুরুষাকারপ্রা-
প্তিস্থত্বাপি তৎপরিষক্তস্ত জীবস্য গমনস্ত ন বাচ্যং তদ্ গমনস্ত্যা-
শ্রুতত্বাদিত্যেবমাদিনা শতধা বিকল্পা বশিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

তদীয়ভাষিতং সর্ব্বমূদ্য শাস্ত্রকারঃ শ্রীশঙ্করঃ সহস্রধা চখৎ ।
ন তাবৎ সাংখ্যবৌদ্ধবৈশেষিকদিগব্যাখ্যাঃ কল্পনা আদর্ভব্য
উদাহৃতশ্রুতিবিরোধাৎ । ন চাপ্ পঞ্চশ্রবণসামর্থ্যাৎ প্রম্মপ্রতিবচ-
নাত্যাং কেবল্যভিরুদ্ধিঃ সংপরিষক্তো রংহতীতি বাচ্যং তাসাং
ভূতত্বাপেক্ষাপ্ পঞ্চপ্রয়োগাবিরোধাৎ । ন হি কেবলানামপাং
দেহান্তরন্তকত্বং সম্ভবতি ত্রিহুৎকরণশ্রুতেঃ । ত্রয়াণামপি তেজোহ-
যরানং দেহে কার্য্যোপলক্ষ্য্য তস্ত ত্রয়াশ্চকড়াচ । নহু পার্থিবো

শ্রদ্ধাশব্দ কেবল একরূপ প্রত্যয় (জ্ঞান) বিশেষ
বলিয়া প্রসিদ্ধ । পঞ্চম আহুতিকার্য্যে অপ্ (পঞ্চ-
ভূত) সকলের পুরুষাকার প্রাপ্তি হইবার কথা দূরে
থাকুক, কেবল দেহের বীজস্বরূপ ঐ অপ্ অর্থাৎ
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পঞ্চভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া জীবাত্মার
নিকটে কিছুতেই গমন হইতে পারে না । কারণ,
জীবাত্মার গমনের কথা কোন বেদে শ্রবণ করা
যায় নাই । ফলতঃ এইরূপে বিবিধ দোষ সমর্পণ
করিয়া আচার্য্যের মত সকল খণ্ডন করিতে লাগি-
লেন । ৮ ।

ব্রাহ্মণের সমুদয় কথা অনুবাদ করিয়া শাস্ত্রকর শঙ্ক-
রাচার্য্য ঐ কথা সহস্র প্রকারে খণ্ডন করিলেন ।
যথা—আপনি সাংখ্য, বৌদ্ধ, বৈশেষিক ও দিগম্বরের
মত কল্পনা করিতে পারেন না । পূর্ব্বোক্ত বস্তু সমু-
দায়ের লোম ও কেশের গমন করা শ্রবণ করা যায় নাই,
সুতরাং উহা গোণ । “ওষধী লোম্যানি বনস্পতীন্
কেশাঃ,” লোম সকল ওষধি ও কেশ সকল বৃক্ষা-
দিতে গমন করিয়া থাকে । ইহা তত্তৎস্থলে বেদে

সর্বং কণিতং তদীয়ং সহস্রাধী তীর্থকরশ্চখণ্ড ।

তয়োঃ সুরাচার্যাক্ষণীক্সবাচো দীর্নাষ্টকং বাকলহো

ধাতু ভূমিষ্ঠো দেহেব্ পলক্যতে ইতি চেন্নৈব দোষঃ ইতরাণে-
ক্সাহপাং বাহন্যসম্ভবাৎ । তন্মাদপশ্চেন্ন সর্কেবামেব দেহ-
বীজ্যমাং ভূতস্থক্সাগামুপাদানং যুক্তং । কিঞ্চ প্রাণানাং
দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ গতিঃ প্রাযতে । তন্মুক্তামন্তং প্রাণোহমুৎ-
ক্রামতি প্রাণমমুৎক্রামন্তং সর্কে প্রাণা অমুৎক্রামন্তীত্যা-
দি প্রতিভাঃ । সা চ প্রাণানাং গতিব্রাহ্মণমন্তরেন ন সম্ভবতী-
ত্যতঃ প্রাণগতিপ্রযুক্তানাং তদাশ্রয়ণামপ্যপি ভূতান্তরোপ-
স্থটানাং গতিরর্থাদবগম্যতে । নহি নিরাশ্রয়াঃ প্রাণাঃ কচিদ্
গচ্ছন্তি তিষ্ঠন্তি বা জীবতোহদর্শনাৎ । বাগাদীনামধ্যাদিগতি-
ক্ৰতিস্ত গোণী লোমস্থ কেশে চাদর্শনাৎ এবমী লোমানি
বনস্পতীন্ কেশা ইতি হি তত্র তত্রাস্মারতে । ন চ ভেবা-
মুৎপ্লুত্যা তেষু গমনং সম্ভবতি । ন চ জীবন্ত প্রাণোপাধি-
প্রত্যখ্যামেন গমনমবকর্যতে । নাপি প্রাণৈর্ কিমা দেহা-
ন্তর উপপদ্যতে । তন্মাদ বাগাদ্যধিষ্ঠাত্রীণামধ্যাদিদেবতানাং
বাগাহ্যপকারিণীমাং মরণকালে উপকারিনিবৃত্তিমাশ্রমপেক্ষা
বাগাদয়োহধ্যাদীন্ গচ্ছন্তীতুপচর্যতে । যত্ন প্রথমেষমা-
বিভ্যাদিভূতদপি ন দোষাবহং যতন্তত্রাপি প্রথমেহমৌ ত্য
এবাপঃ প্রজ্ঞাশব্দেনাভিপ্রেরন্তে । এবং হি সত্যাদিমধ্যা-

উক্ত হইয়াছে । কেশাদির লক্ষন করিয়াও বৃক্ষা-
দিতে গমন করা সম্ভাবিত নহে । জীবাশ্রয় প্রাণ-
দশা নিরাকরণ করিয়াও গমন কার্য্য কল্পনা করিতে
পারেন না এবং প্রাণবাতীত দেহান্তরে কখনই
উপভোগ হইতে পারে না । অতএব বাক্য, প্রাণ
চক্ষুরাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাক্য, প্রাণ, চক্ষুরাদির
উপকারী অগ্নি, বায়ু, সূর্য্যাদি দেবতার মরণকালে
(যে সমস্ত উপকারী বস্তু ছিল তাহাদের কেবল
নিবৃত্তি মাত্র বলিয়া দিয়া বাক্য প্রভৃতি বস্তুর অগ্নি
প্রভৃতি পদার্থে) গমন হইয়া থাকে, ইহা উপচার-
বশত অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । এবং পূর্বে

বসানসঙ্গাদিনাকুলমেতদেকং বাক্যমুপপদ্যতেহন্তথা পুনঃ পঞ্চ-
ম্যামাহতাবপাং পুরুষবচনপ্রকারে পৃষ্ঠে প্রবচনাবসরে প্রথমা-
হতিস্থানে যদ্যনয়ো হৌমাদ্রব্যং প্রজ্ঞাং নামাবতারন্ততোহ-
ন্তথা প্রমোহন্তথা প্রতিবচনমিত্যেকবাক্যতা ন স্তাৎ । নচ
প্রজ্ঞাখ্যঃ প্রত্যয়ো মানাসো জীবন্ত বা ধর্ম্মঃ সন্ ধর্ম্মিণে
নিকৃত্য হোমারোপাদাতুং শক্যতে পশাদিত্য ঠব হৃদয়াদীনি
তন্মাদাপ এব প্রজ্ঞাশব্দেনোপদেয়াঃ । প্রজ্ঞা বা আপ ইতি
বৈদিকপ্রয়োগদর্শনানপি প্রজ্ঞাশব্দস্তাপ্প পপতিঃ । গচ্ছন্তীনা
মপাং বীজরূপতয়া স্তম্ভভূতগণযোগেন মগনকে সিংহশব্দ ইব তাস্ম
প্রজ্ঞাশব্দো বোপপন্নঃ প্রজ্ঞাপূর্কককর্ম্মসমবায়াক্ষাপ্প প্রজ্ঞা-
শব্দ উপপদ্যতে পুরুষেযু পঞ্চশব্দ ইব । আপো হাষ্ট্ম প্রজ্ঞাং
সমমন্তে পুণ্যায় কর্ম্মণ ইতি ক্রতেঃ । প্রজ্ঞাহেতুত্বাচ্চ তাস্ম প্রজ্ঞা-
শব্দোপপত্তি র্য়দ্যপ্যত্র জীবানাং শ্রবণং নাস্তি তথাপি য ইষ্টো-
পূর্ত্যাদিকারিণঃ পিতৃযানেন গন্তারঃ ক্রতান্ত এবেষাপি প্রতী-
রন্তে ইত্যাদ্যনেকপ্রকারেণ বহিতবান্ । বৃহস্পতিশেষনাগ-

প্রথম অনলে প্রজ্ঞা ইত্যাদি যাহা বাহা বলা হইয়াছে
তাহাও দৃশ্যীয় নহে । কারণ, ঐ স্থানেও প্রথম
অনলে ঐ ‘অপ্’ শব্দ প্রজ্ঞাশব্দে অভিপ্রেত । এই
রূপে আদি, মধ্য, অন্ত, ইহাদের প্রত্যেকের সহিত
সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত ঐ একমাত্র অদৃশিত বাক্যের
সম্বন্ধ হইয়া থাকে । কিন্তু ইহার অন্যথা স্বীকার
করিয়া “পঞ্চম আভূতিতে অপ্ সকল কিরূপে
পুরুষের বাক্য হয়” ইহা জিজ্ঞাসা করিলে প্রভূ-
ত্তরের অবসরে প্রথম আভূতির স্থানে যদি এই উভয়
বস্তুর হোমীয় দ্রব্য, প্রজ্ঞাশব্দের অবতারণা করে,
তাহা হইলে অন্যপ্রকার প্রশ্ন ও অন্যপ্রকার প্রভূত্তর
হয়, স্তুরাং বেদবাক্যের একবাক্যতা হয় না ।
বেদের অন্যস্থানে হৃদয় প্রভৃতি বস্তু যজ্ঞপ পশু
প্রভৃতির উদ্দেশে উপাদান কারণ হইতে পারে

জজ্ঞস্তে ॥ ৯ ॥ এবং বদন্তৌ যতিরাড্‌বিজ্ঞেস্কৌ

তুল্যাচোত্তরৌ বাকগহো দিনাষ্টকং জজ্ঞস্তে উপে০ ॥ ৯ ॥ এবং

না, তদ্রূপ শ্রদ্ধাও মানসিক কিস্বা জীবের ধর্ম্য হইয়া মন কিস্বা জীবের হেতু আকর্ষণ করিয়া হোমের উপাদান হইতে পারে না। অতএব এইস্থলে শ্রদ্ধাশব্দে কেবল অপ্‌শব্দেই বুঝিতে হইবে। তদ্ব্যতীত “শ্রদ্ধা বা আপঃ” শ্রদ্ধাই অপ্‌—এই রূপ বেদের প্রয়োগ দর্শনেও শ্রদ্ধাশব্দ কেবল অপ্‌ হইতে পারে। অথবা মাণবক অর্থাৎ অনুপ- নীত বালকের উপর যদ্রূপ সিংহ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ গতিশীল অপ্‌ শব্দের বীজ- রূপে ও সৃক্ষগুণ যোগে অদ্য শ্রদ্ধাশব্দ অপ্‌ শব্দে পরিণত হইবে ইহা বিচিত্র কি? অথবা পূর্ব্বে যেরূপ পাঁচটি শব্দ পুরুষে প্রযুক্ত হইল, তদ্রূপ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে কর্ম্ম করা যায় তাহা দ্বারাও শ্রদ্ধাশব্দ অপ্‌শব্দে প্রযুক্ত হইতে পারে। কিস্বা—“আপো হাশ্বে শ্রদ্ধাং সমমস্তে পুণ্যায় কর্ম্মণে” পুণ্যকর্ম্মের নিমিত্ত অপ্‌শব্দ শ্রদ্ধাকে সম্যক্‌ রূপে নত করিয়া থাকে। এই বেদবচনে শ্রদ্ধাই উহার হেতু বলিয়া শ্রদ্ধাশব্দ অপ্‌শব্দে প্রযুক্ত হইল। যেমন- যাহারা ইষ্টাপূর্ত্তাদি যাগ করিয়া থাকেন তাঁহা- দিগকে পিতৃযানে উঠিয়া গমন করিতে শ্রবণ করা যায়, এইস্থলে জীবশব্দের শ্রবণ বা উল্লেখ না থাকিলেও তাহার প্রতীতি হইবার বাধা কি? এই রূপ অনেক প্রকারে তাঁহার মত খণ্ডন করিলেন। ফলতঃ বৃহস্পতি এবং অনন্তনাগের তুল্য বুদ্ধিমান্

বিলোক্য পার্শ্বস্থিতপদ্মপাদঃ। আচার্য্যামাহেতি মহীশুরোহয়ং ব্যাসো হি বেদান্তরহস্তবেত্তা ॥ ১০ ॥

অং শঙ্করঃ শঙ্কর এব সাক্ষাদ্‌ ব্যাসস্ত নারায়ণ এব নুনং। তয়ো কিব্বাদে সততং প্রসক্তে কিং কিকরোহং করবাণি সদ্যঃ ॥ ১১ ॥ ইতীদমাকর্ণ্য বচো বিচিত্রং স ভাষাকৃৎ সূত্রকৃতং দিদৃক্ষুঃ। কৃতা- জ্ঞলিঙ্গং প্রযতঃ প্রণম্য বভাণ বাকীং নবপদারূপাম্ ॥

প্রকারেণ বদন্তৌ যতিরাড্‌বিজ্ঞেস্কৌ বিলোক্য পার্শ্বে স্থিতঃ পদ্মপাদঃ আচার্য্যমিতিদমাহাঃ অং ব্রাহ্মণো বেদান্তরহস্তবেত্তা- ব্যাসঃ হিরবধারণে উ০ ॥ ১০ ॥ তথাচ যুবয়োঃ শিববিক্ষেপ- কিব্বাদে প্রবৃক্তে কিকরেণ ময়া কিমহুর্থেয়মিত্যাহ তুমিতি ॥ ১১ ॥ ইতীদং বিচিত্রং পদ্মপাদবচো নিশমা স ভাষাকারঃ সূত্রকারং দিদৃক্ষুঃ প্রযতঃ সাবধানঃ কৃতাজ্ঞলিঙ্গং প্রণম্য নবপদ্যরূপাং স্ততিবৃক্তরূপাং বাকীং জগাদ উপেজ্জবজ্জা ॥ ১২ ॥ যদ্বাচ তদাচ

এবং দূরদর্শী বেদব্যাস এবং শঙ্করাচার্য্যের বাগ্‌- বিতণ্ডা আট দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল ॥ ৯ ॥

যতীন্দ্র এবং বিজ্ঞেস্ককে এইরূপ বিবাদোদ্যত দেখিয়া পার্শ্বস্থিত পদ্মপাদ শিষ্য আচার্য্যকে বলিতে লাগিলেন, বেদান্তের নিগূঢ় তাৎপর্য্য- বেত্তা এই ব্রাহ্মণযে বেদব্যাস তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। ১০।

আপনি নামে শঙ্কর এবং কার্য্যেও শঙ্কর, এবং ব্যাস ঋষিও সাক্ষাৎ নারায়ণ। সুতরাং শিবনারা- য়ণের চিরকাল এইরূপ বিবাদ চলিলে এই কিকর এখন তাহার কি করিতে পারে। ১১।

পদ্মপাদের এই বিচিত্র কথা শ্রবণ করিয়া ভাষা- কার সূত্রকারকে দর্শন করিবার প্রত্যাশায় সাব

॥ ১২ ॥ ভবাংস্তড়িচ্চাকজটাকিরীটপ্রবর্ষকাস্তো-
ধরকাস্তিকাস্তঃ । শুভ্রোপবীতি ধৃতকৃষ্ণচর্ম্মা
কৃষ্ণো হি সাক্ষাৎ কলিদোষহন্তা ॥ ১৩ ॥ ভাবৎ-
কসূত্রপ্রতিপাদ্যাতাদৃকপরাপরার্থপ্রতিপাদকং সৎ ।
অদ্বৈতভাষাং তব সম্মতক্ষেৎ সোঢ়া মমাগঃ
পুরতো ভবাশু ॥ ১৪ ॥ এবং বদন্নয়মথৈকুত কৃষ্ণ-

মারাজামীকরত্রতিচারুজটাকলাপম্ । বিদ্বাল্লতা-
বলয়বেষ্টিতবারিদাভং চিন্মুদ্রয়া প্রকটয়ন্তুমভীষ্ট-
মর্থম্ ॥ ১৫ ॥ গাঢ়োপগূঢ়মমুরাগজুঘা রজত্যা গর্হাপদং
বিদধতং শরদিন্দুবিশ্বম্ । তাপিচ্ছরীতিতমুকাস্তি-
বরীপরীতং কাস্তেন্দুকাস্তঘটিতং করকং দধানম্ ॥
১৬ ॥ সপ্তাধিকাচ্ছদরবিংশতিমৌক্তিকাঢ্যাঃ

ভবান্ বিদ্বাৎজটাকজটাকিরীটেন প্রবর্ষকাস্তোধরস্ত কাস্তিত্তয়া
কাস্তিঃ শুভ্রমুপবীতঃ যন্ত ধৃতঃ কৃষ্ণচর্ম্মা গেন স কলিবোষ-
হন্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাস এব সাক্ষাৎকৃতঃ কশ্চন ব্রাহ্মণ
উক্তার্থঃ উৎ ॥ ১৩ ॥ ভবদীয়সূত্রে প্রতিপাদ্যন্ত তাদৃশস্ত
নির্বিবেচনবিশেষার্থস্ত প্রতিপাদকং অদ্বৈতভাষাং তব সৎ
সমীচীনং সম্মতং চেত্ত্বিহ মমাগরাধঃ কমিত্বা শীঘ্রং মমাগ্রে
যতাকো ভব । পাঠান্তরে ভাবৎকসূত্রং প্রতিপাদ্য তদর্থস্ত
কার্য্যকারণাত্মকস্ত তাদৃক পরাপরার্থপ্রতিপাদকমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ধানের সহিত কৃতাজলি হইয়া প্রণামপূর্ব্বক অভি-
নব পদ্যময়ী বাণী অর্থাৎ স্তববাক্য বলিতে লাগি-
লেন । ১২ ।

বিদ্যুতের তুল্য সুন্দর এবং জটাকিরীট দ্বারা
বর্ষণশীল মেঘের তুল্য যাঁহার দেহ কাস্তি শুভ্রবর্ণ;
যজ্ঞোপবীত এবং কৃষ্ণসার হরিণের চর্ম্ম-যাঁহার লম্ব-
মান রহিয়াছে ; কলিকালের দোষনাশী আপনি যে
সাক্ষাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, তাহাতে আর সংশয়
নাই । ১৩ ।

ভবদীয় সূত্রের প্রতিপাদ্য, নির্বিবেচন ও সবি-
শেষ অর্থের প্রতিপাদক যদি অদ্বৈতভাষা আপনার
যথার্থ সম্মত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার অপ-
রাধ ক্ষমা করিয়া শীঘ্র আমার সম্মুখে প্রত্যক্ষ
হন । ১৪ ।

এবং বদন্ সন্ম অখানন্তরময়ং শ্রীশঙ্করঃ কৃষ্ণমারাদ্ দূরাদব-
লোকিতবান্ তৎ বিশিনষ্টি । চামীকরত্রতয়ঃ স্বর্ণময্যো লতাস্ত-
বৎ সুন্দরাগাং জটানাং জুলাপো যন্ত বিদ্বাল্লক্ষণলতাবল-
য়েন বেষ্টিতেন মেঘেন তুল্যং চিন্মুদ্রয়া জ্ঞানমুদ্রয়াহতীষ্টমর্থং
প্রকটয়ন্তং বসন্ততিলকা ॥ ১৫ ॥ পুনন্তমেব পকুতি কিংশিনষ্টি ।
অমুরাগজুঘা রজত্যা হতাস্তমালিন্গিতং শরচ্ছত্রবিশ্বং নিলম্পদং
কুর্কন্তং যতো তাপিচ্ছন্তমালস্তত্বলাবশরীরকাস্তিবরীতি-
ক্সাপ্তং কাস্তোৎকৃষ্টকাস্তমগিন্তেন নির্মিতং করকং কমণ্ডলুং
দধানম্ ॥ ১৬ ॥ সপ্তাধিকৈরচ্ছদরৈঃ স্বচ্ছচ্ছিত্রৈঃ কিংশতি-

এই কথা বলিয়া শঙ্করাচার্য্য দূর হইতে কৃষ্ণ-
দ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে দর্শন করিলেন । দেখি-
লেন—যিনি স্বর্ণময়ী লতার তুল্য জটাকলাপ ধারণ
করিয়া রহিয়াছেন ; সৌদামিনীরূপ লতারাজি-
বেষ্টিত মেঘের তুল্য যাঁহার দেহপ্রভা ; জ্ঞান মুদ্রা-
দ্বারা যিনি অভীষ্ট অর্থ সকল পরিপূর্ণ করিতে-
ছেন ; রজনীদেবী অমুরাগিনী হইয়া যাঁহাকে
গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া থাকেন, সেই শারদীয় চন্দ্র-
বিশ্বকেও যিনি নিম্নিত করিতে সক্ষম । কারণ,
চন্দ্র, তমালতরুতুল্য নীলবর্ণ তনুকাস্তিদ্বারা
পরিবাপ্ত, অথচ ব্রাহ্মণ, রমণীয় চন্দ্রকাস্তমগিদ্বারা
নির্মিত কমণ্ডলু ধারণ করিয়া রহিয়াছেন । যিনি

সত্যস্ত মূর্তিমিব বিব্রতমক্ষমালাং । ততাদৃশম্পতি-
বংশবিবৰ্দ্ধনাং প্রাক্ ভাবাবলীমুপগতামিব চানা-
নেতুং ॥ ১৭ ॥ শাদূলচর্ম্মোদ্বহমেন ভূতেকুরু-
লমেনাপি জটালতাতিঃ ॥ রুদ্রাক্ষমালাবলয়েন
শঙ্কোরক্ষাসনাধ্যাসনসংস্থাপাত্ৰং ॥ ১৮ ॥ অদ্বৈত-
বিদ্যাস্থিগীতীক্ষধারাবশীকৃতাহঙ্কৃতিকুঞ্জরেস্ত্রং । স্ব-
শাস্ত্রশঙ্কুজ্বলসূত্রদামনিযজ্ঞিতাকৃত্রিমগোসহস্রং ॥

সংখ্যাকৈর্মৌক্তিকৈঃ বাচ্যামক্ষমালাং সত্যস্ত মূর্তিমিব বিব্রতং ।
ততাদৃশস্ত সম্পতিবংশস্ত বৰ্দ্ধনাং প্রাপ্তপগতাং ভাবাবলীমবি-
শ্বাদিনক্ষত্রমালাং ভবংপতিবংশং বৰ্দ্ধয়িষ্যামীত্যনুরং কর্তৃ-
মিবেত্যুৎপ্রেক্ষাধ্বয়ং ॥ ১৭ ॥ শাদূলচর্ম্মোদ্বহনাদিনা শঙ্কো-
রক্ষাসনাধ্যাসনস্ত সংস্থাপাত্ৰং ইস্ত্রং ॥ ১৮ ॥ অদ্বৈতবিদ্যা-
লক্ষণস্তাঙ্কুশস্ত তীক্ষ্ণরা ধারণা বশীকৃতোহহঙ্কারলক্ষণো গজেন্দ্রো
য়েন তং । স্বশাস্ত্রমদ্বৈতশাস্ত্রং তল্লক্ষণে শঙ্কো স্থানবুজ্বলসূত্র-

তাদৃশ স্বকীয় পতি চন্দ্র বংশের বৃদ্ধি হইবার পূর্ব্বে
অশ্বিনাদি নক্ষত্রমালাদিগকে “তোমাদের পতিবংশ
বৃদ্ধি করিব” এইরূপে অনুন্নয় করিবার নিমিত্ত যেন
উপস্থিত হইয়াছেন । যিনি সত্যের মূর্তি সদৃশ,
নির্ম্মল ও ছিদ্রপূর্ণ সপ্তবিংশতি মুক্তাদ্বারা খচিত
অক্ষমালা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন । শাদূল চর্ম্ম
ধারণ, ভাস্মলেপন, জটাকলাপ, রুদ্রাক্ষমালা দ্বারা
মহাদেবের সহিত অর্দ্ধাঙ্গনে বসিবার যিনি যথার্থ
বন্ধুতার পাত্র । যিনি অদ্বৈত বিদ্যারূপ অঙ্কুশের
তীক্ষ্ণধারে অহঙ্কার হস্তী বশীভূত করিয়াছেন ;
যিনি অদ্বৈতশাস্ত্ররূপ শঙ্কুতে (ধোঁটাতে) উজ্জ্বল
সূত্ররূপ রজ্জুদ্বারা অকৃত্রিম ঐতিরূপ গোসহস্র

॥ ১৯ ॥ ততাদৃগভূজ্বলকীর্ত্তিশালিশিষ্যালিঙ্গংশো-
ভিতপার্শ্বভাগং । কটাক্ষবীক্ষামৃতবর্ষধারানিবা-
রিতাশেষজনানুতাপং ॥ ২০ ॥ বিলোকা বাচ-
য়মসার্বভৌমং স শঙ্করোহশক্তিদর্শনং তং ।
গুরুং গুরুণামপি হৃদ্যচেতাঃ প্রভূদ্যযৌ শিষ্য-
গণৈঃ সমেতঃ ॥ ২১ ॥ অত্যাদরাচ্ছাগ্ৰগণৈঃ

লক্ষণদামভি নিয়ন্ত্রিতমকৃত্রিমাণং ঐতিলক্ষণগবাং সহস্রং যেন
তং উৎ ॥ ১৯ ॥ ততাদৃশমভূজ্বলকীর্ত্তিশালিনাং শিষ্যাণাং
পংক্তিভিঃ সংশোভিতঃ পার্শ্বভাগো যন্ত তম্ । কটাক্ষোপাভি-
বীক্ষালক্ষণয়া অমৃতধারয়া নিবারিতোহশেষজনানামাধ্যা-
স্মিকাদিরূপোহনুতাপো যেন । তং নিবারিতঃ সর্বোজনানুতাপো
যনেতি বা ॥ ২০ ॥ বাচয়মানাং নিয়ন্ত্রিতসার্বভৌমগণৈঃ মুনি-
রাজানমশক্তিভয়সম্ভারিতং দর্শনং যন্ত তং গুরুণামপি গুরুং
বিলোকা প্রভৃদ্যচেতাঃ স শঙ্করঃ শিষ্যগণৈঃ সংযুক্তঃ প্রভূদ্যযৌ
॥ ২১ ॥ অত্যাদরাচ্ছাগ্ৰগণৈঃ ‘সহ প্রভূতাপতোহসৌ শঙ্কঃ সত্য

দমিত করিয়াছেন ; উজ্জ্বল কীর্ত্তিশালী ও প্রশংস-
নীয় শিষ্য পংক্তিদ্বারা ঘাঁহার পার্শ্বভাগ সুশোভিত ;
ঘাঁহার কটাক্ষ দর্শনরূপ অমৃত বর্ষণের প্রবাহদ্বারা
আধ্যাত্মিক প্রভৃতি ত্রিবিধ অনুতাপ অথবা জন-
গণের সর্ব্ব অনুতাপ নিবারিত হইয়াছে ; ঘাঁহার
ইন্দ্রিয়গ্রাম বশীভূত করিয়াছেন সেই সমস্ত মুনি-
গণের যিনি ম্পতি, ঘাঁহার দর্শন পর্য্যাপ্ত অন্যের
অসম্ভাবিত, শঙ্কর সেই গুরুর গুরু বেদব্যাসকে
দর্শন করিয়া আফ্লাদিতমনে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে
অভ্যর্থনার্থ গমন করিলেন । ১৫ । ১৬ । ১৭ । ১৮ ।
১৯ । ২০ । ২১ ।

সহাসৌ প্রত্নাগতস্তচরণৌ প্রণম্য । যত্যাগ্রগামী
বিনয়ী প্রকৃষ্ট ইত্যত্রবীং সত্যবতীশ্রুতং সঃ ॥
২২ ॥ হৈপায়ন স্বাগতমন্তু তুভ্যং দৃষ্ট্য
ভবন্তং চরিতা ময়ার্থাঃ । যুক্তং তদেতৎ ত্বয়ি সর্ব-
কালং পরোপকারত্ৰতদীক্ষিতত্বাৎ ॥ ২৩ ॥ মুনৈ
পুরাণানি দশাষ্ট সাক্ষাচ্ছত্যর্থগর্ভাণি সূত্বেহুস্মরাণি ।

বাসস্ত চরণৌ প্রণম্য যত্যাগ্রগামী বিনয়যুক্তঃ প্রকৃষ্টঃ স শ্রীশঙ্করঃ
সত্যবতীপুত্রমিতীদমুবাচ ইন্দ্রবজ্রা ॥ ২২ ॥ যদুবাচ উদাহ হে
হৈপায়ন! স্বাগতং তুভ্যমন্তু ভবন্তং দৃষ্ট্য ময়া সর্বৈ পূমর্থা-
চরিতান্তদেতদম্বাদেঃ সর্বার্থসম্পাদকত্বং ত্বয়ি যুক্তং । তত্র হেতু
মাহ । সর্বৈষু কালেষু পরোপকারত্ৰতে দীক্ষিতত্বাৎ উৎ ॥ ২৩ ॥
পরোপকারত্ৰতিনাত্ত্বয়া কৃতস্ত লেশোহপ্যন্ত্রেন কর্তৃমশক্য ইত্য-
শয়েনাহ । হে মুনৈ! ব্রাহ্মণঃ পাদ্যঃ বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গং
সগাক্ষড়ং । নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দসংজ্ঞিতং । ভবিষ্যৎ
ত্রৈলোক্যবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনং । বারাহং মাৎস্যং কৌর্ম্যঞ্চ ব্রহ্মা-

অতিশয় আদর সহকারে শিষ্যগণের সহিত
অভ্যর্থনার্থ গমন করিয়া বেদব্যাসের চরণযুগলে
প্রণামপূর্ব্বক যতিগণের অগ্রগণ্য, বিনয়ী, কৃষ্ণ সেই
শঙ্করাচার্য্য, সত্যবতীপুত্র বেদব্যাসকে বলিতে
লাগিলেন । ২২ ।

হে হৈপায়ন! আপনার স্মৃথে আগমন হই-
য়াছে ত? আপনাকে দেখিয়া আমার পুরুষার্থ
সকল চরিতার্থ হইল । আমাদিগের সকল প্রকার
পুরুষার্থের সম্পাদকতার ভার আপনাতেই উপ-
যুক্ত । কারণ, আপনি চিরকালই পরোপকারে
দীক্ষিত । ২৩।

হে মুনিবর! আপনি পরোপকারে ত্রতী হইয়া

কৃতানি পদ্যদ্বয়মত্র কর্ত্বুং কো নাম শক্নোতি স্তস-
ঙ্গতার্থং ॥ ২৪ ॥ বেদাধ্বং ব্যতিযুতং ব্যাদধাশ্চ-
ভুখ্য। শাখাপ্রভেদনবশাদপি তান্ বিভক্তান্ ।
মন্মাদঃ কলৌ ক্ষিতিস্থরা জনিতার এতে বেদান্
গ্রহীতুমলসা ইতি চিন্তয়িত্বা ॥ ২৫ ॥ এষাদ্ বিজ্ঞানাসি

আধ্যামিতি ত্রিষড়্ভিত্তাক্ষাষ্টাদশ পুরাণানি সাক্ষাচ্ছত্যর্থগর্ভা-
ণ্যন্ত্রৈঃ সূত্বেহুস্মরাণি ত্বয়া কৃতানি । তত্রাস্মিন্ লোকে স্তসঙ্গ-
তার্থং শ্লোকদ্বয়মপি কর্ত্বুং কঃ শক্নোতি বিধং ॥ ২৪ ॥ কিঞ্চ
ব্যতিযুতং ব্যামিশ্রিতং বেদসমুদ্রঃ ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ষলক্ষণৈ-
শ্চতুর্ভিঃ প্রকারৈর্যুক্তং ত্বং ব্যাদধাঃ কৃতবানসি । কলৌ মন্দপ্রজ্ঞা
এতে ব্রাহ্মণা বেদান্ গ্রহীতুমলসা জনিতার উৎপন্নস্তস্ত ইতি
চিন্তয়িত্বা শাখাপ্রভেদনবশাদপি তান্ বেদান্ বিভক্তান্
বাধাঃ বিহিতবানসি বসন্তভিলক ॥ ২৫ ॥ এষাং ভবিষ্যৎ
বিজ্ঞানাসি । তথা ভবন্তং বর্ত্তমানং গন্যমতীতক সর্বং জ্ঞানাসি ।

যে সকল কার্য্য করিয়াছেন অপরে তাহার কণা-
মাত্র করিতেও সমর্থ নহে । আপনি ব্রাহ্ম, পাদ্য,
বৈষ্ণব, শৈব, লৈঙ্গ, গারুড়, নারদীয়, ভাগবত,
আগ্নেয়, স্কান্দ, ভবিষ্য, ত্রৈলোক্যবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়,
বামন, বারাহ, মাৎস্য, কৌর্ম্য, এবং ব্রহ্মাণ্ড এই
বেদার্থগর্ভ, অপরের একান্ত দুষ্কর অষ্টাদশ খানি
পুরাণ করিয়াছেন । কিন্তু এই জগতে পরস্পর অর্থ-
সঙ্গত দুইটী শ্লোক করিতেও কেহ সক্ষম হয় না ।
। ২৪ ।

বিশেষরূপে মিশ্রিত এই বেদসমুদ্র আপনি
ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব এই চারিভাগে বিভক্ত
করিয়াছেন । “এবং কলিকালে মূঢ়মতি ব্রাহ্মণগণ
বেদ গ্রহণ করিতে অলস ও অক্ষম হইয়া উৎপন্ন
হইবে” এইরূপ চিন্তা করিয়া আপনি শাখাভেদপূর্ব্বক
পুনরায় ঐ সকল বেদ বিভক্ত করিয়াছেন । ২৫ ।

ভবন্তুমর্থং গতঞ্চ সৰ্বং ন ন বেৎসি যন্তং । নো-
চেৎ কথং ভূতভবন্তুবিষাৎকথাপ্রবন্ধান্ রচয়ে-
রজানন্ ॥ ২৬ ॥ আভাসযন্তুরমঙ্গমাক্রাং স্মূলঞ্চ
সূক্ষ্মং বহিরন্তরঞ্চ । অপানুদন্ ভারতশীতরশ্মি রত্ন-
দপূৰ্ব্বো ভগবৎপয়োধেঃ ॥ ২৭ ॥ বেদাঃ ষড়ঙ্গং নিখি

লঞ্চ শাস্ত্রং মহান্ মহাভারতবারিরাশিঃ । ত্বতঃ পুরা-
ণানি চ সমুভূবুঃ সৰ্বং ত্বদীয়ং খলু বাধ্যয়াধ্যং ॥ ২৮ ॥
দ্বীপে কচিৎ সমুদয়ন্তমেব ধাম শাখাসহস্রগচিবং
শুকসেবাগানঃ । উল্লাসয়ত্যহং যন্তিলকো যুনীনা-
মুচ্চৈঃফলানি ত্বদৃণাং নিজপাদভাজাম্ ॥ ২৯ ॥ ধৎসে

যন্তুং ন বেৎসি ন জানাসি তম্মাস্তোব । নো চেৎ যদি নৈবজানাসি
তদ্ব্যজ্ঞানম্ ভূতভবন্তুবিষাৎকথাপ্রবন্ধান্ কথং রচয়েঃ কথং
প্রতিভাবানসি আখ্যানকীর্তনম্ ॥ ২৬ ॥ অন্তরমঙ্গং সৰ্ব্বাস্তর-
মাজ্ঞানমষ্টমূর্ত্তিবিষয়বৎ চক্ষুরীয়ে বা ভাসয়ন্ স্মূলং কার্য্যং
সূক্ষ্মং কারণং বহিঃ জগৎপ্রাণাদ্রাজ্ঞানমন্তঃ প্রত্যগভিন্নপরমাত্মা-
জ্ঞানমাক্রাং তমোহপানুদন্ ভারতলকণোহপূৰ্ব্বশ্চৈব ভগবৎ-
পয়োন্ধেস্তভঃ ক্ষীরসমুদ্রাদভূৎ । প্রসিক্কচন্দ্রম বাহুং শিবশরীরং-
তচ্ছিরোলক্ষণাবয়বং বা প্রকাশয়ন্ স্মূলং বাহুং তমো নাশ-

যতি যদা বহিঃ স্মূলং কার্য্যরূপমন্তরং সূক্ষ্মং কারণরূপং । অথবা
স্মূলমর্থাজ্ঞানং সূক্ষ্মং ধর্ম্মাজ্ঞানং বহিঃ কামাজ্ঞানমন্তরং
মোক্ষাজ্ঞানমিত্যর্থঃ উঃ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ দ্বৈপায়ননিরুক্তিং বৃক্ষ-
কপকেণহ । ঋতমেব ধাম সত্যং প্রকাশরূপং পরব্রহ্মৈব কচিদ্বীপে
সমুদয়ন্ বেদশাখানাং সহস্রং গচিবো যন্ত । শূকেন সেবামানঃ
কলম্বকরূপী যো যুনীনাং তিলকঃ ত্বদৃশীনাং স্রীয়চরণভাজা-
মুচ্চৈঃফলানি উৎকৃষ্টানি মোক্ষাদিরূপানি ফলাতুল্লাসয়তি ।
অহংহেতাত্যাশ্চযোতি প্রসিক্কো বা সত্যং তদ্রূপাধামৈবেতি

আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান এই সমু-
দয়ই অবগত আছেন । আপনি যাহা অবগত নহেন
তাহা জগতে কিছুই নাই । আপনি যদি না
জানিবেন, তবে কিরূপে এইরূপ ভূত, ভবিষ্যৎ ও
বর্তমান কথার প্রবন্ধ সকল রচনা করিলেন । ২৬ ।

সকলের অন্তরাত্মা, অষ্টমূর্ত্তিধারী শিবের অঙ্গ
প্রত্যঙ্গ প্রদীপ্ত করিয়া স্মূল (কার্য্য) সূক্ষ্ম (কারণ)
বাহু জগৎ মিথ্যা বা নয়নস্তর, জগৎ (প্রত্যেক পদার্থ
স্থিত পরমাত্মাকে না জানা) তম (অজ্ঞান) এই
সমস্ত অপনোদন করিয়া ক্ষীরসমুদ্রের তুলা আপ-
নার দেহ হইতে মহাভারতরূপ স্মৃধাংশু উৎপন্ন
হইয়াছে । কিন্তু জগতের প্রসিক্ক চন্দ্রমা বাহু
শিবশরীর ও তাঁহার মস্তক প্রকাশিত করিয়া কেবল
স্মূল ও বাহু তমোনাশ করিয়া থাকে মাত্র
। ২৭ ।

বেদ সকল, শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গ সকল,
অন্যান্য অখিল শাস্ত্র সকল এবং মহাভারতরূপ
মহৎ সমুদ্র, এবং ব্রহ্মপুরাণ, শিবপুরাণ প্রভৃতি
অষ্টাদশ পুরাণ সকল এই সমস্তই আপনা হইতে
প্রাভূত হইয়াছে । এক্ষণে ইহা দ্বারা এইরূপ
নিশ্চয় করা হইয়াছে যে, এই জগতে সমস্তই আপ-
নার বাক্যমাত্র বিদ্যমান । ২৮ ।

আহা ! ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ।
যে রূপ কোন এক দ্বীপজাত বিবিধ শাখাপল্লব-
শোভিত, শূকপক্ষি-সেবিত বৃক্ষ, মূলদেশাগত লোক-
দিগকে ফলদানে উল্লাসিত করিয়া থাকে, সেইরূপ
কোন এক দ্বীপে সত্য ও স্বপ্রকাশপরব্রহ্ম প্রকা-
শিত করাতে আপনিও দ্বৈপায়ন । এবং সহস্র সহস্র
বেদশাখা আপনার অগত্য, ও স্রীয় পুত্র শূকদেব
সর্বদা সেই বৃক্ষকে (আপনাকে) সেবা করিয়া

সদাৰ্শিনমনার হৃদা গিরীশং গোপায়সেহধিবদনঞ্চ
চিরস্তনীর্গাঃ । দূরীকরোষি নরকঞ্চ দয়াত্ৰ্যদৃষ্ট্য
কস্তে গুণান্ গদিতুমদ্রুতকৃষ্ণ শক্তঃ ॥৩০॥ যমামনস্তি

শ্রুতয়ঃ পদার্থঃ ন সম বা সম বহির্ন চাস্তুঃ । স
সচ্চিদানন্দ ঘনঃ পরাত্মা নারায়ণস্তং পুরুষঃ পুরাণঃ ॥
৩১ ॥ ইতি স্তুতস্তেন যথাবিধানমাসেদিবান্ বিষ্টে-

বা ইচ্ছা ॥ ২৯ ॥ হে অদ্রুতকৃষ্ণ ! তে গুণান্ বক্তুং কঃ শকো
ন কোহপি সমর্থঃ । অদ্রুতকৃষ্ণাহ সৰ্ব্বোপাধিগমনার গিরীশঃ
মহাদেবঃ সগৈব হৃদা ধ্যেসে স তু গোপাদীনাং যোবাৰ্জিতাস্তরে
গোবর্ধনলংকাঃ পর্বতঃ সপ্তদিনং হস্তেন ধৃতবান্ । পু-শ্চ
চিরস্তনীর্গাঃ শ্রুতোরধিবদনঃ মুখে পালয়সি । স তু প্রসিদ্ধাঃ নবীন
গা বনে পালিতবান্ পু-শ্চ দয়াত্ৰ্যদৃষ্ট্যেব নরকং দূরীকরোষি ।
স তু যুদ্ধে নরকাহরণং দূরীকৃতবান্ । অতস্তবাত্মত্বকৃষ্ণমি-
ত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ কিং বহন্য সৰ্ব্বশ্রুতিপ্রতিপাদ্যঃ পরমাত্মা ত্ব-
মেবেত্যাহ । যমিতি । নাসদাগৌঃ সদাগৌঃ । অনন্তরমবাহং

সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম প্রজ্ঞানঘন ইত্যাদি
শ্রুতয়োঃ যং তৎপদয়ো লক্ষ্যার্থমামনস্তি স কারণাদিবিলক্ষণঃ
সচ্চিদানন্দঘনঃ পুরাণঃ পুরুষঃ পরমাত্মা নারায়ণম্বেব । নরশকেন
স্বাবরজজন্মায়কং শরীরজাতমুচ্চাতে তত্র নিত্যসম্মিহিতাশ্চিদা-
ভাসা জীব্য নরা ইতি নিকচা তেষামরনমাশ্রয়োহধিষ্ঠানং নারা-
য়ণঃ পূর্ণতাং পুরুষোহতিব্রহ্মাদিবিকারশূন্যত্বেন নিরীক্যার-
ত্যাং পুরাণঃ । যথা যং তৎপদয়ো লক্ষ্যার্থং লক্ষ্যার্থকামন-
জীত্যর্থঃ । তত্র পরমাশ্রয়ত্বং লক্ষ্যার্থপ্রতিপাদনং নারায়ণঃ
সৰ্ব্বাস্তর্যামী তৎপদবাচ্যার্থঃ । পূরি শয়নাং পুরুষত্বংপদবাচ্যঃ
পুরাণত্বমাদিত্বমুত্তরো বিশেষণং উৎ ॥ ৩১ ॥ ইত্যোবং প্রকা-

থাকেন । অপিচ যাহাদিগের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত,
যাঁহারা আপনার চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে,
তাহাদিগকে আপনি উৎকৃষ্ট মোক্ষাদিরূপ ফলদানে
উল্লাসিত করিয়া থাকেন । ২৯ ।

হে অদ্রুতকৃষ্ণ ! আপনার গুণ সকল প্রকাশ
করিতে কেহই সক্ষম নহে । অদ্রুতের কার্য্য এই—
আপনি সকলের মানসিক পীড়া দমন করিবার
নিমিত্ত সর্বদাই হৃদয়দ্বারা (গিরীশ) মহাদেবকে ধারণ
করিয়া রহিয়াছেন, দৈবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ কেবল গোপী
দিগের দুঃখ নিবারণের জন্য সাতদিন (গিরীশ) গোব-
র্ধন পর্বত ধারণ করিয়াছিলেন । আপনি পুরাতন
গো (বাক্য অর্থাৎ বেদ সকল) মুখে পালন করি-
তেছেন, শ্রীকৃষ্ণ নব্য গাভি সকল বনে পালন
করিতেন মাত্র । আপনি দয়াত্ৰ্যচক্রে দর্শন করিবা-
মাত্র নরক যাতনা দূর করিয়া দেন, কিন্তু কৃষ্ণ ঘোর

যুদ্ধ করিয়া নরকাসুরকে দূর করিয়া দিয়া ছিলেন ।
অতএব এই সমস্ত কারণে ও লক্ষণে আপনি কৃষ্ণ-
দ্বৈপায়ন হইয়াও কৃষ্ণ অপেক্ষা অদ্রুত কার্য্য সকল
সম্পন্ন করিয়া থাকেন । ৩০ ।

অধিক আর কি বলিব, আপনিই সকল শ্রুতির
প্রতিপাদ্য ও একমাত্র পরমাত্মা । “নাসদাগৌঃ
নো সদাগৌঃ অনন্তরমবাহং সত্যং জ্ঞানমনস্তং
ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম প্রজ্ঞানঘনং” ইত্যাদি শ্রুতি
সকল যাঁহাকে তৎ ও ত্বং পদার্থের লক্ষ্যার্থ বলিয়া
নির্দেশ করিয়া থাকেন, সেই কার্য্যকারণ হইতে
অতিরিক্ত, সৎ, চিত্ত ও আনন্দঘন, পুরাতন পুরুষ,
পরমাত্মা এবং আপনিই সেই নারায়ণ । এইস্থলে
স্বাবরজজন্মায়ক সমস্ত শরীর নরশব্দ দ্বারা উক্ত
হইয়াছে । ঐ শরীরে নিত্য সম্মিহিত চিত্তপদার্থের

রমান্ননিষ্ঠঃ। বৈপায়নঃ প্রশ্রয়নত্ৰপূৰ্বকায়ং যতী-
শানমিদং বভাষে ॥৩২॥ ত্বমস্মদাদেঃ পদবীং গতৌহ-
ভূরখণ্ডপাণ্ডিত্যমবোধয়ং তে শুকর্ষিবৎ প্রীতিকরো-

রেন তেন শ্রীশঙ্করেন জাতঃ আত্মনিষ্ঠো বৈপায়নো বেদব্যাসো
যথাবিধানমাসন আসেদিবান্ উপবিষ্টবান্। বিভাষায়াং সদবসন্তব
ইতি কনুঃ। প্রশ্রয়েণ নমঃ পূৰ্বকার্যোঃপ্রভাগৌ বস্ত তং যতী-
শমিদং বক্ষ্যমাণমুবাচ ॥৩২॥ যজুবাচ তদাহ অস্মদাদেঃ পদবীং তং
গতৌহভূঃ পূৰ্বমেব প্রাপ্তঃ। তেহখণ্ডপাণ্ডিত্যমবোধয়ং জাত-
বানস্মি। নবপুত্রবৎ প্রীতিকরোহুসি যতো বিদ্বন্ তস্মাদকং বা দায়া-

আভাসস্বরূপ জীবের অয়ন, আশ্রয় অর্থাৎ অধিষ্ঠা-
নকে নারায়ণ কহে। আপনি পূর্ণ বলিয়া পুরুষ,
বুদ্ধিক্রিয় ইত্যাদি শারীরিক যাবতীয় বিকারশূন্য
বলিয়া নির্বিকার বা পুরাণ। অথবা যাঁহাকে তৎ
পদার্থ ও ত্বং পদার্থের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ বলিয়া
নির্দেশ করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে সেই পরমাত্মাই
লক্ষ্যার্থের প্রতিপাদ্য অর্থাৎ সর্বাস্তর্যামী নারায়ণ
তৎপদার্থের বাচ্যার্থ। পুরি অর্থাৎ শরীরে যিনি
শয়ন করেন তাঁহার নাম পুরুষ, তিনিই এইস্থানে
ত্বংপদার্থের বাচ্যার্থ। ৩১।

এই প্রকার শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক স্তুত হইয়া
আত্মনিষ্ঠ বৈপায়ন বেদব্যাস যথাবিধানে আসনে
উপবেশন করিলেন এবং বিনয়াবনত যতীশ্বরকে
বলিতে লাগিলেন। ৩২।

তুমি আমাদের পথ প্রাপ্ত হইয়াছ, এবং
তোমার অখণ্ডিত পাণ্ডিত্য আমি জানিতে পারি-

হসি বিদ্বন্ পুরেব শিষ্যোঃ সহ মা ভ্রমীষ্বম্ ॥ ৩৩ ॥
কৃতং ত্বয়া ভাষ্যমিতীন্দুমৌলেঃ সভাক্ষনেসিদ্ধমুখা-
মিশম্য হৃদা প্রকৃষ্টেন দিদৃক্ষমা তে দৃগধ্বনীনঃ
প্রশমিমভূবম্ ॥ ৩৪ ॥ ইথং মুনীন্দুবচনশ্রবণোথ-
হর্ষং রোমাঞ্চপূরমিষতো বহিরুৎপ্লবন্তম্। বিভ্রন্ত-

গত ইতি শিষ্যোঃ সহ ত্বং পূৰ্বং যথা ভ্রমং প্রাপ্তস্তথা ভ্রমীঃ
ভ্রমং মা গাঃ উঃ ॥ ৩৩ ॥ ত্বয়া ভাষ্যকৃতমিতি শিবস্ত সখকী
সভাক্ষনেসংজ্ঞাঃ সিদ্ধস্তম্ মুখাঃস্তু প্রকৃষ্টেন হৃদা তব দর্শনেচ্ছয়া
হে প্রশমিন্ তে নেত্রপথচরোহহং আতোহস্মি ॥ ৩৪ ॥ এবমু-
তস্ত মুনীশ্বস্ত বেদব্যাস্য বচনস্ত অধগাহস্থিতরোমাঞ্চপূরব্যা-

য়াছি। তুমি আমার পুত্র শূকরের তুল্য প্রীতিজনক
হইয়াছ। হে বিজ্ঞ! “এই ব্যক্তি আমার সহিত
বিবাদ করিবার নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছে”
তুমি পূর্বে যেরূপ শিষ্যগণ সমভিবাঁহারে এইরূপ
ভ্রমে পতিত হইয়াছিলে, সেই ভ্রমে আর কদাচ
পতিত হইওনা। ৩৩।

“তুমি ভাষ্য নির্মাণ করিয়াছ” ইহা আমি
শিবের পারিষদ সভাক্ষনে নামক এক ব্যক্তি সিদ্ধ-
পুরুষের মুখে শ্রবণ করিয়া প্রমোদিত মানসে
তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া হে শমশ্রুণা-
বলস্বিন্! তোমার নেত্রপথে পতিত হইয়াছি। ৩৪।

এইরূপে মুনিস্বর বেদব্যাসের বচন শ্রবণে রোম-
ঞ্চচ্ছলে যেন লক্ষন দিয়া হৃদয় হইতে বহিরাগত
হর্ষ ধারণ করিয়া শুকাচার্য্যের মতরূপ সাগর বুদ্ধি
করিতে পূর্ণচন্দ্রের তুল্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য, তৎকালে

মন্ত্ররুচিমাখাদদ্রশক্তিঃ শ্রীশঙ্করঃ শুকমতর্গব-
পূর্ণচন্দ্রঃ ॥ ৩৫ ॥ স্মমস্তপৈলপ্রথমা মুনীন্দ্রা মহানু-
ভাবা ননু যশ্চ শিষাঃ । তৃণাল্লঘী যানপি তত্র কোহহং
তথাপি কারুণ্যমদর্শী নীনে ॥ ৩৬ ॥ সোহহং সম-
স্তার্থ বিবেচকশ্চ কৃত্বা ভবৎসূত্রসহস্ররশ্মেঃ ।

ভাষ্যপ্রদীপেণ মহর্ষিমাশ্র । নীরাজনং ধুক্ততয়া ন
ব্রহ্ম বহিরুৎপ্লুতা গজন্তঃ হর্ষঃ ধারয়ন শুকাচার্যামতলক্ষণসমুদ্র-
প্রবর্ধনে পূর্ণচন্দ্রঃ শ্রীশঙ্করো নবমেঘকান্তিমনস্প্রশক্তিঃ তং
শ্রীবাসমাধ্যৎ প্রোক্তবান্ বঃ ॥ ৩৫ ॥ তত্কালামুদাহরতি ত্রিভিঃ ।
স্মমস্তপৈলবৈশম্পায়নামা মুনীন্দ্রা মহানুভাবঃ প্রভাবো
যেষাং তে । ননু যশ্চ শিষ্যাত্মনিঃ স্বরি তৃণাদপাতিশয়েন
লঘুভূতোহহং কঃ যদাপোবঃ তথাপি নীনে ময়ি কারুণ্যং
দর্শিতবানসি উপে ॥ ৩৬ ॥ সোহহং লঘীযানপি তব কারুণ্য-
পাত্ততঃ গন্তঃ সবের্ষামুপনিষক্তানাং মর্থানাং বিবেচকস্তারমত্যা-

নবমেঘকান্তি ও অনল্প শক্তি সম্পন্ন শ্রীবেদব্যাসকে
বলিতে লাগিলেন । ৩৫ ।

স্মমস্ত, পৈল ও বৈশম্পায়ন প্রভৃতি মহানুভাব
মুনিগণ আপনার শিষ্য তাহাদের সহিত তুলনা
করিলে আপনার পক্ষে তৃণ অপেক্ষাও লঘুচেতা
এই শঙ্কর অতি সামান্য মাত্র । তথাপি দীন ও
অভাজন এই শঙ্করের উপর আপনি করুণা প্রদর্শন
করিয়াছেন । ৩৬ ।

কারণ, আমি তৃণ অপেক্ষা লঘু হইয়াও আপ-
নার অনুকম্পার পাত্র হইয়াছি । সমস্ত উপনিষদের
মধ্যস্থিত অর্থ সমূহের “এই অর্থ এই স্থানে অতি-
প্রেত, এই অর্থ অতিপ্রেত নহে” এইরূপে বিবে-
চনা পূর্বক পথ প্রদর্শক, ভবদীয় সূত্ররূপ সূর্যাদে-
বের আমার ভাষ্যরূপ প্রদীপদ্বারা আর্যার্জিক (আর্যুতি)

লভ্জে ॥ ৩৭ ॥ অকারি যৎ সাহসমাশ্রবুকা ভবৎ-
প্রশিষ্যাবাপদেশভাজা । শিচাৰ্য্য তৎ সৃষ্টিচুরু-
ক্তিঞ্জাল মহঃ সমীকর্তৃমিদং কৃপালুঃ ॥ ৩৮ ॥ ইৎ
নিগদ্যোপরতশ্চ হস্তে হস্তদয়েনাদরতঃ স ভাষাৎ ।

ভিপ্রোতোহহং নেতি বিবিচ্য প্রদর্শকস্য ভবদীয়সূত্রলক্ষণশ্চ
সহস্রকিরণস্য সূর্যাস্য ভাষ্যলক্ষণেন প্রদীপেন নীরাজনমা-
র্যার্জিকঃ কৃত্বা হে মহর্ষি! মান্য ষাট্টেন ন লভ্জে ইন্দ্র ॥ ৩৭ ॥
যদাপোবঃ তথা সবিভা স্তোকরোতি তথা ভবৎ সূত্রেণ স্বীকৃত-
ত্বাস্বৎকৃতং ভাষ্যং ত্বং শোধয়িতুমহীসীত্যশয়েনাহ । তৎপ্রশি-
ষ্যাবাপদেশপাঠেণ ময়া যৎ সাহসং শ্রবুকা কৃতং তত্রিচাণা-
সৃষ্টিজ্ঞালিৎ সমং কর্তৃং কৃপালুঃ যোগোহসি উ ॥ ৩৮ ॥
ইৎসুতোপরতস্য শ্রীশঙ্করস্য হস্তাৎ স বেদব্যাস আদরেণ
হস্তদয়েন ভাষ্যমাশ্রাসৌ ব্যাসঃ প্রদাদগাভ্যাত্মগুণৈ রতি রামঃ

করিয়া হে মহর্ষি জনের মাননীয় ! ধুক্ততাবশতঃ এখন
আমি লজ্জিত হই নাই । ৩৭ ।

যে রূপ ভক্তিরোগে সূর্যের উদ্দেশে নীরাজন
(আর্যুতি) করিলে সূর্যদেব তাহা গ্রহণ করিয়া
থাকেন, সেইরূপ আপনার সূত্র যখন স্বীকার করিয়া
লইয়াছি তখন, আপনি মৎকৃত ভাষা শোবন করি-
বার উপযুক্ত পাত্র । আপনার প্রশিষ্য ছলে আমি
নিজ বুদ্ধি অনুসারে যাহা সাহস করিয়াছি, আপনি
দয়ালু হস্তরাং আপনি বিচার করিয়া সেই সমস্ত
ভাষ্য বচন সমান করিয়া দিলে আমি কৃতার্থ
হই । ৩৮ ।

এই কথা বলিয়া শঙ্করাচার্য্য মৌনাবলম্বন
করিলে বেদব্যাস শঙ্করের হস্ত হইতে আদরপূর্বক
ছুই হস্ত দিয়া ভাষ্য গ্রহণ করিয়া লইলেন । এবং

আদায় সৰ্ব্বত্র নিরৈক্যতাসৌ প্রসাদগান্ধীয়াগুণাভি-
রামঃ ॥ ৩৯ ॥ সূত্রানুকারণমুদ্বাক্যানিবেদিতার্থঃ
স্বীয়ৈঃ পদৈঃ সহ নিরাকৃতপূৰ্বপক্ষম্ । সিদ্ধা-
ন্তযুক্তিনিবেশিততৎস্বরূপং দৃষ্টাভিনন্দ্য পরি-
তোষবশাদবোচৎ ॥ ৪০ ॥ ন সাহসং তাত ! ভবা-

শঙ্কর সম্যক বিচারপূৰ্বকং দৃষ্টবান্ ॥ ৩৯ ॥ পুনস্তদ্বিনিমি-
তসূত্রানুকারণমুদ্বাক্যানিবেদিতোহর্থো যেন স্বীয়ৈঃ পদৈঃ
নিরাকৃতঃ পূৰ্বপক্ষা যেন সিদ্ধান্তযুক্তিভিঃ স্নিনিবেশিতং তন্ত
সিদ্ধান্ত স্বরূপং যত তথাভূতং ভাষাং স দেবব্যাসো দৃষ্টা-
ভিনন্দ্য পরিতোষবশাদবোচদৃষ্টবান্ ৷ ৪০ ॥ গুরুণা বিনীতো
ভবান্ যৎ সূত্রভাষামকৃত তৎ সাহসং ন কৃতবান্ । সূত্র-
দুরুক্তমত্র বিচাৰ্য্যতামিত্যেতন্মহৎ সাহসমিত্যবৈমি জনানামি
বিপং ॥ ৪১ ॥ তত্র হেতুমাং মীমাংসকানামপীতি বৈথ জনানসি

নকাবীদ্ যৎ সূত্রভাষাং গুরুণা বিনীতঃ । বিচাৰ্য্য-
তাং সূক্তদুরুক্তমত্রেত্যেতন্মহৎ সাহসমিত্যবৈমি ॥
৪১ ॥ মীমাংসকানামপি মুখ্যভূতো বৈথখিলব্যা-
করণানি বিদ্বন্ ! । বিনিঃসরেস্তে বদমান্ যতীন্দ্রে।
গোবিন্দশিষ্যস্ত কথং দুরুক্তং ॥ ৪২ ॥ ন প্রাকৃত-
ন্ত্বং সকলার্থদর্শী মহানুভাবঃ পুরুষোহসি কশ্চিৎ ।
যো ব্রহ্মচর্য্যাদ্ বিষয়ান্নিবার্য্য পর্য্যব্রজঃ সূর্য্য ইবান্ধ-
কারান্ ॥ ৪৩ ॥ বহুবর্গগর্ভাণি লঘুণি যানি নিগূঢ়-

উং ॥ ৪২ ॥ তিষ্ঠ ন প্রাকৃতন্ত্বং কিন্তু সর্বার্থদর্শী কশ্চিৎসাহস-
ভাবঃ পুরুষোহসি তত্র হেতুমাং য ইতি । পর্য্যব্রজঃ সংগ্রাসং
কৃতবান্ অনার্য্যাসেন বিষয়নিবারণে দৃষ্টান্তো যথা সূর্য্যোহন্ধ-
কারান্নিবার্য্য গচ্ছতি তদ্বৎ ॥ ৪৩ ॥ মহৎসূত্রভাষাকরণাদপি ত্বং

প্রসাদ ও গান্ধীয়া গুণযুক্ত ও রমণীয় ভাষার
সম্যক রূপে বিচার করিয়া সমালোচন করিতে
লাগিলেন । ৩৯ ।

সূত্রানুযায়ী মুদুমধুর বচনদ্বারা যাহার অর্থ সকল
প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে ; যে ভাষা স্বকীয় পদ-
দ্বারা পূর্ব পক্ষসকল নিরাকরণ করিয়াছে ; যে ভাষা
সিদ্ধান্ত যুক্তিদ্বারা সিদ্ধান্তের প্রকৃত স্বরূপ সন্নিবে-
শিত করিয়াছে, বেদব্যাস সেই ভাষা দেখিয়া
তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন এবং
বলিতে লাগিলেন । ৪০ ।

তুমি উৎকৃষ্ট গুরুর নিকটে শিক্ষিত হইয়া যে
সূত্রের ভাষা নির্মাণ করিয়াছ তাহাতে তুমি সাহস
প্রকাশ কর নাই । “ ভাষার সূত্র অর্থাৎ স্বব-

চনের দুরুক্ত অর্থাৎ কষ্টকর কঠিন বাক্য সকল
বিচার কর” ইহাই যে তোমার মহৎ সাহস, তাহা
জানিতে পারিয়াছি । ৪১ ।

জগতে যত প্রকার মীমাংসক আছে তন্মধ্যে
তুমি সকলের প্রধান । অতএব হে বিজ্ঞ ! তুমি
সকল ব্যাখ্যাই জানিতে পারিয়াছ । অধিক কি
গোবিন্দনাথের শিষ্যমুখ হইতে যাহা বিনিঃসৃত হয়
তাহা কি করিয়া দুরুক্ত অর্থাৎ ভাষার বিপরীত
অর্থ প্রকাশ করিয়া দুর্বাক্য হইবে । ৪২ ।

তুমি কখনই হারি কিম্বা গোপালের তুল্য প্রাকৃত
মনুষ্য নও । কিন্তু তুমি যে সর্বার্থদর্শী কোন
এক মহানুভাব পুরুষ তাহাতে সংশয় নাই । দিবা-
কর যেরূপ অন্ধকার দলন করিয়া ভ্রমণ করিয়া

ভাবানি চ মংকৃতানি । ত্বাণেব যিথং বিরহস্য নাস্তি
যন্তানি সমাগ্ বিবরীতুমীক্ते ॥ ৪৪ ॥ নিসর্গদুর্জা-
নতমানি কো বা সূত্রাণালং বেদিহুমর্থতঃ সন্ ।
ক্ৰেশস্ত তাবান্ বিবরীতুরেষাং যাবান্ প্রণেতু র্বিবুধ
বদন্তি ॥ ৪৫ ॥ ভাবং মদীয়মববুদ্ধ্য যথাবদেবং

প্রাকৃতো ন ভবদীভ্যশ্যেনাহ । বহবোহর্থ্য গর্ভে যেষাং নিগু-
ঢ়ো ভাবো যেষাং পুনশ্চ লব্ধি মংকৃতানি যানি সূত্রানি
তানি ত্বাং বিহায় এবংপ্রকারেণ সমাক্ যো বিবরীতুঃ বিবরণং
কর্তুং সমর্থঃ নাস্তি ॥ ৪৪ ॥ কিক সূত্রকুংপরিপ্রমতুলা
এবৈবাং ব্যাখ্যাতুঃ পরিপ্রম ইতি দেবঃপশুত্যাচ বদন্তীত্যাহ ।
নিসর্গাং স্বভাবাদেবাতিশয়েন দুর্জানানি সূত্রানি যথাভূতার্থতো
জ্ঞাতুং কো বাহল্যং ন কোহপি সমর্থঃ । হে সন্ যক এবাং
সূত্রাণাং প্রণেতু যাবান্ ক্ৰেশস্তাবানেবৈবাং বিবরণকর্তুঃ
ক্ৰেশ ইতি বিশেষজ্ঞা দেবশ্চ বদন্তি ॥ ৪৫ ॥ এবং যথা ত্বয়া

থাকে, সেইরূপ তুমি অনায়াসে বিষয় সকল পরি-
ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্যা বশতঃ সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন
করিয়াছ । ৪৩ ।

তুমি আমার সূত্রভাষ্য করিয়াছ বলিয়া যে অসা-
ধারণ হইয়াছে তাহা নহে । কারণ—যাহার গর্ভে
বহু অর্থ বিদ্যমান; যাহাদের ভাব সকল নিগূঢ় এবং
লঘুসৈদৃশ মংকৃত সূত্র সকলের তুমি বাতীত এইরূপ
ভাষ্য করিতে সমর্থ হয় এরূপ লোক আর কেহই
বিদ্যমান নাই । ৪৪ ।

আমার রচিত সূত্র সকল স্বভাবতই অত্যন্ত
দুর্জের । সুতরাং যথার্থরূপে সেই সকল সূত্রের
তাৎপর্য জানিতে কেহই সমর্থ নহে । হে পণ্ডিত-
বর ! গ্রন্থকারের এই সমস্ত সূত্র নির্মাণ করিতে যে

ভাষ্য প্রণেতৃমনসং ভগবানপীঃ । সাংখ্যাদিনা-
মথয়িতুং শ্রুতিমুক্তবস্ত্রোদ্ধৃতুং কথং পরশিবাংশ-
যুতে প্রভুঃ স্ম্যং ॥ ৪৬ ॥ রোষানুষঙ্গকলয়াপি
সুদূরমুক্তো ধৎসেহধিমানসমহো সকলাঃ কলাশ্চ ।

মদীয়ো ভাবো বৃদ্ধত্বা তং যথাবদবিজ্ঞায় ঐশ্বর্যযুক্তোহপি
কর্তুমকর্তুমত্থা কতুং সমর্থোহপি কশ্চিত্ত্বায়াং প্রণেতৃমনঃ
সমর্থো ন ভবতি যথাবদেবং ভাষ্যমিতি বা । যত এবমন্তঃ পর-
শিবাংশং বিনা সাংখ্যাদিনা বিপরীততাং প্রাপিৎ বেদান্তমা-
র্গমুক্তুং কথং প্রভুঃ সমর্থঃ শ্রুতিতার্থঃ । বসং ॥ ৪৬ ॥ যত্বং
ইত্যাহুতং তত্রাহ অদ্বুতশব্দরত্বং বয়িতুং ন শক্যোহদ্বুতত্বং
দর্শয়তি । রোষস্ত সঞ্চক্ৰেশেনাপি রহিতঃ স তু যোষাত্ব-
ঙ্গমুক্তো ন ভবতি । এবমুক্তোহপ্যধিমানসঃ মনসি সকলা
অপি কলাধৎসে স তু শিরস্ত্রেকামেব শশিকলাং বিভক্তি । পুনশ্চ

পরিমাণে ক্ৰেশ হইয়াছে, এই সমস্ত সূত্রের বিবরণ
কর্তা অর্থাৎ ভাষ্যকারেরও যে সেই পরিমাণে পরি-
শ্রম হইয়াছে, ইহা দেবতা ও পণ্ডিতেরা বলিয়া
থাকেন । ৪৫ ।

যেভাবে তুমি আমার আশয় জানিতে পারিয়া
এইরূপ ভাষ্য নির্মাণ করিয়াছ, তদ্রূপ ভগবান
ঈশ্বরও যথার্থরূপে আমার ভাব না জানিয়া ভাষ্য
করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ । সাংখ্যাদি দর্শন
শাস্ত্র দ্বারা বৈপরীত্য প্রাপ্ত বেদান্ত শাস্ত্রের উদ্ধার
করিতে পরম শিবের অংশ ব্যতীত আর কেহই
সক্ষম নহে । ৪৬ ।

“তুমি যে পূর্বে আমাকে বলিয়াছ”হৃদয়দ্বারা
মহাদেবকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ তাহার উত্তর
এই—সকলে সেই শব্দের বর্ণনা করিতে পারে কিন্তু
অদ্বুত শব্দের (তোমার) বর্ণনা করিতে
কিছুতেই পারা যায় না । কারণ (তোমাকে)রোষের

সৰ্ব্বাত্মনা গিরিজয়োপহিতস্বরূপঃ শক্যো ন বর্ণ-
য়িতুমদ্রুতশঙ্করস্ত্বং ॥ ৪৭ ॥ ব্যাখ্যাহপাসংখ্যেঃ
কবিভিঃ পুরৈতদ্ ব্যাখ্যাসাতে কৈশ্চিদিতঃ পরঞ্চ ।
ভবানিবাস্মদুদয়ং কিমেতে সৰ্ব্বজ্ঞ ! বিজ্ঞাতুমলং

নিগূঢ়ং ॥ ৪৮ ॥ ব্যাখ্যাহি ভূয়ো নিগমাস্ত্রবিদ্যাং বিভেদ-
বাদান্ বিদুষো বিজিত্য । গ্রহান্ ভুবি খাপয় সানু-
বন্ধানহং প্রমিষামি যথাভিলাষম্ ॥ ৪৯ ॥
ইতুক্তবস্তুং তমসাববোচৎ কানি ভাষাণ্যপি

সৰ্ব্বাত্মনা সৰ্ব্বাত্মভাবেন গিরিজয়া বেদান্তবাচি জ্ঞাতয়া ব্রহ্ম-
বিদ্যালক্ষণয়া পার্বত্যা যুক্তঃ স্বরূপং যস্য । স বুদ্ধিশরীরেণ
পার্বত্যা যুক্তস্বরূপ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ যদুক্তং লজ্জাসম্পাদকং
কস্য কৃত্যপি গুপ্ততয়া অহং ন লজ্জ ইতি তত্রাহ পূৰ্বমেতদ্বাদীঃ
সূত্রজ্ঞাতমসংখ্যাতৈঃ কবিভিঃ ব্যাখ্যাতং ইতঃ পরঞ্চ কৈশ্চিৎ
কবিভিরেতদ্ ব্যাখ্যাসাতে পরস্ত ভবানিব নিগূঢ়মশ্বদতিগ্রাহ্যং
বিজ্ঞাতুং কিমেতে ব্যাখ্যাতামোহলং সমর্থানৈব শক্তাঃ সৰ্ব্বজ্ঞায়া

ওবৈবৈতদ্বিজ্ঞানে শক্তি ন ভূনাত্মরজ্ঞস্তেত্যশয়বানাহ । হে
সৰ্ব্বজ্ঞেতি উঃ ॥ ৪৮ ॥ এবং সূত্রভাষাং জ্ঞয়া ক্রতিভাষাকর-
ণাদৌ প্রেরয়ন্ স্বগমনমামন্ত্রয়তি ব্যাখ্যাহীতি । বেদান্তবিদ্যা-
মুপনিষদং বিভেদ বাদান্ পণ্ডিতান্ বিজিত্য বিষয়সম্বন্ধপ্রয়ো-
জনাদিকার্য্যাব্যাহবৎকযুক্তান্ আখ্যাপয় উঃ ॥ ৪৯ ॥ ইতুক্তবস্তুং
তং শ্রীব্যাসমর্শে শ্রীশঙ্করোহবোচৎ অবদৎ । তদাজ্ঞা ময়া

সম্বন্ধ মাত্র দেখা যায় না । কিন্তু যথার্থ শঙ্কর
কোপ ত্যাগ পণ্যন্ত করিতে পারেন নাই ।
তথাপি তুমি একমাত্র মনে সকল কলা (শাস্ত্র) ধারণ
করিতেছ ; তিনি কেবল (মস্তকে) এক শশিকলা
ধারণ করিয়া থাকেন । এবং সৰ্ব্ব প্রকার গিরি
(অর্থাৎ বেদান্ত বাক্যে) জয়া অর্থাৎ জ্ঞাত ব্রহ্মবিদ্যা-
রূপ পার্বতী কর্তৃক তোমার স্বরূপ যুক্ত হইয়াছে,
কিন্তু যথার্থ মহাদেব অর্ক শরীর দ্বারা কেবল
গিরিজা অর্থাৎ পার্বতী কর্তৃক যুক্ত হইয়া থাকেন ।
এইরূপ প্রসিদ্ধ মহাদেব হইতে তোমার চরিত্র ও
শক্তি অদ্ভুত । ৪৭ ।

“তুমি যে পূৰ্বে বলিয়াছ, আমি লজ্জাজনক
কার্য্য করিয়া ও ধৃষ্টতা বশতঃ লজ্জিত হই না
কেন ?” তাহার উত্তর এই—পূৰ্বে অসংখ্য পণ্ডি-
তগণ আমার এই সূত্র সকল ব্যাখ্যা করিয়া-

ছিলেন । এবং ইহার পর ও অসংখ্য পণ্ডিতগণ
এই সমস্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করিবেন । কিন্তু হে
সৰ্ব্বজ্ঞ ! আমার নিগূঢ় অভিপ্রায় জানিতে তোমার
তুল্য কি এই সমস্ত ভাষ্যকারগণ সমর্থ হইবে ? তুমি
সৰ্ব্বজ্ঞ সূত্রাং তোমারই এই বিষয় জানিতে
শক্তি আছে, অথ কোন অল্পজ্ঞানীর শক্তি
নাই । ৪৮ ।

এইরূপে সূত্রভাষ্যের স্তব করিয়া ক্রতিভাষা
করিতে শঙ্করকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং
আপনার গমনের কথা বলিয়া দিলেন । তুমি
পুনর্ব্বার বেদান্তবিদ্যার ব্যাখ্যা কর । পণ্ডিতদিগকে
জয় করিয়া তর্কবাদ সকল খণ্ডন করিতে পারিবে ।
বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অধিকারী নামক অনুবন্ধ-
যুক্ত গ্রন্থ সকল পৃথিবীতলে প্রকাশ কর । আমার
এক্শণে যথায় অভিলাষ তথায় গমন করিব ।
। ৪৯ ।

বেদব্যাস এই কথা বলিলে শঙ্করাচার্য্য পুন-

পাঠিতানি । ধ্বস্তানি সম্যক্ কুমতানি ধৈর্য্যাদিতঃ
পরং কিং করণীয়মস্তুি ॥ ৫০ ॥ মুহূর্ত্তমাত্রং মণি-
কর্ণিকায়াং বিধেহি সদ্ বৎসলসম্মিধানম্ । চিরাদ্
যতেহং পরমায়ুষোহস্তে ত্যজ্যামি যাবদ্বপুরদ্যহেয়ম্ ॥

॥ ৫১ ॥ ইতীদমাকর্ণ্য বচো বিচিন্ত্য স শঙ্করং
গ্রাহ কুরুষ মৈবং । অনির্জিতাঃ সন্তি বহুস্করায়াঃ
ত্বয়া বুধাঃ কেচিদ্ধদারবিদ্যাঃ ॥ ৫২ ॥ জয়ায় তেষাং
কতি হায়নানি বস্তুবামেব স্থিরধীস্থয়াপি । নো চেন্

পূৰ্ণমেব সম্পাদিতেতি দর্শয়তি । নিগমান্তভাষ্যাণি কৃতানি
পাঠিতানি চ । পুনশ্চ কুমতানি ধৈর্য্যং সম্যক্ নাশিতানি
তস্মাদিতঃ পরং কিঞ্চিদপি কর্তব্যং নাস্তি ॥ ৫০ ॥ যত এবমতো
হে বৎসল ! ষট্কাষ্মকং মণিকর্ণিকায়াং সামীপাং নিধেহি এতদধ-
মহং চিরাদ্ যত্নং করোমি । পরমায়ুষ্যে তব সমীপেহস্য যাবদ্বৈয়ং বপুঃ
শরীরঃ ত্যজ্যামি তাবদিত্যর্থঃ । হে পরম ! আয়ুষোহস্তে সমা-
প্তাবিতি বা উপেং ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ তেষামুদারবিদ্যানাং জয়ায়

কবার বেদব্যাসকে বলিতে লাগিলেন । আমি
আপনার অনুজ্ঞা পূৰ্বেই সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছি ।
দেখুন—বেদান্ত ভাষ্য করিয়াছি । এবং ধৈর্য্যবলে
কুৎসিত মত সকল বিনাশ করিয়াছি, অতএব ইহার
পর আর কিছুই কৰ্ত্তব্য নাই । ৫০ ।

হে পণ্ডিতবৎসল ! এই সমস্ত কারণে কিয়ৎকণ
আপনি মণিকর্ণিকার সমীপে উপস্থিত থাকুন ।
ইহার নিমিত্ত আমি বহুদিন হইতে যত্ন করিয়া
আসিতেছি । অদ্য আমি আপনার সমীপে এই
কণভঙ্গুর শরীর পরিত্যাগ করিব । ৫১ ।

এই কথা শ্রবণ করিয়া ও ঐরূপ চিন্তা করিয়া
বেদব্যাস পুনরায় শঙ্করকে বলিলেন । তুমি কদাচ
এরূপ কার্য্য করিও না । কারণ, ভুলে কতক-

মুমুক্ষা ভুবি দুর্লভা স্মৃৎ স্থিতি র্থথা মাতৃধৃতস্ত
বালো ॥ ৫৩ ॥ প্রসন্নগন্তীরভবৎপ্রণীতপ্রবন্ধ-
সন্দর্ভভবঃ প্রহর্ষঃ । প্রোৎসাহযত্যানুবিদ্যাম্বীণাং
বরেণ্য বিশ্রাণয়িতুং বরং তে ॥ ৫৪ ॥ অকৌ বয়্যাসি

হে স্থিরধী ! যদ্যপি তৎপরাভবচ্ছেতুত্বাৎ গ্রন্থান্ত্রয়া দ্ভিত-
স্তথাপি কতি বর্ষাণি ত্বয়াপি বস্তুবামেব বিপক্ষে দোষমাহ । নো
চেদ্বিতি বধা বালো মাতৃধৃতস্ত স্থিতি দুর্লভা তদমাতৃ-
বস্তুকণে তয়া রহিতা মোক্ষোচ্চা দুর্লভা স্মৃৎ ৫৩ ॥
আয়ুষঃ সমাপ্তিং বিচাৰ্য্য বরদানায়াহ । হে আশ্রয়বিধাঃ
ধ্বীণাং বরেণ্য ! প্রসন্নগন্তীরগাং ভবৎপ্রণীতানাং প্রবন্ধানাং
সন্দর্ভে ভবো জন্ম যন্ত স প্রহর্ষঃ তুভ্যং বরং প্রদাতুং মাং
প্রোৎসাহয়তি ॥ ৫৪ ॥ বয়্যাসি বর্ষাণি ভবস্য শিব-

গুলি কৃতবিদ্য পণ্ডিত দিগকে তদ্যাপি জয় করা
হয় নাই । ৫২ ।

হে পণ্ডিতবর ! যদিচ সেই সকল কৃতবিদ্য
পণ্ডিতগণকে পরাভব করিবার পুস্তক সকল তুমিই
রচনা করিয়াছ, তথাপি সেই সকল কৃতবিদ্য পণ্ডিত-
গণকে জয় করিতে কিছুকাল তুমি এই জগতে বাস
করিবে । তাহার কারণ এই—যে রূপ বাল্যকালে
মাতার মৃত্যু হইলে বালকের দেহরক্ষা কঠিন হইয়া
উঠে, সেইরূপ মাতার মতন রক্ষকস্বরূপ তুমি
অস্তর্দ্ধান হইলে জগতে মোক্ষের ইচ্ছা লোকের
দুর্লভ হইবে, অর্থাৎ কাহারও মোক্ষের নিমিত্ত ইচ্ছা
জন্মিবে না । ৫৩ ।

হে আশ্রিতবৃদ্ধ ! হে ঋষিগণের বরণীয় শঙ্কর !
তোমার প্রণীত প্রসন্ন অথচ গম্ভীর প্রবন্ধ রচনাদ্বারা
আমার যে হর্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই হর্ষ অদ্য
তোমাকে বরদান করিবার নিমিত্ত আমাকে উৎসা-
হিত করিতেছে । ৫৪ ।

বিধিনা তব বৎস । দত্তান্ত্যানি চাক্তি ভবতা হুধিরা-
জিতানি । তুয়োহপি ষোড়শ ভবন্ত ভবাজয়া তে
ভূয়াচ্চ ভাষ্যমিদমারবিচন্দ্রতারম্ ॥ ৫৫ ॥ সমাসু-
বানেন বিরোধিবাদিগর্বাকুরোশ্চ লনজাগরুকেঃ ।
বাক্যৈঃ কুরুষোজ্জ্বলিতভেদবুদ্ধীনৈবৈতবিদ্যাপরি-
পন্থিনোহন্যন ॥ ৫৬ ॥ ইতীরয়ন্তং প্রতিবাচমুচে স

শঙ্করঃ পাবিতসর্বলোকঃ । হুংসূত্রসম্বন্ধবশাচ্চ-
দীপ্য ভাষ্যং প্রচারং ভূবি যাতু বিদ্বন্ । ॥ ৫৭ ॥
ইতীরয়িত্বা চরণৌ ববন্দে যতি শ্মুনেঃ সর্ববিদো
মহাত্মা । প্রদায় সন্তাব্যবরং মুনীশো দ্বৈপায়নঃ
সোহম্ভরমাদ যতাত্মা ॥ ৫৮ ॥ ইথং নিগদ্য ঋষিরুচ্চি-
তিরোহিতেহস্মিন্নস্ত কিংবেকনিধিরপ্যথ বিব্যাথে

ভাজয়া বরাজয়ং বদতি চ পুনরিদং ভাষ্যমারবিচন্দ্রতারং
ভূয়াৎ । বাবং হুধ্যাবিহিতভাববদ্বিতার্থঃ ॥ ৫৫ ॥ অহ
ষোড়শবর্ষপরিমিতাবুবা বরা কিং কর্তব্যমিত্যাকাঙ্ক্ষানাহ ।
যদনেনাবুবাহন্যাননৈতবিদ্যাপরিপন্থিনঃ স্ববাক্যাস্ত্যক্তভেদম-
ভীন্ কুরুষ । বাক্যানি বিশিনষ্ট বিরোধিবাদিমাং গর্বসা সমূলো-
চ্ছেদনে জাগরুকেঃ সাবধানৈঃ উঃ ॥ ৫৬ ॥ ইতোবং কথনঃ

কুরুষন্তং বেদব্যাসং পবিত্রলোকঃ স শঙ্করঃ প্রবচনমুবাচ । বাক্যপি
মনীষ ভাষ্যং প্রচারং গন্তং যোগাং ন ভবতি । তথাপি হুংসূত্র-
সম্বন্ধবশাৎ হে বিদ্বন্ ! ভূবি প্রচারং গচ্ছতু শ্রমাতোক্তিরিহম্ ॥
৫৭ ॥ সন্তাব্যবরমবশ্যাস্তাবিবরং সংপূজ্য বরং প্রদায়েতি বা
৫৮ ॥ ইথং সন্তাব্যাসিন্ ঋষিশ্রেষ্ঠে বেদব্যাসেহম্ভদানং গতে
অখানস্তরমত কিংবেকনিধিরপি সঃ শ্রীশঙ্করো বিব্যাথে বাধ্যঃ
প্রাপ । তত্র হেতুঃ হতাপস্যা ছাত্রী নিরুপাধিকৃপারণো যেষাং

বৎস ! বিধাতা তোমাকে অষ্টবর্ষ পরিমিত
বয়ঃক্রম প্রথমে দান করিয়া ছিলেন । তদনন্তর
ভূমি পণ্ডিত হইয়া অশ্রু অষ্ট বৎসর পরমায়ু উপা-
র্জন করিয়াছ । এক্ষণে তোমার পুনরায় মহাদেবের
আজ্ঞানুসারে ষোড়শবৎসর পরমায়ু হউক । তাহা
হইলে সর্বশুদ্ধ দ্বাত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত তোমার
জীবিতকাল গণনা করা হইল । এবং যতকাল
পৃথিবীতে এই চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র সকল অবস্থান
করিবে, ততকাল তোমার ভাষ্য অবস্থিতি করিবে ।
৫৫ ।

তুমি এই বয়সে বিরোধী বাদীগণের গর্বাকুরের
সমূলে উন্মূলনকার্য্যে একান্ত জাগরুক । এবং এক্ষণে
ঐ তেজস্বী স্বকীয় বচনদ্বারা অদ্বৈত মতের পরিপন্থী-
দিগকে ভেদবাদ হইতে বিরহিত কর । ৫৬ ।

মহামুনি বেদব্যাস এই সমস্ত কথা বলিবার পর
সর্বজনের পবিত্রতা-কারী শঙ্কর পুনর্বার প্রতি-
বাক্য বলিতে লাগিলেন । যদ্যপি আমার ভাষ্য
জগতে প্রচার হইবার যোগ্য না হয় তথাপি আপ-
নার সূত্র সম্পর্কে হে সর্বজ্ঞ ! যেন আমার
ভাষ্য জগতে প্রচারিত হয় । ৫৭ ।

এই কথা বলিয়া মহাত্মা যতীন্দ্র, সর্বজ্ঞ মুনি
বেদব্যাসের চরণ যুগল বন্দনা করিলেন । সংযত-
চিত্ত মুনীন্দ্র দ্বৈপায়ন, পূজনীয় ও অবশ্যস্তু্যাবী বর
প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হই-
লেন । ৫৮ ।

এই কথা বলিয়া ঋষিবর বেদব্যাস অশ্রুচ্ছান
হইলে শঙ্করাচার্য্য বিনেকী হইলেও তখন ব্যথিত

সঃ । হৃদ্যপহারিনিরুপাধিকৃপারসানাং তত্তা-
দৃশাং কথমহো বিরহো বিষহ্যঃ ॥ ৫৯ ॥ তৎপাদ-
পদ্যে নিজ্জচিত্তপদ্যে পশ্যন্ কথঞ্চিদ বিরহং বিষহ্য ।
যাতিক্তীশোহপি গুরো নির্যোগাম্মনো দধে দিগ্বি-
জয়ে মনৌষী ॥ ৬০ ॥ ভাষাস্ত্য বার্তিকমথৈষ কুমারি-
লেন ভট্টেন কারয়িতুমাদরবাস্মুনীজ্ঞঃ । বক্ষ্যায়মান
দরবিক্ষ্যমহীধরেণ বাচংযমেন চরিতাং হরিতং

তদ্যদৃশাং ব্যাসপ্রভৃতীনাং বিরহঃ কথমপি বিষহ্যো ন ভবতী-
তার্থঃ ৬০ ॥ ৫৯ ॥ তর্হি কথং তদ্বিরহং বিষহ্য দিগ্বিজয়ে মনো-
দধে ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ তদ্বিতি । গুরো বৈ দব্যাসস্যা নিযোগা-
দনুশাসনাং । উৎ ॥ ৬০ ॥ অথ দিগ্বিজয়ে মনসঃ স্থাপনানন্তরং
কুমারিলেন ভট্টেন ভাষাস্য বার্তিকমাদর্যং কারয়িতুমেষ মুনীজ্ঞঃ
বক্ষ্যাবদাচরন্তো নিফলাদরা গর্তা যস্মিন্স্থথাভূতো বিক্ষ্যাচলো
যেন তেন বাচংযমেন অগন্তোয়ান মুনিয়া চরিতাং দক্ষিণাং

হইলেন । ব্যাথা পাইবার কারণ এই—যাঁহারা
হৃদয়ের তাপ হরণ করিয়া থাকেন ; যাঁহাদের অকা-
রণ কৃপারসের সঞ্চার হইয়া থাকে, সেই সমস্ত
বেদব্যাস প্রভৃতি মহাত্মাগণের বিরহ কখনই সহ্য
হইতে পারে না । ৫৯ ।

মনীষাসম্পন্ন এবং যতীন্দ্র হইয়াও অদ্য শঙ্করা
চার্য্য স্বকীয় হৃদয়কমলে তাঁহার পদারবিন্দযুগল
দর্শন করিয়া অতিকষ্টে বিরহ ব্যাথা সহ্য করিয়া
গুরুদেব বেদব্যাসের অনুশাসন-হেতু দিগ্বিজয়ে
মন অর্পন করিলেন । ৬০ ।

দিগ্বিজয়ে মনঃস্থাপন করিবার পর ভট্টপাদ-
দ্বারা ভাষ্যের বার্তিক নিষ্কাশন করাইবার নিমিত্ত মুনি-

প্রতস্থে ॥ ৬১ ॥ ততঃ স বেদান্তরহস্যবেত্তা-
ভেত্তা মতানাস্তরসম্মতানাং । প্রয়াগমাগাং প্রথমঃ
জিগীষুঃ কুমারিলং সাধিতকর্ম্মজালং ॥ ৬২ ॥ আম-
জ্ঞতাং কিল তনুগমিতাং সিতাঞ্চ কন্তুং কলিন্দ-
সুতয়া কলিতামুষদ্বাম্ । অহায় জহুঃ তনয়ামথ নিহ-

হরিতং দিশং প্রতি প্রতস্থে প্রস্থানং কৃতবান্ ৬০ ॥ ৬১ ॥ ততঃ
প্রস্থানানন্তরং বেদান্তরহস্যবেত্তাহমতানামনভিমতানাং প্রমুখ
কটিতি বা ত্তেদনকর্তা স শ্রীশঙ্করঃ সাধিতকর্ম্মকাণ্ডে কুমা-
রিলং প্রথমং জ্ঞেতুমিচ্ছুঃ প্রয়াগতীর্থরাজমাগজং প্রয়াগমিতি
বা সম্বন্ধঃ উৎ ॥ ৬২ ॥ অত্যানন্তরং আমজ্ঞতাং পুংসাং তনু-
শরীরমসিতাং কৃষ্ণাং বিষুসরূপাঞ্চ কন্তুং কলিন্দাধাগিরিপুত্রা
কালিন্দ্যা যমুনয়া সম্পাদিতোহমুষকঃ সম্বন্ধো যগা নিহু, তাঁনি
নাশিতানুযানি যগা তাং জাহ্নবীমহায় অঙ্কসাহর্যানাং চতুর্দিক-

বর শঙ্করাচার্য্য, (যিনি বিক্ষ্যাচলকে নিফল ও গর্ত-
বিশিষ্ট করিয়া ছিলেন) সেই অগস্ত্য মুনির আশ্রিত
দক্ষিণদিকে প্রথম প্রস্থান করিলেন । ৬১ ।

শঙ্কর প্রস্থান করিবার পর বেদান্ত শাস্ত্রের
রহস্যবেত্তা এবং যিনি নিজের অনভিমত মত সমূহের
ছেদন কর্তা শ্রীশঙ্কর, (যিনি কর্ম্মকাণ্ড সকল
সম্পন্ন করিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন) সেই ভট্টপাদকে
প্রথমে জয় করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া প্রয়াগ-
তীর্থে আগমন করিলেন । ৬২ ।

অনন্তর প্রয়াগতীর্থ মধ্যে যে সকল পুরুষ
বেণীমাধব সঙ্গমে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা করিয়া তাহা-
দিগের শরীর কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ বিষুসরূপও তাহা-
দিগকে শ্বেতবর্ণ অর্থাৎ মহাদের তুল্য করিবার

তাযাং মধ্যেপ্রয়াগমগম্মুনির্ধর্মমার্গম্ ॥ ৬৩ ॥ গঙ্গা-
প্রবাহৈরুপরুদ্ধবেগা কলিন্দকন্যা স্তিমিতপ্রবাহা ।
অপূর্বসখ্যা গতলজ্জয়েব যত্রাধিকং ভাতি বিচিত্র-
পাথাঃ ॥ ৬৪ ॥ অন্তুবসন্তিরমলচ্ছবিসম্প্রদায়মধ্যে-
তুমাপ্রিতজ্জলাং কুহচিন্ মরালৈঃ । চক্ৰঘয়েন রজ-

নীসহবাসমৌখ্যাসংশীলনায় কিল সম্বলিতাং পরত্র
॥ ৬৫ ॥ যত্রাপ্লুতা দিব্যশরীরভাজ আচন্দ্রতারং
দিবিভোগজাতম্ । সংভূক্তে ব্যাধিকথানভিজ্ঞাঃ
প্রাহেমমর্থং শ্রুতিরেব সাক্ষাৎ ॥ ৬৬ ॥ অজ্ঞাত-
সম্ভবতিরোধিকথাপি বাণী নশ্চাঃ সিতাসিততয়েব

পূর্ববার্ধাভাঃ মার্গং মধ্যেপ্রয়াগং প্রয়াগত মধ্যমগমং পাবে-
মধ্যে বষ্ঠ্যাবেতি সমাস এতৎকনিপাতকং বস ॥ ৬৩ ॥ গঙ্গা-
প্রবাহৈরুপরুদ্ধা বেগা বস্তাঃ সা বিচিত্রজলা কলিন্দকন্যা
যমুনা যত্র প্রয়াগমধ্যেঃপূর্বসখ্যা আগতা বা লজ্জা তয়া স্তিমি-
তোহচকলঃ প্রবাহঃ প্রবৃতি যত্রাতথাভূতা ইবাধিকং ভাতি ।
প্রবাহন্ত প্রবৃত্তৌ তাদপি স্রোতসি বারিনোতি মেদিনী উ ॥ ৬৪ ॥
কুহচিন্ কচিদমলকাঙিলক্ষণঃ সম্প্রদায়মধ্যেতুং সমীপে বসতিঃ

নিমিত্ত কলিন্দদুহিতা যমুনানদী যাহার সহিত
সম্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে—যিনি পাপ রাশি বিনাশিত
করিয়া থাকেন এবং যিনি ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ এই
চতুর্বিধ পুরুষার্থের সরণিস্বরূপ জাহ্নবীকে দর্শন
করিলেন । ৬৩ ।

যেরূপ কোন এক প্রিয়সখী লজ্জা পরিত্যাগ
করিয়া প্রিয়সখীর মনের প্রবৃতি স্থির করিয়া থাকে,
সেইরূপ প্রয়াগতীর্থমধ্যে ভাগীরথীর প্রবাহদ্বারা
কলিন্দকন্যা যমুনানদীর বেগ রোধ করিয়াও তাহার
প্রবাহ স্তিমিত করিবার পর বিচিত্র ভলে যমুনানদী
শোভা পাইতে লাগিল । ৬৪ ।

কোন স্থানে বিমল কাস্তিরূপ বিদ্যা অধ্যয়ন করি-
বার নিমিত্ত সমীপবর্তী শিষ্য সদৃশ মরালকুল জল-
সেবা করিতেছে ; অন্যস্থানে নলিনীর সহবাসরূপ

নিবৈশ্বর্য়ালৈ হংসৈরাশ্রিতং জলং যত্রাতাং পুরজ্ঞানজ্ঞ নলিনী-
সহবাসলক্ষণমৌখ্যাসংশীলনায় চক্রঘয়েন সংব্যাক্ষাৎ ভাগীরথীঃ
বিগাহেতি ব্যবহৃতিভেদাভ্যয়ঃ । রজনী নলিনীরাত্রিহরিজাজভ-
কাস্মৃচেতি মেদিনী ব ॥ ৬৫ ॥ তামেব বর্ণয়তি । যত্র
যত্রাং যমুনা সঙ্গতারাং গঙ্গারামাপ্লুতা দিব্যশরীরভাজাঃ ।
পুনশ্চ ব্যাধিকথানভিজ্ঞাঃ সম্ভুঃ দিবিভবং ভোগসমুদায়ং সমাগ-
ভূক্তে । নম্রত্র কিং প্রমাণমিতি চেত্তত্রাহ । ইমমর্থং সাক্ষাচ্ছ্রু-
তিরেব প্রাপ । তথা চ শ্রুতিঃ সিতাসিতে সন্নিতে যত্র সঙ্গতে
তত্রাপ্লুতাসৌ দিব্যমুৎপতভীতাদাদ্য ইষ্ট ॥ ৬৬ ॥ কিঞ্চ বাণী
শ্রুতিরপি অজ্ঞাতসম্ভবন্ত অননন্তিযোগেধেস্তিরোধানস্য চ কথা

স্বথভোগ করিবার নিমিত্ত চক্রবাক যুগল ভাগীরথী
বাপ্ত করিয়াছে । যে স্থানে ভাগীরথী যমুনার
সহিত মিলিত হইয়াছে তথায় স্নান করিয়া লোকে
দিব্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এবং যেস্থানে
ব্যাধির কথা পর্য্যন্ত জামিতে না পারিয়া লোকে
স্বর্গীয় ভোগ সকল সমাক্রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
‘সিতাসিতে সন্নিতে যত্র সঙ্গতে তত্রাপ্লুতাসৌ দিব-
মুৎপতন্তি’ যেস্থলে কৃষ্ণ ও শুক্ল নদীদ্বয় মিলিত
হইয়াছে তথায় স্নান করিলে স্বর্গে গমন করিয়া
থাকে । ইত্যাদি শ্রুতি বচনই এই বিষয়ে প্রমাণ ।
যাহাতে জন্ম এবং ময়ের কথা জ্ঞাত হয় নাই, সেই

গুণাতি রূপম্ । ভাগীরথীং যমুনয়া পরিচর্যমাণা-
 মেতাং বিগাহ মুদিতো মুনিরিত্যভগীৎ ১৬৭ ॥ সিদ্ধা-
 পগে ! পুরবিরোধিজটোপরোধকুচ্ছা কুতঃ শতমদঃ-
 সদৃশান্ বিধৎসে । বন্ধা ন কিং নু ভবিতাসি
 জটাবিরোধাম্বা জড়প্রকৃতয়ো ন বিদন্তি ভাবি ॥৬৮॥
 সন্মার্গবর্তনপর্যাপি সুরাপগে ! স্বমস্থীনি নিস্তামশু-

যযা সা যতা যমুনয়া লবতাতা পজায়াঃ শিতানিত্তরৈব রূপং
 বর্ণয়তি তথাভূতামেতাং যমুনয়া পরিচর্যমাণাং ভাগীরথীং
 পিগাহ মুদিতো মুনিঃ শ্রীপত্নয় ইতি বন্ধামাবমতাধীহুত্বান্
 ১০ ॥ ৬৭ ॥ হে সিদ্ধাপগে ! ত্রিপুরবিরোধিনঃ শিবস্ত জটো-
 পিকপরেঃসেব জুহু শতমদুবা শিবস্য লবতান্ কুতঃ কিমর্থং
 বিধৎসে । এবাং যযা রচিতানাং জটাবিঃ কিং হ ন বন্ধা ভবি-
 তাসি কিং বন্ধা ন ভবিষ্যি কিন্তু ভবিষ্যস্যেব । এবমাকিপ্য
 সুরমেব প্রতিক্রপতি । জড়প্রকৃতয়ো ভবিষ্যং ন জানন্তি । অত্র
 মিন্দয়া স্তবেরবগবদ্ব্যজ্ঞতিঃ । উক্তি বাক্যজ্ঞতি নির্মাস্ততিভ্যাং
 স্ততিনিষ্যোরিত্যুক্তেঃ ॥৬৮॥ হে সুরাপগে ! সন্মার্গবর্তনপর্যাপি
 ১২ নিস্তামপবিভ্রাণ্যস্থীনি কিমর্থমাদদাসীত্যাক্ষেপঃ । সুরমেব সমা-
 ধত্তে হে দেবি ! তব জয়রম্যজাতং তবাপ্তিপ্রায়ো বুদ্ধস্তব জলে

প্রতিবাণী শুক্ল ও কৃষ্ণভাবে যমুনামিলিত ভাগী-
 রথীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন । অতএব তখন সেই
 যমুনা-সেবিত ভাগীরথীর জলে অবগাহন করিয়া
 মুনিবর শঙ্করাচার্য্য এইরূপ কথা বলিতে লাগিলেন
 ১৬৫ । ৬৬ । ৬৭ ।

হে সিদ্ধতরঙ্গিনি ! আপনি ত্রিপুরারির জটো-
 প্পর্শে ক্রুদ্ধ হইয়া কি হেঁহু শত শত শিবভূলা
 লোকের উৎপত্তি করিতেছেন ? আপনি যে সকল
 শিব সৃজন করিয়াছেন, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি
 তাহাদিগের জটাদ্বারা আপনিও কোন সময়ে বন্ধ হই-
 বেন । অথবা জড়প্রকৃতি মনুষ্যগণ ভাবী অর্থ কিছু-

চীনি কিমাদদাসি । আজ্ঞাতমম্ব ! জয়ন্ত তব সজ্জ-
 নানাং প্রায়ঃ প্রসাধনকৃতে কৃতমজ্ঞনানাং ॥ ৬৯ ॥
 স্বাপামুযঙ্গজডতাভরিতান্ জনৌঘান্ স্বাপামুযঙ্গ-
 জড়তাবিধুরান্ বিধৎসে । দুরীভবদ্বিষয়গগলদো-

কৃতং মজ্জনং যৈত্তেবাং সজ্জনানাং প্রায়ঃ প্রসাধনকৃতে শিবরূপা-
 গাং তেবামলকার্য্যমাদদাসীত্যর্থঃ । ত্রিহিতাকারপূর্জকত্বাৎ পর-
 মৈশ্বরপ্রয়োগো ন দোষাবহঃ । আডো দোনাস্য বিহরণে ইতি
 ত্রিহিতগ্রহণজ্ঞাপকাত্ । তথাচ লোকোপকারায় যথোক্তা তব
 প্রবৃতিরিত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥ স্বাপামুযঙ্গেন নিদ্রাসুপজেন বা জড়তা
 তয়া ভরিত্যগ্রিভ্রাহুযঙ্গজড়তাবিধুরানেব বিধৎসে দুরীভবদ্বিষয়-
 রাগো বস্যাং তথাভূতং জড়মেবাং তাংস্ত মুখাদিমুওনেন ধৃতা-
 বৎসলয়সি ধৃষ্টশিষ্যোমণীন্ করোষি তথাচৈব কো বা মার্গঃ ।
 তথা দুরীভবদ্বিষয়গগলদোঃ ধৃষ্টো বধূপুংসঃ তদবতৎসে:

তেই জানিতে পারেনা, সুতরাং তাহারা আপনাকে
 তাহাদের জটাদ্বারা বন্ধন করিলেও করিতে পারে
 ১৬৮ ।

হে সুরনদি ! আপনি একান্ত সংপথে প্রবৃত্ত
 হইয়াও কি কারণে নিম্নত অপবিত্র অস্থি সকল
 গ্রহণ করিয়া থাকেন । মাতঃ ! আমি এতক্ষণে
 আপনার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি । আপনার
 জলে যাহারা সর্বদা নিমগ্ন থাকেন সেই সমস্ত
 সজ্জনগণের (অর্থাৎ প্রারই শিবরূপী সেই সকল
 লোকের) অলঙ্কারার্থ আপনি ঐ অপবিত্র অস্থি
 সকল গ্রহণ করিয়া থাকেন । ৬৯ ।

নিদ্রার আবির্ভাবে যে জড়তা জন্মে যাহারা
 তাহাদ্বারা পরিপূর্ণরূপে সংস্কৃত, আপনি তাহাদিগ-
 কেও নিদ্রাজনিত জড়তা হইতে চ্যুত করিয়া
 থাকেন । যাহাদের হৃদয় হইতে বিষয়াশুরাগ দূর
 হইয়াছে তাহাদিগকেও শীঘ্র মুখাদির ভূষণদ্বারা ধৃত

হপি তূর্ণং ধূর্তা বতংসয়সি দেবি ! ক এষ মার্গঃ ॥ ৭০ ॥
ইতি স্তবংস্তাপসরাট্ ত্রিবেণীং শাট্যা সমাচ্ছাদ্য
কটিং কুপীটে । দোদগুযুগ্মোক্তবেণুদণ্ডোহঘম-
বর্ষণস্নানমনা বভূব ॥ ৭১ ॥ সম্রো প্রয়াগে সহ শিষ্য-
সঙ্ঘৈঃ স্বয়ং কৃতার্থো জনসংগ্রহার্থঃ । অস্মারি
মাতাহপি চ সা পুণ্যে দধার যা দুঃখমসোঢ় ভূরি ॥
৭২ ॥ অনুষ্ঠিতং দ্রাগবসায়্য বাতৈঃ কল্লারশীতৈরুপ-

সেব্যমানঃ । তীরে বিশ্রাম তমালশালিন্যাস্ত্রো-
হজ্জয়ত লোকবার্তা ॥ ৭৩ ॥ গিরেরবল্লুত্য গতিঃ
সতাং যঃ প্রামাণ্যাম্মায়গিরামবাদীৎ । যন্ত প্রাণ-
দাজ্জিদিবৌকসোহপি প্রাপেদিরে প্রাক্তনযজ্ঞ-
ভাগান্ ॥ ৭৪ ॥ সোহহং গুরোরুন্মথনপ্রসক্তং
মহত্তরং দোষমপাকরিষুঃ । অশেষবেদার্থবিদাস্তি-
কহ্যৎ ভূবানলং প্রাবিশদেয ধীরঃ ॥ ৭৫ ॥ অয়ং

শিবভূজপান্ কণ্ঠোষীতি শ্লেষণে স্ততিঃ । ধূর্তং তু খণ্ডলে বর্ণে
ধতুরে না বিটে ত্রিষিতি মেদিনী উৎ ॥ ৭০ ॥ তৈত্যং ত্রিবেণীং
স্তবন্ সন্ তাপসরাট্ শাট্যা কটিং সমাগচ্ছাদ্য ভূজদণ্ডগুগ্মো-
দগুঃ স্ততো বেণুদণ্ডো যেন স কুপীটে জলে কুপীটমুদরে তোয়ে
ইতি মেদিনী । অঘমবর্ষণস্নানে মনো বস্যা ভবাভূতো বভূব ॥ ৭১ ॥ যা
পুণ্যে গর্ভে দধার দুঃখং ভূরি অসোঢ় সা মাতাহপ্যস্মারি স্তভা
আপাং ॥ ৭২ ॥ দ্রাগ্ ঝটিতি অনুষ্ঠিতমহুষ্ঠানং অবসায়্য সমাপ্য

কল্লারশীতৈর্ স্রীতকপসেব্যমানঃ তমালশালিনি তীরে
বিশ্রামং কৃত্বান্ । অস্রাস্তবে লোকবার্তা অজ্জয়ত উৎ ॥ ৭৩ ॥
তামেব দর্শয়তি গিরেরিতি । যঃ সতাং গতিঃ পর্বতাদবল্লুত্যা
বেদগির্যং প্রামাণ্যমবাদীৎ ॥ ৭৪ ॥ সোহহং ভট্টপাদঃ গুরো-
রুন্মথনং প্রসক্তং প্রাপ্তং মহত্তরং দোষমপাকরিষুঃ সর্ব-

মণি করিয়া থাকেন । অথবা বিঘরগ-শূন্য ব্যক্তি-
দিগকে (ধূর্ত অর্থাৎ ধতুরপুংস্ যাঁহার কর্ণভরণ
সেই মহাদেবের) তুল্য করিয়া থাকেন । অতএব
আপনার এ করুণ পদ্ধতি ? । ৭০ ।

এইরূপে যতিবর ত্রিবেণীর স্তব করিয়া বসন-
দ্বারা কটিদেশ আচ্ছাদন করিলেন । এবং বাহুরূপ
দণ্ডযুগলদ্বারা উচ্চে বেণুদণ্ড ধারণ করিয়া জলমধ্যে
অঘমবর্ষণ স্নান করিতে মন করিলেন । ৭১ ।

স্বয়ং কৃতার্থ হইয়াও জনসমূহের সংগ্রহে প্রার্থনা
করিয়া শিষ্যগণের সহিত প্রয়াগে স্নান করিলেন ।
এবং তৎকালে যিনি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন :

যিনি ভরণ-পোষণ করিয়াছিলেন ও গর্ভে ধারণ করি-
বার কালে বহুতর দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন সেই জন-
নীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন । ৭২ ।

শীঘ্র অনুষ্ঠিতকার্য্য সকল সমাপন করিয়া কল্লার-
কুস্মে একান্ত সুশীতল সমীরণ সেবনে স্নিগ্ধ হইয়া
বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত তমালতরুশোভিত নদী-
তীরে উপস্থিত হইলেন । ইত্যবসরে কতকগুলি
লোকের কোলাহলধ্বনি শ্রবণ করিলেন । ৭৩ ।

যিনি সজ্জনগণের আশ্রয় ; যিনি বেদবচনের
প্রামাণ্য স্থির করিয়াছেন ; যাঁহার প্রসাদে স্বর্গবাসী-
দেবতাগণও প্রাক্তন যজ্ঞভাগ সকল পাইয়া থাকেন,
সেই ভট্টপাদ পর্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া গুরুর
পরাজয়জনিত মহৎ দোষ সকল নিরাকরণ করি-

হৃদীনাখিলবেদমন্ত্রঃ কূলক্কালাড়িতসর্বতন্ত্রঃ ।
 নিতাস্তদূরীকৃতদুর্ভুতন্ত্রস্ত্রৈলোক্যবিন্দ্রামিতকীর্তিযন্ত্রঃ
 ॥ ৭৬ ॥ অস্ত্রোতি তাং সত্বরমেঘ গচ্ছন্ বালোক-
 যন্তঃ তুষরাশিসংস্থম্ । প্রভাকরাদৈঃ প্রথিত-
 প্রভাবৈরুপস্থিতং সাশ্রুমুখে ক্রিনেনৈঃ ॥ ৭৮ ॥

বেদার্থজ্ঞ এই ধীর আশ্রিতকৃত্ত্বাভুবাগ্নিং প্রাবিশৎ ॥ ৭৫ ॥ অয়ং
 ভট্টপাদঃ হি প্রসিদ্ধমধীতাখিলবেদমন্ত্রঃ । পুনশ্চ কূলক্কা-
 লনী তদ্বদালোড়িতানি অবগাহিতানি সর্বশাস্ত্রাণি সর্ব-
 সিদ্ধান্তা বা যেন স নিতাস্তদূরীকৃতানি দুর্ভুতস্ত্রাণি যেন অতএব
 বিন্দ্রামিতঃ কীর্তিলক্ষণং যন্ত্রঃ যেন সঃ বিয় ॥ ৭৬ ॥ ইতি তাং
 লোকবার্তাঃ শ্রুত্বা তৎ ভট্টপাদং ব্যালোকয়ন্ত দৃষ্টবান্ ৫০ ॥
 ॥ ৭৭ ॥ তৎ বিশিনষ্ট । ধূমায়মানেন তুষাগ্নিমাংশেষে বপুষি
 সন্দহমানেন্ধপি সংশ্রুতমানেন মৃথেনোঅব্যাপ্তকমলস্ত শ্রিয়মা-
 দধানং । বাস্পমুদ্রাশ্রকশিণাবিতি মেদিনী ॥ ৭৮ ॥ কটাক্কাভঙ্গ্য

বার অভিপ্রায়ে তখন আশ্রিতকতার সহিত ভুবানলে
 প্রবেশ করিলেন । ৭৪ । ৭৫ ।

ইহা সকলেই জানিত যে,ঐ ভট্টপাদ অখিলবেদ
 মন্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ; নদীর মত সকল
 শাস্ত্র অবগাহন করিয়াছেন ; দুর্ভুতস্ত্র সকল অত্যন্ত
 দূর করিয়া দিয়াছিলেন । অতএব ঐ মহাপুরুষের
 কীর্তিযন্ত্র পৃথিবীর সকল স্থানে পরিভ্রমণ করিত
 । ৭৬ ।

এই লোকবার্তা শ্রবণ করিয়া শঙ্করাচার্য্য সত্বর
 ভট্টপাদের নিকটে গমন করিলেন । দেখিলেন
 ভট্টপাদ ভুবানলमध्ये অবস্থিত বিখ্যাতনামাপ্রভা-
 করাদি শিষ্যগণ অশ্রুপূর্ণ মুখে তথায় উপস্থিত
 রহিয়াছেন । ৭৭ ।

প্রধূমিত ভুবানলে অশেষ কলেবর দগ্ধ হইলেও

দূরে বিধুতাম্রপাক্তভঙ্গ্য তং দেশিকং দৃষ্টিপথা-
 বতীর্ণং । দদর্শ ভট্টো জ্বলদগ্নিকল্লো জুগোপ যো
 বেদপথং জিতারিঃ ॥ ৭৯ ॥ অদৃষ্টপূর্বং শ্রুত
 পূর্ববৃত্তং দৃষ্টান্তিমোদঃ স জগাম ভট্টঃ । অচীকর-
 চ্ছিষ্যগণৈঃ সপর্যায়ুপাদদে তামপি দেশিকেন্দ্রঃ ॥
 ৮০ ॥ উপান্তভিক্ষুঃ পরিতুচ্চচিতঃ প্রদর্শয়ামাস

দূরে বিধুতাম্রাণি যেন তং দৃষ্টিমার্গেবতীর্ণং দেশিকং জ্বল-
 ক্লরং জ্বলদগ্নিকল্লো ভট্টপাদো দদর্শ যো জিতারি র্বেন্দমার্গং
 জুগোপ ॥ ৭৯ ॥ অদৃষ্টপূর্বং শ্রুতপূর্বং বৃত্তকরিতং যন্ত তং
 শ্রীশঙ্করঃ দৃষ্টা তট্টোহতিহর্বং অগাম । ততশ্চ শিষ্যগণৈঃ
 পূজাং কৃতবান্ । তাং সপর্যায়মনপেক্ষিতামপি দেশিকেন্দ্রঃ
 স্বীকৃতবান্ ॥ ৮০ ॥ উপান্তা ভিক্ষা যেন পরিতুচ্চচিতঃ স শ্রীশ-

অবশিষ্ট দৃশ্যমান মুখমাত্রদ্বারা ভট্টপাদ উত্তপ্ত কমল-
 পুষ্পের শোভা তৎকালে ধারণ করিলেন । ৭৮ ।

কটাক্কা বিক্ষেপ মাত্র যিনি দূরে কলুষরাশি ধ্বংস
 করিয়াছেন ; যিনি ইন্দ্র সকল জয় করিয়া বেদপথ
 রক্ষা করিয়াছেন ; জ্বলন্ত অনলসদৃশ ভট্টপাদ,তখন
 ঐ গুরুবর শঙ্করকে দৃষ্টিপথে অবতীর্ণ হইতে দেখি-
 লেন । ৭৯ ।

ভট্টপাদ ইতিপূর্বে কখন শঙ্করাচার্য্যকে দর্শন
 করেন নাই । কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত চরিত্র সকল
 শ্রবণ করিয়াছিলেন । অন্য তাঁহাকে প্রথম দর্শন
 করিয়া অত্যন্ত প্রমুদিত হইলেন এবং শিষ্যগণের
 সহিত তাঁহার পূজা করিলেন । গুরুবর শঙ্করও
 তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করিলেন । ৮০ ।

ভিক্ষোপজীবী, আনন্দিতচেতা শঙ্কর তখন

স ভাষ্যমস্মৈ । সৰ্ব্বো নিবন্ধো হুমলোহপি লোকে
শিক্তোক্তিতঃ সঙ্করণং প্রয়াতি ॥ ৮১ ॥ দৃষ্টা ভাষ্যঃ
স্বকচেতাঃ কুমারঃ প্রোচে বাচং শঙ্করং দেশি-
কেন্দ্রঃ । লোকে বুল্লো মৎসরগ্রামশালী সৰ্ব্বজ্ঞানো
নাল্লভাবস্ত পাত্ৰম্ ॥ ৮২ ॥ অকৌ সহস্রাণি বিভাস্তি
বিদ্বন্ । সদ্ধার্তিকানাং প্রথমেন্ত্র ভাষ্যে । অহং যদি
শ্যামগৃহীতদীক্ষো ধ্রুবং বিধাস্তে স্তুনিবন্ধমস্ত ॥ ৮৩ ॥

ভবাদৃশাং দর্শনমেব লোকে বিশেষতোহস্মিন্ সময়ে
দুরাপং । পুরার্জিতেঃ পুণ্যচর্যৈঃ কথঞ্চিং ভ্রমদ্য
মে দৃষ্টিপথং গতৌহভূঃ ॥ ৮৪ ॥ অসার সংসার-
পরোধিমধ্যে নিমজ্জতাং সত্ত্বিকদারবৃত্তৈঃ । ভবা-
দৃশৈঃ সঙ্গতিরেব সাধা নাত্তত্ত্বজ্ঞানবিধাবুপায়ঃ ॥
৮৫ ॥ চিরং দিদৃক্ষে ভগবন্তমিথং ভ্রমদ্য মে
দৃষ্টিপথং গতৌহভূঃ । নহাত্ত সংসারপথে নরাণাং

করোহস্মৈ ভট্টপাদায় ভাষ্যং দর্শয়ামাস । নহু কিমর্থং দর্শয়-
মাসেত্যপেক্ষায়ামাহ সৰ্ব্ব ইতি ॥ ৮১ ॥ তত্র হেতুমাহ । হি
যস্যারোকেহয়ঃ কুত্রো মৎসরগ্রামশালী সৰ্ব্বজ্ঞানঃ সৰ্ব্বজ্ঞস্ত
মাৎসর্যাদিলক্ষণস্ত কুত্রভাবস্ত পাত্ৰং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥
যহ্বাচ তদাহ অষ্টাবিতি । হে বিদ্বন্ ! অত্রাশ্বিন্ গ্রহে প্রথমেন-
দ্র্যায় ভাষ্যে সদ্ধার্তিকানাং সহস্রাণি ভাস্তি । তর্হি কৰ্ত্তব্যানীতি
চেতত্রাহ । যদ্যগৃহীতদীক্ষঃ স্তাং তত্ৰস্ত ভাষ্যস্ত স্তুনিবন্ধঃ
বিধাস্তে উৎ ॥ ৮৩ ॥ তিষ্ঠেৎসত্ত্ববদর্শনস্তিহ্লভং ময়া লক্ষ-

মিত্যাহ । ভবাদৃশামিতি উপেৎ ॥ ৮৪ ॥ যতো ভবাদৃশাং সঙ্গ-
তিরেব সংসারাদ্ভ্রমগোপায় ইত্যাহু অসারেতি । তত্ত্বজ্ঞানবিধৌ
সংসারোত্তরণবিধৌ উৎ ॥ ৮৫ ॥ মধেবং তর্হি কিমিতি স্বাতি-

সহস্র বার্তিক আছে । যদি চ আমি দীক্ষাগ্রহণ
করি নাই—তথাপি আমি নিশ্চয়ই এই ভাষ্যের
একটী উত্তম নিবন্ধ রচনা করিব । ৮৩ ।

নিবন্ধ রচনা অতিসামান্য কথা—ভবাদৃশ ব্যক্তি-
গণের দর্শন, বিশেষতঃ এইরূপ সময়ে অত্যন্ত
দুর্লভ । আমি পূর্বজন্মে কত শত পুণ্য সঞ্চয়
করিয়াছিলাম, তাহাতেই অদ্য আপনি আমার দৃষ্টি-
গোচর হইয়াছেন । ৮৪ ।

যাহারা অসার সংসারসাগর মধ্যে নিমগ্ন, উদার
চরিত ভবাদৃশতুল্য সদ্ব্যক্তির সহিত তাহা-
দিগের মিলন হয় একান্ত আবশ্যক । নতুবা
সংসারসমুদ্রে হইতে উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য কোন
উপায় নাই । ৮৫ ।

ভট্টপাদকে ভাষ্য দেখাইলেন । দেখাইবার কারণ
এই—জগতে বিমল প্রবন্ধ সকল শিষ্টজনের দর্শন-
পথে পতিত হইলেই সুপ্রচারিত হইয়া থাকে ॥ ৮১ ॥

ভট্টপাদ ভাষ্য দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং
গুরুবর শঙ্করকে দুই একটী কথা বলিতে লাগি-
লেন । জগতে লঘুচেতা ব্যক্তিই মাৎসর্য্যসমূহ-
দ্বারা শোভা পাইয়া থাকে । কিন্তু সৰ্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি
কদাচ ঐরূপ মাৎসর্য্য প্রভৃতি ক্ষুদ্র পদার্থের পাত্ৰ
নহেন । ৮২ ।

হে সৰ্ব্বজ্ঞ । এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আট-

বহুদিন হইতে আমি বাসনা করিয়া আসিতেছি

স্বেচ্ছাবিধেয়োহভিমতেন যোগঃ ॥ ৮৬ ॥ যুনক্তি
কালঃ কচিদিষ্টবস্তুরা কচিৎ স্থরিস্টেন চ নীচবস্তুরা ।
তথৈব সংযোজ্য বিযোজয়তাসৌ সুখাস্থে কাল-
কৃতে প্রবক্ষ্যতঃ ॥ ৮৭ ॥ কৃতো নিবন্ধো নিরণ্যি পস্থা
নিরাসি নৈয়ায়িকযুক্তিজালম্ । তথাষ্ণভূবং বিষ-
য়োথজাতং ন কালমেনং পরিহর্তুমীশে ॥ ৮৮ ॥

পথিতং স্থরা ন সম্পাদিতমিতি চেত্তদাহ নহীতি ॥ ৮৬ ॥ তর্হি
কো বা যুনক্তীতি চেত্তদাহ যুনক্তীতি । অতঃ কারণং সুখ-
দুঃখে কালকৃতে অহং বিজ্ঞান্যামি উঃ ॥ ৮৭ ॥ অহং তু সর্বং
কর্তব্যং কৃতবানেবেত্যাহ কৃত ইতি । পুনশ্চ কর্মমার্গো নির্ণীতঃ ।
নৈয়ায়িকযুক্তিজালং নিরস্তং । বিষয়োথিতং সুখদুঃখজাতকাল-
ভূতং । নস্বৈবস্তুত্বমেনং কালং কিমিতি ন পরিহরনীতি চেত-
তদাহ । নেশে সমর্থো ন ভবামি ॥ ৮৮ ॥ নহু কিমর্থমেবং বিধাতুঃ

যে আপনার সহিত একবার আমার সাক্ষাৎ হয় ।
কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অদ্য আপনি আমার নয়ন পথে
পতিত হইয়াছেন । এই সংসারপথে অভিমত
বস্তুর সহিত সংযোগ কোন ক্রমেই স্বেচ্ছামত
হইতে পারে না । ৮৬ ।

কাল, কখন ইষ্টবস্তুর সহিত সংযোগ করিয়া
থাকে, কখন বা অশুভ ফলপ্রদ অনিষ্টবস্তুর সহিত
সংযোগ করিয়া থাকে । আবার কখন বা সংযোগ
করিয়া পুনর্ব্বার বিয়োগ করিয়া থাকে । অতএব
জগতে সুখদুঃখ কালের অধীন বলিয়া জানিতে
হইবে । ৮৭ ।

আমি নিবন্ধ রচনা করিয়াছি ; কর্মমার্গ নির্ণয়
করিয়াছি ; নৈয়ায়িকদিগের যুক্তি সকল নিরস্ত

নিরাস্তমীশং শ্রুতিলোকসিদ্ধং শ্রুতঃ স্বতো মাহ-
মুদাহরিষান্ । ন নিহুবে যেন বিনা প্রপঞ্চঃ সৌখ্যায়
কল্পেত ন জাতু বিদ্বন্ ! ॥ ৮৯ ॥ তথাগতাক্রান্তমৃদু-
শেষঃ স বৈদিকোহধ্বা বিরলীবভূব । পরীক্ষ্য
তেষাং বিজয়ায় মার্গং প্রাবর্তি সন্তাতুমনাঃ পুরা-

প্রবৃত্তোহসীতি নিজ্ঞান্যামীশ্বরনিরাসপুরুষোহলক্ষণয়োঃ প্রায়-
শ্চিত্তঃ কর্তুং প্রবৃত্তোহসীতি দর্শয়িতুমুপক্রমতে নিরাস্তমিতি ।
ঐশানো ভূতভব্যাস্যেত্যাদিশ্রুতে লোকাচ্চসিদ্ধমীশং নিরাকৃত-
বান্ । কিমিচ্ছমিতি চেত্তদাহ । বেদস্ত স্বতঃ প্রামাণ্যমুদাহরিষান্ ।
হে বিদ্বন্ ! জাতু কদাচিৎ প্রপঞ্চো জগদ্ যেন বিনা সৌখ্যায় ন
কল্পতে যোগো ন ভবতি তমীশং ন নিহুবে নৈবাণলপামি
তন্নিষেধে মদভিপ্রায়ো নাতীত্যর্থঃ ॥ ৮৯ ॥ এবমেকং পাপং
প্রদত্ত্ব বিতীর্ণ্য দর্শয়তি । তথাগতৈঃ সুগভৈরাক্রান্তমশেষং সর্ব-
মভূৎ । তেন চ স বৈদিকঃ পস্থা বিরলীবভূবেতি পরীক্ষ্য তেষাং

করিয়াছি ; বৈষয়িক সুখ দুঃখ সকল অনুভব
করিয়াছি ; কিন্তু আমি কিছুতেই এই কালকে
পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হই নাই । ৮৮ ।

আমি স্বতঃ সিদ্ধ বেদের প্রামাণ্য ইচ্ছা করিয়া
বেদ ও লোক প্রসিদ্ধ ঐশ্বরকে নিরাকরণ করি-
য়াছি । হে পণ্ডিতবর ! ঐশ্বর ব্যতীত যে জগৎ সুখ-
স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে না, আমি সেই ঐশ্বরের
নিশ্চয়ই কখন কোন অপহ্রব করি নাই । বস্তুতঃ
ঐশ্বরের নাশ্বিতে আমার কোন অভিপ্রায় নাই । ৮৯ ।

বৌদ্ধগণ সকল জগৎ আক্রমণ করিবার পর
বৌদ্ধোক্ত পস্থা এককালে বিরলপ্রচার হইয়া
পড়িল । ইহা পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে পরা-

৭ম ॥ ৯০ ॥ শশিষ্যসজ্জাঃ প্রবিশন্তি রাজ্ঞাঃ গেহং
তদাদি স্ববশে বিধাতুং । রাজা মদীয়োহজিরমশ্রয়ঃ
তদাদিঃ প্রবশং ন তু বেদমার্গম্ ॥ ৯১ ॥ বেদোহপ্রমাণঃ
সহমানবাধাৎ পরস্পরব্যাহতিবাচকত্বাৎ । এবং
বেদস্তো বিচরন্তি লোকে ন কাচিদেবাৎ প্রতিপত্তি-

রাসীৎ ॥ ৯২ ॥ অবাদিষং বেদ বিধাতদৈকৈস্তামা-
শকং জেতুমবুধ্যমানঃ । তদীয়সিদ্ধান্তরহস্যবাধামিষে-
ধাবোধাক্তি নিষেধাবাধঃ ॥ ৯৩ ॥ তদা তদীয়ং শরণং
প্রপন্নঃ সিদ্ধান্তমশ্রৌষমবুদ্বতাত্মা । অদূরমদবৈদি-
কমেব মার্গঃ তথাগতো জাতু কুশাগ্রবুদ্ধিঃ ॥ ৯৪ ॥
তদাহপতশ্চে সহসাহশ্রবিন্দুস্তচ্চাবিহুঃ পার্শ্বনিবা-

বিজয়ার পুরাণং বেদমার্গং সজ্জাতুমনা অহং প্রকৃতঃ ॥ ৯০ ॥ শিষ্য-
সজ্জাঃ শশিষ্যঃ শ্রুগতাঃ রাজ্ঞাঃ গেহং প্রবিশন্তি । তদাদি রাজাদি
স্ববশে বিধাতুং রাজা মদীয়স্তথাহজিরং বিষয়ো দেশোহশ্র-
য়ঃ তদাদি বেদমার্গং নৈবাদিঃ প্রবশং । স্বদ্য ভক্তশ্রাদশ্রয়ঃ মজির-
মদীয়শ্রয়ঃ তদীয়মশ্রয়ঃ ন তু বেদমার্গমিতি বদন্তো বিচর-
ন্তীতি পরোপাধঃ । অজিরং প্রাক্ণে চাস্তে বিবরে দহরৈহিল
ততি মেদিনী ॥ ৯১ ॥ বেদোহপ্রমাণঃ সহমানেন প্রত্যক্ষাদি-
প্রমাণেন বাধাৎ পরস্পরব্যাহতিবাচকত্বাচ্চৈকোবাৎ বদন্তো
লোকে বিচরন্তি । এবং হুগতানাং কাচিৎ প্রতিপত্তিঃ

প্রতিক্রিয়া রাসীৎ আখ্যাৎ ॥ ৯২ ॥ বেদবিধাতদৈকৈস্তরবাদিষং
বাদং কৃতবান্ । পরন্তু তদীয়সিদ্ধান্তরহস্যবলবীণবুধ্যমানস্তান্
জেতুং নাশকং । হিগতো নিষেধাত্ম জ্ঞানানিষেধাত্ম বাণো ভবতি
নাস্ত্রপেতার্থঃ উৎ ॥ ৯৩ ॥ তদামীং তদীয়ং শরণং প্রপন্নোহহু-
তাত্মা তদীয়সিদ্ধান্তমর্জোবাৎ । জাতু কদাচিৎ ভীকবুদ্ধিঃ হুগতো
বৈদিকমেব মার্গমবুদ্বত ॥ ৯৪ ॥ তদা সহসা মেহশ্রবিন্দুরপতৎ ।
তচ্চাপ্রপত্তমমেনো পার্শ্বনিবাসিনোহবিচুস্তন্যপ্রভৃত্যেব ময্যা-

জয় করিবার নিমিত্ত বেদমার্গ রক্ষা করিতে আমি
প্রথমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম । ৯০ ।

তখন শিষ্যগণ সমভিবাগারে বৌদ্ধগণ রাজা, রাজ-
বিষয়, দেশ সমুদয়ই স্বীয়বশে রাখিবার নিমিত্ত রাজ
গৃহে প্রবেশ করিল এবং তাহারা সর্বদাই বলিতে
লাগিল—রাজা আমার, এই দেশও আমারিগের,
অতএব তোমরা কখনই বেদমার্গের উপর আদর
প্রকাশ করিও না । বরং আমাদের শাস্ত্ররূপ বিষয়
সকল আশ্রয় কর, কদাচ বেদপথ আশ্রয় করিও না ।
প্রত্যক্ষপ্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা বেদের বাধা থাকা
প্রযুক্ত এবং পরমেশ্বরের ব্যাধাত থাকা প্রযুক্ত
বেদ কখনই প্রমাণিক প্রমাণ নহে । এই কথা বলিতে
বলিতে সংসারে তাঁহারা সর্বদাই বিচরণ করিয়া

থাকে । কিন্তু তাহাদের কোনরূপ প্রতীকার দেখি
নাই । ৯১ । ৯২ ।

আমি বিরোধী বিচক্ষণ বৌদ্ধদিগের সহিত
বিবাদ করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত
রহস্য রূপ সমুদ্রে না জানিয়া আমি তাঁহাদিগকে
জয় করিতে পারি নাই । কারণ—নিষিদ্ধ বস্তুর জ্ঞান
হইলেই নিষিদ্ধ বস্তুর বাধা হইয়া থাকে । ৯৩ ।

অগত্যা আমি তখন বৌদ্ধগণের শরণাপন্ন হইলাম
এবং উদ্ধতস্বভাব না হইয়া বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত
সকল শ্রবণ করিতে বাধ্য হইলাম । কুশাগ্রের মত
ভীকবুদ্ধি এক জন বৌদ্ধ বেদের একটা পথ দূষিত
করিয়া দিল । ৯৪ ।

তৎকালে সহসা আমার অশ্রবিন্দু পতিত হইল ।

সিনোহন্তে । তদা প্রভৃত্যোব বিবেশ শঙ্কা মযাপ্ত-
ভাবং পরিত্যক্ত্য তেষাম্ ॥ ৯৫ ॥ বিপক্ষপাঠী বলবান্
দ্বিজাতিঃ প্রত্যাদদদ্ দর্শনমস্মদীয়ং । উচ্চাটনীয়ঃ
কথমশ্বপায়ৈ নৈতাদৃশঃ স্থাপয়িতুং হি যোগ্যঃ
॥ ৯৬ ॥ সংমন্ত্য চেৎ কৃতনিশ্চয়ান্তে যে চাপরে
হিংসনবাদশীলাঃ । ব্যপাতবমুচ্চতরাং প্রমত্তং
মামগ্রসৌধাধিনিপাতভীরুং ॥ ৯৭ ॥ পতন্ পতন্
সৌধতলাস্তরুরহং যদি প্রমাণং শ্রুতয়ো ভবন্তি ।

প্ৰভাবং পরিত্যক্ত্য দ্বিতানাং তেষাং শঙ্কা বিবেশে বিঃ ॥ ৯৫ ॥
দর্শনং শাস্ত্রং উঃ ॥ ৯৬ ॥ ইৎ সংমন্ত্য কৃতনিশ্চয়ান্তে যে চাপরে
অহিংসনবাদশীলাঃ বিনিপাতভীরুং বিনিপাতাৎ ভরশীলং প্রমত্তং
মামুচ্চতরাং শ্রেষ্ঠসৌধাদ্ ব্যপাতয়ন্ ॥ ৯৭ ॥ সৌধতলাৎ পতন্
অরুরহং পুনঃ পুনরাক্রুতঃ । যদি শ্রুতয়ঃ প্রমাণং ভবন্তি ততঃ-

পার্শ্ববর্তী অপরাপর সকলেই তাহা জানিতে
পারিল । তদবধি আমার উপরে বিশ্বস্তভাব উপ-
ত্যগ করিয়া তাহাদের শঙ্কা উপস্থিত হয় । ৯৫ ।

আমাদিগের বিপক্ষদিগকে অধ্যয়ন করাইলেও
এই বলবান্ ব্রাহ্মণ আমাদিগের শাস্ত্র প্রতিগ্রহ
করিয়াছেন । অতএব কোন উপায়ে ইহাকে
নিরাকরণ করিতে হইবে, অথচ কোনক্রমেই
একগে এইস্থানে ইহার অবস্থান করা উচিত নহে ।
। ৯৬ ।

এইরূপে গম্ভীরা করিয়া কৃতনিশ্চয় বৌদ্ধগণ ও
অহিংসা পরায়ণ বৈদিকগণ সকলেই পতনভীরু ও
প্রমত্ত এই হতভাগাকে উচ্চতর প্রাসাদ হইতে
নিপাতিত করিয়া দেয় । ৯৭ ।

তজ্জীবয়েহস্মিন্ পতিতোহসমস্থলে মজ্জীবনে তচ্ছ
তিমানতা গতিঃ ॥ ৯৮ ॥ যদিহ সন্দেহপদপ্রয়োগাদ্-
ব্যাঞ্জন শাস্ত্রশ্রবণাচ্চ হেতোঃ । সমোচ্চদেশাৎ
পততো বানং ক্ষীতদেকচক্ষুর্বিধিকল্পনা সা ॥ ৯৯ ॥
একাক্ষরস্যাপি গুরুঃ প্রদাতা শাস্ত্রোপদেষ্টা । কিমু-
ভাবণীয়ং । অহং হি সর্বজ্ঞগুরোরধীতা প্রত্যাदिने

স্মিন্ বিষমস্থলে পতিতঃ জীবয়েৎ । যতঃ শ্রুতিপ্রামাণ্যসা মজ্জী-
বনেনৈব গতিঃ ॥ ৯৮ ॥ ইহ বেদপ্রামাণ্যে যদিহি সন্দেহপ্রতি-
পাদ্যন্ত প্রয়োগাদ্ ব্যাঞ্জন কপটেন শাস্ত্রশ্রবণাচ্চ হেতোঃ কচ্চ-
দেশাৎ পততো মম তদেকং চক্ষুর্বিধিকল্পিতা । কিঞ্চ সা চক্ষুর্ত-
নাশং গচ্ছত্বিতি বিধে দৈবত কল্পনা ॥ ৯৯ ॥ একাক্ষরত্বাপি
প্রদাতা গুরু ভবতি শাস্ত্রোপদেষ্টা স ভবতীতি কিমু বক্তব্যং ।
অহং তু সর্বজ্ঞাৎ সুগতাৎ সর্বজ্ঞঃ সুগত ইতামরঃ । গুরোরধীতা

“যদি বেদ সকল প্রমাণ হয় তবে আমি যেন
প্রাসাদ তল হইতে পড়িতে পড়িতে পুনঃ পুনঃ
আরোহণ করিতে পারি এবং এই বিষমস্থলে
পতিত হইয়াও যেন আমি জীবিত থাকি । আমার
জীবন থাকিলেই শ্রুতির প্রামাণ্য সিদ্ধ হইবে” ৯৮ ।

বেদের প্রামাণ্যে সন্দেহযোগ্য বিষয়ের প্রয়োগ
হেতু ও কপটে শাস্ত্রশ্রবণ হেতু উচ্চতর প্রদেশ
হইতে পতিত হইবার সময় যদিচ আমার এক চক্ষু
নষ্ট হইয়াছে সত্য, তথাপি সেই কাণস্থ দৈব কল্পনা
অবশ্য বলিতে হইবে । ৯৯ ।

যিনি একটা অক্ষর প্রদান করিয়া থাকেন শাস্ত্র
মত তিনিই গুরু । অতএব যিনি শাস্ত্রের উপদেষ্টা
তিনি যে অবশ্যই গুরু তাহা আর বলিতে হয় না ।
আমি বৌদ্ধ গুরুর নিকট হইতে অধ্যয়ন করিয়া

তেন গুরো মর্হাগঃ ॥১০০॥ তদেবমিথং স্নগতানধীতা
প্রাঘাতয়ং তৎ কুলমেব পূর্বং । জৈমিন্যপজ্জৈভিহ-
নিবিষ্টচেতাঃ শাস্ত্রে নিরাহং পরমেশ্বরক ॥ ১০১ ॥
দোষদ্বয়শ্চাশ্চ চিকীর্ষুর্হন । যথোদিতাং নিকৃতি-
মাশ্রয়াশং । প্রাবিক্ষমেবা পুনরুক্তভূতা জাতাহভবৎ
পাদনিরীক্ষণেন ॥ ১০২ ॥ ভাষ্যং প্রণীতং ভবতেতি

যোগিস্বাকর্ষ্য তত্রাপি বিধায় বৃত্তিম্ । যশোহধি-
গচ্ছেরমিতিস্য বাঙ্গা স্থিতা পুরা সম্প্রতি কিং
তদুক্তা ॥ ১০৩ ॥ জানে ভবন্তমহমার্থ্যভনার্থজাত-
মদ্বৈতরক্ষণকৃতে বিহিতাবতারম্ । প্রাগেব চেন
নয়নবজ্জ কৃতার্থবেথাঃ পাপকরায় বত নেদৃশমাচরি-
ষ্যম্ ॥ ১০৪ ॥ প্রায়োহধুনা তদুভয়প্রভবাবশ্যশাস্ত্রা

তেনাধীতেন গুরো মর্হাগঃ প্রত্যাদিশে প্রত্যাপিতবান্ ॥ ১০০ ॥
মহাপরাধমেবাহ । তদেবমেনেন প্রকারেণ স্নগতানধীতা ভক্ত
স্নগতস্ত কুলমেবাদৌ প্রাঘাতয়ং । জৈমিনেকপজ্জা আদ্যঃ জানঃ
বত্ৰ উপজ্জা জানমানাঃ স্তাদিতামরঃ । তস্মিন্ শাস্ত্রেহতিনিবিষ্টঃ
চেতো বস্ত সঃ অহং পরমেশ্বরক নিরাহং নিরন্তবান্ ॥ ১০১ ॥
অসোদাজ্জত দোষদ্বয়স্য যথোক্তাঃ নিকৃতিং চিকীর্ষুর্হে অহন ।
আশ্রয়াশং পাবকং প্রাবিক্ষং প্রবেশং কৃতবানস্মি । আশ্রয়াশো
বহন্তামঃ কৃশামঃ পাবকোহননভ্যমরঃ । তব পাদনিরীক্ষণস্ত
নিকৃতিরূপত্বাদেবা নিকৃতিস্তব পাদনিরীক্ষণেন পুনরুক্তভূতা
কৃতা সম্প্রতি ॥ ১০২ ॥

নহু শাবরভাবাবদশ্রুতাবোহপি ত্বয়া বার্তিকং কর্তব্যং স্মিত-
মিতি চেতজাহ । ভাষ্যং ভবতা প্রণীতমিতি শ্রদ্ধা হে যোগিন্ !
ভবৎপ্রণীতে ভাবো বৃত্তিঃ বিধায় যশোহধিগচ্ছেরমিতি বাঙ্গা
পুরা স্থিতা । পরন্ত সম্প্রতি তদুক্তা কিং নিক্ষণত্বাৎ । স্মেতি পাপ-
পূরণে ॥ ১০৩ ॥ আর্থ্যাণামর্থে জাতমার্থ্যাণামর্থগমুদারো বস্মা-
তথাভূতমিতি বা আর্থ্যজনার্থং জাতমিতি বা । পুনশ্চাদ্বৈতর-
ক্ষণায় বিহিতোহবতারো যেন তথাভূতং ভবন্তমহং জানামি ।
অতো যদি তুযানল প্রবেশাৎ প্রাগেব প্যাপকরায় মম নেত্রমাগং
কৃতার্থবেথান্তর্হি হে যতে ! নেদৃশং প্রায়শ্চিত্তং নাচরিষ্যঃ ২সঃ
॥ ১০৪ ॥ অধুনা তু প্রায়ো শুকক্রোধেবরনিরাসপ্রভবাবশ্যশাস্ত্রা

অধীত শাস্ত্রদ্বারা গুরুর উপর মহৎ অপরাধ প্রত্য-
র্পণ করিয়াছি । ১০০ ।

আমি এইরূপে বুদ্ধের নিকট হইতে শাস্ত্র সকল
অধ্যয়ন করিয়া বুদ্ধকুল পূর্বকই বিনষ্ট করিয়াছি
এবং জৈমিনির আদ্য জ্ঞানে অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনে
অভিনিবিষ্টচিত্তে ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছি ।
১০১ ।

হে বিজ্ঞতম ! এই দুই প্রকার দোষের নিকৃতি
পাইবার ইচ্ছা করিয়া একগুণে অনলে প্রবেশ করি-
য়াছি । আপনার পাদ-দর্শন করিলেও নিকৃতি

হইয়া থাকে, সুতরাং অনলে প্রবেশ করিয়া
একগুণে নিকৃতি লাভ করা পুনরুক্তদোষে দূষিত
হইল । ১০২ ।

হে যোগিবর ! আপনি ভাষ্যপ্রণয়ন করিয়া-
ছিলেন আমি তাহা শ্রবণ করিয়া সেই ভাষ্যের রস
করিয়া যশোভাজন হইতে বাঙ্গা করি । সম্প্রতি
আর সে কথায় আমার কোন প্রয়োজন নাই । ১০৩

আপনি আর্থ্য জনের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়া-
ছেন ; অদ্বৈতমত রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভূতলে
অবতীর্ণ হইয়াছেন ; তাহা আমিও অবগত হই-
য়াছি । কিন্তু যদি আপনি তুযানলে প্রবেশ করি-

প্রাবিক্ষমাৰ্গা ! তুষপাবকমাতদীক্ষঃ । ভাগ্যং ন মেহ-
জনি হি শাবরভাষ্যবস্ত্রভাষ্যেহপি কিঞ্চন বিলিখা
যশোহধিগন্তুম্ ॥১০৫॥ ইত্যাচিবাংসমথ ভট্টকুমারিলং
তমীষবিকস্রমুখানুজমাহ মৌনী । শ্রুতার্থকর্ম্ম-
বিমুখান্ স্পগতামিহস্তঃ জাতং শুহং ভুবি ভবন্ত-
মহন্ত জানে ॥ ১০৬ ॥ সম্ভাবনাংপি ভবতো নহি

পাতকস্ত সত্যং ত্রতং চরসি সজ্জনশিক্ষণায় ।
উজ্জীবয়ামি করকামুকগোক্ষণেন ভাষ্যেহপি মে
রচয় বার্তিকমঙ্গ ভবাম্ ॥১০৭॥ ইত্যাচিবাংসং বিবুধা-
বতংসং স ধর্ম্মবিদ ব্রহ্মবিদাং বরেণাং । বিদ্যাধনঃ
শাস্তিধনাগ্রগণ্যং সপ্রশ্রয়ং বাচযুবাচ ভূয়ঃ ॥ ১০৮ ॥
নার্হামি শুদ্ধমপি লোকবিরুদ্ধকৃত্যং কর্ত্তং ময়ীডা ।

মাতদীক্ষস্বয়ামলং হে আৰ্য্য ! প্রাবিক্ষং । মম ভাগ্যানুদয়
এব ভগ্নভাষ্যাবর্ত্তিকাকরণনিদানমিত্যাং ভাগ্যমিতি ॥ ১০৫ ॥

এবং ভট্টপাদোক্তমুগাহত্যা শ্রীশঙ্করবাক্যানুদাহর্ত্তমাহ ।
ইতোবদন্তবন্তঃ তট্টঃ কুমারিলমীষবিকস্রমুখকমলমথ ভট্টকু-
মারঃ মৌনী শ্রীশঙ্কর উবাচ । বদাপান্তে ন জানন্তি তথাপি
কৃত্যার্থং কর্ণণো বিবুধান্ স্পগতান্ বিহন্তং ভুবি জাতং বদ্যঃ
ভবন্তমহন্ত জানে ॥ ১০৬ ॥ দোষধরনিবৃত্তরে তুষামলং প্রাবিক্ষ-
মিত্যুক্তং তত্রাহ সম্ভাবনেতি । তথাপি সজ্জনমাং শিক্ষ-

ণায় সত্যত্রতং চরসি । যত এবমতঃ কমণ্ডলুজলকণসিকম্ভেম
ভবন্তমুজীবয়ামি । নহু কিমর্থং জীবয়সীতি চেত্তত্রাহ । অত্র হে
ভট্টকুমারিল ! মে ভাষ্যেহপি ভাগ্যং বার্তিকং রচয় ॥১০৭॥ ইত্যা-
চিবাংসং দেবশিরোমণিং পণ্ডিতাবতংসং বা ব্রহ্মবিদাং মধ্যে
শ্রেষ্ঠতমং শাস্তিধনেষু যতিষণ্ডে গণমীরঃ শ্রীশঙ্করং ধর্ম্মজ্ঞো
বিদ্যাধনঃ স ভট্টপাদঃ সপ্রশ্রয়ং যথা তথা বাচং পুনরুবাচ
উঃ ॥ ১০৮ ॥ বহুতং শ্রুতার্থেত্যাহি তত্রাহ । নেতি শুদ্ধমপি
লোকবিরুদ্ধং কৃত্যং কর্ত্তং যোগ্যো ন ভবামি । হে ভট্টক !

বার পূর্বে আমার নয়ন-পথ কৃত্যর্থ করিতেন তাহা
হইলে পাপক্ষয়ের নিমিত্ত আমি কদাচ এরূপ
কার্যের অনুষ্ঠান করিতাম না । ১০৪ ।

আৰ্য্য ! বহুল পরিমাণে গুরুহিংসা ও ঈশ্বর
নিরাকরণ এই উভয় প্রকার পাপ শাস্তির নিমিত্ত
দীক্ষা গ্রহণপূর্বক আমি তুষানলে প্রবেশ করিয়াছি ।
শাবর ভাষ্য ভূল্য ভবদীয় ভাষ্যেও কিছু লিখিয়া
যশোলাভ করিতে আমার কিছুতেই ভাগ্য হয়
নাই । ১০৫ ।

এই কথা বলিয়া ভট্টপাদ ক্ষান্ত হইলে মৌনব্রতী
শঙ্কর তাঁহার মুখকমল ঈষৎ প্রফুল্ল দেখিয়া বলিতে
লাগিলেন । দেখ—অপরে ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই
অবগত নহে, কিন্তু শ্রুতির অর্থ ও কার্য্য বিষয়ে যাহারা
একান্ত পরাঙ্মুখ সেই বৌদ্ধদিগকে বধ করিবার

নিমিত্ত তুমি বার্তিকের হইয়া যে ভূতলে অবতীর্ণ
হইয়াছ, ইহা আমার বিলক্ষণ জানা আছে । ১০৬ ।
তোমার পাতকের কোন সম্ভাবনা নাই । কারণ,
সজ্জনদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সত্য ত্রতের
আচরণ করিতেছ । আমি তোমাকে কমণ্ডলু জল-
কণার সিকনদ্বারা উজ্জীবিত করিতেছি । তুমি
আমার ভাষ্যের একটী সুন্দর বার্তিক রচনা কর ।
১০৭ ।

এই কথার পর দেবশিরোমণি, পণ্ডিতাবতংস,
ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের অগ্রগণ্য, ও শাস্তিধন যতিগণের
শ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্যাকে বিদ্যাধন ভট্টপাদ তখন সবিনয়ে
পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন । ১০৮ ।

হে সুবনীয় ! পবিত্র অথচ লোক বিরুদ্ধ

মহিতোক্তিরিয়ং তবাহী । আজ্ঞানতোহতিকূট-
লেহপি জনে মহাস্তস্তারোপয়ন্তি হি গুণং ধনুর্ধীব
শূরাঃ ॥ ১০৯ ॥ সঞ্জীবনায় চিরকালমুত্তম চ ত্বং
শক্তোহসি শঙ্কর ! দরোশ্মিলদৃষ্টিপাতৈঃ । আরক-
মেতদধুনা ব্রতমাগমোক্তং মুঞ্চন্ সত্যং ন ভবি-
তাস্মি বুধাবিনিন্দ্যঃ ॥ ১১০ ॥ জানে তবাহং ভগ-

বন্ ! প্রভাবং সংজ্ঞাত্য ভূতানি পুন ষথাবৎ । অষ্টং
সমর্পোহসি তথাবিধো যামুজ্জীবয়েচ্চেদিহ কিং
বিচিৎসম্ ॥ ১১১ ॥ নাভ্যুৎসহে কিন্তু যতিক্ষিতীন্দ্র !
সঙ্কলিতং হাতুমিদং ব্রতাত্ম্যং । তন্তারকং দেশিক-
বর্ষা ! মহ্যাদিশা তদ ব্রহ্ম কৃতার্থয়েথাঃ ॥ ১১২ ॥
অয়ং চ পশ্বা যদি তে প্রকাশ্যঃ স্ত্রীধরো মণ্ডন-

মবাতিকুন্ত্রেপীরঃ মহিতোক্তিত্বং যোগ্যা । আজ্ঞানতঃ শক্তা-
বতোহতিকূটিলেহপি জনে মহাস্তস্ত গুণমারোপয়ন্তি । তত্র
দৃষ্টান্তো যথা আজ্ঞানতোহতিকূটিলেহপি ধনুর্ধীব শূরা গুণং জ্ঞা-
মারোপয়ন্তি তবৎ বং ॥ ১০৯ ॥ হে শঙ্কর ! যদ্যপি চিরকালং মুক্ত-
স্যাপি দরালক্ষণোমি ব্যাপ্তদৃষ্টিপাতৈঃ শঙ্করেভ্যাংন্যেকং বা পদং ।
সঞ্জীবনায় ত্বং শক্তোহসি । তথাপ্যধুনা আরকং বেদোক্তমেতদ
ব্রতং তাদৃশং সত্যমবিনিন্দ্যো ন ভবিতাস্মি । এতজ্জাতুঃ যোগ্যো
সীতি জ্ঞাপনায় সম্বোধয়ন্তি হে বুধেতি ॥ ১১০ ॥ কিন্তু সম-

ভূতানি সংজ্ঞাত্য পুন ষথাবৎ অষ্টং সমর্পস্যা তব নৈতিকিত্তিমি-
ত্যাহ জ্ঞান ইতি ইন্দ্র ॥ ১১১ ॥ বদ্যাপোবং তথাপি হে যতি-
রাজ ! সংকলিতমিদং ব্রতাত্ম্যং তাত্ম্যং নাভ্যুৎসহে । বদ্যাহমবশ-
মুগ্র্যোহতর্জীনাং বিধেহীত্যাহ । তন্তম্যং হে দেশিক ! তন্তা-
রকং ভাত্যমুপদিশ্যমানং ব্রহ্ম মহ্যমুপদিশ্ত কৃতার্থয়েথাঃ । ১১২ ॥
অবৈতমার্গপ্রকাশনায় সাং জেতুমরমাগত ইতি বিজ্ঞায়াহ অয়-

কার্য্য করিতে আমার সাহস হয় না । কারণ, আমি
অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অতএব আমার উপর আপনার এরূপ
স্তব যোগ্য বাক্য সম্ভবপর নহে । আজ্ঞামবক্র ধনু-
কের উপর যে রূপ বীরগণ গুণ (ছিলে) সংযোগ
করিয়া থাকে, সেইরূপ স্বভাবতঃ কুটিল জনের
উপর মহৎগণ কেবল গুণমাত্র আরোপ করিয়া
থাকেন । ১০৯ ।

শঙ্কর! যে ব্যক্তি বহুকাল হইল পঞ্চদশ পাই-
য়াছে, আপনি সত্যই তাহাকে কৃপাতরঙ্গে পরিপূর্ণ
স্বীয় দৃষ্টিপাতদ্বারা উজ্জীবিত করিতে সমর্থ, তথাপি
আমি এক্ষণে যে বেদোক্ত ব্রতের আরম্ভ করিয়াছি
তাহা পরিত্যাগ করিলে পণ্ডিতগণ কি আমাকে
নিন্দা করিবেন না ? ১১০ ।

ভগবন্ ! আমি আপনার প্রভাব অবগত আছি ।

আপনি ভূত সকল সংহার করিয়া পুনরায় তাহা-
দিগকে পূর্ব্বমত সৃজন করিতে পারেন । অতএব
আপনি যে আমাকে উজ্জীবিত করিবেন, ইহা
বিচিৎস কি ? ১১১ ।

যতিরাজ ! তথাপি আমার এই সঙ্কলিত প্রধান
ব্রত পরিত্যাগ করিতে উৎসাহ হয় না । গুরু-
বর ! যদি আমি যথার্থ আপনার অনুগ্রহের পাত্র
হইয়া থাকি, তাহা হইলে কাশীনগরীতে ব্রহ্ম-
বিদ্যার যে রূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই তারক
ব্রহ্মের উপদেশ দিয়া এক্ষণে আমাকে কৃতার্থ
করুন । ১১২ ।

যদি এই বেদ পথ প্রকাশ করিতে আপনার ইচ্ছা
হইয়া থাকে, তাহা হইলে (যাহার কীর্তিকলাপ
দিগ্দিগন্তে গমন করিয়া বিশ্রাম করিতেছে) সেই

মিশ্রশক্তি। দিগন্তবিশ্রাস্তযশা বিজেয়ো যস্মিন্ তস্য লোকৈকরূপেতি বাক্তবজ্জৈনরতিধীরমান।
জিতে সৰ্ব্বমিদং জিতং স্যাৎ ॥ ১১৩ ॥ সদা বদন
যোগপদঞ্চ সাম্প্রতং স বিশ্বরূপঃ প্রথিতো মহী-
তলে। মহাগৃহী বৈদিককৰ্ম্মতৎপরঃ প্রবৃতি-
শাস্ত্রে নিরতঃ স্ককৰ্ম্মতঃ ॥ ১১৪ ॥ নিবৃতিশাস্ত্রে ন
কৃতাদরঃ স্বয়ং কেনাহপ্যুপায়েন বশং স নীয়তাং।
বশং গতে তত্র ভবেন্নোরথশুদান্তিকং গচ্ছতু মা
চিরং ভবান ॥ ১১৫ ॥ উদ্বেক ইত্যভিহিতস্য হি

কেতি। দিশামন্তে বিশ্রাস্তং যশো বস্য। ১১৩। সদা যোগসা
কৰ্ম্মযোগসা পদং সাম্প্রতং ভাষাঃ বদন স বিশ্বরূপো ভূতলে
প্রথিতঃ ১১৪ ॥ কিক নিবৃতিশাস্ত্রে ন কৃতাদরঃ স্বয়ং
তস্যং স মণ্ডনঃ কেনাহপ্যুপায়েন বশং নীয়তাং তত্র তস্মিন্
বশং প্রাপ্তে ভবন্নোরথো ভবেদন্ততৎসমীপং শীঘ্রং ভবান্ গচ্ছতু
উ ॥ ১১৫ ॥

সুধীবর মণ্ডনমিচ্ছাকে জয় করিবেন। অধিক কি—
তাঁহাকে জয় করিতে পারিলে আপনার এই সমস্ত
জগৎ জয় করা হইবে। ১১৩।

তিনি সম্প্রতি সৰ্ব্বদা যোগের ন্যায্য কার্য্য ও
যোগের পদ সকল প্রকাশ করিয়া মহীতলে বিশ্ব-
রূপ নামে বিখ্যাত। তিনি একজন মহান্ গৃহস্থ,
বৈদিক কার্য্যে একান্ত তৎপর; এবং উত্তম কৰ্ম্ম-
বশতঃ প্রবৃতিশাস্ত্রেও সৰ্ব্বদা অশুরত্ন। ১১৪।

নিবৃতি অর্থাৎ মোক্ষাদি শাস্ত্রে তাঁহার কোন-
রূপ আদর নাই। আপনি স্বয়ং কোনরূপ উপায়-
দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করুন। তিনি বশীভূত
হইলেই আপনার মনেরথ পূর্ণ হইবে। অতএব
আপনি অবিলম্বে তাঁহার সম্মুখানে গমন করুন।
। ১১৫।

হেতোঃ কুতশ্চিদিহ বাক্ স্ককৰ্ম্মবাহতিশপ্তা দুর্কাস-
সাহজনি বধু স্বয়ংভারতীতি ॥ ১১৬ ॥ সৰ্ব্বান্ন শাস্ত্র-
সরসীষু স বিশ্বরূপো মতোহধিকঃ প্রিয়তমশ্চ মদা-
প্রবেষু। তৎপ্রিয়সীং শমধনেস্ত্র ! বিধায় সাক্ষ্যে
বাদে বিজিত্য তমিমং বশগং বিধেহি ॥ ১১৭ ॥

উদ্বেক ইতি লোকৈকরূপিত্বত তত্ত মণ্ডনস্ত বধুৰূপেতি বাক্তব-
জ্জৈনরতিধীরমান। কুতশ্চিৎহেতোঃ স্কক সুরসী দুর্কাসসা স্কক-
বাহতিশপ্তা স্বয়ংভারতীতি অজনি প্রাহুর্ভূতা। এতেনোদ্বেক-
উবা ইতি মণ্ডনসরসীভ্যোঃ প্রাকৃতং নাম কথিতমিতি বোধ্যঃ
ব ॥ ১১৬ ॥ কিক সৰ্ব্বান্ন শাস্ত্রসরসীষু স বিশ্বরূপো মতোহধিকঃ
মদাপ্রবেষু মদ শিষ্যেবু মধ্য প্রিয়তমশ্চ তস্যং হে শমধনেস্ত্র !
তত্ত প্রিয়সীমতিশয়েন প্রিয়াং সরসীং সাক্ষ্যে বিধীয়তামিমাং
বিশ্বরূপং বাদে বিজিত্য বশগং বিধেহি ॥ ১১৭ ॥ তেনৈব ভাবক-

লোকে মণ্ডনমিচ্ছাকে উদ্বেক বলিয়া সম্বোধন
করিত, এবং তাঁহার পত্নীকে বজ্জনে উদ্বে। বলিয়া
আহ্বান করিত। এক দিবস কোন কারণ দুর্কাসা
মুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সরস্বতীকে অভিলাপ
দিয়াছিলেন, তদবধি তিনি জগতে স্বয়ংভারতী নামে
প্রাহুর্ভূত হন। বস্তুতঃ মণ্ডন ও সরস্বতীর ইহাই
প্রাকৃত নাম জানিবেন ॥ ১১৬।

সকল প্রকার শাস্ত্রপথে বিশ্বরূপ আমা অপেক্ষাও
অধিক। এবং যত শিষ্য আছে তন্মধ্যে মণ্ডন-
মিশ্র আমার অত্যন্ত প্রিয়তম শিষ্য। হে শমধন !
আপনি তাঁহার প্রিয়সী সরস্বতীকে সাক্ষ্য কার্য্যে
নিযুক্ত করিবেন এবং বাদে বিশ্বরূপকে জয় করিয়া
তাঁহাকে বশীভূত করুন। ১১৭।

তেনৈব তাবৎকৃতিষপি বার্তিকানি কৰ্ম্মান্দিবৰ্ঘতম !
 কারয় মা বিলম্বম্ । স্বং বিশ্বনাথ ইব মে সময়ে
 সমাগান্তত্নাত্তারকং সমুপদিশ্য কৃতার্থয়েথাঃ ॥ ১১৮ ॥
 নির্ব্যাজকারুণ্য ! মুহূর্ত্তমাত্রমাত্র ইয়া ভাব্যমহস্ত
 যাবৎ । যোগীন্দ্রহৃৎপঙ্কজভাগ্যমেতৎ তাজামাসূ
 রূপমবেক্ষমাণঃ ॥ ১১৯ ॥ ইত্যাচিবাংসমিমমিচ্ছ-
 ত্তথপ্রকাশং ব্রহ্মোপদিশ্য বহিরন্তরপাস্তমোহং ।

কৃতিষপি বার্তিকানি কারয় । হে পরিত্রাট্ প্রেষ্ঠতম ! তিস্রঃ
 পরিত্রাট্ কৰ্ম্মকীত্যময়ঃ । বিলম্বং মা কুরু স্বং বিশ্বনাথ ইব মে
 সময়ে সমাগান্তত্নাত্তারকং সমাপদিশ্য কৃতার্থয়েথাঃ বঃ ॥
 ১১৮ ॥ হে নির্ব্যাজকারুণ্য ! মুহূর্ত্তমাত্রঃ ইয়া অত্র ভবিষ্যৎ ।
 অহস্ত যাবৎ যোগীন্দ্রহৃৎপঙ্কজভাগ্যমেতৎ তব রূপমবেক্ষমাণো-
 হস্ত, তাজামি উঃ ॥ ১১৯ ॥ ইত্যাচিবাংসমিমং ভট্টপাদঃ

তাহা দ্বারা আপনার ভাষ্যের বার্তিক করাই-
 বেন । হে পরিত্রাজকগণের অগ্রগণ্য ! আপনি
 আর বিলম্ব করিবেন না । আমার এমন সময়ে
 আপনি বিশ্বনাথ শঙ্করের তুল্য উপস্থিত হইয়া
 দর্শন দিয়াছেন । অতএব শীঘ্র তারকত্রয় উপদেশ
 দিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন । ১১৮ ।

হে অকপট দয়াসাগর । আপনি মুহূর্ত্তকাল-
 মাত্র এইস্থানে উপস্থিত থাকিবেন । আমি যোগীন্দ্র-
 গণের হৃদয়কমলের ভাগ্যফল স্বরূপ আপনার
 এরূপ দর্শন করিয়া প্রাণত্যাগ করি । ১১৯ ।

ভট্টপাদ এই কথা বলিবার পর কৃপানিধি শঙ্করা-
 চার্য্য, প্রদীপ্ত, স্তম্ভ ও প্রকাশস্বরূপ তারকত্রয়

তস্মৈ দয়ানিধিরমৌ ত্রিসাইদ্রমার্গাঃ শ্রীমণ্ডনশ্চ
 নিলয়ঃ স ইয়েষ গন্তুঃ ॥ ১২০ ॥ অথ গিরমুপসংকৃত্যা-
 দদাদ্ভট্টপাদঃ শমধনপতিনাহসৌ বোধিতাদৈত-
 তত্বঃ । প্রশমিতমমতঃ সন্ তৎপ্রসাদেন সদ্যো
 বিদলদখিলবন্ধো বৈকবং ধাম পেদে ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তদ্ব্যাসসন্দর্শচিহ্নগঃ ।
 সংক্ষেপ শঙ্করজয়ে সর্গোহসৌ সপ্তমোহিভবৎ ।

সদীপ্তহৃৎপ্রকাশাত্মকং ব্রহ্মোপদিষ্ট বহিরন্তরপাস্তমোহং
 কুর্কন্ দয়ানিধিরমৌ শ্রীশঙ্করোহৈত্রমার্গাচাৰ্য্যমার্গাঃ মণ্ডনশ্চ
 নিলয়ঃ পত্ন্যধিরেবেচ্ছতি ॥ ১২০ ॥ অথোপদেশানন্তরমাদ-
 রাহসৌ ভট্টপাদো গিরমুপসংকৃত্য শমধনমাঃ বতিবরাণামধীপঃ
 বোধিতমদৈততত্বং বটম শমিতা মমতা বেম ন তবাভূতঃ সন্
 তত শ্রীশঙ্করত প্রসাদেন সদ্যো দলিতাখিলবন্ধো বৈকবং ধাম
 প্রাপেত্যাৰ্থঃ মালিনীভূতঃ ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকচার্য্যাবলগোপালভীৰ-
 শ্রীগদনিয্যদত্তবংশাবতঃসরাসমুদ্রমুখনপতিস্মরিকতে
 শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিজয়ভিতিমে সপ্তমঃ সর্গঃ ।

উপদেশ দিয়া তাঁহার বাহ ও আন্তরিক মোহ
 বিনাশ করিয়া শীঘ্র আকাশপথে মণ্ডনের ভবনে
 গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন । ১২০ ।

উপদেশ দান করা হইলে ভট্টপাদ আদর-
 পূর্বক বাক্য উপসংহার করিয়া শমধন শঙ্কর কর্তৃক
 অদৈততত্ব উপদিক্ত হইলেন এবং মমতা নাশ
 করিয়া শঙ্করাচার্য্যের প্রসাদে সাংসারিক অখিল
 বন্ধন সকল দলিত করিয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইলেন ।
 ১২১ ।

ইতি সপ্তম অধ্যায় ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

অথ প্রত্যহে ভগবান্ প্রয়াগাং তং যশুনঃ
পণ্ডিতমাস্তু জেতুম্ । গচ্ছন্ ধনুস্তা পুরমালুলোকে
মাহিষ্যতীং যশুনঃপণ্ডিতাং সঃ ॥ ১ ॥ অবাতরজন্তু-
বিচিত্রবপ্রাং বিলোকা তান্ বিস্মিতমানসোহসৌ ।

নমঃ সর্বার শাস্তার বিমুক্তার জটাবিভিঃ । নিরন্তব-
মসার্গায় বতীপ্রায় কণালবে । এবং বাসবদর্শনাবিকং নির-
পাচাৰ্গা যশুনঃপণ্ডিতঃ সপরিভাঃ বর্ণিতুংপুত্রকৃত্যে । অথ
ভট্টপাদকঃ ব্রহ্মপণ্ডিতঃ ভট্ট বৈষ্ণবপদপ্রাপ্তেরনকরং ভগ-
বান্ যোগীন্দ্রঃ যশুনঃপণ্ডিতঃ জেতুং শীঘ্রং প্রয়াগাং জীর্ষ-
বাতাং প্রত্যহে প্রযান্ কৃতবান্ । ভট্টঃ আকাশপথে গমন
স যশুনঃ পণ্ডিতমালুলোকে মাহিষ্যতীং পুরমালুলোকে যশুনঃ
আলুলোকে আ সমস্তাবলোকিতবান্ ॥ ১ ॥ রত্নবিচিত্রব-
প্রাং বিচিত্ররত্নে হীরকাদি রত্ন খচিত ও অট্টালিকা
বত্যাং তান্ মাহিষ্যতীং বিলোকা বিস্মিতঃ বিস্ময়ং প্রাপ্তঃ মানসঃ
মনো যত সঃ অসৌ যোগীন্দ্রঃ মনোজ্যেষ্ঠিরম্যে পুরোগকর্তৃ-
বনে পুরাণবৎ পুরাণঃ পুরাণপুৰুষো বিজ্ঞত্বৎ পুৰুষবর্তনীতঃ
আকাশপাণ্ডিত্যবতারনবতীর্ণঃ । যোম পুৰুষমবয়ঃ সরণিঃ পদ্ধতিঃ

ভট্টপাদকে ব্রহ্মপণ্ডিত উপদেশ দিয়া তাঁহার বৈষ্ণব
পদ প্রাপ্তি হইবার পর যোগিবর, যশুনঃ পণ্ডিতকে
জয় করিবার নিমিত্ত শীঘ্র প্রয়াগ হইতে গমন
করিলেন । অনন্তর আকাশপথে গমন করিতে
করিতে যশুনঃপণ্ডিতকর্তৃক অলঙ্কৃত মাহিষ্যতী নগরী
দর্শন করিলেন । ১ ।

বিচিত্র হীরকাদি রত্ন খচিত ও অট্টালিকা পূর্ণ
মাহিষ্যতী নগরী দর্শন করিয়া যোগীন্দ্র মনে মনে
অত্যন্ত বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন এবং পুরাণপুৰুষ

পুরাণবৎ পুৰুষবর্তনীতঃ পুরোগকর্তৃবনে মনোজ্যে
॥ ২ ॥ প্রফুল্লরাজীবনে বিহারী তরঙ্গরিষৎ কণশী-
করাঙ্গ্রঃ । রেবামরুৎকম্পিতসালমালঃ শ্রমাপ-
হদভাষ্যকৃতং সিববে ॥ ৩ ॥ তস্মিন্ স বিশ্রাম্য
কৃতাহিকঃ সন্ স স্বস্তিকারোহণশালিনীনে । গচ্ছ-

পদ্যা বর্ত্তন্তেকপদীতি চেত্যমরঃ উপেন্দ্রঃ ॥ ২ ॥ তস্মিন্ প্রফুল্ল-
কমলবনে বিহারী বিহরণশীলস্তরঙ্গচেত্য্য রিষভো নিঃস্রবন্তো
বে কণশীকরা অতিহুক্ষাঘুর্ণণাঃ কণোহুতিহুস্তে ধানাত্মে ।
শীকরং শবলে বাতস্তাস্মকণরোঃ পুমানিতি মেঘিনী । তৈরাজ্যে
রেবামরুৎকম্পিতাঃ সালানাং বৃক্ষবিশেষাণাং শালাঃ পংক্তয়ো
যেন স শ্রমাপহারকঃ ভাষ্যকারঃ সিববে সেবিতবান্ ॥ ৩ ॥
তস্মিন্ যেন স শ্রীশক্তয়ো বিশ্রাম্য বিশ্রাম্য কৃত্য কৃত-
মহি কর্তব্যং যেন তথাভূতঃ সন্ মধ্যাহ্নকালে বজ্র সূর্য্য আঘাতি
তৎ স্বস্তিকং সিদ্ধান্তশিরোমণ্যাদৌ প্রসিদ্ধং । তদারোহণশালিনি

বিষ্ণুর মত নগরের নিকটস্থ মনোজ্ঞ এক কানন
মধ্যে আকাশপথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন । ২।

প্রফুল্ল কমলবনে বিহার করিয়া—তরঙ্গ নির্গত
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণা দ্বারা আর্দ্র হইয়া—রেবানদীর
তটস্থ শালবৃক্ষ সকল কম্পাঙ্কিত করিয়া শ্রমনাশী
বায়ু ভাষ্যকারকে সেবা করিতে লাগিল । ৩ ।

সেই বনে কণকাল বিশ্রাম করিয়া দৈনিক
কার্য্য সমস্ত সম্পন্ন করিলেন । মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য
যেখানে আগমন করেন তাহার নাম স্বস্তিক, ইহা
সিদ্ধান্ত শিরোমণি প্রভৃতি জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ।

মমৌ মণ্ডনপণ্ডিতৌকে দাসীস্তুদীয়াঃ স দদর্শ
মার্গে ॥ ৪ ॥ কৃত্তালয়ে মণ্ডনপণ্ডিতস্ত্যেত্যেতাঃ স
পপ্রচ্ছ জলায় গম্ভীঃ । তাম্শ্চাপি দৃষ্ট্বাহুতশঙ্করং
তং সন্তোষবতো দদুরুত্তরং স্য ॥ ৫ ॥ স্বতঃ প্রমাণং
পরতঃ প্রমাণং কীরাদনা যত্র গিরং গিরস্তি । দ্বার-

হনীড়াস্তুরসমিরুদ্ধা জানীহি তন্মণ্ডনপণ্ডিতৌকঃ
॥ ৬ ॥ ফলপ্রদং কর্ম ফলপ্রদোহজঃ কীরাদনা যত্র
গিরং গিরস্তি । দ্বারহনীড়াস্তুরসমিরুদ্ধা জানীহি
তন্মণ্ডনপণ্ডিতৌকঃ ॥ ৭ ॥ জগৎ ক্রবং শ্রাজ্জগদক্রবং
শ্রাৎ কীরাদনা যত্র গিরং গিরস্তি । দ্বারহনীড়া-
স্তুরসমিরুদ্ধা জানীহি তন্মণ্ডনপণ্ডিতৌকঃ ॥ ৮ ॥

মনে সূর্যো সত্যার্শো মণ্ডনপণ্ডিতৌকে গৃহং প্রতি গচ্ছন্
স কদীয়া মণ্ডনপণ্ডিতস্ত দাসীঃ মার্গে দদর্শ ইজ ॥ ৪ ॥ ইষ্টা চ
কিং কৃত্তবানিতাপেক্ষায়ামাহ কৃত্তেতি । মণ্ডনপণ্ডিতস্তালয়ে
বাসস্থানং কৃত্তেত্যেত্যেতাঃ দাসীঃ জলায়গম্ভীঃ গম্ভীঃ গমন-
করীঃ স ভাষাকারঃ পপ্রচ্ছ । তাম্শ্চাপি অদৃষ্ট্বাহুতশঙ্কর-
শঙ্করতশঙ্করতমদৃষ্ট্বাহুতশঙ্করতঃ সতি একবক্তৃৎসিনেত্রাদিনম্ভং ।
দ্বা অদৃষ্টমনির্কাচ্য শং সূর্যং করোতীতি কথা তং দৃষ্ট্বাহু-
লাকা সন্তোষবতা উত্তরং প্রতিবচনং দদুঃ । অপিশব্দেন তাৎপ-
শঙ্করদর্শনং নিরুপাধীনমপি সূর্যকরকমাসীৎ কিমুতোৎকৃষ্টানা-
মিতি সূচিতং ॥ ৫ ॥ তান্তি দত্তমুত্তরমুত্তরমিতি ত্রিভিঃ স্বত-
ত্বেতি । বেদবাক্যং স্বতঃ প্রমাণমুক্ত পরতঃ প্রমাণমিতি বিচার-

সূর্যাদেব ঐ স্বস্তিকদেশে আকৃষ্ট হইলে যখন তিনি
মণ্ডনপণ্ডিতের গৃহে গমন করেন, তৎকালে পথ-
মধ্যে কতকগুলি মণ্ডনপণ্ডিতের দাসী দর্শন করি-
লেন ॥ ৪ ॥

জল আনয়ন করিবার নিমিত্ত যাহারা পথ দিয়া
গমন করিতেছিল, ভাষাকার তাহাদিগকে মণ্ডন-
পণ্ডিতের বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ।
তাহারাও প্রসিদ্ধ শঙ্কর হইতে অদ্রুত গুণযুক্ত ঐ
শঙ্করমূর্তি অবলোকন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে উত্তর
প্রদান করিল ॥ ৫ ॥

“বেদবাক্য স্বতঃ প্রমাণ, অথবা অন্য কোন

অ্যিক্যং গিরং বাচং যত্র মণ্ডনালয়ে কীরাদনা শুকাদিপক্ষিগাম-
জনা অপি দ্বারহনীড়াস্তুরসমিরুদ্ধা জানীহি তন্মণ্ডনপণ্ডিতৌকঃ
নিরুদ্ধাঃ গিরস্তি উচ্চারণস্তি তত্চাভূৎ মণ্ডনপণ্ডিতৌকঃ গৃহং
জানীহি ॥ ৬ ॥ সূর্যঃখাদিকলপ্রদং কর্ম কিবা অতো জন্ম-
শূন্যঃ সর্বশক্তিঃ সর্বজ্ঞঃ পরমাত্মেতি বিচারাত্মিক্যং সমানমন্তং ॥
৭ ॥ কিং জগৎ ক্রবং শ্রাজ্জগদক্রবং শ্রাৎ কীরাদনা যত্র
গিরং গিরস্তি অক্রবংনিত্যং ত্রিভিঃ বিচারাত্মিক্যমিত্যর্থঃ
৮ ॥ তান্তি দত্তং প্রতিবচনং দদুঃ ভগবান্ ভাষাকারো যৎ কৃত-

শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ” বাহার ভবনে দ্বারস্থিত পিঞ্জর-
মধ্যে উত্তমরূপে আবদ্ধ হইয়া শুকপক্ষিগণের
অঙ্গনা সকল এই বাক্য সর্বদা উচ্চারণ করিয়া
থাকে, তাহাই মণ্ডন পণ্ডিতের বাসস্থান জানি-
বেন । “কর্মই সূর্যঃখাদি ফল দান করিয়া
থাকে, অথবা জন্মশূন্য, সর্বশক্তি, সর্বজ্ঞ পর-
মাত্মা ঐ ফল দান করেন” বাহার ভবনে দ্বার-
স্থিত পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া শুকবধু সকল যথায় এই
বাক্য নিয়ত উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহাই
আপনি মণ্ডন পণ্ডিতের গৃহ জানিবেন । “জগৎ
নিত্য কি অনিত্য” দ্বারস্থ পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া শুক-
কামিনীগণ বাহার ভবনে যেস্থানে এইরূপ বিচারপূর্ণ
বাক্য সকল উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহাই আপনি
মণ্ডনপণ্ডিতের গৃহ জানিবেন ৬।৭।৮ ।

পীত্বা তদুজ্জীরত তস্মৈ গেহাদগত্বা বহিঃ সম্য কবাট-
শুপ্তং । তুর্কেশমালোচ্য স যোগশক্ত্যা ব্যোমধ্ব-
নাহ্বাতরঙ্গশান্তঃ ॥ ৯ ॥ তদা স লেখেন্দ্রনিকে-
তনাভং ক্ষুরক্ষুরককলকেতনাভং । সমগ্রমালো-
কত মণ্ডনস্ত নিবেশনং তুতলমণ্ডনস্য ॥ ১০ ॥

বাংলায় পীত্বাতি । আস্যে নাসীকানুজী কঁচনানি কর্ণপুটেন
পীত্বা অবধার্য তত মণ্ডনং গেহাদ বহিঃ গচ্ছা কবাটে শুপ্তং
রক্তিতং নক্তকবাটং হুনিমেশং তুর্কিঃ প্রবেশ্যে যদ্বি তদ্বি
তস্য সম্য ভবনমলোকা স যোগীজঃ যোগশক্ত্যা ব্যোমধ্বনা
আকাশমার্গেণ অদগাভ্যন্তরমধোহস্রাকরং ॥ ৯ ॥ তদন্ত বহু যতঃ
তদাহ তদেতি । তদা তস্মিন্ অবতরণকালে স যোগীজঃ ক্ষুর-
মণ্ডনস্য তুলোকালঙ্কারস্য মণ্ডনস্য নিবেশনং বাসস্থানং সমগ্রং
আলোকিত হুটবান্ । নিবেশনং বিশদং লেখাঃ লেখাঃ লেখা
অনিত্তিমলয়া ইত্যমরঃ । তেযামিত্রস্য বরিক্কেতনং গৃহং তস্যাতা
কান্তিরিব কান্তি র্দা তৎ বেবেশগৃহত্বান্মিত্যর্থঃ । ক্ষুরতামরত
বাহুনা চকলস্য কেতনস্য তেতোরাভা যস্মিন্ ১০ ॥ সৌধস্য
নিমজ্জনে । গৃহে কেতো চ কৃত্য চেতি মেদিনী ॥ ১০ ॥ সৌধস্য

দাসীগণের বচন সকল কর্ণে শ্রবণ করিয়া
মণ্ডনের গৃহ হইতে বহির্দেশে গমন করিয়া কবাট-
বন্ধ মণ্ডন গৃহ দর্শন করিলেন । অনন্তর যোগীন্দ্র
যোগশক্তি প্রভাবে আকাশ পথ দিয়া তাঁহার অঙ্গন-
মধ্যে শীঘ্র অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৯ ॥

অবতরণ কালে শঙ্কর, তুলোকভূষণ মণ্ডনের
সমগ্র বাসস্থান অবলোকন করিয়া দেখিলেন, দেব-
রাজ ইন্দ্রের গৃহের মতন সকল গৃহের আভা এবং
গৃহোপরি পতাকা সকল যুত্সমীরণে সর্বদা
কম্পিত হইতেছে । ১০ ।

সৌধাগ্রসংছন্ননভোহবকাশঃ প্রবিষ্ট তৎ প্রাপ্য কবেঃ
সকাশং । বিদ্যা বিশেষাভ্যয়শঃ প্রকাশং দদর্শ তৎ
পদ্মজসম্নকাশং ॥ ১২ ॥ তপোমহিম্নৈব তপো-
নিধানং স জৈমিনিং সত্যবতীতনুজং । যথাবিধি
শ্রীকবিধৌ নিমজ্জ্য তৎ পাদপদ্মানুবনেজয়ন্তঃ ॥ ১২ ॥
তত্রাস্তরিক্সাদবতীর্থা যোগিবর্যঃ সমাগমা যথার্থমেষঃ ।

আসাদস্যাগ্রাগ্রভাগেণ সংছন্নং নততদনুভোহবকাশো যস্মিন
তৎ সম্য প্রবিষ্ট কবেঃ মণ্ডনস্য সকাশং সমীপং প্রাপ্য তৎ কবিঃ
দদর্শ । কবিঃ বিশিষ্টঃ । বিদ্যায়া বিশেষাঃ সর্বত আধিক্যাদাতঃ
প্রাপ্যে বশসঃ প্রকৃশ্যে বৎ তৎ পদ্মজেন ব্রজণা সমঃ আঃ ১১ ॥
পুনন্তং বিশিষ্টঃ । সত্যবত্যাভ্যন্তনুজস্যানুজং বাসং জৈমিনিঃ
সহ যত্নবান্ তুলোনিধানং তপোমহিম্নৈব তপোমহিম্নৈব শ্রীকবিধৌ
যথাবিধি নিমজ্জ্য তয়ো কাসজৈমিত্যোঃ পাদকমলানুবনেজয়ন্তঃ
প্রক্ষালয়ন্তম্ উঃ ॥ ১২ ॥ এতাদৃশং মণ্ডনং দৃষ্ট্বা বৎ কৃতবান্
তদাহ । তত্র তস্মিন্ মণ্ডনগৃহে অধরাদাকাশাবতীর্থা বাসং

অট্টালিকার অগ্রভাগ দ্বারা গগন আচ্ছন্ন হইয়া
গিয়াছে, তথায় প্রবেশ করিয়া প্রথমে মণ্ডন পাণ্ড-
তের নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন, বিদ্যা বিশেষে
অধিক পরিমাণে সর্বাংশে যশলাভ করিয়াছেন ।
অধিক কি, মণ্ডনকে দেখিয়াই পদ্মযোনি ব্রজা
বলিয়া হঠাৎ বিবেচনা করিলেন । ১১ ।

যিনি তপস্যার মহিমায় তপোধন ; যিনি
আক্কেপলক্ষে জৈমিনির সহিত সত্যবতীপুত্র
বেদব্যাসকে নিমজ্জণ করিয়া তাঁহাদের দুই জনের
পাদকমল প্রক্ষালন করিতেছিলেন । যোগিকর ঐ
মণ্ডন গৃহে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বৈপারন

জৈমিন্যনঃ জৈমিনিমপুত্ৰাভ্যাং ভাভ্যাং সহৰ্ষং
প্রতিনন্দিতোহুতঃ ॥ ১৩ ॥ অথ দুঃমার্গাদবতীর্ণ-
মন্তিকে মুনোঃ স্থিতঃ জ্ঞানশিখোপবীতিনঃ।
সম্মাসাসাবিত্যবগতা সোহভবৎ প্রবৃতিশাষ্ট্রৈকরতো-
হপি কোপনঃ ॥ ১৪ ॥ তদাভিতরুষ্ঠস্য গৃহাশ্রমেশি-

জৈমিনিঃ চৈবো যোগিস্ত্রেষ্ঠো যথাযোগ্যঃ সমাগমা ভাভ্যাং
চোভাভ্যাং সহৰ্ষং যথা স্তাত্বাংস্তিনন্দিতোহুতঃ ইং ॥ ১৩ ॥
অথানন্তরং সঃ মণ্ডনঃ আকাশমার্গাদবতীর্ণং মুতো ক্যাসিকৈ-
মিত্তোরন্তিকে সমীপে স্থিতঃ জ্ঞানমের শিখা উপরীতকাতা-
ভীতি তং নিখোপবীতবিবর্জিতমিতি বারং। অসৌ সঃ সঃ
সীতাবগতা বৃদ্ধা প্রবৃতিশাষ্ট্রৈকরতোহপি কোপনঃ কোপমুক্তো-
হভবৎ। অক্রোধনৈঃ শৌচপনৈঃ সততং ব্রহ্মচারিক্তিঃ। ভবি-
ত্বাং ভবন্তি ময়া চ শ্রাদ্ধকর্মণীত্যাদি প্রবৃতিশাষ্ট্রেণ শ্রাদ্ধ-
নিকর্মণি কোপস্ত নিষিদ্ধত্বাৎ তদভিরতত্বেন কোপাযোগো-
পীতাপিশম্ভার্যঃ উং ॥ ১৪ ॥ তদা তস্মিন্ কালে গৃহবা-
জমন্তেপিতুরীধরস্ত মণ্ডনস্তাভিক্রুদন্ত যতীধরস্ত চ কোপরহি-

এবং জৈমিনির নিকটে আগমন করিলেন। তাঁহার।
উভয়েই অত্যন্ত হর্ষমহকারে শঙ্করকে অভিনন্দন
করিলেন। ১২। ১৩।

অনন্তর মণ্ডন মিশ্র দেখিলেন এক জন আকাশ
পথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বেদব্যাস এবং জৈমিনি
মুনির নিকট অবস্থিত রহিয়াছে। জ্ঞানরূপশিখা ও
বজ্রোপবীত যুক্ত (বস্ত্রতঃ শিখা ও বজ্রোপবীত
বর্জিত) শঙ্করকে অবলোকন করিয়া জ্ঞানিতে
পারিলেন, এই ব্যক্তি সম্যাসী। অতএব মণ্ডন
কর্ম্মপ্রবর্তক শাস্ত্রে একান্ত রত থাকিলেও তখন
অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ১৪ ॥

তু যতীধরস্যাপি কুতূহলং ভূতঃ। ক্রমাৎ কিলৈবঃ
বুধশস্তয়োস্তয়োঃ প্রমোত্তরাণ্যম্বরধোত্তরোত্তরং ॥
১৫ ॥ কুতো যুগ্মাগলান্মুণী পন্থান্তে পৃচ্ছাতে
ময়া। কিমহি পন্থান্তম্মাতামুণ্ডেত্যাহ তথৈব হি ॥

তস্তাপি কুতূহলং কোতুতং ভূতঃ ধারয়তঃ। এবং কিল বক্ষ্যমাণ-
প্রকারেণ বুধশ্রেষ্ঠমৌত্তরোরথ ক্রমেণোত্তরোত্তরং প্রমোত্তরাণি
আহ কীত্বঃ বশং ॥ ১৫ ॥ প্রমোত্তরাণ্যম্বরধোত্তরোত্তরং
প্রবুদ্ধশস্তরতি। কুত ইতি। মুণী কুতঃ গৃহদ্বারাণাং কবাটেঃ
পরিব্রজ্যঃ মুণী শ্রাদ্ধকর্ম্মণি ব্রহ্মৈবযোগ্যো ভবান্ তেন মার্গেণ
প্রব্রজিঃ। এবং মণ্ডনোক্তং শ্রদ্ধা ভবতনন্ত কিং পর্য্যন্তং
ভবান্ মুণীকর্ম্ম প্রকর্যাহ তদবান্। আসনাদ গল-
পর্য্যন্তং মুণী মংপ্রসার্য এতেন স বুদ্ধ উভাবগত্য মণ্ডন আহ।
পন্থাঃ মার্গতে তব ময়া পৃচ্ছাতে ন তু কিং পর্য্যন্তং ভবান্
হুণীতি। এবমুক্তম্বচনস্ত তব পন্থানঃ প্রতি ময়া প্রথঃ কুত

তৎকালে গৃহশ্রমের অধিপতি মণ্ডন অতিশয়
ক্রুদ্ধ এবং যতিবর শঙ্কর কোপরহিত হইলেও
কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। পরে পণ্ডিত দ্বয়ের
ক্রমশঃ প্রশ্ন ও উত্তর হইতে লাগিল। ১৫।

প্রথম মণ্ডন প্রশ্ন করিলেন—তুমি মুণ্ডী অর্থাৎ
মুণ্ডিত ব্যক্তি। আমার গৃহদ্বার সকল কবাট দ্বারা
আচ্ছাদিত, শ্রাদ্ধকর্ম্মে মুণ্ডিত ব্যক্তিকে দর্শন করি-
তেও নাই, অতএব কোন পথ দিয়া তুমি আমার গৃহে
প্রবেশ করিলে। মণ্ডনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া
“কোন স্থান হইতে কতদূর পর্য্যন্ত মুণ্ডিত” এই-
রূপ অর্থ করনা করিয়া শঙ্কর বলিতে লাগিলেন—
আমি গলদেশ পর্য্যন্ত মুণ্ডিত। ‘এই ব্যক্তি আমার
প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারে নাই’ ইহা বিবেচনা

॥১৬॥ পস্থানং ত্বমপৃচ্ছস্বাং পস্থাঃ প্রত্যাহ মণ্ডন ! ।
ত্বম্মাতেত্যত্র শব্দোহয়ং ন.মাং ক্রয়াদপৃচ্ছকং ॥১৭॥

ইত্যর্থঃ প্রকর্যাহ ভগবান্ । কিমাহ পস্থাং পৃষ্ঠঃ পস্থা-
ভাঃ প্রতি কিমাহ কিমুক্তবান্ । এবং বিপরীতঃ প্রত্যাহ কুপিতঃ
গন্ মণ্ডন আহ ত্বম্মাতেতি । ময়া পৃষ্ঠঃ পস্থাং মাতামুণ্ডা
ইত্যাহ । এবমপৃষ্ঠো ভগবান্ তদবৈবেতি । ত্বয়া পুটেন
পথা স্বাং প্রতি ত্বম্মাতামুণ্ডেতি বহুকং ভবতি । হি
বস্মাং পস্থানং প্রতি ত্বমপৃচ্ছস্বাং প্রত্যাহ প্রত্যাহ পস্থাং মাতা
মুণ্ডেত্যাহ । হে মণ্ডনেতি লবোধনম্ পণ্ডিতশিরোমণিঃ
জ্ঞাতুং যোগোঃ সীতি পুত্ৰতি । ত্বমাং ত্বম্মাতেত্যত্রঃ বহুকং
মামপৃচ্ছকং ন ত্রয়ং মদ্যচকো ন ভবতীত্যর্থঃ । বক্রোক্তিঃ
শ্রবণকৃত্যামপরাধকরমন্ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ এবমুক্তোহতিক্রমঃ

করিয়া মণ্ডন বলিলেন—‘আমি তোমাকে তোমার
পথের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু ‘আপনি
কি পর্য্যন্ত মুণ্ডিত’ ইহা জিজ্ঞাসা করি নাই।
এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া “পথের প্রশ্ন করা হই-
য়াছে” তাঁহার বাক্যের এইরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া
ভগবান্ শব্দ বলিতে লাগিলেন—‘আপনি পথের
কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু পথ আপনাকে
কি বলিয়াছে’ এইরূপ বিপরীত অর্থ শুনিয়া মণ্ডন
কুপিত হইয়া বলিলেন—আমি যে পথের কথা
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ‘তাহা তোমার মাতামুণ্ড’
ইহা শুনিয়া ভগবান্ বলিতে লাগিলেন—‘হঁ
তাহাই।’ যেহেতু আপনি পথকে জিজ্ঞাসা করিয়া-
ছিলেন, পথও আপনাকে প্রশ্নকর্তা জানিয়া
‘তোমার মাতামুণ্ড’ এই কথা বলিয়াছে। হে
মণ্ডন । আপনি পণ্ডিত শিরোমণি, অতএব আপ-
নার আমার অর্থ অবগত হওয়া আবশ্যক।

অহো ! পীতা কিমু ? সুরা নৈব শ্বেতা যতঃ স্মর । কিং
ত্বং জানাসি তদ্বর্ণমহং বর্ণং ভবান্ রসং ॥১৮॥
মত্তো জাতঃ কলঞ্জাশী বিপরীতানি ভাষতে ।

সন্ মণ্ডন আহ । অহো কিমু সুরা মদিয়া পীতা ? কিং ত্বয়া মদা-
পানং কৃতং ? অত্রথা বিপরীতভাষণং কথং শ্রাৎ । এবমাক্রোষ্টো
ভগবান্ তদবচনস্ত সুরা কিমু পীতা পীতবর্ণেত্যর্থঃ প্রকর্যাহ
নৈবেতি । সুরা পীতা পীতবর্ণা নৈব ভবতি । যতঃ কারণং শ্বেতা
শ্বেতবর্ণা বাহুবৃত্তমপার্থং কৃতো ন স্মরসীত্যাশয়েনাহ । স্মর
স্মরণং কুক । স্মরেতি কচিং পাঠঃ । এবমুক্তো মণ্ডন আহ কিমিতি
ততঃ সুরায়া বর্ণং ত্বং বতিঃ কিং জানাসি তদ্বর্ণজ্ঞানং যতেন্ত-
বাত্যাহুচিতিত্যর্থঃ । এবমাক্রোষ্টো ভগবান্ ত্বয়াচাহং বর্ণং জানামি
ত্বাং রসং জানাতি । তথাচ তদ্বর্ণজ্ঞানবানপাৎ ন প্রত্য-
বাবী বস্ত তদ্রসামুভবিতা প্রত্যাবার্যঃ । ন সুরাং পিবেদिति
নিষেধেন পানস্ত প্রত্যাবায়জনকত্ববোধনাং ন তু তদ্বর্ণজ্ঞান-
স্তেতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥ এবং বিপরীতানি বচনানি প্রত্যাহতিমুঠো

তোমার মাতা” “এই স্থলে ত্বং এই মুদ্রদ-
শব্দ আমাকে না বুঝাইয়া পথকে বুঝানই উচিত ।
। ১৬। ১৭ ।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মণ্ডনমিশ্র অত্যন্ত
ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন—কি আশ্চর্য্য !
আপনি কি (সুরা পীতা) অর্থাৎ সুরা পান করিয়া-
ছেন ? যদি মদ্য পান না করিবেন তবে এইরূপ
বিপরীত কথা বলিবেন কেন ? এইরূপে তির-
স্কৃত হইয়া ভগবান্ বলিলেন—“সুরা কিমু
পীতা” অর্থাৎ আপনি যে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুরা
কি পীতবর্ণ ? বস্তুতঃ তাহা নহে, অর্থাৎ সুরা
পীতবর্ণ নহে ; কারণ, সুরা শ্বেতবর্ণ । নিজের
অনুভূত অর্থের কেন না স্মরণ করিতেছেন ? বস্তুতঃ

সত্যং ব্রবীতি পিতৃবৎ ভ্রাতো জাতঃ কলঞ্জভূক ॥১৯॥

মণ্ডন আহ মন্ত উক্তি। কলঞ্জং বিষলিপ্তবাণেন হতভ মণ্ডন মাংসং। কলজং ন ভক্ষয়েদিতি বাভোম নিষিদ্ধমভিত্ত্বঃ ভোক্তৃং শীলমভিত্তি স কলঞ্জানী অতক্ষাতকণীলো মন্ত উত্তমভো কাতঃ যতো ভবাম্ বিপরীতানি ভাবতে। এবমভ্যাক্রুদ্ধো ভগবান্ ভগাক্য মন্তো মংসকাশাজাতঃ কলঞ্জানী বিপরীতানি ভাবতে ইত্যর্থঃ প্রকল্পাহ সত্যমিতি। বধা পিত্তা যঃ কলঞ্জানী বিপরীতানি ভাবসে তথা হতভংসকাশাজাত উৎপন্নঃ কলঞ্জ-ভূক্ বিপরীতানি ব্রবীতি ভাবত ইতি সত্যং বধার্থেবেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ এবং পুনঃ পুনঃ বিপরীতঃ ভগবদ্বাক্যং ক্ৰমা প্রকার-

বস্তুতঃ পীত কি শ্বেত তাহা আপনি স্মরণ করিয়া দেখুন। মণ্ডন বলিলেন—আপনি যতি হইয়া কিরূপে স্মরণ বর্ণ অবগত আছেন? কলতঃ আপনার পক্ষে ইহা অত্যন্ত অনুচিত। পুনর্বার ভগবান্ বলিতে লাগিলেন—আমি বর্ণ জানি, কিন্তু আপনি যে স্মরণ রস অবগত আছেন। আমি স্মরণ বর্ণ জানিলেও আমার কোন পাপ নাই, কিন্তু আপনি যখন রস অনুভব করিয়াছেন তখন আপনিই যথার্থ ঘোর পাপী। “ন স্মরণং পিবেৎ” এই স্থলে কেবল পান করিলেই প্রত্যাঘাতাগী হয়, কিন্তু মন্দের শ্বেত কি পীত বর্ণ জানিলে কিছুতেই পাপী হয় না। ১৮।

শঙ্করের এইরূপ বিপরীতবাক্য শ্রবণে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া মণ্ডন বলিতে লাগিল—তুমি জানিও (বিষলিপ্ত বাণদ্বারা হত হরিণ মাংসের নাম কলঞ্জ) “কলঞ্জং ন ভক্ষয়েৎ” অর্থাৎ কলঞ্জ ভক্ষণ করিবে না। এই নিষিদ্ধ মাংস অর্থাৎ অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া তুমি কি মন্ত হইয়াছ? নতুবা এরূপ

কহাং বহসি দুর্বুদ্ধে! গর্দভেনাপি দুর্ব্বহাং। শিখা-
যজ্ঞোপবীতভ্যাং কস্তে ভারো ভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥

কহাং বহামি দুর্বুদ্ধে! তব পিত্রোপি দুর্ভরাং। শিখা-

স্তরেনাক্ষিপতি কহামিতি। গর্দভেনাপি দুর্ব্বহাং বোচুঃ মশক্যাং কহাং বহসি। তথাচাতিভারভূতাং কহাং বোচুঃ সমর্থত তে ভব শিখাযজ্ঞোপবীতভ্যাং কো ভারো ভবিষ্যতি ম কোহপীত্যর্থঃ। বশ্পভারভরাননমভারবাহকত্ব ভবাহো দুর্ব্বুদ্ধিতেতি সূচয়ন্ সম্বোধয়তি হে দুর্ব্বুদ্ধে ইতি ॥ ২০ ॥ এবমাক্ষিপ্তো ভগবানপি কৌতুকাধাক্ষেপঃ প্রতিক্রিপন্ শিখাযজ্ঞোপবীতভ্যাংমিত্যাদে-

বিপরীত বাক্য বলিবে কেন?। “মন্তো জাতঃ” এই কথাটির ছল ধরিয়া ভগবান্ বলিতে লাগিলেন—“আমি আপন হইতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি” অর্থাৎ আপনি আমার পিতৃভূত্য—আপনি যখন কলঞ্জ ভোজন করিয়া থাকেন, তখন আপনার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমি কলঞ্জ ভোজন করিব না অথবা আপনার মত বিপরীত বাক্য বলিব না কেন? সত্য সত্যই পিতার মতন সন্তানের বিপরীত বাক্য বলা তত দুশ্য নহে। ১৯।

হে নির্বোধ! গর্দভ পর্য্যন্ত যাহা বহন করিতে কাতর, এরূপ কহা (কাঁধা) তুমি বহন করিতেছ কেন? অতএব যদি তুমি এরূপ ভারভূত কহা বহন করিতে পার, তবে শিখা এবং যজ্ঞোপবীত-দ্বারা তোমার কি এত অধিক ভার বোধ হইল? স্বল্পভার ভয়ে এইরূপ বহুভার বহন করিতে তোমার কেবল মুর্থতাই প্রকাশ পাইয়াছে। ২০।

ভগবান্ বলিতে লাগিলেন—স্ত্রীলোক যাহাকে ভিরঙ্কার করে, পুনর্বার সেই স্ত্রীলোকের উপর

যজ্ঞোপবীতভ্যাং প্রভেভ্যো ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥

কৃত্বমাহ কহামিতি । তব পিতৃপিতৃর্হুর্হাং জীভিত্তিরহুতেন
পুনশ্চ তাস্থেব প্রীতিমতা গদ্বিভেন তব পিতৃপিতৃর্হুর্হাং কহাং
শিষ্যযজ্ঞোপবীতে বিহার্য বহামি । যতন্তাভ্যাং 'পরীক্ষা লোকান
কর্মচিহ্নান্ ত্রাক্ষণো নির্বেদমায়াং ।' 'যদহরেব বিরজেতদহ-
রেব প্রজ্ঞেতং ।' 'ব্রহ্মচর্যাদ্ বা গৃহাদ্ বা বনাদ্ বা সংশ্রুত শ্রবণং
কুর্যাৎ ।' 'ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানন্তঃ'
'অথ পরিভ্রাড্ বিবর্ণবাসা যুতোহপরিগ্রহঃ' ইত্যাদিপ্রভে-
ভ্যো ভবিষ্যতি । স চ বৈদিকেনাবস্তমণাকরনীরঃ । পাঠান্তরে
'হু বিধিনিবেদ্যাক্ষিকা ক্রতি ভ্যো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ । অত-
স্তদ্যাবিমোক্ষণায় কহাবাহিকস্ত মম পুত্ৰুদ্বয়বিধিবা হুত্বিহুং
বদন্তবাহো হুত্বিহুতি জনয়ন্ সখোযয়তি হে হুত্বিহু ।
ইতি ॥ ২১ ॥ সংশ্রাসং বিনা ব্রহ্মনিষ্ঠতা ন সিদ্ধান্তীতি শিষ্য-

যে লোক অমুরক্ত হয় তাহার নাম গদ্বিভ । তোমার
গদ্বিভ পিতা যাহা বহন করিতে পারে না (শিখা
এবং যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া) আমি সেই
কস্থা বহন করিতেছি । "পরীক্ষা লোকান কর্মচি-
হ্নান্ ত্রাক্ষণো নির্বেদমায়াং" কর্মসংকিত স্বর্গাদি
লোক সকল পরীক্ষা করিয়া ত্রাক্ষণ মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া
থাকেন । "যদহরেব বিরজেত তদহরেব প্রজ্ঞেতং"
যে দিবসে সংসারে বৈরাগ্য হইবে, সেই দিবসেই
সংশ্রাস ধর্ম অবলম্বন করিবেক । "ব্রহ্মচর্যাদ্ বা
গৃহাদ্ বা বনাদ্ বা সংশ্রুত শ্রবণং কুর্যাৎ" ব্রহ্ম-
চর্য হইতে কি গৃহ হইতে কি বা বনপ্রস্থানশ্রম
হইতে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আত্মতত্ত্ব শ্রবণ
করিবে । "ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে
অমৃতত্বমানন্তঃ" কর্মদ্বারা কি সম্ভানদ্বারা কি ধন-
দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না, কেবল মাত্র ত্যাগ

ত্যাগ পানিগৃহীতীং স্বামশক্ত্যা পরিরক্ষণে । শিষ্য-
পুস্তকভারেচ্ছো স্বাখ্যাতা ব্রহ্মনিষ্ঠতা ॥ ২২ ॥
গুরুশ্রবণালম্ব্যং সমাবর্ত্ত্য গুরোঃ কূলাং । শ্রিয়ঃ
শ্রবণমাশ্রয় ব্যাখ্যাতা কর্মনিষ্ঠতা ॥ ২৩ ॥ শ্রিতো-

যজ্ঞোপবীতে যয়া ত্যক্তে ইতি বোধকং ভগবদ্বাক্যং শ্রুত্বা মণ্ডন
আহ । ত্যক্তেতি শ্রুত্বা যীরং পানিগৃহীতীং ভাষ্যং পরিক-
ণেহপক্যা বিহার্য শিষ্যপুস্তকভারেচ্ছোক্তব বা ব্রহ্মনিষ্ঠতা সা
ব্যাখ্যাতা অগ্রে লোকে প্রথিতা ॥ ২২ ॥ এবমাক্ষিপ্তং
প্রত্যাক্ষিপতি । গুরুশ্রবণে আলম্ব্যং গুরোঃ কূলাং সমাবর্ত্ত-
সমাবর্ত্তমঃ বিহার্য শ্রিয়ঃ শ্রবণমাশ্রয় তব বা কর্মনিষ্ঠতা সা
ব্যাখ্যাতা ॥ ২৩ ॥ মণ্ডন আহ । যোষিতাঃ স্ত্রীনাং গর্ত্তে স্থিতো-

স্বীকার করিলেই মোক্ষধর্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় ।
"অথ পরিভ্রাড্ বিবর্ণবাসা যুতোহপরিগ্রহঃ" পরি-
ভ্রাজক সংস্রাসী, বর্ণভেদশূন্য, বস্ত্রবিহীন, মুণ্ডিত-
মস্তক হইবেন এবং দারপরিগ্রহ করিবেন না । শিখা
এবং যজ্ঞোপবীত দ্বারা এই সমস্ত শ্রুতির ভার
হইবে বলিয়া আমি মুণ্ডিত এবং যজ্ঞোপবীত বিহীন
হইয়াছি । ২১ ।

আরও জানিবেন—সংশ্রাস বিনা ব্রহ্মতত্ত্ব সিদ্ধ
হয় না, সুতরাং আমি শিখা এবং যজ্ঞোপবীত
ত্যাগ করিয়াছি । ভগবানের এই বাক্য শুনিয়া
মণ্ডন বলিলেন—স্বকীয় পত্নীকে রক্ষা করিতে অস-
মর্থ হইয়া ঐ সকল পরিত্যাগ করিয়াছি । এক্ষণে
শিষ্য এবং পুস্তকের ভার বহন করিতে ইচ্ছা
করিয়া তোমার ইহলোকেই ব্রহ্মতত্ত্ব বিখ্যাত হই
য়াছে । ২২ ।

ভগবান্ বলিলেন—গুরুজনের শ্রবণাক্রিয়া
আলম্ব্য বোধ করিয়া, গুরুকূল হইতে গৃহে আগমন

হসি যোষিতাং গর্ভে ভাভিরেব বিবর্জিতঃ । অহো
কৃতঘ্নতা মুখ্য! কথং তা এব নিন্দসি ॥ ২৪ ॥ বাসাং
স্তন্থং স্বরা পীতং বাসাং জাতোহসি যোনিতঃ ।
তাহ মুখ্যতম । স্ত্রীষু পশুবদ্ভ্যমসে কথম্ ॥ ২৫ ॥ বীর-
হত্যাযবাণ্ডোহসি বহীনুদ্বাশ্চ যত্নতঃ । আত্মহত্যা-

সি ভাভিরেব বিবর্জিতস্তং তা এব কথং নিন্দসীত্যাহো হে মুখ্য!
তাদৃশস্ত্রীকৃতোপকারনাশকশ্চ তব কৃতঘ্নতা ॥ ২৪ ॥ ভগবান্ ভূ-
বাচ । বাসাং যোষিতাং স্তন্থং স্তন্যতবং পশুস্বরা পীতং । বাসাং
চ যোনিতো জাতোহসি । ভাস্ত্রস্বাষু হে মুখ্যতম! পশুবৎ কথং
রমসে ॥ ২৫ ॥ মণ্ডন অহ বীরেতি । গার্হপত্যাহবনীষদক্ষিণা-
খ্যান্ বহীন্ যত্নতঃ প্রযত্নেনোদ্বাশ্চ বীরভেদস্ত হত্যাযবাণ্ডোহসি ।
তথাচ ক্রটিঃ—বীরহা বা এব দেবানাং যোঃস্বীমুদ্বাশয়তি । এব-

করিয়া, এবং অহরহ স্ত্রীলোকের শুশ্রূষা করিয়া
তোমার যে কৰ্ম্মতত্ত্ব বিখ্যাত হইয়াছে তাহা অন্য-
রাসে জানিতে পারিয়াছি । ২৩ ।

মণ্ডন বলিলেন—স্ত্রীলোকের গর্ভে প্রথমে বাস
করিয়াছ; স্ত্রীলোকেরাই লালন পালন করিয়া
তোমার বয়োবৃদ্ধি করিয়াছে; ওহে মুখ্য! তুমি কি
কৃতঘ্ন! এরূপ স্ত্রীলোকের উপকার ভুলিয়া গিয়া
আবার তাহাদিগকেই নিন্দা করিতেছ? ২৪ ।

ভগবান্ বলিলেন—ভূমি আবার মুখ্যতম, তুমি
বাহাদের স্তন্য দুগ্ধ পান করিয়াছ; বাহাদের যোনি
হইতে উৎপন্ন হইয়াছ; সেই সকল স্ত্রীলোকদের
সহিত পশুর মত কিরূপে রমণ করিয়া থাক? ২৫ ।

মণ্ডন বলিলেন—গার্হপত্য, আবহনীষ এবং
দক্ষিণানামক অগ্নিদ্বিগকে যত্নপূর্বক পরিত্যাগ
করিয়া তুমি বীরহত্যা অর্থাৎ ইন্দ্রহত্যা পাতকে

মবাপ্তস্তুমবিদিত্বা পরং পদম্ ॥ ২৬ ॥ দৌবারিকান্
বঞ্চয়িত্বা কথং স্তেনবদাগতঃ । ভিক্ষুভ্যোহন্নমদত্বা-

মাক্রুতৌ ভগবান্ ভূবাচ । পরং পদং পরমাত্মবরূপমবিদিত্বা আত্ম-
হত্যাযবাণ্ডঃ । ‘প্রাতঃ অসন্মৈব স ভবত্যসদ্ ব্রহ্মোক্তি চেদেদ ।’
‘অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃত্তাঃ । তাংস্তে প্রেত্যাভি-
গচ্ছন্তি য়ে কে চাত্মহনো জনাঃ ।’ অন্তর্বা পশুস্বাখ্যানং যোঃস্বত্বা
প্রতিপদাতে । কিং তেন স কৃতঃ পাপং চৌরেণাশ্বাপহারিণা
ইত্যাদিভ্রতিবৃতিভ্যঃ ॥ ২৬ ॥ এবং বাকাচাত্ত্বৌণ প্রাতি-
বন্ধো মণ্ডনঃ প্রকারান্তরেণাক্ষিপতি । দৌবারিকান্ দ্বারপালান

পতিত হইয়াছ । এবিষয়ে শ্রুতি যথা—“বীর-
হা বা এব দেবানাং যোঃস্বীমুদ্বাশয়তি” যিনি ঐ
ত্রিবিধ অগ্নি পরিত্যাগ করেন, তিনি দেবতাদিগের
মধ্যে প্রধান অর্থাৎ ইন্দ্রকে বধ করিয়া থাকেন ।
ভগবান্ বলিলেন—ভূমি আত্মতত্ত্ব না জানিয়া আত্ম-
হত্যা পাপে পাতকী হইয়াছ । এবিষয়ে শ্রুতি
যথা—“অসন্মৈব স ভবত্যসদ্ ব্রহ্মোক্তি চেদে বেদ”
যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী নহেন, তিনি নিত্য হইয়াও অনিত্য ।
অন্য শ্রুতিতে আছে—“অসূর্যা নাম তে লোকা
অন্ধেন তমসা বৃত্তাঃ । তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি
য়ে কে চাত্মহনো জনাঃ ।” যাহারা আত্মহত্যা
করিয়া থাকে, তাহারা গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন অসূর্য্যানামক
অর্থাৎ অন্ধকারময় কতকগুলি জগৎ আছে, মরণান্তে
সেই সকল লোকেই গমন করিয়া থাকে । ২৬ ।

মণ্ডন বলিলেন—দ্বারপালদিগকে বঞ্চনা করিয়া
কেন ভূমি চোরের মতন আগমন করিয়াছ? ভগবান্
বলিলেন—ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষা (অর্থাৎ তাহাদের

স্বঃ স্তেনবস্ত্রোক্ষাসে কথম্ ॥ ২৭ ॥ কৰ্মকালে ন
সম্ভাষা অহং মূৰ্ধেণ সম্পৃতি । অহো প্রকটিতং
জ্ঞানং যতিভঙ্গেন ভাষিণা ॥ ২৮ ॥ যতিভঙ্গে প্রবৃত্তস্ত
যতিভঙ্গে ন দোষভাক্ । যতিভঙ্গে প্রবৃত্তস্য পক্ষ-

বক্ষণিবা চৌরবৎ কথয়াম্যহং । প্রত্যাক্ষিপতি ভগবান্ তিসু-
তোঃস্বঃ স্তেনাং ভাগবদ্বজ্ঞা স্তেনবৎ কথং ভোক্ষাসে ॥ ২৭ ॥
এবং প্রত্যুক্তয়ঃ পরাজিতো বক্ষুঃশব্দঃ সন্ মগুন আহ ।
সম্প্রতি ইহানীং কৰ্মকালে অহং মূৰ্ধেণ যস্য সম্ভাষ্যো ভাষণ-
যোগ্যো ন ভবামি । এবমুক্তো ভগবান্ ব্রূচ । বর্জ্যে পাঠবিচ্ছেদে
ভঙ্গেন তেদেন বিসম্বিনা ভাষণকত্র । ব্রূয়া অহো জ্ঞানং প্রকটিতং
॥ ২৮ ॥ মগুন আহ । বতেভ্য ব ভঙ্গে প্রবৃত্তস্ত মন ভৎসুভ্যো
যতিভঙ্গে ন দোষভাক্ দোষবুক্তো ন ভবতীত্যর্থঃ । এবমুক্তো

আহারের ভাগ) না দিয়া কেন তুমি চোরের মতন
বিষয় সকল ভোগ করিবে ? ॥ ২৭ ॥

এইরূপে প্রত্যুত্তরে পরাজিত হইয়া মগুন বলি-
লেন—সম্পৃতি এই কৰ্মকালে আমি মূৰ্ধের
সহিত আলাপ করিব না । সংস্কৃত কবিতার “সংভাষ্য
অহং” এইরূপ মগুনের সংস্কৃত বাক্য শুনিয়া ভগ-
বান্ বলিলেন—যতি অর্থাৎ (হৃদ) ভঙ্গ করিয়া কথা
কহিয়া তুমি যথেষ্ট জ্ঞানশক্তির পরিচয় দিয়াছ ।
বস্তুতঃ “সংভাষ্যোহহং” বিসর্গসন্ধি করিয়া এইরূপ
পদ হওয়াই উচিত, তাহা হইলে আবার যথার্থ
ছন্দোভঙ্গ হয় । মগুনের যে এইস্থানে যথার্থ অসং-
স্কৃত ও অশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাতে
আর সংশয় নাই । ২৮ ।

মগুন বলিলেন—যতিভঙ্গে (অর্থাৎ তুমি যতি,

মাস্তং সমস্যাতাম্ ॥ ২৯ ॥ ক ভ্রুক ক চ দুর্শ্বেধাঃ
ক সংভাসঃ কবা কলিঃ । স্বাধ্বমভক্কামেন
বেষোহয়ং যোগিনাং ধৃতঃ ॥ ৩০ ॥ ক স্বর্গঃ ক
দুরাচারঃ কাহয়িহোত্রং কবা কলিঃ । অশ্বে মৈথু-
নকামেন বেষোহয়ং কশ্মিণাং ধৃতঃ ॥ ৩১ ॥

ভগবান্ ব্রূচ । যতিভঙ্গে প্রবৃত্তস্যোক্ত্য ভ্রুতেঃ সকাশাৎ ভঙ্গ
ইতি পক্ষমাস্তং সমস্যাতাং নতু বচ্যাতং । তথাচ বতেঃ সকাশাৎ
ভঙ্গে জরবিপর্ষ্যে সতি প্রবৃত্ত যতিভঙ্গে দোষভাগ ন ভব-
তীতি স্বাক্ষার্থঃ ॥ ২৯ ॥ মগুন আহ কেতি ॥ ৩০ ॥ ভগ-
বান্ ব্রূচ ক স্বর্গ ইতি ॥ ৩১ ॥ উপসংহরতি ইত্যাদি দুর্শ্বাকা-

তোমার ভঙ্গে) আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি । অতএব
“সংভাষ্য অহং” এইরূপ কবিতার যতিপতন দৃশ্যীয়
নহে । ভগবান্ বলিলেন—“যতিভঙ্গে” এই পদে
পক্ষমীতৎপুরুষ সমাস (অর্থাৎ যতির নিকট হইতে
ভঙ্গ) এইরূপ সমাস করিতে হইবে, কিন্তু যতির
ভঙ্গ এইরূপ বচ্যীতৎপুরুষসমাস কখনই হইবে না ।
॥ ২৯ ॥

মগুন বলিলেন—কোথায় ভ্রুকা, আর কোথায়
তোমার মত মেধাবিহীন লোক ; কোথায় সংন্যাস
এবং কোথায় কলিকাল । সূত্ৰাচ্ছ অন্ন ভক্ষণ করিবে
বলিয়া তুমি এইরূপ যোগিবেশ ধারণ করিয়াছ ।
॥ ৩০ ॥

ভগবান্ বলিলেন—কোথায় স্বর্গ, এবং কোথায়
তোমার মতন দুরাচার লোক, কোথায় অগ্নি-
হোত্র যাগ এবং কোথায় ই বা ঘোর কলিকাল ;
আমি জানিয়াছি, তুমি মৈথুনকামনা করিয়া কশ্মিষ্ঠ
লোকের মত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছ । ৩১ ।

ইত্যাদি দুর্ভীকাগণং ক্রবাণে রোষণে সাহকৃতি
বিশ্বরূপে । শ্রীশঙ্করে বক্তরি তস্যা তস্যোত্তরক
কৌতুহলতশ্চ চাক্ষু ॥ ৩২ ॥ তং মণ্ডনং সম্মিত-
জৈমিনীকিতং ব্যাসোহম্ববোজ্জলসি বৎস । দুর্ভচঃ ।
আচারণা নেয়মনিমিত্তাঙ্গনাং জ্ঞাতাস্ততঃ যমিনঃ
ধুতৈষণম্ ॥ ৩৩ ॥ অভ্যাগতোহসৌ স্বয়মেব বিষ্ণু-

গণঃ সাহকৃতি বিশ্বরূপে রোষণে ক্রবাণে শ্রীশঙ্করে চ ততঃ ততঃ
চনসোত্তরকঃ চাক্ষু সন্দরং কৌতুহলেন নতু কোণাদবক্তরি
মতি তং মণ্ডনং ব্যাসোহম্ববোজ্জলসি পরোষয়ঃ । আবিপবেদ কিং
জড়ো জড়তাদেহে ভৌতিকেন চিন্তাস্মি । কিমভ্যাগোহসি বভা-
চ্যরিহিতোহভ্যাগা উচ্যতে । কিং দৃবভোহসি পাপেন দৃবিতো
জ্ঞায়তে নরঃ । চোতৈরুপাপিতঃ কিং স্বং স তু বড্গপীড়িতঃ ।
অপ্রার্থিতঃ কিমর্থং স্বং সমারামো গৃহে মম । তব ভাগ্যবশাদ্
বিষ্ণুরহমহ সমাগত ইত্যাদিবাক্যকাতং প্রোহং উপং ॥ ৩২ ॥
সম্মিতেন জৈমিনিনৈকিতং তং মণ্ডনং ব্যাস উবাচ । হে বৎস ।
জ্ঞাতং সাক্ষাৎকৃতমস্মিতত্ত্বং যেম তং ধূতা বিগতা পুত্রদারলো-
কেষণা যস্মাত্তং যমিনং প্রতি যদ্ দুর্ভচঃ জল্পসি ইয়মনিমিত্তাঙ্গ-
নামাচারণা আচারো ন ভবতি ইন্দ্রবজ্রাং ॥ ৩৩ ॥ তথাচা-

বিশ্বরূপ অহঙ্কারের সহিত এইরূপ দুর্ভীকা প্রয়োগ
করিবার পর শঙ্কর জুঁজু না হইয়া বরং কেবলমাত্র
অত্যন্ত কৌতুকবশতঃ সেই সেই দুর্ভীকায় স্বন্দর
প্রভৃতির প্রদান করিলেন—তখন স্মিতবদনে জৈমিনি
মণ্ডনকে অবলোকন করেন । মহর্ষি বেদব্যাস শঙ্ক-
রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—বৎস ! যে
ব্যক্তি আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন ; যাহার
স্রীপুত্রাদির কামনা একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে ;
তাহার উপর এরূপ কটুবাক্য প্রয়োগ করা কখনই
সাধুলোকের আচার নহে । ৩২ । ৩৩ ।

রিত্যেব মহাপু নিমন্তয় স্বং । ইত্যাদ্রবং জ্ঞাতবিধিঃ
প্রতীতঃ সুখ্যগ্রণীঃ সাধবশিবমুনিমন্তঃ ॥ ৩৪ ॥ অথো-
পসংলপ্য জলং স শাস্তঃ সসমুদ্রং মণ্ডনপণ্ডিতো
হপি । ব্যাসাজ্ঞয়া শাস্ত্রবিদচরিত্ত্বা স্তমন্ত্রবদ্ ভৈক্য-
কূতে মহর্ষিঃ ॥ ৩৫ ॥ স চাত্রবীং সৌম্য । বিবাদ-
ভিক্ষামিচ্ছন্ ভবৎসমিধিমাগতোহস্মি । সাহন্তোন্ত-

নিমিত্তাঙ্গা স্বমেবং কর্তুং যোগোহসীতাদর্শো যতিঃ স্বয়মেব
বিষ্ণুরাগতঃ ইতি যদ্বা জ্ঞাতাস্ততঃ ধুতৈষণং যমিনম্ভিমমাপ্ত
বীষং স্বং সমুদ্রম্ । ইতোবং প্রকারেণাত্ত্বং বচনমিহং আত্মমো-
হকৌক্যে ক্রেশে নাস্তবচনমিহং ইতি মেদিদী । জ্ঞাতবিধিঃ প্রতীতঃ
প্রখ্যাতঃ তং মণ্ডনং সুখ্যগ্রণী মুনি কাশ্যঃ সাধু বখাত্তব-
হনিবং শিফণং কৃতবান্ ইং ॥ ৩৪ ॥ অথ ব্যাসকৃতশিক্ষান-
তরং স মণ্ডনপণ্ডিতোহপি শাস্তঃ সন্ জলং উপলপ্তাচমনা-
দিকং কৃত্বা ব্যাসাজ্ঞয়া স্বয়ং চ শাস্ত্রবিৎ মহর্ষিঃ শঙ্করাচার্য-
মর্চয়িত্বা ভৈক্যকূতে ভৈক্যার্থং স্তমন্ত্রবৎ উপং ॥ ৩৫ ॥ এবং
ভৈক্যকূতে মণ্ডনেন নিমন্তিতো মহর্ষিঃ কিমুক্তবানিত্যত আহ ।

“এই ব্যক্তি যতি—সুতরাং এব্যক্তি স্বয়ং
বিষ্ণু তোমার গৃহে আগমন করিয়াছেন” ইহা বোধ
করিয়া শীঘ্র ভূমি যতিকে নিমন্ত্রণ কর । তখন
নিজবচনের আজ্ঞাবর্তী ঐ বিধি মণ্ডনকে পণ্ডিতা-
গ্রণী মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপে উত্তম শিক্ষা দান
করিলেন । ৩৪ ।

অনন্তর মণ্ডনপণ্ডিত শাস্ত্রমূর্তি ধারণ ও আচ-
মনাদি করিয়া ব্যাসের আজ্ঞানুসারে শাস্ত্রবিৎ-
পণ্ডিতের মত সসমুদ্রে মহর্ষিশঙ্করাচার্যের অর্চনা
করিয়া ভিক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন ।
। ৩৫ ।

ভগবান্ বলিলেন—হে প্রিয়দর্শন ! আমি তর্ক

শিষ্যত্বপণা প্রদেয়া নাস্ত্যাদয়ঃ প্রাক্তনভক্তভৈক্ষো ॥
 ॥ ৩৬ ॥ মম ন কিঞ্চিদপি ধ্রুবমীপ্লিতং শ্রুতি-
 শিরঃপথবিস্তৃতিমন্তরা । অবহিতেন মথেষ্ববধীরিতঃ
 স ভবতা ভবতাপহিমদ্যুতিঃ ॥ ৩৭ ॥ জগতি সম্প্রতি

স চ মহর্ষিরব্রবীৎ হে সৌম্য ! প্রিয়লক্ষ্মণ । বিবাদভিক্ষানিচ্ছন্
 তবৎসগিধিং তব সমীপমাগতোহস্মি । তস্মাৎ সা বাদভিক্ষা-
 জ্ঞাতশিষ্যত্বপণা প্রদেয়া । একতরুভৈক্ষো তু মমাবয়ো নাস্তি ।
 ॥ ৩৬ ॥ নহু বাদবাণ্যংত্যজ্ঞেতকারণ পক্ষং ককনাশ্রয়েদিতি ।
 সংজ্ঞাসিন্ধব নিবিদ্ধাঃ বাদভিক্ষাং কথং বাচস ইতি চেত্তদ্রাহ
 মমেতি । শ্রুতিশিরসাং বেদান্তানাং পদাঃ সারগতস্ত বিতৃষ্টিং বিচারঃ
 বিমা মম কিঞ্চিদপি ধ্রুবমীপ্লিতমজস্রমাপ্রমুক্তিঃ ন তবতি ।
 তথাচ স্বখ্যাভ্যাখ্যার্থং বাদাদ্যাশ্রয়নিবেধপরমুদাহৃতবাক্যৈঃ ন
 তু কথয়োজনবাদাশ্রয়নিবেধপরঃ । এতাদৃশবাস্ত লোকে-
 পকারকস্যাং ন পদাঃ ভব এব তাপঃ দুঃখং সংসারসংস্কাৰাধ্যাত্মি-
 কাহিদ্ভৈবিকাবিভৌতিকলক্ষণং দুঃখমিতি বা তস্ত হিমদ্যুতি-
 শব্দঃ । ঔক্ষানিবৃত্তিপূৰ্ব্বকশেত্যজ্ঞানকহিমদ্যুতিবৎ নিখিল-
 দুঃখনিবৃত্তিপূৰ্ব্বকপরমানন্দপ্রাপ্তিকর ইত্যর্থঃ । মথেষু যজ্ঞেষু
 বহিতেন সারধানেন ভবতাঃবধীরিতস্তিরকৃতঃ শ্রুতঃ ॥ ৩৭ ॥

ভিক্ষা ইচ্ছা করিয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত
 হইয়াছি । অতএব (যে জন বিবাদে পরাস্ত হইবে
 সেই তাহার শিষ্য হইবে) এইরূপ পণ করিয়া
 আমাকে সেই তর্কভিক্ষা দান করুন । কিন্তু
 এই চিরপ্রসিদ্ধ অন্ন ভিক্ষায় আমার কোন প্রয়ো-
 জন নাই । ৩৬ ।

আপনি ইহা বিশেষরূপে জানিবেন যে,
 বেদান্ত শাস্ত্রের পথ বিস্তার করা ব্যতীত আমার
 আর কোন বস্তুই বাঞ্ছনীয় নহে । তাহার নিমিত্ত
 শাস্ত্রীয় বিবাদ করিলে সকল লোকের নিতান্ত

তং প্রথয়ামাহঃ সমভিভূয় সমস্তবিবাদিনম্ ।
 ত্বমপি সংশ্রয় মে মতমুত্তমং বিগদ বা বদ বাহস্মি-
 জিতস্তিতি ॥ ৩৮ ॥ ইতি যতিপ্রবরস্ত নিশম্য তদ্
 বচনমর্থবদাগতবিস্ময়ঃ । পরিতবেণ নবেন মহা-
 যশাঃ স নিজগৌ নিজগৌরবমাস্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥ অপি

অতো যো বেদান্তমার্গো ভবদাদিত্তিরবধীরিতস্তমহং সমস্ত-
 বিবাদিনঃ সমাগতিভূয় তিরস্কৃত্য জগতি প্রথয়ামি সর্বোৎ-
 কৃষ্টেষু প্রকটীকরোমি । তস্মাৎ ত্বমপি মে মতং বেদান্তসিদ্ধা-
 ন্তমর্থবুত্তমং সংশ্রয় । বিগদ বা বদ বা বিবাদং কুরু জিতব্রি-
 জিতোহস্মীত্যেবং বা বদ ॥ ৩৮ ॥ ইতি যতিপ্রবরস্ত তং তাদৃ-
 শমর্থবুৎ বচনং নিশম্যার্থবদচোহর্থবুৎ বচনং নিশম্য শ্রুত-
 নবেন অপূৰ্ণেণ পরিতবেণ তিরস্কারেণাগতবিস্ময়ঃ প্রাপ্তবিস্ময়ঃ
 স মওনো নিজগৌরবমাস্থিতো নিজগৌ জগাদ ॥ ৩৯ ॥ সহস্র-

উপকার করা হইবে । আপনি যজ্ঞকার্য্যে ব্রত
 হইয়া সেই ভবতাপহারী বেদান্তপথের উপর তির-
 স্কার করিয়াছেন । ৩৭ ।

আপনারা যে সমস্ত মহৎ লোকে বেদান্তকে
 অবজ্ঞা করিয়াছেন, আমি সেই সমস্ত বিবাদীদিগকে
 উত্তমরূপে পরাস্ত করিয়া জগতে সেই বেদান্তমার্গ
 উত্তমরূপে প্রকাশ করিব । অতএব আপনিও বেদা-
 ন্তের সিদ্ধান্ত শুনিয়া হ্রয় আমার উত্তম মত অব-
 লম্বন করুন—নয় বিবাদ করুন—নয় বলুন—আমি
 পরাজিত হইলাম । ৩৮ ।

যতিরাজের এইরূপ উৎকৃষ্ট ও অর্থবুৎ গর্বিত
 বাক্য শ্রবণে এবং অপূৰ্ব তিরস্কারে বিস্ময়াপন্ন হইয়া
 মণ্ডন স্বকীয় গৌরব রক্ষা করিবার মানসে বলিতে
 লাগিলেন । ৩৯ ।

সহস্রমুখে ফণিনামকে ন বিজিতস্তি জাতু ফণ-
তায়ং । ন চ বিহায় মতং শ্রুতিসম্মতং মুনিমতে
নিপতেৎ পরিকল্পিতে ॥ ৪০ ॥ অপি কদাচিদুদে-
ষাতি কোবিদঃ সরসবাদকথাংপি ভবিষ্যতি । ইতি
কুতুহলিনো মম সৰ্ব্বদা জয়মহোজয়মহো অয়মা-
গতঃ ॥ ৪১ ॥ ভবতু সম্প্রতি বাদকথাবয়োঃ ফলতু

মুখে ফণিনামকে শেবনাগে সত্যপায়ং যতনো জাতু কদাচিৎ
বিজিত ইতি তু ন ফণতি নৈব বদন্ত্যতোহয়ং বেদসম্মতং মতং
বিহার পরিকল্পিতে মুনে কীয়াসক্ত-তব বা মতে ন চ নিপতেৎ ॥
৪০ ॥ ইদং তু মদভিলষিতমেব সিদ্ধমিচ্ছ্যাম্যশয়েনাহ । অপি
কদাচিৎ কশ্চন কোবিদঃ পণ্ডিত উদেষ্যতি । রসেন সহিতা সরসা
স্যা চার্সো বাদকথা চ সাপি কদাচিৎ ভবিষ্যতি । ইতি কুতু-
হলিনো মমাহো অদ্যায়ং জয়মহো জয়োঃসবঃ অয়মাগতঃ ॥
৪১ ॥ তস্মাৎ সম্প্রতি ইদানীমাবয়োঃ কীাদকথা ভবতু । জয়-

সহস্রমুখ ফণী অর্থাৎ অনুস্তুনাগ বিদ্যমান
থাকিলেও এই মণ্ডন কখনই ‘বিজিত হইলাম’
এই কথা মুখ দিয়া বলিবে না । অতএব বেদসম্মত
মত পরিত্যাগ করিয়া নূতন ও কল্পিত আপনার
বা মহর্ষি বেদব্যাসের মতে কি করিয়া আমি সম্মতি
দান করিব ? ৪০ ।

ইহা আমারও চিরকালের জন্য বাঞ্ছনীয় আছে
যে, যেন কখন কোন পণ্ডিত আমার ভবনে আসিয়া
উপস্থিত হয় এবং তাঁহার সহিত যেন আমার
সম্পূর্ণ বিবাদ হয় । এইবিষয়ে সৰ্ব্বদাই আমার
অত্যন্ত কৌতুহল ছিল । কিন্তু ভাগ্যক্রমে অদ্য
সেই উৎসব স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছে । ৪১ ।

সম্প্রতি আমাদের দুইজনের বিবাদ হউক এবং

পুঙ্কলশাস্ত্রপরিশ্রমঃ । উপনতা স্বয়মেব ন গৃহ্যতে ন-
বহুধা বহুধাভবনেন কিং ॥ ৪২ ॥ অয়মহঃ যমহন্তু-
রপি স্বয়ং শময়িতা ময়ি তাবকসদিগরাং । সুক-
লহং কলহংসকলাভূতাং দিশ সূখাং শুসুখামল-
সন্তনো ! ॥ ৪৩ ॥ অপিতু দুর্হৃদয়শ্রয়কাননকতি-

মানরা চ বাদকথায় শাস্ত্রপরিশ্রমঃ ফলতু সকলো ভবতু ।
বহুকালমারম্ভা অভিলাষাম্পাদা অমৃততুল্যা বাদকথা প্রার্থিতা
যোগোবেত্যাশয়েনাহ । স্বয়মেবোপনতা সমীপমাগতা তব
নবীনা অনহৃততপূর্বা সুধা বহুধাভবনেন ভূমিনিবাসিনা মতেন
কিং ন গৃহ্যতে অপি তু গৃহ্যত এবৈত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ স্বগৌরবং
দ্যোতয়ন্তু স্বমিন্ বাদদায়কং সুকলহং প্রার্থয়তে । অয়মহঃ
মণ্ডনঃ যমহন্তু মৃত্যো হন্তরীষঃস্তাপি শময়িতা ঈশ্বরস্তাপি যমহ-
ন্তুঃ তু মৃত্যু ঈশ্বোপসেবনমিচ্ছতি শ্রুতিসিদ্ধং । নিরীশ্বর-
বাদিমীমাংসকল্পাদীযয়ো নাস্তীতি স্থাপনেন তস্তাপি হব্যং শমন-
কর্তা । এতাদৃশে ময়ি কলহংসানাং কলা বিদ্রুতীতি তাস্তানাং
কলহংসকলাভূতাং তাবকসদিগরাং সুকলহং দিশ ঈরয় । এতম্বিন্
যোগোহসীতি সূচয়ন্তু সর্বোধয়তি । সুখাংশোশচন্দ্রস্ত যৎ সুখাম
তধরসস্তী দ্যোতমানা তন্ যন্ত তন্ত সর্বোধনং হে সুখাংশুসুখা
মলসন্তনো ইতি ॥ ৪৩ ॥ মম বাক্যচাতুর্য্যমজ্ঞাত্বা ময়া সহ বাদ-

সেই তর্কদ্বারা শাস্ত্রীয় পরিশ্রম সফল হউক । ভূতল-
বাসী মানবেরা কি আপনার এই অপূর্ব তর্কসুধা
গ্রহণ করিবে না ? ৪২ ।

আমি মণ্ডন—আমি যমবিনাশী ঈশ্বরেরও নাশ
কর্তা । ঈশ্বর যে যমবিনাশী তাহা শ্রুতিসিদ্ধ ।
নিরীশ্বরবাদী মীমাংসকেরা বলেন “ঈশ্বরো নাস্তি”
আমি তাহা অভাবে স্থাপন করিয়াছি বলিয়া
সুতরাং তাহাদেরও বিনাশকর্তা । অতএব হে
চন্দ্রোপম । এক্ষণে আমার উপরে আপনার কলহং-

কঠোরকূঠারধুরকর।। ন পটুতা মম তে অবগান্তিকং
মমু গতানুগতখিলদর্শনা ॥৪৪॥ অভ্যাসমেতদ্বতে
রিতং মুনে ! তৈক্যং প্রকৃৎ যদি বাদদিংসুতা ।
গতোহস্য মোহং শ্রুতবাদবার্তয়া চিরেন্সিতেয়ং

মিচ্ছসীতি সূচয়মাং । অপিতু দুর্জয়মাং অরোপকং এব কাননং
বনং তত কতো ক্ষেবনে কঠোরকূঠারধুরকর। কঠোরকূঠার-
তুলা । অহংগতানুগতখিলদর্শনানি সন্ধানানি বহা অহ-
গতানুগতখিলদর্শনানি সন্ধানানি বা । এববিধা মম
পটুতা চাতুরী মম বিস্তারিত তে তব প্রবণত কর্তৃত্বিকং সঙ্গীপং
ন গত। মপ্রোতা । যতো যতো সন্ধানিক্যং বাচন ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥
কিঞ্চাত্মমিতি । হে মুনে ! যদি তব বাদনিংসুতা সন্ধানেন্দুজ-
১০ হি বাদনৈক্যং প্রকৃৎ ইত্যোক্তবক্তব্যত্যাগীরিতং করিত্যং ।
যত ইয়ং শ্রুতা বা বাদবার্তা তৈব বাচন্যং বৈদ্যব বাক্যং কর্তৃত্ব-
গতোহস্য মোহং শ্রুতবাদবার্তা । ইদং কৃত ইত্যত আহ । যত ইয়ং
বাদবার্তা চিরেন্সিতা চিরকালানন্ত মিচ্ছ। তর্হি কিমিতি কেন-

সের মত গস্তীর বাক্যদ্বারা শীঘ্র শাস্ত্রীয় কলহ
আদেশ করুন ॥ ৪৩ ॥

আপনি আমার বাক্ চাতুর্য না জানিয়া আমার
সহিত বিবাদ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন । আমার
পটুতার কথা কি অদ্যাপি আপনার কর্ণকুহরে
প্রবেশ করে নাই ? । অধিক কি বলিব—যাহা-
দের হৃদয় কলুষিত, তাহাদের গর্ব বনচ্ছেদ
করিতে আমার পটুতা কঠোর কূঠার তুলা জানি-
বেন । এমন কি—জগতে সমস্ত শাস্ত্র আমার
ঐ পটুতার অনুগামী জানিবেন । ৪৪ ।

মুনিবর ! “যদি আমি তর্কদান করিতে ইচ্ছা
করি, তাহা হইলেই আপনি তিকা করিবেন” আপ-
নার একথা অত্যন্ত নিকৃষ্ট । কারণ, আমি বাদের

বদিতা ন কশ্চন ॥৪৫॥ বাদং করিষ্যামি ন সন্দি-
হেহত্র জয়াজয়ো নৌ বদিতা ন কশ্চিৎ । ন কণ্ঠ-
শৌৰৈকফলো বিবাদো মিথো জিগীষু কুরুতস্ত
বাদং ॥৪৬॥ বাদে হি বাদিপ্রতিবাদিনৌ যৌ বিপক্ষ-
পক্ষগ্রহণং বিধতঃ । কা নৌ প্রতিজ্ঞা বদতোশ্চ

চিদ্বাদো ন কৃত ইতি তত্রাহ । বদিতা বাদকর্তা ন কশ্চন
কোহপি ন মিলিত ইত্যর্থঃ উৎ ॥ ৪৫ ॥ বাদং করিষ্যামি অত্র-
বাদকরণে ন সন্দিহে সন্দেহং ন করোমি । পরন্তু নৌ আবয়ো-
জয়াজয়ো অয়ং অয়ং প্রাপ্তোহয়ত পরাজয়মিতি বদিতা কশ্চিন্
মধ্যাহে ন ভবতি চেমেভ্যাহ । যত আবয়ো বিবাদঃ কর্তব্য
শৌৰ এতৈকং ফলং যত ন কর্তনৌবৈকফলো ন ভবতি । তু
শব্দো হর্থঃ হি যস্মাৎ পরস্পরং বিজিগীষু বিবাদং কুরুতঃ অত-
ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ বাদরীতিং দর্শয়তি । হি যস্মাৎ বাদে বাদি-
প্রতিবাদিনৌ যৌ বিপক্ষপক্ষয়ো গ্রহণং বিধতঃ । ইতি রীতি-

কথা শুনিয়াই আপনার সহিত বিবাদ করিতে কৃত-
সঙ্কল্প হইয়াছি । ওরূপ বাদকর্তা একজন উপস্থিত
হয় ইহা আমার চিরদিন প্রার্থনীয় ছিল । কিন্তু
দুর্ভাগ্যক্রমে কোন বিবাদকর্তা আমায় গৃহে কখন
আগমন করেন নাই । ৪৫ ।

আমি যে তর্ক করিব তাহাতে আর কোন
সন্দেহ নাই । পরন্তু আমাদের দুই জনের (এই
জন জয়ী, এবং এই জন পরাজয়ী) এরূপ কথা
বলিবার জন্য কোন মধ্যস্থ থাকিবে না । কারণ,
আমাদের বিবাদের ফল যে কেবল কণ্ঠ শুষ্ক হওয়া
তাহা নহে, কিন্তু পরস্পর জয়েছু হইয়া বিবাদ
করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য । ৪৬ ।

বাদে বাদী এবং প্রতিবাদী এই উভয়ই বিপক্ষ

তস্তাং কিং মানমিষ্টং বদ কঃ স্বভাবঃ ॥ ৪৭ ॥ কঃ
পাক্ষিকোহহং গৃহমেধিসত্তমস্তং ভিক্ষুরাজো বদভা-
মনুত্তমঃ । জয়াজ্যে নো সপণো বিধীয়তাং
ততঃ পরং সাধু বদাব হুশ্মিতো ॥ ৪৮ ॥ অন্য্যতি-
ধন্তোহস্মি যদার্থ্যপাদো ময়া সহাত্যর্থরতে বিবাদং ।
ভবিষ্যতে বাদকথা পরেদ্যুর্মাধ্যাহ্নিকং সম্প্রতি

তস্মাং আবেদ্যে ধীরদত্তোঃ প্রতিজ্ঞা কা তস্যঃ প্রতিজ্ঞায়াঃ
মানং প্রমাণং কিমিষ্টং । স্বভাবঃ সীমো ভাবোহতিশায়ঃ ॥ ৪৭ ॥
কঃ পাক্ষিকঃ সমীপতো মধ্যস্থঃ ক ইতি সর্বং বদ । কিক্রাহং
গৃহমেধিসত্তমস্তং বদতামনুত্তমো ভিক্ষুরাজত্বাদাদো নো
জয়াজ্যে সপণো বিধীয়তাং । ততঃ পরং সাধু বদাব হুশ্মিতো বদাব
বাদং করবাব ॥ ৪৮ ॥ এবং প্রাগলভ্যপূর্বকমুক্তা মন্তাপূর্বক-
মাহ । অন্য্যহমতিধন্তোহস্মি যদ যদার্থ্যপাদো ভবান্ ময়া সহ

এবং স্বপক্ষের মত গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহাই
বাদের রীতি জানিবেন । অতএব আমরা দুইজনে
যে বিবাদ করিব, আমাদের প্রতিজ্ঞা কি ? এবং
সেই প্রতিজ্ঞাবিষয়ে কি প্রমাণ ? ও স্ব স্ব অভি-
প্রায় কি ? ৪৭ ।

আমাদিগের বিবাদস্থলে কে মধ্যস্থ হইবে ? আমি
গৃহস্থ লোকের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি । আপ-
নিও বিবাদীগণের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ভিক্ষুক
লোক । অতএব প্রথমে আমাদের জয় এবং
পরাজয়ের কোন একটী পণ করা আবশ্যক । তাহা
হইলে আমরা সহাস্রবদনে বিবাদ করিতে পারিব ।
৪৮ ।

মণ্ডন এতক্ষণ পর্য্যন্ত সগর্বে কথা কহিতেছিলেন,

কর্মকুর্যাম্ ॥ ৪৯ ॥ তথেন্তি সূক্তে শ্রিতশঙ্করেণ
ভবিষ্যতে বাদকথাস্ত এব । তৎ সাক্ষিত্যং
ব্রজতাং যুনীন্দ্রাবিত্যর্থদ্বাদরিজৈমিনী সঃ
॥ ৫০ ॥ বিধায় ভাষ্যাং বিদুষীং সদস্তাং বিধীয়তাং
বাদকথা শ্রুতীন্দ্র ! । ইথং সরস্বত্যবতারতাজ্যে
তন্ ধর্মপত্ন্যাস্তমভাবিতাং ॥ ৫১ ॥ অথানুমোদ্যা-

বিবাহব্যতীর্থরতে প্রার্থরতে ॥ ৪৯ ॥ বাদকথাস্ত এব ভবিষ্যত ইতি ।
তথৈব শ্রিতসূক্তেন শঙ্করেণ ব্রজতাং সতি হে যুনীন্দ্রো ! তস্য
বিবাদস্য সাক্ষিত্যং ব্রজতমিকি বাসজৈমিনী সঃ মণ্ডনঃ প্রার্থ
রৎ ॥ ৫০ ॥ ততঃ মণ্ডনস্য ধর্মপত্ন্যঃ সরস্বত্যবতারতাজ্যে
সরস্বত্যবতারভূতভ্যাজ্যে হে শ্রুতীন্দ্র ! বিদুষীঃ ভাষ্যাং সদস্তাঃ
বিধায় বাদকথা বিধীয়তামিত্যনেন প্রকারেণ তৎ মণ্ডনমভা-

পরে নত্বতার সহিত বলিতে লাগিলেন ; অন্য আমি
অতিশয় কৃতার্থ হইলাম । কারণ, আপনার তুল্য
মহাত্মা ব্যক্তি যখন আমার সহিত বিবাদ করিতে
উদ্যত হইয়াছেন । আমাদের বাদানুবাদ পরদিন
হইবে, সম্প্রতি আমি মাধ্যাহ্নিক কার্য্য সকল
করিতে ইচ্ছা করিয়াছি । ৪৯ ।

তাঁহার কথা শুনিয়া শঙ্কর সহাস্র বদনে বলিতে
লাগিলেন ; আচ্ছা বাদকথা আগামী দিবসেই
হইবে তাহা শুনিয়া মণ্ডন যুনিদ্বয়কে সম্বোধন
করিয়া বলিলেন—আপনারা দুইজনে আমাদের এই
বিবাদে সাক্ষী হউন । ৫০ ।

বাদরায়ণ এবং জৈমিনী ঐ উভয়েই মণ্ডনের
পত্নীকে সরস্বতীর অবতার বলিয়া জানিতেন ।
সুতরাং তাঁহারা মণ্ডনকে বলিতে লাগিলেন—হে

ভিত্তিতং মুনিভ্যাং স মণ্ডনার্থাঃ প্রকৃতং চিকীৰ্ষুঃ ।
 আনর্চ্য দৈবোপগতান্ মুনীন্দ্রানগ্নীনিব ত্রীন্ মুনি-
 শেখরাংস্তান্ ॥ ৫২ ॥ ভূক্তোপবিক্তস্ত মুনিভ্রয়স্ত
 ত্র্যাপনোদায় তদীয়শিষ্যো । অতিক্রান্তাঃ পার্শ্ব-
 গতাববুদ্ধৌ সচামরৌ বীজমমাচরন্তৌ ॥ ৫৩ ॥ অথ
 ক্রিয়ান্তে কিল সুপবিক্ত্যাস্তবেদ্যার্থবিদপ্রয়ো-
 গমী । অমন্ত্রয়ংশ্চাকু পরম্পরং তে মুহূর্ত-

বিষাতামুক্তবন্তৌ ॥ ৫১ ॥ মুনিভ্যাং ব্যাসজৈমিনিভ্যাং ॥ ৫২ ॥
 বীজনং চামরসকালনমাচরন্তৌ স্থিতবন্তৌ ॥ ৫৩ ॥

ঋগ্ যজুঃ সামাখ্যবেদভ্রায়্য অন্তঃ উপনিষদ্ ভাগভেদে তত্র বা
 বেদ্যমর্থং পরপুরুষার্থং তত্ত্বং পরমাত্মনং জ্ঞানস্তীতিভ্রয়াস্তবেদ্যার্থ-
 বিদোহমীভ্রয়ো ব্যাস জৈমিনী শঙ্করাঃ ক্রিয়ারাঃ পূর্বোক্তারাঃ

স্বধীবর ! তুমি তোমার পণ্ডিতা ধর্মপত্নীকে এই
 কার্যে সাক্ষী রাখিয়া বানকার্যে প্ররত্ত হইও ॥ ৫১ ॥

বেদব্যাস এবং জৈমিনী অনুমোদন করিয়া যাহা
 বলিলেন সেই অনুমোদিত কার্য্য করিতে ইচ্ছা
 করিয়া আর্ষ্য মণ্ডন আহবানীয়, গার্হপত্য এবং দক্ষিণ
 নামক তিনপ্রকার বেদোক্ত অগ্নির তুল্য তিন জন
 মুনিকে যথাবিধি অর্চনা করিলেন ॥ ৫২ ॥

তিনজন মুনি আহার করিয়া উপবেশন করি-
 বার পর তাঁহাদের শ্রাস্তি দূর করিবার নিমিত্ত মণ্ড-
 নের দুইজন শিষ্য পার্শ্বে উপবেশন করিয়া চামর-
 হস্তে বীজন করিতে লাগিল ॥ ৫৩ ॥

ঋক্, যজুঃ, সাম এই ত্রয়ীভাগের মধ্যে যেন
 সর্ববেদ্য, পরমপুরুষ, পরমাত্ম তত্ত্বজ্ঞ ঐ ব্যাস,
 জৈমিনী এবং শঙ্কর তিনজন মুনিবর পূর্বোক্ত

মাত্রং কিমপি প্রকৃষ্টাঃ ॥ ৫৪ ॥ তেষাং দ্বিজেন্দ্র-
 গৃহনির্গতানামদর্শনং জগৎপুরঞ্জসা হৌ । রেবাতটে
 রম্যকদম্বশালে দেবালয়েহবস্থিতবাংস্তৃতীয়ঃ ॥ ৫৫ ॥
 ইতি স যতিবরেণ্যো দৈবযোগাদ্গুরুগামিতর জন-
 ছরাপং দর্শনং প্রাপ্য লষ্টঃ । তদুদিতবচনানি

অন্তে স্থপথিষ্টাঃ পরম্পরং প্রকৃষ্টা তে মুহূর্তমাত্রং চাকিমপি
 অমন্ত্রয়ন্ ॥ ৫৪ ॥ দ্বিজেন্দ্র মণ্ডনস্য গৃহনির্গতানাং মঠোদৌ
 ব্যাসজৈমিনী শীত্রং অদর্শনং প্রাপতু তৃতীয়ঃ শঙ্করাচার্য্য হেবায়
 নর্থদায়ান্তেরম্যাঃ কদম্বাঃ সালশ্চ যম্মিন্ তম্মিন্ স্থিতে
 দেবালয়েহবস্থিতবান্ ॥ ৫৫ ॥ ইতোবাং প্রকারেণ যতিশ্রেষ্ঠঃ গুরুগা-
 মিতি বহুবচনমাদর্শনং ব্যাসজৈমিত্রোদর্শনমিতরজনৈঃ প্রাপ্ত-
 মশকাং দৈবযোগাৎ । প্রাপ্যলষ্ট তৈত্তত্ত্বক্ৰিতিবচনানিবচনান্তমুক-

আহার কার্য্যের অন্তে উপবেশন করিয়া পরস্পর
 হৃষ্টচিত্তে মুহূর্তকাল অনির্বচনীয় বিষয় সকল
 মন্ত্রণা করিলেন ॥ ৫৪ ॥

দ্বিজবর মণ্ডনের গৃহ হইতে যে তিনজন মুনি
 বহির্গত হইলেন, তন্মধ্যে দুইজন অর্থাৎ ব্যাস এবং
 জৈমিনী শীত্রই অন্তর্ধান হইলেন । অবশিষ্ট
 শঙ্করাচার্য্য এবং কদম্ব ও সালবৃক্ষশোভিত রেবা-
 নদীর রমণীয় তটে একদেবালয়ের মধ্যে অবস্থিতি
 করিলেন ॥ ৫৫ ॥

বেদব্যাস এবং জৈমিনী এই দুইজন গুরুর
 দর্শন পাওয়া অপরের পক্ষে একান্ত দুর্লভ । দৈব-
 যোগে তাঁহাদের দর্শন পাইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া-
 ছিলেন । এবং তাঁহারা যে সমস্ত অমৃততুল্য বাক্য
 বলিয়া গিয়াছেন, আপনার শিষ্যদিগকে তাহা

শ্রাবমাশ্রিষ্যাননয়দমৃততুল্যানাশ্রবিতাং ত্রিযামাম্ ।
৫৬ ॥ প্রাতঃ শোণসরোজবান্ধবরুচিপ্ৰদ্যোতি-
তে বোমনি প্রখ্যাতঃ স বিধায় কৰ্ম্ম নিয়তং প্রজ্ঞা-
বতামগ্রণীঃ । সাকং শিষ্যবরৈঃ প্রপদ্য সদনং সন্-
মণ্ডিতং মাণ্ডনং বাদায়োপবিবেশ পণ্ডিতসভামধ্যে
মুনি ধোয়বিৎ ॥ ৫৭ ॥ ততঃ সমাদিশ্চ সদস্যতায়াং
সধর্ম্মিনীং মণ্ডনপণ্ডিতোহপি । স শারদাং নাম সম-

তুল্যানি শ্রিষ্যান্ শ্রাবয়ন্ তাং ত্রিযামাং রাতিমান্শ্রবিতময়ং যম্ ॥
৫৬ ॥ প্রাতঃকালে শোণসরোজনাং রক্তকমলানাং বান্ধবস্য সূর্যাস
কচ্যা কাস্ত্যা প্রদ্যোতিতে বোমজ্জ্বালাশে সক্তি স সত্তিপ্রবরঃ
প্রজ্ঞাবতামগ্রণী নিয়তং নিত্যাং কৰ্ম্ম স্মারি বিধায় শিষ্যবরৈঃ
সাকং মণ্ডনসোঃ মাণ্ডনং সদনং ভবনং সত্তি পণ্ডিতং প্রপদ্য প্রাপ
দোয়ং রক্ত জ্ঞানাতীতি দোয়বিমুনিঃ পণ্ডিতসভামধ্যে বাদায় উপ-
বিবেশ । পাঠান্তরে তু মণ্ডনং প্রভীতি বাধোয়ং শাদু ॥ ৫৭ ॥
ততঃ সভামধ্যে বাদার্থং যত্নে রূপবেশনস্তানস্তরং স মণ্ডন
পণ্ডিতোহপি সধর্ম্মিনীং ভাষ্যাং শারদাং সরস্বতীং নাম প্রসিদ্ধাং

শ্রবণ করাইয়া আত্মজ্ঞানী যতিবর শঙ্কর ঐস্থানে
রজনী অতিগাহিত করিলেন । ৫৬ ।

ব্রহ্মজ্ঞানী শঙ্কর প্রাতঃকালে পদ্মবান্ধব দিবা-
করের রশ্মিজালে গগনমণ্ডল অলঙ্কৃত হইলে, অবশ্য
কর্তব্য কৰ্ম্ম সকল সমাপ্ত করিয়া প্রধান প্রধান
শিষ্য সমভিব্যাহারে পণ্ডিতভূষিত মণ্ডনপণ্ডিতের
গৃহে গমন করিয়া পণ্ডিত সভামধ্যে তর্কের জন্য
উপবেশন করিলেন । ৫৭ ।

যতিবর সভামধ্যে বাদের নিমিত্ত উপবেশন
করিবার পর মণ্ডনপণ্ডিত সমস্তবিদ্যায় বিশারদ

স্তবিদ্যাশিখারদাং বাদসমুৎস্রোহভূৎ ॥ ৫৮ ॥
পত্যা নিযুক্তা পতিদেবতা সা সদন্তভাবে হৃদভী
চকাশে । তয়ো কিংবেক্তুং ক্ষততারতম্যং সমা-
গতা সংসদি ভারতীব ॥ ৫৯ ॥ প্রবুদ্ধবাদোৎসুকতাং
তদীয়াং বিজ্ঞায় বিজ্ঞঃ প্রথমং যতীন্দ্রঃ । পরা-
বরজঃ স পরাবরৈক্যপরাং প্রতিজ্ঞামকরোৎ স্বকীয়াং

সমস্তবিদ্যাসু বিশারদাং কুশলাং সদস্যতায়াং সভানায়কতারাং
সমাদিশ্য বাঃ প্রতি সমুৎস্রকঃ সমাণ্ডকঠিতোহভূৎ উপে ॥
৫৮ ॥ সা শারদা পতিদেবতা সূচুদন্তবতী সদন্তভাবে পত্যা
নিযুক্তাচকাশে । তয়ো যতিমণ্ডনরোঃ ক্ষতস্ত তারতম্যং বিবেক্তুঃ
সমাগতা সংসদি ভারতীব ॥ ৫৯ ॥ তদনন্তরং ভগবান্ ভাষা-
কারঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষারামাহ । তদীয়া প্রবুদ্ধা বা বাদোৎ-
সুকতা তাং বিজ্ঞায় বিজ্ঞঃ পরাভিপ্রায়জঃ পরং কারণমবরং
কার্য্যং যথা পরং ভবিষ্যমবরং ভুতং তে পরাবরৈক্যজ্ঞানাতীতি পরা-
বরজঃ । যথা পরে ব্রহ্মাদিরোহবরে বস্ম্যক্তং পরমাশ্রানং জ্ঞানা-
তীতি তথা পরাবরাবীশজীবাবভেদেন জ্ঞানাতীতি বা । অত
এতাদৃশঃ স যতীন্দ্রঃ প্রথমং পরাবরয়োবীশজীবায়োরৈক্য-

আপনার পত্নী সরস্বতীকে সভার কর্তৃত্বপদে অভি-
ষিক্ত করিয়া বাদের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন ।
৫৮ ।

যতি এবং মণ্ডনের বাক্যের তারতম্য বিচার
করিবার নিমিত্ত সভায় শোভনদন্তযুক্ত ও পতিপরা-
য়ণা ঐ পত্নী সাক্ষ্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শোভা
পাইতে লাগিলেন । ৫৯ ।

যিনি কার্য্যাকারণবিৎ ; যিনি ভুতভবিষ্যৎবেত্তা ;
যিনি ব্রহ্ম ও পরমাত্মজ, এবং যিনি ঈশ্বর ও জীবের
অভেদবেত্তা, সেই ভগবান্ ভাষ্যকার, বাদ করি-

॥ ৬০ ॥ ত্রৈলোক্যং পরমার্থসচ্চিদমলং বিশ্বপ্রপঞ্চ-
গুণা শুভ্রী রূপাপরাঙ্গনেব বহলাজ্ঞানাবৃতং
ভাসতে । তজ্জ্ঞানানিখিলপ্রপঞ্চনিলয়া স্বাঙ্গ-

ব্যবস্থা পরং নির্বাণং জনিমুক্তমভ্যুপগতং মানং
শ্রুতে শ্রুতকং ॥ ৬১ ॥ বাচং জয়ে যদিপরাজয়-
ভাগহং স্ম্যং সংশ্রাসমঙ্গ পরিহতা কষায়চৈলং ।

পরং স্বকীয়ং প্রতিজ্ঞামকরোং ॥ ৬০ ॥ তামেবোবাহরতি
ত্রৈলোক্যং পরমার্থসচ্চিদমলং বহুলেন নিবিড়েনানাদি-
নির্দেনাজ্ঞানেনাবৃতং সৎ সকলপ্রপঞ্চাননা ভাসতে । শুভ্রী রূপা
রূপাপরাঙ্গনা রূপায়কঃ পরস্বরূপেণ ভাসতে তৎ । তন্ত
পরাবরৈক্যসা জ্ঞানানিখিলপ্রপঞ্চ নিতর্যং কারেণনাঙ্গানেন
সহ লয়ে বাধো বস্তামিতি বা । এববিধা যা স্বাঙ্গনি ব্যবস্থা বাধ-
হিতিঃ সা পরং নির্বাণং জনিমুক্তং জয়বিমুক্তমভ্যুপগতং ।
অস্তাং প্রতিজ্ঞায়াঃ প্রমাণং শ্রুতে শ্রুতকং যোগ্যঃ প্রমাণনিহং
তথাচ শ্রুতে শ্রুতকং “একমেবাবিতীয়ং সত্যং জ্ঞানমনন্তং
বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম সর্বং খলিদং ব্রহ্ম বাচ্যরত্নপবিতারো

বার নিমিত্ত মণ্ডনের ওৎসুক্য দেখিয়া পরমাত্মা ও
জীবাত্মার ঐক্য বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিলেন । ৬০ ।

শুভ্রী (বিন্দু) যজ্ঞপ রজতের স্বভাবাক্রান্ত
হইয়া রজতরূপে ও রজতাকারে প্রকাশিত হয়,
তজ্জন নিত্যজ্ঞানসুখস্বরূপ, এক পরমার্থ ও নির্মল
ব্রহ্ম, নিবিড় ও অনাদি অজ্ঞানে আবৃত হইয়া এই
অখিল ব্রহ্মাণ্ডাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকেন । ঐ
পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্যজ্ঞান হইলে নিখিল
জগতের একমাত্র কারণ ঐ অজ্ঞানের সহিত
যেস্থানে তাহার লয় হয়, সেই পরমাত্মার বোধই
পরমমোক্ষ, এবং তাহাই জন্মমুক্ত বলিয়া স্বীকৃত
হইয়াছে । এইরূপ প্রতিজ্ঞাবিষয়ে বেদান্তশাস্ত্র
সকল আমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ । “একমেব দ্বিতী-
য়ম্” তিনি এক ও অদ্বিতীয় । “সত্যং জ্ঞানমন-
স্তম্” তিনি নিত্য, আনন্দময়, তিনিই জ্ঞানরূপ ।

নামধেয়ং যুক্তিকেতোব সত্যং তরতি শোকমাত্মবিৎ । তত্র কো
মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমমুপশ্যতঃ ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মেব ভবতি ন স
পুনরাবর্ততে ন স পুনরাবর্ততে ইত্যাদি’ শাং ॥ ৬১ ॥ তত্র পণঃ
দর্শয়তি বাচমিতি । নৃচেষ্যাম্যজ্ঞয়ে যদি পরাজয়ভাগহং স্ম্যং তর্হি
অঙ্গ হে মণ্ডন ! কষায়বস্ত্রং সংশ্রাসং পরিহতা স্ত্রুং বস্ত্রং
বসীর আচ্ছাদনার্থমঙ্গীকর্য্যং । ক্রিয়মাণে বাদে জয়াজয়কলত

‘সর্বং খলিদং ব্রহ্ম’ এই পরিদৃশ্যমান অখিল
ব্রহ্মাণ্ড কেবল ব্রহ্মময় । “বাচারত্নগং বিকারো
নামধেয়ং যুক্তিকেতোব সত্যম্’ বাক্যদ্বারা যাহারও
যে নাম করা যায় তাহা বিকৃতি মাত্র, কিন্তু যুক্তি-
কাই জগতে সত্য । ‘তরতি শোকমাত্মবিৎ’ আত্ম-
জ্ঞানী শোক উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন । ‘তত্র কো-
মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমমুপশ্যতঃ’ যে ব্যক্তি এক-
ব্রহ্মমাত্র দর্শন করিয়া থাকেন, তাহার তদবস্থায়
কি মোহ কি শোক কিছুই থাকে না । ‘ব্রহ্মবেদ
ব্রহ্মেব ভবতি’ যিনি ব্রহ্ম জানিয়াছেন তিনি ব্রহ্ম ।
“ন স পুনরাবর্ততে ন স পুনরাবর্ততে” সে লোক
আর সংসারে গমন করেন না, সে লোক আর
সংসারে আগমন করেন না । এই সমস্ত বেদান্ত
বাক্যই আমার প্রমাণ জানিবেন । ৬১ ।

নিশ্চয়ই আমার জয় হইবে, তবে, যদি আমি
পরাজয়ভাগী হই, তাহা হইলে হে মণ্ডন ! আমি
হরিদ্রাবর্ণ বসন পরিতাগ করিয়া আপনার মতন
শুক্লবস্ত্র পরিধান করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করি-

শুরুঃ বসীয় বসনঃ স্বয়ভারতীয়ঃ বাদে জয়াজয়কল-
প্রতিদীপিকাঃ ॥ ৬২ ॥ ইথঃ প্রতিজ্ঞাঃ কৃতবহু-
নারাং শ্রীশঙ্করে ভিক্ষুবরে স্বকীয়াঃ । স বিশ্বরূপো
গৃহমেধিবর্ষাশ্চক্রে প্রতিজ্ঞাঃ স্বমতপ্রতিষ্ঠাম্ ॥ ৬৩ ॥
বেদান্তা নপ্রমাণঃ চিতি বপুষি পদে তত্র সঙ্গতায়ো-
গাং পূর্বো ভাগঃ প্রমাণং পদচয়গমিতে কার্যাবস্ত্য-

শেষে । শঙ্কানাং কার্যমাত্রঃ প্রতিসমধিগতা
শক্তিরভ্যুদয়তান্নাং কর্মভ্যো মুক্তিরিষ্টা তদিহ তদু-
ভৃতাম্যুগঃ স্তাৎ সমাপ্তেঃ ॥ ৬৪ ॥ বাদে কৃতেহগ্নিন
যদি মে জয়ান্তবুয়োদিতাৎ স্তাদ্ বিপরীতভাবঃ ।
যেহঃ স্বয়াহভুগদিতা প্রসাক্যে জানাতি চেৎ সা
ভবিতা বধুশ্চে ॥ ৬৫ ॥ জেতুঃ পরাজিত ইহাশ্রম-

প্রতিদীপিকা ইত্যভ্যুদয়তান্নাং জয় বঃ ॥ ৬২ ॥ বিশ্বরূপো
নগুনঃ স্বমতে প্রতিষ্ঠা বসান্তবাহুতপ্রতিজ্ঞাঃ উঃ ॥ ৬৩ ॥
মন্তনকৃত্যঃ প্রতিজ্ঞামুদয়তি বেদান্তা ইতি । চিতি বপুষি
চিৎস্বরূপে পদে পরমাত্মনি বেদান্তাঃ প্রমাণং ন ভবতি । তত্র
চিৎরূপে সিদ্ধে বস্তনি কার্যানব্বিতে সঙ্গতেঃ শক্তেঃ বোদ্ধা ।
বেদান্তেভ্যঃ পূর্বো ভাগঃ পদচয়েন পদসমুদায়াক্ষেপেণ বাচ্যেন
গমিতে বোধিকেষুশেষে কার্যাবস্ত্যনি প্রমাণঃ । অভ্যুদয়তান্নাং
প্রসিদ্ধানাং ঘটমানয়েত্যাধিকানাং শঙ্কানাং কার্যমাত্রঃ প্রতি-
শক্তিঃ সমধিগতা কর্মভ্যশ্চ মুক্তিরিষ্টা অভিমতাত্ত্বং কর্ম ইহাশ্রম-

লোকে তদুভৃত্যং দেহভৃত্যং জীবানামায়ুষো জীবনস্য সমাপ্তেঃ
সমাপ্তিপার্শ্বগমিতে স্তাৎ । বাবজীবনমিহোক্তং জুহরাদিতি
বচনাৎ । সমাপ্তিরিতি পাঠে তু তদুভৃত্যাদিহাশ্রমং কর্মদি তদু-
ভৃত্যাম্যুগঃ সমাপ্তেঃ সাদৃশ্যে দ্বাভ্যোঃ স্তবঃ ॥ ৬৪ ॥ পদং নশ-
রতি । অগ্নিশ্চ বাদে কৃতে সতি বহি মে জয়বস্তঃ পরাজয়ঃ স্তাৎ
তর্হি স্বরোদিতাৎ বহুভ্যাবিপরীতভাবঃ শুরুবসনঃ গৃহাশ্রমঃ
বিহার কষায়বস্ত্রপরিধানঃ স্তাদ্ । বেরমুতরভারতী প্রসাক্যে স্বয়
কথিতাহভুৎ সৈবেহঃ বধু শ্চে প্রসাক্যে ভবিতা ভবিষ্যতি উপঃ ।
॥ ৬৫ ॥ ইহাস্তাৎ সমাপ্তাঃ বাদে বা পরাজিতঃ নেতুরাশ্রমমদী-

লাম । বাদ করিবার কালে এই উভয়ভারতী জয়
এবং পরাজয়ের বিচার করিবেন । ৬২ ।

ভিক্ষুবর শঙ্কর এইরূপে স্বকীয় মহৎ প্রতিজ্ঞা
করিবার পর গৃহস্থশ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপ স্বীয় মতের পোষ-
কতার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন । আপনি যে
প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'পরমাত্মা চিৎস্বরূপ (জ্ঞান-
স্বরূপ) এবিষয়ে বেদান্ত সকল কখনই প্রমাণ
হইতে পারে না ।' চিৎবস্ত্র নিত্য, তাহার কার্যের
সহিত সম্বন্ধ না হইলে কোন শক্তির যোগ হইতে
পারে না । এবং অশেষ কার্য যদি বেদের সমুদায়
পদ ও বাক্যদ্বারা জানা যায়, তাহা হইলে বেদা-
ন্তের পূর্ব ভাগ (মামাংসা) কদাচ এই কার্যের

প্রমাণ হইতে পারে না । অধিকন্তু ঘটমানয়' ঘট
আনয়ন কর ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শব্দ সমুদয়ের কার্যের
প্রতি সকলে কেবল শক্তিই স্বীকার করিয়া থাকেন ।
অতএব কর্ম হইতেই মুক্তি হয় ইহা আমার অভি-
মত । এই জগতে ঐরূপ কর্মই শরীরধারী জীব-
গণের জীবনের শেষ পর্য্যন্ত প্রার্থনীয় । ৬৩ । ৬৪ ।
এই বিষয়ে বাদ করিয়া যদি আমার পরাজয়
হয়, তাহা হইলে আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহার
বিপরীত অর্থাৎ আমিও শুরু বসন ও গৃহস্থাশ্রম
বিসর্জন দিয়া কষায়-বস্ত্র পরিধান করিব । এবং
যজ্ঞপ আপনার সাক্ষ্যকার্যে উভয়ভারতীর নিযুক্ত

নাদদীতেত্যৌ মিথঃ কৃতপণৌ যতিবিশ্বরূপৌ ।
অন্যমুদারধিষণামভিষিচ্য সাক্ষ্যে জয়ং বি তেনতু-
রথো জয়দন্তদৃষ্টী ॥ ৬৩ ॥ আবশ্যকং পরিসমাপ্য
দিনে দিনে তৌ বাদং সমং ব্যক্তমুতাং কিল সর্ব-
বেদৌ । এবং বিজ্ঞেতুমনসৌরূপবিষ্টয়োস্তাং মালাং
গলে স্থখিত সোভয়ভারতীয়ং ॥ ৬৭ ॥ মালা যদা
মলিনভাবমুপৈতি কণ্ঠে যস্তাপি তন্ত বিজয়েতর-

কুর্যাদিতি কৃতপণৌ যতিমণ্ডনৌ উদারবুদ্ধিব্যাং পরবতীং
সাক্ষ্যেভিষিচ্যথো অনন্তরং জয়েদন্তা স্থাপিতা দৃষ্টী ব্যাভ্যাং
তৌ জয়ং বিকলীভূত্যাং বিজ্ঞেতুমুখিতবস্তাবিত্যর্থঃ ৷ ৬৩ ॥
৥ ৬৬ ॥ সর্ববিদৌ সর্বজ্ঞৌ তৌ সমং মিথঃ বাৎ রিতমুতাং
বিস্তারিতবস্তৌ । এবং বিজ্ঞেতুমনসৌরূপবিষ্টয়ো যতিমণ্ডনয়ো-
র্গলে ত্যাং এসিদ্ধাং পুশ্চনির্গিকামৈকৈকাং মালাং সেরমুতর-
ভারতী স্থখিত স্থাপিতবতী ॥ ৬৭ ॥ তয়ো গলে মালাং নিধায়

হইবার কথা হইয়াছে, তদ্রূপ আমার সাক্ষ্যকার্যে
আমার পত্নীও নিযুক্ত থাকিবে । ৬৫ ।

“যে জন এই সভার অথবা এই বাদে পরা-
জিত হইবেন তিনি জেতার যে আশ্রম সেই
“আশ্রম অবলম্বন করিবেন,” এইরূপ পণ করিয়া
শঙ্কর ও মণ্ডন, উদারবুদ্ধি সরস্বতীকে সাক্ষ্যকার্যে
অভিষিক্ত করিয়া, ক্রীড়ে জয় হইবে তদ্ বিষয়ে
দৃষ্টি রাখিয়া জয়ের কথা সকল বিস্তার করিতে
লাগিলেন । ৬৬ ।

সর্বজ্ঞ শঙ্কর এবং মণ্ডন উভয়েই নির্জনে
বাসিয়া তুল্যরূপে বাদ করিলেন । এবং তাঁহারা দুই-
জনেই পরস্পরকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত মানস

নিশ্চয়ঃ স্মাৎ । উক্তা গৃহং গতবতী গৃহকর্মসক্তা
ভিক্ষাশনেহপি চরিতুং গৃহমক্ষরিত্যাং ॥ ৬৮ ॥
অন্তোন্তসঙ্করফলে বিহিতাদরৌ তৌ বাদং বিবাদ-
পরিণির্গমাতনিষ্ঠাম্ । ব্রহ্মাদয়ঃ সুরবরা অপি
বাহনন্থাঃ শ্রোতুং তদীয়সদনং স্থিতবন্ত উক্তম্ ॥

যত্বেতবতী তদাহ । যদা যম্মিন্ কালে যদা গলে মালা মলিন-
ভাবমুপৈতি প্রাপ্তুয়াং তদা তদা বিজয়েতরস্য পরাজয়ত
নিশ্চয়ঃ স্মাদিত্যুক্তা গৃহং গতবতী । যতো গৃহকর্মসক্তা
অপিচ ভিক্ষা চাশনে তোজনক ভিক্ষাশনে চরিতুং গৃহে গৃহ-
কর্মশনে মক্ষরিত্যে স্বার্থং ভিক্ষাং নির্মাতুমিত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥
সাক্ষ্যে স্থাপিতায়াঃ কৃতমুক্তা বারিকৃত্যমাহ । তৌ যতিমণ্ডনৌ
অন্তোন্তসঙ্করফলে বিহিতাদরৌ বাৎ জয়মুকমাতনিষ্ঠাং
বিস্তারিতবস্তৌ । উম্মিন্ কালে ব্রহ্মাদয়োহপি সুরশ্রেষ্ঠা বাহ-
নন্থাঃ সন্তঃ বিবাদস্য পরিণির্গমঃ শ্রোতুং তদীয়ং সদনং ভবনমু-

করিয়া উপবিষ্ট হইবার পর উভয়ভারতী তাঁহাদের
গলদেশে মালা অর্পণ করিলেন । ৬৭ ।

“যে সময়ে যাঁহার গলে এই পুষ্পমালা মলিন
হইবে তৎকালে তাঁহারই নিশ্চয় পরাজয় হইবে,”
এই কথা বলিয়া গৃহকর্মরতা উভয়ভারতী গৃহকর্ম-
রত আপনার স্বামী নিমিত্ত ভোজন এবং ভিক্ষকের
নিমিত্ত ভিক্ষাখাদ্য সংগ্রহ করিতে প্রস্থান করি-
লেন । ৬৮ ।

শঙ্কর এবং মণ্ডন পরস্পর জয়ফললোভে আদর
প্রকাশ করিয়া জয়েচ্ছার জন্য কথা সকল সবি-
স্তারে আরম্ভ করিলেন । তৎকালে ব্রহ্মাদি দেবতা
সকল স্ব স্ব বাহনে আরোহণ করিয়া বিবাদের নির্ণয়

॥ ৬৯ ॥ ততস্তয়োরাং মহান্ বিবাদঃ সদস্তবিশ্রা-
ণিত সাধুবাদঃ । স্বপক্ষসাকীকৃতসর্ববেদঃ পর-
স্পরস্যাপি কৃতপ্রমোদঃ ॥ ৭০ ॥ দিনে দিনে চাধি-
গতপ্রকর্ষো ভূরীভবংপণ্ডিতসম্মিকর্ষঃ ॥ অন্তোন্ত-
ভঙ্গাহিততীত্রতর্বস্তথাপি দূরীকৃতজন্মমর্ষঃ ॥ ৭১ ॥

দ্বিতীয়দিকে হিতবস্তুঃ ॥ ৬৯ ॥ ততো বাদবিভারানন্তরং ত্র্যমানেঃ
স্থিতানন্তরঞ্চ তয়ো গতিমণ্ডনয়ো গৃহান্ বিবাদ আস বভূব ।
বিবাদং বিশিনষ্টি । সনৈস্তে সনৈস্তেঃ বিশ্রাণিতো দত্তঃ সাধুবাদো
যস্মৈ স স্বপক্ষে সাকীকৃত্যঃ সর্বে বেদা যেন স পরস্পরস্তাপি
কৃতঃ প্রমোদঃ প্রহর্ষো যেন উপে ॥ ৭০ ॥ পুনর্বিবাদং বিশি-
নষ্টি । দিনে দিনে চাধিগতঃ প্রকর্ষো যেন স ভূরীভবতাং পণ্ডি-
তানাং সর্গকর্ষঃ সূত্রিভ্যাং যন্ত সঃ অন্তোন্তভঙ্গেন বিবদতো-
রন্তঃকরণে আহিতঃ স্থাপিতত্বর্ষো জয়াভিলাষো যেন তথাপি
দূরীকৃত্যো ভক্তমর্ষো যুক্তরোষো যস্মাৎ সঃ কন্তং হটে পরীবাঙ্গে
সংযুগে জনকে পুনরিত্তি বিশ্বপ্রকাশঃ উপে ॥ ৭১ ॥ সা উভয়-

শুনিবার নিমিত্ত মণ্ডনের গৃহোপরি অন্তরীক্ষে অব-
স্থান করিলেন । ৭৯ ।

বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে, ত্র্যমাদি দেবতাগণ আকাশে
অবস্থিতি করিলে, সভ্যগণ যাহার সাধুবাদ প্রমাণ
করিতে লাগিল ; স্বপক্ষ সমর্থন করিবার নিমিত্ত
বেদ সকল যাহাতে সাক্ষী হইল ; পরস্পরের যে
যে বিষয় আত্মলাভ বিস্তার করিল ; প্রতিদিন যাহার
উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; যাহাতে পণ্ডিতগণের
বহুল পরিমাণে ক্রমশঃ আগমন হইতে লাগিল
যাহা পরস্পরের বিচ্ছেদ করিয়া বাদী ও প্রতি-
বাদীর অন্তঃকরণে দৃঢ়রূপে জয়াভিলাষ স্থাপন
করিয়াছিল ; এবং যাহা হইতে পরস্পরের যুক্তকোপ

ভারতী প্রতিদিনঃ মধ্যাহ্নে সমাগত্য পতিং ভোজনকালমেব বক্তি
ভিক্ষুং শ্রীশঙ্করং তৈক্যং সময়ঞ্চ বদতি । ইত্যোং প্রকারেণ
পঞ্চবাণি পঞ্চ বা বভূবা দিনানি অভূবন্ ॥ ৭২ ॥ দৃঢ়তয়া বহ-
মাসমং বাত্যাং তেঁ শ্বিতেন মন্দহসিতেন বিকাশযুক্তে মুখকমলে
বয়োন্তো গতিমণ্ডনো প্রগল্ভমুত্তরমভোভমখণ্ডরতাং খণ্ডি-
তবন্তো । পুনশ্চ বেদঃ প্রবেদঃ গগনেক্ষণং উত্তরাপ্রতিভানে
আকাশঃপ্রতি নিরীক্ষণং শ্বেদকম্পগগনেক্ষণশালিনো ন বভূ-

দূরীকৃত হইয়াছিল ; এরূপ একটি প্রকাণ্ড বিবাদ
তৎকালে ক্রমশঃ উভয়ের আরম্ভ হইল । ৭০ । ৭১ ।

উভয়ভারতী প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত
হইয়া ভোজন করিবার সময়ে পতিকে এবং ভিক্ষুক
শঙ্করকে ভিক্ষার ভোজন করিবার কালে বাদ কথা
বলিয়া দিতেন । এইরূপে ক্রমশঃ পাঁচ ছয় দিবস
উভয়ের অতীত হইল । ৭২ ।

উভয়েই দৃঢ়রূপে আসন পরিগ্রহণ করিয়া যখন
মন্দ মন্দ হাস্য করিতেন, তখন পরস্পরের মুখকমল
বিকসিত হইত । ক্রমশঃ পরস্পর পরস্পরের
গর্বিত উত্তর খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিল । কিন্তু
আশ্চর্য্যের বিষয় এই—উত্তর দিতে না পারিয়া
কেহই কখন ঘর্ম্ম, কম্প কিম্বা আকাশের দিকে
দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করেন নাই ; অথবা যখন নিরুত্তর

নক্রোধবাক্ছলমবাদি নিকৃতরাভ্যাং ॥ ৭৩ ॥ ততো
যতিস্মাত্ত্বদেফাদাকাং কোদক্ষমং তসা বিচক্ষণস্য ।
চিক্কেপ তং ক্রোভিতসর্বপক্ষং বিদ্বৎসমক্ষাপ্রতি-
ভাতকক্ষম্ ॥ ৭৪ ॥ ততঃ স্নিসিদ্ধান্তসমর্থনায়
প্রাগলভ্যাহীনোহপি স সভ্যমুখ্যঃ । অগাদ বেদান্ত-

বচঃপ্রসিদ্ধমদ্বৈতসিদ্ধান্তমপাকরিকুঃ ॥ ৭৫ ॥ ভো
ভো যতিস্মাদ্বিধিপতে ভবন্তি জীবৈশ্বর্যো র্যাস্তবৈমক-
রূপাম্ । বিশুদ্ধমঙ্গীকৃত্যতে হি তত্র প্রমাণমেব
ন বয়ং প্রতীমঃ ॥ ৭৬ ॥ স প্রত্যবাদীদিদমেব

বহুঃ । নবা নিকৃতরাভ্যাং ক্রোধেন বাক্ছলং ক্রোধবাক্ছল-
মবাদি কথিতং ৮০ ॥ ৭৩ ॥ ততো বহুকালপর্য্যন্তং বাদচলিলে
মন্তরং যতিস্মাত্ত্বং যতিরাজতত্ত্বং বিচক্ষণত্বং মণ্ডনত্বং কোদং বিচা-
রায়কং পেষণং ক্ষমতে সহত ইতি কোদক্ষমং কাক্যং কুশলতা-
মবেক্ষা ক্রোভিতাঃ নরকৈ পক্ষাভেন তথাভূতমপি বিদ্বৎসমক্ষাপ্রতি-
ভাতকক্ষমং সঙ্ক্ষেপে প্রতিভাষ্যঃ কক্ষাঃ কোটো বস্ত স তাহুশং তৎ
চিক্কেপ বহুকক্ষ্যং শুভ্রচ্যাদানি পুনঃ প্রেরিতবান্ উঃ ॥ ৭৪ ॥
তদনন্তরং মণ্ডনো যং কৃতবান্ তদাহ । ততঃ স্নিসিদ্ধান্তসমর্থ-

হইতেন তখন ক্রোধপ্রকাশ পূর্বক কেহই কাহারও
বাক্যের ছল ধরিয়া কথা বলিতেন না । ৭৩ ।

এইরূপে বহুকাল পর্য্যন্ত বাদ চলিলে যতিরাজ
শঙ্কর বিচক্ষণ মণ্ডনের দক্ষতা দেখিয়া মনে করি-
লেন, আমি ইহার দক্ষতা দেখিতেছি যত কেন
আমি বিচার করি না সমস্তই সহ্য করিবে । যদি
ইনি স্বীয় দক্ষতার সমগ্রপক্ষ মছন করিয়াছেন,
তথাপি অন্য আমার সম্মুখে আর সেরূপ পক্ষ
সমর্থন করিবার নাই' ইহা জানিয়া তাঁহাকে পুনর্বার
বিবাদে নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ 'একগে আর কি
বলিবে বল' ইহা বলিয়া নিযুক্ত করিলেন । ৭৪ ।

অনন্তর সভ্যরাজ মণ্ডন সরলভাবে স্বকীয়
সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার প্রত্যাশায় বেদান্তশাস্ত্রে

নার প্রাগলভ্যাহীনোহপি সভ্যমুখ্যঃ স মণ্ডনঃ বেদান্ত বচোভিঃ
প্রসিদ্ধমদ্বৈতসিদ্ধান্তমপাকরিকুৎসিতং ৮০ ॥ ৭৫ ॥ বহুকাল
তদুদাহর্যত । ভো ভো ইতি সন্তমে বীক্ষা । যতিস্মাদ্বিধিপতে যতি-
রাজ জীবৈশ্বর্যো র্যাস্তবৈমকরূপাম্ । বিশুদ্ধং যত্ববন্তি মঙ্গীকৃত্যতে
তত্র প্রমাণং বয়ং ন প্রতীমঃ তত্র প্রমাণং বয়ং ন প্রতীমঃ
জানীমঃ তত্র প্রমাণং নাতীতার্থঃ । অয়ং ভাবঃ মহি ক্রতি-
মন্তকমুক্তার্থে প্রমাণং ভবিতুমর্হতি শুভ্রবুদ্ধোদাসীনতরো পেক্ষ-
ণীমঃ ব্রহ্মত্বমভিনবচন্তাপুরবাধোপদেশেনাহ প্রয়োজনব-
্যাসদাং । কিং যথা , লৌকিকব্যাক্যানি প্রমাণান্তরাবগতার্থ-
বোধকানি ন স্ততঃ প্রমাণং তথাভূতার্থামুবাদক্বেন স্ততিমন্ত-
কস্তানপেক্ষ্যলক্ষণং প্রমাণাং ব্যাহন্তেত । তথাচ প্রত্যক্ষাদিবিস-
মত পরিমিত্তিতবস্তমঃ প্রতিপাদনাসম্ভবাৎ তৎ প্রতিপাদনে চ
হে বোপাদেশরহিতে পুরবার্থাতাবচ্ছূতিমন্তকত্ব তত্র প্রমাণত্বা-
ভাবেন তবৎসিদ্ধান্তে বয়ং প্রমাণং ন প্রতীম ইতি উঃ ॥ ৭৬ ॥
এবং মণ্ডনকর্তৃকমাক্ষেপমুদাহৃত্যভাবাকৃত্ত্বকমুত্তরমুদাহৃতু-
মাহ স তদবান্ ভাব্যকারঃ প্রত্যবাদীং প্রত্যুত্তরং দত্তবান্

বিখ্যাত অদ্বৈতমত নিরাকরণ করিতে বাসনা করিয়া
বলিতে লাগিলেন । ৭৫ ।

হে যতিরাজ । আপনি যে জীবাত্মার বাস্তবিক
অভেন বিশুদ্ধ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, সে
বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই । ৭৬ ।

তদবান্ ভাব্যকার বলিলেন—যখন স্ত্রোতকেতু,
জনক প্রভৃতি শিষ্যকে উদ্ধালক এবং যাজ্ঞবল্ক্য

মানং বাক্ষ্যতকেতুপ্রযুক্তান্ বিনেয়ান্ । উদ্ধাল-
কাদ্যা গুরবো মহাপ্তঃ সংগ্রাহয়ন্ত্যন্তরা পরে-

ইদমেব প্রমাণং যচ্চেতকতুপ্রযুক্তান্ শিবান্ উদ্ধালকাদ্যা
মহাপ্তো গুরবঃ পরেশং পরমাত্মানমাশ্রিতরা প্রাপ্তবন্তি তত্ত্বমসি-
থেতকেতো ইতি । আদ্যপ্রমুখপদাভ্যাং জনকযাজ্ঞবল্ক্যদ্বয়ো
গৃহ্যন্তু । তথাচাহ জনকঃ প্রতি বাজ্ঞবল্ক্যঃ অভয়ং বৈ জনক-
প্রাপ্তোহসি তদাত্মানমেব বেদাহ ব্রহ্মানীতি তস্মাত্তৎসর্বম-
মভবৎ তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমুপশাত ইত্যাদি ।
অরমভিসন্ধিঃ পূংবাচ্যদৃষ্টান্তেন ভূতার্থতয়া সাপেক্ষত্বেনা-
প্রমাণ্যাপত্তিমতিপ্রোক্তা প্রত্যগক্তির্নৈ ব্রহ্মণি প্রমাণং ন বয়ং
প্ৰমাণম্ ইতি বদতা ত্বয়া বক্তব্যং কিং পূংবাচ্যাত্মা সাপে-
ক্ষত্বং ভূতার্থত্বেনোক্ত পৌরুষেরত্বেন । আন্যে প্রত্যক্ষাদীনা-
মপি ভূতার্থতয়া সাপেক্ষত্বেনাপ্রমাণ্যপ্রসঙ্গঃ । দ্বিতীয়ে তু
অপৌরুষেরাণাং বেদান্তানাং প্রত্যক্ষাদীনাং ভূতার্থানামপি
নাপ্রমাণ্যং । তথাচ ব্রহ্মাশ্রিত্যন্ত পরিনিষ্ঠিতবস্তুরূপত্বে-
তপি তত্ত্বমসীত্যাদিশাস্ত্রমন্তরেণানবগম্যমানতয়া প্রত্য-
ক্ষাদিবিষয়ভূতাবেনানদিগতগত্বভবতাং বেদান্তানাং প্রত্য-
গক্তির্নৈ ব্রহ্মণি প্রমাণ্যমবশ্যমাত্তরং নাপি হেযোপাদেয়-
বহিতবাদপুরুষার্থত্বং তেযোপাদেয়শূত্রব্রহ্মাশ্রয়বগম্যাদেব
সমীক্ৰেণনিবৃতিপূরকপারমানন্দপ্রাপ্তা পুরুষার্থসিদ্ধিঃ । দ্বিবিধঃ
ভাসাদেয়ঃ কিঞ্চিদপ্রাপ্তঃ যথা গ্রামাদিকিঞ্চিৎ পুনঃ প্রাপ্ত-
মপি বিভ্রমবশাদপ্রাপ্তমিবাবগতঃ যথা স্বপ্নীবাচনত্বং ঠৈয়বে-
রকং । এবম্ হেয়মপি দ্বিবিধং কিঞ্চিদতীতং যথা ব্যাবহারিক
সর্পাদি কিঞ্চিৎ পুন ইত্যং যথা চরণাভরণে নুপূরাদৌ সমারো-
পিতসর্পাদিরেবং চ ব্রহ্মাশ্রিত্যবসাদাহেযোপাদেয়ভূতাবেহপি

প্রভৃতিমহান গুরুগণ, পরমাত্মাকে আত্মরূপে গ্রহণ
করাইয়া ছিলেন ইহাই প্রমাণ । বাজ্ঞবল্ক্য জন-
কের প্রতি বলিয়াছিলেন ‘অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তো-
হসি’ হে জনক ! তুমি অভয় প্রাপ্ত হইয়াছ ।
‘তদাত্মানং বেদ’ তাহাকেই আত্মা বলিয়া জানিও ।
‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ আমিই সেই ব্রহ্ম । “তস্মাত্তৎ

শম্ ॥ ৭৭ ॥ বেদাবসানেষু হি তত্ত্বমাদিবচাংসি

অবিদ্যাসমারোপিতশোকাদেস্তত্ত্বমাত্মাদিবাক্যজনিততত্ত্বজ্ঞানাদ-
বগতিপর্যন্তানিরুক্তৌ প্রাপ্তমপ্যনন্দরূপমপ্রাপ্তমিব প্রাপ্তং ভবতি
তত্ত্বমেব শোকাদ্যাত্মমিব তাক্তং ভবতীতি তত্ত্ব পরমপুরুষার্থ-
ত্বলিঙ্গিরিতি ॥ ৭৭ ॥ নহু ভূতার্থতয়া বেদান্তানামপৌরুষেরবাক্যত্বাৎ
সিদ্ধ্যাবেদান্তাঃ পৌরুষেরবাক্যত্বাৎ ভায়ভাদিবিদিত্যমুমানত্যা-
প্রত্যাহমুৎপত্তেঃ পৌরুষেরত্বত্ব হর্সারত্বাদ বেদান্তবচসাং কস্মি-
চ্চিদর্থং বিবক্ষ্যানান্তি কিঞ্চ জপ্তানি তাত্ত্বমর্মণানীতাত্ম্যপগতব্য-

সর্বমভবৎ ব্রহ্ম হইতেই সমস্তবস্ত্র উৎপন্ন হই-
য়াছে । ‘তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমু-
পশ্যতঃ’ যে ব্যক্তি পরমাত্মার সহিত সমস্তবস্তুর
অভেদ দর্শন করে, তাহার ঐ অবস্থায় কি মোহ, কি
শোক কিছুই থাকে না । ৭৭ ।*

* ইহার মর্ম্ম এই—কোন এক পুরুষের বাক্য দ্বারা

ধাকাত্রে এবং অতীতবস্তুর অর্থের সহিত সম্বন্ধ থাকাত্রে
আপনি বেদান্তবাক্যের প্রামাণ্য নাই বলিয়াছেন । ঐ
অভিপ্রায়ে প্রতিজীব্যে যে অতিম পরমাত্মা আছে তাহারও
কোন প্রমাণ নাই বলিয়াছিলেন । এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা
করি—পুরুষবাক্য সকল কি অতীতঅর্থের সহিত সাপেক্ষ ?
না পৌরুষের সাপেক্ষ ? । যদি অতীতরূপে পুরুষবাক্যকে
সাপেক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে প্রত্যক্ষপ্রমাণের
অতীতঅর্থের সহিত অবশ্যই আপেক্ষিক সম্বন্ধ আছে,
সুতরাং কিছুতেই বেদের প্রামাণ্য হইতে পারে না । যদি
পৌরুষের বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে অপৌরুষের
বেদান্তবাক্যের প্রত্যক্ষাদির মত অতীতার্থ সকলও কোন
দোষ হয় না । যদিচ ব্রহ্মাই আত্মা এবং তাহা বিখ্যাত
তথ্যনি “তত্ত্বমসি স্বেতকেতা ! (হে স্বেতকেতা ! সেই জগ-
তের স্বজনকর্তা, ব্রহ্মাই তুমি) ইত্যাদিশাস্ত্র ব্যতীত আর
কিছুতেই ব্রহ্মাশ্রিত্যবগত হয় না । এবং তাহাও প্রত্যক্ষ

জপ্তান্যঘমর্ষণানি । হংকথুখানীব বচাংসি যোগিন্ !
নৈমাং বিবক্ষাস্তি কুহস্বিদর্থে ॥৭৮॥ অর্থপ্রতীভৌ

মিত্যাশয়বান্ যশুন আহ । বেদান্তবস্তুবু বেদান্তেবু হি যমাং
চং কট্ট মুখানি বচনানি যথা জপ্তান্যঘমর্ষণানি তথা তত্ত্বমতাদি-
বচাংসি জপ্তানি পাপনিবর্তকানি তন্মাং হে যোগিন্ ! এমাং
তত্ত্বমতাদিবচনাং কুহস্বিদর্থে কস্মিন্চিদর্থে বিবক্ষা নাতীভার্থঃ ।
॥৭৮॥ এতদ্ব্যবহিত্তি ভগবান্ । অর্থপ্রতীভৌপ্রতিভানে কিল-
প্রসিদ্ধং হংকথাদে জপোপযোগিত্বং বিজ্ঞেয়ভানি ভাবিতং ।
তত্র তত্ত্বমতাদিবচনেনু স্পষ্টং যথা তাতথা অর্থত প্রতীভৌ

বেদান্ত বাক্যে হং কট্ট প্রভৃতি বচন, এবং
অঘমর্ষণ প্রভৃতি মন্ত্রের জপ যজ্ঞপ পাপনাশক
তদ্রূপ “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি বাক্যও পাপনিবারক ।
অতএব হে যোগিবর ! বেদান্ত বাক্যের পরিষ্কার
অর্থ । ৭৮ ।

বিষয় হইতে পারে না । সুতরাং বাহ্যেরা ক্রান্তবস্তুরূপে জানি-
তে ইচ্ছা করিবেন, তাহারাই অবশ্যই সমগ্র বেদান্তের পরম ব্রহ্ম
প্রামাণ্য স্থাপন করিবেন । হের কি উপাদেয় অর বলিয়া
ব্রহ্মজ্ঞতার কথনই পুরুষার্থ শূন্য হইতে পারে না । কারণ হের
ও উপাদেয় রহিত ব্রহ্মজ্ঞতার অধরত হইলে সকল রূপ
নিবৃত্তিপূর্বক পরম আনন্দ প্রাপ্তি দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় ।
উপাদেয় দ্বিবিধ—কিঞ্চিৎ অগ্রাণু, যেমন গ্রামাদি । দ্বিতীয়
কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়াও ত্রয় বশতঃ অগ্রাণুর তুল্য । যেমন
স্বকীয় গলদেশে আবদ্ধ গলভূষণ । ঐরূপ হেরপদার্থ ও দ্বিবিধ
প্রথম—কিঞ্চিৎ অহীন, যজ্ঞপ ব্যবহারিকদশায় সর্পাদি ।
দ্বিতীয় কিঞ্চিৎ হীন, যজ্ঞপ চরণান্তরগ নৃপুংগাদিতে আরো-
পিত সর্পাদি । ঐরূপ ব্রহ্মজ্ঞতাও হের এবং উপাদেয়-
রহিত হইলেও অবিদ্যা দ্বারা শোকমোহাদির আরোপ হয় ।
অনন্তর “তত্ত্বমসি” শ্রোতকেভৌ ! ইত্যাবিবাক্যদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান

কিল হংকথাদে জপোপযোগিত্বমভানি বিজ্ঞেঃ ।

অর্থপ্রতীভৌ স্ফুটমত্রসত্যাং কথং ভবেৎ প্রাজ্ঞ !

জপার্থতৈব ॥ ৭৯ ॥ আপাততস্তত্ত্বমসীতি

বাক্যাদ্ যতীশ ! জীবনেরয়েরোরভেদঃ । প্রতীয়েতে-

সত্যমেমাং জপার্থতৈব কথং ভবেৎ কেনাপি প্রকারেণ ন ভব-
কীত্যর্থঃ প্রাজ্ঞঃ দৃষ্টান্তবৈষমাং কথং ন ভাবনাসীতি সূচয়ন্
সম্বোধয়তি হে প্রাজ্ঞেতি আ० ॥ ৭৯ ॥ উক্তং পক্ষং বিহার
পক্ষান্তরালম্বনার মতম আহ আপাতত ইতি । হে যতীশ !
যদ্যপি জীবনেরয়েরোরভেদস্তত্ত্বমসীতি বাক্যাদাপাততঃ প্রতীয়েতে
তথাপি যথাদিকর্তৃপ্রশংসয়া ঈশাভিন্নোক্তং যথাদিকর্তৃত্বমুক্তা
ভরোক্তেভঃ বিধেঃ শেষ এবৈতার্থঃ । অরং ভাবঃ বেদান্তবচনাং
তদন্বিহিতকর্তৃপেক্ষিতকর্তৃদেবতাদিপ্রতিপাদন পরত্বেনৈব
ক্রিয়ার স্বরূপেয়ং । কার্যাত্মাপূর্বকত মানান্তরান্বোচরত্বয়া
অভ্যন্তানমুক্তপূর্বকত তত্বেন সমারোপে এতাপূর্বকবুদ্ধাবনা-

মণ্ডনবাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বলিলেন—
অর্থের প্রতীতি হয় না বলিয়াই হং কট্ট প্রভৃতি
কেবল জপের উপযোগী । ইহাই বিজ্ঞগণ বলিয়া
থাকেন । কিন্তু এই ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি বাক্যের
স্পষ্টরূপে অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে । অতএব
ইহার ক্রমে জপের সমান হইবে । বস্তুতঃ আপনি
বিজ্ঞ হইয়াও দৃষ্টান্তের তারতম্য জানিতে পারি-
লেন না, ইহাই আশ্চর্য্য । ৭৯ ।

মণ্ডন অপর পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিতে

অবগত হওয়া অবধি আনন্দপ্রাপ্তিপূর্ণত্ব সমস্তই বোধ হয়
অগ্রাণুর মত বোধ হয় পরিভ্যক্তবস্ত, শোকাদির মত তাক
হইয়াও পুনর্বার পরিভ্যক্ত হয় । এইরূপে ভাহার পুরুষার্থ
সিদ্ধি হইয়া থাকে ।

ইথাপি মখাদিকর্তৃপ্রশংসয়া সাদ্ বিধিশেষ এব ॥৮০॥ সন্ । শেষঃ ক্রিয়াকাণ্ডগতো যদি স্তাৎ কাণ্ডান্তর
ক্রত্বয়ুপাদিকমর্থ্যমাদিদেবাত্মনা বাক্যগণঃ প্রশং-

রোচ্যঃ ভদর্থানাং বেদান্তানাং কার্যাপরতানীকারতাবস্ত-
কত্বাৎ । তথাচ তৈমিনী নাপি আয়াবস্ত ক্রিয়ার্থভাদানার্থক্যমত-
দর্থানামিতি সূত্রেণ অক্রিয়া র্থানামর্থবাদানামর্থক্যং পূৰ্ণলক্য-
কৃত্বা বিধিনা ত্বেকবাক্যাত্ম্যং স্তব্যার্থেন বিধাবীনাঃ স্থারিতি
অক্রিয়ার্থানামানর্থক্যং পূৰ্ণ পক্ষোক্তমজীকৃত্যেবাৰ্থ বাদানাম্
বিশৈকবাক্য তয়া প্রামাণ্যং প্রতিপাদিতং । নচক্রিয়ার্থত্বে-
হপি বেদান্তানাং ব্রহ্মরূপাবিধিপরত্ব স্বীকারেণ সিদ্ধান্তসূত্র-
বিরোধ ইতি বাচ্যঃ । সূৰ্য্যেবাং বিধীভাষনানগতোপাদা-
ভাবনাবিষয়তেন পরিনিষ্ঠিতবস্ত্বরূপবিধেরসম্ভবাদিতি উ-
॥ ৮০ ॥ বেদান্তানাং কার্যাপরত্ব স্বীকারেণাপেক্ষে-

লাগিলেন—হে যতীশ্বর ! যদ্যপি জীবাত্মা ও পর-
মাত্মার অভেদ “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি বাক্য হইতে
আপাততঃ প্রতীয়মান হয়, তথাপি “যিনি যজ্ঞা-
দির কর্তা তিনি ঈশ্বর হইতে অভিন্ন” ইত্যাদিস্তব-

* ইহার অভিপ্রায় এই—বেদান্তবাক্য কেবল যে জ্ঞান
কাণ্ডে পর্যাবসিত তাহা নহে, কিন্তু বেদান্তবাক্য সেই সেই
বিহিত কর্মসাধকে কর্তা ও দেবতাপ্রভৃতি প্রতিপাদন
করিয়া কোন এক কার্যের নিমিত্ত যে স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা
অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে । এবং কোন বেদোক্ত
কার্য করিলে সেই কার্য জন্য একটি অদৃষ্ট জন্মায়, কিন্তু ঐ
কার্য কোন প্রমাণ দ্বারা দেখা যায় না । সুতরাং কেহই তাহা
কখন অজ্ঞতব করিতে পারে না । অথচ বর্ধারূপ বাক্যকে
আরোপ করিলে বুঝিতে তাহা গ্রহণ করিতে পারে না । অত-
এব যে কোন ক্রিয়ার নিমিত্ত উদাত্ত বেদান্ত সমূহের কার্যের
অধীনতা অঙ্গীকার করা অবশ্য আবশ্যক । তৈমিনী বলেন—
‘আয়ায়স্য । ক্রিয়ার্থভাদানর্থক্যমতর্থানাম্’ অর্থবাদ সকল কোন
কার্যের নিমিত্ত নহে । অতএব বেদবচন সকল অনর্থক ।

যত্বং প্রতিপাদয়ত। ত্বয়া যত্ববাং কিং তৎ কার্যং যদ-
লক্যং পূৰ্ণবেণ জাতুমপূৰ্ণমিতি চেৎ মানান্তরানবগতে
সমভিপ্রায়বোধোপাৎ সিদ্ধান্তীনাং বোধকমপ্রসঙ্গঃ । স্বর্গকাম-
পনসমভিপ্রায়বোধোপাৎ স্বীকৃতকর্তৃস্বীকৃতবেদাবেদক্রিয়া স্বীকণ-
পূৰ্ণে সিদ্ধান্তীনাং সমভিপ্রায়বোধকমিতি চেৎ চৈত্য়বন-
নাদিহাকোষপি স্বর্গকাম ইত্যাদিপদসম্বন্ধানপূৰ্ণকার্যবোধ-
জেন তেভ্যোপাংশকরতমতয়া অপোরবেরবপ্রসঙ্গঃ । স্পষ্টেন
পৌকবেদেভ্যে ন তেভ্যমপৌকবেদবপ্রতিবেদ ইতি চেৎ বাক্য-
তাদিনির্জেন বেদানামপি পৌকবেদব্রাহ্মানাদপূৰ্ণার্থভাষন স্তাৎ
মধ্যমাপেক্ষকতেন বাক্যাদি সোপাদিকমিতি চেৎ । যথা বেদা-
ন্তানাং কার্যার্থত্বপক্ষে তেবাং পৌকবেদব্রাহ্মানং কর্তৃ স্বরণো-
পাধিনা নিবৃত্ততে তথা তেবাং ক্রিয়ার্থত্বপক্ষেহপি তন্ নিবাসনা
সমানবাক্যেবাং কার্যার্থত্বকম্পনমপ্রয়োজকং । তন্মাদ বেদান্তা
নামপৌকবেদব সম্পাদনার ক্রিয়ার্থ তৎ সৈবাত্ম্যপেয়ং সম্বে-

বাক্যে যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ দেখা যায়
তাহা কেবল বিধিবাক্যের শেষভাগ মাত্র ॥৮০॥ *

এইরূপ আশয় শুনিয়া ভগবান্ শঙ্কর
বলিতে লাগিলেন—আদিভা, যু প, যজমান, প্রস্তর

বিধি বাক্যের সহিত একবাক্য করিয়া ভূতির অর্থ থাকা
প্রযুক্ত বেদবাক্য বিধির অধীন হইয়া থাকে । অর্থবাদ সকল
বিধি বাক্যের সহিত এক বাক্য থাকা প্রযুক্ত তাহার প্রমাণ
হয় । বেদান্তবাক্য সকল কোন ক্রিয়ার পরতত্ত্ব বলিয়া এবং
ব্রহ্মরূপ বিধিবাক্য স্বীকার করিয়া যে সিদ্ধান্ত সূত্রের বিরোধ
হইতে পারে, তাহাও বলিতে পারা যায় না । সমস্ত বিধিবাক্য
ভবিষ্যৎ ভাবনার অধীন বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ । সুতরাং ঐ বিধি
বাক্য ব্রহ্মবস্তুর স্বরূপ যে সমস্ত কার্য আছে তাহার বিধি
হইতে পারে না ।

স্বোহপি ভবেৎ কথং সং ॥ ৮১ ॥ তহাস্ত জীবে
পরমাত্মদৃষ্টিবিধায়কঃ কৰ্মসমুদয়েহহ্ন !। অত্র-
ক্ষণি ব্রহ্মধিয়ং বিধত্তে যথা মনোহ্মাকর্নভস্ব-

দাদৌ ॥ ৮২ ॥ সংশ্রয়তেহন্যত্র যথা লিঙাদি-

বুদ্ধয়ে অব্রহ্মণি মন আদৌ ব্রহ্মধিয়ং বিধত্তে তৎ ৷ তথাচাতো-
পিত্তব্রহ্মভাবস্য জীবসোপাশ্রিত্যপরা বেদান্তস্য ব্রহ্মাত্ম-
প্রমাণমিতি ভাবঃ আঃ ॥ ৮২ ॥ এতদ্ব্যবহিত্যি তগবান্। অত্র মনো
ব্রহ্মত্বাপাসীতৈত্যাণি বাক্যে যথা ব্রহ্মবিভাবনার বিধায়কো

সৌম্যোদয়ঃ আসীদেবকমোহিত্যিঃ আত্মা বা উনমেক এবাণ্ড
আসীত্তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্বমপারমহংসমহিমামহিমামহা ব্রহ্ম সর্বা-
মুদুঃ ব্রহ্মবেদমুদুঃ পুরাত্নাদিত্যাণি বাক্যে পুত্রমোপসংহার-
দিষড়্ভিত্তং পর্যাশ্রিত্য ব্রহ্মভাব্যে প্রতিপাদকত্বেন সমু-
পত্তেবু স্থিতানাং পদানাং প্রমাণভিন্নব্রহ্মব্রহ্মপরিধারে নিশ্চিত্তে
সমস্তেব গম্যমানৈ অর্থাভ্যন্তরকরণাঃ প্রত্যক্ষাত্মপ্রত্যক্ষকরণ-
করণা অমুক্তত্বাৎ। যত্র তত্র সর্বাশ্রিত্যবাক্যত্বং কেন কং পশ্চেন-
ত্যাণি ক্রিয়াকারকফলনিবাকরণপ্রভেদঃ। প্রকরণান্তরপঠিত
বেদান্তবাক্যানাং কত্রাদিপ্রশংসয়া বিশেষব্রহ্মসত্ত্বব্রহ্মত্বা-
শয়বান্ ভগবান্ আচ ক্রতুস্বপাদিকমিতি। আদিত্যো বৃপঃ
যজমানঃ প্রস্তর ইত্যাদিবাচ্যগণঃ ক্রতুস্বপপ্রস্তরাদিকং
আদিত্যযজমানাদ্যায়না প্রশংসন্ ক্রিয়াকাণ্ডগতত্বাৎ শেবো
মদি স্তাৎ তর্হি ভবতু নাম তথাপি কাণ্ডেস্তরে জ্ঞানকাণ্ডে স্থিত
তত্ত্বমুদুঃ ব্রহ্মাত্মাদিবাচ্যগণঃ বিশেষেবঃ কথং ভবেৎ
ইন্দ্রঃ ॥ ৮১ ॥ এবমুক্তো মণ্ডন আহ। হে অহ্ন! মনোবৎ
তর্হি তত্ত্বমস্যাদিবাচ্যগণো জীবে পরমাত্মদৃষ্টিবিধায়কোহস্ত
কিমর্থমিতি চেত্তত্রাৎ। কৰ্মসমুদয়ে তত্র দৃষ্টান্তো যথা মনো
ব্রহ্মত্বাপাসীত অরমুপাশ্র আদিত্যো ব্রহ্মত্বাদেশঃ বায়ু বাবসং
বর্গঃ প্রাণো বাবসং বর্গ ইত্যাদি বাচ্যগণঃ কৰ্মণাং সমাগতি-

ইত্যাদি বাক্য সকল এবং ঐ সমস্ত বাক্য, আদিত্য
ও যজমানাদিরূপে যজ্ঞের অঙ্গ যুগ ও প্রস্তরাদি
প্রশংসা করিয়া অথচ ঐ সমস্ত বস্তু ক্রিয়াকাণ্ডের
অন্তর্গত বলিয়া যদি অবশিষ্ট হয়, হউক। তথাপি
জ্ঞানকাণ্ডে 'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি বাক্য
সকল কিরূপে বিধিবাক্যের অবশিষ্ট হইবে?।

। ৮১।*

মণ্ডন বলিলেন—হে মাননীয়! তথাপি কৰ্ম

সমূহের উৎকর্ষের নিমিত্ত, “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি
বেদান্ত বাক্য সকল, জীবাত্মার উপর পরমাত্মার
অভেদ বোধক হয়, হউক। ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—
“মনোব্রহ্মত্বাপাসীত” মনই ব্রহ্ম, ঠাঁহার উপাসনা
করিবে। ‘অরমুপাশ্র’ অরের উপাসনা কর।
‘আদিত্যো ব্রহ্মত্বাদেশঃ’ সূর্য্যই ব্রহ্ম, ইহাই
আদেশ। “বায়ু বর্বার সংবর্গঃ” বায়ুই সমস্ত। ‘প্রাণো
বার সংবর্গঃ’ প্রাণই সমস্ত। এইরূপে মন, অন্ন,
হর্ষা ও বায়ু ইত্যাদি যে সমস্ত ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ
আছে অদ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত ঐ সমস্ত বেদান্ত বাক্য
সমস্ত কৰ্ম্মের সমাক্রূপে উৎকর্ষের জন্য ব্রহ্ম
বুদ্ধি করিয়া দিবে। বস্তুতঃ জীবাত্মার উপর ব্রহ্ম-
ভাব আরোপিত হইয়া থাকে, এবং বেদান্ত সকলও
ঐ জীবাত্মার উপাসনার জন্য হইয়াছে। অতএব
জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত অভিন্ন, এবিষয়ে কোন
প্রমাণ নাই। ৮২।

* মণ্ডনের পুনর্বার অত্র অভিপায় হুচক কথা—“আপনি
বেদান্ত সকলের কোন এককথা পরতন্ত্র স্বীকার করিয়াও
অপোরুষেরত্ব অর্থাৎ বেদান্ত কোন পুরুষের মুখ হইতে উচ্চা-
রিত নহে। প্রতিপাদন করিতে উৎসুক হইয়াছেন। এক্ষণে
বলুন দেখি, সেই কার্য কি? যদি পুরুষের অজ্ঞেয় এক
অপূর্ব্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে তদ্ বিষয়ে কোন প্রমাণ
নাই, স্মৃত্তমাং তাহার সঙ্গতিও হইতে পারে না এবং স্বর্গ-
কামোহম্মেধেন যজ্ঞেত’ এই যজ্ঞ ধাতুর নিঙ্ বিতক্তিও কোন

স্বিধায়কো ব্রহ্মবিভাবনার । তথা বিধেঃশ্রবণং

মনীষিণ্ ! সঞ্জঘটী শ্রুতং কথং বিধানং ॥ ৮৩ ॥ যদ্বং

লিঙ্গাদিঃ জ্ঞাতৈঃ । তথা অত্র বস্তুমানাদিবাংক্য লিঙ্গাদিরূপসং
বিধেঃশ্রবণং বিধানং কথং সঞ্জঘটীতি কোন প্রকারেণ ঘটতে ন
কেনাপিত্যর্থঃ । মনীষী সদ্ কথমেবং ভাবন ইতি সোধোদ্যায়ঃ-

তথাচ বিধাত্তাবেনারোপিতব্রহ্মভাবতঃ জীবসোপাতিপারতঃ
বেদান্তানং ন সম্ভবতীতি তস্য ব্রহ্মস্বয় এব বেদান্তাঃ প্রমাণ-
মিতি ভাবঃ উঃ ॥ ৮৩ ॥

ভগবান্ ঐ মত দৃষিত করিলেন—“মনো
ব্রহ্মেত্বাপারিত” ইত্যাদি বাক্যে যে রূপ ব্রহ্মভাবনা
করিবার নিমিত্ত উপপূর্বক আসধ্যাত্মক বিধিলিঙের
শ্রবণ হইতেছে, তদ্রূপ ‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদি বাক্যে
লিঙাদিরূপ কোন বিধির শ্রবণ হয় নাই । সুতরাং ঐ
বাক্যে লিঙাদির বিধান কোন প্রকারেই ঘটতে পারে
না । হে পণ্ডিতবর ! যদ বিধিবাক্যের অভাব

হইল, তবে জীবাত্মার ব্রহ্মভাবপ্রকাশক বেদান্ত
সমূহ কখনই জীবাত্মার উপাসক হইতে পারে না,
বরং জীবাত্মা যে পরমাত্মার সহিত এক, বেদান্ত
সকল তদ বিঘ্নেই প্রমাণ হইতেছে । ৮৩ ।

কোন কার্য্য বুঝাইতে পারে না ঐ সর্গকাম পদ থাকতে
একমাত্র সংখ্যাবিত্ত কর্ত্ত্ব, তাহা দ্বারা অহুগৃহীত বেদ,
ও তাহা হইতেই কোন এক কার্য্য প্রকাশিত থাকে । ঐ কার্য্য
বর্ণন যেবাক্যের পূর্বে হয়, তাহা হইতেই লিঙাদিবিভক্তির সম্বন্ধ
বোধ হইয়া থাকে, অনন্তর উহার কার্য্য বুঝাইয়া দেয় ; এখানে
কাহাও সম্ভব নহে । একপ স্বীকার করিলে যদি কোন এক
চৈতন্যের (আয়তন ভূমির) বন্ধনা করা যায় তাহা হইয়া, ঐ
বাক্যে “সর্গকাম” এই পদের সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত, অপূর্ব্ব একটা
কার্য্যের প্রমাণাদীন চৈতন্যবন্ধনার বাক্য বোঝা করা কঠিন হইয়া
উঠে ; সুতরাং ঐ বাক্যের অপৌকবেয়তার সম্ভাবনা । বেদ যে
পৌকবেয় তাহা স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে । এবং বেদবচনে
বেদের অপৌকবেয়ত্ব নিষিদ্ধ হয় । ইহা স্বীকার করিলে বাক্য
এ শব্দের লিঙ্গদ্বারা বেদ সমূহ অপৌকবেয়, তাহা অনুমান করা
যায় । অতএব বেদবচনের অপূর্ব্বরূপ অর্থ হইতে পারে না ।
এবং যে সমস্ত বেদবাক্য আছে, তাহাদের প্রত্যেকের যে
এক একটা কর্ম্ম আছে, তাহা স্বরণ করিয়া বেদবাক্য সকল

কোন না কোন এক বিশেষণবিশিষ্ট । ঐরূপ স্বীকার করিলে
সমুদয় বেদান্ত শাস্ত্র যে কোন না কোন কার্য্যের অনুযায়ী তৎ-
পক্ষে সকল বেদান্ত যে পৌকবেয়, পৌকবেয়ত্বের অনুমান
ও কোন এক কর্ম্মের স্বরণ ইত্যাদি বিশেষণদ্বারা বৈরূপ
নিরত হইয়া থাকে ; তদ্রূপ সিদ্ধান্তপক্ষেও উহাদের নিরত
করা সমান কথা । সুতরাং বেদান্তসমুদয়কে কোন এক কার্য্য
পর করনা করা নিশ্চরোজ্ঞ । অতএব বেদান্তসমূহকে অপৌ-
কবেয় সম্পাদন করিবার নিমিত্ত উহাদিগকে কোন কার্য্যের
অনুযায়ী স্বীকার করিতে পারা যায় না । সন্দেহ ‘সৌম্যোদমগ্র
আসীৎ’ হে সৌম্য ! সৃষ্টির পূর্বে এই দৃশ্যমান বিশ্বত্বি কোন
এক বস্তুরূপে বিদ্যমান ছিল । “একমেবাদিতীয়ম্” এই অগৎ
এক এবং ইহার দ্বিতীয় নাই । আত্মা বা ইদমেক এবাগ আসীৎ’
সৃষ্টির পূর্বে এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান ত্রৈলোক্য, কেবল এক আত্ম-
রূপেই বর্ত্তমান ছিল । ‘তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবজ-
মন্নমাত্মা’ এই যে সমস্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ঐ সমুদয়ই ব্রহ্ম ।
তাহার পূর্বে কেহ ছিলনা, পরেও কেহ থাকিবে না, মধ্যেও
কেহ থাকিবে না—তিনি বাস্তবস্তর সহিত সম্বন্ধ নহেন—
তিনিই আত্মা । ‘ব্রহ্ম সর্গাহুভূঃ ত্রৈলোক্যমমৃতং পূরিতাৎ’
ব্রহ্ম সকলের অগ্ভূত বস্তু । এই সমুদয়ই ব্রহ্ম, পরেও তিনি অমর
রূপী । বেদশাস্ত্রের উপক্রম এবং উপসংহার প্রভৃতি বহুবিধ

প্রতিষ্ঠাফলদর্শনেন বিধি র্তীনাং পর ! রাত্ৰিসময়ে । | প্রকল্পাতে তদ্বদহাপি মুক্তিফলশ্রুতেঃ কল্পয়িতুং

নমু সমস্ত বেদান্তে ব্রহ্মস্বভাৱে প্রমাণং পরন্তু জ্ঞানবিধি দ্বারা তত্র বিধেঃ কল্পয়িতুং শক্ত্যাদ্যতি মনোমত্তমম্ আত্ম । যদং প্রতিষ্ঠাফলদর্শনেন হে মত্তীনাং মনোমত্তমম্ । প্রোচ্যেতি সম্বোধনে-
নাধ্বরমামাসানধ্যক্ষনং সূচয়তি রাত্ৰিসময়েবিধিঃ প্রকল্পে বদদি-
হাপি ব্রহ্মাত্মকক্ষেপি মুক্তিফলশ্রুতেঃ স বিধিঃ কল্পয়িতুং যুক্তঃ ।
অগমর্থঃ প্রতিষ্ঠিত্বিহ বা য এতা রাত্রীকপদভীতি প্রকল্পে ।
তত্র রাজিশশেষায় জ্যোতিঃপ্রতিষ্ঠায়াং বিধিতাঃ সোমযাগ-

মত্তন বলিলেন—বেদান্ত সকল ব্রহ্মাত্মবিষয়ে
প্রমাণ হয় হউক । কিন্তু জ্ঞানকার্যের বিধি দ্বারা
'তত্ত্বমসি'বাক্যে কেন বিধি কল্পনা করা হইবে না ?
হে যতিবর ! এইরূপ সম্বোধনদ্বারা শঙ্করের যে
যজ্ঞনীমাংসা অধ্যয়ন করা হয় নাই, স্নেহবাক্যে মত্তন
তাহারই সূচনা করিলেন । যদ্রূপ প্রতিষ্ঠা ফলদর্শন

তাৎপর্যদ্বারা এই সমস্ত বেদান্ত বাক্য সকল, ব্রহ্মাত্ম্যের প্রতি-
পন্ন করিল এক হইলে এবং এই একীভাবাপন্ন বেদান্ত বাক্যে যে
সমস্ত পদ আছে, তাহারা প্রতিজীবগত ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় করিয়া
দেয় । অতএব এই সমস্ত বেদান্ত বাক্যের অর্থান্তর করনা করিলে
অতহানি ও অশ্রুতকল্পনা (অর্থাৎ যাহা বেদে নাই তাহা
বলা এবং যাহা বেদে আছে তাহা না বলা) নামক দোষ
উপস্থিত হয় । “অন্ত সর্বমাত্মৈবাত্মনঃ কং কেন কং পশ্যৎ”

এই অগতের সমস্তই আত্মা । তখন কি উপায়ে কোন বস্তু দেখা
যাইবে ? । বেদান্তে এইরূপ বেদান্তবাক্যের ক্রিয়া এবং কারক
উভয় বিধ ফলের নিরাকরণ হইয়াছে । এবং অন্ত হানে অন্ত
প্রকরণে যে সমস্ত পণ্ডিত বেদান্ত বাক্য সকল কর্তা ও কার্য
প্রভৃতির প্রশংসা দ্বারা কখনই বিবিধাক্ষের শ্রেণে মিলিত হইতে
পারে না ।

বিশেষা উচ্যন্তে । অত্র যদাপি প্রতিষ্ঠিত্বীতি বস্তুমানাপ-
দেশাৎ সিদ্ধত্বৈব প্রতিষ্ঠা প্রভারতে ন সাধাকপা তথাপি
প্রভারা এব প্রভারা বিপরীতমেন ফলকল্পনস্যাত্মান্তর্যগতঃ
ফলদর্শনাপেক্ষা বরহাৎ । যতদো কত্যাগেন বোচনং
প্রতিষ্ঠিত্বীতি সন্নর্থাভাবেন চ যে প্রতিষ্ঠাঃ সন্তি তে
এতা রাত্রীকপদভীতি বাক্যবিপরীতমেন যথা রাত্ৰিবিধিঃ প্রক-
ল্পতে তথেষাপি ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতীতি মুক্তিফলশ্রুতেঃ ব্রহ্ম-
বুদ্বু ব্রহ্মবেদনং কুর্যাদিত । বিধিঃ কল্পয়িতুং যুক্তঃ তথাচাত্মা-
বারে ব্রহ্মত্বাৎ য আত্মাত্মপহতপাপলাভমো ন বেদ্যঃ স বিতি-
জ্ঞানিতব্য আত্মাত্মোপোপাসীত । আত্মানমেব লোকমুপাসীত
ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতীতাদিষু বিধানেষু সংস্কৃতো বা আত্ম

দ্বারা রাত্ৰিকালের যজ্ঞে বিধিকল্পনা হইয়া থাকে,
তদ্রূপ এইস্থানেও ব্রহ্মাত্ম্য ভাবের অভেদ থাকিলেও,
মুক্তিফলের শ্রবণ থাকাতে অবশ্যই বিধিকল্পনা
করা উচিত । ইহার অর্থ এই—‘প্রতিষ্ঠিত্বিহ
বা য এতা রাত্রীকপদভীতি’ যাহারা এই সকল রাত্ৰি-
কালে যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হন, তাহারা
প্রতিষ্ঠা লাভ করেন । এই বেদবাক্যদ্বারা রাত্ৰি-
শব্দে আত্মা, জ্যোতিঃ প্রভৃতি বেদবাক্যবিহিত
সোমযাগপ্রভৃতি কথিত হইয়াছে । অত-
এব যদাপি ‘প্রতিষ্ঠিত্বিহ’ এই বর্তমানকালের
ক্রিয়ার প্রয়োগে, (যে প্রতিষ্ঠা নিত্য আছে)
তাহারই প্রতীতি হয়, কিন্তু যে প্রতিষ্ঠা সাধ্য অর্থাৎ
যাহার জন্ম সাধনা করিতে হইবে তাহার বোধ হয়
না । তথাপি বেদোক্ত প্রতিষ্ঠার এইস্থানে বিপরীত
ফল কল্পনা করিতে হইবে । এবং এইরূপ কল্পনা,
(যাহা কখন শোনা যায় নাই এরূপ) স্বর্গ ফলের

স যুক্তঃ ৮৪। তর্হি ক্রিয়াজন্যতয়া বিমুক্তিঃ স্বর্গাদিবদ্ধত্ব বিনশ্বরা স্মৃৎ । উপাসনা কর্তৃমকর্তৃ-

৮২ ব্রহ্মসাক্ষ্যাকাঙ্ক্ষায় ২২ স্বরূপসমর্পণেন নিত্যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বগতো নিত্যভূতো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবো বিজ্ঞানমানন্দঃ ব্রহ্মহোবদানন্দঃ সর্ববেদান্তা উপযুক্তাঃ হুগামশক্তি শাস্ত্রবৃষ্টো-
-বৃষ্টমোক্ষো ভবিষ্যতি । কর্তব্যবিধিগ্রন্থেষে ভু বস্তুমাত্রকথমে-
-তানোপাদানাসম্ভবাৎ । সপ্তদ্বীপা বসুমতী রাজাসৌ গচ্ছতী-
-তাদিবা ক্যাব্দবেদান্তব্যাক্যানামানর্থক্যমেব স্মৃৎ । তিচ্ছ বেদা-
-তানাং প্রবৃত্তিনিবৃত্তাবোধকং শাস্ত্রম্বেব ন স্মৃৎ ৬৭৭

ঐশ্বর্য শাস্ত্রবোধনাৎ । যথাকঃ প্রবৃত্তি কী নিবৃত্তি কী নিতোম
কৃতকেন বা । পুংসাং বেনোপদেশেত তচ্ছাস্ত্রমভিধীয়ত ইতি ।
অপিচ ব্রহ্মবৃত্তং নাতং সপ্ ইত্যাদিশ্রবণেন যথা ভরকম্পাদি
নিবর্ত্তে ন তথা সংসারিষুভ্রান্তি ব্রহ্মস্বরূপস্রবণেন নিব-
র্ত্তে । প্রকব্রহ্মস্বরূপত্ব যথাপূর্ব্বং সুবৃত্ত্যাদিসংসারমণ্ডল-
নাৎ । মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতবা ইতি শ্রবণোক্তং কালমো শ্রবন-
নিদিধ্যাসনকোঃ শ্রবণোক্তে ৮৪ । এতদ্ দ্ব্যবতি ভগবান্
তর্হি মোক্ষসোপাশ্চিরপক্রিয়াক্ষণ্ডে সতি বিমুক্তি ক্রিনশ্বরা

কল্পনা অপেক্ষা একান্ত শ্রেষ্ঠ । এবং যদ্ ও তদ্
শব্দের বিপরীত যোজন্য করিয়া এবং ‘প্রতিতিষ্ঠতি’
এইস্থলে ব্যাকরণশাস্ত্রোক্ত সনস্তরূপ অর্থের অন্ত-
গত করিয়া (অর্থাৎ যাহাও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে
ইচ্ছা করেন তাহারাই এই সনস্ত রাত্রি প্রাপ্ত হইয়া
থাকেন) এইরূপ বাক্যের বিপরীত অর্থ করিয়া
যদ্রূপ রাত্রিপদে বিধিবাক্য কল্পিত হয়, তদ্রূপ
ঐ স্থলেও ‘ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মেব ভবতি’ (যিনি ব্রহ্ম
জ্ঞানিতে পারেন, তিনি ব্রহ্ম হয়েন) ইত্যাদি মুক্তি
ফল প্রাপণ থাকাতে পূর্ব্বোক্ত সনস্তপদের মতন,
(যিনি ব্রহ্ম জ্ঞানিতে ইচ্ছুক হইবেন, তিনি ব্রহ্ম
জ্ঞান লাভ করিবেন,) ইত্যাদি বিধিকল্পনা করা
আপনারও অবশ্যই আবশ্যক । ‘আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ
য আত্মা অপহতপাপা। সোহম্মেবৈবাঃ স বিজিজ্ঞা-
সিতব্যঃ’ হে শ্রেষ্ঠকেতো! যে আত্মা নিম্পাপ, তাহা
রই দর্শন, অন্বেষণ ও জ্ঞান করিতে ইচ্ছা করিতে
হইবেক । ‘আত্মোত্যবোণাসীত’ আত্মাকেই
উপাসনা করিতে হইবেক । ‘আত্মনমেব লোকমুপা-
সীত’ আত্মলোকেরই উপাসনা করিবেক । ‘ব্রহ্ম
বিদ্ ব্রহ্মেব ভবতি’ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মই হয়েন ।

ইত্যাদি বিধিবাক্য থাকাতে কে শাস্ত্রা কে ব্রহ্ম এই
আকাঙ্ক্ষায় আত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূপ নিশ্চয় হইলে
‘নিত্যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বগতো নিত্যভূতো নিত্যশুদ্ধ
বুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ’ তিনি নিত্য, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি
সর্ব ব্যাপী, তিনি নিত্যভূত, তিনি নিত্যশুদ্ধ, তিনি
নিত্যবুদ্ধ, তিনি নিত্যমুক্ত ! ‘বিজ্ঞানমানন্দঃ ব্রহ্ম’
ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ । ইত্যাদি বেদান্ত
মূল অবশ্যই উপযুক্ত । এবং ঐ ব্রহ্মের উপা-
সনাদ্বারা যে মোক্ষ হয় তাহা অদৃষ্ট । অথচ
শাস্ত্রদৃষ্টান্তে মোক্ষ ঘটিয়া থাকে ইহা আপনারই
মত । কর্তব্যবিধির সহিত ব্রহ্মবিধি সংলগ্ন না
হইলে, কেবল মাত্র কোন এক অদ্রুত বস্তু কল্পনা
করিলে ব্রহ্ম গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য, তাহা জানা যায় না ।
‘সপ্তদ্বীপা বসুমতী রাজাহসৌ গচ্ছতি’ পৃথবীতে
সাতটী দ্বীপ আছে, ঐ রাজা গমন করিতেছেন ;
ইত্যাদি বাক্যের মতন বেদান্ত বাক্য সকল পরস্পর
ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় । তদ্ব্যতীত বেদান্তশাস্ত্র
সকল যাগাদিকার্যের প্রবৃত্তি কিম্বা সর্ববৈরাগ্য-
বোধক না হইলে শাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে
না । যে শাস্ত্র প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি বোধক, শাস্ত্রকা-

যন্তথা বা কৰ্ত্তৃমহী মনসঃ ক্রিয়ৈব ॥ ৮৫ ॥ না

ভূদিদং তত্ত্বমসীতিথাকামুপাসনাপর্যাবসায়ি কামঃ

প্রাং ক্রিয়া-জ্ঞত্বাৎ স্বর্গাদিবদিতি । অরমর্থঃ কৰ্ত্তব্যবিধিশেষ-
ব্রহ্মোপদেশো ন যুক্তঃ স্বর্গাদিবৎ মোক্ষতানিত্যত্বসিদ্ধিশয়
ভূয়োরনিত্যোপদেশঃ । নহু জ্ঞানস্তাপি মানসজ্ঞান ভবন্ত-
তেহপি বিমুক্তেরনিত্যত্বং কৃত্তো ম জ্ঞানিত্যাপ্য জ্ঞানস্ত
মানসেহপি যথাভূতবস্তুরবিষয়জ্ঞানজ্ঞেয়ন কৰ্ত্তৃমন্তথা
বা কৰ্ত্তৃমশকাভ্যং । কেবলমন্তত্বজ্ঞেয় চৌহনাতত্ত্বভাবাৎ ।
পুরুষতত্ত্বতাপ্তত্বজ্ঞানমন্তত্ব মোক্ষদোষ ইত্যাদ্যেননাহ উপা-
সনেন্দি । যথা যত্নে দেবতায়ৈ হবি গৃহীতং জ্ঞাত্বাৎ ধ্যায়েষট্
করিষ্যন্ সঙ্ক্যাং মনসা ধ্যায়েন্দিত্যেবমাদিবু ধ্যানং চিন্তনং
মানসং পুরুষতত্ত্বত্বাৎ কৰ্ত্তৃমন্তথা বা কৰ্ত্তৃং শকাৎ তথা মনসঃ
ক্রিয়োপাসনৈব কৰ্ত্তৃমকৰ্ত্তৃমন্তথা বা কৰ্ত্তৃমহী নহু জ্ঞানং ।
তথাচ তত্ত্বজ্ঞানবিমুক্তেরনিত্যত্বং স্পষ্টমেবেত্যর্থঃ । তন্মাৎ তদ্বিবরে
লিঙাদয়ঃ প্রমাণা অপ্যনিরোক্ত্যবিষয়ত্বাৎ কুঞ্জীভবন্তো
বিষিক্কারূপত্বাৎ স্বাভাবিক প্রযুক্তিবিষয়বিমুখীকরণার্থঃ ।
অন্তথা কীর্ত্তে চান্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে । আনন্দং

রেয়া তাত্কাই শাস্ত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।
অপিচ ‘রজ্জুরয়ং নাগং সর্পঃ’ (ইহা রজ্জু, ইহা
সর্প নহে) ইত্যাদি বাক্যশ্রবণে যজ্ঞপ ভয় ও
কম্পাদির নাশ হয়, তজ্জপ ব্রহ্মের স্বরূপ শ্রবণে
সংসারভ্রম নিবৃত্ত হয় না । যে ব্যক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ
শ্রবণ করিয়াছেন, তাহারই যথার্থ সুখ, দুঃখ ও
সংসার ধর্ম ইত্যাদি হইয়া থাকে । ‘মন্তব্যো নিদি-
ধ্যাসিতব্যঃ’ এই বেদবচনে শ্রবণের পরক্ষণই
মনন ও নিদিধ্যাসনের কথা উল্লেখ করা হই
য়াছে । ৮৪ ।

ভগবান্ ঐমতে পুনর্বার দোষার্শন করিলেন—
যে রূপ স্বর্গ যাগক্রিয়া জন্ত বলিয়া অনিত্য, তজ্জপ
মোক্ষও জ্ঞান ক্রিয়া জন্ত বলিয়া অনিত্য হইতে
পারে । কোন কৰ্ত্তব্যবিধির শেষ থাকতে
আত্মোপদেশ উপযুক্ত নহে । স্বর্গ যজ্ঞপ অনিত্য
ও সাতিশয়দোষে দূষিত, তজ্জপ মোক্ষও ঐরূপ
দোষে সংলিপ্ত হইয়া থাকে । আপনার মতে জ্ঞান
যদি মানসিক ক্রিয়া হয়, তবে মুক্তি কেন অনিত্য
হইবে না ? জ্ঞান মানসিক ক্রিয়া হইলেও যথার্থ

ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কৃতশ্চন । অন্তরং বৈ জনক গোপ্তোচসি
তদাঙ্গানমেব বেদাৎ ব্রহ্মসীতাদাঃ স্ততো ব্রহ্মবিদ্যা
নন্তরং মোক্ষঃ প্রদর্শয়েৎ । মোক্ষস্ত জ্ঞানজ্ঞাপূর্বকত্বত্ব
যারইন্তো নোপপদোরন্ । ব্রহ্মাবগতো সত্যং সর্বকৰ্ত্তব্যতা-
হানেঃ কৃতকৃত্যভায়াশাস্যাকমলকারত্বাৎ । মননাদিসহকৃতেন
জ্ঞাপেন ব্রহ্মস্বরূপসাক্ষাৎকারে সংসারিহনিবৃত্তেঃ । স্ততিমুখ্য-
মুত্তবসিকৃত্তচিত্তশাসনেনৈতত্ত্বং প্রতিপাদকস্য মুখ্যশাস্ত্রত্বাচ্চ
ন স্তোহপি দোষ ইতি ॥ ৮৫ ॥ এবমুক্তো মণ্ডনস্তবস্তাদি-
ব্যাক্যসোপাসনাপর্যাবসায়নাতাবমদীকৃত্য প্রকারান্তরেণাক্ষিপতি

বস্তুর স্পষ্ট প্রমাণ থাকতে কিছু করিতে অথবা
তাহার বিপরীত করিতে পারা যায় না । কিন্তু
আমাদের মতে ঐরূপ দোষ নাই—যে রূপ দেবতার
নিমিত্ত যত্ন গ্রহণ করা হইয়া থাকে, ‘তাৎ ধ্যায়ন্
বষট্ করিষ্যন্’ যিনি বষট্কার (মন্ত্র) পড়িবেন তিনি
সেই দেবতার ধ্যান করিবেন । ‘সঙ্ক্যাং মনসা
ধ্যয়েৎ’ মনস্বারা সঙ্ক্যার ধ্যান করিবেক । ইত্যাদি
স্থলে ধ্যান (চিন্তন) যজ্ঞপ মানসিকক্রিয়া ও
কোন পুরুষের অধীন বলিয়া কিছুই করিতে কিম্বা
তাহার অন্তথাচরণ করিতে পারে ; তজ্জপ উপা-
সনাক্রিয়াও কিছু করিতে কি না করিতে কিম্বা
তাহার অন্তথা করিতে পারে । কিন্তু জ্ঞান কখনই
ঐরূপ নহে এবং জ্ঞানজন্মমুক্তিও স্পষ্টই
অনিত্য জানিবেন ।

অতএব ঐ কল্পকাণ্ডস্থলে বেদে যে লিঙ, বিভক্তির
কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা নিতান্ত অনুপযুক্ত,
সুতরাং কৃণ্ডিত ঐ গিথি বাক্যের দ্বারা মাত্র বলিয়া
স্বাভাবিক প্রযুক্তিবিষয়ে কেবল লোকদিগকে বিভ্রান্ত
করিয়া থাকে । ইহার অন্তথা হইলে—‘কীর্ত্তে
চাসাকৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে’ সেই পরাৎপর
পর ব্রহ্মের জ্ঞান হইলে তাহার কৰ্ম্ম সকল ক্ষয়-
প্রাপ্ত হয় । ‘আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি
কৃতশ্চন’ যে ব্যক্তি আনন্দময় ব্রহ্মকে জানিতে
পারিয়াছেন, তাহার আর কিছুতেই ভয় হয় না ।

কিং হস্ত জীবন্ত পরেণ সাম্যপ্রত্যায়িকং সত্তম ! | সার্কজ্যসার্কাত্মমুখে গুণৈর্বা । আদ্যে প্রসিদ্ধঃ
বোভবীহু ॥ ৮৬ ॥ কিং চেতনত্বেন বিবক্তি সাম্যং ন খলুপদেশামন্তে অসিদ্ধান্তবিরুদ্ধতা স্মাৎ ॥ ৮৭ ॥

ইহং তদ্বদমীতি বাক্যমুপাসনাপর্ষ্যবসারি যথেষ্টং মাহুং তথাটোকা
প্রতিপাদকং নাস্তি কিং হস্ত জীবন্ত পরমেস্বরেণ সাদৃশ্য
প্রতিপাদকং হে সত্তম ! বোভবীহু ভবতু ॥ ৮৬ ॥ এতদ্ বিকরা

‘অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি তদাত্মানং বেদ’ হে
জনক ! তুমি অভয় পাইয়াছ, তাঁহাকেই আত্মা
বলিয়া জানিবে। ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ আমিই ব্রহ্ম,
ইত্যাদি শ্রুতিসকল, ব্রহ্মবিদ্যার পরই মোক্ষ
প্রদান করিয়া থাকে। (তখন মোক্ষ জ্ঞান জন্ম যে
অপূর্ব জন্মায় তাহা নিবারণ করিতে পারে) ইহাও
বলিতে পারা যায় না। ব্রহ্মজ্ঞান হইবার পর
কর্তব্য কার্য সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও কৃতকৃতার্থতা
লাভ করা যায়, এবং তাহাই আমাদের অলঙ্কার
ও গৌরবের বিষয়। মনন ও নির্দিধ্যাসনের সহিত
শ্রবণ হইলে যখন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়, তৎকালে
‘সংসার সংসারী’ এসমস্তই নিবৃত্তি হয়। তখন ঐ
ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, শ্রুতি, স্মৃতি ও সকলেরই অন্তর্ভব
সিদ্ধ হইয়া থাকে। সূতরাং হিতশাসনদ্বারা ব্রহ্ম-
প্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্র যে প্রধানশাস্ত্র তাহাতে
আর কোন সংশয় নাই। ৮৫।

মণ্ডন বলিলেন—‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদি বেদবাক্য
যে যখনই উপাসনাকার্যো মিশ্রিত হয় না তাহা
আমি যথেষ্ট অঙ্গীকার করিলাম। তথাপি ঐ বেদ
বাক্য ব্রহ্মের অভেদ বোধক হইতে পারে না।
হে পণ্ডিতবর ! কিন্তু ঐ সকল বেদবাক্য জীবা-
ত্মার সহিত পরমাত্মার কোন সাদৃশ্য বুঝাইয়া
দিউক। ৮৬।

নিত্যত্বমাত্রেণ মূনে ! পরাভ্যুগোপমানৈঃ স্মৃগবোধ-

দুৰ্গতি ভগবান্ কিমিতি । তদ্বদমীতি বাক্যং কিং চেতনপরেণ
সাদৃশ্যং প্রবর্ততি কিংবা সার্কজ্যসার্কাত্মসর্বশক্তিপ্রভৃতিভি-
র্গুণৈঃ সাম্যং বিবক্তি। অথ চেতনত্বেন সাম্যন্ত প্রসিদ্ধত্বাহুণ-
দেয়ানর্থক্যং। বিতীরে জীবন্ত পরমাত্মব্রহ্মপাত্য ভেদো নাতীতি
অসিদ্ধান্তে বিরুদ্ধতা স্মাৎ। তন্মাদৈকাপ্রতিপাদকমেবোক্তবাক্য-
মড়াপেরমিতার্থঃ ইন্দ্রঃ ॥ ৮৭ ॥ এবমুক্তো মণ্ডন আহ। নিত্য-
ত্বমাত্রেণ পরমাত্মগুণসমূহৈঃ স্মৃগবোধানন্তাদিত্তিরবিদ্যা-

ভগবান্ বলিলেন—‘তত্ত্বমসি’ এই বাক্য কি
চেতনরূপে সাদৃশ্য বুঝাইবে? অথবা ঈশ্বরের যে
সর্বজ্ঞতা, সর্বাত্মতা, ও সর্বশক্তিমতাপ্রভৃতি
গুণ আছে তাহাদ্বারা সাদৃশ্য বুঝাইবে?। যদি
চেতনভাবে সাদৃশ্য স্বীকার করা হয়, তাহা বুঝা
স্বীকার করা মাত্র। কারণ, পরমাত্মা চেতনরূপে চির-
কালই প্রসিদ্ধ, তন্নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করাও অন-
র্থক। তবে যদি গুণসমষ্টির দ্বারা সাদৃশ্য স্বীকার
করেন তাহাও বুঝা। কারণ, জীব পরমাত্মার একী-
ভাবাপন্নমাত্র, কিন্তু পরম্পরের জ্ঞান ভেদ নাই।
সূতরাং আপনায় নিজের মতের বিরোধ উপস্থিত
হয়। অতএব “তত্ত্বমসি” বেদবাক্য যে ঐক্যবোধক
ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ৮৭।

মণ্ডন বলিলেন—হে মুনিবর ! অবিদ্যারূপ
আবরণ থাকাতেই উভয়ের প্রতীতি হয় না। নতুবা
নিত্যরূপে পরমাত্মার যে সমস্ত গুণ আছে ঐ সমস্ত
স্মৃগবোধ ও অনন্ততা প্রভৃতি গুণদ্বারা ‘তত্ত্বমসি’

পূর্বে : । ঐশ্বরবিদ্যারতিতোহপ্রতীতৈঃ সামাং
ত্রীভ্যস্ততো ন দোষঃ ॥ ৮৮ ॥ যদ্যেবমেতস্ত
পরমমেব প্রতাপয়ন্তত্ব দুঃপ্রহঃ কঃ । ইয়েব তস্ত
প্রতিভাসমক্ষা বিদ্বন্ । অবিদ্যাবরণান্ নিরস্তা

৮৯ ভোশ্চেতনশ্চেন শরীরিসাম্যমাবেদ্যতা-

বরণাদপ্রতীতরস্ত জীবন্ত পরেণ সাম্যমুক্তবাক্যং হে মূমে !
ত্রীকু তস্যামোক্তদোষঃ ৩০ ॥ ৮৮ ॥ এবমুক্তো ভগবানাহ ।
যদ্যেবং তর্হি তস্ত জীবন্ত পরমাত্মনোবোক্তবাক্যং বোধয়তু ।
অত্র তস্য পরন্তু দুঃপ্রহঃ কঃ । নবেবং তর্হি তস্ত পরন্তু সুতো
ন প্রতিভাসমক্ষে ইতি চেত্তত্রাহ । তস্ত সুখবোধানন্তরপশু
পরন্তু প্রতিভাসমক্ষা তু অবিদ্যাবরণান্ত্বৈব নিরস্তা । বিদ্বান্
সন্ কথমেবং ভাবস ইতি সম্বোধনশব্দঃ ॥ ৮৯ ॥ এবমুক্তো-
মণ্ডনঃ প্রকারান্তরমালম্ব্যাহ । হে যতীশ ! অস্ত জগৎকারণত

বেদবাক্য যদি পরমাত্মার সহিত জীবাঙ্গার সাদৃশ্য-
বাচক হয় তাহাতে দোষ কি ? ৮৮ ।

ভগবান্ বলিলেন—হে বিজ্ঞবর ! যদি চ আপনার
ঐ কথাই স্বীকার করা যায় তবে ‘জীবাঙ্গা যে পর-
মাত্মা’ (তত্ত্বমসি) বাক্যদ্বারা কেন উভয়ের অভেদ-
বোধক হইবে না ? । বস্তুতঃ উভয়ের অভেদবিষয়ে
আর কোন ছুটে অভিসন্ধি থাকিতে পারে না এবং
জীবাঙ্গা কখনই পরমাত্মভাবে প্রকাশিত হয় না ।
ইতিপূর্বে আপনি বলিয়াছেন, পরমাত্মা স্থখ
স্বরূপ, জ্ঞানরূপ ও অনন্ত । কেবল অবিদ্যারূপ
আবরণ থাকাতে স্বয়ং প্রতিভাস অর্থাৎ জীবাঙ্গার
পরমাত্মভাবে কখন প্রকাশ হইতে পারে না । ৮৯ ।

মণ্ডন বলিলেন—হে যতিরাজ ! এই জগতের
কারণ চেতন পদার্থ হইলে অবশ্যই আপনার জীবা-
ঙ্গার সহিত পরমাত্মার সাদৃশ্য স্বীকার করিতে

মস্যা জগৎপ্রসূতে : । চিত্তুখিত্ত্বেন পরোদি-
তস্তাহপ্যাণুপ্রধানপ্রভূতে নির্মাসঃ ॥ ৯০ ॥ ইত্বে-
বমন্তীতি তদা প্রয়োগঃ স্যাৎ ত্বম্মতে তত্ত্বমসীতি
ন স্যাৎ । তদৈক্যতেত্যত্র জড়ত্বশঙ্কাব্যাবর্তনাক্রান্ত
পুনর্ন চোদ্যম্ ॥ ৯১ ॥ নন্থেবমপ্যেক্যপরত্বমস্ত

চেতনশ্চেন জীবেন সাম্যমাবেদ্যতাং তত্রাচ চিত্তশ্চেতনাজ্ঞান
উখিত্ত্বাৎ পটৈঃ সাত্মাদিভিকদিত্ত্ব প্রধানপরমাণুদে নির্মা-
সোহপি সিদ্ধ্যতীতার্থঃ ॥ ৯০ ॥ এবমুক্তো ভগবানাহ । হস্ত হে
মণ্ডন ! এবং চেতনা স্বম্মতে তজ্জগৎকারণঃ ত্বৎস্বংসদৃশমন্তীতি
ন স্যাৎ । জড়ত্বশঙ্কায়ান্ত তদৈক্যত্বং স্যাৎ প্রজ্ঞায়ের্তীকণ-
প্রবণাৎ । তত্ত্বমসীতি জগৎকারণত্ব চেতনাভেদপ্রতিপাদনে চ
ব্যাবর্তনাৎ । পুনরত্র চোদ্যাত্মাং প্রধানাদে নির্মাসাত্মৈবং ন
বাচ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥ এবং সর্বতঃ প্রতিরুদ্ধো মণ্ডন ইমমপি

হইবে । অপিচ জগৎ চেতনবস্তু হইতে স্বজিত
বলিয়া সাংখ্যের প্রকৃতি ও বৈশাখিকাদির পরমাণু-
মত সকল খণ্ডন করা হইল । ৯০ ।

ভগবান্ বলিলেন—যদিচ এরূপ হয়, তবে
আপনার মতে ‘তৎ’ শব্দে জগতের কারণ ‘ত্বং’
অর্থাৎ (আপনার) সদৃশ হয় । এরূপ ভাবে প্রয়োগ
করিলেও ‘তত্ত্বমসি’ পদ কখন সিদ্ধ হয় না—কিন্তু
জড় বলিয়া শঙ্কা করিতে পারা যায় না । “তদৈক্যত
বহু স্যাৎ প্রজ্ঞায়ের্তীকণ’ পরমাত্মা পর্যালোচনা করি-
লেন আমি বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি । ইত্যাদি
বেদবাক্যের দ্বারা ঈশ্বরাত্মার প্রয়োগ করা হই-
য়াছে । জগৎ কারণ যে চেতন হইতে অভিন্ন ‘তত্ত্ব-
মসি’ এই বাক্য কেবল তাহাই প্রতিপাদন করি-
য়াছে । অথচ লক্ষ্যবস্তুর অভাব থাকিতে প্রকৃতি

* অতিপ্রাণ এই—নাথমীশ্বরঃ” পূর্বশ্লোকে এইরূপ প্রত্যক্ষ-
প্রমাণদ্বারা বিশ্ব হইতে প্রভেদ স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু
ইঙ্গ্রিগের সহিত প্রভেদবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। কারণ,
জীবাশ্ম ইঙ্গ্রিগ হইতে অভ্যস্ত দূরবর্তী। হেতুসিদ্ধি হয় না
বলিয়া ইঙ্গ্রিগের প্রভেদ স্বীকার করিয়া কিরূপ ভাবে ইঙ্গ্রিগের
নৈকটা লব্ধ বা সংযোগ সম্বন্ধ উল্লেখ করিবেম। সংযোগ,
সমসার ভাদাদ্যা অথবা ইহা হইতে অতিরিক্ত কোন এক
সম্বন্ধ এখানে আপনার অভিপ্রেত?। সংযোগ সম্বন্ধ স্বীকার

ভেনাস্য কৃতো বিরোধঃ ॥৯৩॥ ভিন্নোহহমীশাদিতি

নাস্যভেদস্যে রূপী বারুঃ ঘটো জ্ঞানবান্ভিত্তি প্রতীক প্রসঙ্গঃ । ন চ তত্র রূপাভেদভাবান্ভিত্তি প্রতীকিত্বাৎ ভাবান্ভিত্তি প্রসঙ্গক-
সম্বন্ধ সতি ভেদভাবাবহাৱস্য বাহিত্ত্বাৎ । ভাবান্ ন কথমপি
সমবারঃ সূচিকাতি । অবরবাবহবাৱানীনাং সম্বন্ধস্ত তাদাত্ম্য
তচ্চ ন ভিন্নাভিন্নত্বঃ বিকল্পয়োঃ ভেদভেদয়োঃ প্রসঙ্গাদপি
হ ভিন্নত্বে সত্তাভিন্নসত্তাকৃত্বঃ উক্তানির্বাচ্যঃ । নাপি সংযোগ-

অনেকটা সম্বন্ধ) ঘটে তবে ভেদজ্ঞান হইতে

করিলে সমবার সম্বন্ধ হইতে পারে না, অথচ এতলে সমবারের
কোন সম্ভাবনা নাই । 'রূপী ঘটঃ সূক্ষ্মটঃ' রূপবান্ ভট সূক্তি-
কার ঘট ইত্যাদি জ্ঞান লোকের স্পষ্টই হইয়া থাকে । সুতরাং
সংযোগের সহিত কোন সম্বন্ধও নাই । পরিশেষে সুতরাং
সমবার সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে । তাহাও সঙ্গত নহে—
কারণ, গুণ, গুণী ও অবরব অবরবীর অত্যন্ত ভেদ হইলে এবং
উচ্ছাদের সম্বন্ধও ভিন্ন হইলে দণ্ডপূর্বকঃ' অর্থাৎ দণ্ডধারী পূর্ব-
কের ধর্ম দণ্ড বিশেষণ উপলব্ধি হয় না, তদ্রূপ 'শূক্রে ঘটঃ
সূক্ষ্মটঃ' শূক্রেঘট, সূক্তিকার ঘট, ইত্যাদি স্থলেও কখনই শূক্রে বা
সূক্তিকা বিশেষণের উপলব্ধি হয় না । আর এক কথা—সমবার
সম্বন্ধ দুইটা সমবার বিশিষ্ট বস্তু দ্বারা সম্বন্ধ হইয়া বিশেষ জ্ঞান
করাইয়া দেয় ? অথবা কোন বস্তুদ্বারা সম্বন্ধ না হইয়া জ্ঞানোৎ-
পাদন করে ? প্রথম পক্ষ স্বীকার করিলে তাহার এক সম্বন্ধ—
তাহার এক সম্বন্ধ—এইরূপে জ্ঞানবান্ ভোমের উৎপত্তি হয় ।
(সমবার সম্বন্ধকে যদি অনেকগুলিন সমবার সম্বন্ধ বিশিষ্ট
বস্তুর সহিত নিত্য সম্বন্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে ভোমের
সম্ভাবনা থাকে না) একরূপ স্বীকার করিলে, সংযোগ সম্বন্ধ ও
সংযোগসম্বন্ধবিশিষ্ট পদার্থের সহিত নিত্য সম্বন্ধ হইয়া আর
কখনই অন্য সম্বন্ধ অপেক্ষা করে না । (কিন্তু অতরূপ আর্থের
রূপ অত সম্বন্ধ অপেক্ষা করিয়া থাকে) উহা যদি স্বীকার করা
যায়, তবে সমবারসম্বন্ধও কেন ঐরূপ অত সম্বন্ধ অপেক্ষা

ভাসতে হি ভেদস্য জীবাশ্রবিশেষণত্বং । তৎ-

তাদাত্ম্যো ভেদভাবস্য স্তু প্রসঙ্গেঃ । ন দ্বিতীয়স্তদন্তসম্বন্ধস্য
কাপ্যপ্রসিদ্ধিরিতি ॥৯৩॥ নহু ভেদস্যাত্মাত্মভাবসম্বন্ধাদ্ভাবো
চ বিশেষণতার্য্যঃ সম্বন্ধসম্বন্ধসম্বন্ধসিদ্ধিরিতি মণ্ডনঃ শঙ্কতে ।
হি যদ্বাদীশানহং ভিন্ন ইতি ভেদস্য জীবাশ্রবিশেষণত্বং ভাসতে

পারে না । অতএব ঐ বাক্যের এবং প্রত্যক্ষের
ক্ষিণুতেই বিরোধ হইবার সম্ভাবনা নাই । ৯৩ ।

মণ্ডন মনে মনে শঙ্ক করিতে লাগিলেন—
নৈয়ায়িকমতে অত্যাশ্রয়ভাব পদার্থ ভেদ বলিয়া

করিবে না ? । (সংযোগ পদার্থ সুতরাং সংযোগ ও সমবারের
মত) ইহাও বলা যাইতে পারে না । কারণ গুণনির্বাচনের পদ্ধতি
কাহারও অধীন নহে । (এবং গুণাপেক্ষী কারণও কোন বস্তু দ্বারা
সম্বন্ধ না হইয়া জ্ঞানোৎপাদন করে) ইহাতেও অতি প্রসঙ্গ
অর্থাৎ বাহ্য লক্ষ্য নহে তাহাতেও লক্ষণ যাওয়া দোষ ঘটে ।
আর এক কথা—ঐ সমবার সম্বন্ধ অনেক না এক ? । যদি
অনেক হয়, তবে নিজমতের বাতিচার এবং গোরব । জ্ঞানরূপ
সমবার, বারু এবং ঘটনিষ্ঠ সমবারসম্বন্ধের সহিত অভিন্ন হইয়া
রূপী-বারুঃ ঘটো জ্ঞানবান্, অর্থাৎ রূপবান্ বারু জ্ঞানবান্ ঘট
ইত্যাদি প্রত্যয় হইবার বাধা কি ? । (বস্তুগত্যা বারুর রূপ
নাট, ঘটেরও জ্ঞান নাট, সুতরাং ওরূপ বোধ হয় না) উহাও
অসম্বন্ধ কাহার যুক্তি এট—বারু, কিস্তি ঘট রে রূপ সম্বন্ধ
বিদ্যমান আছে তাহার কখনই অভাব হইতে পারে না । অত-
এব কোনরূপে সমবারসম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে না । বস্তুতঃ
অবরব ও আরব বিশিষ্ট বস্তুর যে সম্বন্ধ তাহার নাম তাদাত্ম্য-
সম্বন্ধ । ঐ তাদাত্ম্যসম্বন্ধ ভিন্ন কি অভিন্ন নহে । কারণ এক-
খানে ভেদ ও অভেদ ঐরূপ বিরুদ্ধ স্বভাবাক্রান্ত বস্তু থাকিলে
পারে না । কিন্তু যে বস্তু ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন বস্তুর মত
প্রচীর হয়, তাহারই নাম তাদাত্ম্যসম্বন্ধ কিন্তু সংযোগ
সম্বন্ধ ঐরূপ নহে । কারণ, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে কখনই সংযোগ
সম্বন্ধ থাকে না ইহা সুপ্রসিদ্ধ ।

সম্বন্ধকর্ষোহস্থত্ব সংযোগাভাবেন ভেদেন্দ্রিয়যো-
গ্যনীবিন্ ! ॥ ১৪ ॥ অতিপ্রসঙ্গে নহু কেবলস্য
বিশেষণত্বস্য তদভূতপেয়ম্ । ভেদাশ্রয়ে হীন্দ্রিয়-

অথ তত্রাহং হে মনীষিন্ ! ভেদেন্দ্রিয়যোগঃ সংযোগাদিসংযোগো-
গ্যভাবেনাপি তৎসম্বন্ধকর্ষোবিশেষণতা সম্বন্ধকর্ষোহজু ইন্দ্রঃ ॥ ১৪ ॥
পরিহরতি ভগবান্ কেবলস্ত বিশেষণত্বস্য বিশেষণতামাত্রস্য
তৎসম্বন্ধকর্ষতং নৈবাভূতপেয়ং তত্র হেতুরতিপ্রসঙ্গে ভিত্ত্যা-
দিবাবহিতভূতাদিনিষ্ঠঘটাদাভাবেনাপি বিশেষণতামাত্রস্ত সত্ত্বেন
প্রত্যক্ষতঃ প্রসঙ্গাত্তদ্ব্যভাবেন হীন্দ্রিয়সম্বন্ধকর্ষে সতি
বিশেষণতয়াঃ সম্বন্ধকর্ষভূতপেয়ং । ন চ সম্বন্ধকর্ষত্বমিহেন্দ্রিয়
আত্মনোহস্তি । বস্তুতত্ত্বাধিকরণেন্দ্রিয়সম্বন্ধকর্ষোহপি ন কারণং ।
পরমতে করণবলয়াবচ্ছিন্নভব এব শ্রোত্রেন্দ্রিয়ত্বাৎ । তস্মৈব

উল্লিখিত হইতে পারে । সুতরাং ভেদপদার্থে
(অভাবে) বিশেষণের সম্বন্ধকর্ষ (নৈকট্য) হেতু
অসম্বন্ধকর্ষ (অনৈকট্য) সিদ্ধ হয় । কারণ, ‘ঈশা-
দহং ভিন্নঃ’ আমি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, এই অভেদ
পদার্থ জীবাত্তার বিশেষণরূপে প্রকাশ পাইতেছে ।
অতএব হে মনীষাসম্পন্ন শঙ্কর ! ভেদ এবং ইন্দ্রি-
য়ের সংযোগাদি সম্বন্ধ না থাকিলেও কেবল বিশে-
ষণের ঐস্থানে নৈকট্যসম্বন্ধ হউক । ১৪ ।

ভগবান্ ঐশ্বরের খণ্ডন করিলেন—কেবল বিশে-
ষণের ঐস্থানে ঐরূপ নৈকট্যসম্বন্ধ কখনই স্বীকার
করা যাইতে পারে না—স্বীকার করিলে অতিপ্রসঙ্গ
দোষ ঘটিতে পারে । অর্থাৎ ভিত্তি (ভিৎ) দ্বারা
যদি ভূতল আচ্ছাদিত হয়, এবং ঐ ভূতলস্থিতঘটের
অভাব হইলেও কেবল মাত্র বিশেষণের ঐস্থানে
অস্তিত্বপ্রযুক্ত ঘটের প্রত্যক্ষ হইতে পারে । অত-

সম্বন্ধকর্ষে ন সম্বন্ধকর্ষত্বমিহাত্মনোহস্তি ॥ ১৫ ॥
ভেদাশ্রয়াৎসম্বন্ধকর্ষো নৈতাত্মমেতচ্চ-
তুরং ন বস্যাৎ । চিত্তাত্মনো দ্রব্যতয়া দ্বয়েরপ্য-
স্ত্যেব সংযোগসমাপ্রয়ত্বং ॥ ১৬ ॥ আত্মা বিভূঃ সাদ্যত্ব-

সংযোগশব্দাভাবকরণত্বাৎ সেন স্বস্বাসম্বন্ধকর্ষাদধিকারণেন্দ্রিয়
সম্বন্ধকর্ষাভাবেন শব্দাভাবে প্রত্যক্ষত্বং ন স্যাৎসিদ্ধি ধোঃ
উঃ ॥ ১৫ ॥ এতদসহমানো মণ্ডন আহ । ভেদাশ্রয়াত্মান
ইন্দ্রিয়েণ সম্বন্ধকর্ষো নাস্তীতি ত্রয়োক্তমেতন্ন সমীচীনং । যত্রাহং

এব অভাব পদার্থের আধার ইন্দ্রিয়ের নিকটবর্তী
হইলে ঐস্থানে বিশেষণের নৈকট্য সম্বন্ধ অবশ্য
স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু আত্মার ঐ ইন্দ্রিয়ের
উপর কোন নৈকট্যসম্বন্ধ নাই । বস্তুতঃ আত্মার
আধার এবং ইন্দ্রিয়সংযোগ কখনই কারণ নহে ।
“পরমতে কর্ণবলয়াবচ্ছিন্ন নভোভাগের নাম শ্রবণে-
ন্দ্রিয় কথিত হইয়াছে । ঐ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ
যে শব্দ, ঐশব্দের অভাব, তখন শব্দের অধিকরণ
রূপে বিদ্যমান থাকে । অতএব স্বীয়পদার্থ দ্বারা
স্বকীয় পদার্থের অনৈকট্য সম্বন্ধ বা অসংযোগ
থাকাতে কিম্বা অধিকরণ এবং ইন্দ্রিয়সংযোগের
অভাববশতঃ শব্দের অভাবে যে তাহার প্রত্যক্ষ হয়
না” ইহা অত্যন্ত দৃষ্ণীয় । ১৫ ।

ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া মণ্ডন বলিলেন—
আপনি যে বলিয়াছেন, ‘ভেদের আধার আত্মার,
কখন কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হয় না’
ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে । কারণ, চিত্ত এবং আত্মা
উভয়েই দ্রব্যপদার্থ । সুতরাং দ্রব্যপদার্থ দে

বাণুমাত্রঃ সংযোগিতা নোভযথাপি যুক্তা । দৃষ্টা হি
না সাবয়বস্য লোকে সংযোগিতা সাবয়বেন
যোগিন্ ! ॥ ৯৭ ॥ মনোহক্ষমিতাভূপগমা ভেদা-

চিত্তায়নো জ'য্যভেনোভয়োরপি সংযোগসমাপ্রয়ত্বমস্বেব ইন্দ্র ॥
॥ ৯৬ ॥ এযাক্ষিপ্তো ভগবান্ বিকল্যাক্ষপং প্রক্ষিপতি ।
আত্মা বিভূঃ শ্রাদধবাণুমাত্রঃ পক্ষযেহপি সংযোগিতা ন যুক্তা
হি যস্য সাবয়বস্ত সাবয়বেন সা সংযোগিতা লোকে দৃষ্টা
ভমাদিত্যর্থঃ । ভাষ্যাদিযোগিত্বমহুভমপলপিতুমনহোহনোতি
কটাক্ষণ সমোধরতি । হে যোগিরিতি ॥ ৯৭ ॥ কিঞ্চ মন
ইন্দ্রমিতাসীকৃত্য ভেদেনাশাসদ্বিহুত্বং বস্ততস্ত মনো নেন্দ্রিয়ঃ

সংযোগনামক গুণপদার্থের আধার হইবে, ইহা
বিচিত্র নহে । ৯৬ ।

ভগবান্ বলিলেন—আত্মা যদি বিভূ অর্থাৎ সর্ব-
ব্যাপী অথবা পরমাণু হয় তথাপি কিছুতেই তাঁহার
সংযোগসম্বন্ধ হয় না । হে যোগিন্ ! (অর্থাৎ আপ-
নার অনুভূত ভাষ্য এবং অর্থপ্রভৃতি বস্তুর যোগ
বিদ্যমান আছে, তাহা আপনি কিছুতেই গোপন
করিতে পারেন না । এইজন্য শ্লেষবাক্যে আচার্য্য
মণ্ডনকে যোগী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন ।
সংযোগ হইতে না পারিবার কারণ এই, এই জগতে
অবয়ববিশিষ্ট পদার্থের সহিত অবয়ববিশিষ্ট পদার্থে-
রই সংযোগ হইয়া থাকে, ইহা সকল জনের
প্রত্যক্ষ । অপিচ “মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া অঙ্গী-
কার করিয়া ভেদ থাকিতে মনের কখন সংযোগ
হইতে পারে না” ইহাও আপনি উল্লেখ করিয়াছেন ।
বস্ততঃ মন ইন্দ্রিয় নহে । প্রদীপ যজ্ঞপ পদার্থ-
প্রকাশের সহকারী কারণ, তজ্জপ মনও চক্ষুরাদি

সঙ্গিহুত্বং পরিত্যজ্য । সাহাশাকুলোচনপূর্বকস্য
দীপাদিবরেন্দ্রিয়মেষ চিত্তং ॥ ৯৮ ॥ ভেদপ্রমানেন্দ্রিয়-
জাহস্ত তর্হি সাক্ষিস্বরূপৈব তথাপি যোগিন্ । তয়া

চক্ষুরাদিসহকারিত্বাৎ দীপবৎ । ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হার্থা অর্থ-
ভাষ্য পরং মন ইত্যাদি প্রত্যা মনমোহনিন্দ্রিয়ত্বাবধারণা-
দেবেতুক্তং । মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াগীতি বচনং তু ন মনস ইন্দ্রিয়ত্বে
প্রমাণং যজমানপঞ্চমা ইড়াং ভক্ষয়ন্তি । বেদানধ্যাপয়ামাস
মহাভারতপঞ্চমানিত্যাদিবদনিন্দ্রিয়গাপি মনসা ষষ্ঠত্বসংখ্যা-
পূর্ণত্বসম্ভবাৎ । ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মীতি বচনমপি নক্ষত্রাণামহং
শশীতিবৎ ন মনস ইন্দ্রিয়ত্বে প্রমাণমিতি উ ॥ ৯৮ ॥ এবং

ইন্দ্রিয়ের সহকারী কারণ । ‘ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হার্থা
অর্থভ্যশ্চ পরং মনঃ’ পদার্থ সকল ইন্দ্রিয় সমূহ
হইতে পৃথক্ বস্তু এবং মনও ঐ বিষয় সকল
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ । এই প্রতিবচনদ্বারা মন যে
ইন্দ্রিয় নহে তাহা অবধারিত হইয়াছে । তবে যে
‘মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াগি’ মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় । এই বচন-
দ্বারা মন ইন্দ্রিয় বলিয়া প্রমাণ হয় নাই । ‘যজমান
পঞ্চমা ইড়াং ভক্ষয়ন্তি’ যজমানকে লইয়া পাঁচজন
লোক ইড়া (নাড়ী) ভক্ষণ করিতেছে । বেদান-
ধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্ ; মহাভারতকে
লইয়া পাঁচখানি বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ।
কিন্তু এই সকল বচনের মতন মন ইন্দ্রিয় না
হইয়াও কেবল মাত্র ছয়টি সংখ্যা পূরণ করিবার
জন্ত ঐরূপে উক্ত হইয়াছে । ‘ইন্দ্রিয়াণাং
মনশ্চাস্মি’ আমি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন হইতেছি ।
এই বচনও যথা । কারণ, ‘নক্ষত্রাণামহং শশী’
আমি নক্ষত্রদিগের মধ্যে চন্দ্র । এই বচনের মত

বিরোধঃ পরমাত্মজীবাভেদঃ ॥ ১০০ ॥
প্রমাণম্ ॥ ১১ ॥ প্রত্যক্ষমাত্মে ॥ ১১ ॥
যুক্তো দ্যোতিয়তি প্রভেদঃ । শ্রুতিস্তয়োঃ কেব-

নিক্রো মণ্ডন আহ । ভেদপ্রমেয়রজা ন চেত্তর্হি সাক্ষিস্বরূপৈ-
বাস্ত তথাপি হে যোগিন্ ! তয়া সাক্ষিরূপয়া ভেদপ্রময়া বিরো-
ধঃ পরমাত্মজীবাভেদঃ বোধয়িতুং কথং প্রমাণং তন্ত-
মজ্ঞাদিবাক্যানিতি শেষঃ ॥ ১১ ॥ মণ্ডনোক্তমঙ্গীকৃত্য বিষয়-
ভাবাবিরোধং পরিহরতি ভগবান্ সাক্ষিস্বরূপং প্রত্যক্ষ-
জীবাভ্যপরমাত্মনোরবিদ্যামায়াযুক্তয়োঃ প্রভেদং দ্যোতিয়তি
শ্রুতিস্ত তদ্বিনির্মুক্তয়োঃ শুদ্ধয়োস্তয়ো জীবেশ্বরয়োভেদং দ্যো-

উক্ত বচনটী মনের ইন্দ্রিয়স্থ প্রমাণ করে নাই ।
। ১৭ । ১৮ ।

মণ্ডন বলিলেন—যদি ভেদবুদ্ধি ইন্দ্রিয় হইতে
না হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাক্ষিস্বরূপ হইবার আপত্তি
কি ? । হে যোগিবর ! ইন্দ্রিয়ের সাক্ষিস্বরূপ
ভেদবুদ্ধি থাকিলে বিরোধ হয় । অতএব ‘তত্ত্বমসি’-
বেদবাক্য জীবাভা এবং পরমাত্মার অভেদ কেন না
নিরূপণ করিয়া দিবে ? । ১১ ।

মণ্ডনের কথা স্বীকার করিয়া লইয়া বিষয়ভেদ
থাকাতে ভগবান্ বিরোধ খণ্ডন করিতে লাগি-
লেন—প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাক্ষিস্বরূপ, ঐ প্রত্যক্ষপ্রমাণ
অবিদ্যা এবং মায়াযুক্ত জীবাভা এবং পরমাত্মার
ভেদ প্রকাশ করিয়া থাকে । কিন্তু বেদবচনদ্বারা
অবিদ্যা এবং মায়াযুক্ত কেবল জীবাভা এবং পর-
মাত্মারই অভেদ প্রকাশ পাইয়া থাকে । এইরূপে
শ্রুতি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ

লয়োরভেদং ভিন্নাশ্রয়দ্বায় তয়ো ক্বিরোধঃ ॥ ১০০ ॥
স্বাদ বা বিরোধস্তদপি প্রবৃত্তং প্রত্যক্ষমগ্রেহবলমেব

ভবতীতোবঃ শ্রুতিপ্রত্যক্ষয়ো ভিন্নাশ্রয়দ্বায় বিরোধঃ ॥ ১০০ ॥
বিরোধমঙ্গীকৃত্যপি পরিহরতি স্যাধা বিরোধস্তদপ্যগ্রেচরং প্রথমং
প্রবৃত্তং বলহীনং ভেদপ্রত্যক্ষমেব প্রাবল্যবত্যা ভেদবাদিশ্রুত্যা-
চরমপ্রবৃত্ত্যা বাধ্যং । অপচ্ছেদন্যাযেনোক্তয়া বীত্যাংপচ্ছেদনয়
ইতি বা । তথাচ বাষ্ঠং পারমর্ষং সূত্রং পৌর্ক্সাপার্গ্যো পূর্ক্সদৌ-
র্ক্সাং প্রকৃতিবদিতিজ্যোতিষ্টোমে বহিঃ পবমানার্থহবিধানান্
নির্গচ্ছতাং ঋত্বিপ্য়জমাননাং অধ্বর্যুং প্রস্তোতাংহবারভতে প্রস্তো-
তারমুদগীতারং প্রতিহর্ন্তেত্যাদিনাংহবারভণং । বিহিতং তদ্বিচ্ছেদ
নিমিত্তং প্রারচিতং অস্মতে বহুদ্যুতাতাহপচ্ছিত্যোভাদক্ষিণং তং
বজ্রমিচ্ছা তেন পুনর্গজ্ঞেত তত্র তদদ্যাং যং পূর্ক্সশ্মিননদ্যসাং

আশ্রয় করাতে কোন বিরোধের সম্ভাবনা নাই ।
। ১০০ ।

বিরোধ অঙ্গীকার করিয়া লইয়া পুনরায় ভগবান্
খণ্ডন করিবার জন্য বলিলেন,—যদি এবিসয়ে বিরোধ
হয় হউক । কিন্তু মীমাংসাদর্শনে যেরূপ অপচ্ছেদ
(বিচ্ছেদন্যায়) উক্ত হইয়াছে এবং তাহাদ্বারা
যেরূপ দুর্ব্বলের বাধ হয়, তদ্রূপ ভেদবোধক প্রবল
শ্রুতিবচনে শেষপ্রবৃত্ত বস্তু দ্বারা প্রথম প্রবৃত্ত দুর্ব্বল
ভেদপদার্থের যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বাধিত হইবে তাহা
অযৌক্তিক নহে । “পৌর্ক্সাপার্গ্যো পূর্ক্সদৌর্ক্সাং
প্রকৃতিবৎ”জ্যোতিষ্টোমযাগে বহির্দর্শে যে স্থানে
পবিত্র বস্তু সকল বিদ্যমান থাকে, সেই ঘূতের
আধার বজ্রবেদি হইতে নির্গত ঋত্বিক্ ও যজমান
দিগের মধ্যে প্রথমে যিনি কার্য্য প্রস্তুত করেন
তিনি ঋত্বিকের পর কার্য্য আরম্ভ করিবেন । পরে
সমস্তবস্তুর আহরণকর্তা, প্রস্তাবকর্তা এবং বেদ-

বাধ্যং । প্রাবল্যবত্যা চরমপ্রবৃত্ত্যা ক্রত্যা হতচেদ-

ক্ৰাং যদি প্রকৃতিহীনপ্রজ্ঞিত্যেত সর্ববেদং সন্দন্যাদিত তত্রোক্তা-
তপ্রতিহিতোঃ ক্রমেণ বিচ্ছেদে বিরুদ্ধপ্রায়শ্চিত্তয়োঃ সমুচ্চয়ানু-
বাহং কিং পূৰ্ণং কাৰ্য্যমুক্ত পরমিত্তি বিষয়েঃ পূৰ্ণজ্ঞাতবিরোধিতয়া
পূৰ্ণমিত্তি প্রাপ্তে রাষ্ট্রাভ্যঃ পৌৰ্ণোপার্থে সতি নিমিত্তয়োঃ পূৰ্ণস্ত
নৈমিত্তিকস্ত দৌৰ্ব্বল্যাঃ উত্তরস্ত পূৰ্ণনিরপেক্ষস্ত তদ্বাদকতয়ো
দিতত্ত্বাং পূৰ্ণোদয়কালে উত্তরগ্যা প্রাপ্তেভ্যে পূৰ্ণেণ বাধ্যভ্যো-
গাং । তদ্বক্তং পূৰ্ণং পরমজ্ঞাতব্যবাধিভেব জায়তে পরল্যা-
নন্তথোৎপাদান্ন বদাধেন সম্ভবঃ । তত্র দৃষ্টান্তঃ প্রকৃতিবৎ ।
যথা প্রকৃতি কৃতোপকারাঃ কুশাঃ প্রথমমতিদেশেন বিরুদ্ধা-
বুপকারাকাঙ্ক্ষিণ্যাং প্রাপ্তাঃ কল্যোপকারচরমভাবিতরিপি কুশৈ
নিরপেক্ষৈ কাৰ্য্যভ্যে তদ্বৎ তথাচ বধা প্রথম প্রবৃত্তং দুৰ্ব্বলং
পূৰ্ণনৈমিত্তিকমেব পশ্চাৎ প্রবৃত্তেন প্রবলেনোত্তরেণ নৈমিত্তি-

গানকর্তার পর আপন আপন কার্য্য সকল আরম্ভ
করিবেন । এইরূপে পর পর পরস্পরের কার্য্য-
আরম্ভ করিত হইয়াছে । যদি ঐ নিয়মের
কোন বৈপরীত্য ঘটে, তন্নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত
করিতে হইবেক । যদি বেদগানকর্তা ঐ কার্য্যের
নিয়ম ভঙ্গ করেন তবে দক্ষিণাশূন্য যাগের অনুষ্ঠান-
পূৰ্ব্বক পুনর্বার ঐ যাগ করিবেন । এবং বাহা
প্রথমে দান করা উচিত ঐ যজ্ঞে তিনি তাহাই দান
করিবেন । এবং যদি আহরণকর্তা ক্রমভঙ্গ করেন
তাহা হইলে তিনি সমগ্রবেদ দান করিবেন । ঐ
যজ্ঞে বেদগানকর্তা ও বস্তুসংগ্রহকর্তার ক্রমান্বয়ে
নিয়ম ভঙ্গ হইলে প্রায়শ্চিত্ত বিরুদ্ধ হয়, সুতরাং
প্রায়শ্চিত্ত কখন এককালে হইতে পারে না । এক্ষণে
জিজ্ঞাসা করি ঐ কার্য্য পূৰ্ণ হইবে ? কি পরে
হইবে ? এই বিষয়ে যদি কোন বিরোধ না জন্মে
তবে প্রথমেই কার্য্য করিতে হইবে ইহাই সিদ্ধান্ত ।

নয়োক্তরীক্ষা

॥ নবেবমপ্যাস্ত্যসুমানবোধো

ভেদশ্রুতে

চক্রবর্তিন্ ! । ঘটাদিবদ্ ব্রহ্ম

কেন বাধ্যং তদ্বদ্ যথোক্তং প্রত্যক্ষমেব যথোক্তশ্রুত্যা বাধ্যং ।
হি শব্দলোক প্রসিদ্ধিন্যেত্যতঃ তথা পূৰ্ণং প্রবৃত্তবজ্রতজ্ঞানমেব-
পশ্চাৎ প্রবৃত্তেন শুদ্ধিজ্ঞানেন বাধ্যমন্তথা তদনপ বাধেন তদনপ-
বাধনাম্বকস্ত ততোৎপত্তাহুপপত্তেন্দ্রদিতার্থঃ ইদ্রঃ ॥ ১০১ ॥
এবমুক্তো মুনোহরঃ জীবো ব্রহ্মনিরূপিতভেদবান্ । অসর্গজ-
ভ্যাং ঘটাদিবদিত্যসুমানেন শ্রুতে কাৰ্য্যং শব্দতে । নবেবং প্রতা-
ক্ষণাভেদ শ্রুতেৎস্বাধাভাবেহপি হে সংযমিচক্রবর্তিন্ ! ইতা-
নেন তর্কানধিকারং দ্যোতয়তি । অসুমানেনাভেদশ্রুতেৎস্বাধো-
হস্তি তদেব দর্শয়তি ঘটাদিবদিত্তি । অপলক্ষণমেতদ্ ব্রহ্মধ্ব-
নি

কার্য্য সকল অগ্রপশ্চাৎ হইলে দুইটী নিমিত্তের
মধ্যে প্রথম নৈমিত্তিক কার্য্য দুৰ্ব্বল এবং পূৰ্ণ
কার্য্য অপেক্ষা না করিয়া পরবর্তী নৈমিত্তিককার্য্যের
বাধ হয় । প্রথমকার্য্য প্রথম হইলে পরকার্য্য
তাহাতে সংলগ্ন হয় না, সুতরাং পূৰ্ব্বকার্য্যদ্বারা
পরকার্য্যের বাধ হইতে পারে না । ঐ বিষয়ে
দৃষ্টান্ত এই—‘প্রকৃতিবৎ’ অর্থাৎ যেরূপ বজ্রীয়
প্রকৃতিবিষয়ে যে সমস্ত কুশ উপকার করিয়াছে
ঐ সকল কুশ প্রথমে তাহাদিগকে লঙ্ঘন করিলে
বজ্রীয়কার্য্যের বিকৃতি করিবার জন্য তথায় উপ-
স্থিত হয় । অনন্তর যে সমস্ত কুশ উপকার করিতে
বলিয়া কল্পনা করা যায়, এবং যে সমস্ত কুশ শেষে
উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত নিরপেক্ষ কুশদ্বারা যেরূপ
পূৰ্ব্বোক্ত কুশ সমূহের বাধ হইয়া থাকে, এস্থানেও
অবিকল তদ্রূপ জানিবেন ! এবং যেরূপ প্রথমে
প্রবৃত্ত দুৰ্ব্বল ও আদিম নৈমিত্তিককার্য্য শেষে
প্রবৃত্ত, প্রবল ও পরবর্তী নৈমিত্তিক কার্য্যদ্বারা

নিরূপিতেন ভেদেন যুক্তোহরমমর্যবিত্বাৎ ॥১০২॥
কিমেষ ভেদঃ পরমার্থভূতঃ প্রাসাদাতে কালনিষ্টকঃ

কভেদ প্রতিযোগিতাপি অসকলজ্ঞানিত পদার্থবিজ্ঞানীরা
লক্ষণঃ পদঃ ব্রহ্মতত্ত্বাত্তেবদ্ব্যন্তরিত্যাদিত্যি বা ৫- ১০-২১

মণ্ডোনাক্তমহ্মানং বিকল্পা সুমতি ভগবান্ কাম্যাকারঃ ।
 কিমেধ ব্রহ্মনিরূপিতো ভেদঃ পরমার্থভূতঃ প্রসাধ্যভেদেবা কাম-
 নিকঃ । আদৌ দৃষ্টান্তহানিঃ ঘটাদেকভূতেনবভূতপ্রতিবো-

বাধিত হইয়া থাকে. তদ্রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের
যথাবিধি বেদবচনদ্বারা বাধ হইবে। অপিচ-যে রূপ
প্রথমজাত রজতজ্ঞানের পরক্ষণজাত শুদ্ধি
(ঝিনুক) জ্ঞানদ্বারা বাধ হয়; একের বাধ না হইলে
অপরের যে যে পদার্থ আছে তাহারও উৎপত্তি
হয় না, এস্থলেও অবিকল সেইরূপ জানিবেন।

শঙ্করের কথা শুনিয়া মণ্ডন অনুমানদ্বারা ঞ্চতির
বাধ দেখাইবার জন্য মনে মনে শঙ্কা করিতে লাগি-
লেন। যদিচ প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা অভেদ ঞ্চতির
ভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই ; বাধ হইবার সম্ভাবনা
নাই, কিন্তু অনুমানদ্বারা যে অভেদ ঞ্চতির বাধ
হইবে, আপনি তাহার কিরূপে খণ্ডন করিবেন ? ।
হে যোগিরাজ ! অজ্ঞান বলিয়া ঘটপটাদি পদার্থ
যে রূপ ব্রহ্মপদার্থ হইতে পৃথক্, ব্রহ্ম তত্রূপ অসর্ব-
জ্ঞত্ব, হেতু ভেদবিশিষ্ট জীবাশ্মাণ্ড ব্রহ্মপদার্থের
সহিত ভেদবিশিষ্ট । অতএব এইরূপ অনুমান
প্রমাণদ্বারা অভেদঞ্চতির ভেদ বা বাধ হওয়া অযুক্ত
নহে ॥ ১০২ ॥

ভগবান্ ভাষ্যকার যণনের বাক্য দুইরূপে বুঝিয়া।

ইথবাদ্যো । দৃষ্টান্তহানিশচরমে তু বিহঙ্গরীকৃতোহস্মা-
 ভিরসাধনীয়ঃ ॥ ১০৩ ॥ স্বপ্রত্যয়াবাধ্যভিদাশ্রয়ঃ
 সাধ্যঃ ঘটর্দো চ তদন্তি যোগিন ! । স্বয়াক্ৰবো-

গিৰ্জায়োক্তাবাৎ । অতে তু বীৰতোহম্মাভি ন সাধনীঃ
 পরম্পরপ্রতিবোধিতকামনিবধ্যাবহারিকভেদস্তাভ্যতিরপাদীকৃত-
 ত্বাৎ সিদ্ধসাধনমিত্যর্থঃ । এভেন জীবন্য ব্রহ্মণো ভেদা-
 ভাবে তিরিহ্যভ্যাহুপপত্তিরপি অত্রোক্ত । নিহন্যভ্যাদেঃ স্বসম্মান-
 সত্যকনিয়ন্তানিভেদসাধনেক্ষান্তত চ বীকারং ॥ ১০৩ ॥ এব-
 মুক্তো যতন আহ । ব্রহ্মনিরুপিতবজ্রান্যাবাধ্যভেদবৎ সাধ্যং
 তচ্চ বটীক্যবতি আশ্রয়জ্ঞানেন বটাদিগতভেদস্তাবাধ্যত্বং চে

দোষ দিতে লাগিলেন। এই যে ব্রহ্মানিরূপিত ভেদ, ইহা কি যথার্থ? না কাল্পনিক? যদি যথার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে যে ঘটাদির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহার ব্যাঘাত হয়। অর্থাৎ ঘটাদির ঐরূপ ভেদ অথবা ঘটাদির অস্তাব স্বীকার করা হয়। যদি কাল্পনিক ভেদ স্বীকার করেন, তাহা আমরাও স্বীকার করিয়া থাকি। অর্থাৎ সংসার দশায় আমাদের মতেও কাল্পনিক এবং ব্যবহারিক ভেদ স্বীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহার জন্য আর কষ্ট কল্পনা করিব কেন। এই কথা দ্বারা ঈশ্বরের সহিত প্রত্যেক বস্তুর যে নিম্নমানিয়ামক সম্বন্ধ আছে তাহাও পরাস্ত করা হইল। ১০৩।

সপ্তম বলিলেন—প্রকৃতিত প্রজ্ঞানদ্বারা
ভেদের বাধ হয় না এবং ঐ ভেদের আশ্রয়
অনুমান প্রমাণদ্বারা সাধ্য (অর্থাৎ তাহারই অনু-
মান করিতে হইবে)। এবং ঐ সাধ্য (অনু-
মেয়) ঘটাদিতে অবশ্যই বিদ্যমান আছে।

ধেন ভিদা ন বাধোত্যনুপেতেতি ন কোহপি
দোষঃ ॥ ১০৪ ॥ নহু স্বপক্ষেন স্থখাদিমান্ বা বিব-
কিতস্তদবিধুরোহথবাঙ্গা । আনোহন্যমিষ্টং ন হু
সাধ্যমন্তে দৃষ্টান্তহানিঃ পুনরেব তে ত্যাং ॥ ১০৫ ॥

যোগিন্ ! আত্মজ্ঞানেন ন বধঃ ॥ ভিদা স্বরাহন্যুপেতা আত্ম-
জ্ঞানাবাধোভেদস্তা । সাক্ষীকৃতঃ ন চাসাক্ষিঃ সাধনীর ইতি
হেতো ন কোহপি দৃষ্টান্তহানিঃ পো দোষঃ ॥ ১০৪ ॥ এক-
দপি বিকল্পে বৃত্ততি ভগবান্ । নহু স্বপক্ষেন স্থখাদিমান্ জীব-
পদবাচ্যঃ কল্পবিহঙ্গপ আত্মা বিবকিতোহথবা স্থখাদিবিহিতঃ ।
আদ্যে স্থখদুঃখাদিষতঃ শরীরিণঃ প্রত্যয়েনাবধাত ব্যাবহারি-
কানির্বচনীয়ভেদত্যাগনিষ্টথারৈব তং সাধ্যং । অথ দৃষ্টান-
্তহানিঃ পুনরেব তে ত্যাং । ঘটাদেঃ স্থখদুঃখাদিবিধুগতজ্ঞান-
বিলম্বভেদে তদ্বোধবাধাত্মস্বীকারাতদ্বোধাবাধাত ভেদত
কাপানভ্যুপগমাৎ ঘটাবাপি ব্যাপ্তাভাবেন ব্যাপ্যত্বানিচ্ছঃ ॥
১০৫ ॥ এতদ্বাক্যে মণ্ডন আহ । হে যোগিন্ ! অনৌপাধি-

হে যোগিন্ ! আত্মজ্ঞানদ্বারা যে ভেদ পদার্থের
বাধ হয়না তাহা । আপনিও স্বীকার করেন নাই ।
সুতরাং সেই ভেদ বস্তুরকেই একপে আমরা অনুমান
করিয়া লইয়াছি । অতএব আপনি যে ঐরাকো
দৃষ্টান্তহানি প্রভৃতি দোষারোপ করিয়াছিলেন,
একপে আর কিছুতেই তাহার সম্ভাবনা নাই । ১০৪।

এই বাক্যের সুই অর্থ বুঝিয়া ভগবান্ মোব
দিতে লাগিলেন । অগনি এই পূর্ববাক্যকে ‘কল্পভেদ’
উল্লেখ করিয়াছিলেন, ঐ শব্দদ্বারা স্থখাদিবিহিত
জীবপদবাচ্য সমস্তবস্তুর কর্তারূপ আত্মা বলিতে
ইচ্ছা করিয়া ছিলেন ? না স্থখাদি রহিত সমস্ত-
পদার্থের কর্তাকে আত্মা বলেন ? । যদি প্রথম

যোগিন্মনৌপাধিকভেদবস্তুর বিবকিতং সাধ্যমিহ-
বকিতঃ । উপাধিকজীবরজীবভেদে ঘটেশভেদে

কল্পভেদবস্তুরাশিন্ অনুমানে বিবকিতং । নহু জীবেনভেদত
নিকপাধিকবেহপি ঘটাদিভেদবস্তুরাশ্যোপপত্তেঃ সিদ্ধসাধনত্যা-
তাপি ভদবস্তুরাশকাং । বকিত জীবেনভেদস্য নিকপাধি-
কবে তদুজ্জামাদিবিদ্যাতে নির্মুত্তাবপি তৎকার্যঘটাদিভেদবস্ত-
তত্ত্বমিহভেদরোপাং । তৎসত্যবসিদ্ধিগোপাধিকলেশ্বরজীব-
ভেদত তবেইদ্বাদ্ব্যভিচ্চানৌপাধিকভেদবস্তুর সাধ্যমানত্যাং ন
সিদ্ধসাধনং নাপি দৃষ্টান্তহানিত্ত নিকপাধিকভেদত তবেই-

পক অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে স্থখদুঃখাদি
বিশিষ্ট, জীবাত্মার জ্ঞান দ্বারা অবধানীয়, অব্যাবহা-
রিক এবং অনির্বচনীয় যে ভেদ পদার্থ আছে তাহা
আমাদেরও অভিমত । কিন্তু ওরূপ ভেদ কখনই
সাধ্য (অনুমের) নহে । শেষ পক্ষটি যদি অভিপ্রেত
হইয়া থাকে, পুনরায় আপনার পূর্বমত (দৃষ্টান্ত
হানি) নামক দোষ উপস্থিত হয় । অর্থাৎ
স্থখদুঃখাদিবিশিষ্ট আত্মাতে অজ্ঞান প্রকাশ
হেতু ঐরূপ স্থখদুঃখাদিবিশিষ্ট আত্মজ্ঞানদ্বারা
ঘটাদির যে বাধ হয়, তাহা আমরাও স্বীকার করি-
য়াছি । সুতরাং ঐরূপ আত্মজ্ঞানদ্বারা যে ভেদ
পদার্থের বাধ হয় না, তাহা কোন স্থানেই স্বীকার
করা যাইতে পারে না । ১০৫ ।

মণ্ডন বলিলেন—হে যোগিন্ ! আমি ঐরূপ
অনুমানদ্বারা বিশেষণশূন্য ভেদবস্তুর বলিতে ইচ্ছা
করিয়াছি । জীবাত্মা এবং পরমাত্তার ভেদ,
বিশেষণশূন্য হইলে, ঘটাদির মতন ত্রিধা ভেদ
বুঝাইয়া থাকে, সুতরাং এতদ্বাক্যেও পূর্বমত

নিরুপাধিকশ্চ ॥ ১০৬ ॥ ঘটপটেভেদেহপ্যুপাধি পরবৎ পরমান্যভেতি বাত্র প্রতিপক্ষহেতুঃ
দ্বাবিধ্যা ভবানুমানেন্ব জড়ত্বমেব । চিৎসাক্ষিত্যঃ ॥ ১০৭ ॥ স্বর্গপ্রমাহবাধ্যশরীরভেদবৃৎসংসৃতৌ

হাসিত্যাহ ঘটপটেভেদ উক্তি বিরোগিনী ॥ ১০৬ ॥ পরিহার্য
ভগবান্ ঘটপটেভেদেহপ্যবিদ্যার অমুপাধিভেদান্যোপাধিকত্ব ভূত
তত্ত্বানলীকারাদ দৃষ্টান্তহানিরেবেত্যর্থঃ । কিন্তু ভবানুমানেন্ব জড়-
ত্বমুপাধিরেব ঘটাদে জড়ভেদে দৃষ্টতয়া মিথ্যাত্বাদলোচর-
জ্ঞানস্ত ঘটভেদেহেতুজ্ঞাননিবৃত্তারোগাত্বাৎ ভূত স্বকামা-
বাধ্যভেদবৎ জাড্যপ্রযুক্তমিতি জড়ত্বমুক্তসাধ্যব্যাপকং সাধন-

সিদ্ধসাধনতা দোষ ঘটিতে পারে, একরূপ আশঙ্কা
করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন-‘যদিচ জীবাত্মা এবং পর-
মাত্মার ভেদ সত্যই বিশেষণশূন্য, এবং বক্রূপ তত্ত্ব-
জ্ঞান হইলে এবং অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেও অবি-
দ্যার কার্য ঘটপটাদির ভেদ হইয়া থাকে, তথাপি
একেবারে ভেদ নিবৃত্তি হয় না ; অথচ ঐ ভেদপদার্থ
সত্য হইয়া পড়ে ; এই ভয়ে আপনিও জীবাত্মা এবং
পরমাত্মার ভেদ কোন এক বিশেষণবিশিষ্ট বলিয়া
স্বীকার করিয়াছেন ।’ কিন্তু তথাপি আমাদের মতে
উপাধিশূন্য ভেদেরই অনুমান করিতে হইবে। সিদ্ধ-
সাধনতা দোষ কিম্বা দৃষ্টান্তহানি দোষ হইতে
পারে না । অতএব ঐ স্থানে আপনিও বিশেষণশূন্য
ভেদ স্বীকার করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া
ছেন। ১০৬ ।

ভগবান্ খণ্ডন করিলেন—ঘটভেদে কিম্বা পর-
মাত্মার ভেদে অবিদ্যাই উপাধি জানিবেন । অবিদ্যার
যদি ঈশ্বরে ও ঘটভেদে বিশেষণ হয় তবে বিশেষণ
শূন্য ভেদ ঐ স্থানে অলীকার করিতে পারেন না ।
সুতরাং তাহাতেও আপনার পূর্ব্বমত দৃষ্টান্তহানি

বতি স্বর্গপ্রমাহভাবাৎ সাধনাব্যাপকং ভূতশ্চ সোপাধি-
কত্বাদয়ঃ স্বেভ্যস্তান ইত্যর্থঃ । নহু প্রমেরত্বাতিরিক্তজড়-
ত্বাত্বাবত্ত চ কেবলাবয়িতাৎ সাধনব্যাপকত্বাদিনা সোপাধি-
ত্বাতিতি চেহ । তত্চাপেক্ষাপত্যনয়ঃ স্বপ্রকাশত্ব চ ত্রুতি-
ভারসিদ্ধতাৎ পদার্থত্বাদিতি প্রতিপক্ষহেতুঃ । প্রতিপক্ষঃ দর্শয়তি
আয়া পরপ্রতিযোগিতেবশ্তঃ চিৎসাক্ষিত্যঃ পরবদিতি । প্রতি-
পক্ষঃ সাধ্যাতাবসায়কো হেতু ইত সত্যব হেতুঃ সংপ্রতিপক্ষ
ইত্যর্থঃ ১০৭ ॥ এবমুক্তো যতনো প্রতাপককামানঃ

দোষ ঘটে । অপিচ আপনার অনুমানে জড়ত্বকেই
উপাধি বলিতে হইবে, কারণ, ঘটপটাদি পদার্থ
জড়রূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং উহার। মিথ্যা ।
ঘটপটাদি মিথ্যা হইলে ঘটগোচর জ্ঞান কখন ঘট
ও ঘটভেদের হেতু স্বরূপ অজ্ঞান নিবৃত্তির কারণ
হইতে পারে না । (স্ব) এই পদে ঘট এবং ঘটজ্ঞান-
দ্বারা জড়তা হেতু এক অব্যবহীয় ভেদ হইয়া থাকে ।
জড়ত্বপদার্থ ব্যাপক সত্য ; কিন্তু সাধন (অনুমান)
বিশিষ্ট, স্বপ্রকাশ পরমাত্মার উপর জড়ত্ব না
থাকোতে জড়ত্বপদার্থ কখনই সাধনব্যাপক হয়
না । অতএব জড়ত্ব একমুখী বিশেষণ বলিয়া উহার
প্রকৃত হেতু হইল না । কিন্তু স্বেভ্যস্তান,
অর্থাৎ অসৎ হেতু হইল । ভেদপদার্থ হইতে
জড়ত্ব অতিরিক্ত পদার্থ নহে । ঐ জড়ত্বও কেবলা-
বয়ী ; অর্থাৎ পরমাত্মাতেও জড়ত্ব আছে । সুতরাং
সাধনের ব্যাপকত্ব জড়ত্ব যে বিশেষণ নহে ইহাও
নির্দেশ করা কঠিন কারণ, জড়ত্ব কখনই স্বপ্রকাশ

ব্রহ্মণি সাধ্যমিহং যস্মৈষাতে ব্রহ্মধিরাভ্যভেদো
বাধ্যো ঘটাদিপ্রময়া স্বাধ্যাঃ ॥ ১০৮ ॥ কিং কুৎস-

প্রময়ং সিদ্ধসাধ্যাদিপরিস্ফারং শব্দভেদে। ধর্মিপ্রমাৎসাধ্যা-
শরীরভেদো ব্রহ্মণি সাধ্যমিহং। হি ব্রহ্মাৎ সংসৃতিশূদ্রে ব্রহ্মজীব-
প্রতিবোধিকধর্মিপ্রমাৎসাধ্যভেদরং সংসৃতিশূদ্রান্ ঘটাদি-
দিত্যেব মনসিষ্টেহাদ্যাদিপ্রতিবোধিকভেদন্ত চ ব্রহ্মজ্ঞানেন বাধ্য-
ত্বং তবৈক্যবাদমাত্ত্বং তদ্বিপরীতত সাধ্যমানস্বায় সিদ্ধসাধ্যনং
নাপি দৃষ্টান্তহানি ঘটাদিপ্রময়া ভাবাত্তভেদতাবাধ্যাতারাত্তবা-
পীষ্টেহাবিত্যাহ স্বরতি ॥ ১০৮ ॥ এতন্ বিকরা দ্বয়রতি ভগ-

নহে। কিন্তু পরমাত্মা যে স্বপ্রকাশ ইহা প্রতি ও স্মার
প্রসিদ্ধ। এই স্থলে হেতু অসৎ যথা,—“আত্মা পর
হইতে অভিন্ন ‘চিস্তাৎ’ অর্থাৎ আত্মা জ্ঞানরূপী।’
ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত যথা—পরবৎ প্রত্যেক পরব্যক্তি
প্রত্যেক পর হইতে অভিন্ন হওয়াতে সকলেই
সমান। এইরূপ অনুমান হেতু অসৎ হইয়াছে
। ১০৭ ।

মণ্ডন বলিলেন—এইরূপ অনুমান করা খাইবে,
ধর্মীজ্ঞান অর্থাৎ জীবাত্মার জ্ঞানদ্বারা যেমন জীবা-
ত্মার সহিত কোন শরীর ভেদের বাধ হয় না। সুতরাং
সেই ভেদবস্ত্ত সংসারশূদ্র ব্রহ্মে সাধ্য অর্থাৎ অনুমান
করিয়া লইতে হইবে; এবং ঐরূপ সাধ্য আমাদের
ইউ বলিয়া গণ্য। আত্মার অভাব স্বরূপ যে ভেদ বস্ত্ত
আছে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সে ভেদ থাকে না, ইহা
আপনিও স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা
তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বস্ত্তকে সাধ্য (অনুমান)
বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। সুতরাং কিছুতেই
পূর্বমত সিদ্ধসাধন কি দৃষ্টান্তহানি দোষ হইতে
পারে না। ঘটাদি জ্ঞানদ্বারা ঐরূপ ভেদের কোন

ধর্মিপ্রময়া ন বাধ্যঃ কিং বা স যৎকিঞ্চনধর্মি
ভেদাৎ। ঘটাদিকে ব্রহ্মণি চাস্তভেদনৈক্যাৎ
পুনঃ স্তান্ ননু পূর্বদোষঃ ॥ ১০৯ ॥ কিন্মা গুণো

বান্। কিং স ভেদঃ সমস্তধর্মিপ্রময়া ন বাধ্যঃ কিং যৎকিঞ্চন-
ধর্মিবোধার বাধ্যঃ। তত্র ঘটগতজীবভেদতাপি স্বধর্মিব্রহ্মজ্ঞান-
বাধ্যত্বস্বীকারেণ যাবদধর্মিজ্ঞানাবাধ্যাত্তানস্প্রতিপত্ত্যা দৃষ্টাভ-
হামেরাধ্যাপকাসম্ভবমতিপ্রেতা দ্বিতীয়ে দোষমাহ। পুনঃ
পূর্বোক্তঃ সিদ্ধসাধনলক্ষণো দোষঃ ত্যং তত্র হেতুমাহ। ঘট-
দাবিতি স্বরূপাতিরিক্তভেদবাদমতে ঘটাদৌ ব্রহ্মণি চাস্তভেদ-
নৈক্যাবদধর্মিব্রহ্মজ্ঞানাবাধ্যজীবভেদন্ত ব্রহ্মজ্ঞানান্তিরপি স্বীক-
তাদিত্যর্থঃ ॥ ১০৯ ॥ পুনঃ প্রকারান্তরেণ বিকরা দ্বয়রতি

যে বাধ্য হয় না ইহা আপনারও অভীষ্ট। ১০৮।

ভগবান্ বলিলেন—ঐরূপ ভেদবস্ত্তর কি সমস্ত
ধর্মীর (জীবাত্মার) জ্ঞানদ্বারা বাধ হয় না? কিন্মা
যৎকিঞ্চন ধর্মীর জ্ঞান হইলে ঐ ভেদপদার্থের
কোন বাধ হয় না?। তন্মধ্যে ঘটে যে জীবাত্মার ভেদ
থাকে তাহার ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা বাধ হয় ইহা পূর্বে
স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং সমস্ত ধর্মীজ্ঞান-
দ্বারা যে বাধ হইবে, তাহাও সম্ভাবিত নহে। অত-
এব দৃষ্টান্তহানি নামক যে প্রথম পক্ষে দোষ উল্লি-
খিত হইয়াছিল তাহাও অসম্ভব। তবে সিদ্ধসাধন
দোষ হইতে পারে বটে, কারণ, যাহারা স্বরূপ
হইতে অতিরিক্ত কোন ভেদ স্বীকার করেন, তাহা-
দের মতে ঘটপটাদি পদার্থের কিন্মা ব্রহ্মপদার্থের
ভেদবস্ত্ত যে এক তাহাই স্বীকৃত হইয়াছে। আত্মধর্মী-
বলন্বী ঘটজ্ঞানদ্বারা যে জীবাত্মার ভেদের কিছুতেই
বাধ হয় না, আমরাও ব্রহ্মপদার্থে সেরূপ ভেদ
স্বীকার করিয়া থাকি। ১০৯।

বা সত্ত্বগো মনীবিন্ ! বিবক্ষ্যতে ধর্ম্মিপদেন নাস্তাঃ
ভেদস্ত তদ্বুদ্ধাবিবাধ্যতেষ্টে নান্যচ্চ তজ্জোভ-
য়থাহপি দোষাৎ ॥ ১১০ ॥ কিং নির্বিশেষঃ প্রমিতং

নবাস্ত্যে প্রাপ্তাশ্রয়া সিদ্ধিরথাদ্যকল্পে । শরীর্য-
ভেদেন পরসা সিদ্ধেঃ প্রাপ্নোতি ধর্ম্মিগ্রহমান-
কোপঃ ॥ ১১১ ॥ ভো দ্বা সুপর্ণা সমুজ্জা সখায়ে-

কিঞ্চেতি হে মনীবিন্ ! ধর্ম্মিপদেন কিং বেদান্ততাত্পর্যা-
গোচরঃ সত্যজ্ঞানাদিরূপে নিৰ্গুণে বিবক্ষ্যতে । কিম্বা
ব্রহ্মেশাদিপদবাচ্যোহনবচ্ছিন্নতৎসর্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টঃ সত্ত্বগো ন
দ্বিতীয়ে ভেদস্ত তৎপ্রমাহবিবাধ্যতারা ইষ্টেন সিদ্ধসাধনত্বাৎ
ন চান্যপক্ষ উভয়থাপি প্রমিতত্বাপ্রমিতত্বলক্ষণপক্ষদ্বয়েহপি বক্ষ্য-
মাণবিধরা দোষস্ত সত্ত্বাদিতার্থঃ ॥ ১১০ ॥ উভয়থাপি দোষাদি-

ত্ব্যক্তং বিবৃণোতি । কিং নিৰ্গুণং ব্রহ্ম প্রমিতং সংপক্ষঃ
কিম্বা অপ্রমিতং দ্বিতীয়ে প্রাপ্তাশ্রয়া সিদ্ধিরথাদ্যপক্ষে ব্রহ্মাদি-
পদলক্ষ্যস্যাধরানন্দস্য প্রত্যবোধাত্মজীবাভেদে নির্ধারিততাৎ-
পর্য্যাত্মমস্যাদিবেদান্তে জীবাভাভেদেন পরমাত্মনঃ সিদ্ধে ধর্ম্মি-
গ্রাহকবেদান্তপ্রমাণস্য একোপঃ প্রাপ্নোতি । তথাচ জ্যোতি-
ষ্টোমো ন স্বর্গফলঃ ক্রিয়াত্বান্নর্দনক্রিরাবদিত্যনুমানং জ্যোতি-
ষ্টোমেন স্বর্গকামো যজ্ঞেততি বেদবাধিতবিষয়ত্বাদ্বেদান্তাসরূপং
তথৈবমপীতি ভাবঃ ॥ ১১১ ॥ এবং সর্বতঃ প্রতিকল্পে

পুনর্ব্বার প্রকারান্তরে ঐমতে দুইরূপ দোষার্ণণ
করিলেন—হে মনীবিন্ ! আপনি যে ধর্ম্মীপদের
উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ ধর্ম্মীপদে কি বেদান্তশাস্ত্রের
তাৎপর্যাগোচর, সত্য, জ্ঞানাদিরূপ নিৰ্গুণ পদার্থ
বলিতে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন ? কিম্বা ব্রহ্মা ও
ঈশ প্রভৃতি, অনবচ্ছিন্ন এবং সর্ব্বজ্ঞ সত্ত্বগ পদার্থ
বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ? । শেষ পক্ষটী হই-
তেই পারে না—কারণ, ভেদপদার্থ যদি ভেদজ্ঞান
দ্বারা বিশেষরূপে দৃশ্যীয় না হয়, এবং তাহাই ইষ্ট
বলিয়া অভিপ্রেত হইলে পুনর্ব্বার সেই সিদ্ধসাধন
দোষ উপস্থিত । প্রথম পক্ষটীও সম্ভাবিত নহে ।
প্রথম পক্ষে যে সমস্ত দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে
তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি । ১১০ ।

উভয় প্রকারেই যে দোষ থাকিতে পারে,
একুণে তাহার সবিশেষ বিবরণ বলিতেছি । আপনি
কি নির্গুণ ব্রহ্মকে অনুমান করিবেন ? এবং তাহাই
কি সংপক্ষ ? (আধার) অথবা অপ্রমিত ব্রহ্ম সং-

পক্ষ ? । দ্বিতীয় কল্পটী স্বীকার করিলে তিনি কাহা-
রও আশ্রয় হইতে পারে না । তবে প্রথম পক্ষ
যদি স্বীকার করেন এবং ব্রহ্মাদি পদদ্বারা যদি এক
আনন্দস্বরূপ বস্তুকে লক্ষ্য করেন, তাহাই হইলে ঐ
এক, আনন্দ প্রত্যক বোধাত্মা যে জীবাত্মার সহিত
অভেদ রূপে নির্ধারিত, তাহাতে কেবল তত্ত্ব-
মস্তাদি বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্যদ্বারা পরমাত্মার
জীবাত্মার সহিত অভেদ মাত্র সিদ্ধি হইয়াছে ।
ঐরূপে সিদ্ধি করিলে কেবল ধর্ম্মিবোধক বেদান্ত-
শাস্ত্রের প্রমাণের মহৎ ক্রোধ উপস্থিত হয় । যথা-
জ্যোতিষ্টোম যাগ কখনই স্বর্গফল দান করিতে
পারে না । কারণ, যাগ একটী ক্রিয়া মাত্র । ক্রিয়া
করিলেই যদি স্বর্গফল হইত, তবে মর্দন ক্রিয়া
করিলেও স্বর্গফল হইতে পারিত । অতএব এরূপ
অনুমান করা বৃথা মাত্র । “জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গ-
কামো যজ্ঞেত”যে ব্যক্তি স্বর্গ কামনা করিবেন তিনি
জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবেন । এই স্থানে যাগ

তাদ্যশ্রুতি ভেদমুদীয়ন্তী। জীবেশয়োঃ পিঙ্গ-
লভোক্তৃতোক্ত্যন্তরোরভেদশ্রুতিবাধিকাংস্ত ॥
॥ ১১২ ॥ প্রত্যক্ষদিকে বিকলে পরাক্রমে শ্রুতি

মতনোহুমানবিরোধঃ হাপরিভূমশকঃ শ্রুতিবিরোধমুদ্ভাবয়তি
তো ইতি । বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানঃ বৃক্ষঃ পরিষ-
জাতো । তরোরভঃ পিঙ্গলং স্বাভাবিকম্ যো অভিচাক-
শীতি শ্রুতিঃ কর্মফলভোক্তৃতোক্ত্যন্তরোরভেদমুদীয়-
ন্তী তরোরভেদমুদীয়ন্তী ভেদমুদীয়ন্তী ভেদমুদীয়ন্তী ভেদমুদীয়ন্তী ॥ ১১২ ॥ পরি-
ব্রজি ভগবান্ । প্রত্যক্ষদিকে বিকলে স্বর্ণাখ্যকলশুভে প্রত্যক্ষ

ক্রিয়ার বেদ বচনদ্বারা বাধ হয় বলিয়া যেমন ওরূপ
অনুমান অনুমানের আভাস মাত্র, এখানে ও অবি-
কল তদ্রূপ জানিবেন । ১১১ ।

শঙ্করের নিকট চারিদিকে বিব্রত হইয়া মগুন
অনুমানদ্বারা স্বীয়মত স্থাপন করিতে অসমর্থ হই-
লেন ; এবং শ্রুতির দোষ দেখাইতে লাগিলেন ।
“ বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানঃ বৃক্ষঃ পরিষ-
জাতো । তরোরভঃ পিঙ্গলং স্বাভাবিকম্ যো অভিচাক-
শীতি ” হে যতিবর ! দুটি পক্ষী এক-
স্থানে থাকে এবং তাহারা পরস্পর বন্ধু । একদিন
ঐ দুটি পক্ষী একটি বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিল ।
দুটির মধ্যে একটি পক্ষী সুস্বাদু পিঙ্গল (পিঁপুল)
ফল ভক্ষণ করিল । আর একটি কিছুই না খাইয়া
স্বন্দররূপে শোভা পাইতে লাগিল । ইত্যাদি শ্রুতি-
বচন যদি কর্মফলভোক্তা জীব এবং কর্মফলের
অভোক্তা ঈশ্বর এই উভয়ের ভেদ প্রকাশ করিয়া
থাকে ; তবে ঐ শ্রুতিই জীব ও ঈশ্বরের বিরূপে
অভেদ বুঝাইয়া দিবে ? । ১১২ ।

ভগবান্ মগুন করিলেন — “ যতোঃ স যত্না-

নো নয়বিৎ ! প্রমাণং । স্তাদনুখ্যো মানমতং পরো-
হপি স্বার্থেহর্থবাদঃ সকলোহপি বিদ্বন্ ॥ ১১৩ ॥

যতোঃ স যত্না-
নো নয়বিৎ ! প্রমাণং । স্তাদনুখ্যো মানমতং পরো-
হপি স্বার্থেহর্থবাদঃ সকলোহপি বিদ্বন্ ॥ ১১৩ ॥

প্লোতি য ইহ নানেন পশ্যতি ” যে ব্যক্তি এ জগতে
নানাবিধ বস্তু দর্শন করেন, তিনি যত্না হইতে যত্না
লাভ করেন । ইত্যাদি বেদবচনে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, স্বর্ণ
এবং অপবর্ণ নামক ফলশূন্য, অনর্থদায়ক, জীবাশ্মা
এবং পরমাত্মার ভেদ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ হইতে
পারেনা । এই ভেদ বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণ নিবা-
রণের নিমিত্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ অজ্ঞাকার করিতে হয়,
কিন্তু ঐ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, কারণ, তাহা
অসম্ভব । সিদ্ধান্ত এই—শক্তিরজতের মতন
তাহার অনুভব মাত্র হইয়া থাকে এরূপ স্বীকার
করাতে অজ্ঞাত অর্থ বিষয়ে (যিনি ন্যায়পূর্বক
শ্রুতির প্রমাণ নির্ধারণ করিয়াছেন) সেই ন্যায়বিৎ
জৈমিনিমুনির ন্যায় জানিয়া আপনার এরূপ কথা
বলা কখনই শোভা পাইতে পারেনা । হে নয়জ্ঞ !
ভেদ পদার্থ যদি অন্যরূপে সিদ্ধ হয় তবে অপূর্ব
না হওয়াতে কিছুতেই শ্রুতির তাৎপর্যাগোচর হই-

শ্রুতিপ্রসিদ্ধার্থবিশোধিকায়াং যথেষ্টমতে মূলতয়া
প্রমাণং । প্রত্যক্ষসিদ্ধার্থকবাক্যমেবং শ্রাদেব তন্মূল-
তয়া প্রমাণং ॥ ১১৪ ॥ শ্রুতিঃ শ্রুতেহর্থে যদি বেদ-

বিহিত্তি ভবেন্ন তন্মূলতয়া প্রমাণং । কথং ভবেদেদ-
জ্ঞাতেহপি ভেদে পরজীবয়োঃ সা ॥

॥ ১১৫ ॥ দীবেষরৌ সা বদতীত্বাপেত্য প্রাবোচ-
মেতৎ পরমার্থতত্ত্ব । বিবিচ্য সত্বাৎ পুরুষঃ সমস্ত-
সংসাররাহিত্যমমুখ্য্য বক্তি ॥ ১১৬ ॥ যদিয়মাখ্যাত্যথ

বিগঞ্জেৎপসিদ্ধান্তঃ পাতরতি । অতথা স্বার্থেহতৎ পরো-
হপার্থবাদঃ সকলোহপি প্রমাণং স্যাৎ এতজ্ জাকুং যোগোহ-
সীতি সূচিভূমাহ । বিব্রলিতি উঃ ॥ ১১৩ ॥ এবমুক্তো মণ্ডন-
আহ । ক্ষেত্রজকাপি মাং বিহি সর্বক্ষেত্রেভু ভারতেত্যাদি শ্রুতি-
প্রসিদ্ধস্বার্থস্য বিবোধকত্বমস্যাংনিশ্চিতিবাক্যং মূলতয়া বখা
প্রমাণমিবাভে তথা প্রত্যক্ষং সিদ্ধোহর্থো বলা তথাভূতং বাক্যং
প্রত্যক্ষস্য মূলতয়া প্রমাণং স্যাৎ । তথাচ ভেদস্য প্রত্যক্ষাদি
প্রবৃত্তেঃ প্রাপগুণ্ডতয়া নিরপেক্ষপ্রতিপ্রমেরভাকুভেত্তজ
তাৎপর্যোপপত্তিরিতি ভাবঃ ॥ ১১৪ ॥ পরিহারিত ভগবান্ ।
যদি বেদবিহিত্তিঃ শ্রুতেহর্থে শ্রুতিতন্মূলতয়া প্রমাণং কথং ভবেৎ

ন কেনাপি প্রকারেণেত্যাৰ্থঃ । তথাচ বেদকথানতিজৈ নিরপেক্ষ-
তয়া প্রথমপ্রবৃত্তিঃ প্রত্যক্ষাদিহি জ্ঞাতে ভেদে শ্রুতিঃ প্রমে-
রভাতাবান্ তস্যাত্তজ তাৎপর্যমিতি ভাবঃ ॥ ১১৫ ॥ কিং সা
শ্রুতিঃ দীবেষরৌ বদতীত্বাদীকৃত্যতৎ প্রাবোচঃ । পরমার্থতত্ত্ব
কর্ণকলভোক্ত সত্ত্ব । হুঁকৈঃ পুরুষঃ বিবিচ্য সা শ্রুতিমমুখ্য্য পুরু-
ষস্য সমস্তমুখ্য্যত্বতোক্ত তুলনন্য । সংসারস্য রাহিত্যং বক্তি ॥
১১৬ ॥ উক্ত ত্ত্বার্থ মসহমানো মণ্ডন আহ । বদীয়ং শ্রুতিঃ

তেই পারে না । কারণ, শাস্ত্রকারেরা তাৎ-
পর্যের এরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন । যথা—“যে
বাক্যদ্বারা যে স্থানে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং
সকল প্রমাণের অভাব থাকিতে কোনরূপ বস্তুর
আশঙ্কা হয় না, সেই স্থানে তাহার তাৎপর্যা
থাকে ।” হে পণ্ডিতবর ! এরূপ স্বীকার করিতে
আপনার স্বার্থবিষয়ে যে সকল অর্থবাদ স্বার্থপর
নহে, তাহারাও প্রমাণ হইতে পারে । ১১৩ ।

মণ্ডন বলিলেন—‘ক্ষেত্রজঃ চাপি মাং বিহি
সর্বক্ষেত্রেভু ভারত !’ ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ অর্থের
বোধক তত্ত্বমস্যাংনি বাক্যকে মূল প্রমাণরূপে যদি
সকলে স্বীকার করেন তবে যাহার অর্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ
সেইরূপ বাক্য প্রত্যক্ষের মূল প্রমাণ হইবার বাধা
কি ? ১১৪ ।

ভগবান্ মণ্ডন করিলেন—বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা যেরূপ

অর্থের স্মরণ করেন, সেইরূপ অর্থদ্বারা শ্রুতি যদি
মূল বলিয়া প্রমাণ না হয়, কিন্তু অজ্ঞাত অর্থ বুঝা-
ইয়া দিয়া ঐ বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা যেরূপ অর্থের স্মরণ
করেন, তাহাতেই মূল প্রমাণ হইবে । অতএব ঐ
শ্রুত অর্থ ক্রমশঃ জ্ঞানস্বরূপ হইয়া উঠে । তাহা
হইলে যাহারা বেদের কিছুই জানেন না, তাহারাও
যেরূপ ভেদজ্ঞান জানিয়াছেন, তাহাদ্বারা শ্রুতি,
তাহার মূল বলিয়া কিরূপে প্রমাণ হইবে ? বস্তুতঃ
যাহারা বেদবাক্যে অনভিজ্ঞ এবং নিরপেক্ষভাবে
প্রথমেই প্রবৃত্ত হন, তাহারা যেরূপ প্রত্যক্ষাদি
প্রমাণদ্বারা ভেদ জানিতে পারেন, এরূপ ভেদজ্ঞানে
শ্রুতি কখন জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, এবং
তদ্বার শ্রুতিরও তাৎপর্যা থাকে না । ১১৫ ।

অপিচ “ঐ শ্রুতিও কেবল মাত্র জীবাত্মা এবং
পরমাত্মাকেই নির্দেশ করিয়া থাকে” আমিও
তাহাই অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিলাম । বস্তুতঃ কৰ্ম্ম

সত্ত্বজীবো বিহায় সর্বজ্ঞশরীরভাজো । জড়স্ত ভোক্তৃ-
ত্বমুদাহরন্তী প্রামাণ্যমহন ! কথমম্মু বীত ॥ ১১৭ ॥
ন চোদনীয়া বয়মত্র বিবন্ । যতস্তুরা পৈঙ্গা-

পরজীবো বিহয়াৎ সত্ত্বজীবো বক্তি তর্হি প্রত্যক্ষবিরহঃ জড়স্য
সত্ত্বস্য ভোক্তৃত্বমুদাহরন্তী হে অহন ! প্রামাণ্যঃ কথমম্মু বীত
কেন প্রকারেণ প্রাম্যুয়াৎ । প্রত্যক্ষবিরহার্থপ্রতিপাদকেন
বচমানঃ প্রস্তর ইত্যাদিপ্রতিবৎ স্বার্থে প্রামাণ্যাহুপপত্তেঃ
॥ ১১৭ ॥ অন্য মন্তস্য পৈঙ্গারহস্যত্রাক্ষণৈবমেব ব্যাখ্যা-
তস্ত্র্যম্বেষমিতি পরিহরতি ভগবান্ । অত্রাপ্নিরর্থো তুরা বয়ং ন

ফল ভোক্তার অস্তিত্ব দেখাতে জ্ঞাত পদার্থের
সহিত পুরুষকে জানিয়া ঐ প্রতীতিও কেবল (পুরুষ
যে সমস্ত সুখ দুঃখ ভোগ করা প্রভৃতি লক্ষণাবিত
এই সংসার হইতে পৃথক্) তাহাই বলিয়া দিয়াছে ।

। ১১৬ ।

প্রতীতির ওরূপ অর্থ সহ্য করিতে না পারিয়া
মণ্ডন বলিলেন—যদি প্রতীতি পরমাত্মাও জীবাত্মাকে
পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সত্ত্ব ও জীবের বাচক
হয়, তাহাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরোধ ঘটে । হে
পূজনীয় ! সত্ত্ব জড়পদার্থ হুতরাং ঐ সত্ত্ব যদি
ভোক্তা হয়, তবে ঐ সত্ত্বের ভোক্তৃত্ব উদাহরণদ্বারা
কিরূপে প্রতীতি প্রমাণ হইতে পারে ? । প্রত্যক্ষ-
বিরুদ্ধ অর্থবুঝাইয়া দিয়া ‘যজমানঃ প্রস্তরঃ’ ইত্যাদি
প্রতীতির মতন কখনই আপনার অর্থে প্রমাণ হইতে
পারে না । ১১৭ ।

হে জ্ঞানিবর । পৈঙ্গারহস্য নামক ত্রাক্ষণ কর্তৃক
ঐ মস্ত্রের ওরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল । “কিন্তু ও
মস্ত্রের ওরূপ অর্থ নহে” এই বলিয়া ভগবান্ মণ্ডন

রহস্ত্রমেব । অতীতি সত্ত্বত্যাভিপশ্যতি জ্ঞ ইতি
ন্য সমাগ্ বিবৃণোতি মস্ত্রঃ ॥ ১১৮ ॥ শারীরবাচী নহু
সত্ত্বশব্দঃ ক্ষেত্রজ্ঞশব্দঃ পরমা । তত্রাপ্যতো
নান্তপরত্বমন্ত্র ব্যাক্যস্য পৈঙ্গ্যোদিতবন্তুর্নাপি ॥
১১৯ ॥ তদেতদিত্যাदि গিরা হি চিত্তে প্রদর্শিতা

শরীর্য বতস্ত্রয়োঃ পিঙ্গলং স্বাধ্বজীতি স তমমন্ত্রনো অভি-
চাক্ষীত্যমন্ত্রস্তো অস্তিপশ্যতি জ্ঞাতাবেতৌ স ক্ষেত্রজ্ঞাবিতি
পৈঙ্গারহস্যমেবেমং মস্ত্রং বিবৃণোতীত্যর্থঃ । বিহাংস্বমেতজ্ জ্ঞাতং
যোগোহসীতি সর্বোধনাশরঃ ॥ ১১৮ ॥ উক্তত্রাক্ষণস্যাপি শারীর-
ক্ষেত্রপ্রতিপাদকত্বাদ্ বা হুপর্ণেতি ব্যাক্যস্য নান্যপরত্বমিতি
মণ্ডনঃ শঙ্কতে । নহু তত্র পৈঙ্গারহস্যত্রাক্ষণেহপি সত্ত্বশব্দঃ শারীর-
বাচী ক্ষেত্রজ্ঞশব্দঃ পরমাত্মবাচী । অতঃ কারণং পৈঙ্গারহস্যো-
ক্তমার্গেণাপ্যস্য বুধ্যাত্মপরত্বং নাভীত্যর্থঃ ॥ ১১৯ ॥ সত্ত্ব-
ক্ষেত্রজ্ঞশব্দোরন্তঃকরণশারীর পরতরা প্রসিদ্ধত্বাত্ত্রৈব ব্যাখ্যা-

করিতে লাগিলেন—ওরূপ অর্থ করিয়া আপনি
আমাদিগকে শঙ্কিত করিতে পারিবেন না । কারণ,
“তয়োন্ন্যঃ পিঙ্গলং স্বাধ্বজীতি” এবং ‘সত্ত্বমমন্ত্রমন্তো
অভিচাক্ষীতি’ যিনি ভোগ করেন না, তিনি
আর একজন । তিনি কেবল জ্ঞানমাত্র দর্শন করিয়া
থাকে না । ঐ উভয়েই সত্ত্ব (জীব) এবং ক্ষেত্রজ্ঞ
অর্থাৎ (পরমাত্মা) পৈঙ্গারহস্য ত্রাক্ষণদ্বারা ঐরূপ
মস্ত্রে ঐরূপে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে । ১১৮ ।

মণ্ডন শঙ্কা করিতে লাগিলেন—সেই পৈঙ্গা-
রহস্য ত্রাক্ষণেও ঐরূপ মস্ত্রের সত্ত্বশব্দ জীববাচী
এবং ক্ষেত্রজ্ঞশব্দ পরমাত্মবাচী । অতএব পৈঙ্গারহস্য
ত্রাক্ষণে ঐ পথের অনুসরণ করিলেও ঐ মস্ত্রের
বুদ্ধি কিম্বা আত্মা অর্থ হয় না । ১১৯ ।

সত্বপদস্ত বৃত্তিঃ । ক্ষেত্রজ্ঞশব্দস্ত চ বৃত্তিরুক্তা ।
শরীরকে দ্রষ্টরি তত্র বিদ্বন্ । ১২০ ॥ যেনেতি হি
স্বপ্নদৃশিক্রিয়ায়াঃ কর্তোচ্যতে তত্র স জীব এব ।

তত্রাক্ষ মৈবমিত্যন্তরমাহ ভগবান্ । তত্র পৈঙ্গরহস্য তদেতৎ সত্বং
যেন স্বপ্নং পশ্যত্যবায়ং ক্ষেত্রজ্ঞশব্দঃ যোহয়ং শরীর উপদ্রষ্টা
স ক্ষেত্রজ্ঞতাবেতৌ সত্বক্ষেত্রজ্ঞাবিতি গিরা সত্বপদস্য বৃত্তিচ্চিত্তে
প্রদর্শিতা । ক্ষেত্রজ্ঞশব্দস্য চ শরীরকে দ্রষ্টরি বৃত্তিরুক্তা । হিরিতি
প্রসিদ্ধার্থকো নিপাতঃ ॥ ১২০ ॥ উদাহৃতপৈঙ্গরহস্যগিরাহপি জীব-
পরমাত্মানাবেব সিদ্ধান্ত ইতি মণ্ডনঃ শব্দতে যেনেত্যনেন । হি

সত্ব এবং ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দ অন্তঃকরণ এবং জীববাচক
বলিয়া প্রসিদ্ধ । এবং সেন্থানেও ঐরূপ অর্থ
হইয়াছে । অতএব আপনি যাহা বলিলেন, ঐরূপ
অর্থ কিছুতেই সম্ভব নহে । সুতরাং ভগবান্ !
পুনর্বার খণ্ডন করিলেন । হে বিদ্বন্ ! সেই
পৈঙ্গরহস্য ব্রাহ্মণে “তদেতৎ সত্বং যেন স্বপ্নং
পশ্যত্যথ যোহয়ং শরীর উপদ্রষ্টা স ক্ষেত্রজ্ঞঃ”
যাহাদ্বারা স্বপ্ন দর্শন হয় তাহার নাম সত্ব । যিনি
শরীরের ভিতরে থাকিয়া সমস্ত বস্তু দর্শন করেন
তাহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ । অতএব বেদমন্ত্রে তদেতৎ
ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা চিত্তকেই সত্বপদের আধার
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । কারণ, যিনি শরীর
মধ্যস্থিত এবং যিনি সমস্ত বস্তু দর্শন করেন তাহা-
ক্ষেত্রজ্ঞ বলা যায় । ১২০ ।

“আপনি যে পৈঙ্গরহস্য মন্ত্র ব্রাহ্মণ বাক্যের
উদাহরণ দিয়াছেন, তাহাদ্বারাও জীবাত্মা এবং পর-
মাত্মার বোধ হইয়া থাকে” । এরূপ চিন্তা করিয়া
মণ্ডন শব্দ করিলেন । হে যোগিন্ ! ঐ বেদমন্ত্রে

ক্ষেত্রজ্ঞশব্দাতিহিতশ্চ যোগিন্ । স্যাৎ স্বপ্নদৃক্ সর্ব-
বিদীষরোহপি ॥ ১২১ ॥ তিঙ্ প্রত্যয়েনাতিহিতোহত্র
কর্তা ততস্তৃতীয়া করণেহভ্যুপেয়া । দ্রষ্টা চ শরীর-
তয়া মনীয়ন্ । বিশেষ্যাতে তেন স নেশ্বরঃ স্যাৎ ॥

১২২ । বৃত্তিঃ শরীরে ভবতীত্যমুশ্লিষ্যর্থো হি
তত্রোদাহৃতগিরি স্বপ্নদর্শনক্রিয়ায়াঃ কর্তোচ্যতে স কর্তা জীব এব
তয়া ক্ষেত্রজ্ঞশব্দাতিহিতঃ । স্বপ্নদ্রষ্টা ঐষরোহপি স্যাজ্ঞাতো
যোগিন্ ! স সর্বজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥ ১২১ ॥ কর্তব্যস্য তিঙ্ প্রত্যয়ে-
নাতিহিতত্বাৎ শরীর ইতি বিশেষণাচ্চ মৈবমিতি ভগবান্
পরিহরতি । অত্র গিরি তিঙ্ প্রত্যয়েন কর্তোক্তন্তম্বাৎ করণে
তৃতীয়া । স্বীকর্তব্যাতেনাতিহিত ইত্যধিকার্যং দ্রষ্টা চ শরীর ইতি ।
শরীরেইব বিশেষ্যাতে । তেন হেতুনা স দ্রষ্টা ঐষরো ন স্যাৎ-
ত্যর্থঃ । মনীয়মা স্বপ্নেইব ন বক্তব্যমিতি সম্বোধনশব্দঃ ॥ ১২২ ॥

‘যেন’ এই বৈদিকশব্দ দ্বারা স্বপ্ন দর্শন ক্রিয়ার
যাহাকে কর্তা বলা হইয়াছে সেই কর্তাই জীব
এবং যাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়াছে সেই স্বপ্ন-
দর্শনের নাম ঐশ্বর । ১২১ ।

ঐ কর্তৃপদের অর্থ দ্বারা উক্ত বেদমন্ত্রে
“শরীর” এই বিশেষণটি থাকাতে মণ্ডনের কথা
অসঙ্গত ভাবিয়া ভগবান্ খণ্ডন করিলেন । হে
মনীষাসম্পন্ন ! ঐ বেদমন্ত্র বাক্যে “পশ্যতি” এই
ধাতু প্রত্যয় দ্বারা কর্তাকে বুঝাইতেছে । অতএব
“যেন” এ স্থলে করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি
স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, ধাতু প্রত্যয় দ্বারা
কখন করণকারকে বুঝায় না । যদি এরূপ নিয়ম হয়
তবে যিনি দর্শন করেন তিনি শরীর । অর্থাৎ
“শরীর” দ্রষ্টার একটা বিশেষণ মাত্র । সুতরাং

শারীরপদস্য যোগিন্ ! । তস্মিন্ ভবন্ সৰ্ব্বগতো
মহেশঃ কথং ন শারীরপদাভিধেয়ঃ ॥ ১২৩ ॥ ভবন্
শরীরাদিতরত্র চেশঃ কথং ন শারীরপদাভিধেয়ঃ ।
নভঃ শরীরেহপি ভবত্যথাপি ন কেহপি শারীর-
মিতীরয়ন্তি ॥ ১২৪ ॥ যদ্যেব যদ্বোহনভিধায় জীব-

এবমুক্তো যশনঃ সত্ৰপদন্ত জীবে বৃত্তিঃ প্রতিপাদয়িতুমশকঃ
শারীরপদন্ত পরমাত্মনি বৃত্তিঃ বর্ণয়তি । শরীরে ভবতীত্যাম-
য়র্থে হি বস্মাং হে যোগিন্ ! শারীরপদন্ত বৃত্তিতস্মাৎ সৰ্ব্বগত-
ত্বাৎ তস্মিন্ শরীরে ভবন্ মহেশঃ শারীরপদাভিধেয়ঃ কথং ন
ভবেদপিতু ভবেদেব ॥ ১২৩ ॥ পরিহরতি ভগবান্ । সৰ্ব্বগতা-
দীশঃ শরীরাদিতরত্রাপি ভবন্ শারীরপদাভিধেয়ঃ কথং তত্র
দৃষ্টোহ্যথা আকাশঃ ব্যাপকত্বাচ্ছরীরেহপি ভবতি তথাপি
শারীরপদাভিধেয়ঃ কেহপি ন কথয়ন্তি তদ্বাদিত্যর্থঃ উঃ ॥ ১২৪ ॥
এবং তর্হি যদ্বস্ত প্রামাণ্যং বাধোতেতি শঙ্কিতং যশনঃ আর-

ইহাতেও ঐ দ্রষ্টা কখনই ঈশ্বর হইতে পারে
না । ১২২ ।

যশন, সত্ত্ব পদে জীব প্রতিপাদন করিতে অস-
মর্থ হইয়া অবশেষে ‘শারীর’ পদে যে পরমাত্মা
তাহাই দেখাইতে লাগিলেন । হে যোগিন্ !
‘শরীরে ভবতি’ এরূপ বৃৎপত্তি লভ্য অর্থ দ্বারা
যখন স্পষ্ট ‘শারীর’ পদ জানিতে পারা যায়, তখন
পরমাত্মা সর্বব্যাপী আর শরীরে উৎপন্ন হওয়াতে
ঈশ্বর কি কারণে ‘শারীর’ হইবে না ? ১২৩ ।

ভগবান্ খণ্ডন করিলেন—ঈশ্বর যদি সর্ব-
ব্যাপী তবে শরীর হইতে অন্যস্থানেও তাঁহার অস্তিত্ব
সম্ভব, তবে কিরূপে তিনি শারীর হইবেন ? তাহার
দৃষ্টান্ত—যেমন আকাশ সর্বব্যাপক হুতরাং আকাশ

প্রাক্কো বদেদ্ বুদ্ধিশরীরভাজো । অতীতি ভোক্তৃ
তুমচেতনায়া বুদ্ধে ব্বেদেত্তর্হি কথং প্রমাণং ॥
১২৫ ॥ অদাহকতাপ্যয়সঃ কুশানোরাল্লেশণাদাহ-
কতায়থাস্তে । তথৈব ভোক্তৃতুমচেতনায়া বুদ্ধেরপি

য়তি । যদ্যেব যদ্বো জীবেশাবনভিধায় বুদ্ধিজীবে বদেৎ । বুদ্ধে-
চ্চাচেতনায়া অতীতি ভোক্তৃত্বং বদেত্তর্হি প্রমাণং কথং প্রমাণং
ন ভবেদিত্যর্থঃ ইন্দ্রঃ ॥ ১২৫ ॥ পরিহরতি ভগবান্ । অদাহকতাপি
লোহপিওস্ত বহুস্তাদাত্মাদ যথা দাহকত্বাস্তে তথৈব চৈতন্ত্য-
প্রবেশাদচেতনায়া বুদ্ধেরপি ভোক্তৃত্বং স্তাত্ত্বা চারো দহ-
তীতি বাক্যবদতীতি বাক্যমপি স্মৃৎস্মৃৎখাদিবিক্রয়বতি সত্ত্বে
ভোক্তৃত্বমপ্যপ্রবৃত্তং প্রমাণমেব । ন হীন্য় ঐতিরচেতনস্ত সত্ত্বস্ত
ভোক্তৃত্বং বক্তুং প্রবৃত্তা কিন্তু চেতনস্য ক্ষেত্রজ্ঞাতাভোক্তৃত্বং

শরীরেও থাকিতে পারে । কিন্তু লোকে যেমন
আকাশকে ‘শারীর’ বলিয়া নির্দেশ করেনা, ঐরূপ
এস্থানে নির্দেশ করিলে দোষ হয় । ১২৪ ।

এরূপ হইলে বেদমন্ত্র কখন প্রমাণ হয়না, এই
ভাবিয়া যশন শঙ্কিত বিষয় পুনরায় স্মরণ করা-
ইয়া দিলেন । যখন এ মন্ত্র, ‘জীব ও ঈশ্বরকে
ত্যাগ করিয়া বুদ্ধি ও জীবকে বুঝাইয়া দেয়, এবং
অচেতন বুদ্ধি “অতি” এই ভেদবিষয়ে ক্রিয়া পদ
দ্বারা ভোক্তৃত্ব প্রকাশ করিয়া দেয়, তখন ওরূপ
মন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না । ১২৫ ।

ভগবান্ খণ্ডন করিলেন—দাহিকাশক্তিগূন্য
লোহপিণ্ডের যেরূপ বহির সহিত তাদাত্ম্য ঘটিলে
দাহকত্ব জন্মায়, তদ্রূপ চৈতন্য শক্তির প্রবেশ
ঘটিলে অচেতন বুদ্ধিশক্তিরও যে ভোক্তৃত্ব থাকিবে
বিচিহ্ন কি ? । “অয়ো দহতি” লোহ দাহ করি-

ত্যাগিদনুপ্রবেশাৎ ॥ ১২৬ ॥ ছায়াতপো বদন্তী ব
ভিন্নৌ জীবেশ্বরৌ তদ্বিতি ক্রবাণা । ঋতং পিব-
স্তাবিতি কাঠকেবু শ্রুতিভেদশ্রুতিবাধিকাহস্ত ॥
১২৭ ॥ ভেদং বদন্তী ব্যবহারসিদ্ধং ন বাধতে-
হভেদপর শ্রুতিং সা । এষা তপূর্বার্থতয়া বলিষ্ঠা-

ভেদশ্রুতেঃ প্রত্যুত বাধিকা স্যাৎ ॥ ১২৮ ॥ মানাস্ত-
রোপোষলিতা হি ভেদশ্রুতি র্লিষ্ঠা যমিনাং বরেণ্য ।
তদ্বাধিত্বং সা প্রভবত্যভেদশ্রুতিং প্রমাণান্তরবাধি-
তার্থাম্ ॥ ১২৯ ॥ প্রাবল্যমাপাদয়তি শ্রুতীনাং
মানান্তরং মৈব বুধাগ্রবায়িন্ । গতার্থতাদানমুখেন

ব্রহ্মবতাবতাক বক্তুং প্রবৃত্তেতি ভাবঃ বি० ॥ ১২৬ ॥ এবমুক্তো
মণ্ডন ঋতং পিবন্তৌ স্কৃতত লোকে শুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে
পর্য্যট্যে । ছায়াতপো ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাশ্রমো যে চ ত্রিণাচি-
কেতা ইতি কঠকল্পীয়া শ্রুতিভেদশ্রুতে কাঠিকাহস্তিভাঃ ॥ ঋতং
কর্মফলং পিবন্তৌ পানপ্রযোজ্যায়োজ্যকাবিত কাঠকেবু শ্রুতিস্ত
ছায়াতপো বদন্তী ব ভিন্নৌ জীবেশ্বরৌ তদ্বিতি ক্রবাণাং ভেদ-
শ্রুতে কাঠিকাহস্ত উ० ॥ ১২৭ ॥ ইয়মপি শ্রুতি ন বাধিকা
প্রত্যুত বাধোতি পরিহরতি ভগবান্ ব্যবহারসিদ্ধং ভেদং

বদন্তী সা ভেদশ্রুতিভেদসিদ্ধান্তেদপর্য্য শ্রুতিং ন বাধতে
প্রত্যুতপূর্কৌহর্থো বস্যান্তররাহপূর্কৌহর্থোবাধিকতয়া বলিষ্ঠা এবা-
হভেদততে কাঠিকা স্যাৎ ॥ ১২৮ ॥ এবমুক্তো মণ্ডন আহ ।
প্রমাণান্তরেন প্রত্যেকেনোপোষলিতোপবৃদ্ধিতা ভেদশ্রুতিহে
যমিনাং বরেণ্য । বলিষ্ঠা তদ্ব্যং সা ভেদশ্রুতিঃ প্রত্যেকপ্রমাণ-
বাধিতার্থামভেদশ্রুতিং বাধিত্বং প্রভবতি নতভেদশ্রুতি ভেদ
শ্রুতিমিত্যর্থঃ ॥ ১২৯ ॥ পরিহরতি । হে বুধানাংগ্রবায়িন্ ! প্রমা-
ণান্তরং শ্রুতীনাং প্রাবল্যং আপাদয়তি কিত্ত গতার্থতাদানমুখেন

তেছে—এই বাক্যের মতন, ‘অন্তি’ এই বাক্য স্থ-
চুঃখাদি বিকার বিশিষ্ট সত্ত্বপদার্থের উপর (ভোক্তৃ
না থাকিলেও) প্রমাণ হইবে । এই শ্রুতি কখনই
অচেতন সত্ত্বপদার্থের ভোক্তৃ বলিয়া দিতে প্রবৃত্ত
হয় নাই কিন্তু অচেতন ক্ষেত্রজের অভোক্তৃ
এবং ব্রহ্মভাব বলিবার নিমিত্তই ঐ শ্রুতির উপক্রম
হইয়াছে । ১২৬ ।

মণ্ডন বলিলেন—“ঋতং পিবন্তৌ স্কৃতত
লোকে শুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পর্য্যট্যে । ছায়া—
তপো ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাশ্রমো যে চ ত্রিণাচি-
কেতাঃ ।” বঠকল্পীর এই শ্রুতি, অভেদ শ্রুতির বাধ
করিতে পারে । বেদমন্ত্রে ‘ঋত’ শব্দে কর্মফল,
কর্মফলের পানকর্তা অর্থাৎ একজন পান ক্রিয়ার
প্রযোজ্য কর্তা এবং আর একজন পান ক্রিয়ার

প্রয়োজক কর্তা । কঠোপনিষদে ঐরূপ শ্রুতির
দ্বারা ছায়া এবং আত্মপের অত্যন্ত ভেদ বোঝাইয়া
দিয়া অভেদ শ্রুতির বাধ করুক ? ১২৭ ।

এই শ্রুতি বাধক শ্রুতি নহে, কিন্তু বাধ্যশ্রুতি ;
এই কথা বলিয়া ভগবান্ খণ্ডন করিলেন । ব্যবহার
সিদ্ধ ভেদবাচক শ্রুতি, কখনই অভেদবোধক শ্রুতির
বাধ করিতে পারে না । বরং অপূর্ব্ব অর্থ থাকতে
বলিষ্ঠ হয়, এবং পরে ঐ অভেদশ্রুতি, ভেদশ্রুতির
বাধ করিয়া দেয় । ১২৮ ।

মণ্ডন বলিলেন—হে যোগিবর ! ভেদবোধক
যে শ্রুতি আছে অবশ্যই তাহা অভেদ শ্রুতি অপেক্ষা
বলিষ্ঠ । এবং ঐ ভেদবোধক শ্রুতি, (প্রত্যেক-
প্রমাণদ্বারা যাহার অর্থের বাধ হয়, সেই অভেদ-
বোধক শ্রুতির) বাধা দিতে একান্ত সক্ষম । ১২৯ ।

তাসাং দৌৰ্বল্যসম্পাদকমেব কিস্ত ॥১৩০॥ ইত্যাদ্যা
দৃঢ়যুক্তিরস্য শুভ্রভে দৃঢ়ানুমোদানিরাং দেব্যা তাদৃশ-

তাসাং তৃতীয়াং দৌৰ্বল্যসম্পাদকমেব বুধাগ্রারিনন্তবেরযুক্তি-
রশোভনেতি সম্বোধনশিরঃ ॥ ১৩০ ॥ উপসংহরতি ইতীতি ।
অত্র ত্রিশঙ্করস্যোতাদ্যা দৃঢ়যুক্তিঃ শুভ্রভে । আদ্যাপদেন--যুক্তো-
হম্মতে কামগগান্ মহেশেভ্যেবং বদন্তী থলু তৈত্তিরীয়াঃ । অতি
কিনা তেনমবধাযার্থীনা সতী লক্ষ্মমুখ্য ব্যক্তি ॥ ১ ॥ নৈবং
যতোহজ্ঞাননিবৃত্তিতেঃ সঃ সত্যামিতানন্দচিহ্নাত্ম্যাবং । গতৌহ-
ম্মতে শৌর্য স সর্গকামাংস্তত্ত্বস্বানিতি সা ব্রবীতি ॥ ২ ॥ দ্রষ্টব্য-
মাস্তেতিবচঃ পরাঞ্জনঃ কৰ্ম্মদুর্ভবমিৎ হি বক্তি । লক্ষণেনেহতো
যতিরাজ ! তেনঃ সত্যোৎপাতাং অতিরপ্রমাণং ॥ ৩ ॥ নেরঃপ্রতি-
জ্ঞাতিক্তেনগাহত্যৈবকপ্রভে কৈলবিদ্যাং বরেণ্য ! । বিরোধকো
ব্রহ্মপদত্বতোহস্যাত্মাং পর্যগত্যা কিল মানভাবঃ ॥ ৪ ॥ অথ-
ভেনঃপ্রতিজ্ঞেব যোগিন্ ! প্রকলিতা ভেনপরেতি বৈবং । প্রাতী-
তিকো বা ব্যবহারসিকো ভেদো ন বৈ ভেনমিতি প্রকোপাৎ
॥ ৫ ॥ অথাত্ত ভেদে গতিপেধারার্থাপত্তি ন চৈবং মন সত্য-
ভেদং । বিনোপপত্ত্যা বহিতো ন চার্বন্তমাদভেদার্থপ্রতি কলিষ্ঠা
॥ ৬ ॥ স্যাচ্চেনভেদোহস্য পরাঞ্জনো নুনে ! তত্বেপলভ্যোক্ত ন
চোপলভ্যতে । তন্মাদসৌ নান্তি ততো যতে ক্ৰিদ্দা বটপ্রমা-
ণস্য কু গম্যতাং গত ॥ ৭ ॥ যথাবৃত্তো নৈব বটঃ প্রস্তুভে

ভগবান্ পরিহার করিলেন—হে বুধাগ্রগণ্য !
জগতে অজ্ঞ কোন প্রমাণ শ্রুতি সমূহের প্রবলতা
সম্পাদন করিতে পারে না । কিন্তু যত টুকু অর্থ
হইতে পারে সেই অর্থ দেখাইয়া দিয়া ঐ সকল
শ্রুতির বরং দুর্বলতাই প্রতিপাদন হইয়া থাকে ।
১৩০ ।

উপসংহারে বক্তব্য এই, বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী
দেবতা সরস্বতী দেবী, যে যুক্তির উপর অনুমোদন
করিলেন ; যে যুক্তি, বিশ্বরূপের (মণ্ডনের) হর্ষ-
স্তম্ভের নিম্পাড়ন ও সার আকর্ষণ করিয়াছিল ;

বিশ্বরূপরতসাবকটমুষ্টিঙ্করা । ভর্তৃহ্যাসবিলক-
মুক্তিজননী সাক্ষিত্যকৃষ্টিঙ্করিঃ সন্মাদ্যদুতপুশ-
বৃষ্টিমহরীসৌগন্ধ্যপাণিঙ্করা ॥ ১৩১ ॥ ইথং যতি-
কৃতিপতেরনুমোদ্য যুক্তিঃ মালাঞ্চ মণ্ডনগলে-
মলিনামবেক্ষ্য । ভিক্ষার্থমুচ্চলতমদ্য যুযামিতীমা-
বৃচ্চিক তং পুনরুবাচ যতীন্দ্রমম্বা ॥ ১৩২ ॥ কোপ-

তথাবৃত্তোহিসাবপি নৈব ভাসতে । অবিদ্যায় ভববিদ্যামনাবৃত্তঃ
প্রকাশতেহতো ন তিদ্দাত্ত্যমানগা ॥ ৮ ॥ ইত্যাদিদৃঢ়যুক্তিজাতং
গ্রাহং । তাং বিশিষ্টা । নিরাং দেব্যা অধিষ্ঠাতৃদেবতায় সরস্বত্যা
দতোহম্মোদো যস্যো ততাহম্মোদিতোতি যাবৎ । তথা তাদৃশস্য
বিশ্বরূপস্য মণ্ডনস্য যো রতসাবকটো বেগস্য হর্ষস্য বা শুভ্রভস্য
মুষ্টিঙ্করা নিম্পীড়্য সারাকর্ষিকা । তথা ভর্তৃহ্যাসস্য সংহ্যাসস্ত
বিলক্শেণ সন্মাদ্যেন যা মুক্তিভস্য জমনী । সরস্বতী এব সাক্ষি-
ঙ্করিঃ সাক্ষিত্যবতী যস্যাত্মা সন্মাদ্য সৎ বর্তমানা বা পুষ্করুষ্টি-
লহরী তস্যঃ সৌগন্ধ্যস্য পাণিঙ্করতি হস্তঃ পিবতীতি তথা শাদৃ ॥
১৩১ ॥ ইথ্যমেবং প্রকারেণ যতিরাজস্য যুক্তিমম্মোদ্য মালাঞ্চ
মণ্ডনগলে, মলিনামবেক্ষ্য অন্য যুযাং ভিক্ষার্থমুচ্চলতমিতীমো
শঙ্করমণ্ডনাবৃচ্চিকোবাচ । অত্বে সরস্বতী তং যতীন্দ্রং পুনরুবাচ ॥ ১৩২ ॥

পতির সংহ্যাসগ্রহণের জন্য বাক্য জননী-সরস্বতী,
যে যুক্তির একমাত্র সাক্ষিস্বরূপা ; এবং যে যুক্তির
জন্য সন্মাদ্য সহিত আকাশ হইতে পুষ্করুষ্টি ও
চারিদিকে তাহার সৌগন্ধ্য বর্জিত হইল, আচার্য্য
শঙ্করের এরূপ দৃঢ়যুক্তি সকল সম্পূর্ণরূপে তখন
শোভা পাইতে লাগিল । ১৩১ ।

এই প্রকারে শঙ্করের যুক্তি অনুমোদন করিয়া
এবং মণ্ডনের গলদেশে পুষ্কমালা মলিন দেখিয়া
দেবী সরস্বতী “অদ্য আপনারা দুইজন একবার
ভিক্ষার নিমিত্ত উখিত হউন” এই কথা মণ্ডন ও

হতিরেকবশতঃ শপতা পূরা মাং দুর্কাসনা তব-
বধি কিংহিতো জয়ন্তে । সাহং যথাগতমূপৈমি
শমিপ্রবীরেহ্যক্তা । সসন্তমমমুং নিজধাম বাস্তীং ॥
১৩৩ ॥ ববন্ধ নিঃশঙ্কমরণ্যদুর্গামস্ত্রেণ তাং জেতু-
মনা মুনীন্দ্রঃ । জয়োহপি তস্যাঃ স্বমতৈক্যাসিদ্ধৌ-

পূরা কোপাতিরেকবশতো মাং শপতা দুর্কাসনা তব
জয়ন্তস্যাবধি কিংহিতস্তস্য জাতস্তাং সাহং হে শমিপ্রবীর ! যথা
গতমূপৈমাগুগচ্ছামীতোবমমুং সসন্তমমমুং । নিজধাম বাস্তীং
ববন্ধেভ্যাব্যঃ সসন্তমং বাস্তীমিতি বা ॥ ১৩৩ ॥ নিঃশঙ্কমরণ্য
দুর্গামস্ত্রেণ বনদুর্গামস্ত্রেণ মুনীন্দ্রঃ ত্রীশঙ্করো ববন্ধ । কিমর্থ-
মিত্যপেক্ষ্যামাহ । তাং সরস্বতীং জেতুমনাঃ । নহু যতীন্দ্রস্য তস্য
তজ্জয়সিদ্ধমমেন কিমিত্যাশঙ্ক্যাহ । তস্তাঃ সরস্বত্যা জয়োহপি

শঙ্করকে বলিলেন । এবং পুনর্ব্বার দেবী সরস্বতী
যতিপতিকে বলিতে লাগিলেন । ১৩২ ।

“হে যতিবর ! পূর্ব্বে অতিশয় ক্রোধ সহকারে
দুর্কাসনা মুনী আপনার জয় ও জয়ের কাল পর্য্যন্ত
নির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন । সেই জয়কাল এক্ষণে
পরিপূর্ণ হইয়াছে, অতএব আমি এক্ষণে যে স্থান
হইতে আসিয়াছি তথায় গমন করি ।” এই কথা
বলিয়া সস্ত্রস্ত্রে যখন নিজ ধামে গমন করিতে উদ্-
যোগ করেন, তৎকালে মুনীবর শঙ্কর, সরস্বতীকে
নিঃশঙ্কমনে বনদুর্গামস্ত্রদ্বারা বন্ধন করিলেন । কারণ
প্রথমে ঐ সরস্বতীকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া
শঙ্করের মনে ওরূপ চেষ্টা হয় । সরস্বতীকে জয়
করিবার উদ্দেশ্য এই, সরস্বতীকে জয় করিতে
পারিলে আপনার মতের ঐক্য ও পোষকতা সিদ্ধি
হইবে । নকুবা শঙ্কর যে স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন

সার্বজ্ঞতঃ স্বস্য ন মানহেতোঃ ॥ ১৩৪ ॥ জানামি
দেবীং ভবতীং বিধাতু দেবন্ত ভাৰ্য্যাং পুরতিং
সগৰ্ভ্যাম্ । উপাত্তলক্ষ্যাদিবিচিত্ররূপাঃ শুণ্ডৈ
প্রপঞ্চস্য কৃতাবতারঃ ॥ ১৩৫ ॥ ব্রজ জননি ! তদা

স্বমতৈক্যাসিদ্ধৌ ন তু স্বস্য সার্বজ্ঞতানিমিত্তকমানপূজাদিসিদ্ধার্থং
উৎ ॥ ১৩৪ ॥ ময়ৈব বদ্ধা কিমুক্তবাসিত্যপেক্ষয়াং তব-
চনমুদাহরতি । দেবস্যা বিধাতু ব্রহ্মণো ভাৰ্য্যাং ত্রিপুরসত্ত্বেন-
কস্যা মহাদেবস্যা সগৰ্ভ্যং সহোদরায় । উপাত্তং লক্ষ্যাদীনাম্
বিচিত্রং রূপং বধা তথাভূতামিদানীং প্রপঞ্চস্য রক্ষণার্থং কৃতা-
বতারঃ দেবীং ভবতীং সরস্বতীং স্বামহং জানামি ॥ ১৩৫ ॥ তস্যাং
হে জননি ! তে তক্তচ্ছূড়ামণিরহং বধা নিজস্থানমেতৎ গত

তাহার জন্ম কিসে আপনার পূজা হয়, কিসে আপ-
নার সম্মান বৃদ্ধিপায়, এ অভিপ্রায়ে কখনই ওরূপ
কার্য্য করেন নাই । ১৩৩ । ১৩৪ ।

মন্ত্রদ্বারা বন্ধ করিয়া বলিলেন—আপনি বিধা-
তার ভাৰ্য্যা এবং ত্রিপুরারির সহোদরা । আপনি
সময়ে সময়ে লক্ষ্মী প্রভৃতিদেবীগণের মতন বিচিত্র
বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়া থাকেন । এক্ষণে অনাদি
ও সবিস্তার এই জগতের পরিরক্ষণার্থ ভূতলে অব-
তীর্ণ হইয়াছেন । অতএব আমি নিশ্চয় আপনাকে
দেবী সরস্বতী বলিয়া জানিতে পারিয়াছি । ১৩৫ ।

হে জননি ! আমি ভক্তের চূড়ামণি, আমি যখন
আপনাকে স্বস্থানে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিব
তখনই আপনি স্বস্থানে গমন করিবেন । দেবী-
শারদা শঙ্করের এরূপ বচনে অনুমোদন করিবার

কৃত্তচূড়ামণিতে নিজপদমল্লাসাম্যভ্যাসুজ্ঞাং
যদৈতু । ইতি নিজবচনে শ্রীমদ্রাজসম্মতেহসৌ-

মতাহুজ্ঞাতিবাস্যামি তদা যঃ নিজপদং ব্রজ ইত্যেবং কৃত্তে
নিজবচনে শ্রীমদ্রাজ সস্বত্যা সম্মতে সতি যাতনং তং মণ্ডন-

পর মণ্ডনের ক্রমও স্বদৃগত অভিপ্রায় জানিতে

মুনিম্বয় মুদিতোহুত্মাশুনং কবুতুংহুঃ ॥ ১৩৬ ॥

ইতি শ্রীমাদবীরে তদ্রতমার্থকথাপরঃ ।

সজ্জেকপশকরজরে সর্গেইসাবষ্টমোহভবৎ ॥

ভাতিপ্রায় জাহ্নমিকুমসৌম্য নঃ শ্রীশঙ্করে মুদিতোহুতুং
মালিনী ॥ ১৩৬ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য বালগোপালস্বামি শ্রীপূজা
পাদশিষ্যদত্তবতঃশ্রাবতঃস রামহৃদধনপতিকৃতে শ্রীশঙ্করাচার্য্য
বিজয়ডিণ্ডিমেষ্টমঃ সর্গঃ ।

ইচ্ছা করিয়া আচার্য্য শঙ্কর অত্যন্ত প্রমুদিত হই-
লেন । ১৩৬ ।

ইতি অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।

অথ সংযমিক্রিতিপতে র্বচনৈ নিগমার্থনির্ণয়-
করৈঃ সনয়েঃ । শমিতাগ্রহোহপি পুনরপাবদৎ-

এবং মণ্ডনাচার্য্যস্বাদং সপরিভবং নিরূপা সর্কজ্ঞোপায়ঃ
সপ্রশংসং নিরূপয়িতুশুকমতে । অথাচার্য্যযুক্তীনাং সরস্বতী-
কৃত্তাহুজ্ঞানদস্য স্বগলকমালারা মলিনীভাবসা চানন্তরং সংযমি-
রাজস্যা শ্রীশঙ্করস্য বৈদ্যার্থনির্ণয়করৈঃ পুনশ্চ ভাষ্যসহিতৈ র্বচনৈঃ

এইরূপে মণ্ডনাচার্য্যের সম্বাদ সবিস্তারে নিরূ-
পণ করিয়া ইদানী আচার্য্য যে সর্কজ্ঞ ছিলেন,
তাহার উপায় সবিস্তারে বর্ণনা করা হইতেছে ।
আচার্য্যের যুক্তি সমূহের উপর সরস্বতী অমুমোদন

কৃতসংশয়ঃ সপদি কস্মজড়ঃ ॥ ১ ॥ যতিরাজ ! সম্প্রতি
মমাভিনবান্ন বিবাদিতোহুত্মাপজরাদপি তু । অপি

শমিত আগ্রহো বস্ত স তথাভূতোহপি সপদি তৎকালে কৃতসংশয়ঃ
পুনরবোচৎ । যতঃ কস্মজড়ঃ শ্রমিতাকরাযুক্তং শ্রমিতাকরাস-
জসসৈবদিতোতি লক্ষণাৎ ॥ ১ ॥ যদ্ব্যচ তদাহ । হে যতিরাজ !
সম্প্রতি মমাভিনবান্নপজরাদিবিবাদং ন প্রাপ্তোহস্মি অপি তু

করিবার পর এবং নিজগলদেশস্থিত পুষ্পমালা
মলিন হইবার পর যতিরাজ শঙ্করের বৈদ্যার্থ নির্ণা-
য়ক ও নীতিপূর্ণ বচনদ্বারা মনের আগ্রহ ও উৎ-
কণ্ঠা শমিতাপ্রাপ্ত হইলে তৎকণাৎ কস্মজড় মণ্ডন
সংশয়ান্বিত হইয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন । ১ ।

জৈমিনীর বচনাত্তহোম্যধিতানি হীতি ভূশমস্মি কুশঃ
 ॥ ২ ॥ সছি বেত্যানাগতমভীতমপি প্রিয়কৃৎ সমস্ত
 জগতোহধিকৃতঃ । নিগমপ্রবর্তনবিধৌ স কথং তপসাং
 নিধিঃ ক্বিতথসূত্রপদঃ ॥ ৩ ॥ ইতি সন্নিহানমবদন্ত-
 মসৌ ন হি জৈমিনাবপনয়োহস্তি মনাক্ । প্রনি-

জৈমিনীর বচনানি অহহেতি নিপাতাব্যস্ত্যতিশয়ার্থাবত্যা-
 ত্তধোদার্থো বা । উদ্ভাষিতানীতি কারণাদত্যক্তঃ কুশোহস্মি ॥ ২ ॥
 হিষম্যৎ স জৈমিনি ভূবিষ্যৎ ভূতক আন্যতি পুনশ্চ জগতঃ
 প্রিয়করণার্থং বেদস্ত বা প্রবর্তনবিধাধিকৃততত্ত্বাটৌবৎ ভূততপ-
 সাং নিধিঃ স কথং বিতথসূত্রপদো বিজ্ঞানানি ব্যর্থানি সূত্রপদানি
 যত্র বিতথসূত্রেষু ব্যবসায়ো বা যত্র তথাত্মতঃ কথং তবেদিত্যর্থঃ
 ॥ ৩ ॥ ইত্যেবং সন্দেহং প্রাপ্তবস্তং তং মণ্ডনমসৌ শ্রীশঙ্করোহ-
 বোচৎ । জৈমিনৌ মনাক্ জৈবদপি অপনয়োহস্তায়ো নহি । কিন্তু

হে যতিরাজ ! সম্প্রতি আমার এই অভিনব
 পরাজয় হওয়াতে আমি বিষাদিত হই নাই । কিন্তু
 হায় ! ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের এবং নিতান্ত খেদের
 বিষয় যে, আপনি জৈমিনির বাক্য সকল নিরাকরণ
 করিয়াছেন ; এই কারণে আমি অত্যন্ত দুর্বল
 হইয়াছি । ২ ।

জৈমিনি ভূত ও ভবিষ্যৎ বেত্তা । এবং তিনি
 সমস্ত জগতের প্রিয় করিবার নিমিত্ত বেদ বা বেদা-
 র্থের প্রবর্তন বিধানে অধিকৃত হইয়াছেন । অত-
 এব তাদৃশ তপোবল—সম্পন্ন জৈমিনির রচিত
 সূত্রের পর সকল কিরূপে বুঝা হইল ? তাহা
 বলিতে পারি না । ৩ ।

মণ্ডন এইরূপে জৈমিনির বাক্যে সন্নিহান
 হইলে শঙ্কর তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন । জৈমি-

নীরহে ন বয়মেব মূনে হৃদয়ং যথাবদনভিজ্ঞতরা ॥
 ॥ ৪ ॥ যদি বিদ্যাতে কবিজ্ঞানবিদিতং হৃদয়ং মূনে-
 স্তদিহ বর্ণয় ভোঃ । যদি যুক্তমত্রে ভবতা কথিতং
 হৃদি কুর্মহে দলদহকৃতয়ঃ ॥ ৫ ॥ অতিসঙ্ক্ৰিয়ানপি
 পরে বিষয়প্রসন্নমতীনমুজিহ্বকুরসৌ । তদবাপ্তি-

বয়মেবানভিজ্ঞতরামূনেরতিপ্রায়ং যথাবদ প্রমিতীমহে প্রমাতৃং
 ন শঙ্কমঃ ॥ ৪ ॥ এবং প্রত্নাহত্যাংহুকো মণ্ডন আহ । যদি কবি-
 জ্ঞানেরপ্যবিদিতং মূনে হৃদয়মতিপ্রায়ো বিদ্যাতে তত্ত্বহীহাসমদ্রো
 বর্ণয় । নহু মুক্তিপ্রায়বিজ্ঞানভিমানবতাং তববিধানামগ্রে তদ
 বর্ণনং নিষ্ফলমিত্যাপছ্যাই । যদি ভবতামত্রেয়স্ম হৃদয়বর্ণনে
 প্রসক্তে যুক্তং কথিতং তর্হি দলিতাহকৃতয়ঃ সন্তো বয়ং ভৎ হৃদি
 কুর্মহে ॥ ৫ ॥ এবং প্রার্থিতঃ স শঙ্করো জৈমিন্যতিপ্রায়মাবিক-
 রোতি । পরে ব্রহ্মগতিপ্রায়বানপি বিষয়েষু প্রবাহীকৃতযুক্তীন্
 তজ্ঞানধিকারমাণোচ্য তজ্ঞাধিকারায় তানহুগৃহীতুমিচ্ছুরসৌ

নির অল্পমাত্র দোষ বা অনায়া নাই । কিন্তু আম-
 রাই অনভিজ্ঞতাবশতঃ মূনির অভিপ্রায় যথার্থরূপে
 প্রমাণ করিতে সমর্থ হই নাই । ৪ ।

এই কথা শুনিয়া উৎসুকচিত্তে মণ্ডন বলিতে
 লাগিলেন—যদি জৈমিনির অভিপ্রায় কোন পতিতে
 না জানেন, তবে আপনি আমার অগ্রে তাঁহার
 একবার হৃদয় বর্ণনা করুন । যদি আপনি এই
 মূনির হৃদয় বর্ণনা করিতে গিয়া যুক্তিযুক্ত বাক্য
 বলেন, তবে আমরা অহঙ্কার দলিত করিয়া সেই
 সকল বাক্য হৃদয়ে ধারণ করিব । ৫ ।

মণ্ডনের এরূপ প্রার্থনা শুনিয়া শঙ্কর জৈমিনির
 অভিপ্রায় আশঙ্কিত করিলে লাগিলেন । মূনি স্বয়ং
 পত্রব্রজ জানিতে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন । কিন্তু

সাধনভঙ্গ্য সকলং হৃদয়ং অরূপমবিত্তি স্ব পরং ॥
 ১৬ ॥ বচনং তমেতমিতি ধর্মচর্যং যিদধতি বোধ-
 জনহেতুভয়া । তদপেক্ষয়ৈব স চ মোক্ষপরো
 নিরধারয়মপরংযেতি বয়ম্ ॥ ৭ ॥ অতঃ ক্রিয়ার্ধক
 তয়া সফলা অতদর্থকানি তু বচাংসি বৃথা । ইতি

মুনিঃ পরব্রহ্মপ্রাপিসাধনভঙ্গ্য পরং কেবলং হৃদয়ং পুণ্যং
 কৰ্ম্মাতিশয়েন নিরূপিতবান্ নতু পরং ব্রহ্মত্বার্থঃ ॥ ৬ ॥ নবিনং
 ভবন্ত্যুৎকথং জ্ঞাতমিতি চেৎ । অত্যাধ নিগারকত্ব অতানমু
 রূপাতিপ্রায়বৎসাবনিস্তরাদিত্যাশয়েনাই বচনমিতি । তমেতং
 বেদাহুতেনৈব ব্রাহ্মণা বিবিন্ধবন্তি যজ্ঞেন হানেন তপসা নাশকে-
 নেতি বচনং পরব্রহ্মাবগতিজন্যহেতুভয়া ব্রহ্মচর্য্যাদিধর্মসমূহায়
 বিবধতি । যদ্যপি প্রত্যক্ষার্থপ্রধানতাপক্ষে সমর্থজ্ঞাননি
 হেতুভয়া ভবিষ্যৎকং তথাপ্যশ্বেন জিগমিষতীতিবৎ প্রকৃতার্থ-
 প্রধামতাপ্রয়ৈবৈবমুক্তং ভবচনাপেক্ষয়ৈব স চ মোক্ষপরো
 জৈমিনি'নির্ধর্মনিচরং নিরধারয়ং নান্তথেতি বয়ং মন্যহ উক্তাধ্যাহারঃ ॥
 ৭ ॥ নমু আয়ারত ক্রিয়ার্ধবাদানর্থকামতদর্থানামিতি হত্র-

বাহাদেব বুদ্ধি বিবয় পদার্থে অবস্থান, তাহা-
 দিগকে অমুগ্রহ করিবার বাসনায় জৈমিনি মুনি,
 সাধারণের কল্পে পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে ? তাহার
 উপায় এবং সাধন কি ? তাহার নিমিত্ত তিনি
 কেবল নিরীতিস্বর পুণ্য কর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন ;
 কিন্তু পরব্রহ্ম নিরূপণ করেন নাই । ৬ ।

“তমেতনং বেদানুবচনে ব্রাহ্মণা বিবিন্ধবন্তি”
 ব্রাহ্মণগণ বেদবাক্যদ্বারা তাহাকে জানিতে ইচ্ছা
 করিয়া থাকেন । ইত্যাদি বেদবচনদ্বারা “কল্পে
 পরব্রহ্মের জ্ঞান জন্মে,” তাহার জন্য কেবল ব্রহ্ম-
 চর্য্যাদি ধর্ম্ম সমুহের বিধান করা হইয়াছে । এবং এই
 বেদবচনের মতাবলম্বী হইয়া মুক্তিপ্রার্থী জৈমিনি

সূত্রম্ নমু কথং মুনিরাজপি সিদ্ধবস্তপরতাং নমুতে
 ১৮ ॥ অতিরাশিরহয়পরোহপি পরম্পরস্বাবোধ-
 ফলকর্ম্মিণি চ । এসরংটকাক ইতি কার্য্যগরপমসৃচি
 তৎপ্রকরণহগিরাম্ ॥ ৯ ॥ নমু সচ্চিদানুপবতাতি-

মুনি বেদস্ত সিদ্ধবস্তপরতাং কথং নমুত ইতি মণ্ডনঃ শব্দভে ।
 অতঃ ক্রিয়ার্ধকতয়া সফলা অক্রিয়ার্ধকানি তু বচাংসি
 বৃথাহনর্থকানীতি হত্রম্ মুনিরাজ্ বেদবচসাং সিদ্ধবস্তপরতাং
 নমু কথং নমুত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ উক্তব্রহ্মসা কর্ম্মকাণ্ডাতিপ্রায়-
 ভ্রাম্যেবমিতি পরিহরতি ভগবান্ অতিরাশিঃ পরম্পরস্বাবিতীর
 ব্রহ্মপরোহপি স্বাবোধঃ ফলং যত তস্মিন্ কর্ম্মিণি এসরংটকাকঃ
 প্রবাহীকৃতদৃষ্টিরিত্যতঃ কর্ম্মপ্রকরণহগিরাম্ কার্য্যগরহমসৃচি হত্র-

মুনি যে ধর্ম্ম সকল নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, ইহা
 আমরা বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়াছি । ৭ ।

মণ্ডন পুনর্ব্বার আশঙ্কা করিলেন—বেদ সকল
 কোন না কোন একটী ক্রিয়ার অর্থপ্রকাশ করিয়া
 সফল হয়, এবং অনেকগুলি বেদবচন আবার কোন
 ক্রিয়ারই অর্থপ্রকাশ করে না । ‘আম্মায়স্য ক্রিয়ার্ধ-
 ত্বাদানর্থকামতদর্থানাম্’ অতএব যে বেদবাক্য কোন
 ক্রিয়ারই অর্থপ্রকাশ করে না তাহারা নিরর্থক । এই-
 রূপ সূত্র করিয়া মুনিরাজ জৈমিনিঃ বেদবাক্য সকল
 নিত্য এক বস্তুর প্রকাশক, তাহা কিরূপে স্বীকার
 করিতে পারেন ? ৮ ।

জৈমিনির এই সূত্রটী বেদের কর্ম্মকাণ্ডের অতি-
 প্রায়ে রচিত হইয়াছে । নতুবা সূত্রের অর্থ স্বতন্ত্র
 জানিবেন । এই কথা বলিয়া ভগবান্ শঙ্কর ধণ্ডন
 করিতে লাগিলেন । বেদসমূহের পরম্পরাক্রমে
 পরব্রহ্ম বিষয়েই জ্ঞাপর্য্য । এবং স্বাবোধে, যে
 কার্য্যের ফল, সেই সকল কর্ম্মে বেদ সকলের দৃষ্টি

মতা যদি কুৎসবেদনিচয়স্য মূনেঃ । কলদাত্তাম-
পুরুষস্য বদন্ স কথং নিরাহ পরমেশমপি ॥ ১০ ॥
নমু কর্তৃপূর্বকমিদং জগদিত্যমুমানমাগমবচাংসি
বিনা । পরমেশ্বরং প্রথয়তি শ্রুতয়ন্তুসুবাদমাত্রমিতি

ভবান্ ॥ ৯ ॥ নহেবং তর্হি কলদাত্তং কর্ণঃ স্বীকৃত্য পরেণ
কিম্বৎ নিরাহেতি মণ্ডনঃ শঙ্কতে । নমু কুৎসবেদকদবত সজি-
দাত্তপরতা যদি মূনেরভিমতা তর্হি পুরুষং পরমাত্মনোহভিন্নত
কর্ণঃ কলদাত্তং বদন্ সন্ মুনিঃ পরমেশ্বরমপি কথং নিরাকৃত-
বানিতার্থঃ ॥ ১০ ॥ অনুমানগম্যং তং নিরাকৃতবায়ত বেদ-
নিচয়গম্যমিতি সমাধত্তে ভগবান্ । মমিতি ইদং জগৎ কর্তৃপূর্বকং
কার্য্যত্বাৎ ঘটাদিবিদিত্যমুমানং বেদবচাংসি বিনা পরমেশ্বরং
সাধয়তি । শ্রুতয়ন্তু অনুমানসিদ্ধার্থাহুবাদমাত্রমিতি কাণ্ডভূজাঃ

প্রবাহিত হইয়া রহিয়াছে । অতএব বেদের কর্ণ-
প্রকরণে যে সমস্ত বাক্য আছে, তাহাদের সকলেরই
অর্থ কোন একটি কার্য্য বিষয়ে সংলগ্ন । সুতরাং
ঐরূপ অভিপ্রায়েই মহামুনি জৈমিনি সূত্র করিয়া-
ছেন । ৯ ।

মণ্ডন শঙ্কা করিতে লাগিলেন—যদি সমস্ত
বেদেরই তাৎপর্য্য সৎ, চিত্ত ও আনন্দ বিষয়ে পরি-
ণত হয়; এবং তাহাই যদি মুনির অভিমত হয়;
তবে পরমপুরুষ পরমাত্মা হইতে কর্ণ সকলকে
ভিন্ন স্বীকার করা এবং ওরূপ কর্ণ যে কলপ্রদ,
ঐরূপ জানিয়া মুনিবর কি কারণে পরমেশ্বর নিরা-
করণ করিয়াছেন ? । ১০ ।

জৈমিনি মুনি অনুমানগম্য পরমেশ্বর নিরাকরণ
করিয়াছেন, কিন্তু বেদসমূহ গম্য পরমেশ্বর নিরা-
করণ করেন নাই’ একথা বলিয়া ভগবান্ সূত্রের
সামঞ্জস্য করিলেন । “ইদং জগৎ কর্তৃপূর্বকং

কাণ্ডভূজাঃ ॥ ১১ ॥ ন কথঞ্চিদোপনিষদং পুরুষং
মনুতে বৃহত্তমিতি বেদবচঃ । কথমত্যবেদবিদগোচ-
রতাং গময়েৎ কথং তমমুমানমিদং ॥ ১২ ॥

কাণ্ডভূজাঃ ॥ ১১ ॥ উপনিষদমুপনিষদেকগম্যং বৃহত্তং পুরুষ-
মবেদবিৎ কথঞ্চিদপি ন মনুতে ন বিজানাতীতি বেদবচঃ পরমাত্ম-
নোহবেদবিদগোচরতাং কথয়তি । তথাচ শ্রুতিঃ ‘তং দ্বৌপনিষদং
পুরুষং পৃচ্ছামি নাবেদবিদম্মনুতে তং বৃহত্তমিতি তন্মাদিদং কাণা-
দোক্তমমুমানং তং কথং গময়েদিতি ভাবমিতি পরোপাধায়ঃ ॥ ১২ ॥
ইত্যুক্তং ভাবমাত্মনি বুর্দো দিথায় স মুনিভীকৃষুক্তিশ্রুতৈরীধর-

কার্য্যত্বাৎ ঘটাদিবৎ” এই জগতের অবশ্যই একজন
কর্তা আছে, যেহেতু এ জগৎ একটি কার্য্য । তাহার
দৃষ্টান্ত যেমন ঘটপটাদি । বেদবাক্য না থাকিলেও
এরূপ অনুমানদ্বারা সিদ্ধি হইয়া থাকে । বৈশেষি-
কমতের সৃষ্টিকর্তা কণাদমুনির অনুগামী লোকগণ,
‘শ্রুতি সকল কেবল অনুমানসিদ্ধ অর্থের অনুবাদ
মাত্র’ এরূপ নির্দেশ করিয়া থাকেন’ । ১১ ।

বেদের ‘অনভিজ্ঞলোকে একমাত্র উপনিষদ
গম্য, বৃহৎ পুরুষ পরমেশ্বরকে কোনমতেই জানিতে
পারে না । ঐ বেদবাক্য, পরমাত্মা যে কেবল
বেদগোচর নহে, ইহাই প্রমাণ করিয়াছে । শ্রুতি
যথা—“তং দ্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি না বেদ-
বিদম্মনুতে তং বৃহত্তম্” যিনি কেবল মাত্র উপনিষদ
দ্বারা বোধগম্য, আমি সেই পুরুষকেই জিজ্ঞাসা
করিতেছি । বেদ-অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সেই মহৎ পুরু-
ষকে কখনই জানিতে পারে না । অতএব কণাদ-
মতাবলম্বীদিগের ঐরূপ অনুমান যে কখনই সেই
বেদগম্য পরমেশ্বরকে বুঝাইয়া দিতে পারে না ।
জৈমিনিমুনি, আপনার হৃদয়ে ঐরূপ অভিপ্রায়

ভাববান্ধনি নিধায় মুনিঃ স নিরাকরোহ্মিণিতবুত্তি-
শতৈঃ । অনুমানমীশ্বরপদং কথিতং প্রভবং লয়ঃ
কলমপীশ্বরতঃ ॥ ১৩ ॥ ভবিত্বান্ধদুস্তবিধয়া নিধনা
ন বিরুদ্ধমণি মুনে ক্বচসি । ইতি গূঢ়ভাবমন-
বেক্ষ্য বুধান্তমনীশবাদ্যমিতি ক্রবতে ॥ ১৪ ॥
কিমু তাবতৈব স নিরীশ্বরবাদ্যভবৎ পরাশ্রয়বিদুবাং

পরমেশ্বরান্য নিরাকরোঃ । ভবেশ্বর্যং জগতঃ প্রভবং প্রলয়ঃ
কলম নিরাকরোঃ ॥ ১৩ ॥ ভবিত্বান্ধদুস্তবিধয়া মুনে ক্বচসি
অনুমানমীশ্বরপদং কথিতং ন ক্রবতি । তথা
চোক্তং গূঢ়ভাবমনবেক্ষ্যাবুধান্তং জৈমিনিমনীশ্বরবাদ্যমিতি
কথয়তি ॥ ১৪ ॥ পরমেশ্বরপরামুমানবংশনবাত্রেণ তস্যানীশ্বরবা-
দিত্বং ন সম্ভবতীত্যাহ । কিমু তাবতৈব স পরাশ্রয়বিদুবাং প্রবরঃ

রাখিয়া শততীক্ষ্ণমুক্তিবারা ঈশ্বরবিষয়ক অনুমান
নিরাকরণ করিয়াছেন এবং ঐ পরমেশ্বর হইতে
জগতের উৎপত্তি, লয় ও কল সকল নিরাকরণ
করিয়াছেন । ১২ । ১৩ ।

অতএব মুনিবর জৈমিনির একরূপ বাক্যে আমা-
দের গূঢ় শিক্ষাস্বারা অনুমাত্রণ বিরোধের সম্ভাবনা
নাই । এই কারণেই পণ্ডিতগণ, তাঁহার গূঢ়ভাব
পর্যালোচনা না করিয়া সেই জৈমিনিমুনিকে 'ইনি
ঈশ্বর মানেন না' এরূপ বলিয়া থাকেন । ১৪ ।

পরমেশ্বর বিষয়ক অনুমানের খণ্ডন করাতেই
যে তিনি নিরীশ্বরবাদী, (তিনি ঈশ্বরমানেন না) ইহা
কখনই সম্ভবপর নহে । পরমাশ্রয়ভেদাদিগের
অগ্রগণ্য সেই জৈমিনি মুনি যে, ঐ কারণে নিরী-
শ্বরবাদী হইবেন, তাহাও হইতে পারে না । তাহার

প্রবরঃ । ন নিশাটনাহিততমঃ কচিদপ্যহনি প্রভ
মলিনয়েত্তরণেঃ ॥ ১৫ ॥ ইতি জৈমিনীশ্বরচসাং
হৃদয়ং কথিতং নিশমা যতিকেশরিণা । মনসা
ননন্দ্য কবির্যাটনিতরাং সহ শারদাশ্চ সদসম্পত্তয়ঃ ॥
১৬ ॥ বিদিতাশয়োহপি পরিবর্তিমনার্হিশয়ঃ স
জৈমিনিমবাপ হৃদা । অবগন্তমণ্য বচসাপি পুনঃ স চ
সংস্থতঃ সবিধমাপ কবেঃ ॥ ১৭ ॥ অবদচ্চ শৃণুতি

নিরীশ্বরবাদী অভবৎ । নিশাটনৈশ্বেচকাদিত্তিহাহিতং স্থাপিতং
তমো দিবসে তরণেঃ হৃদয়া প্রভাঃ কচিদপি ন মলিনাং
কুর্গাৎ ॥ ১৫ ॥ ইত্যেবং প্রকারেণ যতিনিংহেন কথিতং জৈমি-
নীর বচমানাং হৃদয়ং নিশমা স কবির্যাট মণ্ডনো মনসাংত্যন্তং
ননন্দ্য । শারদা সহ বর্তমানাশ্চ সভানায়কাত্তথৈব মনস্কঃ ॥ ১৬ ॥
যতিরাজোক্ত্যা বিদিতাভিপ্রায়োহপি স মণ্ডনঃ পরিবর্তী বর্ত-
মামো মনাগীষদিশয়ঃ সংশয়ো বস্য সঃ অসা জৈমিনে ক্বচসাপি
চ তমতিপ্রায়মবগন্তং মনসা জৈমিনিং প্রাপ তদ্য ধ্যানং কৃতবান্

দৃষ্টান্ত দেখুন, রাত্ৰিকালে কৃষ্ণবর্ণ অক্ষকার দেখা
যার সত্য, কিন্তু ঐ তিমির দিবসে কখনই সূর্য্যের
প্রভা মলিন করিতে পারে না । ১৫ ।

যতিদিগের সিংহস্বরূপ শঙ্করাচার্য্য এইপ্রকারে
জৈমিনি বাক্যের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন । তাহা
গ্রহণ করিয়া কবিরর মণ্ডন, মনে মনে অত্যন্ত
আনন্দিত হইলেন । এবং সরস্বতীর সহিত অগ্ণ্যগ্ন
সভানায়কগণ তদ্রূপ মনে মনে অতিশয় আহ্লাদ
প্রকাশ করিলেন । ১৬ ।

যতিরাজের বচনে মণ্ডন সমস্ত অভিপ্রায়ই
জানিতে পারিলেন সত্য, কিন্তু তখনও তাঁহার
অঙ্গমাত্র সংশয় বিদ্যমান রহিল । অনন্তর জৈমি-

স ভাষাকৃতি প্রজ্ঞাহি সংশয়মিমং স্মতে ! । যদ-
বোচনেষ মম সূত্রততে হৃদয়ং তদেব মম নাপরথা ॥
১৮ ॥ ন মমৈব বেদ হৃদয়ং যমিরাডপিতু শ্রুতেঃ
সকলশাস্ত্রততেঃ । যদকুন্তবিষ্যতি ভবন্তদগ্নি হৃদ-
মেব বেদ ন তথা হিতরঃ ॥ ১৯ ॥ গুরুণা চিদেকরস-
তৎপরতা নিরণায়ি হি শ্রুতিশিরোবচসাং । কথ-

স চ জৈমিনিঃ কবে: মণ্ডননা সমীপমবাপ ॥ ১৭ ॥ স জৈমিনিঃ
শৃণুত্যবদন্ত হে স্মতে ! ভাষাকারে শ্রীকরে স তেনোক্ত এব
মুনরাশয় উতাত্ত ইতীমং সংশয়ঃ পরিতজ্জ যতো মম সূত্র-
ততে বৎ হৃদয়মেবঃ অবোচন্তদেব মম হৃদয়ং নাত্তথা ॥ ১৮ ॥
কক ন কেবলং মমৈব হৃদয়ং যমিরাট্ জানাতি অপিতু শ্রুতেঃ
সকলশাস্ত্রততেঃ হৃদয়ং বেদ যচ্চ ভূতং ভবিষ্যৎ বর্তমানং তদ-
পায়মেব বেদেত্তরন্ত ন তথা বেদ ॥ ১৯ ॥

নির বাক্যের ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা
করিয়া মনে মনে তাঁহাকে ধ্যান করিলেন । জৈমিনি
মুনি পণ্ডিতবর মণ্ডনের নিকটে আসিয়া তৎক্ষণাৎ
উপস্থিত হইলেন । ১৭ ।

জৈমিনি বলিলেন—হে স্মতে ! মণ্ডন ! ‘শঙ্কর
যাহা বলিয়াছেন তাহাই আপনার সূত্রের অভি-
প্রায় ? অথবা অন্য কোন অভিপ্রায় ? ভাষাকার
শঙ্করাচার্যের উপর এরূপ সন্দেহ পরিত্যাগ কর ।
এই শঙ্করাচার্য, আমার সূত্রসমুদায়ের যেরূপ অভি-
প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই সত্য জানিবে ।
বস্তুতঃ আমার সূত্রের অভিপ্রায় অন্যপ্রকার নহে ।
। ১৮ ।

যতিপতি শঙ্কর কেবল যে আমার অভিপ্রায়

মেকসূত্রমপি তদ্বিমতং কথয়ামাহং তদুপসাদি-
তবীঃ ॥ ২০ ॥ অলমাকলম্বা বিশয়ঃ স্মৃণু
যে ব্রহ্মশ্যামিমমেব পরং । তদ্বৈবৈহি সংসৃতিনিমগ্ন-

তথাচৈতচ্ছ্রুত এব মমাশ্রয়ো ব্যাসশিষ্যানা মম তদ্বিকল্পকথ-
নাসম্ভবাদিত্যাহ । গুরুণা শ্রীবেদব্যাসেন বেদান্তবচসাং চিদে-
করসতৎপরতা নিরণায়ি তদ্বিকল্পমেকসূত্রমপাহং কথং কথয়ামি
বতন্তম্যং পরিপ্রাপ্তবুদ্ধিঃ ॥ ২০ ॥ তস্যং হে স্মরণঃ ! সংশয়-
মলমাকলম্বালাকৃত্বা বিমুচ্য মম বচনাদ্রহস্যং শৃণু সংসৃতিসাগর-
নিমগ্নজনোত্তরণার্থং গৃহীতবিগ্রহং পরং পূকমং পরমাত্মানং
শিবমেবেবমং ব্রুং জামীহি । বদ্য ইমমেব পরং পূকমমবৈহি

জানেন তাহা নহে, কিন্তু তিনি সমস্ত বেদ ও
অন্যান্য যাবতীয় শাস্ত্র সমুদায়ের অভিপ্রায় বিদিত
আছেন । যাহা অতীত, যাহা ভবিষ্যৎ গর্ভে
নিহিত, যাহা বর্তমান, এ সমস্তই তিনি অবগত
আছেন । শঙ্কর ব্যতীত অন্য আর কেহই তাহা
জানিতে পারে না । ১৯ ।

যেরূপ অভিপ্রায় বলা হইয়াছে, আমি ব্যাসের
শিষ্য হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথাই বলিতে
পারিব না । আমার গুরু বেদব্যাস, বেদান্ত শাস্ত্রের
বাক্য সকল কেবল চিৎস্বরূপ পরমাত্মার নির্ণায়ক
বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন । আমি তাঁহার নিকট
হইতেই বুদ্ধিলাভ করিয়াছি, অতএব আমি সেই
গুরুদেবের বিরুদ্ধে একটি সূত্রও তোমাকে বলিতে
পারিব না । ফলতঃ তাঁহার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্ররূপে
সূত্রের অর্থকর। আমার সাধ্যাত্ত নহে । ২০ ।

হে যশস্বিন্ ! মণ্ডন ! সংশয় পরিত্যাগ করিয়া
আমার বচনানুসারে গুঢ় অভিপ্রায় গ্রহণ কর । যে

জনোত্তরণে গৃহীতবপুঃ পুরুষঃ ॥ ২১ ॥ আদ্যে সত্ব
মুনিঃ সত্যং বিজয়তি জ্ঞানং দ্বিতীয়ে যুগে সত্যো
দ্বাপরনামকে তু স্মৃতি ব্রাহ্মণঃ কলৌ শঙ্করঃ । ইত্যোব-
ক্ষুটমৌরিতোহস্য মহিমা শৈবে পুরাণে যতন্তু
ত্বং স্মৃতে । মতে ত্বমতরঃ সংসারবার্ধিঃ তরৈঃ ॥
২২ ॥ ইতি বোধিতবিজয়রৌহন্তরধাম্মনসোপশু-
-

ননু নির্দিষ্টহস্য তস্য কথং তত্ত্বত্যাগক্যাহ সংহতীতি ॥ ২১ ॥
ননু কৃতএতজ্জ্ঞানমিতি চেত্তত্রাহ যত আদ্যে কৃতযুগে সত্বমুনিঃ
কপিলাচার্য্যঃ সত্যং জ্ঞানং প্রযচ্ছতি । দ্বিতীয়ে ত্রেতা-সংজ্ঞকে
যুগে সত্বঃ । দ্বাপরনামকে তু স্মৃতি ব্রাহ্মণঃ কলৌ শঙ্করঃ । ইত্যোব-
ক্ষুটমৌরিতোহস্য মহিমা শৈবে পুরাণে ক্ষুটং যথাত্মতথা যতঃ কথিত ত্বমাং
তত্ত্ব মতে হে স্মৃতে ! ত্বমতরঃ প্রবিত্তোহভবঃ । ততঃ কিমিতি
তত্রাহ সংসারসমুদ্রঃ তরৈ জীর্ণো ভব শার্দ্দ ॥ ২২ ॥ ততঃ কিং
ব্রতমিতি অপেক্ষামাহ । ইত্যোব বোধিতো বিজয়রৌহন্তরধাম্মনো

সমস্ত লোক সংসার সাগরে নিমগ্ন, তাহাদিগকে
উত্তীর্ণ করিবার নিমিত্ত শঙ্কর শরীর ধারণ করিয়া-
ছেন । অতএব যিনি একগুণে তেজস্বী সমুখে
বিদ্যমান আছেন এই শরীরধারী পুরুষকে তুমি
পরমাত্মারূপে এবং শিবরূপে অবগত হও । ২১ ।

আমি জানিয়াছি, যিনি সত্যযুগে কপিলাচার্য্য
হইয়া সজ্জন দিগকে জ্ঞান দান করিতেন ; ত্রেতা-
যুগে যিনি স্বয়ং দক্কাভ্যেয় হইয়াছিলেন ; যিনি
দ্বাপরযুগে বুদ্ধিমান বেদব্রাহ্মণ নামে কথিত হই-
য়াছিলেন ; তিনিই কলিকালে শঙ্কর হইয়া
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । তাঁহার এইরূপ মহিমা
শৈবপুরাণে স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে । অতএব
হে স্মৃতে । তুমি তাঁহার মতে প্রবেশ কর ।

যমিনামুঘভং । স চ ব্যয় জুপরিষৎ গ্রন্থঃ প্রণিপত্য
শঙ্করম্বোচদাদম ॥ ২৩ ॥ বিদিতোহস্তি সম্প্রতি
তবান্ জগতঃ প্রকৃতি নিরন্তরমভ্যতিশয়ঃ । অব-
বোধমাত্রবপুঃপূর্য্যবুধোদ্ধরণায় কেবলমুপাত্তত্বঃ ॥
২৪ ॥ যদেকমুদিতং পদং যতিবরত্রয়ীমন্তকৈ-

মেন স জৈমিনি যমিনাং ঋষতঃ মনসা আলিঙ্গ্যন্তর্ধানমগাৎ ।
স চ ব্যয়জ্ঞানঃ ইজ্যাপীলানাং সদসি প্রমুখঃ শ্রেষ্ঠো মণ্ডনঃ
শঙ্করঃ প্রণিপত্যেনং বক্ষ্যমাণম্বোচৎ প্রঃ ॥ ২৩ ॥ সম্প্রতি
তবান্ বিদিতোহস্তি কোহস্য বহুমিতি তত্রাহ । জগতঃ
প্রকৃতিঃ কারণমতএব নিরন্তরমভ্যতিশয়ঃ জগৎ কারণস্য কলৌ-
কথং সিন্ধুস্রাবামগরস্য জিহীর্ষাহপরস্য জিহীর্ষয়ামতস্ত সিন্ধু-
কেত্যানবস্থিত্যপাতাৎ । ননু সাংখ্যান্যভিমতং প্রধানাদি-
রূপং মাং জ্ঞানাসীতি চেত্তত্রাহ । অববোধমাত্রবপু ননু বিগ্রহবস্তঃ
মাং কথমেবং জ্ঞানাসীতি চেত্তত্রাহ । এবং তুতোহপ্যমদ্যজ-
জনোদ্ধরণায় কেবলং গৃহীতবিগ্রহো ন তু বস্ততন্ত্বানিত্যর্থঃ
॥ ২৪ ॥ অববোধোদ্ধারশ্চ ত্বয়া সম্পাদিত এব । বেদান্তবেদ্যা-
স্থাপনাদিত্যাশয়েনাহ । আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ

প্রবেশ করিলে তুমি অনায়াসে সংসার সমুদ্র
হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে । ২২ ।

এইরূপে বিজয়র মণ্ডনকে বুঝাইয়া দিয়া
জৈমিনি মুনি, যতিবর শঙ্করকে মনে মনে আলিঙ্গন
করিয়া শীঘ্র অন্তর্ধান হইলেন । অনন্তর যাগ-
শীল লোক দিগগের সভায় যিনি একমাত্র অগ্রগণ্য
সেই মণ্ডন তখন শঙ্করকে প্রণাম করিয়া বলিতে
লাগিলেন । ২৩ ।

সম্প্রতি আমি আপনাকে জানিতে পারিয়াছি ।
আপনি জগতের একমাত্র কারণ বলিয়া মমতা
সকল একেবারে নিরন্তর করিয়াছেন । সাংখ্যা

স্তদন্ত পরিপালকত্বমসি তত্ত্বমস্তায়ুধঃ । পরং গলি-
তসৌগতপ্রলপিতাকুপান্তরেপতৎ কথমিত্যভ্যর্থ্য
প্রলয়মদ্য নাপৎস্ততে ॥ ২৫ ॥ প্রবুদ্ধোহিহং স্বপ্না-

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব সৌম্যেবমগ্র আসীদেক মেব
দ্বিতীয়মিত্যাদিভিঃ ঋগ্ যজুঃসামাখ্যবেদত্রয়ীমত্ৰৈকৈ র্মদেকং পদং
কথিতং তস্যান্ত পদন্ত তত্ত্বমস্তায়ুধঃ পরং কেবলং পরি-
পালকোহসি । অন্তর্থা গলিতাঃ পূমর্থভ্রষ্টা বে সৌগতাত্তৈঃ প্রল-
পিতলক্ষণত্বাকুপস্তান্তরেহদ্যপতৎ তৎ পদং কথমিব প্রলয়ং
নাপৎস্ততেহপি তু প্রপৎস্ততএব পৃথী ॥ ২৫ ॥ কিঞ্চ যথা কচ্চন

শাস্ত্রে যদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষের বিষয় বর্ণিত আছে
তদ্রূপ আপনিও বোধ (জ্ঞান) স্বরূপ । আপনার
শরীর দেখিয়া কোনও আশঙ্কা হয় না । কারণ,
আপনি জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও কেবল অজ্ঞদিগকে
উদ্ধার করিবার বাসনায় মানবীয় দেহ ধারণ করি-
য়াছেন, নতুবা আপনার কোন প্রাকৃতিক শরীর
নাই । ২৪ ।

বেদান্ত, বেদ ও পরমাত্ম স্থাপন করিয়া আপনি
অজ্ঞদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন । “আত্মা ইদমেক-
এবাগ্র আসীৎ” ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ’ একমেবা
দ্বিতীয়ম্’ ইত্যাদি ঋক্, যজু ও সাম এই তিনটী
বেদের মন্তকদ্বারা যে এক পদটী কথিত হইয়াছে,
আপনি ‘তত্ত্বমসি’ “বেদবাক্যের অন্ত্রস্বরূপ হইয়া
সেই পদের একমাত্র পালন কর্তা । নতুবা পুরু-
ষার্থ বিহীন বৌদ্ধগণ যে সমস্ত প্রলাপ করিয়া-
ছিল, সেই প্রলাপরূপ অন্ধকূপের মধ্যে পতিত
হইয়া সেই বেদের পদ এতদিনে লয়প্রাপ্ত হইত ।
বাস্তবিক আপনি রক্ষা না করিলে বৌদ্ধগণ যে

দ্বিতি কৃতমতিঃ স্বপ্নমপরং যথা মুঢ়ঃ স্বপ্নে কলয়তি
তথা বোহবশগাঃ । বিমুক্তিং মন্যন্তে কতিচিদিহ
লোকান্তরগতিং হসন্ত্যেতান্ দাসান্তবগলিতমায়াঃ
পরশুরোঃ ॥ ২৬ ॥ মুহুর্ধিগ্ধিগ্ ভেদিপ্রলপিত-
বিমুক্তিং যত্নদয়েহপ্যসারঃ সংসারোবিরমতি ন কর্তু-

মুঢ়ঃ স্বপ্নে শ্রমং প্রাপ্য সুপ্তা প্রবুদ্ধঃ প্রবোধরূপমপরং স্বপ্ন-
এবাহং স্বপ্নাৎ প্রবুদ্ধ ইতি কৃতবুদ্ধিঃ কলয়তি মন্ততে । তথৈহ
লোকে কেচিদবিবেকবশবর্তিনো বদ্ধরূপামেব লোকান্তর-
গতিং বিমুক্তিং মন্তস্তে । তব পরশুরো দাসান্ত বিগলিতমায়া
এতান্ হসন্তি শি০ ॥ ২৬ ॥ তস্মাৎভেদবাদিপ্রলপিতবিমুক্তিং

বেদের চরণ ভগ্ন করিয়া দিত, তৎপক্ষে আর কোন
সংশয় নাই । ২৫ ।

যে রূপ কোন মুঢ় ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় নিদ্রিত
হইয়া নিদ্রা হইতে যখন জাগরিত হয়, তখন স্বপ্না-
বস্থায় আমিই ছিলাম এবং স্বপ্ন হইতে আমিই
জাগরিত হইয়াছি” এরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া পরে
জাগরণ নামে আর একটী স্বপ্ন অনুভব করে;
তদ্রূপ এই জগতে কতকগুলি অবিবেক সম্পন্ন লোকে
বদ্ধনরূপ পরলোকের গতিকেই বদ্ধন হইতে মুক্তি-
লাভ বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন । আপনি পরম-
শূর, আমরা আপনার দাসানুদাস । যখন আমা-
দের মায়া (অজ্ঞান) বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তখন
আমরা ঐ সকল অবিবেকী ভ্রান্তদিগকে দেখিলেই
উৎকট পরিহাস করিব । ২৬ ।

অতএব ষাঁহারা ভেদবাদী, সেই সমস্ত বৌদ্ধ-
গণের প্রলাপ বাক্যদ্বারা অসৎ যুক্তিকে বারম্বার
ধিক্ । ঐ অসৎ যুক্তির যদি উদয় হয় তথাপি

হৃদয়ঃ । ভৃশং বিবন্ ! মোদে হিরন্ময়বিমুক্তিঃ হৃদ-
দিতাং তবাতীতা যেয়ং নিরবধিচিদানন্দলহরী ॥২৭॥
অবিদ্যারাক্ষস্যা গিলিতমখিলেশং পরশুরো ! পিচণ্ডং

হৃদ বিধিগু বভো যত্না উদরেহপি কর্ভুপ্রমুখোহসারঃ সংসারো
ন শামতি । স্তব্ধতাং হিরন্ময়ং বিমুক্তিঃ মোদে অহুমোদে । বতঃ
সর্বানর্থনিবৃত্তিপূর্বকপরমানন্দপ্রাপ্তিরূপেত্যাহ সেয়ং হৃদ-
স্বরূপস্বরূপায়া এবভূতারা অপি নাশবদেহরূপাদেবত্বং তাদিত্যতঃ
হিরন্ময়ত্বকং ॥ ২৭ ॥ কিঞ্চিৎবিদ্যালক্ষণা রাক্ষস্যা গিলিত-
মখিলেশং হে পরশুরো ! অস্তাঃ পিচণ্ডমুদরং ভিক্ষা সরভসং যথা-

কর্ভু-বিশিষ্ট এই অসার সংসারের লোপ হয় না ।
কিন্তু আপনি যে চিরস্থায়ী মুক্তির কথা বলিয়াছেন,
আমি অবশ্য তাহার অনুমোদন করি । কারণ,
আপনি যে মুক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহার উদয়-
হইলে আর সংসারে আসিতে হয় না । অধিকন্তু
সমস্ত অশুভ নিবৃত্ত হইয়া নিরবধি, অনন্ত পরমা-
নন্দ লাভ হইয়া থাকে । ঐ মুক্তি চিৎস্বরূপস্বতরাং
তাহা সকলেরই অনুমোদনীয় ॥ ২৭ ॥

হে পরমশুরো ! পূর্বে অবিদ্যা রাক্ষসী অখিল
জগতের ঈশ্বরকে গিলিয়া ফেলিয়া ছিল । পরে
সবেগে ঐ রাক্ষসীর উদর বিদীর্ণ করিয়া ঐ উদরের
মধ্য হইতে আপনি অখিলেশ্বর পরমাত্মার উদ্ধার
করিয়াছেন । রাক্ষসযুবতিগণ ঐহাকে বেঁটন
করিয়া ছিল, কিন্তু একেবারে গিলিয়া উদরসাৎ
করে নাই । তাহার মধ্যে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধী-
শ্বর রামচন্দ্রের প্রিয়তমা সতী সীতাকে দর্শন করিয়া
হনুমান্ রাক্ষসদিগের যুবতি কামিনী দিগকে বধ
করিয়া তাঁহার উদ্ধার করিয়া ছিলেন । এই কারণে

ভিক্ষাহিন্যাঃ সরভসমমুখাছদহরঃ । বতাং পশ্যান্
রক্ষোযুবতিভিরমুখ্য প্রিয়তমাং হনুমান্নোকেড্যন্তব ভু-
কিয়তী স্যান্মুহিততা ॥ ২৮ ॥ জগদার্তিহমনবগমা
পুরা মহিমানমীদৃশমচিস্ত্যমহং । যদহং পুরাহত্রবমসা
স্পৃতমপ্যাখিলং ক্ষমস্ব করুণাজলধে ! ॥২৯॥ কপি-
লাক্ষপাদকণ্ডুকপ্রমুখা অপি মোহমীযুরমিত-

সাত্ত্বাহমুখাছদহরঃ সকাশাছদহরঃ উক্তবানসি । তথাচ রক্ষসাং
যুবতিভি বৃতাং ন তু গিলিতাং তজাপ্যমুখ্যখিলেশস্য রামচন্দ্র-
স্ততঃপ্রিয়তমাং সীতাং ন তু তং তজাপি পশ্যান্ ন তু রক্ষোযুবতি
নাশেনাহরং হনুমান্ লোকেড্য এবভূতস্ত তব তু মহতা কিয়তী
স্যাৎ তস্যাঃ পরিমাণং নাস্তীত্যর্থঃ ॥২৮॥ এবং স্তব্য সন্মুখী-
কৃত্য ক্ষমাপরতি । হে জগদার্তিহন ! ঈদৃশমচিস্ত্যমহিমানং পূর্ব-
মবুজা যদহমত্যাগ্যং পুরাহত্রবং তৎ সর্বং ক্ষমস্ব যতো হে করুণা-
সমুদ্র ! ॥২৯॥ এবং ক্ষমাপ্য পুনঃ স্তোতি । অপরিমিতপ্রতিভাঃ

হনুমান্ সকলের পূজ্য হইয়াছেন । যদি ইহা দ্বারা
হনুমানের এতদূর মাহাত্ম প্রচার হইয়া থাকে,
তাহা হইলে আপনার মহত্ব যে কতদূর হওয়া
উচিত, তাহার পরিমাণ করা আমাদের অসাধ্য ।
। ২৮ ।

এইরূপে স্তবদ্বারা তাঁহাকে সন্মুখীন করিয়া
মণ্ডন, শঙ্করের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন । হে
জগতের পীড়া নাশক ! হে করুণাসিন্ধো ! আমি
এরূপ অচিন্তনীয় মহিমা না জানিয়া পূর্বে যে
সমস্ত অত্যাচার কটুবাণ্য বলিয়াছি, এক্ষণে নিজগুণে
আপনি সে সমস্তই ক্ষমা করিবেন । ২৯ ।

ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পুনর্ববার স্তব করিতে
লাগিলেন । ঐহাদের স্বভাবিক বুদ্ধিশক্তি অপরি-

প্রতিভাঃ । প্রতিভাবিনির্গমবিধাবিতরঃ প্রভবেৎ
কথং পরশিবাংশমূতে ॥ ৩০ ॥ সমেতৈরেতৈঃ
কিং কপিলকণ্ডুগগৌতমবচস্তমন্তোমৈশ্চেতো-
মলিনিমসমারম্ভগচণৈঃ । সুধাধারোদ্ধারপ্রচুরভগ-
বৎপাদবদনপ্ররোহদ্বাহারামৃতকিরণপুঞ্জে বিজ-
য়িনি ॥ ৩১ ॥ ভিন্দানৈ দেবমৈতৈরভিনবয়বনৈঃ

কপিলগৌতমকণাদপ্রভৃতয়োহপি প্রতিভাবিনির্গমবিধৌ মোহঃ
প্রাপ্তাঃ । তত্র পরশিবাংশং ভ্রূং বিনা অন্যঃ কথং প্রভবেৎ ॥ ৩০ ॥
তথাচেদানীং তেষাং বচস্তমঃপুঞ্জা অকিঞ্চিৎকরা এবোক্ত্যাহ ।
সমেতৈরিত । সুধাধারোদ্ধারপ্রচুরভগবৎপাদমুখলক্ষণা-
চ্চক্রাং প্ররোহস্তো ব্যাহারলক্ষণা অমৃতকিরণান্তেষাং পুঞ্জে
বিজয়িনি সতি মনসো মলিনিয়ো মালিন্যস্য সমারম্ভগেন চণৈ-
শ্চৈতৈঃ প্রতীতৈরেতৈঃ কপিলাদিবচস্তমন্তোমৈশ্চিলৈতৈরপি কিং
স্বকাব্যকরণায় স্বাত্মমণ্যশক্তত্বাৎ শি০ ॥ ৩১ ॥ দুর্জাদিতি কীয়াপ্তা

মিত, সেই সমস্ত কপিল, গৌতম ও কণাদ প্রভৃতি
মুনিগণ, শ্রুতির তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে গিয়া সক-
লেই মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন । সুতরাং বেদের
অভিপ্রায় নির্বাচন করিতে পরাংপর পরমাত্মস্বরূপ
সদাশিবের অংশ (আপনি) ব্যতীত অন্য আর কেহই
সমর্থ হইবে না । ৩০ ।

কপিল ও গৌতমাদির বাক্য অকিঞ্চিৎকর । কারণ,
অমৃতধারার প্রচুর প্রকাশ হওয়াতে ভগবানের চরণ ও
বদনরূপ চন্দ্র হইতে যে সমস্ত বাক্যরূপ অমৃত
কিরণ অঙ্কুরিত হইয়াছে, এই সমস্ত অমৃতকিরণের যদি
উৎকর্ষ বৃদ্ধি হয় ; তবে মনের মালিন্য কর্তারূপ
তিনি়র রাশি একত্র মিলিত হইলেও কিছু হইতে
পারে না । ৩১ । দুর্জবাদীগণ ভুমণ্ডল ব্যাপ্ত করি-

সদাবীভক্তনোংকৈ বীয়াপ্তা সর্কৈয়মূর্বা ক জগতি
ভজতাং কৈব মুক্তিপ্রসক্তিঃ । যদ্বা সমাদিরাজা
বিজিতকলিমলা বিমুক্তত্বানুরক্তা উজ্জ্বলন্তে
সমস্তাদিশিদিশি কৃতিনঃ কিং তয়া চিন্তয়া মে ॥
৩২ ॥ কথমল্পবুদ্ধিবিসৃতিপ্রচয়প্রবলোরগকতি-

দুর্জামালোচ্যোক্ত্যং চিন্তাং দর্শয়তি । দেবং পরমাত্মলক্ষণাং
দেবপ্রতিমাং ভিন্দানৈঃ ভক্তদনপটৈর যোহমদেন মন্তৈ রেতৈ-
রুপলভ্যমাণৈ কীাদিলক্ষণাভিনবয়বনৈঃ শ্রুতিলক্ষণাসঙ্গাভ-
জনোংমূকৈঃ সর্কৈয়ং ভূমি কীয়াপ্তা । ততশ্চ জগতি এবস্থিধানাং
সেবতাং কস্মিন্ দেশে কস্মিন্ কালে বা মুক্তিপ্রসক্তিঃ কৈব কাপি
কাপি নাস্তি । পুনরাচার্য্যশিষ্যানালোচ্যাহ যদ্বা সমাদী ভবান্
রাজা যেবাং তে বিজিতকলিমলা বিমুক্তত্বানুরক্তা বশীকৃতচিত্তা

য়াছে দেখিয়া মণ্ডন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগি-
লেন । যাহারা পরমাত্মদেবের প্রতিমা ভেদ করিয়া
থাকে ; যাহাদিগকে অবিরত মোহমদে মত্ত দেখা
যায়, এই সমস্ত দুর্দান্ত বাদীরূপ অভিনব যবনগণ,
শ্রুতিরূপ সংগাতির ভঞ্জনরূপ অনিষ্টাচরণে একান্ত
উৎসুক হইয়া এই সমস্ত ভূমি ব্যাপ্ত করিয়া রাখি-
য়াছে । অনন্তর জগতে যাহারা এরূপ লোকদিগকে
সেবা করিয়া থাকে, তাহাদিগের কোন দেশে
কস্মিন্ কালেও মুক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই । আচা-
র্য্যের শিষ্য সকল বিদ্যমান দেখিয়া পুনর্ব্বার মণ্ডন
আলোচনা করিতে লাগিলেন—ভুবনে যে সমস্ত
আপনার সংবাদী শিষ্য আছে, আপনি তাহাদিগের
মধ্যে রাজা । যাহারা কলিকালের মালিন্য জয়
করিয়াছেন ; যাহারা বিমুক্তত্বে একান্ত অনুরক্ত ;
যাহারা হৃদয় বশীভূত করিয়াছেন ; আপনার এরূপ
শিষ্য সকল যখন দিগ্ভ্রমণের চারিপার্শ্বে বিরাজমান,

হতাঃ প্রত্যয়ঃ। ন যদি স্বহৃদ্যমৃতসেক্ষতা বিহ-
রেয়ুরান্নবিধৃতানুশয়াঃ ॥ ৩৩ ॥ ভবদুঃসূক্ত্যমৃত
ভানুকরা ন চরেয়ুরাণি ! যদি কঃ শময়েৎ। অতিতী-
ত্রঃসহভাষ্য করপ্রচুরাতপপ্রভবতাপমিমম্ ॥ ৩৪ ॥

ভবদ্বিবা নিশিদিশি সমস্তাবিলম্বিতভবতাপ চিন্তয়া মম কি
ন কিমপিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ কিঞ্চ অশ্লবুদীনানং বা বিদুতয়ে
ব্যাখ্যান্তাস্য প্রচারঃ প্রচারঃ ন এব প্রবলোরগতং কর্তৃককৃত্যঃ
হতাঃ প্রত্যয়ে যদি তুহুজিলক্ষণামৃতসেকেন ধৃতা ন তু তুহু-
অনি কৃত্যভিপ্রায়াঃ কথং বিহরেয়ুঃ জীবনং লভ্যা বিহারং কুর্-
রিত্যর্থঃ প্রঃ ॥ ৩৩ ॥ কিঞ্চ ভবদুঃসূক্তিলক্ষণামৃতভানোঃ
সুধাকিরণম্য চন্দ্রস্য ভানবোহং শবো হে আৰ্য্য ! যদি ন বিচরেয়ু-
দৃঢ়্যতিতীত্রস্তাতএব হঃসহস্য ভবলক্ষণস্যোক্ষভানোঃ সূর্য্যস্ত
প্রচুরাতপাৎ প্রভবো যস্ত তথাভূতমিমমমৃতভূতমানং তাপং কঃ
শময়েৎ। অতিতীত্রো হঃসহঃ ভবোক্ষকর প্রচুরাতপপ্রভ-
বস্তাপস্তমিমমিতি বা ॥ ৩৪ ॥ অতএবৈবদ্বিধোহপ্যহং তুরো-

তখন আর আমার ঐরূপ অশুভ চিন্তায় প্রয়োজন
কি ? ৩২।

যাহারা অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন, তাহাদিগের বেদের
যে সমস্ত দুর্ভেদ ব্যাখ্যা আছে, ঐ সমস্ত ব্যাখ্যা
প্রবল ভুলজঙ্ঘরূপ ; ঐ সর্পের দংশনে যে সকল
শ্রুতি মরিয়া গিয়াছে ; তাহাদের উপরে যদি আপ-
নার বচন সূত্রায় সিদ্ধন না হইত, তাহা হইলে শ্রুতি
সকল আত্মতত্ত্বের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ
(জীবন লাভ করিয়া) কিরূপে বিহার করিতে
পারিত ? ৩৩।

হে আৰ্য্য ! আপনার সুমধুর বচন (বেদবাক্য)
রূপ শীতকিরণ চন্দ্রমার রশ্মি সকল জগতে না
ধাকিলে অতিশয় তীক্ষ্ণ ও অসহ্য, সংসাররূপ উষ্ণ-

বত কৰ্ম্মরত্নমধিরুহ তপঃ প্রভগেহদারহুতভূতাদনৈঃ।
অতিরুঢ়মানভরিতঃ পতিতো ভবতোহুতোহস্মি
ভবকূপবিলাৎ ॥ ৩৫ ॥ অহমাচরং বহুতপোহহকরং
ননু পূৰ্ব্বজন্মহু নচেদধুনা। জগদীশ্বরেণ করুণা-
নিধিনা ভবন্তা কথা মম কথং ঘটতে ॥ ৩৬ ॥ শাস্তি-

জুতোহস্মীত্যাহ। বত খেদে হর্ষে বা কৰ্ম্মরত্নমধিরুহ তপ-
আদিভিরতিরুঢ়াভিমানেন ভরিতো ব্যাপ্তঃ সংসারকূপবিলে।
পতিতোহহং তন্নাং ভবতোহুতোহস্মি ॥ ৩৫ ॥ নথেকসৌক-
রণেহপরস্তাহুর্করণে বৈবম্যং মম শ্রাদিতি চেৎ। তৎ কৃতস্মৃকৃত-
হুতাহুসারিষ্যস্তব নেত্যাহ। অহং পূৰ্ব্বজন্মহু নিশ্চয়েনানু-
করমতিকষ্টসাধ্যং বহুতপোহচরং। নোচেদধুনা অগ্নিন্ জন্মনি
করুণানিধিনা জগদীশ্বরেণ ভবতা সহ মমাস্তাস্তারোগ্যস্ত কথা-
কথং ঘটতে ॥ ৩৬ ॥ অতোহসংখ্যাটৈতরেব পুণ্যৈঃ স্তুতয়ো-

কিরণ সূর্য্যাদেবের বহুল আতপ তাপ আর কিরূপে
শাস্ত হইত ? ৩৪।

যদিচ আমিও ঐরূপ সংসার তাপে তাপিত ;
যদি চ আমি ঐরূপ সংসার সাগরে নিমগ্ন ; তথাপি
আপনিই কেবল কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার করি-
য়াছেন। হায় ! আমি কৰ্ম্ম যন্ত্রে আরোহণ করিয়া
তপস্যা, শাস্ত্রানুশীলন, গৃহ, দার, পুত্র, ভৃত্য এবং
অর্থদ্বারা অভিমানে একান্ত আক্রান্ত এবং সংসার
কূপের গর্ভে একান্ত পতিত হইয়াছি। কিন্তু
আপনি তাহা হইতেও আমাকে উদ্ধার কবিরার
কারণ। ৩৫।

“আপনি আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, অথচ
অপরকে উদ্ধার না করাতে আপনার বৈবম্য দোষ
ঘটে নাই’। কারণ শুভাশুভ ঘটনা সকল স্মৃকৃত

প্রাক্তকৃতাস্থুরং দমসমুদ্রাসোল্লসৎপল্লবং বৈরাগ্য-
 ক্রমকোরকং সহনতাবল্লীপ্রসূনোৎকরং । একাগ্রীষ্ম-
 মনোমরন্দবিসৃতিং শ্রদ্ধাসমুদ্যাৎফলং বিন্দেয়ং
 শৃঙ্গরো গিরাং পরিচয়ং পুণ্যৈরগণ্যৈরহং ॥ ৩৭ ॥
 ত্রিদিবৌকসামপি পুমর্থকরীমিহ সংসরজ্জন-
 বিমুক্তিকরীং । করুণোন্মিলাং তব কটাক্ষবরী-
 মবগাহতেহত্র খলু ধন্যতমঃ ॥ ৩৮ ॥ কেচিচ্চক-

স্তব গিরাং পরিচয়ং লব্ধবানস্মি তং বিশিনষ্টি । শাস্তিরূপেণ পরি-
 গতস্ত প্রাক্তকৃতস্ত স্মৃক্তস্ত বীজভূতস্যাস্থুরং । দমসমুদ্রাসন্তোহ-
 সন্তং পল্লবং । বৈরাগ্যলক্ষণপারিজাতস্ত কোরকং কলিকাহৃতং ।
 তিতিক্ষাবল্ল্যাঃ প্রসূনোৎকরং পুষ্পনিচয়ং । একাগ্রীষ্মমস-
 সমাধানপুষ্পস্য মরন্দবিসৃতিং মকরন্দবিত্তারং । শ্রদ্ধায়াঃ সমুদ্যাৎ
 ফলং । তথাচ শাস্ত্যাদিমত্যাধিকারিণা গভাৎ তমহমসংখ্যাতৈঃ পুরা-

পূরাকৃতৈঃ পুণ্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মীত্যহো মত্তাগামাহাশ্বামিতি ভাবঃ
 শাং ॥ ৩৭ ॥ অতোহত্মাস্মিন্ লোকে তব কটাক্ষবরীং ধন্যতমো-
 হবগাহতে । তাং বিশিনষ্টি । দেবানামপি চতুর্বিধপুরুষার্থকরীং ।
 ইহ চ সংসরতাং জনানাং বিমুক্তিকরীং । করুণালক্ষণোন্মিভি-
 র্কাণ্ডাং প্রাং ॥ ৩৮ ॥ নহু প্রমদালীলাসু লোলাশয়ানামুক্ত-

ও দুষ্কৃত কর্মের অনুগামী । সুতরাং তাহারা
 দ্বারা আপনার ঐ দোষ ঘটিতে পারে না । আমি
 নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে কত কষ্টসাধ্য দুষ্কৃত তপস্যার
 অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম । নচেৎ ইহ জন্মে করুণা-
 সিন্ধু জগদীশ্বরের (আপনার) সহিত আমার
 (অত্যন্ত অযোগ্য পাত্রের) কিরূপে কথা বার্তা
 হইল ? । আপনার সহিত যে হতভাগ্যের আলাপ
 হইয়াছে, ইহা যে আমার পূর্ব জন্মার্জিত কষ্ট-
 সাধ্য তপস্যার ফল, তাহাতে আর কোন সংশয়
 নাই । ৩৬ ।

বাস্তবিক আমি পূর্বজন্মার্জিত অগণ্য পুণ্য-
 পুঞ্জদ্বারা আপনার বাক্যের পরিচয় লাভ করিতে
 পারিয়াছি । আপনার বাক্যের পরিচয় লাভ সাধারণ
 বস্তু নহে । কারণ, পূর্বজন্মে যদি কেহ কখন কিছু
 স্মৃক্ত সঞ্চয় করিয়া থাকে, আপনার বাক্য পরিচয়-
 শাস্তিরূপে পরিণত হইয়া ঐ সঞ্চিত স্মৃক্তরাশির
 অঙ্কুর ; দমগুণের সুন্দর পল্লব ; বৈরাগ্য পারি-
 জাতের নূতন কলিকা ; ক্রমালতার কুসুমরাশি ;

সমাধি কুসুমের মকরন্দ প্রবাহ, ও শ্রদ্ধার নবোদিত
 ফলরাশি । শান্ত, দান্ত এবং তিতিক্ষু প্রভৃতি
 বেদের অধিকারী লোকে যাহা লাভ করিয়া থাকে,
 আমি পূর্বজন্মের পুণ্যপ্রভাবে তাহাই লাভ করি-
 য়াছি । সুতরাং আমার শুভাদৃষ্টের মহিমা কি
 করিয়া আর আপনাকে জানাইব । ৩৭ ।

এই জগতে—যে ব্যক্তি আপনার কটাক্ষ
 শ্রোতে অবগাহন করিতে পারে সে ব্যক্তিই
 সংসারে ধন্য । শুদ্ধ আমর জন্য নহে, যদি স্বর্গ-
 বাসী দেবতাগণও আপনার কটাক্ষের কিয়দংশ
 লাভ করিতে পারেন, তবে তাঁহাদেরও অবোধে ধর্ম
 অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বিধ পুরুষার্থ লাভ হইয়া
 থাকে । এই জগতে যাহারা সংসারী মনুষ্য, তাহা-
 দিগের ভববন্ধন মোচনের ঐ এক মাত্র উপায়
 আছে । আপনার কটাক্ষ নির্বাণে কৃপাতরঙ্গ অবি-
 রত প্রকাশিত রহিয়াছে । যদি কোন সূত্রে একবার
 উহাতে অবগাহন করা যায়, তাহা হইলে তাহার
 কাছে মুক্তিলাভ অতি অকিঞ্চিৎ কর বস্তু । ৩৮ ।

লোচনাকুচতটীচেলোচ্চলোচ্চালনস্পর্শদ্রাক্ পরিরস্ত-
সম্ভ্রমকললীলাসু লোলাশয়াঃ । সম্ভ্রুতে কৃতি-
নস্ত নিস্তলয়শঃকোশাদয়ঃ শ্রীগুরুব্যাহারক্ রিতা

ব্যব্যবগাহনা সম্ভবাং কথমিহ সংসরতাং বিমোক্ষকরত্বং তত্তা
ইত্যশঙ্ক্যাহ । কেচিদেতে বিষয়িনশ্চকলে লোচনে বাসাস্তাসাম-
জনানাং কুচতটীবৈত্রকদেশোচ্চালনাদিরূপাসু লীলাসু চক-
লাস্তঃকরণাঃ সন্তি চেৎ সন্ত । তথাণ্যমী বশীকৃতচিত্তা অপ্রতিন-
যশসাং কোশাদয়ঃ পাত্রমঞ্জুবাতিরূপাঃ শ্রীকুরোস্তব ব্যাহারেভাঃ
স্মরিতস্ত নিঃসৃতস্যামৃতস্য ঘোহকিত্তস্য লহরীলক্ষণাসু দোলাসু
খেলন্তি । তত্র দ্রাক্ পরিরস্তং বাটিতি আলিঙ্গনং সম্ভ্রমস্তরয়াকালে

কেহ কেহ বলিবেন, আচার্য্যের কটাক্ষশ্রোত
দেবতাদিগকে মুক্তিপ্রদান করিতে পারে সত্য,
কিন্তু সাংসারিক মনুষ্যদিগকে মুক্তিদান করা
একান্ত অসম্ভব । কারণ, এই জগতে যে সমস্ত চকল
নয়না কামিনী আছে, তাহাদিগের স্তনের উপরি-
ভাগের বসন ধরিয়া প্রথমে উর্দ্ধদিকে গ্রহণ-অনন্তর
স্পর্শ-অনন্তর শীঘ্র গাঢ় আলিঙ্গন-অনন্তর ত্বরাপ্রযুক্ত
অনমন্যে অলঙ্কারের এক স্থান হইতে অন্যস্থানে
পতন-অনন্তর শিল্পনৈপুণ্য-পরে বাক্য-গমন ও
বিবিধ চেষ্টা দ্বারা প্রিয়তমের অনুকরণ করা-
ইত্যাদি রমণীগণের সুন্দর লীলা লহরীতে যাহা-
দের অন্তঃকরণ মগ্ন হইয়া চকল হইয়া থাকে,
তাহারা কি কারণে আর আপনার কটাক্ষ শ্রোতে
অবগাহন করিবে? এবং আপনার ঐ কটাক্ষলহ-
রী বা কিরূপে আর ঐ সাংসারিক ব্যক্তিদিগকে
মোক্ষপ্রদান করিবে? বস্তুতঃ ঐ সকল বিষয়ী-
লোক পূর্বোক্ত রমণীগণের এরূপ খেলা ও লীলা-

যতাকিলহরীদোলাসু খেলন্ত্যমী ॥ ৩৯ ॥ চিন্তা-
সন্তানতস্তপ্রথিতনবভবংসূক্তিমুক্তাকলৌঘৈরুদ্যদৈশ-
দ্যসদ্যঃপরিস্কৃততিমিরৈ হারিণিগে হারিণোহমী । সন্তঃ
সন্তোষবস্তো যতিবর ! কিমতো মণ্ডনং পণ্ডি-
তানাং বিদ্যা হৃদ্যা স্বয়ং তান্ শতমথমুখরান্
বারয়ন্তী বৃণীতে ॥ ৪০ ॥ সন্তঃ সন্তোষ পোষং দধতু

ভূষাংহানবিপর্গ্যয়ঃ । কলা শিল্পনৈপুণ্যং । প্রিয়ানুকরণং লীলা
বাগ্ভির্গত্যা চেষ্টয়া শাদুং ॥ ৩৯ ॥ কিঞ্চ উদ্যদৈশদ্যেন প্রোদ্য-
দবাক্ততালক্ষণেম শৌক্যেন সদ্যঃ পরিস্কৃতমজ্ঞানলক্ষণং তিমিরং
যৈঃ চিন্তয়া বিচারস্য সন্তানলক্ষণৈত্তস্তাভি গ্রহিতানাং নবা-
নানাং ভবংসূক্তিলাক্ষণমুক্তাকলানাং সমূহৈঃ চামীকরবস্তোহহা-
রিণোহযুক্তরহিতাহারিণো মনোজ্ঞা ইতি বা অমী সন্তো ভব-
চ্ছিয়াঃ সন্তোষবস্তঃ সন্তি । অতো হে যতিবর ! পণ্ডিতানাং
মণ্ডনমতঃ পরং কিময়মেব পণ্ডিতানামলঙ্কারো নস্ততোহিতএবা-
তিরম্যবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা লক্ষণাঙ্গনা পুংস্করপ্রমুখান্ ধারয়ন্তঃ

দর্শনে চকলচিত্ত হয় হউক্ । তথাপি বাঁহারা
চিত্ত বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহারা যে অনুপম
যশের আধার স্বরূপ আপনার বাক্য নির্গলিত অমৃত
সিকুর লহরী দোলায় আরোহণ করিয়া হুখে খেলা
করিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই । ৩৯ ।

মুক্তা সকল কেবল নিজনিম্নলতাগুণের প্রকাশে
সদ্য অজ্ঞান তিমির ধ্বংস করিয়া থাকে । কিন্তু
বিচারতত্ত্ব (তাঁৎ) প্রথিত আপনার অভিনব
সুন্দর বাক্যরূপ ঐ মুক্তাদ্বারা স্ববর্ণময় ও মনোহর
এই সমস্ত আপনার দূরদর্শী শিষ্যগণ সম্বন্ধে
হইয়াছেন । অতএব হে যতিবর ! ইহা অপেক্ষা
পণ্ডিতদিগের আর কি অলঙ্কার আছে? । অতএব

তব কৃতান্মায়শোভৈ বশোভি সৌর্যালোকৈ-
কল্লকা ইব নিখিলখলা মোহমাহো বহন্তু ।
ধীরশ্রীশঙ্করার্থ্যপ্রণতিপরিণতিভ্রশ্চদন্তুর্হস্তধ্বাস্তাঃ
সন্তো বয়ন্তু প্রচুরতরনিজানন্দসিন্ধৌ নিমগ্নাঃ ॥
৪১ ॥ চিন্তাসন্তানশাখী পদসরসিজয়ো বিন্দনং

নন্দনং তে সঙ্কল্পঃ কল্পবল্লী মনসি গুণনুভে বিন্দনা
স্বর্গদীয়ং । স্বর্গো দৃগ্গোচরস্তুংপদভজনবতঃ বিচা-
র্যোদমার্য্যা মন্যন্তে স্বর্গমন্যং ভগবদতিলয়ং শঙ্করার্থ্য !
ত্বদীয়াঃ ॥ ৪২ ॥ তদহং বিশ্বজ্য স্তুতদারগৃহং
দ্রবিণানি কস্মৈ চ গৃহে বিহিতং । শরণং ব্রণোমি
ভগবচ্চরণাবনুশাধি কিস্কর মুমং কৃপয়া ॥৪৩॥ ইতি

এতান্ বৃণীতে প্র০ ॥৪০॥ কিঞ্চ তব কৃতান্মায়স্যোপদেশস্য শোভা
যেষু তৈ বশোভিঃ সন্তঃ সন্তোষস্য পোষং পুষ্টিং ধারয়ন্ত । আহো
স্বর্গাস্বক্স্যালোকৈকল্লকা ইব তৈ নিখিলখলা মোহং বহন্তু । বয়ন্তু
ধীরশ্রী শঙ্করার্থ্যপ্রণতেঃ পরিণত্যা প্রণামস্য পরিণা-
মেণ ভ্রশ্চদন্তু হ্রস্বং তমো যেযং তাদৃশাঃ সন্তঃ প্রচুরতরনি-
জানন্দমাগরে নিমগ্নাঃ । ধীরশ্রীগৌ শ্রীশঙ্করশ্চেতি বঃ ॥ ৪১ ॥
কিঞ্চ তে চিন্তনং সর্বাভিলষিতসম্পাদকত্বাৎ কল্পবৃক্ষস্তথা তে

পদকমলয়ো বিন্দনং নন্দনং । তথা ত্বদ্বিশয়কো মনসি সঙ্কল্প আরা-
ধনাদীচ্ছা কল্পবল্লী । তথা ভবগুণস্ততে বর্ণনা ইয়ং স্বর্গদী গঙ্গা ।
তথা স্বর্গস্তে দৃগ্ গোচরঃ কটাক্ষবিষয়োহন্তো হে শঙ্করার্থ্য ! ইব
মেবদ্বিধং ভক্তজনং বিচার্য ত্বদীয়াঃ বর্ণিতদাত্যং স্বর্গং শুদ্ধভগবত্
লয়ং মন্যন্তে ॥ ৪২ ॥ তত্ত্বস্বাদহং স্তুতাদি সর্বাং পরিভাষা ভব-
চ্চরণে শরণং ব্রণোমি । অতোহিযুং কিস্করং শাধি আত্মাপন্ন
প্র০ ॥ ৪৩ ॥ ইত্যেবং হনুজিনা মণ্ডনেন হনুতোক্তিতিক্রমীর্ণ-

এই সর্ব্ব হৃদয় হারিণী ব্রহ্মবিদ্যা কামিনী ইন্দ্রাদি
দেবতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বহুপূর্ব্বক আপ-
নার সৎ শিষ্যদিগকে অদ্য বরণ করিয়াছে । ৪০ ।

যে সমস্ত বশের উপর আপনার উপদেশের
জ্যোতি বিকীর্ণ আছে, সেই সমস্ত কীৰ্ত্তি কলাদ্বারা
পণ্ডিতগণ সন্তোষ লাভ করুন । সূর্য্যের আলোক-
মালা দর্শনে পেচকেরা বেক্রপ মোহপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ
নিখিল খল জনে ভবদীর্ঘ বশোজ্যোতির প্রভাসন্দ-
র্শনে মুগ্ধ হইক্ । আপনাকে প্রণাম করিয়া বাহা-
দের অন্তঃকরণের অপরিহার্য্য ও ত্বরন্তু মোহ তিমির
বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত বহুদর্শী ধীর পণ্ডিত-
গণ অতলম্পর্শ আত্ম স্তুতমাগরে নিমগ্ন হইয়া চির-
কাল অবস্থিতি করুন । ৪১ ।

আপনাকে চিন্তা করিলে সমস্ত অতীক কার্য্য

সম্পাদিত হইয়া থাকে, স্তুতরাং আপনার চিন্তা
কল্পবৃক্ষ ; আপনার পদারবিন্দবুগলের অভিবন্দনা
নন্দন কানন ; আপনাকে আরাধনা করিতে যে,
ইচ্ছা হয় তাহাই কল্পলতা ; আপনার গুণস্তুতি
বর্ণনা স্বর্গনদী গঙ্গা-এবং ঐ স্বর্গ আপনার কটাক্ষের
নিকটস্থ বলিয়া বিখ্যাত । অতএব হে আর্ধ্য !
শঙ্কর ! একরূপ প্রণালীর সহিত আপনাকে ভজনা
করিলে বর্ণিত বিষয় ভিন্ন উপাসকেরা স্বর্গকেও
শুদ্ধভগ্নের তুল্য জন্ম বলিয়া বিবেচনা করিয়া
থাকে । ৪২ ।

এই এমনস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমি পুত্র, দারা,
গৃহ ধন, এবং গৃহস্থোচিত কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ
করিয়া আপনার চরণার বিন্দের শরণাপন্ন হইয়াছি ।

সূন্যতোক্তিভিরুদীর্ণগুণঃ স্মৃতিয়াস্ত্রবানমুজিস্কুরসৌ ।
সমুদৈক্ষতাশ্চ সহস্রচরীং বিদিতাশয়া মুনিমবো-
চত সা ॥ ৪৪ ॥ যতিপুণ্ডরীক ! তব বেদ্বি মনো নমু
পূর্বমেব বিদিতঞ্চ ময়া । ইহ ভাবিতাপসমুখা-
দখিলং তদুদীর্ণ্যতে শৃণু সসভ্যজনঃ ॥ ৪৫ ॥ ময়ি-

জাতু মাতুরূপকণ্ঠজুষি প্রভয়া তডিংপ্রতিভটোচ্চ-
ভটঃ । সিতভূতিরুযিতসমস্ততনুঃ শ্রমণোহভ্য
যাদপরসূয়া ইব ॥ ৪৬ ॥ পরিগৃহ্যপাদ্যমুখয়াহ-
র্হণয়া রচিতাঞ্জলি নমিতপূর্বতনুঃ । জননী তদাত্তব-
রিবস্যামমুং মুনিমম্বয়ুংক্ত মম ভাব্যখিলং ॥ ৪৭ ॥
ভগবন্নবেদ্বি দুহিতু স্মমভাব্যখিলঞ্চ বেত্তি তপসা হি

গুণ (আত্মবানসৌ) শ্রীশঙ্করস্বত্মমুদ্রাহীতুমিচ্ছুরস্য মণ্ডনস্য সহ-
স্রচরীং পত্নীঃ সমুদৈক্ষত । বিদিতো মুনেরাশয়ে যয়া সা
সরস্বতী মুনি মবোচত ॥ ৪৪ ॥ যদ্বাচ তদাহ । হে যতিব্যাত্র !
পুণ্ডরীকং সিতান্তোজো সিতচ্ছত্রে চ ভেষজে । কোশকারা-
ন্তরে ব্যাঘ্রং পুণ্ডরীকোহগ্নিদিগ্গজে ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ । অহং
তব মনোগতং বেদ্বি । পূর্বমেব চেহান্মিন্ স্বজন্মনি যৎ সর্বং
ভবিষ্যং তাপসমুখায় বিদিতং । তদুদীর্ণ্যতে সভ্যজ্ঞানৈঃ সহ যৎ
শৃণু ॥ ৪৫ ॥ এবং তাপসমুখাবিচিতং রক্তাঙ্কং আবরিতুমভি-

মুখীকৃত্য তং আবয়তি । জাতু কদাচিৎ মাতুরূপকণ্ঠজুষি মাতৃ-
সামীপ্যং দেবমানারায়ং ময়ি সত্যাং প্রভয়া বিহাং প্রতিভটা জটা
যশ্চ সিতভূত্যা শ্বেতভস্মনা ক্রষিতা লিপ্তা তনুঃ শরীরং ময়া সং ।
অপরসূয়া ইব কশ্চিত্তপত্নী অভয়াং ॥ ৪৬ ॥ তদা পাদ্যাদ্যয়া
পূজয়া মুনিং পরিগৃহ্য রচিতাঞ্জলিঃ নমিতা পূর্বতনুঃ শিরো-
ভাগো যয়া সা জননী আস্তা বরিবস্যা পূজা যেন তমমুং মুনিং
মম ভবিষ্যমখিলমম্বয়ুংক্ত পৃষ্টবতী ॥ ৪৭ ॥ হে ভগবন্ ।
যদুহিতু ভবিষ্যমহং ন জানামি । ভবান হি তপসা বেত্তি ।

এবং আপনি এক্ষণে রূপাপূর্বক এই কিস্করকে
কোন বিষয় আদেশ করুন । ৪৩ ।

এইরূপে পণ্ডিত মণ্ডন সত্য বচনদ্বারা ভগবানের
গুণরাশি প্রকাশ করিবার পর, আত্মবিৎ শঙ্করাচার্য্য
তঁাহাকে অনুগ্রহ করিবার প্রত্যাশায় মণ্ডনের
পত্নীর দিকে একবার নেত্রপাত করিলেন । তঁহার
পত্নী সরস্বতী মুনির অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া
মুনির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন । ৪৪ ।

হে যতিবর ! আমি আপনার মনোগত ভাব
জানিতে পারিলাম । আমার এজন্মে যাহা কিছু
শুভাশুভ ঘটিবে, পূর্বেই আমি তাহা একজন
প্রধান তপস্বীর নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছি ।
এক্ষণে আমার সমস্ত শুভাশুভ ঘটনা বর্ণনা করি-

তেছি, আপনি সভ্যজনদিগের সহিত একত্র হইয়া
ঐ সমস্ত বিষয় একবার শ্রবণ করুন । ৪৫ ।

এক সময়ে আমি আমার জননীর নিকটে বসিয়া
আছি, এমন সময় একজন তপস্বী আসিয়া উপস্থিত
হইলেন । বিদ্যাতের তুল্য পিঙ্গলবর্ণ তাঁহার
জটাজুট ; সমস্ত শরীর শ্বেতবর্ণ বিভূতি দ্বারা লিপ্ত ;
দেখিলে বোধ হয় যেন দ্বিতীয় সূর্য্য ভূতলে উদিত
হইয়াছেন । ৪৬ ।

আমার মাতা তঁাহাকে পাদ্য অর্ঘ্যপ্রভৃতি পূজোপ-
করণদ্বারা তঁাহাকে পূজা করিলেন এবং কৃতাজলি
হইয়া মস্তক অবনত করিলেন । অনন্তর জননীর
পূজা গ্রহণ করিয়া ক্ষণকাল মুনিবর নিমন্ত্র হইলে
আমার ভবিষ্য শুভাশুভ ঘটনার জ্ঞান আমার মাতা
পুনরায় তঁাহাকে প্রদত্ত করিলেন । ৪৭ ।

ভবান্ । প্রণতে জনে হি হৃদিঃ কথয়ন্ত্যপি গোপ্য-
মার্য্যসদৃশাঃ কুপয়া ॥ ৪৮ ॥

কিয়দায়ুরাপ্যতি স্ততান্ কতিবা দয়িতং কথ-
য়িমুপেষ্যতি চ । অথ চ ক্রতুনপি করিম্যতি মে
দুহিতা প্রভৃতমনধাত্তবতী ॥ ৪৯ ॥

ইতি পৃষ্ঠভাবিচরিতঃ প্রমুখা কণমাত্রমীলিত-
বিলোচনকঃ । সকলং ক্রমেণ কথয়মিদমপ্যপরং
জগাদ সুরহস্তমপি ॥ ৫০ ॥

আর্য্যসদৃশা নত্রে জনে গোপ্যমপি কুপয়া কথয়ন্ত্যাব ॥ ৪৮ ॥

এবং তং সমুখীকৃত্য শুভ্রং পৃচ্ছতি । মে দুহিতা কিয়দায়ুঃ
প্রাপ্যতি স্ততান্ কতি বা প্রাপ্যতি পতিং কীদৃশমুপেষ্যতি
তথা প্রভৃতমনধাত্তবতী সতী যজ্ঞানপি করিম্যতি ॥ ৪৯ ॥

ইত্যেবং প্রমুখা জনত্যা পৃষ্টং ভাবি চরিতং যস্মৈ স কণমাত্রঃ
মীলিতে বিলোচনে এব বিলোচনকে নত্রে যেন স ক্রমেণ
সকলং কথয়ন্ ইদমপ্যপরমতিগোপ্যমপি জগাদ ॥ ৫০ ॥

ভগবন্ ! আমার কন্ঠার ভবিষ্যতে কি ঘটিবে
তাহা আমি জানি না । কিন্তু আপনি তপোবলে
সমস্তই জানিতে পারিতেছেন । যাঁহারা স্বধী এবং
আর্য্য বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহারা প্রণত জনের উপর
গোপনীয় বিষয় সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন । ৪৮ ।

আমার এই কন্ঠার কত দিন আয়ু ? কত গুলি
পুত্র হইবে ? কিরূপ পতি লাভ করিবে ? এবং
বিবিধ ধন ধাত্তের অধিকারিণী হইয়া কত যজ্ঞ
করিবে ? । ৪৯ ।

আমার জন্ম জননী ভবিষ্যৎ বিষয় জানিতে
উৎসুক হইয়া যে সমস্ত প্রশ্ন করিলেন, তিনি কণ
কাল নেত্রযুগল নিমীলিত করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত

নিগমাদ্বনি প্রবলবাহ্যমতৈরনিতৈরধিকৃতি
ধিলে ক্রহিণঃ । পুনরুদ্বীধীর্নবতীর্ধ্য খন্ডু প্রতি-
ভাতি মণ্ডনকবীন্দ্রমিষাৎ ॥ ৫১ ॥

তমবাপ্য রুদ্রমিব সাক্ষিস্থতা দুহিতা তথাচ্যুত-
মিবাক্রিষ্টা । অনুরূপমাহতসমস্তমথা সমুতী ভবি-
ষ্যতি চিরং মুদিতা ॥ ৫২ ॥

বেদবাহুং মতং যোবাং কর্মধারযো বা প্রবলৈশ্চ তৈরুচ্চ-
মতৈরসংখ্যাতৈর্বেদমার্গেহধিকৃতি ভূমৌ থিলে ছিলে সতি
ক্রহিণো ব্রহ্মা বেদমার্গমুক্তুর্মিচ্ছুর্মণ্ডনকবীন্দ্রব্যাঞ্জনাবতীর্ধ্য-
কিল ভাতি প্রকাশতে ॥ ৫১ ॥

পর্বতস্থতা পার্বতী রুদ্রমিব সমুদ্রস্থতালক্ষ্মীবিষ্ণুমিব সা তব
স্থতা তং ক্রহিণাবতারমনুরূপং মণ্ডনমবাপ্যাহতাঃ সর্কে মথা
যজ্ঞা যয়া স্তুতৈঃ সহ বর্তমানা চ সতী চিরকালং মুদিতা
ভবিষ্যতি ॥ ৫২ ॥

বিষয় বলিতে বলিতে মধ্য হইতে আর একটি
অত্যন্ত গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিলেন । ৫০ ।

বেদবিদ্বেষী বাহুমতালক্ষী বোদ্ধ প্রভৃতি দুই
বাদী গণ প্রবল হইয়া পৃথিবীতলে সমস্ত বৈদিক
মার্গ ছিন্ন ভিন্ন করিবার পর চতুর্মুখ ব্রহ্মা পুন-
র্বার ঐ সমস্ত বিষয় উদ্ধার বাসনা করিয়া অবতীর্ণ
হইবেন এবং মণ্ডন পণ্ডিত নামে ভূতলে খ্যাতি-
লাভ করিবেন । ৫১ ।

হিমাক্রিতনয়া পার্বতী যেমন মহাদেবকে
প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন ; সমুদ্র দুহিতা কমলা দেবী
যজ্ঞপ কেশবকে লাভ করিয়াছিলেন, তজ্জপ
তোমার কন্ঠা অনুরূপ পতি মণ্ডনকে লাভ করিয়া
বিবিধ যজ্ঞ করিবে, অনেক পুত্র সন্তান প্রসব

অথ নষ্টমৌপনিষদং প্রবলৈঃ কুমতৈঃ কৃতান্ত-
মিহ সাধয়িতুম্ । নমু মানুষ্যং বপুরুপেত্য শিবঃ
সমলঙ্করিস্যতি ধরাং স্বপদৈঃ ॥ ৫৩ ॥

সহ তেন বাদযুগম্য চিরং হুহিতুঃ পতিস্ত
যতিবেষজুযা । বিজিতস্তম্বেব শরণং জগতাং শরণং
গমিস্যতি বিস্কৃগৃহঃ ॥ ৫৪ ॥

অথানন্তরমিহান্মিন্ লোকে প্রবলৈঃ কুমতৈর্নষ্টমৌপনিষদং
কৃতান্তং সিদ্ধান্তং সাধয়িতুং নমু শিবো মানুষ্যং বপুরুপা-
চরণস্তাসৈভূমিমলঙ্করিস্যতি ॥ ৫৩ ॥

তেন যতিবেষজুযা শ্রীশঙ্করেণ সহ তব হুহিতুঃ পতির্যদাং
প্রাপ্য তেন বিজিতঃ সন্ পরিত্যক্তগৃহো জগতাং শরণং তং
শরণং গমিস্যতি ॥ ৫৪ ॥

করিবে ও তাঁহার সঙ্গে চির কাল মনের স্থখে
কালান্তিপাত করিবে । ৫২ ।

অনন্তর কুমতাবলম্বী বৌদ্ধ গণ সমস্ত উপনিষ-
দের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম একেবারে নষ্ট করিয়া
ভুলিবে । দেখ—সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত বিষয় পুনঃ
সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত মহাদেব মানবীয় শরীর
ধারণ করিয়া আপনার পদস্পর্শে পুনরায় এই ভূমিতল
অলঙ্কৃত করিবেন । ৫৩ ।

যতিবেশধারী শঙ্করের সহিত বহুকাল পর্য্যন্ত
তোমার জামাতা মণ্ডনের অনেক শাস্ত্রীয় তর্কবিতর্ক
হইবে । পরে তাঁহার নিকটে পরাজিত হইয়া
মণ্ডন গৃহত্যাগ করিবেন এবং জগতের একমাত্র
আরাধ্য ও শরণাগতবৎসল ভগবান্ শঙ্করের শরণা-
পন্ন হইবেন । ৫৪ ।

ইতি গামুদীর্ঘ্য স মুনিঃ প্রযযৌ সকলং যথা-
তথমভূচ্চ মম ॥ ভবদীর্ঘশিষ্যপদমস্য কথং বিতকং
ভবিষ্যতি মুনের্বচসি ॥ ৫৫ ॥

অপি তু ত্বয়াদ্য ন সমগ্রজিতঃ প্রথিতাশ্রয়ীশ্রম-
পতির্যদহম্ । বপুরুদ্বমস্য ন জিতা মতিমন্নপি মাং
বিজিত্য কুরু শিষ্যমিমম্ ॥ ৫৬ ॥

ইতি বাচমুদীর্ঘ্য স মুনিঃ প্রযযৌ মম সর্বং ভবিষ্যৎ যথা
তেনোক্তং তথৈবাত্মং, তন্মাদস্ত মম পত্ন্যর্ভবদীর্ঘশিষ্যপদং
মুনের্বচসি কথমসত্যং ভবিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥

যদ্যপ্যেবং তথাপি মদবিজয়েন সকলশ্রাপরাজিতত্বাং মাং
বিজিতৈতানং শিষ্যং কুর্কিত্যাহ । অপি তু কিন্তু প্রথিতানামগ্রী-
শ্রম পতির্যদ্য ত্বয়া সমগ্রো জিতো ন ভবতি তথা যদ্বশ্বাদহম-
শ্রাদ্ধং শরীরং ন জিতা আত্মনোহর্দ্ধং পত্নীতিশ্রুতে । এতজ্জাতুং
যোগ্যোহসীতি স্মচয়ন্ সংবোধয়তি হে মতিমন্নিত তস্যাং মাং
বিজিতৈতানং শিষ্যং কুরু ॥ ৫৬ ॥

এই কথা বলিয়া সেই তপস্বী গমন করেন ।
এবং তিনি যে সমস্ত বলিয়া গিয়াছিলেন আমার
সেই সমস্তই ঘটিয়াছে । এক্ষণে মুনির বচনানুসারে
আমার স্বামী কেন আপনার শিষ্য হইবেন না?
বস্ত্রতঃ আপনার শিষ্য হওয়া কখনই মিথ্যা
নহে । ৫৫ ।

আমি যাহা বলিলাম ইহাতেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত
আমাকে না পরাজয় করিবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত
আপনার সমগ্র জয় করা হয় নাই । ভাবিয়া দেখুন,
যে সমস্ত বিখ্যাত পণ্ডিত আছেন, আমার পতি
তাঁহা দিগের মধ্যে অগ্রগণ্য । এবং বেদে আছে
“আত্মনোহর্দ্ধং পত্নী” আত্মার অর্ধেক পত্নী ।
হুতরাং আমি তাঁহার আত্মার অর্ধভাগ । আপনি

যদপি হৃদস্য জগতঃ প্রভবো নমু সর্ববিচ্চ
পরমঃ পুরুষঃ । তদপি হৃদেব সহ বাদকৃতে হৃদয়ঃ
বিভর্তি মম তুৎকলিকাম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি যাজ্ঞকসহধর্ম্যচরী কথিতং বচোহর্থবদ-
গর্হ্যপদম্ । মধুরং নিশম্য মুদিতঃ স্মৃতরাং প্রতি-
বক্তু মৈহত যতিপ্রবরঃ ॥ ৫৮ ॥

যদবাদি বাদকলহোৎসুকতাং প্রতিপদ্যতে
হৃদয়মিত্যবলে ! । তদসাম্প্রতং ন হি মহাযশসো
মহিলাজনেন কথয়ন্তি কথাম্ ॥ ৫৯ ॥

নমু মৎস্বরূপাভিজ্ঞা ময়া সহ বাদং কথমিচ্ছসীতিচেতত্রাহ
বদ্যপ্যস্ত জগতস্তং কারণং সর্বজ্ঞশ্চ পরমঃ পুরুষঃ তথাপি ত-
স্মৈব সহ বাদার্থং মম তু হৃদয়মুৎকর্ষণং ধারয়তি ॥ ৫৭ ॥

ইত্যেবং যজনশীলস্ত পত্ন্যা কথিতমর্থবদনিন্দিতপদং মধুরং
বচো নিশম্যাত্যস্তং মুদিতো যতিশ্রেষ্ঠঃ ত্রিশঙ্করঃ প্রতিবক্তু-
মৈচ্ছৎ ॥ ৫৮ ॥

মে হৃদয়ং বাদকলহোৎসুকতাং প্রতিপদ্যত ইতি ত্বয়া

আমাকে জয় করেন নাই। অতএব হে পণ্ডিতবর !
আমাকে বাদে পরাস্ত করিয়া আমার স্বামীকে
শিষ্য করুন । ৫৬ ।

যদ্যপি আপনি জগতের একমাত্র কারণ,
সর্বজ্ঞ ও পরমপুরুষ । তথাপি আপনার সহিত
বাদ করিতে আমার হৃদয় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত
হইতেছে । ৫৭ ।

যাগশীল ব্রাহ্মণের পত্নীর এরূপ অর্ধযুক্ত
ও স্তম্ভুর পদ পূর্ণ বচন শ্রবণ করিয়া যতিবর শঙ্কর
বৎপরো নাস্তি প্রমুদিত হইয়া উত্তর দান করিতে
ইচ্ছা করিলেন । ৫৮ ।

স্বমতং প্রভেত্তুমিহ যো যততে স বধূজনোহস্ত যদি
বাহস্তিতরঃ । যতিতব্যমেব খলু তস্য জয়ে নিজ-
পক্ষরক্ষণপরৈর্ভগবন্ ! ॥ ৬০ ॥

অতএব গার্গ্যাভিধয়া কলহং সহ যাজ্ঞবল্ক্যমুনি-
রাডকরোৎ । জনকস্তথা স্মলভয়াহবলয়া কিমমী
ভবন্তি ন যশোনিধয়ঃ । ৬১ ॥

যজ্ঞঃ হে অবলে ! তদযজ্ঞঃ হি যস্মাৎ মহাযশসঃ বধূজনেন
কথাং ন কথয়ন্তি ॥ ৫৯ ॥

স্বমতরক্ষণায় প্রবৃন্তেন হৃদৈতন্নবাচ্যমিত্যাশয়েন সরস্বত্যা হ ।
ইহাস্মিন্ লোকে স্বমতং প্রভেত্তুং যঃ প্রযত্নং करोति স বধূ-
জনোহস্ততো বাহস্ত তস্ত জয়ে হে ভগবন্ ! স্বপক্ষরক্ষণপরৈর্ষদ্ব্যঃ
কর্তব্য এব খলু প্রসিদ্ধম্ ॥ ৬০ ॥

তত্রৈবংবিধৌ ব্রাহ্মদাহরতি । অতএব গার্গ্যাধ্যয়াহবলয়া
সহ যাজ্ঞবল্ক্যো মুনিরাট্ কলহমকরোৎ তয়োঃ সংবাদো বৃহদার-
ণ্যকে উক্তঃ । তথা জনকঃ স্মলভয়াহবলয়া সহ কলহমকরো-
দিতি মোক্ষধর্ম্মেযুক্তম্ । যজ্ঞঃ মহাযশ ইতি তত্রাহ কিমে-

হে অবলে ! তুমি যে বলিয়াছ আমার হৃদয়
আপনার সহিত বিবাদ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত
উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ অনুচিত । কারণ,
মহাযশস্বী পণ্ডিত গণ কখনই কামনীজনের সহিত
বাদ করিতে ইচ্ছা করেন না । ৫৯ ।

তখন সরস্বতী বলিলেন—এই জগতে নিজ মত
খণ্ডন করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি যত্ন করিয়া
থাকেন, সে জন রমণীই হউক, অথবা অন্য কেহই
হউক, তাহাকে জয় করিতে হইলে, যাহারা নিজ
পক্ষ সমর্থনে উৎসুক তাঁহারা যে যত্ন করিবেন,
ইহা চিরপ্রসিদ্ধ । ৬০ ।

এই বিষয়ে আমি প্রাচীন মত দেখাইতেছি ।

ইতি যুক্তিযুক্তাদিত্যাকলয়ম্ যুদিতান্তরঃ প্রভি-
সরিজ্জলমিঃ । স তয়া বিদ্যামধিবেদনয়া বচসা-
মিয়েষ বিদ্বাং সদসি ॥ ৬২ ॥

অথ সা কথ্য প্রবৃত্তে স্ত তমোরুভয়োঃ পর-
স্পরজয়োঃসুকয়োঃ । মতিচাতুরীরচিতশব্দবরী
প্রতিবিস্ময়ীকৃতবিচক্ষণয়োঃ ॥ ৬৩ ॥

তাবতাহ্মী যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ো যশোনিধয়ো ন ভবন্ত্যপিতু ভব-
ন্ত্যেব ॥ ৬১ ॥

ইত্যেবং যুক্তিযুক্তং তয়া কথিতমাকর্ষণম্ যুদিতান্তরঃ
প্রতিলক্ষণানং নদীনাং সমুদ্রঃ স ত্রীশঙ্করো বচসামধিষ্ঠাত্ৰা-
দেবতয়া সরস্বত্যা বিদ্বাং সদসি বাদমিয়েষ ইচ্ছতিস্ম ॥ ৬২ ॥

যথা—মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য গার্গী নান্নী এক কামি-
নীর সহিত শাস্ত্রীয় কলহ করিয়াছিলেন, ইহা বৃহদা-
রণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে । রাজর্ষি জনক
মূলভা কামিনীর সহিত যথেষ্ট বিবাদ বিসম্বাদ
করিয়াছিলেন, ইহাও মোক্ষ ধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে ।
অতএব এই সমস্ত বৃদ্ধজনের দৃষ্টান্ত দেখিয়াও
আপনি কি করিয়া বলিলেন যে, যশস্বী পণ্ডিতগণ
কদাচ স্ত্রীলোকের সহিত তর্ক বিতর্ক করিবেন না ।
তাহা হইলে এই সমস্ত যাজ্ঞবল্ক্য ও জনক প্রভৃতি
পণ্ডিতগণ কখনই রমণী গণের সহিত বিবাদ
করিয়া যশোভাজন হইতেন না । ৬১ ।

প্রতি নদীর জলনিধি স্বরূপ শঙ্করাচার্য্য এই-
রূপ কামিনীর যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া
প্রমুগ্ধচিত্তে বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতীর
সহিত পণ্ডিতসভায় পুনর্ব্বার বাদ করিতে ইচ্ছা
করিলেন । ৬২ ।

অনয়োর্ব্বিচিত্রপদযুক্তিভরৈর্নিশমব্য সঙ্কথন-
মাকলিতম্ । ন কণীশমপ্যতুলয়ম্ রবিং ন শুক্লং
কবিং কিমপরং জগতি ॥ ৬৪ ॥

ন দিবা ন নিশ্চাপি চ বাদকথা বিরয়া নৈব্য-
মিককালযুতে । ইতি জল্পতোঃ সমমনস্বিয়োর্বিব-
শাশ্চ সপ্তদশ চাত্যগমন্ ॥ ৬৫ ॥

অগানন্তরং পরস্পরজয়োঃসুকয়োঃ প্রত্য শ্রবণেন বিস্ময়ী-
কৃতা বিচক্ষণা যাভ্যাস্তয়োঃ যোঃ শঙ্করসরস্বত্যোর্বাদকথা প্রব-
বৃত্তে । তাং বিশিনষ্টি বুদ্ধিচাতুর্যা রচিতা শব্দবরী যত্র সা ॥ ৬৩ ॥
বিচিত্রপদযুক্তিভরৈর্ব্যাগুনমনয়োঃ কথিতং শ্রদ্ধা কণীশং শেব-
মপি নাতুলয়ং নাপি সূর্য্যং নাপি বৃহস্পতিং নাপি শুক্রং জগত্যা-
পরং নাতুলয়মিতি কিং বক্তব্যম্ ॥ ৬৪ ॥

নৈব্যমিককালং সঙ্খ্যাবল্লনাদিষু নিয়তং কালং বিনা ॥ ৬৫ ॥

যাঁহার। পরস্পর জয় করিতে উৎসুক হইয়া
ছিলেন, যাঁহাদের কথা শ্রবণে সভায় উপস্থিত
বিচক্ষণ সকল বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, সেই
শঙ্করও সরস্বতীর কথা তৎকালে বুদ্ধির চাতুরী-
প্রকাশ ও শব্দাঙ্কুরের সহিত শীঘ্র প্রবৃত্ত
হইল । ৬৩ ।

বিচিত্র পদ ও বিচিত্র যুক্তিসম্বলিত উভয়ের
বাক্য শ্রবণ করিয়া ফণিপতি অনন্ত, সূর্য্য, বৃহস্পতি
ও শুক্রাচার্য্য ইহারা কেহই উভয়ের সাদৃশ্য
লাভ করিল না । সুতরাং জগতে আর কাহাকে যে
তুলনা দেওয়া হইবে তাহা এক্ষণে বলিতেও পারা
যায় না । ৬৪ ।

যথাসময়ে সঙ্খ্যা, বন্দনা ও স্তোত্রাদি কার্য্য
ব্যতীত মহামতি শঙ্কর ও সরস্বতীর বাদকথা, কি

অথ শারদাহকৃতকবাক্ প্রমুখেষু শাস্ত্র-
বিচরেষু পরম্ । তমজয্যমাত্মনি বিচিন্ত্য মুনিং পুন-
রপ্যচিন্তয়দিদং তরসা ॥ ৬৬ ॥

অতিবাণ্য এব কৃতসংস্ফটনো নিয়মৈঃ পরৈর-
বিধুরশ্চ সঙ্গা । মদনাগমেধকৃতবুদ্ধিরসৌ তদনেন
সম্প্রতি জয়েয়মহম্ ॥ ৬৭ ॥

অথ শারদা অকৃতকবাক্ প্রমুখেষু শাস্ত্রবিদবাক্ প্রভৃতি-
ষথিলেব্ শাস্ত্রসমূহেব্ তং পরং মুনিং জেতুমশক্যমাত্মনি বি-
চিন্ত্য পুনরপিদং বক্ষ্যমাণং ঝটিতচিন্তয়ং ॥ ৬৬ ॥

যদচিন্তয়ন্তুদর্শয়তি । অতিবাণ্য এব কৃতং সংস্ফটনং যেন
নিয়মৈঃ পরৈরবিধুরোহবিবলশ্চ সঙ্গা কদাপি নিয়মবিনিমুক্তো
ন ভবতীত্যর্থঃ । অতঃ কাগমেধমকৃতবুদ্ধিস্তত্ত্বাদনেন মদ-
নাগমেনেদানীমহং জয়েয়ম্ ॥ ৬৭ ॥

দিবসে, কি রাত্রিকালে কোন সময়েই ক্ষান্ত
হইত না । এইরূপে উভয়ের সপ্তদশ দিন বিবাদে
অতীত হইল । ৬৫ ।

অনন্তর শারদাদেবী অনাদিকাল হইতে প্রসিদ্ধ
বেদ বাক্য প্রভৃতি অগ্ণান্য যাবতীয় শাস্ত্রে পণ্ডিত
ঐ প্রধান মুনি শঙ্করকে জয় করিতে অসমর্থ
হইয়া শীঘ্র মনে মনে চিন্তা করিলেন । ৬৬ ।

যতিবর অত্যন্ত বাল্যকালে সম্যাসধর্ম্ম অব-
লম্বন করিয়াছেন, এবং কঠোর নিয়মেও কখন
চিন্তের রেশ হয় নাই । যেরূপ নিয়মে কালযাপন
করিতেছেন, কখনই ঐ নিয়ম পরিত্যাগ করিবেন
না । অতএব ইনি কামশাস্ত্রে অত্যন্ত অপারগ,
এক্কে আমি কামশাস্ত্রের তর্ক করিয়া পরাজয়
করি । ৬৭ ।

ইতি সম্প্রবার্য্য পুনরপ্যমুনা কথনে প্রসঙ্গমথ-
সঙ্গতিতঃ । যমিনং সদস্যমুমপৃচ্ছদসৌ কুক্ষমাত্ম-
শাস্ত্রহৃদয়ং বিদুযী ॥ ৬৮ ॥

কলাঃ কিয়ত্যো বদ পুষ্পধ্বনঃ কিমাত্মিকাঃ
কিঞ্চ পদং সমাপ্রিতঃ । পূর্বে চ পক্ষে কথমন্তথা
স্থিতিঃ কথং যুবত্যাং কথমেব পুরুষে ॥ ৬৯ ॥

নেতীরিতঃ কিঞ্চিছুবাচ শঙ্করো বিচিন্তয়মত্র
চিরং বিচক্ষণঃ । তাসামনুজ্ঞৌ ভবিতান্নবোদিতা
তবেভদুজ্ঞৌ মম ধর্ম্মসংক্ষয়ঃ ॥ ৭০ ॥

ইত্যেবমুনা কথনে প্রসঙ্গং সম্প্রবার্য্য অথ প্রসঙ্গাৎ সদস্যমুং
যমিনং কামশাস্ত্রং রহস্তমসৌ বিদুযী সরস্বতাপৃচ্ছং ॥ ৬৮ ॥

যদপৃচ্ছন্তুদাহরতি । পুষ্পধ্বনঃ কামস্ত কলাঃ কিয়ত্য ইতি
সংখ্যাবিষয়কঃ প্রশ্নঃ । কিমাত্মিকা ইতি স্বরূপবিষয়কঃ । কিং
স্থানমাপ্রিতা ইতি স্থানগোচরঃ । পূর্বে শুক্রে চ পক্ষেহন্তথা কৃষ্ণ-
পক্ষে যা স্থিতিস্তথা বিপর্য্যয়েণ তন্ত কেন প্রকারেণ স্থিতিরিত্তি
পক্ষদ্বয়েহপি তন্ত স্থিতিপ্রকারবিষয়ঃ । কথং যুবত্যাং পুরুষে চ
কথমিতি স্ত্রীপুরুষয়োর্লক্ষণেণ তন্ত স্থিতিবিষয়ঃ ॥ ৬৯ ॥

ইতীরিতোহস্মিন্নর্থো বিচিন্তয়ন্ বিচক্ষণঃ স্ত্রীশঙ্করঃ কিঞ্চিদপি

এক্কে আচার্য্যের সহিত যেরূপ প্রশঙ্গে কথা
বার্তা হইবে, সেই প্রশঙ্গ নিশ্চয় করিয়া কামশাস্ত্রের
মর্ম্মবিৎ সরস্বতী দেবী প্রশঙ্গাধীন শঙ্করমুনিকে
সুভা মধ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন । ৬৮ ।

কামকলা কত প্রকার ? কাম কলা কাহাকে
বলে ? কোন্ স্থান আশ্রয় করিয়া কাম কলা অব-
স্থিতি করে ? শুক্লপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষে কিরূপেই
বা ঐ কামকলা অবস্থিতি করে ? যুবতী কামিনী
ও পুরুষের উপর কি করিয়া কামকলা বিদ্যমান
ধাকে । ৬৯ ।

ইতি সংবিচিন্ত্য স হৃদাশু তদাহনববুদ্ধপুষ্পশর-
শাস্ত্র ইব । বিদিতাগমোহপি সুরিরক্ষয়িষুনিয়মং
জগাদ জগতি ত্রিতিনাম্ ॥ ৭১ ॥

ইহ মাসমাত্রমবধিঃ ক্রিয়তামনুমম্মতে হি দিব-
সস্য গণঃ । তদনন্তরং হৃদতি । হাস্যসি ভোঃ ! কুসু-
মাস্ত্রশাস্ত্রনিপুণত্বমপি ॥ ৭২ ॥

নোবাচ । বিচিন্তনমাহ তাসাং কলানামকথনে মমারজ্ঞতা ভবি-
ষ্যতি তাসাং কথনে তু মম যতের্থশ্রুত সংক্ষয়ঃ ॥ ৭০ ॥

ইত্যেবং স শীঘ্রং মনসা সংবিদিতকামাগমোহপি জগতি
ত্রিতিনাং কামশাস্ত্রানভ্যাসাদিব্রতবতাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং
নিয়মং রক্ষয়িতুমিচ্ছন্তশ্চিন্ কালেহনববুদ্ধকামশাস্ত্র ইব সন্
জগাদ ॥ ৭১ ॥

যজ্ঞবাচ তদাহ । ইহাশ্চিন্ কলাদিসঙ্কথনে মাসমাত্রমবধিঃ
ক্রিয়তাং হি যস্মাদ্ভিবসন্ত গণো বাদিভিরনুমম্মতে তথা চ মাসা-
নন্তরং ভোঃ হৃদতি ! কামশাস্ত্রনিপুণত্বমপি ত্যক্ষ্যসি ॥ ৭২ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া বিচক্ষণ শঙ্কর বহুক্ষণ
চিন্তা করিয়াও কিছুই বলিতে পারিলেন না । পরে
মনে মনে চিন্তা করিলেন, যদি কামকলার উত্তর
দিতে না পারি তাহা হইলে আমার অজ্ঞতা
প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং যদি উত্তর দেওয়া যায়,
তাহা হইলেও আমার যতিধর্মের ক্ষয় হয় । ৭০ ।

এই রূপে তিনি মনে মনে কাম শাস্ত্র জানিতে
পারিয়াও জগতে যে সকল পরমহংস, পরিব্রাজক
প্রভৃতি কামশাস্ত্রে অনভ্যাস্ত পুরুষ আছেন, তাঁহা-
দিগের নিয়ম রক্ষা করিয়া তৎকালে কামশাস্ত্রে
অনধিকারী ব্যক্তির তুল্য শঙ্কর বলিতে লাগি-
লেন । ৭১ ।

আমাদের এই কামশাস্ত্রের আলাপ ও তর্কের
জন্য আপনি একমাস পর্য্যন্ত তাহার সময় ও

উররীকৃতে সতি তথৈতি তয়াক্রমতে স্ম
যোগিমুগরাড্গগনম্ । শ্রুতবিগ্রহঃ শ্রুতবিনেয়-
যুতোহদধদভ্রচারমথ যোগদৃশা ॥ ৭৩ ॥

স দদর্শ কুত্রচিদমত্যমিব ত্রিদিব্যচ্যুতং বিগত-
সত্বমপি । মনুজেশ্বরং পরিবৃতং প্রলপৎপ্রমদাভি-
রার্তিমদমাত্যজনম্ ॥ ৭৪ ॥

তথৈতি তয়া সরস্বত্যা স্বীকৃতে সতি যোগিরাট্ শ্রীশঙ্কর
আকাশমাত্রমতে স্ম । অতানন্তরং শ্রুতঃ বিগ্রহঃ স্বরূপং যন্ত স
প্রখ্যাতবিগ্রহস্তথা শ্রুতৈর্কিনেনৈঃ শিষ্যৈঃ পুনঃ স যোগদৃষ্টা-
হভ্রচারমাকাশগমনমদধৎ ॥ ৭৩ ॥

স কস্মিংশিদ্দেশে বিগতজীবমপি স্বর্গাৎ পতিতং দেবমিব
প্রলপন্তীতিঃ প্রমদাভিঃ পরিবৃতং আর্তিমান্ অমাত্যজনো যন্ত
তং নরেশ্বরং দদর্শ ॥ ৭৪ ॥

সীমা স্থির করুন । বাদী মাঝেই দিনস্থির স্বীকার
করিয়া থাকে । বস্তুতঃ বিচার কার্য্য কখনই এক
দিবসে সমাপ্ত হয় না, সুতরাং পূর্ব্ব হইতে বহু-
দিবস পর্য্যন্ত বিচারের কালসংখ্যা নির্দিষ্ট হই-
য়াছে । অতএব হে রমণি ! একমাসের পর
আপনিও তখন আপনার কামশাস্ত্রের নৈপুণ্য সকল
পরিত্যাগ করিবেন । ৭২ ।

দেবী সরস্বতী শঙ্করের কথায় অনুমোদন করি-
বার পর যোগিরাজ আকাশ আক্রমণ করিলেন ।
অনন্তর আপনার বিখ্যাত শিবমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক
ও বিখ্যাত শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার তিনি
যোগবলে আকাশ পথে গমন করিলেন । ৭৩ ।

পরে একদেশে তিনি এক যুত নরপতি দর্শন
করেন । দেখিয়া বোধ হইল যেন এই ব্যক্তি
নির্জীব হইয়াও স্বর্গচ্যুত কোন এক দেবতার তুল্য

অথো নিশাথেটবশাদটব্যাং মূলে তরোম্বোহ-
বশাং পরাস্তম্ । তং বীক্ষ্য মাগেহমরকং নৃপালং
সনন্দনং প্রাহ স সংযমীন্দ্রঃ ॥ ৭৫ ॥

সৌন্দর্য্যসৌভাগ্যনিকেতসীমাঃ পরঃশতা যস্য
পয়োরুহাক্যঃ । স এষ রাজাহমরকাভিধানঃ শেতে
গতাস্ত্রঃ শ্রমতো ধরণ্যাম্ ॥ ৭৬ ॥

প্রবিশ্য কায়ং তমিমং পরাসৌনৃপস্য রাজ্যে-
হস্য স্তুতং নিবেশ্য । যোগানুভাবাং পুনরপ্যুপৈ-
তুয়ুৎকণ্ঠতে মানসমস্মদীয়ম্ ॥ ৭৭ ॥

অথো নিশায়াং রাত্রৌ মৃগয়াবশাং আথেটো মৃগয়া স্ত্রিয়া-
মিত্যমরঃ । অটব্যাং বনে বৃক্ষস্ত মূলে মোহো মুচ্ছনং তদ্বশাং
পরাস্তমুৎক্রান্তপ্রাণং তমমরকসংজ্ঞং রাজানং বীক্ষ্য স সংযমীন্দ্রঃ
সনন্দনং পদ্মপাদং প্রোবাচ ॥ উ০ ॥ ৭৫ ॥

যন্ত সৌন্দর্য্যসৌভাগ্যনিকেতসীমাঃ পরঃশতাঃ শতাদধিকাঃ
কমলনয়নাঃ স এষোহমরকসংজ্ঞো রাজা শ্রমতো গতপ্রাণো
ভূমৌ শেতে ॥ ৭৬ ॥

পতিত রহিয়াছেন । প্রমদা সকল বিলাপ করিতে
করিতে তাঁহাকে বেফটন করিয়া রহিয়াছে ও সম্মুখে
অমাত্যবর্গ অত্যন্ত শোকাকুল চিত্তে বসিয়া
রহিয়াছে । ৭৪ ।

অনন্তর রাত্রিকালে মৃগয়া করিতে গিয়া বন-
মধ্যে বৃক্ষমূলে মুচ্ছিত হইয়া অমরক রাজা প্রাণ-
ত্যাগ করেন । তাহা দেখিয়া শঙ্কর সনন্দন
অর্থাৎ পদ্মপাদ শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন । ৭৫ ।

সৌন্দর্য্য এবং সৌভাগ্য গৃহের সীমা স্বরূপ
শতসহস্র কমলনয়না কামিনী যাহার সদা সর্ব্বদা
বিদ্যমান থাকিত, সেই অমরক রাজা অদ্য শ্রম-
বশতঃ মৃত হইয়া ধরাশায়ী হইয়া রহিয়াছেন । ৭৬ ।

অন্যাদৃশানামদসীরনানাকুশেশয়াকীকিলকিকি-
তানাম্ । সর্ব্বজ্ঞতানিহরণায় সোহহং সাক্ষিত্বম-
প্যাশ্রয়িতুং সমীহে ॥ ৭৮ ॥

ইত্যাচিবাংসং যতিতল্লজং তং সনন্দনং প্রাহ
সসাস্ত্রমেনম্ । সর্ব্বজ্ঞ ! নৈবাবিদিতং তবাস্তি
তথাপি ভক্তিমুখরং তনোতি ॥ ৭৯ ॥

পরাসৌনৃপস্ত তমিমং দেহং প্রবিশ্য রাজ্যেহস্ত পুত্রং নিবেশ্য
যোগপ্রভাবাং পুনরপ্যুপাগন্তমস্মদীয়ং মন উৎকণ্ঠতে ॥ ৭৭ ॥

সর্ব্বজ্ঞতানিহরণায় সর্ব্বজ্ঞতানির্কাহার্য্য অমুখ্য রাজ্য ইমা
অদসীয়া নানা অনেকবিধাঃ কুশেশয়াক্যঃ কমলাক্যস্তাসাং
যানি কিলকিকিতানি রোষাশ্রহর্ষভীত্যাদেঃ সঙ্করঃ কিলকিকি-
তমিত্যুজানি তেষামজ্ঞাদৃশানামতিবিলক্ষণানাং সাক্ষিত্বং সাক্ষা-
দ্রষ্টৃভূমপ্যাশ্রয়িতুং সোহহং সমীহে ॥ ৭৮ ॥

ইত্যাচবস্তং যতিশ্রেষ্ঠং তমেনং ত্রীশঙ্করং সসাস্ত্রং যথা শ্রা-
ত্থা প্রোবাচ হে সর্ব্বজ্ঞ ! সর্ব্ববিদস্তব যদ্যপি কিঞ্চিদপ্যজ্ঞাতং
নাস্তি তথাপি তব ভক্তিরস্মন্ মুখং কথনায় মুখরং বাচালং
করোতি ॥ ৭৯ ॥

নরপতির এই দেহে প্রবেশ করিয়া ইহার
পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যোগপ্রভাবে
পুনর্বার বিবাদস্থলে গমন করিবার জন্য আমার
মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে । ৭৭ ।

এক্কেণ আমার সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি নির্বাহ করি-
বার নিমিত্ত এই নরেশ্বরের যে সমস্ত কমলাকী
রমণী আছে, তাহাদিগের ক্রোধ, শোক, হর্ষ ও
ভয় ইত্যাদি কারণ উপলক্ষে যে ভাবভঙ্গী জন্মে,
অসাধারণ কামিনীগণের ঐ সমস্ত ভাব ও চেষ্টা
সকল সাক্ষাৎকার করিতে আমি এক্কেণে যত্নবান
হইয়াছি । ৭৮ ।

যতিবরের এই কথা শ্রবণ করিয়া সনন্দন শাস্ত্র

মৎস্যেন্দ্রনামা হি পুরা মহাত্মা যৌরক্ষমাশিত্য
নিজাঙ্গুষ্ঠৈঃ । নৃপস্য কস্যাপি তনুং পরাসোঃ
প্রবিশ্ত তৎপত্তনমাসসাং ॥ ৮০ ॥

ভদ্রাসনাধ্যাসিনি যোগিবর্ষ্যে ভদ্রাধ্যানিভ্রাণ্য-
ভবন্ প্রজানাম্ । ববর্ষ কালেষু বলাহকোহপি
সদ্যনি চাশাস্যফলাশ্চভুবন্ ॥ ৮১ ॥

এবং পুরাত্তং বৃত্তান্তং শ্রাবয়িতুমভিমুখীকৃত্য তং শ্রাবয়তি
হি প্রসিদ্ধং পুরা মৎস্যেন্দ্রনামা মহাত্মা স্বশরীররক্ষণায় গৌরক্ষ-
সংজ্ঞঃ শিষ্যমাজ্ঞপ্য কস্তচিন্মৃতকস্ত রাজ্ঞঃ শরীরং প্রবিশ্ত তস্ত
রাজ্যমাণ্ডবান্ ॥ ৮০ ॥

যোগিশ্রেষ্ঠে তস্মিন্ ভদ্রাসনাধ্যাসিনি নৃপাসনমুপবিষ্টে সতি
প্রজানাং ভদ্রাণি নিভ্রাবজ্জিতানি অভবন্ । অভ্রমপি কালেষু
ববর্ষ । সন্তানি চেক্ষামুসারিফলাশ্চভুবন্ ॥ ৮১ ॥

ভাবে বলিতে লাগিলেন । হে সর্ববজ্র ? আপনি
সমস্তই বিদিত আছেন, তথাপি আমার মানসিক
ভক্তির আপনাকে কিছু বলিবার জন্য আমাকে
অত্যন্ত চঞ্চল করিতেছে । ৭৯ ।

এ সম্বন্ধে একটা ইতিবৃত্ত আছে শ্রবণ করুন ।
পুরাকালে মৎস্যেন্দ্র নামে এক মহাত্মা আপনার
শরীর রক্ষা করিবার জন্য আপনার শিষ্য গৌর-
ক্ষকে আজ্ঞা দিয়া কোন এক মৃত রাজার শরীরে
প্রবেশ করেন এবং পরে তিনি আপনার রাজ্য
প্রাপ্ত হন । ৮০ ।

ঐ যোগিবর রাজ সিংহাসনে উপবেশন করিবার
পর প্রজাবর্গের অক্ষয় মঙ্গল কার্য্য হইতে লাগিল ;
যথাকালে জলধর জল বর্ষণ করিতে লাগিল ; শস্য
সকল ইচ্ছানুসারে ফল দান করিতে লাগিল । ৮১ ।

বিজ্ঞায় বিজ্ঞাঃ সচিবা নৃপস্য কায়ে প্রবিষ্টঃ
কমলীহ দিব্যম্ । সমাদিশন্ রাজসরোরুহাক্ষীঃ
সর্কাত্মনা তস্য বশীক্রিয়ায়ৈ ॥ ৮২ ॥

সঙ্গীতলাস্যাতিনয়াদিকেষু সংসত্তমচেতা ললি-
তেষু তাসাম্ । স এষ বিশ্বত্য মুনিঃ সমাধিং সর্ক্যা-
ত্মনা প্রাকৃতবদ্বভূব ॥ ৮৩ ॥

গৌরক্ষ এবোহথ গুরোঃ প্রবৃত্তিং বিজ্ঞায় রক্ষন্
বহুধাস্য দেহম্ । নিশান্তকান্তানটনোপদেষ্টা
নিতান্তমস্যাভবদন্তরঙ্গঃ ॥ ৮৪ ॥

ইহাস্মিন্ নৃপস্ত কায়ে প্রবিষ্টঃ কমপি দিব্যং বিজ্ঞাঃ সচিবা
বিজ্ঞায় রাজ্ঞঃ কমলাক্ষীঃ সর্কতাবেন তন্ত বশীকরণার্থং সমা-
দিশন্ ॥ ৮২ ॥

এবং সম্প্রেরিতানাং তাঙ্গাং ললিতেষু সঙ্গীতনৃত্যাভিনয়াদ্যে
সক্ৰং চিত্তং যন্ত স এষ মুনিঃ সমাধিং বিশ্বত্য সর্কাত্মনাবেন
প্রাকৃতবদ্বভূব ॥ ৮৩ ॥

অথানন্তরমেঘো গৌরক্ষঃ গুরোঃ প্রবৃত্তিং বিজ্ঞায় বহুপ্রকা-
রেণান্ত গুরোর্দেহং রক্ষন্ সন্ নিশান্তস্তান্তঃপুরস্ত কান্তানাং
নর্ন্তনোপদেষ্টা সন্ অস্ত গুরোরত্যন্তমন্তরঙ্গো বভূব ॥ ৮৪ ॥

সুবিজ্ঞ সচিবগণ নৃপশরীরে (কোন এক স্বর্গীয়
পদার্থ প্রবিষ্ট হইয়াছে) জানিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁ-
হাকে বশীকরণ করিবার নিমিত্ত নৃপতির কমল-
লোচনা কামিনীদিগকে আদেশ করেন । ৮২ ।

যে সমস্ত কামিনীকে আদেশ করা হয়, তাহা-
দিগের স্থললিত সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়াদি
কার্য্যে সংলগ্ন চিত্ত থাকিয়া, ঐ মুনিবর সমাধি
বিস্মরণ পূর্বক সম্পূর্ণ রূপে সাধারণ মনুষ্যের মত
অবস্থা সকল প্রকাশ করিলেন । ৮৩ ।

অনন্তর গৌরক্ষ গুরুর প্রবৃত্তি জানিতে

তত্রৈকদা তত্ত্বনিবোধেনে নিবৃত্তরাগং নিজ-
শৈখিকং সঃ। যোগানুপূর্বীমুপদিষ্ট নিম্নো যথা
পুরং প্রাক্তনমেব দেহম্ ॥ ৮৫ ॥

হস্তেদৃশোহয়ং বিষয়ানুরাগঃ কিকোঙ্করেতো-
ব্রতখণ্ডেনে। কিং নোদয়েৎ কিল্বিমুলুণং তে
কৃত্যং ভবানেব কৃতী বিবেক্তুম্ ॥ ৮৬ ॥

তত্র তস্মিন্ দেশে একস্মিন্ কালে তত্ত্বনিবোধেনে নিবৃত্ত-
রাগং নিজস্কৃতং স গোরক্ষঃ যোগানুপূর্বীমুপদিষ্ট যথাপূর্বং
প্রাক্তনমেব দেহং নিন্তে ॥ ৮৫ ॥

তথা চৈবংবিধোহয়ং বিষয়ানুরাগঃ কিকোঙ্করেতোব্রত-
খণ্ডেনোষণং পাপং কিং তে নোদয়েদপি তুদয়েদেব। তথা চ
সংকর্তব্যং তত্ত্ববানেব বিবেক্তুং কৃতী সমর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

পারিয়া নানা উপায়ে গুরুর দেহ রক্ষা করিতে
বাসনা করেন। অনন্তর অন্তঃপুর বাসিনী কামিনী
গণের নৃত্য শাস্ত্রের উপদেষ্টা হইয়া গুরুবরের
একান্ত অন্তরঙ্গ হইলেন। ৮৪।

কোন সময়ে ঐ দেশে তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন
দ্বারা বিষয় বাসনা সমস্ত নিবৃত্ত জানিয়া গোরক্ষ
আপনার গুরুকে আনুপূর্বিক যোগশাস্ত্রের উপ-
দেশ দেওয়াতে তখন তাঁহার পূর্ব মত দেহ
হইল। ৮৫।

হায়! এরূপ অপূর্ব বিষয়ানুরাগ! উদ্ভ-
রেতা, তাপসগণের অনুষ্ঠিত ব্রতের খণ্ডন হইলে
আপনারকি ভীষণ পাপ উদয় হইবে না? কিন্তু
এক্ষণে যাহা কর্তব্য কার্য্য তাহা আপনিই একবার
বিবেচনা করিয়া দেখুন। কারণ, আপনি সমস্ত
বিষয়ে কৃতী ও দক্ষ বলিয়া বিখ্যাত। ৮৬।

ব্রতমস্মদীয়মতুলং ক মহৎ ক চ কামশাস্ত্রমতি-
গর্হমিদং। তদভীষ্যতে ভগবতৈব যদি ছনবস্থিতং
জগদিহৈব ভবেৎ ॥ ৮৭ ॥

অধিমেদিনি প্রথয়িতুং শিথিলং ধৃতকঙ্কণস্য
যতিধর্ম্মমিষম্। ভবতঃ কিমন্ত্যবিদিতং তদপি
প্রণয়ান্ ময়োদিতমিষং ভগবন্! ॥ ৮৮ ॥

কিঞ্চাস্মদীয়মতুলং মহদব্রতং ক কচেদমতিনিদ্যং কামশাস্ত্রং
তদপি ভবতৈব যদিষ্যতে তর্হ্যস্মিন্নোকে জগদনবস্থিতমেব
ভবেৎ। তথাচোক্তং যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স
যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদমুদ্বর্ত্তত ইতি ॥ প্র০ ॥ ৮৭ ॥

ইদং ন ময়া বিদিতং জ্ঞাপিতং সর্বজ্ঞতত্ত্বং কিন্তু প্রেমো-
দিতমিত্যাহ শিথিলমিষং যতিধর্ম্মং ভূমৌ প্রকটয়িতুং ধৃতকঙ্কণস্ত
গৃহীতপ্রতিজ্ঞস্ত ভবতোহবিদিতং কিমন্তি ন কিমপি তথাপি
হে ভগবন্! প্রণয়াদিদং ময়োক্তম্ ॥ ৮৮ ॥

আর ভাবিয়া দেখুন, আমাদিগের একমাত্র
অনুষ্ঠেয় ও অনুপম ব্রহ্মচর্য্য ব্রতই বা কোথায়?
এবং এই নিন্দনীয় কামশাস্ত্রই বা কোথায়? তথাপি
যদি আপনি ঐ নিন্দনীয় কামশাস্ত্রে রত হইতে
অভিলাষ করেন, তবে ইহলোকে এই জগৎ অন-
বস্থাদোষে কলুষিত হইবে। শাস্ত্রেও কথিত হই-
য়াছে:—“মহৎ লোকে যেরূপ কার্য্য করিবেন,
ইতরলোকে তাহাই করিবে। শ্রেষ্ঠলোকে যাহা
প্রমাণ করিবেন, সাধারণ লোকে তাহারই অনু-
গামী হইয়া থাকে।” ৮৭।

আমিও আপনাকে কেবল প্রণয়বশতঃ জানাই-
তেছি, নতুবা আপনার কিছুই অবিদিত নাই।
দেখুন—জগতে লুপ্তপ্রায় যতিধর্ম্ম প্রচার করিবার
নিমিত্ত আপনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। সুতরাং
আপনার সমস্ত বিষয়ই জানা আছে। ৮৮।

স নিশম্য পদ্মচরণস্য গিরং গিরতি স্ম গীম্পতি-
সমপ্রতিভঃ । ৷ষিগীতমেব ভষতা ফণিতং শৃণু
সৌম্য ! বচ্মি পরমার্থমিদম্ ॥ ৮৯ ॥

অসঙ্গিনো ন প্রভবন্তি কামা হরৈরিবাতীরবধু-
সখস্য । বজ্রোলিযোগপ্রতিভূঃ স এষ বৎসাব-
কীর্ণিত্ববিপর্যায়ো নঃ ॥ ৯০ ॥

এবং পদ্মপাদবাক্যমুদাহৃত্যাচার্য্যস্ত তদুদাহর্তুমাহ । পদ্মপাদস্ত
বচঃ শ্রদ্ধা বাচস্পতিতুল্যা প্রতিভা যন্ত স উক্তবান্ । যদ্যপি
যস্য অমিত্তমেব কথিতং তথাপি হে সৌম্য ! শ্রোতুং সাব-
ধানো ভব পরমার্থমিদং কথ্যামি ॥ ৯১ ॥

কিং ভদ্রিত্যপেক্ষায়ামাহ । অসঙ্গিন আসক্তিবিনিমুক্তস্ত
কামাঃ ন প্রভবন্তি । তত্র দৃষ্টান্তঃ গোপবধুসখস্ত শ্রীকৃষ্ণস্তেব ।
কিঞ্চ বা বজ্রোলিসংজ্ঞিকযোগপ্রতিভূমিঃ স এষ হে বৎস ! নোহ-
স্মাকমবকীর্ণিত্বস্য রেতঃপাতেন ক্ষতব্রতত্বস্য বিপর্যয়স্তদভাবঃ
তস্য রেত আকর্ষণসামর্থ্যসম্পাদকত্বাৎ ॥ উৎ ॥ ৯০ ॥

এইরূপে পদ্মপাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃহ-
স্পতির তুল্য প্রতিভা-শক্তি-সম্পন্ন আচার্য্য শঙ্কর
তঁাহাকে বলিতে লাগিলেন । যদ্যপি তোমার
কথা সমস্তই সত্য, তথাপি হে সৌম্য ! তুমি সাব-
ধান হইয়া শ্রবণ কর । আমি যাহা বলিতেছি,
ইহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে । ৮৯ ।

গোপবধু সকল যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গিনী হই-
য়াও তাঁহার মনোহরণ করিতে পারে নাই, তদ্রূপ
যে ব্যক্তি বৈষয়িক পদার্থের উপর বীতরাগ হইয়া-
ছেন, বিষয়বাসনা সকল কখনই তাঁহার মনো-
হরণ করিতে পারে না । হে বৎস ! বজ্রোলি
নামে যে যোগের এক প্রতিভূমি আছে, তাহা
দ্বারাই জানিবে আমাদিগের রেতঃপাতে কোন
যতিব্রতের হানি হয় না । ৯০ ।

সঙ্কল্প এবাখিলকামমূলং স এষ মে নাস্তি স-
মস্য বিক্ষোঃ । তন্মূলহানৌ ভবপাশনাশং কর্তুঃ
সদা স্যান্তবদৌষদৃষ্টেঃ ॥ ৯১ ॥

অবিচার্য্য যন্ত বপুরাদ্যহমিত্যভিমন্ততে জড়-
মতিঃ স্তদৃঢ়ম্ । তমবুদ্ধতত্ত্বমধিকৃত্য বিধিপ্রতিষেধ-
শাস্ত্রমখিলম্ ॥ ৯২ ॥

কিঞ্চ সঙ্কল্প এবাখিলাভিলাষস্য মূলং স এব কৃষ্ণতুল্যস্য
মম নাস্তি । তথাচ সदैব সংসারদৌষদৃষ্টেঃ কর্তুরপি কামমূলস্য
সঙ্কল্পস্য হানৌ সন্ত্যাং ভবপাশনাশং স্যাৎ ॥ ৯১ ॥

নশ্বেবং তর্হি বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রং নিষ্ফলং স্তাদিত্তি চেৎ
তত্রাহ । যন্ত দেহাদ্যবিচার্য্য দেহাদেজ্জড়াদিনাহনাত্মত্বমবিচা-
র্য্যাহমিত্যহং প্রত্যালম্বনমাত্মানং স্তদৃঢ়মভিমন্ততে যতো জড়-
বুদ্ধিস্তমবুদ্ধতত্ত্বমধিকৃত্য সর্বং বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রং সফলম্ ॥ প্রঃ ॥
৯২ ॥

মনের সঙ্কল্পই জানিবে সমস্ত অভিলাষের মূল
কারণ । শ্রীকৃষ্ণের যেমন সঙ্কল্প না থাকাতে
কামের আবির্ভাব হয় নাই, তদ্রূপ আমিও কাম-
পদার্থের উপর কিছুতেই অনুরক্ত নয় । সংসা-
রের উপর যদি দৌষ প্রকাশ করা যায়, তবে
তঁাহার কামকারণ সঙ্কল্পের ক্ষয় হয়, ভবপাশের
মোচন হয় । ৯১ ।

ইহাদ্বারা বিধিনিষেধশাস্ত্রও কখন নিষ্ফল হ-
ইতে পারে না । যে জন্ম দেহাদির বিচার না
করিয়া অথচ দেহাদির জড়ত্ব অনুসারে আত্মতত্ত্ব
বিচার না করে, তাহা দ্বারাই “অহম্” এই অহ-
ঙ্কারের আলম্বনস্বরূপ আত্মাকে দৃঢ়রূপে বিবেচনা
করিতে পারা যায় । এই কারণে জড়মতি কখনই
তত্ত্ব বুঝিতে অধিকারী হয় না । স্ততরাং সমস্ত

কৃতধীশ্বনাশ্রমবর্ণমজাত্যববোধমাত্রমজমেকর-
সম্। স্বতয়াবগত্য ন ভজেমিবসম্মিগমশ্চ মুষ্টি
বিধিকিঙ্করতাম্ ॥ ৯৩ ॥

কলশাদিমুৎপ্রভবমস্তি যথা মৃদমস্তরা ন জগ-
দেবমিদম্। পরমাত্মজন্মমপি তেন বিনা সময়ত্র-
য়হপি ন সমস্তি খলু ॥ ১৪ ॥

এবমজ্ঞাত্ত্বাধিকারিণঃ সত্বাধিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রসাক্ষ্যমুক্তা।
তত্ত্ববিদোহধিকারাববোধমহ। কৃত্য সম্পাদিতা মহাবাক্যজ্ঞাতা
ধীর্ধেন স ত্বাশ্রমাদিবিনির্মুক্তমাত্মানমাত্মত্বেনাবগত্য বেদান্তপ্র-
তিপাদাস্বরূপত্বান্নিগমস্য মুষ্টি বসন্ বিধিকিঙ্করতাং ন ভজেত
বিধিগ্রহণং প্রতিষেধসাপ্যাপলক্ষণম্ ॥ ৯৩ ॥

নববশ্তমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভং। নাভুক্তং ক্ষী-
য়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপীত্যাদিবচনৈঃ কর্মফলভোগস্যাবশ-
কত্বাবগমাং কথং তেন তত্ত্ববিদোহসম্বন্ধ ইত্যশঙ্ক্য বাচারম্ভণং
বিকারো নামধেয়ং মূর্ত্তিকৈত্যেব সত্যমিতি শ্রুত্যানুদৃষ্টান্তেন

বিধিনিষেধ শাস্ত্র যে সফল হইবে, ইহা কিছুতেই
বিচিত্র নহে। ৯২।

এইরূপে যদি অজ্ঞ অধিকারী হয়, তাহার বিধি-
নিষেধ শাস্ত্রসকল সফল হইয়া থাকে। কিন্তু তত্ত্ব-
জ্ঞানীর কিছুতেই অধিকার হইতে পারে না।
“তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।” এই বেদান্তের মহাবাক্য
দ্বারা যাহার সৎ বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সেই ব্যক্তি
বর্ণাশ্রমশূন্য, জাতিশূন্য, জ্ঞানমাত্র, অজ এক ও
অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে আত্মরূপে অবগত হইয়া
বেদান্তশাস্ত্রের মস্তকে বসতি করিয়া বিধি ও নি-
ষেধশাস্ত্রের সেবা করিতে তখন আর বাসনাও করে
না। ৯৩।

“সকলেরই শুভাশুভ কর্ম অবশ্য ভোগ ক-
রিতে হয়। শতকোটি কল্পেও অভুক্ত কর্মের ক্ষয়

কথমজ্যতে জগদশেষমিদং কলয়ন্ মুষেতি হৃদি
কর্মফলৈঃ। ন ফলায় হি স্বপনকালকৃতং মুকুতাди
জান্ননৃতবুদ্ধিহতম্ ॥ ৯৫ ॥

কালত্রয়েহপ্যাত্মব্যতিরিক্তশ্চ প্রপঞ্চস্যাভাববিচারণেন তস্য মুষা-
ত্বনিশ্চয়াদিত্যাহ। ঘটানাং মূৎপ্রভবং বস্তু যথা মৃদং বিনা
নাস্তি। তথা পরমাত্মজন্মমিদং জগদপি পরমাত্মানং বিনা কাল-
ত্রয়েহপি নাস্তি। তদন্তত্বমারম্ভণশকাদিভ্য ইতি শ্রায়াং কল্পিত-
স্যাধিষ্ঠানানতিরিক্তত্বং প্রসিদ্ধমিতি ধ্বংসঃ ॥ ৯৪ ॥

তথাচৈবং প্রকারেণ সর্বং জগন্মিথ্যেতি হৃদ্যমুসন্ধানঃ
কর্মফলৈর্ন কেনাপি প্রকারেণ লিপ্যতে, হি যস্মাৎ স্বপ্নকালকৃতং
মুকুতং মুকুতং চ মুষাবুদ্ধিহতত্বাৎ কদাচিদপি ফলায় ন ভবতি
॥ ৯৫ ॥

হয় না।” ইত্যাদি বচনে স্পষ্টই জানা যাইতেছে
যে, কর্মফল ভোগ করিবার শাস্ত্র যখন স্পষ্ট
বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন তত্ত্বজ্ঞানীর কর্মফল-
ভোগের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। “বাচারম্ভণং
বিকারো নামধেয়ং মূর্ত্তিকৈত্যেব সত্যম্” হরি,
গোপাল ইত্যাদি নাম কেবল বিকৃতিমাত্র, কিন্তু
জগতে মূর্ত্তিকাই সত্য। ইত্যাদি বেদোক্ত দৃষ্টান্ত
দর্শনে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালেও
আত্মব্যতিরিক্ত কোন পদার্থ নাই, এরূপ বিচার
করিয়া অন্য পদার্থ মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় হইয়া
থাকে। কারণ, মূর্ত্তিকা-প্রাদুর্ভূত ঘটাদি বস্তু যে-
মন মূর্ত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে, তদ্রূপ পর-
মাত্মজন্ম এই জগৎ পরমাত্ম ভিন্ন কোন কালে
আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ আমরা কল্পনা করিয়া
যে সমস্ত বস্তু দর্শন করিয়া থাকি, উহা ঈশ্বরের
অধিষ্ঠান বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নহে। ৯৪।

এইরূপ প্রকারে “সমস্ত জগৎ মিথ্যা” বলিয়া

তদয়ং করোতু হয়মেষশতান্শ্রমিতানি বিপ্রহন-
নান্থ বা । পরমার্থবিম্ স্কৃতৈর্হুঁরিতৈরপি লি-
প্যতেহস্তমিতকর্তৃতয়া ॥ ৯৬ ॥

অবধীং ত্রিশীর্ষমদদাচ্চ যতীন্ বৃকমণ্ডলায় কু-
পিতঃ শতশঃ । বত লোমহানিরপি তেন কৃত্য ন
শতক্রতোরিতি হি বহুচর্চাঃ ॥ ৯৭ ॥

তত্ত্বাদয়মশ্বমেধশতানি করোতু অথবা অসংখ্যাতানি বিপ্র-
হননানি করোতু তথাপি পরমার্থবিং স্কৃতৈর্হুঁরিতৈশ্চ ন লি-
প্যতে, লেপকারণস্য কর্তৃত্বস্য নিবৃত্ত্বাদিতি হেতুমাংস অস্তং গত-
কর্তৃত্বয়েতি ॥ ৯৬ ॥

অয়মমিতানি ব্রহ্মহননানি বা করোতু তথাপি হুঁরিতৈর্ন
লিপ্যত ইত্যুক্তং তত্র প্রমাণাকাজ্জায়াং ত্রিশীর্ষাণং স্বাষ্ট্রমহন্ন-
মুখান্ যতীন্ শালাবৃকভ্যাঃ প্রায়চ্ছত্তস্য মে তত্র লোমাপি ন

হৃদয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আর কখনই
কর্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না । যেরূপ স্বপ্নদর্শনে
স্কৃত ও দ্রুত কার্য্য সকল মিথ্যা বুদ্ধি দ্বারা নষ্ট
হইয়া ফলোৎপাদন করিতে পারে না, ইহাও ত-
দ্রূপ জানিবে । স্বপ্নে রাজনগরী, উদ্যানাদি অথবা
শ্মশানভূমি দর্শন করিলে তাহাতে কোন শুভাশুভ
ফল ঘটিতে পারে না, কারণ, ঐ স্বপ্নদর্শন মিথ্যা-
জ্ঞান বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে । ৯৫ ।

অতএব কোন ব্যক্তি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করুক,
অথবা অসংখ্য অসংখ্য ব্রহ্মহত্যা করুক, তথাপি
পরমার্থবিং লোকে কিছুতেই শুভাশুভ কর্মে
লিপ্ত হয় না । কারণ, তৎকালে তত্ত্বজ্ঞানীর সমস্ত
কর্তৃত্ব বোধ একেবারে অন্তর্মিত হইয়া যায় । ৯৬ ।

কোন লোকে যদি অসংখ্য অসংখ্য ব্রহ্মহত্যা
করিয়াও পাপ-লিপ্ত না হয়, তদ্বিষয়ে বেদই প্র-

বহুদক্ষিণৈরযজত ক্রতুভির্বিবুধানতর্পয়দসংখ্য-
ধনৈঃ । জনকস্তথাপ্যভয়মাপ পরং ন তু দেহযোগ-
মিতি কাণুবচঃ ॥ ৯৮ ॥

মীয়তে স যো মাং বেদ ন হ বৈ তস্য কেনচন কর্মণা লোকো
মীয়তে ন স্তেয়েন ন জগহত্যায়েতি প্রতিমর্থতঃ পঠতি । ত্রিশি-
রসং স্বষ্ট্রপুত্রং বিশ্বরূপমিন্দ্রোহবধীং । তথা রৌতি ষথার্থং শব্দমত-
তীতি কৃষেদাস্তবাক্যং তদ্ যেষাং মুখে নাস্তীতি তানরুণুখান্
শতশঃ যতীন্ শালাবৃকসমূহায় কুপিতঃ সন্ অদাং, তথাপি শত-
ক্রতোরিন্দ্রস্য তেন কর্মণা লোমহানিরপি নৈব কৃত্যতি ঋথে-
দিনাং বাগিত্যর্থঃ ॥ ৯৭ ॥

হয়মেষশতানি করোতু তথাপি স্কৃতৈর্ন লিপ্যত ইত্যুক্তাপি
প্রমাণমাহ । জনকো বহুদক্ষিণৈঃ ক্রতুভির্দেবানযজৎ তথাসং-
খ্যধনৈরতর্পয়ং তথাপি কেবলং সর্বভয়শূত্রং পরমানন্দস্বরূপং

মাণ । “ত্রিশীর্ষাণং স্বাষ্ট্রমহন্নরুণুখান্ যতীন্ শালা-
বৃকভ্যাঃ প্রায়চ্ছত্তস্য মে তত্র লোমাপি ন মীয়তে
স যো মাং বেদ ন হ বৈ তস্য কেনচন কর্মণা
লোকো মীয়তে ন স্তেয়েন ন জগহত্যা ।” অস্যার্থ
ইন্দ্র ত্রিমস্তক স্বষ্ট্রপুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছি-
লেন । যে সমস্ত যতিদিগের মুখ হইতে বেদাস্ত
বাক্য উচ্চারিত হয় না, এরূপ শতসংখ্যক যতি-
দিগকে ইন্দ্র কুপিত হইয়া গৃহপালিত ক্ষুদ্রকায়
ব্যাঘ্রদিগের মুখে দান করিয়াছিলেন । তাহাতে
ইন্দ্রের একগাছি লোম পর্য্যন্ত ক্ষয় হয় নাই ।
সেই ইন্দ্রকে জানিতে পারিলে চৌর্য্যবৃত্তি কি
জগহত্যা দ্বারা তাহার কিছুই হয় না । এই কথা
বহুচর্চদিগের চিরপ্রসিদ্ধ আছে । ৯৭ ।

কোন লোকে যদি শত অশ্বমেধ যাগ করে
তথাপি তিনি পুণ্যস্পৃষ্ট হন না । এই বিষয়েও
বেদ প্রমাণ রহিয়াছে । “জনকো বৈদেহো বহু-

ন বিহীযতে হি রিপুবদুরিতৈর্ন চ বর্দ্ধতে জ-
নকবৎ স্কৃতৈঃ । ন স তাপমেত্যকরবৎ ছুরিতং
কিমহং ন সাধ্বকরবৎ স্থিতি চ ॥ ৯৯ ॥

মোক্শং প্রাপ ন তু তৎফলভোগায় দেহসম্বন্ধমাপেতি কাণ্ডানাং
বচনম্ । তথাচ শ্রুতিঃ । জনকো বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞে-
নেজ্ঞে অভয়ং বৈ জনকঃ প্রাপ্তোহসীত্যাদ্য ॥ ৯৮ ॥

ফলিতমাহ । তথাচ তদ্বিদ্ব্রতরিপুঞ্জস্বয়ং ছুরিতৈর্ন
হীযতে তথা জনকবৎ স্কৃতৈশ্চ ন বর্দ্ধতে । কিঞ্চ স তদ্বিদ্ভং
ছুরিতং কিমর্থমকরবৎ সাধু কর্ম চ কিমর্থং নাকরবমিতি তাপ-
মপি ন প্রাপ্তোভীত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিস্তং স্কৃততদ্ব্রতে বিধুত
এনং হ বাব ন তপতি কিমহং সাধু নাকরবৎ কিমহং পাপমক-
রবমিত্যাদ্য ॥ ৯৯ ॥

দক্ষিণেন যজ্ঞেনেজ্ঞে অভয়ং বৈ জনকঃ প্রাপ্তো-
হসি ।” অস্যার্থ—মিথিলাধিপতি জনকরাজা বহু-
দক্ষিণায়ুক্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি
উভয়পদ প্রাপ্ত হয়েন ; এবং সংখ্যাভীত ধনদানে
পরিতুষ্ট করেন । এ কার্যেও রাজর্ষি জনক সর্ব-
ভয়শূন্য, পরমানন্দস্বরূপ, কেবল মোক্ষ লাভ
করেন, কিন্তু তাহার ফলভোগ করিবার নিমিত্ত
তিনি দৈহিক সম্বন্ধ একেবারেই প্রাপ্ত হন নাই,
এ কথাও বেদে কাণ্ডশাখাধ্যায়ীদিগের চিরপ্রসিদ্ধ
আছে । ৯৮ ।

ফল কথা তদ্বিজ্ঞানী ব্যক্তি কদাচ ব্রতশত্রু
ইন্দ্রের তুল্য একেবারে পাপশূন্যও হন না—অথচ
জনক রাজার মত একেবারে পুণ্যরুদ্ধিও হয় না ।
(আমি কি নিমিত্ত পাপকার্য করিয়াছি, আমি কি
নিমিত্ত পুণ্য কর্ম করি নাই) তদ্বিজ্ঞানী লোকে
ইহার জন্য কোন সম্ভাপ অনুভব করেন না । এই
বিষয়ে শ্রুতিও আছে “তৎ স্কৃততদ্ব্রতে বিধুত

তদনঙ্গশাস্ত্রপরিশীলনমপ্যমুনৈব সৌম্য ! করণেন
কৃতম্ । ন হি দোষকৃত্তদপি শিষ্টসরণ্যবনর্থমশ্ব-
পুরেত্য যতে ॥ ১০০ ॥

ইতি সংকথাঃ স কথনীয়শা ভবভীতিভঞ্জন-
করীঃ কথয়ন্ । স্কুরাসদং চরণচারিজনৈর্গিরিশৃঙ্গ-
মেত্য পুনরেব জগৌ ॥ ১০১ ॥

তত্ত্বমাদ্যদ্যপি কামশাস্ত্রপরিশীলনং হে সৌম্য ! অনেনৈব
করণেন বপুষা কৃতমপি ন চ দোষকৃত্ত তথাপি শিষ্টসরণীপরি-
পালনার্থমশ্বশরীরং প্রাপ্য যত্নং কৰোমি ॥ ১০০ ॥

ইত্যেবং ভবভয়ভঞ্জনকরীঃ সংকথাঃ কথয়ন্ কথনীয়ঃ যশো
যন্ত স চরণচারিজনৈরতিহুস্ত্রাপমদ্রিশৃঙ্গং প্রাপ্যথ গিরিশৃঙ্গ-
প্রাপ্ত্যনন্তরং স শ্রীশঙ্করো ভূয়োহপ্যবাচ ॥ ১০১ ॥

এনং হ বাব ন তপতি কিমহং সাধু নাকরবৎ কিমহং
পাপমকরবম্” অস্যার্থ—স্কৃত তদ্ব্রত কার্য্য তদ্ব-
জ্ঞানীকে একেবারে পরিত্যাগ করে এবং ঐ জ্ঞানী
ব্যক্তি পাপ পুণ্যের নিমিত্ত কখন উপতপ্ত
হন না । ৯৯ ।

হে সৌম্য ! যদ্যপি এই শরীরে কামশাস্ত্রের
অনুশীলন করিলেও আমি কিছুতেই দোষভাগী
হইব না বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি, তথাপি
শিষ্টাচার এবং সাধুসেবিত পদ্ধতি রক্ষণার্থে অন্য
শরীর প্রাপ্ত হইবার জন্য যত্নবান হইয়াছি । ১০০ ।

এরূপ ভবভয় ভঞ্জন কারক সাধু বাক্য বলিতে
বলিতে মহাযশস্বী আচার্য্য, (যে সকল লোকে
পদব্রজে গমন করিয়াও যে গিরিশৃঙ্গ স্পর্শ করিতে
পারে না) আজি সেই চুস্ত্রাপ্য অদ্ভি শৃঙ্গ প্রাপ্ত
হইয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন । ১০১ ।

অথ সাহসুপশ্চত বিভাতি গুহাপুরতঃ শিলা
সমতলা বিপুলা । সরসী চ তৎপরিসরেহচ্ছজলা
ফলভারনমৃতরুরম্যতটা ॥ ১০২ ॥

পরিপাল্যতামিহ বসন্তিদিদং বপুঃপ্রমাদমন-
বদ্যগুণাঃ ! । অহমাস্থিতস্তুচ্চুচিতং করণং কলয়ামি
যাবদসমেষুকলাম্ ॥ ১০৩ ॥

ইতি শিষ্যবর্গমুশাস্ত যমিপ্রবরো বিস্মৃষ্ট-
করণোহধিগুহম্ । মহিপশ্চ সূক্ষ্মগুরুযোগবলো
বিশদাতিবাহিকশরীরযুতঃ ॥ ১০৪ ॥

যদ্বাচ তদুদাহরতি । গুহায়াঃ পুরতঃ সমং তলং যন্তাঃ সা
বিপুলা শিলা বিভাতি । তথা তন্তা গুহায়াঃ পরিসরে প্রাস্তভূমৌ
স্চ্ছজলা পুনশ্চ ফলানাং ভারেণ নষ্টৈর্বৃষ্টৈক রম্যং তটং যন্তাঃ
সা সরসী বিভাতি হে বিনেয়াঃ ! অমুপশ্চত ॥ ১০২ ॥

তথাচ যাবৎ কামকলাজানায়োচিতং শরীরমাস্থিতোহহং
বিষমেষুকলামমুভবামি তাবদন্তাঃ শিলায়াং বসন্তিহে অনবদ্য-
গুণাঃ ! ইদং চ মদ্বপুঃপ্রমাদং যথা স্তান্তথা পরিপাল্যতামিতার্থঃ
॥ ১০৩ ॥

ঐ গুহার সম্মুখে এক প্রকাণ্ড সমতল শিলা-
খণ্ড শোভা পাইতেছে । ঐ গুহার প্রান্তভূমে
নির্মল জলপূর্ণ এক প্রকাণ্ড জলাশয় বিরাজমান
রহিয়াছে । হে বিনীত শিষ্যগণ ! তোমরা অব-
লোকন কর, ফলভর নত তরুরাজি দ্বারা ঐ জলা-
শয়ের উভয় তীর কেমন রমণীয় হইয়াছে । ১০২ ।

আমি যতকাল কামকলা জানিবার জন্য সমু-
চিত দেহ প্রাপ্ত হইয়া কামকলা অনুভব করিব,
হে নির্মল চরিত্রে শিষ্যগণ ! তোমরা ততকাল
পর্যন্ত এই শিলাতলে উপবেশন করিয়া সাবধান-
পূর্বক আমার এই শরীর রক্ষা করিতে থাক । ১০৩ ।

অঙ্গুষ্ঠমারভ্য সমীরণং নয়ন্ করক্কুর্মার্গাদ্বিহি-
রেত্য যোগবিৎ । করক্কুর্মার্গেণ শনৈঃ প্রবিষ্টবান্
মৃতস্য যাবচ্চরণাগ্রমেকধীঃ ॥ ১০৫ ॥

গাত্রং গতাসৌর্বস্বধাপিশ্চ শনৈঃ সমাস্পন্দত
জংপ্রদেশে । তথোদমীলময়নং ক্রমেণ তথোদতিষ্ঠৎ
স যথা পুরৈব ॥ ১০৬ ॥

ইত্যেবং শিষ্যবর্গমুশাস্ত গুহায়াং তাক্তদেহ উরুগোগবল
আতিবাহিকেন জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্মেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধিরূপেণ লিঙ্গ-
শরীরেণ যুতো যমিনাং প্রবরঃ শ্রীশঙ্করোহসরকাভিধস্ত ক্রিতিপশ্চ
কায়মবিশৎ ॥ ১০৪ ॥

কণঃ বিস্মৃষ্টদেহস্তচ্ছরীরং প্রবিষ্টবানিত্যপেক্ষায়াং তৎপ্র-
কারং দর্শয়তি । স্বশরীরজ্ঞানার্ভুষ্ঠনারভ্য দশমদ্বারপর্য্যন্তং প্রাণবায়ুং
নয়ন্ সন্ শিরোরক্কুর্মার্গাদ্বিহিরাগত্য মৃতস্য রাজদেহস্য চরণাগ্র-
পর্য্যন্তং করক্কুর্মার্গেণ শনৈঃ প্রবিষ্টবান্ এবং সত্যাপোকবুদ্ধিরেব
॥ উঃ ॥ ১০৫ ॥

এইরূপে শিষ্যবর্গদিগকে অনুশাসন করিয়া
পর্ব্বতগুহায় দেহ পরিত্যাগ করিলেন, এবং অসীম
যোগবলে আতিবাহিক অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মে-
ন্দ্রিয়, প্রাণ মন ও বুদ্ধিরূপ লিঙ্গশরীর সংযুক্ত হইয়া
যতিবর শঙ্কর অমরক ভূপতির শরীরে প্রবেশ
করিলেন । ১০৪ ।

প্রথমে আপনার শরীরের অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ
করিয়া, দশমদ্বার পর্য্যন্ত প্রাণবায়ুর সঞ্চালন-
পূর্ব্বক মস্তকের রন্ধু পথ হইতে বাহিরে আসিয়া
মৃত রাজদেহের মস্তকের রন্ধু পথ দিয়া চরণাগ্র
পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করেন । যখন তিনি
এইরূপ গভীর কার্য্যে ত্রুতী ছিলেন তখনও তিনি
একাগ্রচিত্ত । ১০৫ ।

আদৌ তদঙ্গমুদয়নমুখকান্তি পশ্চান্নাসান্তনি-
র্ঘদনিলং শনৈকঃ পরস্তাৎ । উন্মীলদজ্জিচ্চলনং
তদনুদ্যদক্ষি ব্যাকোচমুখিতমুপান্তবলং ক্রমেণ ॥১০৭

তং প্রাপ্তজীবমুপলভ্য পতিং প্রভূতহর্ষস্বনাঃ
প্রমুদিতাননপঙ্কজাস্তাঃ । নার্যো বিরেজুররুণো-
দয়সম্প্রফুল্লপদ্মাঃ সমারসরবা ইব বারিজিহ্মঃ ॥১০৮॥

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ । স্মৃতকস্য ভূমিপতের্গাত্ৰং
ঋৎপ্রদেশে শনৈঃ সমাশ্পদ্যত সম্যক্ প্রচলিতম্ । তথা হস্তাদি-
চলনক্রমেণ নয়নমুদয়ীলয়ৎ । তথা স রাজা যথাপূর্বমেবোদতিষ্ঠৎ
॥ ১০৬ ॥

ক্রমেণেতান্তং তত্র কেন ক্রমেণেত্যাকাজ্জায়াং ক্রমঃ নিরু-
পয়তি । আদৌ তস্যাপ্তং গাত্ৰমুদয়ন্তী মুখকান্তির্ঘস্মিন্ তথাভূতং
পশ্চান্নাসান্তনির্গচ্ছন্ প্রাণবায়ুর্ঘস্মিন্ শনৈকঃ পশ্চাচ্ছ্রীলচরণ-
যোচ্চলনং যস্মিন্ ততঃ পশ্চাচ্ছ্রীলচরণযোচ্চলনং সঙ্কোচ-
বিনিমোহো যস্মিন্নিত্যেবং ক্রমেণোপান্তবলং সহুখিতম্ ॥ ১০৭ ॥

তং প্রাপ্তজীবং পতিমুপলভ্য প্রভূতো হর্ষবৃত্তঃ শব্দো যাসাং
প্রমুদিতানি মুখকমলানি যাসাং তা নার্যো বিরেজুঃ । তত্র

মৃত রাজার গাত্রে প্রথমে হৃদয়দেশ ধীরে
ধীরে কম্পিত হইল । অনন্তর করচরণাদি কম্পিত
হইলে নয়ন উন্মীলিত হইল, এবং রাজা অমিলম্বে
পূর্বমত উঠিয়া বসিলেন । ১০৬ ।

অগ্রে দেহের অবয়বসমষ্টির মধ্যে মুখশ্রী
লক্ষিত হইল । পশ্চাৎ নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়া
প্রাণবায়ু ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল । ধীরে ধীরে
চরণযুগল কম্পিত হইলে নেত্রদ্বয়ের সঙ্কুচিত
ভাব নষ্ট হইল । এই রূপে ক্রমে ক্রমে বলাধান
হইলে নরপতি ধরাশয়া পরিত্যাগ পূর্বক স্পষ্ট-
রূপে উখিত হইলেন । ১০৭ ।

অরুণোদয় হইবার পর প্রফুল্লকমলযুক্ত এবং

হর্ষং তাসামুদিতমতুলং বীক্ষ্য বামেক্ষণানামাত্ত-
প্রাণং নৃপমপি মহামাত্যমুখ্যাঃ প্রহৃষ্টাঃ । দধুঃ
শঙ্খান্ পণবপটহান্ দুন্দুভীংশ্চাভিজঘ্নুস্তেষাং ঘোষঃ
সপদি বধিরীচক্রিরে দ্যাং ভুবক ॥ ১০৯ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তৎসার্বভৌমোপায়গোচরঃ ।

সংক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গোহয়ং নবমোহভবৎ ॥

দৃষ্টান্তঃ অরুণোদয়েন সম্প্রকুরানি কমলানি বাহু তাঃ সারসানাং
শব্দেন সহিতাঃ পুষ্করিণ্য ইব ॥ ১০৮ ॥

তাসাং বামেক্ষণানামুদিতং হর্ষং বীক্ষ্য নৃপতিমপি আত্ম-
প্রাণং বীক্ষ্য মহামাত্যপ্রমুখ্যাঃ প্রহৃষ্টাঃ সন্তঃ শঙ্খান্ পুরিতবসঃ
পণবাদীন্ বাদ্যবিশেষাংশ্চাভিজঘ্নুস্তেষাং শঙ্খাদীনাং শব্দঃ দ্যাং
ভূমিং চ বধিরীচক্রিরে মল্লক্রান্তা ॥ ১০৯ ॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যাবলগোপালতীর্থ-

শ্রীপাদশিষ্যদত্তবংশাবতঃসরানকুমারসুহৃদনপতিকৃতে

শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিজয়ভিণ্ডিমে নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

সারস পক্ষীর কলরবে পরিপূর্ণ পুষ্করিণী সকল
যজ্রপ শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তজ্রপ রাজম-
হিষী সকল পতিকে জীবিত দেখিতে পাইয়া,
আনন্দে শব্দ করিতে লাগিল এবং মুখ সকল
প্রফুল্ল কমল কুসুমের তুল্য শোভা পাইতে
লাগিল । ১০৮ ।

তৎকালে বামনয়না কামিনীগণের অতুল্য হর্ষ
দেখিয়া এবং নরপতি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছেন
দর্শন করিয়া প্রধান প্রধান অমাত্যগণ যথেষ্ট হর্ষ-
চিত্ত হইল । অনন্তর আনন্দে শঙ্খ, পণব, ঢকা
ও দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যরবদ্বারা মস্ত্রিগণ তৎক্ষণাৎ
স্বর্গ ও মর্ত্যলোক এককালে বধির করিয়া ফে-
লিল । ১০৯ ।

ইতি মাধবীয় সংক্ষেপ শঙ্কর জয়ে নবম সর্গ ।

অথ দশমঃ সর্গঃ ।



অথ পুরোহিতমন্ত্রিপুৰঃসরৈর্নরপতিঃ কৃতশাস্তি-
ককর্মভিঃ । বিহিতমাস্ত্রলিকঃ স যথোচিতং নগর-
মাস্ত্রিতভদ্রগজো যযৌ ॥ ১ ॥

সমধিগম্য পুরে পরিসাস্ত্রিতপ্রিয়জনঃ সচিবৈঃ
সহ সম্মতৈঃ । ভুবমপালয়দাদৃতশাসনো নৃপতি-
ভির্দ্বিবমিস্ত্র ইবাধিরাট্ ॥ ২ ॥

এবং সার্বভৌমপাশং সপ্রপঞ্চঃ নিরূপ্য কামকলাতৎ স-
পরিকরং প্রপঞ্চয়িতুমারভতে । অত্যানন্তরং কৃতশাস্ত্রিককর্মভিঃ
পুরোহিতাদিভির্ধথোচিতং বিহিতমাস্ত্রলিকঃ আহ্বিতো মঙ্গল-
গজো যেন স নরপতিঃ নগরং যযৌ ক্রতবিলম্বিতম্ ॥ ১ ॥

পুরং সমধিগম্য পরিসাস্ত্রিতঃ প্রিয়জনো যেন নৃপতিভি-
রাদৃতঃ শাসনং বস্য সঃ অধিরাট্ সম্মতৈঃ সচিবৈঃ সহ দিবমিস্ত্র
ইব ভুবমপালয়ং ॥ ২ ॥

দশম সর্গ ।

আচার্য্য যে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ ছিলেন
তাহা পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে
কামকলা তত্ত্ব সবিস্তরে নিরূপণ করিবার নিমিত্ত
পুনর্ব্বার উপক্রম করা হইতেছে । অনন্তর পুরো-
হিতগণ শাস্ত্রি কর্ম করিয়া নরপতির যথোচিত
মাস্ত্রলিক কার্য্য করিবার পর—মঙ্গলসজ্জায় সজ্জিত
কোন এক হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া শীঘ্র
তিনি আপনার রাজধানী গমন করিলেন । ১ ।

রাজধানীতে গমন করিয়া আত্মীয় কুটুম্বদি-
গকে সান্বনা করিতে লাগিলেন । সকলেই নৃপ-

ইতি নৃপত্বমুপেত্য বহুধরামবতি সংযমিভূভূতি
মন্ত্রিণঃ । তমধিকৃত্য পরং কৃতসংশয়া ইতি জজলপু-
রনল্পধিয়ো মিথঃ ॥ ৩ ॥

মৃতিমুপেত্য যথা পুনরুখিতঃ প্রকৃতিভাগ্য-
বশেন তথা হুয়ম্ । নরপতিঃ প্রতিভাতি ন পূর্ব্ববৎ-
সমুদিতাখিলদিব্যাণ্ডগোদয়ঃ ॥ ৪ ॥

ইত্যেবং নৃপত্বং প্রাপ্য যতিরাজে শ্রীশঙ্করে ভূমিমবতি সতি
তং পরমধিকৃত্য তস্মিন্ পরশ্রিগ্ননরবুদ্ধয়ো মন্ত্রিণঃ কৃতসংশয়াঃ
সন্তুঃ পরস্পরমূচুঃ ॥ ৩ ॥

জন্মনমেবোদাহরতি । মৃতিমুপেত্য প্রজাভাগ্যবশেন বথা
পুনরুখিতস্তথৈব প্রকৃতিভাগ্যবশেনৈবায়ং ন পূর্ব্ববৎ প্রতিভাতি
কিন্তু সমুদিতানামখিলানাং দিব্যাণ্ডগানামুদয়ো যস্মিন্স্তথাভূতঃ
প্রতিভাতীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

তির শাসন কার্য্যে সমাদর করিতে লাগিল । পরে
ইন্দ্র যেরূপ স্বর্গ পালন করিয়া থাকেন তদ্রূপ
মাননীয় অমাত্যবর্গের সহিত ঐধিপতি ভূপতি
পুনরায় পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন । ২ ।

এই রূপে যতিরাজ শঙ্কর নৃপত্বপদ প্রাপ্ত
হইয়া, পৃথিবী পালন করিবার পর মহাবুদ্ধিমান্
অমাত্যগণ প্রধান রাজার অধিকারে বাস করিয়া
সংশয়াস্থিত চিত্তে পরস্পর কথোপকথন করিতে
লাগিল । ৩ ।

যিনি মৃত্যুপ্রাপ্তে পতিত হইয়াও প্রজাবর্গের
ভাগ্যবশতঃ যেমন পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়াছেন

বহু দদাতি যযাতিবদধিনে বদতি গীম্পতিবদ-
গিরমর্থবিৎ । জয়তি ফাল্গুনবৎ প্রতিপার্শ্বান
সকলমপ্যবগচ্ছতি শর্কবৎ ॥ ৫ ॥

অনুসবনবিস্তৃত্বৈরপূর্বৈর্বিবর্তরণপৌরুষশৌর্য্য-
ধৈর্য্যপূর্বৈঃ । অনিতরস্থলভৈগুণৈর্বিভাতি ক্ষিতি-
পতিরেব পরঃ পুমানিবাদ্যঃ ॥ ৬ ॥

শুণানেবোপবর্ণয়তি । অগ্নিনে যযাতিবদ্বনং দদাতি । তথা-
হয়মর্থবিৎ বাচস্পতিবদ্বিরং বদতি । প্রতিরাঙ্কোহর্জুনবজ্জয়তি ।
সর্বমপি মহাদেববজ্জানাতি ॥ ৫ ॥

অনুসবনং সর্বদা বিসরণশীলৈরপূর্বৈঃ দাতৃহাদিভিনাত্ত্বিন্
স্থলভৈগুণৈরেব ভূমিপতিরাদ্যঃ পরঃ পুমান্ পরমাত্মেব বি-
ভাতি । পুষ্পিতাগ্রাবৃত্তম্ ॥ ৬ ॥

সত্য, কিন্তু তদ্রূপ প্রজাপুঞ্জের শুভাদৃষ্ট বশতঃ
পূর্বমত শোভা পাইতেছেন না কেন? অথচ
নিখিল স্বর্গীয় গুণসমষ্টি বিরাজিত হওয়াতে অপূর্ব
শোভা ধারণ করিয়াছেন । ৪ ।

যযাতি রাজা যেরূপ যাচকদিগকে ধন দান
করিতেন, ইনিও তদ্রূপ ধন দান করিতেছেন ।
ব্রহ্মস্পতি যেরূপ অর্থপূর্ণ বাক্য সর্বদা ব্যবহার
করিতেন, ইনিও তদ্রূপ অর্থবিশিষ্ট বাক্য
বলিতেছেন । অর্জুন যেরূপ বিপক্ষ নৃপতিদিগকে
জয় করিতেন, তদ্রূপ ইনিও বিপক্ষ ভূপতি সকল
জয় করিতেছেন । মহাদেব যেরূপ সর্বজ্ঞ বলিয়া
বিখ্যাত, ইনিও তদ্রূপ সর্বজ্ঞতাশক্তি লাভ করি-
য়াছেন । ৫ ।

আদি পরম পুরুষ যদ্রূপ সর্বগুণালঙ্কৃত, তদ্রূপ
এই ক্ষিতিপতি প্রত্যেক যজ্ঞে অনন্য সাধারণ
বিতরণ, পৌরুষ, শৌর্য্য ও ধৈর্য্য প্রভৃতি অপূর্ব

অনৃত্ব তরবঃ স্পৃশ্পিতাগ্রা বহুতরহৃদ্ধৃষাশ্চ
গোমহিষ্যঃ । ক্ষিতিরভিমতবৃষ্টিরাঢ্যশস্য। স্ববি-
হিতধর্মরতাঃ প্রজাশ্চ সর্বাঃ ॥ ৭ ॥

কালস্তিষ্যঃ সর্বদোষাকরোহপি ত্রেতামত্যে-
ত্যদ্য রাজ্ঞঃ প্রভাবাৎ । তস্মাদস্মদ্রাজবয়্ম্ প্রবিষ্ট
প্রাঐগুণ্যঃ শান্তি কশ্চিদ্রিক্রীম্ ॥ ৮ ॥

তদয়ং গুণবারিধির্যথা প্রতিপদ্যেত ন পূর্বকং

কিঞ্চ বৃক্ষা অনৃত্ব পুষ্পিতাগ্রাঃ গোমহিষ্যশ্চ বহুতরহৃদ্ধৃ-
ষাঃ ক্ষিতিশ্চাভিমতা বৃষ্টির্যজ্ঞাং সা আঢ্যশস্তা প্রজাশ্চ সর্বাঃ
স্ববিহিতধর্মরতাঃ ॥ ৭ ॥

কিং বহুনা অদ্য রাজ্ঞঃপ্রভাবাৎ সর্বদোষাকরোহপি কলি-
কালস্ত্রেতামতিক্রামতি তত উৎকৃষ্টো ভবতি । তস্মাৎ প্রাঐগুণ্যঃ
কশ্চিদস্মদ্রাজ্ঞঃ শরীরং প্রবিষ্ট পৃথিবীং শান্তি শালিঃ ॥ ৮ ॥

বিস্তৃত গুণে বিভূষিত হইয়া বিরাজমান থাকি-
তেন । ৬ ।

যে সময়ে যেরূপ ফলপুষ্প হওয়া আবশ্যিক,
তরু সকল অসময়ে তদ্রূপ পুষ্পিত ও ফলিত
হইয়াছে । গো ও মহিষ সকল প্রচুর দুগ্ধ দান করি-
তেছে । পৃথিবীতলে অভিমত বৃষ্টি হইতেছে এবং
প্রচুর শস্ত জন্মিতেছে । প্রজা সকল আপন আপন
বিহিত ধর্মে একান্ত রত রহিয়াছে । ৭ ।

অধিক কি বলিব অদ্য মহারাজের প্রভাবে স-
মগ্র দোষের আধার স্বরূপ এই কলিকাল ত্রেতাযুগ
অতিক্রম করিয়া তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়াছে ।
তাহারই প্রতাপে কোন ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন লোক
আমাদের রাজশরীরে প্রবশে পূর্বক ধরণী শাসন
করিতেছেন । ৮ ।

বপুঃ । করবাম তথেতি নিশ্চয়ং কৃতবন্তঃ সচিবাঃ
পরস্পরম্ ॥ ৯ ॥

অথ তে ভুবি যস্য কস্যাচিদ্ধিগতাসৌৰ্ধপুরন্তি
দেহিনঃ । অবিচার্য্য তদাশু দহতামিতি ভৃত্যান্
রহসি ঞ্চযোজয়ন্ ॥ ১০ ॥

অথ রাজ্যধুরং ধরাধিপঃ পরমাণ্ডেযু নিবেশ্য
মন্ত্ৰিযুঃ । বুভুজে বিষয়ান্ বিলাসিনীসচিবোহ্ণ-
ক্ষিতিপালতুলভান্ ॥ ১১ ॥

তত্ত্বান্দয়ঃ গুণসমুদ্রো যথাপূৰ্ণঃ শরীরং ন প্রাপ্নুয়াত্তপা
করবামেত্যেবং সচিবাঃ পরস্পরং নিশ্চয়ং কৃতবন্তঃ বিয়োগিনী
॥ ৯ ॥

অপৈবং নিশ্চয়করণান্তরং যন্ত কন্তচিন্মৃতকন্ত দেহিনঃ
শরীরং ভূমাবন্তি তদবিচার্য্যাসু দহতামিত্যেব ভৃত্যানেকান্তে
ঞ্চযোজয়ন্ ॥ ১০ ॥

এবং মন্ত্ৰিণাং জল্পনাদি নিকপা রাজ্ঞশ্চরিতং বর্ণয়িত্বমুপক্ৰ-
মতে । অথ রাজদেহপ্রবেশাদানন্তরং ভূমিপঃ পরমাণ্ডেযু মন্ত্ৰিযু
রাজ্যভারং নিবেশ্য বিলাসিনীসহায়োহ্ণভূমিপালানাং তুলভান্
বিষয়ান্ বুভুজে ॥ ১১ ॥

অনন্তর অমাত্যবর্গ পরস্পর নিশ্চয় করিল,
এই গুণসিদ্ধি ভূপতি যেরূপে আর না পূর্ব শরীর
প্রাপ্ত হন, আইস আমরা সেই বিষয়ে যত্নবান
হই । ৯ ।

এইরূপে নিশ্চয় করিয়া ভৃত্যদিগকে গোপনে
আদেশ করিলেন যে, যদি তোমরা কোন মৃত
শক্তির ভূতলে দেহ দেখিতে পাও, তবে তোমরা
অবিলম্বে সেই দেহ দগ্ধ করিবে । ১০ ।

পরে নরপতি ঐ রাজদেহে প্রবেশ করিবার
পর অত্যন্ত বিশ্বস্ত অমাত্য বর্গের উপর রাজ্যভার
সংস্থাপন করিয়া বিলাসিনী কামিনী গণের সহিত

শ্ফটিকফলকে জ্যোৎস্নাশুভ্রে মনোজ্ঞশিরো-
গৃহে বরযুবতিভির্দীব্যম্ৰক্ষৈর্হরৌদরকেলিষু । অধর-
দশনং বাহ্যাবাহং মহোৎপলতাড়নং রতিবিনিময়ং
রাজাহকার্য্যদ গ্ৰহং বিজয়ে মিথঃ ॥ ১২ ॥

অধরজন্তুধাশ্লেষাদ্রুচ্যঃ স্তগক্ষিমুখানিলব্যতিকর-
বশাৎ কান্তা করাভমতিপ্রিয়ম্ । মধুমদকরং পায়ং
পায়ং প্রিয়াঃ সমপায়য়ৎ কনকচর্ষকৈরিন্দুচ্ছায়া-
পরিকৃতমাদরাৎ ॥ ১৩ ॥

জ্যোৎস্নাবচ্ছ্রে শ্ফটিকফলকে মনোজ্ঞানি শিরোগহানি
উপবর্ধণানি যস্মিন্ তস্মিন্ হরৌদরকেলিষু দাতকারকীড়াশ্চ
অক্ষৈর্দীব্যান্ সন্ রাজা মিথো জয়ে অধরদশনং বাহ্যাবাহং
ভূজেনোদ্রহনং মহোৎপলেন তাড়নং রতিবিপর্যায়ং গ্ৰহং পণ-
মকার্য্যৎ । হরিণীরন্তং রসযুগহটয়ঃ, সৌম্যোন্মোহোগোপদা হরিণী
তদেতি লক্ষণাৎ ॥ ১২ ॥

অধরাঙ্গভাষাঃ স্তম্ভাঃ শ্লেষাদ্রুচ্যঃ স্তগক্ষিমুখানিলব্যতিকর-
বশাৎ স্তগক্ষিকান্তানাং করেভ্যঃ পায়নত এদতিপ্রিয়ং মদকব-

(অন্যত্র ভূপতিগণ যে সমস্ত বৈবয়িক স্তম্ভভোগ
করিতে পারে না) সেই সমস্ত তুলভ উপভোগ্য
বিষয় সকল ভোগ করিতে লাগিলেন । ১১ ।

জ্যোৎস্নার তুল্য শুভ্রবর্ণ এবং মনোহর মস্ত-
কের গৃহ (বালিস) পূর্ণ শ্ফটিকময় বেদিভূমির উপরে
পাশকীড়া করিয়া নরেশ্বর পাশকীড়ক দিগের
সহিত প্রধান প্রধান যুবতি কামিনী দিগকে কি
রূপে জয় করিব এই বিষয়ে অধর দশন, বাহুদ্বারা
উর্দ্ধে উত্তোলন, প্রশস্ত পদ্যপুষ্প দ্বারা তাড়না
এবং বিপরীত বিহার, এই সমস্ত বিষয় পণ
করিলেন । ১২ ।

অধরস্তম্ভাঃ স্পর্শে একান্ত মনোরম ; মুখ মারু-

মধুমদকলং মন্দস্বিমং মনোহরভাষণং নিভৃত-
পুলকং সীংকারাঢ্যং সরোরুহসৌরভম্ । দরমুকু-
লিতাক্ষীষল্লভজং বিস্মত্বরমম্মথং প্রচরদলকং কান্তা
বভ্রুং নিপীয় কৃতী নৃপঃ ॥ ১৪ ॥

বিরতজঘনং সন্দকৌষ্ঠং প্রণমপয়োধরং প্রসৃত-
ভণিতং প্রাপ্তোৎসাহং রণনৃগমিথেলম্ । নিভৃত-

মিন্দচ্ছায়য়া চন্দ্রপ্রতিবিম্বেন পরিস্কৃতং মধুমদাং কামং যথেষ্টং
পীত্বা পীত্বা প্রিয়াঃ সমপায়য়ৎ ॥ ১৩ ॥

মধুমদেন কলনবাক্তাক্ষরং মন্দস্বিন্নমীষৎস্পেদগুক্তং মনোহরং
ভাষণং যস্মিন্ নিভৃতগোমাঞ্চং সীংকারাঢ্যং কমলম্ সৌরভ-
বৎ সৌরভং যন্ত বিস্মত্বরঃ প্রসরণশীলো মন্থণো যত্র এবংবিধং
কান্তাম্মথং নিপীয় নৃপঃ কৃতকৃত্যোহভূৎ ॥ ১৪ ॥

বিস্তে আবরণরহিতে জঘনে যস্মিন্ সন্দকৌষ্ঠরোষ্ঠে
যস্মিন্ প্রণমৌ প্রকর্ষণ পীড়িতৌ স্তনৌ যস্মিন্ প্রসৃতং ভণিতং

তের সম্বন্ধ বশতঃ স্তন্যক যুক্ত ; কামিনীগণের কর-
স্পর্শে অপেক্ষাকৃত রমণীয় ; মন্ততার একমাত্র
কারণ ও চন্দ্র প্রতিবিম্বে অত্যন্ত পরিস্কৃত স্ত্রী
যথেষ্ট পরিমাণে পান করিয়া অবশেষে স্বর্ণময়
পানপাত্র দ্বারা সমাদরের সহিত ভূপতি প্রেয়সী
দিগকেও স্ত্রী পান করাইলেন । ১৩ ।

মদ্যপানে ও মদন প্রাজুর্ভাবে যাহাতে অব্যক্ত
ও অক্ষুট বাক্য উচ্চারিত, যাহাতে ঈষৎ ঘস্মবিন্দু
বিরাজমান ; যাহাতে মনোহর বচন শোভা পাইয়া
থাকে ; যাহাতে অল্প অল্প রোমাঞ্চের চিহ্ন লক্ষিত ;
যাহাতে সীংকার ধ্বনি সুর্বদা প্রকাশমান ; কমল
কুহুমের তুল্য বাহার সৌরভ ; মদন যাহাতে আধি-
পত্য করিয়া থাকে ; কামিনী গণের এরূপ অপূর্ব
মুখ পান করিয়া মহারাজ কৃতকৃত্য হই-
লেন । ১৪ ।

করণং নৃত্যদগাত্রং গতেতরভাবনং প্রস্মরস্বথং
প্রাভুর্ভূতং কিমপ্যাপদং গিরাম্ ॥ ১৫ ॥

মনসিজকলাতত্ত্বাভিজ্ঞো মনোজ্ঞবিচেষ্টিতঃ
সকলবিষয়ব্যারভাঙ্কঃ সদানুস্মতোত্তমঃ । কৃতকুচ-

রতিকুজিতং যস্মিন্ প্রাপ্ত উৎসাহো যস্মিন্ রণন্তী মণিমেথলা
যস্মিন্ নিভৃতমাগাদিতং করণং ক্রিয়াভেদঃ সংবেশনং বা যস্মিন্
করণং হেতুকর্মণোঃ । ক্রিয়াভেদেজিয়ক্ষেত্রকায়সংবেশনেন
চেতি মেদিনী । নৃত্যন্তি গাত্রাণি যস্মিন্ গতা ইতরস্ত ভাবনা
যস্মাত্তথাভূতং বাচামগম্যং কিমপ্যতিশয়িতং স্বথং প্রাভুর্ভূত-
মিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তত্রাপি ব্রহ্মানন্দমেবাববুদিত্যাহ । মনসিজেনি শ্রদ্ধাপ্রীতি
রতিশ্চৈব ধৃতিঃ কীর্ত্তিনোভবা । বিমলা মোদিনী ঘোরা
মদনোৎপাদিনী মদা । মোহিনী দীপনী চৈব জ্ঞেয়া বশকরী
তথা । রঞ্জনী চৈব মদনা কলাঃ জ্ঞানেষু সর্বশঃ । দক্ষিণাং
সমাশ্রিত্য আশিরশ্চরণাবধি । পাদে গুল্ফে তথোরৌ চ ভগ্নে
নাভৌ কুচে হৃদি । কক্ষে কণ্ঠে তথোষ্ঠে চ গণ্ডে নেত্রে প্রশ-
বপি । ললাটে চ শিরোদেশে বসেৎ কানন্তিথিক্রমাৎ । দক্ষে

যাহাতে জঘন যুগল আবরণ শূন্য ; যাহাতে
অধর দংশন স্পর্শ লক্ষিত ; যাহাতে স্তন দ্বয় অত্যন্ত
পীড়িত ; যাহাতে রতিধ্বনি বিস্তারিত, যাহাতে
সর্বদাই উৎসাহ উপস্থিত ; যাহাতে মণিময় চন্দ্র-
হার নিয়ত শব্দ করিয়া থাকে ; যাহাতে নানাবিধ
ক্রিয়া অথবা শয়নের পরিপাটী লক্ষিত ; যাহাতে
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সর্বদা নৃত্য করিতে থাকে ;
যাহার নিকটে আর অন্য কোন ভাবনা থাকে না ;
তৎকালে ঈশ্বরের অগোচর এরূপ এক অনির্বচ-
নীয় স্বথ ভূপতির উদ্ভূত হইল । ১৫ ।

শ্রদ্ধা, প্রীতি, রতি, ধৃতি, কীর্ত্তি, মনোভবা
বিমলা, মোদিনী, ঘোরা, মদনোৎপাদিনী, মদা,
মোহিনী, দীপনী, বশকরী, রঞ্জনী ও মদনা এই

গুরুপাস্তাত্যন্তং স্থনির্বৃত্তমানসো নিধুবনবরব্রহ্মা-
নন্দং নিরর্গলমম্বভূৎ ॥ ১৬ ॥

পুরেব ভোগান্ বুভুজে মহীভূৎ স ভোগিনীভিঃ
সহিতোহপ্যরংস্ত । কন্দর্পশাস্ত্রানুগতঃ প্রবীণৈ-
র্বাৎস্যায়নে তচ্চ নিরৈক্ষতাক্ষা ॥ ১৭ ॥

পুংসঃ স্ত্রীয়া বামে গুল্ফে কৃষ্ণে বিপর্যায়ঃ । ইতুক্তপ্রকারেণ মন-
সিজন্ত কামস্ত কলাবভিজ্ঞো মনোজ্ঞঃ বিচেষ্টিতং যন্ত সকল-
বিদয়েনু ব্যাপারগুণানীজিয়াগি যন্ত সদাহমুস্থতাঃ প্রমদোত্তমা
য়েন কৃতা যা কুচলক্ষণগুরুপাসনা তয়াহত্যন্তং স্থনির্বৃত্তমস্তঃ-
করণং যন্ত স নিরর্গলং নিরাবাধং নিধুবনং মৈথুনং মৈথুনং
নিধুবনং রতমিত্যমরঃ । তত্র বরো যঃ ব্রহ্মানন্দন্তমমুভূতবান্
হরিশী ॥ ১৬ ॥

সমস্ত কামকলা স্ত্রীলোকের সকল অঙ্গে অবস্থিতি
করে। দক্ষিণ অঙ্গ আশ্রয় করিয়া মস্তক হইতে চরণ
পর্যন্ত, তন্মধ্যে চরণে গুল্ফদেশে, (গুড়মুড়ো) উরু,
ভগ, নাভি, স্তন, হৃদয়, কক্ষপ্রদেশ, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, গণ্ড,
নেত্র, কর্ণ, ললাট ও মস্তকদেশে তিথির জ্রমানু-
সারে কাম বসতি করিয়া থাকে । গুরুপক্ষে পুরু-
ষের দক্ষিণ ভাগে এবং রমণীর বামভাগে কাম অব-
স্থিতি করে । কুরুপক্ষে পুরুষের বামভাগে এবং
রমণীরও বাম ভাগে কাম অবস্থিতি করে । শাস্ত্রোক্ত
এই সকল নিয়মে ভূপতি কাম কলা বিষয়ে অভিজ্ঞ
হইলেন ; মনোহর চেষ্টা হইল ; সমস্ত বিষয়কার্য্যে
ইন্দ্রিয় সকল স্বস্থ ব্যাপারে নিযুক্ত হইল ; সুন্দরী
প্রমদা দিগকে বশীভূত করিলেন ; স্তনরূপ গুরুদে-
বের উপাসনা করিয়া অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্মল
হইল ; ফলতঃ এইরূপে তিনি অনর্গল স্বরত
প্রধান ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন । ১৬ ।

বাৎস্যায়নপ্রোদিতসূত্রজাতং তদীয়ভাষ্যঞ্চ নি-
রীক্ষ্য সম্যক্ । স্বয়ং ব্যধভাভিনবার্ধগর্ভং নিবন্ধমেকং
নৃপবেমধারী ॥ ১৮ ॥

স মহীভূৎ পুরেব ভোগিনীভিঃ প্রমদাভিঃ সহিতো ভোগান্
বুভুজে । বাৎস্যায়নে প্রবীণৈঃ সহিতশ্চ কামশাস্ত্রানুগতোহরংস্ত
তচ্চ কন্দর্পশাস্ত্রং স্বয়ং সাক্ষাদ্ দৃষ্টবান্ ॥ উ० ॥ ১৭ ॥

তদদৃষ্টা নিবন্ধমেকং চকারেত্যাহ । বাৎস্যায়নেন প্রো-
দিতং ত্রিবর্গপ্রতিপত্তিঃ বিদ্যাসমুদ্দেশঃ নাগরিকং বৃত্তং নায়ক-
সহায়দূতিকর্ষবিমর্শঃ প্রমাণকালভাবেভ্যোরতাবস্থাপনং প্রীতি-
বিশেষাঃ আলিঙ্গনবিচারাঃ চুষ্মনবিকরাঃ নখরদশনজাতয়ঃ
দশনচ্ছেদ্যবিধয়ঃ দেহা উপচারাঃ সংবেশনপ্রকারাঃ চিত্র-
রতানি প্রহরণযোগাঃ তদ্যুক্তাশ্চ নীৎকৃতোপক্রমাঃ পুরুষায়িতং
পুরুষোপস্থত্যানি ঔপরিষ্টকং রতরত্তাবসানিকং রতবিশেষাঃ
প্রণয়কলহ ইত্যাদি সমাসব্যাসাঙ্ককং সূত্রজাতং তদীয়ং ভাষ্যং
চ সম্যক্ নিরীক্ষ্যভিনবার্ধগর্ভমেকং নিবন্ধমরকাখ্যানৃপবেশ-
ধারী ব্যধভেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

মহীপতি পূর্বমত ভোগ বিলাসিনী কামিনী
গণের সহিত উপভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করিতে
লাগিলেন । বাৎস্যায়ন শাস্ত্রে (কামশাস্ত্রে) বাঁহা-
রা প্রবীণ তাঁহাদের সহিত কামশাস্ত্রের অনুশীলনে
অত্যন্ত রত হইলেন । পরে ঐ কামশাস্ত্র স্বয়ং
ব্যথার্থরূপে পরিদর্শন করিলেন । ১৭ ।

অনন্তর ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ লাভ ;
বিদ্যার সমুদ্দেশ ; নাগরিক ব্যক্তিদিগের চেষ্টা চ-
রিত্র ; নায়কদিগের সহায় স্বরূপ দূতিগণের সহিত
কার্য্য পরামর্শ ; প্রমাণ, সময় ও পদার্থ বিশেষ হ-
ইতে রতীর অবস্থাপন ; বিশেষ প্রীতি সকল ; আ-
লিঙ্গনের বিচার ; কিরূপে চুষ্মন করিতে হয় তাহার
প্রণালী ; নখজাতি ও দন্তজাতি কি প্রকার ; দশন
দ্বারা কি কি বিষয়ের ছেদন করিতে হয় ; দেশীয়

পারাশর্য্যবনিভূতি প্রবিষ্ট রাজ্ঞো বর্ধেৎ বি-
হরতি তদ্বিলাসিনীভিঃ । দৃষ্টা তৎসময়মতীতমস্য
শিষ্যা রক্ষন্তো বপূরিতরেতরং জজ্ঞুঃ ॥ ১৯ ॥

এবং রাজদেহপ্রবেশানন্তরং কৃতং তদীয়ং চরিতং নিরূপ্য
তচ্ছিষ্যচরিতং বর্ণয়িতুমপক্রমতে । পরাশরেন প্রোক্তং ভিক্ষুহ্র-
মদীত ইতি পাশরী যতিঃ পাশর্য্যাপি মন্তরীতামরঃ । তেষা-
মবনিভূতি রাজ্ঞি শ্রীশঙ্করে রাজ্ঞঃ শরীরং প্রবিষ্টোহং তদ্বিলা-
সিনীভির্বিহরতি সতি তস্যাগমনকালং তৎসঙ্কেতং মাসমাত্রং বা
বাতিক্রান্তং দৃষ্ট্বা অস্য শিষ্যাঃ শরীরং রক্ষন্তঃ পরস্পরং জজ্ঞুঃ
প্রহর্ষগী ॥ ১৯ ॥

উপচার ; কত প্রকার শয়ন আছে তাহার রীতি ;
বিচিত্র বিচিত্র সুরত কার্য্য ; কিরূপে সুরতকালে
কামিনী দিগকে প্রহার করিতে হয় তাহার অনু-
ষ্ঠান ; প্রহারযুক্ত রমণীগণের শীৎকারদির
উপক্রম ; পুরুষভাব ধারণ ; কখন বা পুরুষের অনু-
সরণ করিবার প্রণালী ; উপরি উল্লিখিত সুরতার-
স্তের কিরূপে অবসান করিতে হয় তাহার রীতি ;
বিশেষ বিশেষ রতি ও প্রণয় কলহ ইত্যাদি বাৎ-
স্যায়নপ্রণীত সমষ্টি ও ব্যষ্টি ক্রমে কামশাস্ত্রের সূত্র
সকল এবং সূত্র ভাষ্য সকল সম্যাক্রূপে নিরীক্ষণ
করিয়া অমরক রাজবেশ ধারী শঙ্কর, অভিনব অর্থ
পূর্ণ এক নিবন্ধ নির্মাণ করিলেন । ১৮ ।

যতিরাজ শঙ্করাচার্য্য রাজশরীরে প্রবেশ করিয়া
এইরূপে বিলাসিনী রমণী গণের সহিত বিহার ক-
রিবার পর তাঁহার আগমন কাল ও তাঁহার প্র-
তিজ্ঞা অতীত দেখিয়া আচার্য্যের শরীর রক্ষক
শিষ্য সকল পরস্পর কথোপকথন করিতে লা-
গিল । ১৯ ।

আচার্য্যেরবধিরকারি মাসমাত্রং সোহতীতঃ
পুনরপি পঞ্চষাশ্চ ঘণ্টাঃ । অদ্যাপি স্বকরণমেত্যা
নঃ সনাথান্ কতুং তন্মনসি ন জায়তেহনুকম্পা ॥ ২০ ॥

কিং কুর্ম্যঃ কনু যুগয়ামহে ক যামঃ কো জানম্নিহ
বসতীতি নোহভিদধ্যাৎ । বিজ্ঞাতুং কথমিমমী-
শ্মাহে বিচিন্ত্যাপ্যাসিদ্ধু ক্ষিতিতলমন্যাগাত্ৰগূঢ়ং ॥ ২১ ॥

তচ্ছরনমদাহরতি । আচার্য্যোমাসমাত্রমবধিঃ কৃতঃ সো-
হতীতঃ । পুনরপি পঞ্চ যজ্ঞ বা দিনানি বাতীতানি অদ্যাপি স্ব-
শরীরং প্রবিষ্টাশ্চান্ সনাথান্ কতুং তস্য মনসি করুণা ন
জায়তে ॥ ২০ ॥

তস্মাৎ কিং কুর্ম্যঃ ক গচ্ছামঃ ন তু কচিৎ গম্বা কশ্চন প্র-
ষ্টব্য ইত্যশঙ্ক্যাতঃ জানন্ সন্ ইহ বসতীতি নঃ অন্তভাঃ কঃ
অভিদধ্যাৎ, ননু সমুদ্রপর্ষান্তঃ ক্ষিতিতলমদ্রিষ্য স্বয়মেব বিজ্ঞেয়
ইতি তত্রাজঃ । আসিদ্ধু ভূমিতলং বিচিন্ত্যাদ্রিষ্যাপীমং গুরুং
বিজ্ঞাতুং কিং সমর্থো ভবামো যতোহন্যশরীরে গূঢ়ম্ ॥ ২১ ॥

আচার্য্য একমাস মাত্র সময় নিরূপণ
করিয়া ছিলেন তাহাও ত এক্ষণে অতীত
হইয়াছে । তাহাভিন্ন আরও পাঁচ ছয় দিবস গত
হইল, তথাপি তিনি আপনার শরীরে প্রবেশ ক-
রিয়া আমাদিগকে সসহায় করিবার নিমিত্ত অদ্যা-
পি তাঁহার হৃদয়ে কোন অনুকম্পা হইল না । ২০ ।

অতএব এক্ষণে আমরা কোথায় যাই ? কি
করি ? কোথায় অন্বেষণ করিব ? কেবা এইস্থানে
জানিয়া বাস করিয়া আছেন, যিনি আমাদিগকে
তাঁহার বিষয় বলিয়া দিবেন ? সমুদ্র পর্য্যন্ত
সমস্ত ভূমণ্ডল অন্বেষণ করিয়াও আমরা গুরুদেব-
কে জানিতে পারিব না । কারণ, তিনি এক্ষণে
অপর দেহে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছেন । ২১ ।

গুরুণা করুণা নিধিনা হৃদুনাযদি নো নিহিতা
বিহিতা ত্যজিতাঃ । জগতি ক গতির্ভজতাং
ত্যজতাং স্বপদং বিপদস্তকরং তদিদম্ ॥ ২২ ॥

নিঃশেষেস্ত্রিয়জাড্যহ্মবনবাহ্লাদং মুহন্তত্বতী
নিত্যাম্লিষ্টরজোযতীশচরণাস্তোজাশ্রয়া শ্রেয়সী ।
নিপ্প্রত্যাহবিজ্ঞমাণবৃজিনস্যোদ্বাসনা বাসনা নিঃ-
সীমা হৃদয়েন কল্লিতপরারম্ভা চিরং ভাব্যতে ॥ ২৩ ॥

তথা করুণানিধিগুরুরপি যদি লল্লিধিং ন বিধাস্যতি তর্হ-
স্মাকং কাপি গতির্নাস্তীত্যশয়েনাহঃ । করুণানিধিনা গুরুণাহপি
যদি তাত্ত্বা বয়মধুনা সন্নিহিতাস্তুর্হি বিপদস্তকরং তৎ স্বপদং
ভজতাং পুনশ্চৈদং সর্বং ত্যজতাং জগতি ক গতি ন কাপী-
তার্থঃ, ইহ তোটকমধুধিসৈঃ প্রথিতম্ ॥ ২২ ॥

নষেবন্তগুরুবিরহবতাং ভবতাং কথং জীবনমিতি
তত্রাহঃ । সর্কেস্ত্রিয়জাড্যহৃদযো নবীনবীনাহ্লাদন্তঃ মুহ-
র্কিতত্বতী পুনশ্চ নিত্যাম্লিষ্টম্পষ্টং রজোযাত্যাস্তে রজো-
গুণলক্ষণাঃস্ববিনির্মুক্ততীশস্য চরণকমলে আশ্রয়ো यस্য
অতএব শ্রেয়সী অতিশ্রেষ্ঠা পুনশ্চ নিপ্প্রত্যাহং নির্লিপ্যং যথা-
স্যাভুখা বিজ্ঞমাণস্য বৃজিনস্যোদ্বাসনা বিনাশিকা নিরবধি-
রূপা বাসনা সা হৃদয়েন কল্লিতালিঙ্গনা চিরং ভাব্যতে । তথা
চ গুরুচরণবাসনাভাবনমেষ জীবনসাধনমিতি ভাবঃ শা• ॥ ২৩ ॥

করুণাময় গুরুদেব আমাদিগকে পরিত্যাগ
করিয়া গিয়াছেন, তথাপি আমরা এখন পর্যন্ত
তঁাহার সন্নিধানে বাস করিয়া রহিয়াছি । যদিচ
আমরা এখনও তঁাহার বিপদস্তকর চরণ মুগল ভ-
জনা করিতেছি ও সমস্ত পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া
সংন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি, তথাপি এই জগতে
তিনি ব্যতীত আর আমাদিগের কোর উপায় বা
গতি নাই । ২২ ।

এখন গুরুর বিরহ বেদনা সহ্য করিয়াও

ফলিতৈরিব সত্বপাদপৈঃ পরিণামৈরিব যোগ-
সম্পদাম্ । সময়ৈরিব বৈদিকশ্রিয়াং শরীরৈ-
রিব তত্বনির্গয়ৈঃ ॥ ২৪ ॥

সধনৈর্নিজলাভবৈভবাৎ স কুটুম্বৈরুপশান্তি-
কাস্তয়া । অতদন্যতয়াহখিলাত্বকৈরনুগৃহ্যেয় কদা-
নু ধামভিঃ ॥ ২৫ ॥

তত্র কেচিদৌৎসুক্যমাবিকুর্তস্ত আহঃ । সত্বপাদপৈ-
র্ধ্যবসায়রূপবৃক্ষেঃ ফলিতৈরিব যোগসম্পদাং পরিণামৈরিব
বৈদিকশ্রিয়াং সময়ৈর্ভাসৈরিব সময়ঃ শপথে ভাসসম্পদো-
রিত্তি বিশ্বপ্রকাশঃ । তত্বনির্গয়ৈঃ শরীরবস্ত্তিরিব নিজলাভ-
বৈভবাৎ সধনৈরিব উপশান্তিলক্ষণয়া কাস্তয়া কলত্রসহিতৈরিব
তেভ্যোহুস্যাভাবতয়া সকলাত্মকৈস্তেজোভিঃ কদাহনুগৃহ্যেয়
অনুগৃহীতা ভূয়াশ্বেতি দ্বয়োর্থঃ বিয়োগিনী ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

আমাদের জীবন পরিত্যাগ না করিবার একমাত্র
কারণ এই যে, যে বাসনা নিঃশেষে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের
জড়তা দূর করে, যে বাসনা নব নব আহ্লাদ বার-
ম্বার প্রদান করে; রজো গুণ এবং চরণের
ধূলি শূন্য যতিবরের চরণ কমল যে বাসনার আ-
শ্রয়; যে বাসনা উক্ত কারণে সকলের অগ্রগণ্য
বলিয়া বিখ্যাত; যে বাসনা প্রকাশ মান পাপরা-
শি নির্বিঘ্নে বিনাশ করিয়া থাকে, আমরা সেই নির-
বধি বাসনা হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকেই চি-
রকাল চিন্তাকরিতেছি । বস্তুতঃ গুরুদেবের চরণ-
বাসনা চিন্তা করিয়াই আমরা জীবন পরি-
ত্যাগ করি নাই, এবং তাহাতেই আমাদিগের
জীবনের সাধ রহিয়াছে । ২৩ ।

তন্মধ্যে কোন কোন শিষ্য ঔৎসুক্য প্রকাশ
করিয়া বলিতে লাগিল । আচার্য্যের জ্যোতি

অবিনয়ং বিনয়মসতাং সতামতিরয়ং তিরয়ন্
ভবপাবকম্ । জয়তি যো যতিযোগভূতান্নরো
জগতি মে গতিমেব বিধাস্যতি ॥ ২৬ ॥

বিগতমোহতমোহতিমাপ্য যং বিধূতমায়-

তত্র কশ্চিদতীব হুঃখিত আচার্য্য এব মম গতিং বিধাস্যতী-
ত্যাহ, অসতামবিনয়ং বিনয়ন্ দূরীকূৰ্দ্ধন সতামতিবেগবস্তং সং-
সারায়ি তিরয়ন্ অপগতং করিষ্যন্ যো যোগভূতাং বরো জগতি
জয়তি এষ মম গতিং বিধাস্যতি ক্রঃ ॥ ২৬ ॥

কেচিদ্ভূতদর্শনেনৈব শোকসাগরস্য তরণং মজ্জা আহঃ ।

যেন ব্যবসায় বৃক্ষরূপে ফলিত হইয়াছে; ঐ জ্যো-
তি যেন যোগ সম্পত্তির পরিণাম; বৈদিক কার্য্য
পদ্ধতির যে সমস্ত শোভা আছে, আচার্য্যের
জ্যোতি যেন তাহাদের প্রভাশি; তত্ত্ব নির্ণয়
যেন শরীর ধারণ করিয়া বিদ্যমান; আপনার
লাভে ও বৈভবে যেন ঐ জ্যোতি ধনপূর্ণ;
শান্তি রমণী সর্বদা নিকটে থাকাতে যেন ঐ তেজ
কলত্রযুক্ত, ঐ তেজ ভিন্ন অন্য কোন বস্তু ভুবনে
বিদ্যমান না থাকাতে অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপক এবং
সর্বাত্মক ঐ তেজোরশি কবে আমাদিগকে অনুগ্রহ
করিবে? ॥ ২৪। ২৫।

কেহ হুঃখ প্রকাশ পূর্বক বলিতে লাগিল—
আচার্য্যই আমার গতি বরিবেন। যিনি অসজ্জনের
অবিনয় দূর করিয়া থাকেন; যিনি সাধুবর্গের অ-
ত্যন্ত বেগবান্ সংসারায়ি দূর করিতে সমর্থ; জগ-
তে যত যোগধারী মহাপুরুষ আছেন, তন্মধ্যে
যিনি সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকেন,
সেই গুরু অবশ্যই আমার ইহলোক ও পরলো-
কের গতি বিধান করিবেন। ২৬।

তমা যতযোহভবন্ । অমৃতদস্য তদস্য দৃশঃ স্ততা-
ববতরেম তরেম শুগর্গবম্ ॥ ২৭ ॥

শুভাশুভবিভাজকক্ষুরণদৃষ্টিমুষ্টিক্ষয়ঃ ক্ষপাক্ষ-
মতপাহুদুক্ষধকদম্ভকুক্ষিভুরিঃ । কদা ভবসি মে
পুনঃ পুনরনাদ্যবিদ্যা তমঃ প্রমৃজ্য গলিতদ্বয়ং পদ-
মুদক্ষয়মদ্বয়ম্ ॥ ২৮ ॥

যং বিগতা মোহলক্ষণতমসাং সংহতি ষ্মাদ্গ্নিরাবরণতত্ত্বজ্ঞানবস্তং
প্রাপ্য যতয়ো বিধূতমায়তমা অতিশয়েন বিধূতা কল্পিতা
মায়া যৈ স্তথাভূতা অভবন্ । তস্যাস্যামৃতপ্রদস্য চক্ষুষো মার্গে
যদাহবতরেম তদা শোকসমুদ্রং তরেম ॥ ২৭ ॥

সকলানর্থনিবর্তকমদ্বয়ানন্দপ্রাপকং তদীয়মুপদেশং শ্রুত্ব
কশ্চিদাহ। পুনঃ পুনর্মেহনাদ্যবিদ্যা তমো বিমৃজ্য গলিত-
দ্বৈতমদ্বয়ং পদমুদক্ষয়ন্ প্রকাশয়ন্ পুণ্যাপুণ্যবিভাজকক্ষুরণ-
দৃষ্টেমুষ্টিক্ষয়ঃ সারাকর্ষকঃ রাজ্যাক্ষকারাত্মকেষু মতেষু পাত্হানাং
মধ্যে যে দুক্ষধকান্তেবাং দম্ভস্য কুক্ষিভুরির্ভক্ষকঃ কদা ভবসি
পৃথিবী ॥ ২৮ ॥

অপরে বলিতে লাগিল, তাঁহার দর্শনমাট্রেই
আমরা শোকসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব।
যাঁহা হইতে সমস্ত মোহ তিমির অপহৃত হইয়া
থাকে, অর্থাৎ যিনি অবিদ্যারূপ আবরণ শূন্য;
জ্ঞানরূপ আলোকে একান্ত প্রদীপ্ত; তাঁহাকে
একেবারে প্রাপ্ত হইলে যতিগণ একেবারে মায়া
পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন। অতএব যদি আমরা
একণে সেই অমৃতদাতা আচার্য্যের নয়ন পথে
অবতীর্ণ হইতে পারি, তাহা হইলে অবাধে শো-
কার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। ২৭।

“যাঁহা দ্বারা সমস্ত অনর্থ নিবৃত্ত হয় এবং অদ্বৈত
ব্রহ্মানন্দ অনায়াসে লাভ করিতে পারা যায়”
কোন লোক আচার্য্যের ঈদৃশ উপদেশ শ্রবণ

মর্ত্যানাং নিজপাদপঙ্কজজুযামাচার্য্যবাচা
যয়া রুদ্ধানো মতিকল্মষং হুমিহ কিস্কুর্বাণনির্বা-
ণয়া । দ্রাঙনাস্যাস্যি চেৎ সূধীকৃতপরীহাসস্য
দাসস্য তে ছুঃখাস্তো ন ভবেদিতিভ্য ! স পুনর্জানী-
হি মীনীহি মা ॥ ২৯ ॥

ইতি খেদমুপেযুষি মিত্রজনে প্রতিপন্নয়তি-

কশিষ্ততিবিহ্বলঃ সরবশ্রদ্ধর্শনঃ দেহীত্যাশয়েনাহ । হে
আচার্য্যেহ জীবদশায়ামেব কিং কুর্য্যণং কিঙ্করতাং প্রাপ্তং
নির্মাণং যস্যাস্তয়া যয়া বাচা নিজপাদপদ্মজুযাং মর্ত্যানাং
বুদ্ধিকল্মষং সমূলং রুদ্ধানস্বং শীঘ্রং নায়াস্যাসি চেত্তর্হি স্ববুদ্ধিভিঃ
কৃতঃ পরিহাসো যস্য তস্য তে দাসস্য মে ছুঃখাস্তো ন ভবে-
দিতি হে স্তভ্য ! স পুনস্বং জানীহি মাং মা মীনীহি ন ষাতয়
শাং ॥ ২৯ ॥

ইত্যেবং মিত্রজনে খেদমুপেযুষি সতি পরিজ্ঞাতো যতি-

করিয়া বলিতে লাগিল । তিনি আমার পুনঃ পুনঃ
অনাদি-অবিদ্যা-জন্ম তম (অজ্ঞান) মার্জিত করিয়া
দ্বৈতবর্জিত অদ্বৈতপদ প্রকাশ করুন । যিনি পা প-
পুণ্যের বিভাজক, প্রকাশমান নয়নপথের সারভাগ
আকর্ষণ করিয়া থাকেন ; রাত্রিকালের অন্ধকারের
তুল্য যে সমস্ত তমোময় মত আছে, যে সমস্ত পথি-
কেরা ঐ মতের পথে চলিয়া থাকে, ঐ পান্থদিগের
মধ্যে যাহারা ছুট, তাহাদিগকে কবে আচার্য্য
একেবারে গ্রাস করিবেন ? । ২৮ ।

কেহবা অত্যন্ত বিকলচিত্তে বলিতে লাগিল,
শীঘ্র আপনি দর্শন দিয়া আমাকে রক্ষা করুন ।
আচার্য্য ! এই জীবদশাতেই যে ভারতী আপনার
দাসী হইয়া রহিয়াছে, সেই ভারতী দ্বারা যে স-
মস্ত মনুষ্য আপনার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকে ;

ক্ষিতিভৃশ্মহিমা । শুচমর্থবতা শময়ন্ বচসা নিজ-
গাদ সরোরুহপাদ ইদম্ ॥ ৩০ ॥

পর্যাপ্তং নঃ ক্লৈব্যমুপেত্যাত্র সখায়ঃ সাহং কৃছোৎ-
ভূমিমশেষামপিধানাৎ । অশ্বেষ্যামো ভূবিবরাণ্য-
প্যথচ দ্যাং যদ্বদেবং দেবমনুষ্যাদিশু গূঢ়ম্ ॥ ৩১ ॥

রাজস্য স্বগুরোশ্মহিমা যেন স পদ্মপাদোহর্থবতা বচনেন শোকঃ
শময়য়িত্বং বক্ষ্যমাণমুবাচ ত্রোঃ ॥ ৩০ ॥

যত্বাচ তদাহ । নোহস্মাকং ক্লৈব্যং পর্যাপ্তমতো হে সখায়ঃ !
মিলিত্বা উৎসাহং কৃত্বা সর্বাং ভূমিমপিধানাৎ তিরোধানাদেব
অশ্বেষ্যামোহথানস্তরং ভূবিবরাণি পাতালান্ তদনস্তরং দিবং
দেবমনুষ্যোঃগাদিশুগূঢ়ং মহাদেবমিব বেদৈরন্ধ্রৈর্মর্তীযসগা-
মন্তময়ুরম্ ॥ ৩১ ॥

তাহাদিগের পাপ বুদ্ধি সমূলে বিনাশ করিয়া আ-
পনি যদি শীঘ্র আগমন না করেন ; তাহা হইলে
স্ববুদ্ধিগণ সর্বদা পরিহাস করিতে থাকিবে, অথচ
আপনার এই দাসের ছুঃখেরও অবসান হইবে না ।
অতএব হে পূজ্য ! আপনি ইহা নিশ্চয় জানিয়া
কেন আমাকে বধ করিতেছেন । ২৯ ।

এইরূপে মিত্রগণ অত্যন্ত খেদ প্রাপ্ত হইবার
পর নিজগুরু যতিপতির মহিমা অবগত হইয়া
পদ্মপাদ অর্থযুক্ত বচনদ্বারা শোকদলন পূর্বক ব-
লিতে লাগিল । ৩০ ।

আমাদিগের মূখতা যথেষ্ট হইয়াছে । হে বন্ধু-
গণ ! এক্ষণে সকলে মিলিত হইয়া উৎসাহের
সহিত আবরণ হইতে সমস্তভূমি অন্বেষণ করিব ।
অনন্তর পাতাল প্রদেশ অন্বেষণ করিয়া, তৎপরে
দেবতা, মনুষ্য ও সর্পাদি দেহে সুকায়িত মহা-
দেবের তুল্য সেই গুরুদেবকে স্বর্গ হইতে আমরা
অন্বেষণ করিয়া লইব । ৩১ ।

অনির্বিঘ্নচেতাঃ সমাস্থায় যত্নঃ স্তুত্প্রাপমপ্যর্থ-
মাপ্নোত্যবশম্ । গুল্‌বিঘ্নজালৈঃ সুরা হন্যমানাঃ
সুধামপ্যাবাপু হ'নির্বিঘ্নচিত্তাঃ ॥ ৩২ ॥

যদপ্যন্যগাত্রপ্রতিচ্ছন্নরূপো ছুরশ্বেষণঃ স্যাদ্
গুরুনস্তথাপি । স্বর্ভানুদরস্থঃ শশীব প্রকাশৈ-
স্তদীয়েণ্ড গৈরেব বেভুং স শক্যঃ ॥ ৩৩ ॥

এবমুল্লেখপি দুঃসাপানালোচোৎসাহমকর্কত আলঙ্কাহ ।
অনির্বিঘ্নং নির্দেশরহিতং চিত্তং যস্য স যত্নঃ সমাগাতায় স্তু-
ত্প্রাপমপ্যর্থবশম্ প্রাপ্নোতি । সি যস্যানমুল্‌বিঘ্নজালৈর্হন্যমানা
অপি সুরা অনির্বিঘ্নচিত্তা অতিদুর্লভমপি সুধাং প্রাপুঃ । সি
যস্যাননির্বিঘ্নচিত্তা অত এবস্তু তা অপি দেবাঃ সুধামপ্যাবা-
পু রিতি বা ভূক্ত পয়াতং ভবেদৈশ্চতুর্ভিঃ ॥ ৩২ ॥

যদ্যপ্যন্যগাত্রপ্রতিচ্ছন্নরূপস্যারোহিত্যকং গুরুদ'রশ্বেষণঃ স্যাদ-
থাপি যপারানুদরস্তোহপি চন্দ্রঃ স্রীয়েঃ প্রকাশৈর্শিঞ্জাতুঃ
শক্যস্তদীয়েণ্ড গৈরেব স গুরুর্বেভুং শক্যঃ ॥ ৩৩ ॥

উৎসাহ থাকিলে সংসারে কোন বস্তু অ-
সাধ্য হয় না । আমি মূলকণ্ঠে বলিতে পারি,
যে ব্যক্তি মনের খেদ পরিহার পূর্বক অত্যন্ত
যত্ন প্রকাশ করেন ; তিনি অশশুই স্তুতুল্‌ভ অর্থ
হইলেও তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন । তাহার
দৃষ্টান্ত এই—বিঘ্নজালে জড়িত হইয়া দেবতা-
গণের শত শত ব্যাঘাত উপস্থিত হইলেও কেবল
তাঁহাদের চিন্তে খেদ ছিলনা বলিয়া অত্যন্ত দুর্লভ
সুধা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । সমুদ্র মন্থন
কালে দেবতাদিগের কত বিঘ্ন উপস্থিত হয়, কিন্তু
তাঁহারা তৎপক্ষে দৃষ্টিপাত না করিয়া পরম দুর্লভ
অমৃত লাভ করেন । ৩২ ।

আমাদিগের গুরু অপরের দেহে একবারে

ইক্ষুচাপাগমাপেক্ষয়া নির্গতো বস্ব' তস্যো-
চিতং কৃষ্ণবস্ব'ত্ব্যতি । বিভ্রমাণাঃ পদং স্তুত্ববাং
ভূপতেঃ প্রাপ্তুমহিত্যকামাগ্রণীঃ সংযমী ॥ ৩৪ ॥

নিত্যতৃপ্তাগ্রাঘায়াশ্রিতে নির্বৃতাঃ প্রাণিনো

নহু তথাপি ক গতো যত্রাঘেযা ইতি চেত্তত্রাহ । ইক্ষুধনঃ
কামশ্রাগমাপেক্ষয়া যতিশরীরান্নিগতঃ স্তুত্ববাং বিভ্রমাণাঃ পদং
কামশাস্ত্রোচিতং রাজ্যঃ শরীরং প্রাপ্তুমহতি । কামাগমাপেক্ষ-
য়েব গতো ন তু তজ্জন্তুয়খেচ্ছয়েতি বোধ্যয়িত্তনাহ । কামবিনি-
মুক্তানাগ্রণীঃ রৈশ্চতুর্ভি'রতা সন্ধিগা সমত্ ॥ ৩৪ ॥

নশ্বেবমপি রাজ্যং বহুত্বাং কথমস্ত্র দেশস্ত রাজ্যঃ শরীরে
প্রবিষ্ট ইতি বিজ্ঞেয়মিতি চেত্তত্রাহ । নিত্যতৃপ্তাগ্রাঘামিনাঃ

মিশাইয়া গিয়াছেন, স্তুতরাং তাঁহাকে অশ্বেষণ
করা এক্ষণে দুঃসাধ্য । তবে চন্দ্র যেরূপ রাজ্যের
উদরে প্রবেশ করিলেও প্রকাশ গুণ দ্বারা চন্দ্রকে
জানিতে পারা যায়, সেরূপ গুরুদেবের অলৌকিক
গুণ সমষ্টি দ্বারা অবশুই তাঁহাকে অশ্বেষণ করিয়া
জানিতে পারিব । ৩৩ ।

এখন তিনি কামশাস্ত্র জানিবার জন্য যতিদেহ
হইতে বহির্গত হইয়া যুবতী কামিনী গণের বিবিধ
বিভ্রমযুক্ত এবং কামশাস্ত্রের সমুচিত, মনোরম
রাজ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন । সংসারে যত নিকাম
পুরুষ আছেন তিনি তাহাদিগের অগ্রগণ্য । অত-
এব গুরুদেব যে কামশাস্ত্র জানিবার জন্য গিয়া-
ছেন, কিন্তু কামস্বথ অনুভব করিতে যান নাই,
তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই । ৩৪ ।

সংসারে অনেক রাজা আছে, অতএব আমা-
দের গুরু কোন দেশের রাজা হইয়াছেন, তাহা

রোগশোকাদিনা নেক্ষিতাঃ । দন্ত্যপীড়োজ্জ্বিতাঃ
স্বস্বধর্ম্মে রতাঃ কালবর্ষা স্বরাগ্নেদিনী কামসূঃ ॥৩৫॥

তদিহালস্যমপাস্য বিচেতুং নিরবধিসংসৃতি-
জলধেঃ সেতুং । দেশিকবরপদকমলং যামো ন
বৃথাহনেহসমত্র নয়ামঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি জলরূহপদবচনং সর্বে মনসি নিধায়

অদগুরুগাপ্রিতে দেশে প্রাণিন আনন্দিতা যতো রোগশোকা-
দিনা নাবেক্ষিতা যতশ্চোরপীড়াবিনির্মুক্তাঃ স্বস্বধর্ম্মে রতাশ্চ
সূঃ স্বরাড়িত্তঃ কালবর্ষা স্যাৎ ভূমিশ্চ কামসূঃ স্তাৎ ॥ ৩৫ ॥

তত্ত্বাদান্মিন্ কালে আলম্ভঃ বিহায়ানাদানন্তসংসারসমুদ্রস্ত
সেতুং দেশিকবরচরণাবিন্দং বিচেতুং গচ্ছামোহস্মিন্ দেশে বৃথা
কালং ন নয়ামঃ মাত্রাসমকং নবমো লাস্তম্ ॥ ৩৬ ॥

ইত্যেবং পদ্মপাদস্ত বচনং নিরাকৃতগর্বে মনসি যর্কে নিধায়

জানিবার এই এক মাত্র উপায় আছে । সেই
সদানন্দ দিগের অগ্রগণ্য গুরুদেব যে দেশে
বাস করিতেছেন, সে দেশের প্রাণীগণ সদাই
আহ্লাদিত । কারণ, তাহাদের রোগ শোক থাকি-
বার সম্ভাবনা নাই । ঐ সকল প্রাণী গণের দন্ত্যভয়
নাই, তাহারা স্বস্ব ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত, এবং
সেই দেশে ইন্দ্রদেব যথা কালে বর্ষণ করিবেন,
পৃথিবীও অভিমত ফল দানে সকলকে সন্তুষ্ট
করিবে । ৩৫ ।

অপার সংসার সাগরের সেতু স্বরূপ গুরুবরের
চরণ কমল অশ্বেষণ করিতে আইস আমরা সকলে
আলস্য ত্যাগ করিয়া এখনই গমন করি ।
আর আমরা এ স্থানে বসিয়া বৃথা সময় নষ্ট করি-
বনা । ৩৬ ।

নিরাকৃতগর্বে । কাংশ্চিভত্র নিবেশ্য শরীরং রক্ষি-
তুমন্যে নিরগুরুদারম্ ॥ ৩৭ ॥

তে চিন্ত্যন্তঃ শৈলাচ্ছেলং বিষয়াদ্বিষয়ং ভুব-
মনুববেলম্ । প্রাপুর্ধিকৃতবিবুধনিবশোন্ স্বীতা-
নমরকনৃপতের্দেশান্ ॥ ৩৮ ॥

যুহা পুনরপ্যুখিতমেনং শ্রদ্ধা বৈণ্যাদিলীপম-
মানম্ । ত্যক্ত্বা বিরহজদৈন্ত্যমমন্দং মহাচার্য্যং
ধৈর্য্যমবিন্দন্ ॥ ৩৮ ॥

কাংশ্চিদদারং গুরুশরীরং রক্ষিতুং তস্মিন্ স্থানে নিবেশ্যাত্তে
নির্গতাঃ ॥৩৭॥

তে পর্বতাৎ পর্বতং দেশাৎদেশং ভূমিমনিশং চিন্ত্যন্তোদি-
কৃতাদেবানাং নিবেশা যেষ্টান্ স্বীতানমরকনৃপতের্দেশান্
প্রাপুঃ প্রাপ্তবন্তঃ ॥ ৩৮ ॥

যুহা পুনরপ্যুখিতমমরকসংজ্ঞং নৃপং পৃথুদিলীপতুলাং শ্রদ্ধা-
চার্য্যং মহাহমন্দং বিরহজাত্যং দৈন্ত্যং হিত্বা ধৈর্য্যং প্রাপুঃ ॥ ৩৯ ॥

সকলেই অহঙ্কার শূন্য হৃদয়ে পদ্মপাদের
এরূপ গভীর বাক্য শুনিয়া গুরুর পূজনীয় দেহ
রক্ষা করিবার নিমিত্ত জন কতক শিষ্য ঐ স্থানে
রহিল, আর অবশিষ্ট সকলেই শীঘ্র অশ্বেষণার্থ
বহির্গত হইল । ৩৭ ।

তাহারা এক পর্বত হইতে অন্য পর্বত, এক
দেশ হইতে অন্য দেশ, এইরূপে সকল ভূমি খণ্ড
অশ্বেষণ করিয়া অমরক ভূপতির দেশে উপস্থিত
হইলেন । দেখিলেন—ঐ দেশের কাছে দেবতা
দিগের দেশ স্বর্গ পর্য্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছে । ৩৮ ।

পৃথু রাজ এবং দিলীপের মতন অমরক রাজা-
কে মরিয়া পুনর্ব্বার বাঁচিয়া উঠিতে শুনিয়া, এবং
তাহাকেই আচার্য্য বোধ করিয়া গুরুদেবের বিরহ

তেচ জাহা গানবিলোলং তরুণীসক্লং ধরনী-
পালম্ । বিবিশুঃ স্বীকৃতগায়কবেষা নগরং বিদিত-
সমস্তবিশেষাঃ ॥ ৪০ ॥

রাজে জ্ঞাপিতবিদ্যাতিশয়াস্তে তৎসংগ্রহবি-
ধুতাতিশয়াঃ । রমণীশতমধ্যগমবনীন্দ্রং দদৃশুস্তারা-
বৃত্তমিব চন্দ্রম্ ॥ ৪১ ॥

ষরচামরকরতরুণীকঙ্কণরঞ্জিতমনোহরপশ্চাদ্-

তেচ তরুণীসক্লং গানবিলোলং ভূপালং জাহা স্বীকৃতগা-
য়কবেষা নগরং বিবিশুঃ যতো বিদিতসমস্তবিশেষাঃ ॥ ৪০ ॥

রাজে জ্ঞাপিতগানবিদ্যাতিশয়াঃ যদন্তস্ত রাজঃ সংগ্রহণায়
বিস্তোহতিশয়ো ঠৈমন্তে তারাবৃত্তং চন্দ্রমিব তরুণীমধ্যগতং
ভূমীন্দ্রং দদৃশুঃ ॥ ৪১ ॥

ভূমীন্দ্রং বিশিনষ্টি । বরচামরকরাণাং তরুণীনাং কঙ্কণৈরঞ্জিতো

যন্ত্রণা একবারে শিষ্য গণ পরিত্যাগ করিল ।
পরে শিষ্যগণ জানিতে পারিল, ভূপতি সঙ্গীত
শাস্ত্রে একেবারে উন্মত্ত এবং অবিরত যুবতি রমণী-
দের সহিত আসক্ত থাকেন । নগরের কোথায়
কি থাকে—সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে অব-
গত হইবামাত্র গায়কের বেশ ধরিয়া তাঁহারা নগ-
রে প্রবেশ করেন । ৩৯ । ৪০ ।

“যে ব্যক্তি সঙ্গীত-শাস্ত্রে দক্ষ, ভূপতি তাহাদি-
গকে অত্যন্ত যত্ন করিয়া থাকেন ” শিষ্যগণ ইহা
জানিতে পারিয়া সাধ্যমত সঙ্গীত বিদ্যায় পার-
দর্শিতা লাভ করিয়া ভূপতিকে জানাইল যে,
আমরা সঙ্গীত শাস্ত্রে রীতিমত দক্ষতা লাভ করি-
য়াছি । অনন্তর তাঁহারা তারাপরিবেষ্টিত শশ-
ধরের ন্যায় শত শত রমণীর মধ্যে অমরক ভূপ-
তিকে দর্শন করেন । ৪১ ।

ভাগম্ । গীতিগতিজ্ঞোদগীতশ্রুতিস্থখতানসমু-
ল্লসদগ্রিমদেশম্ ॥ ৪২ ॥

ধৃতচামীকরদণ্ডসিতাতপবারণরঞ্জিতরত্নকিরী-
টম্ । শ্রিতবিগ্রহমিব রতিপতিমাশ্রিতভূবমিব-
সান্তঃপুরমমরেশম্ ॥ ৪৩ ॥

রুচিরবেষাঃ সমাসাদ্য তাং সংসদং নয়নসং-

মনোহরঃ পশ্চাচ্ছাগো যন্ত তং পুনশ্চ গীতিগতিজ্ঞৈরুদগীতেন
শ্রবণমুখেন তানেন সমুল্লসদগ্রিমদেশো যন্ত তম্ ॥ ৪২ ॥

পুনশ্চ ধৃতচামীকরো হিরণ্ময়ো দণ্ডো যন্ত তথাভূতেন
সিতেনাভপবারণেন ছত্রেন রঞ্জিতং রত্নকিরীটং যন্ত তং স্বীকৃত-
বিগ্রহং রতিপতিমনস্কমিব যদা শ্রিতভূমিস্তঃ পুরসহিতং দেবেশং
পুরন্দরমিব ॥ ৪৩ ॥

এবমুতং রাজানং দৃষ্ট্বা যৎকৃতবস্তস্তদাহ । রুচিরবেষাঃ তাং
সংসদং সমাসাদ্য নয়নসংজ্ঞয়া দত্তাসনা রাজা সমাগাজ্ঞপ্তা
মুচ্ছানাপদবিদস্তে সভাং মোহয়ন্তঃ মুখরং জগুঃ । মুচ্ছানালক্ষণক
ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহচাবরোহণম্ । সা মুচ্ছেত্যাচাতে

দেখিলেন—উৎকৃষ্ট চামর হস্তে ধরিয়া যুবতি
কামিনী গণ কঙ্কণ (বালা) ভূষণে ভূপতির পশ্চাৎ
ভাগ স্ত্রশোভিত করিয়াছে । অপিচ যাহারা
সঙ্গীত শাস্ত্রে বিচক্ষণ, তাহারা শ্রবণের সুখদায়ক
উচ্চ গানের স্রমধুর তানে ভূপতির সম্মুখে দেশ
সুসজ্জিত করিয়াছে । স্বর্ণদণ্ড শোভিত স্বেত-
ছত্র দ্বারা ভূপতির রত্নময় কিরীট রঞ্জিত হইয়াছে ।
দেখিলেই বোধ হয় যেন মূর্তিমান্ কন্দর্প, কিংবা
দেবরাজ ইন্দ্র অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীদের সহিত
ক্রীড়া করিবার জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হই-
য়াছেন । ৪২ । ৪৩ ।

জ্ঞাবিতীর্ণাসনা ভূজা । সমতিস্ফীকৃতঃ স্মরং
মূৰ্ছনাপদবিদন্তে জগুর্মোহয়ন্তঃ সভাম্ ॥ ৪৪ ॥

গ্রামস্থা এতাঃ সপ্তসপ্তচেতি । তত্রস্রাঃ শ্রুতিভ্যাঃ স্রাঃ স্রাঃ
ষড়্জম্ভগাক্ষারমধ্যমাঃ । পঞ্চমো দৈবতশাখ নিষাদ ইতি সপ্ত
তে ইত্যুক্তাঃ সপ্তঃ সামান্যতঃ । স্রস্ররূপস্ত শ্রুতানন্তরভাবী যঃ
মিচ্ছোহমুরণনামকঃ । সন্তো রঞ্জয়তি শ্রোতৃশ্রুতিং স স্র উচ্যত
ইতি শ্রুতিনাম স্রারন্তকাব্যববিশেষস্তুত্বং প্রথমশ্রবণাচ্ছদঃ
শ্রুতে হ্রস্বমাত্রকঃ । সা শ্রুতিঃ সংপরিজ্ঞেয়া স্রাবয়বলক্ষণেতি ।
অপ গ্রামলক্ষণং যথা কুটুম্বিনঃ সর্কেহপ্যেকীভূতা ভবন্তিহি ।
তথা স্রবাণং সন্দোহো গ্রাম ইত্যভিপীয়তে । ষড়্জগ্রামো ভবে-
দাদৌ মধ্যমগ্রাম এবচ । গাক্ষারগ্রাম ইত্যোতদ্গ্রামত্রয়মদ্যত্বং ।
নন্দাবর্জিতং জীমূতঃ স্রভজো গ্রামকাস্রয়ঃ । ষড়্জমধ্যমগাক্ষা-
বাস্রবাণং জম্ভেতব ইতি তথাচৈবস্মৃতগ্রামত্রয়েহপি প্রত্যেকং
সপ্তসপ্ত চ মূৰ্ছনা ইত্যেকবিংশতি মূৰ্ছনাভবন্তি তথাভূতমূ-
ৰ্ছনা পদবিদন্তে স্মরং জগুরিত্যর্থঃ যচ্ছন্দো নোক্তমত্রগাণেতি
তং স্মরিত্তিঃ প্রোক্তম্ ॥ ৪৪ ॥

রাজাকে দেখিয়া মনোহরবেশে শিষ্যগণ ঐ
সভায় উপস্থিত হন । পরে ভূপতি নয়ন দ্বারা
ইঙ্গিত করিয়া তাহাদিগকে আসন দিতে অনুমতি
করেন । শিষ্যগণ আসনে উপবেশন করিয়া
রাজার অনুমতিক্রমে গানের উপোযোগী মূৰ্ছনা
প্রভৃতি বস্তু সংগ্রহ করিয়া স্মধুর স্বরে গান
করিতে লাগিলেন ।* ৪৪ ।

* মূৰ্ছনা যথা—“ক্রমশঃ সাতটি স্রের উচ্চতা এবং নীচ-
তার নাম মূৰ্ছনা । ঐ মূৰ্ছনা সাতটি সঙ্গীতশাস্ত্রের গ্রাম
স্থিত বদিয়া উক্ত হইয়া থাকে ।”

স্র লক্ষণ যথা—“সঙ্গীত শাস্ত্রের শ্রুতি অনুসারে ষড়্জ
ঋষভ, গাক্ষার, মধ্যম, পঞ্চম, দৈবত ও নিষাদ এই সাতটি
স্র ।”

ভৃঙ্গ ! তব সঙ্গতিমপাস্ত গিরিশৃঙ্গে ভৃঙ্গবিট-
পিনি সঙ্গমজুঘি ত্বদঙ্গে । স্বাস্ররহিতাঃ সকলুষান্ত-
রঙ্গাঃ সঙ্গমকৃতে ভঙ্গমূপয়ান্তি ভৃঙ্গাঃ ॥ ৪৫ ॥

গানবাঞ্ছন সগুরুপ্রতিবোধনং কৃতবতাং তদগানমদ্যত-
রতি । হে ভৃঙ্গ ! শ্রুতিসূত্রাদিলক্ষণকুসুমমকরনাস্বাদনশীল ! তব
সঙ্গতিং সঙ্গমমপাস্ত বিহাগোচ্চরুক্ষবতি গিরিশৃঙ্গে সঙ্গমজুঘি
ত্বদঙ্গে তবশরীরে সতি অচ্চরীরস্ত রক্ষণায় রচিতাঃ সকলুষাঃ
ছঃখযুক্তমন্তরঙ্গনস্তঃকরণং যোবাং তে ভৃঙ্গাঃ শিষ্যাস্তব সঙ্গমার্থং
ভঙ্গমূপয়ান্তি ভেদং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ । ইন্দুবদনভঙ্গসনৈঃ সগুরু-
বৃগৈঃ ॥ ৪৫ ॥

গীতছলে গুরুদেবের মোহনিত্রা ভঙ্গ করিয়া
শিষ্যগণ গান করিতে লাগিল । হে ভ্রমর ! অর্থাৎ
বেদ ও বেদান্ত সূত্রাদি রূপ পুষ্পপরিমলের আশ্বা-
দন যোগ্য ! আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রকাণ্ড

সামান্যতঃ স্র লক্ষণ যথা—“সঙ্গীত শাস্ত্রের অনুসারে
শ্রুতির অনন্তর যাহার অনুরণন হয় অথচ স্বতঃ শ্রোতার চিত্ত
রঞ্জন করে, তাহার নাম স্র ।”

শ্রুতি লক্ষণ যথা—স্র আরম্ভ করিবার যে অবয়ব বিশেষ
তাহার নাম শ্রুতি । যথাঃ—“প্রথম যেমন শব্দ শ্রবণ করা যায়
তখন তাহার মাত্রা অতিশয় হ্রস্ব । ঐ হ্রস্ব শব্দ শ্রবণের নাম
শ্রুতি এবং শ্রুতিয় অবয়ব স্র ।”

গ্রাম লক্ষণ যথা—“যেকোন আত্মীয় কুটুম্ব সকল একহয়,
তজপ সপ্তস্র একত্র হইলে গ্রাম কহে ।”

গ্রামত্রয় লক্ষণ যথা—“প্রথম ষড়্জ গ্রাম, দ্বিতীয় মধ্যম
গ্রাম এবং তৃতীয় গাক্ষার গ্রাম এই তিনটির নাম গ্রাম ।”
“নন্দাবর্জিত, জীমূত এবং স্রভজ এই তিন গ্রাম ষড়্জ মধ্যম ও
গাক্ষার এই তিন স্রের জন্মকরেন ।”

ষড়্জ গ্রামের সাত মধ্যম গ্রামের সাত এবং গাক্ষার গ্রামের
সাত এই সর্ব গুণ্ড ২১ একবিংশতিটি মূৰ্ছনা ।

পঞ্চশরসময়সঞ্চয়কৃতে প্রাকমুদক্ষ্মিবহে সঞ্চ-
রসি প্রপঞ্চম্ । পঞ্চজনমুখ ! পঞ্চমুখমপ্যনঞ্চনং ত্বং চ
গতিরিতি কিঞ্চ কিল বক্ষিতোহসি ॥ ৪৬ ॥

পৰ্বশশিমুখ ! সৰ্বমপহায় পূৰ্বং কুৰ্বদিহ গৰ্ব-

পঞ্চশরস্ত কামস্ত যঃ সময়ঃ কলাদিক্রপঃ সঙ্কেতঃ সিদ্ধান্তো
বা তন্ত সঞ্চয়ার্থং প্রাঞ্চং শিবগুরুভবং প্রপঞ্চং শরীরং মঞ্চ-
টাবেহাশ্বিন্ রাজশরীরে স্থানে বা সঞ্চরসি । তথা চ হে পঞ্চজ-
নেষু মনুজেষু মুখ ! শেষ্ঠ ! যদ্বা যশ্বিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশ-
প্রতিষ্ঠিতস্তমেবমজ্ঞা আত্মনাং বিদ্বান্ ব্রহ্মাত্মতোহনুতমিতি
শ্রুত্যানাং সাম্যারীত্যা মূলপ্রকৃতিবিকৃতিস্বহৃদাদ্যাঃ প্রকৃতি
বিকৃতয়ঃ সপ্ত । যোড়শকন্ত বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষ
ইতি পঞ্চবিংশতিতয়ানাং মুখ ! শুদ্ধাশ্বিন্ ! পঞ্চজনপদস্ত পঞ্চপঞ্চ-
জনপরম্পরাশ্রয়ণাৎ সিদ্ধান্তরীত্যা বাচ্যশেবস্তানাং প্রাণচক্ষুঃ শ্রো-
ত্রান্নমনসাং পঞ্চজনানাং মুখাদিহানেত্যাঃ । পঞ্চাননমপাগচ্ছন্
শিবং স্বরূপমপানাপূবন্ গতিশ্যাসৌ স্বমিতি হেতোঃ কৃতঃ
পল্লু বক্ষিতোহসি গাং ॥ ৪৬ ॥

কিঞ্চ হে শরংপূর্ণমাপীচক্ষ্মমুখ ! পূৰ্বং সৰ্বং শান্তিদাস্তা-

বৃক্ষ পূর্ণ পৰ্বত শৃঙ্গের উপর আপনার শরীর প-
তিত রহিয়াছে । আপনার সেই দেহ রক্ষা করি-
বার জন্য আমরা আপনাকে দুঃখিত মনে সেই স্থানে
রাখিয়া আসিয়াছেন । এক্ষণে আমরা পরস্পর
সকলেই কষ্ট পাইতেছি । ৪৫ ।

কামশাস্ত্রের কলা জ্ঞান করিবার জন্য যে
সঙ্কেত ছিল, তাহা সঞ্চয় করিতে শিবগুরু (আপ-
নার পিতা) হইতে আপনার যে পুরাতন দেহ
উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে
এই দেশে সঞ্চরণ করিতেছেন । হে মানবশ্রেষ্ঠ !
আপনার পুরাতন শিবদেহ না পাইয়া আপনি সক-
লের গতি হইয়াও নিশ্চয় বক্ষিত হইয়াছেন । ৪৬ ।

মনুষ্যত্ব হৃদপূৰ্বম্ । ন স্মরসি বস্তুস্মদীয়মিতি ক-
স্মাৎ সংস্মর তদস্মর ! পরমস্মদুভ্য ॥ ৪৭ ॥

নেতি নেত্যাदिनिगमवचनेन निपुणं निविधा
मूर्तामूर्तराशिम् । यदशकानिह्रवं स्वात्सरूपतया
जानन्ति कोविदास्तद्वमसि तद्वम् ॥ ४८ ॥

দিকমপহায়েহ গৰ্বং কুৰ্বন্ মানসমহুস্ত্যাস্মদীয়বস্তুমিতি কস্মার
স্মরসি, হে তত্ত্বজ্ঞাৎ অত্মরাকাম ! অস্মদুভ্য অপৰং স্বরূপং
সংস্মর তৎ- পরমিতি বা ॥ ৪৭ ॥

অস্মদুভ্য পরং স্মরেতুং তুচ্ছত্বাৎ আদেশো নেতি নেতি অ-
স্থলমনগুহুস্মদীর্ঘমনগুরমবাহমপূৰ্ব্বেমনপরমশক্ষমস্পর্শমরূপমবায়ঃ
তথা রসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ অনাদানন্তঃ মহতঃ পরং
ধ্রুং ন চাপ্যন্তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ইত্যাদি শ্রুতিভিত্তং স্মার-
য়ন্তি । নেতি নেত্যাदिनिगमवचनेन मूर्तामूर्तराशिः सम्यग्
निविधा सर्वाधिष्ठानत्वां निरवधिबाधायोगात् प्रतिषेद्धুः स्वरू-
पत्वेन प्रतिषेधसाक्षितयावस्थितत्वात् सत्यापि सतां अन्ती
तोवोपलक्ष्यः । असन्नेव स भवति असद्वच्छेति वेदविदि-
त्यादि श्रुतेश्च निषेद्धमशक्यं यदहं ब्रह्मास्तीति स्वात्सरूपतया
विद्वां सो जानन्ति तद्वत्परमार्थवस्तु वमसि ॥ ४८ ॥

হে পূর্ণ চন্দ্রানন ! আপনি শমদমাদি গুণ স-
কল ত্যাগ করিয়া একেবারে গৰ্বিত চিত্তের বশ-
বর্তী হইয়াছেন । এবং “ইহা আমার বস্তু”
এইরূপ কথা কেন একেবারে বিস্মৃত হইলেন ?
অতএব হে নিক্ষাম ! আমাদের কথায় এক্ষণে
আপনার প্রকৃত স্বরূপের বিষয় কিঞ্চিৎ স্মরণ
করুন । ৪৭ ।

বেদে আছে—“তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন,
হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, অন্তর নহেন, বাহ্য নহেন,
পূৰ্ব নহেন, পর নহেন” ইত্যাদি বচন দ্বারা
(তিনি শরীরী কি অশরীরী) তাহা নিষেধ করা
হইয়াছে, কিন্তু “তিনি সত্যেরও সত্য বলিয়া

খাদ্যমুৎপাদ্য বিশ্বমনুপ্রবিশ্চ গূঢ়মন্নময়াদিকো-
শত্বজালে । কবয়ো বিবিচ্য যুক্ত্যবধাততোয়-
তগুলবদাদদতি তত্ত্বমসি তত্ত্বম্ ॥ ৪৯ ॥

তথা পঞ্চকোশবিবেকেন কবয়ো যদাশ্বত্থেন প্রতিপদ্যন্তে
তত্ত্বং ত্বমসীতি স্মারয়ন্তি । আকাশাদিকং বিশ্বমুৎপাদ্যমুপ্রবি-
শ্চান্নময় প্রাণময়মনোময়বিজ্ঞানময়ানন্দময়কোশলক্ষণে তুবজালে
গূঢ়ং যুক্তিলক্ষণাবধাতেন কবয়ো বিবিচ্যতগুলবদাদদতি
তত্ত্বং ত্বমসি । তথাচ ক্রুতিঃ তস্মাদ্ভা এতস্মাদাশ্বান আকাশঃ
সম্ভূত আকাশদ্বায়ুর্যায়োরগ্নিরগ্নেরাপ অন্তঃ পৃথিবী পৃথিব্যা
ওষধি ওষধীভ্যোহন্নময়াং পুরুষঃ স বা এব পুরুষোহন্নরসময়ঃ
তস্মাদ্ভা এতস্মাদন্নরসময়াদন্তোহস্তর আত্মা প্রাণময়স্তস্মাদ্ভা এত-
স্মাৎ প্রাণময়াদন্তোহস্তর আত্মা মনোময়ঃ তস্মাদ্ভা এতস্মান্ মনো-
ময়াদন্তোহস্তর আত্মা বিজ্ঞানময়স্তস্মাদ্ভা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্তো-
হস্তর আত্মা আনন্দময়ঃ সোহকাময়ত বহুঃ শ্রাং প্রজায়ন্তেতি
স তপোহিতপাত স তপস্তপ্তা । ইদং সর্গমহজত যদিদং কিল-
তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রাণবিশং তদনুপ্রবিশ্চ সচ্চত্যাচ্চতবদিত্যাদ্যা-
যুক্তিস্তাবধিমতো দেহ আত্মা ন ভবতি কার্যত্বাৎ ঘটবৎ, নহু
বিপক্ষে বাধকাতাবাদপ্রয়োজকোহয়ং হেতুরিতি চেম্ । অকুতা-
ভ্যাগমকৃতবিপ্রণাশাখ্যবাধকমত্বাৎ । তথা বিবাদাস্পদঃ প্রাণ
আত্মা ন ভবতি জড়ত্বাৎ ঘটবৎ । তথা মনোময় আত্মা ন ভবতি
বিকারত্বাদ্ দেহবৎ । তথা বিজ্ঞানময় আত্মা ন ভবতি বিষয়াদ্য-

অভিহিত হন, অস্তিত্বশালী না হইয়া ও তাঁহার
অস্তিত্ব অনুভূত হয় ” ইত্যাদি বেদ বচন দ্বারা
আপনার স্বরূপ কিছুতেই গোপন করিতে পারা
যায় না । পণ্ডিতেরা যাহাকে আত্মা বলিয়া জা-
নেন, সেই পরমার্থ বস্তু আপনি । ৪৮ ।

যেৰূপ লোকে আঘাত করিয়া ভূষ হইতে
তগুল (চাউল) বাছিয়া লয়, তদ্রূপ আকাশ বায়ু,
অগ্নি, জল ইত্যাদি বস্তুপূর্ণ জগৎ উৎপন্ন করিয়া

বহ্যবহাদ্ ঘটাদিবৎ । তথানন্দয়োঃপাত্মা ন ভবতি কাদাচিং-
কতাদব্রবত্তস্মাদানন্দ এবাত্মা ভবিতুমহতি নিত্যত্বাৎ । য আত্মা
ন ভবতি নাসৌ নিত্যো যথা দেহাদিঃ । আশ্বান আকাশঃ সম্ভূত
ইত্যাদি ক্রুত্যা আকাশাদেব নিত্যত্বাবগম্যাত্মনৈকান্তিকতেতি ।
নবাঙ পূৰ্ব্বাদনাস্যবিচরণে বর্তমানাদদাতেরাশ্বানেপদং স্তাদি-
ত্বার্থকাণ্ডো দো নাস্তুবিচরণ ইতি স্মাদাদদত ইতি ভবিতব্য-
মিতি চেম্ শিক্ষামাদদতীতি প্রয়োগবদত্র ত্দিবিশিষ্টত্বাকা-
রস্তাগ্রহণেনাদদতীতি প্রয়োগস্ত সাধুত্বাৎ । স্ত্রে ত্দিবিশিষ্টাকার
গ্রহণস্তাত্দিবিশিষ্টাকারাহস্তরস্ত দদাতেরাশ্বানেপদাতাবাবজ্ঞাপ-
নার্থত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥

এবং সেই জগতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্নময়,
প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই
পাঁচটি পদার্থে যুক্তি দ্বারা, বিবেচনার সহিত, পণ্ডিত
গণ যে সারভাগ গ্রহণ করেন সেই পরমার্থ বস্তুই
আপনি । বেদে আছে “সেই সর্বত্র ব্যাপী নিত্য
পরমাত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু,
বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে
পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি সকল, ওষধি সকল
হইতে অন্ন, অন্ন হইতে পুরুষ, সেই পুরুষ পুনরায়
অন্নময় এবং রসময় । এবং সেই অন্নরসময় হইতে
অন্য এক আন্তরিক আত্মা প্রাণময়, সেই প্রাণময়
হইতে অন্য একটা আন্তরিক আত্মা মনোময়,
সেই মনোময় হইতে অন্য আর একটা আন্তরিক
আত্মা বিজ্ঞানময়, সেই বিজ্ঞান ময় হইতে অন্য
আর একটা আনন্দময় আত্মা উৎপন্ন হইয়াছে ।
সেই আনন্দময় আত্মা কামনা করিলেন, আশি
যেন বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি । তিনি প্রথমে
তপস্যা করেন, তপস্যা করিয়া এই সমস্ত জগৎ
সৃজন করেন । এই যে সমস্ত বস্তু এক্ষণে দেখা
যাইতেছে, তিনি তাহা সৃজন করিয়া তাহার মধ্যে

বিষমবিষয়েষু সঞ্চারিণোহক্ষাণান্ দোষদর্শন-
কশাভিঘাততঃ। স্বেরং সন্নিবর্ত্য স্বান্তরশ্মিভি-
র্শীরা বধুস্তি যত্র তত্ত্বমসি তত্ত্বম্ ॥ ৫০ ॥

সর্কেজ্জিয়ালক্ষণং তত্ত্বং ত্রমেবেতি স্মারয়ন্তি। যথাবিষয়-
দেশেষু স্বেরং সঞ্চারিণোহক্ষাণান্ কশাভিঘাতেন রশ্মিভিঃ
সন্ধ্যাং নিবর্ত্য শকৌ বধুস্তি তথা বিষয়েষু বিষয়লক্ষণেষু দে-
শেষু স্বেরং সঞ্চারিণ ইন্দ্ৰিয়লক্ষণান্ হয়ান্ দোষদর্শনলক্ষণক-
শাভিঘাতেন মনোবৃত্তিলক্ষণরশ্মিভির্হাসিন্ পরমাত্মতত্ত্বে ধী-
মন্তো বধুস্তি তত্ত্বং তত্ত্বমসি, তথা চ শ্রুতিঃ আত্মানং রথিনং
বিক্রি শরীরং রথমেবতু, বুদ্ধিস্ত সারথিং বিক্রি মনঃ প্রগচ্ছমেব
১। ইন্দ্ৰিয়াণি হয়ানাহর্কিয়গ্ৰাংস্তেষু গোচরান, যন্ত বিজ্ঞানবান্
ভবন্তি যুক্তেন মনসা সদা, তন্ত্বেজ্জিয়াণি বস্থানিসদশা ইব সা-
রথেরিতি ॥ ৫০ ॥

প্রবেশ করেন। অনন্তর সমস্ত বস্তুর মধ্যে প্রবেশ
করিয়া তিনি সর্বদা হইলেন।”

এই সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের অব্যর্থ যুক্তি দ্বারা
দেহ আত্মা হইতে পৃথক্ বস্তু এবং ঐ দেহ কখন
আত্মা হইতে পারে না। ঘটপটাদি যেরূপ কার্য্য
সেইরূপ দেহও কার্য্য, সুতরাং দেহ আত্মা নয়।
বিবাদের আশ্পদ প্রাণ বস্তু ঘটপটাদির মতন জড়-
পদার্থ বলিয়া আত্মা নয়। দেহাদির মতন বিকৃত
বলিয়া আত্মা মনোময় নহে। ঘটপটাদির যে-
রূপ লয়াবস্থা আছে তদ্রূপ বিজ্ঞান ময় আত্মারও
বিলয় অবস্থা আছে, সুতরাং আত্মা বিজ্ঞানময়
নহে। মেঘ যেরূপ কখন হয় কখন হয় না,
কখন থাকে কখন থাকে না, তদ্রূপ আনন্দ ময়
আত্মা কদাচিৎ হয় এবং কদাচিৎ হয় না। অত-
এবং নিত্য পদার্থ বলিয়া আনন্দই আত্মা, কিন্তু

ব্যাবৃত্তজাগ্রাদিষু স্মৃত্যু তং তেভ্যোহত্মাদিব
পুষ্পেভ্য ইব সূত্রম্। ইন্দ্ৰিয়পদোপাধিকত্রয়-
পৃথক্ ত্বেন বিদন্তি সূর্যস্তু তত্ত্বমসি তত্ত্বম্ ॥ ৫১ ॥

অথ জাগ্রৎস্বপ্নস্থপ্ত্যুপাধিবিলক্ষণং তত্ত্বমসীতি স্মারয়ন্তি,
আত্মা জাগ্রদাঢ্যাপাধিভ্যোহত্মো ব্যাবৃত্তমানেষু তেষু স্মৃত্যু তত্ত্বাৎ
পুষ্পেভ্যঃ সূত্রমিবেত্যেবমুপাধিকত্রয়পৃথক্ ত্বেন যৎ সুর্যো জানন্তি
তত্ত্বং তত্ত্বমসি। স্পষ্টং চেদং জনকবাক্তব্যাদিসংবাদেন প্রোক্তা
প্রতিপাদিতম্ ॥ ৫১ ॥

আনন্দময় আত্মা নহে। দেহাদি কখনই আত্মা
হইতে পারে না। কারণ যে পদার্থ আত্মা নহে
সে পদার্থ নিত্য নহে। ৪৯।

যেরূপ বিষম প্রদেশে ইচ্ছানুসারে সঞ্চরণশীল
অশ্বদিগকে অশ্বধারণ রজ্জু (লাগাম) দ্বারা উভয়-
রূপে ফিরাইয়া কোন বন্ধনসূত্রে (খোঁটাতে)
বাঁধিয়া রাখিতে হয়, সেরূপ বিষম বিষয়রূপ
প্রদেশে যদৃচ্ছা ক্রমে সঞ্চরণ শীল ইন্দ্ৰিয়রূপ অশ্ব-
দিগকে, সমস্ত বস্তুর দোষদর্শন রূপ কশাঘাত দ্বারা
ও মনোবৃত্তি রূপ অশ্বধারণ রজ্জু দ্বারা জ্ঞানী গণ
যে পরমাত্মতত্ত্বে বাঁধিয়া রাখে, সেই পরমার্থ তত্ত্ব
আপনি। বেদেতেও ঐরূপ আছে, যথাঃ—
“আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, ম-
নকে অশ্বধারণ রজ্জু, চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি ইন্দ্ৰিয় সমূহকে
অশ্ব অর্থাৎ (সমস্ত ইন্দ্ৰিয়ের গোচর বিষয় সক-
লকে অশ্ব) বলিয়া সকলে নির্দেশ করিয়া থাকেন।
যে ব্যক্তি সর্বদা নিযুক্ত চিত্ত দ্বারা সকল কার্য্যে
জ্ঞানবান্ আছেন, (সারথির সৎ অশ্ব সকল যেরূপ
বশীভূত) তদ্রূপ ঐ ব্যক্তির সমস্ত ইন্দ্ৰিয় বশীভূত
হইয়া থাকে” ॥ ৫০ ॥

পুরুষ এবেদমিত্যাদিবেদেষু সৰ্ব্বকারণতয়া
নশ্চ । সার্ব্বাত্ম্যং হাটকশ্চেব মুকুটাদি তাদাত্ম্যং
সরসমান্নায়তে তদ্বমসি তদ্বম্ ॥ ৫২ ॥

কিঞ্চ পুরুষ এবেদং সৰ্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভবাং সৰ্বং পশ্বিদং
বন্ধ তজ্জলান্ সদেব সৌম্যোদমেকমেবাদ্বিতীয়মৈতদাত্ম্যমিদং
সৰ্বং যথা সৌম্যোদেন লোহমণিনা সৰ্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং

পণ্ডিতেরা পুষ্পমালার অন্তর্গত সূত্রকে যেরূপ
একবার দেখিয়া পুষ্প হইতে পুনরায় পৃথক্
করিয়া জানেন, তদ্রূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্রুপ্তি
এই তিনপ্রকার উপাধি বা অবস্থায় আত্মা প্রথিত
থাকিলে ও পণ্ডিতেরা, যে আত্মাকে ঐ তিনপ্রকার
উপাধি হইতে পৃথক্ করিয়া জানেন ; আপনিই
সেই পরমার্থতত্ত্ব । বেদে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য
সংবাদে এই বিষয়টী স্পষ্ট কথিত হইয়াছে । ৫১ ।

“পুরুষ এবেদং সৰ্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভবাং
সৰ্বং পশ্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ । সদেব সৌম্যোদ-
মেকমেবাদ্বিতীয়মৈতদাত্ম্যমিদং সৰ্বং যথা সৌ-
ম্যোদেন লোহমণিনা সৰ্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং
স্যাৎ বাচারম্ভং বিকারো নামধেয়ং লোহমি-
ত্যেব সত্যম্ ” অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এ
সমুদয়ই আত্মময় । তাহা হইতে জাত, তাহাতেই
লীন এবং তাহা দ্বারাই জীবন ধারণ হওয়াতে এ
সমুদয় জগৎ ব্রহ্মময় । এই সমস্ত দৃশ্যমান বস্তু
আত্মময় । হে সৌম্য ! যেরূপ একটী অয়স্কান্ত
মণি জানিলে সমস্ত লোহময় বলিয়া জানা যায়,
রাম, শ্যাম, হরি, কৃষ্ণ ইত্যাদি নাম সকল বিকার
মাত্র, কেবল লৌহ সত্যবস্তু । ইত্যাদি বেদ

যশ্চাহমত্র বস্মিণি ভামি সৌহসৌ যৌহসৌ
বিভাতি রবিমণ্ডলে সৌহমমিতি । বেদবেদিনো
ব্যতিহারতো যদধ্যাপয়ন্তি বহুতঃ তদ্বমসি
তদ্বম্ ॥ ৫৩ ॥

শ্রাদ্ধাচারম্ভং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যমিত্যা-
দি বেদেষু সৰ্ব্বকারণতয়া সূবর্ণং যথা কটকমুকুটাদিতাদাত্ম্যং
সরসং যথা শ্রাৎ তথা আয়াতে উপক্রমোপসংহারাবভ্যা
সৌপূর্বতাকলং, অর্থবাদোপপত্তিঞ্চ লিঙ্গাগ্রোতানি যট্ ক্রমা-
দিত্যুক্তবদ্ভিধতাংপর্যালিঙ্গৈঃ স্বারস্যোনোপদিগ্মতে তত্তদ্বম-
সি ॥ ৫২ ॥

কিঞ্চ যশ্চাহমস্মিন্ শরীরে বিভামি সৌহসৌরবিমণ্ডলস্তো-
হমিতি যৌহসৌ রবিমণ্ডলে বিভাতি সৌহমমস্মীত্যেব ব্যতিহা-
রেণ বেদবাদিনঃ প্রমত্ততো যদধ্যাপয়ন্তি তদ্বমসি । তথা
চ প্রতিঃ তদ্বৎসত্যং অসৌ স আদিত্যো এব ব এতস্মিন্
মণ্ডলে পুষ্পো যশ্চাং দক্ষিণেক্ষন্ পুরুষস্তাবেতাবত্তোত্তমিন্
প্রতিষ্ঠিতাবিতাদ্যা ॥ ৫৩ ॥

বচন দ্বারা সূবর্ণ যেরূপ কটক, কুণ্ডল ও মুকুটাদি
অলঙ্কারের কারণ রূপে কটক মুকুটাদির আত্মা
হয়, তদ্রূপ আত্মাও সমস্ত বস্তুর আত্মা ও সমস্ত
বস্তুর কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । আত্মা যে
সমস্ত বস্তুর কারণ ও আত্মা, ইহা স্পন্দরূপে বেদে
কথিত হইয়াছে । উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস,
অপূর্বতাকল, অর্থবাদ ও উপপত্তি এই ছয় প্রকার
লিঙ্গ । এই ছয় প্রকার তাৎপর্য চিহ্ন দ্বারা
বেদে যে আত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই
পরমার্থতত্ত্ব আপনি । ৫২ ।

“যে আমি এই শরীরে দীপ্তিমান, সেই লোক
রবিমণ্ডলে অবস্থিত । যে বস্তু সূর্য্যমণ্ডলে বিদ্য-
মান, সেই বস্তুই আমি ।” এইরূপে বেদবাদীরা

বেদানুবচনসদানযুক্ততপোহিতমেধ্যাশনাদিধর্মৈঃ
দ্বায়া যুক্তৈঃ । বিবিদিষন্ত্যত্যন্তবিমলস্বাস্তা ব্রাহ্মণা
যদ্ ব্রহ্ম তত্ত্বমসি তত্ত্বম্ ॥ ৫৪ ॥

শমদমোপরমাদিসাধনৈর্ধীরাঃ স্বাত্মনাস্বানি যদ-
দ্বিষ্য কৃতকৃত্যঃ । অধিগতামিতসচ্চিদানন্দরূপা
ন পুনরিহ খিদিয়ন্তি তত্ত্বমসি তত্ত্বম্ ॥ ৫৫ ॥

কিঞ্চ বেদানুবচনসদানযুক্ততপোহিতমেধ্যাশনাদিধর্মৈঃ
শ্রদ্ধয়াহুষ্টিতৈঃ বিদ্যায়োপাসনয়াচ যুক্তৈরত্যন্তনির্মলানীজি-
রাণি যেবাং তে ব্রাহ্মণা যদ্ ব্রহ্ম বিবিদিষন্তি বেদিতুমিচ্ছন্তি
তত্ত্বমসি । তথা চ শ্রুতিঃ, তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা-
বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন যদ্বিদ্যায়োপনিষদা-
করোতি তদ্বীৰ্য্যবত্তরং ভবতি দানাদেঃ তত্ত্বম্ ভগবতোক্তং
সাত্বিকত্ববেদানুবচনাদেঃ প্রজলিতাৰ্দ্ধশিরস্বস্যা জলরাশিপ্রবে-
শেক্ষাবজুকটেচ্ছাপ্রতিকরণত্বং ন তু সামান্তেচ্ছাং প্রতি অজা-
গলন্তনায়মানারাস্তস্যঃ পূর্বমেব সিদ্ধত্বাৎ যদ্বাহুর্নৈন জিগ-
মিষতীত্যত্র গমনং প্রত্যবসোব জ্ঞানং প্রত্যোব করণত্ব-
মস্ত ॥ ৫৪ ॥

কিঞ্চ শমদমোপরমাকান্তিসমাধিশ্রদ্ধালাবলৈঃ সাধনৈঃ
স্বাত্মরূপেণাস্বানি বুদ্ধৌ যদদ্বিষ্য সাক্ষাৎকৃতং সত্যং জ্ঞানমনস্তং
ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেত্যাদিস্বরূপং যৈস্তে কৃতকৃত্যঃ সন্তঃ
পুনরিহ সংসারে জন্মমরণাদিলক্ষণং ধেদং নাপ্নুবন্তি । তত্ত্বমসি
তথা চ শ্রুতিঃ । শাস্তো দাস্ত উপরতস্তিতিক্ : সমাহিত আস্ত
শ্রোবাস্তানং পশ্চৈদিতি শ্রদ্ধাষিতো ভূষেতি চ যৈষতাঃ শিষ্যাণাং
পৃথক পৃথগুক্তর ইতি বোধ্যম্ ॥ ৫৫ ॥

জানিতে ইচ্ছা করেন, সেই পরমার্থবস্তু আ-
পনি । বেদে আছে—“তমেতং বেদানুবচনেন
ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন
যদ্বিদ্যায়োপনিষদা করোতি তদ্বীৰ্য্যবত্তরং
ভবতি ” সেই সর্বব্যাপী সর্বময় ব্রহ্মকে ব্রাহ্ম-
ণেরা নাশকারী যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা জানিতে
ইচ্ছা করেন । লোকে জ্ঞান এবং উপনিষদ্ দ্বারা
যাহা করিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা কৃত বীৰ্য্যশালী
হয় ॥ ৫৪ ॥

যত্নসহকারে যে তত্ত্ব অধ্যাপনা করিয়া থাকেন,
সেই পরমার্থ বস্তু আপনি । বেদে আছে—“তদ্-
যৎ তৎ সত্যং অসৌ স আদিত্যো এষ য এতস্মিন্
মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়াং দক্ষিণেক্ষন্ পুরুষ স্তাবেতা
বন্যোন্মস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতৌ ” যাহা সে বস্তু তাহা
সত্য । এই মণ্ডলে যে পুরুষ ঐ সেই বস্তুই
আদিত্য । দক্ষিণ দিকে যে পুরুষ সমস্ত বস্তু দর্শন
করিতেছেন, ঐই দুই জন পরস্পর, পরস্পরের
উপর প্রতিষ্ঠিত । ৫৩ ।

পণ্ডিতেরা শম, দম, উপরতি, ক্ষমা, সমাধি
ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি সাধন দ্বারা স্বীয় আত্মভাবে, স্বীয়
বুদ্ধিতে যাহা অন্বেষণ করিয়া (সত্যং জ্ঞানমনস্তং
ব্রহ্ম বিজ্ঞান মানন্দং ব্রহ্ম) ইত্যাদি বেদ বোধিত
ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করিয়া কৃতকৃত্য হইয় এবং
অনন্ত, সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে
পারেন । যাহারা ব্রহ্মসাক্ষাৎ কার করিয়াছেন,
তাহাদের আর পুনরায় ঐই সংসারে জন্ম কি

যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় সকল
একান্ত নির্মল, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা শ্রদ্ধাপূর্বক
আচরিত এবং উপাসনা দ্বারা যুক্ত বেদানুশাসন,
সংপাত্রে দান, যজ্ঞ, তপস্যা, হিতকার্য্য, পবিত্র-
বস্তু ভক্ষণ প্রভৃতি ধর্মকর্ম দ্বারা যে ব্রহ্মকে

অবিগীতমেবং নরপতিরাকর্ষ্য বর্ণিতাশ্চার্থম্ ।
বিসমস্জ্ঞ পুরিতাশানেতান্নির্জাতকর্তব্যঃ ॥ ৫৬ ॥

উদ্ধোধিতঃ সদসি তৈরবলম্ব্য মুচ্ছাং নির্গত্য
রাজতনুতো নিজমাবিবেশ । গাত্রং পুরোদিতন-
য়েন স দেশিকেন্দ্রঃ সংজ্ঞামবাধ্য চ পুরেব সমু-
খিতোহভূৎ ॥ ৫৭ ॥

এবমবিগীতমনিমিত্তং বর্ণিতাশ্চবস্ত্রং শ্রদ্ধা অর্থো বিষয়ঃ
অর্থো বিষয়ধনধারণবস্ত্রম্ ইতি কোষঃ, নির্জাতং কর্তব্যং যেন
স নৃপতিঃ পুরিতা আশায়েষাং তানেতান্ শিষ্যান্ বিসমস্জ্ঞ,
আগ্ন্য দ্বিতীয়েহর্দ্ধেদগদিতং লক্ষণং তৎস্যাৎ । বহ্যভরোপি
দলয়োরূপগীতিস্তাং মুনিজ্ঞতে ॥ ৫৬ ॥

সভায়াং তৈঃ পদ্মপাদাদিতিক্রদ্বোধিতোমুচ্ছামবলম্ব্য পূ-
রোদ্ধস্তায়েন রাজশরীরান্নির্গত্য নিজশরীরমাবিবেশ । স দে-
শিকেন্দ্রঃ সংজ্ঞাং চেতনামবাধ্য চ পুনরুখিতোহভূৎ বঃ ॥ ৫৭ ॥

মরণ জন্য খেদ পাইতে হয় না । বেদে আছে
“শাস্তো দাস্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিত আত্মন্যে-
বাত্মানং পশ্যেৎ ” শম, দম, উপরম প্রভৃতি গুণ-
যুক্ত এবং ক্রমাবান্ ও সমাধিনিষ্ঠ হইয়া আত্মাতে
আত্মদর্শন করিবে । ৫৫ ।

এইরূপে শিষ্যদের নিকট হইতে অনিন্দনীয়
আত্মবস্ত্র গ্রহণ করিয়া ঐ নৃপতি আপনার কর্তব্য
বিষয় জানিতে পারিলেন । পরে শিষ্যদের আশা
পূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন । ৫৬ ।

সভামধ্যে পদ্মপাদাদি শিষ্যগণ তাঁহাকে উদ্ধো-
ধন করাইলে তিনি মুচ্ছা অবলম্বন পূর্বক (যে
নিয়মে রাজশরীরে প্রবেশ করেন) সেই নিয়মা-
নুসারে রাজশরীর হইতে নির্গত হইয়া নিজশরীরে

তদনু কুহরমেত্য পূর্বদৃষ্টং নরপতিভৃত্যবিসৃষ্ট-
পাবকেন । নিজবপুরবলোক্য দহমানঃ ঋটিতি
স যোগধুরন্ধরো বিবেশ ॥ ৫৮ ॥

সপদি দহনশান্তয়ে মহান্তং নরমৃগরূপমধোক্ষজং
শরণ্যম্ । স্তুতিভিরধিকলালসংপদাভিস্তুরিতমতো-
ষয়দাত্তবিৎপ্রধানঃ ॥ ৫৯ ॥

নহু রাজভৃত্যবিসৃষ্টাগ্নিনা দহমানঃ শরীরং কথং বিবে-
শেত্যশঙ্ক্যাহ । তদ্যাত্ রাজতনুতো নির্গমনাৎ পশ্যাৎ পূর্ব
দৃষ্টং গুহাচ্ছিদ্রেমেত্য নরপতিভৃত্যবিসৃষ্টপাবকেন দহমানঃ
নিজশরীরমবলোক্য যতো যোগধুরন্ধরোহগো ঋটিতি বিবেশ
পুষ্পিতাগ্না ॥ ৫৮ ॥

এবমপি দহনং কথং শমিতবানিত্যা কাঙ্ক্ষায়ামাহ । সপদি
তৎক্ষেণে আত্মবিৎপ্রধানঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ দহনস্ত শান্তয়ে
মহান্তং শরণে সাধুং নরসিংহরূপমধোক্ষজমধোহক্ষিজন্যং জ্ঞানং
যস্মাত্তং বিষ্ণুং অধিকং কলাভিলসন্তি পদানি যাসু তাভিঃ স্তু-
তিভিঃ শীঘ্রমতোবয়ং । তথাহি শ্রীমৎপয়োনিদিপনিকेतন চক্র-
পাণে ভোগীন্দ্রভোগমণিরঞ্জিতপুণ্যমূর্তে । যোগীশ শাস্তত শরণ্য
ভবাক্ষিপোত লক্ষ্মীমুসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ (১) ব্রহ্মেন্দ্রক-
দ্রনরদর্শককীরীটকোটিকাটিকাভিষ্টিকমলমলকাস্তিকান্ত । লক্ষ্মী-

প্রবেশ করেন । অনন্তর গুরুবর শঙ্কর চেতনা
পাইয়া পূর্বমতন শীঘ্র উখিত হইলেন । ৫৭ ।

রাজশরীর হইতে নির্গত হইবার পর পূর্বে
যে গুহাচ্ছিদ্রে দেখিয়াছিলেন, তাহার নিকটে
আসিয়া (ভূপতির ভৃত্যগণ অগ্নিদানে যে শরীর
দগ্ধ করিয়াছিল) আপনার ঐ দগ্ধ কলেবর দেখিয়া
শঙ্কর যোগীবর বলিয়া শীঘ্র নিজ কলেবরে প্রবেশ
করেন ॥ ৫৮ ॥

ঐ সময়ে আত্মজ্ঞানী শঙ্কর অগ্নি

নরহরিকৃপয়া ততঃ প্রশান্তে প্রবলতরে স ছতা-

লসংকুচসরোরুহরাজহংস লং (২) সংসারঘোরগহনে চরতো
মুরারে মারোগ্রভীকরমুগপ্রবরাদিত্ত। আর্ন্তমংসরনিদাঘনি-
পীড়িত্ত লং (৩) সংসারকৃপমতিঘোরনিদাঘমূলং সম্প্রাপ্য হৃৎখ-
শতসর্পসমাকুলস্ত। দীনস্ত দেব রূপণাপদমাগতস্ত লং (৪) সংসার-
মাগরবিশালকরালকালনক্রগ্রহগ্রসজ্জনিগ্রহবিগ্রহস্ত। ব্যগ্রস্ত রাগ-
রসনোন্মিহনিপীড়িত্ত লং (৫) সংসারবৃক্ষমঘবীজমনস্তকর্ম্মশাখা-
শতং করণপত্রমনঙ্গপুষ্পম্। আরুহ্য হৃৎখলিতং পততো দয়ালো
লং (৬) সংসারসর্পঘনবক্স ভয়োগ্রভীতদংষ্ট্রাকরালবিদগ্ধবিনষ্ট-
মূর্ত্তেঃ। নাগারিবাহন সুধাকিনিবাসশৌরে লং (৭) সংসারদাব-
দহনাকুরভীকরোরুজালাবলীভিরতিদগ্ধতনুহস্ত। হৃৎপাদপদ্ম-
সরসীশরণাগতস্ত লং (৮) সংসারজালপতিতস্ত জগন্নিবাস সর্কে-
ন্দ্রিয়ার্থবিডিশাঙ্করূষোপমস্ত। প্রোংখণ্ডিতপ্রচুরতালুকমস্তকস্য
লং (৯) সংসারভীকরকরীসকলাভিঘাতনিষ্পিষ্টমর্ম্মবপুষঃ স-
ক-
লাস্তিনাশ। প্রাণপ্রাণভবভীতিসমাকুলস্ত লং (১০) অক্ষস্য
মে দ্বতবিবেকমহাধনস্য চৌরৈঃ প্রভো বলিতিরিন্দ্রিয়নাম-
ধেয়ৈঃ। মোহাঙ্ককৃপকৃহরে বিনিপাতিতস্য লং (১১) লক্ষ্মীপতে
কমলনাভ সুরেশ বিধো বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ মধুহৃদন পুষ্করাস্ক ব্রহ্মণ্য
কেশব জনার্দন বাসুদেব দেবেশ দেহি রূপণস্য বরাবলম্বমিতি
(১২) ॥ ৫৯ ॥

নিবারণের নিমিত্ত শাস্ত্রানুসারে অর্থযুক্ত পদ বি-
শিষ্ট স্তববাক্যে শরণাগতবৎসল নরসিংহরূপী
বিষ্ণুকে সম্বোধন করিলেন ॥ ৫৯ ॥

. যথা—“আপনার সমুদ্রই নিকেতন; আপনার হস্ত চক্র;
অনন্তসর্পের ফণামণ্ডলস্থিত মণিবারা আপনার পবিত্র মূর্ত্তি
সুরঞ্জিত; আপনি যোগিবর; আপনি নিত্য; আপনি
শরণাগত পালক; আপনি ভবার্ণবের নৌকা; হে লক্ষ্মী-
কান্ত! অতএব আপনি আমাকে হস্তদ্বারা আলম্বন করুন।
ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব, বায়ু, সূর্য্য ইহাদের মুকুটের অগ্রভাগ দ্বারা
আপনার অমল চরণ কমল নিয়ত স্পৃষ্ট হওয়াতে এবং ঐ
সকল মুকুট প্রভায় আপনার চরণযুগল অনির্কটনীয় শোভা
ধারণ করিয়া থাকে। আপনি কমলাদেবীর মনোহর

কুচপদ্মের রাজহংস। অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত! ইত্যাদি। হে
মুরারে? আমি সংসাররূপ ঘোর বনে নিয়ত সঞ্চরণ করিয়া
থাকি; ভয়ানক কামসিংহ আমাকে সর্বদা পীড়ন করিয়া
থাকে; আমি অত্যন্ত আর্ন্ত এবং মাংসর্ষ্য রূপ গ্রীষ্ম দ্বারা
অত্যন্ত পীড়িত। অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত! ইত্যাদি। আমি
ঘোর কষ্টের মূল সংসাররূপ যেমন পাইয়াছি অমনি শত শত
হৃৎখ, সর্পের মতন আসিয়া আকুল করিতেছে। হে দেব!
আমি দীন ও কঠিন বিপদে নিপতিত। অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত!
ইত্যাদি। সংসার নাগরের বিশাল ও ভয়ানক কালকুন্তীর প্র-
ভৃতি কালজন্ত সকল আমার দেহে ভয় উৎপন্ন করিতেছে;
বিষয়াভিলাষ রূপ তরঙ্গ সকল আমাকে বাস্ত করতে আমি
অতিশয় বিপন্ন হইয়াছি। অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত! ইত্যাদি।
পাপ যাহার বীজ, অনন্ত কর্ম্ম সকল যাহার শত শত শাখা
প্রশাখা; ইন্দ্রিয় গ্রাম যাহার পত্র; কাম যাহার সুল্লর পুষ্প;
হৃৎখ যাহার ফল; আমি একরূপ ভয়ানক সংসার বৃক্ষে আরো-
হণ করিয়া পতিত হইতেছি। অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত!
ইত্যাদি। সংসাররূপ সর্পের ভয়ানক মুখ এবং ভয়ানক তীক্ষ্ণ
দশন ও ভীষণ বিষজালায় আমার শরীর অতিশয় মুমূর্ষু হই-
য়াছে। হে কৃষ্ণ! সর্পনাশক গরুড় আপনার বাহন; সুধা-
সমুদ্রে আপনার বাস। অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত! ইত্যাদি।

আমার অঙ্গ সকল সংসার দাবানলে উৎপীড়িত এবং ঐ
দাবানলের প্রচণ্ড ভীষণ ক্ষুলিঙ্গে দগ্ধ হইতেছে। এক্ষণে
আপনার পাদপদ্ম-রূপ সরোবরের নিকটে শরণাগত হইলাম।
অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত! ইত্যাদি। হে জগদীশ্বর! আমি
সংসার জালে জড়িত; সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু
সকল বড়িশের তুল্য; আমি ঐ বড়িশে অন্ধেক মৎস্যের
মতন হইয়াছি। আমার তালু ও মস্তক ঐ বড়িশ দ্বারা অ-
ত্যন্ত খণ্ডিত হইতেছে। অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত! ইত্যাদি।
সংসাররূপ ভীষণ হস্তীসমূহ বেক্রপ আঘাত করিতেছে, তাহা
দ্বারা আমার মর্ম্ম ও শরীর একেবারে চূর্ণ হইতেছে। প্রাণ
বহির্গত হইবে বলিয়া যে ভয় উৎপন্ন হইয়াছে, আমি তাহা
দ্বারা আকুল। হে সকলবিপত্তিজন! হে লক্ষ্মীকান্ত!
অতএব ইত্যাদি। হে প্রভো! আমি অন্ধ। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি
বলবান্ চোর সকল আমার দেহে বিবেক নামে মহাধন ছিল,
তাহা অপহরণ করিয়াছে। অবশেষে ঐ ছুট চোরগণ আমাকে

শনে প্রবিষ্টঃ । নিরগমদচলেঙ্গকন্দরাস্তাদ্বিধুরিব
বক্তৃবিলাদ্বিভ্রুস্তদন্ত ॥ ৬০ ॥

তদন্তু শমধনাধিপো বিনৈয়ৈশ্চিরবিরহাদতিবর্দ্ধ-
মানহাদৈঃ । সনক ইব বৃত্তঃ সনন্দনাদ্যৈর্জিগমিবু-
রাজনি মণ্ডনস্য গেহম্ ॥ ৬১ ॥

ততশ্চ নরহরিকৃপয়া প্রবলতরে হতাশনে প্রকর্ষণে শান্তে
সতি তস্মিন্ গুহায়াং বা প্রবিষ্টঃ স ত্রীশঙ্করো গিরীজকন্দরা-
মধ্যান্নিরগমৎ । বিধুস্তদতি হিনস্তীতি বিধুস্তদো রাহস্তস্য মুখ-
লক্ষণাদ্বিলাচ্ছব ॥ ৬০ ॥

ততঃ পশ্চাদ্বিরহাদতিবর্দ্ধমানসৌহাদৈঃ শিষ্যৈঃ সনক-
নাদ্যৈরাবৃত্তঃ সনক ইব শমধনাধিপো মণ্ডনস্ত গেহং গন্তুমিচ্ছু-
রাজনি সমাগভবৎ ॥ ৬১ ॥

অনন্তর নরসিংহের ক্রুপায় ঐ প্রবলতর
অনল নির্বাণ হইলে গিরিগুহার মধ্যে প্রবেশ
করিয়া রাহুর মুখছিদ্র হইতে শশধরের ন্যায় শঙ্কর
পুনরায় গিরিগুহা মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন
। ৬০ ।

তৎপরে বহুদিন বিরহের পর গুরুদেবের
দর্শনে শিষ্যগণের সৌহৃদ্য অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল ।
শাস্তিরসের একমাত্র আশ্রয় শঙ্কর, সনন্দনাদি
শিষ্য বেষ্টিত সনক ঋষির ন্যায় শিষ্য বেষ্টিত হ-
ইয়া মণ্ডনের গৃহে গমন করিতে মনন করিলেন ।
॥ ৬১ ॥

মোহরূপ অঙ্কুশে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছে । অতএব হে
লক্ষ্মীকান্ত ! ইত্যাদি । হে লক্ষ্মীপতে ! হে পদ্মনাভ ! হে
সুরেশ ! হে বিষ্ণো ! হে বৈকুণ্ঠ ! হে কৃষ্ণ ! হে মধুসূদন !
হে কমলাক ! হে ব্রহ্মণ্য ! হে কেশব ! হে জনার্দন ! হে
বাসুদেব ! হে দেবেশ ! এই অধীন ও কাতর জনে হস্তাবলম্বন
দান করুন ।”

তদন্তু সদনমেত্য পূর্বদৃষ্টং গগনপথাদ্গলিত
ক্রিয়াভিমানম্ । বিষয়বিষনিবৃত্ততর্ষমুচ্চৈরতন্তুত-
মণ্ডনমিশ্রমক্ষিপাত্রম্ ॥ ৬২ ॥

তং সমীক্ষ্য নভসশ্চ্যুতং স চ প্রাজ্ঞলিঃ প্রণত
পূর্ববিগ্রহঃ । অর্হণাভিরতিপূজ্য তদ্বিবানীকৃণৈর-
নিমিষৈঃ পিবস্বিব ॥ ৬৩ ॥

স বিশ্বরূপো বত সত্যবাদী পপাত পাদান্বজয়ো

তদন্তু গমনমার্গেণ পূর্বদৃষ্টং মণ্ডনগেহমেত্য গলিতক্রিয়াভি-
মানং যতো বিষলক্ষণয়বিষান্নিবৃত্তাভিলাষঃ মণ্ডনমিশ্রমুচ্চৈর-
ক্ষিপাত্রমকৃত ॥ ৬২ ॥

আকাশাদবতীর্ণস্তং ত্রীশঙ্করং সম্যক্ পরপ্রেমণা দৃষ্ট । স চ
মণ্ডনঃ প্রাজ্ঞলিঃ পুনশ্চ প্রকর্ষণে নত্বীকৃতঃ পূর্ববিগ্রহঃ শিরো-
ভাগো যেন স যোগ্যাভিঃ পূজাভিরতিপূজ্যানিমিষৈরীকৃণৈঃ
পিবস্বিব তদ্বিবান্ রথোক্তা ॥ ৬৩ ॥

গৃহং শরীরং যচ্চাত্তনমদীযং তৎসর্কং তবেতিবাদী কিং
ভয়েন নেত্যাহ মুদিতো যতো মহাত্মাহঙ্কুস্তবতাবঃ স বিশ্বরূপো

অনন্তর আকাশ পথে গমন করিয়া পূর্ব দৃষ্ট
মণ্ডনের গৃহে উপস্থিত হইলেন । দেখিলেন মণ্ড-
নের আর যাগ যজ্ঞ ক্রিয়ার উপর অভিমান কি
আস্থা নাই ; বিষয় বিষ হইতে অভিলাষ একে-
বারে নিবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

আকাশ হইতে শঙ্করকে অবতীর্ণ হইতে দে-
খিয়া মণ্ডন কৃতাজ্ঞলি ও অবনতমস্তকে সমুচিত
পূজা দ্বারা পূজা করিয়া অনিমিষ নয়নে যেন তাঁ-
হাকে পান (দর্শন) করিবার নিমিত্ত কিছুকাল অব-
স্থান করিলেন ॥ ৬৩ ॥

“গৃহ, শরীর, অন্য আর যে সমস্ত কিছু আ-
মার আছে এ সমুদায়ই আপনার ।” এই কথা

যতীশঃ । গৃহং শরীরং মম যচ্চ সৰ্বং তবেতিবাদী
মুদিতো মহাত্মা ॥ ৬৪ ॥

প্রেরসা প্রথমমর্চিতং মুনিং প্রাপ্তবিষ্ণুরমূপ-
স্থিতং বৃধৈঃ । প্রশ্রয়াবনতমূর্তিরবীচ্ছারদাহভি-
বদনে বিশারদা ॥ ৬৫ ॥

ঈশানঃ সৰ্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সৰ্বদেহিনাম্ ।
ব্রহ্মণোহধিপতিব্রহ্মন্ ! ভবান্ সাক্ষাৎ সদাশিবঃ
॥ ৬৬ ॥

যতীশীষ্ট ইতি যতীষ্টস্য পদকমলয়োঃ পপাত বতেতি হর্ষে
উপেক্ষবজ্রা ॥ ৬৪ ॥

এবং মণ্ডনকৃতং সংকারমূপবর্ণ্য শারদাবাক্যমুদাহর্তুমাহ ।
অতিপ্রেরণ পত্যা প্রথমং পূজিতং প্রাপ্তাসনং বৃধৈঃ সহ সমীপে
স্থিতং মুনিং প্রশ্রয়েণ প্রের্যা প্রশ্রয়তমূর্তিরভিকথনেহতিকুশলা-
সরস্বতী অগ্রবীৎ রথো ॥ ৬৫ ॥

তদুদাহরতি । ঈশানঃ সৰ্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং ব্রহ্মা-
ধিপতিরিত্যাदिমন্তপ্রতিপাদিতঃ সদাশিবো হে ব্রহ্মন্ ! সাক্ষাদ্
ভবানিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

বলিয়া আনন্দিত ও উদারচেতা বিশ্বরূপ (মণ্ডন)
যতিপতি শঙ্করের পদকমলে পতিত হইল ॥৬৪॥

মণ্ডন শঙ্করের এইরূপ পূজা করিবার পর
আসনোপবিষ্ট এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত নিকট-
স্থিত শঙ্করকে প্রেমসহকারে নতমস্তক হইয়া বাক্য
কুশলা সরস্বতী দেবী বলিতে লাগিলেন । ৬৫ ।

হে ব্রহ্মন্ ! আপনি সকল বিদ্যার ঈশ্বর ;
আপনি সকল জীবের অধিপতি ; বেদমন্ত্রে উক্ত
হইয়াছে, আপনি ব্রহ্মাও ঈশ্বর, অতএব সকল
প্রকারে আপনি যে সাক্ষাৎ সদাশিব তাহাতে
আর সংশয় নাই । ৬৬ ।

সদসি মামবিজিত্য তথৈব যন্মদনশাসনকাম-
কলাশ্বপি । তদববোধকৃতে কৃতিমাচরন্তুদিহ মর্ত্য-
চরিত্রবিড়ম্বনম্ ॥ ৬৭ ॥

ত্বয়া যদাবাং বিজিতৌ পরাশ্রয় । ন তৎ ত্রপা-
মাবহতীভ্য ! সৰ্ব্বথা । কৃতাভিভূতি ন ময়ুখশালিনা
নিশাকরাদেরপকীৰ্ত্তয়ে খলু ॥ ৬৮ ॥

নহু কামশাস্ত্রোক্ততৎকলাশ্ব ভামপরিজিত্য তদ্বিজ্ঞানার্থং
যত্নং কৃতবন্তঃ মাং কথমেবং বদসীতি চেত্তত্রাহ । সদসি মামবি-
জিত্য তথৈব যৎকামশাস্ত্রে যাস্তৎকলাঃ কামকলাস্তাশ্বপি তৎ-
কলাববোধার্থং যত্নমাচরিতবানসি । তন্মহুয্য চরিত্রাণুকরণ-
মাত্রমিত্যর্থঃ ক্রতঃ ॥ ৬৭ ॥

স্বপরাজয়স্বাবয়ো লজ্জাহেতু ন ভবতীত্যাহ । ত্বয়া যদাবাং
বিজিতৌ তৎ সৰ্ব্বথাহপি লজ্জাং নাবহক্তি । নহু ব্রহ্মণা সহি-
তারাঃ সরস্বত্যাশ্চ ত্রপাবহং কথং ন ভবতীতি চেৎ ব্রহ্মাদি-
ভিরপি স্তুত্যা স্তুতঃ পরাজয়ো ন তৎকর ইত্যাহ । হে ঈভ্য !
তৎকং কৃত ইত্যত আহ পরাশ্রয়িত্বিতি । তত্র দৃষ্টান্তমাহ যথা
সহস্রভানুনা দিবাকরেণ কৃতাভিভূতিরভিভবঃ চন্দ্রাদেরপকীৰ্ত্তয়ে
ন ভবতীতি প্রসিদ্ধং তদ্বদিত্যর্থঃ উপো ॥ ৬৮ ॥

অধিক কি—সভামধ্যে আমাকে জয় না করিয়া
(কামশাস্ত্রে যত কাম কলা আছে, তাহা জানিবার
জন্য যে আপনি যত্ন করিয়াছেন) তাহা কেবল
মানব চরিত্রের অনুকরণ করা মাত্র । ৬৭ ।

আপনি যে আমাদের দুইজনকে জয় করিয়া-
ছেন তাহা লজ্জাজনক কার্য্য নহে । আপনি
বিবেচনা করিয়া দেখুন, ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনাকে
সৰ্বদা স্তুত করিয়া থাকে । অতএব হে পরমা-
শ্রয় ! দিবাকরের তেজে চন্দ্রাদি তৈজস পদার্থের
অভিভব হইলেও তাহাতে চন্দ্রাদির কোন অকীৰ্ত্তি
হয় না । ৬৮ ।

আদাবাহ্যং ধাম কামং প্রয়াস্তাম্যহম্ভুচ্ছং মা-
মলুজ্জাহুমহন! । ইত্যামস্ত্যাস্তহিতাং যোগশক্ত্যা
পশ্যন্ দেবীং ভাষ্যকর্তা বভাষে ॥ ৬৯ ॥

জানামি ত্বাং দেবি ! দেবস্য ধাতুর্ভার্যামিকা-
মকুমূর্ত্তেঃ সগর্ভ্যাম্ । বাচামাদ্যাং দেবতাং বিশ্ব-
গুপ্তৈ চিন্মাত্রামপ্যাত্তলক্ষ্যাদিরূপাম্ ॥ ৭০ ॥

এবং স্বৰ্গা ব্রহ্মলোকগমনায়াজ্জাং প্রার্থয়তে । আদৌ যৎ
স্বচ্ছং স্বীয়ং ধাম তদবশ্যং প্রয়াস্তামি তস্মাৎ হেমহন! মামমু-
জ্জাহুং যোগোহসি, মাগুনধামব্যাবৃত্যর্থমাদাবিত্যুক্তং ইত্যা-
মস্ত্যাস্তহিতাং দেবীং যোগশক্ত্যা পশ্যন্ ভাষ্যকারো জগাদ
শালিঃ ॥ ৬৯ ॥

তদাহ । হে দেবি ! ত্বাং জানামি । কথমুভ্যমিত্যত আহ
দেবস্ত ধাতুর্হিরণ্যগর্ভস্ত ভার্য্যাং তত্রাপীষ্টামতিপ্রিয়াং পুনশ্চা-
ষ্টমূর্ত্তেঃ শিবস্ত সগর্ভ্যাং সহোদরাং বাচামাদ্যাং দেবতাং চিন্-
মাত্রামপি বিশ্বরক্ষণার্থং স্বীকৃতলক্ষ্যাদিরূপামেবংভূতাং ত্বাং
জানামীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

“হে পূজনীয়! এই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া
প্রথমে আমার যে স্বচ্ছ আবাস আছে, আমি
অবশ্য সেই স্থানে গমন করিব । অতএব আপনি
আমাকে এক্ষণে অনুমতি করুন ।” এইরূপে
যথাবিধি সম্ভাষণ করিয়া দেবী সরস্বতী অন্তর্ধান
হইলে ভাষ্যকার শঙ্কর যোগশক্তি প্রভাবে
দেবীকে দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন । ৬৯ ।

দেবি ! আপনি বিধাতার প্রিয়তমা পত্নী,
অকুমূর্ত্তি মহাদেবের সহোদরা, বাক্যের আদ্যা
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এবং চিৎস্বরূপা হইলেও জগৎ
রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে লক্ষ্মী সরস্বতী
প্রভৃতি রূপধারিণী বলিয়া জানিতেছি । ৭০ ।

তস্মাদস্মৎকল্পিতেষ্যচ্যমানা স্থানেষু ত্বং শার-
দাখ্যা দিশন্তী । ইষ্টানর্থানুয্যশৃঙ্গাদিকেষু ক্ষেত্রে-
ষ্বাস্থ প্রাপ্তসংসন্নিধানা ॥ ৭১ ॥

তথেষতি সংশ্রুত্য সরস্বতী সা প্রায়াৎ প্রিয়ং
ধাম পিতামহস্য । অদর্শনং তত্র সমীক্ষ্য সর্কে
আকস্মিকং বিশ্বয়মীয়ুরুচ্চেঃ ॥ ৭২ ॥

তস্যা যতীশজিততর্ভূতত্বজ্ঞাতবৈধব্যসম্ভব-

এবং স্বত্যাহভিমুখীকৃত্য প্রার্থ্যমাহ । তস্মাদৃষ্যশৃঙ্গাদিকেষু
ক্ষেত্রেষু অস্বন্নিম্নিতানি যানি তব স্থানানি তেষু পূজ্যমানা
শারদাখ্যা ইমিষ্টানর্থান্ দিশন্তী পুনশ্চ প্রাপ্তং সতাং সন্নিধানং
যথাস্তাভুখা ভূতা আস্ব ॥ ৭১ ॥

তথাস্থিতি প্রতিজ্ঞায় সা সরস্বতী পিতামহস্ত প্রিয়ং ধাম
প্রায়াৎ তত্র সংসদি তত্ৰা অদর্শনং সমীক্ষ্যাত্যস্তমাকস্মিকং
বিশ্বয়মাপুঃ ॥ ৭২ ॥

এবং সদস্তানং মনোবৃত্তং প্রদর্শ্য মাগুনযতীশয়োত্তদাহ ।

অতএব ঋষ্যশৃঙ্গাদি প্রভৃতি ক্ষেত্রে (আমরা
যে সকল স্থান নির্মাণ করিয়াছি সেই সকল
স্থানে) পূজিত হইয়া শারদা নামে সেই স্থানে
অভিমত ফল সকল দান করিয়া নিয়ত পণ্ডিত
গণের সন্নিধানে আপনি বাস করুন । ৭১ ।

তথাস্ত বলিয়া দেবী সরস্বতী এনার প্রিয়
ধামে গমন করিলেন । তখন সভাস্থ পণ্ডিতেরা
তঁাহার অদর্শন দেখিয়া অকস্মাৎ অত্যন্ত বিস্ময়া-
পন্ন হইলেন । ৭২ ।

যতিবর শঙ্কর, মাগুনকে পরাজয় করিতে মাগুন
অগত্যা যতিধর্ম গ্রহণ করিলেন । সুতরাং
পতির ঐরূপ যতিভাব উৎপন্ন দেখিয়া সরস্বতীর
বৈধব্য জন্মে । আপনার বৈধব্যজাত শোক দ্বারা

শুচা ভুবম্পৃশস্ত্যঃ । অন্তর্দ্ধিমীক্য মুদিতোহজনি
মণ্ডনোহপি তৎসাধু বীক্য মুমুদে যতিশেখরশ্চ
॥ ৭৩ ॥

মণ্ডনমিশ্রোহপ্যথ বিধিপূর্বং দহা বিত্তং যাগে

“মতীশেন জিতস্ত ভর্তৃর্হুতিত্বাজ্জাতাবেধব্যাং সন্তবেন শোকেন
ভুবম্পৃশস্ত্যস্ত্যঃ স্বভাষায়া অন্তর্দ্ধানমীক্য মণ্ডনোহপি
মুদিতোহভূৎ তৎসাধু সমীচীনং বীক্য যতিশেখরোহপি মুদিতো-
হভূৎ বঃ ॥ ৭৩ ॥

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ । অথ শারদাস্তর্দ্ধানাদান-
স্তরং মণ্ডনমিশ্রোহপি বিধিপূর্বং তত্কে প্রাজাপত্যমেবেষ্টিং
কুর্বন্তি । প্রাজাপত্যং নিরূপোষ্টিং সার্ববেদসদক্ষিণাং । আত্ম-
ভগ্নান্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাদিত্যাदि প্রতিশ্রু-
তাক্তমার্গেণ সর্বং বিত্তং যাগে দহা আত্মনি আরোপিতঃ

পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া পত্নীর এরূপ অন্তর্দ্ধান
দেখিয়া মণ্ডন আহ্লাদিত হইলেন । যতিরাজ
শঙ্কর ঐ কার্য্য উভয় রূপে দর্শন করিয়া স্বয়ং
যথেষ্ট হৃষ্ট হইলেন । ৭৩ ।

বেদে আছে—“তত্কে প্রাজাপত্যমেবেষ্টিং
কুর্বন্তি” কেহ কেহ প্রাজাপত্য নামে যাগ করি-
বেক । স্মৃতিতে আছে—“প্রাজাপত্যং নিরূ-
পোষ্টিং সার্ববেদসদক্ষিণাং । আত্মন্যাগ্নান্ সমা-
রোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ” “অগ্নি যাহার
দক্ষিণা, এরূপ প্রাজাপত্য যজ্ঞ সমাপন করিয়া
আত্মার উপরি অগ্নি সকল আরোপণ করিয়া ব্রাহ্মণ
গৃহস্থাস্রম হইতে সম্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন ।
পরে সরস্বতীর অন্তর্ধান হইলে মণ্ডন মিশ্র প্রুতি
এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে যজ্ঞে সমস্ত
ধন দান করিয়া আত্মার উপর অগ্নিহোত্র, গার্হ-
পত্য ও আহবনীয় এই তিনটি অগ্নি আরোপণ

সর্বম্ । আত্মারোপিতশোচিক্শো ভেজে শঙ্কর-
মন্তমিতাশঃ ॥ ৭৪ ॥

সম্যাসগৃহবিধিনা সকলানি কৰ্ম্মাণ্যহায় শঙ্কর-
গুরুর্বিদুষোহস্য কুর্বন্ । কর্ণে জগৌ কিমপি
তদ্বমসীতি বাক্যং কর্ণেজপং নিখিলসংসৃতিদুঃখ-
হানেঃ ॥ ৭৫ ॥

সম্যাসপূর্বং বিধিবদ্বিভিক্শে পশ্চাদুপাদিক্শ-

শোচিক্শোহগ্নিহোত্রাগ্নির্ধেনাস্তমিতাহস্তস্ততঃ আশা যন্ত শ
শঙ্করঃ ভেজে সেবিতবান্ উঃ ॥ ৭৪ ॥

সম্যাসপ্রতিপাদকগৃহস্ক্রবিধিনাস্ত বিদুষঃ সর্বাণি
কৰ্ম্মাণি অহায় অজ্ঞসাম্যক্ কুর্বন্ ত্রীশঙ্করগুরুঃ সর্ক্সাধ্যায়ি-
কাদিরূপস্ত সংসৃতিদুঃখস্ত হানেঃ কর্ণেজপং সূচকং কর্ণে-
জপং সূচক ইত্যমরঃ । কিমপি তদ্বমসীতি বাক্যং কর্ণে জগৌ
বসন্ততি ॥ ৭৫ ॥

মণ্ডনোহপি সম্যাসপূর্বকং বিধিবদ্বিভিক্শাং যাচিতবান্
পশ্চাদাচার্য্যঃ ত্রীশঙ্করঃ প্রতিমন্তকস্তমাত্ততদ্বমুপদিষ্টবান্ । কণ-

করিয়া সমস্ত আশা ও বাসনা সকল বিসর্জন
পূর্বক শঙ্করের ভজনা করিতে লাগিলেন । ৭৪ ।

যে শাস্ত্রে সংন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার কথা
উল্লেখ আছে, সেই গৃহ সূক্ত বিধানের ঐ মণ্ডন
পণ্ডিতের শীঘ্র সমস্ত কৰ্ম্ম উভয়রূপে সমাপ্ত করিয়া
গুরুবর শঙ্কর, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি তিন প্রকার
সাংসারিক দুঃখ বিনাশের উপায় স্বরূপ অনির্কট-
নীয় “তদ্বমসি” বেদবাক্য মণ্ডনের কর্ণে বলিয়া
দিলেন ॥ ৭৫ ॥

মণ্ডন সংন্যাস গ্রহণ করিয়া যথাবিধি ভিক্শা
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । আচার্য্য শ্রেষ্ঠ শঙ্কর
বেদান্ত বাক্যস্থিত আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিলেন

দখ্যাত্ত্বত্বম্ । আচার্য্যবর্ষ্যঃ শ্রুতিমন্তুকস্বং তদাদি-
বাক্যং পুনরাবভাষে ॥ ৭৬ ॥

ত্বং নাসি দেহো ঘটবক্ষ্যনাত্মা রূপাদিমহাদিহ
জাতিমহাৎ । মমেতি ভেদপ্রথনাদভেদসংপ্রত্যয়ঃ
বিক্রি বিপর্য্যয়োথম্ ॥ ৭৭ ॥

মিতি তত্রাহ ত্বমসি বাক্যং পুনরাবভাষে অর্থসিহিতমুক্তবা-
নিত্যর্থঃ উঃ ॥ ৭৬ ॥

তত্রাদৌ ত্বং পদার্থমাহ । ইহ দেহাদৌ ত্বং দেহো নাসি
বক্ষ্যং ঘটবদনাত্মা তত্র হেতবো রূপাদিমহান্মহাব্যাদি
জাতিমহাৎ মমেদং শরীরমিতি । ভেদপ্রথনাত্মা তু অশব্দ-
মস্পর্শমরূপমব্যয়ং অগোত্রমিত্যাদি শ্রুতাক্রোহমিতি প্রত্যয়-
গোচরঃ । নহুঃ মনুষ্যোহহং কৃশোহমিত্যভেদসংপ্রত্যয়াদ্
দেহ আত্মা কৃতো ন স্তাদিতি তত্রাহ । অভেদসংপ্রত্যয়ঃ বিপ-
র্য্যাদন্যোক্ততাদান্যাদ্যাসাভূত্বিতং বিক্রি উঃ ॥ ৭৭ ॥

এবং অর্থের সহিত “ত্বমসি” বাক্য পুনরায়-
বলিতে লাগিলেন । ৭৬ ।

প্রথমে ত্বং পদার্থ নির্বাচন করিলেন—দেহাদি-
তে ত্বং পদার্থ (তুমি) কখন দেহ নহে । ঘটপটাদির
যে রূপ আত্মা নাই, তদ্রূপ দেহেরও আত্মা নাই ।
ঘটপটাদির তুল্য দেহের রূপ আছে ; মনুষ্যত্ব-
প্রভৃতি জাতি আছে এবং “মমেদং শরীরং”
আমার এই শরীর ইত্যাদি ভেদজ্ঞান স্পষ্ট রহি-
য়াছে । কিন্তু বাস্তবিক আত্মা “অশব্দমস্পর্শ
মরূপমব্যয়ং” ইত্যাদি বেদোক্ত “অহম্” (আমি)
এই জ্ঞান গোচর বলিয়া প্রসিদ্ধ । “মনুষ্যোহহং
কৃশোহহং” আমি মনুষ্য, আমি কৃশ, আমি
কৃশ—এরূপ অভেদজ্ঞান থাকিলেও দেহ
আত্মা হইতে পারে না । তবে যে দেহের সহিত
আত্মার অভেদজ্ঞান হয়, সে কেবল মিথ্যাজ্ঞান

লোপ্যো হি লোপ্যব্যতিরিক্তলোপকো
দৃষ্টৌ ঘটাদিঃ খলু তাদৃশী তনুঃ । দৃশ্যহেতো-
ব্যতিরেকসাধনে ত্বত্ত্বঃ শরীরে কথমাত্মতাগতিঃ
॥ ৭৮ ॥

কিঞ্চ লোপ্যো ঘটাদিঃ স্বব্যতিরিক্তো দণ্ডাদিলোপকো
যস্ত তথাভূতোদ্রষ্টঃ শরীরঞ্চ তাদৃশং স্বাতিরিক্ত লোপকমেব
প্রসিদ্ধং তথা চ লোপ্যং যথা স্বাতিরিক্ত লোপকং তথা দৃশ্য-
মপি স্বাতিরিক্তদ্রষ্টৃকং ততশ্চ বিমতঃ দৃশ্যং স্বাতিরিক্তদ্রষ্টৃকং
দৃশ্যত্বাৎ ঘটবদ্যদ্যৎকস্বং তত্ত্বং স্বাতিরিক্তকর্তৃকং যথা লোপ্যো-
ঘটাদিঃ স্বাতিরিক্তলোপক ইত্যশয়েনাহ । দৃশ্যত্বহেতোরিতি
এতদ্বাচ্ছরীরাভ্যতিরেকসাধনে স্বাতিরিক্ত দ্রষ্টৃকত্বহেতোঃ
শরীরে আত্মত্বাবগতিঃ কেনাপি প্রকারেণ ন ঘটতে ইত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

বশতঃ । অর্থাৎ দেহের তাদাত্ম্য আত্মার উপর এবং
আত্মার তাদাত্ম্য দেহের উপর ভ্রম বা মিথ্যাজ্ঞানে
আরোপিত হইয়া থাকে । এই সমস্ত ভ্রমাত্মক
জ্ঞানকে বেদান্ত মতে অবিদ্যা কহে । ঐ অবিদ্যা
নষ্ট হইলে আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয় । ৭৭ ।

যে রূপ লোপ্য অর্থাৎ লোপনীয় ঘটাদিবস্তুর
লোপকারক দণ্ডাদি বস্তু ঘটাদি হইতে অতিরিক্ত
পদার্থ বলিয়া জগতে দেখা গিয়া থাকে, তদ্রূপ
শরীরপদার্থ শরীর হইতে অতিরিক্ত পদার্থের
লোপক অর্থাৎ লোপকারক বলিয়া প্রসিদ্ধ । ইহা
দ্বারা এই প্রমাণ হইল, লোপ্য যেমন ‘স্বাতিরিক্ত’
অর্থাৎ আপন হইতে অতিরিক্ত পদার্থের লোপক,
ঐরূপ দৃশ্যপদার্থও ‘স্বাতিরিক্ত’ দৃশ্যবস্তু অপেক্ষা
অতিরিক্ত পদার্থের দ্রষ্টা । এইরূপ অনুমান
করিতে হইবে—“দৃশ্যং স্বাতিরিক্তদ্রষ্টৃকং দৃশ্য-
ত্বাৎ ঘটবৎ । যদ্যৎ কর্ম তৎ তৎ স্বাতিরিক্ত
কর্তৃকং” দৃশ্যত্বহেতু অর্থাৎ দর্শনযোগ্যতা বশতঃ

নাপীজিয়াপি ধনু তানি চ সাধনানি দাত্তাদি-
বৎ কথমসীমু তরাভ্যভাঃ । চক্ষুর্মদীয়মিতি ভেদ-
গতেরমীমাংসঃ স্বপ্নাদিভাববিরহাক্ষণাৎ
॥ ৭৯ ॥

এবং দেহাদাত্তানং বিবিচ্যেজ্জিহেভ্যস্তং বিবেচয়েতি । না-
পীজিয়াপ্যাত্মা ভেদাৎ সাধনত্বাৎ দাত্তাদিবত্ত্বাদমীমু ইন্দ্রিয়ের
তবাস্ত্বভাবঃ কেনাপি প্রকারেণ নোপপদ্যতে তেষামনাত্মত্ব-
জ্ঞদপি হেতুত্বমাহ, চক্ষুরাদেবতিদিবদনাত্মত্বমেব চক্ষুর্মদীয়-
মিতিভাষি ভেদাবগতেঃ । স্বপ্নপ্রভৃতিভাবে তৎসংস্কেমীমাংসঃ বিরহা-
ক্ষণাত্মনি শৃণোমীত্যাদিপ্রত্যয়স্ত পূর্ববদ্ দ্রষ্টব্যঃ বঃ ॥ ৭৯ ॥

ঘট পদার্থের মতন সমস্ত দৃশ্যবস্তু ‘স্বাতিরিক্ত’
আপন হইতে অতিরিক্ত বস্তুর দ্রষ্টা । কারণ,
জগতে এরূপ একটি নিয়ম আছে, যে যে কস্ম-
পদার্থ, তৎসমুদায়েরই আপন হইতে অতিরিক্ত
একটি কর্তা আছে । এই শরীর হইতে শরীর-
তিরিক্ত একজন দ্রষ্টা আছে, তাহার সাধনস্বরূপ
শরীরে দৃশ্যবস্তু (দর্শন যোগ্যতাবশতঃ) কোন
প্রকারে আত্মপদার্থের অনুভূতি বা জ্ঞান হইতে
পারেনা । ৭৮ ।

চক্ষু কণ ইন্দ্রিয়াদি সকল আত্মা নহে, কিন্তু
আত্মসাধন বস্তু । যেরূপ দাত্ত (দা) দ্বারা ধান্য
ছেদন করিবার সময় দাত্ত কেবল ধান্যছেদনের
সাধন মাত্র হইয়া থাকে, তজ্জপ ইন্দ্রিয় সকল
সাধন মাত্র বলিয়া বিখ্যাত । অতএব কিছুতেই
আপনার ইন্দ্রিয় সমষ্টির উপর আত্ম জাব থাকিতে
পারে না । ঘটপটাদির মতন চক্ষু কণ ইন্দ্রিয়া-
দিরও আত্মা নাই । “মদীয় চক্ষুঃ” আমার চক্ষু

যদ্যাত্মতৈব সমুদায়গা তাদেকব্যয়েনাপি ভ-
বেন্ন তত্বীঃ । প্রত্যেকমাত্মত্বমুদীর্ঘ্যতে চেন্ন নশ্চে-
চ্ছরীরঃ বহুনায়কত্বাৎ ॥ ৮০ ॥

আত্মত্বমন্যতমগং যদি চক্ষুরাদেশচক্ষুর্কিনাশ-

ইন্দ্রিয়সমুদার আত্মা উত প্রত্যেকমিতি বিকল্পাদাং প্র-
ত্যাহ, বদ্যেবামিচ্ছিয়াগাং সমুদায়গা আত্মতাভ্যন্তর্যে কস্তেন্দ্রিয়ত
নাশে সমুদায়নাশাদাত্মত্বাবুদ্ধি নগ্যাৎ, দ্বিতীয়মুখ্যাপ্য নিরাচরে
প্রত্যেকমাত্মত্বমুচ্যতে চেত্তর্হি বহুনায়কত্বেন বিরুদ্ধাদিক্রিয়ত্বা-
বশত্বাচ্ছরীরমেব নশ্চেৎ ইং ॥ ৮০ ॥

কিঞ্চ যদি চক্ষুরাদেশস্তমগোচরমাত্মত্বং স্যাৎ তর্হি চক্ষুর্কি-
নাশসময়ে স্বরণং নৈব স্যাৎ তত্র হেতুঃ স্বরণানুভবমোবেকাত্ম-

ইত্যাদি ভেদজ্ঞান ও স্পর্শ হইয়া থাকে । ইন্দ্রি-
য়াদির স্বপ্ন, স্রষ্টৃপ্তি অবস্থা না থাকাতে কখনই
ইন্দ্রিয় সকল আত্মা হইতে পারে না । “পশ্যামি,
শৃণোমি” দেখিতেছি শুনিতেছি ইত্যাদি জ্ঞান
পূর্ববর্ত জানিবে ॥ ৭৯ ॥

এস্থানে সন্দেহ হইয়াছে—ইন্দ্রিয় সমষ্টি আত্মা ?
কি প্রত্যেক ইন্দ্রিয় আত্মা ? । যদি ইন্দ্রিয় সমষ্টির
আত্মত্ব স্বীকার করা যায়, তবে একটি ইন্দ্রিয়ের
নাশ হইলে সমুদয় ইন্দ্রিয়ের নাশ হওয়াতে আ-
ত্মত্ব বুদ্ধি হয় না, যদি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে আত্মা
বলা যায়, তবে শরীরের বহুপ্রকার আবশ্যক বিরূ-
দ্ধাদি ক্রিয়া থাকাতে শরীর পর্যন্ত নষ্ট হইয়া
থাকে । ৮০ ।

যদি চক্ষু কণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমষ্টির মধ্যে
যে কোন অন্যতম ইন্দ্রিয়স্বরূপকে আত্মা বলা
যায়, তবে চক্ষুর বিনাশ কালে স্বরণ হইতে পারে

ময়ে স্মরণং ন হি জ্ঞাৎ । একাশ্রয়ত্বনিয়মাৎ স্মরণ-
শাস্ত্রভূত্যো দৃষ্টত্বার্থবিষয়াবগতিশ্চ ন জ্ঞাৎ ।
॥ ৮১ ॥

মনোহপি নাস্মা করণত্বহেতো স্মনো মদীয়ং গত-
মন্ততোহত্বৎ । ইতি প্রতীতে ব্যভিচারিতায়াঃ
স্বপ্তৌচ তচ্চিন্মনসো ক্রিবিবিক্ততা ॥ ৮২ ॥

অন্যৈব দিশা নিরাকৃত্য নচ বুদ্ধেরপি চাত্ততা

শ্রয়ত্বাৎ, কিঞ্চ যোহহং দৃষ্টবান্ সোহহং শৃণোমীতি । দৃষ্টত্বার্থ-
বিষয়প্রত্যভিজ্ঞা চ নস্যাৎ তস্মাদিস্মিয়াণ্যপ্যাস্মা ন ভবন্তী-
তার্থঃ বঃ ॥ ৮১ ॥

নবন্ত তর্হি মন এবায়েতি তত্রাহ । মনোহপ্যাস্মা ন ভবতি
করণত্বহেতো স্মদীয়ং মনোহন্ততো গতমভূদিত্তি ভেদপ্র-
তীতেঃ । স্বপ্তৌ ব্যভিচারিতায়াশ্চ চিন্মনসো কৈলকণ্যম্
উঃ ॥ ৮২ ॥

উক্তং জ্ঞায়ং বুদ্ধাবতিদিশতি । অন্যৈব দিশা নিরাকৃত্যত্বাৎ
বুদ্ধেরপ্যাত্ততা স্পষ্টং যথাতথা নাস্তি, ক্ষুটস্থমাবেদয়তি । মদী-

না । কারণ, স্মরণ এবং অনুভব উভয়ই এক আ-
ত্মার আশ্রিত । “যোহহং দৃষ্টবান্ সোহহং শৃ-
ণোমি” যে আমি দেখিয়াছিলাম, সেই আমি
শুনিতেছি ইত্যাদি দৃষ্টার্থ ও শ্রুতার্থ বিষয়ের
জ্ঞান হইতেও পারে না । সুতরাং কিছুতেই ই-
ন্দ্রিয় সকল আস্মা নহে । ৮১ ।

ইন্দ্রিয় বলিয়া মনও আস্মা নহে । “আমার মন
অন্যস্থানে গমন করিয়াছে” জগতে এরূপ ভেদ-
জ্ঞানও হইয়া থাকে । স্বপ্তি অবস্থায় ব্যভিচার
দেখা যায় বলিয়া চিত্ত ও মনের পরস্পর পার্থক্য
ঘটে ॥ ৮২ ॥

ক্ষুটম্ । অপি ভেদগতেরনবন্তাৎ করণাদাবিব বুদ্ধি-
যুক্তবভোঃ ॥ ৮৩ ॥

নাহঙ্কৃতিশ্চরমধাতুপদপ্রয়োগাৎ প্রাণা মদীয়া
ইতি লোকবাদাৎ । প্রাণোহপি নাস্মা ভবিতুং
প্রগল্ভঃ সর্বোপসংহারিণি সন্ স্বপ্তৌ ॥ ৮৪ ॥

যা বুদ্ধিরন্ততোহভূদিত্তি ভেদাবগতেঃ স্বপ্তাবনবন্তাক্ষ করণাদা-
বিব বুদ্ধিমপ্যাত্ততেন মৈবাকৌক্য বিয়ো ॥ ৮৩ ॥

অন্ত তর্হি অহংপ্রত্যয়গোচরোহহঙ্কার এবায়েতি তত্রাহ ।
অহঙ্কৃতিরহঙ্কারোহপ্যাস্মা ন ভবতি । তত্র হেতুশ্চরমেহন্তো
কৃতিরিত্তি ধাতুপদস্ত প্রয়োগাৎ । তর্হি স্বপ্তাবপি লয়বিরহিতঃ
প্রাণ এবাস্মাহস্তিত্তি তত্রাহ, সর্বোপসংহারিণি স্বপ্তৌ সন্নপি
প্রগল্ভঃ প্রাণ আস্মা ন ভরতি । তত্র হেতুশ্চরদীয়াঃ প্রাণা ইতি
লোকবাদাৎ বঃ ॥ ৮৪ ॥

এই নিয়মে মনের আত্মত্ব নিরাকরণ হওয়াতে
বুদ্ধির ও আত্মত্ব নিরাকৃত হইল । “আমার বুদ্ধি
অন্য স্থানে গমন করিয়াছে” এরূপ ভেদজ্ঞান ও
ঘটিয়া থাকে । স্বপ্তি অবস্থায় পরস্পরের অন্তর
না থাকাতে ইন্দ্রিয়াদির যেরূপ আত্মত্ব থাকে না,
তজ্ঞাপ বুদ্ধিকেও আস্মা বলিয়া জ্ঞান করিও না
॥ ৮৩ ॥

অহংজ্ঞান গোচর অহঙ্কারও আস্মা নহে ।
কারণ, “অহম্” এই শব্দের পর কৃতি অর্থাৎ ক-
ধাতু পদের প্রয়োগ রহিয়াছে । স্বপ্তি অবস্থায়
লয়বিরহিত প্রাণও আস্মা হইতে পারে না ।
স্বপ্তি অবস্থায় সকল পদার্থের উপসংহার হইয়া
থাকে, অথচ ঐ অবস্থায় প্রাণ তখন বলবান, ত-
থাপি প্রাণ কখন আস্মা নহে । তাহার কারণ এই—

এবং শরীরাদ্যবিবিক্ত আত্মা হুং শব্দবাচ্যোহ-
ভিহিতোহত্র বাক্যে । তদোদিতং ব্রহ্ম জগন্নিদানং
তথা তথৈক্যং পদযুগ্মবোধ্যম্ ॥ ৮৫ ॥

কথং তদৈক্যং প্রতিপাদয়েদ্বচঃ সর্বজ্ঞসংমুঢ়-

উপসংহরতি । এবমুতো দেহাদিবিলক্ষণ আত্মা তদবিবি-
ক্ৰত্বংপদবাচ্যস্তত্ত্বমসিবাক্যোহভিহিতত্বং পদার্থং প্রদর্শ্য তৎ-
পদার্থমাহ । তথাত্র বাক্যে তৎপদেন জগৎকারণং ব্রহ্মোক্তং
অথগ্ভার্থমাহ । তথাহত্র বাক্যে পদদ্বয়বোধ্যমৈক্যমুদিতম্
উ ॥ ৮৫ ॥

তত্ত্বং পদার্থয়োঃকৈক্যং বাক্যার্থং ব্রহ্মা শিষ্য উবাচ । সর্বজ্ঞঃ
সংমুঢ়পদাভিবিবিক্তয়োস্তত্ত্বং পদার্থয়োস্তত্ত্বং তত্ত্বমসি বাক্যং
কথং প্রতিপাদয়েৎ । হি যস্মাত্তমঃপ্রকাশয়োরেকতা পূর্বে
নৈব দৃষ্টা ন চাধুনা দৃশ্যতে, তথাচারং প্রয়োগস্তত্ত্বমসিবাক্যস্ত
তত্ত্বং পদার্থয়োঃ কৈক্যং ন সম্ভবতি, বিরুদ্ধত্ববশাৎ তমঃ প্রকা-
শবদিতি । নহু হেতুরস্ত সাধ্যং মান্ত ন চ তমঃ প্রকাশয়োর-
প্যেকতাপত্তিস্তয়োর্ভাবাবরূপতয়া তদনুপপত্তেস্তস্মাদ্ভাবাব-
রূপোপাধি সত্ত্বাদপ্রয়োজকত্বমস্তেতি চেন ন তমসোহপি ভাব
রূপত্বাৎ, তমোহভাবরূপ মিতি বাদী প্রভ্যাঃ কিমালোকাভাব
মাত্রং তমঃ কিম্বা রূপদর্শনাভাবমাত্রং আদ্যোহপি কিমেকৈক্যং

“আমার প্রাণ” জগতে একরূপ জনশ্রুতি স্পষ্ট রূপে
বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৮৪ ॥

“তত্ত্বমসি” এই বেদবাক্যে দেহাদি হইতে
অতিরিক্ত, পূর্বোক্ত হুংপদবাচ্য আত্মা কথিত
হইয়াছে । এবং “তত্ত্বমসি” এইবাক্যে “তৎ”
পদদ্বারা একই জগতের কারণ রূপে উক্ত হইয়াছে।
ঐ “তত্ত্বমসি” বাক্যে হুংপদ ও তৎপদের অথ-
ণ্ডিত একতা রূপ অর্থ কথিত হইয়াছে ॥ ৮৫ ॥

শিষ্য মণ্ডন তৎ ও হুং পদার্থের ঐক্য অর্থাৎ
বাক্যার্থ শুনিয়া বলিতে লাগিল । তৎ পদার্থ

পদাভিবিবিক্তয়োঃ । নহেকতা সন্তমসপ্রকাশয়োঃ
সংমুঢ়পূর্বা ন চ দৃশ্যতেহধুনা ॥ ৮৬ ॥

তম একৈক্যালোকাভাবঃ আদ্যোহপি কিং প্রাগভাব উত প্রধঃ-
সাতাব আহোহুদিত্তোক্তাভাবঃ । ত্রিতম্যমপি ন সম্ভবতি ।
সবিত্তকিরণসম্বতে দেশে প্রদীপালোকজন্মবিনাশয়োঃ সতো
স্বয়ংগং সত্ত্বেহপি তমোবুদ্ধাদর্শনাৎ । নহু প্রাগভাবাদ্যবস্থা-
হু তমোবুদ্ধাভাবো বিরোধ্যালোকনিবন্ধন ইতি চেৎ তথাপি
বিরোধাভাবসহিতপ্রাগভাবাদেত্তমোবুদ্ধালম্বনদ্বস্তাবশ্লক বক্তব্য-
ত্বেন বিরোধ্যভাবগিরা প্রাগভাবোক্তো প্রধঃসেহুপপত্তিঃ ।
তহুতো প্রাগভাবেহেত্বোক্তাভাবোক্তাবালোকসত্ত্বেহপি তদভাবস্ত
ভাবাৎ তমোবুদ্ধিঃ শ্রাৎ, দ্বিতীয়েহপি কিমন্ত সর্ব্বোবামালো-
কানাং সন্নিধানং নিবর্ত্তকমুতৈকৈক্য, আদ্যো সর্ব্বালোক-
মস্তুরেণ তন্নিবর্ত্তি নন্তাৎ, দ্বিতীয়েহপ্যৈকৈক্য সর্ব্বালোকভাব-
নিবর্ত্তকত্বাভাবাৎ তমোবুদ্ধ্যাপত্তিঃ, অস্ত্যোহপি কিমেকৈক্য
রূপস্ত দর্শনাভাবঃ উত সর্ব্বন্ত, আদ্যোহপি কিং রূপদর্শনমাত্রা-
ভাবঃ উত যত্র তমোবুদ্ধিঃ তত্রত্যরূপদর্শনাভাবঃ, নাদ্যঃ বহুলাঙ্ক-
কারসংবৃত্তাপবরকাস্তববস্তিতস্তাপি বহীরূপদর্শনেন সহাপবর-
কাস্তঃতমোদর্শনাৎ, ন দ্বিতীয়ঃ প্রাগভাবাদিবিকল্পাসহত্বাৎ ।
নহু রূপবতো দ্রব্যস্ত স্পর্শবদ্বনিয়মাত্তদ্রহিতং তমঃ কথং রূপ-
বদ্ দ্রব্যমবগম্যতে, তথা চ প্রয়োগঃ তমো নীরূপং স্পর্শবিধুর-
ত্বাদাকাশবদিতি চেগ্ন বায়োরন্তত্র স্পর্শবদ্ দ্রব্যস্ত রূপবদ্বনিয়মে-
হপি রূপরহিতস্ত স্পর্শবতো বায়োরভ্যুপগমাৎ, তথাচ যৎ স্পর্শবৎ
তদ্রূপদ্রব্যথা ঘটাদিরিতি ব্যাপ্তের্থথা বায়ৌ তদ্রূপথা বজ্রপবৎ তৎ
স্পর্শবদিতি ব্যাপ্তেস্তমসি ভলো ন চ প্রমাণাভাবঃ । তমালমা-
লাগ্রামলং তম ইতু্যপলজ্জাদিতি সংক্ষেপঃ ॥ ৮৬ ॥

সর্ব্বজ্ঞ এবং হুং পদার্থ অতিশয় মূঢ় । সুতরাং
সর্ব্বজ্ঞ ও অত্যন্ত মূঢ়পদাভিবিবিক্ত তৎ ও হুং পদা-
র্থের ঐক্য (আপনি যে ঐক্য বলিয়াছেন) কখনই
“তত্ত্বমসি” বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে না ।
কারণ, অন্ধকার ও আলোকের ঐক্য পূর্বেও কখন

সত্যং বিরোধগতিরস্তি তু বাচ্যগেয়ং সৌহর্যং

এবমুক্তো গুরুবাহ, সত্যমিহং বিরোধাবগতিস্তু বাচ্যগতি

দেখা যায় নাই এবং এক্ষণে ও দেখা যাইতেছে
না ॥ ৮৬ ॥ *

গুরুবর শঙ্কর বলিলেন—“তত্ত্বমসি” বেদবা-

* ইহার অভিধ্বক্তি এই—অন্ধকার ও আলোক যেরূপ পর-
স্পর বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং ঐ উভয় পদার্থের যেমন কদাচ
একতা সম্ভবেনা, তদ্রূপ “তত্ত্বমসি” এই বেদ বাক্যের অন্তর্গত
তৎ ও ত্বং পদার্থের একা হইতে পারে না। তম ও প্রকাশের
কখন একতা হইতে পারে না। কারণ, প্রকাশকে ভাব এবং
অন্ধকারকে অভাব পদার্থ বলিয়া উপপন্ন করা যায় না। ভাব
এবং অভাব রূপ উপাধি থাকিতে ইহার প্রয়োজন নাই, ইহা
ও বলা যায় না। অন্ধকার ভাব পদার্থের অন্তর্গত। ইহার
মতে অন্ধকার অভাবপদার্থের অন্তর্গত, আমি সেই অভাববাদী
ব্যক্তিকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। সামান্য আলোকের অ-
ভাবমাত্রের নাম তম? কিংবা রূপদর্শনের অভাবের নাম তম?
আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, এক একটি আলোকের অভাব
এক একটি অন্ধকার, কিংবা সমস্ত আলোকের অভাবের নাম
অন্ধকার?। এই যে অভাবপদার্থ, ইহাকি প্রাগভাব? কিংবা
ধ্বংসভাব? অথবা অন্যান্য ভাব? যেরূপেই হউক, কিছু-
তেই তিনটি অভাব সম্ভাবিত নহে। সূর্য্য কিরণ সংসর্গিত
দেশে প্রদীপালোকের জন্ম ও বিনাশ থাকিলেও; তিন-
প্রকার অভাব বিদ্যমান থাকিতেও অন্ধকারবুদ্ধি হয় না।
(প্রাগভাব প্রভৃতি অবস্থাতে যে তমোবুদ্ধির অভাব হয়, তাহা
কোন বিরোধী আলোক নিবন্ধন।) এরূপ স্বীকার করিলেও
বিরোধী আলোকের অভাবের সহিত প্রাগভাব প্রভৃতির যে তমো-
বুদ্ধি অবলম্বিত হয় না, তাহাই অবশ্য বলিতে হইবে। সুতরাং
বিরোধী অভাব বচনদ্বারা প্রাগভাব বলিলে ধ্বংসভাবে অস-
ঙ্গতি। বিরোধী অভাব বচন দ্বারা ধ্বংসভাবে বলিলে প্রাগ-
ভাবে অসঙ্গতি। বিরোধী অভাব বাক্য দ্বারা প্রাগভাব ব-
লিলে অন্যান্যভাবে পরস্পরের অসঙ্গতি। এই তিনটি অভাব

মধ্যে আলোক থাকিলে ও, আলোকের অভাব থাকিতে তমো-
বুদ্ধি হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় কথা এই—সকল আলোকের সম্মিধান অন্ধকারের
নিবর্তক? অথবা এক একটি আলোকের সম্মিধান অন্ধকার
নিবর্তক?। যদি প্রথম পক্ষটি স্বীকার করা যায়, তবে এক-
কালে সমস্ত আলোক ব্যতীত কখনই অন্ধকারের নিবৃত্তি হইতে
পারে না। দ্বিতীয় পক্ষটি স্বীকার করিলে—এক একটি
আলোকের সম্মিধান, সমস্ত আলোকের অভাব অর্থাৎ অন্ধকার
নিবৃত্ত করিতে পারে না। সুতরাং ঐরূপস্থলে তমোবুদ্ধি ঘ-
টিয়া থাকে।

অন্য আর এক কথা এই—পূর্বোক্ত বাক্যের শেষে যে বলা
হইয়াছিল, রূপদর্শনের অভাবের নাম তম। এক্ষণে জিজ্ঞাসা
করি, এক একটি রূপের দর্শনাভাব? কিংবা সকল রূপের
দর্শনাভাব?। প্রথম কথায় কথা এই—সামান্য মাত্র রূপ-
দর্শন মাত্রের অভাব? অথবা যে স্থানে তমোবুদ্ধি, তৎস্থানীয়
রূপদর্শনের অভাব? রূপদর্শন মাত্রের অভাব বলিলে চলে না,
কারণ, বহু অন্ধকার মাচ্ছন্ন, অথচ আবরণকারী পদার্থের মধ্যে
অবস্থিত বস্তুর বাহ্য রূপদর্শনের সহিত আবরণকারী পদার্থের মধ্যে
তম দেখা যায়। যে স্থানে তমোজ্ঞান হয়, তৎস্থানীয় রূপ-
দর্শন মাত্রের অভাব বলিতেও পারা যায় না। প্রাগভাব
প্রভৃতি অভাবের মধ্যে কোন অভাব হইবে, ইহার কোনটী
ও সহনীয় নহে। আর একটি নিয়ম আছে, জগতে যত প্র-
কার রূপবান্ পদার্থ থাকে, তাহাদের স্পর্শ গুণ একান্ত আব-
শ্যক। তম রূপবিশিষ্ট পদার্থ সত্য, কিন্তু ইহার স্পর্শ গুণ নাই
বলিয়া সকলেই জানিয়া থাকেন। আকাশ যেরূপ স্পর্শ গুণেব
অভাবে রূপবিহীন, অন্ধকারও স্পর্শভাবে রূপ শূন্য, এরূপ কথা
যুক্তি সঙ্গত নহে। বায়ু ভিন্ন অন্য সমুদয় স্থানে স্পর্শ গুণ
বিশিষ্ট পদার্থের রূপ আছে, এরূপ নিয়ম থাকিলেও বায়ুকে
রূপরহিত অথচ স্পর্শগুণ বিশিষ্ট বলিয়া সকলেই স্বীকার
করেন। জগতে এরূপ ব্যাপ্তি স্থির আছে, যে যে পদার্থ স্পর্শ
বিশিষ্ট, সেই সেই পদার্থ রূপ বিশিষ্ট, যেমন ঘটপটাদি। কিন্তু
বায়ুতে ঐ নিয়মের ভঙ্গ রহিয়াছে। অতএব যদি এরূপ ব্যাপ্তি
থাকে, যে যে পদার্থ রূপবিশিষ্ট, সেই পদার্থ স্পর্শবিশিষ্ট,
তবে অন্ধকারে ঐরূপ ব্যাপ্তির বা নিয়মের ভঙ্গ হইবে। য-
ন্ততঃ ঐ সম্বন্ধে কোন প্রমাণের অভাব নাই। দেখুন, জগতে
“তমালতকশ্রেণীর মতন তাম বর্ণ তম” ইহা সকলেরই অহুভব
ও উপলব্ধি হইয়া থাকে।

পুমানিতি বদন্ত বিরোধহানেঃ । আদায় বাচ্য-
বিরোধি পদদ্বয়ং তল্লৈক্যাবোধনপরং ননু কো
বিরোধঃ ॥ ৮৭ ॥

এবমর্কমদীকৃত্যেকাং কথং প্রতিপাদয়েদिति । বহুত্বং তত্রাহ,
সোহয়ং পুমানিতি বাক্যবদগ্নিন্ বাক্যে বিরোধহানেরবিরোধি
বাচ্যমাদায় পদদ্বয়ং তয়োর্লৈক্যাবোধনপরমেবং সতিন
কোহপি বিরোধঃ, অরমর্থঃ বথা সোহয়ং পুমানিতি বাক্যে ত
জ্ঞদ্ব্যর্থত্বং তৎকালবিশিষ্টস্য পুংসঃ উদং শব্দার্থসৈত্যৎকালবি-
শিষ্টস্য পুংসৈক্যাসম্ভবেহপি সোয়হ্মিতি পদদ্বয়ং জহনজহন-
কণা বিরুদ্ধং তৎকালৈতৎকালবিশিষ্টত্বাংশং বিহার্য পুরুষ-
বিরোধি বাচ্যাংশমাদায় তল্লৈক্যাবোধনপরং তদ্বৎ তত্ত্বমসি
বাক্যং সর্বজ্ঞত্বসংযুক্তরূপস্য বিরোধিনোহংশস্য হানিং কৃত্বাহ-
বিরোধি বাচ্যচিদংশমাদায় পদদ্বয়ং তল্লৈক্যাবোধনপরমিতি
৪০ ॥ ৮৭ ॥

বাক্যের বাচ্যার্থ লইলে সত্যই । রোধ উপস্থিত
হয় । সুতরাং “সোহয়ং পুমান্” সেই এই
পুরুষ, এই বাক্যটির মতন এই বেদবাক্যে বি-
রোধ ত্যাগ করিয়া অবিরোধী বাচ্যার্থ লইয়া
দুইটী শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ বাক্যের
যদি লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করা যায় তবে আর বিরোধ
কি ? দেখ—যেমন “সোহয়ং পুমান্” এই
স্থলে তদশব্দের অর্থ তৎকাল ও তদ্দেশ বিশিষ্ট
পুরুষ, এবং উদং শব্দের অর্থ এতৎকাল ও
এতদ্দেশ বিশিষ্ট পুরুষ । সুতরাং পরস্পরের
কিছুতেই ঐক্য হইতে পারে না । এই কারণে
দুইটী পদ দেখা যায় । জহনকণা ও অজহনকণা
দ্বারা তৎকাল ও এতৎকাল বিরুদ্ধ বিশিষ্ট অংশ-
টী ত্যাগ করিলে এক মাত্র পুরুষ অবশিষ্ট থাকে । ঐ
পুরুষ অবিরোধী বাচ্যার্থের অংশ মাত্র । ঐ

জহীহি দেহাদিগতামহংধিয়ং চিরার্জিতাং
কর্মশঠৈঃ স্তম্ভন্ত্যজাম্ । বিবেকবুদ্ধ্যা পরমেব সম্ভতং
ধ্যোয়ান্ভাবেন যতো বিমুক্ততা ॥ ৮৮ ॥

যমাদেবং তস্মাচ্চিরার্জিতাং দেহাদিগতামহংধিয়ং পরি-
ত্যজ্য, কস্মা যতোতি তত্রাহ ক্রবিবেকবুদ্ধ্যুতঃ কর্মশঠৈরতি-
শয়েন স্তম্ভন্ত্যজাং, তর্জহং যতিঃ ক বিধেয়েতি তত্রাহ । সম্ভতং
পরমাত্মানমেব ভাবেন চিন্তয়, কিন্তুতইতি চেৎ তত্রাহ । যতঃ
পরমেবাভ্যভাবেন চিন্তনাদ্বিমুক্ততা লভ্যত ইত্যর্থঃ । আত্মানং
চেৎ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ, কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীর-
মহুসংব্রয়েদिति ক্রতেঃ উঃ ॥ ৮৮ ॥

অংশটী লইলে ঐ পদটী কেবল মাত্র লক্ষ্যার্থ
বোঝাইয়া থাকে । অতএব “তত্ত্বমসি” বেদ-
বাক্যে সর্বজ্ঞত ও যুক্তরূপ বিরোধী অংশটী
ত্যাগ করিলে এবং অবিরোধী বাচ্যার্থ চিদংশ
লইলে তত্ ও ত্বং এই দুইটী পদ কেবল মাত্র
লক্ষ্যার্থ বুঝাইয়া দিবে । ৮৭

উক্তনিয়ে দেহাদিস্থিত চিরসঞ্চিত অহংবুদ্ধি
পরিত্যাগ কর । বিবেকবুদ্ধি জন্মিলে অহংকার
বুদ্ধি শীত্ৰই নষ্ট হইয়া যাইবে । কর্মশীল শঠ-
লোকে অহংবুদ্ধি কিছুতেই ত্যাগ করিতে সমর্থ
নহে । ঐ বিবেকবুদ্ধি দ্বারা পরমাত্মাকে আত্মভাবে
সর্বদা ধ্যান কর । আত্মভাবে পরমাত্মাকে চিন্তা
করিলে মুক্তিপর্যন্ত লাভ করা যায় । বেদে আছে
—“আমি সেই পরম পুরুষ পরমাত্মা হইতেছি,
এরূপে যদি কেহ আত্মাকে জানিতে পারে, তখন
সে ব্যক্তির কোন ইচ্ছা থাকে না ; কোন বস্তুর
কামনা করিতে হয় না, এবং শরীরের জন্য ক্রুর
কষ্ট ভোগ করিতে হয় না” । ৮৮ ।

সাধারণে বপুষি কাকশৃগালবহিরাাদিকস্য
মমতাং ত্যজ দুঃখহেতুং। তদ্বজ্জহীহি বহিরর্থগতাং
চ বিব্রন্। চিত্তং দধান পরমাত্মনি নির্বিশকম্ ॥৮৯॥

তীরাভীরং সঙ্করন্ দীর্ঘমংস্যতীরাভিরমো লিপ্যাতে
নাপি তেন। এবং দেহী সঙ্করন্ জাগ্রদাদৌ
তস্মাভিরমো নাপি তদ্বশ্যকো বা ॥ ৯০ ॥

ব্রহ্ম মমতাহপায়ুক্তা তজ্জাহতারাঃ কা কথেষ্যাম্যেমাংহ।
কাকাদেঃ সাধারণত্বাদ্ বপুষি দুঃখহেতুং মমতাং ত্যজ, তদব-
হিরর্থবিষয়াক দুঃখকারণভূতাং তাং পরিত্যজ, তদ্বজ্জঃ যাবতঃ
কুরুতে জন্তুঃ সৎকান্ মনসঃ প্রিয়ান্; তাবন্ত এব খন্তন্তে হৃদয়ে
শোকশব্দ ইতি। মমতা দুঃখহেতুভূতেতি দ্বং জানাসীত্যা-
শয়েনাহ। হে বিব্রন্সিতি, কন্তবামুপদিশতি। নির্বিশকং স-
মস্তশব্দাকলহবিনিষ্টকুং বিজ্ঞাতীয়প্রত্যয়রহিতং চিত্তং পর-
মাত্মনি স্থাপয় বঃ ॥ ৮৯ ॥

নহু জাগ্রৎস্বপ্নসংকারিণস্তদ্বিন্নম্নাং তদ্বশ্যকত্বাদ্ বা কথং
পরমাত্মাভেদেন চিত্তনীয়ত্বমিতি চেত্তত্রাহ। যথা মহামংস্ত-
তীরাভীরং সঙ্করন্ তীরাভির এব ন অভিমো নাপি তেন তীরেণ
লিপ্যাতে। এতদাধ্যাত্মিকসম্বন্ধেন দেহী আত্মা জাগ্রদাদৌ

কাক, শৃগাল ও অগ্নির দেহ তুল্য আপন শ-
রীরে দুঃখের হেতু মমতা ত্যাগ কর। হে বিজ্ঞ!
বাহ্যিক অর্থের সহিত মমতার অত্যন্ত নিকট স-
ম্বন্ধ। তাহাতেই মমতা একমাত্র দুঃখ কারণ
বলিয়া বিখ্যাত। অম্যশাস্ত্রে আছে—“প্রাণীগণ
হৃদয়ের প্রিয় বস্তুগুলি বাহ্যিক বস্তুর সহিত সম্বন্ধ
করিবে, হৃদয়ে ততগুলি শোক শব্দ (বোঁটা)
প্রোধিত হইবে।” এক্ষণে শব্দ ও বিজ্ঞাতীয় জ্ঞান
শূন্য আপনার চিত্তকে পরমাত্মার উপর অর্পণ
কর। ৮৯।

জাগ্রৎস্বপ্নসুপ্তিলক্ষণমদোহবহ্যত্রয়ং চিত্তনৌ-
দ্ব্যযোবানুগতে মিথো ব্যভিচারকীলংজমজ্ঞানতঃ।
কৃপ্তং রজ্জ্বদিমংশকে বস্তুমতীচ্ছিত্রাহিদণ্ডাদিবতদ্
ব্রহ্মাসি তুরীয়মুক্তিতভয়ং মা স্বং পুরেব ভ্রমীঃ ॥৯১॥

সঙ্করন্ তস্মাভিন্ন এব নাপি জাগ্রদাদিরূপধর্মবান্ বা, তথা চ
ক্রটিঃ। তদযথা মহামংস্ত উভে কূলে সঙ্করতি পূর্বং চাপব-
কৈবল্যমেবারং পুরুষ এতান্ সঙ্করতি স্বপ্নাস্তং চ বুদ্ধাস্তং চেতি।
শালিঃ ॥ ৯০ ॥

তদ্বশ্যকমানং জাগ্রদাদ্যবহ্যত্রয়ং কস্যোতি চেত্তত্রাহ।
জাগ্রদাদিলক্ষণমবহ্যত্রয়ং ব্যভিচারং গচ্ছৎ বুদ্ধিসংজ্ঞকং চিত্ত-
স্বরূপে দ্ব্যযোবানুগতে কল্পিতং, তত্রৈকিয়জ্ঞত্বজ্ঞানাবস্থা জাগ্রদবস্থা,
ইন্দ্রিয়াজ্ঞত্ববিষয়াপরোক্ষজ্ঞানাবস্থা স্বপ্নাবস্থা, অবিদ্যাগোচরাঃ
বিদ্যারূপাবস্থা সুপ্তাবস্থা, অতুবৃত্তে ব্যাবৃত্তং কল্পিতমিত্যত্র
দৃষ্টান্তমাহ। রজ্জোরিদমংশেহনুবৃত্তে ব্যাবৃত্তং ভূমিচ্ছিত্রদগপ
দণ্ডাদি যথা কল্পিতং তদ্বং তস্মাদবস্থাভিন্নপরত্বাং তুরীয়ং শিবং
চতুর্থমিত্যুক্তমত এব পরিত্যক্তনিখিলভয়ং ব্রহ্মাসি। তস্মাৎ
পূর্ববদভ্রমং মাগাঃ শাদুঃ ॥ ৯১ ॥

যে রূপ কোন এক প্রকাণ্ড মংস্য একতীর
হইতে অপরতীরে গমন করে এবং ঐ মংস্য তীর
হইতে ভিন্ন বটে কিন্তু অভিন্ন হয় না, অথচ
ঐ তীর মংস্যকে অভিন্ন বলিয়া লিপ্ত করে
না, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সম্বন্ধ দ্বারা দেহী
(দেহসম্বন্ধবিশিষ্ট) আত্মা, জাগ্রৎ স্বপ্ন প্রভৃতি
অবস্থায় সঙ্করণ করিয়াও তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া
প্রতীত হয়। বেদে আছে—“যে রূপ কোন এক
বহৎ মংস্য পূর্ব ও পশ্চিম এই উভয় কূলে
সঙ্করণ করে, তদ্রূপ এই পুরুষ জাগ্রৎ স্বপ্ন এই
সমস্ত স্থানে গমন করে।” ৯০।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুপ্তি এই তিন প্রকার অবস্থা

প্রত্যক্ষমং পরপদং বিদ্যমোহন্তিকস্বং দূরং তদেব-
পরিমুচ্যমতে জ্ঞনস্য । অস্তর্কহিচ্চ চিত্তিরস্তি ন
বেতি কশ্চিচ্চিহ্নং বহির্কহিরহো মহিমাশক্তেঃ ।
॥ ৯২ ॥

এবমুতং স্বায়ানং জনঃ কিমিতি নাবগচ্ছতীতি ন শব্দনীয়-
মাশ্বশক্তেহ্মহিমোহনির্কচনীয়াদিত্যাশয়েনাহ । প্রত্যক্ষমং
প্রাতিলোম্যোনাসজ্জডহুংখাশ্বকাহকারাদিবিলক্ষণতয়া । সচ্চিদা-
নন্দাশ্বভেদাশক্তি প্রকাশত ইতি প্রত্যগতিশয়েন প্রত্যগিতি
প্রত্যক্ষমং পরং পদং বিদ্যমং সমীপস্থং পরিমুচ্যমতেজ্ঞনস্ত তদেব-
দূরমেবং বিদ্যমং চৈতন্যমস্তর্কহিরস্তি তথাপি কশ্চনাশ্চিহ্নো বহি-
র্কহিচ্চিহ্নং নবেতি অহো আশ্বশক্তেরয়ং মহিমা বঃ ॥ ৯২ ॥

সর্বদাই ব্যাভিচারযুক্ত । ঐ তিন প্রকার অবস্থা
বুদ্ধির কার্য্য হইলে ও চিৎস্বরূপের অনুগত । চিৎ-
স্বরূপে (তোমাতেই) ঐ বুদ্ধিনামক জাগ্রদাদি অবস্থা
ত্রয় কল্পিত হইয়া থাকে । চক্ষু কণ ইন্দ্রিয় জন্য
জ্ঞানের অবস্থা জাগ্রদবস্থা— । চক্ষুকণ ইত্যাদি
ইন্দ্রিয় দ্বারা অজান্য গন্ধবর্ননগর প্রভৃতি বিষয়
সকল প্রত্যক্ষ করার নাম স্বপ্নাবস্থা । অবিদ্যার
অধীন ও অবিদ্যাশ্রিত অবস্থার নাম সুষুপ্তি অবস্থা ।
ঐ তিন অবস্থা অনুগত চিৎস্বরূপে কল্পিত হয় ।
তাহার দৃষ্টান্ত দেখ—“ইয়ং রজুঃ” এই রজু এই
স্থানে রজুর অনুগত (ইদম্) অংশে ভূমি,
হিহ্নে, সর্প ও দণ্ডাদি বেরূপ কল্পিত হয়, স্বপ্নাদি
অবস্থাও ঐ প্রকার জানিবে । অতএব ঐ তিন-
প্রকার অবস্থা না থাকাতো তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ
শিব, এবং অখিল সাংসারিক ভয় শূন্য ভূমিই
পরব্রহ্ম । সুতরাং পূর্বমত আর এখন ভ্রম
প্রমাদে পতিত হইও না । ৯১

যথা প্রপায়াং বহবো মিলন্তে কণে দ্বিতীয়ে বত
ভিন্নমার্গাঃ । প্রয়াস্তি তদ্বদ বহনামভাজো গৃহে
ভবন্ত্যত্র ন কশ্চিদন্তে ॥ ৯৩ ॥

স্থখায় যদ্যৎক্রিয়তে দিবানিশং স্থখং ন কিঞ্চিদ্

অথ তত্তজ্ঞানাব্যভিচারিসাধনায় বৈরাগ্যায়াহ । যথা জন-
পানশালায়াং বহবো মিলন্তি কণে দ্বিতীয়ে ভিন্নমার্গাঃ প্রয়াস্তি
তথা গৃহে বহনামভাজো ভবন্তি অস্তে মরণান্তরমত্র গৃহে কোহপি
ন ভবতি উঃ ॥ ৯৩ ॥

কিঞ্চ দিবানিশং স্থখায় যদ্যৎ ক্রিয়তে ততস্ততঃ কিঞ্চিদপি
স্থখং ন ভবতি । প্রত্যুত তন্মাদ বহুদুঃখমেব, যতঃ পুণ্যকুণঃ

যিনি প্রতিলোম ক্রমে অসৎ, জড় ও চূঃখাত্মক
অহঙ্কারাদি শূন্য হইয়া সচ্চিদানন্দরূপে প্রকাশ-
মান, তাহার নাম প্রত্যগাত্মা । যিনি পরম পদ ;
যিনি জ্ঞানবানের অতিশয় মিকটবর্তী ; মৃতমতি
জনের তিনিই আবাস অত্যন্ত দূরবর্তী । এরূপ
চৈতন্য সকলের অন্তরেও বিদ্যমান, ও সকলের
বাহ্য বস্তু বলিয়া বিখ্যাত । তথাপি কোন কলু-
ষিত চেতা বাহিরে বাহিরে অন্বেষণ করিয়া কিছুই
জানিতে পারে না । আহা ! আশ্বশক্তির কি
অদ্ভুত মহিমা ! ৯২

যেরূপ জলপান শালায় বহুলোক একত্র মি-
লিত হয় ও দ্বিতীয় কণে সকলেই ভিন্ন ভিন্ন পথে
চলিয়া যায় । ঐরূপ গৃহে বিবিধ নাম ধারণ ক-
রিয়া সকলে একত্র বাস করে, মরণান্তে ঐ গৃহে
কেহই থাকে না ॥ ৯৩ ॥

লোক দিবানিশি স্থখের নিমিত্ত যে যে কণ
করিয়া থাকে ঐ সকল কার্য্য হইতে কিছুই স্থখ

বহুদুঃখমেব তৎ । বিনা ন হেতুঃ সুখজন্ম দৃশ্যতে
হেতুশ্চ হেতুস্তরসন্নিধৌ ভবেৎ ॥ ৯৪ ॥

পরিপক্বমতেঃ সৰ্ব্বং কৃতং জনয়েদাত্মাধিয়ং
শ্রুতেৰ্ব্বচঃ । পরিমলমতেঃ শনৈঃ শনৈশ্চ রূপাদা-
জনিষেবগাদিনা ॥ ৯৫ ॥

প্রণবাত্ম্যসনোক্তকর্মণোঃ করণেনাপি গুরো-

হেতুঃ বিনা সুখজন্ম ন দৃশ্যতে, হেতুশ্চ জন্মাস্তরীরহেতোরঃ সন্নিধৌ
ভবেৎ পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মণেতি শ্রুতেঃ, বংশস্তম্ ৯৪ ॥

তন্মাদেবভূতসংসারাদ্বিমুক্তিমিচ্ছতাঃ ক্রতিবচসা আত্ম-
সাক্ষাৎকার এব সম্পাদনীরঃ, স চ পরিপক্বমতেঃ সৰ্ব্বচ্ছ বর্ণেন,
মলমতেঃ গুরুপাদাজনিষেবগাদিনা শনৈঃ শনৈরিত্যাশয়েনাই ।
পরীতি বিয়োঃ ॥ ৯৫ ॥

শনৈশ্চ শনৈরিত্যাশি বিয়োগোতি, প্রণবাত্ম্যসনোক্তস্য ত্রি-
কাগমাদিরূপস্য কর্মণঃ করণেন গুরৌ ক্রিংশেবেণ গুরুবগাচ্চ-

হয় না, বরং বহুতর দুঃখই ঘটয়া থাকে । কারণ,
পুণ্য কার্য্য না করিলে সুখ হয় না, এবং ঐ
পুণ্য কার্য্যের হেতু জন্মাস্তরীয় স্বকৃতির নিকটস্থ
হয় ॥ ৯৪ ॥

বাহার বৈরাগ্য শাস্ত্রে বুদ্ধি পরিপক্ব হইয়াছে,
তাহার একবার মাত্র প্রবেশে আত্ম সাক্ষাৎকার
হয় । যে ব্যক্তি অতিশয় মূঢ় তাহার কিছুকাল
গুরুপাদ পদ্ম সেবা, গুরুবাক্যে বিশ্বাস ইত্যাদি
করিলে অভিবিলম্বে ক্রমে ক্রমে আত্মসাক্ষাৎ কার
ঘটিয়া থাকে ॥ ৯৫ ॥

প্রণব অর্থাৎ বৈরাগ্যের অভ্যাস এবং ত্রৈকা-
লিক স্থান ও বিশেষরূপে গুরু সেবা করিলে ক্রমে
ক্রমে যে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া থাকে তাহা কথিত
হইয়াছে ॥ ৯৬ ॥

নিষেবগাৎ । অপগচ্ছতি মানসং মলং কমতে
তত্ত্বমুদীরিতং ততঃ ॥ ৯৬ ॥

মনোহনুবর্তেত দিবামিশং গুরোগুরুর্হি সাক্ষাচ্ছিব
এব তত্ত্ববিৎ । নিজানুবর্ত্যাপরিতোষিতো গুরুর্বি-
নেয়বক্ত্রং কৃপয়া হি বীকতে ॥ ৯৭ ॥

মানসং মলং গচ্ছতি । ততশ্চ কথিতং তৎ কমতে ধারণার
যোগাৎ ভবতি ॥ ৯৬ ॥

অথেনানীঃ বস্ত্র দেবে পরাভক্তির্ধ্যাদেবে তথা গুরৌ, ততঃ-
তে কথিতার্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ । গুরুপ্রদাদাৎ পরমাত্ম-
লাভঃ, তদ্বিক্রি প্রপিপাতেম পরিপ্রয়েন সেবয়েত্যাদি শাস্ত্রমহু-
ত্যা গুরুভক্তিস্তত্ত্বজ্ঞানান্তরঙ্গ সাধনম্ বোধয়িতুমারভতে । অহ-
নিশং মনো গুরাবনুবর্তেতাত্যাবশ্যকতাবোধনার লিঙ প্রয়োগঃ ।
হি যন্মাৎ তত্ত্ববিদগুরুঃ সাক্ষাচ্ছিব এব তত্ত্বজ্ঞং গুরুত্বসাক্ষাৎকর্তৃ-
মুণ্ডরুদ্ধিবো মহেশ্বরঃ গুরুঃ পিতাগুরুমাতা গুরুরেব পরঃ শিব
ইতি । নহু শিবরূপগুরোরনুবর্তিঃ কিমর্থং কর্তব্যোতি চেত-
ত্য়াহ । হি যন্মাৎ বস্ত্রগুরোরনুবর্ত্যাপরিতোষিতো গুরুঃ শিষ্য-
মুখং কৃপয়াবীকতে বংশঃ ॥ ৯৭ ॥

গুরুভক্তি যে তত্ত্বজ্ঞানের একটি অঙ্গ তাহাও
অন্যান্য শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে । যথা—“যস্ত-
দেবে পরাভক্তির্ধ্যাদেবে তথা গুরৌ । তস্মৈতে
কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ।” বাহার দেব-
তার উপর পরম ভক্তি ; দেবতার মতন গুরুর
উপর বাহার পরম ভক্তি ; সেই মহাত্মার সমস্ত
বিষয় প্রকাশিত হয়, ইহা কথিত হইয়াছে । “গুরুর
প্রদাদে পরম আত্মলাভ ঘটয়া থাকে ।” “নমস্কার
সেবা ও জিজ্ঞাসা দ্বারা তাহাকে জানিও” । ই-
ত্যাদি শাস্ত্র সকল, গুরুভক্তি যে তত্ত্বজ্ঞানের অঙ্গ
ইহাই প্রমাণ করিয়াছে । অতএব দিবামিশি মন
গুরুর অনুবর্তী করিয়া রাখিবে । কারণ, তত-

না কল্পবল্লীং নিজেষ্ঠমর্থং ফলভ্যবশ্যং কিম-
কার্যমস্তাঃ । আজ্ঞা গুরোস্তং পরিপালনীয়। সা
মোদমানায় বিধাতুমিষ্টা ॥ ৯৮ ॥

গুরুপদিকা নিজদেবতা চেৎ কুপ্যেত তদা
পালয়িতা গুরুঃ স্যাৎ । রুচ্যে গুরো পালয়িতা ন

কিন্তু ইতি ভূতাহ । সা গুরোরাঙ্গা সম্যক্ পরিপালনীয়।
যতঃ কল্পবল্লীং স্বেষ্টমর্থমবশ্যং ফলতি । কিমসাধ্যমস্তা অতঃ সা
আজ্ঞা মোদমানায় হর্ষং প্রাপ্য বিধাতুমিষ্টা উৎ ॥ ৯৮ ॥

কিঞ্চেদেবানপি গুরুগরীয়ানিত্যাশয়েনাহ । গুরুপদিকা
নিজদেবতা কুপ্যেচ্চেৎ তদা গুরুঃ পরিপালয়িতা স্যাৎ, রুচ্যে
গুরো পরিপালয়িতা কশ্চিদপি নাস্তি, তস্মাদ্ গুরো কোপং ক-

জ্ঞানী গুরু সাক্ষাৎ শিব । “গুরু এক্সা, গুরু
বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর । গুরু পিতা, গুরু মাতা,
গুরু পরম শিব ।” গুরুর অনুরক্তি করিলে গুরু-
দেব সন্তুষ্ট হইয়া কৃপাপূর্বক শিষ্যের মুখাবলো-
কন করিয়া থাকেন । ৯৭ ।

ঐ গুরুর আজ্ঞা ঔত্তমরূপ পালন করিতে
হইবে । কারণ, কল্পলতার তুল্য গুর-আজ্ঞা
অভিমত ফল দান করিয়া থাকে । গুরু-আজ্ঞার
কিছুই অসাধ্য নাই । আমোদিত শিষ্যকে গুরু-
আজ্ঞা সমস্ত দান দান করিতে সক্ষম । ৯৮ ।

ইষ্ট দেবতা অপেক্ষাও গুরু গরিষ্ঠ । কারণ,
গুরু যে দেবতার উপদেশ দিয়াছেন, সেই ইষ্ট
দেবতা যদি কুপিত হন তখন গুরুদেব রক্ষাকর্তা ।
কিন্তু গুরু রুচ্য হইলে জগতে রক্ষাকর্তা আর
কেহই নাই । অতএব গুরুর যাহাতে ক্রোধ
হয় এরূপ কার্য কদাচ করা কর্তব্য নহে । ব্রহ্ম

কশ্চিদ্ গুরো ন তস্মাচ্ছনয়েত কোপম্ ॥ ৯৯ ॥

পুমান্ পুমর্থং লভতেহপি চোদিতং ভজন্ নি-
বৃত্তঃ প্রতিবিদ্ধসেবনাত্ । বিধিং নিষেধঞ্চ নিবে-
দয়ত্যসৌ গুরোরনিকচ্যুতিরিক্সসম্ভবঃ ॥ ১০০ ॥

আরাধিতং দৈবতমিকমর্থং দদাতি তস্যাদিগমো

দ্যপি নোৎপাদয়েৎ তদ্বক্তং, ব্রহ্মবৈবর্তে, শিবে রুচ্যে গুরুভ্রাতা
গুরো রুচ্যে ন কশ্চনেতি ॥ ৯৯ ॥

নহু বিহিতাশুষ্ঠানাৎ প্রতিবিদ্ধবর্জনাস্তেষ্ঠলাভো হনিষ্টনি-
বৃত্তিচ্চ ভবিষ্যত্যতঃ কিং গুরুসেবয়েত্যাশঙ্ক্যাহ । যদ্যপি প্রতি-
বিদ্ধসেবনান্ নিবৃত্তো বিহিতং ভজন্ পুমান্ পুমর্থং লভতে
তথাপি বিধিনিষেধো ন স্ততো বিজ্ঞাতুং শক্যো কিস্বসৌ গুরুসেব
বিধিং নিষেধঞ্চ নিবেদয়তি । তস্মাদ্ গুরোরেনানিষ্টচ্যুতিরিক্সোৎ-
পত্তিচ্চ বশম্ ॥ ১০০ ॥

নদ্বারাধিতং দৈবতমেবেষ্টমর্থং দদাতীত্যাশঙ্ক্যাহ । আরা-
ধিতং দৈবতমর্থং দদাতি তথাপ্যস্য দৈবতস্য প্রাপ্তিঃ গুরোরেন
ভবতি নোচেদ্রোহস্যাকমিষ্টদমতীক্লিয়ং দৈবতমরমজ্ঞো বে-

বৈবর্ত পুরাণে উক্ত হইয়াছে “শিবে রুচ্যে গুরুভ্রাতা-
তা গুরো রুচ্যে ন কশ্চন” শিব রুচ্য হইলে গুরু-
দেব রক্ষাকর্তা । কিন্তু গুরু রুচ্য হইলে কেহ
রক্ষাকর্তা নাই । ৯৯ ।

নিষিদ্ধ কর্মের বর্জন করিয়া বিহিত কর্মের
অনুষ্ঠান করিয়া পুরুষের ইষ্টলাভ এবং অনিষ্ট
নিবৃত্তি হয় সত্য, তথাপি শিষ্য কদাপি স্বয়ং বিধি
নিষেধ জানিতে সক্ষম হয় না । কিন্তু গুরুদেব
বিধি ও নিষেধ জানাইয়া থাকেন । অতএব গুরু
হইতে অনিষ্ট নাশ এবং ইষ্টলাভ হইয়া
থাকে । ১০০ ।

গুরোঃ স্মৃত। নোচেত্ কথং বেদিভূমীখরোহবন-
তীন্দ্রিয়ং দৈবতমিচ্ছনং নো ॥ ১০১ ॥

ভুকে গুরো ভূযতি দেবভাগণো রুকে গুরো
রুযতি দেবভাগণঃ। সনাত্তভাবেন সনাত্তদেবতাঃ
পশ্চমসৌ বিশ্বময়ো হি বেশিকঃ ॥ ১০২ ॥

এবং পুরাণগুরুণা পরমাত্মতত্ত্বং শিক্তৌ গুরোশ্চ-
রণয়ো নির্পপাত তস্য। ধন্যোহস্ম্যহং তব গুরো।

দিতুং বিজ্ঞাতুমীখরঃ সমর্থঃ কথং স্মৃতং ন কেনাপি প্রকারেণে-
তার্থঃ উ० ॥ ১০১ ॥

দেবগণস্ত গুরুভূত্যাধ্যাত্মভূত্যাধিমত্যাং সএব প্রযত্নেন
তোষণীয় ইত্যশয়েনোহ ভূট ইতি। হি যস্মাৎ সদৈব সজ্ঞপা
আত্মভাবেন পশ্চন্ অসৌ বেশিকো বিশ্বময়ঃ ॥ ১০২ ॥

এবং পুরাণগুরুণা ত্রীশঙ্করাচার্যেণ পরমাত্মতত্ত্বং প্রতিশি-

কোন দেবতার আরাধনা করিলে আরাধিত
দেবতা অতীষ্ট ফল দান করিতে সমর্থ সত্য,
তথাপি ঐ দেবতার অনুগ্রহ, কি দেবতাকে লাভ
করা গুরু হইতেই সঠিয়া থাকে। নতুবা
আমাদিগের অতীষ্ট ফলদাতা অতীন্দ্রিয় দেবতাকে
অজ্ঞ কিছুতেই জানিতে সমর্থ হয় না
কেন? ১০১।

গুরু ভুট হইলে সকল দেবতা ভুট হয় এবং
গুরু রুকে হইলে সকল দেবতা রুকে হয়। কারণ,
সর্বদা আত্মভাবে আত্মদেবতাদিগকে সর্বদা
দর্শন করাতে গুরু সর্বস্বয় বলিয়া বি-
খ্যাত। ১০২।

এইরূপে পুরাণ গুরু শঙ্করাচার্য কর্তৃক পর-

করণাকটাকপাতেন পাতিততমা ইতি ভাষমাণঃ
॥ ১০৩ ॥

ততঃ সমাদিশু হুরেশ্বরাত্যাং দিগ্দিগ্নাভিঃ
ক্রিয়মাণস্যাত্মা। সচ্ছিত্যাত্মা ভাষ্যকৃতস্ত মুখ্যাম-
বাণ ভুচ্ছীকৃতধাতুসৌখ্যাত্মা ॥ ১০৪ ॥

নিখিলনিগমচূড়াচিন্তয়া হস্ত যাবত স্বপদ-
মধিকসৌখ্যং নির্বিশনু নির্বিশঙ্কম্। বহুতিথ-

কিতঃ হে গুরো! তব কটাকপাতেন দ্বীকৃতাজ্ঞানোহুঃ ধন্যোহ-
স্মীতি ভাষমাণস্তস্ত গুরোশ্চরণয়োনির্পপাত ব० ॥ ১০৩ ॥

ততঃ দিগ্দিগ্নাভিঃ সমং ক্রিয়মাণস্যাত্মাঃ সর্বদিগ্ভ্যাগ্ভ্যাং
হুরেশ্বরাত্যাং সমাদিশু ভুচ্ছীকৃতঃ হিরণ্যগর্ভসৌখ্যং যথা ভা-
ভাষ্যকারস্ত মুখ্যাত্মা শিষ্যাত্মাবাণ উ० ॥ ১০৪ ॥

হুরেশ্বরসংজ্ঞাঃ প্রাপ্য বাসং ক কৃতবানিত্যাকাজ্ঞারামাতঃ।
নিখিলবেদান্তচিন্তয়া যাবৎ স্বপদং যন্ত ব্রহ্মণো লোকাদপ্যধিক-

মাত্মতত্ত্ব উপদিক্ত হইয়া মণ্ডন তাঁহার চরণযুগলে
পতিত হইল। পরে বলিতে লাগিল—হে গুরো!
আপনার করুণাপূর্ণ কটাকপাতে আমার অজ্ঞান
তিমির দূর হওয়াতে আমি ধন্য হইলাম। ১০৩।

অনন্তর দিগ্দিগন্ত ব্যাপ্ত আপনার হুরেশ্বর
(ব্রহ্ম) নাম প্রকাশ করিয়া মণ্ডন (বিধাতার
সহিত বজ্র বাহাতে ভুচ্ছ হয়) ভাষ্যকার শঙ্করের
এরূপ প্রশংসনীয় শিষ্যপদে অধিকৃত হইলেন।
১০৪।

হুরেশ্বর নাম অর্থাৎ (ব্রহ্ম নাম) প্রাপ্তি হইবার
পর নিখিল বেদান্ত শাস্ত্রের চিন্তা করিয়া আহ্লাদ
সহকারে বলিলেন, আহা! যত দিন ব্রহ্মলোক

মতিতেহসৌ নৰ্মদাং নৰ্মদাং তাং মগধভূবি নিবাসং
নিৰ্মমে নিৰ্মমেদ্রঃ ॥ ১০৫ ॥

ইতি বশীকৃতমণ্ডনপণ্ডিতঃ প্রণতসত্‌করণত্রয়-
দণ্ডিতঃ । সকলসদৃশগুণমণ্ডিতঃ স নিরগাত্
কৃতদুৰ্ম্মতখণ্ডিতঃ ॥ ১০৬ ॥

কুসুমিতবিবিধপলাশভ্রমরলিকুলগীতমধুরস্বনম্ ।

সৌখ্যং যো নিৰ্ম্মিশঙ্কং বিশঙ্কারহিতং নিৰ্ম্মিশন্ বহুকালং
নৰ্ম্মদাং কৌতুকদাং তাং নৰ্ম্মদাং নদীমভিতোহসৌ নিৰ্ম্মমাণাং
মনস্তারহিতানান্দ্রিঃ স্বরেশ্বরো মগধভূমৌ বাসং নিৰ্ম্মমে
মাং ॥ ১০৫ ॥

অথাচার্য্য বৃত্তান্তমাহ । ইতোবং বশীকৃতো মণ্ডনপণ্ডিতো
যেন প্রণতানাং সতাং করণত্রয়ং দণ্ডিতং যেন তত্র মনঃ প্রাণা-
য়ামাহ্যপদেশেন কৰ্ম্মানীহোপদেশেন সৰ্ব্বৈঃ সদৃশগুণমণ্ডনের-
লভতঃ কৃতং দুৰ্ম্মতানাং খণ্ডিতং খণ্ডনং যেন স নিরগাৎ
ক্রতঃ ॥ ১০৬ ॥

কামাশাং প্রতি নিরগাদিত্যাকাজ্জারামাহ । কুসুমিতেষু
বিবিধপদ্মেষু ভ্রমন্তিভ্রমরকুলগীতো মধুরশব্দো যত্র তথাভূতং

অপেক্ষাও অধিকতর সুখসমৃদ্ধিদায়ক স্বীয়পদ
নিঃশঙ্কমনে ভোগ করিব, ততদিন মমতাসূন্য ব্যক্তি-
গণের মধ্যে প্রধান হইব। পরে কৌতুকদায়িনী
নৰ্ম্মদা নদীর পাশ্বে মগধ ভূমিতে বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ
করিলেন । ১০৫ ।

এইরূপে আচার্য্য শঙ্কর মণ্ডন পণ্ডিতকে বশী-
ভূত করিয়া—প্রণত সজ্জনগণের ইন্দ্রিয় ত্রয় দমন
করিয়া—সমস্ত সদৃশ গুণে অলঙ্কৃত হইয়া—চুকে মত
সকল খণ্ডন করিয়া নির্গত হইলেন । ১০৬ ।

দেখিলেন—একটি বনে কুসুমিত বিবিধ পলাশ

পশ্চন্ বিপিনময়াসীদাশাং কীনাশপালিতামেষঃ
॥ ১০৭ ॥

তত্র মহারাষ্ট্রমুখে দেশে গ্রহ্মান প্রচারয়ন্ প্রা-
জ্ঞতমঃ । শমিতমতাস্তুরমানঃ শনকৈঃ সনকো-
পমোহগমচ্ছ্রীশৈলম্ ॥ ১০৮ ॥

প্রফুল্লমল্লিকাবনপ্রসঙ্গসঙ্গতামিতপ্রকাণ্ডগন্ধবন্ধু-

বনং পশ্চন্ যমপালিতাং দক্ষিণাং দিশমেষঃ শ্রীশঙ্করোহয়াসীৎ ।
আর্য্য শকলদ্বিতয়ং ব্যত্যয়রচিতং ভবেদ্যন্তাঃ । সোদগীতিঃ
কিল কথিতা তদ্ব্যত্যাং শভেদনঃযুক্তা ॥ ১০৭ ॥

তন্ত্ৰাং যমাশায়াং মহারাষ্ট্রমুখে দেশে গ্রহ্মান প্রাজ্ঞতমঃ
শমিতো মতাস্তুরাভিমানো যেন স সনকোপমঃ শ্রীশৈলং পর্বত
মগমৎ । আর্য্য পূর্ব্বার্দ্ধে যদিগুরুণাকেনাধিকেনাধিকেনযুক্তঃ ।
ইতরন্তদ্বন্ নিখিলং ভবতি যদীয়মুদিতৈযমার্য্য গীতিঃ ॥ ১০৮ ॥

তং বিশিনষ্ট । প্রফুল্লমল্লিকানাং বনানাং প্রসঙ্গে যন্ত স
চাসৌ সঙ্গতানামসংখ্যাতানাং প্রকাণ্ডানাং শাখানাং গন্ধেন
বন্ধুরঃ সুন্দরঃ প্রবাতস্তেন কম্পিতা বৃক্ষা যত্র তং প্রকাণ্ডো
বিটপে শব্দ ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ । সদামদানাং গজাধিপানাং প্র-
হারে শূরাণাং সিংহানাং সমূহো যত্র তং, ভুজভূষণস্ত শিবস্ত

পল্লবের উপর ভ্রমরগণ-সুমধুর স্বরে গান করিতে-
ছে । আচার্য্য তাহা দেখিয়া কৃতান্তপালিত দিকে
অর্ধাৎ দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন । ১০৭ ।

ঐ দক্ষিণ দিকে মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশে
গ্রহ্ম সকল প্রচার করিয়া এবং অপরাপর মতের
উপর সাধারণের যে অভিমান ছিল, তাহা বিনাশ
করিয়া, জনকথাষি সদৃশ প্রাজ্ঞতম শঙ্কর শ্রীশৈল
নামক পর্ব্বতে গমন করিলেন । ১০৮ ।

দেখিলেন—শ্রীপর্ব্বতের বায়ু প্রফুল্ল মল্লিকা
বনে সংস্কৃত ; একত্র মিলিত বহুতর পুষ্প শাখার

রপ্রবাতপাদপম্ । সদামদবিপাধিপপ্রহারশূরকেশরি
ঐজং ভুজঙ্গভূষণপ্রিয়ং স্বয়ম্ভুকৌশলম্ ॥ ১০৯ ॥

কলিকল্পবভঙ্গায়াং সোহিত্তেরারাক্ষলন্তরাক্ষা-
য়াম্ । অধরীকৃতভুজায়াং সম্রো পাতালগামিগঙ্গা-
য়াম্ ॥ ১১০ ॥

নমন্ত মোহভঙ্গং নতোলেহিশৃঙ্গং ক্রোটতপাপ-

প্রিয়ং হিরণ্যগর্ভস্ত কৌশলমিত্যর্থঃ । পুরা লঘুগুৰুস্ততো ভবেচ্চ
পঞ্চচামরম্ ॥ ১০৯ ॥

অন্তঃ সমীপং চলন্তস্তরঙ্গা যস্যাঃ পুনশ্চাধরীকৃতভুজং প-
র্কতো যস্মা, ভুজং পুরাগনগয়োঃ, ভুজং ভ্রাহ্মণতেহত্ববদিতি বিশ্ব-
প্রকাশঃ, তথাভূতায়াম্ কলিকল্পবিনাশসমর্থায়াম্ পাতালগামি
গঙ্গায়াম্ স শ্রীশঙ্করঃ স্নানং কৃতবান্, আখ্যা প্রথমদলোকঃ যদি
কথমপি লক্ষণং ভবেদুভয়োঃ । দলয়োঃ কৃতয়তিশোভাঃ তাং
গীতিং গীতবান্ ভুজলেশঃ ॥ ১১০ ॥

তং ভুজমাক্রুহ শিবলিঙ্গং দদর্শ । ভুজং বিশিনষ্ট । নমতাং
মোহস্ত ভঙ্গো যস্মাৎ গগনান্বাদনশীলানি শৃঙ্গানি যন্ত, ক্রোটং

গন্ধে মনোহর ; ঐ বায়ু দ্বারা পার্বতীয় বৃক্ষ সকল
কম্পিত হইতেছে । স্থানে স্থানে মদজলস্রাবী
গজরাজদিগকে প্রহার করিবার জন্য পশুরাজ
সিংহ সকল ভ্রমণ করিতেছে । বস্তুতঃ ঐ পর্বতটী
মহাদেবের অত্যন্ত প্রিয় এবং ব্রহ্মার অত্যন্ত
চিত্র কৌশল স্বরূপ । ১০৯ ।

পর্বতের নিকটে দেখিলেন—একটি নদী
প্রবাহিত হইতেছে ; তাহার তরঙ্গ সকল কম্পিত
হইতেছে ; নদীপ্রবাহে পর্বত যেন নিম্ন হইয়া
গিয়াছে ; তখন আচার্য্য শঙ্কর কলিকল্পবনাশিনী
ঐ পাতালগামিনী গঙ্গাতে স্নান করিলেন । ১১০ ।

সঙ্গং রটতপক্ষিভৃঙ্গম্ । সমাল্লিষ্টগঙ্গং প্রকৃষ্টান্ত-
রঙ্গং তমাক্রুহ ভুজং দদর্শেণিলিঙ্গম্ ॥ ১১১ ॥

প্রণমদভববীজভর্জনং প্রণিপত্যামৃতসম্পদা-
র্জনম্ । প্রমোদ সমল্লিকার্জুনং ভ্রমরাশ্বাসচিৎ-
নতার্জুনম্ ॥ ১১২ ॥

পাপস্ত সঙ্কো যস্মাৎ, অটন্তঃ পক্ষিণো ভ্রমরাশ্ব যস্মিন্, সম্যগালি-
ঙ্গিতা পাতালগামি গঙ্গা যেন, ক্রুটমস্তরঙ্গং মনো যন্তেতি । ক্রুট
সমন্বমারোপ্যেয়মুক্তিঃ ক্রিয়াবিশেষণং বা ভুজম্ ॥ ১১১ ॥

ততশ্চ প্রণমতাং সংসৃতিবীজানামবিদ্যাকামকল্পবাসনানাং
ভর্জনং, পুনশ্চ মোকলক্ষণামৃতস্ত সম্পাদকং, ভ্রমরাশ্বা
সহায়ং, নতোহর্জুনো যস্মৈ তথাভূতং মল্লিকার্জুনসংস্কং পরমে
শলিঙ্গং প্রণিপত্য প্রকর্ষণেণ মোদমবাপ বিরো ॥ ১১২ ॥

ঐ পর্বতে আরোহণ করিয়া শিবলিঙ্গ দর্শন
করিলেন । দেখিলেন—যাহারা প্রণত, তাহাদের প-
র্বত দর্শনে মোহ দলিত হয় । পর্বতের গগনস্পর্শী
শৃঙ্গ সকল বিরাজমান ; অধিক কি দেখিলে পা-
পের সম্পর্কও থাকে না । পর্বতের চারিদিকে পক্ষী
সকল ও ভ্রমরকুল উড়িয়া বেড়াইতেছে । ঐ পর্বত
পাতালগামিনী গঙ্গাকে সম্যকরূপে আলিঙ্গন করি-
য়াছে । বস্তুতঃ ওরূপ পর্বত দেখিবা মাত্র তাঁহার
অস্তরঙ্গ সস্তুক হইয়া উঠিল । ১১১ ।

দেখিলেন—মল্লিকার্জুন নামক শিবলিঙ্গ নত
ব্যক্তিগণের অবিদ্যা, কাম, কর্ম, ও বাসনা এই
কয়টা সংসার বীজ দলন করিতেছেন ; মোক্ষদান
করিতেছেন ; ভ্রমরা (শিবপত্নী) জননীর মতন
পাশে বিদ্যমান রহিয়াছেন । অর্জুন ঐ শিবমূর্তি
দেখিয়া পূর্বে নত হইয়াছিল । শঙ্কর ঐ মূর্তি দে-
খিয়া তখন অত্যন্ত প্রমোদিত হইলেন । ১১২ ।

তীররূহৈঃ কৃষ্ণায়াস্তীরেহবাৎসীভিরোহিতো-
ষায়াঃ । আবর্জিততৃষ্ণায়া আচার্য্যোন্দ্রো নিরন্ত-
কাষ্ণায়াঃ ॥ ১১৩ ॥

তত্রাতিচিত্রপদমত্ৰভবান্ পবিত্রকীর্ত্তি কীর্ত্তিত্র-
সুচরিত্রনিধিঃ শুধীন্দ্রান্ । অগ্রাহয়ৎ কৃতমসদ-
গ্রহনিগ্রহার্থমগ্র্যান্ সমগ্রসুগুণান্ মহদগ্রায়ায়ী
॥ ১১৪ ॥

ততশ্চ তীররূহৈরাভ্রাদিরকৈঃ শ্রামায়াস্তিরোহিতমুষ্ণঃ যন্তাঃ
যয়া বা আবর্জিতা তৃট্ তৃষ্ণা চ যন্তাঃ, নিরন্তং কাষ্ণাঃ যন্তাঃ,
তথাভূতয়া নদয়াস্তীরে আচার্য্যোন্দ্রোহবাৎসীং গীতিঃ ॥ ১১৩ ॥

তত্র তস্মিন্ তীরে পবিত্রকীর্ত্তিকীর্ত্তিত্রাণাং সুচরিত্রাণাং
নিধিস্বমহদগ্রায়ায়ী অত্রভবান্ পূজাঃ শ্রীশঙ্করোহতিচিত্রাণি
পদানি যস্মিন্ অসদগ্রহাণাং তুরাগ্রহাণাং নিগ্রহোহর্থঃ প্রয়োজনং
বা মন্ত্ৰ তথাভূতং কৃতং শারীরকাদি শুধীন্দ্রান্ সমগ্রাঃ সুগুণাঃ
শাস্তিদাশ্রাদ্যাদয়ো যেষু তানগ্র্যান্ শ্রেষ্ঠানগ্রাহয়ৎ বৎ ॥ ১১৪ ॥

আত্ম পনসাদি তরুরাজি দ্বারা নদীর চারি
পাশ্বে কৃষ্ণবর্ণ; সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করিতে পারে
না বলিয়া সর্ব্বদাই শুশীতল; তৃষ্ণার সম্পর্ক
পর্য্যন্ত বাহা দ্বারা দূরীকৃত হয়; মনের মালিন্য
ও তমো নাশিনী ঐ নদীর তীরে আচার্য্য বাস
করিয়া রহিলেন । ১১৩ ।

ঐ নদীর তীরে পবিত্র কীর্ত্তি, সুচরিত্র সজ্জন
গণের নিধিস্বরূপ, মহৎ লোকদিগের অগ্রগামী,
পূজনীয় শঙ্কর, বিচিত্র পদযুক্ত, দুষ্ক ও অসৎ জ-
নের নিগ্রহ কারক সুন্দর শারীরক সূত্রাদি শমদ-
মণ্ডণ যুক্ত পণ্ডিত বর শিষ্যদিগকে শিক্ষা দান
করিলেন । ১১৪ ।

অধ্যাপয়ন্তুমসদর্থনিরাসপূর্ব্বং কিস্ত্বন্যতীর্থযশ-
সং ঐতিভাষ্যজাতম্ । আক্ষিপ্য পাশুপতবৈষ্ণব-
বীরশৈবমাহেশ্বরশ্চ বিজিতা হি সুরেশ্বরাদৈঃ
॥ ১১৫ ॥

কেচিৎস্বজ্য মতমাত্ম্যমমুস্য শিষ্যভাবং গতা বি-
গতমৎসরমানদোষাঃ । অন্যে তু মন্যুবশমেত্য জ-
ঘন্যচিত্তা নিম্ন্যঃ ক্ৰণং নিধনমস্ত নিরীক্ষমাণাঃ ॥ ১১৬ ॥

তিরক্কৃতাগ্গশাস্ত্রযশসং ঐতিভাষাসমূহমসদর্থনিরাসপূর্ব্ব-
ধ্যাপয়ন্তং ভাষ্যকারমাক্ষিপ্য স্তিতাঃ পাশুপতাদয়ঃ সুরেশ-
পদ্বাদিভিরাক্ষিপ্য বিশেষণ জিতাঃ ॥ ১৫ ॥

তত্র কেচিৎ স্মীয়ঃ মতং পরিত্যজ্য বিগতমৎসরাতিদোষাঃ
সন্তঃ অমুস্য শ্রীশঙ্করস্ত শিষ্যত্বং প্রাপ্তাঃ । অন্ত্রে তু কোপবশং
গত্বা যতো মলিনচিত্তা অস্যা মরণং নিরীক্ষমাণাঃ কালং নিম্ন্যঃ
॥ ১৬ ॥

ভাষ্যকার শঙ্কর, অপরাপর সমুদয় শাস্ত্রের
কীর্ত্তিনাশী ঐতি ভাষ্য সকল অসৎ অর্থ নিরা-
করণ পূর্ব্বক যখন পড়াইতে ছিলেন, তৎকালে
ভাষ্যকারকে তিরস্কার করিয়া পাশুপত, বৈষ্ণব,
বীরাচারী, শৈব, মাহেশ্বর প্রভৃতি বাহার উপ-
স্থিত ছিল, তাহারাও সুরেশ্বর, ভট্টপাদ প্রভৃতি
কর্ত্তৃক পরাজিত হয় । ১১৫ ।

ঐ স্থানে কেহ কেহ স্ব স্ব মত পরিত্যাগ ক-
রিয়া মাৎসর্য্য, অভিমান প্রভৃতি দোষ সকল পরি-
ত্যাগ পূর্ব্বক শঙ্করের শিষ্য হইল । অপর ক-
তক গুলিন কলুষিত চিত্ত লোকে শঙ্করের মরণ
প্রতীক্ষা করিয়া কাল যাপন করিতে লাগিল
। ১১৬ ।

বেদান্তীকৃতনীচশূদ্রবচসো বেদঃ স্বয়ং কল্পনা
পাপিষ্ঠাঃ স্বমপি ত্রয়ীপথমপি প্রায়ো দহন্তঃ খলাঃ ।
সাক্ষাদ্ ব্রহ্মণি শঙ্করে বিদধতি স্পর্শানিবন্ধাং মতিং
কৃষ্ণে পৌণ্ড্রকবৎ তথা ন চরমাং কিস্তে লভন্তে
গতিম্ ॥ ১১৭ ॥

বাণী কাণছুজী চ নৈব গণিতা লীনা কচিৎ কা-

তথাচৈবদ্বিধা বেদান্তীকৃতানি নীচানাং শূদ্রাণাং বচাং
সি টেবঃ পুনশ্চ পাপিষ্ঠাঃ স্বকল্পনা এব বেদঃ কৃতঃ স্বং বেদান্তর-
প্রতিপাদ্যমানমপি বেদত্রয়ীপথমপি প্রায়ো দহন্তে যে খলাঃ
সাক্ষাদ্ ব্রহ্মণি শঙ্করে স্পর্শানা নিবন্ধাং বুদ্ধিং ত্রীকৃষ্ণে মিথ্যা-
বাস্তববদ্বিধা বিদধতি তে তৎকিমন্ত্যাং গতিং বিনাশং মোক্ষং
বা ন লভন্তেহপি তু প্রাপ্তবন্ত্যেব শাদু ॥ ১৭ ॥

শঙ্করহুস্তিষু নিষ্কাতেষাংচার্য্যবিনেয়েষু সংস্র কথাকেলী-

যে সকল লোকে নীচ শূদ্রের বাক্য বেদান্ত
বলিয়া বিশ্বাস করিত ; যে সকল পাপিষ্ঠেরা
বেদ সকল স্ব স্ব কল্পনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিত ;
যাহারা বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরমাত্মা এবং ঋক্
যজু সাম এই বেদ ত্রয় প্রায়ই দহন করিত ; যে
সকল পামর খল সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম শঙ্করের উপর
স্পর্শা পূরিত বুদ্ধি প্রকাশ করিত ; ত্রীকৃষ্ণ যে
রূপ জগতে মিথ্যা চতুর্ভূজ বিষ্ণু বলিয়া বিখ্যাত,
পামরেরা শঙ্করের উপর অবিকল তদ্রূপ মিথ্যা
বুদ্ধি প্রকাশ করিলেও তাহারা শঙ্করের রূপায়
চরমগতি অর্থাৎ মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিল
। ১১৭ ।

শঙ্করের বেদতুল্য বচনে একান্ত অনুরক্ত

পিলী শৈবকাশিবভাবমেতি ভজতে গর্হাপদকা-
হঁতম্ । দৌর্গং দুর্গতিমশ্মুতে ভুবিজনঃ পুষ্পাতি কো
বৈষ্ণবং নিষ্কাতেষু মতীশসূক্তিবু কথাকেলীকৃতাসু-
ক্তিবু ॥ ১১৮ ॥

তথাগতকথা গতা তদনুযায়ি নৈবায়িকং বচো-

কৃতাসু নশ্বকথাং প্রাপ্তাহুস্তিষু মধ্যোকাগাদী তু বাণী নৈব-
গণিতা কাপিলী সাতু কচিলীনা রূগতেতাপি ন জাতা শৈবং
পাণ্ডপতানাং তু বচোহশিবদ্বয়প্রোতি আইতৎ তদগর্হাপদং
ভজতে দৌর্গং শাক্তানাং তদুর্গতিমশ্মুতে বৈষ্ণবং তৎপালয়ি-
তুং সমর্থঃ কোহপি জনো নাস্তীতিার্থঃ ॥ ১৮ ॥

বিনির্দয়ং যথাস্থাং তথা বিনির্দলন্ব বিশীর্ণতাং প্রাপ্তবন
বিরুদ্ধমতানাং সঙ্করো যেন তথাভূতে শঙ্করসতি তথাগতানাং
সুগতানাং কথা গতা বিলয়ং প্রাপ্তা নৈবায়িকবচস্তুদনুযায়ি-

আচার্য্যের শিষ্য সকল জগতে বিদ্যমান থাকিলে,
তাহাদের পরিহাস কথার মধ্যেও কণাদ বাক্য
কেহ গণনাই করিত না—কপিলবাক্য অর্থাৎ
সাংখ্য প্রবচন কোথায় যে লীন হইয়াছিল তাহা
কেহ জানিতেই পারিল না—শৈব অর্থাৎ পাণ্ড-
পত দিগের বাক্য অশুভ হইয়া উঠিল—আইত
অর্থাৎ বৌদ্ধ বিশেষের বাক্য নিন্দনীয় হইল—
দৌর্গ অর্থাৎ শাক্তদিগের বাক্য যথেষ্ট দুর্গতি
প্রাপ্ত হইল—সুতরাং ভুতলে এমন কেহই ছিল
না যে তৎকালে বৈষ্ণব মত রক্ষা করিতে পারে
। ১১৮ ।

শঙ্কর নির্দয়রূপে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী লোকদিগের
বাক্য সকল দলন করিলে ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া
উঠিল । তখন বৌদ্ধদিগের শাস্ত্র বিলয় পাইল

হজনি নচোদিতো বদতি জাতু তৌতাতিতঃ । বিদ-
ক্ৰতি ন দন্ধধী বিদিতচাপলং কাপিলং বিনির্দয়বি-
নির্দলধিমতসঙ্করে শঙ্করে ॥ ১১৯ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তৎকলাঞ্জত্বপ্রপঞ্চনম্ ।

সংক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গোহয়ং দশমোহভবৎ ॥ ১০ ॥

কনি তদপি তথৈব গতং তৌতাতিতঃ কোমারিলঃ চোদিতঃ
প্রেরিতোহপি ন চ বদতীতি । পুনশ্চ বিদিতচাপলং কাপিলং
বচো দন্ধা পুষ্টা স্তিতা বা ধীর্ঘস্ত স ন বিদক্ৰতি নাভিনন্দতি
নৈব পুষ্টাতীতি বা তেনাপি তথৈব বিলয়ং গতং পৃথী ॥ ১১৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্যাবালগোপাল-

জীর্থী শ্রীপাদশিষ্যদত্তবংশাবতংস রামকুমার-

পুণ্ড্রনপতিকৃতে শ্রীশঙ্করাচার্য-

বিজয়ভিণ্ডিমে দশমঃ

সর্গঃ ॥ ১০ ॥

—নৈষারিকদিগের বাক্য বৌদ্ধদিগের মতন
লীন হইয়া গেল—ভাট্টমতের কথা সকল বলিতে
অনুমোদন করিলেও কেহ বলিত না—নিবুদ্ধি
লোকে চাপল্যপূর্ণ কাপিল অর্থাৎ সাংখ্যবাক্যে
একেবারে আদর করিত না, হুতরাং তাহাও ক্র-
মশঃ লয়প্রাপ্ত হইল । ১১৯ ।

ইতি দশম অধ্যায়

অথৈকাদশঃ সর্গঃ ।

তত্রৈকদাচ্ছাদিতনৈজদোষঃ পৌলস্ত্যবৎ ক-
ল্লিতসাধুবেষঃ । নিশ্চীনমায়ং স্থিতকার্য্যশেষঃ
কাপালিকঃ কশ্চিদনল্পদোষঃ ॥ ১ ॥

অসাবপশ্যন্ মদনাদ্যবশ্যং বশ্চেন্দ্রিয়াঐশ্বৰ্য্যমুনি-
ভির্বিমৃগ্যম্ । আদিশ্চ ভাষ্যং সপদি প্রশস্তমা-
সীনমাপ্রিত্য মুনিং রহস্যম্ ॥ ২ ॥

শ্রীঃ ॥ অথোগ্রভৈরবনির্জয়ং সপরিকরং বর্ণয়িতুমূপ-
ক্রমতে । তত্র তস্মিন্ দেশ একদা আচ্ছাদিতস্বীয়দোষঃ সীতা-
হরণায়াগতরাবণবৎকল্লিতঃ সাধুবেষো যেন স্থিতঃ কার্য্যশ্চ
শেষো যন্ত অনরা দোষা যস্মিন্ তথাভূতঃ কশ্চিদসৌ কাপালিকে।
মায়ামানবিনিমুক্তং মুনিমপশ্যদিত্যময়ঃ ইন্দ্রম্ ১ ॥

মুনিং বিশিনষ্ট । কামক্রোধাদীনাম্ বশ্যং ন ভবতীতি
তথা তং বশ্চেন্দ্রিয়াঐশ্বৰ্য্যমুনিভির্বিমৃগ্যং প্রশস্তং ভাষ্যং সপদি
আদিশ্চ রক্ষশ্চমেকান্তমাপ্রিত্যাসীনন্ উঃ ২ ॥

এই অধ্যায়ে সবিস্তরে উগ্রভৈরব নামক এক
জন কাপালিকের জয় বর্ণিত হইবে । তাহার
জন্য উপক্রম হইতেছে । ঐ দেশে কোন সময়ে
একজন আপনার দোষ সকল গোপন করিয়া
সীতাহরণ কালে রাবণের মত সাধুবেশ কল্লিত
করিয়া, একজন অশেষ দোষে দূষিত কাপালিক,
আপনার কার্য্য শেষ কিছু অবশিষ্ট থাকাতে মায়া
অহঙ্কার রহিত একজন মুনি দর্শন করিলেন । ১ ।

দেখিলেন—এই ব্যক্তি কাম ক্রোধ সকল
বশীভূত করিয়া জিতেন্দ্রিয় মুনিগণের আরাধ্য

দৃষ্টে ব হৃদ্যঃ স চিরাদভীষ্টঃ নির্দ্বাৰ্য্য সংসিদ্ধমি-
ব স্বমিষ্টম্ । মহদ্ বিশিষ্টং নিজলাভ তুষ্টিং বিস্পষ্ট-
মাচক্ চ কৃত্যশিষ্টম্ ॥ ৩ ॥

গুণাঃ স্তবাকৰ্ণ্য যুনেহনবদ্যান্ সার্বজ্ঞ্যসৌশীল্য-
দয়ালুতাদ্যান্ । দ্রষ্টুং সমুৎকৃষ্টচিহ্নবৃত্তিৰ্ভবন্ত-
মাগাং বিদিতপ্রবৃত্তিঃ ॥ ৪ ॥

স্বমেক এবাত্র নিরন্তমোহঃ পরাকৃতদ্বৈতিবচঃ

স কাপালিকশ্চিরাদভীষ্টঃ দৃষ্টঃ। স্বমিষ্টং সংসিদ্ধমিব নির্দ্বাৰ্য্য
মহদভ্যো বিশিষ্টং শ্রেষ্ঠং নিজলাভেন তুষ্টিং কৃত্যশিষ্টং
স্বকৰ্ণবাহেশং স্পষ্টং যথাস্ত্যং তথোক্তবান্ ॥ ৩ ॥

তদ্বচনমুদাহরতি । হে যুনে ! অনবদ্যান্ সৰ্বজ্ঞতাদ্যান্ তব
গুণানাকৰ্ণ্য ভবন্তঃ দ্রষ্টুং সম্যগুৎকৃষ্টতা চিহ্নবৃত্তিৰ্ভবন্ত
তব প্রবৃত্তির্ধেন তাদৃশোহহমাগতবানস্মি ॥ ৪ ॥

অপ্রয়োজনসিদ্ধয়ে স্তোতি । অত্র লোকে নিরন্তমোহঃস্বমে-

দেবতা হইয়াছেন । শীঘ্র প্রশংসনীয় ভাষা উপ-
দেশ দিয়া একপাশ্বে বসিয়া রহিয়াছেন । ২ ।

ঐ কাপালিক বহুদিনের মনোরথ পূর্ণ দেখিয়া
আপনার অভীষ্ট পূর্বেই সিদ্ধ হইয়াছে নিশ্চয়
করিয়া হৃদয় হইলেন । পরে মহামূল্য ও শ্রেষ্ঠ
আত্মলাভ তুষ্টি আপনার অবশিষ্ট কার্য্য স্পষ্টরূপে
বলিতে লাগিলেন । ৩ ।

গুনিবর । আপনার অসামান্য সৰ্বজ্ঞতা,
সুশীলতা, দয়ালুতা প্রভৃতি গুণ শ্রবণ করিয়া আপ-
নাকে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকৃষ্ট চিহ্ন
হইয়া আপনার প্রকৃতি জানিতে—স্বয়ং এই স্থানে
উপস্থিত হইয়াছি । ৪ ।

সমুহঃ । আভাসি দূরীকৃতদেহমানঃ শুদ্ধাঘয়ো
যোজিতসর্বমানঃ ॥ ৫ ॥

পরোপকৃত্যে প্রগৃহীতমূর্তিরমর্ত্যালোকেষপি
গীতকীর্তিঃ । কটাক্কেলেশাদিতসজ্জনানার্তিঃ সত্বক্তি-
সম্পাদিতবিশ্বমূর্তিঃ ॥ ৬ ॥

বৈকঃ যতঃ পরাকৃতোদ্বৈতি বচসাং সমূহো যেন স্বয়ং দূরীকৃত-
দেহমানো যোজিতঃ সৰ্বশ্রেষ্ঠ মানো যেন তথাভূতস্বমমানী মানদ
ইত্যুক্তঃ শুদ্ধাঘয়ঃ পরমাত্মৈবভাসি, পাঠান্তরে শুদ্ধাঘয়ে যো-
জিতানি সৰ্বানি প্রমাণানি যেন স স্বমেকঃ সৰ্বোত্তমস্বেন
প্রকাশস ইতি ব্যাখ্যায়ম্ ॥ ৫ ॥

অমর্ত্যালোকেষু ইন্দ্রাদিদেবলোকেষপি গীতা কীর্তি র্যন্ত স
কটাক্কেলেশেনাঙ্কিতা নাশিতা সজ্জনানামার্তিঃ পীড়ায়ৈন স
সত্বক্তিঃ সম্পাদিতা বিশ্বস্ত মূর্তির্ধেন ॥ উপে

এই জগতে—আপনিই কেবল একমাত্র মোহ-
শূন্য ব্যক্তি । কারণ আপনি দ্বৈত মতাবলম্বী
ব্যক্তিদিগের বাক্য নিরাকরণ করিয়াছেন, অথচ স্বয়ং
শরীরের অহঙ্কার দূর করা পূর্বেই করা হইয়াছিল ।
আপনি সকলকেই মান দান দিয়া থাকেন ।
ইহা দ্বারা স্পষ্টই জানিতে পারা যায়, আপনার
কোন মানাভিমান নাই, কিন্তু আপনি সকলকেই
মান দান করেন । অতএব আপনি অবিকল
নির্মল এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার মতন বিরাজ-
মান । ৫ ।

আপনি পরোপকারে ত্রতী হইয়া শরীর
ধারণ করিয়াছেন—; ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ
আপনার কীর্তি গান করিয়া থাকেন ; আপনি
কণামাত্র কৃপাকটাক্ষে সাধুগণের হৃদয়ব্যথা দূর

গুণাকরত্বাদ্ ভুবনৈকগম্যঃ সমস্তবিদ্বাদভিমান-
শূন্যঃ । বিজিত্ত্বরত্বাদ্ গলহস্তিতান্যঃ স্বাস্থ্যপ্রদত্বাচ্চ
মহাবদান্যঃ ॥ ৭ ॥

অশেষকল্যাণগুণালয়েষু পরাবরজেষু ভবাদৃ-
শেষু । কার্যার্থিনঃ ক্রাপ্যনবাধ্য কামং ন যাস্তি
দুশ্রাপমপি প্রকামম্ ॥ ৮ ॥

বিজিত্ত্বরত্বাৎ বিজয়নশীলত্বাদ্গলে হস্তিতা হস্তেন গলে
গহীতা অস্ত্রে বাদিনো যেন বিশ্রাণনশীলঃ ॥ ৭ ॥

তপাচৈবন্ধিষেযু ভবাদৃশেষু কার্যার্থিনোহত্যস্তং দুশ্রাপমপি
কামমনবাধ্য কাপি কস্তাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং ন গচ্ছতি কিন্তু প্রাপ্যৈব
যাস্তি ॥ ৮ ॥

করিয়া থাকেন ; আপনার শ্রদ্ধেয় সাধুবচন দ্বারা
আপনি সর্বময় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন । ৬

গুণাকর বলিয়া আপনি এক মাত্র জগতে
পূজিত ; সর্বজ্ঞতা শক্তি থাকাতে কোন অহ-
ঙ্কার নাই ; সর্বদাই সকলকে জয় করাতে বাদি-
গণের গলে হস্ত দিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া
দিয়াছেন ; সকলকেই আত্মদান করাতে এক
জন অধিতীয় দাতা । ৭ ।

অশেষ কল্যাণকর-গুণ ভূষিত, আত্মপর বেত্তা
ভবাদৃশ মহাত্মাগণ বিদ্যমান থাকিতে, যাহারা
কোন কার্য প্রার্থনা করিয়া স্বস্থ অত্যন্ত দুর্লভ
বস্তুকেও না পাইয়া, আপনার নিকট হইতে
ফিরিয়া গিয়া থাকে, এরূপ কথা কখন শোনা
যায় না । ৮ ।

তস্মান্ মহত্কার্যমহং প্রপদ্য নির্বর্জিতং সর্ব-
বিদা ত্বয়াহদ্য । কপালিনং প্রীগয়িতুং যতিষ্যে কু-
তার্থমাত্মানমতঃ করিষ্যে ॥ ৯ ॥

অনেন দেহেন সহৈব গন্তুং কৈলাসমীশেন সমং চ
রন্তুম্ । অতোবয়ং তীব্রতপোভিরুগ্রং স্তুত্বকরৈরব-
শতং সমগ্রম্ ॥ ১০ ॥

তুচ্ছোহব্রবীন্ মাং গিরিশঃ পূমর্থমভীষিতং
প্রাপ্যাসি মত্প্রিয়ার্থম্ । জুহোষি চেত্ সর্ব-
বিদঃ শিরো বা ছতাশনে ভূমিপতেঃ শিরো বা ॥ ১১

এবং স্ত্বত্বাচার্য্যমভিমুখীকৃত্য কথনীয়মাহ । যস্মাৎ সর্ববিদা
ত্বয়া নিষ্পাদিতং মহৎ কার্য্যমাসাদ্য কপালিনং ভৈরবং প্রীগয়িতুং
যত্নং করিষ্যে ততঃ কপালিপ্ৰীগনাদাত্মানং কৃতার্থং করিষ্যে
ই০ ॥ ৯ ॥

সর্ববিদা ত্বয়া নির্বর্জিতমিত্যুক্তং তদ্বিব্রণোতি অনেনেতি ।
উগ্রঃ কপদী ত্রীকণ্ঠ ইত্যমরাছগ্রং ক্রতম্ উ০ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

আপনি সর্বজ্ঞ হইয়া যে কার্য্য করিয়াছেন ;
সেই মহৎ কার্য্য লাভ করিয়া অদ্য আমি ভৈরব
পূজা করিতে যত্ন করিব । ভৈরবের প্রীতি হই-
লেই আমি কৃতার্থ হইব । ৯ ।

এই দেহ সঙ্গে করিয়া কৈলাসপতি ঈশ্বরের
সহিত একত্র সহবাস সুখভোগ করিবার নিমিত্ত
একশতাব্দী পর্য্যন্ত দুষ্কর তপস্যায় মহাদেবের
আরাধনা করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করি । ১০ ।

শিব তুষ্ট হইয়া আমাকে বরদান করিয়াছেন,
যদি তুমি এক সর্বজ্ঞ ব্যক্তির মস্তক দিয়া, অথবা

এতাবদুক্তাহস্তরধনু মহেশস্তদাহি তৎসংগ্র-
হণে ধৃত্যশঃ । চরাম্যথাপি ক্রিতিপো ন লকো
ন সর্ববিভক্ত মরোপলক্ষঃ ॥ ১২ ॥

দিষ্ট্যাহ্য লোকস্ত হিতে চরস্তঃ সর্বজ্ঞমদ্রা-
ক্ষমহং ভবন্তুম্ । ইতঃ পরং সেংস্ততি মেহনুবন্ধঃ
সন্দর্শনাস্তো হি জনস্ত বন্ধঃ ॥ ১৩ ॥

তয়োঃ সর্বজ্ঞক্রিতিপয়োঃ সংগ্রহণে ধৃত্য আশা যেন তত্র
তয়োর্মধ্যে ॥ ১২ ॥

দিষ্ট্য ভজং জাতং মেহনুবন্ধঃ প্রকৃতস্ত কার্যস্তাহুবর্তনঃ
সেংস্ততি, দোষোৎপাদেহনুবন্ধঃ স্তাৎ প্রকৃতস্তাহুবর্তন ইত্যমরঃ ।
যতো জনস্ত বন্ধো ভবদর্শনাবধিরেব ॥ ১৩ ॥

এক রাজার মস্তক দিয়া আমার উপকারার্থ অনলে
হোম করিতে পার, তাহা হইলে তোমার অভি-
লষিত পুরুষার্থ পূর্ণ হইবে । ১১ ।

এইকথা বলিয়া মহেশ্বর অন্তর্ধান হইলেন—
আমিও তদবধি একজন সর্বজ্ঞ আর একজন রা-
জার অশ্বেষণ করিবার জন্য হৃদয়ে আশা ধারণ
করি । কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমি দুই জনের
একজনকেও পাই নাই । ১২ ।

অদ্য আমার শুভদিন উপস্থিত । আপনি
লোকের হিত করিবার নিমিত্ত জগতে সঞ্চরণ
করিতেছেন ; অদ্য আপনাকে আমি সেই সর্বজ্ঞ
রূপে দর্শন করিয়াছি । ইহার পর দেখিতেছি
আমার প্রকৃত কর্মের অনুরক্তি সিদ্ধ হইবে ।
কারণ, সাধারণ সমস্ত লোকের বন্ধন আপনাকে

মুক্তাভিষিক্তস্য শিরঃ কপালং মুনীশিতুর্বা মম
সিদ্ধিহেতুঃ । আদ্যং পুনর্মে মনসাহপ্যালভ্যং ততঃ
পরং তত্রভবান্ প্রমাণম্ ॥ ১৪ ॥

শিরঃ প্রদানেহদভুতকীর্তিলাভস্তবাপি লোকে
মম সিদ্ধিলাভঃ । আলোচ্য দেহস্য চ নশ্বরত্বং যদ্রো-
চতে সত্তম ! তৎ কুরু ত্বম্ ॥ ১৫ ॥

তদ্যচিৎ ন ক্ষমতে মনো মে কোবেষ্টদায়ি

ইতঃ পরং মেহনুবন্ধঃ সেংস্ততীত্যুক্তেরতঃ পরং রাজা স-
র্বজ্ঞো বা মিলিষ্যতীত্যভিপ্রায়ঃ নোপাদদ্যাদিত্যাশয়েনাহ
মুক্তেতি । তস্মাৎ সর্ববিদ্ ভবানেবপরং প্রমাণং আখ্যো ॥ ১৪ ॥

তস্মাৎ স্বস্ত মমচ লাভং দেহস্ত চ নশ্বরত্বমালোচ্য শিরঃ
প্রদানমুচিতমেবেত্যশয়েনাহ শির ইতি উঃ ॥ ১৫ ॥

নশ্বেবং যাচিৎ মনস্তে কুতঃ ক্ষমত ইত্যশঙ্ক্য ভবতো

দর্শন করা পর্য্যন্ত । আপনাকে দেখিলেই যাহার
যত বন্ধন আছে তাহা শীঘ্রই অপসারিত হইবে
। ১৩ ।

এক নৃপতির অথবা এক মুনিবরের শির
আমার সিদ্ধি লাভের হেতু । তবে প্রথম পক্ষটী
আমি মনেও ধ্যান করিতে পারি নাই । কিন্তু
সৌভাগ্য ক্রমে আজ আপনি শেষ প্রমাণ উপ-
স্থিত । ১৪ ।

আপনার মস্তক দান করিলে প্রথমত অদ্বুত
কীর্তি হইবে, অথচ আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ।
আপনি দেহের নশ্বরতা পর্যালোচনা করিয়া
মহাশয় ! যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন । ১৫ ।

কিন্তু আপনার শির প্রার্থনা করিতে প্রথমে

স্বশরীরমুজ্জ্বলত্ব। ভবান্ বিরক্তো ন শরীরমামী
পরোপকারায় ধৃত্যদেহঃ ॥ ১৬ ॥

জনাঃ পরক্লেশকথানভিজ্ঞা নক্তং দিবা স্বার্থ-
কৃত্যুচিন্তাঃ। রিপুং নিহন্তুং কুলিশায় বজ্রী দাধী-
ত্বমাদাৎ কিল বাঞ্ছিতান্ধি ॥ ১৭ ॥

বিরক্তত্বাদিত্যাহ। তচ্ছিরো যাচিতুং মনো মে নোৎসহতে যত
ইষ্টদায়ি স্বশরীরং কো বা ত্যজতু, ভবাংস্ত্ব বিরক্তত্বাৎ ন দেহ-
মামী সম্প্রতি দেহধারণমপি পরোপকারায়ৈব ন ত্বভিমাননি-
মিত্তমিত্যাহ পরোপকারায়েতি ॥ ১৬ ॥

যদ্যাপ্যেবং তথাপি ত্বং পরক্লেশাবহং কস্মীহুষ্ঠাতুং কিমিতি
প্রবৃত্তোহসীত্যাহ। সর্কেহপি জনাঃ পরক্লেশকথানভিজ্ঞা
যতো দিবানিশং স্বার্থে তৎপরঃ আত্মা দেহান্দিয়াদি চিন্তাৎ
দেহাৎ, তত্রোহদাহরণমাহ শত্রুং নিহন্তুং বজ্রনির্মাণায়েজ্ঞো দাধী-
চমভিলষিতমস্তি স্বীকৃতবান্। তথা চ যদা সাত্ত্বিকমুখ্যানামিয়ং
দশা তদাহস্বদ্বিধানাং ক। কথ্যেতি ভাবঃ বি० ॥ ১৭ ॥

আমার মনের সাহস হয় নাই। কোন্ ব্যক্তি
আপনার ইচ্ছ দায়ক শরীর ত্যাগ করিতে পারে ?
আপনার বৈরাগ্য হওয়াতে শরীরভিমান নাই,
পরের উপকারার্থে কেবল আত্মদেহ ধারণ করি-
য়াছেন। ১৬।

প্রায় কাহাকেও আর পরের ক্লেশ কথা জা-
নিতে ইচ্ছুক দেখা যায় না। সকলেই স্বস্ব
অভীষ্ট বস্তুর অন্বেষণে আত্মমন সমর্পণ করি-
তেছে। দেখুন—দেবরাজ ইন্দ্র শত্রু নাশ করি-
বার জন্য দধীচি মুনির অস্থি বজ্র নির্মাণের জন্য
গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ সত্ত্বগুণাবলম্বী দেব-

দধীচিমুখ্যাঃ ক্ষণিকং শরীরং তত্প্র। পরার্থে
স্ব যশঃ শরীরম্। প্রাপ্য স্থিরং সর্বগতং জগন্তি
গুণৈরনর্ঘ্যৈঃ খলুং রঞ্জয়ন্তি ॥ ১৮ ॥

বপুর্ধ্বরন্তে পরতুষ্টিহেতোঃ কেচিৎ প্রশান্তা
দয়য়া পরেতাঃ। অস্মাদৃশাঃ কেচন সন্তি লোকে
স্বার্থেকনিষ্ঠা দয়য়া বিহীনাঃ ॥ ১৯ ॥

পরোপকারং ন বিনাস্তি কিঞ্চিৎ প্রয়োজন্তে

বদাত্তৈর্ভবাদৃশৈস্ত স্থিরস্ত সর্বগতস্ত প্রাপ্তয়ে ক্ষণিকত্বাৎ
শরীরমপি স্তুত্ব্যজ্যামেবেত্যশয়েনাহ। দধীচিমুখ্যা ইতি উ०
॥ ১৮ ॥

তথা চ কেচিৎ প্রশান্তা দয়য়া ব্যাপ্তাঃ ভবাদৃশাঃ পরতুষ্টি-
হেতোঃ শরীরধ্বংসে, অস্মাদৃশাস্ত কেচন দয়য়াবিহীনাঃ স্বার্থেক-
নিষ্ঠা লোকে সন্তি ॥ ১৯ ॥

তস্মাৎ পরোপকারিণা জয়াহবশ্যং শিরোদেয়মিত্যাশয়বানাহ।
পরোপকারং বিনা কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং তব নাস্তি। যতঃ পুত্র-

তাদিগের যদি এরূপ রীতি হয়, তবে আমাদের
কথা আর কি বলিব। ১৭।

দধীচি প্রভৃতি ঋষিগণ পরের জন্য ক্ষণিক
শরীর ত্যাগ করিয়া কীর্তি দেহধারী নিত্য সর্ব-
ব্যাপী পরমেশ্বরকে পাইয়া অসীম পুণ্য প্রবাহে এই
ত্রিভুবন রঞ্জিত করিয়াছিলেন। ১৮।

আপনাদের মতন কতক গুলিন দয়ালু লোকে
পরতুষ্টির জন্য শরীর ধারণ করিয়াছেন। আমা-
দের মতন কতক গুলিন নির্দয় স্বার্থ পরায়ণ
লোকে স্বার্থের জন্য জগতে বাস করিয়া থাকে
। ১৯।

বিধুতৈষণস্য। অস্মাদৃশাঃ কামবশান্ত যুক্তা-
যুক্তে বিজানন্তি ন হন্ত যোগিন্। ২০ ॥

জীমূতবাহো! নিজজীবদায়ী দধীচিরপ্যাহিমুদা-
দদানঃ। আচক্ষতারাকমুপায়শূন্তং প্রাপ্তৌ যশঃ
কর্ণপথং গতোহি ॥ ২১ ॥

যদ্যপ্যদেয়ং নহু দেহবস্তিময়্যার্থিতং গর্হিতমেব
সন্তিঃ। তথাপি সর্বত্র বিরাগবন্তিঃ কিমন্ত্যদেয়ং
পরমার্থবিস্তিঃ ॥ ২২ ॥

বিত্তলোটকষণাবিনির্মুক্তো ভবানিত্যাহ। বিধুতৈষণস্তেতি।
নহু ত্বয়াপি মমেনং যুক্তং ন বেতিবিচার্য বক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ।
অস্মাদৃশান্ত হে যোগিন্! কামবশাদহো কষ্টং যুক্তাযুক্তে ন বি-
জানন্তি ॥ ২০ ॥

স্বশরীরপ্রদানসদৃশং যশঃ সাধনং তত্ত্বং নাস্ত্যেবেত্যাহ।
জীমূতবাহো! নিজজীবনদায়ী দধীচিঃ স্বাহিদায়ী দ্বাবপি
প্রলয়পর্যন্তং নাশশূন্তং যশঃ প্রাপ্তৌ কর্ণপথং গতো হি প্রসিক্তং
হি যস্মাৎ কর্ণপথং গতাবিতি বা ॥ ২১ ॥

নহু দেহস্তাদেয়ত্বং জানন্ কিমিদমতিনির্নিতং প্রার্থয়সে
ইত্যশঙ্ক্য যদ্যপ্যেবং তথাপি পরমার্থবিদ্যাং সর্বত্র বিরাগবতাং

যোগিবর! আপনি অভিলাষ বর্জিত—আপ-
নার পরোপকার ব্যতীত আর কোন প্রয়োজন
নাই। কিন্তু কাম পরায়ণ আমাদের মতন লোকে
হিতাহিত কিছুই জানে না। ২০।

জীমূতবাহন আপনার জীবন দান করিয়া
ছিলেন—দধীচি মুনিও আত্মার সহিত অস্তি
দান করেন। এই কারণে জগতে যতকাল চন্দ্র
দূর্য্য নক্ষত্র থাকিবে, তত কাল তাঁহার। অবিনশ্বর
কীর্তি লাভ করিবেন। ২১।

যদ্যপি আমি দেহী গণের অদেয় এবং সাধু-
গণের নিন্দনীয় বিষয় প্রার্থনা করিয়াছি সত্য,

অথগুর্মুক্তকপালমাহঃ সংসিদ্ধিদং সাধকপুঙ্-
বেভ্যঃ। বিনা ভবন্তং বহবো ন সন্তি তদ্বৎপু-
মাংসো ভগবন্! পৃথিব্যাম্ ॥ ২৩ ॥

প্রযচ্ছ শীর্ষং ভগবন্! নমঃ স্তাদিতীরয়িত্বা পতিতং
পুরস্তাৎ, তমব্রবীদ্বীক্ষ্য স্ত্রধীরধস্তাৎ কৃপালুরারভ-
মনাঃ সমস্তাৎ ॥ ২৪ ॥

ভবাদৃশানাং কিমপ্যদেয়ং নাস্তীত্যালোচ্য প্রার্থনাং করোমী-
ত্যা হ যদ্যপীতি ॥ ২২ ॥

নবন্তঃ কশ্চিদেবং বিধোহন্বিয়া প্রার্থ্য ইত্যশঙ্ক্য যথাবিধস্ত
শিরো মম সিদ্ধিহেতুস্তথাবিধো ভবানেব নবন্ত ইত্যাহ।
সাধকশ্রেষ্ঠেভ্যঃ সংসিদ্ধিদমথগুর্মুক্তকপালমাহঃ
মাহর্নচ ভবন্তং বিনা হে ভগবন্! তথাবিধবীর্ঘ্যবন্তঃ পুমাংসো
বহবঃ পৃথিব্যাং সন্তি ॥ ২৩ ॥

অতোহবশস্তমমেব শিরঃ প্রযচ্ছ, তে নমোহস্তিত্যাক্রোশে
পতিতমধস্তদ্বীক্ষ্য স্ত্রধীঃ কৃপালুঃ সমস্তাদারুণমনা অব্রবীৎ।
উপেং ॥ ২৪ ॥

তথাপি সকল বস্তুর উপর বীতরাগ এবং পরমা-
ত্মবিশিষ্ট আপনাদের মতন লোকে মনে করিলে কি
না দিতে পারেন?। ২২।

আমি সাধক দিগের মুখে শুনিয়াছি, যাহাদের
কখন রেতঃপাত হয় নাই, এরূপ লোকের কপাল
সিদ্ধি দায়ক। ভগবন্! পৃথিবীতে আপনার
তুল্য বীর্ঘ্যবান্ লোক অতি অল্পই আছে। ২৩।

“শীঘ্র আপনার শির প্রদান করুন। ভগবন্!
আপনাকে নমস্কার করি।” এই বলিয়া শঙ্করের
সম্মুখে পতিত হইল। তাঁহাকে ভূতলে পতিত
দেখিয়া স্ত্রধীবর দয়াদ্রব্ধমনে একেবারে দৃঢ়রূপে
সকল বিষয় হইতে মন আকর্ষণ করিয়া কাপা-
লিককে বলিতে লাগিলেন। ২৪।

নৈবাত্যসূয়ামি বচস্তদীয়ং প্রীত্যা প্রযচ্ছামি
শিরোহস্তদীয়ং । কোবাহর্থিসাং প্রাজ্ঞতমো নৃ-
কায়ং জানন্ন কুর্যাদিহ বহুপায়ম্ ॥ ২৫ ॥
পতত্যবশ্যং হি বিকৃষ্যমাণং কালেন যত্নাদপি রক্ষা-
মাণম্ । বস্মাহিমুনা সিধ্যতি চেৎ পরার্থঃ সএব
মর্ত্যস্য পরঃ পুমর্থঃ ॥ ২৬ ॥

বর্তে বিবিক্তেহধিসমাধি সিদ্ধিবিঘ্নিথঃ সমা-
য়াহি করোমি তে মতং । নাহং প্রকাশং বিত-

বর্তেনমদাহবতি নৈবেতি । যত উল্লোকে বহুনাশনি-
মিত্তবস্তু নৃকায়ং জানন্ন কোবা প্রাজ্ঞতমোহর্থিসাং ন কুর্য্যাম্
নপি কুস্যাদেব । অগ্ৰথা তত্র প্রাজ্ঞতমভ্যমেব কৃতস্তানিতার্থঃ
বাক্যঃ ॥ ২৫ ॥

যত্নে যত্নাদপি রক্ষ্যমাণং শরীরং কালেনাক্ষয়মাণং অবশ্যং
পততি । ততোহনেন বস্মাণা পরপয়োজনং সিধ্যতি চেত্তর্হি স এব
মর্ত্যম্ভ্যকঃ পরঃ পুমর্থঃ ॥ উৎ ॥ ২৬ ॥

তস্মাৎ তে সিদ্ধিবিৎ ! যথা বিবিক্তেহধিসমাধি সমায়াহি

আপনার বাক্যে আমি অসূয়াপরবশ হই
নাই—আমি প্রীতিপূর্বক আপনার শিরদান করি-
তেছি । এই জগতে অবশ্যনাশী শরীর জানিয়া
কোন্ বিজ্ঞের না মনুষ্যদেহ প্রার্থীদিগকে দান
করিবে ? ॥ ২৫ ॥

অতি বত্নে রক্ষা করিলেও কাল কর্তৃক
আকৃষ্ট হইয়া এই শরীর অবশ্যই একদিন ক্ষয়-
প্রাপ্ত হইবে । অতএব এই শরীর দ্বারা যদি
পরের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তবে মরণধর্ম্ম মান-
বের তাহাই পরম পুরুষার্থ জানিবে । ২৬ ।

রীতুমুৎসহে শিরঃকপালং বিজনং সমাশ্রয় ॥
২৭ ॥

শিষ্যা বিদস্তি যদি চিন্তিতকার্য্যমেতদযোগিন্ ।
মদেকশরণা বিহতিং বিদধ্যুঃ । কো বা সহেত বপু-
রেতদপোহিতুং স্বং কো বা ক্ষমেত নিজনাথশরীর-
মোক্ষম্ ॥ ২৮ ॥

বর্তে তথা মিথো রহিসি সমায়াহি তেভিন্নমতং করোমি যতো
শিরঃ কপালং প্রকটং দাতুং অহং নোৎসহে অতো বিজনং
সমাশ্রয় ॥ ২৭ ॥

কৃত ইতি চেৎ তত্রাহ । শিষ্যা যদ্যেতচ্চিন্তিতং কায্যং
জানন্তি তর্হি, হে যোগিন্ ! বিহতিং বিদধ্যুস্তব কায্যাত্ত্ব বিনাশং
কর্য্যুঃ । যতো মদেকশরণাঃ স্বশরীরত্যাগবৎ নিজনাথশরীর
মোক্ষোহপ্যনহ ইত্যাহ । এতৎ স্বশরীরস্ত্যজুং কো বা সহেত
নিজনাথশরীরস্ত মোক্ষঞ্চ কো বা ক্ষমেত ॥ বৎ ॥ ২৮ ॥

হে সিদ্ধপুরুষ ! আমি নির্জনে সমাদিগ্ন
হইয়া অবস্থান করিতে প্রস্থান করি । আপনি
নির্জনে আসন্ন—আমি আপনার হিত করিব ।
আমি প্রকাশে মস্তক কপাল দান করিতে
পারিব না, অতএব নির্জনে যাইতে হইবে । ২৭ ।

আমাদের চিন্তিত কার্য্য শিষ্যগণ যদি জানিতে
পারে, তবে আমার আশ্রিত ও শরণাপন্ন শিষ্য-
গণ আপনার কার্য্যের ব্যাঘাত করিবে । হে যোগিন্ !
এই জগতে স্বীয় শরীর ত্যাগ করিতে যেরূপ
কেহই সক্ষম নহে—, তদ্রূপ প্রভু শরীরের
অনিষ্ট সাধনে কেহই যত্নবান্ হয় না । ২৮ ।

তো সন্নিদং বিতমুতামিতি সংগ্রহকৌ যোগী
জগাম মুদিতো নিলয়ং মনস্বী । শ্রীশঙ্করোহপি
নিজধামনি জোষমাস প্রোচে ন কিঞ্চিদপি ভাব-
মসৌ মনোগম্ ॥ ২৯ ॥

শূলী ত্রিপুণ্ড্রী পুরতোহবলোকী কঙ্কালমালাকৃত-
গাত্রভূষঃ । সংরক্তনেত্রো মদঘূর্ণিতাক্ষো যোগী
যয়ৌ দেশিকবাসভূমিম্ ॥ ৩০ ॥

শিষ্যেষু শিষ্টেষু বিদূরগেষু স্নানাদিকার্যায় বি-

ইত্যেবম্ভৌ শ্রীশঙ্করকাপালিকৌ সংবিদং বিতমুতাং সম্ভা-
ষণং সঙ্কেতং বা কৃতবম্ভৌ । ততো যোগী মনস্বী মুদিতঃ সন্-
জগাম, শ্রীশঙ্করোহপি নিজধামনি জোষমাস তৃষ্ণীং বভূব মনোগং
ভাবমসৌ কিঞ্চিদপি ন প্রোক্তবান্ ॥ ২৯ ॥

কঙ্কালানাং শরীরাস্থিনাং মালয়া ক্রুতা গাত্রভূষা যেন ॥
ইন্দ্রঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রেষ্ঠেষু শিষ্যেষু স্নানাদিকার্যায় বিদূরগেষু সংস্থ শ্রীদেশি-

এইরূপ ছয়টিচিন্তে পরস্পর সঙ্কেত করি-
লেন । কাপালিক প্রাক্ততম যোগী মুদিতমানসে
গৃহে গমন করিল । শঙ্করাচার্য্য আপনার ভবনে
মৌন-অবলম্বন করিয়া রহিলেন—আপনার মনো-
গত ভাব কাহাকেও প্রকাশ করিলেন না ॥ ২৯ ॥

শূল ধারণ করিয়া—ত্রিপুণ্ড্র মাখিয়া—কঙ্কাল
মালা দ্বারা গাত্রভূষিত করিয়া—মদঘূর্ণিত ও
রক্তনয়নে চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে কাপালিক
যোগী আচার্য্য শঙ্করের বাসস্থানে উপস্থিত
হইলেন । ৩০ ।

বিক্তভাজি । শ্রীদেশিকেন্দ্রে তু সনন্দনাথ্যভীত্যা
স্বদেহং ব্যবধায় গৃঢ়ে ॥ ৩১ ॥

তং ভৈরবাকারমুদীক্ষ্য দেশিকস্ত্যক্তুং শরীরং
ব্যধিত স্বয়ং মনঃ । আত্মানমাত্মন্যুদযুক্ত যোজ-
য়ন্ সমাহিতাত্মা করণানি সংহরন্ ॥ ৩২ ॥

তং ভৈরবোহলোকতলোকপূজ্যং স্বসৌখ্যতুচ্ছী-

কেন্দ্রে তু সনন্দনাথ্যাদ্ভীত্যা দেহং গৃঢ়ে ব্যবধায় বিবিক্তভাজি
সতি যথাবিত্যশ্রয়ঃ ॥ ৩১ ॥

তং ভৈরবাকারং কপালিনং বীক্ষ্য শ্রীশঙ্করঃ শরীরং ত্যক্তুং
স্বয়ং মনো ব্যধাৎ । সমাহিতান্তঃকরণং প্রণবং জপন্ যঃ কর-
ণানি সংহরন্ আত্মানং ত্বংপদার্থমাত্মনি ত্বংপদার্থেহযুক্ত
॥ উঃ ॥ ৩২ ॥

ভৈরবো ভৈরবাকারঃ কাপালিকঃ সনৎসুজাতাদেঃ সকাশা-
দনল্পম্ ॥ ৩৩ ॥

প্রধান প্রধান শিষ্য সকল স্নান-আস্থিকাদি
কার্য্য করিতে অত্যন্ত দূরবর্তী হইলে—এবং সন-
ন্দনের নিকটে ভীত হইয়া গোপনীয়স্থানে দেহ
আচ্ছাদন করিয়া শঙ্কর নির্জনে উপস্থিত হইলে—
কাপালিক ক্রমশঃ আচার্য্যের নিকট আগমন
করিলেন । ৩১ ।

ঐ ভৈরব মূর্তি অবলোকন করিয়া আচার্য্য
শঙ্কর দেহত্যাগ করিতে স্বয়ং গমন করিলেন ।
সমাহিতচিন্তে প্রণব জপ করিতে করিতে ইন্দ্রিয়
সকল দমিত করিয়া আত্মার উপর আত্মসমর্পণ
করিলেন । ৩২ ।

কৃতদেবরাজ্যম্ । যোগীশমাসাদিতনির্বিকল্পং স-
নংস্জাতপ্রভৃতেরনল্পম্ ॥ ৩৩ ॥

জক্রপ্রদেশে চিবুকং নিধায় ব্যাভ্রাস্থমুত্তান-
করৌ নিধায় । জানুপরি প্রেক্ষিতনাসিকাস্তং
বিলোচনে সামি নিমীল্য কাস্তম্ ॥ ৩৪ ॥

আসীনমুচ্চীকৃতপূর্বগাত্রং সিদ্ধাসনে শেযিত-

অংসসন্ধিপ্রদেশে চিবুকমধরোষ্ঠাধঃপ্রদেশঃ নিধায় বা-
ভ্রাস্থঃ বিবৃতমুখং জানুপরি উত্তানকরৌ নিধায় সামি অর্দ্ধং
কাস্তং শোভন্তম্ ॥ উ० ॥ ৩৪ ॥

উচ্চীকৃতমুচ্চৈঃ কৃতং পূর্বগাত্রং শিরোভাগে যেন সিদ্ধা-

কাপালিক দেখিলেন—শঙ্কর সকলের পূজ্য—
আভ্রাস্থের জন্ম দেবরাজ্য পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া-
ছেন—নির্বিকল্পসমাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন—সনৎ-
স্জাত প্রভৃতি ঋষিগণ অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে
তেজস্বী—স্কন্ধের সন্ধিস্থানে নিম্নোষ্ঠের নিম্ন
প্রদেশ অর্পণ করিয়া মুখব্যাদান করিয়া রহিয়া-
ছেন—জানুর উপরে বিস্তৃত হস্ত সংস্থাপন করি-
য়াছেন—নাসিকার অগ্রভাগ দেখিতেছেন নেত্র-
যুগল নিমীলিত করিয়াছেন—দেহের পূর্ণ-
শোভার কিঞ্চিৎ মাত্র ক্ষয় হইয়াছে—শির
উচ্চ করিয়াছেন—“মেট্র অর্থাৎ অণ্ডকোষের
উপরে বায়ু গুল্ফ (গুড়মুড়ো) এবং তাহার
উপরে অন্ত্র গুল্ফ বিস্তৃত করিলে সিদ্ধগণ তাহা-
কে সিদ্ধাসন বলে” সেই সিদ্ধাসনে উপবেশন করি-
য়াছেন—কেবল মাত্র চিৎসক্তি অবশিষ্ট রহি-

বোধমাত্রম্ । চিন্মাত্রবিশ্বস্তৃহষীকবর্গং সমাধি-
বিস্মারিতবিশ্বসর্গম্ ॥ ৩৫ ॥

বিলোক্য তং হস্তমপান্তশঙ্কঃ স্ববুদ্ধিপূর্ব-
জ্জিততীত্রপঙ্কঃ । প্রাপোদ্যতাসিঃ সবিধং স যাবদ্
বিজ্ঞাতবান্ পদ্মপদোহপি তাবৎ ॥ ৩৬ ॥

ত্রিশূলমুদ্যম্য নিহস্তকামং গুরুং যতাত্মা সমুদৈ-
কতাস্তঃ । স্থিতশ্চকোপ জ্বলিতায়িকল্পঃ স পদ্ম-
পাদঃ স্বগুরো হিতৈষী ॥ ৩৭ ॥

সনে মেট্রাহুপরি বিস্তৃত সব্যং গুল্ফং তথোপরি । গুল্ফান্তরক
বিস্তৃত সিদ্ধাঃ সিদ্ধাসনং বিদুরিত্যুক্তে আসীনঃ শেযিতঃ চিন্-
মাত্রং যেন তত্রৈব বিস্তৃত ইন্দ্রিয়বর্গো যেন সমাধিনা বিস্মারিতঃ
সর্বসর্গো যেন ॥ ৩৫ ॥

এবং তং ত্রিশঙ্করং বিলোক্যাপান্তশঙ্কঃ স্ববুদ্ধিপূর্বমজ্জিতঃ
তীত্রঃ পঙ্কঃ পাপং যেন প্রোদ্যতখড়্গঃ স কাপালিকো হস্তঃ যা-
বৎ সবিধং আচার্য্যসমীপং প্রাপ পদ্মপদোহপি তাবদ্ বিজ্ঞাত-
বান্ ॥ ৩৬ ॥

ত্রিশূলমুদ্যম্য গুরুং নিহস্তকামং কাপালিনং যতাত্মা মনসি

য়াছে—চিৎশক্তির উপরে ইন্দ্রিয় সকল অর্পণ
করিয়াছেন—সমাধি দ্বারা সমস্ত স্ফুটবস্ত ভুলিয়া
গিয়াছেন । ৩৩৩৪।৩৫ ।

এরূপ শঙ্করমূর্তি দেখিয়া তাঁহাকে বধ করিতে
কাপালিকের শঙ্কা দূর হইল—আপনি বুদ্ধিপূর্বক
ঘোরতর পাপ উপার্জন করিলেন । অনন্তর
খড়্গ উদ্যত করিয়া যেমন আচার্য্যের নিকট আ-
সিলেন, তৎক্ষণাৎ পদ্মপাদ তাহা জানিতে
পারিল । ৩৬ ।

অরম্ভৈষ অরদার্ভিহারি প্রহ্লাদবশ্যং পরমং
মহন্তং । স মন্ত্রসিদ্ধো নৃহরেন্‌সিংহো ভূত্বা দদর্শো-
গ্রহুরীহচেষ্ঠাম্ ॥ ৩৮ ॥

স তৎক্ষণক্ষুরনিজস্বভাবঃ প্রবুদ্ধরুড়িস্মৃতমর্ত্য-
ভাবঃ । আবিক্কিতাত্ম্যগ্রনৃসিংহভাবঃ সমুৎপপা-
তাতুলিতপ্রভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

সমুদৈক্ষত দৃষ্টা চ তত্রস্থিত এব স পদ্মপাদো জলদগ্নিকরশ্চু-
কোপ যতঃ স্বগুরোহিতৈষী ॥ উপেং ॥ ৩৭ ॥

অপানন্তরং অরতামার্গিহরণং প্রহ্লাদবশ্যং প্রহ্লাদাধীনং নৃহরে
স্তম্ভপরমং রূপভূতং মহন্তেজঃ অরমেব পদ্মপাদো নৃসিংহো ভূত্বা
ভগ্নোগ্রাং গ্রহীহচেষ্ঠাং দদর্শ যতো মন্ত্রসিদ্ধঃ ॥ বিং ॥ ৩৮ ॥

স পদ্মপাদঃ প্রবুদ্ধরুট্‌প্রবুদ্ধরোষঃ ॥ উং ॥ ৩৯ ॥

বশীভূতচিত্ত পদ্মপাদ মনে মনে দর্শন করি-
লেন—একজন্ম কাপালিক ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া
গুরুকে বধ করিতে বাসনা করিয়াছে । গুরুর
হিতৈষী পদ্মপাদ তৎকালে সেই স্থানে বসিয়া
এবং তাহাকে দেখিয়া জলন্ত অনলসদৃশ ক্রুদ্ধ
হইয়া উঠিলেন । ৩৭ ।

অনন্তর মন্ত্রসিদ্ধ পদ্মপাদ আরক লোকের
পীড়া নাশক এবং প্রহ্লাদের অধীন, নরহরি জনা-
দনের সেই স্বরূপ তেজ অরণ করিয়া স্বয়ং নর-
সিংহ মূর্তি ধারণ করিলেন । পশ্চাৎ দৃশ্যেই
কাপালিকের ভয়ঙ্কর কার্য্য দর্শন করিলেন । ৩৮ ।

পদ্মপাদ তৎক্ষণাৎ আপনার স্বভাব পরিবর্তন
করিলেন—অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন—
মানবভাব বিস্মৃত হইলেন । পরে অতুল্য শক্তি

সটাক্ষটাক্ষোটিতমেঘসজ্জস্তীব্রাবত্রাসিতভূত-
সজ্জঃ । সংবেগসংমূচ্ছিতলোকসজ্জঃ কিমেত-
দিত্যাকুলদেবসজ্জঃ ॥ ৪০ ॥

ক্ষুভ্যৎসমুদ্রং সমুদ্ররৌদ্রং রটম্বিশাটং ক্ষুট-
দদ্রিকূটম্ । জলদিশাস্তং প্রচলকরাস্তং প্রভ্রশ্য-
দক্ষং দলদন্তরিক্ষম্ ॥ ৪১ ॥

সটানাং স্কন্ধরোমণাং ছটয়া সমূহেন স্ফোটিতো মেঘসজ্জো
যেন তীব্রশব্দেন ত্রাসিতো ভূতসজ্জো যেন সংবেগেন সং-
মূচ্ছিতো সংমোহিতো লোকসজ্জো যেন কিমেতদিত্যাকুলো
দেবসজ্জো যস্মাৎ সমুৎপপাতেতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৪০ ॥

ক্ষুভ্যৎসমুদ্রমিত্যাदि क्रियाविशेषणं क्षुभान् समुद्रো यस्याः
क्रियायां समुद्रं रौद्रमत्यन्तभयानकं रटस्तो निशाटा राक्ष-
साद्यो यस्यां जलस्तो दिशामन्ताः प्राप्ततागा यस्यां प्रचलन्
ভূমেরস্তো যস্তাং ভ্রশ্চস্তি অক্ষাণি জনানামিন্দিয়াণি যস্তাং দল-
দন্তরিক্ষং যস্তাং তথা জবাদভিক্রতোতি পরেণাদয়ঃ ॥ ৪১ ॥

পদ্মপাদ উগ্র নৃসিংহ মূর্তি ধরিয়া শীঘ্র উখিত
হইলেন । ৩৯ ।

কেসর সমূহ দ্বারা মেঘসকল দলিত করিলেন
—ভীষণশব্দে প্রাণিগণ ত্রস্ত হইল—তাহার বেগে
লোক সকল মূচ্ছিত হইল—“কি হইয়াছে”
বলিয়া দেবতাগণ আকুল হইতে লাগিল । ৪০ ।

তৎকালে সমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, রৌদ্ররস
প্রকাশ পাইল—ইত্যন্ততঃ রাক্ষস সকল সঙ্করণ
করিতে লাগিল—পর্বতশৃঙ্গ সকল চূর্ণ হইয়া প-
ড়িল—চারিদিক্ জলিয়া উঠিল—ভূমির অভ্যন্তর
কাঁপিতে লাগিল—জনগণের ইন্দ্রিয় সকল শি-
থিল হইল—আকাশ পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িল—
৪১ ।

জবাদভিক্রত্য শিতস্বরূপৈর্দৈত্যৈশ্চরস্তেব পুরা
নখাগ্রৈঃ । ক্ষিপত্রিশূলস্ত স তস্ত বক্ষো দদার বি-
ক্ষিপ্তস্তরারিপক্ষঃ ॥ ৪২ ॥

ততাদ্গভ্যাগ্রনখাযুধাগ্রো দংষ্ট্রাস্তরপ্রোতদু-
রীহদেহঃ । নিশ্চে তদানীং নৃহরির্বিদীর্ণদ্বাপট্টনা-
ট্টালিকমট্টহাসম্ ॥ ৪৩ ॥

আকর্ণয়ন্তঃ নিনদং বহির্গতানুপাগমন্মাকুল-

জবাদভিক্রত্য শিতস্বরূপৈঃ শিতস্বরূপঃ তীক্ষ্ণং বজ্রং তদ্বজ্রৈ
নখাগ্রৈঃ পুরা দৈত্যৈশ্চরস্ত হিরণ্যকশিপোরিব ক্ষিপত্রিশূলস্ত তস্ত
কাপালিকস্ত বক্ষঃ ক্ষিপ্তঃ স্তরারিপক্ষো যেন স নৃসিংহো দদার ॥
৪২ ॥

ততশ্চ ততাদ্গভ্যাগ্রনখাযুধানাং সিংহানাং অগ্রো দংষ্ট্রাস্তরে
প্রোতো দুরীহস্ত হৃশ্চেষ্টস্ত কাপালিকস্ত দেহো যেন স নৃহরিস্ত-
দানীং বিদীর্ণা দ্বাপট্টনানাং স্বর্গনগরাণাং অট্টালিকা যেন তথা
ভূতং অট্টহাসং বিস্তারিতবান্ ॥ ৪৩ ॥

বহির্গতাঃ সর্ষে বিনেষান্তঃ শব্দং আকর্ণয়ন্মাকুলচিত্তবৃত্তয়ঃ
সমীপমাগতবস্তঃ আগত্য, চাগ্রভো মৃতং ভৈরবসংজ্ঞং কাপালি-

পুরাকালে হিরণ্য কশিপূর বক্ষ যেরূপ বিদীর্ণ
হইয়াছিল, তদ্রূপ তিনি সবেগে তাহার নিকটে
গিয়া, অস্তুর চেষ্ঠা দূর করিয়া, তীক্ষ্ণ বজ্রের মতন
ভীষণ নখাগ্র দ্বারা, ত্রিশূল ধরিয়া গুরুবধোদ্যত
কাপালিকের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন । ৪২ ।

যাবতীয় নখাযুধ সিংহের অগ্রগণ্য নরসিংহ
তখন হৃশ্চেষ্ঠ কাপালিকের দেহ দস্তমধ্যে প্রো-
থিত করিয়া স্বর্গস্থিত নগর সকলের অট্টালিকা সকল
বিদীর্ণ করিয়া অট্টহাস্য বিস্তার করিলেন । ৪৩ ।

চিত্তবৃত্তয়ঃ । ব্যাকুলকর্ণন ভৈরবমগ্রতো মৃতং ততো
বিমুক্তঞ্চ গুরুং জ্বলোষিতম্ ॥ ৪৪ ॥

প্রহ্লাদবশ্চেভ্যঃ ভগবান্ কথং বা প্রসাদিতোহয়ং
নৃহরিস্তয়েতি । সম্বিস্ময়েঃ স্নিগ্ধজর্জরৈঃ স পৃষ্ঠঃ সন-
ন্দনঃ সম্বিতমিত্যাদীং ॥ ৪৫ ॥

পুরা কিলাহো বনকুখরাগ্রে পুণ্যং সমাপ্রিত্য কিমপ্য-

কং ততো ভৈরবাহিষ্কৃতঞ্চ স্তথেন স্থিতং গুরুং দৃষ্টবস্তঃ ॥ ৪৪ ॥

সনন্দনঃ পদ্মপাদঃ সম্বিতঃ যথাশ্রাং তথা ইতি বক্ষ্যমাণ-
মুক্তবান্ ॥ ৪৫ ॥

তদ্বচনমুদাহরতি । পূর্বং খলু অহো বলসংজ্ঞস্ত পর্বত-
শ্রাগ্রে পুণ্যং কিমপি বনং সমাপ্রিত্য ভক্তকবচশ্রমেনঃ নৃহরিং

যে সকল শিষ্য বাহিরে ছিল তাহারা ঐ শব্দ
শুনিতে পাইল । ব্যাকুল চিত্তে ক্রান্ত ঐ স্থানে
উপস্থিত হইল । আসিয়া দেখিল—সন্মুখে এক
জন কাপালিক মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং গুরু
দেব ভৈরব হইতে মুক্ত হইয়া স্তখে উপবেশন ক-
রিয়া রহিয়াছেন । ৪৪ ।

“ভগবান্ নরসিংহ প্রহ্লাদেরই বশীভূত ।
তবে কি করিয়া আপনি নরসিংহকে প্রসন্ন করি-
লেন ?” বিশ্বস্ত শিষ্যগণ বিস্মিতমনে যখন এই
কথার প্রশ্ন করিল, তখন পদ্মপাদ সহাস্য বদনে
বলিতে লাগিল । ৪৫ ।

পুরাকালে আমি বলনামক পর্বতের উপরে
কোন এক পুণ্য বন আশ্রয় করিয়া একমাত্র
ভক্তবৎসল ভগবান্ নরসিংহের আরাধনা করিয়া

রণ্যম্ । ভক্তৈকবশ্যং ভগবন্তুমেবং ধ্যায়ন্নেকান্
দিবসাননৈষম্ ॥ ৪৬ ॥

কিমর্থমেকো গিরিগহ্বরেহস্মিন্ বাচংযম ! ত্বং
বসসীতি শব্দং । কেনাপি পৃষ্ঠোহত্র কিরাতযুনা
প্রত্যুত্তরং প্রাগহমিত্যবোচম্ ॥ ৪৭ ॥

আকণ্ঠমত্যদুতমর্ত্যমূর্তিঃ কণ্ঠরবাত্মা পরতশ্চ
কশ্চিৎ । যুগো বনেহস্মিন্ যুগয়ো । বসন্ মে ভবত্য-
হো নাক্ষিপথে কদাপি ॥ ৪৮ ॥

ভগবন্তুং ধ্যায়ন্নেকান্ দিবসানহং নীতবান্ ॥ ৪৬ ॥

হে বাচংযম ! অস্মিন্ গিরিগহ্বরে কিমর্থমেককৃত্বং বসসীতি
কেনাপি কিরাতযুনা পুরা শব্দং পৃষ্ঠোহহমিতি বক্ষ্যমাণং প্রত্যু-
ত্তরমুক্তবান্ ॥ ৪৭ ॥

তদাহ । কণ্ঠপর্যাস্তমত্যদুভূতা নরমূর্তির্যাস্ত পরতশ্চ সিং-
হাত্মা কশ্চিৎ যুগোহস্মিন্ বনে বসন্, হে যুগয়ো ! ব্যাধ ! মমাক্ষি-
মার্গে কদাপি ন ভবতি । অহো অতি কষ্টম্ ॥ ৪৮ ॥

কিছু দিন অতিবাহিত করি । ৪৬ ।

“হে মুনিবর ! তুমি কি কারণে একাকী এই
গিরি গহ্বরে বাস করিতেছ ? কোন এক যুবক
ব্যাধ আসিয়া আমাকে বারম্বার এই কথা জিজ্ঞাসা
করাতে আমি বলিলাম । ৪৭ ।

হে ব্যাধ ! কণ্ঠ পর্যাস্ত অদুত মানব মূর্তি থা-
কিবে এবং পর ভাগ সিংহমূর্তি দ্বারা গঠিত হইবে,
এরূপ একটী কোন যুগ এত দিন আমি এই বনে
বাস করিয়াছি, তথাপি আমার নয়ন পথে পতিত
হইল না । ৪৮ ।

ইতীরয়তোবমপি ক্রণেন বনেচরোহয়ং প্রবিশন্
বনাস্তম্ ॥ নিবধ্য গাঢ়ং নৃহরিং লতাভিঃ পুণ্যৈর-
গণ্যৈঃ পুরতো স্তম্ভাশ্চ ॥ ৪৯ ॥

মহর্ষিভিস্ত্বং মনসাংপ্যাগম্যো বনেচরস্যেব কথং
বশেহভুঃ । ইত্যদুভূতাবিষ্টহৃদা ময়াহসৌ বিজ্ঞাপ্য-
মানো বিভূরিত্যবাদীৎ ॥ ৫০ ॥

একাগ্রচিত্তেন যথাহমুনাহং ধ্যাতস্তথা ধাতু-

ইত্যেবং ময়ি কথয়তোব সতি অয়ং বনেচরো বনমধ্যং
ক্রণমাজ্জগৎ প্রবিশন্ নৃহরিং লতাভির্গাঢ়ং নিবধ্য মে পুণ্যৈরগণ্য-
শ্রমাগ্রে স্থাপিতবান্ ॥ ৪৯ ॥

অদুতেনাশ্চর্যোণাবিষ্টং মনো যন্ত তথাভূতেন মনোতোবং
বিজ্ঞাপ্যমানোহসৌ বিভূর্নৃহরিরিতি বক্ষ্যমাণমুক্তবান্ ॥ ৫০ ॥

তদুদাহরতি । যথাহমুনা কিরাতযুনেকাগ্রচিত্তেনাহং ধ্যাত-

এই কথা বলিবার পর ঐ বনবাসী ব্যাধ
ক্রণকালের মধ্যে বনে প্রবেশ করিয়া লতা দ্বারা
দৃঢ়রূপে নরসিংহকে বাঁধিয়া অগণ্য পুণ্য প্রভাবে
আমার সম্মুখে স্থাপন করিল । ৪৯ ।

“মহর্ষিগণ আপনাকে মন দ্বারাও প্রাপ্ত হন
না, তবে আপনি কিরূপে বনেচরের বশীভূত হই-
লেন ?” আমি এইরূপে আশ্চর্য্যপূর্ণ হৃদয়ে তাঁ-
হাকে যখন নিবেদন করিলাম, তখন সর্ব্ব শক্তি-
মান্ বিভূ বলিতে লাগিলেন । ৫০ ।

“এই যুবক ব্যাধ যেরূপ একাগ্রচিত্তে আমার
ধ্যান করিয়াছিল, পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি দেবতাগণও
ওরূপ ধ্যান করেন নাই । অতএব তুমি ইহাকে

মুখে ন পূর্বেঃ । নোপালভেথাস্থমিতীরয়ন্ মে
কৃৎন্য প্রসাদং কৃতবাংস্তিরোধিম্ ॥ ৫১ ॥

আকর্ষ্য তাং পদ্মপদস্ত বাণীমানন্দমগ্নৈরথিলৈর-
ভাবি । জগর্জ চোচ্চৈর্জগদগুভাণ্ডং ভূম্না স্বধাম্না
দলয়ন্ নৃসিংহঃ ॥ ৫২ ॥

ততস্তদার্ভাটচলংসমাধিঃ স্বাস্থ্যপ্রবোধোন্ম-
থিতক্র্যপাধিঃ । উন্মীল্য নেত্রে বিকরালবক্ত্রং
ব্যলোকয়ন্ মানবপঞ্চবক্ত্রম্ ॥ ৫৩ ॥

স্তথা পূর্বেত্রাঙ্গাদিভিরপি ন ধ্যাতেহতত্বং নোপালভেথা ইতি
কথয়ন্ মে প্রসাদং কৃৎন্য তিরোধানং কৃতবান্ ইন্দ্রঃ ॥ ৫১ ॥

পদ্মপাদস্ত তাং বাণীং শ্রদ্ধাহথিলৈরানন্দমগ্নৈরভাবি সর্কেহ
প্যানন্দমগ্না অভুবন্, অনয়েন স্বতেজসা জগদগুভাণ্ডং দলয়ন্
নৃসিংহো জগর্জ চ ॥ উঃ ॥ ৫২ ॥

ততস্তত্ত গর্জনানন্তরং তস্তার্ভাটেন সাহস্কারনাদেন চলন্-
সমাদির্ষ্য স্বাস্থ্যসাক্ষাৎকারেণোন্মথিতাঃ কারণাদিভ্য উপা-
ধয়ো যস্ত স ত্রীশঙ্করো নেত্রে উন্মীল্য করালবক্ত্রং মানবপ-
ঞ্চাশ্রং নৃসিংহমবলোকয়ৎ ॥ ৫৩ ॥

তিরস্কার করিও না” এই কথা বলিয়া তিনি অন্ত-
র্দ্বান হইলেন । ৫১ ।

পদ্মপাদের ঐ কথা শুনিয়া সকলে আনন্দে
মগ্ন হইল । তৎকালে নরসিংহ অত্যাচ্ছ তেজের
সহিত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড বিদলিত করিয়া গর্জন করিতে
লাগিল । ৫২ ।

অনন্তর সতেজ ও অহঙ্কারপূর্ণ শব্দে সমাধি
ভঙ্গ হইল—আত্মসাক্ষাৎকার হওয়াতে কারণাদি
তিনটি উপাধি দলিত হইল—তখন শঙ্কর নেত্র-

চন্দ্রাংশুসোদর্য্যসটাজটালং তাত্তীয়নেত্রাজ-
কনম্লিটালম্ । সহোদ্যদুষ্কাংশুসহস্রভাসং বিধ্যণ্ড-
বিস্ফোটকৃদট্টহাসম্ ॥ ৫৪ ॥

নথাগ্রনির্ভিন্নকপালিবন্ধঃস্থলোচ্চলচ্ছোণিতপঙ্কি-
লাঙ্গম্ । ত্রীবৎসবৎসং গলবৈজয়ন্তীত্রীরত্নসংস্পর্কিত-
দাস্ত্রমালম্ ॥ ৫৫ ॥

তং বিশিনষ্টি, চন্দ্রকিরণসদৃশাভিঃ সটাজির্জটালং ব্যাণ্ডং
তৃতীয় নেত্রকমলেন কনৎ ক্ষুরম্লিটালং মস্তকং যস্ত সহোদ্যভাণ্ড-
স্বর্য্যসহস্রাণাং ইব ভাষ্য ব্রহ্মাণ্ডবিস্ফোটকরোহট্টহাসো যস্য
তম্ ॥ ৫৪ ॥

নথাগ্রৈণ নির্ভিন্নাং কপালিবন্ধঃস্থলাচ্চলচ্ছোণিতস্য পঙ্কেন
ব্যপ্তাশ্রঙ্গানি যস্য তং । ত্রীবৎসো নাম রোমাণামাবর্তন্তেন যুক্তং
দক্ষিণবক্ষো যস্য তং, বৎসঃ পুত্রাদিবর্ষয়োঃ, তর্গকেনোরসি
ক্লীব মিতি মেদিনী, গলে বৈজয়ন্ত্যা ত্রীরত্নেন কৌস্তভমণিনা চ
সংস্পর্কিনী তস্য কপালিন আভ্রাণাং মালা যস্য তং ॥ ৫৫ ॥

যুগল উন্মীলন করিয়া করালবদন এক নরসিংহ
মূর্ত্তি দর্শন করিলেন ॥ ৫৩ ॥

দেখিলেন—চন্দ্রকিরণ তুল্য খেতবর্ণ জটী
সমূহ দ্বারা ব্যাণ্ড—তৃতীয় নেত্র কমলদ্বারা মস্তক
ক্ষুরণ হইতেছে—এককালে সমুদিত সহস্র সূ-
র্য্যের মতন প্রভা—অট্টহাস্যে ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণ
হইতেছে—নথাগ্রভাগদ্বারা কাপালিকের বন্ধঃস্থল
বিদীর্ণ করাতে প্রবলবেগে তাহার রক্ত পঞ্চদ্বারা
অঙ্গ সকল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে—দক্ষিণ দিকের
বন্ধ গোলাকার রোম রাজিহারা বেষ্টিত—গল-
দেশে বৈজয়ন্তী এবং কৌস্তভমণির সমকক্ষ কাপা-

হ্রাস্তরত্রাসকর্যতিঘোরস্বাকারসারব্যথিতাণ্ড-
কোশম্ । দংষ্ট্রাকরালানননির্যদয়িত্বালানিসংলী-
চনভোহবকাশম্ ॥ ৫৬ ॥

স্বরোমকূপোদগতবিস্ফুলিঙ্গপ্রচারসন্দীপিতসর্ব-
লোকম্ । জন্তুবিভূজ্জ্বলিতশব্দদন্তসংস্তম্ভনারস্তকদ-
স্তপেষম্ ॥ ৫৭ ॥

দেবাস্তরত্রাসকর্যতিঘোরস্য স্বাকারস্য সারোণ বলেন
ব্যথিতোহণ্ডকোশো যেন দংষ্ট্রাভিঃ করালং মুখান্নির্গচ্ছদয়ি-
জ্বালানিভিঃ সংলীচঃ সমাসাদিতো নভোহবকাশো যেন
তম্ ॥ ৫৬ ॥

স্বরোমকূপেভ্য উদগতানাং বিস্ফুলিঙ্গানাং প্রচারেণ সন্দী-
পিতাঃ সর্বলোকা যেন জন্তুমস্তুরবিশেষং ঘেষীতি জন্তুবিভীষ্তঃ
উজ্জ্বলিত উরসিতঃ শব্দমুহাদেবস্তরোদন্তস্য স্বাপনকৈকতবস
য়ং সংস্তম্ভনং তস্যারস্তকো দস্তপেষো যস্য ॥ ৫৭ ॥

লীর অন্ত্র (অঁৎ) মালা বিরাজমান—দেবতা
ও অস্তুরগণের ত্রাস জনক স্বকীয় ভীষণ দেহের বল-
দ্বারা ত্রাসাণ্ড ব্যথিত হইতেছে—দন্তদ্বারা ভীষণ
মুখ হইতে বিনির্গত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল আকাশ
মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়াছে—স্বীয় রোমকূপ নির্গত
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রবাহে সকল প্রজ্বলিত হইয়াছে—
জন্তুস্বর নাশী ইন্দ্র এবং প্রদীপ্তমূর্তি মহাদেব এই
উভয়ের দন্তনাশক দস্তপেষণ করিতেছেন—“হে
মহাস্থান্ ! অসময়ে যেন প্রলয় উপস্থিত না হয়,
অতএব আপনি কোপ শমতা করুন” এই রূপে
ত্রাসাদি দেবতাগণ সভয়ে আদরের সহিত কৃতাজলি
পূর্বক স্তব করিতে করিতে—তাঁহাকে অনুনয় করি-
তেছে । ॥ ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । ৫৭ । ৫৮ ॥

মাভূদকালে প্রলয়ো মহাস্থান্ ! কোপং নিয়-
চ্ছেতি গৃগ্ধিরান্নাং । সমাধ্বসৈঃ প্রাজ্জলিভিঃ
সগাজকটৈর্বিবরাদিভিরর্থ্যমানম্ ॥ ৫৮ ॥

বিলোক্য বিদ্যুচ্চপলোগ্রজিহ্বাং যতিক্ষিতীশঃ
পুরতো নৃসিংহম্ । অভীতিরৈডিষ্ট তদোপকণ্ঠ-
স্থিতোহপি হর্ষাক্রপিনক্কণ্ঠঃ ॥ ৫৯ ॥

নরহরে ! হর কোপমনর্থদং তব রিপুর্নিহতো
ভুবি বর্ততে । কুপ্য কুপাং ময়ি দেব সনাতনীং জগ-
দিদং ভয়মেতি ভবদ্দশা ॥ ৬০ ॥

হে মহাস্থান্ ! অসময়ে প্রলয়ো মাভূৎ, অতঃ কোপং নিয়-
চ্ছেত্যেবং সমাধ্বসৈঃ সগাজকটৈঃ প্রাজ্জলিভিরাদরাং স্তবন্তিঃ
ত্রাসাদিভিঃ প্রার্থ্যমানম্ ॥ ৫৮ ॥

বিদ্যুৎবজ্রপলোগ্র জিহ্বামেবং ভূতং নৃহরিং পুরতো বিলোক্য
সদা সমীপং স্থিতোহপি ভীতিরহিতো হর্ষাক্রভিঃ পিনক্কঃ কণ্ঠো
যস্য স যতিরাজঃ শ্রীশঙ্করঃ স্তববান্ ॥ উপে০ ॥ ৫৯ ॥

হে নরহরে ! কোপমুপসংহর, যতোহনর্থদং যদর্থমাবিকৃতঃ
স তু তব শক্রনিহতঃ সন্ ভুবি বর্ততেহতো হে দেব ! সনাতনীং !
ময়ি কুপাং কুপ । বিষ্ণু তবংকোপদৃষ্ট্য সর্বমিদং জগদ্বয়মেতি
৬০

বিদ্যুতের মতন লোলরসনা ঐ নরসিংহ মূর্তি
সম্মুখে অবলোকন করিয়া তাঁহার নিকটে থাকিয়াও
ভয় সঞ্চার হইল না এবং আনন্দাশ্রু পতনে রুদ্ধ
কণ্ঠ হইয়া যতিরাজ শঙ্কর নরসিংহকে স্তব করিতে
লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

দেব ! আপনি আমাদের উপরে সনাতন কুপা
বিস্তার করুন । আপনার কোপ দেখিয়া এই চরা-
চর জগৎ ভীত হইয়াছে ॥ ৬০ ॥

তব বপুঃ কিল সত্বমুদাহৃতং তব হি কোপন-
মণ্ণপি নোচিতম্ । তদিহ শাস্তিমবাধু হি শৰ্ম্মণে
হরগুণং হরিরাত্ম্যসে কথম্ ॥ ৬১ ॥

সকলভীতিষু দৈবতম ! স্মরন্ সকলভীতিমপোহ
সুখী পুমান্ । ভবতি কিং প্রবদামি তবেক্ষণে
পরমচূর্ণভমেব তবেক্ষণম্ ॥ ৬২ ॥

কিঞ্চ তব বিষোঃ বপুঃ খলু সত্যং উদাহৃতং হি যতন্তব কো-
পনমণ্ণপি নোচিতং । তত্তস্মাদস্মিন্ কালে স্মরায় শাস্তিং প্রাপু
হি তবৈতন্নোচিতমিতি সাক্ষেপমাহ । রুদ্রগুণস্তমঃ সত্বগুণো
বিষ্ণুঃ ত্বং কথমাশ্রয়সে ॥ ৬১ ॥

এবং কোপশাস্তিং প্রার্থয়িত্বা ত্তৌতি, হে দৈবতম ! সকলভী-
তিষু স্মরন্ সন্ সৰ্ব্বমপোহ পুমান্ সুখী ভবতি । তব দর্শনে
সতি কিং প্রবদামি স যন্তবতি ন তদ্বক্তুং শক্যমিত্যর্থঃ তস্মাৎ
তব দর্শনং পরমচূর্ণভমেব ॥ ৬২ ॥

হে নরসিংহ ! আপনি কোপ সংহার করুন,
অনর্থক কোপে কোন প্রয়োজন নাই । যেকারণে
আপনার ক্রোধ হইয়াছিল, দেখুন—আপনার
সেই বিপক্ষ হত হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে ।

আপনি বিষ্ণু—আপনার শরীর সত্বগুণ বলিয়া
উদাহৃত হইয়া থাকে । সুতরাং অণুমাত্র আপনার
কোপ উচিত নহে । অতএব এক্ষণে স্মথের নিমিত্ত
শাস্তি অবলম্বন করুন । আপনি সত্বগুণাবলম্বী
হরি হইয়া তমোগুণাবলম্বী হরগুণ কেন অবলম্বন
করিতেছেন ? ॥ ৬১ ॥

হে দেবশ্রেষ্ঠ ! সকল প্রকার ভয় উপস্থিত
হইলে আপনাকে স্মরণ করিয়া সকল প্রকার ভয়
হইতে মুক্ত হইয়া পুরুষে সুখী হইয়া থাকে ।
আপনার দর্শনে যে কি হয় তাহা আপনার সম্মুখে

স্মৃতবতস্তব পাদসরোরুহং স্মৃতবতঃ পুরুষস্য
বিমুক্ততা । তব করাভিহতোহস্মত ভৈরবো ন হি স
এষ পুনর্ভবমেষ্যতি ॥ ৬৭ ॥

দিতিজসূক্ষ্মমুং ব্যসনাদ্ধিতং সৰ্ব্বদরক্ষদুদার-
গুণো ভবান্ । সকলগত্বমুদীরিতমক্ষুটং প্রকট-
মেব বিধিৎসুরভূৎ পুরা ॥ ৬৪ ॥

অথ কাপালিকস্য বিমোক্ষায় বাজেনাহ । তব পাদকমলং
স্মৃতবতো স্মৃতবতঃ পুরুষস্য বিমুক্ততা ভবতি । অয়ন্ত ভৈরব-
স্তবকরণাভিহতঃ সন্নসৃত অতঃ সৈষ পুনঃ সংসৃতিং ন প্রাপ্য-
তীত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

ভক্তরক্ষণং তদ্বচনপালনঞ্চ তব স্বভাব এবোতাহ । দিতি-
জস্য হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রং প্রহ্লাদং অমুমদারগুণো ভবান্
সৰ্ব্বদরক্ষৎ । কাশাবিতি পিত্রা পৃষ্টেন তেনোদীরিতং সৰ্ব্বত্রৈবা-
স্তীতি সৰ্ব্বগত্বমক্ষুটং প্রকটমেব বিধাতুমিচ্ছুঃ পুরা অগ্রে ভ-
বান্ প্রাহুরভূৎ ॥ ৬৪ ॥

আর কি বলিব । আপনার দর্শন জগতে একান্ত
চূর্ণভ ॥ ৬২ ॥

যে পুরুষ আপনাকে স্মরণ করিয়া মরিয়া যায়
সেই পুরুষের অব্যর্থ মুক্তি । কিন্তু এই ভৈরব
যখন আপনার হস্তে মরিয়া গিয়াছেন, তখন কথ-
নই আর এই ভবে আসিতে হইবে না ॥ ৬৩ ॥

হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ যখন বিপদে
পতিত হয় তখন আপনি তাহাকে উদারগুণে
প্রথমে একবার রক্ষা করেন । পরে তাহার পিতা
যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করে “সে কোথায় ?”
তখন পুত্র বলিল তিনি সর্বত্র বিরাজমান । পূর্বের

সৃজসি বিশ্বমিদং রজসাবৃতঃ স্থিতিবিধৌ শ্রিত-
সত্ত্ব উদায়ুধঃ । অবসি তক্ষরণে তমসাবৃতো হরসি
দেব ! তদা হরসংজ্ঞিতঃ ॥ ৬৫ ॥

তব জননির্গুণান্তব তত্ত্বতো জগদনুগ্রহণায় ভ-
বাদিকম্ । তব পদং ঋগু বাহ্মনসাত্তিগং শ্রুতিব-
চশ্চকিতং তব বোধকম্ ॥ ৬৬ ॥

ত্বমেব ব্রহ্মাদিরূপেণ সৃষ্টাদিকং করৌবীত্যাহ । রজসা-
বৃত্তো বিশ্বঃ সৃজসি স্থিতিবিধৌ স্বীকৃতসত্ত্বঃ উদাতায়ুধঃ পাল-
য়সি তত্ত্ব হরণসময়ে হে দেব ! তমসাবৃতস্তদা হরসংজ্ঞিতো
হরসি ॥ ৬৫ ॥

বস্তুতত্ত্ব অজ্ঞাত জন্ম নির্গুণস্ত গুণাশ্চ নৈব সন্তি তর্হি জন্মা-
দিকং কিমর্থমিত্যাত আহ । তব জন্মাদিকং জগদনুগ্রহণায়
বস্তুস্তব পদং বাহ্মনসাত্তিগং যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা
সহেত্যাদি শ্রুতেঃ । তর্হি তত্বোপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি,
কণং শ্রুতিগম্যতেতি চেত্তদ্রাহ । শ্রুতিবচশ্চকিতং সত্ত্বব
বোধকং অস্থূলমনবিত্যেবং নিষেধমুখেন লক্ষণাবৃত্ত্যা চ বোধ-
য়তি নতু লাক্ষাদিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

আপনার সর্বব্যাপিনী শক্তি অপ্রকাশ্য ছিল, পরে
প্রকাশিত হইতে ইচ্ছা করিয়া আপনি তাহার
সম্মুখে প্রাত্তভূত হন ॥ ৬৪ ॥

দেব ! আপনি রজোগুণে জগৎ সৃষ্টি করেন—
সত্ত্বগুণে অস্ত্রশস্ত্র ধরিয়া বিশ্ব পালন করেন—ঐ
জগৎসংহারকালে তমোগুণে হরনাম ধারণ
পূর্বক জগৎধ্বংস করেন ॥ ৬৫ ॥

বস্তুতঃ আপনার জন্ম ও নাই—গুণও নাই—

নরহরে ! তব নামপরিশ্রবাৎ প্রমথগুহকচুর্ক-
পিশাচকাঃ । অপসরস্তি বিভোহম্বরনায়কা ন হি
পুরঃস্থিতয়ে প্রভবন্ত্যপি ॥ ৬৭ ॥

যদ্যপি নামরূপাদিবিভিনির্মুক্তঃ তথাপি হে নরহরে ! তব-
নামপরিশ্রবাৎ প্রমথাদয়োহপসরস্তি দূরতরং গচ্ছন্তি । হে
বিভো ! দৈত্যনায়কাস্ত পুরঃস্থিতয়েহপি সমর্থ্য ন ভবন্তি ॥ ৬৭ ॥

কারণ, আপনি অজ এবং নির্গুণ । কেবল জগতে
অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আপনার জন্মাদি
কল্পিত হইয়া থাকে । বেদে আছে—“যাহাকে
না পাইয়া মনের সহিত যে স্থান হইতে বাক্য
সকল নিবৃত্ত হয়” সূতরাং আপনার কিরূপ পদ
তাহা বাক্য মনের অতীত । তবে যে বেদের
কোন স্থানে আছে “ত্বং হ্রৌপ নিষদং পৃচ্ছামি”
সেই উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে জিজ্ঞাসা
করি । ইহা কেবল চকিতভাবে বেদবাক্য আপ-
নাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে । কারণ, “অস্থূল-
মনগু” স্থূল নহে—সূক্ষ্ম নহে—ইত্যাদি নিষেধ
প্রকাশমান থাকাতে লক্ষণাদ্বারা সত্ত্ববেদে বচন-
দ্বারা আপনার প্রতীত হয় । ৬৬ ।

হে নরসিংহ ! যদ্যপি আপনার নাম কি

* লক্ষ্যার্থ ও বাচ্যার্থ বোধক নিয়ম । যেরূপ “গঙ্গায়াং
ঘোষঃ প্রতি বসতি” এইস্থলে গঙ্গা শব্দের অর্থ জল প্রবাহ
তাহাতে বাস করা অসম্ভব, সূতরাং তীরপদে লক্ষণা ! অর্থাৎ
গঙ্গাতীরে বাস করিতেছে ।

ত্বমেব সর্গাস্থিতিহেতুরস্ত ত্বমেব নেতা নৃহরেহ-
খিলস্ত । ত্বামেব চিন্ত্যো হৃদয়েহনবদ্যো ত্বামেব চিন্-
মাত্রমহং প্রপদ্যে ॥ ৬৮ ॥

হতো বরাকো হি রুধং নিযচ্ছ বিশ্বস্য ভূমন্মভয়ং
প্রযচ্ছ । এতে হি দেবাঃ শমমর্থয়ন্তে নিরীক্ষ্য ভীতাঃ
প্রতিধেদয়ন্তে ॥ ৬৯ ॥

তথা চ যতঃ সর্গাদিহেতুং নিয়ন্তাদিশ্চ ত্বমেবাত্বামেব চিন্-
মাত্রমহং প্রপদ্যে ইত্যাহ ত্বমেবেতি ॥ উ० ॥ ৬৮ ॥

এবং স্তম্ভা রোষণস্তিঃপুনঃ প্রার্থয়তে । হি যন্তাদয়ং বরাকো
হতোহতঃ কোপং নিযচ্ছ হে ভূমন্ ! তেন চ বিশ্বস্তাভয়ং প্রযচ্ছ
হি যন্তাদেতে দেবাঃ শমং প্রার্থয়ন্তে নিরীক্ষ্য ভীতাঃ প্রতিধেদং
প্রাপ্নবন্তি ৬৯

রূপ নাই, তথাপি আপনার নাম মাত্র শ্রবণে
শিবপারিষদ, প্রমথ, কুবের অনুচর গুহ্যক এবং
ভূক্ট পিশাচ সকল দূরে পলায়ন করে । হে বিতো !
এই কারণে অস্ত্ররপতি সকল আপনার সম্মুখে
অবস্থান করিতেও সক্ষম নহে । ৬৭ ।

নৃসিংহ ! আপনি একমাত্র অখিল ব্রহ্মাণ্ডের
সৃষ্টি স্থিতিকারণ এবং অখিল জগতের আপনিই
শাসন কর্তা । আপনি যোগিগণের প্রশস্ত হৃদয়ে
সর্বদা বিরাজমান । আপনি চিন্ময় অতএব
আমি আপনাকে ভজনা করি । ৬৮ ।

পামর কাপালিক হত হইয়াছে—এক্ষণে
আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন । হে বিশ্বময় !
আপনি জগতের অভয় প্রদান করুন । এই সকল
দেবতা আপনার কোপ শাস্তি প্রার্থনা করিতেছেন

দ্রষ্টুং ন শক্যাহিতবানুকম্পা হীনৈর্জনৈর্নিহুত-
কোটিশম্পাম্ । মূর্তিঃ তদাভ্রমুপসংহরেমাং পাহি
ত্রিলোকীং সমতীতসীমাম্ ॥ ৭০ ॥

কল্লাস্তোজ্জ্বলমাণপ্রমথপরিবৃত্তপ্রৌঢ়লালাট-
বহ্নিজ্বালালীচত্রিলোকীজনিতচটচটানধিকারধু-
র্য্যঃ । মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডদরকুহরমনৈকাস্ত্যদুহ্মা-

কিঞ্চ হি যন্তাং তবানুকম্পা হীনৈর্জনৈর্দ্রষ্টুং ন শক্যাতত্ত-
শ্বাক্ষে আশ্রয়মাং তিরস্কৃতকোটিবিহ্যন্তং মূর্তিমুপসংহর তে তব
ভয়াং সমতিক্রান্তসীমাং ত্রিলোকীং পাহি ॥ ৭০ ॥

অথেনানীঃ ত্রীনৃসিংহাট্টহাসং বর্ণয়ং স্তম্ভাদ্ভ্রিতশমং প্রার্থ-
য়তি, কল্লাস্ত উজ্জ্বলমাণস্ত প্রমথপরিবৃত্তস্ত প্রৌঢ়ো যো ললাট
বহ্নিস্তস্ত জ্বালালীচায়াম্ ত্রিলোক্যাম্ জনিতস্ত চটচটশ-
ব্দস্ত ধিকারে ধুর্য্যঃ পুনশ্চ মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডদরকুহরং ব্রহ্মাণ্ডানুক-
পাত্রজঠরচ্ছিন্নমধ্যে যো অনৈকাস্ত্যেনাব্যভিচারেণ দুহ্মা দুর্ব্বটা
একরূপেণ স্থিতির্থন্তাঃ অনেকরূপাং জন্মমরণাদিলক্ষণাবস্থাং
প্রতি স্ত্যানস্ত্যানো ঘনানলঘনো বহ্নিমূর্তিঃ স্ত্যানং স্নিগ্ধে রূপি

—আপনার কোপদৃষ্টি অবলোকন করিয়া দেবতা-
গণ ভীত ও খেদান্বিত হইয়াছেন । ৬৯ ।

যাহাদের উপরে আপনার অনুকম্পা নাই
তাহারা আপনার মূর্তি দেখিতে পায় না । হে
পরাত্মন ! আপনার যে মূর্তি কোটি কোটি বিহ্য-
তকে ও তিরস্কার করিতে পারে এক্ষণে সে মূর্তি
শীঘ্র পরিবর্তন করুন । আপনার ভয়ে এই ত্রৈ-
লোক্য সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, এক্ষণে আপনি এই
ত্রিজগৎ রক্ষা করুন । ৭০ ।

প্রলয় কালে প্রদীপ্ত প্রমথ পতি রুদ্র দেবের

মবস্তাং স্ত্যানস্ত্যানো মমাং দলয়তু ছুরিতং ত্রী-
নৃসিংহাট্‌হাসঃ ॥ ৭১ ॥

মধ্যে ব্যানদ্ধবাতঙ্কয়গুণবলনাধানমস্থানভূত-
নৃমহেনোংকোভিক্ষোদধিলহরিমিথঃ ফালনাচার-
ঘোরঃ । কল্লাস্তোমিদ্ভরোচ্চতরডমরুপকধান-
বদ্ধাভ্যসূয়ো ঘোষোহয়ং কর্ণঘোরঃ ক্ষপয়তু নৃহরে-
রংহসাং সংহতিং নঃ ॥ ৭২ ॥

চ ধ্বনলালস্তায়োরপীতি মেদিনী, এবমুতোহয়ং ত্রীনৃসিংহাট্‌-
হাসো মম ছুরিতং দলয়তু অর্থরা ॥ ৭১ ॥

কিঞ্চ মধ্যে ব্যানদ্ধস্ত সম্যগ্‌বদ্ধস্য বাতঙ্কয়ো বায়ুপো বাসুকি-
সংক্রঃ সর্পঃ তল্লক্ষণস্ত গুণস্ত বলনস্তাবেষ্টনস্যাধানং স্থাপনং যত্র স
চাসো মস্তনাদ্রিম্বন্দরাচলন্তেন যো মস্তো মস্তনং তেন কোভিতঃ
ক্ষীরসমুদস্ত লহরীগাং যো মিথঃ ফালনাচারস্তাড়নাচারস্তদ্বৎ
ঘোরস্তস্তাৎ ঘোর ইতি বা । ঐতচ্চ কল্লাস্ত উমিদ্ভস্ত কুদ্রস্তোচ্চঃ
ডমরুপকধেন বদ্ধাভ্যস্য যেন তথাভূতোহয়ং কর্ণঘোরো
নৃহরেঘোষোনাংহংসাং পাপানাং সমুদায়ং ক্ষপয়তু ॥ ৭২ ॥

ললাটবহ্নির ক্ষুলিঙ্গ দ্বারা জাজ্বল্যমান ত্রৌলেকো
যে চট্‌ চট্‌ শব্দ জন্মিয়াছে আপনার অট্টহাস্য
সেই শব্দকে ও ধিক্কার দিতে সক্ষম । ত্রক্ষাও রূপ
একটি পাত্রে উদরস্থ ছিদ্দের মধ্যে সর্বদাই এক
রূপে জন্ম মরণাদি যে সকল অনন্ত অবস্থা আছে,
সেই সকল অবস্থা বিনাশ করিতে আপনার অট্ট-
হাস্য অনলমূর্ত্তি । অতএব নরসিংহের এরূপ
অট্টহাস্য আমার ছুরিত দলন করুক । ৭১ ।

যে মন্দর পর্বতের মধ্যস্থলে বায়ুভোজী বা-
সুকি সর্প রূপ রজ্জু বেট্টনাকারে যাহাতে দ্বাপিত
হইয়াছে, ঐ মন্দর শৈল মস্থন করাতে যে ক্ষীর

ক্ষুন্দানো মংক্ষু কল্লাবধিসময়সমুজ্জ্বলদন্তোদগুশ্ফ-
ক্ষুর্জদন্তোলিসজ্জক্ষু রুদ্ররুটিতাখর্বগর্বপ্ররোহা-
নৃ । ক্রীড়াক্রোড়েস্ত্রঘোণাসরভসবিসরদঘোর-
ঘূর্ঘোরবক্রীগন্তীরস্তেহট্টহাসো হরহর ! নৃহরে রংহ-
সাংহাংসি হস্তাৎ ॥ ৭৩ ॥

কিঞ্চ কল্লাস্তসময়ে সমুজ্জ্বলতাং অস্তোদানাং গুশ্ফে সমুহে
ক্ষুর্জতামশনীতাং ক্ষুবন্ত্যা পুরুরটিতায় বৃহদগজনায়া অনলান্
মংক্ষু ক্ষুন্দান আণ্ড চূর্ণীকুর্কাণঃ পুনশ্চ ক্রীড়ামৈ যো বরাহেস্ত-
স্তস্য নাসায়াঃ সরভসং সবেগং বিসরন্ মো ঘোরো ঘূর্ঘোলক্ষণঃ
শব্দস্তস্য ত্রিবিধ ত্রীর্ষস্য স গন্তীরঃ তে নৃহরেরট্টহাসো হে হর
হরেতি সত্তমে বীপ্সা বেগেন নঃ পাপানি হস্তাৎ ॥ ৭৩ ॥

সমুদ্র ক্ষুব্দ হইয়াছিল, তাহার তরঙ্গমালার পর-
স্পন্ন তাড়না তুল্য ভয়ঙ্কর—প্রলয়কালে জাগরিত
রুদ্রের উচ্চ ডমরু শব্দে যাহার অসূয়া বৃদ্ধি
পাইয়াছে—নরসিংহের এরূপ কর্ণ কঠোর অট্ট-
হাস্যের শব্দ আমাদিগের পাপরাশি বিদলিত
করুক । ৭২ ।

আপনার অট্টহাস প্রলয়কালে প্রকাশমান
জলদাবলীর দেহে যে সকল বজ্রের বৃহৎ গর্জন
হইয়া থাকে, তাহাদের বহুল গর্ব অক্ষুর সকল
আশু চূর্ণ করিতে পারে । ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত
বরাহ গতির নাসিকা হইতে সবেগে যে ঘূঘুর
শব্দ বিস্তৃত হয়, তাহার মতন আপনার অট্ট-
হাস্যের শব্দ । অতএব আপনার গন্তীর ঐ অট্ট-
হাস্য সবেগে আমাদের পাপ সকল দলন করুক ।
৭৩ ।

এবং বিশিষ্টনুতিভিন্‌হরৌ প্রশান্তে স্বং ভাব-
মেত্য মুনিরেষ বভূব শাস্তঃ । স্বপ্নানুভূতিমিব শাস্ত-
মনাঃ স্বমেনমাত্মানমাত্মগুরবে প্রণতিঞ্চকার ॥ ৭৪ ॥

চারিত্র্যমেতৎ প্রযতস্ত্রিসঙ্খ্যং তন্ত্র্যাপঠেদ্যঃ
শৃণুয়াদবক্ষ্যম্ । তীর্থাহপমৃত্যুং প্রতিপদ্য ভক্তিং
স ভুক্তভোগঃ সমুপেতি মুক্তিম্ ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তদ্রথৈভেরবনির্জয়ঃ ।

সংক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গ একাদশোহভবৎ ॥ ১১ ॥

এবং বিশিষ্টনুতিভিন্‌হরৌ প্রশান্তে সতি এষ মুনিঃ পদ্ম-
পাদঃ স্বস্তাবমেত্য শাস্তো বভূব ততশ্চ শাস্তমনাঃ স্বপ্নানুভূতি-
মিবেনং স্বাত্মানং স্বগুরবে প্রকর্ষণে নতিঞ্চকার ॥ ৭০ ॥ ৭৪ ॥

উক্তচারিত্র্যাপঠনাদেঃ ফলমাহ । চারিত্র্যমিতি, প্রযতঃ
সাবধানঃ অবক্ষ্যামনিফলম্ ॥ উ० ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবালগোপালতীর্থ-

শ্রীপূজাপাদশিষ্য দত্তবংশাবতংস রামকুমার-

সুসুধনপতিকৃতে শ্রীশঙ্করাচার্য্য-

বিজয়ডিঙিমে একাদশঃ

সর্গঃ ॥ ১১ ॥

এইরূপে স্তবদ্বারা নরসিংহ শাস্ত হইলে ঐ
মুনি পদ্মপাদ স্বকীয় পূর্বভাব অবলম্বন করিয়া
শান্ত হইলেন । অনন্তর শান্ত মনে স্বপ্ন-অনু-
ভবের মতন স্বীয় আত্মা জানিতে পারিয়া স্বকীয়
গুরুর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন । ৭৪ ।

যে ব্যক্তি সংযত মনে ত্রিসঙ্খ্যা ভক্তি পূর্বক
এই চরিত্র পাঠকরে এবং ঐ সকল চরিত্র যে
ব্যক্তি শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি অপমৃত্যু হইতে
উদ্ধীর্ণ হইয়া ভক্তি সহকারে ঐহিক ভোগের
অবসানে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে । ৭৫ ।

ইতি একাদশ অধ্যায় ॥

অথ দ্বাদশঃ সর্গঃ ।

অধৈকদাসৌ যতিসার্বভৌমস্তীর্থানি সর্বাণি
চরন্ সতীর্থৈঃ । ঘোরাং কলের্গোপিতধর্ম্মমা-
গাদ্ গোকর্ণমভ্যর্গচলার্ণবৌষম্ ॥ ১ ॥

বিরিক্খিনান্তোরুহনাভবন্দ্যং প্রপঞ্চনাট্যা-

অথ হস্তামলকাদিপ্রসঙ্গঃ সপরিকরং বর্ণয়িতুমারভতে ।
অথানন্তরমেকস্মিন্ কালে যতিচক্রবর্তী শ্রীশঙ্করঃ শিষ্যৈঃ সহ
সর্বাণি তীর্থানি চরন্ ঘোরাং কলের্গোপিতো রক্ষিতো ধর্ম্মো
যেন তং অভ্যর্গঃ অবিদূরঃ চলঃ সমুদ্রস্তোষো রয়ো যন্ত তং
গোকর্ণমাগাং অভেচ্চাদিদূর ইত্যেনেনাদর্শিত্যাহ ইণ্ণিবেধে
॥ উ० ॥ ১ ॥

গয়া চ প্রণমন্ মহেশং ভূষ্টাব কথংভূতমিতি তত্রাহ ।
বিরিক্খিনা ব্রাহ্মণা বিরিক্খোহথ বিরিক্খিচ্চ ব্রহ্মণ্যপি বিরিক্খিন
ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ । কমলনাভেন বিষ্ণুনা চ বন্দ্যঃ যতঃ প্রপঞ্চ

এই অধ্যায়ে সবিস্তরে হস্তামলকাদির প্রসঙ্গ
বর্ণিত হইবে, তন্নিমিত্ত তাহার উপক্রম হইতেছে ।
অনন্তর কোন সময়ে যতি সত্ৰাট্ শঙ্কর শিষ্যগণ
সমভিব্যাহারে সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া—ঘোর
কলিকাল হইতে যে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে—যাহার
অনতিদূরে সমুদ্রের চঞ্চল জল প্রবাহ প্রবাহিত
হইতেছে—সেই গোকর্ণে গমন করিলেন । ১ ।

গমন করিয়া প্রণাম পূর্বক মহাদেবের স্তব ক-
রিতে লাগিলেন । ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু আপনাকে

ভূতসূত্রধারম্ । তুষ্ঠাব বামার্দ্ধবধূটিমন্তুতুষ্ঠাবলেপঃ
প্রণমন মহেশম্ ॥ ২ ॥

বপুঃ স্মরামি কচন স্মরারেবলাহকাঈতবদাব-
দশি । সৌদামিনীসাধিতসংপ্রদায়সমর্থনাদে-
শিকমন্ততশ্চ ॥ ৩ ॥

লক্ষণম্ নাটাস্তাদ্ভূতসূত্রধারঃ কটস্তাস্ত সতি তৎকর্তৃত্বেনা-
শ্চর্য্যরূপং নাটকাচার্য্যঃ যতো মায়াসচিবমিত্যাহ । বামার্দ্ধে
বধটি বর্ধগন্ত তং তথাপ্যাস্তো তুষ্ঠানাং কামকোথাদীনাং লেপো
বন্দ্যম্ ॥ ২ ॥

কামারেবপুঃ স্মরামি কচন দক্ষিণভাগে বলাহকেন মেঘে-
নাদৈবতস্তাভেদস্তবদাবদা বাদিনী শ্রীগম্বিন্ অততো বামভাগতশ্চ
বিদ্যতা সাধিতস্ত মেঘাবিনাভাবাদিরূপস্ত সংপ্রদায়স্ত সমর্থ-
নায়াং দেশিকং গুরুম্ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বদা বন্দনা করিয়া থাকেন—আপনি এই প্রপঞ্চ
জগৎরূপ নাটকের অদ্বুত সূত্রধার । ফলতঃ আ-
পনি নিত্য হইয়াও কর্তৃত্ব বশতঃ আশ্চর্য্য জনক
নাটকের আচার্য্য অর্থাৎ মায়াপূর্ণ । সুতরাং
আপনার প্রভাবে কাম ক্রোধাদি দুষ্ক রিপুগণের
অহঙ্কার আশু দমিত হইয়া থাকে । ২ ।

আপনি কামশত্রু, আপনার দক্ষিণ ভাগের অঙ্গ
মেঘদ্বারা অদ্বৈত-মত-প্রকাশিকা শোভা বিস্তার
করিতেছে । বামভাগের অঙ্গ সৌদামিনী দ্বারা
যে সম্প্রদায় (মেঘবৃত্ত) সাধিত হয়, তাহা সম-
র্থন করিতে গুরুর মতন সক্ষম । সুতরাং আমি
আপনার এরূপ অলৌকিক মূর্ত্তি ধ্যানকরি । ৩ ।

দামাঙ্গসীমাকুরদংশুতৃণা চঞ্চনমৃগাঞ্চভরদক্ষ-
পাণি । সব্যাগ্নশোভাকলমাগ্রভক্ষসাকাজ্জকীরান্ধ-
করং মহোহস্মি ॥ ৪ ॥

মহীধ্রুকণ্ঠাগলসঙ্গতোহপি মাস্তল্যতন্তুঃ কিল
হালহালম্ । যৎকণ্ঠদেশে কৃতকুণ্ঠশক্তিমৈক্যা-
নুভাবাদয়মস্মি ভূমা ॥ ৫ ॥

কিঞ্চ বামাস্তলক্ষণে সীমি ক্ষেত্রে সীমাঘটিস্থিতিক্ষেত্রেবধ-
কোশেহপি চ স্তিয়ামিতি মেদিনী । অঙ্গুরস্তাং রোহস্তাং
কিরণলক্ষণায়াং তৃণায়াং ত্বনসমূহে চঞ্চনমৃগেণ ক্ষুরভরো
দক্ষিণহস্তো যস্ত তৎতথা সব্যাগ্নস্ত দক্ষিণভাগস্ত শোভৈব
কলমঃ সস্তং কলমঃ পুংসি লেখন্তাং শালো পাটলরেহপি চেতি
মেদিনী । তস্তাগস্ত ভক্ষণে সাকাজ্জঃ কীরঃ শুকোহজকরে
বামহস্তে যস্ত তন্মহোহস্মি । তত্র শিবকরে মৃগঃ পার্বতী-
হস্তে শুক ইতি বোধ্যম্ ॥ ৪ ॥

কিঞ্চ দরধরস্ত চিমাচলস্ত কণ্ঠায়া গলেন সংলগ্নোহপি
মাস্তল্যতন্তুঃ সোভাভ্যস্তং যস্ত কণ্ঠদেশে হালহালং কুণ্ঠশক্তি-
মকৃত সোহয়ং ভূমা ঐক্যানুভবাদহমেবাস্মি ॥ ৫ ॥

আপনার বাম অঙ্গ একটী ক্ষেত্রবরূপ । তা-
হাতে যে সকল কিরণরূপ তৃণরাজি অঙ্গুরিত হই-
য়াছে, তাহা ভক্ষণ করিতে একটী একটী মৃগ ইতঃ-
স্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকে । ঐ অপূর্ব্ব মৃগ
দ্বারা আপনার দক্ষিণ হস্ত নিয়ত সুরঞ্জিত ।
আপনার দক্ষিণভাগের শোভা একটী শস্য—ঐ
শস্যের অগ্রভাগ থাইতে একটী শুকপক্ষী আকা-
ঙ্ক্ষিত মনে আপনার বামহস্তের শোভা সম্পাদন
করিয়া থাকে । আমি আপনার এরূপ তেজ-
যেন হইতে পারি । অর্থাৎ শিবকরে মৃগ এবং
পার্বতীর হস্তে শুক আছে ॥ ৪ ॥

গুণত্রয়াতীতবিভাব্যমিথং গোকর্ণনাথং বসচাহ
চয়িত্বা । তিস্রঃ স রাত্রীঃ ত্রিজগৎপবিত্রে ক্ষেত্রে
মুদৈষ ক্ষিপতিস্ম কালম্ ॥ ৬ ॥

বৈকুণ্ঠকৈলাসবিবর্তভূতং হরম্নতাং হরিশঙ্করা-
খ্যম্ । দিব্যস্থলং দেশিকসার্বভৌমঃ তীর্থপ্রবাসী
ন চিরাদযাসীৎ ॥ ৭ ॥

ভ্রমাপনোদায় ভিদাবদানামদ্বৈতমুদ্রামিহ দর্শ-
য়ন্তৌ । আরাধ্য দেবৌ হরিশঙ্করৌ স দ্ব্যর্থ্যভিরিত্য-
র্চয়তিস্ম বাগ্ভিঃ ॥ ৮ ॥

বন্দ্যং মহাসোমকলাবিলাসং গামাদরেণাকলয়-
ম্নাদিম্ । মৈনং মহঃ কিঞ্চন দিব্যমঙ্গীকূর্বন বি-
ভূষ্মে কুশলানি কুর্যাৎ ॥ ৯ ॥

গুণাতীতৈর্বিভাব্যং বিভাবনীযং গোকর্ণনাথমিথং বচ-
সার্চয়িত্বা তিস্রঃ রাত্রীঃ ত্রিজগৎপবিত্রে ক্ষেত্রে সৈষ মুদা কালং
ক্ষিপতিস্ম ॥ ৬ ॥

ততশ্চ বৈকুণ্ঠকৈলাসয়োর্বিবর্তভূতং স্বাতিরিক্তাকারেণ
বর্জনং বিবর্তস্তরুণং তয়ো রূপান্তরং নতাং হরং হরিশঙ্করাখ্যং
দিব্যং স্থলং তীর্থপ্রবাসী দেশিকসার্বভৌমঃ শীঘ্রমেবাগাৎ ॥ ৭ ॥

হিমালয়ের কন্ঠার গলদ্বারা সংলগ্ন হইয়াও
সৌভাগ্যসূত্র যাহার কণ্ঠদেশে বিষকে কুণ্ঠিতশক্তি
করিয়াছে, উভয়ের ঐক্য অনুভব করাতে আমিই
সেই সর্বময় হইতেছি । ৫ ।

যাহারা গুণাতীত—তাহারাই আপনাকে ভা-
বিত্তে পারেন। এইরূপে শুভবাক্যে গোকর্ণ-
নাথের অর্চনা করিয়া ত্রিজগতের পবিত্রতাকারক
ঐ পুণ্যক্ষেত্রে তিন রাত্রি আনন্দে অতিবাহিত
করিলেন ॥ ৬ ।

তীর্থবাসী আচার্য্যগণের সত্ৰাট্ শঙ্কর বৈকুণ্ঠ
এবং কৈলাসের রূপান্তর মাত্র এবং প্রণতজনের
পাপনাশী হরিশঙ্কর নামক স্বর্গীয় স্থলে শীঘ্র গমন
করিলেন । ৭ ।

ভেদবাদিনাং ভ্রমাপনোদায়াম্মিন্ লোকে অদ্বৈতমুদ্রাং দর্শ-
য়ন্তৌ হরিশঙ্করৌ দেবাবারাধ্য স ত্রীশঙ্কর ইতি বক্ষ্যমাণপ্রকারে-
ণ দ্ব্যর্থ্যভিঃ বাগ্ভিরর্চয়তিস্ম ॥ ৮ ॥

তা এবোদাহরতি । বন্দ্যং সপ্তর্যাদিতির্কন্দনীয়ং মহতঃ
সোমস্য প্রলয়াঙ্কিনীরস্য কলাভিরংশঃ কলায়াং মূলে বা বি-
লাসঃ ক্রীড়া যস্য সোমঃ কুবেরে পিতৃদেবতায়াং বস্তুপ্রভেদে চ
সুধাকরে চ । দিব্যৌষধীশ্রামলতাসমীরকপূর্ণনীরেব চ বানরে
চেতি বিশ্বপ্রকাশঃ । কলা স্যান্ মূলৈরবৃদ্ধৌ শিল্পাদাবংশমাত্রক
ইতি মেদিনী । সোমকস্যাবেদাপহারকস্যাস্তুরস্য লাবী নাশকো
লাসঃ ক্রীড়া যস্যোতি বা তথাভূতমনাদিঃ সর্বকারণবাদধারণ-
মৈনং মাৎস্যং দিব্যমপ্রাকৃতং কিঞ্চনাচিন্ত্যং তেজোহঙ্গীকূর্বন
গাং নৌকারূপাং ভূমিদাদরেণাকলয়ন বিকর্ষন বিভূরনস্তশক্তিব্যা-
পকো বিভূষ্মে কুশলানি কুর্যাৎ তথাচোক্তং । রূপং স জগৎ
মাৎস্যং চাক্ষুসোদধিসংপ্লবে । নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদৈব-

মাহারা ভেদবাদী, তাহাদিগের ভ্রম অপনয়ন
করিবার নিমিত্ত এই জগতে যে দেবতা অদ্বৈত
মুদ্রা প্রদর্শন করিতেছিলেন, সেই হরিও হর
আরাধনা করিয়া শঙ্কর দুইটী অর্থযুক্ত বচন দ্বারা
অর্চনা করিতে লাগিলেন । ৮ ।

যে তেজ সপ্তর্ষিগণের বন্দনীয়—প্রলয় কালে
সমুদ্রের অতি মহৎ জলরাশির অংশ দ্বারা যে

যো মন্দরাগং দধদাদিতেয়ান্ সূধাভূজঃ শ্মা-
তনুতেহবিষাদী । স্বামজ্রিলীলোচিতচাক্ষুর্ভে !
রূপামপারাং স ভবান্ বিধত্তাম্ ॥ ১০ ॥

স্বতঃ স্তম্ভমিতি । অহং স্বামৃষিভিঃ সাকং মহানাবমুদম্বতি । বি-
কর্ষশ্চিরিয়ামি যাবদ্ ব্রাহ্মী নিশা প্রভো ইতি চ । অনাদি
ভূতাংগাঃ বেদবাচমাদরাদাকলয়ন্ প্রত্যাহরম্ভিতি বা তথ্যোক্তাঃ
অতীতে প্রলয়পায়ে উদিতায় সবেধসে । হতাহসুরং হয়গ্রীবং
বেদান্ প্রত্যাহরদ্ধরিত্রিতি । পক্ষে সোমস্য চন্দ্রস্য কলায়া-
বিলাসো যস্যোতি বা সোমানাং হিমালয়োদ্ভবানাং দিব্যৌষ-
ধীনাং কলাভিরিত্রিতি বা সোমস্য কপূরস্যোতি বা অনাদিভূতাং
গাং ক্রতিমাদরেণাকলয়ন্ বিচারয়ন্ গাং কৃষভমাদরেণ প্রেরয়-
ম্ভিতি বা মেনকায়া হিমাচলভার্যয়া জাতং কিঞ্চন পার্বতীলক্ষণঃ
মহোহঙ্গীকুর্কম্ভিতি ব্যাখ্যেয়ং ইতি ॥ উক্তং ॥ ৯ ॥

এবং মংস্তাবতারমভিধায়াথ কমঠাবতারং নিরূপয়ন্নাহ । যো
মন্দরাধ্যমচলন্দধং আদিতেয়ান্ দেবান্ সূধাভূজ আতমু-
তেশ্বাবিষাদী খেমরহিতঃ স ভবান্দ্বেশ্মন্দরাচলস্ত লীলায়াং
লমণাস্ত্রবিলাসার্থমুচিতাযোগ্য চাক্ষুর্ভিঃ তস্ত সখোদনং হে
হে অজ্রিলীলোচিতচাক্ষুর্ভে ! কৃষ্ণমূর্তে ! স্বামপারাং রূপাং
বিধত্তাং । পক্ষে যো মন্দরাগং মন্দরাধ্যাপাদপং দধদ্বিষাদী স্বয়ং
বিষভক্ষকো দেবান্ সূধাভূজো ব্যাতমুতেশ্বাজৌ কৈলাসে যা
লীলা বিলাসঃ তস্তামুচিতা চাক্ষুর্ভিঃ ত্তি ব্যাখ্যেয়ং । অগঃ
জ্ঞান নগবৎ পৃথ্বীধরপাদপয়োঃ পুমান্ । মন্দরস্ত পুমান্ মহশৈল-
মন্দারপাদপ ইতি মেদিনী ॥ উক্তং ॥ ১০ ॥

তেজের সর্বদা ক্রীড়া হয়, অথবা যে তেজের
সোমক নামক বেদাপহারী মহৎ অসুরের বিনাশ-
কারী বিলাস হয়—অত্যান্য সমস্ত বস্তুর কারণ
বলিয়া যে তেজ অকারণ—যে তেজ স্বর্গীয়—যে
তেজ অব্যক্ত—আপনি. এরূপ অচিন্তনীয় মাৎস্ত
(মৎস্যমূর্তি সম্বন্ধীয়) তেজ অঙ্গীকার করিয়াছেন,

এবং নৌকারূপ পৃথিবীকে আদরের সহিত আকর্ষণ
করিয়া অনন্তশক্তি ও সর্বব্যাপক বিভুরূপে অদ্য
আমার কুশল করুন । যথা—“যখন সকলেই দে-
খিতে পাইল যে সমুদ্রেপ্লাবন হইতেছে, তখন ভগবান্
মৎস্যরূপ ধারণ করেন । পরে পৃথিবীরূপ নৌকাতে
আরোহণ করাইয়া বৈবস্বতমনুকে রক্ষাকরেন ।
হে প্রভো ! যত দিন না ব্রহ্মার রাত্রি উপস্থিত
হয়, ততকাল পর্য্যন্ত ঋষিদিগের সহিত মহা
নৌকা (পৃথিবী) আকর্ষণ করিয়া বিচরণ করিব ।”
অথবা অনাদি বেদবাক্য আদরপূর্বক আহরণ-
পূর্বক বিভু আমার মঙ্গল করুন । এবিষয়ে
প্রমাণ যথা—“যখন প্রলয়কাল ক্ষয় হইয়া যায়
তখন ব্রহ্মা উত্থিত হন । ঐ ব্রহ্মার জন্য ভগবান্
হরি হয়গ্রীব অস্তুর বধ করিয়া—বেদসকল পুন-
র্ব্বার আহরণ করেন—” আর একরূপ অর্থ
যথা—যে তেজ সকলের বন্দনীয়—যে তেজের
চন্দ্রকলা দ্বারা বিলাস হয়—অথবা হিমালয়োৎ-
পন্ন উত্কৃষ্ট ঔষধি সমূহের কলা দ্বারা—কিংবা
কপূরের কলা দ্বারা যে তেজের ক্রীড়া হয়—আ-
পনি অনাদিস্বরূপ বেদ বাক্য আদরে বিচার
করিয়া, অথবা—আদরে রুষ প্রেরণ করিয়া—শৈল-
ভার্য্যা মেনকার গর্ভজাত কোন অনির্ব্বচনীয় সেই
পার্বতীরূপ তেজ অঙ্গীকার করিয়াছেন । অতএব
আমার কুশল করুন ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ-অবতার নিরূপণ করিয়া স্তবকরিতে
লাগিলেন । যথা—আপনার চাক্ষুর্মূর্তি মন্দরাচলের
ভ্রমণকার্য্যে একান্ত যোগ্য । আপনি মন্দর
পর্ব্বতকে ধারণ করিয়া দেবতাদিগকে সূধাভোজী
করিয়াছেন । আপনার ঐ কার্য্যে কোন দৈহিক

উল্লাসয়ন্ যো মহিমানমূর্ছেঃ স্ফুরদ্রাহী-
শকলেবরোহভূৎ । তস্মৈ বিদধ্যুঃ করয়োরজস্রং
সায়ন্তনান্তোরুহসামরস্রম্ ॥ ১১ ॥

সমাবহন্ কেসরিতাং বরাং যঃ সুরদিষৎকুঞ্জর-
মাজঘান । প্রহ্লাদমুলাসিতমাদধানং পঞ্চাননং তং
প্রণমঃ পুরাণম্ ॥ ১২ ॥

উদীতবল্যাহরণাভিলাষো যো বামনো হার্য্য-

অথ বরাহাবতারং বর্ণয়াম্ । য উচ্চৈর্দ্ব্যহেভূর্মেষ্ঠানং
চিত্তোন্নতিমুলাসয়ন্ স্ফুরন্ যো বরাহাঃ সূর্য্যাঙ্গৈশো বরাহীশ-
স্তংকলেবরস্তদ্বিগ্রহোহভূৎ মানস্ চিত্তোন্নতো গ্রহ ইতি বিশ্ব
প্রকাশঃ পক্ষে । বরাহীশকলেবরঃ শেষবিগ্রহস্তস্মৈ বরাহীশো
ধাস্তকিঃ কলেবরে যন্তেতি বা হস্তয়োর্মুণ্ডকুলিতপদ্মসাম্যমজস্রং
বিদধ্যুঃ ॥ ১১ ॥

অথ নৃসিংহাবতারং নিরূপয়ন্ আহ । তং পঞ্চাশ্রং সিংহঃ
পরমাত্মানং পুরাণং সট্টকরসং প্রণমস্তং কমতি তজ্জাহ । যো
বরাং কেসরিতাং নৃহরিতাং সমাবহন্ সুরদিষতাং কুঞ্জরং হিরণ্য-
কশিপুমাজঘান । তং পুনঃ প্রহ্লাদমুলাসিতমাদধানং পক্ষে পঞ্চ-
মুখং সদাশিবং যঃ কে শিরসি সরিতাং নদীনাং মধ্যে বরাং শ্রেষ্ঠাং
গঙ্গাং সমাবহন্ সুরশক্রং গজাসুরমাজঘান প্রকর্ষণেপ্রহ্লাদমুলা-
সিতমাদধানমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অথ বামনাবতারং বর্ণয়াম্ । যো বলেঃ সকাশাংঐজলোকা-
হরণাভিলাষঃ স্তন্দরং যুগচন্দ্র বসানো বামনঃ উদীত উদিতো হ-

বা মানসিক খেদ হয় নাই । অতএব আপনি
অপার নিজ কৃপা প্রকাশ করুন । পঞ্চাস্তরে যিনি
মন্দর নামক বৃক্ষ ধারণ করেন ; যিনি স্বয়ং বিষ
ভক্ষক হইয়া দেবতাদিগকে অমৃতভোজী করিয়া-
ছিলেন ; ঐহার স্তন্দর মূর্তি কৈলাস পর্বতে স্বীয়
বিলাসের একমাত্র সমযোগ্য ; তিনি স্বকীয় অনন্ত
করুণা বিস্তার করুন । ১০ ।

বরাহ অবতার বর্ণনা করিয়া স্তব করিতে লা-
গিলেন—যিনি উচ্চরূপে “মহিমান” অর্থাৎ ভূমির
চিত্তোন্নতি উল্লাসিত করিয়া স্তন্দর “বরাহীশক-
লেবর” অর্থাৎ শূর্য্যের পতিমূর্তি ধারণ করেন ।
পঞ্চাস্তরে যিনি উচ্চ মহিমা প্রকাশিত করিয়া
বরাহীশকলেবর “অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সর্পরাজ (অনন্তসর্প)
দেহ ধারণ করেন ; আমি তাঁহার উদ্দেশে নিজ
করতল যুগল সায়ংকালীন কমল সদৃশ অর্থাৎ কৃতা-
ঞ্জলি হইয়া নমস্কার করি । ১১ ।

নৃসিংহ অবতার বর্ণনাপূর্ব্বক স্তব করিতে
লাগিলেন—যিনি পঞ্চানন অর্থাৎ সিংহস্বরূপ ;
যিনি পরমাত্মা ; যিনি সর্ব্বদা একভাবাপন্ন ;
যিনি “কেসরিতাং বরাং” অর্থাৎ প্রধান নৃসিংহমূর্তি
ধারণ পূর্ব্বক অস্তুরপতি হিরণ্যকশিপুকে বধ
করেন ; যিনি ঐ অস্তুররাজকে বধ করিয়া তদীয়
পুত্র প্রহ্লাদকে উল্লাসিত করেন, তাঁহাকে আমি
নমস্কার করি । পঞ্চাস্তরে—যিনি পঞ্চানন অর্থাৎ
সদাশিব ; যিনি “কে সরিতাং বরাং” স্বীয় মস্তকে
নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ—গঙ্গাকে বহন করিয়া থাকেন ;
যিনি প্রধান সুরশক্রু গজাসুর বধ করেন ; যিনি
উল্লাসিত মনে “প্রহ্লাদ” অর্থাৎ প্রকৃষ্ট আহ্লাদ
ধারণ করেন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি । ১২ ।

জিনং বসানং । তপাংসি কাস্তারহিতো ব্যতানী-
দাদ্যোহবতাদাশ্রমিণাময়ং নং ॥ ১৩ ॥

যেনাধিকোদ্যন্তরবারিণাশু জিতোহর্জুনঃ সঙ্গ-
ররঙ্গভূমৌ । নক্ষত্রনাথক্ষুরিতেন তেন নাথেন
কেনাপি বয়ং সনাথাঃ ॥ ১৪ ॥

ভূং কাস্তারহিতঃ তপাংসি ব্যতানীং সোহয়মাশ্রমিণামাদ্যো
ত্রক্ষচারীনোহস্মানবতাং । পক্ষে যো মনোহারি মনোজ্ঞমজিনং
বসানো দক্ষাঙ্করাধলোহরণাভিলাষো উদীতকাস্তয়া সত্য ॥
বি০ ॥ ১৩ ॥

অথ পরশুরামাবতারং নিরূপয়াম্। যেনাদিকং যথাস্তাং
তপোদাস্তরেণ বারিণা বালকেন পরশুরামেণার্জুনঃ কার্তবীৰ্য্যঃ
শীঘ্রং সঙ্গররঙ্গভূমৌ যুদ্ধরঙ্গভূমৌ জিতঃ বারির্কাগ্গজবন্ধস্তোঃ ।
স্রীক্লীবোহধ্বনি বালকে । অর্জুনঃ ককুভে পার্থে কার্তবীৰ্য্যময়ূরয়োঃ ।
মাতুরেকস্মতেহপি স্তাদ্ধবলেপুন রত্নবদিতি মেদিনী । নক্ষত্র-
নাথবং চন্দ্রবং ক্ষুরিতেন কেনাপি নাথেন বয়ং সনাথাঃ পক্ষে
অধিকঃ শিরসি বারি জলং যস্তার্জুনঃ পার্থঃ নক্ষত্রনাথেন
ক্ষুরিতোহত্নত্রেতার্থঃ ॥ ১৪ ॥

বামনাবতার বর্ণনাপূর্বক স্তব করিতে লাগি-
লেন—যিনি বলিনামক অশ্বরের নিকট হইতে
ত্রিভুবন উদ্ধার করিবার বাসনায় সুন্দর যুগ চন্দ্র
আচ্ছাদনপূর্বক উদ্ভিত হইয়াছিলেন ; যিনি পত্নী-
বিবর্জিত হইয়া তপস্যা করেন—; আশ্রমীদিগের
অগ্রগণ্য ব্রহ্মচারী ঐ বামন আমাদিগকে রক্ষা
করুন । পক্ষান্তরে—যিনি মনোহর চন্দ্রপরিধান
করিয়া দক্ষ যজ্ঞ হইতে বলি অর্থাৎ পূজোপকরণ
গ্রহণার্থী হইয়া উদ্ভিত হন ; যিনি কাস্তারহিত
হইয়া তপস্যা করেন ; যিনি ব্রহ্মচারী—সেই
শঙ্কর আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৩ ॥

বিলাসিনাহলীকভবেন ধাম্মা কামং দ্বিসত্তং সদ-
শাস্যমস্যন্ । দেবো ধরাপত্যকুচোশ্রসাক্ষী দে-
য়াদমন্দাত্মস্থখানুভূতিম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীরামচন্দ্রাবতারং নিরূপয়াম্। অলীকোহসত্যো ভবঃ
সংসারো যস্মি স্তপাভূতেন বিলাসিনা স্বধাম্মা স্বক্যোতিমা য-
থেষ্টং দ্বিসত্তং রাবণমশ্বনুউৎক্লিপন্ নাশয়ন্ ধরা ভূমিস্তাত্মা
অপত্যং সীতা তস্তাঃ কুচয়োক্ষুতাতায়াঃ সাক্ষী সাক্ষাদ্ দ্রষ্টা স
দেবোহমন্দাত্মস্থখানুভূতিমমিতপ্রকানন্দাত্মভবং দেয়াং । পক্ষে
দশেজ্রিয়াণি মুখানি গন্ত তথাভূতং দ্বিসত্তং কামমশ্বনু ধরন্ত
পর্বতস্তাপত্যং পার্শ্বগী তস্যাঃ কুচোশ্রসাক্ষীতি ব্যাখ্যায়ম্ ।
ধরো গিরো । কাপাসতুলকে কৃষ্ণরাজে বসন্তস্তরেহপি চেতি মে-
দিনী ॥ ১৫ ॥

পরশুরাম-অবতার বর্ণনাপূর্বক স্তব করিতে
লাগিলেন—যিনি অধিকরূপে উদ্ভূত হইয়া
“বারি” অর্থাৎ বালক অবস্থায় “অর্জুন” অর্থাৎ
কার্তবীৰ্য্য রাজাকে শীঘ্র যুদ্ধরূপ রঙ্গভূমে পরাস্ত
করেন ; নক্ষত্রনাথ চন্দ্রের তুল্য সুন্দর সেই প্রভুর
দ্বারা আমরা সহায় সম্পন্ন হইয়াছি । পক্ষান্তরে
বাঁহার “অধিক” অর্থাৎ মস্তকে বারি সর্বদা অব-
স্থিতি করে ; যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে “অর্জুন” অর্থাৎ
কুন্তীনয়কে জয় করেন ; চন্দ্রদ্বারা যিনি সদাই
বিরাজিত ; সেই অপূর্ব পরশুরাম এবং মহাদেব
বিদ্যমান থাকাতে আমরা সকলে সহায়সম্পন্ন
হইয়াছি ॥ ১৪ ॥

শ্রীরামচন্দ্রের অবতার বর্ণনাপূর্বক স্তব ক-
রিতে লাগিলেন—বাঁহার স্বীয় তেজে সংসার অ-
লীক বলিয়া বোধ হয় ; বাঁহার তেজ চারিদিকে

উত্তালকেতুঃ স্থিরধর্মমূর্তির্হালাহলস্বীকরণোগ্র-
কণ্ঠঃ । সরোহিণীশানিশচূষ্যমাননিজোত্তমাস্কোহ
বতু কোহপি ভূমা ॥ ১৬ ॥

অথ বলরামাবতারঃ বর্ণয়মাং । উচ্চতালকেতুঃ স্থিরধর্ম-
ময়ী ধর্মায় বা মূর্তির্গম্য হালাহলয়োঃ স্বীকরণে হালা স্বরায়
মিতি মেদিনী । তথাপি শ্রেষ্ঠকণ্ঠো রোহিণীশেন বসুদেবেনানি-
শঃ চুষ্যমানমত্তমাস্কং শিরো যস্য স কোহপিভূমা অবাস্তনসগো-
চরো যত্র নাগ্ৰংপশ্চতিনাগ্ৰচ্ছৃণোতি নাগ্ৰদ্বিজানাতি স ভূমা
তৎসুপমিতি শ্রুতাপলক্ষিতঃ পরমাত্মাহবতু । পক্ষে উৎকৃষ্টতালে
গীতকালে কেতুঃ রুক্ যস্য মোক্ষধর্মময়ী মোক্ষধর্মায় বা মূর্তি
যস্য মোক্ষধর্মস্য মূর্তিঃ কার্য্যং তৎপ্রাপ্য ইতি বা হালাহলস্য
বিষয়া স্বীকরণেনোগ্রকণ্ঠো হালাহলস্বীকরণেহপি শ্রেষ্ঠকণ্ঠ ইতি
বা বোহিণীশশব্দঃ তালঃ করতলেহদ্বষ্টমধ্যমায়াঞ্চ সম্মিতে । গীত-
কালক্রিয়ামানে করফালে দ্রুমাস্তরে । কেতুর্না রুক্পতাকারিগ্র-
হোংপাতেষু লক্ষণি । স্থিরাভূশালপর্ণোর্নাসনে মোক্ষে বলে
দ্রিয় । মূর্তিঃ কার্য্যকাঠিন্যোঃ দ্রিয়ামিতি মেদিনী ॥ ১৬ ॥

প্রকাশমান; এরূপ তেজ দ্বারা যিনি “কাম”
অর্থাৎ যথেষ্টরূপে দশানন রাবণকে বধ করিয়া
থাকেন; যিনি “ধরা” অর্থাৎ ভূমি নন্দিনী জান-
কীর কুচদ্বয়ের স্বাভাবিক উষ্ণতা সাক্ষাৎ দর্শন
করিয়া থাকেন; সেই দেব রামচন্দ্র আমাদিগকে
অপরিমিত ব্রহ্মানন্দ সুখের অনুভব দান করুন ।
পক্ষান্তরে—যিনি পরিস্ফুরিত “নালীক” অর্থাৎ
পদ্ম-জাত তেজদ্বারা (দশটী ইন্দ্রিয় যাহার মুখ) সেই
পরম শত্রু “কাম” অর্থাৎ রতিপতিকে বধ করেন;
যিনি “ধর” অর্থাৎ হিমালয় পর্বতের কন্যা পার্ব-
তীর কুচযুগ্মের উষ্ণতা দর্শন করিয়া থাকেন; সেই
মহেশ্বর দেবতা অপার ব্রহ্মানন্দ সুখ প্রদান
করুন ॥ ১৫ ॥

বিনায়কেনাকলিতাহিতাপং নিষেছুষোতসঙ্গ-

অথ শ্রীকৃষ্ণাবতারঃ বর্ণয়মাং । কলিতং সমাসাদিতমহি-
তাপং যথাসাং তথোৎসঙ্গভূবি সমীপস্থানে নিষেছুষা নিষঞ্জে-
নোপবিষ্টেন বিনায়কেন গুরুড়েনোপলক্ষিতো যঃ পূতনায়া মো-
হিকা চিত্তবুত্তির্গম্য কলাপঃ বহং ভূষাহলঙ্কারো যস্যাসৌ কোহপি
বর্ণয়িতুমশক্যঃ প্রহৃষ্যান্ সন্নব্যং সংসৃতিলক্ষণাদনর্থাৎবতু ।
পক্ষে আকলিতাঃ শিবশিরসি স্থাপিতা আপো যস্যঃ ক্রিয়ায়াং

বলরাম-অবতার বর্ণনাপূর্বক স্তব করিতে
লাগিলেন—উচ্চ তাল বৃক্ষের তুল্য যাঁহার আকৃতি
গঠন; যাঁহার ধর্মময়ী মূর্তী; “হালাহল” অর্থাৎ
সুরা এবং লাঙ্গল ধারণ করাতে—যিনি শ্রেষ্ঠ কণ্ঠ;
“রোহিণীশ” অর্থাৎ বাসুদেব যাঁহার মস্তক চুষ্মন
করিয়া থাকেন; সেই কোন ভূমা অর্থাৎ অবাঙ-
মনসগোচর পরমাত্মা আমাদিগকে রক্ষা করুন ।
বেদে আছে । “যত্রনান্যৎ পশ্যতি নান্যত্ শৃণোতি
নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা যো বৈ ভূমা তত্ সুখম্”
যে স্থানে কিছু দেখা যায়না—কিছু শোনা যায়না
—কিছু জানা যায় না—তাহার নাম ভূমা; যাহার
নাম ভূমা, তাহার নাম সুখ । পক্ষান্তরে—গান
সময়ে যাঁহার দেহ প্রভা উৎকৃষ্ট হয়; যাঁহার
মূর্তি মোক্ষধর্মময়ী “হালাহল” অর্থাৎ বিষপান
করিয়া যিনি উগ্রকণ্ঠ অর্থাৎ নীলকণ্ঠ নাম ধারণ
করিয়াছেন; যাঁহার মস্তকে “রোহিণীশ” অর্থাৎ
চন্দ্র অবস্থান করিয়া থাকে; সেই কোন ভূমা
অর্থাৎ পরমাত্মা সদাশিব আমাদিগকে রক্ষা ক-
রুন ॥ ১৬ ।

শ্রীকৃষ্ণ-অবতার বর্ণনাপূর্বক স্তব করিতে

ভুবি প্রহস্যন্ । যঃ পূতনামৌহিকচিহ্নবৃত্তিরব্যাদ-
সৌ কোহপি কলাপভূষঃ ॥ ১৭ ॥

পাঠীনকেতো জয়িনে প্রতীতসর্বজ্ঞভাবা-

তথাঙ্কনানে নিষেড়া বিনায়কেন বিঘ্নরাজেনোপলক্ষিতো যঃ
পূতঃ পবিত্রঃ নাম যস্যোহিকেষু স্বচিন্তকেষু চিত্তবৃত্তিৰ্যস্য
তেষাং চিত্তবৃত্তিৰ্যস্মিন্ ইতি বা কলাপস্তূণঃ ভূষা যস্যাসাবি-
তার্থঃ ॥ ১৭ ॥

অথ বুদ্ধাবতারং নিরূপয়মাহ । পাঠীনকেতোঃ মীনকেতোঃ
কামস্ত জয়িনে মারজিলোকজিজ্ঞিন ইত্যমরঃ । প্রতীতঃ
প্রখ্যাতঃ সর্বজ্ঞভাবো যন্ত তস্মৈ দয়ৈকসীম্নে প্রায়ঃ ক্রতুশ্চ

লাগিলেন—যে “বিনায়ক” অর্থাৎ গরুড় “অহি-
তাপ” সর্পভয় প্রাপ্ত হইয়া যাঁহার প্রাপ্তভূমে অব-
স্থিতি করিয়া যাঁহাকে বহন করিয়া থাকে ; যাঁ-
হার চিত্তবৃত্তি “পূতনা” নামক রাক্ষসীর মোহ
উত্পাদন করিয়াছিল ; ময়ূরপুচ্ছ যাঁহার অল-
ঙ্কার ; এরূপ বর্ণনাতে কোন মহাপুরুষ সংসার
নামক অমঙ্গল হইতে রক্ষা করুন । পক্ষান্তরে—
“বিনায়ক” গণেশ শুণ্ডা (শুঁড়) দ্বারা যাঁহার মস্তকে
জল স্থাপিত করিয়া থাকেন ; যিনি ঐ বিঘ্ন রাজ
পুত্র গণপতিকে আপনার ক্রোড়ে বসাইয়া থা-
কেন ; যিনি “পূতনামা” অর্থাৎ পবিত্র নামধারী ;
“উহিক” অর্থাৎ স্বীয় ভক্তদিগের উপর যাঁহার
মন প্রাণ অবিকলিত থাকে ; “কলাপ” অর্থাৎ
ধনুক যাঁহার ভূষণ ; এরূপ বর্ণনাতে কোন অনি-
র্বচনীয় বস্তু আত্মাদিত হইয়া সংসার রূপ অশুভ
হইতে রক্ষা করুন । ১৭ ।

য দয়ৈকসীম্নে । প্রায়ঃ ক্রতুদ্বৈককৃতাদরার বো-
ধৈকধাম্নে স্পৃহয়ামি ভূম্নে ॥ ১৮ ॥

যজ্ঞেযু দ্বেষো যেযান্তেষু কৃত আদরো যেন তৈঃ কৃত আদরো
যস্মিন্মিতি বা তস্মৈ বোধৈকধাম্নে ভূম্নে স্পৃহয়ামি । এবমুতঃ
প্রাপ্তুমিচ্ছামি, পক্ষে ক্রতো সংকল্পে দ্বেষো যেযান্তেষু কৃত
আদরো যেন যদ্বা দক্ষক্রতো দ্বেষবৎসু বীরভদ্রাদিষু কৃতাদরা-
য়েতি, ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ইক্ষু ॥ ১৮ ॥

বুদ্ধ অবতার বর্ণনাপূর্বক স্তব করিতে লাগি-
লেন—যিনি মীনকেতু অর্থাৎ কামকে জয় করি-
য়াছেন ; যাঁহার সর্বজ্ঞতাশক্তি জগতে সর্বত্র
বিখ্যাত ; যিনি দয়ার একমাত্র সীমা ; যাহারা
যজ্ঞকর্ম্মে দ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাদের
উপরে যাঁহার প্রায়ই আদর নিহিত থাকে ;
অথবা যজ্ঞদ্বেষী লোকে যাঁহাকে আদর করিয়া
থাকে ; জ্ঞানের একমাত্র আধার এরূপ
“ভূমা” অর্থাৎ পরমাত্মাকে পাইতে ইচ্ছা করি-
তেছি । পক্ষান্তরে—যিনি কামশত্রু ; যিনি জ-
গতে সর্বজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত ; যাঁহার দয়া অন-
বধি ; যাহাদের মনে কোন “ক্রতু,” অর্থাৎ সঙ্কল্প
নাই, তাহাদিগকে যিনি প্রায়ই আদর করিয়া
থাকেন ; যিনি জ্ঞানৈক আধার ; সেই “ভূমা,”
অর্থাৎ শিবরূপী পরমাত্মাকে লাভ করিতে আমার
ইচ্ছা জন্মিয়াছে । ১৮ ।

ব্যতীত্য চেতো বিষয়ং জনানাং বিদ্যোতমা-
নায় তমো নিহন্তে । ভূম্নে সদাবাসকৃতাশয়ায়

কল্পাবতারং বর্ণয়ন্নাহ । জনানাং চেতোবিষয়ং ব্যতীত্য
বিদ্যোতমানায়াহচিন্ত্য বিগ্রহং স্বীকৃত্য প্রকাশমানায় কল্পা-
তমোনিহন্তে সতামাবাসায় কৃতঃ আশয়ো যেন সতঃ সত্যযুগ-
শ্চেতিবা সতামা বাসো যস্মিন্তথাভূতে কৃতযুগেহভিপ্রায়ো যন্তে-
তিবা পরিচ্ছিন্নতাং শাতয়তি ভূম্নে মম ভূয়াংসি নমাংসি নমস্কারা
কতিপয়ে ন সন্ত । পক্ষে চেতোগোচরতয়া প্রকাশমানায় স্বয়ং

কঙ্কি-অবতার বর্ণনাপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগি-
লেন—যিনি জনগণের মনোরঞ্জন অতিক্রম করিয়া
অর্থাৎ অচীন্তনীয় শরীর ধারণ করিয়া প্রকাশমান ;
যিনি কল্পান্তে তমো নাশ করিয়া থাকেন ; “সদা-
বাস” অর্থাৎ (কিরূপে সংব্যক্তি সকল থাকিবে)
ইহার ; জন্য নিয়ত যাঁহার অভিপ্রায় আছে ;
“সৎ” অর্থাৎ সত্যযুগের অথবা সজ্জনের আবাস
স্বরূপ ; সত্যযুগের অথবা সজ্জনের আবাস স্বরূপ
সত্যযুগ ইহবার জন্য যাঁহার হৃদয়ের অভিপ্রায় ;
যিনি অনন্ত, অসীম বা অনাদি অথবা অপার ;
তাঁহার উদ্দেশে আমি অতিশয় অনন্ত নমস্কার
করি । পক্ষান্তরে—যিনি প্রত্যেকের চিত্তগোচর
হইয়াই প্রকাশমান অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ; অতএব
প্রত্যক্ষ সূর্য্যদেবের মতন যিনি তমোনাশ অর্থাৎ
অজ্ঞান তিমির ধ্বংস করিয়া থাকেন ; যিনি পরি-
পূর্ণ আনন্দরূপ ; যিনি পরব্রহ্ম ; যিনি “সদাবাস”
অর্থাৎ যিনি সর্বদাই সকলের অন্তঃকরণ বাসের
জন্য নির্দ্বারিত করিয়াছেন ; অথবা “সদাবাস”

ভূয়াংসি মে সন্ত তমাং নমাংসি ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মাকপায়ীবরয়োঃ সপর্যাং বাচাহতিমোটার-
সয়েতি তস্মন্ । মুনিপ্রবীরো মুদিতাত্মকামো
মুকাম্বিকার্যাঃ সদনং প্রতস্থে ॥ ২০ ॥

অঙ্কে নিধায় ব্যস্তমাত্মজাতং মহাকুলো হস্তমুহঃ

প্রকাশয়াত এব চক্ষুঃসহকৃতভামুদিতাত্মকঃ সন্ তমোনিহ
ন্তেত্যাহ অজ্ঞানলক্ষণতমোনিহন্তে পুনঃ পরিপূর্ণানন্দরূপায়
পরব্রহ্মণে সর্দৈব বাসায় কৃতঃ সর্ব্বশাশ্বদোহন্তঃকরণং যেন সতা-
মাবাসে কাশ্যাদৌ কৃতোহভিপ্রায়ো যেনেতিবা ॥ উ০ ॥ ১৯ ॥

উপসংহরতি । ইত্যেবমতিক্রান্তকদলীফলরসয়া বাচা লক্ষী-
পার্কত্যাধীশয়োঃ পূজাং বিতস্বন্ মুদিতশাসাবাত্মকামশ্চ মুদিতা
আত্মকামা যেনেতি বা স মুনিপ্রবীরো মুকাম্বিকার্যাঃ সদনং
প্রতস্থে ॥ বিপ০ ॥ ২০ ॥

তত্র জাতং বৃত্তান্তমাবেদয়তি । বিগতপ্রাণমাত্মজমঙ্কে নিধায়
হস্তেত্যতিকষ্টে মুহঃ প্ররুদ্য মহাব্যাকুলো যতঃ স এতৈবকঃ

সংজনের আবাস ভূমি কাশী প্রভৃতি পুণ্য ভূমে
বাস জন্ম যাঁহার সর্বদাই অভিপ্রায় ; সেই শিব-
রূপী পরমাত্মার উদ্দেশে আমার নিরতিশয় অসংখ্য
প্রণাম ॥ ১৯ ॥

স্তবান্তে বাক্যের উপসংহার করিয়া বলিতে
লাগিলেন—এইরূপে কদলীফলের রস অপে-
ক্ষাও স্বেচ্ছাছু বচন দ্বারা “ব্রহ্মাকপায়ী” অর্থাৎ
লক্ষ্মী এবং গৌরীর “বর” অর্থাৎ (পতি) বিষ্ণু ও
মহাদেবের পূজা বিস্তারপূর্ব্বক আত্মকাম সকল
চরিতার্থ করিয়া মুনিপ্রবর শঙ্কর মৌন-অম্বিকার
ভবনে প্রস্থান করিলেন । ২০ ॥

প্ররুদ্য । তদেকপুত্রৌ দ্বিজদম্পতী স দৃষ্ট্ৱা দয়া-
ধীনতয়া শুশোচ ॥ ২১ ॥

অপারমঞ্চতাত্ শোকমগ্নিন্ অভূয়তোচ্চৈরশ-
রীরবাচা । জায়েত সংরক্ষিতুমক্ষমশ্চ জনশ্চ
দুঃখায় পরং দয়েতি ॥ ২২ ॥

আকর্ণ্য বাণীমশরীরিণীস্তামসাবিতি ব্যাহরতি

পুত্রৌ যযোক্তৌ দম্পতী দৃষ্ট্ৱা স শ্রীশঙ্করো দয়াধীনতয়া শুশোচ
॥ উৎ ॥ ২১ ॥

এবমগ্নিন্ শ্রীশঙ্করেহপারং শোকং গচ্ছতি সতি উচ্চৈর-
শরীরবাচা অভূয়তাহশরীরিণী বাগভূং তামুদাহরতি, সংরক্ষিত-
মক্ষমশ্চ নরশ্চ দয়া পরং কেবলং দুঃখায়ৈব জায়েতেত্যেবম-
ভূয়তেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তামশরীরিণীং বাচমাকর্ণ্যাসৌ বিজ্ঞঃ শ্রীশঙ্কর ইতি ব্যাহ-
রতিস্ম তদাহ । ইদংসত্যং জগত্রয়ীরক্ষণকুশলশ্চৈবং বক্তুস্তবৈ

তথায় গিয়া দেখিলেন—প্রাণশূন্য পুত্রকে
ক্রোড়ে লইয়া হাহাতুশের সহিত বারম্বার রোদন
করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল—ও পুত্রেকহৃদয় ঐ স্ত্রীপুরু-
ষকে দর্শন করিয়া, শঙ্কর দয়ালুতা বশতঃ অত্যন্ত
শোকাবাকুল হইলেন । ২১ ।

এইরূপে শঙ্কর অপারশোকমাগরে নিমগ্ন
হইলে উচ্চৈঃস্বরে দৈববাণী হইল । যে ব্যক্তি
রক্ষা করিতে পারিবে না—তাহার দয়াপ্রকাশ
করা কেবল দুঃখের নিমিত্তই হইয়া থাকে ॥
২২ ॥

বিজ্ঞবর শঙ্কর ঐ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া শঙ্কর
যলিতে লাগিলেন—ইহা নিতান্ত সত্য কথা ;

স্ম বিজ্ঞঃ । জগত্রয়ীরক্ষণদক্ষিণশ্চ সত্যন্তবৈকশ্চ
তু শোভতে সা ॥ ২৩ ॥

ইতীরয়ত্যেব যতো দ্বিজাতেঃ স্তুতঃ স্মৃথং স্পৃ
ইবোদতিষ্ঠৎ । সমীপগৈঃ সর্বজনীনমস্য চারিত্র্য-
মালোক্য বিস্ময়ে চ ॥ ২৪ ॥

রম্যোমশল্যং কৃতমালসালরসালহিস্তালতমা-

বৈকশ্চতু সা দয়া শোভতে তথা দয়য়া সমর্থেন স্তুষ্যেতযোঃ
শোকোহিপাকরণীয় ইতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

ইতোবং যতো কথয়ত্যেব ব্রাহ্মণশ্চ স্মৃতঃ স্মৃথং স্পৃষ্ট ইবো-
গিতঃ সর্বস্মৈ জনায় হিতং সার্বজনীনমশ্চ শ্রীশঙ্করশ্চ চারিত্র্য-
মালোক্য সমীপগৈর্কিংশেষেণ বিস্ময়শ্চ প্রাপ্তঃ সর্বজনাভিভাঃ
ঠঞ্ৎশ্চৈতি থঃ ॥ ২৪ ॥

কৃতমালৈঃ সালাদিবৃক্ষবিশেষৈঃ রম্যমুপশল্যং গ্রামাস্তং

ত্রিজগৎ রক্ষা করিতে আপনি সক্ষম, স্মৃতরাং এ-
রূপ দয়া আপনারই শোভা পায় । অতএব আ-
পনি দয়াপ্রকাশ করিয়া এই উভয়ের শোক নাশ
করুন ॥ ২৩ ॥

যতিবর শঙ্কর এরূপ কথা বলিবার পর ব্রাহ্ম-
ণের পুত্র নিদ্রিত জনের মতন স্মৃথে উথিত
হইল । সমীপবর্তী লোক সকল শঙ্করের সর্ব-
জনৈক হিতকর অপূর্ব চরিত্র বিলোকন করিয়া
বিশেষরূপে বিস্ময় প্রাপ্ত হইল । ২৪ ।

অনন্তর শঙ্কর কৃতমাল (করম্ভা) সাল,
আত্র, হিস্তাল, তমাল এবং সর্জ প্রভৃতি তরু-
রাজি দ্বারা বাহার প্রাস্তভাগ অত্যন্ত রমণীয়,

লশালৈঃ । সিদ্ধিস্থলং সাধকসম্পদাস্তন্ মুকা-
শ্বিকায়াঃ সদনং জগাহে ॥ ২৫ ॥

উচ্চাবচানন্দজবাস্পমূচ্চৈরুদগীর্ণরোমাঞ্চমুদার-
ভক্তিঃ । অস্মামিহাপারকৃপাবলম্বাং সম্ভাবয়ন্
অস্তত নিস্তলং সং ॥ ২৬ ॥

পারে পরাধ্বং পদপদ্মভাসস্থ যক্ষ্যুত্তরন্তে
ত্রিশতন্তু ভাসঃ । আবিষ্ট বহ্যকসুধামরীচীনা-
লোকবন্ত্যদেধতে জগন্তি ॥ ২৭ ॥

যন্ত গ্রামান্তম্পশ্য্যং শ্রাদিত্যমরঃ । সাধকসম্পদাং সিদ্ধিস্থলং
তন্মুকাস্বিকায়াঃ সদনং জগাহে ॥ বং ॥ ২৫ ॥

উচ্চো ব্রহ্মলোকানন্দোহবচো নীচো যস্মাং তথাভূতানন্দ-
জ্ঞাতং বাস্পমূচ্চৈরুদগীর্ণরোমাঞ্চঞ্চ যথাস্তাং তথোদারভক্তিঃ স
শ্রীশঙ্কর ইহলোকেহপারকৃপাবলম্বাং পূজয়ন্ নিস্তলং নিরু-
পমং যথাস্তাং তথাস্ততবান্ ॥ ইন্দ্রং ॥ ২৬ ॥

স্ততিমেব দশয়তি । পরাধ্বন্ত পরাধ্বসংখ্যায়াঃ পারতামতিক্রা-
স্তায়াস্তব চরণকমলভাসো ময়ুগাস্তাস্থ যষ্ট্যুত্তরং ত্রিশতন্তু ভাসো

সাধকগণের ঐশ্বর্যের যাহা একমাত্র সিদ্ধি ক্ষেত্র ;
সেই মৌন-ধারিণী অশ্বিকার গৃহে গমন করি-
লেন ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে যে আনন্দ জন্মে সে
আনন্দও যাহার নিকট নিকৃষ্ট—এরূপ আনন্দাশ্র-
ফেলিয়া, এবং উচ্চরূপে রোমাঞ্চিত কলেবরে,
ভক্তিমান্ শঙ্কর ইহলোকে অপার দয়ার আধা-
রস্বরূপ অশ্বিকাকে পূজা করিয়া উত্তমরূপে স্তব
করিতে লাগিলেন । ২৬ ।

অন্তঃচতুষ্টয়পচারভেদৈরন্তেবসংকাণ্ডপট-
প্রদানৈঃ । আবাহনাদ্যন্তব দেবি ! নিত্যমারা-
ধনামাদদতে মহাস্তঃ ॥ ২৮ ॥

অম্বোপচারেষ্বধিসিদ্ধিমষ্টি শুদ্ধাজ্ঞয়োঃ শুদ্ধিদ-

বহিস্থ্যচক্ষুর্নাবিশ্ণু জগন্ত্যালোকবন্ত্যদেধতে কুর্কন্তি । ভাসন্ত
অনিমাদিভিরাবৃত্যঃ ময়ুৈথরিত্যাদি বদতা শ্রীনাথেনোক্তা বে-
দিতব্যঃ ॥ ২৭ ॥

হে দেবি ! মহাস্তোহস্তম্মনসি আবাহনাসনারোপণ-
সুগন্ধিতৈলাভাসমঞ্জসশালাপ্রবেশনাদ্যন্তঃচতুষ্টয়পচারভেদৈস্ত
পাংস্তেবসংকাণ্ডপটানাং দৃশ্যধোলম্বিবায়ুসঞ্চারার্থানাং প-
টানাং প্রদানৈর্হে দেবি ! মহাস্তো নিত্যমারাধনামাদদতে কু-
র্কন্তি, অপটী কাণ্ডপটঃ শ্রাদিতি বৈজয়ন্তী ॥ ২৮ ॥

কিঞ্চ হে অম্ব ! চতুষ্টয়পচারেষু মধ্যে একমেকমুপচারং

পরার্থ সংখ্যার পারগামী আপনার চরণ
কমলের যে সকল কিরণ আছে—তাহাতে তিন
শত ষষ্টি (৩৬০) সংখ্যক যে সকল কিরণ থাকে—
তাহারা অগ্নি, সূর্য, ও চন্দ্রশরীরে প্রবেশ করিয়া
এই ত্রিভুবন আলোকময় করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

হে দেবি ! মহতেরা স্বকীয় অন্তঃকরণে
আবাহন, আসন, আরোপণ, সুগন্ধি তৈল, অভ্য-
ঙ্গমঞ্জজন, শালাপ্রবেশন ইত্যাদি চতুষ্টয় (৬৪)
প্রকার উপচার দ্বারা এবং নিকটস্থ দৃশ্যীয় ও
অধোবর্তী বায়ুসঞ্চারার্থ বস্ত্রসকল প্রদান দ্বারা
নিত্য আপনার আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

হে মাতঃ ! যাহারা আপনার চৌষষ্টি প্রকর

মেকমেকম্। সহস্রপত্রে দ্বিতয়েচ সাধু তদ্বস্তু
ধন্যাস্তব তোষহেতোঃ ॥ ২৯ ॥

আরাধনস্তে বহিরেব কেচিদন্তর্বহিঃশৈচকতম্বে-
হস্তরেব। অন্ত্বেহপরে ত্বম্! কদাপি কুৰ্য্য নৈবত্ব-
দৈক্যানুভবৈকনিষ্ঠাঃ ॥ ৩০ ॥

অষ্টোত্তরত্রিংশতি য়াঃ কলান্তাস্বর্ধ্যাঃ কলাঃ

উক্তাজ্যোদ্বিতয়ে সহস্রদলে ধ্রুবমণ্ডলসংক্ষেপদ্বয়েচ ধন্যাস্তব পুরুষা-
স্তব তোষার্থং সাধুসম্যক্ তদ্বস্তু বিস্তারয়ন্তি ॥ উ० ॥ ২৯ ॥

হে অম্ব! কেচিৎ প্রাকৃতান্তবরাধনং বহিরেব কুৰ্য্যুরেকতমে
মধ্যমাস্তর্বহিঃশৈচবান্যে উত্তমাস্তবপরেহত্যুত্তমাস্তববিদস্ত
হে অম্ব! কদাপি ন কুৰ্য্যঃ কুত ইতি চেত্তত্রাহ। যতন্তদৈক্যানুভ-
বৈকনিষ্ঠাস্তয়া সহস্রস্ত পদৈক্যং তন্তানুভবে বিজ্ঞানে মুখ্যা নিষ্ঠা
যেষাস্তে ॥ ইত্যু० ॥ ৩০ ॥

ইহা আধারশক্তিঃ ১ ধর্ম্মচারিঃ ২ রং উম্মা ৩ লং জলিনী ৪

উপচারের মধ্যে একএকটি উপচার এবং শুদ্ধ ও
আজ্ঞা এই দুইটি চক্রে ধ্রুব ও মণ্ডল নামক দুইটি
সহস্রদল কমল আপনার সন্তোষের জন্য উত্তম-
রূপে বিস্তার করিয়া থাকে, তাহারাই যথার্থ
ধন্য ॥ ২৯ ॥

মা! সাধারণ ইতর লোকে আপনার বাহ্য
আরাধনা করিয়া থাকে—মধ্যমলোকে আপনার
আরাধনা আন্তরিক ও বাহ্যিকভাবে করিয়া থাকে
—উত্তমেরা কেবল অন্তরে আরাধনা করিয়া
থাকেন—অত্যুত্তম তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিগণ আপনার
সহিত স্থায় পদের ঐক্যজ্ঞান প্রবলরূপে প্রকাশ
হওয়াতে কদাচ আপনার আরাধনা করেন না ॥

৩০ ॥

পঞ্চ নিবৃত্তিমুখ্যাঃ। তাসামুপর্ধ্যাস্থ! তবাজ্জিহ্মপদ্যং
বিদ্যোতমানং বিবুধা ভজন্তে ॥ ৩১ ॥

বং জালিনী ৫ শং বিক্ষুলিঙ্গিনী ৬ ষং স্ত্রীঃ ৭ সং সূপায়া ৮ ইক-
বিতা ৯ হং কব্যাবাহা ১০ কঁ ভঁ তপিনী ১১ স্বং বং তাপিনী ১২
গং ফং ধূম্রা ১৩ ষং মং মরীচী ১৪ ডং নং জালিনী ১৫ চং ধং রুচিঃ
১৬ ছং দং স্ত্রুম্মা ১৭ জং ধং ভোগদা ১৮ জং তং বিশ্বা ১৯ জং গং
বোধিনী ২০ রং হং ধারিণী ২১ গং বং ক্ষমা ২২ অং অমৃততা ২৩
আং মানদা ২৪ ইং পুষ্যা ২৫ ঈং তুষ্টিঃ ২৬ উং পুষ্টিঃ ২৭
উং রতিঃ ২৮ ঋং ধৃতিঃ ২৯ ঋং শশিনী ৩০ ঞং চন্দ্রিকা ৩১
ঙ্কং কান্তিঃ ৩২ ং জ্যোৎস্না ৩৩ ঐং শ্রীঃ ৩৪ ঔং প্রীতিঃ ৩৫
ঔং গদা ৩৬ অঁ পূর্ণা ৩৭ অঃ পূর্ণামৃততা ৩৮ ইত্যোত্যা যা অষ্টো-
ত্তরত্রিংশতিকলান্তাস্ত্ব পঞ্চকলা বোধিনীপ্রমুখানি বৃত্তিপ্রধানা-
স্তাসামুপরি হে! অম্ব বিদ্যোতমানং প্রকাশমানং তব চরণারবিন্দং
বিবুধাঃ দেবাঃ পণ্ডিতাশ্চ ভজন্তে ॥ ৩১ ॥

(১) হাঁ আধারশক্তি, (২) যঁ ধর্ম্মচারিঃ, (৩) রং
উম্মা, (৪) লং জলিনী, (৫) বং জালিনী, (৬) শং
বিক্ষুলিঙ্গিনী, (৭) ষং সূপায়া, (৮) ইঁ কবিতা,
(৯) হং কব্যাবাহা, (১০) কঁ ভঁ তপিনী, (১১) স্বং
বং তাপিনী, (১২) গং ফং ধূম্রা, (১৩) ষং মং
মরীচী, (১৪) ডং নং জালিনী, (১৫) চং ধং রুচিঃ,
(১৬) ছং দং স্ত্রুম্মা, (১৭) জং ধং ভোগদা, (১৮)
জং তং বিশ্বা, (১৯) জং গং বোধিনী, (২০) রং হং
ধারিণী, (২১) গং বং ক্ষমা, (২২) অং অমৃততা,
(২৩) আং মানদা, (২৪) ইং পুষ্যা, (২৫) ঈং তুষ্টিঃ,
(২৬) উং পুষ্টিঃ, (২৭) উং রতিঃ, (২৮) ঋং ধৃতিঃ,
(২৯) ঋং শশিনী, (৩০) ঞং চন্দ্রিকা, (৩১) ঙং
কান্তিঃ, (৩২) ং জ্যোৎস্না, (৩৩) ঐং শ্রীঃ, (৩৪)
ঔং প্রীতিঃ, (৩৫) ঔং গদা, (৩৬) অঁ পূর্ণা, (৩৭)
অঃ পূর্ণামৃততা, (৩৮)

কালাম্বিরূপেণ জগন্তি দগ্ধা স্খায়াপ্লাব্যা
সমুৎসজন্তীম্ । যৈ স্বামবন্তীমমৃতান্নৈব ধ্যা-
য়ন্তি তে সৃষ্টিকৃতো ভবন্তি ॥ ৩২ ॥

যে প্রত্যভিজ্ঞামতপারবিজ্ঞা ধন্যাস্ত তে প্রাধি-
দিতাং গুরুভ্যা । সৈবাহমস্মীতি সমাধিবোধ্যাং
জ্ঞাং প্রত্যভিজ্ঞাবিষয়ং বিদধ্যুঃ ॥ ৩৩ ॥

যতঃস্বদীয়ভজনঃ সৃষ্টিকর্তৃহাদিসামর্থ্যাসম্পাদকমিত্যাহ ।
কালাম্বিরূপেণ জগন্তি দগ্ধা স্খায়াপ্লাব্যা সমুৎসজন্তীমমৃতান্ন
নৈবচ পালয়ন্তীঃ জ্ঞাং যৈ ধ্যায়ন্তি তে সৃষ্টিকর্তারো ভবন্তীতি
যোজনা ॥ উ० ॥ ৩২ ॥

তথাচ যৈ সবিশেষাং স্বামেবা ধ্যায়ন্তে ত এবন্তী ভবন্তি ;
যে তু নির্বিশেষাং স্বামভেদেন জানন্তি তে তু যত্না এবত্যাহ ।
যে তু গুরুবাক্যাদৌ বিদিতাং সমাধিবোধ্যাং সৈবাহমস্মীতি জ্ঞাং

এই অষ্টাত্ত্রিংশ (৩৮) প্রকার আপনার যে
কলা আছে, তাহার মধ্যে বোধিনী, ধারিনী,
ক্ষমা, অমৃত ও মানদা এই পাঁচপ্রকার কলা
প্রধান ও নিবৃত্তিকারক। মা! আপনার চর-
ণারবিন্দ তাহার উপরেও প্রকাশমান। দেবতা-
গণ ও পণ্ডিতেরা আপনার ঐ মনোহর পদাম্বুজ
সর্বদাই ভজনা করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

আপনি কালাম্বিরূপে ত্রিভুবন দগ্ধ করিয়া
থাকেন; স্খারূপে আত্মাবিত করিয়া পুনর্বার
সৃষ্টি করিয়া থাকেন; অমৃতরূপে ত্রিভুবন পরি-
পালন করিয়া থাকেন; অতএব আপনার এরূপ
মূর্তি যাহারা ধ্যান করেন, অধিক কি—তাহারা
সৃষ্টিকর্তা হইয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

আধারচক্রে চ তদুত্তরম্বিন্নাধারৈস্ত্যাহিক
ভোগলুকাঃ ॥ উপাসতে যে মণিপূরকে জ্ঞাং
বাসন্ত তেষাং নগরাদহিস্তে ॥ ৩৪ ॥

প্রত্যভিজ্ঞাবিষয়ং বিদধ্যুস্তে সচ্চিদানন্দলক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি,
প্রত্যভিজ্ঞামতপারবৈতমতস্ত পারং জানন্তীতি তে তথাভূতা
যত্না ইত্যর্থঃ ॥ উদ্ভৃ० ॥ ৩৩ ॥

ইদানীং তত্তচ্চ তে ধ্যানস্য ফলং বদন্তি স্তৌতি । ঐহিক
ভোগলুকা হেমনিভে চতুর্দলে মূলধারসংজে চক্রে তথা তন্ম্যা-
দাধারচক্রাছত্তরম্বিন্ ষড়্‌দলে বিজ্রমাভে স্বাধিষ্ঠানসংজে
আরাধয়ন্তে যেতু দশদলে ধ্বজবর্ণে মণিপূরকাখ্যে স্বামুপাসতে,
তেষাং তু বাসন্তব নগরাদ্ বহিরেব ভবতি ॥ উ० ॥ ৩৪ ॥

যাহারা গুরুবাক্যে আপনাকে প্রথমে জা-
নিতে পারে, তাহারাই সমাধিবলে “আমিই সেই
ব্রহ্মময়ী ভগবতী” এইরূপে আপনাকে গুরুমুখ-
শ্রুত আপনার বিষয় মিলাইয়া দেখে, তাহারাই
আবার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মপদার্থে “আমিই ব্রহ্ম”
ইত্যাকার অদ্বৈতমতের পার জানিতে পারে—
তাহারাই জগতে ধন্য। ৩৩।

মা! ঐহিক ভোগে যাহারা আসক্ত—যা-
হারাই হেমাকৃতি চতুর্দল মূলধার চক্রে, ঐ
আধারচক্রের পর ষড়্‌দল প্রবালকাস্তি স্বাধি-
ষ্ঠান চক্রে আপনার আরাধনা করে; যাহারা
ধ্বজবর্ণ দশদল মণিপূরক চক্রে আপনার উপাসনা
করে; তাহারাই আপনার নগরের বাহিরে বাস
করিয়া থাকে। ৩৪।

অনাহতে দেবি ! ভজন্তি যে হামস্তঃস্থিতিস্ব-
নগরে তু তেষাম্ । শুদ্ধাজ্ঞয়োৰ্যেতু ভজন্তি তেষাং
ক্রমেণ সামীপ্যসমানভোগো ॥ ৩৫ ॥

সহস্রপত্রে ধ্রুবমণ্ডলাখ্যে সরোরুহে হামনুস-
ন্দধানঃ । চতুর্বিধৈক্যানুভবাস্তমোহঃ সাযুজ্যম-
স্বাধুতি সাধকেন্দ্রঃ ॥ ৩৬ ॥

হে দেবি ! অনাহতসংজে দ্বাদশদলে পিঙ্গলবর্ণে চক্রে তু যে
স্বাং ভজন্তি তেষাম্ স্বনগরেহস্তঃস্থিতিঃ । শুদ্ধে ষোড়শদলে
ধ্রুববর্ণে বিশুদ্ধসংজে চক্রে তু যে ভজন্তি তেষাং সামীপ্যং সহস্র-
দলে কপূরবর্ণে আজ্ঞাচক্রে যে ভজন্তি তেষাং স্বসমানো
ভোগো ভবতি ॥ ৩৫ ॥

ধ্রুবমণ্ডলাখ্যে সহস্রপত্রে কমলে হামনুসন্দধানঃ চতুর্বিধৈ-
ক্যানুভবেন নিরন্তো মোহো বস্য স অতএব সাধকেন্দ্রঃ হে অহ !
সায়ুজ্যং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৬ ॥

দেবি ! যাহারা পিঙ্গলবর্ণ দ্বাদশদল অনা-
হত চক্রে আপনাকে ভজনা করে, তাহারা আপ-
নার নগরের মধ্যে বাস করে । যাহারা ধ্রুববর্ণ
ষোড়শদল বিশুদ্ধচক্রে আপনাকে উপাসনা করে,
তাহারা আপনার সমীপে বাস করিবার উপযুক্ত
পাত্র ; যাহারা আবার কপূরবর্ণ সহস্রদল আজ্ঞা-
চক্রে আপনাকে ভজনা করে, তাহাদের ভোগ
আপনার সমান ॥ ৩৫ ॥

মা ! যে ব্যক্তি ধ্রুবমণ্ডল নামক সহস্রদল
কমলে আপনার অনুসন্ধান করে, চতুর্বিধ পদা-
র্থের ঐক্য অনুভব করিয়া যাহার মোহ সকল
নিরস্ত হয়, সেই সাধকেন্দ্র আপনার সাযুজ্য লাভ
করে । ৩৬ ।

শ্রীচক্রষট্চক্রকয়োঃ পুরোহথ শ্রীচক্রমন্তোরপি
চিস্তিতৈক্যম্ । চক্রস্য মন্তস্য ততস্তবৈক্যং ক্রমা-
দনুধ্যায়তি সাধকেন্দ্রঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুভবন্য চাতুর্কিধ্যং বিবৃণোতি । পূর আদৌ বিন্দু ত্রি-
কোণবন্তকোণদশারম্ভম্বশ্রনাগদশসংযুতষোড়শারম্ । বৃত্তত্রয়ক-
ধবণী সদনত্রয়ক শ্রীচক্রমেতদ্ব্যুদিতং পরদেবতারাঃ । চতুর্ভিঃ শিব-
চক্রৈশ্চ শক্তিচক্রৈশ্চ পঞ্চভিঃ । নবচক্রৈশ্চ সংসিদ্ধং শ্রীচক্রং শিব-
য়োর্যুগং, ত্রিকোণনষ্টকোণক দশকোণদ্বয়ং তথা, চতুর্দশারকৈ-
তানি শক্তিচক্রানি পঞ্চচ । বিন্দুচাষ্টদলং পদ্মং তথা ষোড়শপত্রকং,
চতুরস্রং চতুর্বারং শিবচক্রাণ্যনুক্রমাৎ । ত্রিকোণে টৈন্দবে শ্লিষ্ট-
নষ্টারেহষ্টদলানুক্রম্ । দশারয়োঃ ষোড়শারং ভূগহং ভুবনাস্রকে ।
শৈবানামপি শাক্তানাং চক্রাণ্যক পরম্পরম্ । অবিনাভাব-
সম্বন্ধং যো ভাব্যতি স চক্রবিৎ ॥ ত্রিকোণরূপিনী শক্তির্কিন্দুরূপঃ
সদাশিবঃ । অবিনাভাবসম্বন্ধং তস্মাদ্বিন্দুত্রিকোণয়োঃ ॥ এব-
দ্বিভাগমজ্ঞাতা শ্রীচক্রং বঃ সমর্চয়েৎ । ন তৎফলমবাপ্নোতি ল-
লিতা বা ন ভুয্যতি ॥ ইত্যাদিবচনৈরুক্তস্য শ্রীচক্রস্যোক্ত
চক্রষট্চক্রস্য চ চিস্তিতং যোগিভিঃ স্বতমৈক্যং সাধকেন্দ্রোহনু-
ধ্যায়তি । অপানন্তরং শ্রীচক্রমন্তোরপি চিস্তিতৈক্যমনুধ্যা-
য়তি ততস্তদনন্তরং চক্রস্য তবৈক্যং মন্তস্য চৈক্যমিত্যেবং
ক্রমানুধ্যায়তি ॥ ৩৭ ॥

প্রথমে শ্রীচক্র এবং ষট্চক্রের ঐক্য ধ্যান
করিতে হইবে ; অনন্তর শ্রীচক্র আর মন্তচক্রের
ঐক্য ধ্যান করিবে ; তৎপরে চক্র আর আপনার
ঐক্য—পরে মন্তের ঐক্য—সাধকেন্দ্র ক্রমশঃ
অনুধ্যান করিবেন ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণানন্দধ্বত তত্ত্বসার গ্রন্থে ত্রিবিদ্যাশ্রকরণে ঐষ্টব্য

ইতি তাং বচনৈঃ প্রপূজ্য ভৈক্ষোদনমাত্রেণ
স তুষ্টিমাকৃতার্থঃ । বহুসাধকসংস্তুতঃ কিয়ন্তং স-
ময়ং তত্র নিনায় শান্তচেতাঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রয়তিস্ম ততোহগ্রহারকং শ্রীবলিসংজ্ঞং স
কদাচন শ্রণিষ্যেঃ । অনুগেহহুতামিহোত্রহুন্ধপ্রসরৎ-
পাবনগন্ধলোভনীয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

যতোহপমৃত্যুর্বহিরেব যাতি ভ্রাস্ত্রাপ্রদেশং শন-
কৈরলক্কা । দৃষ্টা দ্বিজাতীন্ নিজকৰ্ম্মনিষ্ঠান্ দূরা-
ম্মিমিক্কাং ত্যজতোহগ্রমভান্ ॥ ৪০ ॥

যস্মিন্ সহস্রদ্বিতয়ং জনানামগ্ন্যাহিতানাং
শ্রুতিপাঠকানাম্ । বসত্যবশ্যং শ্রুতিচোদিতান্
ক্রিয়াসু দক্ষং প্রথিতানুভাবম্ ॥ ৪১ ॥

মধ্যে বসন্ যস্য করোতি ভূষাং পিনাকপা-

উপসংহরীতি । কিয়ন্তং সময়ং কাগং নিনায় নীতবান্ ॥
উপে০ ॥ ৩৮ ॥

ততঃ কদাচিৎ শ্রণিষ্যেঃ সহ শ্রীশঙ্করঃ শ্রীবলীতি সংজ্ঞা যস্য
জ্ঞং দ্বিজগ্রামকং শ্রয়তিস্ম । তং বিশিনষ্টি প্রতিগৃহং হুতাদগ্নি-
হোত্রহুন্ধাং প্রসরতা পাবনেন গন্ধেন লোভনীয়ং প্রার্থ্যঃ ।
বিষমে স স জাগরু সমে চেৎ স ভরাবশ্চ বদন্তনালিকা সা
॥ ৩৯ ॥

পুনস্তমেব বর্ণয়তি । শনকৈর্ভ্রাস্ত্রা নিজকৰ্ম্ম নিষ্ঠান্ দূরাম্মি-
মিক্কাং ত্যজতঃ প্রমাদশূন্যান্ দ্বিজাতীন্নরান্ দৃষ্টা প্রদেশমলক্কা-
হপমৃত্যুর্বহিরেবযাতি ॥ উ০ ॥ ৪০ ॥

যস্মিন্নাহিতানীনাং বেদপাঠকানাং জনানাং দ্বিসহস্রমবশ্যং
বেদবিহিতান্ ক্রিয়াসু দক্ষং প্রথিতপ্রভাবঃ বসতি ॥ ৪১ ॥

কিঞ্চগিরিজাসংগায়ঃ পিনাকপাণিমধ্যে বসনায়স্য ভূষাং
করোতি তত্রদৃষ্টান্তবয়মাহ যথাহারস্যবষ্টের্তিকাযাঃ তত্র-

এইরূপে বিবিধবচনে দেবীকে স্তব করিবার
পর ভিক্ষা-লব্ধ-অগ্নে সন্তুষ্ট হইলেন । পরে
কৃতকার্য হইয়া বিবিধ সাধকের পূজা গ্রহণ
করিয়া শান্তচিত্তে সেই স্থানে কিছু দিন অতিবা-
হিত করিলেন ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর কোন সময়ে আচার্য্য শঙ্কর শিষ্যগণ
সমভিব্যাহারে শ্রীবলি নামে একটা ব্রাহ্মণপল্লীতে
উপস্থিত হইলেন । তথায় প্রতিগৃহে যে অগ্নি-
হোত্র যাগ করা হইত, তাহার জন্য যে সমস্ত
ক্ষীর আয়োজন করা হইত, তাহার দিগন্তব্যাপী
পবিত্র গন্ধে সকলের মন প্রাণ আহ্লাদিত হ-
ইল । ৩৯ ।

ঐ দেশে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁ-
হারা সকলেই স্ব স্ব কৰ্ম্মপরায়ণ; নিষিক্ককৰ্ম্ম
একেবারে বর্জন করিয়াছেন; তাঁহাদিগকে
দেখিয়া, অগ্নে অগ্নে ভ্রমণ করিয়া যখন কোন
স্থানে বাসস্থান পাইল না, তখন অপমৃত্যু ঐ
দেশ হইতে দূরে পলায়ন করে ॥ ৪০ ॥

ঐ দেশে দুই সহস্র ব্রাহ্মণ বাস করিত ।
তাঁহারা সকলেই অগ্নিহোত্র যাগে নিপুণ—সক-
লেই বেদপাঠক—সকলেরই বেদোক্তি কার্য্যে
মহিমা এবং দক্ষতা প্রথিত আছে ॥ ৪১ ॥

নি গিরিজাসহায়ঃ । হারম্য বক্টেস্তরলো যথাবৈ
ব্রাত্রেবিন্দু গগনাধিরূঢ়ঃ ॥ ৪২ ॥

তত্র দ্বিজঃ কশ্চন শাস্ত্রবেদী প্রভাকরাখ্যঃ
প্রথিতানুভাবঃ । প্রবৃদ্ধিশাস্ত্রৈকরতঃ স্তবুন্ধি-
ব্রাস্তে ক্রতূন্মীলিতকীৰ্ত্তিবৃন্দঃ ॥ ৪৩ ॥

লো মধ্যমণিঃ যথা ভূবাং করতি তরলশঙ্কলে বিদ্রে ভাস্করে-
শিতিলিঙ্গকঃ, হারম্যমণোপুংসীতিভেন্দিনী যথাবা গগনাধিরূঢ়-
শল্লোব্রাত্রেভূবাং করোতি তদ্বৎ ॥ ৪২ ॥

তত্রতন্মিগামেশা স্তম্ভঃ প্রভাকরসংজ্ঞঃকশ্চনাস্তেত্র তং
বিশিষ্ট প্রবৃদ্ধীতি ক্রতুভিরমীলিতং কীৰ্ত্তিবৃন্দং যেনসঃ ॥ ৪৩ ॥

মধ্যমণি বেক্রপ হারলতার শোভা সম্পাদন
করে; গগনমণ্ডলে অধিরোহণ করিয়া চন্দ্রনা
যেক্রপ রজনীর শোভাবৃদ্ধি করে; তক্রপ পিনাক-
পাণি মহাদেব পার্শ্বতীকে সঙ্গে লইয়া ঐ গ্রামের
মধ্যে বাস করিয়া শোভাবর্দ্ধন করিয়া থাকেন ॥
৪২ ॥

ঐ গ্রামে প্রভাকর নাম একজন শাস্ত্রবিৎ
পণ্ডিত বাস করিতেন। প্রবৃদ্ধি অর্থাৎ যাগাদি
কার্যের পোষকতাকারক শাস্ত্র সকল অত্যন্ত
অধ্যয়ন করিয়া তাহাতেই সর্বদা রত থাকিতেন।
তৎকালে তাঁহার মতন স্তবুন্ধি আর মহানুভব
ব্যক্তি অতি অল্পই ছিল। স্তবুন্ধি তাহাতেই যাগ
কার্যে তাঁহার অধিকতর কীৰ্ত্তি কলাপ উন্মীলিত
হয় ॥ ৪৩ ॥

গাবো হিরণ্যং ধরণী সঃগ্রা সদ্বান্ধবা জ্ঞাতি-
জনাস্চ তস্য । সন্তোষ কিস্তৈ নহি তোষ এভিঃ
পুত্রো যদস্যাজনি মুদ্ধচেষ্ঠঃ ॥ ৪৪ ॥

নবস্তি কিঞ্চিন্ ন শৃণোতি কিঞ্চিৎ ধ্যায়ন্নিবাস্তে
কিল মন্দচেষ্ঠঃ । রূপেষু মারো মহসা মহস্বান্
মুখেন চন্দ্রঃ ক্ষময়া মহীসমঃ ॥ ৪৫ ॥

এহগ্রহাৎ কিং জড়বদ্বিচেষ্ঠতে কিং বা স্বভা-
দুতপূর্বককর্মণঃ । সং চিন্তয়ং স্তিষ্ঠতি তৎপিতা-
নিশং সমাগতান্ প্রষ্টুম্নাবহুশ্রতান্ ॥ ৪৬ ॥

তৈঃ সক্তিঃকিং ন কিমপি হি বস্মাদেভিঃ সট্টক্সোযোনাস্তি
তোষাভাবে হেতুর্গদ্বন্দ্বাদস্য পুত্রোমুদ্ধচেষ্ঠোহজনি ॥ ইজ্ঞা ॥ ৪৪ ॥

তদীয়ং তাং চেষ্ঠামেবদর্শয়তি নেতি তদীয়ং রূপং বর্ণয়তি
রূপেষু মারঃ কানঃ মহগাতেজনামহস্বান্ স্বর্যঃ ॥ উঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুনা তৎপিতৃচেষ্ঠাং দর্শয়তি । তৎপিতা ইতোব মনিশং
সং চিন্তয়ন্ সমাগতান্ বহুশ্রতান্ প্রষ্টুম্নাস্তিষ্ঠতি ॥ ৪৬ ॥

গাভি সকল, স্তবর্ণ, অসীম ভূমিখণ্ড, সংবন্ধু,
অন্যান্য জ্ঞাতি থাকিলেও তাঁহার তাহাতে যে-
মন উপকার দর্শিত না। ঐ সকল ধনধান্য কি
বন্ধুবান্ধবে তাঁহার সন্তোষ হইত না। তাহার এক-
মাত্র কারণ, প্রভাকরের পুত্র জড়বৎ চেষ্ঠা-
শূন্য ছিল ॥ ৪৪ ॥

ঐ পুত্র কিছুই বলে না—কিছুই শোনে না—
জড়বৎ কেবল ধ্যান করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ
পুত্র রূপে কন্দর্প, তেজে সূর্য্য, মুখে চন্দ্র এবং
ক্ষমাগুণে পৃথিবীর তুল্য। ৪৫ ॥

শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈর্কল্পপুস্তকভারৈঃ সমাগতং কঞ্চ-
ন পূজ্যপাদম্ । শুশ্রাব তং গ্রামমনিন্দিতান্না নি-
নায় নুতুং নিকটং স তস্য ॥ ৪৭ ॥

ন শূন্যহস্তো নৃপমিট্টদৈবং গুরুঞ্চ যায়াদিতি
শাস্ত্রবিৎ স্বয়ম্ । সোপায়নঃ প্রাপ গুরুং ব্যশিশ্র-
ণং ফলং ননামাস্তু চ পাদপঙ্কজে ॥ ৪৮ ॥

ততঃ কদাচিৎ বহুপুস্তকভারৈঃ শিষ্যৈঃ সহ তং গ্রামং প্রতি
সমাগতং কঞ্চন পূজ্যপাদং শুশ্রাব । ততঃ চানিন্দিতান্না স প্রভা
করন্তস্য পূজ্যপাদস্য নিকটং পুত্রং নীতবান্ ॥ আ० ॥ ৪৭ ॥

কিং শূন্যহস্ত এব গতো নেতাহ শূন্যহস্ত ইতি । রিক্তহস্তস্ত
নোপেয়াজ্ঞানং দৈবতং গুরুমিতি, শাস্ত্রবিৎ স্বয়ং সোপা-
য়নো গুরুং শ্রীশঙ্করং প্রাপ, কিং ততুপায়নমিত্যপেক্ষায়ামাহ ;
ফলং ব্যশিশ্রণং প্রায়চ্ছং অস্য গুরোং পাদকমলে ননাম চ
॥ উ० ॥ ৪৮ ॥

কেবল গ্রহাবশে পুত্রের কি এইরূপ চেক্টা
হইল ? অথবা স্বভাব বশতঃ ? কিম্বা পূর্ব
জন্মের কর্মফলে এইরূপ মন্দ চেক্টা ? বালকের
পিতা এইরূপ চিন্তা করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে
ঐ কথা বারংবার প্রশ্ন করিলেন । ৪৬ ।

পরে শ্রবণ করিলেন—ঐ গ্রামে একজন পূজ্য-
পাদ ব্যক্তি আগমন করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে
অনেক শিষ্য প্রশিষ্য বিদ্যমান আছে,—অনেক
পুস্তক সঙ্গে আছে । তখন সম্ভুক্ত মনে পুত্রকে
তাঁহার নিকটে লইয়া যান । ৪৭ ।

“রিক্ত হস্তে রাজা গুরু ও দেবতার নিকট
যাইবে না” এইরূপ শাস্ত্র দৃষ্টান্তে প্রভাকর,

অনীনমভঞ্চ তদীয় পাদয়োজ্জডাকৃতিং ভস্ম-
নি গূঢ়বহিবৎ । স নোদতিষ্ঠৎ পতিতঃ পদাম্বুজে
প্রায়ঃ স্বজাড্যপ্রকটং বিধিৎসতি ॥ ৪৯ ॥

উপাত্তহস্তঃ শনকৈরবাঙ্ঘ্রুখং তং দেশিকেক্সঃ
রূপয়োদতিষ্ঠয়ৎ । উথাপিতে স্বে তনয়ে পিতাহ
ব্রবীদ্ধ প্রভো ! জাড্যমমুষ্যকিং কৃতম্ ॥ ৫০ ॥

ভস্মনা নিগূঢ়বহিবজ্জডতুল্যাকৃতিং তং পুত্রঞ্চ তদীয়পা-
দয়োঃরনীনমৎ, ভস্মনীতি ভিন্নং বা পদং স পুত্রঃ প্রায়ঃ স্বজাড্যং
প্রকটং বিধাতুং ইচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

উপাত্তো গৃহীতস্তদীয়হস্তো যেন স দেশিকেক্সঃ শ্রীশঙ্করঃ
উদতিষ্ঠয়ৎ উথাপিতবান্ ॥ ৫০ ॥

শঙ্কর গুরুর নিকট কিঞ্চিৎ উপহার লইয়া গমন
করিলেন । পরে একটী ফল দান করিলেন এবং
তাঁহার পাদকমলে প্রণত হইলেন ॥ ৪৮ ॥

ভগ্নাচ্ছাদিত বহির মতন জড়াকৃতি পুত্রকে
তাঁহার পদকমলে নমস্কার করাইলেন । প্রভা-
করের পুত্র তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া আর
উঠিতে ইচ্ছা করিল না । তাহার কারণ এই—
ঐ পুত্র আপনার জড়তা অধিকরূপে দেখাইতে
ইচ্ছা করিয়াছিল ॥ ৪৯ ॥

ভূতলাপিত মুখ ঐ পুত্রকে গুরুবর শঙ্কর
আপনার হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া উত্তিত করি-
লেন । পুত্র যখন উত্তিত হইল, তখন পিতা
বলিলেন ; প্রভো ! আপনি বলুন—আমার
পুত্রের জড়তার কারণ কি ? ॥ ৫০ ॥

বর্ষাণ্যতীমুর্ভগবন্নমুখ্য পঞ্চাষ্টজাতস্তা বিনাহ-
ববোধম্ । নান্যৈষ্যে বেদানলিখচ্চ নার্গানচীকরকো-
পনয়ং কথঞ্চিৎ ॥ ৫১ ॥

ক্রীড়াপরঃ ক্রোশতি বালবর্গস্তথাপি ন ক্রীড়িতু-
মেষ য়তি । বাল্যঃ শঠা মুচ্ছমিমং নিরীক্ষ্য সম্ভাড-
য়ন্তেহপি ন রোষমেতি ॥ ৫২ ॥

ভুংক্তে কদাচিন্ নতু জাতু ভুংক্তে স্বেচ্ছাবি-
হারী ন কৰোতি চোক্তম্ । তথাপি কৃষ্টেন ন
তাড্যতেহয়ং স্বকর্ণণা বদ্ধত এব নিত্যম্ ॥ ৫৩ ॥

তজ্জাড্যমেব বর্ণয়তি বর্ণাণীতি । পঞ্চাষ্টজয়োদশ নান্যৈষ্ট
নৈবাবীতবান্ অর্গান্ বর্ণান্ যথাকথঞ্চিদুপনয়ং কৃতবানস্মি ॥ ৫১ ॥

এবং জাড্যঃ প্রদর্শ্যাতুতাং তত্ত চেষ্টাং বর্ণয়তি, ক্রীড়াপর-
ইতিষ্যাতাম্ ॥ ৫২ ॥

বদ্যপোষং তথাপি কৃষ্টেন ময়ং ন তাড্যতে ॥ ৫৩ ॥

ভগবন্ । ইহার ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হই-
য়াছে । ইহার এখন পর্য্যন্ত কোন বোধাবোধ
হয় নাই ; বেদ সকল অধ্যয়ন করে নাই ; কখন
কোন বর্ণ লিখে নাই ; তথাপি আমি অতি কষ্টে
ইহার উপনয়ন দিয়াছি ॥ ৫১ ॥

বালক সকল খেলা করিবার জন্য ইহাকে
কতই ডাকিয়া থাকে, তথাপি আমার পুত্র তাহা-
দের সহিত খেলা করিতে যায় না— । খুঁত
বালকেরা ইহাকে খুঁত দেখিয়া কতই প্রহার করে,
তথাপি ইহার রাগ হয় না । কখন ভোজন করে
কখন ভোজন করে না ; ইচ্ছাক্রমে বিচরণ করিয়া

ইতীরয়িত্বোপরতেচ বিপ্রে পপ্রচ্ছ তং শঙ্কর-
দেশিকেন্দ্রঃ । কস্তুং কি মেবং জড়বৎ প্রবৃত্তঃ সচা-
ত্রবীদ্যালবপুর্মহাত্মা ॥ ৫৪ ॥

নাহং জড়ঃ কিন্তু জড়ঃ প্রবর্ততে মৎসন্নিধানে
ন সন্দিহে গুরো ! । যড়ুর্ম্মিষড্ভাববিকারবর্জিতং
সুথৈকতানং পরমস্মি তৎপদম্ ॥ ৫৫ ॥

ইত্যেবং কথয়িত্বা প্রভাকরে উপরতে স তং শঙ্করদেশি-
কেন্দ্রঃ প্রপচ্ছ ॥ ৫৪ ॥

কস্মমিতি । প্রশ্নস্তোত্তরং বক্তুমার্দৌ কিমেবং জড়বৎপ্রবৃত্তঃ
ইত্যাহ । নাহং জড়ঃ কিন্তু মৎসন্নিধানেন জড়ঃ প্রবর্ততে হে
গুরো ! অস্মিন্নর্থে অহং ন সন্দিহে তস্মাৎ শোকমোহকুখাপিপাসা
জরামৃত্যুলক্ষণ যড়ুর্ম্মিষড্ভাব্যতেহন্তি বদ্ধতে বিপরিণমতেহপ-
ক্ষীয়তে নশ্রুতীত্যাঙ্ক যড্ভাববিকারৈরশ্চ রহিতং । সুথৈকতানং
পরং সর্বোত্তমং তৎপদমহমস্মি, পরং দেহেন্দ্রিয়াদতিরিক্তং
প্রত্যক্ চৈতন্ত্যং তৎপদং শোধিততৎপদার্থাভিন্নমিতি বা
॥ ৫৫ ॥

থাকে ; কাহারও সহিত আলাপ করে না—; ক্রুদ্ধ
হইয়া ইহাকে কেহই প্রহার করে না—কেবল
আপনার কন্ঠে নিত্য বদ্ধিত হইতেছে ॥ ৫২।৫৩ ॥

এই কথাগুলি বলিয়া ব্রাহ্মণ বিরত হইলে
গুরুদেব শঙ্কর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন । তুমি
কে ? কেন তুমি জড়ের মতন কার্য্য করিতে
প্রবৃত্ত হইয়াছ ? পরে বালকরূপী ঐ মহাত্মা
রলিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

আমি জড় নয়—কিন্তু আমার সন্নিধানে জড়
প্রবৃত্ত হয় । গুরুদেব । আমার এ বিষয়ে কোন
সন্দেহ নাই । অতএব শোক, মোহ, কুখা,

মমেব ভূয়াদনুভূতিরেষা যুমুক্ষুবর্গস্য নিরূপ্য বি-
হন্ ॥ পঠ্যৈঃ পরৈর্দাদশভির্কর্তাষে চিদানুভবঃ
বিধূতপ্রপঞ্চম্ ॥ ৫৬ ॥

উপাদৌ যথাভেদতাসন্নগীনাং তথা ভেদতা বুদ্ধিতেদেবুত-
হপি । যথা চক্ষিকাণাং জলে চঞ্চলত্বং তথা চঞ্চলত্বং তবাপীহ-
বিষো ॥ ১২ ॥ ইতি উপদেশঃ ॥ ৫৬ ॥

হে বিদ্বন্ ! মমৈবৈষানুভূতির্মুমুক্ষুবর্গস্ত ভূয়াদিতি নিরূ-
প্যাত্তৈর্দাদশভিঃ পঠ্যৈর্বিধূতপ্রপঞ্চঃ চিদানুভবঃ বভাষে । তথাহি
নিমিত্তং মনশ্চকুরাদিপ্রবৃত্তৌ নিরন্তাখিলোপাধিরাকাশকল্পঃ ।
রবির্লোকচেষ্টানিমিত্তং যথায়ঃ স নিত্যোপলব্ধিঃ স্বরূপোহ-
হমাশ্রা ॥ ১ ॥

যমগ্নাঞ্চবলিত্যবোধস্বরূপঃ মনশ্চকুরাদীন্তবোধাত্মকানি
প্রবর্তন্ত আশ্রিত্য নিরূপ্যমেকম্ স ॥ ২ ॥

মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন নৈবাস্তি
বস্ত চিদাভাসকো ধীষু জীবোহপি তদ্বৎ স ॥ ৩ ॥

যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ মুখং বিদ্যাতে কল্পনাহীন
মেকং তথা ধীবিয়োগে নিরাভাসকো যঃ ॥ ৪ ॥

মনশ্চকুরাদেববিযুক্তঃ স্বয়ং যো মনশ্চকুরাদের্ষ্মনকুরাধিঃ ।
মনশ্চকুরাদেবগম্যস্বরূপঃ স ॥ ৫ ॥

যথাহনেকচক্ষুঃপ্রকাশো রবিন্ ক্রমেণ প্রকাশীকরোতি
প্রকাশঃ অনেকা ধিয়ৌ যন্তথৈকপ্রবোধঃ স ॥ ৬ ॥

বিবস্বৎপ্রভাতং যথা রূপমক্ষং প্রগৃহ্মতি নাভাতমেবং
বিবস্বান্ । তথাভাত আভাসয়ত্যেকমক্ষং স ॥ ৮ ॥

যথা সূর্য্য একোহপ্যনেকশ্চলান্ন স্থিরাশ্বপ্যনশ্বয়িতব্যাস্বরূপঃ
চলান্ন প্রভিন্নাশ্বধীষেক এব স ॥ ৯ ॥

ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কঃ যথামত্ততে নিশ্চিভঙ্গাতিমূঢ়ঃ । তথা
বদ্ধবদ্ধাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স ॥ ১০ ॥

সমস্তেবু বস্তবস্তু স্যাত্মেকং সমস্তানি বস্তূনিষং ন স্পৃশন্তি,
বিষয়ং সদাশুদ্ধমচ্ছবরূপঃ স ॥ ১১ ॥

পিপাসা, জরা, মৃত্যু এই ছয় প্রকার তরঙ্গ

—জন্ম অস্তিত্ব, বুদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয়, নাশ
এই ছয় প্রকার বিকার রহিত, স্থখস্বরূপ,
সর্বোৎকৃষ্ট “তত্ত্বমসি” বেদবাক্যের তৎপদ
আমিই জানিবে ॥ ৫৫ ॥

হে পণ্ডিতবর ! এবিষয়ে আমার যেমন
অনুভব আছে, আমার মতন যেন সকল মোক্ষার্থী
ব্যক্তির এই অনুভব হয় । এইরূপে কৃতনিশ্চয়
হইয়া আর দ্বাদশটি উৎকৃষ্ট কবিতার দ্বারা অখিল
ব্রহ্মাণ্ডের ভয়হারী আশ্রিতত্ব প্রকাশ করিলেন *
৫৬ ॥

* মন চক্ষুর্গ ইন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি বিষয়ের কারণ ।
আকাশের যেমন কোন পদার্থের সহিত কোন সংস্রব নাই—
কোন উপাধি নাই—যে পদার্থ ঐ উপাধি শূন্য আকাশের তুল্য ;
যে বস্তু দিবাকরের মতন সকল লোকের চেষ্টার নিমিত্ত ;
আমিই সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ আত্মা । ১ । উচ্চতাগুণ যেরূপ
অগ্নিকে আশ্রয় করিয়া নিত্য প্রবর্তমান থাকে ; তদ্রূপ অজ্ঞান-
স্বরূপ মন চক্ষু প্রভৃতি যে নিত্য বোধস্বরূপ বস্তুকে আশ্রয়
করিয়া নিত্য প্রবর্তমান ; আমি সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥
২ ॥ দর্পণ যেমন মুখের প্রকাশক বলিয়া দেখা যায়, পরে মুখ
হইতে দর্পণকে পৃথক করিলে যেমন কোন বস্তুই দেখা যায়
না ; তদ্রূপ জীবও বুদ্ধিতে যে চৈতন্যের প্রকাশক মাত্র—
আমিই সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা । ৩ । যেমন দর্পণের
অভাব হইলে, প্রকাশের হানি হইলে একমাত্র কল্পনা হীন
সত্যমুখ বিদ্যমান থাকে ; তদ্রূপ যে বস্তু বুদ্ধির বিয়োগ হইলেও
স্বপ্রকাশ—আমি সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা । ৪ । যে
পদার্থ স্বয়ং মন ও চক্ষু আদি হইতে বিযুক্ত ; যে পদার্থ মনের
ও মন—চক্ষুরও চক্ষু, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয় ; মন কি চক্ষু আদি
যাহায় স্বরূপ জানিতে পারে না—আমিই সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ
আত্মা । ৫ । যিনি এক হইয়া বিরাজমান—যিনি শুদ্ধ
চৈতন্যস্বরূপ—যিনি স্বপ্রকাশ হইয়াও বুদ্ধিবৃত্তিতে নানাপ্রকারে
পরিণত—যে পদার্থ সূর্য্যের মতন এক হইয়াও জল মধ্যে শত
শত রূপে প্রকাশমান ; আমিই সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ

প্রকাশয়ন্তে পরমাত্মতত্ত্বং করস্থবাত্রীফলবদ্য-
দেকম্ । শ্লোকান্ত হস্তামলকাঃ প্রসিদ্ধান্তংকর্তু-
রাখ্যাপি তথৈব বৃত্তা ॥ ৫৭ ॥

যদেকং পরমাত্মতত্ত্বং তৎকরস্থামলকফলবৎ প্রকাশয়ন্তে

আত্মা । ৬ । যেমন অনেক চক্ষুর প্রকাশক সূর্য্য প্রকাশ্য বস্তু
ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত করে না—প্রত্যুত এক কালে সকল বস্তু
প্রকাশ করিয়া থাকে । ঐরূপ অনেক বুদ্ধি সকল যে এক
জ্ঞানস্বরূপ পরম বস্তু হইতে উদ্ভাবিত—আমিই সেই নিত্যজ্ঞান
স্বরূপ আত্মা ॥ ৭ ॥ যেরূপ চক্ষু ইন্দ্রিয় সূর্য্যকিরণে জগৎ
প্রকাশিত হইলে বস্তু নিচয়ের রূপ গ্রহণে সক্ষম ; কিন্তু সূর্য্য-
প্রকাশ না হইলে দর্শনেন্দ্রিয় কোন বস্তুরই রূপগ্রহণ করিতে
পারে না ; সেইরূপ সূর্য্যও যে প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া এক
চক্ষুকে দর্শনশক্তি প্রদান করিয়া জগৎ প্রকাশিত করিয়া থাকে,
আমিই সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ আত্মা । ৮ । যেরূপ সূর্য্য এক
হইয়াও চঞ্চল বুদ্ধিতে অনেক হয়, স্থির বুদ্ধিতেও অগ্নির সমীপে
সূর্য্যের স্বরূপ ভাবিতে পারা যায় না ; চপলবুদ্ধি হির হইলে—
বুদ্ধি একাকার হইলে যেমন ঐ সূর্য্য পুনর্বার একই থাকে ;
আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ৯ ॥ গগনমণ্ডলে মেঘ
হইলে এবং ঐ মেঘ দ্বারা দৃষ্টি আচ্ছাদিত হইলে মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্য-
দেবকে মুচুমতি লোকের যেমন প্রাণান্য বস্তু বিবেচনা করে,
তজ্ঞান মুচুমতি লোকের কাছে যে বস্তু বদ্ধ মন প্রকাশমান ;
আমিই সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা । ১০ । আকাশের
মতন এক যে পদার্থ সকল পদার্থে সঞ্চারিত থাকেন—অথচ
কোন পদার্থ ঘাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না—সে বস্তু সদা
বিগুণ যে বস্তুর স্বরূপ সদাই নির্মল ; আমিই সেই নিত্যজ্ঞান
স্বরূপ আত্মা । ১১ । যেরূপ অয়স্কান্ত, নীলকান্ত, চন্দ্রকান্ত
প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মণিসমূহের উপাধিবিশেষে ভেদবুদ্ধি হয়,
নতুবা মণিবস্তু চিরদিনই এক । বুদ্ধিবিশেষে আপনারও
দেখিতেছি বুদ্ধির প্রভেদ ঘটয়াছে । যেমন চন্দ্রকিরণ সকল
জলে পতিত হইলে তাহাদের চঞ্চলতা দেখা যায়, হে বিষ্ণু
সদৃশ ! আপনারও দেখিতেছি সেই চঞ্চল্য ঘটয়াছে । ১২ ।

বিনোপদেশং স্বত এব জাতঃ পরাত্মবোধো
দ্বিজবর্গ্যসূনোঃ । ব্যাস্ম্যক্ট সংপ্রেক্ষ্য স দেশিকেন্দ্রো-
ত্থধাৎ স্বহস্তং কৃপয়োত্তমাঙ্গে ॥ ৫৮ ॥

স্বতে নিবৃত্তে বচনং বভাষে স দেশিকেন্দ্রঃ পি-
তরং তদীয়ম্ । বস্তং ন যোগ্যো ভবতা সহায়ং
ন তেহমুনাহর্থো জড়িমাস্পদেন ॥ ৫৯ ॥

অতস্তে শ্লোকান্ত হস্তামলকাঃ প্রসিদ্ধান্তেবাং কর্তুরাখ্যাপি
তথৈব হস্তামলক ইতি বৃত্তা প্রবৃত্তা ॥ উঃ ॥ ৫৭ ॥

উপদেশং বিনা স্বত এব দ্বিজবর্গ্যসূনোঃ পরাত্মবোধো জাত
ইতি সংপ্রেক্ষ্য বিস্ময়ং প্রাপ্তো দেশিকেন্দ্রো দ্বিজবর্গ্যসূনোঃ
শিরসি স হস্তং ত্রুপাৎ ॥ ৫৮ ॥

উদাহৃতপদ্যাত্মক্ণা স্বতে নিবৃত্তে সতি দেশিকেন্দ্রস্তদীয়ং
পিতরং বচনং বভাষে তদাহ । ভবতা সহায়ং বস্তং যোগ্যো

প্রভাকরের পুত্র যে বারটী শ্লোক বলিল ঐ
শ্লোকগুলিন করতলস্থ আমলকী ফলের মতন
এক পরমাত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিল । তাহাতে ঐ
শ্লোকগুলির নাম “হস্তামলক” এবং তদবধি ঐ
শ্লোককর্তার নামও “হস্তামলক” বলিয়া জগতে
বিখ্যাত হয় ॥ ৫৭ ॥

“বিনা উপদেশে স্বতসিদ্ধ এই ব্রাহ্মণকুমারের
আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে” ইহা পর্যালোচনা করিয়া
বিস্ময়াগ্নিত হইলেন এবং গুরুবর শঙ্কর ব্রাহ্মণ
পুত্রের মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন ॥ ৫৮ ॥

বারটী পদ্য বলিয়া পুত্র নিবৃত্ত হইলে গুরুবর
তাহার পিতাকে বলিতে লাগিলেন, এপুত্র
তোমার সহিত একত্রে বাস করিবার যোগ্য নয় ;

পুরাভাব্যাসবশেন সর্বং স বেত্তি সম্যক্ ন চ
বক্তি কিঞ্চিৎ । নোচেৎ কথং স্বানুভবৈকগৰ্ভ-
পদ্যানি ভাষেত নিরক্ষরাস্যঃ ॥ ৬০ ॥

ন সক্তিরস্থাস্তি গৃহাদিগোচরা নাত্মীয়দেহে
ভ্রমতোহস্য বিদ্যতে । তাদাত্ম্যতাহস্ত্র মমেতি
বেদনং যদা ন সা স্বে কিমু বাহুবস্তুষু ॥ ৬১ ॥

ন ভবতি । কিঞ্চামুনা জড়তাম্পদেন তব কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং
নাস্তি ॥ ৫৯ ॥

নশ্বেবংভূতেন তবাপি কিং প্রয়োজনমিত্যাশঙ্ক্যাহ ।
পুরাভবন্ত পূৰ্ব্বেজ্ঞানোহভ্যাসস্ত বশেন স তব পুত্রঃ সর্বং
জানাস্তি ॥ ৬০ ॥

ন বস্তং যোগ্যো ভবতা সহায়মিত্যত্র হেতুমাহ । অস্ত
গৃহাদিবিষয়াসক্তিরাসক্তির্নাস্তি । তথাআত্মীয়দেহে ভ্রমাতাদা-
ত্ম্যতাহস্ত্র ন বিদ্যতে, তথা দেহাদস্ত্র মমেতি জ্ঞানমস্ত্র ন বি-
দ্যতে সা তাদাত্ম্যতা তু যদা স্বে দেহে নাস্তি তদা বাহুবস্তুষু সা
নাস্তীতি কিমু বক্তব্যম্ ॥ ৬১ ॥

জড়তার আধার এপুত্র দ্বারা তোমারও কোন
প্রয়োজন দেখি না ॥ ৫৯ ॥

পূৰ্ব্বেজ্ঞানের অভ্যাস বশতঃ তোমার পুত্র সকল
বিষয় উত্তম রূপে জানিতে সক্ষম হইয়াছে এবং
কাহারও সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করে নাই । ন-
তুবা যে মুখে কশ্মিন্ কালে কোন অক্ষর নির্গত
হয় নাই, সেই মুখ দিয়া কিরূপে তোমার পুত্র
এরূপ নিজের অনুভব পূর্ণ ও সারগৰ্ভ পদ্য সকল
বলিতে সক্ষম হইল ? ॥ ৬০ ॥

তোমার পুত্রের গৃহ কি গৃহোচিত পদার্থে
আসক্তি নাই । ভ্রম বশতঃ নিজদেহেও “নিজ-

ইতীরয়িত্বা ভগবান্ দ্বিজাত্মজং যযৌ গৃহীত্বাদি-
শমীপিতাং পুনঃ । বিপ্রোহপ্যনুভূজ্য যযৌ স্বম-
ন্দিরং কিয়ৎপ্রদেশং স্থিরধী বহুশ্রুতঃ ॥ ৬২ ॥

ততঃ শতানন্দমহেন্দ্রপূৰ্ব্বৈঃ স্থপৰ্শবৃন্দৈরুপ-
গীয়মানঃ । পদ্মাংস্রিমুখ্যৈঃ সমমাপ্তকামঃ কৌণী-
পতিঃ শৃঙ্গগিরিং প্রতস্থে ॥ ৬৩ ॥

ইতীরয়িত্বা ভগবান্ দ্বিজাত্মজং গৃহীত্বা পুনরীপিতাং দিশং
যযৌ । প্রভাকরসংজ্ঞো বিপ্রোহপি কিয়ৎদেশমনুভূজ্য স্ব-
মন্দিরং যযৌ, নহু স্বপুত্রবিয়োগে ব্যাকুলতাং কিমিতি ন প্রাপে-
ত্যাশঙ্ক্যাহ স্থিরধী যতো বহুশ্রুতঃ ॥ ৬২ ॥

ভুতঃ তদনন্তরং বিষ্ণুপ্রমুখৈর্দেববৃন্দৈরুপগীয়মানঃ পদ্মপাদা-
দিভিঃ সহাপ্তকামো রাজা শৃঙ্গগিরিং প্রতস্থে, শতানন্দো
মুনের্ভেদে দেবকীনন্দনেহপি চেতি মেদিনী ॥ ৬৩ ॥

দেহ” বলিয়া কোন অভিমান নাই । দেহ ভিন্ন
অন্য বিষয়েও “আমার” ইত্যাকার জ্ঞানও
তোমার পুত্রের দেখি না । যখন নিজ দেহেই
আত্মজ্ঞান নাই, তখন বাহ্য জড় পদার্থে যে আত্ম-
জ্ঞান থাকিবে না ইহা বিচিত্র কি ? ॥ ৬১ ॥

এই কথা বলিয়া ভগবান্ শঙ্কর ব্রাহ্মণের তন-
য়কে সঙ্গে লইয়া আপনার যে দিকে ইচ্ছা সেই
দিকে প্রস্থান করিলেন । দ্বিজবর প্রভাকর অত্যন্ত
বুদ্ধিমান এবং বহুতর শাস্ত্রে বুৎপত্তি থাকাতে
পুত্রের বিরহে কাতর না হইয়া বরং কিঞ্চিৎ দূর
শঙ্করের অনুগমন করিয়া শেষে আপনার গৃহে
পুনরায় আগমন করিলেন । ৬২ ।

অনন্তর বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা সকল তাঁ-

যজ্ঞাধুনা পুণ্ড্রমম্ব্যশৃঙ্গস্তপশ্চরত্যাত্মভূদন্তরঙ্গঃ ।
সংস্পর্শমাত্রেন বিতীর্ণভদ্রা বিদ্যোততে যত্র চ
ভুঙ্গভদ্রা ॥ ৬৪ ॥

অভ্যাগতার্চান্নিতকল্পশাখাকুলক্কাধীতসমস্ত-
শাখাঃ । ঈজ্যাশতৈর্ষত্র সমুল্লসন্তঃ শাস্তাস্তরায়া
নিবসন্তি সন্তঃ ॥ ৬৫ ॥

যস্মিন্ শৃঙ্গগিরাবধুনাপি আত্মভূতামন্তরঙ্গঃ ঋষ্যশৃঙ্গ উত্তমঃ
তপশ্চরতি যত্র চ সংস্পর্শমাত্রেন বিতীর্ণঃ সমর্পিতঃ ভদ্রং ক-
ল্যাণং যত্র সা ভুঙ্গভদ্রাখ্যা নদী বিদ্যোততে ॥ ৬৪ ॥

যত্র যে সন্তো বসন্তি তান্ বিশিষ্টা অভ্যাগতানাং পূজয়াহ-
প্যায়ীকৃতানাং কল্পবৃক্ষশাখানাং কুলক্কাধীতাঃ সর্বশাখা যৈ-
রিজ্যাশতৈঃ সম্যগুল্লসন্তঃ শাস্তাস্তরায়াঃ শান্তবিদ্যাঃ ॥ ইন্দ্রং ॥
॥ ৬৫ ॥

হার স্তুতিবাদ করিতে লাগিল, যতিরাজ পূর্ণ-
মনোরথ হইয়া পদ্মপাদ প্রভৃতি শিষ্য সঙ্গে পাইয়া
শৃঙ্গগিরিতে প্রস্থান করিলেন । ৬৩ ।

যে স্থানে অদ্যাপি আত্মধারী ব্যক্তিগণের
অন্তরঙ্গ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি তপস্যা করিয়া থাকেন ; যে
স্থানে স্পর্শমাত্রে কল্যাণদায়িনী ভুঙ্গভদ্রা নামে
নদী অদ্যাপি বিরাজমান ; যে স্থানে সাধুপুরুষগণ
অতিথিগণের অর্চনাদ্বারা যে সমস্ত কল্পবৃক্ষ ভুচ্ছ
হইয়াছে—সেই সমস্ত কল্পতরুর সমস্ত শাখা
(যাঁহারা উত্তম ও দৃঢ়রূপে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন);
যে স্থানের সজ্জনেরা শত শত যাগযজ্ঞাদির অনু-
ষ্ঠানে সর্বদাই উল্লাসিত—যে স্থানে যাঁহাদের বিদ্ব
সকল কখন উপদ্রব করিতে সাহসী হইত না ।

অধ্যাপয়ামাস স ভাষ্যমুখ্যান্ গ্রন্থান্নিজাংস্তত্র
মনীষিমুখ্যান্ । আকর্ণনপ্রাপ্যমহাপুমর্থানা-
দিক্তবিদ্যাগ্রহণে সমর্থান্ ॥ ৬৬ ॥

মন্দাক্ষনত্রং কলয়ন্ শ্রেণং পরাণুদং প্রাণিত-
মাংস্যশেষম্ । নিরন্তরজীবৈশ্বর্যোর্বিশেষং ব্যাচক-
বাচস্পতিনির্বিশেষম্ ॥ ৬৭ ॥

তস্মিন্ পর্বতে মনীষিমুখ্যান্ শ্রবণমাত্রেন প্রাপ্যো মহা-
পুরুষার্থো মোক্ষোযৈস্তামুপদিষ্টবিদ্যাগ্রহণে সমর্থান্ স শ্রীশঙ্করো
ভাষ্যপ্রমুখান্নিজান্ গ্রন্থানধ্যাপয়ামাস আকর্ণনেন প্রাপ্যো
মহাপুমর্থো যেভ্যস্তান্ গ্রন্থানিতি বা ॥ ৬৬ ॥

শেষমনস্তং মন্দাক্ষনত্রং লজ্জয়ানত্রং কলয়ন্ কুর্কনিবিশেষং
যথাস্ত্রাং তথা প্রাণিনামান্তরতমাংসি অজ্ঞানানি প্রাণুদং
অপাকরোং যতো বাচস্পতিনা নির্বিশেষং যথা ভবতি তথা
নিরন্তং জীবৈশ্বর্যোর্বিশেষং ব্যাচক ॥ উৎ ॥ ৬৭ ॥

সেই পর্বতে যে সকল শিষ্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি ; শ্রবণমাত্র
যে সকল শিষ্য পরম পুরুষার্থ মোক্ষ লাভ করিবার
যোগ্য পাত্র ; যে সকল শিষ্য গুরুর উপদিষ্ট
বিদ্যা সকল ধারণা করিতে তৎপর ; সেই সমস্ত
খ্যাত নামা শিষ্যদিগকে আচার্য্য শঙ্কর ভাষ্য প্র-
ভৃতি আপনার গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করাইলেন ।
। ৬৪ । ৬৫ । ৬৬ ।

অনন্তকেও লজ্জায় নত করিয়া প্রাণিবর্গের
আন্তরিক যাবতীয় অজ্ঞান তিমির একেবারে
অপনয়ন করিলেন । বৃহস্পতির মতন নির্বিশেষে
জীব আর ঈশ্বরের ঐক্য বিশেষ রূপে বলিতে
লাগিলেন । ৬৭ ।

প্রকল্প্য তত্রৈন্দ্রবিমানকল্পং প্রাসাদমাবিকৃত-
সর্বশিল্পম্ । প্রবর্তয়ামাস স দেবতায়াঃ পূজাম-
জাদৈরপি পূজিতায়াঃ ॥ ৬৮ ॥

যা শারদাস্তেত্যভিধাং বহন্তী কৃতাং প্রতিজ্ঞাং
প্রতিপালয়ন্তী । অদ্যাপি শৃঙ্গেরিপুরে বসন্তী প্র-
দ্যোততেহভীষ্টবরান্ দিশন্তী ॥ ৬৯ ॥

ততশ্চ তস্মিন্ পৰ্বত ইন্দ্রবিমানগদৃশ্যাবিকৃতসর্বশিল্পং
প্রাসাদং প্রকল্প্যাজাদৈরপি পূজিতায়া দেবতায়াঃ পূজাং স
প্রবর্তয়ামাস অত্র প্রাঞ্চঃ মঠং কৃৎস্ব তত্র বিদ্যাপীঠনিষ্ঠাং
কৃৎস্ব ভারতীসংপ্রদায়ং নিজশিষ্যাং চকার যন্তুদৈতমতে স্থিত্বা
ভারতীপীঠনিষ্ঠকঃ । স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাভূতসংগ্ৰবং ।
কক্ষিচ্ছিয়াং সুরেশ্বরখ্যাং পীঠাধ্যক্ষমকরোদিত ॥ ৬৮ ॥

স। দেবতা কেত্যােকাজ্জামাহ যেতি ॥ ৬৯ ॥

গুরুবর তথায় ইন্দের অমরাবতী ভবনের
তুল্য বিবিধ শিল্প কার্যে পরিপূর্ণ একটা দেবালয়
সংস্থাপিত করেন । পরে ব্রহ্মাদি দেবগণ যাহার
অর্চনা করিয়া থাকেন, সেই প্রতিষ্ঠিত দেবতার
পূজা * করেন । ৬৮ ।

যে দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন তাহার নাম
শারদা । আপনার পূর্ব প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন

* এ বিষয়ে প্রাচীনেরা বলেন, শঙ্কর মঠ করিয়া তথায়
বিদ্যাপীঠ নিষ্ঠাপ করিয়া ভারতী সম্প্রদায়দিগকে আপনার
শিষ্য করেন । “যে ব্যক্তি অদৈত মতে থাকিয়া ভারতীপীঠকে
নিষ্ঠা করিবেন, তিনি প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ঘোর নরক যাতনা
ভোগ করিবেন ।” পরে আচার্য্য সুরেশ্বর নামক কোন একজন
আপনার শিষ্যকে ঐ প্রতিষ্ঠিত ভারতীপীঠের অধ্যক্ষ করেন ।

চিত্তানুবর্তী নিজধর্ম্মচারী ভূতানুকম্পী তনু-
বাগ্ধিভূতিঃ । কশ্চিদ্ধিনেযোইজনি দেশিকস্য যং
তোটকাচার্য্যমুদাহরন্তি ॥ ৭০ ॥

স্নাত্বা পুরা ক্ষিপতিকম্বলবস্ত্রমুথৈরুচ্চাসনং
মুহু সমং স দদাতি নিত্যম্ । সংলক্ষ্য দম্ভপরিশো-
ধনকার্থমগ্র্যং বাহাদিকং গতবতে সলিলাদিকঞ্চ ॥
৭১ ॥

অথ তত্র যদ্বস্ত্রদর্শয়িতুমারভতে চিত্তানুবর্তীতি । তদ্বী
স্নাত্বা বাগ্ধিভূতিবস্ত্র স মলভাষণ ইত্যর্থঃ । দেশিকস্ত কশ্চি-
চ্ছিযোইজনি ॥ ৭০ ॥

স সदैব গুরুগুণবর্ণনর ইত্যাহ । পুরা গুরুস্নানং পূর্ব-
স্নাত্বাকম্বলবস্ত্রপ্রমুথৈরুচ্চাসনং মুহু কোমলং সমং সমানং
ক্ষিপতি করোতি তং তং কালং সংলক্ষ্য নত্বাজ্ঞপ্তো নিত্যং
দম্ভপরিশোধনকার্থং অগ্র্যং শাস্ত্রোক্তং দদাতি । বাহাদিকং
গতবতে জলমুত্তিকাদি চ দদাতি ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥

করিবার জন্য শৃঙ্গেরিপুরে অভীষ্ট বর প্রদান
পূর্বক অদ্যাপি যিনি বিরাজমান আছেন । ৬৯ ।

আচার্য্যের চিন্তের অনুবর্তী স্বধর্ম্ম প্রতিপালক
জীবদয়ালু ও মুহুভাবী একজন তথায় গুরুবরের
শিষ্য হন । যিনি আচার্য্যের শিষ্য হন, সকলে তাঁ-
হাকে তোটকাচার্য্য বলিয়া আহ্বান করিত । ৭০ ।

গুরুর স্নানের পূর্বে আপনি স্নান করিয়া
ও বস্ত্রাদি দ্বারা কোমল আর সমান একটা উচ্চা-
সন গুরুর জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন । নত হ-
ইয়া উপবেশন করিলে গুরু যখন যাহা আজ্ঞা করি-
তেন, তখন শাস্ত্রোক্ত দম্ভকার্থ আনিয়া দিতেন
এবং শৌচ প্রস্রবার্থ জল ও মুত্তিকাদি দান করি-
তেন । ৭১ ।

ত্রীদেশিকায় গুরবে তনুমার্জবস্ত্রং বিশ্রাণয়ত্য-
নুদিনং বিনয়োপপন্নঃ । ত্রীপাদপদ্মযুগমর্দনকো
বিদশ চ্ছায়েব দেশিকমসৌ ভূশমস্থাদ্যঃ ॥ ৭২ ॥

গুরোঃ সমীপে নতু জাতু জন্ততে প্রসারয়মো
চরণৌ নিষীদতি । নোপেক্ষতে বা বহবা ন ভা-
ষতে ন পৃষ্ঠদশ পুরতোহস্য তিষ্ঠতি ॥ ৭৩ ॥

তিষ্ঠন গুরৌ তিষ্ঠতি সংপ্রয়াতে গচ্ছন ক্রু-

বিশ্রাণয়তি । প্রযচ্ছতিস্ম, যোহসৌ দেশিকং ছায়েবাস্তগ-
চ্ছৎ ॥ ৭২ ॥

বক্তব্য নোপেক্ষতে বা বহবা ন ভাষতে বংশস্থেদ্রবংশা-
মিশ্রিতদ্বাপজাতিঃ ইথং কিলাত্মাষপি মিশ্রিতাস্থ স্মরন্তি
জাতিষিদমেব নামেত্যুক্তত্বাৎ ॥ ৭৩ ॥

কিঞ্চ গুরৌ তিষ্ঠতি সতি তিষ্ঠন তস্মিন্ সংপ্রয়াতে গচ্ছন

বিনয় সহকারে প্রতিদিন গুরুদেবকে গাত্র
মার্জনী বস্ত্রদান করিতেন । ঐ শিষ্য গুরুদেবের
ত্রীপাদপদ্মযুগল মর্দন করিতে জানিতেন,
স্বতরাং গুরু যখন যে স্থানে গমন করিতেন সেই
স্থানে ছায়ার মতন তাঁহার অনুগামী হইয়া আপ-
নার বিনয় ও নম্রতা দেখাইতেন । ৭২ ।

তোটক গুরুর সমীপে কখন জন্তা (হাই)
ভুলিতেন না ; পদদ্বয় প্রসারণ করিয়া কখন উপ-
বেশন করিতেন না ; গুরুদেব কোন কথা कहিলে
তাহা উপেক্ষা করিতেন না ; অথবা অধিক বাক্য
ব্যয় করিতেন না ; আপনার পৃষ্ঠ দেখাইয়া কদাচ
গুরুর সম্মুখে বসিতেন না । ৭৩ ।

গুরু উপবেশন করিলে উপবেশন করিতেন—

বাণে বিনেয়ন শৃণুন্ । অনুচ্যমানোহপি হিতং বি-
ধন্তে যচ্চাহিতং তচ্চ তনোতি নাস্য ॥ ৭৪ ॥

তস্মিন্ কদাচন বিনেয়বরে স্বশাটীপ্রক্ষালনায়
গতবত্যপবর্তনীগাঃ । ব্যাখ্যানকর্ম্মণি তদাগমমীক্ষ-
মাণো ভক্তেষু বৎসলতয়া বিললস্থ এষঃ ॥ ৭৫ ॥

শান্তিপাঠমথকর্তু মসংখ্যেযুদ্যতেষু সবিনেয়ব-

ক্রবাণে বিনেয়ন শৃণুন্ সন্নকথ্যমানোহপি হিতং বিধন্তে যচ্চাস্ত
গুরোরহিতং তচ্চ ন বিস্তারয়তি উৎ ॥ ৭৪ ॥

এবমুত্তে তস্মিন্ শিষ্যবরে কদাচিৎ স্বশাটীপ্রক্ষালনায় অপব-
র্তনীগাঃ নদীজলানি প্রতিগতবতি তত্শ্রাগমনমীক্ষমাণো ভক্তেষু
বৎসলতয়া ব্যাখ্যানার্থে কর্ম্মণি বিললস্থ, গোঃ স্বর্গে চ বলী-
বর্দে রশ্মৌচ কুলিশে পূমান্ । জী সৌরভেযী দৃগ্ধাণদিথাগ্ভূম্যপ
স্বভূমিচেতি মেদিনী ॥ বাৎ ॥ ৭৫ ॥

অথানন্তরমসংখ্যাতেষু শিষ্যবরেষু শান্তিপাঠঃ কর্তুঃ উদ্য-

গমন করিলে গমন করিতেন—কোন কথা
বলিলে তাহা বিনয়ে শ্রবণ করিতেন—গুরুদেব
না থাকিলেও সদাই হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি-
তেন—গুরুর বাহা অহিত, এরূপ কার্য্য কদাচ
করিতেন না । ৭৪ ।

কোন সময়ে শিষ্যবর শাটী (পরিধেয় বস্ত্র)
প্রক্ষালন করিবার জন্য নদীর জলে গমন করিলে
ভক্তবৎসল গুরুদেব তাহার আগমন প্রতীক্ষা
করিয়া ভাষ্যাদির ব্যাখ্যাকার্য্যে বিলল করিতে
লাগিলেন । ৭৫ ।

অনন্তর অগণিত শিষ্যগণ শান্তিপাঠ করিতে
উদ্যত হইলে গুরুদেব বলিতে লাগিলেন ।

রেষু । স্থীয়তাং গিরিরপি ক্ষণমাত্রাদেয্যতীতি
সমুদীরয়তিস্ম ॥ ৭৬ ॥

তাং নিশম্য নিগমাস্তগুরুক্তিং মন্দধীরনধিকা-
র্যাপি শাস্ত্রে । কিং প্রতীক্ষত ইতিস্ম ভীতিঃ
পদ্মপাদমুনিনা সমদর্শি ॥ ৭৭ ॥

তস্ত গৰ্ব্বমপহর্তুমথৰ্বং স্বাশ্রয়েষু করুণাতি-
শয়াচ্চ ॥ ব্যাদিদেশ স চতুর্দশ বিদ্যাঃ সদ্য এব
মনসা গিরিনাম্নে ॥ ৭৮ ॥

তেনু সৎস্ব স দেশিকেক্জঃ স্থীয়তাং গিরিরপি ক্ষণমাত্রাদেয্য-
তীতি গিরতিস্ম ॥ স্বা° ॥ ৭৬ ॥

তাং বেদাস্তরূপাং গুরুক্তিং নিশম্য মন্দবুদ্ধিদ্বাদ্ভীতিঃ কুডা-
তুল্যো জড়ঃ শাস্ত্রেহনধিকার্যাপি কিমর্থং প্রতীক্ষত ইতি স্মহ
পদ্মপাদমুনিনা ভীতিঃ সমদর্শি ॥ ৭৭ ॥

অথৰ্বম নল্পং তস্ত পদ্মপাদস্ত গৰ্ব্বমপাহর্তুং স্বয়মেব আ-
শ্রয়ো যেষাং তথাভূতেষু স্বভক্তেষু করুণায়া অতিশয়াচ্চ স
ত্ৰীশঙ্করন্তৎক্ষণ এব গিরিনাম্নে চতুর্দশ বিদ্যা মনসা আদিদেশ
॥ ৭৮ ॥

“তোমরা স্থির হও, ক্ষণকালের মধ্যে গিরি আগ-
মন করিবেক ।” ৭৬ ।

বেদান্তের মতন শ্রদ্ধের গুরুর ঐ বচন শ্রবণ
করিয়া একজন শাস্ত্রের অনধিকারী মূঢ়মতি শিষ্য
বলিতে লাগিল “কেন তাহার জন্য আপনারা
প্রতীক্ষা করিতেছেন ?” । এইরূপ বচনে পদ্মপাদ
ভয় দেখাইতে লাগিল । ৭৭ ।

পদ্মপাদের অনন্ত গর্ব খর্ব করিবার প্রত্যা-
শায় এবং আপনার আশ্রিত ভক্ত শিষ্যগণের

সোহধিগম্য তদমুগ্রহমগ্র্যং তৎক্ষণেন বিদিতা-
খিলবিদ্যাঃ ॥ ঐষ্ঠ দেশিকবরং পরতত্ত্বব্যঞ্জকৈ-
ল লিততোটকবৃষ্টৈঃ ॥ ৭৯ ॥

স গিরিবয়ং অগ্র্যং তস্ত গুরোরমুগ্রহমধিগম্য তৎক্ষণেন বেদি-
তাখিলবিদ্যাঃ ভগবন্মুদগ্ধো মৃতিজন্মজলে সুখদুঃখবশে পতিতঃ
ব্যথিতঃ । কুপরাশরণাগতমুচ্ছর মামমুশাস্বাপসন্নমনস্তগতিন্ ॥ ১ ॥

বিনিবর্ত্য তরীং বিষয়ে বিষমাং পরিমুচ্য শরীরবিবদ্ধ-
মতিং । পরমায়ুপদে ভব নিত্যরতো জহি মোহময়ং ভ্রমমায়-
মতে ॥ ২ ॥

বিসৃজ্যন্নময়াদিষু পঞ্চসু তাময়মস্মি মনেতি মতিং সততং ।
দৃশিক্রপমনস্তমজং বিগুণং হৃদয়স্তনুর্নৈহি সদাহ্নিতি ॥ ৩ ॥

জলভেদকৃতা বহুতেব রবের্ধটিকাদিকৃতা নভসোহপি যথা ।
মতিভেদকৃতা হু তথা বহুতা তব বুদ্ধিশোহবিবৃকতস্ত সদা ॥ ৪ ॥

দিনক্লংপ্রভয়া সদৃশেন সদা জনবিস্তগতং সকলং স্বচিতা ।
বিদিতং ভবতাহবিবৃকতেন সদা যত এবমতোহসি নদেব সদা ॥ ৫ ॥

ইত্যাদিভিষ্ঠুরশিষ্যসংবাদেন পরতত্ত্বব্যঞ্জকৈরিহ তোটক-
মধুধিসৈঃ প্রথিতমিত্যুক্তলক্ষণৈস্তোটকবৃষ্টৈঃ সহ দেশিকবরং
ত্ৰীশঙ্করং প্রত্যাগতবানিত্যর্থঃ স্বা° ॥ ৭৯ ॥

উপর নিরতিশয় করুণা থাকাতে শঙ্করাচার্য্য তৎ-
ক্ষণাৎ মনে মনে গিরিকে চতুর্দশ বিদ্যা আদেশ
করিলেন । ৭৮ ।

তখন গিরি গুরুদেবের অনন্য দুর্লভ অমুগ্রহ
পাইয়া তৎক্ষণাৎ সকল শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইল ।
অনন্তর পরমার্থ তত্ত্বের অর্থ প্রকাশক গুটি কত
তোটক ছন্দের কবিতা লইয়া গুরুবর শঙ্করের
নিকটে উপস্থিত হন * । ৭৯ ।

* ভগবন্! যে সমুদ্রের মৃত্যু আর জন্ম জল ; সুখ আর
দুঃখ মৎস্ত ; আমি সেই ভবমাগরে পতিত হইয়া ব্যথিত হই-
য়াছি । আপনি করুণা করিয়া এই শরণাগত ব্যক্তিকে উদ্ধার

ত্রীমদেশিকপাদপঙ্কজযুগীমূল্য তদেকাশ্রয়া
তৎকারুণ্যসুধাবসেকসহিতা তদ্বক্তিসম্বল্লরী ॥
হৃদ্যং তোটকবৃত্তবৃত্তরুচিরং পদ্যাত্মকং সৎফলং
লেভে ভোক্তৃমনোহৃতিসত্তমশুকৈরাশ্বাদ্যমানং
মুহুঃ ॥ ৮০

ত্রীমদেশিকস্ত পাদপঙ্কজযুগলং মূলং যন্তাঃ স ত্রীশঙ্কর এব
এক আশ্রয়ো যন্তান্তস্ত কারুণ্যসুধাবসেকেন সহিতা তন্ত গিরে-
ভক্তিলক্ষণা সম্বল্লরী তোটকবৃত্তলক্ষণেন বৃত্তেন প্রবন্ধেন হৃদ্যং

ঐ গিরির ভক্তিরূপ যে সৎ মঞ্জুরী আছে
উহার মূল শঙ্করাচার্য্যের পাদপদ্ম যুগল ; স্বয়ং
শঙ্করই তাহার আশ্রয় ; শঙ্করের করুণারূপ অমৃত
প্রবাহে উহা একান্ত অভিষিক্ত ; আজি ভোগার্থী
পণ্ডিত রূপ শুকপক্ষি সকল যেখানে বারম্বার

করুন। আমি অবসন্ন, আমার আর অগ্র গতি নাই—এ-
ক্ষণে আমাকে শাসন করুন। ১। বিষয়ভোগে বিষম তরী কি-
রাইয়া শরীর বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মার পদে নিত্য রত
থাক—আত্মজ্ঞানী হইয়া মোহময় ভ্রম ত্যাগ কর। ২। অন-
নয় প্রভৃতি পাঁচ পদার্থে “এই আমি—আমার” ইত্যাকার
বুদ্ধি একেবারে পরিত্যাগ কর। অনন্তর জ্ঞানরূপ, অনন্ত,
অজ, নিগুণ পরমাত্মাকে হৃদয়স্থিত বলিয়া জানিও—যে আমি
সেই আত্মা। ৩। রবি এক হইলেও যেমন জলভেদে বহু হয় ;
আকাশ এক হইলেও ঘটাকাশ পটাকাশ ইত্যাদি রূপে কতই
প্রভেদ হয় ; তজ্রূপ তুমি অবিকারী, জ্ঞানরূপী হইলেও বুদ্ধি-
ভেদে সদাই বহু অল্পভূত হয়। ৪। সূর্য্যের প্রভা যেমন সকল
বস্তু প্রকাশ করে, তার মতন আপনি চিৎস্বরূপ হইলেও অবি-
কৃত ভাবে সর্বদা সকল জনের মনোগত ভাব অবগত হইয়া-
ছেন। যখন এরূপ দেখিতেছি, তখন আপনিও সর্বদাই সনা-
তন ভাবে অবস্থিত। ৫।

যেনোন্নত্যমবাপিতা কৃতপদা কামং ক্রমায়া-
মিয়ং ম্লিঃ শ্রেণিঃ পদমুন্নতং জিগমিষোর্বোয়ামস্পৃশস্তী-
পরং ॥ বংশ্যা কাহপ্যধরীকৃতত্রিভুবনশ্রেণী গুরুগাং
কথং সেবা তন্ত যতীশিতু ন বিরলং কুবীত গুবী
তমঃ ॥ ৮১

অথ তোটকবৃত্তপদ্যজাতৈরয়মজ্ঞাতসুপর্ব-

সুন্দরং ভোক্তৃং মনো যেষাশ্চিঃ সত্তমলক্ষণৈঃ শুকৈর্মুহুরা-
শ্বাদ্যমানং পদ্যাত্মকং ফলং লেভে ॥ শাং ॥ ৮০ ॥

অত্র বিষয়ো ন কার্য্য ইত্যশয়েনাই। যেনোন্নত্যং প্রা-
পিতা সতী, ভূমৌ যথেষ্টং কৃতপদা লক্ষ্যপদা অধরীকৃতত্রিভুবন-
পংক্তিঃ। গুবী শ্রেষ্ঠা গুরুগাং সেবা উন্নতং পরং পদং মোক্ষং
গন্ধমিচ্ছাঃ কাপি বংশোদ্ভবা নিঃশ্রেণিরধিরোহিণী তন্ত যতীশিতু-
গিরেস্তুমোহজ্ঞানং বিরলং কথং ন কুবীত ॥ ৮১ ॥

অথানন্তরময়মজ্ঞাতাঃ সুপ্রস্তাবা যাসু তথাভূতাঃ স্কুর্যো
যেন তথাভূতোহপি পর্ব ক্লীবে গ্রহে গ্রহৌ প্রস্তাবে লক্ষণান্তর

আশ্বাদন করিয়া থাকে, সেই তোটক ছন্দোরচিত
মনোহর পদ্যরূপ ফল ঐ মঞ্জুরীতে ক্রমশঃ ফলিত
হইল ॥ ৮০ ॥

যিনি গুরু সেবার উন্নতি দেখাইয়াছেন ; যে
গুরু সেবা ভূতলে যথেষ্ট পরিমাণে স্থান লাভ
করিয়াছে ; যে গুরু সেবা সমস্ত পদার্থ তুচ্ছ করি-
য়াছে ; যে গুরু সেবা আকাশ স্পর্শ করিতেও ক্ষুদ্র
হয় না ; আজি সেই গুরু সেবা পরম উন্নত মোক্ষ-
পদ প্রার্থীর কোন সঙ্কশজাত সোপানের মতন ঐ
যতিবর গিরির হৃদয় তিমির দলন করিল
॥ ৮১ ॥

অনন্তর ঐ গিরি যে সমস্ত সুবাক্য প্রয়োগ
করেন, তাহার সুপ্রস্তাব কেহই জানিতে পারিল

সূক্তিকোহপি ॥ দয়্যৈব গুরোজ্ঞরীশিরোহর্থং স্ফুট-
যম্মৈক্ষি বিচক্ষণঃ সতীর্থ্যৈঃ ॥ ৮২ ॥

অথ তন্ত্ৰ বুধস্য বাক্যগুক্ষং নিশময্যাহমৃতমাধু-
রীধুরীণং ॥ জলজাজ্জিমুখাঃ সতীর্থ্যবর্য্যাঃ স্ময়ম-
ন্বস্য সবিস্ময়া বভূবুঃ ॥ ৮৩ ॥

ভক্ত্যুৎকষাৎ প্রাভুরাসন্ যতোহস্মাৎ পদ্যা-

ইতি মেদিনী । গুরোদয়্যৈব তোটকবৃত্তপদ্যাদিত্ত্বরীশির-
সামর্থং স্ফুটয়ন্ সতীর্থ্যৈঃ গুরোঃ শিষ্যৈর্বিচক্ষণ ঐক্ষি দৃষ্টঃ ॥
বিরোঃ ॥ ৮২ ॥

অথানন্তরং তন্ত্ৰ বাক্যানাং সন্দর্ভমমৃতমাধুরীধুরীণং নিশম্য
পদ্যপাদপ্রমুখাঃ সতীর্থ্যবর্য্যাঃ গর্জং পরিত্যজ্য সবিস্ময়া বভূবুঃ
৮৩

তোটকাখ্যাপদ্যপ্রাভুর্ভাব এব তদাখ্যাপ্রবৃদ্ধিনিমিত্তমি-
ত্যা হ ভক্তীতি । যতোহস্মাদ্গিরেঃ সন্তি সমীচীনানি তোটক-

না । তথাপি তিনি গুরুর কৃপায় তোটকছন্দে
যে সমস্ত কবিতা রচনা করেন, তাহা দ্বারা বেদ-
মন্তক বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থ প্রকাশ করিলেন ।
তখন গুরুদেবের অন্ত্যান্ত শিষ্যগণ, বিচক্ষণ গিরিকে
দেখিতে লাগিল ॥ ৮২ ॥

অমৃতরসের মাধুর্য্য অপেক্ষাও স্নমধুর গিরির
বাক্যরচনা শুনিয়া পদ্যপাদ প্রভৃতি যে সমস্ত
প্রধান প্রধান শিষ্য ছিল, তাহারা অহঙ্কার বিস-
র্জন দিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ॥ ৮৩ ॥

গুরুর উপরনিরতিশয় ভক্তি থাকাতে ঐ গিরি
হইতে যে সমস্ত তোটকছন্দের সমীচীন পদ্য
প্রাভুর্ভূত হয়, তাহাতেই বেদাচার রত শিষ্টগণ

স্বেবং তোটকাখ্যানি সন্তি । তস্মাদাহস্তোটকাচা-
র্য্যমেনংলোকে শিষ্টাঃ শিষ্টবংশং মুনীন্দ্রম্ ॥ ৮৪ ॥

অদ্যাপি তৎপ্রকরণং প্রথিতং পৃথিব্যাং তৎ-
সংজ্ঞয়া লঘুমহার্থমনল্লনীতি । শিষ্টৈর্গৃহীতমতি-
শিষ্টপদানুবিক্ৰং বেদান্তবেদ্যপরতত্ত্বনিবেদনং
যৎ ॥ ৮৫ ॥

তোটকাহ্ময়মবাপ্য মহর্ষেঃ খ্যাতিমাপ স দি-
শাস্ত্ৰ তদাদি । পদ্যপাদসদৃশপ্রতিভাবান্ মুখ্যশিষ্য-
পদবীমপি লেভে ॥ ৮৬ ॥

সংজ্ঞানি পদ্যানি প্রাভুরাসংস্তস্মাদেনং শিষ্টবংশপ্রসূতং শিষ্টা-
বেদাচাররতাঃ তোটকাচার্য্যমাহঃ ॥ ৮৪ ॥

বেদান্তবেদ্যপরতত্ত্বনিবেদনং যত্তৎপ্রকরণমদ্যাপি পৃ-
থিব্যাং তৎসংজ্ঞয়া প্রথিতং তদ্বিশিনষ্টি । লঘুসম্বন্ধাস্তোহর্থ-
যস্মিন্নল্লনীতিয়ো যুক্তয়ো যস্মিন্নতিশ্রেষ্ঠপদৈরনুবিক্ৰং যুক্তং
তদত এব শিষ্টৈর্গৃহীতম্ ॥ ৮৫ ॥

মহর্ষেঃ ত্রীশঙ্করাতোটকাখ্যামবাপ্য তদারভ্য আশাস্ত
খ্যাতিমাপ ॥ স্বাঃ ॥ ৮৬ ॥

জগতে মহাবংশসম্ভূত ঐ মুনিকে তোটকাচার্য্য
বলিয়া আহ্বান করিত ॥ ৮৪ ॥

বেদান্ত শাস্ত্রে যে পরম তত্ত্বের বিষয় উপদেশ
দেয়া আছে, তৎসম্বন্ধে গিরি যে প্রকরণ পুস্তক
প্রণয়ন করেন, ভূতলে ঐ পুস্তক অদ্যাপি ঐ নামে
বিখ্যাত আছে । পুস্তক খানি ক্ষুদ্র হইলেও তা-
হার অর্থ অতি মহান্, তাহাতে নীতিরভাগ প্রচুর
পরিমাণে অবস্থান করিতেছে ; অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ও
সুন্দর পদদ্বারা ঐ পুস্তক খানি নিবদ্ধ, তাহাতেই
শিষ্ট সকল ঐ পুস্তকের উপর যথেষ্ট আগ্রহ
প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ৮৫ ॥

পুণ্যার্থাচ্চহারঃ কিমুত নিগমা ঋক্ প্রভৃত্যঃ প্র-
ভেদা বা মুক্তের্বিসমলতরসালোক্যমুখরাঃ । মুখা-
ত্ৰাহো ধাতুশ্চিরমিতি বিমৃশ্যথ বিবুধা বিহুঃ শি-
ষ্যান্ হস্তামলকমুখরান্ শঙ্করগুরোঃ ॥ ৮৭ ॥

শ্ফারদ্বারপ্রঘাণদ্বিরদমদসমুল্লোলকল্লোলভৃঙ্গী-
সঙ্গীতোল্লাসভঙ্গীমুখরিতহরিতঃ সম্পদোহকিম্প-
চানৈঃ । নিষ্ঠূয়ন্তেহতিদূরাদধিগতভগবৎপাদসি-
দ্ধাস্তকাষ্ঠানিষ্ঠাসম্পদ্বিজ্জন্তুগ্নিরবধিসুখদস্বাত্মনাভৈক-
লোভৈঃ ॥ ৮৮ ॥

হস্তামলকপদ্মপাদসুরেশ্বরতোটকাখ্যোচার্য্যশিষ্যো বি-
বুধকৃতবিমর্শঃ দর্শয়তি । ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাচ্চহারঃ কিমুত-
ঋক্ যজুঃ সামাথর্ব্বাখ্যা বেদাঃ কিংবা সালোক্যপ্রমুখাঃ সালোক্য-
সামীপ্যসারূপ্যসায়ুজ্যখ্যা মুক্তের্ভেদাঃ আহোশ্চিদ্রুপেণ মুখা-
নীতি । বিবুধা দেবাঃ পণ্ডিতা বা চিরং বিমৃশ্য বিচার্য্য হস্তাম-
লকাদীন শঙ্করগুরোঃ শিষ্যান্ বিহুঃ ॥ শি০ ॥ ৮৭ ॥

শ্ফারদ্বারাণাং বিস্তীর্ণদ্বারাণাং প্রঘাণেষু বাহপ্রকোষ্ঠে
দ্বিরদানাতৈমরাবত প্রভৃতীনাং গজানাং মদন্ত সমুল্লোলে
অতি-
চঞ্চলে
কল্লোলে
যা ভৃঙ্গ্যস্তানাং সঙ্গীতশ্রোতাস্তল্লাসভঙ্গ্যা মুখরি-
তা মুখরীকৃতা ধ্বনিতা হরিতো দিশো যাসু তাঃ স্বর্গসম্পদঃ
অধিগতা যা ভগবৎপাদসিদ্ধাস্তকাষ্ঠা তস্তাঃ নিষ্ঠায়াঃ সম্পদ
উল্লসগ্নিরবধিকসুখদন্ত স্বাত্মনো লাভন্তৈকো মুখ্যো লোভো
যেষাভৈকরকিম্পচানৈরত্যাচারৈর্নিষ্ঠূয়ন্তে যুৎক্রিয়ন্তে ॥ অ০ ॥
॥ ৮৮ ॥

গিরি, মহর্ষি শঙ্করের নিকট হইতে তোটকা-
চার্য্য নাম পাইয়া তদবধি দিগ্দিগন্তে সুখ্যাতি ও
কীর্ত্তি লাভ হইতে লাগিল । পদ্মপাদের মতন
ক্ষমতা থাকাতে গুরুদেবের প্রধান শিষ্যপদে অধি-
রূঢ় হন ॥ ৮৬ ॥

হস্তামলক, পদ্মপাদ, সুরেশ্বর আর তোটকা-
চার্য্য এই চারিজন শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য দেখিয়া
দেবতাগণ মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল ।
এই চারিজন শিষ্য কি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ?
অথবা ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব বেদ ? কিম্বা
সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, আর সায়ুজ্য এই
চারি প্রকার মুক্তি ? অথবা ইহারা ব্রহ্মার চারিটি
মুখ ? দেবতাগণ অথবা পণ্ডিতগণ অনেকক্ষণ
পর্য্যন্ত বিচার করিয়া হস্তামলকদিগকে গুরুবর
শঙ্করের শিষ্য বলিয়া জানিতে পারিল ॥ ৮৭ ॥

যাঁহারা ভগবান্ শঙ্করের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের
পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ; ভগবানের সিদ্ধাস্ত
শুনিতে যাঁহাদের নিষ্ঠা বা আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা
আছে ; ঐ বেদান্ত শাস্ত্রের ঐশ্বর্য্যে যাঁহারা নিরতি-
শয় সুখ উল্লাসিত দেখিয়া ঐ সুখের মূলকারণ পরমা-
ত্মতত্ত্ব পাইবার প্রত্যাশায় যাঁহাদের হৃদয় একান্ত
লুব্ধ হইয়াছে ; তাঁহারা-দেবরাজ ইন্দ্রের প্রশস্ত
দ্বারদেশের বাহ প্রকোষ্ঠে ঐরাবত প্রভৃতি হস্তী-
গণের মদবারির অতি চঞ্চল তরঙ্গ শ্রোতে ভ্রমর
ভ্রমরীর স্তমধুর সঙ্গীত ভঙ্গীদ্বারা স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্যের
চারিপাশ্ব শব্দিত হইলেও দূর হইতে ঐ ঐশ্বর্য্যের
উপর নিষ্ঠীবন (ধূতু) ত্যাগ করিয়া থাকেন
॥ ৮৮ ॥

সমীক্ষানো মন্বাচলমথিতসিদ্ধদরভবৎসুখা-
ফেনাভেনাহমৃতরুচিনিভেনাশ্লযশসা । নিরুক্ষানো
দৃষ্ট্যাপরমহহ পস্থানমসতাং পরাধ্বৈঃ শিষ্যৈর-
রমত বিশিষ্যৈষ মুনিরাট্ ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তদ্বাস্তধাত্রাদিসংশ্রয়ঃ ।

সংক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গোহয়ং দ্বাদশোহভবৎ ॥

মন্বাচলেন মথিতাং সিদ্ধোভবন্ত্যাঃ সুখায়াঃ ফেনস্যা-
ভাবদাভা যন্তাহমৃতকাস্তিনিভেন তত্তুল্যেন শ্লযশসা দেদীপ্য-
মানঃ স্বদৃষ্ট্যাপরং নিকৃষ্টং পরমজং বাহসতাংনিরুক্ষনঃ পঠৈর-
ধ্বৈঃ শিষ্যৈঃ সহ মুনিরাট্ শ্রীশঙ্করো বিশেষণাহরমত ॥ ৮৯ ॥
॥ শিং ॥

ইতিশ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবালগোপালতীর্থ-

শ্রীপাদশিষ্যদত্তবংশাবতঃসরামকুমারস্বমুখন-

পতিকৃত্তে শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিজয়ডিঙমে

দ্বাদশঃ সর্গঃ সমাপ্তিমবীভজৎ ॥

মন্দরাচল দ্বারা সমুদ্র মন্থন হইলে তাহার
উদরে যে সুধারাশি ছিল, তাহার ফেনের সদৃশ
শ্বেতবর্ণ এবং অমৃতকাস্তি তুল্য স্বীয় কীর্তিকলাপ
দ্বারা দেদীপ্যমান হইয়া, আহা! কি আশ্চর্য্য!
তখন আপনার দৃষ্টি দ্বারা নিকৃষ্ট অসংদিগকে
পরাস্ত করিয়া সর্ববিজয়ী শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে
মুনিরাজ শঙ্কর সবিশেষ আনন্দিতচিত্ত হইলেন
॥ ৮৯ ॥

ইতি দ্বাদশ অধ্যায়ঃ ।

অথ ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ।

ততঃ কদাচিৎ প্রণিপত্য ভক্ত্যা সুরেশ্বরার্য্যো
গুরুমাত্মদেশম্ । শারীরকেহ ত্যস্তগভীরভাবে বৃত্তিঃ
ক্ষুটং কর্তুমনা জগাদ ॥ ১ ॥

মম যৎকরণীয়মস্তি তে ত্বমিমং মামমুশাধ্যসংশ-
য়ম্ । তদিদং পুরুষস্য জীবিতং যদয়ং জীবতি ভ-
ক্তিমান্ গুরৌ ॥ ২ ॥

অথ বার্তিকান্তব্রহ্মবিদ্যাপ্রবৃত্তিঃ সপরিকরাং নিরূপয়িতু-
মারভতে । ততঃ কদাচিদাশ্বোপদেষ্টারং বহা আত্মদানামীশং
গুরুং ভক্ত্যা প্রণিপত্য সুরেশ্বরার্য্যোহস্ত্যস্তং গভীরো ভাবো বস্ত
তথাভূতে শারীরকভাষ্যে বৃত্তিঃ ক্ষুটং বথাত্মাং তথা কর্তুমনা
বভাষে উপজাতিঃ ॥ ১ ॥

যদ্বাচ তদাহ । মম যৎ করণীয়মস্তি ত্বমিমং মামসংশয়-
মমুশাধি আজ্ঞাপয় যতো যদয়ং গুরৌ ভক্তিমান্ সন্ জীবতি
তদিদমেব পুরুষস্ত জীবিতং, বিয়ো ॥ ২ ॥

এই পরিচ্ছেদে ব্রহ্মবিদ্যা বেদান্ত শাস্ত্রের
বার্তিক রচনা করিবার জন্য কাহার কোন্ সময়ে
প্রবৃত্তি হইয়াছিল? তাহাই সবিস্তরে বর্ণিত হইবে ।
অনন্তর কোন সময়ে সুরেশ্বরার্য্য আত্মতত্ত্বের
উপদেষ্টা গুরুদেবকে ভক্তি ভাবে নমস্কার করিয়া
অত্যন্ত গভীর ভাব পূর্ণ শারীরক ভাষ্যের বৃত্তি
প্রকাশ্যে করিতে ইচ্ছা করিয়া বলিতে লাগিল
॥ ১ ॥

আমার যাহা করিতে হইবে আপনি নিঃস-
ন্দেহে আমাকে তাহা আজ্ঞা করুন । তাহার কারণ
এই-যেব্যক্তি গুরুর উপরে ভক্তিমান্ হইয়া জীবন

ইতীরিতে শিষ্যবরেণ শিষ্যং প্রোচদগরীয়ানতি-
হৃষ্টচেতাঃ । মৎকস্য ভাষ্যস্য বিধেয়মিচ্ছং নিব-
ন্ধনং বার্তিকনামধেয়ম্ ॥ ৩ ॥

ঐচ্ছং সতর্কং ভবদীয়ভাষ্যং গন্তীরবাক্যং ন ম-
ম্মাস্তি শক্তিঃ । তথাপি ভাবৎকটাক্ষপাতে যতে
যথাশক্তি নিবন্ধনায় ॥ ৪ ॥

মৎকস্য মদীয়স্ত ভাষ্যস্ত বার্তিকনামধেয়মিচ্ছং নিবন্ধনং ত্বয়া
বিধেয়ম্ ॥ ৩ ॥

ইত্যুক্তঃ শিষ্য উবাচ । তর্কযুক্তং গন্তীরবাক্যং ভবদীয়-
ভাষ্যম্ ঐচ্ছং মম শক্তির্নাস্তি, তদ্বার্তিকবিধানসামর্থ্যস্ত দূর-
নিরন্তং, বদ্যাপ্যেবং তথাপি ভবদীয়কটাক্ষপাতে সতি যথা-
শক্তি নিবন্ধনার্থং যত্নং কুর্ষে ॥ ৪ ॥

ধারণ করিতে পারে তাহাই পুরুষের জীবনের
সার্থকতা ॥ ২ ॥

প্রধান শিষ্যের ঐ কথা শুনিয়া গুরুবর পুনরায়
হৃষ্টচিত্তে বলিতে লাগিলেন । বার্তিক নামে
আমার ভাষ্যের এক সুন্দর নিবন্ধ রচনা করিতে
হইবে ॥ ৩ ॥

শিষ্য বলিল—তর্কপূর্ণ, গন্তীরবাক্যযুক্ত আপ-
নার ভাষ্য দেখিতেও আমার শক্তি নাই । স্ততরাং
বার্তিক প্রস্তুত করিবার সামর্থ্য আমার দূরে নিরন্ত
হইয়াছে । তথাপি আপনার কটাক্ষপাত হইলে
আমি যথাসাধ্য নিবন্ধ প্রস্তুত করিতে যত্নবান
হইব ॥ ৪ ॥

অন্ত্বেবমিত্যার্য্যপদাভ্যমুজ্জামাদায় মুধ্রা সবি-
নির্জগাম । অথামুজ্জাজ্জৈর্দয়িতাঃ সতীর্থ্যাস্তং চিৎ-
সুখাদ্যা রহসীথমূচুঃ ॥ ৫ ॥

যোহয়ং প্রযত্নঃ ক্রিয়তে হিতায় হিতায় নায়ং
বিফলত্বনর্থম্ । প্রত্যেকমেবং গুরবে নিবেদ্য
বোদ্ধা স্বয়ং কর্ম্মণি তৎপরশ্চ ॥ ৬ ॥

যঃ সার্বলৌকিকমপীশ্বরমীশ্বরানাং প্রত্যাদি-
দেশ বহুযুক্তিভিরুক্তরজঃ । কশ্মৈব নাকনরকাদি-

অন্ত্বেবমিত্যার্য্যপদাভ্যমুজ্জাঃ মুধ্রা আদায় স সুরেশ্বরে
বিনির্জগাম, অথানন্তরং পদ্মপাদস্ত প্রিয়াঃ সতীর্থ্যঃ শিষ্যা
চিৎসুখাদ্যাস্তং শ্রীশঙ্করাচার্য্যং রহস্তনেন বক্ষ্যমাণপ্রকারেণো-
চুঃ ॥ ৫ ॥

যোহয়ং প্রযত্নো হিতায় ক্রিয়তে তুভ্যং হিতায় ন ভবতি ।
কিস্বয়ং অনর্থং বিশেষণ ফলত্বিত্তি সম্ভাবনায়াং লোট্ । ইত্যেবং
প্রত্যেকং গুরবে নিবেদ্যোচুরিত্যম্বয়ঃ তদুদাহরতি । স্বয়ং বি-
দ্বান্ কর্ম্মণি তৎপরশ্চ য ইতি পরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৬ ॥

গো মণ্ডনঃ সার্বলৌকপ্রসিদ্ধং ঈশ্বরানাং ব্রহ্মাদীনাং
ঈশ্বরমপি বহুযুক্তিভিরুক্তরজঃ প্রত্যাখ্যাতবান্ এবম্বিধেন ক্রি-

“আচ্ছা তাহাই করিও” আর্য্য শঙ্করের এই
রূপ অনুজ্ঞা মন্তক দ্বারা গ্রহণ করিয়া সুরেশ্বর
নির্গত হইল । অনন্তর পদ্মপাদের চিৎসুখাদি
প্রিয় শিষ্যগণ শঙ্করকে নির্জ্ঞানে বলিতে লাগিল ॥৫॥

আপনি হিত করিবার নিমিত্ত এই যে স বিশেষ
যত্ন করিতেছেন, ইহা আপনার হিতকর কার্য্য
নহে । কিন্তু আপনি এরূপ করিলে আপনার
অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা । দেখুন—মণ্ডন স্বয়ং
বিদ্বান্ এবং যাগযজ্ঞাদি কার্য্যে একান্ত আ-

ফলং দদাতি নৈবং পরোহস্তি ফলদো জগদীশি-
তেতি ॥ ৭ ॥

প্রত্যেকমস্য প্রলয়ং বদন্তি পুরাণবাক্যানি স
তস্য কর্তা । ব্যাসো মুনির্জৈমিনিরস্য শিষ্যস্তৎ-
পক্ষপাতী প্রলয়াবলম্বী ॥ ৮ ॥

যত ইতি ব্যবহিতেনাশ্রয়ঃ, কথমিত্যাকাঙ্ক্ষামাহঃ কশ্চৈব স্বর্গ-
নরকাদিকলং দদাতি । নত্বেববিশোধেহস্তো জগদীশিতাহন্তীত্যোবং
প্রত্যাদিদেশ বসন্ততিলক ॥ ৭ ॥

নহু তস্ত কো দোষো জৈমিনেরেবাভিপ্রায়স্ত তথাবিধাদি-
শঙ্কাহঃ, অস্ত প্রত্যাকাদিভিঃ সন্নিধায়িতস্ত জগতঃ প্রলয়ং প্র-
ত্যেকং পুরাণবাক্যানি বদন্তি । তস্ত পুরাণবাক্যজাতস্ত স
প্রসিদ্ধো ব্যাসো মুনিঃ কর্তা জৈমিনিরস্ত শিষ্যোহতন্তৎপক্ষ-
পাতিত্বাবশস্তাবেন প্রলয়াবলম্বীত্যবশমভ্যুপগন্তব্যম্ উ० ॥ ৮ ॥

সক্ত ছিলেন । ভবিষ্যবেভা ঐ মণ্ডন সর্ব জগৎ
বিখ্যাত, ঈশ্বরের ঈশ্বর পরমাত্মাকে নানা প্রকার
যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করেন । কারণ, কৰ্ম্মই স্বর্গ
নরকাদি ফল দান করিয়া থাকে, কিন্তু কৰ্ম্ম ভিন্ন
অপর জগদীশ্বর কেহই নাই । ৬ । ৭ ।

যদিচ জৈমিনি কৰ্ম্ম স্বীকার করিয়া থাকেন,
যদিচ মণ্ডনের মতন জৈমিনির এক অভিপ্রায় ; ত-
থাপি জৈমিনির বাক্য কখনই শ্রদ্ধেয় নহে । এই
যে জগৎ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—
পুরাণবাক্যে এই জগতের প্রলয় স্বীকার করা হইয়া
থাকে । কিন্তু জগদ্বিখ্যাত মহানুনি বেদব্যাস
ঐ সমস্ত পুরাণের আদি শ্রুতি । ঐ জৈমিনি আ-
বার বেদব্যাসের প্রধান শিষ্য । হুতরাং গুরুপক্ষ-

গুরোশ্চ শিষ্যস্য চ পক্ষভেদে কথং তয়োঃ
স্যাৎগুরুশিষ্যভাবঃ । তথাপি যদ্যস্তি স পূর্বপক্ষঃ
সিদ্ধান্তভাবস্ত গুরুস্ত এব ॥ ৯ ॥

আজন্মনঃ স খলু কৰ্ম্মণি যোজিতাত্মা কুর্ষম-
বস্থিত ইহানিশমেব কৰ্ম্ম । ক্রতে পরাংশ্চ কুরু-
তাহবহিতাঃ প্রযত্নাং স্বর্গাদিকং স্তূথমবাপ্যথ কিং
ব্রূধাধে ॥ ১০ ॥

বিপক্ষে বাধকমাহঃ । গুরোশ্চ শিষ্যস্ত চ পক্ষভেদে সতি তয়ো-
গুরুশিষ্যভাবঃ কথং শ্রাৎ, অস্বীকৃত্যাহঃ, যদি পক্ষভেদোহস্তি
তথাপি স শিষ্যপক্ষঃ পূর্বপক্ষঃ সিদ্ধান্তস্ত গুরুস্তে গুরুপ্রতি-
পাদিতে পক্ষ এবত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ স খলু মণ্ডনঃ আজন্মনঃ কৰ্ম্মণি যোজিতাত্মানিশমিহ
লোকে কৰ্ম্ম কুর্ষমেবাবস্থিতঃ, সমাহিতাঃ প্রযত্নাং কৰ্ম্ম কুরুত,
স্বর্গাদিকং স্তূথং প্রাপ্যথ ব্যর্থমার্গে কিমিতি পরাংশ্চ ক্রতে বং,
॥ ১০ ॥

পাতী জৈমিনি অবশ্যই প্রলয় স্বীকার করিতে বাধ্য
হইবেন । ৮ ।

গুরু এবং শিষ্য পরস্পরের পক্ষ ভিন্ন হইলে
গুরুশিষ্য সম্বন্ধ কিরূপে থাকিবে? যদিও পরস্প-
রের পক্ষভেদ থাকে, তথাপি শিষ্যপক্ষ পূর্বপক্ষ,
গুরুপক্ষ সিদ্ধান্ত পক্ষ জানিতে হইবে । ৯ ।

ঐ মণ্ডন আজন্মকৰ্ম্মরত হইয়া এই জগতে
অবিরত কৰ্ম্ম করিয়া অবস্থান করিতেন । অথচ
বলিতেন—তোমরা সমাহিতমন যত্নসহকারে কৰ্ম্ম
কর? কৰ্ম্ম করিলে স্বর্গাদি ফল পাইবে । কেন
ব্রূধাপথে বিচরণ করিতেছ? । ১০ ।

এবম্বিধেন ক্রিয়তে নিবন্ধনং যদি ত্বদাজ্ঞামবল-
ক্য ভাষ্যকে । ভাষ্যং পরং কর্মপরং স যোক্ত্যতে
মাচ্যাবি মূলাদপি বুদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ১১ ॥

সংন্যাসমপোষ্য ন বুদ্ধিপূর্বকং ব্যধস্ত বাদে বি-
জিতো বশো ব্যধাৎ । তস্মান্ ন বিশ্বাসপদং
বিভাতি নো মাচীকরোহনেন নিবন্ধনং গুরো !
॥ ১২ ॥

যঃ শরুয়াৎ কর্ম বিধাতুমীপ্সিতং সোহয়ং ন ক-

তথাচৈবম্বিধেন ত্বদাজ্ঞামবলক্য ভাষ্যকে যদি নিবন্ধনং ক্রিয়তে
তর্হি স ভাষ্যং কেবলং কর্মপরং যোক্ত্যতে তস্মাদবুদ্ধিমিচ্ছতা
ত্বয়া মূলাদপি মাচ্যাবি । প্রচ্যুতিনবিধেয়েত্যর্থঃ উ० ॥ ১১ ॥

নব্বিদানীন্ত স্বীকৃতসংন্যাসে ইয়ং সম্ভাবনা নাস্তীত্যশঙ্ক্যাহ ।
সংন্যাসমপীতি তস্মান্নোহ্মাকং বিশ্বাসস্থানং ন বিভাতি,
তথা চ হে গুরোহনেন নিবন্ধনং মাচীকরঃ নৈব কারয় ॥ ১২ ॥

ভাট্টমতপক্ষপাতিবাদয়ং যোগ্য এবত্যাহরীপ্সিতং কর্ম

এরূপ কর্মিষ্ঠ মণ্ডন যদি আপনার আজ্ঞা অব-
লম্বন করিয়া ভবদীয় ভাষ্যের নিবন্ধ প্রস্তুত করেন,
তাহা হইলে মণ্ডন আপনার ভাষ্যকে কর্মকাণ্ডে
পরিপূর্ণ করিয়া যোজনা করিবেন । অতএব আ-
পনি নিজের অভ্যুদয় কামনা করিয়া মূল হইতে
পতিত হইবেন না । ১১ ।

মণ্ডন বুদ্ধিপূর্বক সংন্যাসধর্ম্য অবলম্বন করেন
নাই । বাদে পরাস্ত হইয়াই সংন্যাস গ্রহণ করেন ।
অতএব মণ্ডন আমাদের বিদ্যার ভাজন নহে ।
আপনিও ঐ মণ্ডন দ্বারা ভাষ্যের নিবন্ধ প্রস্তুত
করাইবেন না । ১২ ।

স্মাণি বিহাতুমর্হতি । যদিহস্তি সংন্যাসবিধৌ ছুরা-
গ্রহো জাত্যন্ধমূকাদিরমুখ্য গোচরঃ ॥ ১৩ ॥

এবং সদা ভট্টমতানুসারিণো ব্রুবন্ত্যসৌ তন্-
মতপক্ষপাতবান্ । এবং স্থিতে যোগ্যমদো বিধী-
য়তাং ন নোহস্তি নির্বন্ধনমত্র কিঞ্চন ॥ ১৪ ॥

বিধাতুং যঃ শরুয়াৎ সোহয়ং কর্মাণি ত্যক্তুং নাইতি । যদি
সংন্যাসবিধৌ ছুরাগ্রহোহস্তি তচ্ছ'মুখ্য সংন্যাসবিধেজাত্যন্ধাদিভি-
র্বিষয় ইতেবং ভট্টমতানুসারিণো বদন্তি । অসাবপি ভট্টমত-
পক্ষপাতবান্, এবং স্থিতে যদযোগ্যস্তদ্বিধীয়তাং অস্মাকং স্বত্র
কিঞ্চন নির্বন্ধনমাগ্রহো নাস্তীত্যর্থঃ । তথাচোক্তং ভট্টৈঃ, ত-
ত্রৈবং শক্যতে বক্তুং যেহস্তে পণ্ডিতাদয়ো নরাঃ, গৃহস্থত্বং নশ-
ক্যন্তে কর্তৃত্বেষাময়ং বিধিঃ, নৈষ্টিকব্রহ্মচর্যাং বা পরিত্রাজ-
কতাপি চ । তৈরবশ্যং গৃহীতব্যা তেনাদাবেতদুচ্যতে । ইত্যাদি
ইত্রবংশাং ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

যে ব্যক্তি আপনার অভিলষিত কর্ম করিতে
সমর্থ, সে ব্যক্তি কখনই কর্ম সকল পরিত্যাগ
করিতে সমর্থ নহে । যদি চ সংন্যাস কার্যে তাঁ-
হার মন্দ অভিসন্ধি আছে সত্য, তথাপি আজন্ম
অন্ধ আজন্ম মুক (বোবা) ইত্যাদি কার্য দ্বারা
ঐ সংন্যাস বিধির সম্বন্ধ থাকে । ১৩ ।

যাঁহারা ভট্টমতের অনুগামী, তাঁহারা সর্বদাই
কেবল ঐ পূর্বোক্ত বাক্য বলিয়া থাকেন । ঐ
মণ্ডনও ঐ ভট্টমতের পক্ষপাতী । এরূপ অব-
স্থায় আপনার যাহা উচিত হয়, তাহা করুন ।
আমাদের কিন্তু এ বিষয়ে কোন আগ্রহ নাই
। ১৪ ।

পুরা কিলান্মাসু সুরাপগায়াঃ পারে পরস্মিন্
বিচরৎসু সংসু । আকারয়ামাস ভবানশেষান্
ভক্তিং পরিজ্ঞাতুমিবান্মদীয়াম্ ॥ ১৫ ॥

তদা তদাকর্ণ্য সমাকুলেষু নাবার্থমস্মাসু পরি-
ভ্রমৎসু । সনন্দনশ্বেষ বিয়ত্তিষ্ঠা ঝরীমতিপ্রস্থিত
এব তূর্ণম্ ॥ ১৬ ॥

অনন্তসাধারণমস্য ভাবমাচার্য্যবর্ষ্যে ভগবত্য-
বেক্ষ্য । তুষ্ঠা ত্রিবজ্রা কনকাসুজানি প্রাচুক্ষরোতিস্ম
পদে পদে চ ॥ ১৭ ॥

কেন তর্হি বৃত্তির্কিধেয়া ইত্যপেক্ষায়াং পদ্যপাদেনেতি বক্তুং
তদযোগ্যতামাবিকুর্কতি পুরেতি । সুরাপগায়া দেবনন্দ্য গঙ্গায়াঃ
॥ ১৫ ॥

তস্মিন্ কালে তদা কারণমাকর্ণ্য সমাকুলেষু নৌকার্থমিতস্ততঃ
পরিভ্রমৎসু অস্মাসু এব সনন্দনস্ত বিয়ন্নন্দ্য ঝরীমত্ত অভিপ্র-
স্থিত এব ॥ ১৬ ॥

ত্রিবজ্রা ত্রিমার্গা গঙ্গা ॥ ১৭ ॥

এক্ষণে কে বৃত্তি করিবে তাহা পদ্যপাদ বলিতে
লাগিলেন—পূর্ব্বে যখন আমরা ঝরনদী গঙ্গার
পরপারে বিচরণ করি, তখন আপনি আমাদিগের
ভক্তি জানিবার নিমিত্ত আমাদিগকে আহ্বান
করেন । ১৫ ।

ঐ সময়ে আপনার কথা শুনিয়া আমরা নৌ-
কার নিমিত্ত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিলে এই সন-
ন্দন আকাশনদী ভাগীরথীর প্রবাহের দিকে
গমন করেন । ১৬ ।

আপনার উপরে সনন্দনের অসীম ভক্তিভাব

পদানি তেষু প্রণিধায় যুস্মৎসকাশমাগাদ্যদয়ং
মহাত্মা । ততোহতিতুষ্ঠো ভগবাং শ্চকার নান্না-
তমেনং কিল পদ্যপাদম্ ॥ ১৮ ॥

স এব যুস্মচ্চরণারবিন্দসেবাবিনিধুঁতসমস্ত
ভেদঃ । আজানসিক্কাহর্হতি সূত্রভাষ্যে বৃত্তিঃ
বিধাতুং ভগবন্নগাধে ॥ ১৯ ॥

যদ্বায়মানন্দগিরিরিষ্যতুগ্রতপঃপ্রসঙ্গা পরমেষ্ঠি-

তেষু তুষ্ঠয়া ত্রিপথগয়া প্রাচুক্ষতেষু বরকমলেষু পদানি সং-
স্থাপ্য ভবৎসকাশং যতোহয়ং মহাত্মা ভগবান্ ততোহতিস-
ন্তটো ভবাংস্তমেনং নান্না থলু পদ্যপাদককার ॥ ১৮ ॥

আজানসিক্কাঃ স্বভাবত এব সিক্কাঃ ॥ ১৯ ॥

যদ্বায়মানন্দগিরিঃ সূত্রভাষ্যে বৃত্তিঃ বিধাতুমর্হতি, যতো

দেখিয়া দেবী ভাগীরথী সনন্দনের প্রত্যেক পদ-
বিক্ষেপে স্ববর্ণময় কমল সৃজন করেন । ১৭ ।

গঙ্গা তুষ্ঠ হইয়া যে সকল কনকপদ সৃষ্টি ক-
রেন ঐ সমস্ত কনক কমলের উপর পদনিক্ষেপ
করিয়া এই মহাত্মা আপনার সম্মিধানে উপস্থিত
হন । তাহাতেই ভগবান্ অত্যন্ত তুষ্ঠ হইয়া সন-
ন্দনকে পদ্যপাদ বলিয়া আহ্বান করেন । ১৮ ।

ভগবন্ ! আপনার চরণারবিন্দ সেবা করিয়া
যিনি সমস্ত ভেদ নিরাকরণ করিয়াছেন—স্বাভা-
বিক সিদ্ধপুরুষ ঐ পদ্যপাদ কেবল আপনার
অগাধ সূত্রভাষ্যের বৃত্তি রচনা করিতে সমর্থ
। ১৯ ।

অথবা এই আনন্দগিরি আপনার সূত্রভাষ্যের
বৃত্তি করিবার উপযুক্ত পাত্র । কারণ, আনন্দগি-

পত্নী । ভবৎপ্রবন্ধেষু যথাভিসন্ধি ব্যাখ্যান-
সামর্থ্যবরাদ্দেশ ॥ ২০ ॥

কশ্মৈকতানমতিরেষ কথং গুরো ! তে বিশ্বাস
পাত্রমবদ্যত বিশ্বরূপঃ । ভাষ্যস্য পদ্বপদ
এব ষরোতু টীকামিত্যুচিরে রহসি যোগিবরং বি-
ধেয়াঃ ॥ ২১ ॥

অত্রাস্তরেহভ্যর্গতঃ স তূর্ণঃ সনন্দনো বাক্য-
মুদাজহার । আচার্য্য ! হস্তামলকোহপি কল্লো ভ-
বৎকৃতৌ বার্তিকমেব কর্তুন্ ॥ ২২ ॥

যন্তোগ্রতপসা প্রসঙ্গা সরস্বতী ভবদভিপ্রায়ানুসারিব্যাখ্যান-
সামর্থ্যবরং দিদেশ ॥ ২০ ॥

হে গুরো ! কশ্মৈকতানমতিরেষ বিশ্বরূপঃ তবকথং বিশ্বাস-
পাত্রমবদ্যত তৎপাত্রভূতোজাতোহতঃ কশ্মৈকতানমতে-
বিশ্বরূপস্তাবিশ্বসনীগ্রহাত্ম্যস্ত পদ্বপদ এব টীকাং করোতু
ইতি রহসি যোগিবরং শ্রীশঙ্করং শিষ্যা উচিরে ইঙ্গং ॥ ২১ ॥

অত্রাস্তরে সমীপমাগতঃ সনন্দনঃ শীঘ্রং বাক্যং সমুদাজহার
তদাহ হে আচার্য্য ! ভবৎকৃতৌ বার্তিকং কর্তুং এষ হস্তামলকো-
হপি সমর্থঃ আ० ॥ ২২ ॥

রির উগ্রতপস্যায় ব্রহ্মপত্নী সরস্বতী সন্তুষ্ট হইয়া
বর প্রদান করেন যে, ভবদীয় প্রবন্ধে আপনার
অভিপ্রায়ানুযায়ী ব্যাখ্যা করিবার আনন্দগিরির
সামর্থ্য হইবে । ২০ ।

গুরুদেব ! বিশ্বরূপ (মণ্ডন) সদা সর্বদা কশ্মৈ
রত থাকিতেন, স্তুরাং তিনি কিরূপে আপনার
বিশ্বাস পাত্র হইলেন ? অতএব পদ্বপদ ভাষ্যের
টীকা করুন—শিষ্যগণ নির্জনে গুরুকে এই কথা
বলিয়া ক্লান্ত হইল । ২১ ।

যতঃ করস্থামলকাবিশেষং জানাতি সিদ্ধান্তম-
সাবশেষম্ । অতো হুমুগ্নৈ ভবতৈব পূর্বমদায়ি
হস্তামলকাভিধানম্ ॥ ২৩ ॥

বাণীং সমাকর্ষ্য সনন্দনস্ত সামিস্মিতং ভাষ্য-
কৃদাবভাষে । নৈপুণ্যমন্তাদৃশমস্য কিন্তু সমাহি-
তস্তান্ ন বহিঃ প্রবৃতিঃ ॥ ২৪ ॥

অয়স্ত বাল্যে ন পপাঠ পিত্রা নিয়োজিতঃ সাদর-

যতঃ করস্থামলকসদৃশং সর্বং সিদ্ধান্তমেব জানাতি অত-
এবামুগ্নৈ ভবতা এব হস্তামলকাভিধানমদায়ি উ० ॥ ২৩ ॥

সনন্দনস্ত বাচং সমাকর্ষ্য বিস্মিতং যথাস্তান্তথা ভাষ্যকাবে
জগাদ তদাহান্ত হস্তামলকস্ত নৈপুণ্যমুপমং পরন্তু সমাহিতস্তাৎ
অস্ত বহিঃপ্রবৃতির্ন ভবতি ই० ॥ ২৪ ॥

সমাহিতবাদিত্যাছ্যাক্তং বিবৃণোতি । অয়ং তু বাল্যে পিত্রা-

ইতিমধ্যে সনন্দন গুরুদেবের নিকটবর্তী হইয়া
শীঘ্র বলিতে লাগিলেন—আচার্য্য ! এই হস্তামলক
আপনার ভাষ্যের বৃত্তি করিতে সক্ষম । ২২ ।

ইনি করতলস্থ আমলকীফলের মতন আপনার
সমস্ত সিদ্ধান্ত অবগত আছেন । আপনিও পূর্বের
ইহাকে ‘হস্তামলক’ নাম প্রদান করেন । ২৩ ।

সনন্দনের বাক্য শুনিয়া ভাষ্যকার ঈষৎ বিস্ময়
প্রকাশ পূর্বক বলিতে লাগিলেন । হস্তামলকের
নৈপুণ্য অসাধারণ সত্য, কিন্তু সমাহিত চিত্ত বলিয়া
হস্তামলকের বাহ্য বস্তুতে কোন প্রবৃতি নাই
। ২৪ ।

হস্তামলকের পিতা যখন বিদ্যারম্ভ করাইয়া

মক্ষরাণি । ন চোপনীতোহপি গুরোঃ সকাশাদ-
ধৈক্যং বেদান্ পরমার্থনিষ্ঠঃ ॥ ২৫ ॥

বালৈ নচিক্রীড় নচাম্মৈচ্ছন্ ন চারুবাচং হব-
দং কদাপি । নিশ্চিত্য ভূতোপহতস্তমেনমানি-
শ্চিরেহস্ম্মিকটং কদাচিৎ ॥ ২৬ ॥

অস্মানবেক্ষ্যৈব মুহুঃ প্রণম্য কৃতাজ্জলৌ তিষ্ঠতি
বালকেহস্মিন্ । ইমামপূর্বাং প্রকৃতিং বিলোক্য
বিসিস্মিয়ে তত্র জনঃ সমেতঃ ॥ ২৭ ॥

সাদরং নিয়োজিতোহপ্যক্ষরাণি ন পপাঠ তেনোপনীতোহপি
গুরোঃ সকাশাৎ পরমার্থনিষ্ঠো বেদান্চাধীতবান্ উঃ ॥ ২৫ ॥

ন চিক্রীড় ক্রীড়াং ন চকার ॥ ২৬ ॥

প্রকৃতিং স্বভাবং তত্র তস্মিন্ স্থানে সমেতঃ সস্মিলিতঃ ॥ ২৭ ॥

বিদ্যাভ্যাস করিতে নিযুক্ত করেন, তখন হস্তামলক
আদর পূর্বক একটা অক্ষরও পাঠ করে নাই ।
উপনয়ন হইলে গুরুর নিকট হইতে পরমার্থনিষ্ঠ
হইয়া হস্তামলক বেদ সকলও অধ্যয়ন করে
নাই । ২৫ ।

বালকদিগের সহিত কখন ক্রীড়া করে নাই—
অল্প ইচ্ছা করিয়া কখন কোন স্তমধুর বাক্য বলে
নাই—“কোন এক ভূতে ইহাকে আক্রমণ করি-
য়াছে” ইহা নিশ্চয় করিয়া কোন সময়ে ইহাকে
আমার নিকটে লইয়া আইসে । ২৬ ।

আমাকে দেখিবামাত্র বারম্বার প্রণাম করে
এবং কৃতাজলি হইয়া এই বালক আমার নিকটে
অবস্থান করে । বালকের এই অপূর্ব স্বভাব

কস্বং শিশো ! কস্য হুতঃ কুতোবেত্যস্মাভিরা-
চক্ট কিলৈষ পৃষ্ঠঃ । আত্মানমানন্দঘনস্বরূপং বিস্মা-
পয়ন্ বৃত্তময়ৈর্বচোভিঃ ॥ ২৮ ॥

তদাকদাপ্যশ্রুতিগোচরং তদাকর্ণ্য বাঐশ্বেভবমাত্ম-
জস্য । পিতাপ্রপদ্যাস্য পরং প্রহর্যং সপ্রশয়াং
বাচমুবাচ বিজ্ঞঃ ॥ ২৯ ॥

কস্বং শিশো ! কস্ত কুতোহসি গস্তা কিল্লাম তে হুং কুত আগ-
তোহসি । এতন্ময়োক্তং বদ চার্ভক ! অং সংপ্রীতয়েপ্রীতিবিরধ-
নোহসি, ইত্যস্মাভিঃ পৃষ্ঠঃ পদ্যময়ৈর্বচোভির্কিন্মাপয়ন্নাত্মান-
মানন্দঘনস্বরূপমাচষ্ট উপজাতিং , ২৮ ॥

তস্মিন্ কালে কদাপ্যশ্রুতিগোচরং পুত্রস্ত তদ্বাঐশ্বেভবং আ-
কর্ণ্য অস্ত পিতা পরং প্রহর্যং প্রাপ্য বিজ্ঞঃ সপ্রশয়াং বাচ-
মুবাচ বিপঃ ॥ ২৯ ॥

দেখিয়া ঐ স্থানে সমাগত যাবতীয় লোক বিস্ময়
সাগরে মগ্ন হন । ২৭ ।

“হে বালক ! তুমি কে ? তুমি কাহার পুত্র ?
তুমি কোথায় গমন করিবে ?” যখন আমি বাল-
ককে এই সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করি, তখন ছন্দে-
বদ্ধ বাক্য রচনা দ্বারা আমাদিগকে বিস্ময়াব্বিত
করিয়া “আত্মা আনন্দঘন” বলিয়া প্রতিপন্ন করে
। ২৮ ।

ঐ সময়ে বালকের বিজ্ঞ পিতা বলিতে লাগি-
লেন—আমার পুত্র যে এরূপ কথা কহিতে পারে,
ইহা আমার কখন কৰ্ণগোচর হয় নাই । আজ
আমার ইহার কথা শুনিয়া যার পর নাই আহ্লাদ
জন্মিয়াছে । ২৯ ।

জ্ঞানৈর্জড়ত্বেন বিনিশ্চিতোহপি ব্রবীতি যদ্যেব
পরাস্ততত্বম্ । প্রজ্ঞায়ত্তানামপি দুর্বিভাব্যং
কিং বর্ণ্যতেহহ্ন ! ভবতঃ প্রভাবঃ ॥ ৩০ ॥

আজ্ঞানঃ সংসৃতিপাশমুক্তঃ শিষ্যোহস্তয়ং বিশ্ব-
গুরোস্তবৈব । প্রকুল্লরাজীববনে বিহারী কথং
রমেত ক্ষুরকে মরালঃ ॥ ৩১ ॥

বিজ্ঞাপ্য তস্মিন্নিতি নির্গতেহসৌ তদাপ্রভু-
তাত্রে বসতু্যদারঃ । অশৈশবাদাত্মবিলীনচেতাঃ
কথং প্রবর্তেত মহাপ্রবন্ধে ॥ ৩২ ॥

তামুদাহরতি জ্ঞানৈরিতি । প্রজ্ঞায়ত্তানামপি দুর্বিভাব্যং
পরমাস্ততত্বং যদ্যেব স্বংসমীপমাগতো ব্রবীতি তর্হি হেহহ্ন
ভবতঃ প্রভাবঃ কিং বর্ণ্যতে উ० ॥ ৩০ ॥

তন্মাদাজ্ঞানো জ্ঞাপ্রভৃতি সংসৃতিপাশমুক্তোহয়ং বিশ্ব-
গুরোস্তবৈব শিষ্যোহস্ত যতঃ প্রকুল্লপদ্রবনে বিহারী হংসঃ ক্ষুরকে
বনে কথং রমেত ॥ ৩১ ॥

ইতি বিজ্ঞাপ্য তস্মিন্ প্রভাকরে নির্গতে সতি ॥ ৩২ ॥

সকল লোকে ইহাকে জড় বলিয়া নিশ্চয় করি-
য়াছে । তথাপি আমার জড় পুত্র যেরূপ গস্তীর
ভাবে পরমাস্ততত্ব বলিয়াছে, ঐহার জ্ঞানবান্
তঁাহারাও কখন মনে তাহা ভাবিতে পারেন না ।
অতএব হে পূজ্যপাদ ! আপনি যে কিরূপ
মহাত্মা ? আপনার মহিমা কি করিয়া বর্ণন করিব ?
। ৩০ ।

আমার পুত্র আজ্ঞান সংসারবন্ধন হইতে
মুক্ত, এক্ষণে এই পুত্র বিশ্বগুরু আপনার শিষ্য
হউক । প্রকুল্ল কমলবন বিহারী মরাল কিরূপে
তিলক রুদ্রে রত হইবে ? । ৩১ ।

অসংসৃতি পপ্রচ্ছুরমুং বিনেয়াঃ স্বামিন্ ! বিনৈব
শ্রবণাদ্যুপায়ৈঃ । অলঙ্কবিজ্ঞানময়ং কথং বা ভবা-
নিদং সাধু বিদাং করোতু ॥ ৩৩ ॥

তানব্রবীৎ সংযমিচক্রবর্তী কশ্চিৎ পুরা যা-
মুনতীরবর্তী । বভূব সিদ্ধঃ কিল সাধুরতঃ সাংসা-
রিকেভ্যঃ স্ততরাং নিবৃত্তঃ ॥ ৩৪ ॥

অয়ং বিজ্ঞানং কথং লব্ধবান্ ইদং ভবান্ সাধু সম্যক্ বোধ-
য়তু ॥ ৩৩ ॥

এবং পৃষ্ট আচার্য্যঃ তস্ত প্রাগ্ভবীযং বৃত্তান্তমুক্তবানিত্যাহ
তানিতি ॥ ৩৪ ॥

এই কথা বলিয়া হস্তামলকের পিতা প্রভাকর
নির্গত হইলে তদবধি হস্তামলক আমার নিকটে
বাস করিয়া রহিয়াছে । বাল্যকাল হইতে যেজন
আত্মপদার্থে চিন্তা লীন করিয়াছে, সে কি করিয়া
মহাপ্রবন্ধে প্রবৃত্ত হইবে ? । ৩২ ।

এই কথার অবসানে বিনীত শিষ্যগণ আচা-
র্য্যকে নিবেদন করিল—“হে প্রভো ! শ্রবণাদি
উপায় ব্যতীত এ ব্যক্তি কি করিয়া জ্ঞান লাভ
করিল ? আপনি আমাদের তাহা ভাল করিয়া
বুঝাইয়া দিন । ৩৩ ।

শিষ্যগণের বাক্য শুনিয়া যতিরাজ শঙ্কর হস্তা-
মলকের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত বলিতে ইচ্ছা করিয়া
শিষ্যদিগকে বলিলেন—পুরাকালে যমুনানদীর তট-
বর্তী একজন সচ্চরিত্র সিদ্ধ পুরুষ বাস করিত ।
তঁাহার সাংসারিক সমুদায় বিষয়ে কোন বাসনা
ছিল না । ৩৪ ।

তস্যাশ্তিকে কাচন বিপ্রকন্যা দ্বিহায়নং জাতু
নিবেশ্য বালম্ । ক্ষণং প্রতীক্ষ্য শিশুং দ্বিজৈতি
স্নাতুং সখীভিঃ সহ নির্জগাম ॥ ৩৫ ॥

অত্রান্তরে দৈববশাৎ স বালশ্চক্রম্যমাণো নিপ-
পাত নদ্যাম্ । যুতন্তুমাদায় শিশুং তদীয়াশ্চক্র-
ন্দুরূচৈঃ পুরতো মহর্ষেঃ ॥ ৩৬ ॥

আক্ৰোশমাকর্ষ্য মুনিঃ স তেষামত্যন্তখিন্নো
নিজযোগভূম্না । প্রাথিক্ষদক্ষং পৃথুকস্য তস্য স এষ-
হস্তামলকস্তপস্বী ॥ ৩৭ ॥

জাতু কদাচিত্তত্ত্ব সিদ্ধন্ত সমীপে কাচন বিপ্রকন্যা দিবর্ষঃ
বালকং স্থাপ্য হে দ্বিজ! ক্ষণমাত্রং বালং প্রতীক্ষসেতুত্বা
সখীভিঃসহ স্নাতুং নির্জগাম ॥ ৩৫ ॥

মহর্ষেঃ পুরতঃ চক্রন্দুরাক্রোশং চক্রুঃ ॥ ৩৬ ॥
তত্ত্ব পৃথুকস্ত বালস্তাঙ্গং শরীরং প্রবিবেশ স তপস্বী এষ হস্তা-
মলকঃ ॥ ৩৭ ॥

কোন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ কন্যা দুই বৎ-
সরের বালককে ঐ সিদ্ধের নিকটে রাখিয়া “হে
ব্রাহ্মণ! আপনি ক্ষণকাল এই বালককে রক্ষণা-
বেক্ষণ করুন” এই কথা বলিয়া সখীদের সহিত
স্নান করিতে নির্গত হইল। ৩৫ ।

ইত্যবসরে ঐ বালক কুটিলভাবে গমন করিতে
করিতে দৈবাৎ নদী মধ্যে পতিত হয়। তাহারা
ঐ যুত বালককে গ্রহণ করিয়া মহর্ষির সম্মুখে
রোদন করিতে লাগিল। ৩৬ ।

তস্মাদয়ং বেদ বিনোপদেশং ঋতীরনস্তাঃ
সকলাঃ সম্মুতীশ্চ । সর্বাণি শাস্ত্রাণি পরং চতত্ব-
মজ্ঞাতমেতেন ন কিঞ্চিদস্তি ॥ ৩৮ ॥

ততাদৃগাত্মান বহিঃ প্রবৃত্তৌ নিয়োগমর্হত্যয়
মত্র বৃত্তৌ । স মণ্ডনস্থর্হতি বুদ্ধতত্বঃ সবস্বতীসা-
ক্ষিকসর্ববিদ্বঃ ॥ ৩৯ ॥

যস্মাদেবং তস্মাদয়মুপদেশং বিনৈবানস্তাঃ ঋতীঃ সকলাঃ
স্মুতীশ্চ সর্বাণিচ শাস্ত্রাণি পরং চতত্বং জানাতি কিং বহন-
হনেনাজ্ঞাতং কিঞ্চিদপি নাস্তি ॥ ৩৮ ॥

তত্তস্মাতাদৃগাত্মা অয়ং হস্তামলকো বহিঃ প্রবৃত্তাবত্র ভাষ্যে
বৃত্তৌ নিয়োগং নারহতি স মণ্ডনস্থর্হতি যতো বুদ্ধতত্বঃ সরস্বতী-
সাক্ষিকং সর্বজ্ঞ ত্বংচ যন্ত সঃ ॥ ৩৯ ॥

তাহাদের রোদনধ্বনি শুনিয়া মহর্ষি অত্যন্ত
খেদান্বিত হইলেন। পরে আপনার অসীম যোগ-
শক্তি প্রভাবে যে বালকের দেহে প্রবেশ করেন,
সেই বালক এই হস্তামলক তপস্বী। ৩৭ ।

অতএব হস্তামলক উপদেশ ব্যতীত সমস্ত
ঋতি, সমস্ত স্মৃতি, সমস্ত শাস্ত্র জানিতে পারি-
য়াছে। পরমার্থতত্ত্বও এই বালকের জ্ঞানস্ত
ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। ৩৮ ।

এই কারণে যাহার এরূপ স্বভাব—যাহার
বাহ্য পদার্থে প্রবৃত্তি নাই—সে আমার ভাষ্যের
বৃত্তি রচনা করিতে কিছুতেই নিযুক্ত হইতে পারে
না। কিন্তু সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানী মণ্ডন
আমার বৃত্তি করিবার উপযুক্ত পাত্র। বিশেষতঃ

ততাদৃশোভ্যুজ্জ্বলকীর্তিরাশিঃ সমস্তশাস্ত্রার্ণব-
পারদর্শী । আসাদিতো ধর্ম্মহিতঃ প্রযত্নাৎ স চে-
ন্ন রোচেত ন দৃশ্যতেহন্যঃ ॥ ৪০ ॥

অহং বহুনাশনভীষ্টকার্য্যং ন কারয়িষ্যে হি
মহানিবন্ধে । কিঞ্চাজ সংশীতিরত্নমাতো যদেক-
কার্য্যে বহবঃ প্রতীপাঃ ॥ ৪১ ॥

প্রযত্নাকর এবম্বিধঃ স ন রোচেত চেত্তর্হি তথাবিধোহন্যো-
ন দৃশ্যতে আ° ॥ ৪০ ॥

নহু ভবদভীষ্টং চেত্তর্হি কারয়িতব্যমিতি তত্রাহ অহমিতি ।
মহানিবন্ধে বহুনাশনভীষ্টং কার্য্যং ন কারয়িষ্যে । কিঞ্চ যত এক-
শ্মিন্ কার্য্যে বহবঃ প্রতিকূলা অতোহত্র সংশয়ো মমোৎপন্ন
ইত্যর্থঃ উ° ॥ ৪১ ॥

সরস্বতী সাক্ষী থাকিয়া মণ্ডনের সর্ব্বজ্ঞতাশক্তি
বিখ্যাত হইয়াছে । ৩৯ ।

মণ্ডনের মতন আর কাহারও উজ্জ্বল কীর্ত্তি-
কলাপ নাই । তাহার মতন সমস্ত শাস্ত্রার্ণবের পার
গামী আর কেহই নহে—আমি অনেক যত্নে ঐ
ধার্ম্মিকপ্রবর মণ্ডনকে লাভ করিয়াছি ।
মণ্ডন যদি সকলের ক্রটিজনক না হয়, আমি
তাহার মতন আর কাহাকেও দেখিতে পাইনা
। ৪০ ।

আমি আমার মহাপ্রবন্ধে সর্ব্বসাধারণের অক্ল-
চিকর কার্য্য কখনই করাইব না । যখন একটা
কার্য্যে সকলেই প্রতিকূল হইয়াছে, তখন এ বি-
ষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ জানিও । ৪১ ।

ভবম্নিদেশাভুগবন্ । সনন্দনঃ করিষ্যতে ভাষ্য-
নিবন্ধমীপ্সিতম্ । স ব্রহ্মচর্য্যাদুদ্বরীকৃতাপ্রমো-
মতিপ্রকর্ষোবিদিতোহি সর্ব্বতঃ ॥ ৪২ ॥

সনন্দনো নন্দয়িতা জনানাং নিবন্ধমেকং বিদ-
ধাতু ভাষ্যে । ন বার্ত্তিকং তত্ত্ব পরপ্রতিজ্ঞং ব্যাধাৎ-
প্রতিজ্ঞাং সহি নৃত্তদীক্ষঃ ॥ ৪৩ ॥

এবমুক্তা বিনেয়া নদৃশ্যতেহন্য ইত্যুক্তমসহমানা উচুঃ হে
ভগবন্ ! ভবদাজ্ঞাতঃ সনন্দনঃ প্ৰপ্সিতস্তাব্যো নিবন্ধং করিষ্যতি
যতঃ স ব্রহ্মচর্য্যাদদীকৃতাপ্রমো মতেঃ প্রকর্ষোবস্ত সর্ব্বতোহবি-
জ্ঞাতশ্চ ॥ বংশ° ॥ ৪২ ॥

এবমুক্ত আচার্য্য উবাচ জনানাং নন্দয়িতা সনন্দনোভাষ্যে
নিবন্ধমেকং বিদধাতু ন তু বার্ত্তিকং তত্ত্ব পরপ্রতিজ্ঞং পবস্তা প্র-
তিজ্ঞা যস্মিন্ হি যতঃ স্বীকৃতদীক্ষঃ সুরেশ্বরঃ প্রতিজ্ঞাং ব্যাধাৎ
উপে° ৪৩

ভগবন্ ! আপনার আদেশানুসারে সনন্দন
ভাষ্যের যথাযোগ্য অভীষ্ট নিবন্ধ রচনা করিবে ।
ব্রহ্মচর্য্যের পর হইতে সনন্দন আশ্রম অঙ্গীকার
করিয়াছে, তাহার বুদ্ধিমত্তাও চারিদিকে বিখ্যাত
হইয়াছে । ৪২ ।

শিষ্যগণের কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—
সর্ব্বজনের আনন্দ দায়ক সনন্দন আমার ভাষ্যের
একটা নিবন্ধ রচনা করিলে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু
বার্ত্তিক করিতে পারিবে না । কারণ, বার্ত্তিক র-
চনা করিতে আর একজন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে ।
সুরেশ্বর দীক্ষা গ্রহণ করিলেই বার্ত্তিক করিবেন
বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে । ৪৩ ।

আদিশ্যেৎ শিষ্যসঙ্ঘং যতীন্দ্রঃ প্রোবাচেৎ
নৃত্তভিক্ষুং রহন্তম্ । ভাষ্যে ! ভিক্ষো মাকুথা বার্তিকং
স্বং নেমে শিষ্যাঃ সেহিরে দুর্বিদন্ধাঃ ॥ ৪৪ ॥

তাৎপর্য্যন্তে গেহিধর্ম্মেষু দৃষ্টা তৎসংস্কারং
সাম্প্রতং শঙ্কমানাঃ । ভাষ্যে কুত্বা বার্তিকং
যোজয়েৎ স ভাষ্যং প্রাচুঃ স্বীয়সিদ্ধান্তশেষং ॥ ৪৫ ॥
নান্ত্যেবাসাবাশ্রমন্তুর্য্য ইৎং সিদ্ধান্তোয়ং

ইৎং শিষ্যসঙ্ঘমাশিষ্য যতীন্দ্রোরহসি স্থিতং নৃত্তভিক্ষুং
সুরেশ্বরং বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ প্রোবাচ হে ভিক্ষো ! ভাষ্যে স্বং
বার্তিকং মাকুথাঃ যতো দুর্বিদন্ধা ইমে শিষ্যা ন সেহিরে ॥ ইন্দ্রং ॥
॥ ৪৪ ॥

শঙ্কমানৈস্তৈর্গুরুভ্যং তদদর্শয়তি । গেহিধর্ম্মেষু তব তাৎপর্য্যং
নীক্ষ্য সাম্প্রতং তৎসংস্কারং শঙ্কমানাঃ প্রাচুঃ ভাষ্যবার্তিকং
কুত্বা স্বীয়সিদ্ধান্তশেষং ভাষ্যং সংযোজয়েৎ সম্ভাবনায়াং লিঙ্
শাং ॥ ৪৫ ॥

কিঞ্চ তুর্য্যাশ্রমোবেদে সিদ্ধো নান্ত্যেবেতি মাণ্ডনঃ সিদ্ধান্তে

এইরূপে শিষ্যদিগকে আদেশ করিয়া যতিবর
শঙ্কর নির্জ্ঞানস্থিত নূতন ভিক্ষুক সুরেশ্বরকে বলিতে
লাগিলেন । হে ভিক্ষুক ! তুমি আমার ভাষ্যের
বার্তিক করিওনা । কারণ, এই সমস্ত দুর্ন্যতি
শিষ্যগণ তুমি বার্তিক করিলে সহ্য করিতে পারিবে
না । ৪৪ ।

গৃহ ধর্ম্মে তোমার তাৎপর্য্য দেখিয়া সম্প্রতি
সেই সংস্কার আশঙ্কা করিয়া তাহার বলিয়াছে ।
সুরেশ্বর আমার ভাষ্যের বার্তিক করিয়া স্বকীয়
সিদ্ধান্তের শেষ প্রয়োগ করিবার সম্ভাবনা । ৪৫ ।

তাব কো বেদসিদ্ধঃ । দ্বারি দ্বাষ্টৈর্ব্যারিতা ভিক্ষমা-
ণাবে শান্তস্তে ন প্রবেশং লভস্তে ॥ ৪৬ ॥

ইত্যাদ্যাস্তাং কিম্বদন্তীং বিদিত্বা তেষাং না-
সীৎ প্রত্যয়স্তপ্যনল্পে । স্বাতন্ত্র্যাস্তং গ্রন্থমেকং
মহাঅন্ ! কুত্বা মহ্যং দর্শয়াধ্যাত্মনিষ্ঠম্ ॥ ৪৭ ॥

বিদ্বন্ ! স্বৎপ্রত্যয়ঃ স্যাৎদমীষাং শিষ্যাণাং নো-

ভিক্ষমাণা দ্বারি দ্বাষ্টৈর্কর্য্যমাণান্তে মণ্ডনস্ত বেষ্মান্তঃপ্রবেশং
ন লভস্ত ইত্যাদ্যাং কিম্বদন্তীং জনশ্রুতিং বিদিত্বা তেষামনল্পে
অকুদ্রৈহপি স্বয়ি প্রত্যয়ো নাসীতুর্হি ময়া কিং কর্তব্যমিতি চেত-
ত্বাহ স্বাতন্ত্র্যাদমধ্যাত্মনিষ্ঠমেকং গ্রন্থং কুত্বা মহ্যং দর্শয় ॥ ৪৬ ॥
৪৭ ॥

হে বিদ্বন্ ! যথা গ্রন্থসন্দর্শনে নোহস্মাকমমীষাং শিষ্যাণাং

“তোমার মতে যে চতুর্থ আশ্রম আছে, তাহা
বেদ সন্মত নহে । ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা করিবার
জন্য মণ্ডনের দ্বার দেশ গমন করিলে দ্বারপালেরা
ঐ সন্ন্যাসীদিগকে নিবারণ করে । তাহাতেই
তাহারা মণ্ডনের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে
নাই” । ৪৬ ।

ইত্যাদি জনরব জানিতে পারিয়া তুমি মহান্
ব্যক্তি হইলেও তাহাদের উপরে কিছুই বিশ্বাস
নাই । হে মহাঅন্ ! এক্ষণে স্বাধীনভাবে
আধ্যাত্মিক এক গ্রন্থ রচনা করিয়া আমাকে
দেখাও । ৪৭ ।

হে পণ্ডিত ! স্বীয় বুদ্ধি কোশলে এক গন্থ
রচনা করিয়া আমাকে দেখাইলে আমার এই স-
মস্ত শিষ্য বর্গের প্রীতি হইবে । এই কথা সুরে-

গ্রন্থসন্দর্শনে। ইত্যুক্তৈনং বার্তিকং সূত্রভাষ্যে-
নাভূত্বাহত্যাং খেদঞ্চ কিঞ্চিৎ ॥ ৪৮ ॥

শিম্যোক্তিভিঃ শিথিলতাঙ্গমনোরথোসাবেনং
স্বতন্ত্রকৃতিনির্মিতয়েন্যযুক্ত । নৈকস্ম্যসিদ্ধি
মচিরাদ্ধিদধৎ স চেৎ নায়্যামবিন্দত সুরেশ্বর-
দেশিকাখ্যাম্ ॥ ৪৯ ॥

নৈকস্ম্যসিদ্ধিমথ তাং নিরবদ্যযুক্তিং নিকস্ম্য-

প্রত্যয়ঃ স্তাদিতি সুরেশ্বরমুক্তা হাহা স্বত্ৰভাষ্যে বার্তিকং নাভূ-
দিতি কিঞ্চিৎ খেদং পাপ ॥ ৪৮ ॥

এবং শিম্যোক্তিভিঃ শিথিলিতঃ স্বমনোরথো যস্তাসৌ
শ্রীশঙ্কর এনং সুরেশ্বরং স্বতন্ত্রকৃতিনির্মিতয়ে গ্রন্থং, স চ নি-
মাত্তোচিরাদেব নৈকস্ম্যসিদ্ধিং বিদধৎ ইৎ যোগ্যাং সুরেশ্বর-
দেশিকাখ্যামবিন্দত বঃ ॥ ৪৯ ॥

নৈকস্ম্যতত্ত্ববিষয়াবগতিঃ প্রধানং যস্তামাদ্যদন্তপৰ্য্যন্তঃ

স্বরকে বলিয়া “হায়! হায়! আমার ভাব্যের
কোন বার্তিক নাই” ইহার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ খেদও
প্রাপ্ত হইলেন। ৪৮।

শিষ্যগণের বচন দ্বারা আপনার মনোরথ
শিথিল হইলে শঙ্কর সুরেশ্বরকে স্বতন্ত্র এক গ্রন্থ
নির্মাণের জন্য নিযুক্ত করিলেন। সুরেশ্বর নিযুক্ত
হইবামাত্র অচিরাৎ নিকস্ম (এক মাত্র আত্ম
তত্ত্বের) সিদ্ধি প্রকাশ করিয়া সুরেশ্বর নামক
সমুচিত গুরুত্ব পদ লাভ করিলেন। ৪৯।

যে গ্রন্থ প্রস্তুত করেন, তাহাতে নিকস্ম ব্যক্তি-
গণের (আত্মজ্ঞানীর) তত্ত্ব বিষয় প্রধান ভাবে
অবগত হইতে পারা যায়। তাহাতে যুক্তি স-
কল অতি সুন্দর; মনোজ্ঞ পদ বন্ধ দ্বারা গ্রন্থের
অঙ্গ সৌষ্ঠ্যব বৃদ্ধি হইয়াছে; আচার্য্য শঙ্কর এরূপ

তত্ত্ব বিষয়াবগতিপ্রধানাম্। আদ্যন্তহদ্যপদবন্ধবতী
মুদারামাদ্যন্তমৈকততরাং পরিতুষ্টচেতাঃ ॥ ৫০ ॥

গ্রন্থং দৃষ্ট্যমোদমানোমুনীন্দ্রস্তং চাশ্বেভ্যোদর্শ-
য়ামাস হদ্যম্। তেষাং চাসীৎপ্রত্যয়ন্তদগম্নিন্
বহুচান্নন্তত্ব বিম্বাপরোস্তি ॥ ৫১ ॥

যত্রাদ্যাপি জায়তে মক্ষরীন্দ্রৈর্নিকস্ম্যাত্মা যত্র
নৈকস্ম্যসিদ্ধিঃ। তত্রান্নায়স্বরূপে গ্রন্থবর্ষ্যস্তম্মাহাং
বত্ম্যাং সর্বলোকাদৃতোহভূৎ ॥ ৫২ ॥

মনোজ্ঞপদবন্ধবতীমেবন্তুতাং তাং পরিতুষ্টচেতা আচার্য্য
আদ্যন্তং সমাগেক্ত ॥ ৫০ ॥

যথা যোহস্মাদন্যঃ স এবং তত্ত্ববিদ্যাস্তীতি তথা তেষামগ্নিন্
প্রত্যয়নচাসীৎ ॥ শাঃ ॥ ৫১ ॥

যত্র গ্রন্থে হদ্যাপি যতীন্দ্রৈর্নিকস্ম্যাত্মা জায়তে যত্র নৈকস্ম্যাত্ম
মোক্ষস্ত, সিদ্ধিঃ তস্মান্নৈকস্ম্যসিদ্ধিনাম্মায়ং গ্রন্থবর্ষ্যোববৃধে
স্মান্নাহাত্ম্যাং সর্বলোকৈকরাদৃতোহভূৎ ॥ ৫২ ॥

উদার “নৈকস্ম্য সিদ্ধি” নামক গ্রন্থ খানি আদ্যন্ত
দর্শন করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন। ৫০।

মুনিবর শঙ্কর ঐ গ্রন্থ খানি দেখিয়া অত্যন্ত
প্রমুদিত হইলেন। পরে ঐ মনোহর গ্রন্থ অন্যান্য
ব্যক্তিদিগকে দেখাইলেন। ঐ গ্রন্থ দেখিয়া
তাহাদেরও এরূপ প্রত্যয় হইল যে, এরূপ গ্রন্থ
কর্তা ভিন্ন ভূতলে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আর কেহই
নাই। ৫১।

যে গ্রন্থ অদ্যাপি যতীন্দ্রগণ মোক্ষের স্বভাব
শ্রবণ করিয়া থাকন-যে গ্রন্থে মোক্ষের সিদ্ধি সবি-
স্তরে বর্ণিত হইয়াছে অতএব “নৈকস্ম্যসিদ্ধি”
নামক ঐ গ্রন্থ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঐ গ্রন্থে
সকলেই গ্রন্থখানিকে আদর করিত। ৫২।

আচার্য্যবাক্যেন বিধিৎসিতেহস্মিন্‌বিস্ময়ং যদন্যে
ব্যধুরুৎসসর্জ । শাপং কৃতেহস্মিন্‌ কৃতমপ্যুদারৈ-
শ্চবর্তিকং ন প্রসরেৎ পৃথিব্যাম্ ॥ ৫৩ ॥

নৈকস্ম্যসিদ্ধিাখ্যানিবন্ধমেকং কৃৎস্নপূজ্যায়
নিবেদ্য চোক্তা । বিশ্বাসমুক্তাথ পুনর্ব্বভাবে স
বিশ্বরূপো গুরুমাত্মদৈবং ॥ ৫৪ ॥

ন খ্যাতিহেতো ন চ লাভহেতো নাপ্যর্চনা-

আচার্য্যবাক্যেন বিধিৎসিতেহস্মিন্‌বিস্ময়ং যদন্যে
ব্যধুরুৎসসর্জ । শাপং কৃতেহস্মিন্‌ কৃতমপ্যুদারৈ-
শ্চবর্তিকং ন প্রসরেৎ পৃথিব্যাম্ ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বাসঞ্চ প্রাপ্যচার্য্যেত্যাছ্যক্তাথ পুনরুবাচ উঃ ॥ ৫৪ ॥

যদ্বাচ তদাহ নেতি ॥ ইঃ ॥ ৫৫ ॥

আচার্য্যের কথায় বার্তিক করা যুক্তি সঙ্গত
হইলেও সকলেই ভাষ্যের বার্তিক নির্মাণে বিঘ্ন
করিতে থাকিল । “ভাষ্যের বার্তিক হইলে
লোকের বিঘ্ন হইবে” এই নিমিত্ত সুরেশ্বর মনের
দুঃখে অভিসম্পাত করিল ; “যদি মহৎ লোকেও
মূত্রভাষ্যের বার্তিক প্রস্তুত করেন, তথাপি উহা
ভূতলে প্রচারিত হইবে না” । ৫৩ ।

“নৈকস্ম্যসিদ্ধি” নামক এক নিবন্ধ প্রস্তুত
করিয়া আপনার পূজ্য আচার্য্যকে তাহা নিবেদন
করিল । অনন্তর বিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া পুন-
রায় স্বীয় ইচ্ছদেবতা গুরুকে বিশ্বরূপ বলিতে
লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

“আমার সুখ্যাতি হইবে, কি আমার অর্থ লাভ

যে বিহিতঃ প্রবন্ধঃ । নোল্লঙ্ঘনীয়ং বচনং গুরুগাং
নোল্লঙ্ঘনে স্যাদগুরুশিষ্যভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

পূর্ব্বং গৃহিত্বৈহপি ন তৎস্বভাবো ন বাল্যম-
স্মেতি হি যৌবনস্ম । ন যৌবনং বৃদ্ধমুপৈতি তদ্বদ-
ব্রজন্‌ হি পূর্ব্বস্থিতিমৌজ্বল্য গচ্ছেৎ ॥ ৫৬ ॥

তাৎপর্য্যাস্তে গেহিধর্ম্মেষু দৃষ্টে ত্যক্তং তত্রাহ । পূর্ব্বং গৃহিত্বৈহপি
তৎস্বভাবো গৃহিস্বভাবো ন ভবামি হি যতো যৌবনস্ম বাল্যং
নায়েতি তথা বৃদ্ধং পুরুষং যৌবনং নোপৈতি তদ্বদ্বথা ব্রজন্‌
গমনং কুর্সন্‌ পূর্ব্বস্থিতিং পরিত্যক্তেব গচ্ছেদিত্যর্থঃ উঃ ।
॥ ৫৬ ॥

হইবে, কি সকলে আমার অর্চনা করিবে” ইহার
নিমিত্ত আমি প্রবন্ধ রচনা করি নাই । “কেবল
গুরুর বাক্য উল্লঙ্ঘন করিতে নাই বলিয়া আমি
যত্ন প্রকাশ করিয়াছি” নতুবা গুরুবাক্য লঙ্ঘন
করিলে গুরুশিষ্যভাব থাকে না । ৫৫ ।

আমি পূর্ব্বং গৃহী ছিলাম সত্য, কিন্তু গৃহস্থ
লোকের যেরূপ স্বভাব থাকা আবশ্যিক, আমার
সে রূপ ছিল না । তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন-অগ্রে
সকলেই বালক থাকে, কিন্তু যখন ঐ বালক
যৌবন কালে পদার্পণ করে, তখন বাল্যকাল আর
তাহাকে আক্রমণ কবিতো পারে না—ঐরূপ বৃদ্ধ
হইলে যৌবন কখন পুনরায় বৃদ্ধকে স্পর্শ করিতে
পারেনা এবং যে ব্যক্তি গমন করিবে, সে যেস্থানে
পূর্ব্বং অবস্থান করিয়াছিল, সেই স্থান পরিত্যাগ
করিয়াই গমন করিয়া থাকে । ৫৬ ।

অহং গৃহী নাত্র বিচারণীয়ং কিং তেন পূর্বং
মন এব হেতুঃ । বন্ধে চ মোক্ষে চ মনোবিশুদ্ধো-
গৃহী ভবেদ্বাপ্যত মঙ্করীবা ॥ ৫৭ ॥
নাস্ত্যেব বেদাশ্রম উত্তমাদিঃ কথঞ্চ তৎপ্রাপ্তি-

নিবৃত্তগামী । প্রতিশ্রবো নো কথমল্পকালো
ন হি প্রতিজ্ঞা ভগবন্নিরুদ্ধা ॥ ৫৮ ॥

সংভিক্ষমাণা ন লভন্ত এব চেন্দ্রগৃহপ্রবেশং

কিঞ্চাত্মান্নিল্লোকেহং গৃহীতি ন বিচারণীয়ং যতন্তে
কিম্পূর্বমিহ জন্মান্তরে বা গৃহিণো ন বভূবুরপি তাস্মৈব । তস্মাৎ
গৃহিত্তে যত্নিত্তে বা মন এব হেতুঃ ন কেবলমেতাবদেবাপিতু
বন্ধেচ মোক্ষেচ মন এব হেতুঃ, মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-
মোক্ষয়োরিত্যুক্তত্বাৎ তস্মাদ্বিশুদ্ধগৃহী ভবেদ্বা মঙ্করী বা ভবেদুভ-
যগাপি নানাধিক্যং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

নাস্ত্যেবাসাবাশ্রমস্তুর্ধ্য ইখমিত্যুক্তং তত্রাহ নাস্ত্যেবেতি ।

“এ জগতে আমি গৃহী” এবিষয়ে কোন বিচার
করা কর্তব্য নহে । কারণ, পৃথিবীতে হয় জন্মা-
ন্তরে, নয় ইহ জন্মে, এমন কোন লোক জন্ম গ্রহণ
করে নাই, বা করে না, যিনি প্রথমে গৃহী ছিলেন
না । অতএব গৃহী কি যতি উভয় পক্ষেই মন
কারণ । মন বন্ধ মোক্ষ ইহারও কারণ বলিয়া
নির্দিষ্ট হইয়াছে । অতএব বিশুদ্ধ গৃহী হউন,
অথবা বিশুদ্ধ সন্ন্যাসী হউন, কিছুতেই কোন নানা-
তিরেক নাই । ৫৭ ।

হে হৃন্দর ! বেদের আদি আশ্রম যদি না
থাকে, তবে কি করিয়া তাহার প্রাপ্তি এবং নিবৃত্তি-
গামী আমাদের দুই জনের যে দুইটি প্রতিজ্ঞা
আছে (অর্থাৎ আমি পরাজিত হইলে সন্ন্যাস
গ্রহণ করিব এবং আপনি পরাজিত হইলে সন্ন্যাস

হে উত্তম ! আদিরাশ্রমো নাস্ত্যেব চেতৎপ্রাপ্তিনিবৃত্তিগামিনো
নো আবয়োঃ প্রতিশ্রবো অহং পরাজিতঃ সন্ন্যাসং প্রাপ্যামি
অহং পরাজিতস্তং হান্তামি ইত্যেবংরূপো কথং স্তম্ভত্রাপ্যল্প-
কালো যদি তূর্যাশ্রমো মমাভিমতো নাভূত্বিহ প্রতিজ্ঞা ময়া
নিরুদ্ধাহভূদিত্যাশয়েনাহ নহীতি ॥ ৫৮ ॥

যচ্চ দ্বারিষাঈহরিত্যাশ্রয়ঃ তত্রাহ সন্তিক্ষমাণা ইতি । গু-
রুণা ভগবতা প্রবেশনং কথং বিহিতং কথং চ মদগৃহে ননু স্তম্ভা

ত্যাগ করিবেন) এরূপ বলিষ্ঠ গর্কিত বাক্য
আছে, তাহা আর এক্ষণে কি করিয়া থাকিবে ?
থাকিলেও তাহার কাল এত অধিক কি করিয়া
হইবে ? যদি চতুর্থাশ্রম (সন্ন্যাস) আমার অভি-
মত না হয়, তবে আমার প্রতিজ্ঞা করা বৃথা হয়
। ৫৮ ।

আপনি যে বলিয়াছেন “চতুর্থাশ্রম বেদসিদ্ধ
নহে ইহা মণ্ডনের সিদ্ধান্ত । ভিক্ষুকেরা মণ্ডনের
ভবনে প্রবেশ করিতে পারে নাই” ইত্যাদি বিষয়ে
এইমাত্র উত্তর দেখিতেছি, আপনি গুরু হইয়া কি
করিয়া পর গৃহে প্রবেশ করিলেন ? কি রূপেই
বা আমার ভবনে উত্তম ভিক্ষা করিলেন ? আমায়
বলিয়াছেন “এরূপ জনরব জানিয়া তুমি মহৎ হই-
লেও তোমাতে আমার কোন বিশ্বাস নাই” তাহাতে
এই মাত্র বলিতে পারা যায়, কোন ব্যক্তি লো-

গুরুণা প্রবেশনম্ । কথং হি তিষ্ণা বিহিতা ননুত্তমা
কো নাম লোকস্ত মুখাপিধায়কঃ ॥ ৫৯ ॥

তত্ত্বোপদেশাধিদিদিতাত্ত্বো ব্যাধামহং সম্য-
সনং কৃতাত্মা । বিরাগভাবান্ন পরাজিতস্ত বাদো
হি তত্ত্বস্য বিনির্ণয়ায় ॥ ৬০ ॥

পুরা গৃহস্থেন ময়া প্রবন্ধা নৈয়ায়িকাদৌ বি-

শিক্ষা বিহিতা, যদাপি কিস্বদন্তীত্যাছ্যক্তং তত্রাপ্যাহ লোকস্ত
মুখস্তাপিধায়কঃ কো নাম ন কোহপ্যস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

যত্নু সন্ন্যাসমপোবং ন বুদ্ধিপূর্বমিত্যাছ্যক্তবস্ত্তত্ৰাহ ।
পূর্বং কৃতাত্মা পশ্চাত্ত্বোপদেশাধিদিদিতাত্ত্বোহহং বৈরাগ্যাৎ
সন্ন্যাসনং ব্যাধং ন তু পরাজিতো হি যস্মাদাদস্তবিনির্ণয়ায়
॥ ৬০ ॥

যত্নু ভাষ্যে কৃত্বোপদেশাধিদিদিতাত্ত্বোহ পুরেতি । ইতঃ পরং মে হৃদয়ং

কের মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে পারে ? ।
। ৫৯ ।

আপনি যে বলিয়াছেন “এ ব্যক্তি বুদ্ধি পূর্বক
সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে নাই” তাহার উত্তরে এই
মাত্র বলা যাইবে—আমি পূর্বেই কৃতযত্ন হইয়া-
ছিলাম, পরে তত্ত্ব উপদেশে আত্মতত্ত্ব জানিতে
পারিয়া সংসারের উপর বৈরাগ্য বশতঃ সন্ন্যাসধর্ম
গ্রহণ করিয়াছি । কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানি-
বেন, আমি পরাস্ত হইয়া কখনই সন্ন্যাস গ্রহণ
করি নাই । কারণ, বাদ করা কেবল তত্ত্ব নির্ণ-
য়ের জন্য । ৬০ ।

পূর্বে আমি যখন গৃহস্থ ছিলাম, তখন নৈয়া-

হিতা মহার্থাঃ । ইতঃ পরং মে হৃদয়ং চিকীর্ষু হৃদ-
জ্জিসেবাং ন বিলজ্জ্য কিঞ্চিৎ ॥ ৬১ ॥

শ্রদ্ধামদ্বৈতবন্ধাদরবুধপরিষচ্ছেমুখীসম্মিষল্লা
মর্বাগদুর্বাদিগর্বাণলবিপুলতরজ্জালমালাবলীঢ়াম্ ।
সিত্তা সূক্তামৃতৌঘৈরহহ পরিহসন্ জীবয়স্যদ্য

হৃদজ্জিসেবাং বিলজ্জ্য ন কিঞ্চিৎ কর্তুমিচ্ছু ॥ ৬১ ॥

তথাটচবং বিধস্ত সঙ্গুয়োস্তুব সেবা কেনাপি কথনপি কর্তুং
ন শক্যোভ্যাহ । অদ্বৈতে বস্ত্তমি আদরোদৈবস্ত্তথাত্ত্ব বৃধপরিষচ্ছে-
মুখ্যাং সম্মিষল্লাঃ অদ্বৈতবন্ধাদরবুধসমুদায়বুদ্ধিস্তস্তাঃ সম্যক্
স্থিতামিতিবা অর্বাচীনানাং দুর্বাদিনাং গর্বলক্ষণম্যানলস্য
বিপুলতরজ্জাললক্ষণয়া মালয়া বিপুলয়া জালামালয়া ইতিবা
অবলীঢ়ামান্বাদিতাঃ শ্রদ্ধাঃ সূক্তামৃতৌঘৈঃ সিত্তাহহহ অদ্য

য়িক দিগের গ্রন্থে অত্যন্ত অর্থ বিশিষ্ট অনেক
গুলিন প্রবন্ধ রচনা করি । কিন্তু এক্ষণে আপনার
পাদপদ্মের সেবা লঙ্ঘন করিয়া আমার হৃদয়
আর কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছুক নহে । ৬১ ।

যে সকল পণ্ডিতগণের অদ্বৈতবস্ত্তর (পর-
মাত্মার) উপর আদর বদ্ধ মূল হইয়াছে, সেই সমস্ত
পণ্ডিত মণ্ডলীর বুদ্ধিরূপ আসনে যে শ্রদ্ধা অবস্থান
করিতেছে ; অর্বাচীন দুর্ভব বাদীগণের গর্বরূপ
অন্নলের গগনস্পর্শী ক্ষুলিঙ্গ সমূহ দ্বারা যে শ্রদ্ধা
একেবারে দগ্ধ হইয়াছে ; আপনি সূক্ত (বেদ-
বাক্য) রূপ অমৃত প্রবাহ দ্বারা সেক করিয়া আজ
কি আনন্দের বিষয় ! শীঘ্র পরিহাস পূর্বক
সেই শ্রদ্ধাকে জীবিত করিয়াছেন । অতএব
রণ হইতে উত্তরণ হওয়া যেমন কঠিন, তাহার

সদ্যঃ কো বা সেবাপটুঃ স্যাৎরণতরণবিধৌ স-
দগুরো নৈব জানে ॥ ৬২ ॥

ইত্যুক্তোপরতে সুরেশ্বরগুরৌ তেনৈব
শারীরকে ন সম্ভাব্যহহাত্ত বার্তিকমিতি প্রোচঃ
শুগমিং শনৈঃ । ধীরাগ্র্যঃ শময়ন্ বিয়োগপয়সা
দেবেশ্বরেণ ত্রয়ীভাষ্যে কারয়িতুং স বার্তিকযুগং
বন্ধাদরোহভূম্বুর্নঃ ॥ ৬৩ ॥

ভাবানুকারিমুদ্রাবাক্যানিবেশিতার্থং স্বীয়ৈঃ

সদ্যঃ পরিহসন্ জীবয়সি ততো রণতরণবিধানসদৃশায়ামেবং-
ভূতস্য সঙ্গুরোস্তব সেবায়াং কো বা পটুঃ স্যাৎ । অং ॥ ৬২ ॥

ইত্যুক্তা সুরেশ্বরগুরাবুপরতে সতি অহহেত্যস্তখেদে তেন
সুরেশ্বরেণৈবাত্ত শারীরকে বার্তিকং নো সম্ভাবি ইতিপ্রোচঃ
শোকাগ্র্যঃ ধীরাগ্র্যঃ শ্রীশঙ্করো বিবেকপয়সা শনৈঃ শময়ন্
বেদত্রয়ীভাষ্যে সুরেশ্বরেণ বার্তিকদ্বয়ং কারয়িতুং স মুনির্বন্ধা-
দরোহভূৎ । শাং ॥ ৬৩ ॥

ভাবানুসারিভিমুদ্রির্বাটিক্যে বিনিবেশিতোহর্থো যত্র
মতন আপনার সেবা কার্য্যে কাহাকেও নিপুণ
দেখি না । ৬২ ।

এই কথা বলিয়া সুরেশ্বর (মণ্ডন) কান্ত হইলে
ইহা অত্যন্ত খেদের বিষয় যে, (ঐ সুরেশ্বর দ্বারা
এই শারীরক সূত্রের ভাষ্যে বার্তিক রচনা কিছু-
তেই সম্ভাবিত নহে) এই কারণে ধীরবর শঙ্কর
বিবেক সলিল দ্বারা সুরেশ্বরের প্রবল শোকানল
নির্ব্বাণ করিয়া ঋক্, যজু ও সাম এই তিনখানি
বেদের সুরেশ্বর দ্বারা দুইটি বার্তিক করাইবার
জন্য শঙ্কর দৃঢ়রূপে আদর প্রকাশ করেন । ৬৩ ।

শঙ্কর দেখিলেন—সুরেশ্বর যে গ্রন্থ রচনা
করিয়াছেন, তাহাতে ভাবানুযায়ী কোমল বাক্য

পদৈঃ সহ নিরাকৃতপূর্ব্বপক্ষম্ । সিদ্ধান্তযুক্তি-
বিনিবেশিততৎস্বরূপং দৃষ্ট্যভিনন্দ্য পরিতোষ-
বশাদবোচৎ ॥ ৬৪ ॥

সত্যং যদাথ বিনয়িন্ ! মম যাজুযীয়া শাখা তদন্ত-
গতভাষ্যানিবন্ধ ইচ্ছঃ । তদ্বার্তিকং মম কৃতে
ভবতা প্রণেয়ং সচেষ্টিতং পরহিতৈকফলং প্রসি-
দ্ধম্ ॥ ৬৫ ॥

স্বীয়ৈঃ পদৈঃ নিরাকৃতঃ পূর্ব্বপক্ষো যত্র সিদ্ধান্তযুক্তিভি র্বিনি-
বেশিতং তস্য সিদ্ধান্তস্য স্বরূপং যত্র তন্তুদীয়ং গ্রন্থং দৃষ্ট্য
অভিনন্দ্য স শ্রীশঙ্করঃ পরিতোষবশাদবোচৎ । বং ॥ ৬৪ ॥

তদাহ হে বিনয়িন্ ! ত্বং যদুক্তবান্ অসি তৎসর্ব্বং সত্যমতো
মম যাজুযী তৈত্তিরেয়ী শাখা তত্র অন্তগতো যো ভাষ্যলক্ষণো
মমেষ্টোনিবন্ধস্তত্র বার্তিকং মদর্থং ভবতা প্রণেয়ং যতঃ সতা-
কেষ্টিতং পরহিতৈকফলং প্রসিদ্ধম্ ॥ ৬৫ ॥

সমূহ দ্বারা অর্থ সকল সন্নিবেশিত আছে । স্বকীয়
পদ সমূহের সহিত পূর্ব্ব পক্ষ নিরাকরণ করা
হইয়াছে এবং সিদ্ধান্ত যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্তের স্ব-
রূপ সংস্থাপিত হইয়াছে । আচার্য্য, সুরেশ্বরের
সুন্দর গ্রন্থ খানি অবলোকন করিয়া ও গ্রন্থের
প্রশংসা করিয়া সম্ভোষ বশতঃ বলিতে লাগিলেন
। ৬৪ ।

হে বিনীত ! তুমি যাহা বলিয়াছ তৎ সমুদ-
য়ই সত্যকথা । অতএব যজুর্বেদের তৈত্তিরীয়
নামে যে শাখা আছে, তাহার উপরে আমার
মনঃপূত এক ভাষ্য বা নিবন্ধ আছে । তুমি
আমার জন্য ঐ ভাষ্যের বার্তিক প্রণয়ন কর ।
কারণ, সজ্জনের যে সমস্ত চেষ্টা, চরিত্র বা কার্য্য,
তৎসমুদয়েরই ফল কেবল পরের হিত করা মাত্র
। ৬৫ ।

তদ্বদীয়া খলু কাণ্ণশাখা মমাপি তত্রাস্তি ত-
দন্তভষ্যম্ । তদ্বার্তিকঞ্চাপি বিধেয়মিচ্ছং পরোপ-
কারায় সতাং প্রবৃত্তিঃ ॥ ৬৬ ॥

তত্রোভয়ত্র কুরু বার্তিকমার্তিহারি কীর্তি-
ঞ্চ বাহি জিতকার্তিকচন্দ্রিকাভাম্ । মাশঙ্কি

তদ্বদীয়া খলু বা কাণ্ণশাখা তত্রাপি মম তদন্তভাষ্যমস্তি
ত্রয় বার্তিকমপীষ্টদ্বিধেয়ং যতঃ সতাস্প্রবৃত্তিঃ পরোপকারায়ে-
তার্থঃ ॥ ৬৬ ॥

আবশ্যকতাবোধনায় পুনরাহ । তত্রোভয়ত্র তাপত্রয়নিব-
হণঃ বার্তিকং কুরু জিতা কার্তিকচন্দ্রিকায়াঃ আভাষয়া তথাভূতাং
কীর্তিঞ্চ প্রাপ্নুহি । ননু পূর্ববদধুনাপি বিনেয়বাক্যৈরোধস্তাবশ্য-
স্তাবিত্বাৎ কিমর্থং তৎকরণে ময়া দীক্ষা স্বীকার্যেতি শঙ্কা ত্বয়া

এরূপ তোমার ও যে যজুর্বেদের কাণ্ণশাখা
আছে, তাহাতেও আমার তাহার শেষ ভাষ্য
প্রস্তুত করা আছে । তাহার বার্তিক করাও আ-
মার অভিপ্রেত জানিবে । কারণ, সজ্জনের প্রবৃতি
কেবল পরের উপকারার্থে ই হইয়া থাকে ॥ ৬৬ ॥

ঐ উভয়ভাষ্যের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক
আর আধিভৌতিক এই তিনপ্রকার তাপনাশী—
বার্তিক রচনা কর । শারদীয় শশধরের জ্যোৎস্না
অপেক্ষাও নিশ্চল ও শুভ্র কীর্তি লাভ কর । “পূর্ব-
মত এখনও অন্যান্য শিষ্যগণ মিবারণ করিতে পারে,
সুতরাং আপনি কিকারণে আমাকে এরূপ মন্ত্রের
দীক্ষা দান করিতেছেন ?” এরূপ শঙ্কা করিও না ।
কারণ, আমার বাক্যই সমুদয় রক্ষা করিবে । অত-

পূর্বমিব ছুঃশঠবাক্যরোধো মদ্বাক্যমেব শরণং
ব্রজ মা বিচারীঃ ॥ ৬৭ ॥

ইথং স উক্তো ভগবৎপদেন ত্রীবিশ্বরূপো
বিহুমাং বরিষ্ঠঃ । চকার ভষ্যদ্বয়বার্তিকে দ্বৈ হাজ্ঞা
গুরুণাং হবিচারণীয়া ॥ ৬৮ ॥

আজ্ঞা গুরোরনুচরৈর্নহিলজ্জনীয়েতুক্তা তয়ো-
নির্গমশেখরয়োরুদারম্ । নিশ্চয়ায় বার্তিকযুগং নিজ-
দেশিকায় নিঃসীমনিস্তুলনধীরূপদাক্ষকার ॥ ৬৯ ॥

ন কর্তব্য ইত্যাহ মা শঙ্কীতি কুত ইতি চেত্তজ্জাহ মদ্বাক্যমেব
শরণমতন্তং করণার্থং গচ্ছ বিচারং মা কুরু । বং ॥ ৬৭ ॥

ইথং ভগবৎপদেন ত্রীশঙ্করেণোক্তো বিহুমাং বরিষ্ঠঃ স ত্রীমু-
রেখরো ভাষ্যদ্বয়স্ত বার্তিকে দ্বৈ চকার হি যস্মাদগুরুণামাজ্ঞা
অবিচারণীয়া এব উং ॥ ৬৮ ॥

এতদেব বিবৃণোতি । গুরোরাজ্ঞাহুচরৈর্নহিলজ্জনীয়েতুক্তা-
বেদান্তয়োস্তৈত্তিরীযবৃহদারণ্যসংজ্ঞয়ো স্তয়োভাষ্যয়োৰুদারং
বার্তিকদ্বয়ং নিশ্চয়ায় সীমারহিতা নিরূপমা ধীযন্ত স সুরেখরো
নিজদেশিকায় উপদাক্ষকার উপায়নভূতং কৃতবান্ বং ॥ ৬৯ ॥

এব বার্তিক করিবার জন্য গমন কর, এবিষয়ে আর
বিচার করিও না ॥ ৬৭ ॥

শঙ্কর যখন সুরেশ্বরকে এই রূপ আদেশ করেন,
পণ্ডিতাগ্রণী বিশ্বরূপ দুইটি ভাষ্যের দুইটি বার্তিক
রচনা করিলেন । কারণ, কোনকর্মে গুরুর আজ্ঞা-
বাক্যের বিচার করিবে না ॥ ৬৮ ॥

“যাহারা গুরুর অনুচর—তাহারা কখনই
গুরুর আজ্ঞা লজ্জন করিবেনা” এই কথা বলিয়া
তৈত্তিরিয় এবং বৃহদারণ্যক নামক দুইখানি বার্তিক

সনন্দনো নাম গুরোরমুজ্জয়া ভাষ্য্য টীকাং
ব্যধিতেরিতঃ পরাম্ ! যৎপূর্বভাগঃ কিল পঞ্চপা-
দিকা তচ্ছেষণা বৃত্তিরিতি প্রথীয়সী ॥ ৭০ ॥

ব্যাসর্ষিসূত্রনিচয়স্য বিবেচনায় টীকাভিধং
বিজয়ডিণ্ডিমমাত্মকীর্ত্তেঃ । নির্মায় পদ্মচরণে
নিরবদ্যযুক্তিসূতং এবন্ধমকরোদগুরুদক্ষিণাং
সং ॥ ৭১ ॥

সনন্দনো নাম গুরোরমুজ্জয়াপ্রেৱিতঃ পরাং ভাষ্য্য টীকাং
বাধাং যন্তাঃ পূর্বভাগঃ পঞ্চপাদিকা তচ্ছেষণা বৃত্তিরিতি প্রথী-
য়সী প্রথ্যাতা ॥ ৭০ ॥

ব্যাসাথ্যর্ষিসূত্রকদম্বস্ত বিবেচনায়াম্বকীর্ত্তে বিজয়ডিণ্ডিমং-
যতো নিরবদ্যযুক্তিভির্গথিতং টীকাসংজ্ঞং এবন্ধং নির্মায় স
পদ্মপাদো গুরুদক্ষিণামকরোৎ বং ॥ ৭১ ॥

রচনা করিয়া অসীমও অনুপমবুদ্ধিসম্পন্ন সুরেশ্বর
আপনার শিষ্যকে তাহা উপহার স্বরূপ প্রদান
করেন ॥ ৬৯ ॥

সনন্দননামে যে গুরুর একজন শিষ্যছিল,
তিনি গুরুর অনুজ্ঞাবচনে আদিষ্ট হইয়া ভাষ্যের
এক উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন। যে টীকার পূর্ব-
ভাগ পঞ্চপাদে সমাপ্ত হইয়াছে এবং ঐ পঞ্চ-
পাদের শেষে যে বৃত্তিকরা হয় তাহা অত্যন্ত
খ্যাতিলাভ করে ॥ ৭০ ॥

মহামুনি বেদব্যাসের যে সমস্ত সূত্র আছে
তাহার বিচার ও বিবেচনা করিবার নিমিত্ত পদ্ম-
পাদ স্বকীয় যশের “বিজয় ডিণ্ডিম” অর্থাৎ (বিজয়-

আলোচয়ন্নথ তদামুগতিং গ্রহাণামুচে সুরেশ্বর-
সমাহ্রমুপহ্বরে সঃ । পঠৈব যৎসচরণাঃ প্রথিতা
ইহস্যস্তত্রাপি সূত্রযুগলদ্বয়মেব ভূম্মা ॥ ৭২ ॥

প্রারন্ধকর্ম্মপরিপাকবশাৎ পুনস্তং বাচস্পতি-
ত্বমধিগম্য বস্তুন্ধরায়াম্ । ভব্যাং বিধাস্যসিতমাং
মম ভাষ্যটীকামাভূতসংলয়মধিক্ষিতি সাচ জীয়াৎ ॥
৭৩ ॥

অথানন্তরং সূর্য্যাদিগ্রহাণাং গতিমালোচয়ন্ সুরেশ্বরঃ সমাখ্য-
মেকান্তে সঃ শ্রীশঙ্করো বভাষে হে বৎস ! ইহ লোকে পঠৈব-
চরণাঃ প্রথিতাঃ স্যুরিহ টীকায়ামিতি বা । তত্রাপি বাহুল্যেন
সূত্রচতুষ্টয়মেব প্রথিতং স্ত্রাৎ ॥ ৭২ ॥

এবং তদন্তশাপস্ত সার্থক্যং প্রদর্শ্য সূত্রভাষাবৃত্তিকরণ সং-
কল্পস্তাপি তদ্বমাহ প্রারন্ধেতি । ভূম্মো বাচস্পতিস্বং প্রাপ্য
ভব্যাং মমভাষ্যটীকাং সম্যক্ বিধান্তসি সনন্দনকৃত টীকাসান্যং
বারয়তি । প্রলয়পর্য্যন্তং ক্ষিতৌ সাচ জীবনং প্রাপুয়াদিতি বর-
প্রদানম্ ॥ ৭৩ ॥

বাদ্য) নামক টীকাপ্রবন্ধ রচনা করিয়া গুরুদক্ষিণা
প্রদান করেন ॥ ৭১ ॥

অনন্তর সূর্য্যচন্দ্রাদি গ্রহগণের গতি আলোচনা
করিয়া আচার্য্য শঙ্কর সুরেশ্বরকে নির্জ্জনে ডাকিয়া
বলিলেন । বৎস ! এই জগতে পাঁচটী চরণই বি-
খ্যাত, অথবা এই টীকাতে পাঁচটী চরণ (পঞ্চপাদ)
বিখ্যাত আছে । তাহা হইলেও বাহুল্যরূপে চারিটী
সূত্র বিখ্যাত হইবে ॥ ৭২ ॥

ভূমি তোমার জন্মান্তরীয় কর্ম্মের পরিপাক
বশতঃ ভূতলে বাচস্পতি নাম ধারণ করিয়া আমার

ইত্যেবমুক্তাথ যতীশ্বরোহসাবানন্দগিৰ্যাদি-
মুনীন্ স হুত্বা । কুরুধ্বমদৈতপরামিবন্ধানিত্য-
দ্বশামির্শ্বমসার্বভৌমঃ ॥ ৭৪ ॥

তে সৰ্বেহপ্যনুমতিমাপ্য দেশিকেন্দোরানন্দা-
চলমুখরা মহানুভাবাঃ । আতেনুর্জগতি যথাস্ব-

মাত্ততত্বাত্তোজাকান্ বিশদতরান্ বহুন্ নিবন্ধান্
৭৫ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তদ্বাভিকাস্তপ্রবত্তনঃ
সংক্ষেপশঙ্করজয়ে পূর্ণঃ সর্গস্ত্রয়োদশঃ ॥ ১৩ ॥

অথ চতুর্দশ সর্গঃ

ইত্যেবং সুরেশ্বরমুক্তাহ্বানস্তরমসৌ যতীশ্বর আনন্দগিৰ্যাদি-
মুনিনাহুত্বাহুদৈতপরামিবন্ধান্ কুরুধ্বঃ ইতি স নিশ্বাসচক্রবর্তী
আজ্ঞপ্তবান্ উঃ ॥ ৭৪ ॥

তে সৰ্বেহপ্যানন্দগিরিমুখ্যা মহানুভাবা দেশিকেন্দোরনু-

ভাষ্যের সুন্দর টীকা রচনা করিবে। সনন্দন
অপেক্ষা তোমার টীকা উৎকৃষ্ট হইবে এবং
তাহার সহিত তোমার কোন সাদৃশ্য থাকিবেনা।
অধিককি, আমি তোমাকে বর দিলাম, প্রলয় কাল
পর্যন্ত জগতীতলে তোমার টীকা জীবনধারণ
করিয়া থাকিবে ॥ ৭৩ ॥

যতিবর শঙ্কর এইরূপে সুরেশ্বরকে উপদেশ
দিয়া আনন্দগিরি প্রভৃতি মুনিদিগকে আ-
হ্বান করিয়া মমতা বিহীন ব্যক্তিগণের নরপতি
ঐ আচার্য্য শেষে আজ্ঞা করিলেন—“তোমরা
অদ্বৈত পূর্ণ কতকগুলি নিবন্ধ রচনা কর ?” ॥ ৭৪ ॥

ঐ সকল আনন্দগিরি প্রভৃতি মহানুভাবশিষ্য-
গণ গুরুদেবের অনুমতি পাইয়া যথাবুদ্ধি আত্মতত্ত্ব
রূপ কমলকুসুমের সূর্য্য সদৃশ অত্যন্ত নিশ্চল নিবন্ধ

তিমাপ্য স্বমাত্মানমনতিক্রম্য যথামতি আত্মতত্ত্বাত্তোজাকান্
বিশদতরামিবন্ধানাসমস্তাদিত্তারিতবস্তঃ প্রহর্ষণী ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবালগোপালতীর্থ-

শ্রীপাদশিষ্যদত্তবংশাবতঃসরামকুমারস্বহৃদনপতি-

কৃতে শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিজয়ডিঙিমে ত্রয়োদশঃ

সর্গঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ১৩ ॥

অথ পদ্মপাদকৃতাঃ তীর্থযাত্রাঃ নিরুপরিভূষুপক্রমতে ।
অথানন্তরং স পদ্মপাদস্তীর্থযাত্রাঃ কর্ত্তুমনা গুররনুজ্ঞাময়চিষ্ট

সকল ক্রমশঃ চারিদিকে বিস্তারিত করিতে
লাগিলেন ॥ ৭৫ ॥

ইতি ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥

—

এই পরিচ্ছেদে পদ্মপাদের তীর্থযাত্রাবর্ণিত
হইবে। অনন্তর পদ্মপাদ তীর্থযাত্রা করিতে মনন
করিয়া গুরুর অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। হে

রোরনুজ্ঞাম্ । দেয়া গুরো ! মে ভগবন্নুজ্ঞা দে-
শান্দিদৃক্ষে বহুতীর্থযুক্তান্ ॥ ১ ॥

স ক্ষেত্রবাসো নিকটে গুরো যৌ বাসস্তদীয়া
জ্জলং চ তীর্থম্ । গুরুপদেশেন যদাত্মদৃষ্টিঃ
সৈব প্রশস্তাখিলদেবদৃষ্টিঃ ॥ ২ ॥

শুশ্রবমাণেন গুরোঃ সমীপে স্বেয়ং ন নেয়ং

যচ্চামেবাহ হে ভগবনগুরো ! অনুজ্ঞা দেয়া বহুতীর্থ-
যুক্তান্দেশান্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি উ० ॥ ১ ॥

এবং প্রার্থিতো গুরুরবাচ গুরোনিকটে যো বাসঃ স এব
ক্ষেত্রবাসঃ ॥ ২ ॥

যস্মাদ্গুরুসমীপে স্থিতস্ত দেশান্তরগমনপ্রাপ্যং সমস্তং প্রাপ্ত-
মেবাত্মং শুশ্রবমাণেন শিষ্যেণ গুরোঃ সমীপে স্বেয়ং গুরুসমীপা-
দন্তদেশে নৈব গন্তব্যং যতোহন্ত্রগমনে সন্ন্যাসধর্ম্মদৌর্লভ্য-
তৎপাভল্যাদি তিরিচ্যাতে ইত্যাশয়েনাহ অতিশয়েন মার্গ-

ভগবন্ ! হে গুরুদেব ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া
আমাকে অনুজ্ঞা দান করিবেন । কারণ, এক্ষণে
আমার নানাবিধ তীর্থবিশিষ্ট দেশ সকল দর্শন
করিতে বাসনা জন্মিয়াছে ॥ ১ ॥

পদ্মপাদের এই প্রার্থনাবাক্য শুনিয়া গুরুদেব
বলিতে লাগিলেন । গুরুর নিকটে বাস করিলেই
সিদ্ধস্থানে বাস করা হয়, গুরুর পাদপ্রক্ষালনের
জলই তীর্থজল, গুরুর উপদেশে যদি আত্মজ্ঞান
হয় তাহারই নাম প্রশস্ত সমস্ত দেবতত্ত্বজ্ঞান
জানিবে ॥ ২ ॥

দেশান্তরে গমন করিয়া যেসমস্ত পাওয়া যায়,
গুরুর নিকটে বাস করিলেও ঐ সমস্ত বিদেশ লভ্য
বস্তু তাহার অনায়াসে লভ্য হইয়া থাকে । কারণ,

সততোহন্যদেশে । বিশিষ্য মার্গশ্রমকর্ষিতস্য
নিদ্রাভিভূত্যা কিমু চিন্তনীয়ম্ ॥ ৩ ॥

দ্বিধা হি সন্ন্যাস উদীরিতোহয়ং বিবুদ্ধতত্ত্বস্য
চ তদবুভুংসোঃ । তত্ত্বং পদার্থৈক্য উদীরিতোহয়ং
যত্নাৎ সমর্থঃ পরিশোধনীয়ঃ ॥ ৪ ॥

শ্রমেণ কর্ষিতস্ত নিদ্রাভিভূত্যা কিমপি তৎপদাদিচিন্তনীয়ং ন
সম্ভবতি ॥ ৩ ॥

অয়ং সংন্যাসস্ত দ্বিধা বিদ্বৎসন্ন্যাসোববিবিদ্যাসন্ন্যাসশ্চেতি
দ্বিপ্রকারক উক্তস্তত্র বিবুদ্ধতত্ত্বস্য বিক্ষেপনিবৃত্ত্যা জীবমুক্তি-
সুখার্থ আদ্যতত্ত্ববুভুংসোস্তত্ত্বংপদৈক্যে তদর্থোহয়ং ভবদাদিভিরা-
শ্রিতো দ্বিতীয় উক্তঃ তন্মাস্তদর্থং ত্বমর্থঃ প্রযত্নাচ্ছোধনীয়ঃ ন
তু তদপঘাতকং তীর্থাটনাদি কৰ্ত্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

শিষ্য সর্বদা গুরুর নিকটেই বাস করিবে—গুরুর
নিকট পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেশে গমন করি-
বেনা । অন্যদেশে গমন করিলে সংন্যাস ধর্ম্মে যে
সমস্ত দুঃখ হওয়া উচিত নহে সেই সমস্ত দুঃখ বহু
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । কারণ, অতিশয়
পথশ্রমে কাতর হইলে তাহার হটাৎ নিদ্রাকর্ষণ
হয়, নিদ্রাভিভূত হইলে তখন আর “তত্ত্বমসি”
বেদবাক্যের তৎ পদার্থ চিন্তা করা হইতে পারে না
৩

ঐ সংন্যাস দুই প্রকার । বিদ্বৎ সংন্যাস আর
বিবিদ্যাসংন্যাস । তন্মধ্যে যিনি তত্ত্বজ্ঞানী,
তাঁহার বিক্ষেপশক্তি (মায়া) নিবৃত্তি হইলে জীব-
মুক্তি সুখের নিমিত্ত প্রথম সংন্যাস হইয়া থাকে ।
আর যে ব্যক্তি তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক তাঁহার “তত্ত্ব-
মসি” বেদবাক্যের তৎপদ ও তৎপদের ঐক্য

সম্ভাব্যতে ক চ জলং কচ নাস্তি পাথঃ শয্যা স্থলং
কচিদিহাস্তি ন চ কচাস্তে । শয্যা স্থলীজলনিরী-
ক্ষণসক্তচেতাঃ পান্ধো ন শর্ম্ম লভতে কলুষীকৃতান্না
॥ ৫ ॥

জ্বরাতিসারাদি চ রোগজ্ঞানং বাধেত চেত্তর্হি ন
কোহপ্যুপায়ঃ । স্বাস্থ্যঞ্চ গন্তুঞ্চ ন পারয়েত তদা
সহায়োহপি বিমুক্ততীমন্ ॥ ৬ ॥

তীর্থযাত্রায়াস্তদভিঘাতকং ক্ষুটংগ্রাহ সম্ভাব্যত ইতি, পাথো
জলং ইহ মার্গে । ব০ ॥ ৫ ॥

কিঞ্চ যদি চেজ্বরাতিসারাদিরোগজ্ঞানং বাধেত তর্হি কো-
হপ্যুপায়ো নাস্তি ন পারয়েত নৈব শক্রুয়াৎ উ০ ॥ ৬ ॥

বিষয়ে জ্ঞান হইয়া থাকে ; যেমন তোমরা তৎ ও
ত্বং পদার্থের ঐক্য আশ্রয় করিয়া রহিয়াছ । অত-
এব এই কারণে ত্বং পদার্থের অর্থ যত্ন সহকারে
বিশুদ্ধ করিবে, কিন্তু তীর্থাদি পর্য্যটন করিয়া
যাহাতে দ্বিতীয় সংন্যাসের ব্যাঘাত ঘটে এরূপ
কার্য্য করিতে নাই । ৪ ।

তীর্থযাত্রা করিলে সম্ম্যাস ধর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটিয়া
থাকে, তাহা বলিতেছি । কোন স্থানে জল পাইবে,
কোন স্থানে জল দেখিতে পাইবে না । কোন
স্থানে ভূমি শয্যা—কোন স্থানে আবার তাহাও
পাইবে না । এই রূপে শয্যা, স্থল আর জল দর্শন
করিবার জন্ম তদগতচিত্ত হইলে মনের মালিন্য
জন্মে, তাহাতে আর কিছুতেই পাশ্চ স্থলাভ
করিতে পারে না । ৫ ।

যদি জ্বর অতিসারাদি রোগসমূহ আসিয়া

জ্ঞানং প্রভাতে ন চ দেবভার্জনং কচোক্তশৌচং
কচবা সমাধয়ঃ । কচাশানং কুত্ৰ চ মিত্রসঙ্গতিঃ
পান্ধো ন শাকং লভতে ক্ষুধাতুরঃ ॥ ৭ ॥

নাস্ত্যন্তরং গুরুগিরন্তদপীহ বক্ষ্যে সত্যং যদাহ
ভগবান্ গুরুপাশ্ববাসঃ । শ্রেয়ানিতি প্রথমসংযমি-
নামনেকান্ দেশানবীক্ষ্য হৃদয়ং ন নিরাকুলং মে ॥ ৮ ॥

ন চ কচেতি বা মধ্যমণিন্যায়েনোভয়ত্র সম্বন্ধনীয়ম্ ॥ ৭ ॥

এবমুক্তঃ পদ্মপাদ উবাচ । যদ্যপি গুরুবচস উত্তরং নাস্তি
তথাপিহোত্তরং বক্ষ্যে এবং প্রতিজ্ঞাং বিধায় যৎ স ক্ষেত্রবাস
ইত্যাহ্ব্যক্তং তত্রাহ সত্যমিতি গুরুসমীপবাসঃ শ্রেয়ানিতি ভগ-
বান্ যদাহ তৎসত্যং তথাপি আদ্যা যে সংযমিনস্তেষামনেকান্
দেশানবীক্ষ্য মে হৃদয়মব্যাকুলং ন ভবতি হে সংযমিনাং প্রথ-
মেতিবা ব০ ॥ ৮ ॥

আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহা হইতে মুক্ত
হইবার আর কোন উপায় নাই । তখন কোন
স্থানে থাকিতেও পারা যায় না—কোন স্থানে যা-
ইব বলিলেও যাওয়া হয় না । অধিকন্তু যদি
কেহ সহায় থাকে সেও তখন ঐ পীড়িত সঙ্গীকে
পরিত্যাগ করে । ৬ ।

প্রভাতকালে জ্ঞান হয় না, দেবপূজাও হয়
না । স্ততরাং শাস্ত্রে যেরূপ শৌচাচারের কথা বলা
আছে তাহা হইতেই পারে না, এবং সমাধি সকল
অসম্ভাবিত হয় । আবার দৈবাৎ কোন স্থানে আ-
হার পাওয়া যায়, কোন স্থানে মিত্রলাভও হইয়া
থাকে । আবার ঐ পথিক ক্ষুধাতুর হইলে স্থানে
স্থানে শাকও মিলে না । ৭ ।

গুরুর কথা শুনিয়া পদ্মপাদ বলিতে লাগিল,

সর্বত্র ন কাপি জলং সমস্তি পশ্চাৎ পুরস্তাদ-
থবা বিদিস্থ । সার্গো হি বিদ্যেত ন স্বব্যবহঃ স্ত-
থেন পুণ্যং কনু লভ্যতেহধুনা ॥ ৯ ॥

জন্মান্তরার্জিতমঘঃ ফলদানহেতোর্ব্যাধ্যাত্ম-
না জনিমুপৈতি ন নো বিবাদঃ । সাধারণাদিহ চ
বা পরদেশকে বা কর্ম হুঙ্কৃতমমুর্ভূত এব জন্তুম্
॥ ১০ ॥

সম্ভাব্যত ইত্যাদি যদুক্তং তত্রাপ্যাহ সর্বত্রৈতি । ন বিদ্যতে
স্বব্যবহা যন্ত ন বদ্যপ্যেবস্তথাপ্যধুনা স্তথেন পুণ্যং কাপি ন
লভ্যতেহতস্তদর্থঃ দুঃখমপি সোচ্যামিত্যর্থঃ উ० ॥ ৯ ॥

যদপি অরাসিয়ারাদীত্ব্যক্তং তত্রাপ্যাহ, জন্মান্তরার্জিতং পাপং
ফলদানার্থং রোগাশ্রয়না জন্মোপৈতীত্যক্ত অস্মাকং বিবাদোনাশ্চি
তথাপিহ বা পরদেশকে বা সাধারণাজ্জনিমুপৈতি হি বস্মাদভূক্তং
কর্ম জন্তুমমুর্ভূত এব বং ॥ ১০ ॥

গুরুবাক্যের কোন উত্তর নাই—তথাপি এ বিষয়ে
আমি উত্তর করিব । ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন
“গুরুর নিকটে বাস অতি শ্রেয়স্কর” একথা অত্যন্ত
সত্য । তথাপি যাহারা প্রথম সম্মাস গ্রহণ
করিয়াছে, তাহাদের মতন আমারও দেশ সকল
না দেখিয়া হৃদয় স্থির হইতেছে না । ৮ ।

যদিচ সকল স্থানেই কি অগ্রে কি পশ্চাতে
কি বিদিকে একেবারেই জল পাইবার সম্ভাবনা
নাই—যদিচ পথ সকলের কোন শৃঙ্খলা নাই—
তথাপি এখন স্তখে কোন স্থানে পুণ্য সঞ্চয়ও হ-
ইতে পারিবার কথা । স্ততরাং তন্নিমিত্ত আমি দুঃখ
সহ করিব । ৯ ।

জন্মান্তরে যে পাপরাশি সঞ্চয় করা হইয়াছে,

ইহ স্থিতং বা পরতঃ স্থিতং বা কালো ন মুকেৎ
সময়াগতশ্চেৎ । তাদেশগত্যাহমৃত দেবদত্ত ইত্যা-
দিকং মোহকৃতং জনানাম্ ॥ ১১ ॥

মম্বাদয়ো মুনিবর্যাঃ খলু ধর্মশাস্ত্রে ধর্মাদি স-
ঙ্কুচিতমাছরতিপ্রবুদ্ধম্ । দেশাদ্যবেক্ষ্য ন তু তৎ-

কালোমুহূতাঃ স্বসময় আগতশ্চেদিহ স্থিতং পরদেশেস্থিতং বা
নৈব মুকেৎ যত্নু তদেগগমনেন দেবদত্তো মৃতবানিত্যাদিকং
জনানাং বচস্তত্ত্ববিবেককৃতমিত্যাহ তদেগগতোতি উ० ॥ ১১ ॥

যত্নু স্মানমিত্যাছ্যক্তং তত্রাহ, মম্বপরাশরাদয়ো মুনিবরাঃ
কিল ধর্মশাস্ত্রে দেশাদ্যবেক্ষ্যাতিপ্রসিদ্ধং ধর্মাদিসঙ্কুচিতমাছ-
স্তথা চ স্তুতিঃ, দেশকালে তথাস্মান্ জব্যাং জব্যাগ্রয়োজনম্ ।
উপপত্তিমবস্থাঞ্চ জ্ঞাত্বাশৌচং সমারভেদিত্যাদ্যা, তথা চ দেশা-

ঐ সকল পাপ ইহ জন্মে, সেই ফল দান করিবার
জন্ম রোগরূপে জন্মগ্রহণ করে এ বিষয়ে আমাদের
কোন বিবাদ বা বিসম্বাদ নাই । তথাপি এই দেশে
হউক আর বিদেশে হউক সাধারণতঃ রোগের
উৎপত্তি হইয়াই থাকে । কারণ যে কর্মের ভোগ
হয় নাই, সেই অভুক্ত কর্ম প্রাণীগণের অনুগমন
করিয়া থাকে । ১০ ।

যখন সময় হইবে তখন স্বদেশে বাস কর, অথবা
বিদেশে বাস কর, কাল কিছুতেই তাহাকে পরিত্যাগ
করিবে না । “তবে দেবদত্ত ঐ দেশে গিয়া মরিয়া
গিয়াছে” এ সকল কথা জনগণের অবিবেক বশ-
তঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে । ১১ ।

মনু পরাশর প্রভৃতি মুনিবর সকল ধর্মশাস্ত্রে
দেশাদি দর্শন করিয়া অতি প্রসিদ্ধ ধর্মকে সঙ্কুচিত

সরগিং গতানাং শৌচাদ্যতিক্রমকৃৎ প্রভবেদঘং
নঃ ॥ ১২ ॥

দৈবেহ্নুকূলে বিপিনং গতৌ বা সমাপ্নুযাদ্বা-
স্থিতমন্নমেঘঃ । হীয়েত নশ্চেদপি বা পুরস্বং তস্মিন্
প্রতীপে তত এব সর্বস্ব ॥ ১৩ ॥

গৃহং পরিত্যজ্য বিদেশগো না স্বং সমাগচ্ছতি
তীর্থদৃশ্য । গৃহং গতৌ যাতি মৃতিং পুরস্তাৎ তদা-
গমাদত্র চ কিং নিমিত্তম্ ॥ ১৪ ॥

দাবেক্ষ্য তেবাং সরগিত্তানাংস্বাকং শৌচাদ্যতিক্রমনিমিত্তমঘং
ন প্রভবেৎ বং ॥ ১২ ॥

যতু কচাশনং পাছৌ ন শাকং লভতে ক্ষুধাতুর ইত্যুক্তং
তত্রাহ দৈব ইতি, তস্মিন্ দৈবেপ্রতীপে প্রতিকূলেহতস্ততএব
প্রতীপাদমুক্লাব্বা দৈবাদেব ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ গৃহং পরিত্যজ্য বিদেশগতীর্থদৃশ্য না পুমান্ স্বং যথা-
স্তাত্থা সমাগচ্ছতি গৃহেস্থিতস্তদাগমাৎ পূর্বমিহমরণং যাতীত্যত্র
চ কিং নিমিত্তং তস্ত পরদেশগমনাদেবভাবাৎ উপং ॥ ১৪ ॥

বলিয়াছেন । যথা—“দেশ, কাল, আত্মা, দ্রব্য,
দ্রব্যের প্রয়োজন, যুক্তি, অবস্থা, এই সকল জানিয়া
শৌচ আরম্ভ করিবেক” এই সকল স্মৃতি শাস্ত্রের
বচনানুসারে দেশ, নদ, নদী দর্শন করিয়া সেই স-
মস্ত মুনিগণের পথগামী হইলে শৌচাদি লঙ্ঘন
করিলেও আমাদের কোন পাপ হইতে পারে
না । ১২ ।

দৈব অনুকূল থাকিলে লোকে বনে গমন করি-
লেও আপনার বাঞ্ছিত অন্ন পাইয়া থাকে । আর
ঐ দৈব প্রতিকূল হইলে সমুপস্থিত অন্নপান সমস্ত
ক্ষয় ও নাশ প্রাপ্ত হয় । ১৩ ।

দেশে কালেহবস্থিতং তদ্বিমুক্তং ব্রহ্মানন্দং প-
শ্যতাং তত্র তত্র । চিত্তৈকাগ্রে বিদ্যমানে সমাধিঃ
সর্বত্রাসৌ ছলভো নৈব মস্ত্রে ॥ ১৫ ॥

সত্তীর্থসেবামনসঃ প্রসাদিনী দেশস্ত বীক্ষা মনসঃ
কুতূহলম্ । কিণোত্যনর্থান্ সৃজনেন সঙ্গমস্তস্মান্ন
কস্মৈ ভ্রমণং বিরোচতে ॥ ১৬ ॥

যতু কিমু চিন্তনীয়ং কচবা সমাধয় ইত্যুক্তং তত্রাহ দেশ ইতি,
বস্ত্তস্তাত্থাং দেশকালাত্থাং বিমুক্তং ব্রহ্মানন্দং পশ্যতাং তত্র
তত্র দেশে কালে চিত্তৈকাগ্রে বিদ্যমানে সতি সর্বত্রাসৌ সমা-
ধিছলভো নেতিমস্ত্রে শাং ১৫ ॥

কিঞ্চ, সত্তীর্থসেবামনসো বিশোধিনী দেশস্তাপূর্বস্ত দর্শনং
মনসঃ কুতূহলং সৃজনেন সঙ্কোহনর্থান্নাশয়তি তস্মাদেববন্ধিৎ
ভ্রমণং কস্মৈ বিশেষণং ন রোচতে উং ॥ ১৬ ॥

তীর্থ দেখিতে বাসনা করিয়া গৃহ পরিত্যাগ
পূর্বক বিদেশে গমন করে এবং পরে স্থখে আপন
ভবনে আসিয়া উপস্থিত হয় । আবার কোন পু-
রুষ বিদেশে গমন করে নাই, অথচ যে তীর্থ দর্শন
উপলক্ষে বিদেশে গিয়াছিল তাহার পূর্বে গৃহবাস
করিয়াও লোকে মরিয়া যাইতেছে, এ বিষয়ের
হেতু কি ? । ১৪ ।

যে ব্রহ্মানন্দ কোন দেশে কি কোন কালে
অবস্থান করে, অথবা যে ব্রহ্মানন্দ কোন দেশে কি
কোন কালে ঘটে না, যে ব্যক্তি এরূপ ব্রহ্মানন্দ
দর্শন করে, তাহাদের প্রত্যেক স্থানে চিত্তের একা-
গ্রতা বিদ্যমান থাকিলে ঐ সমাধি আমি ছলভ ব-
লিয়া বিবেচনা করি না । ১৫ ।

উত্তম তীর্থ সেবা করিলে মন বিশুদ্ধ হয়, দেশ

অট্যাট্যমানোহপি বিদেশসঙ্গতিং লভেত বিদ্বান্
বিদ্বৎভিসঙ্গতিম্ । বুধো বুধানাং খলু মিত্রমীরিতং
খলেন মৈত্রী ন চিরায় তিষ্ঠতি ॥ ১৭ ॥

সমীপবাসোহবমুদীরিতো গুরোর্বিদেশগো য-
চ্ছতয়েন ধারয়েৎ । সমীপগোহপ্যেব ন সংস্থিতোহ-
স্তিকে ন ভক্তিহীনো যদি ধারয়েচ্ছদি ॥ ১৮ ॥

যদপি কুত্র চ মিত্রসঙ্গতিরিচ্ছ্যক্তং তত্রাপ্যাহ, বিদেশে সম্যগ্
গতিমটমানঃ কুর্যোগোহপি বিদ্বান্ বিদ্বৎভিসঙ্গতিং লভেৎ
বুধানাং বুধ এব খলু মিত্রং কথিতং যতো খলেন মৈত্রী চিরায় ন
তিষ্ঠতি বংশঃ ॥ ১৭ ॥

যন্তু গুরোঃ সমীপে হ্যেয়মিত্যাহ্যুক্তং তত্রাহ, গুরোঃ সমীপে
বাসোহয়ং কথিতো বিদেশগো যদি ছদয়েন গুরুং ধারয়েৎ
সমীপগোহপ্যেব সমীপেন স্থিতো যদি ভক্তিহীনো ছদি তং ন
ধারণেৎ ॥ ১৮ ॥

দর্শনে মনের কোতূহল জন্মায় ; অনর্থ সকল ক্ষয়
পাইয়া থাকে , সজ্জনের সহিত সঙ্গ ঘটে ; অত-
এব ভ্রমণ করা সকলেরই রুচিকর কার্য্য । ১৬ ।

বিদেশে গমন করিয়া বিদ্বান্ বিদ্বানের সহিত
সঙ্গলাভ করেন । কারণ, পণ্ডিতগণের পণ্ডিত
মিত্র বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । খলের
সহিত বন্ধুতা কখন চিরকাল থাকে না । ১৭ ।

যে ব্যক্তি বিদেশে গমন করিয়া হৃদয়ে গুরুকে
ধারণ করেন, তাহারই নাম গুরুর নিকটে বাস ।
নতুবা গুরুর সমীপে গমন করিয়াও গুরুর নিকট
ভক্তিহীন ভাবে যদি হৃদয়ে গুরুকে না ধারণ করে,
তখন নিকটে থাকিয়া ফল কি ? । ১৮ ।

সুজনঃ সুজনেন সঙ্গতঃ পরিপুষ্পাতি মতিং শনৈঃ
শনৈঃ । পরিপুষ্পমতির্বিবেকবান্ শনৈকৈ হ্যেয়গুণং
বিমুক্ততি ॥ ১৯ ॥

যদ্যাগ্রহোহস্তি তব তীর্থনিষেবণায়াং বিদ্বো
মযাত্র ন খলু ক্রিয়তে পুমর্থে । চিত্তস্থিরত্বগত্যে
বিহিতো নিষেধো মাভূদ্বিশেষগমনং ত্বতিদুঃখ-
হেতুঃ ॥ ২০ ॥

সুজনসমাগমোহপি সুজনলৈব্য ফলতীত্যাহ, সুজনঃ সুজনেন
সঙ্গতঃ শনৈস্তৎসঙ্গেন বুদ্ধিং বর্দ্ধয়তি, পরিপুষ্পমতির্বিবেকবান্
সন্ হেয়ং গুণং দুঃখাদি রজআদি বা বিমুক্ততি বিঃ ॥ ১৯ ॥

এবমুক্তো গুরুকবাচ যদীতি, অত্র তীর্থসেবারূপে পুরুষার্থে
চিত্তস্থৈর্য্যাবগত্যে ময়া নিষেধোবিহিত এবমসুজ্ঞাপ্য শিক্ষণং
করোতি অতিদুঃখহেতুর্বিশেষগমনং মাভূৎ বঃ ॥ ২০ ॥

সজ্জন সজ্জনের সহিত মিলিত হইয়া য়ত্ন য়ত্ন
স্ব স্ব বুদ্ধি বুদ্ধি করিয়া থাকেন । বুদ্ধি পুষ্ট হইলে
সেই ব্যক্তি জগতে বিবেকী বলিয়া কথিত হন ।
অনন্তর ক্রমশঃ যে সমস্ত রজঃপ্রভৃতি পরিত্যজ্য
গুণ আছে তাহা পরিত্যাগ করেন । ১৯ ।

শঙ্কর বলিলেন—যদি তোমার তীর্থসেবা করিতে
অত্যন্ত বাসনা হইয়া থাকে, তবে তীর্থসেবারূপ
পুরুষার্থ বিষয়ে চিত্তের স্থৈর্য্য অবগত হইবার জন্য
আমি তোমাকে নিষেধ করি নাই । কিন্তু বিশেষ-
রূপে গমন করিতে হইলে যাহাতে অত্যন্ত দুঃখের
উৎপত্তি হয়, তাহাই আমি নিবারণ করিয়াছি-
লাম । ২০ ।

নৈকো মাগো বহুজনপদক্ষেত্রতীর্থানি যাত-
শ্চৌরাধ্বানং পরিহর সুখং ত্তমার্গেণ যাহি । বিপ্রা-
গ্র্যাণাং বসতিবিততির্থত্র বস্তব্যমীষমো চেৎ সার্কিঃ
পরিচিতজনৈঃ শীঘ্রমুদ্দষ্টদেশম্ ॥ ২১ ॥

সন্ধিঃ সঙ্গোবিধেয়ঃ সহি সুখনিচয়ং সূয়তে
সজ্জনানামধ্যাত্ম্যাক্যে কথাস্তা ঘটতিবহুরসাঃ
শ্রাব্যমাণাঃ প্রশান্তৈঃ । কায়ক্লেশং বিভিদ্ধ্যাঃ

কিঞ্চ যতো বহুজনপদক্ষেত্রতীর্থানি গচ্ছতো মে কো মাগো
ন ভবত্যতশ্চৌরাধ্বানং পরিত্যজ সুখং যথাস্যাত্তথা ত্তমার্গেণ
গচ্ছ, কিঞ্চ বিপ্রাণাং বসতিবিততিনিকেতনবিপ্লু যত্র তত্র
বস্তব্যং তত্রাপীষন্ন তু বহুকালং বিপ্রাণাং বসতিবিততিনির্নাস্তি
চেৎ পরিচিতজনৈঃ সহোদ্দষ্টঃ দেশঃ শীঘ্রং যাহি মন্দা ॥ ২১ ॥

কিঞ্চ সন্ধিঃ সঙ্গোবিধেয়ঃ হি যস্মাৎ সংসঙ্গঃ সজ্জনানাং সুখ-
নিচয়ং জনয়তি কুত ইত্যতআহ যতন্তৈঃ প্রশান্তৈঃ শ্রাব্যমাণা
অপ্যাত্ম্যাক্যে কথাঃ কায়ক্লেশং বিভিদ্ধ্যাঃ । তাবিশিনষ্টি ঘটতো
বহুরসো যাসু সততং যদ্বয়ং সংসৃতিলক্ষণং তচ্ছিন্দ্বীতি তথা

বহুজনপদ, বহুক্ষেত্র ও বহুতীর্থ স্থানে গমন ক-
রিলে অনেকগুলিন পথ দর্শন করিবে। অতএব
চোরপথসকল পরিত্যাগ করা উচিত। কুপথ পরি-
ত্যাগ করিয়া অন্য পথ দিয়া গমন করিতে হইবে।
যে স্থানে ভাল ভাল ব্রাহ্মণগণের বিপুল বাসস্থান
আছে, সেই স্থানে থাকিতে হইবে। কিন্তু সেখানেও
অধিকক্ষণ বাস করা উচিত নহে। কিন্তু যে স্থানে
ব্রাহ্মণগণের বসতি অধিক নাই, সে স্থান হইতে
আপনার পরিচিতজনের সহিত সহর আপনার
নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে হইবে। ২১।

সততভয়ভিদ্ঃ শ্রান্তবিশ্রান্তবৃক্ষাঃ স্বাস্ত্রশ্রোত্রা-
ভিরামাঃ পরিমুখিতত্বঃ ক্ষোভিতক্ষুৎকলঙ্কাঃ ॥
২২ ॥

সংসঙ্গোহয়ং বহুগুণযুতোহথৈকদোষেণ দুর্কো
যৎস্বাস্ত্রোহয়ং তপতি চ পরং সূয়তে দুঃখজালম্ ।
থব্রাসঙ্গো বসতিসময়ে শর্ম্মদঃ পূর্বকালে প্রায়ো-
লোকে সততবিমলং নাস্তি নির্দোষমেকম্ ॥ ২৩ ॥

সততং ভয়ং ভিন্দন্তীতি বা তথা সংসৃতিমার্গে শ্রান্তানাং বিশ্রাম-
বৃক্ষাঃ পুনশ্চ যনঃশ্রোত্রাভিরামাঃ পরিমুখিতা তট্বাঙ্গা পি-
পাসাচ যতিঃ ক্ষোভিতঃ ক্ষুৎক্ষণঃ কলঙ্কো যতিস্তাঃ অঃ ॥ ২২

যৎস্বাস্ত্রোহয়ং সঙ্গস্তপতি সন্তাপয়তি চ হেতৌ যতো দুঃখ-
জালং প্রসূয়তে যতো বিরোগাৎ পূর্বকালে বাসসময়ে সঙ্গঃ
সুখদঃ প্রসিদ্ধস্তথা চ লোকে একমপি বস্ত সততবিমলং নির্দোষঃ
প্রায়োনাস্তি মঃ ॥ ২৩ ॥

সদ্ব্যক্তির সহিত সঙ্গ করা আবশ্যিক। সং-
সঙ্গ করিলে সজ্জনের প্রচুর আনন্দ হইয়া
থাকে। ঐ সকল শান্তমূর্তি মহাপুরুষেরা নানা-
বিধ রস পূর্ণ আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের যে সকল কথা
শোনাইতেন, সেই সকল কথা গুলি সতত ভয়
ভঞ্জন করিয়া শারীরিক কষ্ট নাশ করিয়া থাকে।
ঐ সকল আধ্যাত্মিক কথা সংসার পথে সঞ্চরণ
করিয়া যাহারা ক্লান্ত হইয়াছেন, তাহাদের বিশ্রাম-
বৃক্ষ। ঐ সকল কথা চিত্ত ও শ্রবণের আনন্দপ্রদ ;
যাহা দ্বারা ইচ্ছা ও পিপাসা নিবৃত্ত হয় এবং ক্ষুধা-
লক্ষণ কলঙ্ক ঐ আধ্যাত্মিক কথা দ্বারা বিনষ্ট হয়
। ২২।

মার্গে যাত্নম্ বহুদিবসান্ পাথসঃ সংগ্রহী স্তাৎ
তস্মাদ্দোষো জিগমিমূপদপ্রাপ্তিবিঘ্নস্ততঃ স্তাৎ ।
প্রপ্যোদ্ভিক্তং বস নিরসনং তত্র কার্য্যস্ত সিদ্ধেমূল-
দভ্রংশোহভিলষিতপদপ্রাপ্ত্যভাবোহন্থথাহি ॥২৪॥

কিঞ্চ বহুদিবসান্ মার্গে যাত্নম্ জলমাত্রস্তাপি সংগ্রহী ন
স্তাদ্ভবতস্তস্মাৎ সংগ্রহাৎ সর্বস্বহরণরূপোদোষঃ স্তাস্ততস্তস্মাদ-
দোষোদ্ভিক্তমিচ্ছোরভিলষিতপদপ্রাপ্তিবিঘ্নঃ স্তাৎ কিঞ্চোদ্ভিক্তং
দেশং প্রাপ্য তত্র বস বাসং কুরু অন্থথা মধ্যো বাসে ক্রিয়মাণে
কার্য্যস্ত নিরসনং বাধঃ সিদ্ধেমূলদভ্রংশো হভিলষিতপদপ্রাপ্ত্য-
ভাবশ্চ স্তাৎ ॥ ২৪ ॥

সদ্ব্যক্তির সহিত সঙ্গ করিলে অনেক গুণ
জন্মায় । কিন্তু উহাতে একটি মাত্র দোষ আছে ।
সুতরাং সংসঙ্গে ছদয়ে একরূপ তাপ হয় ও বিবিধ
দুঃখ প্রসূত হইয়া থাকে । সতের সঙ্গ প্রথমে
একত্রে বাস করিবার কালে সুখদায়ক এবং বিয়োগ
সময়ে অত্যন্ত দুঃখ । জগতে এমন একটিও বস্তু
নাই, যাহা চিরকাল অকলঙ্কিত ও নির্দোষ । ২৩ ।

বহু দিন পর্য্যন্ত পথে গমন করিতে হইলে
এক বিন্দু জল সংগ্রহ করাও কঠিন হইয়া উঠে ।
ঐরূপ সংগ্রহ হইতে সর্বস্ব হরণ রূপ দোষ হয়,
এবং যে গমনার্থী তাহার অভিলষিত পদের
প্রাপ্তি হয় না, বরং বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে । আপনার
অভিলষিত দেশ পাইয়া বাস করিয়া থাক, নতুবা
মধ্যে এক স্থলে বাস করিলে কার্য্যের ব্যাঘাত হয়,
উদ্দেশ্য সিদ্ধির মূল সমূলে উন্মূলিত হয়, এবং
অভিলষিত পদ পাইবার অভাব ঘটে । ২৪ ।

মার্গে চোরা নিকৃতিবপুষঃ সম্মেসেযুঃ সনৈব চ্ছ-
ম্মাত্মানো বহুবিধগুণৈঃ সম্পরীক্ষ্যাঃ প্রযত্নাৎ ।
দেবান্ বস্ত্রং লিখিতমথবা দুর্বিধা নেতুকামা বিশ্বাসো
হতোহপরিচিতনৃষু প্রোজ্জ্বলীয়ো ন কার্য্যঃ ॥২৫॥

মধ্যে মার্গং যোজনাভ্যন্তরে বা তিষ্ঠেযুশ্চে-
দ্ভিক্তবস্ত্রেহভিগম্যাঃ । পূজ্যাঃ পূজ্যাস্তদ্যতিক্রা-
ন্তিরুগ্রা শ্রেয়স্কার্য্যং নিফলীকতুর্গীশাঃ ॥ ২৬ ॥

কিঞ্চ মার্গে মায়য়া সাধুবপুষা বহুগুণৈরাচ্ছাদিতস্বরূপা
দুর্বিধাঃ খলাচোরাঃ সনৈব বসেযুঃ তে প্রযত্নাৎ সম্যক্ প-
রীক্ষ্য যতন্তে ছষ্টা দেবান্ বস্ত্রং পুস্তকং বা নেতুকামাঃ অতো
অপরিচিতনরেষু প্রবর্ষণে হেয়ো বিশ্বাসঃ কদাপি ন কর্তব্যঃ ॥
২৫ ॥

কিঞ্চ মার্গস্ত মধ্যে ততো বহির্যোগনাভ্যন্তরে বা ভিক্তবশ্চ
তিষ্ঠেযুঃ তর্হি তেহভিগম্যা যতঃপূজ্যাঃ পূজ্যাবোগ্যাঃ পূজনীয়া
যতন্তেবাং ব্যতিক্রান্তিরুগ্রা যতঃ শ্রেয়স্কার্য্যং নিফলীকতুং
সমর্থাঃ শালিনী ॥ ২৬ ॥

পথে যাইবার কালে দেখিতে পাইবে, মায়া-
দ্বারা সাধুজনের মত শরীর ধারণ করিয়া বহুবিধ
গুণদ্বারা আপনাপন স্বরূপ প্রচ্ছন্ন করিয়া থল ও
তক্ষরেরা একত্রে বাস করিতেছে । তাহাদিগকে
যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিবে । দুর্মতি তক্ষরেরা পথি-
কের নিকটস্থ দেব প্রতিমা, বস্ত্র, পুস্তকাদি লইতে
কামনা করিয়া থাকে । অতএব অপরিচিত মান-
বের উপর বিশ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু
কদাচ বিশ্বাস করিবে না । ২৫ ।

পথ মধ্যে অথবা বাহিরে যোজনের অভ্যন্তরে

যদাপদপদং সদা যতিবর ! স্থিতং বস্তু তন্নতং
ভজ মিতম্পচান্ননসি মা কৃথাঃ প্রাকৃতান্ । কষায়-
কলুষাশয়ক্ষতিবিনিবৃত্তঃ সন্নতঃ স্তখীচর স্তখেহ
চিরাৎ ক্ষুরতি সন্ততানন্দতা ॥ ২৭ ॥

ইথং গুরোর্মুখগুহোদিতবাক্স্থধাস্তামাপীয়

উপদেশসারমাহ । হে যতিবর ! আপদানপদং সর্বানর্থশূন্যং
বস্তু যস্মিন্ স্থিতং তন্নতং সদা ভজ মিতম্পচান্ কদর্ঘ্যানন্যান-
পরান্ননসি মা কৃথাঃ পুনশ্চ কষায়েণ কলুষাশয়শ্চ ক্ষত্যা বিশে-
ষেণ নিপন্নঃ সন্নতঃ যন্ত তথাভূতঃ স্তখীচর যতঃ স্তখেহচিরাৎ
সন্ততানন্দতা ক্ষুরতি পৃ० ॥ ২৭ ॥

ইথং গুরোর্মুখলক্ষণয়া গুহায়া উদিতাং বাক্স্থধাস্তামা-
পীয় হৃষ্টহৃদয়ঃ স মুনিঃ পদ্মপাদঃ প্রতপ্তে তং প্রস্থাপ্য গুরু-

ভিক্ষু সকল বাস করিবেক । তাহাদের সহিত
একত্র গমন করিবেক । পূজনীয় ভিক্ষুকদিগকে
পূজা করিতে হইবে । তাহাদিগকে উল্লঙ্ঘন ক-
রিলে অত্যন্ত ভীষণ পাপ উপস্থিত হয়, এবং ঐ-
রূপ অতিক্রম করিলে শ্রেয়স্কর কার্যের নিষ্ফল-
তাও ঘটে । ২৬ ।

যে বস্তু সমস্ত আপদ নাশ করিয়া থাকে হে
যতিবর ! তুমি সেই স্থিতির মত সকল ভজনা করিও ।
যে সমস্ত অন্যান্য কদর্ঘ্য কার্য আছে তাহা মনেও
করিও না । অঙ্গরাগ দ্বারা কলুষিত আশয়ের ক্ষয়
হইলে মনে ২ আত্মাদিত হইয়া এবং সঙ্কনের
মতাবলম্বী হইয়া অবাধে স্তখী হইও ও অচিরাৎ
ব্রহ্মানন্দ প্রকাশ পাইয়া তোমাকে আনন্দিত করুক
। ২৭ ।

হৃষ্টহৃদয়ঃ স মুনিঃ প্রতপ্তে । প্রস্থাপ্য তং গুরু-
বরোহথ সুরেশ্বরাদ্যৈঃ কালং কিয়ন্তমনযৎ সহ শৃঙ্গ-
কুধ্রে ॥ ২৮

অধিগম্য তদান্নযোগশক্তেরনুভাবেন নিবেদ্য
চাশ্রবেভ্যঃ । অবলম্বিততারকাপথোহসাবচিরা-
দন্তিকমাসসাদ মাতুঃ ॥ ২৯ ॥

তদ্রাতুরাং মাতরমৈক্ষতাহসৌননাম তস্তাশ্চ-

বরোহগানন্তরং সুরেশ্বরাদ্যৈঃ সহ কিয়ন্তং কালং ঋষ্যশৃঙ্গাগো
ভূধরেহনযৎ ব० । ২৮ ॥

তদান্নযোগশক্তেরনুভাবেন মাতুবৃত্তান্তমধিগম্যাশ্রবেভ্যো
বচনস্থিতেভ্যো যতিভ্যো বিনিবেদ্য তং বৃত্তান্তং বিজ্ঞাপ্য চা-
বলম্বিতঃ তারকামার্গো গগনমার্গো যেনাসৌ ত্রীশঙ্করো চিরা-
মাতুঃ : সমীপমাসসাদ উপে० ॥ ২৯ ॥

এই রূপে গুরুর মুখরূপ গহ্বর হইতে যে
বাক্য স্থধা উৎপন্ন হইল তাহা কর্ণ দ্বারা পান
করিয়া আত্মাদিতমনে পদ্মপাদ প্রস্থান করিলেন ।
পদ্মপাদকে পাঠাইয়া গুরুবরশঙ্কর সুরেশ্বর প্রভৃতি
শিষ্যগণের সহিত কিছু কাল ঐ শৃঙ্গ পর্বতে অব-
স্থান করিলেন । ২৮ ।

তৎকালে শঙ্কর যোগশক্তির মহিমায় মাতার
বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া এবং ঐ কথা আজ্ঞাবহ
যতিবর শিষ্যদিগকে জানাইয়া আকাশ পথে সঙ্ক-
রণ পূর্বক শীঘ্র মাতার সমীপে উপস্থিত হইলেন
। ২৯ ।

রণো কৃতাত্মা । সা ত্বৈনমুদ্বীক্য শরীরতাপং জহৌ
নিদাঘাৰ্ত্ত ইবান্বুদেন ॥ ৩০ ॥

অসাবসঙ্গোহপি তদাৰ্দ্ৰচেতাস্তামাহ মোহান্ধ-
তমোহপহৰ্ত্তা । অসায়মন্ত্যত্র শুচং জহীহি ত্রবীহি
কিং তে করবাণি কৃত্যম্ ॥ ৩১ ॥

দৃষ্টা চিরাৎ পুত্রমনাময়ং সা হৃষ্টাস্তরাত্মা নিজ-
গাদ মন্দম্ । অস্যাং দশায়াং কুশলী ময়া ত্বং
দিক্টিয়াহসি দৃষ্টঃ কিমতোহস্তি কৃত্যম্ ॥ ৩২ ॥

নিদাঘেন গ্রীষ্মসস্তাপেনাৰ্ত্তঃ সন্তপ্তঃ আ० ॥ ৩০ ॥
হে অন্ধ ! অয়ং তব পুত্রোহস্তি শুচং শৌকস্ত্যজ উ०
আময়রহিতং পুত্রং চিরাৎ দৃষ্টা ই० ॥ ৩২ ॥

তথায় শঙ্কর মাতাকে অত্যন্ত ব্যথিত দর্শন
করিলেন । সংযতচিত্ত হইয়া জননীর চরণ যুগল
বন্দনা করিলেন । যে ব্যক্তি গ্রীষ্মতাপে তাপিত
সে ব্যক্তি জলধর দর্শনে যেমন শরীর তাপ পরি-
ত্যাগ করে, তদ্রূপ তাঁহার জননী বহুদিনের পর
পুত্র মুখ দর্শনে শরীরের সমস্ত তাপ পরিত্যাগ
করিলেন । ৩০ ।

মোহরূপ গাঢ় তিমিরের দলন কর্তা শঙ্কর
সকল পদার্থে বীতস্পৃহ হইলেও কেবল মাতার
অবস্থা দর্শনে দয়ালু হইয়া জননীকে বলিলেন ।
মা ! এই দেখ তোমার পুত্র এই স্থানে উপস্থিত
রহিয়াছে, তবে আর শোক করেন কেন ? এখন
আপনি বলুন, আমি আপনার কি কার্য্য করিব ?
। ৩১ ।

ইতঃ পরং পুত্রক ! গাত্রমেতদ্বোঢ়ুং ন শঙ্কোমি
জরাতিশীর্ণম্ । সংস্কৃত্য শাস্ত্রোদিতবস্ত্রাণা ত্বং
সদব্রত ! মাং প্রাপয় পুণ্যলোকান্ ॥ ৩৩ ॥

সুতানুগাং সৃষ্টিমিমাং জনন্তাঃ শ্রুত্বাথ তসৈঃ
সুখরূপমেকম্ । মায়াময়াশেষবিশেষশূন্যং মান-
তিগং স্বপ্রভমপ্রমেয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

আহুযঙ্গিকং কৃত্যনপ্যাহেত ইতি । নহু সত্যং বৃত্তমিতি
চেত্বাহ হে সদব্রত ! তবাতিতেজস্বিত্বাদেতাবতা সদব্রততা-
ভঙ্গোনাশ্চীত্যাশয়ঃ উ० ॥ ৩৩ ॥

এবমুক্তঃ শ্রীশঙ্করোহস্তদ্বৃত্তসৰ্বলোকসুখং ব্রহ্মানন্দং প্রাপ-
য়িত্বং প্রব্রত ইত্যাহ সুতবিষয়াং জনন্তাঃ সৃষ্টিং শ্রুত্বাহনস্তরং
তসৈঃ সুখরূপমেকং পরং ব্রহ্মোপাদিশদিত পরণাশয়ঃ তদি-

অনেকদিনের পর পুত্রকে নীরোগ দেখিয়া
অহলাদিত মনে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন ।
এই অবস্থায় যখন আমি তোমাকে সৌভাগ্যক্রমে
নীরোগ দেখিলাম, ইহা হইতে আর আমার কি
কার্য্য করিতে হইবে ? । ৩২ ।

বাছা ! ইহার পর আমি আর নিজ দেহ
বহন করিতেও পারি না । কারণ, জরা আসিয়া
আমার শরীর জীর্ণ করিয়াছে । এক্ষণে শাস্ত্রে
যে রূপ প্রকার বলা হইয়াছে, সেই শাস্ত্রোদিত
বিধানে সংস্কার করিয়া আমি যাহাতে পবিত্র ধামে
গমন করিতে পারি, আমার যাহাতে পরলোকে
ভাল হয়, এক্ষণে তাহাই কর্তব্য । ৩৩ ।

জননীর পুত্র সম্বন্ধে ঐ সমস্ত কথা শুনিয়া
শঙ্কর জননীকে পর ব্রহ্মের উপদেশ দিলেন । বলি-
লেন—ব্রহ্ম সুখ রূপী, এক এবং তাহার দ্বিতীয়

উপাদিশদব্রহ্ম পরং সনাতনং ন যত্র হস্তা-
জ্জিবিভাগকল্পনা । অন্তর্বহিঃ সন্নিহিতং যথাস্বরং
নিরাময়ং জন্মতদাদিবর্জিতম্ ॥ ৩৫ ॥

সৌম্যাগুণে মে রমতে ন চিত্তং রম্যং বদ জ্ঞং
সগুণং তু দেবম্ । ন বুদ্ধিমারোহতি তত্ত্বমাত্রং
যদেকমস্থূলমনংগোত্রম্ ॥ ৩৬ ॥

শিনষ্ট মায়েতি অতএব প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাতীতং তর্হি কথং
ভাতীতি চেত্তত্রাহ স্বপ্রভং স্বপ্রকাশং অতএবাপ্রমেরং ফল-
বাপ্ত্যভাবাৎ ॥ ৩৫ ॥ ৩৫ ॥

এবমুপদিষ্টা জনহুবাচ হে সৌম্য ! নিঃশৃংগে মে চিত্তং ন রমতে
অতো রম্যং সগুণং তু দেবং জ্ঞং বদ কুতো ন রমতে ইতি
চেত্তত্রাহ যদেকং স্থূলবাদিনির্মুক্তং তত্ত্বমাত্রং তদ্বুদ্ধিং নারো-
হতি যদান্যাদিতিবা ॥ ৩৬ ॥

নাই--মায়াময় যে সমস্ত অশেষ প্রকার বিশেষ বস্তু
আছে, ব্রহ্ম তাহাতে লিপ্ত নহেন । তিনি সর্বো-
ন্নত, স্বপ্রকাশ, তাঁহার পরিমাণ নাই ; ব্রহ্মই
সনাতন, তাঁহাতে হস্ত পদাদির বিভাগ কল্পনা
করিতে হয় না ; আকাশ যেমন সর্বত্র বিরাজ-
মান, ব্রহ্মও তদ্রূপ অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান,
তাঁহার কোন রোগ নাই—তাঁহার উৎপত্তি কি
বিনাশ কিছুই নাই । ৩৪ । ৩৫ ।

পুত্রের উপদেশ শুনিয়া বলিলেন, বাছা !
আমার চিত্ত নিঃশৃংগ ব্রহ্মে অনুরক্ত নহে, অতএব
সগুণ কোন এক রমণীয় দেবতার বিষয় বর্ণনা কর ।
তুমি বলিয়াছ, তিনি এক, স্থূল নহেন, অণু নহেন,
তাঁহার গোত্র নাই—এরূপ পরম তত্ত্ব বুঝিতে
আমার বুদ্ধি অক্ষম । ৩৬ ।

নিশম্য মাতু বচনং দয়ালুস্তৃষ্ণাব ভক্ত্যা মুনি-

এবং মাতৃর্কচনং নিশম্য দয়ালুর্মুনিঃ ত্রীশঙ্করার্থোইষ্টমূর্তিঃ
মহাদেবং ভূজঙ্গপ্রয়াতং ভবেদ্যৈশ্চতুর্ভিরিত্যুক্তলক্ষণৈর্ভূজঙ্গ
প্রয়াতাত্যৈঃ পদৈর্ভক্ত্যাতৃষ্টাব । তথাহি অনাদ্যন্তমাদ্যঃ পরমস্ব-
মর্থঃ চিদাকারমেকং তুরীয়ং স্বময়ং । হরিত্রকমূগ্যং পরব্রহ্মরূপং
মনোবাগতীতং মহঃ শৈবমীড়ে ॥ ১ ॥

স্বশক্ত্যাশিশক্ত্যন্তসিংহাসনস্থং মনোহারিসর্কাদ্রহ্মাদি-
ভূমং । জটাজঙ্ঘগঙ্গাস্তিসংপর্কমৌলিং পরাশক্তিমিত্রং নমঃ পঞ্চ-
বক্তৃম্ ॥ ২ ॥

শিবেশানতংপূরুষাঘোরবামাদিভি ব্রহ্মতিহ্নন্মুখৈঃ
ষড়্ভিরঙ্গৈঃ । অনোপমাষড়্ভিংশতং তং বিদ্যামতীতং পরং
জ্ঞাং কথং বেত্তি কোবা ॥ ৩ ॥

প্রবালপ্রবাহপ্রভাশোণমর্দনং মরুত্বনমনি ত্রীমহঃশ্রামমর্দন
গুরুক্ষুণ্টিমেকং বপুষ্টৈকমন্তঃ স্মরামি স্মরাপত্তিসংপত্তিহেতুম্ ॥
৪ ॥

স্বসেবাসমায়াতদেবাসুরেন্দ্রা নমস্কৌলিমন্দারমালাভি-
যিক্তম্ । নমস্যামি শস্তো । পদাস্তোত্রহস্তে ভবান্তেধিপোতং
ভবানীবিভাব্যম্ ॥ ৫ ॥

জননীর বাক্য শুনিয়া শঙ্কর দয়ালু হইয়া ভক্তি-
ভাবে “ভূজঙ্গ প্রয়াত” ছন্দে অষ্ট মূর্তি মহাদেবের
স্তব করিতে লাগিলেন, মহাদেব তাঁহার স্তবে
প্রসন্ন হইয়া আপনার দূত দিগকে শঙ্করের নিকট
পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৩৭ ॥

শঙ্করের “ভূজঙ্গ প্রয়াত” ছন্দে অষ্ট মূর্তি মহাদেবের স্তব
করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল । যথা—বে
শৈব তেজ অনাদি অন্ত আদি পর, তত্ত্ব অর্থ, চিৎস্বরূপ, এক,
চতুর্থ ব্রহ্ম, অপরিমিত শক্তি সম্পন্ন ; হরি ও ব্রহ্মা বে তেজের
অবেষণ করেন, যাহা পরব্রহ্মরূপ, যাহা বাক্য মনের অতীত,
আমি সেই শৈব তেজের স্তব করি । ১ । যিনি আপনার শক্তি
দ্বারা আদ্যা শক্তির অন্ত সিংহাসনে অবস্থিত ; তাঁহার সর্কাদ্রে

রক্ষমূর্ত্তিম্ । বৃত্তৈর্ভূজঙ্গোপপদৈঃ প্রসন্নঃ প্রস্থা-
পয়্যামাস সচ স্বদূতান্ ॥ ৩৭

জগন্নাথ মন্নাথ গৌরীনাথ প্রপন্নাম্বুজম্পিন্ বিপন্নার্তি-
হারিন্ । মহঃস্তোমমূর্ত্তে সমন্তৈকবন্ধো নমস্তে নমস্তে পুনস্তে
নমোহস্ত ॥ ৬ ॥

মহাদেব দেবেশ দেবাদিদেব স্বরারে পুরারে যমারে হরেতি ।
ব্রূবাণঃ স্রিয্যামি ভক্ত্যাভবন্তঃ ততো মে দয়াশীল দেব
প্রসীদ ॥ ৭ ॥

বিরূপাক্ষ বিশেষ বিখ্যাদিকেশ ত্রয়ীমূল শস্তো শিব ত্র্যম্বক
ঋং । প্রসীদ স্র ত্রাহি পশ্চাবপুষ্য ক্ষমস্বাপ্নহীতি ক্ষপাহি ক্ষপামঃ
॥ ৮ ॥

ত্বদন্যঃ শরণ্যঃ প্রপন্নস্য নেতি প্রসীদ স্রস্রোবচন্যাস্ত
দৈন্যং । ন চেত্তে ভবদ্ভক্তবাৎসল্যহানিস্ততো মে দয়াশো
দয়াঃ সন্নিধেহি ॥ ৯ ॥

অয়ং দানকালঃ ত্বং দানপাত্রং ত্ববান্নাথ দাতা ত্বদন্যঃ
ন যাচে । ভবভক্তিমেব হি স্নান্ধেহি মন্তঃ কৃপাশীল শস্তো কৃ-
তার্থো হস্মি তস্ম্যং ॥ ১০ ॥

পশুং বেৎসি চেম্ম্যং ত্বমেবামিচ্ছতঃ কলঙ্কীতি বা মূর্খি ধং-
সে ত্বমেব । দ্বিজিহ্বঃ পুনঃ সোহপি তে কণ্ঠভূষা ত্বদকীকৃত্যঃ
শব্দ সর্কেহপি ধন্যাঃ ॥ ১১ ॥

ন শক্সামি কর্তুং পরদ্রোহলেশঃ কথং প্রীয়সে ত্বং ন জানে
গিরীশ । তথাহি প্রসন্নোহসি কস্যাপি কাস্তাস্তদ্রোহিণো বা
পিতৃদ্রোহিণোবা ॥ ১২ ॥

স্তুতিং ধ্যানমর্চাং যথাবহিধাতুং ভজঙ্গপ্যজ্ঞানস্নহেশাবলম্বে ।
ত্ৰসন্তঃ স্তুতং ত্রাতুমগ্রে মৃকণ্ডো যমপ্রাণনির্কপাণং স্বপদাস্তম্
॥ ১৩ ॥

অকণ্ঠে কলঙ্কাদনঙ্কে ভূজঙ্গাদপাগৌ কপালাদভালে ন লা-
ক্ষ্যং । অমৌলৌ শশাঙ্কাদবামে কলত্রাদহং দেবমন্যং নমন্যে
নমন্যে ॥ ১৪ ॥

ইতি স চ মহাদেবঃ স্তুত্যা প্রসন্নঃ স্বদূতান্ প্রেষয়ামাস
॥ ৩৭ ॥

রত্নময় আভরণ স্তম্বর রূপে পরিশোভিত ; বাহার মস্তকে জটা,
চক্র, গঙ্গা ও অস্ত্র বিদ্যমান ; যিনি আদ্যাশক্তির বন্ধু-সেই
পঞ্চাননকে নমস্কার । ২। শিব ঈশান এবং ঈহাদের অঘোর বাম
প্রভৃতি ব্রহ্মময়ী মূর্তিদ্বারা ও হৃদয় প্রভৃতি ছয়টি অঙ্গদ্বারা উপমা
বহির্ভূত যে ষট্‌ত্রিংশৎ (৩৬) তত্ত্ববিদ্যা আছে, আপনি ঐ
তত্ত্ববিদ্যারও পর পারে অবস্থিত । অতএব আপনাকে কোন্
ব্যক্তি কিরূপে জানিতে পারিবে ? ৩। আপনার অর্দ্ধ শরীর
প্রবাল সমূহের প্রভার মতন রক্ত বর্ণ, আর অর্দ্ধ শরীর ইন্দ্রমণির
মতন নীলবর্ণ । আপনার এক ভাগের অত্যন্ত প্রকাশ-অন্যভাগ
কেবল এক শরীর মাত্র ; অতএব কামের বিপত্তি কারণ ও
সমস্ত ঐশ্বর্যের আদি কারণ আপনার ব্রহ্মমূর্ত্তি ও দৃশ্য মূর্ত্তি
আমি অন্তরে ধ্যান করি । ৪।

আপনার সেবার জন্য দেবেস্ত্র ও অসুরেস্ত্র সকল মস্তক নত
করিয়া আপনাকে মন্দার পুষ্পের মালা দ্বারা অভিযুক্ত করিয়া
থাকেন । অতএব হে শস্তো ! আপনার পদপঙ্কজে নমস্কার করি,
আপনার পদাম্বুজ ভবসাগরের কর্ণধার এবং ভবানী সদাই ঐশদ
ধ্যান করেন । ৫। আপনি জগন্নাথ, আমার নাথ, গৌরীপতি, নাথ,
বিপন্নের উপর দয়ালু ও বিপন্নগণের পীড়া নাশক । সমস্ত তেজ
আপনার মূর্ত্তি, আপনি সমস্তের এক মাত্র বন্ধু ; অতএব
আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার, পুনর্বার আপনাকে নম-
স্কার । ৬। হে মহাদেব ! দেবেশ ! দেবাদিদেব ! স্বরারে !
ত্রিপুরারে ! যমারে ! হে হর ! এই কথা বলিতে বলিতে ভক্তি-
ভাবে আপনাকে স্ররণ করিব । অতএব আপনি আমার উপর
দয়াবান্ হউন এবং হে দেব ! আপনি প্রসন্ন হউন । ৭। হে বিরূ-
পাক্ষ ! হে বিশেষ ! বিখ্যাদিকেশ ! ত্রয়ীমূল ! শস্তো ! শিব !
হে ত্র্যম্বক ! “আপনি প্রসন্ন হউন, স্ররণ কর, রক্ষাকর, দেখন
পরিপালন কর, ক্ষমাকর, প্রাপ্ত হও” এই কথা বলিয়া নিশা-
যাপন করিব । ৮। আপনি ভিন্ন দৈন্য গ্রস্তের আর শরণাগত
বৎসল কেহই নাই ; অতএব আপনি প্রসন্ন হউন, আমাদি-
গকে দয়া করিয়া রক্ষা করুন । আমাদের দৈন্ত্য বিনাশ করুন,
নচেৎ আপনি যে ভক্তবৎসল, সে নামে কলঙ্ক ঘটবে ।
অতএব হে দয়ালো ! আমার উপর দয়া প্রকাশ করুন । ৯।
দয়া দান করিবার এই যথার্থ সময়, আমিও দান করিবার
পাত্র-হে নাথ ! আপনি দাতা, আমিও আপনাকে ভিন্ন আর
কাহার কাছে দয়া ভিক্ষা করিব না । হে দয়াশীল ! শস্তো !

বিলোকা তান্ শূলপিলাকহস্তান্নৈবানুগচ্ছেয়-
মিতি ব্রুবন্ত্যাম্। তস্যাং বিসৃজ্যানুনয়েন শৈবান-
স্তৌদধৌ মাধবমাদরেণ ॥ ৩৮ ॥

ভুজগাদিপভোগতল্লাভাং কমলাকলক-
ল্লিতাজ্জিপদ্যম্। অভিবীজিতমাদরেণ নীলাবস্ত্র-
ধাভ্যাং চলমানচামরাভ্যাম্ ॥ ৩৯ ॥

বিহিতাজ্জলিনা নিষেব্যমাণং বিনতানন্দ-

শূলপিলাকহস্তান্তান্ শিবদূতান্ দৃষ্ট্বাহস্তাহস্তং নৈবানু-
গচ্ছেয়মিতি ব্রুবন্ত্যাস্তস্যাং জনন্যাং সত্যং শিবদূতানুনয়েন
বিসৃজ্য লক্ষ্মীপতিং স্তবধান্ ৩৮ ॥

মাধবং বিশিনষ্ট। ভুজগাদিপস্যা শেবস্ত্র ভোগাত্মকং দেহা
অকতল্লং শয্যাং ভজ্যতীতিতথাতং কমলায়া লক্ষ্ম্যা অঙ্কহল উৎসজ্জ
স্থলে কল্লিতে স্থাপিতে চরণকমলে যেন তং নীলাবস্ত্রধাভ্যাং
স্বভার্যাভ্যাং চলমানাভ্যাং চামরাভ্যাং বীজিতং বসন্তমা
লিকা ॥ ৩৯ ॥

বিহিতাজ্জলিনা বিনতানন্দকৃতা গরুড়েন রপেনাগ্রতো নিষে-

আপনার উপরে যাচাতে আমার স্থির ভক্তি থাকে তাহা আ-
মাকে দান করুন। তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই। ১০। আপনি
যদি আমাকে পশু বলিয়া বিবেচনা করেন তবে আপনিই
তাহাতে আরোহণ করেন, কারণ আপনি পশুপতি ও বৃষ আপ-
নার বাহন। যদি আমাকে কলঙ্কী বলিয়া ঘৃণা করেন, সেই ক-
লঙ্কী (চক্রকে) আপনিই মস্তকে ধারণ করেন। যদি আমাকে
দ্বিজিহ্বা অর্থাৎ খল বলিয়া বোধ করেন, তবে সেই দ্বিজিহ্বা
(সর্প) আপনার কণ্ঠভরণ। অতএব হে মহাদেব! আপনার
আশ্রিত সমস্ত বস্তুই পন্য। ১১। হে গিরিশ! আমি পরহিংসার
লেশমাত্র করিতে পারি না, তবে কেন যে আপনি আমার উপরে
প্রীত, তাহা আমি জানি না। অথচ যে স্ত্রী পুত্রের কি পিতামা-
তার হিংসা করে, আপনি তাহার উপরেও প্রসন্ন আছেন। ১২।
হে মহেশ! আমি কিছুই জানি না, তাহাতেই আপনার স্তব,
ধ্যান, বর্চনা করিবাব নিমিত্ত আপনার পদাশুজ অবলম্বন করি-
তেছি। তাহার কারণ এই, আপনার পদপঙ্কজ (মুকু-
টের পুত্র যখন ভীত হয়,) তখন যমের প্রাণ বহির্গত
করিতে চেষ্টা করে। ১৩। যে দেবতার কণ্ঠ নীলবর্ণ নয়;
যাহার অঙ্গে ভুজঙ্গ নাট; যাহার হস্তে নৃকপাল নাই; যাহার
ভালে অনল চক্ষু নাট; যাহার মস্তকে চক্রমা নাই; যাহার বাম
ভাগে পদ্মী নাই; আমি সে দেবতাকে দেবতা বলিয়াই বিবে-
চনা করি না—দেবতা বলিয়াই বোধ করি না। ১৪।

শূল এবং পিনাকধারী শিবদূত দিগকে দর্শন
করিয়া নিরানন্দমনে শঙ্করের জননী বলিতে লাগি-
লেন; আমি শিবদূতগণের সহিত গমন করিব না।
তখন শঙ্কর বিনয় পূর্বক শিবদূতদিগকে বিসর্জনে
দিয়া আদরের সহিত লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুকে স্তব ক-
রিতে লাগিলেন। ৩৮।

যিনি সর্পপতি অনন্তের দেহরূপ শয্যায় শয়ান
আছেন; যিনি কমলার ক্রোড়ে আপনার দুইখানি
পদ কমল অর্পণ করিয়াছেন; যাঁহাকে লীলা এবং
বসুধা নামক দুই জন ভার্যা চঞ্চল চামর দ্বারা
বীজন করিয়া থাকে, বিনতানন্দন গরুড় কৃতাজ্জলি
হইয়া রথ লইয়া যাঁহার সম্মুখে সেবা করিয়া
থাকে; শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনু ও খড়্গ এই পাঁচটী
অস্ত্রদেবতা শরীর ধারণ পূর্বক যাঁহার নিকটস্থ
স্থান ব্যাপ্ত করিয়াছে; পূজনীয় তমাল বৃক্ষের
মতন যাঁহার অঙ্গ কোমল; যিনি মুকুটস্থিত রত্নরা-

কৃত্যগ্রতো রথেন । ধৃতমুষ্টিভিরস্ত্রদেবতাভিঃ
পরিতং পঞ্চভিরক্ৰিতোপকণ্ঠম্ ॥ ৪০ ॥

মহনীয়তমালকোমলাঙ্গং মুকুটীরত্নচয়ং
মহার্ঘ্যস্তুম্ । শিশিরেতরভানুশীলিতাগ্রং হরি-
নীলোপলভূধরং হসন্তম্ ॥ ৪১ ॥

তত্তাদৃশং নিজস্বতোদিতমম্মজ্জাক্ষং চিত্তে
দধার মৃতিকাল উপাগতেহপি । চিত্তেন কঞ্জ-
নয়নং হৃদি ভাবয়ন্তী তত্যাগ দেহমবলা কিল
যোগিবৎ সা ॥ ৪২ ॥

বামাণং ধৃতমুষ্টিভিঃ পঞ্চভিঃ শঙ্খচক্ৰগদাধস্তঃপজ্ঞাপাশ্চদেব-
তাভিঃ পরিতোহক্ৰিতোপকণ্ঠং ক্ষুরংসমীপম্ ॥ ৪০ ॥

পূজনীয়ং তমালবৎ কোমলমঙ্গং গম্ভ মুকুটীকৃতং রত্নসমদায়ং
মহার্ঘ্যস্তুং অতএব শিশিরেতরভানুশীলিতাগ্রং স্বর্ঘ্যস্তেন শীলি-
তাগ্রং শোভিতাগ্রং ইন্দ্রনীলমণিভূধরং হসন্তম্ ॥ ৪১ ॥

তত্তাদৃশং নিজস্বতোদিতং কমলনয়নং মাধবং চিত্তেদধার,
মৃতিকাল উপাগতে চিত্তেন তং হৃদি ভাবয়ন্তী সাহবলা যোগি-
বদেহস্তত্যাগ ব ॥ ৪২ ॥

শিকে শোভিত করিয়া থাকেন ; সূর্য্য যাহার অগ্র-
ভাগ শোভিত করিয়াছে ; যিনি ইন্দ্রনীল মণির
পর্কতকে শরীর দ্বারা পরিহাস করিয়া থাকেন,
আমি সেই ভগবান্ চতুর্ভূজ ধারী বিষ্ণুকে স্তব-
করি । ৩৯ । ৪০ । ৪১ ।

পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কমলনয়ন মাধবকে
হৃদয়ে ধারণ করিলেন । মৃত্যুকাল উপস্থিত
হইলে হৃদয়ে ঐ মাধব মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে ঐ
অবলা যোগীর মতন দেহ ত্যাগ করিলেন । ৪২ ।

ততঃ শরচ্ছন্দমরীচিরোচির্বিচিত্রপারিপ্লব-
কেতনাঢ্যম্ । বিমানমাদায় মনোজ্ঞরূপং প্রাচু-
র্বভূবুঃ কিল বিষ্ণুদূতাঃ ॥ ৪৩ ॥

বৈমানিকাংস্তাম্রয়নাভিরামানবেক্ষ্য হৃষ্টা
প্রশংসং পুত্রম্ । বিমানমারোপ্য বিরাজমান-
মনায়ি তৈঃ সা বহুমানপূর্ব্বম্ ॥ ৪৪ ॥

ইয়মর্চিরহর্কলক্ষপক্ষান্ ষড়্ভুজাসসমানিলার্ক-
চন্দ্রান্ । চপলাবরুণেন্দ্রধাতুলোকান্ ক্রমশোহ-
তীত্য পরং পদং প্রাপেদে ॥ ৪৫ ॥

তৈঃ কম্পমানৈর্ধ্বজৈরাঢ্যম উ ॥ ৪৩ ॥

বিরাজমানং বিমানমারোপ্য সাতৈর্কহমানপূর্ব্বমানীতা ॥
৪৪ ॥

অর্চিরগ্নিরহর্দিনং বলক্ষপক্ষঃ শুক্লপক্ষঃ ষড়্ভুজায়াঃ উত্তরায়-
ণমায়াঃ সমা সং বৎসরঃ ইয়ং সতী অর্চিরাদাভিমানিদেবতাঃ
বাবৃষ্যচন্দ্র বিদ্যাংবরুণাদিলোকাংশ্চ ক্রমশোহতীত্য পরং পদং
বৈকুণ্ঠং প্রাপেদে বগম্বমালা ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর শারদীয় শশধরের কিরণের তুল্য
দ্যুতিশালী, বিচিত্র ও চঞ্চল ধ্বজচিহ্নিত বিমান
লইয়া মনোজ্ঞ রূপ ধারণ পূর্ব্বক বিষ্ণুদূত সকল
তথায় প্রাচুর্ভূত হইলেন । ৪৩ ।

নয়নের আনন্দদায়ক ঐ সমস্ত বিমানাক্রুত
ব্যক্তি দিগকে দর্শন করিয়া আহ্লাদিতমনে পুত্রকে
প্রশংসা করিলেন । বিষ্ণুদূতেরা তাঁহাকে প্রদীপ্ত
বিমানে আরোহণ করাইয়া বহুসম্মানের সহিত
লইয়া গেল । ৪৪ ।

শঙ্করের জননী তেজ, দিবস, শুক্লপক্ষ উত্তরা-

স্বয়মেব চিকীর্ষুর্বেষ মাতৃশ্চরমং কৰ্ম সমাজু-
হাব বন্ধুন্ । কিমিহাস্তি যতেন্তুবাধিকারঃ কিতবে-
ত্যেনমমী নিমিন্দুরূচৈঃ ॥ ৪৬ ॥

অনলং বহুধার্থিতাপি তস্মৈ বত নাদত্ত চ
বন্ধুতা তদীয়া । অথ কোপপরীকৃতাস্তরোহসাব-
খিলাংস্তানশপচ্চ নিশ্চ্যমেন্দ্রঃ ॥ ৪৭ ॥

মাতুরন্ত্যং দাহাদি কৰ্ম স্বয়মেব কর্তৃমিচ্ছুঃ বন্ধুন্ সমাহুত-
বান্ হে যতে ! কিতব বঞ্চকান্নি কৰ্ম্মণি তবাধিকারঃ কিমস্তু
ইত্যেবমমী বন্ধব উচৈর্নিমিন্দুঃ ॥ ৪৬ ॥

ন কেবলং নিন্দামেব কৃতবস্তোহপি তু বহুধার্থিতাপি ত-
দীয়া বন্ধুতা বতেতিথেদে আশ্চর্য্যে বা অগ্নিং নাদত্ত অখানন্তরং
কোপব্যাপ্তাস্তঃকরণেহসৌ নিশ্চ্যমেন্দ্রঃ শ্রীশঙ্করস্তান্ সর্বান
বন্ধু নশপৎ ॥ ৪৭ ॥

য়ণের ছয় মাস ও বৎসর এবং তেজ, দিবস প্রভৃ-
তির অভিমানি দেবতা বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ,
বরুণ, ইন্দ্র, ও ব্রহ্ম লোক সকল অতিক্রম করিয়া
ক্রমশঃ পরম পদ বৈকুণ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইলেন । ৪৫ ।

স্বয়ং মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে ইচ্ছা ক-
রিয়া শঙ্কর বন্ধুদিগকে আহ্বান করিলেন । “হে
শঠ ! যতীন্দ্র ! তোমার কি এই কৰ্ম্মে অধিকার
আছে ?” এই কথা বলিয়া বন্ধুগণ শঙ্করকে যথেষ্ট
নিন্দা করিলেন । ৪৬ ।

শুদ্ধ নিন্দা করা নহে, শঙ্কর ঐ সমস্ত বন্ধুদি-
গকে মাতার মুখাগ্নির জন্য অশুনয় করিলেও তাঁ-
হারা কেহই শঙ্করের শুভ বাসনায় অগ্নি গ্রহণ
করিলেন না । অনন্তর সমতাশূন্য ব্যক্তি গণের

সকিত্য কাষ্ঠানি হুগুক্ষবস্তি গৃহোপকর্থে ধৃত-
তোয়পাত্রাঃ । স দক্ষিণে দোষি মমহ বহিং দদা-
হ তাং তেন চ সংযতাত্মা ॥ ৪৮ ॥

ন যাচिता বহ্নিমদুর্ঘদস্মৈ শশাপ তান্ স্বীয়-
জনান্ সরোষঃ । ইতঃ পরং বেদবহিকৃতান্তে
দ্বিজা যতীনাং ন ভবেচ্চ ভিক্ষা ॥ ৪৯ ॥

গৃহসমীপে হুগুক্ষবস্তি কাষ্ঠানি সংচিত্য ধৃতং জলপাত্রাং যেন
স মাতৃদক্ষিণে বাহৌ বহিং মমহ তেন চ তাং মাতরং সংয-
তাত্মা দদাহ ॥ ৪৮ ॥

অশপদিভ্যাক্তং বিবৃণোতি । যদ্বন্দ্বাদ্বাচিতাবহ্নিমস্মৈ ন্য-
দহন্তস্মাৎ সরোষস্তান্ স্বীয়জনান্ শশাপ, ইতঃপরন্তে দ্বিজা বেদ-
বহিকৃতা ভবন্ত যতীনাং ভিক্ষাচেষাং গৃহেন ভবেৎ উপেৎ ॥ ৪৯ ॥

ইন্দ্র স্বরূপ শ্রীশঙ্কর জুহুমনে ঐ সমস্ত বন্ধুদিগকে
শাপ দিলেন । ৪৭ ।

শঙ্কর দেখিলেন—গৃহের সমীপে কাষ্ঠ সকল
অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে । তখন ঐ
কাষ্ঠ সকল সংগ্রহ করিয়া জল পাত্র ধারণ পূর্ব্বক
মাতার দক্ষিণ হস্তে অগ্নি মছন করিলেন । পরে
সংযমী শঙ্কর ঐ মথিত অগ্নিদ্বারা মাতাকে দক্ষ
করিলেন । ৪৮ ।

শঙ্কর কর্তৃক প্রার্থিত হইয়াও ঐ বন্ধুগণ
শঙ্করের উপকারার্থে অগ্নি গ্রহণ করিল না ।
তাহাতে শঙ্কর আত্মীয় জন দিগকে অভিসম্পাত
করেন যে, ইহার পর এইসমস্ত ব্রাহ্মণ বেদ বহি-
কৃত হউক এবং ইহাদের গৃহে যতিগণ আর কখন
ভিক্ষা গ্রহণ করিবেনা । ৪৯ ।

গৃহোপকণ্ঠে চবঃ শাশানমদ্যপ্রভৃত্যস্তিতি
তান্ শশাপ । অদ্যাপি তদ্দেশভবা ন বেদ-
মধীয়তে নো যমিনাঞ্চ ভিক্ষা ॥ ৫০ ॥

তদাপ্রভৃত্যেব গৃহোপকণ্ঠেবাসীঃ শাশানঃ
কিল হস্ত তেষাম্ । মহৎস্থ ধীপূর্ব্বকৃতাপরাধো
ভবেৎ পুনঃ কস্য স্থায় লোকে ॥ ৫১ ॥

শাস্তঃ পুমানিতি ন পীড়নমস্য কার্য্যং শাস্তো-

ইপি পীড়নবশাৎ ক্রুধমুদ্বহেৎ সং । শীতঃ স্থথোইপি
মধিতঃ কিল চন্দনক্রমস্তীত্রাহতাশজনকো ভবতি
ক্ষণেন ॥ ৫২ ॥

যদ্যপ্যশাস্ত্রীয়তয়া বিভাতি তেজস্বিনাং কস্ম
তথাপ্যনিন্দ্যম্ । বিনিন্দ্যকৃত্যং কিল ভার্গবস্ত
দহুঃ স্বপুত্রান্ কতিচিদ্রুকায ॥ ৫৩ ॥

ইতি স্বজননীমসৌ মুনিজনৈরপি প্রার্থিতাঃ

বো যুগাকং গৃহসপীপে চাদ্যপ্রভৃতি শাশানমস্ত ইত্যেবঃ
তান্ শশাপ ঐহিকদাহাদ্যপি তদ্দেশভবা বেদাধ্যয়নং ন কুর্কন্তি
বতীনাং ভিক্ষা চ নাস্তি উঃ ॥ ৫০ ॥

অত্র বিশ্বমো ন কার্য্যো যতো মহৎস্থ বুদ্ধিপূর্ব্বকং কৃতোহি-
পরাধোইপি লোকে পুনঃ কস্তাপি স্থায় ন ভবতি ॥ ৫১ ॥

মহৎস্থ বুদ্ধিপূর্ব্বমপরাধো ন কার্য্য ইতি বোধিতমথ শাস্তো-

শঙ্কর শাপদিলেন “আজি হইতে তোমাদের
গৃহের নিকটে শাশান ভূমি জাগরিত হউক” ।
অদ্যাপি ঐ দেশবাসী ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়ন
করেনা এবং তাহাদের গৃহে যতিগণের ভিক্ষা ও
হয়না । ৫০ ।

তদবধি তাহাদের গৃহ নিকটে ভয়ানক শাশান হ-
ইল । এবিষয়ে কেহ যেন না বিশ্বয়ান্বিত হন । কারণ,
মহৎ লোকের উপর যে ব্যক্তি বুদ্ধি পূর্ব্বক অপ-
রাধ করে, সেই অপরাধ বলুন দেখি জগতে
কাহার স্থখ বৃদ্ধি করিতে পারে ? । ৫১ ।

“এই ব্যক্তি শাস্তমূর্ত্তি—ইহার কোন রাগ নাই”
এই বলিয়া কেহ কি শাস্ত ব্যক্তির উপর পীড়ন

ইপি ন পীড়নীয় ইত্যাহ । শাস্তঃ পুমানিতি বিশ্রম্ভেণাত শা-
স্ত্রপীড়নং ন কার্য্যং ইতি ক্রুধং, ক্রোধঃ তত্র দৃষ্টান্তঃ শীত
ইতি । চন্দনক্রমস্তীত্রাহতাশজায়েজ্জনকঃ ॥ ৫২ ॥

নবশাস্ত্রীয়মেতৎ কস্ম কিমিত্যাচার্য্যৈরচুড়িতমিত্যাশঙ্ক্যাহ ।
যদ্যপ্যশাস্ত্রীয়তয়া বিভাতি তথাপি তেজস্বিনাং কস্ম নিন্দ্যং ন
ভবতি । তদ্রুতং ধর্ম্মব্যতিক্রমে দৃষ্ট দৈশ্বরাণাং চ সাহসম্ ।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহুঃ সর্ব্বভুজো যথা, ভার্গবস্ত পরশু-
রামস্ত বিনিন্দ্যং কৃত্যং সমাতৃকলাতৃহননরূপং যথা চ কেচিন্
মুনয়ো বৃকায় পুত্রান্ দহুঃ ভৃগুবংশস্ত কস্তচিন্ মূনেরপত্যং
প্রার্থিতাঃ প্রদানরূপং বিনিন্দ্যং দহুরিতি বা উঃ ॥ ৫২ ॥

করিবেনা ? । কারণ, যে ব্যক্তি শাস্ত, তিনি অপরের
উপদ্রবে বা উৎপীড়নে ক্রোধ ধারণ করিয়া
থাকেন । তাহার দৃষ্টান্ত এই—চন্দনতরু অত্যন্ত
স্থূলতল ও স্থখকর বলিয়া বিখ্যাত । কিন্তু যখন
ঐ চন্দনবৃক্ষ মধিত হয়, তখন ক্ষণকালের মধ্যে
ঐ বৃক্ষ অগ্নি উৎপাদন করে । ৫২ ।

যদ্যপি শঙ্করের এইরূপ শাপ প্রদান করা
অত্যন্ত অবিধি এবং শাস্ত্রীয় নিয়মের বহির্ভূত

পুনঃ পতনবর্জিতামতনুসৌখ্যসন্দোহিনীম্ । যতি-
ক্ষিতিপতির্গতিং বিতমসং স নীহা ততস্ততোহস্তম-
তশাতনে প্রযততেষ্ম পৃথীতলে ॥ ৫৪ ॥

অথ তৎসহায়জলজাজ্যপাগমেচ্ছুরভীপ্লিতে-
হত্র বিললম্ব এষকঃ । জলজাজ্মিরপ্যথ পুরা নি-
জাজ্জয়া কৃতবানুদীচ্যবহ্তীর্থসেবনম্ ॥ ৫৫ ॥

ইত্যেবং মুনিজর্নৈরপি প্রার্থিতাং পুনঃ পতনবর্জিতাং
অনরসৌখ্যস্ত সন্দোহিনীং তনোরহিতাং গতিং সৌহসৌ যতি-
রাজঃ স্বজননীং নীহা, পৃথীতলে ততস্ততোহস্তমতনিবর্হণে প্র-
যত্বং কৃতবান্ পৃ॥ ৫৪ ॥

অথ তস্মিন্ অগ্ন্যনতশাতনে সহায়স্ত পদ্মপাদস্ত্রোপাগমনমি-
চ্ছুরভিলম্বিতে তস্মিন্নেষ শ্রীশঙ্করো বিলম্বং চক্রে অথ জলজাজ্মি-
রপি নিজাজ্জয়া পূর্ষং প্রথমমুদীচ্যবহ্তীর্থসেবনং কৃতবান্
মজ্জভাষিণী ॥ ৫৫ ॥

কার্য্য, তথাপি তেজস্বীগণের কার্য্য কখনই নিন্দনীয়
নহে । ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে “ঈশ্বর (প্রভু) দিগের সাহস
ও ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যতিক্রম প্রায়ই ঘটয়া থাকে । অগ্নি
যেমন সর্ব্বভোজী বলিয়া অগ্নির কোন দোষ
হয়না, তদ্রূপ তেজীয়ান্ ব্যক্তিগণের কোন কার্য্য
নিন্দনীয় হয়না” । আর দেখুন, ভৃগুনন্দন পরশুরাম
আপনার মাতা ও ভ্রাতা দিগকে বধ করিয়াও
নিন্দা ভাজন হন নাই । অনেকগুলিন ঋষি
আবার ঐ সমস্ত হতপুত্র দিগকে ব্যাত্ত্রের মুখে
অর্পণ করিয়া ছিলেন । ৫৩ ।

এইরূপে মুনিজনের প্রার্থিত, পুনর্ব্বার যাহার
কখন পতন হয়না, যাহা অতুল্য ও অনন্ত সুখ

আসসাদ শনকৈর্দিশং মূর্নেষ্ম জন্মবল্লধা ঘটী
শ্মৃতা । সা শ্রুতিঃ সকলরোগনাশিনী যোহপিব-
জ্জলধিমেকবিন্দুবৎ ॥ ৫৬ ॥

অদ্রাক্ষীং স্তভগাহিভূষিততনুং শ্রীকালহস্তী-

মূনেরগস্ত্যস্ত দিশং দক্ষিণাং বসুধাঘটী অমৃতকুন্তী যন্ত সা
প্রসিদ্ধাশ্রুতিঃ শ্রবণং সকলরোগনাশিনী যচ্ছ্রুতিরিতি বা পাঠঃ
সমুদ্রমেকবিন্দুবদপিবং রথো ॥ ৫৬ ॥

তন্ত দিশি লিঙ্গে সন্নিভিতং শ্রীকালহস্তীশ্বরং মুনিরদ্রাক্ষীভুং
বিশিনষ্ট । স্তভগেনাগিনা ভূষিতাতনুশ্চ, অনিশং চাক্ষীং কলাং
মন্তকে দধানং, ককণারসেনোদ্রং মনো যন্তাস্তয়া পাক্ততা

সমুদ্বিদায়ক, এরূপ তমোবিরহিত গতি, জননীকে
পাওয়াইয়া যতিরাজেন্দ্র শঙ্কর ধরাতলে তারপর
হইতে কেবল পরমত নিরাকরণ করিতে যত্নবান্
হইলেন ॥ ৫৪ ॥

অনন্তর শঙ্কর পরমত ঋগুনের সাহায্যকারী
পদ্মপাদের আগমন প্রতীক্ষায় তদ্বিষয়ে বিলম্ব
করিতে লাগিলেন । পরে পদ্মপাদত স্ত্রীয় আক্রান্ত
সারে উত্তরদিকবর্তী বিবিধতীর্থ সেবা করেন
। ৫৫ ।

যেমুনির জন্মকালে পৃথিবী অমৃতকুন্ত হই,
যাঁহার নামমাত্র শ্রবণ করিলে সকল রোগ বিনষ্ট
হয়, যিনি একবিন্দু জলের মতন সমুদ্র পান করিয়া
ছিলেন, পদ্মপাদ ক্রমশঃ সেই অগস্ত্য মুনির দিকে
(দক্ষিণ দিকে) গমন করিলেন ॥ ৫৬ ॥

শ্বরং লিঙ্গে সমিহিতং দধানমনিশং চান্দ্রোং কলাং ম-
স্তকে । পার্শ্বত্যা করুণারসার্জমনসাল্লিঙ্গং প্রমো-
দাম্পদং দেবৈরিন্দ্রপুরোগমৈর্জয়জয়েত্যাভাষ্যমাণং
মুনিঃ ॥ ৫৭ ॥

স্নাত্বা স্বর্ণমুখরীসলিলাশয়েহস্তগত্বাপুনঃ প্রণ-
মতিস্ম শিবং ভবান্ । আনন্ড ভাবকুসুমৈর্মনসা নু-
নাব স্তত্বাচ তং পুনরযাচত তীর্থযাত্রাম্ ॥ ৫৮ ॥

আলিঙ্গিতং প্রমোদস্থানমিন্দ্রপ্রমুখৈর্দেবৈর্জয়জয়েত্যাভাষ্যমাণং
শাং ॥ ৫৭ ॥

স্বর্ণমুখরী নদ্যাঃ সলিলাশয়েহস্তঃ স্নাত্বা পুনর্গত্বা ভবান্

পদ্মপাদ ঐ দক্ষিণ দিকে শিবলিঙ্গে অধিষ্ঠিত
'শ্রীকালহস্তীশ্বর' শিব দর্শন করেন। তাঁহার
সর্বদাঙ্গ সুন্দর সর্প সকল বিরাজিত, তিনি মস্তকে
চন্দ্রকলা ধারণ করিতেছেন, করুণারসে আর্দ্রচিত্ত
হইয়া পার্শ্বতী ঐহাকে আলিঙ্গন করিতেছে,
তিনি একমাত্র আনন্দের আম্পাদ, ইন্দ্রাদি দেব
তাগণ “জয় জয়” বলিয়া তাঁহার সন্তোষণ করি
তেছে ॥ ৫৭ ॥

তথায় স্বর্ণমুখরী নামক নদীর মধ্যে গ-
মন পূর্বক স্নান করিয়া পুনর্ববার ভবানীসহায় ঐ
শিবকে প্রণাম করিলেন । নিজের মনের অভি-
প্রায় রূপ পুষ্প দ্বারা অর্চনা করিলেন, মনো দ্বারা
স্তব করিলেন, স্তবকরিয়া পুনরায় মহাদেবের
নিকট তীর্থযাত্রা যাচঞা করিলেন ॥ ৫৮ ॥

লকানুজান্তজ্জরান্ কালহস্তিক্ষেত্রাত্ কাঞ্চী-
ক্ষেত্রমাগাৎ পবিত্রম্ । সংসারাক্টিং সন্তিতীর্ষোঃ
প্রসিদ্ধং বৃদ্ধাঃ প্রাহুর্হৃদ্বি লোকে হুমুখিন্ ॥ ৫৯ ॥

তত্রৈকান্ত্যাধীশ্বরং বিশ্বনাথং নত্বা গম্যং স্বীয়-
ভাগ্যাতিশীত্যা । দেবীং ধামান্তর্গতামন্তকারে-
হীর্দং রুদ্রশ্চৈব জিজ্ঞাসমানাম্ ॥ ৬০ ॥

কল্লালেশদ্রাক্ ততো নাতিদূরে লক্ষ্মীকান্তং
সংবসন্তং পুরাণম্ । কারুণ্যার্দ্ৰস্বাস্তমস্তাদিশৃণুং
দৃষ্ট্বা দেবং সন্ততোবৈকভক্ত্যা ॥ ৬১ ॥

সহিতং শিবং প্রণমতিস্ম ভাবপুষ্পৈরর্চয়িত্বা মনসা স্ততিং চকার
বং ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥

স্বীয়ভাগ্যাতিশয়েন প্রাপ্যং ধামান্তর্গতামন্তককারেঃ রুদ্রস্ত
হীর্দং জিজ্ঞাসমানামিব স্থিতং দেবীং চ নত্বা ॥ ৬০ ॥

ততো ঝটিতি নাতিদূরে সংবসন্তং কল্লালেশাধ্যং লক্ষ্মী-
কান্তং দেবং দৃষ্ট্বা একভক্ত্যা ততোষেতি পরেণাম্বয়ঃ স্বাস্তং
মনঃ আদ্যস্তবহিতং আদ্যস্তাদিসর্ববিকারশৃণুং শালিনী ॥ ৬১ ॥

জ্ঞানীগণের অধিপতি পদ্মপাদ শিবের নিকট
হইতে অনুজ্ঞা লাভ করিয়া কালহস্তী শিবের
ক্ষেত্র হইতে পবিত্র কাঞ্চী ক্ষেত্রে গমন করেন ।
প্রাচীনেরা ঐ কাঞ্চী ক্ষেত্রে ইহলোকে সংসার
সাগর উত্তরাণর্থী ব্যক্তিগণের একমাত্র প্রসিদ্ধ
স্থান বলিয়া থাকেন । ৫৯ ।

কাঞ্চী ক্ষেত্রে সর্ব বিষয়ের অধীশ্বর বিশ্বেশ্ব-
রকে নমস্কার করিলেন । পরে স্বীয়ভাগ্যের অতি-
শয়বশতঃ যে শৈবধাম সকলের প্রার্থনীয়-যে দেবী
ভিতরে থাকিয়া কৃতান্ত শত্রু রুদ্রদেবের সৌহার্দ্য

পুণ্ডরীকপূরমায়য়ো মুনির্যত্র নৃত্যতি সদাশিবোহ-
নিশম্ । বীক্ষতে প্রকৃতিরাদিমা হৃদা পার্শ্বতীপরি-
গতিঃ শুচিস্মিতা ॥ ৬২ ॥

তাণ্ডবং মুনিজনোহত্র বীক্ষতে দিব্যচক্ষুরমলা-

আদিমা আদ্যা-প্রকৃতিঃ পার্শ্বতীক্ৰণেণ পরিণতা নৃত্যন্তঃ
শিবং সদা বীক্ষতে রথো ॥ ৬২ ॥

জন্মমৃত্যুভয়ভেদকং দর্শনান্নেত্রমানসবিনোদকারকং

জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন; সেই চিন্তনীয় পরম
ধামস্বরূপদেবীকে নমস্কার করিয়া শীঘ্র অনতিদূর-
বর্তী ‘কল্লালেশ’ নামক পুরাণ লক্ষ্মীকান্তকে
দর্শন করিলেন। দেখিলেন—কল্লালেশ করুণা-
দ্বারা সতত আর্দ্রচিত্ত; তাঁহার আদ্যন্ত নাই—
একান্ত ভক্তি সহকারে ঐ দেবমূর্তি দর্শন করিয়া
অত্যন্ত তখন তুষ্ট হইলেন। ৬০। ৬১।

যে স্থানে সদাশিব নিরন্তর নৃত্য করিতেন;
মুনিবর পদ্মপাদ তখন ঐ বিষ্ণুপুরে গমন করি-
লেন। যাহার মুদুহাস্য শুভ্রবর্ণ-সেই আদ্যাশক্তি
পার্শ্বতীক্ৰপে পরিণত হইয়া হৃদয়ের সহিত
নৃত্যকারী ঐ শিবকে যেখানে দর্শন করিয়া থা-
কেন। ৬২।

যে নৃত্য জন্মমৃত্যুর ভয় ভঞ্জন করে; যে নৃত্য
দর্শনমাত্র ত্রেত্র ও মনের আনন্দ বর্দ্ধন করে; দিব্য
চক্ষু ও নির্মলাশয় মুনিগণ ঐ স্থান বসিয়া দিবা-

শয়ো হনিশম্ । জন্মমৃত্যুভয়ভেদিদর্শনান্নেত্রমানস-
বিনোদকারকম্ ॥ ৬৩ ॥

কিঞ্চাত্র তীর্থমিতি ভিক্ষুগণেন কশ্চিৎ পৃ-
চৌহত্রবীচ্ছিবপদাম্বুজসক্তচিত্তঃ । সংপ্রার্থিতঃ
করুণয়াহস্মরদত্র গঙ্গাং দেবোহথ সংন্যধিত দিব্য-
সরিংসুতীর্থম্ ॥ ৬৪ ॥

শিবাজয়াহভূদিতি তীর্থমেতচ্ছিবস্ত গঙ্গাং

তাণ্ডবং দিব্যচক্ষুরমলাশয়ো মুনিজনোহত্রানিশং বীক্ষতে জন্ম-
মৃত্যুভয় ভেদি দর্শনং তস্মাদিতি বা ॥ ৬৩ ॥

কিং চাত্র তীর্থমিতি পদ্মপাদাদিভিক্ষুগণেন পৃষ্টঃ কশ্চি-
চ্ছিবপদাম্বুজসক্তচিত্তোহত্রবীৎ সংপ্রার্থিতো মহাদেবোহত্র
গঙ্গাং সন্মার অথ স্মরণানন্তরং দিব্যসরিংসুতীর্থং সন্নিধাপিতবতী
ব ॥ ৬৪ ॥

এতৎ তীর্থং শিবাজয়াহভূদিতি হেতোরেতৎ তীর্থং শিব-

নিশি শঙ্করের ঐ মনোহর নৃত্য দর্শন করিতেন
। ৬৩।

অপিচ পদ্মপাদ প্রভৃতি ভিক্ষুগণ শিবপদা-
ম্বুজরত কোন এক শিবপরায়ণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা
করিলেন। “এখানে কি তীর্থ?” তখন ঐ শৈব
বলিলেন—এই স্থানে দেবদেব মহাদেব আরাধিত
হইয়া গঙ্গাকে স্মরণ করিয়াছিলেন। অনন্তর দেব-
নদী গঙ্গা এই স্থানে এক মহৎ তীর্থ স্থাপন
করেন। ৬৪।

এই তীর্থ শিবের আজ্ঞায় উদ্ভূত হয়। অত-
এব জগতে সকলেই এই তীর্থকে ‘শিবগঙ্গা’ বলিয়া

প্রবদন্তি লোকে । স্নানাদমুখ্যাং বিধুতোরুপাপাঃ
শনৈঃ শনৈস্তাণ্ডবমীক্ষমাণাঃ ॥ ৬৫ ॥

শিবস্ত নাট্যশ্রমকর্ষিতস্য শ্রমাপনোদায় বিচি-
স্তয়ন্তী । শিবেতি গঙ্গা পরিণামগাহভূততোহথ
চৈতৎ প্রথিতং তদাখ্যম্ ॥ ৬৬ ॥

নৃত্যভীরহতশ্বলজ্জলগতেঃ পর্য্যাপতবিন্দুকং
পার্শ্বে স্বাবসতের্বিনোদবশতো যজ্জহু কন্যাপয়ঃ ।

গঙ্গামিতি লোকে প্রবদন্তি তানাহ, অমুখ্যাং গঙ্গায়াং স্নানাদি-
ধুতোরুপাপাঃ শনৈঃ শনৈস্তাণ্ডবমীক্ষমাণাঃ উ० ৬৫ ॥

শিবগঙ্গানাম্নাত্বং প্রবৃত্তিনিমিত্তমাহ । নাট্যশ্রমকর্ষিতস্ত
শিবস্ত শ্রমাপনোদায় বিচিস্তয়ন্তী শিবা পার্শ্বতী গঙ্গেতি পরি-
ণামগাহভূৎ । ততোহথবা শিবগঙ্গাখ্যমেতৎ তীর্থং প্রথিতং উপে-
ন ॥ ৬৬ ॥

যজ্জহু কন্যাপয়ো ধূর্জটৌ নৃত্যতি সতি প্রেতশলতে
জটামণ্ডলাদগলিতং তেনৈতৎ তীর্থং যন্তে বিপশিচ্ছনাঃ শিব-

থাকে । ধীরে ধীরে শিবনৃত্য দর্শন করিতে
করিতে এই গঙ্গাতে স্নান করিলে নানারিধ ভীষণ
পাপ সকল দূরীকৃত হয় । ৬৫ ।

কেহ কেহ বলেন—নৃত্য করিতে করিতে
শিব যখন নৃত্যশ্রমে কাতর হন, তখন শিবের
শ্রমাপনোদন চিন্তা করিয়া শিবা (ছুর্গা) গঙ্গারূপে
পরিণত হন । তাহাতেই এই তীর্থ “শিবগঙ্গা”
নামে বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ৬৬ ॥

অপরে বলেন—শিব যখন নৃত্য করিয়া নদীর জলকে
স্নানার্থ করেন, তাহাতে জলের গতি, জটামণ্ডলে

নৃত্যং তস্মতি ধূর্জটৌ বিগলিতং প্রেতজ্জটো-
মণ্ডলাতেনৈতচ্ছিবজাহ্নবীতি কথয়ন্ত্যন্যে বিপ-
শিচ্ছনাঃ ॥ ৬৭ ॥

স্নায়ং স্নায়ং তীর্থবর্ষ্যেহত্রনিত্যং বীক্ষং বীক্ষং দেব-
পাদাজ্জযুগ্মম্ । শোধং শোধং মানসং মানবোহসৌ
বীক্ষেতেদং তাণ্ডবং শুদ্ধচেতাঃ ॥ ৬৮ ॥

শুদ্ধং মহর্ঘয়িতুং ক্ষমেত পুণ্যং পুরারিঃ স্বয়-

জাহ্নবীতি কথয়ন্তি । প্রেতজ্জটামণ্ডলং বিশিনষ্টি, নৃত্যতা তী-
রেণ হতস্ত শ্বলতো জলস্ত গতির্বস্মিন্ স্বস্তাবসতের্নি কেতনাং
পয়ো বিশিনষ্টি পার্শ্বে পতন্তঃ বিন্দুকা বিন্দবো যন্ত শা० ॥ ৬৭ ॥

তস্মাদস্মিন্ তীর্থবর্ষ্যে স্নাত্বা দেবপাদাজ্জযুগ্মং দৃষ্ট্বামনঃ
শোধয়িত্বাশোধয়িত্বাহসৌ শুদ্ধচিত্তো মানব ইদং তাণ্ডবং বী-
ক্ষেত শালি० ॥ ৬৮ ॥

এতচ্ছুদ্ধং পুণ্যং বর্ণয়িতুং শিবাতিরিক্তো নক্ষম ইত্যশয়ে-

শ্বলিত হইয়া ছিল, জলের আবাস স্বরূপ সেই
শিবের চঞ্চল জটামণ্ডল হইতে পার্শ্বে প্রচুর পরি-
মাণে গঙ্গাজলের বিন্দু সকল শিবকে বিনোদিত
করিতে পতিত হয় ; তাহাতেই এই “শিবগঙ্গা”
তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে । ৬৭ ।

অতএব এই মহাতীর্থে প্রতিদিন স্নান করিয়া,
শিবের পদপঙ্কজ যুগল প্রতিক্ষণ দর্শন করিয়া,
আপনার চিত্ত নিয়ত শুদ্ধ করিয়া, শুদ্ধচেতা মানব
এই শিবনৃত্য দর্শন করিবে । ৬৮ ।

এই শুদ্ধ, মহৎ ও পবিত্র ক্ষেত্র বর্ণনা করিতে

মেব তস্য । নিমজ্য শঙ্কুহ্যসরিত্যমুখ্যাং দাক্ষা-
য়গীনাথমুদীকৃতে যঃ ॥ ৬৯ ॥

ইতীরিতঃ শঙ্করযোজিতাত্মা কেনাপি ভিক্ষু মু-
দিতো জগাহে । তীর্থং তদাপ্নুত্য ননাম শ-
স্তোরজ্জিৎ জিতাত্মা ভুবনস্য গোপ্তুঃ ॥ ৭০ ॥

রামসেতুগমনায় সংদধে মানসং মুনিরমুত্তমঃ
পুনঃ । বহ্নিনি প্রবতমানসো ব্রজন্ সন্দর্শ সরিতং
কবেরজাম্ ॥ ৭১ ॥

নাহ শুদ্ধমিতি । যঃ অমুখ্যাং শঙ্কুহ্যসরিতি নিমজ্যদাক্ষা-
য়গীনাথং বীকৃতে তস্ত উৎ ॥ ৬৯ ॥

ইত্যেবং কেনাপি কথিতঃ শঙ্করে যোজিতমন্তঃকরণং যেন
স ভিক্ষুঃ পদ্মপাদো মুদিতো জগাহেহবগাহনং কৃতবান্ ॥ ৭০ ॥

পুনরমুত্তমো মুনিঃ পদ্মপাদো রামসেতুগমনায় মনো দধে,
প্রযতং মনো যেন স পথি গচ্ছন্ কবেরজাং কাবেরীং নদীং দদর্শ
রথোৎ ॥ ৭১ ॥

কেবল ত্রিপুরারি সক্ষম । অতএব এই “শিবগঙ্গা”
তীর্থে নিমগ্ন হইয়া দাক্ষায়ণীর পতিকে দর্শন করি-
বেক । ৬৯ ।

এই রূপ কোন ভিক্ষুবরের কথা শুনিয়া
পদ্মপাদ, শঙ্করের উপর চিত্ত সংযুক্ত করিয়া প্র-
মুদিত মনে অবগাহন করিলেন । অনন্তর জিতে-
ন্দ্রিয় মুনিবর ঐ তীর্থে স্নান করিয়া ভুবনপালক
শঙ্করের পদে প্রণাম করিলেন । ৭০ ।

সর্বোৎকৃষ্ট মুনি পদ্মপাদ সেতুবন্ধরামেশ্বরে
গমন করিবার জন্য মনন করিলেন । সংযতচিত্ত
পদ্মপাদ গমন কালে পথমধ্যে কাবেরী নদী দর্শন
করেন । ৭১ ।

যৎপবিত্রপুলিনস্থলং পয়ঃ সিদ্ধুবাসরসিকায়
বিষ্ণবে । অভ্যরোচত হিরণ্যবাসসে পদ্মনাভ-
মুখনাভশালিনে ॥ ৭২ ॥

সহপর্কতমুতাতিনির্মলাস্ত্রোহভিষিক্তভগবৎ-
পদাম্বুজে । আকলয্য বহুশিষ্যসংবৃতঃ প্রাঙ্গি-
তাভিরুচিতস্থলায় সঃ ॥ ৭৩ ॥

গচ্ছন্ গচ্ছন্মার্গমধ্যেহভিযাতং গেহং ভিক্ষু-

যস্তাঃ পবিত্রপুলিনং স্থলং চ ক্ষীরসমুদ্রবাসরসিকায়াপি
ব্যাপকায়াপি হিরণ্যবাসসে পদ্মনাভাদিনাম্মা শোভমানায় অভ্য-
রোচত ॥ ৭২ ॥

সহপর্কতমুতায়া অতিনির্মলেনাস্ত্রোহভিষিক্তে ভগবৎপদা-
ম্বুজে আকলয্য ধ্যাত্বা বহুশিষ্যসংবৃতঃ সঃ অভিরুচিতস্থলায়
প্রাঙ্গিত প্রস্থানং কৃতবান্ রথোৎ ॥ ৭৩ ॥

যিনি ক্ষীরসমুদ্রে বাস করিয়া থাকেন, যিনি
সর্বব্যাপী ; স্বর্ণ ষাঁহার পরিধেয় বস্ত্র; পদ্মনাভ
নামধারী ঐ বিষ্ণুর, তখন কাবেরী নদীর পবিত্র
পুলিন ভূমি দেখিতে মনে অত্যন্ত ইচ্ছা
হইল । ৭২ ।

সহপর্কতোদ্ভবা কাবেরী নদীর জল দ্বারা
ষাঁহার পদারবিন্দ যুগল অভিষিক্ত—সেই
ভগবানের পদপঙ্কজ ছুইখানি হৃদয়ে ধ্যান করিয়া
বহু শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে আপনার অভীষ্ট
স্থানে প্রস্থান করিলেন । ৭৩ ।

যাইতে যাইতে পথমধ্যে ঐ ভিক্ষু আপনার

মাতুলস্যাজগাম । দৃষ্টা শিষ্যেস্তং চিরেণাভিষাতং
মোদং প্রাপন্মাতুলঃ শাস্ত্রবেদী ॥ ৭৪ ॥

শুশ্রাব তং বন্ধুজনঃ শিষ্যং স্বমাতুলাংগার-
মুপেষিবাংসম্ । আগত্য দৃষ্টা চিরমাংগতং তং জ-
হর্ষ হর্ষাতিশয়েন সাক্ষতঃ ॥ ৭৫ ॥

রুরোদ কশ্চিন্মুদেহত্র কশ্চিজ্জহাস পূর্বা-
চরিতং বভাষে । কশ্চিৎ প্রমোদাতিশয়েন কিক্ষি-
দ্বচঃস্থলদগীঃ প্রণনাম কশ্চিৎ ॥ ৭৬ ॥

শিষ্যঃ সহিতং শালিঃ ॥ ৭৪ ॥ উঃ ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥

মাতুলালয়ে উপস্থিত হইলেন । শাস্ত্রজ্ঞ মাতুল
তঁাহাকে শিষ্য সমভিব্যাহারে আসিতে দেখিয়া
অত্যন্ত প্রমুদিত হইলেন । ৭৪ ।

বন্ধুগণ শুনিল শিষ্যগণের সহিত মাতুলা-
লয়ে তিনি উপস্থিত হইয়াছেন । তাহার আসিয়া
বহু দিনের পর তঁাহাকে আগত দেখিয়া অতিশয়
হর্ষ সহকারে আনন্দাক্রান্ত পতন পূর্বক আহ্লাদিত
হইল । ৭৫ ।

ঐ স্থানে কেহ রোদন করিতে লাগিল ; কেহ
আহ্লাদিত হইল ; কেহ হাসিতে লাগিল ; কেহ
পূর্বাবস্থা বর্ণন করিতে লাগিল, কেহ অত্যন্ত
আনন্দের সহিত কিছু বলিতে গিয়া স্থলিত বাক্যে
প্রণাম করিল । ৭৬ ।

উচেহথ তং জ্ঞাতিজনঃ প্রমোদী দৃষ্টা চিরায়-
হক্ষিপথং গতৌহভূঃ । দিদৃক্ষতে ত্বাং জনতাহতি-
হাদাঁন্তথাপি শক্লোষি ন বীক্ষণায় ॥ ৭৭ ॥

পুত্রাঃ সমিত্রা ন ন বন্ধুবর্গো ন রাজবাধা ন চ
চোরভীতিঃ । কৃতার্থতামূলপদং যতিত্বং প্রসূ-
নবস্তং ফলিতং মহান্তম্ ॥ ৭৮ ॥

অগনন্তরং তং দৃষ্টা প্রমোদী জ্ঞাতিজন উচে । যতশ্চির-
কালান্তর্মক্ষিমার্গং প্রাপ্তৌহতো জনতাহতিমেহাঙ্গাং দিদৃক্ষতে ।
তথাপি ত্বং বীক্ষণায় ন শক্লোষি তথাচ স্নেহবাধা তব নাস্তী-
ত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

কিঞ্চ সর্ববাধাবিনির্মুক্তত্বাং কৃতার্থতামূলপদং যতিত্বমেব-
তাহ পুত্রা ইতি । তেষামভাবে তৎকৃত্য বাধা নাস্তীত্যর্থঃ ।
ধনিনামেব বাধান তু নিক্ষিপ্তনানামিতি সদৃষ্টান্তমাহ পুষ্পবস্তং
ফলিতং মহান্তং বৃক্ষমিতি পরেণাঙ্কয়ঃ ॥ ৭৮ ॥

অনন্তর তঁাহাকে দেখিয়া জ্ঞাতীগণ হৃষ্টচিত্তে
বলিতে লাগিল ; তুমি অনেক দিনের পর আমা-
দের দর্শন দিয়াছ । এই সকল লোকে হৃদ্যতা
বশতঃ তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে, ত-
থাপি তুমি ইহাদিগকে দেখা দিতে ইচ্ছা করনা
। ৭৭ ।

কৃতার্থতার মূল পদ সংন্যাস লাভ হইলে
আর কোন বিপদ থাকে না । বন্ধুবর্গের সহিত
পুত্র বাধা দিতে পারে না—বন্ধুবর্গ বাধা দিতে
পারে না—তাহাতে রাজ বাধা কি চোর ভয় থাকে
না । তাহার কারণ এই—সকলেই পুষ্পিত,
ফলিত ও শাখাপ্রশাখা যুক্ত মহৎ বৃক্ষের নিকটে
আগমন করিয়া তাহার বাধা দিয়া থাকে । তদ্রূপ

শাখোপশাখাভিরঙ্কিতমেব বৃক্ষং বাধস্ত আগত্য
ন তদ্বিহীনম্ । যথা তথা বা ধনিং দরিদ্রা বা-
ধস্ত আগত্য দিনে দিনে স্ম ॥ ৭৯ ॥

কুটুম্বরক্ষাগতমানসানাং নায়াতি নিদ্রাপি
স্থখং ন জাতু । ক দেবতাকা ক চ তীর্থযাত্রা ক
বা নিষেবা মহতাং ভবেমঃ ॥ ৮০ ॥

অশ্রোয় সম্যাসকৃতং ভবন্তুং বিপ্রাং কুতশ্চি-
দগৃহমাগতামঃ । কালোহত্যগান্তে বহুরদ্য দৈব-

বান্ তীর্থস্য হেতো গৃহমাগতস্তম্ ॥ ৮১ ॥

যথা শকুন্তাঃ পরবর্দ্ধিতান্ দ্রুমান্ সমাশ্রয়ন্তে
স্থখদাংস্ত্যজন্ত্যপি । পরপ্রকৃপ্তান্ দেবতাগৃহান্
যতিঃ সমাশ্রিত্য তথোজ্জ্বলতি ধ্রুবম্ ॥ ৮২ ॥

যথাহি পুষ্পাণ্যভিগম্য ঘটপদাঃ সংগ্রহ সারং
রসমেব ভুঞ্জতে । তথা যতিঃ সারম্বাপ্নুবন্ স্থখং

ইদ্রং ॥ ৮১ ॥

তীর্থস্ত হেতোঃ গৃহমাগতোহসি নতু মমতাবশাদ্বতে:
যীয়ন্তে গৃহপরিগ্রহাভাবাদিত্যাশয়েন সদৃষ্টান্তমাহ । যথা
শকুন্তাঃ পক্ষিণঃ পরবর্দ্ধিতান্ বৃক্ষান্ স্থখদান্ সমাশ্রয়ন্তে ত্যজ-
ন্ত্যপি তথা যতিঃ পরপ্রকৃপ্তান্ ঘটান্ দেবতাগৃহাংশ্চ স্থখদান্
সমাশ্রিত্য ধ্রুবমুজ্জ্বল্যাপি বঃ ॥ ৮২ ॥

তত্রাপি তত্তদগৃহে যতের্গমনং ভ্রমরবৎ পীড়াকরং ন ভব-

শাখোপশাখাভিরঙ্কিতং ব্যাপ্তমলঙ্কৃতং বা তথা তথৈব ॥ ৭৯ ॥

কিঞ্চ কুটুম্বরক্ষাগতমানসানামস্মাকং স্থপং ন ভবতি । তথা
কদাচন নিদ্রাপি নায়াতি তথাচৈবং বিধানাং নঃ ক দেবতা-
চাদি ॥ ৮০ ॥

কস্মাচ্চিদ্রোশো গৃহমাগতাং কস্মাচ্চিদ্বিপ্রাদিতি বা

দরিদ্রগণ দিন দিন ধনীর নিকটে আগমন করিয়া
তাহাদিগেকে উৎপীড়িত করিয়া থাকে । ৭৮ । ৭৯ ।

আমরা কুটুম্বদিগের ভরণপোষণের জন্য সর্ব্ব-
দাই ব্যতিব্যস্ত থাকি । সুতরাং তাহাতে আমা-
দের কখন স্থখও হয়না—কখন নিদ্রাও হয়না ।
অতএব আমাদের দেবপূজা কি করিয়া হইবে ?
তীর্থযাত্রা কিরূপে ঘটবে ? এবং কি রূপেই বা
মহৎ জনের সেবা শুশ্রূষা করা ঘটবে ? । ৮০ ।

এক দিন আমাদের গৃহে কোন এক ব্রাহ্মণ
আসিয়া উপস্থিত হন । আমরা তাঁহার নিকটে

শুনিয়াছি যে, আপনি সংন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া-
ছেন । আপনার বহুদিন অতীত হইল, অদ্য
দৈবাৎ তীর্থ দর্শন ছলে আপনি আমার গৃহে
আগমন করিয়াছেন । ৮১ ।

যে রূপ পাক্ষ সকল পরকর্তৃক বর্দ্ধিত ও পালিত
বৃক্ষ দিগকে আশ্রয় করে ও শেষে পরিত্যাগ করে,
সেই মত সংন্যাসী পর প্রতিষ্ঠিত মঠ ও দেবালয়
আশ্রয় করিয়া, তাহাও পরিশেষে পরিত্যাগ করিয়া
থাকেন । ৮২ ।

যে রূপ মধুকরেরা নানাবিধ পুষ্পে গমন করিয়া
তাহাদের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক কেবল পুষ্পরস

গৃহাদ্গৃহাদোদনমেব ভিক্ষতে ॥ ৮৩ ॥

যতেক্ষিরজ্যাগতিঃ কলত্রং দেহং গৃহং সংযত-
মেব সৌখ্যম্ । বিরক্তিভাজন্তময়াঃ - শশিষ্যাঃ
কিমর্থনীয়ং যতিনো মহাত্মনৃ ॥ ৮৪ ॥

মনোরথানাং ন সমাপ্তিরিষ্যতে পুনঃ পুনঃ
সন্তুযুতে মনোরথান্ । দারানভীপু র্যততে
দিবানিশং তান্ প্রাপ্য তেভ্যস্তনয়ানভীপতি ॥
৮৫ ॥

অনাপ্নুবন্ দুঃখমসৌ স্ত্রীত্বং প্রাপ্নোতি চে-

ভীত্যাহ তথেনি স্ত্রুং যথাস্ত্রুত্থা ॥ উ० ॥ ৮৩ ॥

কিঞ্চ যতেঃ কিমপি প্রার্থনীয়ং নাস্তীত্যাহ যতেক্ষিরজ্যা-
আত্মাবগতিঃ সৈব ভাৰ্য্যাহে মহাত্মনৃ ॥ ৮৪ ॥

কামবশস্তু দুঃখমেবেত্যাহ মনোরথানামিতিদ্বাভ্যাং । তে-
ভ্যোদ্যোদ্যোভ্যঃ ॥ ৮৫ ॥

দারাদীননাগ্নুবন্ দুঃখমেব স্ত্রীত্বং প্রাপ্নোতি পুনরিষ্টেন

পান করিয়া থাকে, সেই মত যতি সার প্রাপ্ত
হইয়া পরম স্ত্রুখে প্রত্যেক গৃহ হইতে কেবল মাত্র
অন্ন ভিক্ষা করিয়া থাকেন । ৮৩ ।

যতির কোন দ্রব্য প্রার্থনীয় নহে—কারণ, তাঁহা-
দের বৈরাগ্যের সহিত আত্মজ্ঞানই ভাৰ্য্যা—দেহই-
গৃহ, সংযত ভাবই পরম, স্ত্রুখ বৈরাগ্য ধারী স্বীয় শিষ্য-
গণই পুত্র-অতএব হে মহাত্মনৃ ! যতির আর কোন
বস্তুর প্রার্থনা করিতে হইবে ? ৮৪ ।

লোকের কিছুতেই মনোরথ পূর্ণ হয়না, বরং উদ্ভ-

ক্টেন বিষজ্যতে পুনঃ । সৰ্ব্বাত্মনা কামবশস্ত
দুঃখং তন্মাবিরক্তিঃ পুরুষেণ কার্য্যা ॥ ৮৬ ॥
বিরক্তিমূলং মনসোবিগুন্ধিং তন্মূলমাহ্মহতাং

চ বিজ্যতে ॥ ৮৭ ॥

বিরক্তিচ ভবদ্বিধানাং সহতাং সেবয়া শুদ্ধচেতসো ভবতী-
ত্যাহ । মনসোবিগুন্ধিং বিরক্তিমূলমাহঃ তস্তা অপি বিগুন্ধেমূলং

রোত্তর মনোরথ লাভ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ সাংসা-
রিক দুঃখ গ্রস্ত ব্যক্তিগণ ব্যগ্র হয় । দিবানিশি দার
পরিগ্রহের জন্য সকলেই যত্ববান থাকে । উদ্ভগ্ন
রূপে মনোরম পত্নী থাকিলেও আশা নিরুত্তি হয়না,
তখন আবার ঐ পত্নীর নিকটে স্তমস্তান পাইতে
প্ররুতি জন্মে । অভীষ্ট বস্ত্র স্ত্রীপুত্রাদি না পা-
ইলে দারুণ দুঃখ পাইতে হয় । যদিচ ভাগ্য ক্রমে
ঐ সমস্ত স্ত্রুখ ঘটিল, তথাপি আবার এক দিন দেখিবে
উহার তোমাকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে চলিয়া
যাইতেছে । কৈ কাহাকেও ত স্ত্রী পুত্র লইয়া
চিরদিন বাস করিতে দেখা যায়না ? অতএব
দেখিতেছি যে ব্যক্তি কামরিপুর পরবশ, তাহার
সকল প্রকারেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে । স্ত্রুতরাং
জ্ঞানবান পুরুষ মাত্রেই বৈরাগ্য অবলম্বন করা
আবশ্যক । ৮৫ । ৮৬ ।

পণ্ডিতেরা চিত্ত শুদ্ধিকেই বৈরাগ্যের মূল কারণ
বলিয়াছেন । সাধু মহাপুরুষগণের সেবা শুশ্রূষা ঐ
চিত্তশুদ্ধির মূল বলিয়া কথিত হইয়াছে । এই কারণে

নিবেদ্যাম্ । ভবাদৃশস্তেন চ দূরদেশে পরোপ-
কারায় রসামটন্তি ॥ ৮৭ ॥

অজ্ঞাতগোত্রা বিদিতাশ্চতস্তা লোকস্য দৃষ্ঠ্য
জড়বহ্নিস্ত্যঃ । চরন্তি তুতান্মনুকম্পমানাঃ স-
ন্তো যদৃচ্ছোপনতোপভোগ্যাঃ ॥ ৮৮ ॥

চরন্তি তীর্থান্তপি সংগ্রহীতুং লোকং মহাস্তো

নমু শুদ্ধভাষাঃ । শুদ্ধাশ্চভাষাঃ কপিতোরুপা-
পান্তজু কটমন্তো নিগদন্তি তীর্থম্ ॥ ৮৯ ॥

বস্তব্যমত্র কতিচিদিবসানি বিম্বংস্তদর্শনং
বিতমুতে মুদিতাদি ভব্যম্ । এষ্যদ্বিয়োগচকিতা
জনতেয়মাস্তে দুঃখং গতেহত্র ভবিতেতি ভবত্য-
সঙ্গে ॥ ৯০ ॥

মহতাং সেবামাহস্তেন কারণেন চ ভবাদৃশাঃ পরোপকারায়
দূরদেশে ভূমিমটন্তি ॥ ৮৭ ॥

যদৃচ্ছোপনতং সমীপে প্রাপ্তং ভোগ্যং যেভ্যস্তে ॥ ৮৮ ॥

তীর্থান্তপি লোকসংগ্রহার্থং চরন্তি ন তু শুদ্ধার্থং যতঃ
শুদ্ধভাষাঃ যতঃ শুদ্ধাশ্চবিদ্যাকপিতোরুপাঃ তদধিগম
উত্তরপূর্বাধোগোরপ্লবিনাশৌ তদ্যাদেশাদিতি ত্রায়াং তথা

চৈবংবিধৈস্তৈজুঃ জলং তীর্থং নিগদন্তি তেবাং তত্র গমনং
লোকসংগ্রহার্থমেবেত্যর্থঃ ॥ ৮৯ ॥

এবং স্তত্যাহভিযুক্ত্য প্রার্থয়তে । হে বিদ্বন্ ! অত্র কতিচিদ্
দিবসানি বস্তব্যং যতোভব্যং শুভং যোগ্যং বা ভবদর্শনং
মুদিতাদি বিতমুতে ইয়ং জনতা তু অসঙ্গে ভবতি ত্বয়ি গতে
সত্যত্র দুঃখং ভবিষ্যতীতি বিচার্যেবাধুনা এব ভবিষ্যদুঃখেন
চকিতা আস্তে বৎ ॥ ৯০ ॥

আপনাদের তুল্য সাধু পুরুষেরা কেবল পরের
উপকারার্থে পৃথিবী পর্যটন করিয়া থাকেন । ৮৭ ।

যে সমস্ত সজ্জনের আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে,
যাঁহাদের কুলশীল অবগত হওয়া যায়না; সাধা-
রণ লোকের চক্ষে যাঁহারা জড় বলিয়া প্রতীয়মান
হন; যদৃচ্ছাক্রমে যাঁহাদের নিকটে উপভোগ্য
বস্তু সকল স্বয়ং উপস্থিত হয়; এরূপ সাধুগণ
কেবল জীবগণের উপর অমুকম্পা প্রকাশ করিয়া
পর্যটন করিয়া থাকেন । ৮৮ ।

সাধু মহাপুরুষেরা যে প্রত্যেক তীর্থে গমন
করেন, তাহাও লোকদিগের উপকারার্থে । নতুবা
তাঁহারা যখন শুদ্ধসত্ত্ব তখন তাঁহাদের আর আত্ম-
শুদ্ধির প্রয়োজন হইবেনা । পরিশুদ্ধ আত্মবিদ্যা

দ্বারা তাঁহাদের যাবতীয় ছুরিত রাশি নিরাকৃত
হওয়াতে কখনই তীর্থ সেবা মহতের আত্ম-তুষ্টির
জন্য নহে । অতএব ঐ মহাপুরুষেরা যে জলে
স্নানাদি কার্য্য করিয়া থাকেন, শাস্ত্রকারেরা তাহা-
কেই তীর্থ বলিয়াছেন । ৮৯ ।

হে বিদ্বন্ ! এই কারণে এই স্থানে কিছু
দিন আপনি অবস্থিতি করুন । আপনার দর্শনে
যোগশাস্ত্রোক্ত মুদিতা প্রভৃতি চিত্তভূমি সকল
বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ; “আমি সঙ্গশূন্য হইয়া গমন
রিলে এখনই এখানে দুঃখ হইবে” এই রূপ বিচার
করিয়া এই সমস্ত লোক এখন হইতেই ভবিষ্যৎ-
বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় ভীত হইয়াছে । ৯০ ।

কোশং ক্লেশমলস্য লাস্ত্ৰগৃহমপ্যুদ্রংহসা-
মালয়ং পৈশুশস্য নিশাস্তমুৎকটমুষাভাষাবিশেষা-
শ্রয়ম্। হিংসামাংসলমাপ্রিতা ঘনধনাশংসানৃশংসা বয়ং
বর্জ্যং দুর্জ্জনসঙ্গমং করুণয়া শোধয়া যতীন্দো ! ত্বয়া
॥ ৯১ ॥

অত্র নিবাসং বিধায় বয়ং ত্বয়া সংশোধয়া ইতি বন্ধবঃ সা-
ক্ৰোশনাহঃ । ক্লেশমলস্ত কোশং পাত্রমপি চোৎকটরংহসামতি-
সাত্তমানামালয়ং পৈশুশস্য পরদোগদৃচকতায়্য নিশাস্তমোকঃ
নিশাস্তস্বিব শাস্তে স্ত্র্যাং ক্লীবং তু ভবনোকদোরিত্তি মেদিনী ।
উৎকটমুষাভাষণস্ত বিশেষেণাশ্রয়ং ভাষাবিশেষাণামিত্তি বা হিংসরা
মাংসলং ব্যাপ্তং ত্যক্তুং যোগ্যং দুর্জনানাং সঙ্গমোষত্র তথাভূতং
ক্ষুরদগ্ধমাপ্রিতাঃ অতএব ঘনীভূতয়া ধনতৃষ্ণয়া ক্রুরাঃ ঘনা দৃঢ়া
ঘনাশংসা বেঘাং ইতি ভিন্নং বাপদং ঘনধনশ্রাশংসা যেষানিত্তি
বা সমাসঃ এনংভূতা বয়ং হে যতীন্দো ! ত্বয়া করুণয়া শোধয়া
ইত্যর্থঃ শাং ॥ ৯১ ॥

আমরা আজি যে গৃহকে রমণীয় ও প্রদীপ্ত
গৃহ বলিতেছি, বস্তুতঃ ঐ গৃহ ক্লেশরূপ মলিনতার
এক মাত্র আধার ; উৎকট সাহসের আলায় ;
পর নিন্দার স্থান ; উৎকট মিথ্যাভাষণের বিশেষ
আশ্রয় ; হিংসাকার্য্য দ্বারা সর্বদা পরিব্যাপ্ত ;
দুর্জ্জনের সহিত সর্বদা সংযুক্ত । তথাপি আমরা
গাঢ় ধনতৃষ্ণা দ্বারা ক্রুরচিত্ত হইয়া অবশ্য পরি-
হার্য্য গৃহে বাস করিয়া থাকি । অতএব হে যতি-
বর ! আপনি অনুকম্পা পূর্বক এক্ষণে আমা-
দিগকে শুদ্ধ করুন । ৯১।

সংযুক্তি বিযুক্তি দেহিনং দৈবমেব পরমং
মনাগপি । ইষ্টসঙ্গতিনিবৃত্তিকালয়ো নির্বিকার-
হৃদয়ো ভবেন্নরঃ ॥ ৯২ ॥

মধ্যাহ্নকালে ক্ষুধিতস্তৃষার্তঃ ক মেহন্নদাতৈতি
বদম্মুপৈতি । যন্তস্ত নিৰ্বাপয়িতা ক্ষুধার্তেঃ কস্তস্য
পুণ্যং বদিভুং ক্ষমেত ॥ ৯৩ ॥

এবমুক্তঃ পদ্মপাদ উবাচ পরমং ব্রহ্মাদিকং ক্ষুদ্রং স্তম্বা-
দিকমপি দেহিনং দৈবমেব সংযুক্তি বিযুক্তি চ তস্তা-
দিষ্টসঙ্গতিনিবৃত্তিকালয়োনিরো নির্বিকারহৃদয়ো ভবেৎ ॥ ৯২ ॥

যন্তু প্রস্থনবস্তং ইত্যাছ্যক্তং তত্রাহ মধ্যাহ্নকাল ইতি উ-
৯৩ ॥

এই সমস্ত কথা শুনিয়া পদ্মপাদ বলিতে লাগি-
লেন—কেবল মাত্র দৈব বলে অতি প্রকাণ্ড ব্র-
হ্মাদি বস্তুর ও অতি ক্ষুদ্র তৃণশুল্কাদির সংযোগ
ও বিয়োগ ঘটে । অর্থাৎ অদৃষ্টে থাকিলে ব্রহ্ম-
জ্ঞান হয়—অদৃষ্টে থাকিলে তৃণ লাভ হয়, আবার অ-
দৃষ্টে থাকিলে কোন বস্তুই ঘটেনা । অতএব মনুষ্য
মাত্রেরি কি ইষ্ট বস্তুর মিলন কালে, কি ইষ্ট বস্তুর
বিয়োগ কালে, সকল সময়েই নির্বিকারচিত্ত হই-
বেক । ৯২ ।

“কে আমার অন্নদাতা” এই কথা বলিয়া যদি
মধ্যাহ্ন কালে কোন লোক আসিয়া উপস্থিত হয় ।
তখন যে ব্যক্তি অতিথির ঐ ক্ষুধা রোগ নষ্ট করেন,
তাহারপুণ্য বর্ণন করিতে কেহই সক্ষম নহে । ৯৩।

শাস্ত্র প্রাতঃকৃতিকার্য্যঃ বিতরন্ ব্রহ্মসংসারে
দণ্ডক্যাজিনী চ । নিজঃ কণী বেদবাক্যান্তধীয়ন্
সুখা শীতঃ গেহিনো গেহমেতি ॥ ১৪ ॥

উক্তঃ শাস্ত্রং ভাষয়ামাণো হপি ভিক্ষুস্তারং মন্ত্রং
সংজপন্ বা দত্তান্না । মধ্যমন্ত্রং জাঠরায়ো প্রদীপ্তে
দণ্ডী নিত্যং গেহিনো গেহমেতি ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চাশ্রমভ্রমোপজীবাশ্রমপি পুণ্যভাগ্গৃহস্থ ইত্যাপরেন
ব্রহ্মচারিগতরূপজীবকতামাহ সায়মিতি । দণ্ডক্যাজিনে অস্ত
ত্ব ইতি তথাভূতো বর্ণী ব্রহ্মচারী নিত্যং বেদবাক্যানি পঠন্
সুখা সুখং প্রাপ্য শীতঃ গেহিনো গেহমেতি শালি ॥ ১৪ ॥

অথ যতেস্তামাহ উক্তেরিতি । তারং প্রণবং যন্ত দ্বিত্য
মধ্যে ইন্দ্রব ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মাচারী, ভিক্ষু ও বানপ্রস্থ এই তিনটি আ-
শ্রম গৃহস্থাশ্রমের উপজীব্য । যিনি ব্রহ্মাচারী,
তিনি সাংকালে, কি প্রত্যাষে, অগ্নি কার্য্য বিস্তার
করিবেন ; জলে নিমগ্ন হইবেন ; দণ্ড ধারণ এবং
কৃষ্ণসার হরিণের চর্ম্ম পরিধান করিবেন ; বেদ-
বাক্য সকল অধ্যয়ন করিবেন ; পরে ক্ষুধার্ত্ত
হইলে কোন এক গৃহস্থের গৃহে গমন করিবেন
। ১৪ ।

সংযতচিত্ত যতি, উচ্চস্থরে শাস্ত্রীয় কথা কহি-
বেন—উচ্চস্থরে মন্ত্র জপ করিবেন—অনন্তর ম-
ধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে যখন জঠরানল কলিয়া
উঠিবে, তখন দণ্ডধারী ঐ যতি, নিত্য ক্ষুধাশান্তির
জন্য গৃহস্থের গৃহে গমন করিবেন । ১৫ ।

বানপ্রস্থানেন নিজঃ শরীরং পুষ্করসোহয়ং
কুরুতে স্থতীত্রয় । কর্তৃত্তদর্জং বদতেহ্নমর্জ-
মিতি স্মৃতিঃ সংবৃতেহ্নবদ্যা ॥ ১৬ ॥

পুণ্যং গৃহস্থেন বিচক্শেন গৃহেষু সঙ্কেতমলং
প্রমাণাৎ । বিনাপি তৎকর্তৃ নিবেষণেন তীর্থাদি-
সেবা বহুভুংসাধ্যা ॥ ১৭ ॥

বানপ্রস্থস্ত তামাহ । যস্তান্নদানেন নিজঃ শরীরং পুষ্করয়ং
তপস্বী স্থতীত্রয়ঃ তপঃ কুরুতে তপঃ কর্তৃত্ততঃ তপসোহর্জং
তস্তান্নদতোহর্জমিতি স্মৃতিঃ প্রবৃতে উ ॥ ১৬ ॥

নষেবমপি গৃহব্যগ্রস্ত গৃহস্থস্ত তীর্থাদিসেবাজ্ঞঃ পুণ্যং তু
হর্লভমেবেতি চেত্তত্রাহ । বিচক্শেন গৃহস্থেন প্রয়াসাদিনাপি
প্রয়াসকর্তৃনিবেষণেন পুণ্যং সঙ্কেতমলং সাক্ষাতে তীর্থাদি-
সেবারাঃ প্রয়াসসাধ্যাঃ প্রসিদ্ধমেবেত্যাহ তীর্থাদীতি ॥ ১৭ ॥

বানপ্রস্থাবলম্বী ঐ তপস্বী যাহার অন্ননাভে
আপনার শরীর পরিপুষ্ট করিয়া উৎকট তপস্যা
করিয়া থাকেন, ঐ তপস্বীদ্বারা যে ধর্ম্মসঞ্চয় হয়,
তাহার অর্দ্ধেক ধর্ম্ম আপনার ও অপর অর্দ্ধেক ধর্ম্ম
অন্নদাতার । স্মৃতি শাস্ত্রেও এরূপ প্রশস্ত ধর্ম্মের
কথা উল্লিখিত হইয়াছে । ১৬ ।

বিবিধ প্রয়াস পাইয়া ও তীর্থ সেবা করিয়া
অপরে যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে, বিচক্শ গৃহস্থ
প্রয়াস না পাইয়াও তাহা গৃহে বসিয়া সঞ্চয়
করিতে সক্ষম । কারণ, তীর্থ সেবাদি করিয়া
যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, তাহা বহু ভুংখজনক ও কষ্ট-
সাধ্য । ১৭ ।

গৃহী ধনী ধন্যতমো যত্নো মে ততোপজী-
বন্তি ধনং হি সৰ্ব্বৈঃ । চৌর্য্যেণ কশ্চিৎ প্রণয়েন
কশ্চিদানেন কশ্চিদনতোহপি কশ্চিৎ ॥ ১৮ ॥

সন্তোষম্বেদকিং কিং যঃ সন্তোষয়ত্যেব
স সৰ্বদেবান্ । তদেববিপ্রে নিবসন্তি দেবা ইতি
স্ম সাক্ষাচ্ছূতিরেব বক্তি ॥ ১৯ ॥

স্বধৰ্ম্মনিষ্ঠা বিদিতাখিলার্থা জিতেন্দ্রিয়াঃ সে-

ন কেবলং ব্রহ্মচর্য্যাদয় এষ গৃহস্থগুণভিত্তাপিত্ব সৰ্ব
এবেত্যাহ গৃহীতি হি যস্মাৎ ॥ ১৮ ॥

কিঞ্চ ধো বেদজ্ঞঃ বিপ্রঃ সন্তোষয়েৎ সৈব সৰ্বান্ দেবান্
সন্তোষয়তি তদেববিপ্রে বেদবিদি ব্রাহ্মণে ॥ ১৯ ॥

নহি শুধাপি স্বয়মেব প্রবাসং কৃৎস্না গৃহাৎ কুতো ন সম্পা-

গৃহস্থের ধনে কি আর কেবল যে ব্রহ্মচর্য্য
প্রকৃতি তিনটি আশ্রম রক্ষিত হয় তাহা নহে,
কিন্তু সকলেই গৃহস্থের ধন দ্বারা বাঁচিয়া থাকেন ।
দেখ—কেহ বা চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা, কেহ বা দান
দ্বারা, কেহ বা প্রণয় দ্বারা, কেহ বা বলপ্রকাশ
দ্বারা, ঐ গৃহস্থের ধনে পরিপালিত হয় । ১৮ ।

যে গৃহস্থ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করেন,
তিনি সকল দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন ।
ঐ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের শরীরে সমস্ত দেবতা যে বাস
করিয়া থাকেন, ঐ বিষয়ে সাক্ষ্যই বেদই প্রমাণ
জন্যিবে । ১৯ ।

যে সমস্ত লোকে স্বয়ং ধৰ্ম্ম পরায়ণ—যাহারা

মিতসমর্থতীৰ্থাঃ । পরোপকারিত্রিতিনো বহান্ত
আরাম্ভি সৰ্বৈ গৃহিণো গৃহায় ॥ ১০০ ॥

গৃহী গৃহস্থোহপি তদনুভূতে কলং বতীৰ্থসেবা-
রবাপ্যতে জনৈঃ । তত্তত্ তীৰ্থং গৃহমেব কীর্তিতং
ধনী বদান্যঃ প্রবসেন কশ্চন ॥ ১০১ ॥

অন্তঃস্থিতা মুখকমুখ্যজীবা বহিঃস্থিতা গো-

দনীরমিতি চেত্তত্রাহ স্মেতি বাভ্যাং ॥ ১০০ ॥

তত্তত্ তাত্ত গৃহমেব তীৰ্থং কীর্তিতমতো ধনী বদাত্তো
দাতা ত্রায় তু কশ্চনাপি প্রবাসং কুর্য্যামিত্যর্থঃ ॥ ১০১ ॥

গৃহিণঃ সৰ্বশ্রেষ্ঠত্বং পুনরুপপাদয়ন্তি অন্তঃস্থিতা ইতি ॥ ১০২ ॥

সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ জানিয়াছেন—যাহারা জিতেন্দ্রিয়
—যাহারা সকল তীৰ্থ সেবা করিয়াছেন—যাহারা
পরোপকার ত্রিতে একান্ত দীক্ষিত—এরূপ মহৎ
ব্যক্তি সকল গৃহস্থের গৃহে আগমন করিয়া থাকেন
। ১০০ ।

তীৰ্থ সেবা করিয়া লোকে যে ফল প্রাপ্ত হন,
গৃহবাসী গৃহস্থও সেই ফল পাইয়া থাকেন । অতএব
গৃহস্থের গৃহই তীৰ্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে । অন্ত-
এব ধনবান্ গৃহস্থ নাহলেই স্বাস্থ্য হওয়া আবশ্যক ।
কিন্তু কোন গৃহস্থ প্রবাসে গমন করিবে না । ১০১ ।

দেখ মুখিক প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র জীব গৃহ-
স্থের গৃহে লুকায়িত থাকিয়া জীবন ধারণ করে । গো,
মৃগ, পক্ষি প্রভৃতি কতকগুলি জীব গৃহস্থের বহি-
র্দেশেই প্রতিপালিত হইয়া জীবন ধারণ করে ।
অতএব সকল জীবের উপজীব্য গৃহস্থ যে সৰ্ব

মূৰ্গমুখ্যঃ। অতিশীঘ্রাঃ। মৰুদগণাঃ।
তন্মাদ্গৃহী সৰ্বমরো মতো মে ॥ ১০২ ॥

শরীরমূলং পুরুষার্থসাধনং তচ্চাৰমূলং প্রতি-
ভোহকমধ্যতে। তচ্চাৰমম্মাকমমীমু সংস্থিতং
সৰ্বং কলং গেহপতিক্রমাশ্রয়ম্ ॥ ১০৩ ॥

ত্রবীমি ভূয়ঃ শৃণুতাদরেণ বো গৃহাগতং পূজ-
য়তাতুরাতিথিম্। সংপূজিতো বোহতিথিরুদ্ধ-

কিঞ্চ শরীরং মূলং বস্ত তথাবিধং পুরুষার্থসাধনং তচ্চ
শরীরমম্মং মূলং বস্ত তন্তথাভূতমাদেব থলিমানি ভূতানি
জায়ন্ত ইতি প্রত্যেকবগম্যতে ॥ ১০৩ ॥

এবমুক্তা পুনঃ পরমহিতোপদেশায় সসাধনতামাপাদয়তি
ত্রবীমীতি। যুগ্মকং গৃহানাগতমাতুরমতিথিমাশ্রয়েণ পূজয়তে-

প্রধান, ইহা আমারও মত জানিবে। ১০২।

আর দেখ—পুরুষার্থ সাধনের শরীরই মূল। শরীর
না থাকিলে ধর্মাদির অনুশীলন হয় না। আবার ঐ
শরীরের মূল যে কেবল অন্ন, তাহা বেদ হইতেই অব-
গত হওয়া যায়। প্রকৃতি যথাঃ—“অম্মাদেব থলিমানি
ভূতানি জায়ন্তে” অন্ন হইতেই এই সমস্ত জীবজন্তু
জন্মিয়া থাকে। জগতেও প্রত্যেক দেখা যাই-
তেছে, অন্নরূপে শরীর পুষ্ট না হইলে শরীর দ্বারা
কোন কার্যই হইত না। অতএব আমাদের গৃহপতিরূপে
ব্রহ্মাঙ্কিত কল সকল, এই গৃহস্থ ব্যক্তি-
দের উপরেই ব্যস্ত আছে। ১০৩।

আরও আমি পুনর্বার তোমাদিগকে বলি-

য়েং কুলং বিরাক্ততাং কিং ভবতীতি নোচ্যতে
॥ ১০৪ ॥

বিম্বাভিসন্ধিঃ কুরুত প্রতীকিতং কস্মি বিজা।
নো জগতামধীশ্বরঃ। ভূব্যোদিত্তি প্রার্থনয়া কতেন
যাস্তস্য শুদ্ধি উবিভাহচিরেণ বঃ ॥ ১০৫ ॥

তাদরপদমআপ্যমুখ্যনীয়ং কিমত ইতি চেত্তত্রাহ সংপূজি-
তোহতিথিরঃ কুলমুখ্যেরিরাক্ততাং কস্মি ভবতীতি চেত-
দত্যন্তমনিষ্টেভ্যাম্মা নোচ্যতে ॥ ১০৪ ॥

কিঞ্চ প্রতিচোদিতং নিত্যাদিকর্ম ফলাভিসন্ধিঃ বিনা
কুরুত হে বিজাঃ! জগতামধীশ্বরস্তব্যোদিত্তি প্রার্থনয়াপি নো কু-
রুত তেন তথাভূতেন নিকারণকর্মণা বোহস্তঃকরণস্ত শুদ্ধির-
চিরাদেব ভবিষ্যতি ॥ ১০৫ ॥

তেছি তোমরা আদর পূর্বক শ্রবণ কর। গৃহাগত
আতুর ও অতিথি দিগকে পূজা কর। গৃহাগত
আতুর ও অতিথি পূজিত হইলে গৃহস্থের
কুল উদ্ধার হয়। কিন্তু উহাদিগকে অন্ন পানে
বঞ্চিত করিয়া তাড়াইয়া দিলে যে কি হয়—তাহা
আমি বলিতেও চাহি না। ১০৪।

বেদোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম সকল অভি-
সন্ধি বিনা করিতে হইবে। হে বিজগণ! “ত্রিজ-
গতের অধীশ্বর এই সকল কর্মে সন্তুষ্ট হইবেন”
এরূপ প্রার্থনা করিয়াও কোন কর্ম করিতে নাই।
যদি এইরূপে নিষ্কাম হইয়া ও কলের আকাঙ্ক্ষা না
করিয়া কোন কর্ম করা যায়, তবে অচিরে তা-
হাতে সকলেরই চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। ১০৫।

সমস্ত ভবিষ্যৎকালকালিকাপটীমৎ
পাটীরাপরাগবর্ণনাক্রিতমঃ । তথাপ্যেতৎ পুত্ৰা
যতিপতিগণাঃ কৃতকালকালিকাপটীমৎ । সমস্তমৎ
য়াঃ কৃতকালিকাপটীমৎ । ১০৬ ॥

সমস্তমৎ বহুভাঃ ভিক্রমভাঃ ভিক্রমভাঃ

যদপি ভবানুশাইত্যুক্তং তজ্ঞাপ্যাহ । সমস্তমৎ যথা ভবতি
তথা শ্রিত্যুক্তো যঃ কৃতকালিকাপটীমৎ প্রিয়বাদিন্তো বধবাসাং
কৃতকালিকাপটীমৎ পটীমৎ চন্দনময়নাগরবেণাপর-
ময়ন চ মকেন পকেনাক্রিতমৎ কালিকাপটীমৎ করণং যোবাং
বদ্যপেবাকৃত্য এতে বয়ং তথাপি যতিপতেঃ ক্রীলকরত পদ-
কমলয়োঃ কালিকাপটীমৎ ক্রীলকরত যোবাং ভজনকল ইতি বা
কালিকাপটীমৎ কালিকাপটীমৎ ক্রীলকরত যোবাং ১০৬ ॥

উপসংহরতি সন্নিশ্যতি শাং ১০৭ ॥

এই যে সকল মহাত্মা সাধু পুরুষদিগকে দেখি
তেছেন, ইহাদিগকে হুকথা রূপ অল্পবয়স্কা বধুগণ স-
মস্ত্রমে আলিঙ্গন করিয়া থাকে । এবং ঐসকল কথা-
রূপ বধুদিগের কুচভটে পটীর মতন যে নব অগুরু
চন্দন আছে, এবং যদিচ এই সমস্ত মহাত্মাগণের ঐ প-
ত্রিল অগুরুচন্দনদ্বারা বন্ধঃ হল ও অন্তঃকরণ অঙ্কিত,
তথাপি এই স্ত্রীকৃতিশালী সমস্ত্রনেরা যতিবর শঙ্করা-
চার্যের পদাম্বুজ দুগলের বন্দনা উৎসবে সর্বদা
নিমগ্ন । এবং তাহাতেই সাধুদিগের ক্রেশ সকল ক্ষয়
পাইয়াছে—অধিক কি, তাহাতেই হৃদয়ের ছবি
সর্বদা সকলের উপর সদয় ভাবে অবস্থিত । ১০৬ ।

এইরূপে বহুদিগকে উপদেশ দিয়া ভিক্রম

বাহুবলীকাল যেনে । পটীমৎ কালিকাপটীমৎ
কিং কালিকাপটীমৎ কালিকাপটীমৎ ১০৬ ॥

টীকা বিবন্ । ভবানুশাইত্যুক্তং কালিকাপটীমৎ
প্রোচিয়ে বদ্যাপঃ ১০৬ ॥ কালিকাপটীমৎ
বুদ্ধিঃ দৃষ্টাঃ হনন্দীং খেদমাপাদ কিকিৎ ১০৬ ॥

প্রবন্ধনির্মাণবিচিত্রনৈপুণীং দৃষ্টা প্রমোদঃ

এবং প্রভা ভাব্যাগা টীকেতি বুবাং পদ্যপাদং তং টীকাঃ
দেহীতি মাতুলঃ প্রোবাচ পদ্যপাদো বদ্যাপঃ কিকিৎ খেদঃ
প্রাপৎ ১০৬ ॥

তন্তেত্যাতি বিবৃণোতি প্রেতি । বিবেদ প্রাপ খেদমিত্যাতি

পাদ মাতুলের গৃহেই অল্প ভিক্ষা করিলেন । পরে
আহার করিয়া উঠিলে মাতুল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন—শিষ্য হস্তে কি একখানি পুস্তক আছা-
দিত রহিয়াছে ? ১০৭ ।

মাতুলের কথা শুনিয়া পদ্যপাদ বলিলেন—
হে বিবন্ । এই পুস্তক খানি ভাব্যের টীকা ।
তাহার কথা শুনিয়া মাতুল বলিলেন ঐ টীকা
আমাকে একবার দেখিতে দাও । পদ্যপাদ তা-
হার কথা প্রমাণে টীকা দেখিতে দিলেন । মাতুল
টীকা দেখিলেন পরে তাহার বুদ্ধি দেখিয়া আন-
ন্দিত হইলেন এবং কিকিৎ খেদও প্রাপ্ত হইলেন
। ১০৬ ।

মাতুল ভাগিনেয়ের প্রবন্ধ নির্মাণের বিচিত্র

স শিবেন কিকিঃ । মতাস্তরাণাং কিল যুক্তিভা-
লৈর্নিকৃতং বন্ধনমালোচে ॥ ১০৯ ॥

শুরোর্মতঃ স্বাভিমতঃ বিশেষায়িতকৃতং তত্র
সমৎসরোহভূৎ । সাধু নির্বন্ধোহয়মিতি ক্রবাণন্তঃ
সাভ্যসূয়োহপি কৃতাভিনন্দঃ ॥ ১১০ ॥

কোটয়তি মতাস্তরাণামিতি উ० ॥ ১০৯ ॥

কিঞ্চ স্বাভিমতঃ প্রভাকরমতঃ বিশেষাত্তত্র নিবন্ধে নিরা-
কৃতমালোচে আলোকিতবান্ তদ্রূপে পদদ্বয়ং ন্যায়মিচ্ছায়ে-
নোভয়ত্রাপি সম্বন্ধনীয়ং যতএবমতস্তত্র নিবন্ধে সমৎসরোহভূৎ
সাধুনির্বন্ধোহয়মিতি তং ব্রূবাণঃ সাভ্যসূয়োহপি কৃতাভিনন্দো-
হভূৎ ॥ ১১০ ॥

অথ পদ্মপাদ উবাচ । ইমং পুস্তকভারং তবালয়ে ভ্রাতৃ সেতুং
গচ্ছামীত্যত্র মে মনোবর্ততে স্থাপনস্ত রক্ষার্থং সম্যক্‌

নৈপুণ্য দেখিয়া কিকিঃ প্রমোদ লাভ করিলেন ।
বিবিধ যুক্তি সমূহ দ্বারা যাবতীয় মত নিরুত্তর
হইয়াছে ভাবিয়া খেদান্বিতও হইলেন । ১০৯ ।

গুরুর অর্থাৎ প্রভাকরের মতই আপনার মত,
তাহাও ঐ প্রবন্ধে বিশেষরূপে নিরাকৃত হইয়াছে
দেখিয়া মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন । “এই প্রবন্ধ অতি
উত্তম হইয়াছে” এই বলিয়া অসূয়াপরবশ হইলেও
তখন পদ্মপাদকে অভিনন্দন করিলেন । ১১০ ।

আমি এই পুস্তকের ভার আপনার গৃহে
অর্পণ করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গমন করিতে
মনন করিতেছে । হে বিহ্বন্! যে রূপ গোগৃহ ই-

সেতুং গচ্ছামীত্যত্র সেতুং ভ্রাতৃ সেতুং ব-
র্ততে যেহত্র জীবঃ । বিহ্বন্! বন্ধনোগৃহাদৌ
পরেবাং প্রীতিঃ পূর্ণা নন্তথা পুস্তকভারে ॥ ১১১ ॥

ইত্যাভ্যুতঃ । তে মাভুলং মক্ষরীশঃ শিবৈহৃদ্যান্
নেতুমেষ প্রতশ্চে । প্রহাতুঃ শ্রীপদ্মপাদস্য জাতং
ককটং চৈষ্যৎসূচনায়ৈ নিমিত্তম্ ॥ ১১২ ॥

বামং নেত্রং গন্তুরম্পদতৈব বাহুঃ পুঙ্খোরাপি

রক্ষা কার্য্যেত্যাশয়েনোহ হে বিহ্বন্নিতি তবেদং বিমিত্তমিতি
সম্বোধনাশয়ঃ ॥ ১১১ ॥

ভবিষ্যৎসূচনায় ককটং নিমিত্তং জাতং ॥ ১১২ ॥

কিং তদিত্যপেক্ষারামাহ । অস্ত গন্তু রীমং নেত্রম্পদব
তর্থেষ বামো বাহরপি পুঙ্খোরা তথা চ বাম উরুরপি হস্ত খেদে

ত্যানি রক্ষা করিতে সকল গৃহস্থের সম্পূর্ণ প্রীতি
হয়, সেই মত আপনিও আমাদের এই পুস্তক
ভারে প্রীতি প্রকাশ পূর্বক আপনার ভাবিয়া
রক্ষা করিবেন । ১১১ ।

মাভুলকে এই কথা বলিয়া যতিপতি পদ্মপাদ
হৃষ্টচিত্তে শিষ্যগণের সহিত সেতু দর্শনে প্রস্থান
করিলেন । পদ্মপাদ যখন প্রস্থান করেন, তখন
তঁাহার ভবিষ্যৎ ছুঃখের কারণ স্বরূপ ককট হইতে
লাগিল । ১১২ ।

যাইবার সময় তঁাহার বামনেত্র সম্পদিত হইল,
বাম বাহু এবং বাম উরুর ক্ষুরণ হইল, সম্মু-

বাসন্তধোরঃ । চুক্রাণ্যোচ্চৈর্ভুক্ত কশিৎ পুরতা-
ন্তৎসর্বং ত্র্যাক্ ভেনহগ্নিত্য জগাম ॥ ১১৩ ॥

গতেহত্বে মেবে কিল মাতুলস্য গ্রহে দ্বিতেহগ্নিন
গুরুপক্ষহানিঃ । নহু বাচৈক্যতঃ নিরাকর্তব্যমিত্যাদ্য-
নোক্ত্যা নিরাকর্তব্যপি প্রভুত্ব ॥ ১১৪ ॥

পক্ষস্য বাশাব্দগৃহহানি এব নো বরং গৃহেণৈব

কশিৎ পুরতাচুক্রৈশ্চুক্রাব কৃতং কৃতবান তৎসর্বং সোহগ্নগ্নিত্য
বচিতি জগাম ॥ ১১৩ ॥

অগ্নিন পক্ষপাদে গতে সতি অত্রাগ্নিন্ গ্রহে দ্বিতে সতি গুরু-
পক্ষস্ত মহান্ প্রচারঃ নহু বাচৈক্যতঃ নিরাকর্তব্যমিত্যাদ্য-
নোক্ত্যা নিরাকর্ত্বঃ প্রভুত্বঃ নাতি ইদমসমতমিত্যুক্ত্যাংপী-
তিবা উঃ ॥ ১১৪ ॥

একজন যেন উচ্চরবে ক্ষুৎ (হাঁচি) করিতে লাগিল ।
জানবাম্ পক্ষপাদ ঐ সমস্ত গণনা না করিয়া শীঘ্র
গমন করিলেন । ১১৩ ।

পক্ষপাদ গমন করিবার পর তাঁহার মাতুল
মনে মনে বিবেচনা করিলেন । যদি এই পুস্তক
খানি রাখা যায়, তবে আমার গুরুপক্ষের (প্রভা-
করের) হানি হয় । কিন্তু যদি এই পুস্তক
খানি দগ্ধ করিয়া ফেলি, তাহা হইলে গুরুপক্ষের
অত্যন্ত প্রচার হয় । কথা কহিয়া, কি বাদামুবাদ
করিয়া, ভাগিনেয়ের মত মিথ্যারূপ করিতেও আমার
সামর্থ্য নাই । ১১৪ ।

দহামি পুস্তকম্ । এবং নিরুপ্য কামধাতু জ্ঞানং
চুক্রোশ চাগ্নি দহতীতি মে গৃহম্ ॥ ১১৫ ॥

ঐতিহ্যমাত্রিত্য বদন্তি চৈব তদেব মূলং মম-
তায়সেহপি । বাবৎকৃতং তাবদিহাস্য কর্তুঃ পাপং
ততঃ স্যাদ্বিগুণং প্রবক্তুঃ ॥ ১১৬ ॥

তস্মাৎ স্বগৃহেণ সঠৈব পুস্তকং দহামি যতঃ স্বপক্ষনাশাদ-
গৃহনাশ এব নোহস্মাকং বরমিতি স্বমনসি বিচার্য গৃহে বহিঃ
স্থাপিতবান্মে গৃহমগ্নিদহতীতি চুক্রোশ ॥ ১১৫ ॥

নহু গুপ্তমেব ময়া প্রকাশিতং যতো বাবৎকৃতং তাবদে-
বেহ কর্তুঃ পাপং ত্র্যাক্ প্রবক্তুস্ত ততঃ কর্তুঃ সকাশাদ্বিগুণং
ত্র্যাক্ অপ্রকাশিতপ্রকাশকং কখনং কৃতং দ্বিগুণপাপাবহমিতি
বোধনায় প্রশংসঃ ॥ ১১৬ ॥

“অতএব স্বকীয় গৃহের সহিত পুস্তক খানি দগ্ধ
করিব । কারণ, আপনার পক্ষ নাশ অপেক্ষা বরং
আমাদের গৃহনাশ হওয়া ভাল ।” এইরূপ আপ-
নার মনে বিচার করিয়া গৃহে অগ্নি স্থাপন করি-
লেন । “অগ্নি আমার গৃহ দগ্ধ করিতেছে” বলিয়া
আক্রোশ প্রকাশ করিলেন । ১১৫ ।

কোন এক কুকর্ম করিলে যত টুকু পাপ হয়,
যে ব্যক্তি আবার ঐ কুকর্মের কথা প্রকাশ করে,
তাহার দ্বিগুণতর পাপ হইয়া থাকে । সুতরাং
আমি যে ঐ কথা কহিতেছি, এ বিষয়েও ঐ কথা
মূল । সাধারণ লোকে ও এইরূপ কিম্বদন্তী অব-
লম্বন করিয়া পাপ কর্মের কথা কহিয়া থাকে
। ১১৬ ।

গচ্ছন্নসো কুল্লমুনে জগাম তরাশ্রমং যত্র চ
রামচন্দ্রঃ । অশ্বখমূলে নাথিত কাপং স্বয়ং কুশা-
নামুপরি ন্যবীত ॥ ১১৭ ॥

ভীত্বা সমুদ্রং জনকাজ্জায়াঃ সন্দর্শনোপায়-
মনীকমাণঃ । বহুঙ্করায়াং প্রবণাঃ প্রবঙ্গা ন বারি-
রাশৌ প্রবনং ক্ষমস্তে ॥ ১১৮ ॥

সক্ষিস্তয়ম্নিতি কুশাসনসন্নিবিষ্টো জ্যোতিস্ত-
দৈক্কত বিদূরগমেব কিঞ্চিৎ । সম্ব্যাপ্তুবজ্জগদিদং

গচ্ছন্নসো পদ্মপাদঃ কুল্লমুনেস্তং প্রসিদ্ধমাশ্রমং জগাম যত্র
চ রামচন্দ্রোহশ্বখমূলে কাপং ত্রুথিত স্বয়ং কুশানামুপরি ত্র-
বীতং উপবিষ্টবান্ আ० ॥ ১১৭ ॥

সমুদ্রং ভীত্বা জানক্যা যদর্শনং তত্রোপায়মনীকমাণঃ
প্রবঙ্গা বানরা ভূমৌ প্রবণাঃ প্রবনশীলা বারিরাশৌ প্রবনং ন ক্ষ-

কুল্লমুনির যে আশ্রমে অশ্বখ বৃক্ষের মূলে রাম-
চন্দ্র শরাসন স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং যে
আশ্রমে কুশাসনের উপরি উপবেশন করিয়াছিলেন,
পদ্মপাদ যাইতে যাইতে কুল্লমুনির সেই প্রসিদ্ধ
আশ্রমে গমন করেন । ১১৭ ।

বানরেরা সমুদ্রে উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া যে
স্থানে অধোবদনে ধরাতলে বসিয়াছিল—“সমুদ্রে
উত্তীর্ণ হইয়া জানকীকে কিরূপে দর্শন করিব?”
এই উপায় না দেখিয়া রামচন্দ্র যে স্থানে কুশাসনে
উপবেশন পূর্বক দূরবর্তী এক তেজ দর্শন করেন
যে, ঐ জ্যোতি সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছে—সুখ-

সুখশীতলং যৎ সৎ প্রার্থনীয়মনিশং মুম্বিদেবতাভিঃ
॥ ১১৯ ॥

আগচ্ছদাত্মাভিমুখং নিরীক্য সর্বৈ তদ্বত্ত্বকু-
দারবীর্যাঃ । ততঃ পুমাংকারমদৃশ্ততৈতন্মহাপ্রভাম-
গুলমধ্যবর্তি ॥ ১২০ ॥

মধ্যেপ্রভামগুলমৈক্যতাকিতং শিবাকৃতিং সর্ব-
তপোময়ং পুনঃ । লোপাদিমুদ্রাসহিতং মহামুনিং
প্রাবোধি কুস্তোত্তবমাদরাজ্জনৈঃ ॥ ১২১ ॥

মস্তে ইতি সক্ষিস্তয়ন্ কুশাসনসন্নিবিষ্টঃ শ্রীরামচন্দ্রস্তদা বিদূর-
গমেব কিঞ্চিজ্যোতিরৈক্কত তদ্বিশিনষ্টি সংব্যাপ্তবদिति উ०
ব० ॥ ১১৮ ॥ ১১৯ ॥

• এতজ্যোতিঃ উ० ॥ ১২০ ॥

প্রভামগুলমধ্যে ক্ষুরং শিবাকৃতি তপোময়ং জ্যোতি-
রৈক্কত পুনঃ লোপা আদির্ঘস্তান্তথাভূতয়া মুদ্রয়া লোপমুদ্রেতি
যাবত্তয়া সহিতং কুস্তোত্তবমগস্ত্যং জনৈঃ সহ প্রাবোধি জনৈঃ
করগৈরিতিবা ॥ ১২১ ॥

দায়ক ও সুশীতল ঐ জ্যোতির মূনি ও দেবতাগণ
সর্বদা প্রার্থনা করিয়া থাকেন । ১১৮ । ১১৯ ।

ঐ তেজ সকলের সম্মুখে আসিতে দেখিয়া
বলবীৰ্য্যসম্পন্ন তাহারা সকলেই শীত্ৰ উৎখিত হইল ।
অনন্তর মহাপ্রভামগুলের মধ্যবর্তী পুরুষাকৃতি
এক তেজঃ পুঞ্জ দৃষ্ট হইল । ১২০ ।

প্রভা মগুলের মধ্যে সকলে প্রদীপ্ত এবং শিবা
কৃতি ও তপোময় এক জ্যোতি পুনরায় দর্শন করিল ।
অনন্তর সকলে লোপামুদ্রাপন্নীর সহিত মহামুনি

অগস্ত্যদৃষ্টা রঘুনন্দনস্ততঃ সখেদমস্তঃ করণো-
খমত্যজ্ঞং । প্রায়ো মহদর্শনমেব দেহিনাং কি-
ণোতি খেদং রবিবন্দ্যহাতমঃ ॥ ১২২ ॥

সভার্যামর্ধ্যাদিভিরচয়িত্বা রামচন্দ্রজিৎ শিরসা
ননাম । তুষ্ণীং মুহূর্তব্যসনার্ণবস্থো ধৃতিং সমাস্থায়
পুনর্ব্বভাবে ॥ ১২৩ ॥

দৃষ্টা ভবন্তং পিতৃবৎ প্রমোদে যস্মামগা ছুঃখমহা-

অগস্ত্যদৃষ্টা অগস্ত্যং দৃষ্টবান্ ততোদর্শনানন্তরং অস্তঃকর-
ণোখং খেদমত্যজ্ঞং ॥ ১২২ ॥

ছুঃখসাগরস্থো মুহূর্তং তুষ্ণীভূত্বা ধৃতিং সমাস্থায় পুনরুবাচ ॥
১২৩ ॥

পিতৃবদন্তং দৃষ্টা প্রমোদে যস্মাদুঃখমহার্ণবস্থং মাং যমগা:

আগস্ত্যকে আদর পূর্ব্বক দর্শন করিল । ১২১ ।

অগস্ত্য মুনিকে দর্শন করিয়া রামচন্দ্র অস্তঃ-
করণের সমস্ত খেদ ত্যাগ করিলেন । রামচন্দ্রের
ছুঃখ ত্যাগ করিবার কারণ এই, দূর্য্য যেরূপ গাঢ়
তিমির ধ্বংস করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মহৎ ব্যক্তির
দর্শনমাত্র দেহীগণের প্রায়ই সমস্ত খেদ অপহৃত
হয় । ১২২ ।

রামচন্দ্র পাদ্য ও অর্ঘ্যাदि দ্বারা ভার্য্যার সহিত
অগস্ত্য মুনির অর্চনা করিয়া পরে প্রণত মস্তকে
তাহার চরণে পতিত হন । মুহূর্তকাল বিপদ স-
মুদ্রে নিমগ্ন থাকিয়া মৌন অবলম্বন করেন, এবং
ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় বলিতে লাগিলেন
। ১২৩ ।

র্ণবস্থং । মন্যে মমাত্মানমবাণ্ডকামং বংশো মহা-
স্মে তপনাৎ প্রবৃত্তঃ ॥ ১২৪ ॥

ন তত্র মাদৃগ্ জনিতা ন জাতঃ পদচ্যুতোহহং
প্রথমং সভার্য্যঃ । সলক্ষ্মণোহরণ্যমুপাগতশ্চ মারীচ-
মায়ানিহতান্তরঙ্গঃ ॥ ১২৫ ॥

তথাপি ভার্য্যামহত চ্ছলেন স রাবণো রাক্ষস-

আগতানসি অহমাত্মানং প্রপ্তকামং মস্ত্রে এবং মুনিমতিমুখী-
কৃত্য স্বহঃখমাবেদয়তি মে মহান্ বংশস্তপনাদিত্যাৎ
প্রবৃত্তঃ ন তত্রৈতি পরেণায়য়ঃ ইং ॥ ১২৪ ॥

তস্মিন্ বংশে মম সমৃশো নোৎপত্ততে নাপ্যজনিষ্ট কৃত
ইতি চেদেবং বিধেয়ান্ মমেত্যাহ আদৌ সভার্য্যঃ পদাভ্যাং
প্রচ্যুতস্তত্রাপ্যবোধ্যমাং ন স্থিতঃ কিন্তু সলক্ষ্মণোবনমুপা-
গতঃ তত্রাপি মারীচমায়য়া নিহতান্তঃকরণঃ উৎ ॥ ১২৫ ॥

পিতৃ তুল্য আপনাকে দর্শন করিয়া আমি হৃষ্ট
হইয়াছি । কারণ, আপনি আমাকে ছুঃখার্ণবে
মগ্ন জানিয়া আমার নিকটে আগমন করিয়াছেন ।
আমার বিবেচনা হইতেছে—(আমি জন্মগ্রহণ
করিয়াও কখন পূর্ণমনোরথ হইব না) এই কারণে
আমার মহান্ বংশ সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।
। ১২৪ ।

সেই বংশে আমার মতন কেহ জন্মিবে না এবং
কেহ কখন জন্ম গ্রহণ করে নাই । নতুবা আমি
ভার্য্যার সহিত এরূপ রাজ্য হইতে চ্যুত হইলাম
কেন ? রাজ্যচ্যুত হইয়া ও নিস্তার নাই—অযো-
ধ্যানগরেও থাকিতে পারি নাই—লক্ষ্মণের সহিত
বনে আগমন করি । পরে মারীচ রাক্ষসের মায়ায়

পুঙ্গবো মে । সা চাধুনাশোকবনে সমাস্তে কৃশা
বিয়োগাৎ যতএব তস্মী ॥ ১২৬ ॥

তীর্থী সমুদ্রেঃ বিনিহত্য দুষ্টিং বলেন সীতাং
মহতী হরামি । যথা তথোপায়মুদাহর ত্বং ন মে
ত্বদম্ভোহস্তি হিতোপদেষ্টা ॥ ১২৭ ॥

ইতীরিতো বাচমুবাচ বিদ্বান্মা রাম ! শোকস্ত
বশং গতৌহত্বঃ । বংশদ্বয়ে সন্তি নৃপা মহাস্তঃ
সম্প্রাপ্য দুঃখং পরিমুক্তদুঃখাঃ ॥ ১২৮ ॥

তত্রাপি রাক্ষসপুঙ্গবো রাবণো মে ভাষ্যং ছলেনাকৃত তস্মী
কৃশাক্ষী ॥ ১২৬ ॥ ১২৭ ॥ ১২৮ ॥

অন্তরঙ্গ নিহত হয় । তাহাতেও দুঃখের অবসান
হয় নাই, রাক্ষসপতি রাবণ ছলপূর্বক আমার
ভাষ্য জানকীকে হরণ করে । স্বাভাবিক কৃশাক্ষী
সেই জানকী এক্ষণে আমার বিয়োগে আরও
কৃশতনু হইয়া এক্ষণে রাবণের অশোক বনে
বাস করিতেছে ॥ ১২৫ । ১২৬ ।

এক্ষণে যে উপায়ে সমুদ্রে উত্তীর্ণ হইয়া,
দুষ্টি রাবণকে বধ করিয়া, মহৎ বল প্রকাশ
পূর্বক সীতাকে উদ্ধার করিতে পারি; আপনি
এরূপ কোন উপায় উদ্ভাবন করুন । আপনি ভিন্ন
আমার আর কোন হিতোপদেশক জগতে নাই
। ১২৭ ।

রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া সুধীবর অগস্ত্য
মুনি বলিলেন— “রামচন্দ্র ! তুমি ইহার

কমগ্রণী দাঁশরথে । ধমুর্ভূতাং তবানুজ্ঞাপি
সমো ন লক্ষ্যতে । প্রবঙ্গমানামধিপস্য কোটিশো
মামুঞ্চ মামুঞ্চ বচো বিনাথবৎ ॥ ১২৯ ॥

সহায়সম্পত্তিরিয়ং তবাস্তি হিতোপদেষ্টাহপ্য-
হমস্মি কশ্চিৎ । বার্যাং নিধিঃ কিং কুরুতে তবায়ং
স্মরাধুনা গোপ্পদমাত্রমেনম্ ॥ ১৩০ ॥

যজ্ঞং ন তত্র মাদৃগিতি তত্রাহ ভমিতি । তস্মাদিনাথবদ-
নাথবক্তীনং বচো মা মুঞ্চ মা মুঞ্চেতি সংক্রমে বীজা ॥ ১২৯ ॥
জলানাং নিধিঃ সমুদ্রঃ ॥ ১৩০ ॥

জন্য শোকের বশতাপন্ন হইও না । উভয় বংশেই
এমন অনেক উদার চেতা নৃপতি সকল জন্ম গ্রহণ
করিয়াছিলেন—যাঁহারা প্রথমে দুঃখ পাইয়া পরি-
শেষে দুঃখ হইতে মুক্ত হন । ১২৮ ।

হে দাঁশরথে ! ধমুর্ভূতী যত বীর পুরুষ আছে
তুমি সকলের অগ্রগণ্য । তোমার অনুজ লক্ষ্ম-
ণের তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কাহাকেও দেখা
যায় না । কোটি কোটি বানরের অধিপতি সুগ্রীব,
তোমার অধীনতা বহন করিতেছে । অতএব অনা-
থের মতন এরূপ বাক্য আর কখন প্রয়োগ করিও
না—আর কখন মুখে আনিও না । ১২৯ ।

এই সমস্ত তোমার সহায় সম্পত্তি রহিয়াছে ।
আমিও তোমার এক জন হিতোপদেশক রহি-
য়াছি । তবে আর এই সমুদ্রে তোমার কি করিবে ?

পুরেব চার্বকিমহং পিরামি শুক্রেত্রে তেন
প্রতিবাহি লঙ্কায় । এবং ময়া কীর্তিরূপার্জিতা
স্যাৎক্রে তু বার্কৌ তব সাহজিতা স্যাৎ ॥ ১৩১ ॥

সেতুং বার্কৌ বন্ধয়িত্বা জহি ত্বং দুষ্কঃ চৌর্যা-
দ্যেন সীতা হতাসীৎ । প্রাপ্নোষি ত্বং কীর্তিমা-
চন্দ্রতারং তেনাজ্জাক্খি বন্ধয় ত্বং কপীন্দ্রেঃ ॥ ১৩২ ॥

চাক্খঃ সুল্লরশাসাবক্কিচ্ছ তং চাক্খ যথাস্তান্তথেন্তি বা তেন
পানেনান্নিন্ সমুদ্রে শুক্রে সতি সা কীর্তিঃ ॥ ১৩১ ॥

বন্দ্যাদেবং তস্মাৎ সমুদ্রে সেতুং বন্ধয়িত্বা হুঃ জহি যেন
চৌর্যাং সীতা হতা আসীৎ শালিঃ ॥ ১৩২ ॥

তুমি এক্ষণে এই সমুদ্রে গোপ্পদ মাত্র বোধ
করিয়া কার্য্য কর । ১৩০ ।

আর যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে
আমি পূর্বে যেমন এক বার উত্তমরূপে এই সমুদ্রে
পান করিয়াছিলাম তাহাও করিতে পারি । সমুদ্রে
শুক হইলে তুমি সহজে লঙ্কায় গমন কর । এই
রূপে সমুদ্রে পান করিয়া আমি কীর্তি উপার্জন
করিয়াছিলাম । কিন্তু সমুদ্রে বন্ধন করিতে
পারিলে তুমি আবার ঐরূপ কীর্তি উপার্জন ক-
রিতে পারিবে । ১৩১ ।

যে ব্যক্তি চৌর্য্যহুতি দ্বারা সীতাকে হরণ
করিয়াছে, তুমি সেতু বন্ধন করিয়া সেই দুষ্ক লঙ্কা-
ননকে বধ কর । যতকাল জগতে চন্দ্র সূর্য্য
ব্যপ্তিবে, ততকাল তোমার এই অক্ষয় কীর্তি মা-

ইখং যত্র প্রেরিতোহগস্ত্যবাচা সেতুং যামো
বন্ধয়ামাস বার্কৌ দুষ্কঃ শৃঙ্গৈর্বানরৈস্তেন গহা তং
হহাজৌ জানকীমানিনাম ॥ ১৩৩ ॥

তত্তাদৃক্ষে তত্র তীর্থে স তিস্কুঃ স্নাত্বা ভক্ত্যা
রামনাথং প্রণম্য । তত্র শ্রদ্ধাৎপত্তয়ে মানুবাণাং
শিষ্যেভ্যস্তদৈভবং সম্যগুচে ॥ ১৩৪ ॥

তন্মহাজ্যং বর্ণয়ন্তং মূনিং তং পপ্রচ্ছৈনং
কশ্চিদেবং বিপশ্চিৎ । রামেশাখ্য কিং সমাসোপ-
পন্ন পৃষ্ঠস্ত্রেধাবোচদেবং সমাসমু ॥ ১৩৫ ॥

তু স্কৈরুচ্ছিতৈস্তেন সেতুনা তং রাবণং আকৌ সংগ্রামে
১৩৩ ॥ ১৩৪ ॥

কেন সমাসেনোপপন্ন ॥ ১৩৫ ॥

কিবে । অতএব এক্ষণে কপীন্দ্রগণের দ্বারা সমুদ্রে
সেতু বন্ধন করাও । ১৩২ ।

এই রূপে অগস্ত্য মূনির বচনের বশবর্তী হইয়া
রামচন্দ্র সমুদ্রে বানরগণ দ্বারা ও অভ্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ
দ্বারা সেতু বন্ধন করাইয়াছিলেন—এবং সেই সেতু
দ্বারা লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক যুদ্ধে রাবণকে বধ করিয়া
যে স্থানে জানকীকে আনয়ন করিয়াছিলেন ।
ঐরূপ মহাতীর্থে তিস্কু পঞ্চপাদ স্নান করিয়া ভক্তি-
ভাবে রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া তথায় মানবগণের
শ্রদ্ধা জন্মাইবার জন্য শিষ্যদিগের নিকটে রাম-
চন্দ্রের বৈভবের কথা বর্ণন করেন । ১৩৩ । ১৩৪ ।

যখন পঞ্চপাদ সেতুবন্ধ রামেশ্বরের সাহায্য

বহুব্রহ্মত্বং পুরুষং পরং জগো শিবো বহুব্রীহি-
সমাসমৈরয়ং । রামেশ্বরে নামনি কর্মধারয়ং পরং
সমাহঃ স্ম হুয়েশ্বরাদয়ঃ ॥ ১৩৬ ॥

এবং নিশ্চিত্যোদিতং তৎসমাসং শ্রুত্বা তত্রত্যো
বুধো যোহভ্যনন্দঃ । অস্তোজাজ্জি স্তৈরথ স্তৃষমানঃ
কক্ষিৎ কালং তত্র যো গীড়নৈষীৎ ॥ ১৩৭ ॥

রামেশ্বর ইতি তৎপুরুষং কেবলং ত্রীরামচন্দ্রো জগো
শিবস্ত রাম ঐশো যন্তেতি বহুব্রীহিসমাসং কেবলমুক্তবান্ ইচ্ছা-
দমস্ত রামচাসাবীশ্বরশ্চেতি কর্মধারয়ং পরং সমাহঃ স্ম উঃ ॥
১৩৬ ॥

তস্তা রামেশাধ্যায়াঃ সমাসং তত্রত্যো বিপশিৎসমুদায়ঃ
যোগীট্ যোগীশঃ শালিঃ ॥ ১৩৭ ॥

বর্ণনা করেন, তখন কোন এক জন বিদ্বান্ শিষ্য
গুরুকে জিজ্ঞাসা করে—“রামেশ” এই পদটী
কোন সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে? শিষ্যের এই
কথা শুনিয়া পদ্মপাদ বলিলেন—“রামেশ” এই
পদটী তিন প্রকার সমাস দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে
। ১৩৫ ।

রামচন্দ্র “রামেশ” এই পদে “রামস্য ঐশঃ”
রামের ঐশ্বর অর্থাৎ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
স্বীকার করিয়াছেন । মহাদেব “রামেশ” এইপদে
“রাম ঐশো বস্তু” রাম যাহার ঐশ্বর—এইরূপে
কেবল বহুব্রীহি সমাস স্বীকার করিয়াছেন । ই-
ন্দ্রাদি দেবগণ “রামেশ” এই পদে “রামচাসো
ঐশশ্চেতি” যিনি রাম তিনি ঐশ্বর—এইরূপে
কর্মধারয় সমাস স্বীকার করিয়াছেন । ১৩৬ ।

তস্মাদার্য্যঃ প্রস্থিতোহভূৎ শিষ্যঃ তীর্থস্থানো-
পাত্তচিত্তামলত্বঃ ॥ পশ্যন্ দেশান্ মাতুলীয়ং জগাহে
গেহং দাহং তস্ত পুত্রেন সার্কম্ ॥ ১৩৮ ॥

শ্রুত্বা কিঞ্চিৎখেদমাপেদিবাংসং মত্বা মত্বা ধৈর্য্য-
মাপে দিবাংসম্ । শ্রাবং শ্রাবং মাতুলেষু তীত্রঃ
দাহং গেহস্থানুকম্পাং ব্যধত ॥ ১৩৯ ॥

স্থানেনোপাত্তং চিত্তনির্মলত্বং যেন স তস্ত গৃহস্ত পুস্তকেন
সহ দাহং শ্রুত্বৈতি পরেণাশ্রয়ঃ ॥ ১৩৮ ॥

মত্বা মত্বা পদার্থস্বরূপং জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বা ধৈর্য্যমাগুবন্তং
মাতুলসম্বন্ধিনো গেহস্ত তীত্রং দাহং শ্রুত্বা শ্রুত্বা করুণাং বিহিত-
বান্ তং মাতুলঃ আহেতি শেষঃ এবম্ভূতো পদ্মপাদো বিশ্বস্তে-
ত্যেবমাদিপ্রকারেণ বুভুন্তং মাতুলং ইতি বা সম্বন্ধঃ ইংঃ ॥
১৩৯ ॥

ঐ স্থানের যে পণ্ডিত পদ্মপাদকে “রামেশ”
এই পদের সমাসের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তিনি
পদ্মপাদের নির্দ্ধারিত এই সমাস বাক্য শুনিয়া
অত্যন্ত আহলাদিত হইলেন এবং পদ্মপাদের অভি-
নন্দনা করিলেন । অনন্তর যোগিরাজ পদ্মপাদ
শিষ্যগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া কিছু কাল সেতুবন্ধ
রামেশ্বর তীর্থে কাল যাপন করিলেন । ১৩৭ ।

আর্য্য পদ্মপাদ ঐ তীর্থে স্নান করিয়া চিত্তের
নির্মলতা লাভ পূর্বক শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ঐ
তীর্থ হইতে প্রস্থান করিলেন । যাইবার সময়
নানাবিধ দেশ দেখিতে দেখিতে পুনর্ব্বার মাতুলা-
লয়ে উপস্থিত হইলেন । অনন্তর পুস্তকের সহিত
গৃহ দগ্ধ হওয়াতে মাতুল কিঞ্চিৎ খেদান্বিত হই-

বিশ্বস্য মাং নিহিতবানসি পুস্তকভারং তং চাদহ-
ত্বুতবহঃ পতিতঃ প্রমাদাৎ । তাবন্মে সদন-
দাহকৃতোহনুতাপো যাবান্তস্ত পুস্তকবিনাশকৃতো
মম স্ত্যঃ ॥ ১৪০ ॥

ইথাং ক্রবন্তং তমথো স্তগাদীং পুস্তং গতং বুদ্ধি-
রবস্থিতা মে । উক্তা সমারন্ধ পুনশ্চ টীকাং কৰ্ত্তুং
স ধীরো যতিব্রহ্মবন্দ্যঃ ॥ ১৪১ ॥

দৃষ্টা বুদ্ধিং মাতুলস্তস্তু ভূয়ো ভীতঃ প্রাস্তভ্যো-

নিহিতবানসি স্থাপিতবানসি বর্তমানসামীপ্যে নট । তং চ
প্রমাদাৎ পতিতো হতশোহনহং বং ॥ ১৪০ ॥

স্তগাদীহন্তবান্ টীকাং কৰ্ত্তুমারম্ভং কৃতবান্ ইং ॥ ১৪১ ॥

রাছেন শুনিয়া—পরে পদার্থের স্বরূপ জানিয়া
শৈথিল্যধারণ করিয়াছেন মানিয়া—এবং মাতুলগৃহের
ভীষণ দাহ কাণ্ড শ্রবণ করিয়া—পদ্মপাদ করুণা
প্রকাশ করিলেন । ১৩৮ । ১৩৯ ।

মাতুল তাঁহাকে বলিলেন—তুমি বিশ্বাসের সহিত
পুস্তকভার আমাতে স্থাপন করিয়াছ । কিন্তু প্রমাদ
বশতঃ পতিত হইয়া অনলে ঐ পুস্তক সকল দগ্ধ
করিয়াছ । দেখ পুস্তকের বিনাশ হওয়াতে আমার
বেরূপ অনুতাপ হইয়াছে, লেহুপ অনুতাপ আমার
গৃহ দাহ হওয়াতেও হয় নাই । ১৪০ ।

মাতুলের এই কথা শুনিয়া পদ্মপাদ বলিলেন
“পুস্তক নষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমার ভাবনাতে
কোন কতি নাই । কারণ, এখনও আমার সেই

জনে ভ্রম্যনোমস । কিঞ্চিৎ ক্রম্যং পূর্বমত ক-
মীষ্ট টীকাং কৰ্ত্তুং কেচিদেবং ক্রবন্তি ॥ ১৪২ ॥

অত্রাস্তরেহৈশ্বৈর্নিজবচ্চরন্তিঃ সৈতীর্থযাত্রা
দয়িতৈঃ সতীর্থৈঃ । অর্থাভূপেত্যাশ্রমতঃ কনিষ্ঠৈ-
জ্ঞাতঃ সখেদৈঃ স মুনিঃ সন্মৈকি ॥ ১৪৩ ॥

প্রাস্তং প্রাক্ষিপৎ ন কমীষ্ট সমর্থো নাভূৎ শালি ॥ ১৪২ ॥

অত্রাস্তরে স্বয়ং তীর্থযাত্রাং চরন্তিদয়িতৈঃ স্বীয়ৈঃ সতীর্থৈ-
রাশ্রমাং কনিষ্ঠৈর্বদৃচ্ছযোপেত্যা জ্ঞাতঃ সখেদৈঃ স মুনিঃ সন্মৈ-
কি সংদৃষ্টঃ ইং ॥ ১৪৩ ॥

রূপ বুদ্ধি আছে ।” এই কথা বলিয়া যতিপূজ্য
পণ্ডিত পদ্মপাদ পুনরায় টীকা করিতে আরম্ভ
করিলেন । ১৪১ ।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—মাতুল পদ্মপা-
দের বুদ্ধি দেখিয়া পুনর্বীর ভীত-হইলেন । অব-
শেষে ভোজনকালে যাহাতে মনোবৃত্তি হরণ করে,
এমন এক বিষাক্ত দ্রব্য খাদ্যসামগ্রীতে নিক্ষেপ
করেন । তাহাতেই তিনি পূর্বমত টীকা করিতে
আর সমর্থ হন নাই ॥ ১৪২ ॥

ইত্যবসরে পদ্মপাদের মতন আর কতক
গুলিন লোকে স্বীয় শ্রিয়শিষ্য গণের সহিত তীর্থ-
যাত্রা উপলক্ষে মানাসেন্স পর্য্যটন করিয়া যদৃচ্ছা
ক্রমে ঐ স্থানে আগমন করিয়া তাঁহাকে জ্ঞানিতে
পারিল এবং শিষ্যদের মুনিকে দেখিতে লাগিল
। ১৪৩ ।

ବୃଦ୍ଧା ନିମ୍ନାଦିଃ ଜନ୍ମାତେ ଏବେବୁତ୍ତବାନାନ୍ତୋଜି-
 ସ୍ତେନୁଃ ସଦାନାଃ । ଅତୋଽଽ ଜାଗାମହୁତେ ନହୁଂଚା-
 ନେକାନେହୋହସୋଗଞ୍ଜକ୍ୟାମମାଂସି ॥ ୧୫୫ ॥

বাণীনির্জিতপদ্মগেখরগুরুপ্রাচেতসা চেতসা
 বিভ্রাণা চরণঃ যুনে কিংচিতব্যাপন্নবঃ পন্নবম্ ।
 ধুবন্তঃ প্রভয়া নিবারিততমাশঙ্কাপনঃ কামনঃ রেজে-
 হস্তেবসতাঃ সমষ্টিরহস্তত্যাহিতাত্যাহিতা ॥ ১৪৫ ॥

अनेककालावधिअज्ञानेकात् सति अज्ञातः न्यासि
नमस्तानि वदन्तिहानि ॥ १४४ ॥

বাণ্য নিৰ্জিতাঃ শেৰঙকৰাখীকাৰণো বৰা সা চেতসা নুনঃ
 ত্ৰিশকৰত চরণং বিলাপাং রেজে চরণং বিশিনষ্টি, বিৰচিতব্য
 ভবিতব্যমাশ্রবঃ পদববং ধুবং প্রেতসা নিবাসিতভমমতি-
 শয়েন নিবাসিতমাশকানাং পদমাশৰ্য্যভূতমজানং যেন পুনশ্চ
 কামদং পুরুষাৰ্হচতুষ্টয়প্রদং শিব্যাণাং সমষ্টিং বিশিনষ্টি। অশ্রু-
 ক্ততাং প্রাপকতাং কুংপিপাসাদীনাং তত্যা পত্ৰ্য্য নিমিত্তভূত-
 রা আহিতং স্বীকৃতমত্যাহিতং জীবনাপেক্ষং কৰ্ম বরা সা অত্যা-
 হিতং মহাতীহৌ জীবনাপেক্ষকৰ্ম্মণীতি মেঘিনী শা० ॥ ১৪৫ ॥

ଜୟନ୍ତ: ଡାହାରା ମନ୍ତ୍ରମାଳକେ ଶେଷିଆ ଡାହାର
 ମାନ-ମନ୍ତ୍ରର ରେଖା ଦାରଣ ପୂର୍ବକ ଡାହାକେ ପ୍ରଣାମ
 କରিল । ବହୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟର ଜନ୍ୟ
 ଏକତା ଥାକାନ୍ତେ ଶିବ ପରମ୍ପରା ପରମ୍ପରାକେ ନୟନ
 ନୀତ କରিল ଏବଂ ନୟନର ଶୁଦ୍ଧି କରিল । ୧୫୫ ।

তৎকালে কতকগুলি বিদ্য সমর্থি শ্রবণবাক্য
 দ্বারা অসহ, বৃহৎপতি এবং নারীকিটক সমাজ
 কনিয়া এবং প্রাণহারা কুবাকলা দ্বারা যে কীরণ

॥ तत्रापि नाहमे वसतः सवर्गः ब्रह्मसूत्राः ॥
 अथाऽहमर्थात् । अर्थात् समीपागततः कृतस्मिन्
 विवेकप्रतः सेवितसर्ववर्ती ॥ १४७ ॥

অথ গুরুবরমনবেক্ষ্য নিতাস্তং ব্যথিতহৃদো
 কুনির্বাক্যবিনেয়াঃ । কথমপি রিদিতসৌম্যহৃদ্বার্তাঃ
 সমধিগতাঃ কিল কেবলদেশান্ ॥ ১৪৭ ॥

সান্ত্বেবসতাঃ সমষ্টিঃ কৃতশ্চিদেশদর্শনাৎ সমীপমাগতাৎ
 সেবিতসস্পর্ষতীর্থাদিজ্ঞাৎ বদেদশকীয়াঃ অনুবদাঃ অনুবর্তাঃ
 তপ্রাব ইং ॥ ১৪৬ ॥

অথানন্তরঃ গুরুবরঃ ত্রিশকরমনবেক্ষ্যাত্মকঃ ব্যধিতঃ
 হৃদয়োঃ কথমপি বিমিডা ভগবৎপাদাঃ কেরলেবু সজ্জীতি
 গুরুসব্ধিনী বার্তা যৈতে হুনিব্যাশিষ্যাঃ কেরলাধ্যদেশাৎ সং-
 গ্রাণ্টাঃ । নবমে ভবতি গুরাবুগচিডা ॥ ১৪৭ ॥

নষ্ট হয় তাহা স্বীকার করিয়া ভবিষ্যৎ বিপদ রূপ
পল্লবের কম্পন কর্তা এবং প্রভাবারা শঙ্কান্দ
অজ্ঞানের নিবারক ও ধর্মার্থ কামনোক চারি
প্রকার পুরুষার্থ দাতা হুনিবর শঙ্করের চরণ ধারণ
পূর্বক শোভা পাইতে লাগিল । ১৪৫ ।

একজন ব্রাহ্মণ দেশ হইতে অত্যন্ত নিকটে আসিয়াছেন এবং তিনি সকলভীর্ষ সেবা করিয়াছেন। পরে ঐ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে শিষ্য সকল স্বদেশীয় সুখময় সম্রাট সকল ভূমিতে লাগিল । ১৪৬ ।

জনতার সুবিধার শিক্ষা এবং ও জনের "স্বত্বকে
বেশিভিত্ত করে পাইনি" ব্যক্তি-নামে "জনসেবা। কে-
বল দেশে অবস্থান করিতেছেন" ব্যক্তি-নামে

অজ্ঞানতঃ কতিপতিঃ প্রহর্যেভ্যাকৃত্যঃ কৃষা-
ন্থধর্মপরিপালনসক্তচিত্তাঃ । আকাশকজিঘরকের-
মহীকৃৎসু । ক্রীকেষলৈশ্চ বুনীরাস্ত চরন্ বিরক্তাঃ
॥ ১৪৮ ॥

বিচরমথ কেষলৈশ্চ বিরক্তাঃ নিজশিষ্যাগমনং
নিরীক্য যৌনী । বিনয়েন মহাহুয়ালয়েশ্চ বিন-
মসস্তত নিস্তলাসুতাবঃ ॥ ১৪৯ ॥

আকাশকজিনোহত্যাকৃত্যঃ প্রহাঃ কেরাধ্যাক্ষা বেষু
তেষু কেষলৈশ্চ বুনীকরমাস্ত হিতঃ বঃ ॥ ১৪৮ ॥

অখানন্তরং বিধক্ সর্বগোনিরুপমঃ প্রভাবো যন্ত শ্রীশঙ্করঃ
কেলৈশ্চ বিচরন্ স নিজশিষ্যাগমনং নিরীক্য যৌনী তৈর্ভাষণ-
মকুরাগো মহাহুয়ালয়েশ্চ ব্রীবিধুঃ বিনয়েন নমস্করন্ কৃতিং
কৃতবান্ বসন্তমালিকা ॥ ১৪৯ ॥

মহাস্বামী পাইয়া লকসেই কেরল দেশে প্রস্থান
করিল ॥ ১৪৮ ॥

ঐকান্ত্যে কতিপতিঃ শঙ্কর মাতার অন্ত্যেষ্টি
ক্রিয়া করিয়া অর্থ পালন করিবার জন্য রত
ধাকিয়া গগনলগ্নী হুহুং হুহুং হুহুস্কৃত কেরল
দেশে পর্যটন করত কিরক ভাবে অবস্থান করি
তেছিলেন ॥ ১৪৮ ॥

অবন্তর সর্বমায়ী । অচূন্যপ্রভাবশালী
শঙ্করকে কেরল দেশে বিচরন করিয়া আপনার শিষ্য
গণের আশ্রয় দর্শন করিয়া ও ততঃ তাহাদের
সহিত কোথাকর্তব্য করিলেন ॥ ১৪৯ ॥

অজ্ঞানতঃ কতিপতিঃ প্রহর্যেভ্যাকৃত্যঃ কৃষা-
ন্থধর্মপরিপালনসক্তচিত্তাঃ । আকাশকজিঘরকের-
মহীকৃৎসু । ক্রীকেষলৈশ্চ বুনীরাস্ত চরন্ বিরক্তাঃ
নহি প্রয়োজনেকা ॥ ১৪৮ ॥

ব্রজস্যা হুহুয়ীশ্চ । সত্ববৃত্তিপ্রিজগত্ কসি ভাবনঃ
কিণোবি । বহুধা পরিকীর্ত্যসে চ সত্বঃ বিমিতৈ-
কুণ্ঠশিবাভিধাক্ষিরেকঃ ॥ ১৪৯ ॥

বিবিধেষু জলাশয়েষু সোহয়ং সবিতের প্রতি-

ভূতিমদারয়তি । হে জগদীশ ! সত্বস্বাভ্যাস বিমুক্তরাহিনি-
রীচ্যয়া প্রকৃতাঃ মরিয়া জড়চেতনাত্মকবিশং বিচিত্রং জগদী-
শয়া হ্যং কুরুবে হি বস্মাৎ পরিপূর্ণবাস্তব প্রয়োজনেকা নাতি
লোকবন্তু লীলাটকল্যানিতিত্যাবাৎ ॥ ১৪৮ ॥

নহু ব্রজা সর্বং জগৎ কুরুতে ইতি চেতজাহ হে ঈশ ! হুমেব
ব্রজা সন্ ব্রজা হুজি সত্ববৃত্তি বিকৃঃ সন্ তমসা শিবঃ সন
অতশ্চ স হুমেবৈকো বিধগদিসংজ্ঞাতি বহুধা পরিকীর্ত্যসে ।
১৪৯ ॥

হে জগদীশ্বর ! আপনি সত্য ও অসত্য শূন্য
প্রকৃতি রূপিণী মায়া দ্বারা কেবল লীলা দেখাই-
বার জন্য জড় ও চেতন এই উভয় ভাবে এই জগ-
তের সৃষ্টি করিয়াছেন । কারণ, আপনি পরিপূর্ণ—
আপনার জগৎ সৃষ্টি করিবার কোন প্রয়োজন
নাই—কোন ইচ্ছাও নাই ॥ ১৪৮ ॥

হে ঈশ্বর ! আপনি রাজাগণে জগতের সৃষ্টি
করেন, সত্বগুণে লালন করেন ও তমোগুণে জনতের
সংহার করেন । আপনি এক হইয়াও ব্রহ্মা বিকৃ-
তহেব ইত্যাদি বস্মাৎ প্রকার নামে বহু হইয়া
কবিত হইয়াছেন ॥ ১৪৯ ॥

বিবর্তিতকালঃ । অহমস্যপিতৃঃ । অহমস্যপিতৃঃ । অহমস্যপিতৃঃ ।

বেদোহমি ভবান্ বিভাক্তিরভবঃ ॥ ১৫২ ॥

ইতিদেবমভিষ্ঠু বহির্ভিত্তিতোহনৌ হ্রস্বসম
সম্বিত্তিঃ । ভিত্তিকাবিযোগীনতিষ্ঠেঃ শিরসা-
শিষ্যগণৈরথো ববলেন ॥ ১৫৩ ॥

ভক্তগা কুশলানুযোগপূর্বঃ সদয়ঃ শিষ্যগণেষু

ন কেবলমেতাবদেবাপি তু হ্রস্বমেকোহপি ভবান্ বহ-
রুপমিহং বিধং প্রবিশ্রানেকো বিভাক্তি সদ্ভাক্তমাহ । বিবি-
ধেষু জগাশয়েষু বধাঃ সূর্য্যঃ প্রতিবিম্বিতভাবস্তথাশয়েষু
প্রতিবিম্বিতরূপাঃ সোহিহং ভবানিত্যধরঃ । তথা চ ক্রতিঃ
বধা হ্রস্বঃ জ্যোতিরাশ্বা বিবহানগোতিয়া বহুধৈকোহহুগচ্ছন ।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপোদেবঃ কেদ্রেবেবমজোহরমাশ্বা
ইতি ॥ ১৫২ ॥

ববল ইতি কণ্ঠগিরিট তে তং শিরসাববলিমে ইত্যর্থঃ
॥ ১৫৩ ॥

কেবল ইহা নহে—আপনি এক হইয়াও বহু
রূপী জগতে প্রবেশ করিয়া বহুরূপীর মতন প্রকা-
শমান আছেন । তাহার দৃষ্টান্ত এই—সূর্য্য যেমন
এক হইয়াও নানাবিধ জগাশয়ে প্রতিবিম্বিত
হইয়া অনেক বলিয়া কথিত হয়, আপনিও
তদ্রূপ ॥ ১৫২ ॥

এইরূপ বিশিষ্ট ভাববাক্যে শব্দর বিকৃত
স্তব করিয়া বিকৃত গৃহ সম্মুখানে বাস করিয়া রহি-
লেন । তখন শিষ্যগণ বহুদিন ভক্তর বিরহে কু-
চিত্ত হইয়া ভক্তর আশ্রয় শব্দের বাক্য করিল
॥ ১৫৩ ॥

সাব্বিতেষু । অতিদীনমহাঃ শিরসাববলিমেহল-
দমিকং স লজ্জপাদিঃ ॥ ১৫৪ ॥

ভগবন্তিগম্য রহনাথঃ পথি পদ্মাকমলং নিব-
র্তমানঃ । বহুধা বিহিতানুতীতিনীতো বত পূর্বা-
শ্রমমাতুলেন গেহে ॥ ১৫৫ ॥

অহমস্য পুরোভিদায়নেন্দোরপি পূর্বাশ্রমবাস-
নানুবন্ধাৎ । অপঠং ভবদীহভাব্যলীকামজয়কাজ-
কৃতানুযোগেনম ॥ ১৫৬ ॥

কুশলিনো ভবন্ত ইতি কুশলপ্রসূপকং সদয়ঃ বধাত্তত্তথা
সাব্বিতেষু শিষ্যগণেষু মধ্যে স পদ্মপাদোহলজগদগমিকঃ বধা-
স্তত্তথাহবাদীঃ ॥ ১৫৪ ॥

পূর্বাশ্রমমাতুলেন স্বগেহং প্রতি বহুধা বিহিতানুতী-
নিতো বতন্ত্যস্তথেদে ॥ ১৫৫ ॥

ভেদবাদীনোরপ্যভ্যাগ্রে মম মাতুলোহিমিত্তি পূর্ববাসনা-

“তোমাদের কুশল ত” এইরূপ কুশল
প্রশ্নে শব্দর সদয় ভাবে শিষ্য দিগকে সাহুনা
করিলে পদ্মপাদ কুশলমতে গদগদস্বরে মুহূর্ত্ত
লাগিল ॥ ১৫৪ ॥

ভগবন্তু । আমি রজন্যের নিকট গমন করিয়া
যখন ফিরিয়া আসি, তখন আমার পূর্বাশ্রমের
মাতুল অনুন্নয় ও বিনয় করিয়া আমাকে বিকৃত
নিকটে লইয়া যান ॥ ১৫৫ ॥

আমার মাতুল ভেদবাদী হিসেবে একজন অ-
গম্য ইনি আমার মাতুল এইরূপ পূর্ব বাসনার
প্রভাবে আমি আপনার ভাবের চাকা পাঠ করি

দক্ষদ্রুমধুমুদ্রিণমস্তৈঃ কবচৈর্কণ্টককপিল-
তন্তৈঃ । বস্মিতো বিগমসারলক্ষ্যতৈঃ স্নাতুলঃ ক্রম-
ক্রয়ঃ তব সূক্তৈঃ ॥ ১৫৭ ॥

খড়গাখড়িগবিহারকলিতকুজঃ কাণাদসেনা-
মুখে শস্ত্রাশস্ত্রিকৃতঃ প্রমথঃ বিবমঃ পশ্চৎপদানাং

স্ববন্ধাদঃ তবদীরভাব্যটিকানপঠঃ অন্তঃ টীকায়াং কতোহম-
যোগেন্দোদ্যমো যেন তমজয়ম্ বঃ ॥ ১৫৬ ॥

অজবমিত্যনেনপ্রাপ্তং গর্জং বারয়তি । তব সূক্তৈর্বর্ষভুলৈ-
রক্ষিতস্তমজয়ঃ ন তু স্বসামর্থ্যেনেতিভাবঃ তানি বিশিনষ্টী । দম্বা
তপ্তা চক্রাদিমুদ্রা যেষাং তেষাং মুখপিণ্ডায়কমস্তৈঃ পুনশ্চ ধ্ব-
স্তানি গৌতমাদিশাস্ত্রাণি বৈর্কেদসারলক্ষণমুখাভিতৈঃ স্বা-
॥ ১৫৭ ॥

কিক হে মনে ! যৌক্তিকলক্ষণবংশমৌক্তিকমস্তৈস্তব সূক্ত-

তাহার পর “ঐ টীকাতে কি আছে ?” বারম্বার
ত্রৈরূপ অনুযোগ করাতে আমি তাঁহাকে জয়
করি ॥ ১৫৬ ॥

আমি যে মাতুলকে জয় করিতে পারিয়াছি
তাহাতে আমার কোন কমতা নাই, যুদ্ধকালে
বর্ষ (সাঁজোরা) বেরূপ দেহরক্ষা করে, আমিও
তদ্রূপ আপনার সূক্ত (স্ববচন) ধর্ম আচ্ছাদন
করিয়া মাতুলকে জয় করিতে পারিয়াছি । যাহা-
দের চক্রমুদ্রা প্রভৃতি মুদ্রা সকল দম্ব হইয়াছে,
আপনার সূক্ত, তাহাদের মুখ আচ্ছাদন করিবার
মন্ত্র স্বরূপ । গৌতম প্রণীত ন্যায়দর্শন ও কপিল
মুনি প্রণীত সাংখ্য দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র সকল আপ-
নার বাক্যে পরাস্ত হইয়াছে । বেদান্তের সার-
রূপ অমৃত দ্বারা আপনার বাক্য মিশ্রিত—সুতরাং

পদম্ । যটীযটীতবক কপিলমলে বেরূপ মনে !
তাবকৈঃ সূক্তৈঃ যৌক্তিকবংশমৌক্তিকমস্তৈঃ স্বা-
দ্যন্তৈঃ বস্মিতঃ ॥ ১৫৮ ॥

অথ গুচহরো যথাপুরং মামভিনন্দ্যাহিতমংক্রি-
য়স্য তস্য । অধিসম্মনিধায় ভাব্যটীকামহমস্যায়ম-
শক্তিতো নিশামাম্ ॥ ১৫৯ ॥

কস্মিন্তঃ কবচৈরিব রক্ষিতঃ কাণাদসেনামুখে খড়গাখড়িগবিহা-
রেণ কলিতাং কুজং নাপদ্যতে, তথা অক্ষপাদানাং গৌতমানাং
পদে শস্ত্রাশস্ত্রিকৃতং প্রমথং নাপদ্যতে । তথা কপিলসৈন্তে যটী-
যটী ভক্তং পেমথং নাপদ্যতে শাঃ ॥ ১৫৮ ॥

অথ পরাজয়ান্তরং যথাপুরং মামভিনন্দ্য সম্পাদিতমংক্রি-
য়স্ত গুচহরস্তাস্ত্র সন্মনি ভাব্যটীকাং নিধায়ামশক্তিত আয়ঃ
গতবান্ নিশামামিত্যস্য পরেণাস্বরঃ বঃ ॥ ১৫৯ ॥

এরূপ বাক্যরূপ বর্ষ আচ্ছাদন করিয়া কেন মাতুল-
কে জয় করিতে পারিব না ? ॥ ১৫৭ ॥

স্মৃতি নক্ষত্রে বংশে (বাঁশ) জল পড়িলে
তাহাতে মুক্তা হয় । যে ব্যক্তি যুক্তি যুক্ত ও বংশ
মুক্তাদ্বারা খচিত আপনার সূক্ত (স্ববচন) দ্বারা
বর্মিত, সেব্যক্তি কণাদের সেনা সম্মুখে খড়গ যুদ্ধের
পীড়া জানিতে পারে না, অক্ষপাদ গৌতম দর্শনের
শস্ত্র প্রহারের প্রম অনুভব করে না, কপিল সৈন্যের
নিকটে যটী প্রহারের খেদ ও তাহার পাইতে
হয় না ॥ ১৫৮ ॥

তাঁহাকে পরাজয় করা হইলে তিনি পূর্বমত
আমার অভিনন্দনা করিয়া আমাকে যথেষ্ট অর্চনা
করেন । কিন্তু তাঁহার মনের ভাব কিছুই জানিতে
পারি নাই । তখন আমি তাঁহার পুহে ভায়ের
টীকা রাখিয়া নিঃশঙ্কমনে গমন করি ॥ ১৫৯ ॥

যুগপর্যায়নৃত্যগ্রফালঙ্ঘনকালকরাবকীল-
জালঃ । দহনোহধিনিশীথমস্য ধাম্মা বত টীকামপি
ভস্মসাদকার্য্যং ॥ ১৬০ ॥

অদহং স্বগৃহং স্বয়ং হতাশৌ বিমতং গ্রহ্মমসৌ
বিদগ্ধকামঃ । মতিমান্দ্যকরং গরঞ্চ ভৈক্ষে ব্যধি-
তাস্যেতি বিজন্ততে স্য বার্তা ॥ ১৬১ ॥

অধুনা ধিষণা যথাপুরং নো বিধুনা নাবিশয়ং

নিশায়ামধিনিশীথমর্জ্জাতাবগিরস্ত ধাম্মা সহ টীকামপি ভস্ম-
সাদকার্য্যং । দহনং বিশিনষ্টি যুগপর্য্যয়ে প্রলয়ে নৃত্যত উগ্রস্ত
মহারুদ্ধস্ত ফালে ললাটে যো অলনো বহিস্তস্ত শিখাবস্তয়ঙ্করং
শিখাজালং যন্ত সঃ ॥ ১৬০ ॥

ইতোবমস্ত বার্তা বিজন্ততে স্য বিলাসং প্রাপ ॥ ১৬১ ॥

গরপ্রভাবশ্চ জাত ইত্যাহ । অধুনা নো বুদ্ধিঃ দৈবেন যথাপুরা

পরে প্রলয়কালে নৃত্যপরায়ণ মহাদেবের
ললাটে বহির শিখার মতন ভয়ঙ্কর ক্ষুলিঙ্গযুক্ত
বহি উগ্রমুক্তি ধরিয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময়
আমার মাতুলের গৃহের সহিত টীকা দগ্ধ করে
॥ ১৬০ ॥

তখন এইরূপ জনশ্রুতিও শুনিতে পাওয়া
গেল “আমার দুঃস্বপ্নি মাতুল স্বীয় মতবিরোধী
গ্রহ্ম খানি দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া স্বয়ং গৃহ
দগ্ধ করেন । এবং যে বস্ত্র খাইলে বুদ্ধিভ্রংশ হয়,
আহারের সময় আমাকে ঐরূপ বস্ত্রও প্রদান
করেন” ॥ ১৬১ ॥

এক্ষণে বিষের কার্য্য আমার দেহে ঘটিয়াছে,

প্রসাদমেতি । বিষমা পুনরীদৃশী দশা নঃ কিমু যুক্তা
ভবদজ্জিকিঙ্করাণাম্ ॥ ১৬২ ॥

গুরুবর ! তব যা ভাষ্যবরেণ্যে ব্যরচি ময়া ললিতা
কিল বৃত্তিঃ । নিরতিশয়োজ্জলযুক্তিযুক্তা সা পথি-
কিল হা বিননাশ কৃশানো ॥ ১৬৩ ॥

প্রযতেহহং পুনরেব যদা তাং প্রবিধাতুং বহুধা
কৃতযত্নঃ । ন যথা পূর্ব্বমুপক্রমতে তাং পটুযুক্তী-
ভগবন্ ! মম বুদ্ধিঃ ॥ ১৬৪ ॥

সংশয়রহিতঃ প্রসাদং নাপ্রোতি । বিষমা পুনরীদৃশী দশা ভবদজ্জি-
কিঙ্করাণামস্মাকং কিমু যুক্তাহপিতু নৈব যুক্ত্যত্যাঃ ॥ ১৬২ ॥

অতিদুঃখিতঃ সাক্রোশং পুনরাহ গুরুবরেতি উপচিত্রা ॥ ১৬৩ ॥

নহু পুনস্তপৈব রচনীয়েত্যাশঙ্কাহ । যদা বহুধাকৃতপ্রযত্নস্তাং
বিধাতুমহং প্রযতে হে ভগবন্ ! তদা যথাপূর্ব্বং তাং পটুযুক্তীশ্চন
বুদ্ধিঃ নোপক্রমতে ॥ ১৬৪ ॥

পূর্ব্বমত আমার বুদ্ধির ক্ষুণ্ণি নাই—দৈববলে
আমার বুদ্ধি, আর সংশয় রহিত প্রসাদগুণ পাই-
তেছে না । আমরা আপনার চরণের কিঙ্কর—
অতএব আমাদের এরূপ বিষম দুর্দশা হওয়া কি
উচিত ? ॥ ১৬২ ॥

গুরুদেব ! আমি আপনার বরণীয় ভাষ্যে যে
সুন্দরবৃত্তি রচনা করিয়াছিলাম—নিরতিশয় উজ্জল
যুক্তিসঙ্গত সেই রচিত বৃত্তি (টীকা) হায় ! পথ-
মধ্যে অনলে নষ্ট হইয়াছে । ১৬৩ ॥

ভগবন্ ! আমি এক্ষণে অনেক যত্ন করিয়া

কৃপাপারাবারং তব চরণকোণাগ্রমরণং গতা
দীনাং দূনাঃ কতি কতি ন সর্বেশ্বরপদম্ । গুরো !
মন্ত নমন্তঃ ক ইব মম পাপাংশ ইতি চেন্মুখা মাভা-
ষিষ্ঠাঃ পদকমলচিন্তাবধিরসৌ ॥ ১৬৫ ॥

ইতিবাদিনমেনমার্ধ্যাপাদঃ করুণাপ্রকর-

কৃপাসমুদ্রঃ তব চরণকোণাগ্রঃ অরণ্য শরণং সেবামন্তি তে
পুংসঃ দীনা অপি দূনাঃ খিন্না অপিসর্বেশ্বরপদং কে কেন প্রাপ্তা
অপি তু সর্বেষপিপ্রাপ্তাঃ । হে গুরো ! নমনং গুরোঃ ! কর্তুর্মম
ক ইব মন্তরপরাধঃ মন্তঃ পুংস্তপরাধেহপি নমুযোহপি প্রজাপতা-
বিত্তি মেদিনী । পাপাংশ ইতি চেৎ তজ্জদৌ পাপাংশো গুরুপদ-
কমলচিন্তনমেবাবধিযুক্তেতি মুখা মাভাষিষ্ঠাঃ শিঃ ॥ ১৬৫ ॥

করুণাপ্রকরণমিষ্টং অন্তরঙ্গং যন্ত স আৰ্য্যপাদঃ শ্রীশঙ্করা-
চাৰ্য্য ইত্যেবং বাদিনমেনং পদ্যপাদঃ পীযুষসমুদ্রতুল্যরপান্তো

পুনর্বার সেরূপ রুত্তি রচনা করিতে যত্নবান হই-
য়াছি । কিন্তু পূর্বমত আমার বুদ্ধি আর সূক্ষ্মযুক্তি
সকল সংগ্রহ করিতে পারে না কেন ? ১৬৪ ।

আপনার চরণ কোণের অগ্রভাগ দয়ার সমুদ্র
স্বরূপ, তাহাই আমাদের রক্ষাকর্তা । তথাপি আমরা
পূর্বে দীন হইয়াও (খিন্ন হইয়াও) কেন সর্বেশ্বর্য্য
পদপ্রাপ্ত হইলাম ? । গুরুদেব ! আমি যখন আপ-
নার কাছে প্রণত—তখন আমার অপরাধ কি ? ।
যদি বলেন—আমার কোন পাপের অংশ ঘটিয়াছে,
তাহাতেই এই রূপ দুর্দশা । “কিন্তু তাহা হইলে
গুরুর পাদপদ্ম চিন্তা যাহার সীমা—সেরূপ কোন
পাপাংশ ঘটিয়াছে”—আপনি একরূপ মিথ্যা কথা
কদাচ বলিবেন না । ১৬৫ ।

স্তিতাস্তরঙ্গঃ । অমৃতাকিসলৈরপান্তমোহৈর্কচনৈঃ
সাস্তয়তি স্র বস্তুবন্ধৈঃ ॥ ১৬৬ ॥

বিষমো বত কৰ্শ্ণগাং বিপাকো বিষমোহোপম-
দুর্নিবার এষঃ । বিদিতঃ প্রথমং ময়াহয়মর্থঃ কথিত-
শ্চান্ন হুরেশদেশিকায় ॥ ১৬৭ ॥

পূর্বং শৃঙ্গক্ষাধরে মৎসমীপে প্রেম্না যাহসৌ
বাচিতা পঞ্চপাদী । সা মে চিত্তান্ নাপয়াতাদ্যা
শোকো যাতাচ্ছীত্রং তাং লিখেত্যাখ্যদার্য্যঃ ॥ ১৬৮ ॥

নিরাকৃতো মোহো যৈর্কচনৈঃ স্তন্দরো বন্ধনং গ্রহনং বেদান্তে
কচোভিঃ সাস্তয়তি স্র বস্তুমালিকা ॥ ১৬৬ ॥

বতেতিথেদে বিবজ্জন্মমোহতুল্যশ্চাসৌ দুর্নিবারৈঃ
কৰ্শ্ণগাং বিপাকঃ বিষমোহস্তি প্রথমমেবহময়ামর্থো জ্ঞাত-
হুরেশরাচাৰ্য্যায় কথিতশ্চ ॥ ১৬৭ ॥

অতোহদ্য তে শোকো যাতাৎ অগচ্ছত শীঘ্রং তাং লিখে
ত্যাৰ্য্যঃ শ্রীশঙ্করো অবোচৎ শালিঃ ॥ ১৬৮ ॥

পদ্যপাদের এই সমস্ত কথা শুনিয়া আৰ্য্যপাদ
শঙ্কর করুণাপূর্ণ হৃদয়ে অমৃত সমুদ্রের তুল্য ও
স্তন্দর রচনা বিশিষ্ট বাক্য সমূহদ্বারা পদ্যপাদকে
সাস্তনা করিতে লাগিলেন । ১৬৬ ।

বিষজাত মোহের তুল্য অনিবার্য্য এই কৰ্শ্ণবি-
পাক যে অত্যন্ত বিষম—এই অর্থ আমি প্রথমেই
জানিতে পারি—পরে হুরেশরাচাৰ্য্যকে প্রকাশ
করি । ১৬৭ ।

“পূর্বে শৃঙ্গ পর্বতে আমার নিকটে আদরের
সহিত তুমি যে পঞ্চপাদী (গ্রন্থবিশেষ) প্রকাশ কর,

আশ্বাস্যেখং জলজচরণং ভাষ্যকুং পঞ্চপাদী-
মাচখ্যো তাং কৃতিমুপহিতাং পূর্বযৈবানুপূর্ব্যা ।
নৈতচ্চিত্রং পরমপুরুষে ব্যাহতজ্ঞানশক্তৌ তস্মিন্
মূলে ত্রিভুবনগুরৌ সর্ববিদ্যা প্রবৃত্তেঃ ॥ ১৬৯ ॥

প্রসভং স বিলিখ্য পঞ্চপাদীং পরমানন্দভরণে
পদ্মপাদঃ । উদতিষ্ঠদতিষ্ঠদভ্যরৌদীং পুনরুদা-
য়তি তু স্ম নৃত্যতি স্ম ॥ ১৭০ ॥

অমুনা প্রকারেণ পদ্মপাদমাখ্যস্ত ভাষ্যকারস্তাং পঞ্চপাদীং
কৃতিং পূর্বযৈবানুপূর্ব্যা যুক্তমাচখ্যো চিত্রং মন্থানান্ প্রত্যাহ ।
অব্যাহতা জ্ঞানশক্তির্যস্ত তস্মিন্ ত্রিভুবনগুরৌ সর্ববিদ্যা প্রবৃত্তে
মূলে মহাপুরুষে তৎচিত্রং ন ভবতি মং ॥ ১৬৯ ॥

স পদ্মপাদঃ প্রসভং হঠেন পঞ্চপাদীং বিলিখ্য পরমানন্দা-
তিশয়েনোদতিষ্ঠদুদতিষ্ঠং পুনঃ সমমতিষ্ঠং পুনরভ্যরৌদীদা-
নন্দাশ্রয়মুখং পুনরুদায়াতি স্ম তু পুনরুদায়াতি স্ম বসন্ত-
মাগি ॥ ১৭০ ॥

তাহা আমার চিত্র হইতে অপস্থত হয় নাই ।
অতএব অদ্য তোমার শোক নষ্ট হউক—শীঘ্র
সেই টীকা লেখ ।” এই কথা বলিয়া আর্ঘ্যপাদ
শঙ্কর, পদ্মপাদকে উপদেশ দিলেন । ১৬৮ ।

ভাষ্যকার শঙ্কর এইরূপে পদ্মপাদকে আশ্বা-
সিত করিয়া পূর্বমত আনুপূর্বিক সেই পঞ্চপাদী
(গ্রন্থ) প্রকাশ করিলেন । শঙ্করের পক্ষে ইহা আ-
শ্চর্য্য নহে—কারণ ষাঁহার জ্ঞানশক্তি কখনই
ব্যাহত হয় না—যিনি সমস্ত বিদ্যা প্রবৃত্তির মূল—
সেই ত্রিভুবন গুরু পরমপুরুষ শঙ্করে ইহা বিচিত্র
নহে । ১৬৯ ।

কবিতাকুশলোহথ কেয়লক্ষ্মাকমনঃ কশ্চন রাজ-
শেখরাখ্যঃ । মুনিবর্ধ্যমমুং মূদং বিতেনে নিজকৌ-
টীরনিঘৃষ্টপামখ্যাগ্র্যম্ ॥ ১৭১ ॥

প্রথমে কিমু নাটকজয়ী সেতামুনা সংঘমিনা
ততো নিযুক্তঃ । অয়মুত্তরমাদদে প্রমাদাদনলে সা-
হুতিতামুপাগতেতি ॥ ১৭২ ॥

কমনো রজকঃ নিজকৌটীরৈঃ কিরীটসম্বন্ধিরনৈর্নিষ্ঠঃ
পদনখাগ্র্যং যস্ত সঃ তাদৃশং অমুং মুনিং মূদং বিতেনে বি ॥ ১৭১ ॥

এবং প্রমাদিতেনামুনা সংঘমিনা সা নাটকজয়ী প্রথমে
ইতি ততো নিযুক্তঃ প্রমাদাদগৌ সাত্ততিতামুপাগতেতীদম-
ত্তরমুপাদদে ॥ ১৭২ ॥

পদ্মপাদ পরম আনন্দের সহিত সবেগে সেই
পঞ্চপাদী (গ্রন্থ) লিখিয়া লইয়া উত্থিত হইলেন—
অবস্থান করিলেন—রোদন করিলেন—পুনর্বার
উচ্চৈঃস্বরে গান করিলেন এবং নৃত্য করিতে লাগি-
লেন । ১৭০ ।

অনন্তর কবিতাকুশল রাজশেখর নামক কেয়লা-
ধিপতি, আপনার কিরীটের রত্নরাশি দ্বারা গুরু
পদনখের অগ্রভাগ সকল রঞ্জিত করিয়া মুনিবর
শঙ্করের হর্ষ বিস্তার করিলেন । ১৭১ ।

কেয়লপতির বিনয়ে ও নম্রতায় প্রসন্ন হইয়া
সংঘমী শঙ্কর বলিতে লাগিলেন—“সেই তিন
খানি নাটক আছে ত ?” । শঙ্করের এই কথা

মুখতঃ পঠিতাং মুনীনুনা তাং বলিথমেব বিসি-
স্নয়েহ্থ ভূপঃ । বদ কিঙ্করবাণি কিঙ্করোহহং
বরদেতি প্রণমন্ ব্যজিজ্ঞপচ্ ॥ ১৭৩ ॥

নৃপকালটিনামকাগ্রহাদ্বিজকক্ষ্মানধিকারিণোহদ্য
শপ্তাঃ । ভবতাপি তথৈব তে বিধেয়া বত পাপা
ইতি দেশিকোহশিষ্যন্তম্ ॥ ১৭৪ ॥

তাং নাটকত্রয়ীং হে বরদ ! কিঙ্করোহহং কিং করবাণীতি
প্রণমন্ বিজ্ঞাপিতবান্ ॥ ১৭৩ ॥

এবং রাজশেখরেন বিজ্ঞাপিতো দেশিকঃ শ্রীশঙ্করো নৃপ-
কালটিনামকাগ্রহারাঘোষান্তে দ্বিজকক্ষ্মানধিকারিণ ইতি অদ্যে-
দানীং শপ্তাভবতাপি তথৈব বিধেয়াঃ যতঃ পাপা ইতি রাজান-
শিষ্যং ১৭৪ ॥

শুনিয়া ভূপতি উত্তর দিলেন প্রমাদক্রমে তিন
খানি নাটক অনলে দগ্ধ হইয়াছে । ১৭২ ।

মুনিবর শঙ্কর পুনর্ব্বার মুখ দিয়া পাঠ করিতে
লাগিলেন । ভূপতি ঐ পঠিত নাটক তিন খানি
লিখিয়া লইয়া বিস্মিত হইলেন । “হে বরদ !
এক্ষণে এই কিঙ্কর আপনার কি করিবে” ভূপতি প্র-
ণাম পূর্ব্বক এই কথা জানাইলেন । ১৭৩ ।

রাজ শেখরের এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলি-
লেন । নৃপকালটি নামক অগ্রহারে (ব্রাহ্মণ
বাসস্থানে) ব্রাহ্মণের আচার ও কৰ্ম্মে অনধিকারী
সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে জ্ঞাদ্য আমি অভিসম্পাত
করিয়াছি । আপনিও সেই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণদি-
গকে সেই রূপ শাপ প্রদান করিবেন । শঙ্কর
এই কথা বলিয়া রাজশেখরকে উপদেশ দিলেন
। ১৭৪ ।

পদ্মাজ্ঞৌ প্রতিপদ্য নটবিবৃতিং তুষ্কে পুনঃ
কেরলক্ষ্মাপালো, যতিসার্বভৌমসবিধং প্রাপ্য
প্রণম্যাজ্ঞসা । লক্কা তস্য মুখাৎ স্ননাটকবরাণ্যানন্দ-
পাথোনিধৌ মজ্জংস্তৎপদপদ্যুগ্মমনিশং ধ্যায়ন্
প্রতস্থে পুরীম্ ॥ ১৭৫ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তৎতীর্থযাত্রাটনার্থকঃ ।

সংক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গোহজনি চতুর্দশঃ ॥ ১৪ ॥

উপসংহরতি । পদ্মপাদে নটবিবৃতিং প্রতিপদ্য তুষ্কে সতি
পুনঃ কেরলভূপালো যতিসার্বভৌমস্ত সবিধং সনীপং প্রাপ্য-
জ্ঞসা ঝটিতি প্রণম্য তস্ত মুখাৎ স্ননাটকবরাণি লক্কানন্দজলধৌ ম-
জ্জংস্তস্ত চরণকমলগুগ্মমনিশং ধ্যায়ন্ পুরীং প্রতস্থে শাং ॥ ১৭৫ ॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংসপরিব্রাজকচাৰ্য্যাবলগোপাল-

তীর্থ শ্রীপাদশিষ্য দত্তবংশাবতংস রামকুমার-

স্বরূপনপতিকৃতে শ্রীশঙ্করচাৰ্য্য-

বিজয়ডিঙিমে চতুর্দশঃ

সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

পদ্মপাদ তখন মুনিবর শঙ্করের প্রসাদে নট
বিবৃতি (টীকা) পুনর্ব্বার লাভ করিয়া অত্যন্ত
সন্তুষ্ট হইলেন । কেরল ভূপতি, যতিরাজ শঙ্করের
নিকটে যাঁইয়া শীত্র প্রণাম করিলেন । পরে তাঁ-
হার মুখ হইতে আপনার উৎকৃষ্ট তিন খানি
নাটক লাভ করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন ।
তখন তিনি শঙ্করের ছুই খানি পাদপদ্ম বারম্বার
ধ্যান করিতে করিতে আপনার রাজধানীতে প্রস্থান
করেন । ১৭৫ ।

ইতি চতুর্দশ অধ্যায়ঃ ॥

অথ শিষ্যবরৈর্যুতঃ সহশ্রৈরনুযাতঃ স স্তম্বনা
৮ রাজা । ককুভোবিজিগীষুরেষ সর্বাঃ প্রথমঃ
সেতুমুদারবীঃ প্রত্যহে ॥ ১ ॥

অভবৎ কিল তন্তু তত্র শাক্তৈর্গিরিজার্চাক-
পটান্ মধুপ্রসক্তৈঃ । নিকটস্থবিতীর্ণভূরিমোদন্তু-
টরিষ্ঠৎপটুযুক্তিমান্ বিবাদঃ ॥ ২ ॥

নিবৃত্তিঃ কুর্তিতি প্রার্থিতোমধ্যার্জুনেশো লিঙ্গাগ্রাৎ সাবয়বরূপেণ
নিক্রম্য মেঘবৎগভীরয়া গিরা দক্ষিণহস্তমুদ্যম্য সত্যমবৈতং
সত্যমবৈতং সত্যমবৈতমিতি ত্রিকৃত্যলিঙ্গাগ্রে অন্তর্দধে ।
পশুতাং নরাণাং মহদদ্ভুতমাসীৎ তত্তজ্ঞাশ্চ তদেবাহ্বিতাঃ শ্রীশঙ্কর-
মেব সঙ্গুরুং কুসোমাগণপতীশার্চাচ্যুতার্চাপরাঃ প্রাতঃ-
স্নানাদিবিশুদ্ধাঃ পঞ্চযজ্ঞপরায়ণাঃ ঐতিসংবাদিতাচারগাঃ
শুদ্ধাঈতপরায়ণা বভূবুঃ । এবং তচ্ছস্থানদৈবতবাদিনঃ কৃষা
প্রমথৈঃ শঙ্কর ইব শিষ্যনামেতো রামেশ্বরং প্রতিজাগামেতি ॥
১ ॥

অথ দিগ্বিজয়কৌতুকং সপত্রিকরং নিক্রময়িতুমপক্র-
মতে । অথাস্তনরং পদ্মপাদহস্তামলকসমিৎপাণিচিহ্নিলাস
জ্ঞানকন্দবিষ্ণুগুপ্ত-শুদ্ধকীর্তি-ভানু-মরীচি-কৃষ্ণদর্শন-বুদ্ধিবিরিক্ধি-
পাদশুদ্ধাস্তানন্দগিরিপ্রমুখৈঃ সহশ্রৈঃ শিষ্যবরৈর্যুতঃ স্তম্বনা
রাজা চাহুযাতঃ সর্বাদিশোবিজিগীষুঃ সৈব উদারবীঃ
শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ প্রথমং সেতুং প্রতিপ্রত্যহে বসন্তমালিকা ॥
অত্র প্রাচীনানুরোধেন মধ্যার্জুনং প্রাপ্য ততঃ সর্বাঃ ককু-
ভোবিজিগীষুঃ প্রথমং সেতুং প্রতিপ্রত্যহ ইতি ব্যাখ্যায়
তথাপি শ্রীশঙ্করাচার্য্যো মধ্যার্জুনং নাম শিবাভিভূতহলবিশেষং
প্রাপ । মধ্যার্জুনেশানমদৃষ্টপূর্ব্বং বিদ্যাভিঃ পূজিতপাদপদ্মম্ ।
বুদ্ধোপচারৈরভজৎ পরেশং নিম্পাপতাং প্রাপ কলৈকপাত্রম্ ।
তত্র কিল ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ সদাশিবমেবমব্রবীৎ আমি-
মধ্যার্জুন ! সর্বোপনিষদর্থোহসি সর্বজ্ঞোহসি তস্মান্নিগমানি
তাৎপর্য্যগোচরং দৈবতমবৈতং বেতি সংশয়ন্ত সর্বৈবাং পশুতাং

ও আনন্দগিরি প্রভৃতি সহস্র ২ শিষ্যগণ সঙ্গে
লইয়া, ও স্তম্বনা রাজার অগ্রসর হইয়া ও সকল
দিক্ জয় করিতে মনন করিয়া—প্রথমে সেতুবন্ধে
প্রস্থান করেন । ১ ॥

এই স্থানে কালীপূজার ছল করিয়া বাহারা
মদ্যপান করিত, সেই সমস্ত শাক্তদিগের সহিত
আচার্য্যের প্রথমে বিবাদ হয় । এমনই বিবাদ
হইল যে, বিবাদের যুক্তি দ্বারা নিকটস্থ লোক
সকল ভূরি আমোদে মত্ত হয় । এবং পটু যুক্তি
সকল, বিবাদে পরিস্ফূর্ত্ত হইতে লাগিল * । ২ ।

এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয়ের
কৌতুক, সবিস্তারে বর্ণিত হইবে । তজ্জন্য
তাহার উপক্রম করা হইতেছে । অনন্তর উদার-
মতি আচার্য্য শঙ্কর, পদ্মপাদ, হস্তামলক, সমিৎ-
পাণি, চিহ্নিলাস, জ্ঞানকন্দ, বিষ্ণুগুপ্ত, শুদ্ধকীর্তি,
ভানুমরীচি, কৃষ্ণদর্শন, বুদ্ধিবিরিক্ধি, পাদশুদ্ধাস্ত

এই বিষয়ে প্রাচীনদের মত আছে যে শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়
করিতেযাত্রা করিয়া প্রথমে (যে স্থানে মধ্যার্জুন নামে শিব আবি-
ভূত হন) সেই স্থানে গমন করেন । আচার্য্য, মধ্যার্জুন
শিবকে পূর্ব্ব কখন দেখেন নাই । কালী, ভায়া, মহাবিদ্যা
প্রভৃতি বিদ্যা সকল মধ্যার্জুননের পদ্মপাদ পূজা করিতেছে ।
তখন তিনি জ্ঞানরূপ উপচার দ্বারা পরেশকে ভজনা করিলেন ।
ভজনা করিয়া নিম্পাপ হন ও সকল কলের পরাকাষ্ঠা জানিতে
পারেন । ঐ স্থানে আচার্য্য সদাশিবকে এইরূপ বলিলেন—

তত্র কিল তত্ত শাক্তৈর্কিবাদোক্তবত্তান্ বিশিনষ্টি । যিরি-
জ্জার্চাকপটান্ মধুগ্রসকৈর্কিবাদং বিশিনষ্টি । নিকটস্থেয়ু বিতী-
র্ণোদন্তো বহুমোদো যান্তিস্তাশ্চতাঃ ক্ষুটং যথাত্তান্তপারিত্যস্ত্যঃ
ক্ষুরন্তো যাঃ পট্যশ্চতুরাংকুরন্তদ্বান্ পদৈতিকচিংপাঠঃ ৷ ২ ৷ তথাহি
তত্রস্তা গুরুশেখরং যতিবরং মুখ্যহিভিবাদ্যোচিরে স্বামিন্নমদিদং
মতং শৃণু সিতং চিত্তং পরং পাবনং, আদ্যাশক্তিরশেষকার্যাজননী
শস্তোত্তরগেভ্যঃ পরা যন্মায়াবশতো মহৎপ্রমুখং সর্বং জগ-
জ্জায়তে ৷ ১ ৷

তস্তা বাগাদ্যগমাস্তাং সেবাহযোগ্যত্বহেতুতঃ । তদংশায়া
ভবাত্তাস্ত পাদসেবাপরা বয়ম্ ৷ ২ ৷

“প্রভো! মধ্যার্জুন! আপনি সমস্ত উপনিষদের অর্থ স্বরূপ
ও সর্বজ্ঞ। অতএব বেদ কি বেদান্তাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য গোচর
ব্রহ্ম বৈত কি অবৈত? এ বিষয়ে সকলের সংশয় হইয়াছে।
এক্ষণে যাহারা আপনাকে দেখিতেছে, তাহাদের ঐ সংশয়
চ্ছেদন করুন।” শঙ্করের এই প্রার্থনা বাক্য শুনিয়া “মধ্যার্জুন
ঈশ্বর” লিঙ্গের অগ্র হইতে মূর্তিধারণ পূর্বক বহির্গত হইয়া
মেঘের মতন গভীর বাক্যে দক্ষিণহস্ত উত্তোলন পূর্বক “অদ্বৈত
মত সত্য, অদ্বৈতমত সত্য, অদ্বৈতমত সত্য” এই কথা
তিনবার বহিয়া লিঙ্গের অগ্রে পুনরায় অন্তর্দান চন। সে
সমস্ত লোক দেখিতেছিল, তাহাদের তখন অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ
হইল। ঐ দেশে যে সমস্ত আচার্য্যের ভক্ত ছিল, তাহারা
শঙ্করকে সৎগুরু মানিয়া উমা, গণপতি, শিব স্বর্ঘ্য ও বিষ্ণু
এই পঞ্চ দেবতার পূজা করিতে লাগিল। পরে প্রাচীনানাতি
দ্বারা বিশুদ্ধ মনে ব্রহ্মবজ্র, পিতৃযজ্ঞ ইত্যাদি পঞ্চ যজ্ঞ করিতে
রত হইল। অবশেষে বেদোক্ত আচারে নিমগ্ন থাকিয়া
তাহারা শুদ্ধভাবে অদ্বৈত ব্রহ্মের উপসনা করিতে লাগিল।
এইরূপে শঙ্কর ঐ দেশস্থ সকলকে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানী করিয়া
শিবপারিষদের সহিত মহাদেবের মতন আপনার শিষ্য সকল
সঙ্গে লইয়া রামেশ্বরশিবদর্শনে গমন করেন।

শাক্তদিগের অভিপ্রায় এই—তদ্বৈশ্ব্য লোকে গুরুশেখর
যতিবর শঙ্করকে মন্তক দ্বারা অভিষেক করিয়া বলিতে
লাগিল। প্রভো! আমাদের পরিশুদ্ধ মত শ্রবণ করুন।
আমাদের মতে চিত্র অত্যন্ত পবিত্র হয়। যিনি আদ্যাশক্তি,

স্বর্ণনির্মিততৎপাদৈবব্রহ্মীবাঃ সুবাহবঃ । জীবমুক্তিবতো
বিদ্যোপাসকানাং ফলং শ্রুতম্ ৷ ৩ ৷

বিদ্যাধাবিদ্যাঃ চ যন্তদেদোভয়ং সহ। অবিদ্যায়া মৃত্যুঃ
তীর্থাবিদ্যায়ামৃতমশ্রুতে ৷ ৪ ৷

তস্মাৎ কটাক্ষলেশেন মুক্তিদায়া মুমুক্তিঃ । সেবনীয়া প্রব-
ত্থেন প্রকৃতিঃ পুরুষরূপিণী ৷ ৫ ৷

প্রকৃতিশ্চৈশ্বর্যেচৈতি শ্রুতিতত্তদভিন্নতা । সদেবেত্যাদি
বাক্যানি তৎপর্যগি মতানি তু ৷ ৬ ৷

অকারাদেবৈখোংপত্তিঃ প্রণবদ্বন্দ্ব সংমতা । তচ্ছক্তোনাং
ভবানীলজ্যাদিকানাং তথাস্তি সা ৷ ৭ ৷

যিনি সমস্ত কার্যের কারণ, যিনি মহাদেবের গুণ সমষ্টি হইতেও
ভিন্ন বা নির্লিপ্ত, যাহার মায়া দ্বারা মহৎ, পুঙ্খভ্রমাত
প্রভৃতি সমস্ত জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। ১। সেই আদ্যাশক্তি
বাক্য মনের অগোচর, সুতরাং তাঁহাকে সেবা করিতে পারা
যায় না। অতএব আদ্যাশক্তির অংশ স্বরূপ ভবানীর আগরা
পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকি। ২। ভবানীর স্বর্ণ নির্মিত চরণ
সকল দ্বারা যাহাদের গ্রীবা (ঘাড়) পাণ ও বাহু সকল বদ্ধ, অথবা
যাহাদের গ্রীবাদেশে তাঁহার কর সকল বিরামান থাকে, তাহার
নাম জীবমুক্তি। কারণ, যাহারা বিদ্যার উপাসক, তাহাদের
এইরূপ ফল শোনা গিয়াছে। যে ব্যক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যা
এই উভয় জানে, সেই ব্যক্তি অবিদ্যার সহিত মৃত্যু উত্তীর্ণ
হইয়া বিদ্যার সহিত অমৃত (মোক্ষ) লাভ করে। ৩। ৪।
অতএব যিনি কটাক্ষ লেশে মুক্তিদান করেন, সেই পুরুষ রূপিণী
প্রকৃতিকে মোক্ষার্থীগণ সর্বদা সেবা করিবেন। ৫। বেদবাক্যে
প্রকৃতি ও ঈশ্বর এই উভয়ের অভিন্নতা আছে। “সদেব
সৌম্যদম্” ইত্যাদি বেদবাক্য সকল, প্রকৃতি ও ঈশ্বরের
অভেদ বাচক। ৬। প্রণবের মধ্যে যেমন অ, উ, ম (ও)
থাকে, সেই মত আদ্যাশক্তির শক্তি স্বরূপ ভবানী, লক্ষী
ইত্যাদি শক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। ৬। সমস্ত বেদের এই
গূঢ় তাৎপর্য্য যে, চন্দ্রের যেমন চক্রিকা (জ্যোৎস্বা), সেই
মত যিনি কারণ-যিনি প্রভু-সেই চন্দ্রের রূদ্ধা, উদ্বোধকারিণী
ও স্বাধীনবলভা শক্তি আছে। হে যতিবর! যাহার ঐ

সিদ্ধান্তঃ সৰ্বদেবানাং কারণস্ত প্রত্যোঃ পরা । চক্ষুঃ চন্দ্রিকা
বন্দ্যা কক্ষোদ্বোধকরূপিণী ॥ ৮ ॥

স্বাধীনবরভেদ্যুক্তাশক্তীকৃতস্ত ভো যতে ! । সৈবাস্তীযঃ
ভবানীতি নিশ্চয়েন যুতা বয়ম্ ॥ ৯ ॥

নিরবদ্যৈভবন্তিচ কৃত্বা তচ্চিহ্নধারণম্ । সৈবোপাত্তা সৰ্ব-
মাতা মুক্তিদা পরমেশ্বরী ॥ ১০ ॥

ইত্যুক্ত আচার্য্যাবরো মহেশঃ সম্পূহ তান্ সতামিদং
তথাপি । শ্রেষ্ঠস্ত জ্ঞানাং পুরুষস্ত মুক্তেঃ সম্প্রোদিতত্বাং সকলে-
হপি শাস্ত্রে ॥ ১১ ॥

আত্মানমাশ্রনা ধ্যাত্বা মুক্তো ভবতি নাত্মনা । তমেবেত্যাদি
বাক্যানি প্রমাণাত্মন কোটিশঃ ॥ ১২ ॥

অজামিত্যাদিমদেহজাম্বরূপমভিধায় বৈ । ততস্ততঃ পরেশস্ত
মুক্ত্যর্থঃ সম্প্রকাশিতম্ ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চাপিসাধ্যোঃ প্রকৃতেঃ পরস্ত বিকারহীনস্ত স্তবোধতঃ
সা । উক্তাত ঈশস্ত সূতৈকধাম্নো জ্ঞানাদিমুক্তিঃ পরমস্ত ভূয়ঃ
॥ ১৪ ॥

শক্তি আছে তাঁহার নাম ভবানী । আমরাও ইহা নিশ্চয়
করিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকি । ৮।৯। যিনি সকলের
জননী, যিনি মুক্তিদায়িনী, যিনি পরমেশ্বরী, আপনারা নিদোষ
হইয়া চিহ্ন ধারণ পূর্বক তাঁহাকে উপাসনা করুন । ১০।

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন । আপনারা যাহা বলি-
লেন এ সমূদয়ই সত্য । তথাপি প্রকৃতি ও (পুরুষের) মধ্যে
পুরুষশ্রেষ্ঠ । এবং সকল শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রেষ্ঠের
(পুরুষের) জ্ঞান হইলে মুক্তি হইয়া থাকে । ১১। আত্ম দ্বারা
আত্মাকে জানিতে পারিলেই লোকে মুক্ত হয়, আর কিছুতেই
হয় না । “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমতি” কোটি কোটি বেদ-
বাক্য সকল এ বিষয়ে প্রমাণ জানিবে । ১২। “অজামেকাং
লোহিতরূক্ষশুক্লান্” এই বেদমন্ত্রে অজার (প্রকৃতির) স্বরূপ
বলিয়া অনন্তর মুক্তির নিমিত্ত পরমেশ্বরের তত্ত্ব প্রকাশিত
হইয়াছে । ১৩। অপিচ সাংখ্য মতাবলম্বীরা বলেন যে, পুরুষ
প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, তিনি নির্বিকার—তিনি ঈশ্বর, তিনি
একমাত্র সূক্ষ্মরূপ, ঐ নির্বিকার পুরুষকে জানিতে পারিলেই
মুক্তি হইয়া থাকে । যে ব্যক্তির যথার্থ জ্ঞান হয়, সেব্যক্তি

ঐক্যং চোক্তং ব্রহ্মণা জ্ঞানিনোহি ব্রহ্মজ্ঞো ব্রহ্মৈব নান্যোহিতি
কশ্চিৎ । ব্রহ্মেত্যাদৌ বেদবাক্যে তদেব জ্ঞানং সম্যক্ সাধনীযং
ভবতিঃ ॥ ১৫ ॥

বিদ্যা রূপা ভবানী যা প্রোক্তা সা দ্বৈতবেদিনী । তস্তাঃ সং-
সেবনাদ্যস্ত চিত্তশুদ্ধিবিজয়াতে ॥ ১৬ ॥

তস্মাৎ কুঙ্কুমপুগাদি পরিত্যজ্য তথৈব চ । হৈমপাদাদি
চিহ্নানি বিদ্যায়াং রতিমাগতাঃ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মাহমিতি রূপায়াং মুক্তা ভবণ নাত্মনা । এবমুক্তান্ত্যুক্ত-
চিহ্নাঃ সৰ্ব্ব এব পরং পুরুষম্ ॥ ১৮ ॥

স্নানস্নান্যাপরাঃ পঞ্চপূজাদিনিবর্তন্তথা । শুদ্ধাদ্বৈতকৃতশ্রদ্ধাঃ
সচ্ছিন্দ্যস্তমুপাগতাঃ ॥ ১৯ ॥

মহালক্ষ্মী ভক্তা পরমপুরুষঃ শঙ্করমণো সনোতো চূর্ণদ্বা
নিখিলকলদা সৰ্বজননী । মহালক্ষ্মীরাদ্যাং প্রকৃতিরসদিতাদি নি-
গনৈঃ সদেবেতি শ্রুত্যা পরমপুরুষস্তানুগমনোঃ ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মপদার্থের সহিত অভিন্ন । “যে ব্রহ্ম জানিয়াছে সে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম
ভিন্ন আর কিছুই নাই” ইত্যাদি বেদবাক্যেতে যে ব্রহ্মজ্ঞানের
কথা আছে, আপনারা সকলেই তাহার সাধনা করুন । ১৫।
আপনারা বিদ্যারূপিণী ভবানীর কথা যে বলিয়াছেন তাহা দ্বৈত
বোধক । তবে ভবানীর জ্ঞান হইলে আশু চিত্ত শুদ্ধি হয় বটে ।
১৬। অত এবকুঙ্কুমপুগাদি চিহ্ন সকল ও হৈমপাদ প্রভৃতি চিহ্ন স-
কল ত্যাগ করিয়া “আমি ব্রহ্ম” ইত্যাকার জ্ঞানে অনুরক্ত হইয়া
আপনারা মুক্ত হউন । আর কিছুতেই মুক্তি হয় না । এই
কথা শুনিয়া সকলেই চিহ্ন সকল পরিত্যাগ করিল । তাঁহারা
পরমপুরুষ শঙ্করকে প্রণাম করিয়া স্নান স্নান্য করিতে লাগিল
পঞ্চ দেবতার পূজা করিতে লাগিল—পরিশেষে শুদ্ধ অদ্বৈত
বিদ্যার উপর শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্বক শঙ্করের প্রধান শিষ্য হইল
। ১৭। ১৮। ১৯।

অনন্তর মহালক্ষ্মীর ভক্তগণ পরম পুরুষ শঙ্করের নিকটে
আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল । “অসদেব
সদেব” ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা নিম্নল শরীর পরম পুরুষ
পরমেশ্বরের আদ্যাশক্তি মহালক্ষ্মী উক্ত হইয়াছেন । তিনি
সকল ফলদান করেন এবং তিনি সকলের আদিকরণ । ২০।

ব্রহ্মানমোহে জাবস্তে বস্তা যন্তাং পরেশিতুঃ। অপ্যন্তর্ভাব
এবান্তি সৈব সেব্যা মুমুক্তিঃ ॥ ২১ ॥

লক্ষ্যঃ সকারাদনভৎপরগাং পদ্মাক্ষমালাভিরলঙ্কতানাম্।
বাহ্যোশ্চ কঙ্কাক্ষবিভূষিতানাং স্কুঙ্কুমেনাঙ্কিতমন্তকানাম্ ॥ ২২ ॥

হস্তস্থিতা মুক্তিরতোভবন্তিরূপাসনীয়া সকলেশ্বরেরী।
ইত্যুক্ত আহাঙ্কৃতমেতদ্রুতং মতং ভবন্তিঃ শৃণুতাপি তত্ত্বম্ ॥ ২৩ ॥

স্রষ্টাপরায়া ন তু কশ্চিদন্ত একোহদ্বিতীয়ঃ সদস্যংস্বরূপঃ।
তৎসং স আশ্বেতি নিবোধিতঃ ঐতাবানন্দরূপঃ স তু বর্ততে
সদা ॥ ২৪ ॥

প্রকৃততত্ত্বদধীনারা মোচকঃ ন সঙ্গতম্। অহং ব্রহ্মেতি
যো ধাতা তন্ত মুক্তিঃ কসেস্থিতা ॥ ২৫ ॥

অনিতোপ্যাপসকানাং তু লোকবাস্তিস্থাধিধা। অতো
ব্যুৎ পরিত্যজ্য পদ্মকুঙ্কুমধারণম্ ॥ ২৬ ॥

যাহা হইতে ব্রহ্মাদি দেবতাগণের উৎপত্তি—বাহাতে পরনেশ্বরের
অন্তর্ভাব আছে, মোক্ষার্থী ব্যক্তিগণ তাঁহাকেই সেবা করিবেন
। ২১। যাহারা মহালক্ষ্মীর আরাধনায় একান্ত তৎপর—যাহারা
পদ্মাক্ষমালা দ্বারা অলঙ্কৃত—যাহাদের হস্তে পদ্মচিহ্ন বিভূষিত,
কুঙ্কুম দ্বারা যাহাদের মস্তক চিত্রিত হইয়া থাকে—তাঁহাদের
মুক্তি করতলস্থিত জানিবেন। অতএব আপনারা সকলেই
সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী সেই মহালক্ষ্মীকে উপাসনা করুন।

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—আপনারা অতি আশ্চর্য্য
মত বলিয়াছেন। এক্ষণে যাহা প্রকৃত তত্ত্ব, তাহা আপনারা
সকলেই প্রবণ করুন। ২২। ২৩। পরমাত্মাই স্রষ্টকর্তা, আর
কেহ স্রষ্টকর্তা নহে। তিনি এক, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি
সৎ ও অসৎ, তিনি ভক্ত, তিনি আত্মা বলিয়া প্রতিভে বঞ্চিত
হইয়াছেন। সেই পরমাত্মা আনন্দরূপে সর্বদা বর্তমান।
। ২৪। প্রকৃতি ঐ পরমাত্মার অধীন, সুতরাং প্রকৃতির মুক্তি
দান করিবার সঙ্গতি নাই। তবে “আমি ব্রহ্ম” এই বলিয়া
যে ধ্যান করে, তাহার মুক্তি করহিত জানিবেক। ২৫। যাহারা
অনিতা দেবতার উপাসক, তাহাদের পরলোকাদি গমনও
অনিত্য। অতএব আপনারা পদ্ম, কুঙ্কুম চিহ্ন সকল ত্যাগ
করিয়া শুদ্ধ অবৈতবিদ্যা অবলম্বন করুন। তাহা হইবেই

ব্রহ্মানমোহে জাবস্তে বস্তা যন্তাং পরেশিতুঃ। অপ্যন্তর্ভাব
এবান্তি সৈব সেব্যা মুমুক্তিঃ ॥ ২১ ॥

তত আগত্য চাচার্য্যং শারদোপাসনেরতাঃ। পুতপুত্ৰ-
চিহ্নেন যুক্তা নত্যা বভাষিরে ॥ ২২ ॥

স্মিনি! বেদন্ত নিত্যস্বাক্ষরদা নিত্যক্ষপিতী। কারণং
সর্বলোকানাং পরাংপরতরা মত। ॥ ২৩ ॥

জগৎকর্তৃতি নিত্যবাগিতি চ প্রতিবাক্যতঃ। সৈবাস্ব-
ব্রহ্মবিজ্ঞাদি শব্দজ্ঞানৈরুদাহৃত। ॥ ২৪ ॥

শৃণুতাপি তত্ত্বম্। সেব্যাগর্ভৈর্মুক্তিমুক্তিঃ। বাণ্ডাসন-
মেবাতঃ কুরুধ্বং স্প্রায়দ্রুতঃ ॥ ২৫ ॥

নাবেদেত্যাদিবাক্যেন বেদার্থজ্ঞানবর্জিতঃ। তং পরং
বাক্যস্বরূপং না ন বেদেতি প্রকাশনাং ॥ ২৬ ॥

বাক্যস্বরূপমুসন্ধানং সর্বদা নিশ্চয়েনহি। বেদার্থজ্ঞান-
পূর্ণং বৈ এককর্তব্যং দিজ্ঞাতিনা ॥ ২৭ ॥

ইত্যন্তো ভগবানাহ কণ্ঠতাদ্বাদিসঙ্গমাং। সমুদ্ভূতস্ত বেদন্ত
নিত্যতা কথমুচ্যতে ॥ ২৮ ॥

আপনারা মুক্ত হইতে পারিবেন। শঙ্করের এই কথা শুনিয়া
সকলেই তাহার শিষ্য হইল। ২৬। ২৭।

অনন্তর কতকগুলি সরস্বতীর উপাসক শঙ্করের নিকটে
আসিয়া পুস্তক ও পুণ্ড্র (ফৌটা) চিহ্নে চিত্রিত হইয়া শঙ্করকে
প্রণাম পূর্বক বলিতে লাগিল। ২৮। প্রভো! বেদ নিত্য
বলিয়া সরস্বতীও নিত্য। তিনি সকলে লোকের কারণ,
তিনি পরাংপর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ২৯। তিনি জগতের কর্তা,
“বাক্য নিত্য” এই বেদ বাক্য দ্বারা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইত্যাদি
শব্দে কেবল সরস্বতীই উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি শৃণাভীভ,
সকল মোক্ষার্থী ব্যক্তিগণ সরস্বতীর সেবা করিবেন। অতএব
আপনারা সমস্ত বাক্যের উপাসনা করুন। ৩১। “নাবেদ”
ইত্যাদি বেদ বাক্য দ্বারা যে ব্যক্তি বেদ কি বেদের অর্থ
জানে না, সে ব্যক্তি বাক্য স্বরূপ পরমাত্মাকেও জানিতে পারে
না। বেদের এইরূপ মধ্যে ব্রাহ্মগণ সর্বদা বেদার্থের জ্ঞান-
পূর্বক নিশ্চয়ই বাক্যের স্বরূপ অনুসন্ধান করিবেন। ৩২। ৩৩
এই কথা শুনিয়া ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন—কণ্ঠতানু ইত্যাদির

বর্ণনাত্ত নিত্যং বর্ণনাং সত্ততেরুত । নান্যঃ সৰ্বলয়ে
ভেবাং লয়সত্তবহেতুতঃ ॥ ৩৫ ॥

বস্ত নিঃখসিতং বেদা ইতি জ্ঞানবর্ণনাং । বস্তুতঃ
তদনিত্যং চেতি প্রমাণার চান্ত্যনঃ ॥ ৩৬ ॥

মহর্ষিভ্যোরবিঃ প্রাহ সৃষ্টিকালেখিলপ্রভুঃ । যুগান্তে প্রলয়ঃ
বাতঃ বেদমঙ্গলমধিতম্ ॥ ৩৭ ॥

ইত্যুক্তং সূর্যাসিদ্ধান্তে বেদরাশেঃ প্রবর্তনম্ । গতন্ত প্রলয়ঃ
সূর্য্যং শারদানিত্যতা কুতঃ ॥ ৩৮ ॥

অনিত্যত্বেপি বেদানাং ব্রহ্মণোনিত্যতা মতা । নিত্যা সা
শারদাহন্তশ্চৈবৈব রম্যমিদঙ্গপঃ ॥ ৩৯ ॥

আদ্যন্ত জীবন্ত চতুর্মুখন্ত নিত্যত্বশূন্তন্ত মুখে স্থিতায়াঃ ।
অনিত্যতা যা খলু শারদায়া ন সংশয়ো বুদ্ধিমতোহস্তি
কশ্চিৎ ॥ ৪০ ॥

প্রকৃতিঃ পরমা সরস্বতী মহাদাদেঃ সকলন্ত কারণং সা । ইতি
চেন্ন সমঞ্জসং যতোঽৈব পরমাত্মব্যতিরেকিণো মৃষাত্মম্ ॥ ৪১ ॥

যোগে বেদ বাক্য উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তাহার নিত্যতা কি
রূপে হইবে? ৩৪। আর এক কথা-বর্ণ মাত্র নিত্য কি বর্ণ
সমূহ নিত্য? বর্ণ মাত্র নিত্য হইতে পারে না। কারণ, যখন সকল
পদার্থের লয় হইবে, তখন লয় হইবার কারণ থাকতে একটা
বর্ণ থাকিবে, ইহা অযৌক্তিক কথা। “যন্ত নিঃখসিতং বেদাঃ”
বেদ সকল হাঁহার নিঃখাস। এই বচন দ্বারা বেদ জন্য পদার্থ।
বে বস্ত জন্য, সেবন্ত অনিত্য-এরূপ প্রমাণে শেষ পক্ষটাও
বলা যাইবে না। অখিল পদার্থের সৃষ্টি কর্তা ভগবান্ সূর্য্য
(যুগের শেষ সময়ে শিক্ষা কলাদি বড়স সমন্বিত বেদ লয়প্রাপ্ত
হইবেক,) মহর্ষি দিগকেইহা বলিয়া ছিলেন। ৩৭। এইরূপে
সমস্ত বেদের উৎপত্তি সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে কথিত হইয়াছে।
বেদরাশি লয় প্রাপ্ত হইলে সূর্য্য হইতে পুনরুৎপন্ন তাহাদের
প্রবর্তন হয়। অতএব সরস্বতীর কিরূপে নিত্যতা হইবে?
৩৮। বদবতাগণ অনিত্য হইলেও ব্রহ্ম নিত্য এবং শারদা
দেবী নিত্য। অতএব আপনাদের এরূপ তপস্তা রমণীয় নহে। ৩৯।
চতুর্মুখ ব্রহ্ম সকলের আদি জীব এবং তিনি অনিত্য। সেই
চতুর্মুখ ব্রহ্মারমূপে শারদা দেবী অবস্থিত, অতএব শারদা যে
অনিত্য এক দিবসে বুদ্ধিমত্তার কাছে আর কোন সন্দেহ নাই। ৪০।

বাগান্যভীতঃ পরএব ভূমা সদানিবোধ্যঃ প্রকৃতির্ন বাচ্যা ।
সদাদিশৈবৈত এব তন্ত জ্ঞানং সূর্য্যাকপরিণাধীনম্ ॥ ৪২ ॥

জ্ঞাতা তমেব খলু মুক্তিপদং প্রয়াতি মার্গো নচান্য ইতি
বেদ উদাহার । শুদ্ধাযয়ে সততমেব রতা ভবন্তঃ সাদানিকর্ষ-
পরমার্গবুদ্ধিমন্তঃ ॥ ৪৩ ॥

কুর্কম্মনেকহরিতান্ত্রপহার দূরং শুদ্ধিতাঃ সূর্য্যবনন্ত বিযো-
ধতো বৈ । মুক্তা অবিসাখ কদাপি নচাত্মা হীতু্যন্তা বহু-
রখিলা যমিনঃ শ্লিষ্যাঃ ॥ ৪৪ ॥

বামাচারঃ সমেত্যাহন্ততোজ্ঞানবতাং বরম্ । সখিৎস্বরূপম-
জ্ঞায় বৃথাবেষধরো ভবান্ ॥ ৪৫ ॥

নিরতোহদৈতবিজ্ঞানে বদ্ধ্যাপ্তব্রহ্মে যতঃ । লয়েহপি ভেদ-
সত্তাতোহদৈতং নৈব কদাচন ॥ ৪৬ ॥

যিনি পরম প্রকৃতি সরস্বতী; তিনিই মহত্ত্ব প্রভৃতির কারণ।
একথাতেও সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। কারণ, পরমাত্মা ব্যতীত
সকল পদার্থ বৃথা। ৪১। যিনি পরমাত্মা, যিনি সর্বময়, তিনি
বাক্যমনের অগোচর, তিনি সং। প্রকৃতি কখন ওরূপ হইতে
পারে না। “সদেব” ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা সম্যকরূপে পরমা-
ত্মারই জ্ঞানসাধনা করা আবশ্যক। ৪২। “সেই পরমাত্মাকে
জানিতে পারিলেই লোকে মুক্তি পদ হইয়া থাকে। তিনি
ভিন্ন আর কোন পথ নাই” বেদে ইহাই উদাহৃত হইয়াছে।
আপনারা এক্ষণে স্নানাদি কার্যের সকল ফল তাঁহাতে অর্পণ
করিয়া তদুৎপত্তিতে শুদ্ধ অদৈত ব্রহ্মের রত হউন। ৪৩। আপ-
নারা যে সমস্ত পাপ কার্য্য করিয়াছেন, সেই সকল দূরে ত্যাগ
করিয়া সূর্য্যবন পরমাত্মার জ্ঞানে শুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হই-
বেন। আর কিছুতেই মুক্তি হইবার উপায় নাই। এই কথা
বলিবার পর তাঁহারা সকলেই সংযমী শব্দের শিষ্য হই-
লেন। ৪৪ ॥

অনন্তর বামাচারী কতক গুলি লোক আসিয়া জ্ঞানি
বর শব্দকে বলিল। জ্ঞানের স্বরূপ না জানিয়া আপনি বৃথা
সংন্যাসবেশ ধারণ করিয়াছেন। ৪৫। বদ্ধা নারীর পুত্রের
মতন অনিত্য অদৈত বিজ্ঞানে অমুরক্ত হইয়াছেন। প্রলয়কালেও
যখন ভেদজ্ঞান বিদ্যমান থাকে, তখন কিছুতেই অদৈতজ্ঞান

ঈশ্বরের বিমর্শনৈব পৃথগেবাতি সর্বদা। যদা বিনা প-
রেশত ক্রিয়া বরাপি দুর্গতা ॥ ৪৭ ॥

স। শক্তিরস্তীহ সদা স্বতন্ত্রা অগবিধাজী চ শিবস্ত বীজম্।
বিদ্যাশ্রিতা তত্র রতিদতানাং মুক্তিঃ করস্থা কিল নেতরে-
বাম্ ॥ ৪৮ ॥

বিমর্শনং জমব্যক্তং ব্রহ্ম ভূতানয়ো জগতঃ। তৎপরাস্বতোহ-
ভ্যন্তভূতো যদ্যতু তবশম্ ॥ ৪৯ ॥

তত্ত্বাঃ সেবানিরভমনসাং নো নিবেদেহিকারো নাত্যোবৈবং
বিহিতকরণে সিদ্ধতামাগতানাম্। নিষ্টৈশ্চণ্যে পথি বিচরতাঃ
কো বিধিঃ কো নিবেদো ভূতাদীনামলমনসাং ন প্রবৃতির্হি
মানম্ ॥ ৫০ ॥

তন্মাত্তবস্তোহপি বিহার সর্বং বিদ্যাং পরামাশ্রয়তাম্মুইত্যে।

হইতে পারেনা ৪৬। ঈশ্বরের তেও জ্ঞান পৃথক্ ভাবে সর্বদাই
বিদ্যমান থাকে। যিনি ব্যতীত পরমেশ্বরেরও কোন শক্তি
ঘটেনা, সেই শক্তি স্বাধীন ভাবে সদা বিদ্যমান। তিনি অগ-
তের আদি কারণ, তিনি শিবের বীজমন্ত্র, তিনিই বিদ্যাশ্রয়পীণী।
বাহার তাঁহার উপর অসুরক্ত, তাহাদের মুক্তি করতলস্থিত।
অগরের মুক্তি কিছুতেই সম্ভাবনা নাই ৪৭। ৪৮। ভূগু
প্রভৃতি মুনিগণ ব্রহ্মকে বিমর্শ (জ্ঞান) স্বরূপ ও অব্যক্ত বলিয়া
ধাকেন। কিন্তু ঐ ব্রহ্ম সম্বন্ধের আধিক্য বশতঃ পরাশক্তি
রূপে কথিত হইরাছেন। (অন্ত আর বাহ্য কিছু আছে)
তৎসমুদয়ই ঐ শক্তির বশবর্তী ৪৯। আমরা ঐ শক্তির সর্বদা
সেবা করিয়া থাকি। আমাদের নিবেদকার্য্যে কোন অধিকার
নাই। আমরা বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি।
আমাদের সকল কার্য্য সিদ্ধ হইরাছে। ত্রিগুণাতীত পথে
আমরা সদা বিচরণ করিয়া থাকি। সুতরাং আমাদের কোন
বিধি নিবেদ নাই। শুদ্ধচিত্ত ভূগু প্রভৃতি ঋষিগণ বাহ্য
বলিয়াছেন, তাঁহাদের প্রবৃতি কখনই প্রমাণ হইতে পারে না।
৫০। অতএব আপনাদের নব নব মুক্তির জন্য ঐ পরাবিদ্যা
অবলম্বন করুন।

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য শব্দ বলিতে আসিলেন, একথা
কথাট বলিও না। কারণ, “যজ্ঞ” ইত্যাদি বেদবাক্যের
জ্ঞান হইবার কালে আত্ম ভিন্ন সমুদয় শব্দার্থের নিবেদ ব্রহ্ম

ইত্যুক্ত আচার্য্য উবাচ মৈবং ব্রহ্মেতি প্রত্যয়নিবেদকালে
॥ ৫১ ॥

আত্মাতিরিক্ত নিবেদএব কৃতত্বহানীঃ ন বিমর্শদেশঃ।
নহতি সত্যত্বমনাত্মনো নো মুক্তিবিনিভ্যপ্রকৃতৈকপাত্য ॥ ৫২ ॥

মাত্মাতিরিক্তঃ পুরুষপ জৈবত ইত্যেকমতঃ বহুরূপতা জ্ঞাতা।
তন্মাত্তিদাত্মা প্রকৃতেঃ পরঃ প্রভুক্তো রোহতি মোক্ষায় মু-
ক্তি মুদা ॥ ৫৩ ॥

ঈশানো ভূতত্বব্যত্যাগাদিকপ্রতিবোধিতে। অকিকিৎকর
ইত্যুক্তি শ্রৌত্যাগেব নচাশ্রণ্য ॥ ৫৪ ॥

কলজ্ঞানশীলানাং সুরাপানাদি দুর্কৃত্যম্। ব্রাহ্মণ্যং নাস্তি
মুখ্যকং কুরুতাতো বিনিক্ষিপ্তম্ ॥ ৫৫ ॥

ভূগুণা তাদিহো বিষ্ণুঃ কুন্তলেন সরিৎপতিঃ। গীতঃ কথং
ন ভবতামতি শক্তিস্তথাবিধা ॥ ৫৬ ॥

হইরাছে। অতএব সে স্থানে অন্য কোন শক্তির লেশ নাই,
কি কোন সত্ত্বের কথা নাই। আত্মগুণ্য অনিত্য প্রকৃতির উ-
পাসনা দ্বারা মুক্তিও হইতে পারে না। ৫১। ৫২।

“মাত্মাতিরিক্তঃ পুরুষপ জৈবত” মাত্মা বশতঃ ইহ
বহুরূপী হন, ইত্যাদি প্রতি বাক্য দ্বারা শক্তির অনেক
প্রকার রূপ শোনা যাইতেছে। অতএব যিনি চিদাত্মা, তিনি
প্রকৃতিরও পর বলিয়া কথিত। সুতরাং মোক্ষার্থী ব্যক্তিগণ
মোক্ষের জন্য সেই প্রভু পরমাত্মাকে ধ্যান করিবেন ৫৩।
“ঈশানো ভূতত্বব্যাস্য” তিনি ভূত-ও ভবিষ্যতের ঈশ্বর।
ইত্যাদি বেদ বাক্য দ্বারা অগরের উপাসনা করিলে যে মুক্তি
হয়, তাহা বলা অকিকিৎকর মাত্র। কেবল মুখতা বশতঃ
লোকে ঐ কথা বলিয়া থাকে। নতুবা পরমাত্মা ভিন্ন আর
কাহারও উপাসনা করিলে মুক্তি হয়না ৫৪। বিরলিগুণ ধ-
কদ্বারা হত হরিণ মাংসের নাম কলজ। বাহারা ঐ কলজাদি
ভক্ষণ করেন, বাহারা সুরাপানাদি অবৈধ কার্য্য করেন, তাহা-
দের যেমন ব্রাহ্মণ্য থাকে না; তদ্রূপ আপনাদেরও ব্রাহ্মণ্য
নাই। সুতরাং বাহাতে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়,
তাহার উপায় করুন ৫৫। ভূগুনি বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে পদাঘাত
করেন, অগস্ত্যমুনি সমুদ্র পার করেন, বৈব আপনাদের সৌভাগ্য
শক্তি নাই কেন? ৫৬। আপনাদের ব্রাহ্মণ্যভাবি হইতে এই

ন হি যুক্তিভরৈর্কিধায় শাক্তান্ প্রতি বাখ্যা-
হরণেহপি তানশক্তান্ । বিজজাতিবহিষ্কৃতাননা-
খ্যানকরোলোকহিতায় কৰ্মসেতুম্ ॥ ৩ ॥

অভিপূজ্য স তত্র রামনাথঃ সহ পাঠ্যঃ স্ববশে-

তদ্ব্যবহৃত্যাক্তান্ । ত্রৈলোক্যজাতিতঃ । প্রারম্ভিত-
মহুর্ভেরমিত্যাক্তান্তে পরং শুকম্ ॥ ৫৭ ॥

নম্রা প্রারম্ভিতমেবাণ্ড কৃত্বা শুদ্ধাধ্বৈতে সংরতাঃ সাধুবৃত্তাঃ ।
সংকৰ্মস্থাঃ পঞ্চপূজাপরান্তে জাতাঃ শিষ্যাঃ সৰ্বসন্নেহদীনাঃ ॥
। ৫৮ ॥

এতৎসৰ্বং সংগ্রহেণ দৰ্শয়তি । সহি শ্রীশঙ্করস্তান্ শাক্তান্
প্রতিবাখ্যাহরণেহপি যুক্ত্যতিশয়েরশক্তাবিধায় কৰ্মসেতুমক-
রোং । তাবিশিনষ্টবিক্রিতি । আচার্য্যস্ত বিজয়োহপি ন স্বখ্যা-
ত্যাদ্যর্থনিত্যাহ লোকহিতায়েতি ॥ ৩ ॥

এবং সেতুঃ প্রতি প্রতিভেন তত্র প্রস্থানে তুলাভবানী-
নিকটস্থানাং পরাজয়ঃ সংক্ষেপেণ প্রদৰ্শ্য রামেশ্বরপ্রাস্তদেশ-
স্থানাং তং সংগ্রহেণ বর্ণয়িতুমাহাভিপূজ্যতি । রামেশ্বরঃ

যে সমস্ত শাক্তগণ প্রভূতত্ত্ব প্রদানে অসমর্থ
হইল, আচার্য্য শঙ্কর, ব্রাহ্মণ জাতি হইতে বহিষ্কৃত,
ও অনার্য্য সেই সমস্ত শাক্তদিগকে অকাট্য যুক্তি
দ্বারা আপনার বশে আনিয়া কৰ্ম পদ্ধতির উপর
সেতু (আল) বাঁধিলেন । ৩ ।

হইয়াছেন, এক্ষণে মূৰ্খতা ত্যাগ করিয়া প্রারম্ভিতের অনুষ্ঠান
করুন । এই কথা শুনিয়া পরম শুক শঙ্করকে নমস্কার করিয়া
দীপ্ত প্রারম্ভিত করিলেন । নির্মল অধৈত মতে অমুরক্ত
হইয়া শঙ্করের মতন সংকরের অনুষ্ঠান ও পঞ্চদেবতার পূজা
করিয়া তাহার মতন সন্নেহ হইতে যুক্তিনাত পূৰ্বক শঙ্করের
শিষ্য হইলেন । ৫৭-৫৮ ।

বিধায় চোলান্ । ত্রবিড়াংশচ ততো জগাম কাঞ্চী-
নগরীং হস্তিগিরে নীতশ্বকাঞ্চীম্ ॥ ৪ ॥

বক্ষ্যমাণপ্রকারেণাভিপূজ্য পাঠ্যঃ সহ চোলানদেশবিশেষান্
ত্রবিড়াংশচ বশে বিধায় ততো হস্তিসংজকত পৰ্বতত কটি-
মেখলাভূতাং কাঞ্চীং নগরীং জগাম ॥ ৪ ॥

ইদমত্রাবধেয়ং । রামেশ্বরঃ রামকৃতপ্রতিষ্ঠা কামেশ্বরীভূবি-
তবামভাগং, মহেশ্বরীলোজ্জলমুৎকিরীটং ভীমেশ্বরঃ ঝামিহ
পূজয়ামি ॥ ১ ॥

ইতি গঙ্গাজলৈঃ শুদ্ধৈরর্চয়ামাস শঙ্করঃ । সুবিধৈঃ পদজৈঃ
পুষ্পৈর্কটৈর্কটকফলৈস্তথা ॥ ২ ॥

এইরূপে আচার্য্য যখন সেতুবন্ধ রামেশ্বরের
নিকট প্রস্থান করেন, তৎকালে ‘তুলাভবানীর’
নিকটবর্তী সকলকে যে পরাজয় করেন, তাহা
সংক্ষেপে একরূপ দেখান হইয়াছে । এক্ষণে
রামেশ্বরশিবের প্রাস্তদেশস্থ লোকদিগকে কি-
রূপে পরাজয় করিলেন, তাহা বলা যাইতেছে ।
শঙ্কর ঐ স্থানে রামেশ্বরশিবের অর্চনা করিয়া
পাণ্ড্য দেশীয় লোকদিগের সহিত চোল দেশীয়
ও ত্রবিড় দেশীয় লোকদিগকে পরাজয় করিয়া,
হস্তিনামক পর্বতের নীতশ্বের কাঞ্চী (চন্দ্রহার)
স্বরূপ কাঞ্চী নগরীতে গমন করেন * । ৪ ।

রাম যে শিবপ্রতিষ্ঠা করেন, দেবী কামেশ্বরী বাহার বাম-
ভাগে বিরাজমান, ইন্দ্রকান্ত মণির মতন উজ্জল কিরীট বাহার
মস্তকে শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, সেই রামেশ্বর শিবের আবি
অর্চনা করিতেছি । ১ । এইরূপে শঙ্কর নির্মল গঙ্গাজল, বিবরল,
করল ও অমৃত রক্ত-পুষ্প ফল দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিলেন । ২ ।

তত্র মাসবয়ঃ বাসং কৃতব্যার্থ্য আগতাঃ । অর্ধৈতদ্রোহিণিঃ
শৈবঃ লিঙ্গাঙ্কিতভূজধরাঃ ॥ ২ ॥

কালে খুলাঙ্কিতা রৌদ্রা ভক্তা লিঙ্গেন চিহ্নিতাঃ । ডমরুধ-
বরা বাহুদ্বয়ে তুগ্রাস্তথা হৃদি ॥ ৪ ॥

শূলং শিরসি লিঙ্গং চ ধারিণো জঙ্গমাস্তথা । ললাটে হৃদয়ে-
নাভৌ বাহুয়োঃ শূলে চিহ্নিতাঃ ॥ ৫ ॥

শুক্লং পাণ্ডপতা নম্রা প্রোচুঃ কারণমীশ্বরঃ । শিবোহতশ্চিহ্ন-
সংযুক্তৈঃ সেবনীরঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৬ ॥

ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্ । উর্ধ্বরেতঃ
বিক্রপাঙ্কং বিশ্বরূপার বৈ নমঃ ॥ ৭ ॥

দ্যৌর্মূর্ধানং যন্ত বেদাবদন্তি যং বৈ নাভিঃ চক্রেহৃদৌ চ
নেত্রে । দিশঃ শ্রোত্রে বাণিবৃতাশ্চ বেদান্তঃ মুমুকুর্ভৈ শরণমহং
প্রপদ্যে ॥ ৮ ॥

ইত্যাদিবচনৈরুক্তৈঃ শিবে ভক্তিমতাং যতে ! । তস্ত লোকে
ভবেদ্বাসঃ শিবচিহ্নাঙ্কিতাঙ্কনাম্ ॥ ৯ ॥

এ স্থানে অর্থাৎ শঙ্কর দুই মাস বাস করিবার পর অর্ধৈত
মতের পরম শত্রু কতকগুলিন শৈব, বাহুগুণে শিবলিঙ্গের
চিহ্ন ধারণ করিয়া উপস্থিত হন । ৩। শৈবদিগের ললাটে
শূলের চিহ্ন, ক্রান্ত-উপাসক ভক্ত শৈবদিগের সর্ক্সাঙ্গে শিবলিঙ্গের
চিহ্ন, কুলদ্বয়ে ও হৃদয়ে ডমরুর চিহ্ন, মস্তকে শূল ও লিঙ্গের
চিহ্ন, ললাটে, হৃদয়ে, নাভিতে ও বাহুদ্বয়ে শূলচিহ্ন ।

তখন শৈবগণ শঙ্করকে নমস্কার করিয়া বলিল—“জৈশ্বর
শিবই জগতের কারণ” অতএব তাঁহার চিহ্ন ধারণ করিয়া যত্নের
সহিত তাঁহার সেবা করিতে হইবে । ৩। ৪। ৫। ৬। যিনি
ঋত ও সত্য, যিনি পরব্রহ্ম, যিনি কৃষ্ণ ও পিঙ্গল বর্ণ পুরুষ,
যিনি উর্ধ্বরেতা, যিনি ত্রিলোচন, সেই বিশ্বরূপ শিবকে
নমস্কার । ৭। সমস্ত বেদ, দর্গকে বাহার মস্তক, আকাশকে
নাভি, চক্রে সূর্য্যকে হৃদী চক্ৰ, দশদিক্কে হৃদী কণ, বিবৃত
বেদ সকলকে বাহার বাক্য বলিয়া থাকে ; আমি মোক্ষার্থী
হইয়া তাঁহার শরণাগত হইলাম । ৮। হে যতিশ্বর ! এই
সকল বাক্য দ্বারা বাহার শিবের উপর ভক্তিমান ও শিবচিহ্ন
লঙ্কন ধারণ করেন, তাঁহারের শিবলোকে বাস হইয়া থাকে

কিঞ্চ কারণচিন্তারাং শঙ্করাকাশমধ্যগঃ । প্রৌক্তস্তথাহরৈঃ
পৃষ্ঠৈঃ কব্ধমিত্যাহ শঙ্করঃ ॥ ১০ ॥

অহমেকঃ পুরা দেবা আসং মত্তো নচাপরঃ । ইহানীশ্বরমে-
বান্মি সম্বয়ো জগদীশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

ইতি তস্মাচ্ছিবঃ কর্তা সামান্তৈরপ্যদীৰিতঃ । সদব্রহ্মা-
দিতৈকঃ শব্দৈরুপাদানতয়া প্রভুঃ ॥ ১২ ॥

বাসুদেবঃ পুরা হাগীশ ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ । ইত্যত্র বাসুদে-
বাখ্যোমহাদেব ইতীরিতঃ ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মতাস্মিন্ জগৎসর্ক্সং বাসুন্তেন প্রকীৰ্ত্তিতঃ । স চাসৌ হেব
ইত্যুক্তো জগৎকর্তা মহেশ্বরঃ ॥ ১৪ ॥

শং সূতং জীবনং যোহসৌ করোত্যন্ত স শঙ্করঃ । পালকো
বিকুরাখ্যাতঃ স নাসীৎ প্রাকৃতং লয়ম্ ॥ ১৫ ॥

পাল্যস্তাভাবতোহস্ত্যত্র প্রমাণং কৃষ্ণভাবিতম্ । ব্রহ্মাণাং
শঙ্করশাস্ত্রীত্যোবং শিবরতন্তকে ॥ ১৬ ॥

মহাদেবস্ত বাক্যানি মুনিঃ হুর্ক্সাসং প্রতি । সাধবান-
তরা তানি শ্রোতব্যানি যতীশ্বর ! ॥ ১৭ ॥

। ৯। অগিচ যখন জগতের কারণের চিন্তা হয়, তখন দেবতার
আকাশের মধ্যবর্তী শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিল—আগনি কে ?
তখন মহাদেব বলিলেন—হে দেবগণ ! আমি পুরাকালে এক
ছিলাম, আমি ভিন্ন অপর আর কেহই নাই । এক্ষণে আমি
দুই হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছি । অতএব শিব যে জগতের
সৃষ্টিকর্তা ইহা সাধারণ লোকেও বলিয়া থাকে । তিনি সং-
তিনি ব্রহ্ম ইত্যাদি শব্দ দ্বারা—তিনি জগতের উপাদান (মূল)
কারণ । পূর্বে কেবল বাসুদেব বিদ্যমান ছিলেন, ব্রহ্মাও
ছিলেন না । এই স্থানে বাসুদেব শব্দে মহাদেব কথিত হই-
য়াছেন । ১০। ১১। ১২। ১৩। সমস্ত জগৎ বাহাতে বাস করে
তাহার নাম বাসু । সেই বাসু নামক দেবতাকে বাসুদেব
কহে । সূতরাং বাসুদেব শব্দে জগতের কর্তা মহেশ্বর । ১৪।

যিনি এই জগতের শং অর্থাৎ সূত উৎপাদন করেন তাঁহার
নাম শঙ্কর । তিনিই জগতের পালনকর্তা বিষ্ণু বলিয়া কথিত
হইয়া থাকেন । বেদান্তকে পালন করিতে হইবে, তাহার অভাবে
প্রকৃতির লয় হয়না । এবিধে কৃষ্ণের বাক্য প্রমাণ ।
“আমি একাশঙ্করের মধ্যে শঙ্কর” শিবরহস্য গ্রন্থে হুর্ক্সা
মুনির প্রতি এই সমস্ত মহাদেবের বাক্য প্রমাণ জানিবেন

অহঙ্কারঃ কর্তা পরাংপরতয়ঃ শিবঃ । সাক্ষা ব্রহ্ম-
বিষ্ণুশ্চ লোকানামাদিকারণম্ ॥ ১৮ ॥

পূরণঃ পূর্বগঃ পূর্বজ্যোতঃ শ্রেষ্ঠোহমম্বরঃ । মদিচ্ছারূপিনী
শক্তি জগৎসংহারকারিণী ॥ ১৯ ॥

মুণ্ডা মথ্যেব সা সৃষ্টা পুনঃ সৃষ্টৌ ময়াহ নম । সা মহত্ত্ব-
মুৎপাদ্য ত্রিগুণাহুরকারণম্ ॥ ২০ ॥

অহঙ্কারং সমুৎপাদ্য ত্রৈগুণ্যং পূর্বতত্ত্বতঃ । গুণত্রয়াত্মিকান্
কৃত্বা ক্রদ্রানেকাদশাব্যায়ান্ ॥ ২১ ॥

রাজসং সৃষ্টিকর্তারং কারয়ামাস সাদরম্ । সাত্বিকান্ পালন-
পরান্ তামসান্ প্রলয়েশ্বরান্ ॥ ২২ ॥

ক্রমাদবর্ণসংজাতমুৎপাদ্য মবর্ণতঃ । তেষু মুখ্যতয়া ব্রহ্ম-
বিষ্ণুকৃত্বা ইতিত্রিধা ॥ ২৩ ॥

অন্ত্রে তদমুত্তীর্ণতা এবমেকাদশেশ্বরঃ । তেবাং বিভূতয়ঃ
সর্বৈ দেবা লোকাশ্চরাচরাঃ ॥ ২৪ ॥

পৃথক্ পৃথঙ্নামগতস্তিত্ত্বংকশ্মামুসারতঃ । তে সর্বৈ প্রলয়ে

ব্রহ্মভেজন্তেব লয়ং গতাঃ ॥ ২৫ ॥

রাজসে রক্তবর্ণে চ সত্ব ব্রহ্মা সমস্তভূৎ । কৃষ্ণো নারায়ণশ্চৈব
তেজস্ততোহভবৎ পুরা ॥ ২৬ ॥

কৃত্তস্ত শুক্লবর্ণে তু হস্তো নারায়ণঃ স্বয়ম্ । স তু কৃত্তঃ প্রকৃ-
ত্যন্তর্গতঃ শুক্লে ন তেজসা ॥ ২৭ ॥

মদিচ্ছা শুক্লবর্ণা সা মথ্যেব বিলয়ং গতা । অতোহম্যানন্তঃ
সর্কার্থবেদৈরপি ন গোচরঃ ॥ ২৮ ॥

বেত্তি কশ্চিন্ন মম্মায়াং জন্মস্থিতিলয়াবহাম্ । অতো কৃত্বা-
র্চনপরী ক্রত্বমুকুজপাশ্রিতাঃ ॥ ২৯ ॥

পঞ্চাকরীজপপরা কৃত্বাকার্ত্তরগৈর্যুতাঃ । ভূতিভূষিতস-
র্কার্জাঃ সদাধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৩০ ॥

ঈশ্বরং রুদ্রমব্যক্তং ব্যাক্তরূপজগন্ময়ং । যেহর্চয়ন্তি নরশ্রেষ্ঠা-
ন্তেষাং মুক্তিঃ করে স্থিতা ॥ ৩১ ॥

অতত্ত্বভূতিরূপাধারণং কুরু সর্বদা । কুরু নিত্যং মহা-
দেবপূজনং ভক্তিসংযুতঃ । হুর্কাসসে মুনীজ্ঞায় হেবমুক্তা সনা-
শিবঃ ॥ ৩২ ॥

হেযতিবর! আপনি সাবধানে ঐ সমস্তকথা শ্রবণ করুন
। ১৫। ১৬। ১৭। “আমি একাক্ষর কর্তা, আমি পরাংপর
শিব। আমি সকলের আত্মা, আমি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ও সমস্ত
লোকের আদি কারণ। ১৮। আমি পুরাতন, আমি সকলের
পূর্ববর্তী, আমি সকলের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, আমার দ্বিতীয় নাই।
। ১৯। আমার ইচ্ছারূপিনী শক্তি জগৎসংহার করিয়া থাকে,
শেষে আমাতেই লীন হয়। পুনর্বার সৃষ্টিকালে আমি তাহাকে
সৃষ্টি করিয়া থাকি। ২০। সেই শক্তি ত্রিগুণের অমুর স্বরূপ
মহত্ত্ব উৎপাদন ও ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার উৎপাদন করিয়া
পূর্ব তত্ত্ব হইতে অব্যয়, গুণত্রয়যুক্ত একাদশ রুদ্র সৃষ্টি করিয়া,
আমাদের সহিত রাজসগুণযুক্ত সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি করেন। সত্ব-
গুণযুক্ত পালক ও ভ্রমোগুণ যুক্ত লয়কারকদিগের সৃষ্টি করেন
। ২১। ২২। ক্রমশঃ অ, উ, ম অর্থাৎ (ওঁ) এই তিনবর্ণ
হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন জনের উৎপত্তি হয়।
একাদশ রুদ্র ঐ তিনজনের অনুগামী। সকল দেবতা ও হাবর
জন্ম সমস্ত লোক, ঐ সকলের ঐশ্বর্য স্বরূপ আনিবেন
১৩। ২৪ স্বয়ং কর্তামুসারে পৃথক্ পৃথক্ নাম ধারণ করেন

এবং প্রলয় উপস্থিত হইলে তাহারা সকলে ব্রাহ্মতেজে লীন
হইয়া থাকেন। ২৫। রজোগুণ রক্তবর্ণ, ব্রহ্মা ঐগুণে সমস্ত
জগতের সৃষ্টি করেন। কৃষ্ণ পূর্বে নারায়ণেরই তেজে অন্ত-
গত হন। ২৬। নারায়ণ স্বয়ং রুদ্রের শুক্লবর্ণ তেজে লীন
হন। সেই রুদ্র শুক্লবর্ণ তেজের সহিত প্রকৃতির মধ্যে লীন
হন। ২৭। আমার ইচ্ছা শুক্লবর্ণ, পরে ঐ ইচ্ছা আমাতেই
লীন হয়। অতএব আমি অনন্ত, সকল বেদেও আমার
মহিমা জানেনা। ২৮।

সৃষ্টিস্থিতি ও লয়কারিণী আমার ইচ্ছাকে কেহই জানেনা।
অতএব বাহারা রুদ্রপূজা, রুদ্রমুকুজপ, পঞ্চাকরীজপ, রু-
দ্রাক্ষের আভরণ, সর্কার্জ বিভূতি লেপন ও সর্বদা ধ্যান-
মগ্ন হইয়া (প্রকাশরূপ জগতের লয় কালে) অব্যক্ত রুদ্র দেবের
অর্চনা করে, তাহাদের মুক্তি করহিত। ২৯। ৩০। ৩১। অতএব
আপনি সর্বদা বিভূতি বিভূষিত হউন ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করুন। ভক্তি-
ভাবে সর্বদা মহাদেবের পূজা করুন। মুনিরর হুর্কাসামুনিকে
সদাশিব এই কথা বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন।” তদবধি মুনিবর

অন্তর্দধে তদাচারশক্তোহভূন্বনিসত্তমঃ । ইত্যতঃ পরমা-
দ্ব্যনৌ সেকনীয়ো মুমুক্শতিঃ ॥ ৩৩ ॥

নারায়ণেহিকামরতাহিতীরঃ প্রজাঃ স্বজামীতি ততো
মহাস্তি । ভূতান্তজায়ন্ত তথা বিধাতা প্রজাপতিশ্চাপি জনিঃ
প্রয়াতো ॥ ৩৪ ॥

অত্রাপি নারায়ণশব্দবাচ্যো মহেশ এবাস্তি যতন্ত নারম্ ।
ব্রহ্মৈববিষ্ণুর্দিগ্গাং সমূহঃ স্থানং তদন্তাখিলবুদ্ধিগন্ত ॥ ৩৫ ॥

অষ্টবাংশা বিশ্বদেবাঃ প্রমাণং হুন্নিগ্ধে বেদ এবাস্তি
যোহসৌ । যে ভূম্যাদৌ সন্তি কৃত্বা নতিশ্চেভ্যঃ সর্কেভ্যোহশ্বেব-
মাহতিয়ত্নাং ॥ ৩৬ ॥

কারণত্বেন জ্যেষ্ঠত্বং তথা গ্রাহ কনিষ্ঠতাম্ । কার্য্যাদ্ব্যনা
যতো জাতান্তিদেবা ইতি চ শ্রুতিঃ ॥ ৩৭ ॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যো গুহ্যাত্মং নিহিতং প্রভূম্ । বেদে-
ত্যাতিশ্রুতি প্রৌক্তান্ততো দেবমহেশ্বরঃ ॥ ৩৮ ॥

নিগূর্ণোহপ্যেব এবেশশ্চিহ্নায়িত্বা চিরং পুরা । স্বজামীত্যা-
ন্বনস্তেজঃ পূর্য্যাকারেণ সৃষ্টবান্ ॥ ৩৯ ॥

ছুর্গাসা সদাচার সম্পন্ন হইলেন । অতএব ঐহারী মোক্ষার্থী,
ঐহারী পরমাত্মা সদাশিবকে সর্গা আরাধনা করিবেন । ৩২ ।
৩৩ । অদ্বিতীয় নারায়ণ কামনা করিলেন যে, আমি প্রজা
সকল সৃষ্টি করি । কামনামাত্র মহৎ প্রাণিসকল উৎপন্ন
হইল । পরে বিধাতা এবং প্রজাপতি উৎপন্ন হন । ৩৪ ।
এ স্থানেও নারায়ণ শব্দে মহেশ্বর । কারণ, নার শব্দে ব্রহ্মা,
ইন্দ্র, বিষ্ণু ইত্যাদি দেব ও নরগণ এবং অগ্নি শব্দে বুদ্ধিগন্ত এই
জগৎ । এই উভয়ে মিলিয়া নারায়ণ হইয়াছে । ৩৫ । সমস্ত
দেবতা সেই নারায়ণের অংশ সন্নিপাত । এ বিষয়ে বেদ প্রমাণ
আছে । “ভূতলে যে সকল রস আছে তাহাদিগকে প্রণাম” অতি-
বস্ত্রে বেদ বাক্যবারা একথা স্থির করা হইয়াছে । ৩৬ । বেদদ্বারা
আরও প্রমাণ হইয়াছে যে, ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন দেবতা
কারণ রূপে জ্যেষ্ঠ এবং কার্য্যরূপে কনিষ্ঠ । ৩৭ । যেব্যক্তি
“গুহ্যবিত্ত, সত্য, জ্ঞান, আনন্দ স্বরূপ প্রভুকে জানে” ইত্যাদি
বেদবচনেও মহাদেব কথিত হইয়াছেন । ৩৮ । ঐ ঈশ্বর
নিগূর্ণ হইলেও পূর্বে চিত্তাকরিতা ছিলেন যে, আমি সৃষ্টি ক-

মনস্কল্পং তথা সত্ত্বং ভৌমং সৌমং তু বায়ুধম্ । স্বধজ্ঞান-
ময়ং দেবগুরু গুরুময়ং সিতম্ ॥ ৪০ ॥

ক্লেশাশ্রকং শনিচৈবং চকার পরমেশ্বরঃ । স্বর্য্যাসিমগুলা-
নীশতেজসা ভাস্তি ন স্বতঃ ॥ ৪১ ॥

ন তত্র স্বর্য্যো ভাস্তি ন চক্ৰতারকং নেমা বিদ্যাতো-
ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ । তমেব ভাস্তমহুভাস্তি সর্কং তন্ত ভাসা
সর্কমিদং বিভাস্তি ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রুতেস্ততো দেবা নারায়ণপদান্পদাৎ । ব্রহ্মা প্রজা-
পতি বিষ্ণুঃ প্রজাপালনকৃৎ তথা ॥ ৪৩ ॥

আসীন নারায়ণঃ পূর্কং নেশানো ন বিধিস্তথা । ইতি
শ্রুতৌ বিষ্ণুরক্ত ঈশানো ন মহেশ্বরঃ ॥ ৪৪ ॥

সর্গাভাবেহপি নাভাবঃ পরেশস্ত কৃদাচন । জগৎকারণভূতস্ত
বেদবাক্যপ্রমাণতঃ ॥ ৪৫ ॥

কর্ম্মণা জায়তে লোকঃ কর্ম্মণিব হি লীয়তে । ইতি বাক্যা-
জগদ্বীজং কর্ম্মবাস্তি নোচিতম্ ॥ ৪৬ ॥

রিব । তাহাতেই তিনি আপনার তেজ স্বর্য্যরূপে প্রথমে সৃষ্টি
করেন । ৩৯ । পরমেশ্বর, মন হইতে চক্ৰ, সত্ত্ব (বল)
হইতে ভৌম (মঙ্গল) বাক্য হইতে সৌম্য (বৃষ্টি) এবং
গুরুবর্ণ দেবগুরু গুরুচাৰ্য্য, স্বধ ও জ্ঞান হইতে এবং শনিকে
ক্লেশপ্রদ করিয়া সৃষ্টি করেন । পরমেশ্বরের তেজে স্বর্য্যাদি
মণ্ডল প্রদীপ্ত হয় । তাহাদের স্বতঃ দীপ্ত হইবার কোন
শক্তি নাই । ৪০ । ৪১ । পরমেশ্বরের নিকট স্বর্য্যচক্ৰ নক্ষত্র
ও বিহীন কাহারও প্রভা নাই । অতএব সে প্রভার কাছে
এই অগ্নির দীপ্তি অতি সামান্যমাত্র । তিনি দীপ্তিশালী
হইলে এইজগতের দীপ্তি হয় ও ঐহার প্রভাবারা এই জগতের
প্রভা হয় । ৪২ । এই বেদ বচনে নারায়ণ পদান্তিরিক্ত দেবতা
হইতেই প্রজাপতি ব্রহ্মা ও প্রজাপালক বিষ্ণুর উৎপত্তি হয়
। ৪৩ । পূর্বে কেবল নারায়ণ ছিলেন, ঈশান কি বিধি
কেহই ছিলেননা । এই বেদবাক্যে ঈশানশব্দে বিষ্ণু কিন্তু
মহেশ্বর নহে । ৪৪ । সকল বস্তুর অভাব হইলে ও জগতের
কারণ স্বরূপ পরমেশ্বরের কখন অভাব হয়না । বেদবচনের
প্রামাণ্যে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । “কর্ম্মবশতঃ

ঈশং বিনা জড়ং কৰ্ম ফলদানে কৰ্মং নহি । ব্রহ্মাতাব-
বিদোনিদ্ভা বেদ উক্তা ততো ন সঃ ॥ ৪৭ ॥

অসম্মেব স ভবতি অসদ্ব্রজ্জৈতি বেদ চেৎ । অস্তি ব্রজ্জৈতি
চেৎবেদ সন্তমেনং ততোবিদুঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি তন্মাজ্জগৎকর্তৃশ্চহেশস্ত পরাম্বনঃ । উপাসনং তথা
তস্ত চিহ্নানাং ধারণং স্বসৎ ॥ ৪৯ ॥

ইত্যুক্ত আচার্য্যবরো বভাবে সৃষ্টিং স্থিতিং প্রলয়ং চৈক-
এব । ব্রহ্মাদিব্রূপেণ কৰোতি দেবো বেদার্থ এবোহভিমতো
মমাপি ॥ ১ ॥

মূলহীনং তু লিঙ্গাদে ধারণং ত্যাজ্যমেবহি । সৰ্বদেবময়-
স্তাত্ত তাপঃ শ্রেয়স্করো নহি ॥ ২ ॥

নাভেরূপং সোমপাস্ত্র নাভাধস্তাদসোমপাঃ । দেবাস্তি-
ষ্ঠন্তি বিপ্রেক্তে বেদবেদাঙ্গপারগে ॥ ৩ ॥

এই জগতের উৎপত্তি ও কর্মবশতঃই জগতের লয়।” এই
বাক্যে জগতের বীজ, কর্ম হইতে পারে। কিন্তু একথাও বলা
উচিত নহে। কারণ, ঈশ্বর ভিন্ন সকল কর্ম জড়, জড়কর্ম কখন
শুভাশুভ ফল দিতে পারে না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মার অভাব
জানে, বেদে তাহার অত্যন্ত নিন্দা উক্ত হইয়াছে। অতএব
পরমেশ্বর অসৎ হইয়াও সৎ। যখন ব্রহ্মা অসৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম
নাই যদি এরূপ জানা যায়—তখনই ব্রহ্মা আছেন, এরূপ
জানা যায়। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮ ।

অতএব জগৎ কর্তা পরমাত্মা মহেশ্বরের উপাসনা এবং
তাহার চিহ্ন সকল ধারণ করা অতি ভাল। ৪৯।

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন, দেব পরমাত্মা
ব্রহ্মাদিরূপে সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন, বেদের
এরূপ অর্থ আমারও শুভমিত। ১। কিন্তু লিঙ্গাদি ধারণ করি-
বার কোন মূল নাই, হুতরাং উহা ত্যাগ করা উচিত। যিনি
সর্বদেবময়, তাহাকে তাপ দিলে মঙ্গল হয় না। ২। বেদ
বেদাঙ্গের পারগামী ব্রাহ্মণগণের (বিশেষতঃ নাভির উর্দ্ধে সোম-
পায়ী দেবতা ও নাভির অধোদেশে বাহারা নোমরস পান
করেন না) এরূপ দেবতা সকল বাস করেন শঙ্কর প্রভৃতি
দেবতাগণ শিখা, মস্তক, ললাট, কর্ণ, নাসিকা, কপোল,

শিখাশিরোললাটং চ কর্ণৌ ভ্রাণং কপোলকম্ । জিহ্বায়াং
চ তথার্চোষ্ঠৌ চিবুকং কণ্ঠমেব চ ॥ ৪ ॥

অংসবয়ং ভূজবন্দং বাহুহস্তযুগং তথা । বক্ষোনাভিঃ
কটি লিঙ্গং বৃষণং চৌরুজামুকম্ ॥ ৫ ॥

গুল্ফো পাদৌ সমাশ্রিত্য মদাদ্যাঃ সৰ্বদেবতাঃ । পিতরো
মুনয়শ্চৈব স্নানাদ্যাহারমিশ্রিতৈঃ ॥ ৬ ॥

নিত্যাদিকশ্মভিস্তুপ্তা ভবামো নাত্র সংশয়ঃ । ইত্যেবং
প্রোক্তবান্ ব্রহ্মাহরণকেতুং প্রতীশ্বরঃ ॥ ৭ ॥

ঐতিহ্যথোচে সকলাহি দেবা বসন্তি দেহে থলু ভূম্বরস্ত ।
তোহস্ত তাপে তু কৃতে সুরাস্তে পলায় সংশাস্তি শরীরতোহস্ত
॥ ৮ ॥

এনং শপ্তা পলায়ন্তে দেবাঃ শীবাদিবাসিনঃ । পতিতোহয়ং
ভবত্যেব শূদ্রবচনিকার্ষ্যবৎ ॥ ৯ ॥

ব্যাধিং বিনা কর্মযোগ্যে বিপ্রাঙ্কে চিহ্নমীক্য চ । লোকে-
শ্বরং ভাঙ্গুমীক্ষেদথবা ব্রুদনাবিশেৎ ॥ ১০ ॥

ইত্যাদিবাक्यानि বহুনি সন্তি যোক্তামিতীয়ে ঐতিহ্যেব সা-
ক্ষ্যং । উপাসনং ভেদযুক্তং বিনিদ্ভ্যঃ ক্রোত তথাত্মা ঐতিহ্যেব-
মাহ ॥ ১১ ॥

(গাল), জিহ্বা, ওষ্ঠ, চিবুক (দাড়ি), কণ্ঠ, হৃই স্বক, হুই
বাহু, হুই করতল, বক্ষঃস্থল, নাভি, কটিদেশ, লিঙ্গ,
বৃষণ (অণ্ডকোশ) উরু, জামু (হাঁটু) গুল্ফ (গুড়মুড়ো) হুই পদ
এই সমস্ত স্থান আশ্রয় করিয়া বাস করেন। পিতৃগণ, ঋষিগণ,
স্নান, পূজা, আহারাদি নিত্যকর্মে তৃপ্ত হইয়া থাকেন, এ
বিষয়ে কোন আর সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর ব্রহ্ম অরণ্যকেতুর
প্রতি এই কথা বলিয়াছিলেন। ৪। ৫। ৬। ৭। এ বিষয়ে বেদ-
বচন আছে—ব্রাহ্মণের দেহে দেবতা সূক্ষ্ম বসতি করেন।
ঐ ব্রাহ্মণের শরীর হইতে ঐ দেবতাগণ পলাইয়া যান। ৮।
ব্রাহ্মণের মস্তক প্রভৃতি অঙ্গবৎ যে সকল দেবতা বাস করেন,
তখন তাহারা ব্রাহ্মণকে শাপ দিয়া পলায়ন করেন। তখন
ব্রাহ্মণ শূদ্রের মত ও চিতার কাষ্ঠের মতন পতিত হইয়া
থাকেন। ৯। ব্যাধি বিনা কর্মের উপযুক্ত ব্রাহ্মণের দেহে
চিহ্ন দেখিয়া লোকেশ্বর স্বর্গ্য দর্শন করিবে, অথবা ব্রুদে প্রবেশ
করিবেক। ১০। চিহ্নাদি ধারণ বিষয়ে ইত্যাদি অনেক বাক্য

লোকান্ হি সর্বান খলু কর্ণণা চিত্তান্ বিজ্ঞানানবলোক্য
ভূম্বরঃ। নির্বেদমায়াম কৃতে ন লভ্যতে মোক্ষোহত আত্মজ-
নস্তমানসঃ ॥ ১২ ॥

বেদার্থজ্ঞং ব্রহ্মবোধায় গচ্ছেদিত্যেবং তন্মাদ্বিমোক্ষায়
বোধ্যম্। ব্রহ্মবান্যচ্চিহ্নসংধারণং তু ব্যর্থং মুক্তিঃ কেবলং
জ্ঞানতোহস্তু ॥ ১৩ ॥

তং হৃদিশং গূঢ়মতুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগামুগতেন দেবং মম্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি
॥ ১৪ ॥

নায়মায়া প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহন্য ক্রতেন।
যমেবৈবম্ বৃণতে তেন লভ্যস্তত্ত্বৈষ আত্মা বিবৃণতে তত্ত্বং স্বাম্ ॥ ১৫ ॥

অশরীরং শরীরেঘনববদ্বেষ্টবস্থিতম্। মহাস্তং বিতুমান্মানং
মম্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ১৬ ॥

যদা চন্দ্রবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ। তদা দেবমবিজ্ঞায়
দুঃখস্তান্তো ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥

আছে। অধিক কি এই বেদই সাক্ষাৎ প্রমাণ রহিয়াছে। ভেদ-
যুক্ত উপাসনা নিল্লেখ্য, তাহা অস্ত্র বেদবচনে স্পষ্ট কথিত হই-
য়াছে। ১১। কর্ণসংগত অনিত্য লোক সকল দর্শন করিয়া
ব্রাহ্মণ হুঃখিত হইবেন। “কোন কার্য দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়
না” অতএব একমনে বেদের অর্থজ্ঞ আত্মজ্ঞানী ব্রহ্মণের নিকটে
ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত গমন করিবেক। অতএব মোক্ষের স্ত্রু
ব্রহ্মকেই জানিবেক। অস্ত্র চিহ্ন ধারণ করা বৃথা, মুক্তি কেবল
জ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়। ১২। ১৩। যাহাকে কিছুতেই
দেখা যায় না, যিনি গূঢ়ভাবে গুহ্যর মধ্যে অবস্থিত, যিনি
গহ্বরের ইষ্ট ও যিনি পুরাতন, সুবীজন অধ্যাত্মযোগে ঐ পরমাত্ম-
দেবতাকে জানিয়া হর্ষ ও শোক ত্যাগ করেন। ১৪। উপদেশ
কি মেধাশক্তি দ্বারা অথবা বিবিধ সোপান দ্বারা আত্ম লাভ হয়
না। তবে ঐ আত্মা যাহাকে বরণ করে তাহারই আত্ম লাভ হয়
এবং তাহারই আত্মা স্বীয় শরীর আবরণ করিয়া রাখে। ১৫।
নখর শরীরে আত্মা অবস্থান করে না। আত্মার শরীর নাই,
তিনি মহান, তিনি বিহ্ব, ধীর ব্যক্তি আত্মাকে এইরূপ ভাবিয়া
শোক করেন না। ১৬। মানবেরা কংকালে চর্মের অন্তর

তন্মাত্রপশ্চিত্য পরাত্মবিদ্যাং প্রাপ্তাঃ গুরোরৈব কৃপাকটাক্ষাঃ।
অভেদবাদামৃতপানতৃপ্তো ভবেতি সংশ্রুত্য গুরোর্মুখাভ্যাং ॥
১৮ ॥

বিদ্বেষনীরনামা বৈ কশ্চিন্নিদ্ভদ্রগ্রণীঃ। উবাচ পরমপ্রীতঃ
স্বামিনং পরমং গুরুম্ ॥ ১৯ ॥

স্বামিংস্বমেব শরণং মম সর্বদাসি সংসারসর্পবিষদষ্টতমুং
নয়াশু। মামদ্য যুদ্বদতিনির্মলবেদবাক্যে নষ্টা ভিদান্মি শিব
এব জগৎপিতাম্ ॥ ২০ ॥

মহাদেবস্ত পূজায়াঃ ফলং ত্বমসি সত্তম!। অদ্বৈতামৃতদাতা
ত্বং রুদ্রাদপ্যন্তমোস্তমঃ ॥ ২১ ॥

ইত্যেবং স্তুতিপাত্রস্তং স্তব্ধা নম্রা মুহমুহঃ। পীত্বা পানো-
দকং সম্যক্ তদ্বক্তাচারতৎপরঃ ॥ ২২ ॥

স্বকুলগ্রামদেশস্থান্ সর্বানদ্বৈতবর্জিনঃ। কৃষা ওকং নমস্কৃত্য
সুখমাস স শঙ্করম্ ॥ ২৩ ॥

আকাশ বেঠন করিবে, তখন দেবকে না জানিয়া দুঃখের
অস্ত্র হইবেক। ১৭। অতএব গুরুর কৃপাকটাক্ষ হইতে যে
আত্মবিদ্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়া অদ্বৈত
মতরূপ অমৃতপানে তৃপ্ত হও।

বিদ্বেষনীর নামক এক জন প্রধান শৈব, গুরুর মুখ হইতে
এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া প্রভু পরম গুরু শঙ্করকে
বলিল। ১৮। ১৯। হে প্রভো! আপনি সর্বদাই আমার র-
ক্ষক। সংসাররূপ সর্পবিষে আমার শরীর জলিত, এক্ষণে
আপনি অদ্য আমাকে শান্ত করুন। আপনার নির্মল
বেদবাক্য দ্বারা আমার ভেদ জ্ঞান নষ্ট হইল। এক্ষণে
আমি জগৎ পিতা শিব তুল্য হইয়াছি। ২০। হে জ্ঞানিবার!
আপনিই মহাদেবের পূজার ফল। আপনি অদ্বৈতরূপ
অমৃতদান করিয়াছেন, আপনি রুদ্র হইতেও অতুস্তব
। ২১। এই রূপে স্তবপাত্র শঙ্করকে স্তব করিয়া ও বার-
বার নমস্কার করিয়া তাঁহার পানোদক পান করিয়া সম্যকরূপে
অদ্বৈতমতের আচারে তৎপর হইল। ২২। তিনি আপনার
কুল, গ্রাম ও দেশস্থ সকলকে অদ্বৈতমতাবলম্বী করিয়া গুরুর
শঙ্করকে নমস্কার পূর্বক ঐ স্থানে সুখে বাস করিয়া
রহিলেন। ২৩।

ভাঙা হইতে ভূতিকাঙ্কধারিণী মিত্রচিহ্নিতাঃ । প্রোচ্ছিন্ন-
পক্ষশূলাদ্যা দৃষ্টা বামিনমকুতম্ ॥ ২৪ ॥

মাহাবেশধরঃ কণ্ঠঃ প্রোমাণিকমভ্যমুম্ । ভ্রষ্টঃ কৃষ্ণাধুনা-
গতঃ পুণ্ড্রোহিত্তিকবক্ষঃ ॥ ২৫ ॥

ব্রাহ্মণ্যভূতমং প্রোক্ষং বৈষ্ণব্যং মুনিসত্তম ! । বৈষ্ণব্যাদ-
ধিকং শৈবামিত্যভঃ গ্রাহ নারদম্ ॥ ২৬ ॥

তদ্বাদ্যাক্রুপতনং কিমর্থং ভবতা কৃতম্ । নমস্ত ইতি বেদে-
ন স্তম্ভঃ সম্যক্ত মহেশ্বরঃ ॥ ২৭ ॥

সর্কানমশিরোগ্রীবঃ সর্কভূতগুহাশয়ঃ । সর্কব্যাপী স
ভগবান্ স্তম্ভাৎ সর্কগতঃ শিবঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি খেতাখতর্ঘ্যায়ুঃ স্তম্ভমুক্তোপসংকৃতম্ । ততস্তেনাপি
সর্কান্মা শিব এব নিরূপিতঃ ॥ ২৯ ॥

পত্নৌ তে হ্রীশ্চ লক্ষ্মীশ্চ পার্শ্বেহোরাত্রকে মতে । ইতি বাক্য-
দ্বয়েনাপি শিব এব নিরূপিতঃ ॥ ৩০ ॥

গঙ্গা হ্রীঃ পার্বতী লক্ষ্মীস্তংপতিঃ শিবঃ হিরিতঃ । যানে চ
বামলে চৈব তদ্বাক্যাদি মুনে ! শৃণু ॥ ৩১ ॥

হিমাগ্রাদপতন্ মৌলৌ গঙ্গা কল্পস্যা বেগতঃ । তদীয়ভার-
সম্ভ্রান্তৌ হৃবাদীভাং সদাশিবঃ ॥ ৩২ ॥

হ্রীমতী ভব নাভ্যুচৈ বর্জ সস্ত্রাণ্য মামিহ । পুরুষঃ পুরুষ-
শ্রেষ্ঠঃ ব্রহ্মবিষ্ণুদিকারণম্ ॥ ৩৩ ॥

সা তং নম্রা মহাদেবং তদাপ্রভৃতি ভক্তিতঃ । হ্রিমা তং বাও
মিলিতা হ্রিরিতি প্রোচ্যতে বৃধৈঃ ॥ ৩৪ ॥

তদ্বাদ্যমধুনাক্রুতা শক্তি স্মাহেশ্বরী পরা । মহালক্ষ্মীরিতি
খ্যাতা শ্রামা সর্কমনোহরা ॥ ৩৫ ॥

তদ্বাদ্যন্তঃকণাঙ্কাতা লক্ষ্মীবাকোটরঃ পুরা । শিবতেজঃ-
সমুত্ত্বতা হরিত্রাঙ্গাদিকোটরঃ ॥ ৩৬ ॥

ক্রিয়ন্তে পুনরৈবেতে তত্রতত্র লয়াভুগাঃ । ইতি তদ্বাদ্ধি-
স্তেব তংপতিত্বং স্তম্ভচিতম্ ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর আর কতকগুলিন লোকে বিভূতি ও রুদ্রাক্ষের
মালা ধারণ এবং শিবলিঙ্গের চিহ্ন ধারণ, তৎপরে বিপক্ষদি-
গকে বধ করিবার জন্য শূল প্রভৃতি ধারণ পূর্বক অকুত শরীরকে
দেখিয়া বলিতে লাগিল। ২৪। প্রোমাণিক, মত হইতে এই
মত ভ্রষ্ট করিয়া, ও মায়া বেশ ধরিয়া, অভিশয় বঞ্চকের মতন
একগণে তুমি কোথায় যাইতেছ ? এবং তোমার নাম কি ? ২৫।
“হে মুনিবর ! ব্রাহ্ম মত হইতে বৈষ্ণবমত অতি উত্তম, বৈষ্ণব
মত অপেক্ষা শৈবমত অধিক উত্তম” একগণ বিষ্ণু নারদকে
বলিয়াছিলেন। ২৬। অতএব যাচাতে পতন আছে, আপনি
কেন তাহাতে আরোহণ করিয়াছেন ?।” বেদে ‘নমস্তে’
বলিয়া মহাদেবের স্তব করা হইয়াছে” আপনি উত্তমরূপে
মহাদেবের স্তব করেন নাই কেন ? ২৭। মহাদেবের সকল-
দিকে মুখ, সকলদিকে মস্তক ও সকল দিকে গ্রীবা। তিনি
সকল জীবের রূপ-গুহা অবস্থান করেন। তিনি সর্কব্যাপী
—অতএব ভগবান্ শরীর সর্কগত। ২৮। এইরূপে খেতাখতর
উপনিষদে তাঁহার স্তম্ভ আত্ম বলিয়া উপসংহার করা হইয়াছে।
অতএব একারণেও শিব সকলের আত্মা বলিয়া নিরূপিত
হইয়াছে। ২৯। শিবের লজ্জা আর আর লক্ষ্মী হই শরী,

এবং দিবা আর রাত্রি, উভয় পার্শ্ব বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই
চইটী বাক্যদ্বারা কেবল শিবকেই নিরূপণ করা হইয়াছে। ৩০।
গঙ্গা হ্রী (লজ্জা) পার্শ্বতী লক্ষ্মী—এই উভয়ের পতি শিবই কথিত
হইয়াছেন। হে মুনে ! স্বপ্নপুরণে আর বামলে এই সঙ্কে
অনেক কথা আছে শ্রবণ করুন। ৩১। রুদ্রের বেগে হিমা
লয়ের অগ্রহেতে গঙ্গা তাঁহার মস্তকে পতিত হয়। গঙ্গার ভারে
বাক্ত হইয়া সদাশিব গঙ্গাকে বলিলেন। আমি পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
পুরুষ, এবং আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির কারণ, আমাকে পাইয়া তুমি
লজ্জাবতী হইও আর শরীরের ভার একটু লঘু করিও। ৩২। ৩৩।
তদবধি গঙ্গা ভক্তিভাবে মহাদেবকে নমস্কার করিয়া লজ্জায়
শীত তাঁহাতে মিলিত হইলেন। একারণে পণ্ডিতেরা গঙ্গাকে
হ্রী বলিতেন। ৩৪। সস্ত্রাতি পরাংপর। মালেশ্বরী শক্তি মহে-
শ্বরীর কোক্ষে আরোহণ করিয়াছেন। তাহাতেই শ্যামবর্ণী
সর্কান্ মুন্দরী মহালক্ষ্মীর উৎপত্তি হয়। ৩৫। ঐ মহালক্ষ্মীর
তেজকণা দ্বারা কোটি কোটি লক্ষ্মী সরস্বতীর জন্ম হয়। এবং
শৈবতেজে কোটি কোটি ব্রহ্মা বিষ্ণু উৎপত্তি হয়। ৩৬।
সর্কভূতী লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি দেবতাগণকে লয়ের অধুগত
হইয়া পুনর্বার সৃষ্টি করেন। অতএব এই সমস্ত কারণে

ভক্তকটিকসম্বন্ধে পক্ষিণে পান্থিক ১। শিবসিদ্ধান্তে স্নানাদি
বাসে ভাগে দেয়া মন্ত্য বৃত্তঃ ॥ ৩৮ ॥

ভ্রামবর্ণাশি চাধর্ষবেদে সর্গাধ্বন্যতাম্। নিত্যানিতোহ-
হমিত্যানিহা হস্ত সুরান শিবঃ ॥ ৩৯ ॥

জগৎকারভূতঃ তথা শিবহরতকে। ধ্যেয়াদিকমাধাতঃ
শিবস্ত পরমাশ্রয়ঃ ॥ ৪০ ॥

ধ্যেয়েষে তব সাক্ষিণো মুনিগণা জানপ্রদেষে ত্বকো বেদ্যেষে
নিগমাঃ স্বতন্ত্রবিমুক্তকাকৌ কৃত্তান্তদরঃ। নিত্যেষে ভগবন্।
পিতামহশিবঃ প্রব্রজমান্যস্তরোঃ পুত্রেষে চ বরাহহংসবপুর্ষো
পদ্মাকপদ্মাননো ॥ ৪১ ॥

এবং প্রতিষু সর্গজ জগৎকারণমীশ্বরঃ। রুদ্র উক্ত ইতি-
জ্ঞেয়ং ন চৈবাত্মো বিবেকিতঃ ॥ ৪২ ॥

তত্ত্বগিঙ্গাদিক্রাকবিকৃত্যাদিকধারণাৎ। পীঠাদ্যর্চনয়া
চৈব রুদ্রাধারম্বপেন চ ॥ ৪৩ ॥

নিশ্চয় মহাদেবই তাঁহাদের পতি। ৩৭। মহাদেবের নির্মল
ক্ষতিকতুল্য, স্কন্ধিগ পার্শ্বে, শিব, এবং দেবীর বামভাগে শ্যাম-
বর্ণ রাজি কথিত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥ শিব, অর্ধ বেষে "আমি
নিত্য আমি অনিত্য" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আপনার দেবগণকে
(শিব যে সৃষ্টকর্তা আয়) তাহা বলিয়াছেন। ৩৯। ঐরূপ
শিবরূপগ্রহে, গুরুশ্রী শিবদে, জগৎকারণ ও সকলের
মোক্ষ, ভাষ্ক ও কথিত হইয়াছে। ৪০। "হে ভগবন্। আপনারকে
যে ধ্যান করিতে, হস্ত তন্ত্রবিদ্যে মুনিগণ, সাক্ষী, জানপ্রদানে
আপনি শুক্রেব, আপনি যে জ্ঞেয় পদার্থ, তদ্বিষয়ে আপনি
নিগমশাস্ত্র। যাহারা আপনার ভক্ত তাহাদিগকে বহি-
কেহ কখন বিচ্ছিন্ন। যেহে, আপনি সুর্য্যের মত। আপনি যে
নিজ এই বিশ্বে ব্রহ্মার স্বতন্ত্রিত্ব মাস। সকল প্রমাণ।
আপনি স্বল্প আশ্রয় পুনঃ, তখন বরাহেশ্বরীধারী কুম্ভাক
রূপ এবং হংসপূরী ধারী পদ্মান, রূপ"। ৪১। এইরূপ
বেদে সকল ইন্দ্রিয়কার্যকরকে উপর-বলিয়া, উক্ত হইয়া
ছেন। যাহারা বিবেকী তাহারা রুদ্রকে উপর, বলিয়া
কানিহেন। আর রামকেও উপর বলিয়া নিবেশ করেন
নাই ॥ ৪২ ॥ তত্ত্বগিঙ্গাদি, রুদ্রাক ও বিকৃতি প্রভৃতি ধারণা,

সর্গশাপবিসম্বৃত্তঃ প্রাপ্তোতি শিবকমভাম্। রুদ্রকান্তঃ-
মর্ষোহি সম্যক্তে ন নিরূপিতঃ ॥ ৪৪ ॥

ভেদঃ কৃষ্ণা শুক্লদ্বারাণ্ডে নবা হুয়াং পীঠা ব্রহ্মহত্যাক কৃষ্ণা।
ভস্মছয়ো ভস্মশয্যাশয়ানো রুদ্রাধ্যাদী মুচ্যন্তে সর্গশাপিনঃ ॥ ৪৫ ॥
কোটিজগদ্বিত্যে পুণ্যোঃ শিবো ভক্তিঃ প্রকারভেদঃ। বহ-
নাত্ কিমুক্তেন যন্ত ভক্তিঃ শিবে দৃঢ়া ॥ ৪৬ ॥

মহাপাপোষপাপোষকোটিজগদ্বিত্যে মুচ্যন্তে। ইচ্ছন্তঃ
শিবগীতায় পুনস্তত্র চ কীর্তিতম্ ॥ ৪৭ ॥

বর্গার্থকামমোক্ষার্থঃ কারণং বাস্তবং যেন চৈব। মুনরুত্মপ্রব-
ক্ষ্যামি ত্রতং পাণ্ডপতাভিধম্ ॥ ৪৮ ॥

কৃষ্ণা তু বিরজাং দীক্ষাং ভূতিলজ্ঞানধারণক্। জপন্ত বেদ-
সারাণ্যঃ শিবনামসহস্রকম্ ॥ ৪৯ ॥

মন্ত্যজ্ঞা তেন মর্ত্যভ্যং শৈবীং ভস্মবাক্যার্থ। ততঃ প্রসন্নো-
ভগবান্ শঙ্করো লোকশঙ্করঃ ॥ ৫০ ॥

পীঠাদির অর্চনা ও রুদ্রাধারজপ ইত্যাদি কার্য দ্বারা সকলে
পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবসাদৃশ্য লাভ করিয়া থাকে।
রুদ্রকাণ্ডে এই অর্থই উত্তমরূপে নিরূপণ করা হইয়াছে।
৪৩। চৌর্দ্যবৃত্তি, শুক্লদ্বারাগমন, সুরাপান ও ব্রহ্মহত্যা
করিয়া ভস্মছাদিত কলেবর, ভস্মশয্যা, শয়ন ও
রুদ্রাধারপাঠ করিলে সর্গশাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।
৪৪। কোটিজগদে পুণ্য সঞ্চয় করিলে শিবে ভক্তি প্রকার-
"এবিষয়ে আর অধিক কি বলিব, যাহার শিবে দৃঢ়ভক্তি
আছে, সেযাক্ষি যদি কোটি কোটি পাপ করিয়া থাকে, তাহাপি
সে মুক্ত হয়" শিবগীতায় একথা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে।
শিবগীতার আর একভাবে আছে, হেমুনিগণ। তোমরা
যেমনে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের পাঁচোই যাইতে পার, আমি সেই
পণ্ডিত ব্রত বলিব ১৪৫ ১৪৬ ১৪৭ ১৪৮। তোমরা বিরজা
দীক্ষা, বিকৃতি ও রুদ্রাক ধারণ, জপ, বেদসার শিবের সহস্র
নাম করিয়া এই মানব দেহ পরিত্যাগ পূর্বক শৈব সন্ন্যাস
লাভ করিবে। "অনন্তর জগতের মঙ্গলকর ভগবান্ শিব প্রসন্ন
হইয়া, তোমাদের ব্রহ্মসংগোচর হইয়া, তোমাদিগকে বৈকল্যে
বাস করিবে" একথা আবারো উগনিষদেও নিরূপিত

তদ্ব্যতীত কৃত্তান্তেই কবিত্ব বঃ প্রকাশিতঃ ইতি কথ্য-
মিক্রোপনিষদ্যপি নিরূপিতম্ ॥ ৫১ ॥

অকৃতঃ ব্রাহ্মণৈর্বাধ্য বিভূতিরিত্তি বিতৃতম্ । অতো বিভূতি-
মাহাভ্যাং কেন বক্তুং অশক্যতে ॥ ৫২ ॥

দুইই কঠে কর্ণকোচ বরষো ব্রাহ্মণবান্ধাঃ । মীলকঠেই তবে-
অর্থো ব্রাহ্মণশ্চৎ পরাধরঃ ॥ ৫৩ ॥

ইত্যন্ত্যন্ত সতঃ প্রেক্ষঃ সংহিতান্নাই কতীকর । অতঃপাশ্চত-
নৈব তদ্ব্যমীতীতি মানতঃ ॥ ৫৪ ॥

লিঙ্গলক্ষণমবশ্যং বৈ কথং যঃ যোগ্যকারিত্বিঃ । ইত্যুক্ত
আহ নৈবাত্র বিভূতিাণো বিবক্ষিতঃ ॥ ৫৫ ॥

কিন্তু কৃষ্ণাদিকং ভাণঃ কৃচ্চাচার্যগৈঃ ক্লেশঃ । ইত্যুক্তে
নারদীয়েন বিরোধাদব্রহ্মতাত্বা ॥ ৫৬ ॥

লিঙ্গলক্ষিতমুঃ দৃষ্টা পশ্যতঃপ্রকৃতিঃ তথা । স্মনমেব
তদা কার্যমথবা স্বর্গমীকরেন ॥ ৫৭ ॥

পতিতঃ তন্তুলিঙ্গাভ্যং চক্রলক্ষিতমথপি বা । ব্রাহ্মণেণাপি
নার্কেত পাষণ্ডাচারতৎপরন ॥ ৫৮ ॥

হইয়াছে । ৪৯। ৫০। ১। অতএব ব্রাহ্মণেরা অবশ্য বিভূতি
ধারণ করিবেন। কোন ব্যক্তি জগদব্যাপী শিবের বিভূতি-
মাহাভ্যা বলিতে পারে? । ২। “মন্তকে, কঠে, দুই কর্ণে, দুই
কণ্ঠে রক্তাক ধারণ করিলে, যে কোন্‌ মানব শিব হয় এবং
ব্রাহ্মণ হইলেন তিনি ঐ রক্তাক ধারণে পরাংপর হন” হে বতী-
শ্বর! এ কথা অগস্ত্য সংহিতায় উক্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি
বিভূতি ও রক্তাকাদি ধারণ করিয়া আত্মশরীর উপভোগ করে
নাই, সে ব্যক্তি শিব পদ প্রাপ্ত হন না” এই প্রমাণে বাহ্যরা
মোক্ষার্থী অবশ্য তাহার লিঙ্গ চিত্র ধারণ করিবে।

এই কথা শুনিয়া শঙ্করাচার্য বলিলেন। আপনারা যে
পূর্বে তাঁদের কপ বলিয়াছেন, এখনে ভাণ শব্দে বহি ভাণ
নয়। কিন্তু কৃষ্ণ প্রভৃতি ভাণ এবং কৃচ্চ চাত্রারগ ধরা ক্লেশ-
হইতেই হবে। এই বৃহন্নারদীয় বচনের বিরোধ হয়। যথা—“লিঙ্গ-
চিত্রিত বা শব্দ চক্রলক্ষিত শরীর দেখিলে তৎকালে মান
করিবে, অথবা স্বর্গদর্শন করিবে। পতিত, ও তন্তুলিঙ্গ-
ও চক্র চিত্রিত ব্যক্তিকে কপ বলিয়াও অভিহিত করিবে। পাপ

শূদ্রবৎ স পরিত্যজ্যেয়ঃ জীবন্তবনবাদ্বিঃ । কঠককঠঃ চ
হব্যক কব্যাকপি বৃণা ভবেৎ ॥ ৫৯ ॥

ভক্তানাং পরিত্যাক্যময়ঃ ব্রহ্মভিত্তিকম্ । কপি
শূদ্রকণাদুঃশ্লিষ্যচক্রাকিতং বিনা ॥ ৬০ ॥

অপি চেঙ্গিগম্যচরতো বেদাক্ততৎপরঃ । লিঙ্গচক্রা-
মাত্রেন স সদাঃ পতিতো ভবেৎ ॥ ৬১ ॥

ইত্যুক্তং হি বৃহন্নারদীয়ে কিং প্রকীৰ্ত্তিতম্ । মার্কণ্ডেয়-
পুরাণে বৈ শ্রোতব্যং তৎসমাহিতৈঃ ॥ ৬২ ॥

ব্রাহ্মণানাং চ গায়ত্র্যাঃ সদ্ধানোহিব্রহ্মণান্‌ পুরা । অতঃপা-
তিসংশয়াঃ পাষণ্ডাচার্য দৈবতাঃ ॥ ৬৩ ॥

বেদোক্তকর্মহীনাক ভাস্কিকাচারতৎপরঃ । বৃথং কলৌ
ভবন্তে বমিতি তানাহ সা কৃষা ৬৪ ॥

অতঃ কলিযুগে প্রাপ্তে ভবিষ্যন্তি দ্বিজাধমাঃ । বেদার্থহীনাঃ
পাষণ্ডা লিঙ্গচক্রাদিচিহ্নিতাঃ ॥ ৬৫ ॥

ওঁকার আচার তৎপর ঐ ব্যক্তিকে শূদ্রের মতন ত্যাগ করিবে।
জীবিত শবের মতন ঐ ব্যক্তি অপমৃত্যু। ঐ ব্যক্তিকে হব্য
কব্য বাহা দেওয়া যাইবে তৎসমুদায়কে বৃণা হয় ৫৯। ৬০। ৫৯।
। ৬০। ৬১। ৬২। মন্ত্রপুত অন্ন চক্রচিত্রিত ব্যক্তির দর্শনে
পরিত্যাগ করিবে। যদি শূদ্রও দর্শন করে তথাপি ঐ অন্ন
ভক্ষণ করিবে, কিন্তু লিঙ্গ চক্রচিত্রিত ব্যক্তি দর্শন করিলে ঐ
অন্ন ভক্ষণ করিবে না। যদি কোন ব্যক্তি বেদাচারতৎপর ও বেদাক্ত
তৎপর হয়, সে ব্যক্তি লিঙ্গচক্র চিত্র মাত্রের সদা পতিত হয়।
এই কথা বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে
যাহা কথিত হইয়াছে, আপনারা সমাহিত মনে তাহা শ্রবণ
করুন। ৬০। ৬১। ৬২। পূর্বকালে ব্রাহ্মণকিণের ও গায়ত্রীর
একটা বিবাদ হইয়াছিল। সেই বিবাদে সার্বভৌম ব্রাহ্মণলিঙ্গকে দাপ
দেন। তাহাতে দেবতাগণ পাষণ্ড হয়, বেদোক্ত কর্ম পরিত্যাগ
করে, ভাস্কিক আচারের রত হয়। পাষাণ্ডী কোর একাক পূর্বক
বলিলেন, “তোমরা কলিযুগে ঐ রূপ অস্বাভাব্য করিতেই
দিয়ে”। ৬৩। ৬৪। এই কারণে কলিযুগে উপস্থিত হইলে
দ্বিজাধম সকল, কেহই অর্থহীন, লিঙ্গচক্রাদি চিহ্নিত, পাষাণ্ড

জ্ঞানকর্ণপথাদ্রষ্টাঃ কারকোষাদিশীড়িতাঃ । হ্রাস্তানঃ
সত্যধর্মবর্জিতাঃ শাপভাগিনঃ ॥ ৬৬ ॥

কলৌ জিংগংসহস্রাব্দে পুনর্নষ্টাভবন্তি তে । নিঃশেষবতাং
গতাঃ পশ্চাদবৈতাধারুচিস্তকাঃ ॥ ৬৭ ॥

সত্যধর্মপরা তুরো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ । ইতি তস্মাদ-
কর্তব্যং লিঙ্গাদে ধারণং নষ্টৈঃ ॥ ৬৮ ॥

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ । ইতি সত্যাদি-
লক্ষ্যন্তোপাস্ত্যাগোচরতা মতা ॥ ৬৯ ॥

ততো ব্রহ্মবতারস্ত শিবস্তোপাসনং ক্রতো । প্রোক্তং তন্ত
মিরাসো নো কর্তুং কেনাপি শক্যতে ॥ ৭০ ॥

ভূতিক্রান্তারোচ্যপি কর্তব্যং ধারণং নষ্টৈঃ । কিন্তু লিঙ্গাদি-
চিহ্নানাং ধারণে মানশূন্ততা ॥ ৭১ ॥

ততঃ প্রোবাচ ভক্তাগ্রগণ্যস্তঃ পরমং গুরুম্ । অসমর্থ্যঃ
পুরা দেবান্দিপুরাস্থরনাশনে ॥ ৭২ ॥

জ্ঞান কর্ণের পথ হইতে ভ্রষ্ট, কাম ও ক্রোধাদি কর্তৃক পীড়িত,
হ্রাস্তা, সত্য ধর্ম বর্জিত ও শাপভাগী হইবে। ৬৫ । ৬৬ ।
কলির তিন সহস্র বৎসর গত হইলে পুনর্কার তাহার নষ্ট হইবে ।
পশ্চাৎ অর্ধভূত মতের অর্থচিস্তক ব্রাহ্মণ সকল একেবারে
নিঃশেষ হইবে। ৬৭ । পুনর্কার সত্য ধর্ম পরারণ হইয়া যে
তাহারা জ্ঞান গ্রহণ করিবে, ইহাতে আর সংশয় নাই । অতএব
মহাব্যগণ কখনই লিঙ্গাদি ধারণ করিবে না। ৬৮ । “যাহাকে
না পাইয়া মনের সহিত স্বাক্য সকল যে স্থান হইতে নিবৃত্ত হয়”
ইত্যাদি বেদ স্বাক্যো সত্য পরার্থের লক্ষ্য পরমাত্মা যে উপাস্য
নহে, তাহা কথিত হইরাছে । ৬৯ । অতএব ব্রহ্মবতার শিবের
উপাসনা বেদে উক্ত হইরাছে । কেহই তাহার মিরাস করিতে
পারে না। ৭০ । মানবেরা বিজ্ঞান ও কৃত্রিমের ধারণ করিবে,
কিন্তু লিঙ্গাদি চিহ্ন ধারণ করিবার কোন প্রমাণ নাই
। ৭১ ।

অনন্তর ভক্তের অপ্রাপ্য একজন, পরমেশ্বর শঙ্করাচার্যকে
কলিতে লাগিল। পুরাকালে দেবভাগ্য জিগুয়াসের বিশাশে
অন্ধর হইয়া বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র দ্বারা একটা বাণ লঙ্ঘন করেন ।
এখনে অগ্নি, মধ্যে চন্দ্র ও পেনে বিষ্ণু প্রতিষ্ঠিত ছিল। ৭২ ।

ইহুং তে কল্পমাসাহস্রিতি ব্রিক্‌খিচন্দ্রকৈঃ । জামাধিঃ শনী
মধ্যে বিষ্ণুরন্তে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৭৩ ॥

ততো বিচারমাস্তঃ ক ইহুং ধারমিষ্যতি । ক্রোধো ধারয়িতা
কেচিং প্রোচুস্তত্র দিবৌকসঃ ॥ ৭৪ ॥

যতো রুদ্রস্ত বহ্মাদিতেজঃ সকলমেব হি । তন্ত নৈজৈঃ স্রি-
চন্দ্রৌ তৌ বিষ্ণুস্তদেহজঃ স্বতঃ ॥ ৭৫ ॥

সাধিকান্শাং সমুত্তৃতস্তম্মাতারো ন তন্ত বৈ । ইতি দেবা-
বিচার্য্যন্ত প্রার্থয়ামাস্তুরীধরম্ ॥ ৭৬ ॥

সোহব্রবীদ্রমিচ্ছামি দেবাঃ কমিতি চাব্রুবন্ । সোবাচাহং
পশুনাং বৈ প্রধানঃ জ্ঞাং পতিঃ কিল ॥ ৭৭ ॥

উচুর্দেবা বরং সর্কে পশবঃ পশুভাদয়ঃ । স্বমেকঃ পতিরস্তাক-
মিত্যুক্তা তে সদাশিবম্ ॥ ৭৮ ॥

লিঙ্গশূলাদিচিহ্নানি ধারয়ামাস্তুরীধরঃ । ততো জ্যাং বাসু-
কিং কৃদ্যা মেকং কৃদ্যা ধু ধরাম্ ॥ ৭৯ ॥

রথং চন্দ্র রবীচক্রে বেদানখান্ বিধায় চ । ব্রহ্মাণং সারথিং
কৃদ্যা স্তূয়মানঃ শিবোহমষ্টৈঃ ॥ ৮০ ॥

। ৭৩ । তারার পর দেবতার বিচার করিল, এ বাণ কে ধারণ
করিবে? তন্মধ্যে কোন কোন দেবতা বলিলেন, রুদ্র বাণ
ধারণ করিবেন। ৭৪ । কারণ, বহু প্রভৃতি সমস্ত তেজই
রুদ্রের অংশ। অগ্নি ও চন্দ্র রুদ্রের দুইটা চক্ষু এবং বিষ্ণু তাঁহার
দেহোৎপন্ন। ৭৫ । রুদ্র সাধিক অংশ হহতে উৎপন্ন হইরাছেন।
অতএব বাণ ধরিতে তাঁহার কোন ভারবোধ হইবেনা।
দেবগণ এইরূপ বিচার করিয়া শীঘ্র মহাদেবের নিকট প্রার্থনা
করিল। ৭৬ । শিব বলিলেন, আমি একটা বর ইচ্ছাকরি।
দেবগণ বলিল, কিবর ইচ্ছা করেন; মহাদেব বলিলেন-আমি
বেন পশুদিগের প্রধান পতি হই। দেবগণ বলিল, ব্রহ্মাদি
সমস্ত দেবতা পশু এবং আপনি একমাত্র আমাদের
পতি। এই বলিয়া দেবগণ লিঙ্গ শূলাদি চিহ্ন সকল ধারণ
করিল। অনন্তর পরমেশ্বর শিব, বাহ্যিকের জ্যা (ধনুকের ছিলে)
স্বমেককে ধু, পৃথ্বী বীকে রথ, চন্দ্রহর্যকে দুইচক্রে, বেদ
সকলকে অশ্ব, ও ব্রহ্মাকে সারথি করিয়া, অমরলোককর্তৃক
স্বত হইয়া ঐ বাণদ্বারা দৈত্য সকল দধ করিয়াছিলেন।

কিঞ্চিৎ তেন তান্ ইদং তান্ পুনঃ পুনঃ । তন্মাত্রাদি
চিহ্নানাং ধারণং যুক্তমেব হি । ৮১ ॥

স্বর্গনার্ক তথা লোকে সেব্যসেবকয়ো যুনে । অস্মাভিঃ
সেবকৈশ্চিৎ সেব্যস্ত পরমেশিতুঃ । ৮২ ॥

অবত্মনোব সংগ্রাহমিত্যুক্তঃ প্রাহ তং গুরুঃ । মানসীনমিদং
বাক্যং যতো দেবাদিষু কচিৎ । ৮৩ ॥

লিঙ্গাদে ধারণং নৈব প্রসিদ্ধং কিম্ব তেহু বৈ । ভূতাদি-
ধারণং কিঞ্চ কৈবল্যোপনিষদঃ । ৮৪ ॥

প্রকৃতক্রিয়ানবোগাদবৈহীতোবাঃ ক্রতে নৈব শূলাদিচিহ্নং ।
জানিত্বম্ তেন মাত্তোব্য তত্ত জানেন্দ্রনাং ধারণং ভোঃ !
কমাপি । ৮৫ ॥

নাস্তঃ পক্ষা বিদ্যাতে কোহপি মুক্তা ইত্যাদ্যৈ রৈ বেদবাতৈ-
সু মুক্তাঃ । নাত্তোবাথো দেহসমাপনেন নিম্না তত্ত জ্ঞয়মাণা
হি শাস্ত্রে । ৮৬ ॥

লোকে রাজহস্তচিহ্নং নরস্ত দৃষ্টং শূলাদে হি সন্ধারং চেৎ ।
মুখ্যকং কোহপ্যগ্রহস্তহি লৌহং স্বীকর্তব্যং তেন তদ্ধার এব
। ৮৭ ॥

অতএব লিঙ্গাদি চিহ্নধারণ অতিশয় আবশ্যক ৭৭।৭৮।৭৯
।৮০।৮১। হেমুবিব। জগতেও দেখাযায়যে, সেব্যসেবকের এক
রূপচিহ্ন থাকে। অতএব আমরা সেবক হইয়া সেবনীয়
পরমেশ্বরের চিহ্ন গ্রহণ করিব।

এইকথা শুনিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিলেন। আপনাদের
এবাব্যে কোন প্রমাণ নাই। যে হেতু দেবতাগণ যে
কখন লিঙ্গাদি ধারণ করিয়াছিলেন তাহা অপ্রসিদ্ধ।
কিন্তু তাঁহারা যে বিভূতি ও রক্তাক্ত ধারণ করিতেন
তাহা প্রসিদ্ধ। তৎবাতীত কৈবল্য উপনিষদে এই রূপ
লৌহা আছে যে “প্রজ্ঞা, ভক্তি ও ধ্যান বোগে তাঁহাকে
জানিতে পারা যায়। অতএব শূলাদি চিহ্ন কখন জ্ঞানের
অঙ্গ নহে। এই কারণে জ্ঞানার্থী গণের বিভূতাদি ধারণ কখন
কর্তব্য নহে।” (৭৮।৮০।৮১) “জিনি” ব্যতীত মুক্তির আর
কোন পথ নাই। ইত্যাদি বৈদিকবিরুদ্ধ মতকারী দেহসমাপনে
কোন কোন পন্থা হইয়া, বহু ঐক্যকারী শাস্ত্রে নিম্না প্রকাশ
করা হইয়াছে । ৮৬। অসত্য যদি বৈদিক রাজাকে ছাড়িচিহ্ন ত্যাগ,

কিং চান্ত ভক্তেন ভূতাদিহৃৎ সর্গাদিকং ধার্য্যমনস্তচে-
তসা। পরন্তু নৈতৎ ধনু পূজ্যতে নরে সর্গত্রেমোপাশি ভয়েন
কম্পিনি । ৮৮ ॥

তন্মাত্রাদিমাং পানরবুদ্ধিমাণ্ড বিহার চিহ্নক সমর্প্য কর্ম । ত্রে-
দোক্তমীশে পরমীবয়োশ্চৈকাত্মাহুসদ্ধানমনস্তচিত্তঃ । ৮৯ ॥

কুর্কম্মিঃবাধেন পরন্তু ভজ্ঞাজ্ঞানস্ত নাশেন ভবিষ্যসি ত্বম্ ।
মুক্তো ন চাত্তেন যথা কদাপীভূক্তঃ স আচার্য্যবরং প্রণম্য । ৯০ ॥

চিহ্নানি সন্ত্যজ্য সপুত্রবান্ধবঃ শিষ্যো বহুবাহুবরবাদিতং-
পরঃ । তথৈব চাত্তেহপি গুরোঃ প্রসাদভো বহুবুদ্ধিবৈতর্ক্যঃ
স্বধাৰ্থিনঃ । ৯১ ॥

অনন্তশয়নং নাম প্রদেশং প্রাপ্তবাংস্ততঃ । সেবস্ত-
কৃদ্বা মাপনাস স তত্র বে । ৯২ ॥

করিয়া শূলাদি ধারণ করিতে দেখা যায়, তবে আপনাদেও
অবশ্য কোন বিশেষ আগ্রহ থাকিতে লৌহ গ্রহণ করা উচিত।
কিন্তু শূলের লৌহ ধারণ করিলে তাহাতে অবশ্যই ভার হইবে
। ৮৭। অপিচ দেব্যক্তি শিবের ভক্ত, সেব্যক্তি অনন্যমনে
নিভহস্তে শিবচিহ্ন সর্গ ধারণ করিবেক। পরন্তু সর্গত্রেম উত্তর
চেতু যেমানব কম্পিত হয়, তাহাকে কেহ পূজা করেন। ৮৮।
অতএব এই পানর বুদ্ধি ও চিহ্নত্যাগ করিয়া বেদোক্ত কর্ম
সকল পরমাত্মাতে সমর্পণ করিয়া অনন্যমনে জীবাশ্মিও
পরমাত্মার ঐক্য অহুসদ্ধান কর। পরমাত্মবোধ হইলে এবং
অজ্ঞান নাশ হইলে তুমি মুক্ত হইবে। অত্বে আর কোন রূপে
কখন তুমি মুক্ত হইতে পারিবেনা। এইকথা শুনিয়া আচার্য্যকে
প্রণাম করিয়া পূজবান্ধবের সহিত চিহ্ন সকল ত্যাগ করিয়া
অবৈত মতে নিতান্ত রত হইয়া শিষ্য হইল। তদ্রূপ অজ্ঞান
সকলেই গুরুর প্রসাদে অবৈত মতাবলম্বী হইয়া স্থপী হইল
৮৯। ৯০। ৯১।

অনন্তর শঙ্করাচার্য্য অনন্তশয়ন নামক প্রদেশে গমন করি-
লেন। তথায় দেবতাকে দর্শন করিয়া তিনি এক মাস বাস
করিয়া রহিলেন। ঐ স্থানে ভক্ত, ভাগবত, বৈকুণ্ঠ, পাক
রাজিক, বৈগানস ও কুর্কম্মিঃ ছয় প্রকার বৈকুণ্ঠ ছিল। শঙ্কর
তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের লক্ষণ কি বল ? প্রথমে
ভক্তগণ শঙ্করকে বলিল, বাহুদেব ! তিন পরমেশ্বর এবং সর্গক

ভক্তা ভাগবতশিষ্যৈঃ বৈকবাঃ পাকরাজিণঃ। বৈবানসাঃ
কর্ণহীনাঃ বড়্‌বিশা বৈকবা মতাঃ। ৯৩।

ভানাহ শঙ্করাচার্য্যঃ কিং বো লক্ষণমুচ্যতাং। ভক্তাঃ প্রথম-
মাহতঃ সৰ্ব্বজ্ঞো জগদীশ্বরঃ। ৯৪।

বাহুদেবঃ স রামাদ্যানবতারান্ বিতৰ্জ্যকঃ। তদুপাত্যা বরঃ
মুচ্যঃ প্রাপ্যামন্তংসলোকতাম্। ৯৫।

ইতি বুধ্যা বরঃ সৰ্ব্বৈঃ কৌণ্ডিন্যমুনিনা প্রোক্তো। প্রসাদি-
কৃত্ত বেদাঙ্গাননন্তস্ত সমঃ মতাঃ। ৯৬।

আচারো দ্বিবিধোহস্মাকং ক্রিষাজ্ঞানবিত্তেবতঃ। কৰ্ম্মণা ব্রহ্ম-
জ্ঞানস্য বিকৃশণাঙ্গময়ে বহুতম্। ৯৭।

জানিনোহুজ্জ্বল তিষ্ঠাম ইত্যুক্তো জ্ঞানলক্ষণম্। পপ্রাক্ষ বিকৃ-
শণাঙ্গং প্রোহ তেভু বিচক্ষণঃ। ৯৮।

অনন্তভগবৎপাদকমলং পরমং পরম্। ইতি তুক্ষীং হিতি-
কৰ্ম্মণং বতো নৈব তদাঙ্গম্। ৯৯।

ভিমিশ্রাম, কৰ্ম্ম, মন্ত ইত্যাদি অরতার ধারণ করেন। তাঁহার
উপাসনা দ্বারা আমরা মুক্ত হইরা তাঁহার পদ প্রাপ্ত হইব।
৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। বৌদ্ধিন্য মুনি ঐহাকে প্রসন্ন করিয়া
ছিলেন, আমরা সেই বুদ্ধিতে সেই অনন্ত প্রভুর সেবাতে একাত্ত-
রত হইরাছি। ৯৬। আমাদের মত আবার দুই প্রকার। যথা—
জ্ঞান ও কার্য্য। ব্রহ্মগুণ প্রভৃতি কৰ্ম্মশীল—বিকৃশণা প্রভৃতি
আমরা জ্ঞানকার্য্যের অশুশীলন করিয়া এই স্থানেই বাস
করিয়া থাকি। এই কথা শুনিয়া শঙ্কর জ্ঞানের লক্ষণ দ্বিজ্ঞাসা
করিলেন। অনন্তর উহাদের মধ্যে পণ্ডিত বিকৃশণা বলিতে
লাগিলেন। অনন্ত ভগবানের পাদকমল পরম পরম, এই
বুদ্ধি লইয়া মৌন ধারণ পূৰ্ব্বক অবস্থানের নাম জ্ঞান। কারণ,
তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত একপ্রাণিভূৎ পর্য্যন্তও সঞ্চরণ করিতে
পারেনা। এই কথা শুনিয়া শঙ্কর তাঁহাকে বলিলেন, জন্ম
দ্বারা মুক্ত হই এবং কৰ্ম্ম দ্বারা দ্বিমুক্ত হই। প্রত্যহ সন্ধ্যা উপা-
সনা করিবেক। না করিলে প্রত্যর্থা হই। প্রাতঃকালে
মধ্যাহ্নকালে ও সন্ধ্যাকালে অগ্নিহোত্রাদি বাগ করিলে মানবে
হুই হয়, ব্রাহ্মণে করিলে বিদ্বান্ হয়, পণ্ডে যমত ভক্ত কলগত

বিদ্যা ভূগাদিসংকারো ভবতীভ্যক্ত আহ তম্। জন্মনা আ-
মতে শূদ্রঃ কৰ্ম্মণা জারতে বিজঃ। ১০০।

নিত্যং সন্ধ্যাপূঙ্গীত প্রত্যর্থাব্যক্তথা ভবেৎ। প্রাতঃসানি-
কালেবু হুগ্নিহোত্রাদিকং বুধঃ। ১০১।

কূৰ্ম্মন বৈ ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ সকলং ভক্তমবুত। ইত্যাদি-
প্রতিবাক্যানি নিত্যং কৰ্ম্ম ভবতি হি। ১০২।

অতঃ সৰ্ব্বৈঃ প্রতিপ্রোক্তং কৰ্ত্তব্যং কৰ্ম্ম সৰ্ব্বথা। বৈদ্যত
তত্ত সংত্যাগাদ্ হুঃখভাণ্ডিঃ মনু জগৌ। ১০৩।

জীবন্ কৰ্ম্মপরিচ্যাগঃ বঃ কয়োতি নরাধমঃ। স বুধ্যো ম-
রকং যতি বাবদাভূতসংগ্রহম্। ১০৪।

যতীনাযপি কৰ্ম্মহন্তি জ্ঞানদেবার্জুনাদিকম্। ব্রাহ্মণ্যহানি-
য়েবাতো ভ্রষ্টানাং শ্রীরকৰ্ম্মতঃ। ১০৫।

অকৈঃ কতিপয়ৈরেবং দ্বিতিরিভ্যক্ত আহ তম্। বিকৃশণা
প্রোক্তো। সপ্তমঃ পুরুষো ময়া সমঃ। ১০৬।

কিকিৎকৰ্ম্মপরন্তস্ত পিতাহুত্মিতি বৈ প্রতম্। বাল্যে মরেতি
সংপ্রোক্তঃ প্রোহ দূরং ব্রাহ্মহুনা। ১০৭।

করে। ইত্যাদি (বেদবাক্য) সকল নিত্য কৰ্ম্মকাণ্ডকে ছব করিয়া
পাকে। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০। ১০১। ১০২। অতএব সকলেরই
সৰ্ব্বদা বেদোক্ত কৰ্ম্ম করা উচিত। মনু বলিয়াছেন, ঐ বৈদ্য
কৰ্ম্ম না করিলে হুঃখ লাভ হয়। ১০৩। যে ব্যক্তি জীবিত
থাকিয়া কৰ্ম্ম ত্যাগ করে, সেই মৃত ব্যক্তি প্রলয়কাল পর্য্যন্ত
নরকে বাস করে। ১০৪। যতিরীগেরও জ্ঞান ও অর্জুন ইত্যাদি
কৰ্ম্ম আছে। ঐ সকল যদি যদি কৰ্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়, তবে
তাঁহার ব্রাহ্মণ্য ক্ষয় হয়। কতিপয় বৎসর এইরূপে অবস্থিতি
করিতে হইবে।

এই কথা শুনিয়া বিকৃশণা শঙ্করকে বলিল। প্রোক্তো
আমার তুল্য সপ্তম পুরুষ, ও আমার পিতা কিকিৎ কার্য্যের অহ-
তান করিতেন, ইহা আমি বাল্যকালে শুনিয়াছি। এই কথা
অবস্থানে শঙ্কর বলিলেন, তুমি এখনই মৃত হও। এই কথা
শুনিয়া বিকৃশণা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আপননার সঙ্গীতন সবধি-

এবমুক্তঃ সতু কেশাপুরিতঃ সগগন্তদা । প্রণম্য দণ্ডবদ্বমৌ
ক্ষমস্বৈতাহ তং গুরুম্ । ১০৮ ॥

দৃষ্টা তং শরণং প্রাপ্তঃ প্রাহ শিষ্যান্ দয়ানিধিঃ । প্রায়শ্চিত্ত-
বিধানার্থং ত্রেহপি কুর্য্যন্তথৈব হি । ১০৯ ॥

প্রায়শ্চিত্তেন সংযুক্তা বিষ্ণুশ্রদ্ধাদয়োহপি তে । কর্শনিষ্ঠা-
স্তমার্চার্য্যং প্রোচুৎসংকপয়া প্রভো ! । ১১০ ॥

ব্রাহ্মণানিদ্ধিরম্বাকং জাতা মুক্তিঃ কথং ভবেৎ । ইত্যুক্ত
আহ পরমো গুরুঃ করুণয়াস্বিতঃ । ১১১ ॥

ব্রাহ্মণাচারদেবাঃ স্মারীশো বিষ্ণু দ্বিনেশ্বরঃ । উমা গণপতি
শৈব ভেবাং পূজাপরা নরাঃ । ১১২ ॥

ব্রহ্মার্শগদিয়া কামাঃ স্ত্যক্তা কর্শ চরন্তি বৈ । এবং কুতে
নিত্যকর্মণ্যমলে মনসি প্রভো ! ১১৩ ॥

জীবন্ত চ ভিনাতাবো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ । মূলজ্ঞানস্ত
তং তস্মান্ নিবৃতি জ্ঞানকারণম্ । ১১৪ ॥

ভেন ভগ্নে লিঙ্গদেহে মুক্তি ভবতি নান্তথা । ইত্যাদিষ্টো
বিষ্ণুশ্রদ্ধা দণ্ডবৎ প্রণিপত্য তম্ । ১১৫ ॥

সগগঃ কারয়ামাস নিত্যং কর্শ গুরুং স্মরন্ । স্মার্তাচারপরি-
শ্রান্তঃ পঞ্চপূজাবিশারদঃ । ১১৬ ॥

ত্রিপুণ্ড্রং ভক্ষনা কুর্কন্ চন্দ্রেন চ স্তব্রতঃ । স্মার্তা মৃত্তিকয়া-
চৌর্ধ্বপুণ্ড্রং কুর্কন্ প্রযত্নতঃ । ১১৭ ॥

এবং তেহু নিরন্তেহু ব্রহ্মগুপ্তাদয়স্ততঃ । সমাগত্য প্রণম্যো-
চুঃ স্বামিন্ ! স্মার্তেন বস্মনা । ১১৮ ॥

কুর্কন্তো বয়মার্চার্য্য ! কর্শব্রহ্মার্শগং ধিরা । কৃষা বয়ং বসা-
মোহত্রেত্যুক্তঃ স প্রাহ তান্ গুরুঃ । ১১৯ ॥

ইতঃ পরং পঞ্চপূজাতৎপরঃ শুদ্ধমানসাঃ । ভেদবাসনয়া
মুক্তা ভবন্তুঃ স্বাত্মবোধতঃ । ১২০ ॥

লিঙ্গদেহেন নিমুক্তাঃ সচ্চিদানন্দমবয়ম্ । প্রাপুঃ স্বতীতি
সংপ্রোক্তা নত্যা তং স্বস্থমানসাঃ । ১২১ ॥

বভূবুরথ তং প্রাহ সমাগত্য পরং গুরুম্ । কশ্চিদভাগবতো
বিপ্রঃ স্বামিন্ ! শৃণু মতং মম । ১২২ ॥

কারণ দ্বারা লিঙ্গদেহ ভগ্ন হইলেই মুক্তি হয়, আর কিছুতেই
হইতে পারেনা। এইরূপে আদিষ্ট হইয়া বিষ্ণুশ্রদ্ধা। তাঁহাকে
দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত আচারে পরিশ্রান্ত
হইয়া পঞ্চদেবের নিত্য পূজা করিতে লাগিল। তদ্ব্য এইং
চন্দ্রন দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র (তিলক) করিতে লাগিল উত্তম ব্রত পরা-
য়ণ হইল ও স্মানান্তে যজ্ঞ সহকারে মৃত্তিকা দ্বারা উর্ধ্ব তিলক
চিহ্ন করিল। সঙ্কীর্ণ সমভিব্যাহারে এইরূপে গুরু স্মরণ
পূর্বক নিত্যকর্মের অনুষ্ঠানে বিখ্যাত হইল। ১১০—১১৭।

অনন্তর তাহারা মিরস্ত হইল ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি আসিয়া
প্রণাম করিয়া বলিল “প্রভো! আচার্য্য! আমরা স্মৃতি
শাস্ত্রমতে (যে সকল কর্ম পরমব্রহ্মে অর্পণ করিতে হয়) সেই
সকল কর্ম বুদ্ধি পূর্বক এইস্থানে বাস করিয়া রহিয়াছি।”
এই কথা শুনিয়া গুরু শঙ্কর তাহাদিকে বলিলেন “ইহার পর
বাহারা পঞ্চদেবতার পূজার তৎপর হইবে—বাহারা স্মির্লচিত্ত
বাহাদের ভেদবুদ্ধি দূর হইরাছে—বাহারা আত্মজ্ঞান হেতু লিঙ্গ
দেহ হইতে চ্যুত হইরাছে—একপ কোকে অস্বিতীয় সচ্চিদানন্দ

বাহারে তৎকালে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিল, আপনি
আমাকে ক্ষমা করুন । ১০৫। ১০৬। ১০৭। ১০৮। তখন
দয়ানিধি গুরুদেব বিষ্ণুশ্রদ্ধাকে শরণাগত দেখিয়া বলিলেন,
তোমার পূর্ব পুরুষগণও প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য ঐ রূপ কার্য্য
করিতেন । ১০৯। ঐ সকল বিষ্ণুশ্রদ্ধা প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ প্রায়-
শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হইয়া আচার্য্যকে বলিল, প্রভো! আপনার
কৃপায় আমাদের মুক্তি কি রূপে হইবে?। তখন পরম
গুরু শঙ্কর দয়ালু হইয়া বলিলেন, মহাদেব, বিষ্ণু, সূর্য্য, চন্দ্রা
এবং গণপতি এই পাঁচ জন ব্রাহ্মণদিগের আচারের দেবতা।
সকল মানবে ঐ সকল দেবতার পূজা পরায়ণ হইয়া ব্রহ্মপদার্থে
সকল বস্তু অর্পণ করিবার মানসে নিষ্কাম হইয়া কর্ম সকল
অনুষ্ঠান করিবেক। এইরূপে নিত্য কর্ম করিলে নিম্নলি মনে
নিঃসঙ্কে জীবের অভাব হইয়া থাকে। মূল অর্থাৎ আদি
অজ্ঞানের তাহা হইতে নিবৃতি হইলেই জ্ঞান জন্মায়। ঐ জ্ঞান

সর্ববেদেষু বৎপুণ্যং সর্বভীর্থেষু বৎকলম্ । ভৎকলং নর
আপ্নোতি জ্ঞাত্ব দেবং জনর্দনম্ । ১২৩ ॥

ইত্যাদিবিচনারিকোঃ কীর্তনেহহর্নিশং রতঃ । শঙ্খচক্রাদি
সংচিহ্নৈঃ চিহ্নিতস্তলসীগলঃ । ১২৪ ॥

উর্দ্ধপুণ্ড্রী বসান্যত্র মুক্তিধর্ম করে স্থিতা । ইত্যুক্ত আহ মা
চক্রাদ্যঙ্কনস্ত বিনিম্ননাং । ১২৫ ॥

কিঞ্চ মুক্তি উর্দ্ধবতশ্চতুর্দ্বা বর্ততে শূণ্ । পট্টকাকানরুপা তাদ
বচসামপ্যগোচরা । ১২৬ ॥

যতো বাচো নিবর্ত্তস্ত অপ্রাপ্য মনসা সহ । ইত্যাদিভক্তি-
বাক্যোক্তো দ্বিতীয়া ব্যাহংজিকা । ১২৭ ॥

সর্বলোকাজিকা তত্ত বিকোশ্চিহ্নস্ত ধারণম্ । সমর্থশ্চেৎ
কুরুষ্যত তপ্তেনৈকেন বা দৃঢ়ম্ । ১২৮ ॥

শীর্ষাদ্বিপাদপর্যন্তং দেহমঙ্কর নাশতঃ । তত্ত সৎস্তুতি তে
বৈকবৎ যদুৎপত্তং নৃণাম্ । ১২৯ ॥

পাইয়া থাকে” এই কথা শুনিয়া তাহার গুরুকে প্রণাম করিল
এবং স্তব্ধচিত্ত হইল ।

অনন্তর কোন এক ভাগবত বৈকব ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে
আসিয়া পরম গুরুকে বলিল। “প্রভো! আপনি আমার
মত শ্রবণ করুন। সকল বেদে যত পুণ্য আছে, সকল ভীর্থে
যত কল আছে, সমুদ্র এক বিষ্ণুকে স্তব করিলে সেই সকল
কল পাইয়া থাকে। ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচনে আমি বিষ্ণুর গুণ-
কীর্তনে অহরহ আসক্ত। শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন দ্বারা সমস্ত দেহ
চিহ্নিত করিয়াছি। গলদেশে তুলসীর মালা ধারণ করিয়াছি।
উর্দ্ধদিকে তিলক কাটিয়া এইখানে বাস করিয়া থাকি। মুক্তি
আমার করতলে আনিবেন।”

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন “চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করিলে
কখনই মুক্তি হইতে পারেনা। অপিচ ভগবানের মূর্ত্তি চারি
প্রকার শ্রবণ কর। “রাক্ষসকল বাহ্যকে না পাইয়া মনের
সহিত বেদান হইতে নিবৃত্ত হয়” এই সকল বেদবাক্য দ্বারা
তিনি পর, তিনি এক, তিনি আকাশরূপী, বাক্যদ্বারাও তাঁহার

বিভূতিমূর্ত্তবস্ত্ত মংভান্যাঃ পরিকীর্তিতাঃ । তপ্তলোহম-
রীতি রৈ তাত্তিরত্বং দেহকম্ । ১৩০ ॥

কিমর্থঃ জড়শব্দাদেঃ কর্তব্যং চিহ্নধারণম্ । বিষ্ণুবল্লোহ-
চক্রাদেধারণং কুরু বা সমা । ১৩১ ॥

অর্জা মূর্ত্তেঃ শিলাময়াঃ স্বরূপেণাথ বাক্যর । শরীরং মূঢ় ।
তদ্ব্যাক্তং কর্তব্যং চিহ্নধারণম্ । ১৩২ ॥

মহিমা প্রকাশ করা যায় না। এই চারি প্রকার তাঁহার মূর্ত্তি।
ব্যাহংজক দ্বিতীয় মূর্ত্তি। সর্বলোকময়ী তৃতীয় মূর্ত্তি—চতুর্থ মূর্ত্তি
চিহ্নধারণ। যদি সমর্থ হইয়া থাক তবে শীঘ্র সেই বিষ্ণুর চিহ্ন
সকল ধারণ কর। তুমি মন্তক হইতে চরণ পর্যন্ত সমস্ত দেহ দ্বারা
চিহ্ন দ্বারা অথবা একমাত্র চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত কর। নেই চিহ্ন
রূপে উত্তপ্ত বিশিষ্ট দেহের নাশ হইলে (যাহা অপর মানবের
একান্ত জলন্ত) তোমার সেই বৈকবপদ লাভ হইবে। ১২৮। ১২৯।
মংস্ত, কৃষ্ম, বরাহ ইত্যাদি বিষ্ণুর ঐশ্বর্যের মূর্ত্তি বলিয়া উল্লি-
খিত হইয়াছে। তুমি উত্তপ্ত লোহময় সেই সমস্ত বিভবমূর্ত্তি
দ্বারা দেহ চিহ্নিত কর। কি নিমিত্ত জড় শঙ্খচক্রাদি দেহ
দ্বারা ধারণ করিবে? অথবা বিষ্ণুর মতন সর্বদা লোহময়
চক্রাদি ধারণ কর। হে মূঢ়! তুমি শিলাময়ী মূর্ত্তির অর্চনা
কর, অথবা স্বরূপে আপনার দেহ চিহ্নিত কর। অতএব (বি-
ষ্ণুর চিহ্ন ধারণ করিতে হইবে) এইরূপ পাষণ্ডবুদ্ধি ত্যাগ ক-
রিয়া আপনার কৰ্ম্ম সকল আশ্রয় কর। কৰ্ম্ম কল সকল পর-
মেশ্বরে সমর্পণ কর। অনন্তর ঐ কৰ্ম্মদ্বারা গুরুসঙ্গ হইয়া
এক অদ্বৈতমতালম্বী গুরু অবলম্বন কর। গুরুর উপদেশে তে-
মার কৰ্ম্ম বন্ধ সকল নষ্ট হইয়া যাইবে এবং তুমিও মুক্ত হইবে।
“মুক্তির নিমিত্ত অস্ত্র আর কোন পথ নাই” এই কথা বেদে
স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। অতএব যাহারা মোক্ষার্থী, যাহারা
নির্ম্মল চিত্ত তাহাদের (কি রূপে জ্ঞান হয়) এবিধে যত্ন করা
আবশ্যক।”

এই কথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ বতিবরকে সম্যক রূপে
প্ৰণাম করিয়া বলিল—“অনেক পুণ্যে আপনার শ্রীচরণকমলের
দর্শন হইয়াছে। অতএব আপনি আমাকে কৃতার্থ করুন।”

বিশ্ফোরিত বিহায়াণ্ড পাবণমতিমাশ্রয় । স্বকৰ্ম্মাণি ফলং
তেবাং সমৰ্পণ পরেখরে । ১৩৩ ॥

তেন শুদ্ধস্ততোহৈবতবাদিনং শুদ্ধমাশ্রয় । তন্ত্ৰোপদেশতো
নষ্টকৰ্ম্মবন্ধো বিমোক্ষসি । ১৩৪ ॥

নাশ্রুতঃ পদ্মা বিদ্যাতে মুক্তয়ে হীতু্যুক্তশ্রুত্যা তেন বোধেহি-
ষত্বঃ । কার্য্যা মোক্ষাকাঙ্ক্ষাভিঃ শুদ্ধচিত্তৈরিত্যুক্তোহসৌ
বিপ্রদেবো যতীশম্ । ১৩৫ ॥

সম্যগ্জ্ঞান্ প্রাহ পুণ্যৈরনেকৈঃ স ত্বৎপাদান্তোজ্ঞয়োর্দর্শনং
মে । জাতং তন্মাদ মাং কৃতার্থং কুরুষেহেবং তেন প্রার্থিতো-
হসৌ বভাবে ॥ ১৩৬ ॥

ভো ! বিপ্রদেবাণ্ড বিহায় চিত্তকৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্ থলু কামহীনঃ ।
ব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবয় ত্বং মুক্তো ভবিষ্যত্তববোধতোহব্রহ্মা
॥ ১৩৭ ॥

ব্রাহ্মণের এইরূপ প্রার্থনাবাক্য শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—“হে
ব্রাহ্মণবর ! তুমি শীঘ্র চিত্ত পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কামমনে
কৰ্ম্ম কর । “আমি ব্রহ্ম” এইরূপ চিন্তা করিতে থাক, তাহা
হইলে জ্ঞান যোগে তুমি শীঘ্র মুক্তিলাভ করিতে পারিবে ।”

তখন অল্প এক জন শাস্ত্রপাণি নামক বৈষ্ণব আসিয়া এবং
“নমো নারায়ণায়” এই কথা বারবার উচ্চারণ করিতে করিতে
শঙ্করকে বলিল “আমি বিষ্ণুর মূর্ত্তাদি এবং শাস্ত্রচক্রাদি
চিত্ত দ্বারা স্তুতিস্থিত হইয়াছি । আমি এক জন পরম বৈষ্ণব ।
অতএব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অস্তে বৈকুণ্ঠে গমন করিব ।
কারণ আমার মতন অনেক বৈষ্ণব তথায় বসতি করিয়া
থাকেন ।” অতএব হে মুনিবর ! চিত্ত ধারণ বিষয়ে যে পুরাণ
প্রমাণ আছে তাহা আপনি শ্রবণ করুন । “যে সকল মানব
বাহুমূল শাস্ত্রচক্র চিত্ত ধারণ করে, যাহারা গলদেশে তুলসী,
পদ্ম এবং অক্ষমালা ধারণ করে, যাহাদের ললাটেদেশে উর্দ্ধভাগে
তিলক শোভা পায়, সেই সকল বৈষ্ণবেরা শীঘ্র ত্রিভুবন পবিত্র
করিয়া থাকেন ।”

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন “এবিষয়ে বেদের কোন

পুনরন্তো শুক্লং প্রাহ শাস্ত্রপানিরিত্তি শ্রুতঃ । নমো নারা-
য়ণায়ৈতি মন্ত্রমুচ্চায়ন্ পুনঃ ॥ ১৩৮ ॥

তত্ত্ব মূর্ত্তাদিকৈঃ শাস্ত্রচক্রকাট্যৈঃ স্তুতিস্থিতঃ । সংসারবন্ধ-
নামুক্তো বৈকুণ্ঠং বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥ ১৩৯ ॥

গমিষ্যামি ততস্তত্র তথাভূতা বসন্তি তৎ । চিত্তস্ত ধারণে
মানং পুরাণং শৃণু ভো মুনৈ ! ॥ ১৪০ ॥

যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশাস্ত্রচক্রা যে কণ্ঠলগ্নতুলসীনলিনাক্ষ-
মালাঃ । যে বামললাটফলকে লগ্নদুর্ধ্বপুণ্ড্রাস্তে বৈষ্ণবা ভুবনমা-
ন্ত পবিত্রয়ন্তি ॥ ১৪১ ॥

ইত্যুক্ত আচার্য্য উবাচ মৈবং শ্রুতেরভাবাৎ কথনীয়মত্র ।
অতঃপুদেহো ন সমশ্রুতে হয়ং বিমোক্ষমেবা শ্রুতিরন্তি মানম্ ॥
১৪২ ॥

নৈবং যতঃ পাতকধ্বংসনার্থং মহত্তপঃ কৃচ্ছ্রমুখং স্বকৰ্ম্ম ।
বহাথবা ধ্যানমধীশ্বরস্ত প্রোক্তং শ্রুতৌ চিত্তমতো ন কার্য্যম্ ॥
১৪৩ ॥

প্রমাণ নাই বলিয়া কখন এরূপ কথা বলিওনা । যে ব্যক্তি
দেহ তাপিত করে নাষ্ট, সে ব্যক্তি যে মোক্ষলাভ করিতে একান্ত
অপারগ, এবিষয়ে বেদ প্রমাণ আছে । তুমি যাহা বলিয়াছ
তাহা হইতেই পারেনা । যেহেতু পাপ ধ্বংসের নিমিত্ত বেদে
কেবল কষ্টদায়ক তপস্তা প্রভৃতি মহৎ স্বয়ং কৰ্ম্ম এবং প্রভূর
ধ্যান মাত্র কথিত হইয়াছে । অতএব কিছুতেই চিত্ত ধারণ
করা কর্তব্য নহে । “যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি কেবল মোক্ষ
ভোগ করেন” ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা মোক্ষের কারণ কেবল
জ্ঞান । “পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রবেশ করিতে
হয়” ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা জ্ঞান ভিন্ন অল্প যত কিছু কৰ্ম্ম
করিবে তাহাতেই আবার সংসার লাভ হয় । বৃহস্পতির প্রভৃতি
পুরাণেতে বহু পূৰ্ব্বক তপ্ত শাস্ত্রচক্রাদি ধারণের নিষেধ দেখা
যায় । (চিত্ত সকল ধারণ করিয়া আমি হরির সমান হইব)
এসমস্ত কেবল মনে ২ রাজ্য ভোগ মাত্র । শূদ্র যেমন শিখর
যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ করিলেও ব্রাহ্মণ হয়না, তজ্জপ এখানেও

ব্রহ্মজ্ঞো যঃ সোহনুতে মোক্ষমিত্যাশেক্ষ্যামোক্ষস্ত হেতু-
র্বিবোধঃ। কীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকে বিশস্তীত্যাদে বাক্যানন্ততঃ
পুঙ্খতিঃ ত্রাং ॥ ১৪৪ ॥

পূরণেষু বৃহন্নারদীয়াদিবু নিবেদনম্। দৃষ্টতে তপ্তশ্রী-
বে ধারণস্ত প্রথমতঃ ॥ ১৪৫ ॥

চিহ্নানাং ধারণেনাহং ভবিষ্যানি হরেঃ সমঃ। ইত্যোততু
পক্ষোরাভ্যামাত্র শূদ্রো বধা নহি ॥ ১৪৬ ॥

শিখায়জোপবীতাদিধারণাদেব স দ্বিমঃ। ব্রহ্মান্ববোধ-
তত্ত্বান্বিত্যপ্রাপ্তিঃ প্রতিমানতঃ ॥ ১৪৭ ॥

তস্মাৎ ব্রহ্মাহমিত্যেবং চিন্তনং সর্বদা কুরু। তেন নষ্টে
ভিমাগক্ষে জীব এব পরঃ শিবঃ ॥ ১৪৮ ॥

শিবঃ শিবোহমস্মীতিবাদিনং বঞ্চ কঞ্চন। শ্রাদ্ধানা সহ তা-
দ্ব্যভ্যাগিনিং কুরুতে ভ্রমম্ ॥ ১৪৯ ॥

ইত্যুক্তং শিবগীতাবিত্যুক্তো বৈষ্ণব আহ তন্। নমস্কৃত্য
কৃতার্থোহহং আমিং স্তুত্বপদেধতঃ ॥ ১৫০ ॥

অধুনাহৈবতনিষ্ঠোহহং ভবিষ্যামীতি সোহব্রবীৎ। ননাম দণ্ড-
দ্বন্দ্বমৌ তং গ্রাহ গুরুসন্তমঃ ॥ ১৫১ ॥

ঐরূপ আমি। অতএব ব্রহ্মান্ববোধ হইলেই মোক্ষ পদ
প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব বেদ প্রমাণে “আমি ব্রহ্ম” এই
রূপ সর্বদা চিন্তা কর। ঐরূপ চিন্তা দ্বারা ভেদ বুদ্ধি নষ্ট
হইয়া যাইলে যে জীব সেই শিব। “আমি শিব আমি শিব
যে ব্যক্তি এই কথা সর্বদা বলিয়া থাকে, তখন সে ব্যক্তি
আত্মার সহিত তাহাকে একাত্মা করিতে সক্ষম। এই সমস্ত
কথা শিবগীতাতে উত্তমরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই কথা শুনিয়া বৈষ্ণব তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল—
“প্রভো! আমি আপনার উপদেশে কৃতার্থ হইলাম। সম্রাতি
আমি অবৈত মতে সান্তিশর যত্ববান হইব।” এই কথা বলিয়া
কৃতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। গুরুবর তাহাকে বলিল “তুমি
কৃতার্থ হও।” গুরু এই কথা শুনিয়া সর্বদা পঞ্চ দেবতার

মুস্তো ভবেতি সোহপুজ্যঃ সার্বভৌমোহু ভংগয়ঃ। পঞ্চপূর্বা-
রতোনিত্যং স্বদেশহানু জনানপি ॥ ১৫২ ॥

তথাকরোত্ততঃ পাঞ্চরাত্রাগমস্বীকৃতঃ। আহ ভগবৎ-
প্রতিষ্ঠাদিমূলভূতোহমদাগমঃ ॥ ১৫৩ ॥

তস্মাদ্গতেহয়মাত্রো বিদ্রোহঃ কার্যোহবিশ্লৈরপি। ইত্যুক্তঃ
শ্রীগুরুঃগ্রাহ যদি বেদাবিরুদ্ধতা ॥ ১৫৪ ॥

অন্ত্যাগমে তদা তস্তাচারো গ্রহো ন চান্তথা। অন্তমন্ত্রা-
গ্রহে তত্র বৈষ্ণবত্বং প্রকীর্তিতম্ ॥ ১৫৫ ॥

গায়ত্র্যা উপদেশস্ত ব্রাহ্মণ্যায়ান্তি সর্বদা। এবং চ বৈষ্ণ-
বত্বস্ত ভক্ত এব সমাগতঃ ॥ ১৫৬ ॥

তদভাবে ন বিপ্রতঃ বিকুমন্ত্রশতৈরপি। বৈষ্ণবত্বং কুতোহি-
ত্যন্তাঃ সত্বে নমু হরৈরিয়ম্ ॥ ১৫৭ ॥

শক্তিঃ শাস্ত্রাদিবহস্ত শ্রবণাদিতি চেতদা। কৃত্তস্ত শক্তি-
রেবান্ত চন্দ্রশেখরতাদিকম্ ॥ ১৫৮ ॥

শ্রমতেহস্তা যতঃ পঞ্চমুখাদ্যং চ দেহগম্। অস্ত বা সর্ব-
সংপূজ্যা শুভদা পরমেধরী ॥ ১৫৯ ॥

পূজা করিতে লাগিল এবং স্বদেশীয় সকল মানবকেই অবৈত-
মতাবলম্বী করিল। ১৩০-১৫২।

অনন্তর পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রে দীক্ষিত এক কুমার আসিয়া বলিল,
আমাদের শাস্ত্র ভগবানের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির মূলীভূত। অতএব
হে বতিবর! সমস্ত ব্রাহ্মণের আমাদের শাস্ত্রোক্ত আচার অব-
লম্বন করা আবশ্যক। এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন “যদি
তোমাদের আগমে বেদের সহিত কোন না বিরোধ ঘটে, তবে
অবশ্যই তোমাদের আচার গ্রাহ্য। বেদ বিরুদ্ধ হইলে কিছুতেই
তোমাদের আচার গ্রাহ্য হইতে পারেনা। যদি তোমাদের
শাস্ত্রে অস্ত্র মন্ত্রের ভাব গ্রহণ না হয়, তবে বৈষ্ণবত্ব হইতে
পারে। ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার জন্য গায়ত্রীর উপদেশ সর্ব প্রকারে
হইয়া থাকে। তাহা হইলে বৈষ্ণবত্ব কি রূপে সম্ভাবিত?।
বস্ত্তঃ ব্রাহ্মণত্বের উপদেশ থাকতে বৈষ্ণবত্ব হইতেই পারেনা।
ব্রাহ্মণত্বের অভাব হইলে বিপ্রত্ব হয়না। শত শত বিকুমন্ত্র

নহু সূর্য্যে হিতজাতাঃ প্রাধান্তেন্নসো যতঃ । নিকৃপ্যতে
ততো বিকোঃ শক্তিরেব যতো हरिः ॥ ১৬০ ॥
জাহ্নমণ্ডলবর্তীতি বর্ণ্যতে তত্র তত্র হ । পঞ্চাশতাপি নো তস্মিন্
বহুরূপে বিরুদ্ধ্যতে ॥ ১৬১ ॥

ইতিচেন বসন্তজাঃ সূর্য্যপতি নির্গুণিতা । ব্যাহতিভ্যাঃ
কিনাসাদ্ধ প্রণবাং সা মহেশ্বরঃ ॥ ১৬২ ॥

অন্ত প্রোক্তাহত এতন্ত শক্তি নীলন্ত কত্টিং । নারায়ণঃ
কর্তো প্রোক্তঃ স্বরকর্তা মহেশ্বরঃ ॥ ১৬৩ ॥

যো বেদানৌ স্বরঃ প্রোক্তো বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতঃ । তন্ত
প্রকৃতিগীনন্ত যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ ॥ ১৬৪ ॥

অষ্টমূর্ত্তিমহেশন্ত মূর্ত্তিরাদিত্য দৈরিতঃ । তস্মাত্তন্তৈব শক্তিঃ সা
পঞ্চচক্রাদিসংযুতা ॥ ১৬৫ ॥

বৈষ্ণবেন স্বযৈবমো শিবমূর্ত্তি র্কিভাবেষুঃ । গেব্যাহতো
ব্রাহ্মণস্ত হানিরেব তবাগতা ॥ ১৬৬ ॥

দ্বারাও ব্রাহ্মণত্ব ঘটেনা । অতএব গায়ত্রী থাকিলে কিরূপে
বৈষ্ণবত্ব ঘটবে ? “শম্ভাচক্রাদি বিশিষ্ট हरिः কণা শাস্ত্রে
আছে অতএব ইহা हरिः শক্তি” এরূপ স্বীকার করিলে চল-
শেষরত্ব প্রভৃতি রুদ্রের শক্তি হউক । কারণ, এইরূপ শোনা
যায় যে, দেহস্থিত পঞ্চমুখই রুদ্রশক্তি অথবা সকলের
পূজ্য শুভদায়িনী রুদ্রশক্তি হউক । কিন্তু হে ব্রাহ্মণ !
সূর্য্যে যে তেজ আছে, রুদ্রশক্তিতে ঐ তেজের প্রাধান্ত্য নিরূ-
পিত হয় । সুতরাং সে তেজও বিষ্ণুর শক্তি । যেহেতু সকল
শাস্ত্রে हरिः, সূর্য্যমণ্ডলবর্তী বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে ।
“বহুরূপী পদার্থে পঞ্চমুখ বিরুদ্ধ নহে” একথাও বলা যাইতে
পারে না । কারণ, ভূত্বঃ স্বঃ ইত্যাদি ব্যাহতি হইতে সেই
শক্তির উৎপত্তি নির্ণিত হইয়াছে । ঐ ব্যাহতি সমুদয়ের
মধ্যস্থিত প্রণব হইতে ঐ শক্তি এবং মহেশ্বর হইতে বিষ্ণুর
শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে । অতএব ঐ শক্তি কেবল মহেশ্বরের
—অন্ত আর কাহারও নহে । বেদে স্বরকর্তা মহেশ্বর, নারা-
য়ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, । বেদান্তে যে স্বর উক্ত হই-

তদভাবোহস্ত কা হানি বৈষ্ণবোহস্মীতি চেত্তদা । ভ্রষ্টোহসি
ভাবণাযোগ্যো জীবন্তেব মৃতোহসি ভোঃ ! ॥ ১৬৭ ॥

ততস্ত মাধবঃ কশ্চিবৈষ্ণবঃ প্রাহ তৎ শুকম্ । তপ্তশম্মাদিকং
ধার্য্য লোকং প্রাপ্নোতি বৈষ্ণবম্ ॥ ১৬৮ ॥

পাঞ্চরাত্রাগমে প্রোক্তমিত্যেবং তন্ত মানস্তা । যদুক্ত্যা-
নাশমায়াতীত্যুক্তঃ প্রাহ পরো শুকঃ ॥ ১৬৯ ॥

আগমাহাক্ষমাচারো গ্রাহ্যো বেদামুকুলতঃ । বিরোধে
তন্ত ন গ্রাহ উক্তং চেদং ক্ষুটং কিম্ ॥ ১৭০ ॥

অতীন্দ্রিয়ার্থবিজ্ঞানে প্রমাণং শ্রুতিরেব হি । শ্রুত্যাচার-
মৃতে ইগ্রাহগাগমানাং প্রসঙ্গ্যতে ॥ ১৭১ ॥

অতো বেদবিরুদ্ধং যত্র ন মানং কদাচন । অতো ব্রাহ্মণ্য-
সিদ্ধার্থঃ স্বকস্মণিরতো ভব ॥ ১৭২ ॥

তেন সগ্যধিশুদ্ধঃ সন্ তত্ত্বজ্ঞানমবাস্প্যসি । মুক্তিস্তস্মান্ন-
চাত্তস্মাদত্রার্থে ত্বং শ্রুতিং শৃণু ॥ ১৭৩ ॥

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি । সংপশ্বন্ ব্রহ্ম-
পরমং যাতি নাত্মন হেতুনা ॥ ১৭৪ ॥

মাছে, বেদান্তে যে স্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, প্রকৃতিগীন
এই স্বরের যে পরগামী তাহার নাম মহেশ্বর । অষ্টমূর্ত্তিদারী
মহাদেবের ‘সূর্য্য’ একটি মূর্ত্তি । রুদ্রের পঞ্চমুখ প্রভৃতি
মুক্তিযুক্ত শক্তি সকল ঐ আদিত্য হইতে উৎপন্ন । তুমি বৈষ্ণব
তুমি কখন মহাদেবের আদিত্যমূর্ত্তি সেবা করিও না । সেবা
করিলে তোমার ব্রাহ্মণত্বের হানি উপস্থিত হইবে । “ব্রাহ্মণ-
ত্বের হানি হউক তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? আমি একজন
বৈষ্ণব” এই কথা বলিলে সুনিবর, তুমি একজন ভ্রষ্ট । কথা
কহিবার অযোগ্যপাত্র এবং তুমি বাচিয়া থাকিয়াও তুমি
মরিয়া রহিয়াছ ।”

অনন্তর মাধব নামে একজন বৈষ্ণব আসিয়া শব্দর শুককে
বলিল “পাঞ্চরাত্র আগমে (আমাদের বৈষ্ণব শাস্ত্রে) কথিত
হইয়াছে যে, তপ্ত শম্মাদি ধারণ করিয়া লোকে বৈষ্ণব লোক
পাইয়া থাকে । এই রূপে পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় ।

তন্মাং পাবণ্ডিহানি বিহায়াহৈবতনিষ্ঠতা। সম্পাদ্যা
মোক্শসিদ্ধার্থমিত্যুক্তঃ স চ মাধবঃ ॥ ১৭৫ ॥

অকুলগ্রামদেশস্থৈঃ সহাহৈবতপরঃ সন। সন্ধ্যাঘিহোজ-
মুখ্যানি কুর্স্বন্ কৰ্ম্মাণি শুদ্ধতাম্ ॥ ১৭৬ ॥

প্রাপ শ্রীশঙ্করাচার্য্যপ্রসাদাভ্যক্ত আগতঃ। বৈথানস-
মতাচারো ব্যাসদাস ইতি শ্রুতঃ ॥ ১৭৭ ॥

উবাচ ভো যতে! ব্রহ্মাণি মৎপকনিবারণে। ন সমর্থো
যতো দেবঃ পরো নারায়ণো মম ॥ ১৭৮ ॥

ভবিক্ণোঃ পরমং ধামেত্যাদিবেদেন বোধিতা। নারায়ণ-
পদত্বেব শ্রেষ্ঠতা মুনিসন্তম! ॥ ১৭৯ ॥

তথা নারায়ণাদ ব্রহ্মা ভারতে ব্রহ্ম এব চ। ইত্যাদিশ্রুতি-
ভিত্তস্ত কারণত্বমুদীরিতম্ ॥ ১৮০ ॥

তাহা না করিয়া আপনার বাক্য শুনিলে সেই শাস্ত্রের নাশ
হইয়া যায়।" এই কথা শুনিয়া পরমশুরু শঙ্কর বলিতে লাগি-
লেন "বেদের অমূলক আগমোক্ত আচারাদি অবশ্য গ্রাহ্য।
বেদের বিরোধ ঘটাইয়া যদি অপর শাস্ত্রের আচার গ্রহণ
করিতে হয়, তাহা বেদবিরুদ্ধ ও অগ্রাহ্য। একথা আমি পূর্বে
স্পষ্টরূপে বলিয়াছি জানিবে। ১৫০-১৭০। অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞান
করিতে হইলে বেদই প্রমাণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বেদোক্ত
আচার ব্যতীত অজ্ঞাত শাস্ত্রের আচারাদি সমুদায় অগ্রাহ্য
জানিবে। অতএব যে সমুদায় বেদবিরুদ্ধ, তৎসমুদয় কখনই
প্রামাণিক নহে। অতএব ব্রাহ্মণ্যই সিদ্ধির নিমিত্ত স্বকর্ম্ম
পরায়ণ হও। স্বকর্ম্ম দ্বারা সম্যকরূপে নিশ্চলচিত্ত হইয়া তৎ-
জ্ঞান লাভ করিবে। সেই তৎজ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, আর
কিছুতেই মুক্তি হয়না। এ বিষয়ে তুমি বেন শ্রবণ কর।
"সকল ভূতে আত্মা দর্শন এবং আত্মাতে সকল ভূত দর্শন করিয়া
পরমব্রহ্ম লাভ হইয়া থাকে, অজ্ঞ আর কোন কারণে হইতে
পারেনা।" অতএব মোক্ষ সিদ্ধির নিমিত্ত পাষণ্ড চিত্ত সকল
পরিত্যাগ করিলে অষ্টৈবতনিষ্ঠা হইয়া থাকে" এই কথা শুনিয়া
মাধব, আপনার কুল, গ্রাম ও দেশস্থ লোকদিগের সহিত
অষ্টৈবতমতাবলম্বী হইয়া সর্বদা সন্ধ্যা, অগ্নিহোজ যাগ প্রভৃতি

তন্মাং সেব্যঃ সনৈবায়মন্তর্যামী পরেশ্বরঃ। লক্ষণং তত্ত্ব-
ভক্তস্ত প্রোক্তং বৈথানসে মতে ॥ ১৮১ ॥

শম্বচক্রপবিত্রাঙ্গ উর্ধ্বপুণ্ড্র ইতি প্রোভো। ইত্যুক্তঃ প্রোহ-
বিস্কৃত্ত পালকো বাণ ব্রহ্ম বা ॥ ১৮২ ॥

অন্ত তত্র বিবাদঃ কঃ পদজ্ঞাবৃত্তিবর্জিতম্। লভ্যতে তৎ-
বোধেন নৈব অন্যেন হেতুনা ॥ ১৮৩ ॥

যদি যঃ বিষ্ণুভক্তোহসি তদা তৎপ্রীতয়ে কুহ। কর্ম্ম নৈব তু
তৎসাম্যং চক্রাদীনাম্ বিধারণম্ ॥ ১৮৪ ॥

বৈদিক কর্ম্ম সকল করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্যের প্রসাদে শুদ্ধতা লাভ
করিল।

অনন্তর ব্যাসদাস নামে একজন বিখ্যাত লোক বৈথানস-
মতের আচারাদি গ্রহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল—
"হে যতিবর! ব্রহ্মা ও আমার পক্ষ নিবারণ করিতে সমর্থ নহে।
নারায়ণ আমার পরম দেবতা। "তদ্বিক্ণোঃ পরমং পদং"
ইত্যাদি বেদমন্ত্র দ্বারা নারায়ণ পদের শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে।
হে মুনিবর! নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা এবং ব্রহ্ম জন্ম গ্রহণ করি-
য়াছে এবং এই সমস্ত শ্রুতি দ্বারা নারায়ণ সমস্ত বস্তুর
কারণ বলিয়া নিদ্বিষ্ট হইয়াছেন। অতএব অন্তর্যামী পর-
মেশ্বরকে সর্বদা সেবা করা উচিত। বৈথানসমতে সেই ভক্তের
লক্ষণ কথিত হইয়াছে। হে প্রোভো! শম্বচক্র দ্বারা তিনি
পবিত্রদেহ এবং তিনি উর্ধ্বপুণ্ড্র হইবেন। এই কথা শুনিয়া শঙ্কর
বলিলেন বিষ্ণু পালক হউন অথবা ব্রহ্ম পালক হউন, তাহাতে
আর বিবাদ কি?। তৎজ্ঞান হইলে যে পদলাভ করা যায়,
তাহার আর ক্ষয় বৃদ্ধি নাই। কিন্তু অজ্ঞ কোন কারণে ঐ
পদ লাভ হয়না। যদি তুমি বিষ্ণুভক্ত হইয়া থাক, তাহা
হইলে তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধনের নিমিত্ত কর্ম্ম কর। চক্রাদি ধারণ
করিলে কিছুতেই কর্ম্মের সমান ফল হয়না। প্রমাণের অভাব-
বশতঃ বেদ বিরুদ্ধ আগমশাস্ত্রে কোন প্রমাণ হয়না। বরং
সর্বপ্রকারে ব্রাহ্মণ্যের নাশ হইয়া থাকে।" এই কথা শুনিয়া
ব্যাসদাস তাঁহাকে বলিল "হে মুনিবর! পূর্ব্ববৃগে সন্ধ্যাজেয়-
নামে একজন পুরুষ যোগী পঞ্চমুদ্রা ধারণ করিয়া বাস করি-

প্রমাণভাবতো বৈদবিক্বে নৈব মানতা । আগমে বিপ্র-
তানামো নোচেৎ স্তাদেব সৰ্ব্বথা ॥ ১৮৫ ॥

ইত্যুক্ত আহ তং ব্যাসদাসঃ পূৰ্ব্বযুগে মুনে ! । দত্তাত্রেয়ঃ
পরো যোগী পঞ্চমুদ্রাবিমুক্তিতঃ ॥ ১৮৬ ॥

আসীত্তদান্ মহন্তিঃ স্বীকৃতো মার্গো মুমুকুতিঃ । গ্রাহঃ
কিঞ্চ পুরাণেষু চক্রাদে ধারণং শ্রুতম্ ॥ ১৮৭ ॥

অন্তথা বৈষ্ণববস্ত হানিরেব সমাপতেৎ । উদ্ভাস্তগবত-
শিহ্নং ধার্যামিত্যুদিতো গুরুঃ ॥ ১৮৮ ॥

উবাচ ভো ! বিবেকস্তে কিম্ব বাচ্যোহতিবালকাঃ । অপি
জানন্তি মুদ্রাভিরকনে ন প্রয়োজনম্ ॥ ১৮৯ ॥

দত্তাত্রেয়স্ত নৈবাস্তি যোগিনস্তদ্বদর্শিনঃ । মুদ্রয়াহঙ্কিত-
দেহো দত্তাত্রেয়োহস্তীতি কেনচিৎ ॥ ১৯০ ॥

শ্রুতং নৈব ততো মূঢ়বুদ্ধিঃ ত্যক্তা স্তম্ভীভব । পুরাণেষু শ্রুতং
চিহ্নধারণং স্থিতি নোচিতম্ ॥ ১৯১ ॥

তেন । মোক্ষার্থী মহৎ ব্যক্তিগণ যে পথ স্বীকার করিয়াছেন,
তাহাই গ্রাহ জানিবেন । অপিচ পুরাণাদি শাস্ত্রে চক্রাদি
চিহ্ন ধারণের কথা উক্ত হইয়াছে । তাহার অন্তথা হইলে
বৈষ্ণবদের ব্যাঘাত ঘটে অতএব ভগবানের চিহ্ন ধারণ করা
একান্ত আবশ্যক ।” এই কথা শুনিয়া গুরু বলিলেন “তোমার
বিবেকের কথা আর কি বলিব ? বালকেরা পর্যন্ত তোমার
বিবেকের কথা জানিতে পারিয়াছে । পরম যোগী তত্ত্বদর্শী
দত্তাত্রেয়ের মুদ্রাধারা চিহ্ন ধারণের কোন প্রয়োজন নাই ।
দত্তাত্রেয় মুনি যে মুদ্রাধারা চিহ্নিত শরীরে বাস করিতেন,
একথা কেহ শ্রবণ করে নাই । অতএব মূঢ়বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া
স্বধী হও । পুরাণমধ্যে চিহ্ন ধারণের কথা শোনা হইয়াছে,
একথা বলাও অমুচিত । প্রহ্লাদ, বিভীষণ, গজরাজ, ঋষ,
বাহুস্বত হনুমান্, দ্রোণদী, এবং ব্রজবাসীদের মধ্যে কোন
ব্যক্তি চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করিয়াছিল ? । অতএব মূঢ়মতি বিস-
র্জন দিয়া সমস্ত পাণ্ডুচিহ্ন ত্যাগ কর । “আমি ব্রহ্ম হইতেছি”
এইরূপ চিন্তা দ্বারা পরমসুখে শীঘ্র মোক্ষপদ প্রাপ্ত হও । যদি

প্রহ্লাদস্ত বিভীষণস্ত গজরাজস্ত ঋষস্তানিলেক্ষোপদ্যা বদ-
বাসিনাঞ্চ খলু কশ্চক্রাক্ষনং রেহকরোৎ । তদ্বাদ্ভূতমতিং বি-
হার সকলং পাণ্ডুচিহ্নং ত্যজ ব্রহ্মস্বীতি বিস্তাবনেন জ্ঞানং
গচ্ছাতু মোক্ষং পদম্ ॥ ১৯২ ॥

অবশ্যং চেৎস্বয়া কার্য্যং চিহ্নানাং ধারণং তদা । কপোলযো
র্গলে চৈব শেবেণ গরুড়েন চ ॥ ১৯৩ ॥

অক্ষনঃ কুরু কৰ্ম্মেন্দ্রিয়প্রধানে ভূজঘরে । কপোলদ্বিতয়ে-
চৈব জ্ঞানেন্দ্রিয়সমীপণে ॥ ১৯৪ ॥

চিহ্নিতে পশুবদ্ধর্জুং যোগ্যো ভব বিবন্ধনঃ । তথাচৈবংবিধ-
স্তাত্র বৈষ্ণবস্ত স্বকৰ্ম্মণা ॥ ১৯৫ ॥

হীনস্ত শুভ্রবস্ত্রাণাং ধারণস্তবশিষ্যতে । ন ভু কৰ্ম্মায়িহো-
দ্রাদীত্যুক্ত সস্ত্রাহ সো গুরুম্ ॥ ১৯৬ ॥

স্মামিংস্তব প্রসাদেন সবিবেকোহস্মি নাক্রিতঃ । কিন্তু মে
গুরুরেবাসি তথেষু ভগবন্ ! শ্রুতম্ ॥ ১৯৭ ॥

অবশ্যই তোমার চিহ্নাদি ধারণ করিতে হয়, তবে ছই গণ্ড-
স্থলে, গলদেশে, অন্তস্তর্প এবং গরুড়দ্বারা চিহ্ন ধারণ কর ।
কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রধান, ছই হস্ত, ছই গণ্ডস্থল, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমী-
পস্থ করিয়া চিহ্নিত হইলে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পশুর মতন
তাহা ধারণ করিতে সমর্থ হও । অপিচ এবিধ বৈষ্ণবের
যদি কোন স্বীয় কৰ্ম্ম না থাকে, তখন তাহার কেবল গুরুবস্ত্র-
ধারণ করা অবশিষ্ট রহিল । কিন্তু অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম তখন
অবশিষ্ট থাকিল না । ১৫৩—১৯৬ ।

এই কথা শুনিয়া ব্যাসদাদ গুরুকে বলিল—“প্রভো ! আমি
আপনার প্রসাদে চিহ্ন ধারণ না করিয়া বিবেক লাভ করিলাম !
হে ভগবন্ ! আপনি যে আমার গুরু, তাহাও আমি শুনিয়াছি ।
যতিশেষর ! বাহাতে আমার গুরু অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান অগ্নে তাহার
উপায় করুন ।” এই কথা নিবেদন করিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ
প্রণাম করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া উপবেশন করিল । তখন
তাহাকে জীবৎ নব্র দেখিয়া করুণানিধি আচার্য্য শঙ্কর হাসিয়া

ততঃ শুদ্ধাবয়বং মাং কুরু স্বং যতিশেখর । ইতি বিজ্ঞাপ্য তং
কুমৌ দণ্ডবৎ প্রণিষত্যাচ । ১৯৯ ॥

কৃতাজলিং সমাসীনমীষরত্নং বিলোক্য সঃ । করুণানিধিরা-
চার্য্যঃ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ । ১৯৯ ॥

ব্রহ্মবাহুং ন সংসারী মুক্তোহহমিতি ভাবয় । তস্মিন্
বিধাবশক্তং বাক্যমেতদ্বদীরয় । ২০০ ॥

ইত্যভ্যাসপরিত্যক্তবৈশ্ণবভূষিকঃ । বিদিত্বা পরমা-
জ্ঞানং মুক্তো ভবসি নাত্মধা । ২০১ ॥

ইতি সংবোধিতঃ শিষ্যঃ কৃতার্থোহহমিतीরয়ন্ । ব্রহ্মহ-
মিতি সংজ্ঞয়ন্ যয়ো স্বকুলসংযুতঃ । ২০২ ॥

তত আচার্য্যমাগত্য নামতীর্থোহি তৈত্তকবঃ । কর্মহীন ইদং
প্রাহ ভোঃ স্বামিন্ ! শৃণু মে মতম্ । ২০৩ ॥

শেষোপাধ্যাক্ষম্যং বৈ সৰ্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ । ইত্যাদে-
শাদ্যতো মোক্ষং গুরুরেব প্রযচ্ছতি । ২০৪ ॥

তদানীং ভগবন্তঃ স গুরুঃ প্রার্থয়তে প্রভো !। মচ্ছিয়াং নিষ্ক-
পাদারবিলং প্রাপয় মোহপাথ । ২০৫ ॥

বলিতে লাগিলেন । (আমি ব্রহ্ম সংসারী নয়, আমি মুক্ত)
এইরূপ ভাবনা কর । যদি এইরূপ কার্য্যে অসমর্থ হইয়া থাক,
তবে এইবাক্য উচ্চারণ কর । এইরূপে অভ্যাসবারা শীতোষ্ণাদি
বৃন্দ বাসনা এবং কাম ক্রোধাদি ছয়টা ভবসাগরের তরঙ্গ পরি-
ত্যাগ করিতে পারিলে পরমাত্মাকে জানিতে পারিয়া মুক্ত হ-
ইবে । আর অন্য কোন প্রকারে মুক্ত হইতে পারা যায় না ।”
আচার্য্যের এই কথার অবসান হইলে শিষ্য তখন “আমি
কৃতার্থ হইলাম” এই কথা বলিয়া “আমিব্রহ্ম” এই কথা জ্ঞাননা
করিতে ২ আপনার কূলে মিলিত হইল । ১৯৭—২০২ ॥

অনন্তর নামতীর্থ নামে একজন কর্মহীন বৈষ্ণব আচার্য্যের
নিকটে আসিয়া বলিল—“প্রভো আপনি আমার মত প্রবণ
করুন । সহস্রমুখে কপিপতি অনন্ত আমার মত খণ্ডন করিতে
সমর্থ নহে । “এই সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময়” এইরূপ শাস্ত্রীয় উপ-

এবমুক্তঃ ক্রোড়োব তথৈব জগদীশ্বরঃ । তদান্ মম পুন-
র্জন্মহেতুতাবো যতীশ্বর ! । ২০৬ ॥

জীবন্মুক্তোহহমেবং বৈ ভবন্তোহপি মুমুক্শবঃ । কর্মহীনাঃ
সুরেশং তং বিষ্ণুং সৰ্ব্বময়ং প্রভূম্ । ২০৭ ॥

সমালম্ব্যাজ্ঞসা মুক্তা ভবিষ্যতীতি নিশ্চয়ঃ । এবমুক্তো গুরুঃ
প্রাহ সত্যমুক্তং ত্বয়া মতম্ । ২০৮ ॥

কর্মভ্রষ্টো ভরান্ জীবন্ মুক্ত এব ন সংশয়ঃ । নিশ্চ্যানিশ্চ্যা-
বিহীনঃ সন্ প্রবৃত্তোহসি পিশাচবৎ । ২০৯ ॥

বেদোক্তসৰ্ব্বকর্ম্মাণি কৃত্বা তেভ্যঃ কলার্পণম্ । কর্তব্যং
ব্রহ্মণীত্যেবং জ্ঞানমার্গোহয়মীরিতঃ । ২১০ ॥

কলার্থং কর্ম্মকরণং কর্ম্মমার্গোহস্তি তদ্বিধা । ভ্রষ্টং দণ্ড-
নীয়োহসি বিষ্ণুভক্তোহপি নো ভবান্ । ২১১ ॥

ন চলতি নিজবর্ণধর্ম্মতো যঃ সমমতিরাশ্বহুহুদিপক্ষপক্ষে ।
ন জহতি ন চ হস্তি কঞ্চিদুচ্চৈঃ সিতমনসস্তমবৈহি বিষ্ণুভক্তম্ ।
। ২১২ ॥

দেশ থাকাতে কেবল গুরু মোক্ষদান করিতে পারেন । তখন
গুরু ভগবানের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন যে,
হে প্রভো ! আমার শিষ্যকে আপনার পাদপদ্ম অর্পণ করুন ।
জগদীশ্বর বিষ্ণু গুরুর এই কথা শুনিয়া আপনার চরণ কমল
শিষ্যকে দান করিয়া থাকেন । অতএব হে যতিরাজ ! আমার
আর পুনর্জন্ম হইবার কোন কারণ দেখি না । আমি যেক্রপ
জীবমুক্ত, এইরূপ আপনারাও মোক্ষার্থী এবং কর্মহীন হইয়া
সুরপতি, সর্বময় সেই প্রভু বিষ্ণুকে অবলম্বন করিয়া শীঘ্র যে
মুক্ত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । এই কথা শুনিয়া
শঙ্কর বলিলেন—“তুমি সত্য কথা বলিয়াছ । তুমি কর্মহীন
হইয়া যে জীবমুক্ত হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই । কিন্তু
কি নিশ্চিনীয়, কি প্রশংসনীয় কোনরূপ কার্য্য না করাতে তুমি
পিশাচের মতন প্রবৃত্ত হইয়াছ । অগ্রে যে সমস্ত বেদোক্ত কর্ম্ম
আছে, সেই সমস্ত সমাপন করিয়া আরক কর্ম্মের কল পরব্রহ্মে
অর্পণ করিতে হয় । পণ্ডিতেরা এইরূপে জ্ঞানমার্গ বলিয়া

ঐতিহ্যতী মমৈবাজ্ঞে তেহমুন্নজ্ঞা প্রবর্ততে । আজ্ঞাতনী
মম দ্রোহী মন্তকোহপি ন বৈক্ষ্যবঃ । ২১.৩৥

আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্রোহী স বাতি নরকং সদা । ইত্যাদি-
বচনেভ্যোহন্তঃ কৰ্ম্মত্যাগো ন শত্ৰুতে । ২১৪ ॥

ব্রাহ্মণঃ কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বীতেত্যাদিবা ক্যার কৰ্ম্মণঃ । ত্যাগো দেবা-
স্তরত্যাগো ব্রাহ্মণানাং ন চান্তি হি । ২১৫ ॥

অগ্নি দেবো দ্বিজাতীনামিতিবাক্যান্ততন্ত তীঃ । ব্রহ্মচার্যা-
দিতৈঃ সতৈঃ কৰ্ম্ম ত্যক্তুং ন শক্যতে । ২১৬ ॥

সম্ব্যত্রয়াতিক্রমদোষশাস্তিঃ কৃচ্ছ্রত্রয়েণাস্তি স্ততো দ্বিজত্বম্ ।
তত্যাগতো নৈব ন কৰ্ম্মণেতিশ্রুতিস্ত সন্ন্যাসমমুখ্যবক্তি । ২১৭ ॥

ইত্যুক্তো হসৌ নামতীর্থঃ প্রণামৈঃ প্রীতঃ কৃদ্বা কৰ্ম্মশীলো
বভূব । এবং সৰ্ব্বৈঃ খণ্ডনং স্বস্ত পক্ষস্ত শ্রদ্ধা তে নিকৃতিং সংবি-
ধায় । ২১৮ ॥

ত্বদ্ধাতৈতান্নম্বিনঃ সত্রিপুণ্ড্রা । বেদপ্রোক্তাচারনিষ্ঠা বভূবুঃ ।
তস্মাৎ সূত্রক্ষণ্যসংজ্ঞঃ কুমারহানং প্রাপ ত্রীণ্ডরঃ পক্ষঘট্রৈঃ ।
২১৯ ॥

থাকেন । প্রথমতঃ কোন ফলের নিমিত্ত কৰ্ম্ম করা—দ্বিতীয়তঃ
ঐ কৰ্ম্মফল পরব্রহ্মে অর্পণ করা—কৰ্ম্মের পথ এই দুই প্রকার ।
তুমি যখন সেই কৰ্ম্মমার্গ হইতে ত্রুট হইয়াছ, স্তত্রাং তুমি
দণ্ডনীয় । আর এক্ষণে জানিলাম যে, তুমি বিকৃত্তক নও ।
যে ব্যক্তি আপনাব বর্ণোচিত ধৰ্ম্ম কার্য্য হইতে বিচলিত হয় না
কি শত্রুপক্ষ, কি শত্রু পক্ষ, উভয়পক্ষে যিনি সমদর্শী—যিনি
কাহাকে ত্যাগ করেন না—কিহা কাহাকে হিংসা করেন না—
সেই নিম্নলিচতোকে বিকৃত্তক বলিয়া জানিও । ভগবান্ স্বয়ং
বলিয়াছেন—“ঐতি এবং স্মৃতি এই দুইটী আমার আজ্ঞা ।
যে ব্যক্তি ঐ দুটী আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া প্রবৃত্ত হন, সেই আজ্ঞা
ভঙ্গকারক ও হিংসাকারক ব্যক্তি আমার ভক্ত হইলেও কদাচ
বৈক্ষ্যব নহে । আমার আজ্ঞাচ্ছেদী এবং হিংসাপরায়ণ ব্যক্তি
সর্বদা নরকে বাস করিয়া থাকে ।” ইত্যাদি বচন শাস্ত্রীয় বচন
অপেক্ষা কিছুতেই প্রশস্ত নহে । “ব্রাহ্মণ কৰ্ম্ম করিবেক” ইত্যাদি

দ্বাষা কুমারধারায়ঃ নন্দ্যঃ শিষ্যসমবিতঃ । ভক্ত্যা সং-
পূজয়ামাস স্বগুণং শেবরূপিণম্ । ২২০ ॥

কাব্যবজ্রদণ্ডাচ্যঃ কমণ্ডুলসংকরঃ । ভূতিভূবিতসর্কাদো
বভৌ কস্মুইব স্বয়ম্ । ২২১ ॥

নানাদেশস্ববিপ্রৌষাঃ সূত্রক্ষণ্যং সমাগতাঃ । দৃষ্টাভং
শঙ্করাচার্য্যমিদমুচুঃ স্তুবিস্মিতাঃ । ২২২ ॥

দ্বিজা বরং ব্রহ্মকুলোদ্ভবাঃ প্রভো ! মনুপ্রভৃত্যুক্তস্বকৰ্ম্মতং
পর্য্যঃ । হিরণ্যগর্ভাচনলকমানসপ্রণুদরঃ হৈর্দ্যমুপাগতা-
স্তথা । ২২৩ ॥

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্ত জাতঃ পরিরেক আসীৎ ।
সদাধারপৃথিবীং দ্যাম্মিতেমাং কট্ম দেবায় হবিষা বিধেম ।
২২৪ ॥

বাক্যে ব্রাহ্মণদিগের কৰ্ম্মত্যাগ, দেবাস্তর ত্যাগ করিতে নাই ।
“দ্বিজাতিগণের অগ্নিই দেবতা” ইত্যাদি বাক্যে ভয় পাওয়া
আবশ্যক । ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সকলের কৰ্ম্মত্যাগ করা উচিত
নহে । ত্রৈকালিক সম্ব্য নী করিলে যে দোষ হয়, সেই দোষ
শাস্ত্রের নিমিত্ত তিনটি চাক্ষায়ণ ব্রত করা আবশ্যক । তাহা
হইলে দ্বিজাতিগণের দ্বিজত্ব থাকে । কৃচ্ছ্রব্রত ত্যাগ করিলে
কিছুতেই দ্বিজত্ব থাকে না । “কৰ্ম্মদ্বারা নহে—এক মাত্র ত্যাগ
দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি নয়” ইত্যাদি বৈদ্যবাক্য কেবল উহার
সংন্যাস ধৰ্ম্ম বলিয়া দিতেছে । শঙ্করের এইবাক্য শুনিয়া
ঐ নামতীর্থ তখন প্রণাম করিয়া শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং
আপনি তদবধি কাঁথ্যের অহুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । নাম-
তীর্থের মতন অন্যান্য সকলেই স্বয়ং মত খণ্ডন শুনিয়া তাহার
নিকৃতি পাইয়া তিলক কাটিতে লাগিল, শুদ্ধ অদ্বৈতমতাবলম্বী
হইল এবং সকলেই বেদোক্ত আচারে আস্থা প্রকাশ করিতে
লাগিল । অনন্তর ত্রীণ্ডর শঙ্কর কুমার প্রতিষ্ঠিত সূত্রক্ষণ্য দেশে
পাঁচদিনে উপস্থিত হইলেন । ২২০—২২১ ॥

তথায় শিষ্য সমভিবাাহারে কুমারধারা নদীতে স্নান করিয়া
ভক্তি সহকারে অনন্তরূপী কার্ত্তিকেয়কে অর্চনা করিলেন ।

ইত্যাদিমন্ত্রাং সকলস্ত কৰ্ত্তা ব্রহ্মা তথা পালক এষ এব ।
সমস্ত কৰ্ত্তা নিখিলোত্তমস্ত সৰ্বাধিকানকক রূপ উক্তঃ । ২২৫ ॥

স এব সৃষ্টা নিখিলং জগৎপ্রভুঃ প্রবিশ্ত সৰ্বাঙ্কতরা হিতো
বৈ । তদৈকান্তেত্যাদি বচোভিরীকিতঃ কৰোন্তি বিষ্ণু শিবং
ভূতাক্যাম্ । ২২৬ ॥

জদীরভক্তাঃ কিল জ্ঞাননিষ্ঠাঃ কৰ্ম্মহিতাঃ কৰ্ত্তকমণ্ডু-
প্রিতাঃ । বয়ং যতিং বীক্ষ্য ভবন্তমক্ষা জাতাঃ কৃতার্থাঃ শূণ্ণ ভো-
ক্তথাপি । ২২৭ ॥

বচোহমদীয়ং ভগবন্ ! প্রয়োজনং কিমন্ত তেদেন বতন্ততু-
মুৰাং । জনিং গতৌ জীবগণঃ স্বকৰ্ম্মণা পুনঃ পুনঃ সংসৃতি-
মেতি হুঃখদাম্ । ২২৮ ॥

ততো লয়ে ব্রহ্মণ এব কুক্ষৌ লয়ং প্রযাতোষ লয়স্ত কালে ।
মোক্শোহুজ্জ্বলা ব্রহ্মবিদেষ যতি পরং পদং ব্রহ্মণ এব লোকম্ ।
২২৯

তস্মাদ্ ভবান্ দণ্ডকমণ্ডুপ্রিতস্তল্লোকযোগো যতিশেখরো
জ্ঞকঃ । ইত্যুক্ত আচার্য্য উবাচ শঙ্করো ব্রহ্মাদিভূতানি যতো
ভবন্তি তস্ । ২৩০ ॥

তৎকালে শঙ্কর কথারবসন পরিধান, দণ্ডধারণ, হস্তে কমণ্ডলু
ধারণ, সৰ্ব্বাঙ্গে বিষ্ণুছিতলেপন করিয়া সাক্ষাৎ মহাদেবের মতন
শোভা পাইলেন । নানা দেশস্থ ব্রাহ্মণগণ, স্ত্রব্রহ্মণ্য দেশে
আগমন করিয়া ও শঙ্করকে দর্শন করিয়া বিস্ময়সহকারে
বলিতে লাগিলেন । “আমরা ব্রহ্ম কুলোৎপন্ন ব্রাহ্মণ, মনু-
প্রভৃতি মহর্ষিগণ বৈষ্ণব সনাত্তার ও সংকর্ষের উপদেশ দিয়াছেন
আমরা সেই সকল কৰ্ম্মের অমুষ্ঠান করিয়া থাকি । হিরণ্য
গর্ভের (ব্রহ্মার) পূজা করিয়া আমাদের “চিত্ত শুদ্ধি লাভ
হইয়াছে । আমাদের মনে কোন অধৈর্য্যের কারণ নাই ।
“হিরণ্যগর্ভ সকলের অগ্রে বর্তমান ছিলেন । পঞ্চভূতের তিনিই
একমাত্র পতি ছিলেন । তিনিই স্বর্গ এবং এই পৃথিবীধারণ
করিয়াছিলেন । অতএব আমরা হোমদ্বারা আর কোন দেব-

জ্ঞা বা বিমুক্তিৰ্বতীতি হি ঋতৌ প্রোক্তং ততস্তত্ত বিবোধ-
কারণম্ । বেদান্তবাক্যশ্রবণাদিকং সমা কার্য্যং বিমোক্ষো হি
লয়ো ন কীর্ত্তিতঃ ॥ ২৩১ ॥

সুযুগ্মভূল্যো ন চ লভ্যতে পরঃ কার্য্যস্ত হি ব্রহ্মণ এব
সেবনাং । ঋতৌবমাচার্য্যমুখাদিহায তে চিহ্নানি শুদ্ধাশ্রি-
বোধতৎপরঃ ॥ ২৩২ ॥

শিষ্যা বভূবুস্তত আগত্যস্তং প্রোচু শৃকং বহিমতাসু বর্তিনঃ ।
যামিন্ ! বয়ং বহুিণরা যতো বৈ মজ্জেন দেবোহমসুদীরিতো-
হন্তি ॥ ২৩৩ ॥

তাকে সন্তুষ্ট করিব ?” ইত্যাদি বেদমন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মা সকল
পদার্থের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়কর্ত্তা । তিনি সকল পদার্থের
উত্তম, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আনন্দরূপ উক্ত হইয়াছেন ।
“তিনি পর্যালোচনা করিলেন, আমি বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ
করি” ইত্যাদি বেদবচন দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, তিনিই
অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া সৰ্ব্বাত্মরূপে সকলের মধ্যে প্রবেশ
করিয়া অবস্থিতি করেন । এবং তিনি আপনার বাহুগুলদ্বারা
বিষ্ণু এবং শিব সৃজন করিয়া থাকেন । আমরা সেই হিরণ্য-
গর্ভের ভক্ত, আমরা জ্ঞানবান্ এবং কণ্ঠিষ্ঠ । আমরা ক্রয়ুগলের
মধ্যে কমণ্ডলু চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকি । আপনি যতি, আপ-
নাকে দেখিয়া অদ্য আমরা নিশ্চিত কৃতার্থ হইয়াছি । তথাপি
আপনি আমার বচন শ্রবন করুন । ভগবন্ ! অভেদে প্রয়োজন
কি ? । কারণ এই জীবগণ চতুমুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।
এবং স্ব স্ব কৰ্ম্মাছুসারে বারম্বার এই হুঃখদায়ক সংসারে যাতা-
য়াত করিয়া থাকে । অনন্তর লয় হইলে ঐ প্রলয়কালে (মোক্ষ)
ব্রহ্মার কুক্ষিদেপে লয় পাইয়া থাকে । অত্থা এই ব্রহ্মজ্ঞানী
পরমপদ ব্রহ্মলোক পাইয়া থাকে । ২২০—২২৯ । অতএব
আপনি যখন দণ্ডকমণ্ডলু গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আপনিও
সেই ব্রহ্মলোকের যোগ্যপাত্র । আপনি বহুিগণের অগ্রগণ্য
ও আপনি সকলের জ্ঞক ।

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিতে লাগিলেন । বেদে
উক্ত হইয়াছে—“ব্রহ্মাসি ভূত সকলে বাহা হইতে উৎপন্ন হই-

অগ্নিরগ্রে প্রথমো দেবতানাং সম্পাতানামুত্তমো বিষ্ণুরাগীৎ ।
বজ্রমানার পরিগৃহ দেবান্ দেহকরে তং হবিরাগচ্ছ তনঃ
৥ ২৩৪ ৥

ততশ্চ বিষ্ণুনিরান্বয়ঃ সকলধারণম্ । কৃষা মুক্তা ভবি-
ষ্যতি ব্রাহ্মণী বহুপাসকাঃ ॥ ২৩৫ ৥

অগ্নি দেবো বিজাতীনামিতিবাক্যান্বতীশ্বর ! । অগ্নি দেবে
নচাক্ষোহতি কিঞ্চ পাপহরঃ শ্রুতঃ । ২৩৬ ৥

উদীপ্যন্ত জাতবেদোহপয়ন্ত নিখতিং মম । পশুংশ্চ মহ্যমা-
বহ জীরনঞ্চ দিশো দিশ ॥ ২৩৭ ৥

অতঃ সর্বেষাং দিগৈরগ্নিরেব সেব্যঃ প্রব্রজতঃ । কৃতকৃত্যা ভব-
ত্বমাতবস্তোহপ্যজ্ঞ সেবয়া ॥ ২৩৮ ৥

ইত্যুক্ত আহ দেবানামবমো বহিরীরিতঃ । পরমো বিষ্ণু-
রাখ্যাতো দেবাস্তদ্ব্যধ্যাগাঃ স্মৃতাঃ । ২৩৯ ৥

তথাচাগ্নিঃ সুরাপাং বৈভাগদঃ কৰ্মদেবতা । অগ্নিকার-
ণবাক্যানি ভূতান্মাশ্রিতপরাণি তু ॥ ২৪০ ৥

তদ্বাদ্যুরং বহ্যধীনং হি কৰ্ম কুৰ্কস্তোহগ্নিন্ বিষ্ণুমায়াবতঃ ।
তদ্বাতৈবৈত তৎপরা যাতথাহুতা মুক্তিঃ প্রোক্তা এবমাচার্য্যবৈৰ্য্যে
॥ ২৪১ ৥

নহা সর্বেষাং অীকৃত্যৈবৈতনিষ্ঠাঃ স্বহা জাতান্তে হুহোজ্ঞা-
যোহুত্তে । তজাখাগত্যাহরাচার্য্যবৰ্য্যঃ তদ্বা ভানো শ্রুতিভা-
রক্তপুৰ্ণৈঃ । ২৪২ ৥

দিবাকরাদয়ঃ পূৰ্ণমণ্ডলাকারমাপ্রিতাঃ । তিলকং শূণ্ণ ভোঃ !
আমিরমদীরং মতং প্রবম্ ॥ ২৪৩ ৥

স্বৰ্য্যঃ প্রোক্তঃ সৰ্বলোকত চক্ষুঃ শ্রুত্যা তদ্বাং সোহতি
ব্রহ্মাদিরূপঃ । সৃষ্টিস্থিত্যাগেঃ স হেতুশ্চ তদ্বাদানিত্যোহসৌ
ব্রহ্ম চেত্যাহ বেদঃ ॥ ২৪৪ ৥

ঐশ্বর্য্যিঃ স্বৰ্য্য আদিত্য ইতি বেদে মহুঃ শ্রুতঃ । সুরভো-
পাসকা রক্তচন্দনাপ্রিতমন্তকাঃ ॥ ২৪৫ ৥

তদ্বালালকৃতগ্রীবাঃ বড়বিধাঃ স্বৰ্য্যসেবকাঃ । উষাস্তঃ
মণ্ডলং কেচিৎ কারণং ব্রহ্মরূপিণম্ ॥ ২৪৬ ৥

স্বাছে, তাহাকে জানিতে পারিলেই মুক্তি হয়।” অতএব
তাহাকে জানিবার কারণ, বেদান্তবাক্যের শ্রবণাদিদ্বারাই
ষটিয়া থাকে। বেদান্ত বাক্যের শ্রবণাদি করা সৰ্ব্বদা কর্তব্য।
কারণ, যে মোক্ষ, সে পদার্থ নয় নহে। ষটপটাদির মতন
জন্ত বস্ত্র ব্রহ্মাকে সেবা করিলে সুখশ্রুতি তুল্য পরব্রহ্ম লাভ করা
যায়না।” আচার্য্যের মূখ হইতে এই কথা শুনিয়া তাহার
চিহ্ন সকল পরিত্যাগ করিল। পরে শুদ্ধাত্ম তত্ত্বের জ্ঞান কার্য্যে
তৎপর থাকিয়া তাঁহার শিষ্য হইল।

অনন্তর বহুমতাবলম্বী কতকগুলিন লোক আসিয়া ঐ
শ্রুতকে বলিল। “প্রভো! আমরা বহুমতের উপাসক।
বেহেতু বেদমন্ত্র দ্বারা বহু এইরূপে উক্ত হইয়াছেন। যথা—
“অগ্নি দেবতাদিগের প্রথম ছিলেন, বিষ্ণু সম্পাতদিগের উত্তম
ছিলেন। আপনারা ছদ্মনে (দেহকর হইবার সময়ে) দেবতা-
দিগকে লইয়া বজ্রমানের উদ্দেশে আমাদের দ্বত গ্রহণ করুন।”
অনন্তর কুলিদবিহীন আত্মগণির ষড় দ্বারণ করিয়া বহির

উপাসক ব্রাহ্মণেরা মুক্ত হইবেন। হে যতিবর! “অগ্নি বিষ্ণু-
গণের দেবতা” এই বেদবাক্য প্রমাণে অগ্নিই দেবতা, অন্য
কেহ দেবতা নহে। অপিচ অগ্নি, পাপহারী বলিয়া উক্ত হইয়া-
ছেন। হে অগ্নে! আপনি উদীপ্ত হউন। আমার অলসী
নাশ করিয়া আমার উদ্দেশে পত্ন সৎল দান করুন এবং
আমার জীবন দান করুন। অতএব সকল ব্রাহ্মণে বহুপূৰ্কক
অগ্নির উপাসনা করিবেন। আপনারাও ইহার সেবা করিয়া
কৃতার্থ হউন।”

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—“বহু দেবতাদিগের
মধ্যে অধম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত
হইয়াছেন। দেবতাগণ তাঁহার মধ্যস্থিত বলিয়া উক্ত হইয়া-
ছেন। অগ্নি কৰ্মের দেবতা এবং দেবতাগণের ভাগ প্রদান
করেন। যে সমস্ত বাক্য অগ্নির কারণতা প্রকাশ করিতেছে
সে সমস্ত বাক্য ভৌতিক অগ্নির পোষকমাত্র। অতএব বহির
অধীন যে সকল কার্য্য আছে, তোমরা সেই সমস্ত কার্য্য

ভক্ত্যুৎপাদনমধ্যমীশরণে কৈটব। অগ্ন্যগ্নি চৈবভূতেন
নৈবোপক্রমোহি ত ॥ ২৪৭ ॥

উপসংহারকেন্দি বিনিশ্চিত্য ভক্তি তম্। কেচিৎ
কেচিত্ত্বিক্কাঙ্ক্ষকেনাস্তময়ে প্রভোঃ ॥ ২৪৮ ॥

বিষপালকমেতন্মাদেব স্বষ্টাদিকারণম্। ত্রিমূর্ত্যাস্তত্রা
কালজয়ে বিবস্ত সেবকাঃ ॥ ২৪৯ ॥

কেচিভেতু তদ্বশলেকগতধারিণঃ। হিরণ্যাক্রকেশা
দিব্যকং তদ্বশলৈ হিতম্ ॥ ২৫০ ॥

ভক্তি কিং ভক্তিকেন্দ্রশিনস্ত তদীকণম্। স্বা সাংপূজ্য
পাদ্যাদিয়ারমভক্তি নাক্ষা ॥ ২৫১ ॥

কেচিত্তুত্তলোহেন কালে ভূত্বয়ে তথা। বক্ষঃস্থলে চ
চিহ্নানি মণ্ডলত বিধায় তে ॥ ২৫২ ॥

করিয়া এবং বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া শুদ্ধ ও অটুতব্রজে
ভংগর হইলে অসংখ্য মুক্তি পাইবে। আচার্য্যগণও এইরূপ
মুক্তির লক্ষণ করিয়াছেন। "অনন্তর সকলে আচার্য্যকে নমস্কার
করিয়া অটুতমন্ত শ্রীকার করিয়া লইল, এবং তাহাতে আসক্ত
হইয়া হৃদয়ভিত্তি গমন করিল।

অনন্তর স্বর্গোক্ত প্রভৃতি কতকগুলিন লোক তথায় আসিয়া
আচার্য্য শব্দকে বলিল। আমরা স্বর্গের ভক্ত, রক্তপুষ্পের
মালা ধারণ করিয়াছি। দিবাকর প্রভৃতি পূর্ণমণ্ডলের আকার
আশ্রয় করিয়া থাকি। হে প্রভো! এক্ষণে আপনি আমাদের
জ্ঞান বস্ত্র প্রদান করুন। "স্বর্গ সকলের চক্ষুঃ স্বরূপ বলিয়া
বেদ উক্ত হইরাছে। ঐ স্বর্গ ব্রহ্মাদিরূপ আদান করিয়া
থাকেন। স্বর্গা সৃষ্টি, ত্রিভি ও প্রলয়সূত্র। "তাহা হইতে
আদিত্য এবং আদিত্যই ব্রহ্ম" বৈষ্ণবঃ এই কথা স্পষ্ট বলিয়া
দিত্তি। ২৩০—২৪৪।

"শ্রীমণি, স্বর্গ, আদিত্য" এই প্রকার মন্ত বেদে প্রদান করা
হইরাছে। স্বর্গের উপাসক সকল মন্তকে রক্ত চন্দন লেপন
করিবে, রক্তপুষ্পের মালা দ্বারা গলদেশ ভূষিত করিবেক।
স্বর্গের উপাসক ছয় প্রকার। কেহ স্বর্গ মণ্ডলকে উদ্ভিত

অহঙ্কণঃ সমভেবাং ব্যাঘতঃ সত্যপালকঃ। সর্গকোটে
কপাত্তোহিমুক্তমহো বতীকর! ॥ ২৪৩ ॥

প্রত্যয়ঃ সত্ত্বি স্বর্গত মণ্ডলভূতিপ্রতিপাদিকাঃ। বহুয়ঃ সূক্ষ্ম
স্বকোহপি ভাস্ত্রেব নিরূপিতঃ ॥ ২৪৪ ॥

সর্ববেদনিরূপ্যাত্ম পূর্বকং কৃষ্ণশিল্পম্। ইত্যাদিনিরূপ
মন্ত পূর্বকশকোহপি ভংগরঃ ॥ ২৪৫ ॥

অরুণঃ স্বর্গভানু চ চন্দ্রভূতন এব চ। মিত্রো হিষ্ণ্যচে
ভাস্ত রব্যার্যমগভতরঃ ॥ ২৪৬ ॥

বিষ্ণু দিবাকরশ্চেতি সংপ্রোক্তাদিত্যমধ্যমঃ। বিষ্ণুভক্ত
ভূতো বিষ্ণুঃ স এবান্তি নচাপরঃ ॥ ২৪৭ ॥

আদিত্যানামহঃ বিষ্ণুর্জ্যোতিবাঃ রবিরঃশুমস্। ইতি
কৃষ্ণে সংপ্রোক্তঃ কিঞ্চ ব্রহ্মাদিকা বিভোঃ ॥ ২৪৮ ॥

স্বর্গাদেব সমুৎপন্নাত্মাঃ সর্গে দুর্ভুজিঃ। অগ্নমেব
সমারাধ্য ইতি প্রোক্তঃ পরো ঋকঃ ॥ ২৪৯ ॥

দেখিয়া তাহাকে ব্রহ্মরূপে ভজন করিবেক। তিনিই জগতের
লয়ের কারণ। (তাহা দ্বারাই আমার জগতের প্রথম উপক্রম
হইয়া থাকে। ঐ আকাশ সঞ্চারী স্বর্গদেব জগতের উপসংহার
করিয়া থাকেন।) ইহা নিশ্চয় করিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে
ভজনা করিয়া থাকে। কেহবা বিষ্ণুরূপে প্রভুর আশ্রয় করিয়া
বিষপালক ভজনা করিবেক। তাহা হইতে সৃষ্টিসংহার কার্য
হয়। তাঁহাকেই ত্রিমূর্তিরূপে ত্রিকালঃ সকলে আরাধনা
করিয়া থাকে। অপর স্বর্গমণ্ডলে চক্ষুঃ নিরূপণ করাকে পরম
ব্রত বলেন। ঐ ব্রত ধারণ পূর্বক স্বর্গমন্ত্র স্তোত্র (হাভি) ও কেশ
যুক্ত, স্বর্গমণ্ডলস্থিত দেবতাকে ভজনা করিয়া থাকে। অপিচ
স্বর্গমণ্ডলের এক দেশাবলী স্বর্গে নরন সন্মর্গ করিয়া,
পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া অন্ন ভোজন করিবেক। কিন্তু অন্ন
কোন রূপে অন্ন থাইকে না। কেহবা তত্ত্ব লোহে দ্বারা ললাটে
দ্বি বাহজে, ৩ বক্ষঃস্থলে মণ্ডলের চিহ্ন করিয়া, অহঙ্কণ মনে
মনে ঐ রূপ ধারণ করিয়া উপাসক হইয়া থাকেন। হে যতি-
বর! এই সমস্ত প্রকরণ দ্বারা স্বর্গকে উপাসনা করিবেক।

উষাচ শূন্য ভূত! দিবাকর! মনে কর। চন্দ্রের মনো-
ভাবঃ স্বর্ঘ্যস্ত তু চক্ষুঃ ॥ ২৬০ ॥

ইতি বোদ্ধব্যং অস্তম্যং বক্তব্যং তদনিত্যতা। তর্কসিদ্ধা-
ভতোহনিতো ব্রহ্মতা কথমাগতা ॥ ২৬১ ॥

স্বর্কনিষ্ঠপরমার্থবোধিকাঃ প্রত্যক্ষ ভাঃ। জগদীশ্বর-
স্বর্ঘ্যো ভ্রমভীতি প্রত্যং ক্ষুণ্ণ ॥ ২৬২ ॥

ভীষাশ্বাস্বাসঃ পবতে ভীষোকেতি স্বর্ঘ্যঃ। ভীষাশ্বাস-
শেষস্ত বৃত্তা ধ্বংসি পঞ্চমঃ ॥ ২৬৩ ॥

ন বজ্র স্বর্ঘ্যো ভাতি ন চন্দ্রতীরকং নো বিদ্যতে। ভাতি
কৃতোহনিত্যগুঃ। তমেব ভাস্তমুভাতি সর্বং যন্ত ভাসা সর্ব
মিহং বিভাতি ॥ ২৬৪ ॥

ইতি প্রত্যা পরেশস্ত ভাসা ভানং প্রকীর্তিতম্। স্বর্ঘ্যাদেব
তথা প্রোক্তা জ্যোতিঃশাস্ত্রেহপ্যনিত্যতা ॥ ২৬৫ ॥

সৃষ্টিঃ সরোজাসনবাসরাদৌ বিয়চ্চরণাঃ বিলয়ন্তদন্তে। আদ্যন্ত-
কালঃ স চ কল্প উক্তঃ কল্পবয়ং তদ্বিবলং বিরিকঃ ॥ ২৬৬ ॥

স্বর্ঘ্যের মন্ত্র পূর্বে বলা হইয়াছে। স্বর্ঘ্যামণ্ডলের কিরূপে স্তব
করিতে হয়, সেই স্ততি প্রতিপাদক অনেক স্ততি আছে।
পুরুষস্বক মন্ত্রেও স্বর্ঘ্য নিরূপিত হইয়াছেন। সকল বেদেই
নিরূপিত হইয়াছে যে, সেই পুরুষ কৃষ্ণ পিঙ্গলবর্ণ। ইত্যাদি
রুদ্রমন্ত্রস্থ পুরুষশব্দে স্বর্ঘ্যকে বুঝাইয়া থাকে। অরুণ, স্বর্ঘ্য,
ভাস্ক, চন্দ্র, তপন, মিত্র, ত্রিগুণ্যরতা, রাজি, অর্ঘ্যমা, গভস্তি,
বিষ্ণু, দিবাকর এই সমস্তই পুরুষ শব্দের অন্তর্গত। ইহার
মধ্যে যে আদিত্য শব্দ উক্ত হইয়াছে, সেই আদিত্য শব্দের
মধ্য গন্ত বিষ্ণু উক্ত হইয়াছেন। অতএব সেই আদিত্যই বিষ্ণু,
অপর আর কেহই নহে। আদিত্যবিপ্লবের মধ্যে আমি বিষ্ণু,
জ্যোতিষ্ক পঞ্চার্থের মধ্যে আমি অস্তম্য, এই কথা কৃষ্ণ বলিয়া
ছেন। অপিচ ব্রহ্মাণ্ডি স্তবস্তম, বিষ্ণু স্বর্ঘ্য হইতে সনুৎপন্ন।
অতএব নোঙ্কারার্থী সকলে এই স্বর্ঘ্য শব্দকে আরাধনা করি-
বেক।

এবমুক্ত স্বর্ঘ্যস্ত জনকস্য স্মরণিতম্। স্বর্ঘ্যানিকত
ভদ্রান্তে বিদ্যা সত্যভাশোভনা ॥ ২৬৭ ॥

তদ্বাদেকঃ পরাশ্রয় স্বর্ঘ্যস্যো নিগমৈঃ স্তবঃ। স্তবঃ গায়ত্ৰী-
চিহ্নানি বিহারোচরতং পরাঃ ॥ ২৬৮ ॥

স্বর্ঘ্যবৈতন্ত বোধেন মুক্তা ভবণ ভো দিব্যঃ। ইত্যুক্তান্তে-
ওরুং নহা সর্কে তচ্ছিত্যতাং গতাঃ ॥ ২৬৯ ॥

ততস্তম গতে বিটৈঃ সর্কৈরপি বতীধরঃ। সত্যান্তো
যযৌ তদ্বাদোরাশাং জয়েচ্ছা ॥ ২৭০ ॥

শিষ্যো জিগহস্তু কেচিত্তং শঙ্খপূরণৈঃ। কেচিচ্ছাদ্য-
বিশেষৈশ্চ কেচিত্তাণৈঃ শুভোক্তিভিঃ ॥ ২৭১ ॥

কেচিদ্দ-টানিনাদৈশ্চ করতাইগশ্চ কেচন। কেচিচ্ছাদন-
বাইটশ্চ পিচ্ছবাইটশ্চ কেচন ॥ ২৭২ ॥

সমর্কয়ন্তি সংশ্রুতস্থখহঃপং যতীধরম্। তদ্বাদেশগতা
বিপ্রা দৃষ্টা তচ্ছিত্যতাং গতাঃ ॥ ২৭৩ ॥

এই কথা শুনিয়া পরম গুরু শঙ্কর বলিলেন। হে স্বর্ঘ্য!
দিবাকর! তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর। “চন্দ্র তাঁহার মন
হইতে জন্মিয়াছে, স্বর্ঘ্য তাঁহার চক্ষু হইতে জন্মিয়াছে।” এই
বেদবাক্য দ্বারা যাহার জন্মতা বলা হইয়াছে, তাহা অনিত্য।
তর্ক করিয়া যাহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারা অনিত্য বিষয়ে
কিহুপে ব্রহ্মভাব প্রতিপন্ন হইবে?। ঐ সকলকে স্ততি আছে,
তাহা স্বর্ঘ্যানিষ্ঠ পরম ব্রহ্মের প্রতিপাদক। তবে জগদীশ্বরের
আজ্ঞাক্রমে স্বর্ঘ্য দেব বে ভ্রমণ করেন, ইহাই বেদে স্পষ্ট আছে।
পরমেশ্বরের নিকট হইতে ভয় পাইয়া বিধাতা পবিত্র করেন,
স্বর্ঘ্য ভয় পাইয়া উদ্ভিত হন, অগ্নি এবং ইন্দ্র তাঁহার নিকটে
ভয় পাইতে গাচেন। এবং পঞ্চম যম ভয় পাইয়া ধাবমান
হন। যে স্থানে স্বর্ঘ্য, চন্দ্র, তারকা কি এই সমস্ত বিদ্যুৎ
লীপ্তি ধারণ করে না, সে স্থানে এ অগ্নি কিরূপে প্রদীপ্ত হ-
ইবে?। তাঁহার প্রকাশে এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত, তাঁহারই
তেজে এই জগৎ জ্যোতির্ময়।” এই সমস্ত বেদ দ্বারা পরমেশ্ব-
রের প্রকাশে সকলের প্রকাশ কথিত হইয়াছে। জ্যোতিঃশাস্ত্রে

এবং প্রতিদিন গঙ্গা তটত্যাগতান বিজ্ঞান। কুন্ততহান
পরানন্দভাষ্যঃ কৃষ্ণা শুভোক্তিভিঃ। ২৭৪।

পূরং গণবরং প্রাপ গণপত্যাশ্রমঃ শুভম্। তত্র নদ্যাং দি
কৌমুদ্যাং স্নাত্বা বিশেষণব্যয়ম্। ২৭৫।

সংপূজা যতিরাট তত্র মাসমাস সহায়ুগৈঃ। পদ্মপাদ
মুখাঃ শিষ্যাঃ পঞ্চপূজাপরায়ণাঃ। ২৭৬।

দিগ্গজা ইতি বিখ্যাতাঃ পরবিদ্যাশ্রভেদিনঃ। পরপক্ষহরো-
চ্যাক্তবচসঃ প্রৌঢ়বানিনঃ। ২৭৭।

তদ্যাক্যঃ শিরসা গৃহ্য শিষ্যোহস্তঃ পূরজিহ্বলে। নিয়তঃ সর্ব-
শিষ্যাণাং পাকাদিমু চ কথ্যম্। ২৭৮।

স্বর্গাদির বে প্রকাশের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা অনিত্য।
পদ্মাসন ব্রহ্মার দিবসের প্রথমে সৃষ্টি, এবং দিনান্তে—আকাশ
সংহারী দেবগণের বিলয়। এই আদ্যন্ত কালকে কল্প বলে,
ঐ রূপ ইহকালে ব্রহ্মার এক দিন। এবিধ সূর্য, ব্রহ্মাদির
জনক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব তোমার বিদ্যা অতি-
সুন্দর দেখিতেছি। যেহেতু সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র, সূর্য স্থিত
পরমাত্মাকে স্তব করিয়াছে জানিবে। হে বিজগণ! এক্ষণে
তোমরা পাকও চিহ্ন সকল পরিত্যাগ করিয়া আচার পরায়ণ
হও, নির্মলা অস্তিত্ব ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান হইলেই মুক্ত হইবে।”

সূর্য মতাবলম্বী সকলেই আচার্য্যের বাক্য শুনিয়া তাঁহার
শিষ্য হইল। তার পর ঐ স্থানে যে সকল ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল,
তাহারা সকলেই যতীশ্বর পঞ্চরকে অর্চনা করিতে লাগিল।
তুধন আচার্য্য জরার্থী হইয়া বাসু কোণে গমন করিলেন।

সুখঃখ বিহীন যতিরাজ শতরকে তাঁহার তিন সহস্র
শিষ্যের মধ্যে কেহবা শঙ্খ বাজাইয়া, কেহবা বাস্য বিশেষ
দ্বারা, কেহ বা জাল দিয়া, কেহ বা স্তম্ভের বচনে, কেহ বা
ঘণ্টার নিনাদে, কেহ বা করতালি দিয়া, কেহ বা ব্যঞ্জন দ্বারা
রীজন করিয়া, কেহ বা ময়ূর পুঞ্জ দ্বারা সসীরণ করিয়া অর্চনা
করিতে লাগিল। তত্ত্বং দেশবাসী বিপ্রগণ তাঁহাকে দেখিয়া
তাঁহার শিষ্য হইল। এইরূপ প্রতিদিন গমন করিয়া তত্ত্বংস্থানে

সমর্চয়ন্ত গুরুং ভিক্ষাং দত্ত্বা ততঃ পরানন্দেন। পদ্মপাদ-
তদন্তেষাং শিষ্যাণাং বভূবৈ বৃহত্তম্। ২৭৯।

অদগতোজনং নিত্যং ব্রহ্মার্চনমিতি শরম্। সারস্বতেন
গুরুং শিষ্যাস্তমাতাচার্য্যশিরোমণিম্। ২৮০।

বিবদ্ধ্বা তং নমস্কৃত্য চক্ৰতালকরাঃ শিবম্। শুভন্তো
নৃত্যমাতঙ্কুঃ পরেশং সচ্চিদধরম্। ২৮১।

প্রপূর্ণং ব্রহ্মাহং নিখিলজনকং বুদ্ধিনিহিতং চিত্তমানন্দং
সত্যং সকল ভগদাধারমমলম্। অগম্যাং বাগ্যোঃ সৃজিতকরণৈঃ
জাতমনৈঃ স্তুনির্কাণং লক্শ্যমিহ ন পুনঃ সংসৃতিরয়ঃ।
২৮২।

জরস্ত এবং বহুধা স্নাত্যঃ কুরুস্ত আচার্য্যসমীপসংস্থাঃ।
প্রাপ্তিং গতান্তদ্বুরূপারচিত্তা হর্ষেণ যুক্তা নিখিলা বিমেষাঃ।
২৮৩।

সমাগত কুমতাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগকে শুভ বচনে নিত্যানন্দ সুখ
ভোগ করাইয়া গণপতির আশ্রম সমর্পিত এক শুভগণবরপুর
প্রাপ্ত হইলেন। সেই কৌমুদী নদীতে স্নান করিয়া অব্যয়
বিষপতিকে পূজা করিয়া যতিরাট অমুচর বর্ণের সহিত তথার
একমাস অবস্থান করিলেন। পদ্মপাদ শিষ্যাগণ পক্ষ দেবতার
পূজা পরায়ণ হইল, দিগ্গজ বলিয়া বিখ্যাত হইল, বিপক্ষগণের
শাস্ত্র সকল খণ্ডন করিতে লাগিল, পরপক্ষ হরণ করিবার উপ-
যুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল, অহঙ্কার পূর্বক বাদ করিতে
লাগিল। অন্য আর একজন শিষ্য তাঁহার বাক্য মস্তক দ্বারা
ধারণ করিয়া শিবপক্ষে এবং সমস্ত শিষ্যদিগের পাকাদিকার্য্যে
আসক্ত রহিল, এবং গুরুকে সমুচিত অর্চনা করিতে লাগিল।
পদ্মপাদ সেই পরমাত্মা গুরুকে ভিক্ষা ও অন্যান্য শিষ্য দিগকে
বভূবৈ বৃহৎ আহার দান করিলেন। ঐ সকল কার্য্যেও পদ্ম-
পাদের ব্রহ্মার্চন শ্রয়ণ করা নিত্য অভ্যাস ছিল। সায়ংকালে
শিষ্যাগণ আচার্য্য শিরোমণি গুরু দেবকে দ্বাদশবার প্রণাম
করিয়া চক্ৰ তাল দিতে দিতে সচ্চিদানন্দ ও অদ্বিতীয় পরমে-
শ্বরকে স্তব করিতে ২ নৃত্য করিতে লাগিল। ২৪৫—২৮১।

যিনি সমস্ত বস্তুর কারণ, যিনি বুদ্ধিতে নিহিত, যিনি সচ্চি-

এবমানকসত্ত্বমচাৰ্য্যং সেবকামপি । তৎপত্তমবিদা ।
লক্ষ্য কিমেতদ্বিত্তি চাবুব্ধ । ২৮০ ।

অহি বৃদ্ধমভ্যং মহ্যকিব ভাতি হি পত্তভাৎ । আকাশবদি-
বালমববরং ব্রহ্ম কেবলম্ । ২৮১ ।

মনোবাসিকিবৃজীনাগোচরভবং পরম্ । কথমজোপিবধার
বোগ্যং ভাষ্যভমীদৃশম্ । ২৮২ ।

ভক্ত্যভ্যাহবভ্যং মহাপাচরভ্য ভক্তাপ্তরে । গাণপত্য-
মিত্তি ধ্যাতং বক্তৃভিত্তৈঃ লমবিতম্ । ২৮৩ ।

মহন্তে বেদভাৎপথ্যৈতদেব হি সমীরিতম্ । ভক্তাচরভ্য-
মভ্যভ্যভ্যভ্যং মোক্ষমব্ধম্ । ২৮৪ ।

ভূতৈককভক্তিচিহ্নাভ্যং চিহ্নিতং লক্ষ্যসংবৃতম্ । মহাপপত্তিঃ
বস্ত লদা ধ্যায়ত্যনন্তরীঃ । ২৮৫ ।

তদুলমন্তপঠনপরঃ সন্ ব্রাহ্মণোত্তমঃ । যো বর্ততে স
এবাত্ত মোক্ষভাগ্ তবতি এবম্ । ২৮৬ ।

যেহে বরভরা চ চক্রকলারিভো অবত্বরা বিরোপপতি-
বিপত্তিসংহিতিকরোহমিত্তো বিশিষ্টাৰ্হঃ । ইত্যেভ্যং পদসারকঃ
বন্ কপংহট্ট্যাদিকভেত্তিত্তে বৃত্তং টেজসলক্ষিত্ত নিগরে-
প্যামিন্ হিত্তে হীবরে । ২৮৭ ।

অসীদ গণপতিভ্যে ত ইতি ব্রহ্মা একীভিত্তঃ । ব্রাহ্মাদিক-
গণেশোহং তদ্বাদখিলকারণম্ । ২৮৮ ।

ভদ্রায়রা বিরচিতা ব্রাহ্মা অগদীবরাঃ । ইত্যুক্ত আহ
ভো মুঢ়! গভাতঃ কারণং কথম্ । ২৮৯ ।

কিঞ্চ কত্মত্বেন প্রসিদ্ধঃ কারণং পিতৃঃ । কথং তবে-
দতো ব্রহ্ম কারণং ক্রতিমানতঃ । ২৯০ ।

ব্রহ্ম বা ইদমিত্যাহিবাক্যভ্যং সমীরিতম্ । বাক্যং
ব্রহ্মণং নেরমিত্যুক্তো গিরিজাহৃতঃ । ২৯১ ।

উবাচ পুনরাচাৰ্য্যং সত্যমেতদ্বচোহহং তে । তথাপ্যেদেন
শূভোহং পূমান্ দেবত সন্নিধৌ । ২৯২ ।

দানম্, যিনি সকল জগতের আধার, যিনি নির্মল, যিনি বাক্য
মনের অগোচর, জিতেন্দ্রিয়, নিশ্চাপ ব্যক্তিগণ বাহ্যকে—
জানিতে পারেন, যে নির্বাণ করিলে আর এই জগতে সংশর
যাতনা পাইতে হয় না, আমি সেই—পরিপূর্ণ ব্রহ্ম। আচা-
র্যের বিকটম্ উদারচেতা সমস্ত হাজগণ এই কথা বারবার
বলিতে ২ ও উত্তম মৃত্যু করিতে ২ ব্রহ্ম হইয়া অবস্থান করিল।

ঐ নগরবাসী ব্রাহ্মণেরা এইরূপে আচার্য্যকে এবং তাঁহার
সেবকদিগকে আনন্দিত দেখিয়া বসিতে লাগিল। “একি ?—
বাহারাই দেখিলে, তাহারাই বলিলে, ভোম্মারের শরীর মত ভাল
নহে। অরিষ্ঠীর ব্রহ্ম কেবল আকাশের মতন নিহালম্।
সেই পরব্রহ্ম বাক্য মনের অগোচর। অতএব অজ্ঞবিগকে
উপদেশ দিবার জন্য কিরূপে একজন মত বোগ্য হইবে ?
অতএব ঐ মত ভাষ্য করিয়া ভক্তপ্রার্থির জন্য আশ্বাসের মত
অবলম্বন করুন। গাণপত্য আশ্বাসের মত। ইহাতে হয় প্র-
কার তেদ আছে। সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য ইহাতে ব্যক্ত

আছে। সকল মানবের শান্তি ও মোক্ষসাধক—এই মত অব-
লম্বন করুন। গণপতি ভূত ও একমত বাল্য চিহ্নিত। অরং
মহাপ্রতি সময়িত। মেলাতি একজন সেবককে একমত ধ্যান
করে—যে ব্রাহ্মণ তাহার মূলমন্ত্র পাঠ করে—সেই ব্রাহ্মণ অব-
লীল্যাক্ষমে মোক্ষ পাইয়া থাকে। ২৮২—২৯০।

অরীণ্ড ভূষণা প্রিয়তমা চক্রকলা দারা যিনি পরিচাণ—
যিনি বিশ্বের উৎপত্তি, বিপত্তি ও অবস্থিতি কারক—যিনি
বিরহিনাশন—যিনি জন্মের অতিমত অর্থ পূরণ করেন—এই-
রূপে গণপতির ধ্যান করিতে হইবে। তিনিই জগতের সমস্ত
বিষয়ের নিরস্তা রূপিয়া কথিত হইয়াছেন। একথা নিতান্ত
অস্বীকৃত নহে। কারণ ব্রাহ্মি দেবগণের স্রষ্টা হইলেও—এই
ঈশ্বর থাকিলেও—একমাত্র গণপতি বিদ্যমান ছিলেন। এ
কথা দেখেও কথিত হইয়াছে। ইনি ব্রাহ্মি দেবতাপ্রাণের
ও ঈশ্বর—অতএব অধিব্যক্তির কারণ। ব্রাহ্মি দেবতাপ্রাণ
তাঁহার মায়াবলে নির্মিত হইয়াছেন।

গন্ধঃ বোধ্যঃ কথং ভূমিঃ খেটুঃ বতিপূজকঃ । ইত্যুক্তঃ
শ্রীমদাচার্য্যঃ প্রাহ সূচনতঃ । শৃণু । ২৯৭ ॥

ব্রাহ্মণঃ কুলে জন্ম নিবাসেন্দ্রবিধিবিদম্ । বৈদ্যোক্তকর্ণ-
নিষ্ঠত্বং বিশেষং সমুদাহৃতম্ । ২৯৮ ॥

জ্ঞাতবতা ভবেবিশ্রাং কৃতকর্তৃত্বতোহন্ত তু । পাবণ্ডমাত্র-
মেবাতি তত্চিহ্নত ধারণম্ । ২৯৯ ॥

বেদেন হি বিকল্পং যৎ পুরাণেষু চ নিমিত্তম্ । ন তৎকার্য্যং
প্রবৃন্তেন যোক্তব্যমিবেকিনা । ৩০০ ॥

কিঞ্চ হেমনিভে চক্রে শূলাধারে চতুর্দলে । গণেশোহতি
তথা চক্রে স্বাধিষ্ঠানকসংজ্ঞকে । ৩০১ ॥

বড়মলে বিক্রমাকারে ব্রহ্মাতি মণিপূরকে । দ্বিপক দল-
সংযুক্তে নীলবর্ণে স্থিতো হরিঃ । ৩০২ ॥

দ্বিবড়তিষ্ঠ দলৈর্দুস্তোহনাহতে পিঙ্গলে স্থিতঃ । ক্রত্বো
ভূতপতি দেবো জীবাত্মা ধূম্রবর্ণকে । ৩০৩ ॥

বিশুদ্ধে দ্বাষ্টতি বৃত্তে দলৈরাজ্ঞাতিধে তথা । সহস্রদল-
সংযুক্তে চক্রে কপূরবর্ণকে । ৩০৪ ॥

এইকথা শুনিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন—হে মূঢ় ! গজানন
জগতের কারণ কিরূপে হইবে ? অপিচ গণপতি মহাদেবের
পূজা বলিয়া প্রসিদ্ধ । পূজা কিরূপে পিতার কারণ হইবে ? অতএব
বেদে প্রমাণে ব্রহ্মই জগতের আদিকারণ । ‘ব্রহ্ম বা ইদমগ্র
আসীৎ’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তুমি বাহা বলিয়াছ তৎসমুদয়
বাক্য পরম ব্রহ্মে পরিণত করিতে হইবে । এই কথা শুনিয়া
গিরিজাহৃত পুনরায় আচার্য্যকে বলিল—আপনার একথা
সত্য । হে বতিবর ! তথাপি তত্ত্বলোকে চিহ্ন ধারণ করিয়া
কিরূপে আপনার অতীষ্ট দেবতার নিকটে গমন করিতে
পারিবে ?

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—হে মূঢ় ! তুমি ব্রহ্ম
করণ । ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, নিধা প্রভৃতি ধারণ, বৈদ্যোক্ত কর্ণের
অভিষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণত্বপাকে । তাহাতেই ব্রাহ্মণ কৃতকার্য্য

পরমাত্মা হিভক্তসাক্ষেৎ এব ব্যবহিতঃ । গণেশস্তত
চিহ্নেন ন প্রয়োজনমণুপি । ৩০৫ ॥

ভগ্ন চাক্ষাতিধে চক্রে সর্কাকোহপি ব্যবহিতঃ । সর্কান
সংপ্রেরয়িত্বা হি স্বয়ং সাক্ষী হি স্মিতঃ । ৩০৬ ॥

সচ্চিবানলরূপোহিনৌ সর্কাকীতোহপিলাভম্ । সম্যখে-
দেষু সংপ্রোক্তত্বং পরেশং বিচিহ্নত । ৩০৭ ॥

বৃক্কো ভবিষ্যদীজ্ঞাতঃ সগণঃ শিব্যতাং গজঃ । ভ্যাক্চিহ্নো-
ত্তরোত্তর শঙ্করত মহাশ্বনঃ । ৩০৮ ॥

পদপূজাপরো নিত্যং পদ্যকরণধারণঃ । তদন্তঃসংযুক্তঃ
সমভূমিরিজাহৃতঃ । ৩০৯ ॥

আগত্যাভ্যো হরিদ্রা গণপতিমতবাহী গুরুং জং জগাম
ব্রহ্মাদীনাং গণানামধিপতিমমরেশোপদেষ্টাদিকানাম্ । আদে-
ষ্টারং কবীনাং সলিলজজপতিং জ্যেষ্ঠরাজং পরেশং ধ্যানে-
মেত্যানিবেদ্যো বদতি যতিপতে । সর্কাকার্য্যেষু পূজ্যম্ । ৩১০ ॥

হইরা থাকে । অতএব পাবণ্ড সমান তত্ত্ব চিহ্ন ত্যাগ করি-
বেক । যে ব্রাহ্মণ মোক্ষের অর্থ জানিতে উন্মত্ত, সে ব্যক্তি
কদাচ বেদবিকল্প ও পুরাণ-নির্মিত কার্য্য করিবে না । কিঞ্চ
স্বর্ণবর্ণ চতুর্দল শূলাধার চক্রে গণেশ আছেন । বিক্রমাকার
বড়মলে স্বাধিষ্ঠানচক্রে ব্রহ্মা বাস করেন । নীলবর্ণ দশদল
মণিপূরকচক্রে বিষ্ণু অবস্থান করেন । পিঙ্গলবর্ণ দ্বাদশ দল
অনাহতচক্রে ভূতপতি ক্রত্বদেব বাস করেন । ধূম্রবর্ণ বোড়শ
দল চক্রে জীবাত্মা অবস্থান করেন । এবং কপূরবর্ণ
সহস্রদল আজ্ঞাচক্রে পরমাত্মা অবস্থিতি করেন । অতএব দে-
হের মধ্যেই গণপতি বসন অবস্থান করেন, তখন চিহ্ন ধারণ
করিবার কোন প্রয়োজন নাই । আর যিনি সর্কাকোপী, তখন
সাক্ষী, নিষ্ঠা, সচ্চিবানলরূপী, সর্কাকীত, অবিলাশ্রয় পরমাত্মা
তিনি অজ্ঞাচক্রেই অবস্থান করেন । একথা যেনেও স্পষ্ট উক্ত
হইয়াছে । এক্ষণে তুমি সেই পরেশনাথের চিন্তা কর । তাহা-
তেই তোমার মুক্তি হইবে ।

তদ্বাদেবাদিতি সর্গৈঃ সংপূজ্যোহিঃ পণেধরঃ । ধ্যানমত
তু সংপ্রোক্তং দ্বান্দে সম্যগ্ভজীযত । ৩১১ ॥

পীতাবরকঃ বৈবঃ পীতবজ্রোপবীতিনম্ । চক্ৰকুজঃ
জিনয়নং হরিদ্রাশলকাননম্ । ৩১২ ॥

পাশাভূষণং দেবং দত্তাকরকরাবুজম্ । এবং যঃ পূজ-
দেবং স মুক্তো নাত্ৰ সংশয়ঃ ৩১৩ ॥

জগৎকারণমেষারঃ ব্রহ্মাদি অংশরূপিণঃ । অম্বাদেব সমু-
ৎপন্নাত্মাং সর্গপিতামহম্ । ৩১৪ ॥

বিদ্যেশানং তবজ্যোতি পিতৃভ্যঃ জগদীশ্বরম্ । তুণ্ডাকারেণ
গোলেনৈকদন্তাকারকেন চ ৩১৫ ॥

এই কথা শুনিয়া ঐ ব্রাহ্মণ চিহ্ন সকল পরিত্যাগ পূর্বক
শিষ্য সমভিব্যাহারে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য হয় । ঐ
গিরিজাসুত পঞ্চদেবতার পূজা পঞ্চ যজ্ঞ করিতে মনন করে,
এবং গুরুর সেবা ও শ্রদ্ধা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ।

তখন অন্য আর একজন গাণপত্য আসিয়া বলিল—আমি
হরিদ্রাবর্ণ গণপতির মতবাদী । তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,
ইন্দ্র, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, ও অন্যান্য সমুদয় পদার্থের কারণ ।
আমরা সেই জ্যেষ্ঠরাজ পরমাত্মার ধ্যান করিয়া থাকি । হে যতি-
বর ! বেদেও তাঁহাকে সকল কার্য্যে সর্গপূজ্য বলিয়া নির্দেশ
করিয়াছে । অতএব সকল দেবতা এই গণপতির পূজা করি-
বেক । হে যতিবর ! স্বল্পপূরণে এই গণপতির বৈরূপ ধ্যান
কর্ণিত হইরাছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন । তিনি পীতা-
বর পরিধান করিয়া থাকেন—পীতবর্ণ বজ্রোপবীত ধারণ
করেন—তিনি চক্ৰকুজ, জিনয়ন, তাহার মুখ হরিদ্রাবর্ণ—যে
ব্যক্তি পাশ, অঙ্কুশ, অস্তর পদ্মধারী ঐ গণপতির ধ্যান করে,
সে ব্যক্তি যে মুক্ত হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই । ২৯১—
৩১৩ ॥

ইনিই জগৎকারণ—তাঁহার অংশরূপী ব্রহ্মাদি দেবতাগণ,
তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইরাছেন । অতএব আপনারাও সক-
লের পিতামহ, জগদীশ্বর ঐ বিদ্যপতিকে ভজন্য করুন । যে ব্যক্তি

সমস্তেনাঙ্কিতৈব মুক্তিরতি দুঃখমহে । ইত্যুক্ত আহ
সর্গজ্যো গুরুভ্যং করণানিধিঃ । ৩১৬ ॥

অজ্ঞে যঃ পরমাত্মৈব জগৎকর্তা স্মরেতিতঃ । গণাধিপতি-
শম্ভেন সর্গনাশা মহেশ্বরঃ । ২১৭ ॥

অংশাংশিনোরভেদেন রক্তপুঞ্জোহপি ত শ্রবম্ । সম্ভবত্যেব-
সর্গাত্মা সর্গবিদ্যনিবারকঃ । ৩১৮ ॥

উপাসনীয় এবায়াঃ নিখিলৈরস্ত সর্গমঃ । কিঞ্চ বিপ্রৈ-
র্গণেশাদ্যাঃ পঞ্চ পূজ্য মুমুকুতিঃ । ৩১৯ ॥

কিন্তু তুণ্ডাচিহ্নস্ত ধারণং সচরিত্র্যতে । বেদেন চ
পুরাণেন তদ্ব্যজিহ্নং বিহার ভোঃ ॥ ৩২০ ॥

পঞ্চপূজাদিসম্পন্নোহষ্টভূতনিষ্ঠো বিমোক্ষাসে । এবমুক্তো
গুরুঃ নত্যা দ্বিষট্শা তৎকটাক্ষতঃ । ৩২১ ॥

পবিত্রতাং গতো ধ্যায়ন্তমেব পরমং গুরুম্ । পঞ্চপূজাদিকং
কুর্সন্ সুখমাপাহমিতং দ্বিজঃ । ৩২২ ॥

ততো গণকুমারাখ্যে নিরন্তেষ্টভ্যঃ সমাগতঃ । আচার্য্যমাহ
হেরথসুতস্তং পরমং গুরুম্ । ২২৩ ॥

আপনার দুই হস্তে তুণ্ডাকার এবং দন্তাকার তণ্ডুল দ্বারা
অঙ্কিত হয়, তাহার মুক্তি অবধারিত ।

এই কথা শুনিয়া দয়াময় আচার্য্য বলিলেন—তুমি যে বলি-
য়াছ পরমাত্মা জগৎকর্তা, একথা নিতান্ত সত্য । গণপতি শব্দ
দ্বারা সর্গময় মহেশ্বরকে বুঝাইতেছে । অংশ ও অংশী ইহারা
উভয়েই অভিন্ন । সুতরাং রক্ত পুঞ্জ গণপতিও অংশ পরমাত্মার
অংশ স্বরূপ হইয়া সর্গময় বা সর্গবিদ্য বিনাশন হইবে, ইহা
বিচিত্র নয় ? সকলে তাঁহার উপাসনা করুক, বা তিনি সর্গ-
হান করুন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই । কিন্তু বেদও পুরাণের
বিরুদ্ধ হওয়াতে তিনি তুণ্ড কি দন্তাদি চিহ্ন ধারণ করিবে না ।
অতএব চিহ্নত্যাগ করিয়া পঞ্চ দেবতার পূজা বা পঞ্চ যজ্ঞ করি-
লেই মুক্ত হইবে ।

মহাপ্রপত্তেভ্যং কং হরিপ্রপত্তিঃ । উচ্ছিন্নপত্তিকং
নবনীতগণেশিতুঃ ॥ ৩২৪ ॥

মতমেতং তথা স্বর্ণপত্তিকবীৰিকম্ । সত্যানগপত্তিক-
মাগমে শৈবসংজ্ঞকে ॥ ৩২৫ ॥

উচ্ছিন্নপত্তাহমুপাসনপরাধনঃ । উচ্ছিন্নঃ পণপঃ
প্রোক্তো বামাদেনাবলম্বনঃ ॥ ৩২৬ ॥

চতুর্ভুজং ত্রিনয়নং পাশাশূন্যপদাতরম্ । কুণ্ডলপ্রভা-
মধুকং গণনাথমহং ভজ্যে ॥ ৩২৭ ॥

মহাপীঠনিবন্ধং বামাকগলিগাহিত্যম্ । বেবীমালিন্য
চুবতঃশ্লঃস্বভেদং বৈ ভজ্যম্ ॥ ৩২৮ ॥

ইতি ধ্যানং হিংস্রোক্তং ভক্ত্যাকং কুচিত্তনম্ । কীরেণ-
বোরিধৈক্যত ভবোক্ত বতিদারক ॥ ৩২৯ ॥

কুণ্ডলবাহিতকালোহং ভক্তো নার্নবরে বিতঃ । ইচ্ছাধীনানি
কর্ম্মাণি কৃতাদেবঃ ভজ্যে ॥ ৩৩০ ॥

অভ্যংসমঃ মধুং শাস্ত্রীভ্যেবঃ কল্যণিতকটীকীঃ । সম্প-
দ্যোহ্মি যতে । কিক ধর্ম্মোহ্যত্মনি যতে ত্বাম্ ॥ ৩৩১ ॥

সর্গেবাত্মক এতৈক্যভিত্তিকভবদেব হি । সমস্তা যোবি-
তভ্যেবঃ ভাস্যাকৈব বিরোগজঃ ॥ ৩৩২ ॥

সংযোগভক্ত নো ধোবঃ কলিন্যক্তি বতীকর । অরমেব
পতি হ'তা ইতি নাতি নিরায়কঃ ॥ ৩৩৩ ॥

অভ্যেহন্তসকলভাবক প্রাণিরেববিবৃদ্ধিতা । অমলকান্দা নগে-
শোহ্মং ভবংশাঃ পদভারঃ ॥ ৩৩৪ ॥

অংশাংশিনোরতেবন্ত বেদে সম্যক প্রকীর্ষিতঃ । গণেভ্যো
গণপেভ্যস্ত নব ইত্যাদিনা যতে ॥ ৩৩৫ ॥

এইকথা শুনিয়া ঐ ব্রাহ্মণ বার বার শঙ্করকে প্রণাম করিয়া
তাঁহার কটাকে পবিত্র হইল। শঙ্করকে পরম শুদ্ধ ভাবিয়া
ধ্যান করিতে লাগিল—পঞ্চ দেবতার পূজা করিয়া অপরিসীম
সুখ লাভ করিল।

ঐ গণেশ্বরের নিরন্তর হইলে অন্য একজন হেরবন্ত নামক
গণপতী মন্ত্রাবলী ভাষার উপস্থিত হইল। সে শ্রুতিগা বলিল—
মহাপতির, হরিপ্রাপ্ত পতির, উচ্ছিন্নগণপতির, নবনীতগণপতির-
স্বর্ণগণপতির, একং সত্যানগপতির, এক একটি মত আছে।
এই সকল মত শৈব আদর্শে কথিত হইরাছে। ভক্ত্যে আমি
উচ্ছিন্নগণপতির উপাসনা করিয়া থাকি। উচ্ছিন্নগণপতি
বাম অঙ্গে অবস্থান করেন। যিনি চতুর্ভুজ, ত্রিনয়ন, পাশ
অশূন্য, গদা ও অস্ত্র ধারণ করিয়া আছেন, বাঁহার কুণ্ডল
অগ্রে ভীত মধু অবস্থিত, আমি সেই গণপতির ভজনা করি।
তিনি মহাপীঠের উপর অবস্থিতি করেন—বামাঙ্গে দেবীকে
আলিঙ্গন করিয়া চুবন করেন—তুণ্ডে বাঁরা ভগম্পর্শ করেন—
এইরূপে তাঁহার ধ্যান কথিত হইরাছে—অতএব তাঁহার ধ্যান
করা আবশ্যক। ভীত ও পরমাত্মার যেমন একতা ভাবিতে হয়,

তদ্রূপ দেবী ও গণপতির একতা চিন্তা করিবেক। আমি ভক্ত,
জ্ঞতরাং ললাটে কুণ্ডলের চিহ্ন ধারণ করিয়াছি। আমি এই
পথে অবস্থান করিয়া থাকি। ইচ্ছাধীন কার্য করিয়া সর্বদা
পতিকে ভজনা করিবেক। ইহার তুল্য আর মত নাই—
ইহা ভাবিয়া আমি অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইরাছি। হে বতিবর!
এই মতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম আছে, তাহা বলিতেছি প্রবণ করুন।
জগতে এক জ্ঞাতি রহিয়া সকল মানবই এক। তদ্রূপ সকল
জ্ঞী জাতিও এক। প্রভুস্বের, কি জীলোকস্বের, সংযোগ কি
বিযোগ, কোন দোষ নাই। ইতিরাগ। 'এই আমার পতি'
এরূপ কোষ নিরূপ নাই। যে কোন জীৱ সহিত, যে কোন
পুরুষের পরম্পর সমস্ত আনন্দের নাম মুক্তি। গণপতি
আনন্দস্বরূপ, ত্র্যম্বকি দেবপণ তাঁহার অংশ স্বরূপ। অংশ ও
অংশীর অভেদ বেদে স্পষ্ট কথিত হইরাছে। গণেভ্যো নমঃ
গণপতিভ্যো নমঃ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা একতা দেখা যায়। রক্ত ও
গণপতির অংশ স্বরূপ। হে সুনিবর! গণপতি ভিন্ন আর
কেহই নাই। 'ন কর্ম্মণা ন প্রাজ্ঞা' ইচ্ছাধি বেদ বাক্য দ্বারা
স্পষ্টই জানা যায় যে, কর্ম্ম কখনই মোক্ষের কারণ নয়।

রুদ্রস্ত গণপাঠ্যৈব নত্বস্তো নুনিপুত্রবঃ । ন কৰ্ম্মণেতি হি
শ্রুত্যা কৰ্ম্ম নো মোক্ষকারণম্ ৩৩৬ ॥

কিন্তু ত্যাগঃ সহিস্কৃতমুখৈ যুক্তঃ সমীরিতঃ । হৃদ্যতা পুণ্য-
পাপাদাবপ্যস্তি হি মতে মম । ৩৩৭ ॥

অনুকূলমিদং তস্মাদেব দেব ! মুমুকুভিঃ । সেব্যমিত্যুক্ত
আচার্যাস্তমুবাচ যতীন্দ্রঃ । ৩৩৮ ॥

সুৰাং নৈব পিনৈবৈব পরভাৰ্যাং সমাপুৰ্যাং । ইত্যাদি
বহুভির্দেবেচাভি নির্দিষ্টং মতে । ৩৩৯ ॥

গৃহতে যত্র তন্ত্যাজ্যং দূরতঃ স্পথকাজ্জিভিঃ । ন কৰ্ম্মণে-
তাদিকা তু শ্রুতিস্তত্ত্ববিদো বতেঃ । ৩৪০ ॥

সৰ্ম্মপাপবিহীনস্ত ক্রুতে মোক্ষং ন পাপিনঃ । সুৰাপান-
পরশ্রাপ পরদাররতস্ত চ । ৩৪১ ॥

সুৰাপানাদিনা মুক্তিং প্রাপ্যাম ইতি ভল্লনম্ । হুঃখদং দৌ-
ষ্টাদেবাস্তি ত্যক্তা তস্মাদিদং মতম্ । ৩৪২ ॥

বিপ্রাণাং বাক্যাত্তেষাং প্রসাদেনৈব নিষ্কৃতিম্ । বিধায়
মোক্ষমার্গস্তাঃ পঞ্চপূজাপরায়ণাঃ । ৩৪৩ ॥

পঞ্চসজ্জাদিনিরতা মূল্যধারাদিচক্রে । সংধ্যায়ন্তো গণে-
শাদীনজপামস্ততংপরাঃ । ৩৪৪ ॥

কিন্তু সহিস্কৃতা প্রভৃতি গুণ দ্বারা ত্যাগ করিলেই মোক্ষ হয় ।
আমার মতে অথ হুঃখ, শীত উষ্ণ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, পাপ পুণ্য ই-
ত্যাদি সমুদয়ই বিদ্যমান আছে । এই সমুদয় আমার অনুকূল,
অতএব মোক্ষার্থীগণ ইহার সেবা করিবেক ।

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—‘সুৰাপান করিবে না—
পরস্ত্রীগমন করিবে না—’ইত্যাদি বেদ বচন দ্বারা যেমতে একরূপ
নির্দিষ্ট বিষয় গ্রহণ করিবার কথা আছে, সুধার্মী পণ্ডিতগণ
তাহা দূরে ত্যাগ করিবেক । ‘ন কৰ্ম্মণা ন প্রজয়া’ ইত্যাদি
বেদবাক্য, কেবল তত্ত্বজ্ঞানী, সৰ্ম্ম পাপশূন্য যতির, মোক্ষ
প্রকাশ করিয়া থাকে । কিন্তু পাপী, সুৰাপায়ী বা পরদার রত
ব্যক্তির মোক্ষ প্রকাশ করে না ‘আমি সুৰাপান কি পরদার
গমন করিয়াও মুক্তি পাইব’ ইত্যাদি হুঃখদায়ক ছটমত ত্যাগ
করিয়া, ব্রাহ্মণগণের বাক্যানুসারে, তাঁহাদের প্রসাদে, নিষ্কৃতি
পাইয়া মোক্ষপথে গম্ভীর কর—পঞ্চদেবতার পূজা কর—পঞ্চ
যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর—জপ না করিয়া মূল্যধার প্রভৃতি ঘটচক্রে

তদেবধ্যানতো মুক্তাঃ ভবিষ্যথ ন সংশয়ঃ । এবমুক্তান্তণা
চক্রুর্হেরষমুতপূৰ্ব্বকাঃ । ৩৪৫ ॥

আগত্যাথ গুরুং প্রোচুরবশিষ্টাঃ সোহপি তে । স্বামিনে-
তজ্জগৎ সৰ্ব্বং গণপত্যাশ্রয়ং বয়ম্ । ২৪৬ ॥

চিন্তয়ামো বিমোক্ষায় পূজ্যং সৰ্ব্বৈঃ শুভার্থিভিঃ । তস্মা-
দুদ্বিতবন্তো বৈ কথমেতন্মতজয়ম্ । ৩৪৭ ॥

ভবন্ত ইতি সংপ্রোক্তস্তানাহ বতিপুত্রবঃ । মুচা যুয়ং ততঃ
শাস্ততস্বং শৃণুত নিশ্চিতম্ । ৩৪৮ ॥

পুরুষাধিষ্ঠিতায়াঃ প্রকৃতেরাদৌ মহানভুৎ । ততোহহঙ্কার
উৎপন্নস্তিগুণায়া স এব হি । ৩৪৯ ॥

রুদ্রবিষ্ণুাদিরূপোহভূতত্র রুদ্রস্ত স্তনবঃ । গণেশশ্চ কুমা-
রশ্চ ভৈরবশ্চেতি বিপ্রভাঃ । ৩৫০ ॥

স্বস্বাধিকারনির্কীর্ষে তংপরাঃ পূজ্যতাং গতঃ । তস্মাদ্বিপ্রৈ-
র্গণেশাদ্যাস্তত্ত্বজ্ঞৈশ্চ সংস্থিতাঃ । ৩৫১ ॥

চিন্তনীয়াঃ প্রযত্নেন তদশকৌ তু দেবভাঃ । পঞ্চ পূজ্যা
মহেশাদ্যা ইত্যুক্তান্তে পরং গুরুম্ । ৩৫২ ॥

বীরভদ্রাদয়ো নস্বা ত্যক্তচিহ্নাঃ সুশিষ্যতাম্ । গতান্তে
পঞ্চপূজাদিরতা অদ্বৈতবাদিনা । ৩৫৩ ॥

গণেশাদি দেবতাদিগকে ধ্যান কর—ও মন্ত্র মাত্র ধ্যান কর— ।
তাহা হইলে তোমরা তত্ত্বৎ দেবগণের ধ্যানে অনায়াসে যে মুক্ত
হইবে, তাহাতে আর দ্বিধা নাই । এই কথা শুনিয়া হেরষ-
মুত প্রভৃতি উক্ত মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ আচার্য্যের বচনে তত্ত্বৎ-
কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল । ৩৪৫—৩৪৮ ॥

অনন্তর অবশিষ্ট তিনজন আসিয়া আচার্য্যকে বলিল—
প্রভো ! এই সমুদয় জগৎ গণপতি হইতে সম্ভূত হইয়াছে ।
মঙ্গলার্থী পণ্ডিতগণের পূজনীয় সেই গণপতিকে মোক্ষ পাইবার
জন্য আমরা ধ্যান করিয়া থাকি । অতএব আপনি কিরূপে
এই তিনটি মত দ্বিত করিলেন ?

এই কথা শুনিয়া যতিরাজ তাহাদিগকে বলিলেন—তোমরা
মুখ, অতএব শাস্ত্রের পুঁতত্ব বর্ণার্থরূপে শ্রবণ কর । প্রথমে
পুরাধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতে মহত্ত্বের উৎপত্তি । মহৎ হইতে
অহঙ্কার উৎপন্ন হয়, এইজন্য তিনিই ত্রিগুণাশ্রয় । তিনিই
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপী । তন্মধ্যে গণেশ, কার্ত্তিকেশ, ভৈরব

স্বরূপম স তত্র কারয়িত্বা পরবিদ্যাচরণানুসারি
চিত্রম্ । অপবার্থ্য চ তাস্মিন্ কালতানীতগবত্যাঃ
শ্রুতিসম্মতাং সপৰ্য্যায়ম্ ॥ ৫ ॥

তদেতৎ সংক্ষিপ্যাকং স্ববশ ইত্যাদিনা ॥ ৪ ॥

তত্র কাঞ্চাং পরবিদ্যাচরণানুসারি চিত্রং দেবমন্দিরং
কারয়িত্বা তাস্মিন্ কালং বিনিবার্য্য শ্রুতিসম্মতাং ভগবত্যাঃ
পূজাং স শ্রীশঙ্করাচার্য্যো বিস্তারিতবানিত্যর্থঃ । অরেন্দন-
বধেয়ং পরমশুকঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যো যত্র কিল মহাদেবঃ স্বকীর
পৃথিবীমূর্ত্যাবিভূতলিঙ্গরূপেণাঙ্করেশ ইতি প্রসিদ্ধ্যা বর্ততে তস্মিন্
কাঞ্চীনগরে মাসনাত্মং স্থিত্বা শঙ্করপ্রতিষ্ঠাপূৰ্ব্বকং শিবকাকীতিপ-
টুণং নির্মাণ্য তৎপ্রাক্ আবিভূতবিষ্ণুং বরদয়াজ্ঞানং সমাপ্রিত্য
তত্র বিষ্ণু কাকীতিপটুণং নির্মাণ্য তৎসেবার্থং ব্রাহ্মণাদীনৈক
ভক্তজনান্ সম্পাদ্য তানপি শুদ্ধাত্মৈবত্বভীনেব সৰ্ববেদান্ততাৎপ-
ৰ্থনিষ্ঠাংশ্চকার তত্তত্তদেবশাসিনঃ সৰ্বৈঃ তাস্পগণীতটাদাগত্য প-
রমশুকং নমস্করম্ভূঃ হে স্বামিস্মিন্মোক্কে দেহাদিভেদস্ত প্রত্যক-
শ্চাং পরমোদেহপি তত্তৎকৰ্ম্মণা তত্তত্পাসনয়া চ তত্তলোকপ্রাপ্তি-
প্রবণাক ভেদ এব সত্যবত্তাতীতি পৃষ্টঃ আচার্য্য উবাচ ভো
হিভাঃ ! পরমাত্মতত্ত্ববিদেভদমুতং ভবন্তিঃ যত্র যন্ত সৰ্ব-
মাত্মৈবভূতংকেন কং পশ্চাদিত্যাদিশ্রুতিভিত্তিস্বজ্ঞানাদিগদ-
পাপপঙ্কজমুক্তিদশায়াঃ ভেদাত্মবপ্রতিপাদনাত্তৎ সৃষ্টা
তদেবাত্মপ্রাণিশং অনেন জীবেনাত্মনাত্মপ্রবিশ্ত নামরূপে
ব্যাকরবাণীত্যাশিস্তাত্মতাৎপৰ্য্যেণ জগৎকৰ্ত্তৃ ব্রহ্মণ এব জীব-
রূপেণ জগদন্তঃপ্রবেশাধগমাক্ত কিক কতি দেবা ইত্যুপক্রম্য

নিজপাদসরোজসেবনায়ৈ বিনয়েন স্বরূপভা-
নধাক্রুত্বা । অনুগৃহ্য স বেঙ্কটচলেশং প্রণিপত্যা
বিদৰ্ভরাজধানীম্ ॥ ৬ ॥

ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি দেবানৈকতামতিধায়া-
হত্বর্ভাবক্রমেণ একোদেব ইতি প্রাণ ইতি চ ব্রহ্মণ এবানেকত্বঃ
প্রদর্শিতম্ । বহুস্তাং প্রজায়েযেত্যাদি শ্রুত্যা চ ভোক্তৃভোগ্যা-
নুকসকলস্তাপি প্রপঞ্চস্ত পরমাত্মরূপতা প্রতিপাদিতা । তস্মাৎ
সৰ্বজ্ঞঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ সকলবিবর্তাধিষ্ঠানঃ ব্রহ্ম মুমুক-
ভিক্রপাসনীয়ঃ । তস্মাদ্ভবন্তোহপি জীবপরমাত্মভেদং চ বিহার
শুদ্ধাত্মৈবত্বব্রহ্মোপাসনয়া মুক্তা ভবথেতি সমাপ্তপদিষ্টাঃ কাকী-
তাস্পগণীদেশবাসিনঃ শুদ্ধাত্মৈবত্ববিদ্যাশ্রিতা বভূবুরিতি ॥ ৫ ॥

এতদেব সংগ্রহেণাহ অথ নিজপাদসরোজসেবনার্থং বিনয়েন
স্বরূপভানু আকুদেখীয়া নমুগৃহ্য স বেঙ্কটচলেশং প্রণিপত্যা
বিদৰ্ভরাজধানীং প্রাপ ॥ ৬ ॥

• ঐ কাঞ্চীনগরীতে পরবিদ্যার যেরূপ চরণ,
তদনুযায়ী বিচিত্র এক দেবমন্দির নির্মাণ করাইয়া
তাস্মিন্ কালং বিনিবার্য্য দিগকে নিবারণ করিয়া আচার্য্য
শঙ্কর, ভগবতীর বেদোক্ত পূজা বিস্তার করিলেন
। ৫ ।

শঙ্করের পাদপদ্ম সেবা করিবার জন্য বিনয়

ইহারাই কল্পের পুত্র । স্বয়ং অধিকার নির্বাহ করিতে তৎপর হ-
ইয়া তাঁহারা পূজার পাত্র হইয়াছেন । অতএব ব্রাহ্মণেরা সবলে
পূৰ্ব্বোক্ত মূলধারাদিচক্রে অবস্থিত গণেশাদি দেবতাদিগকে
অবশ্য ধ্যান করিবেক । যদি তাহাতে অশক্ত হয়, তাহা হইলে
শিব প্রভৃতি পঞ্চ দেবতার পূজা করিবেক ।

আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া বীরভদ্রাদি ব্রাহ্মণগণ পরম
শুক শঙ্করকে নমস্কার করিয়া সমস্ত চিত্র বিসর্জন করিয়া তাঁহার
শিষ্য হইল । পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া অবৈতবাদী হইয়া
উল্লিখিত । ৩৪৬—৩৫০ ।

• যেখানে মহাদেব স্বকীর পৃথিবী মূর্ত্তি দ্বারা আবিভূত
হইয়া ‘অঙ্করেশ’ শিবলিঙ্গরূপে প্রসিদ্ধ হইয়া বিরাজমান আ-
ছেন, আচার্য্য শঙ্কর সেই কাঞ্চীনগরীতে একমাস কাল অব-
স্থিতি করিয়া এক শিব প্রতিষ্ঠা করেন । ইহার কিছু দিন পূৰ্বে
বরদয়াজ্ঞার কাছে যাইয়া যে স্থানে বিষ্ণু আবিভূত ছিলেন,
তথায় ‘বিষ্ণুকাকী’ এই নামে এক দেবালয় নির্মাণ করিয়া
তাঁহাদের সেবার জন্য অনেক ভক্ত ব্রাহ্মণ দিগকে তথায় নিযুক্ত
করিয়া ঐ সকল ব্রাহ্মণ দিগকে নির্মল অট্মৈবত মতে দীক্ষিত
এবং সমুদয় বেদান্তের তাৎপৰ্য্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট করিলেন ।

অভিয্যাস্য স ভক্তিপূর্বমস্তাং কৃতপূজঃ ক্রথকে-
শিকেশ্বরেণ । নিজশিষ্যনিরন্তরুটবুদ্ধীন্ ব্যদধাষ্টৈর-
বতন্ত্রসাবলম্বান্ ॥ ৭ ॥

অপা কেশিকেশ্বরেণ ভক্তিপূর্বমভিয্যাস্তাং বিদর্ভরাজ-
শাস্তাং কৃতপূজঃ স ভৈরবতন্ত্রেণ সাবলম্বানবলম্বসহিতান্নিজ
শিষ্যে নির্মিতা হুটবুদ্ধির্যোঃ তথাহুতান্ ব্যদধাৎ ॥ ৭ ॥

পূর্বক স্বয়ং সমাগত আক্লু দেশীয় ব্যক্তিদিগকে
অনুগ্রহ করিয়া আচার্য্য শঙ্কর ‘বেঙ্কটাচলেশ’
শিবকে প্রণিপাত করিয়া বিদর্ভরাজধানীতে গমন
করেন ॥ ৬ ॥

বিদর্ভপতি ঐ রাজধানীতে ভক্তিপূর্বক শঙ্ক-
রকে পূজা করেন । ঐ দেববাসী যাহারা ভৈরব
তন্ত্র অবলম্বন করিয়াছিল, আচার্য্য শঙ্কর নিজ
শিষ্য সমূহদ্বারা তাহাদের দুট বুদ্ধি নিরন্তর করেন
। ৭ ।

অনন্তর তদেববাসী সকলে ভাস্করগণী ভট হইতে আগমন
করিয়া পরমশ্রদ্ধা আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বলিল—প্রভো !
এই জগতে দেহানির ভেদ প্রত্যক্ষ । পরলোকেও যে যে যেমন
কর্ম্য করে—যেমন উপাসনা করে—সেই সেই ব্যক্তি সেই সেই
লোক পাইয়া থাকে । যখন একরূপ শাস্ত্রে শোনা যাইতেছে,
তখন ভেদসত্যব্যং বুঝিতে হইবে ।

তাহাদের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—হে বিজগণ !
তোমরা পরমতত্ত্ব না জানিয়া এই কথা বলিয়াছ । “সর্বমাত্মব্রা-
ভুং তংকেন কং পশ্যেৎ” (অর্থাৎ সকলই আত্মা, তখন কিরূপে
কে কাহাকে দেখিবে ।) ইত্যাদি প্রতিদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানরূপ অনলে
যখন পাপ পঙ্কর দগ্ধ হয় তখন মুক্তি দশা উপস্থিত । ঐ অব-
স্থায় কোন ভেদজ্ঞান থাকে না । ‘তৎসৃষ্টা তদেবাত্মপ্রা-

অভিয্যাস্য বিদর্ভরাজধানীদেশে কর্ণাটবহুচ্ছরামি-
যাত্ম । ভগবন্ ! বহুভিঃ কপালিজাতৈঃ সহি দেশো
ভবতানগম্যরূপঃ ॥ ৮ ॥

অপ কর্ণাটভূমিং গহ্মমিচ্ছুমভিয্যাস্য বিদর্ভরাজুচ্ছরান্
হে ভগবন্ ! সহি দেশো বহুভিঃ কপালিকৈঃ ভবতানগমা-
রূপঃ ॥ ৮ ॥

অনন্তর শঙ্কর যখন কর্ণাটদেশে গমন করিতে
ইচ্ছা করেন, তখন বিদর্ভরাজ তাঁহাকে অভিবাদন
করিয়া বলিল—ভগবন্ ! সে দেশে অনেক কাপা-
লিক বসতি করে । তাহাদের দ্বারা আপনাদের
গতিরোধ হইবার সম্ভাবনা । ৮ ।

বিশং তিনি যে বস্তু সৃষ্টি করেন, পরে তাহাতেই প্রবেশ
করেন । ‘অনেন জীবনাত্মনাত্মপ্রবিশ্ত নামরূপে ব্যাকর
বাণি’ এই জীবাত্মা দ্বারা অনুপ্রবেশ করিয়া আমি নাম ও রূপ
প্রকাশ করিব । ইত্যাদি শাস্ত্র তাৎপর্য্য দ্বারা জগৎ কর্তা যে
পরব্রহ্ম, তিনিই জীবরূপে জগতের মধ্যে প্রবেশ করেন, ইহাই
প্রতিপন্ন হয় । অপিচ ‘কতি দেবাঃ’ কত দেবতা আছে—বেদের
এই বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়শ্চ ত্রীচ শতা ত্রয়শ্চ ত্রীচ
সহস্রা’ তিনটি দেবতা—তিনশত দেবতা—কিবা তিন সহস্র দেবতা
এই রূপে দেবের বহুত্ব বলিয়া “একো দেব ইতি প্রাগ ইতি”
দেবতা এক—তিনি প্রাণস্বরূপ । ইহা দ্বারা ব্রহ্মেরই বহুত্ব
দর্শিত হইয়াছে । কিন্তু বহুত্ব ঐ একত্বের অন্তর্ভুক্ত জানিবে ।
‘বহু স্যাৎ প্রজায়ের’ আমি বহু হইরা জন্ম গ্রহণ করি—ইত্যাদি
বেদবচনে ভোক্তা ও ভোগ্য স্বরূপ এই নিখিল জগতের পর-
মাত্মা যে মূল কারণ—জগৎ যে আত্মময়—তাহাই কথিত হই-
য়াছে । অতএব যিনি সর্বজ্ঞ, নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব,
যিনি সকল বস্তুর আধার—সেই ব্রহ্মাকে মোক্ষপার্শ্বগণ উপাসনা
করিবেক । অতএব তোমরাও জীবাত্মা বা পরমাত্মার ভেদ -

নহি তে ভগবদ্বশঃ সহস্তু নিহিতেৰ্ঘ্যাঃ শ্রুতিষু
ব্রবীম্যতোহহম্ । অহিতে জগতাং সমুৎসহস্তু
মহিতেষু প্রতিপক্ষতাং বহস্তু ॥ ৯ ॥

ইতি বাদিনি ভূমিপে স্মধ্বা যতিরাজং নিজ-
গাবধিজ্যধ্বা । ময়ি তিষ্ঠতি কিং ভয়ং পরেভ্য-
স্তব ভক্তে যতিনাথ ! পামরেভ্যঃ ॥ ১০ ॥

যতন্তে কাপালিকাঃ ভগবদ্বশো ন সহস্তু যতশ্চ শ্রুতিষু
নিহিতা স্থাপিতা ঈৰ্ষ্যা নৈবন্তে যতশ্চ জগতামহিতে সমুৎসহস্তু
সনাশ্চৎসাহ যুক্তা ভবন্তি যতশ্চ মহৎসু প্রতিপক্ষতামুদ্বহস্তু
দ্বৌক্সন্ত্যত এবমহং ব্রবীমি ॥ ৯ ॥

ইত্যেবং বিদর্ভান্ধিপে বদতি সতি অধিজ্যধ্বা স্মধ্বা
যতিরাজং বভাষে হে যতিনাথ ! ময়ি তব ভক্তে তিষ্ঠতি পাম-
রেভ্যঃ পরেভ্যস্তব কিমপি ভয়ং নাস্তি ॥ ১০ ॥

তাহারা আপনার বশ সহ্য করিতে পারেনা ।
বেদের উপর তাহাদের সম্পূর্ণ ঈৰ্ষ্যা । জগতের
অনঙ্গল করিতে তাহাদের নিতান্ত উৎসাহ আছে ।
তাহারা কেবল মহৎ লোকের সহিত বিবাদ মা-
ত্রই করিয়া থাকে । এই কারণে আমি আপনাকে
এই কথা বলিলাম । ৯ ।

বিদর্ভপতির এই কথা শুনিয়া সগুণধর্মুধারণ
করিয়া মহারাজ স্মধ্বা যতিরাজকে বলিলেন । হে
যতিরাজ ! আমি আপনার ভক্ত, আমি যখন ক্দিয়-
মান আছি, তখন পামর শত্রুপক্ষ হইতে ভয়ের
আশঙ্কা কি ? । ১০ ।

দেবভাভেদ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈত ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া
যুক্ত হইবেক । আচার্যের এইরূপ সহপদেশে কান্ধী এবং
ভাত্রপণী দেশবাসী সকলেই শুদ্ধ অদ্বৈত বিদ্যা আশ্রয় করিল ।

অথ তীর্থকরাগ্রীঃ প্রতস্থে কিল কাপালিক-
জালকং বিজেতুম্ । নিশময্য তমাগতং সমাগাৎ
ক্রকচো নাম কপালিদেশিকাগ্র্যঃ ॥ ১১ ॥

পিতৃকাননভস্মানুহপিপ্তঃ করসংপ্রাপ্তকরোটি-
রাতশূলঃ । সহিতো বহুভিঃ স্বতুল্যবৈশৈঃ স ইতি
স্মাহ মহামনাঃ স্বগর্বঃ ॥ ১২ ॥

ভসিতং ধৃতমিত্যদস্ত যুক্তং শুচি সন্ত্যজ্য
শিরঃ কপালমেতৎ । বহুধা হুশ্চিৎ খর্পরং কিমর্থং
ন কথঙ্কারমুপাস্মতে কপালী ॥ ১৩ ॥

অথ শাস্ত্রকরাগ্রীঃ কাপালিকজালকং বিজেতুং ন উজ্জয়-
ত্যাগ্যপূরং প্রতস্থে ॥ ১১ ॥

শ্মশানভস্মনা গিপ্তাঙ্গঃ করসংপ্রাপ্তমহুশ্যশিরঃকপালঃ
॥ ১২ ॥

যদ্ব্যং ধৃতমিত্যদস্ত যুক্তং পরস্ত শুচি শিরঃকপালমেতৎ-
পরিভ্যাজ্যাপবিত্রং মৃন্ময়খর্পরং কিমর্থং বহুপ কথঙ্কারং কথং
কপালী ভৈরবো ভবন্তি নোপাস্মতে ॥ ১৩ ॥

অনন্তর শাস্ত্রকারদিগের অগ্রগণ্য আচার্য্য
শঙ্কর, কাপালিককুল জয় করিতে উজ্জয়িনীদেশে
গমন করেন । তাঁহাকে আসিতে শুনিয়া ক্রকচ-
নামে একজন কাপালিকমতের গুরু তথায় উপ-
স্থিত হন । ১১ ।

শ্মশানের ভস্মদ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত, এক
হস্তে নৃকপাল এবং তাহার অপর হস্তে শূল ।
আপনার তুল্য বেশধারী কতকগুলিন শিষ্য লইয়া
উদারচেতা ক্রকচ সর্ব্বকো আচার্য্যকে বলিল । ১২ ।

তুমি যে ভস্মধারণ করিয়াছ, ইহা উপযুক্ত

নরশীর্ষকুশেশনৈররুহা কধিরাজৈ মধুনা চ
ভৈরবার্চাম্ । উময়া সময়া সরোরুহাক্যা কখন-
ল্লিটবপু মূদং প্রাণবাৎ ॥ ১৪ ॥

ইতি অন্নতি ভৈরবাগমানাং হৃদয়ং কাপুরুষেতি
তং বিনিশ্চ্য । নিরবাসরদাস্তবিসমাজাৎ পুরুষৈঃ
স্বৈরধিকারিভিঃ স্তম্বা ॥ ১৫ ॥

কধিরাজৈরনৈরপিরোলকপকমলৈর্নয়ন চ ভৈরবার্চামল্ল-
কপালী ভৈরবঃ বসবানকা কখনাক্যা উময়া অল্লিটবপু-
মূদং কথং প্রাণবাৎ ॥ ১৪ ॥

ইত্যেবং ক্রমচৈ ভৈরবাগমানাং হৃদয়ং অন্নতি সতি হে
কুংসিতপুরুষেতি তং বিনিশ্চ্য স্বৈরধিকারিভিঃ স্তম্বা আত্ম-
বিদাং সমাজাহ্বিকার ॥ ১৫ ॥

বটে, কিন্তু পরম পবিত্র নৃকপাল ত্যাগ করিয়া
অপবিত্র মুগ্ধ ঋপের (খাবরা) বহন করিতেছ কেন?
এবং তোমরা আমাদের গুরু ভৈরবের উপাসনা
কর না কেন? ১৩।

কধির সংযুক্ত নরমুগুরূপ কখন—এবং মদ্য
দ্বারা তোমরা ভৈরবের অর্জনা কর না কেন? ।
কখনেন্দ্রা ও আপনানরমুরূপ উমাদ্বারা যদি ভৈরব
আলিঙ্গিত দেহ না হন, তবে তাঁহার সন্তোষ হইবে
কেন? ১৪।

ক্রকচ এইরূপে কাপালিকদিগের শাস্ত্রের গূঢ়
মর্ম প্রকাশ করেন। তখন রাজা স্তম্বা ‘হে কা-
পুরুষ!’ এইরূপে তাহাকে নিন্দা করিয়া আপ-
নার অনুচর বর্গ দ্বারা তত্ত্ববিৎ সমাজ হইতে তা-
হাকে দূর করিয়া দেন। ১৫।

কুপিতকুটিলানিমন্তলোষ্ঠঃ শিতমুদ্যম্য পরম-
বৎ মূৰ্খঃ । ভবভাং ম শিরাসি চেতিভিদ্ভ্যাং
ক্রকচো নাহমিতি ক্রবক্ষরাসীৎ ॥ ১৬ ॥

কধিতামি কপালিনাং কুলানি প্রলয়ান্তো-
ধরভীকরায়বানি । অমুনা প্রহিতাভিতিপ্রলয়-
অভিযাতানি সমুদ্যাতাযুধানি ॥ ১৭ ॥

অথ বিপ্রকুলং ভয়াকুলং তদ্রুতমালোক্য
মহারথঃ স্তম্বা । কুপিতঃ কবচী রথী নিবন্ধী ধনু-
রাদায় যযৌ শরান্ বিমুক্তান্ ॥ ১৮ ॥

শিতং পরমমুদ্যম্য ভবভাং শিরাসি ম চেতিভিদ্ভ্যাং চে-
তিক্রকচো নাহমিতি ক্রবক্ষরাসীৎ ॥ ১৬ ॥

প্রলয়ান্তোধরবস্তরকরঃ শলো যেষাং অমুনা ক্রকচেন
প্রহিতানি অপ্রগণিতানি কপালিনাং কুলানি কুপিতানি
সমুদ্যাতাযুধানি অভিযাতানি ॥ ১৭ ॥

অথ ভেষামভিগমনানন্তরং তবিপ্রকুলং ভয়েন ব্যাকুল-
মালোক্য ঝটিতি কুপিতঃ স্তম্বা ধনুর্দাদায় বাগান্ বিমুক্ত-
ান যযৌ ॥ ১৮ ॥

তখন মূৰ্খ ক্রকচের মুখ ক্রকুটি দ্বারা ভীষণ
হইল—ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল—তখন শাণিত
কুঠার তুলিয়া লইয়া ‘যদি আমি তোমাদের মুণ্ড-
চ্ছেদ না করি তবে আমি ক্রকচই নহ’ এই কথা
বলিয়া গমন করেন। ১৬।

ঐ সময়ে কাপালিককুল ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল—
প্রলয়কালীন মেঘের মতন তাহারা ভীষণ শব্দ ক-
রিতে লাগিল—ক্রকচ তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিল,
তাহারা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দলে দলে অগ্রসর হইতে
লাগিল। ১৭।

অবনীভূতি যোদ্ধারাজবীরেন্দ্রায়ৈকত্র
কতোহস্ততো নিযুক্তাঃ । ক্রকচেন বধায় ভূহরণাং
ক্রতমাসেহুদাদায়ুধাঃ সহস্রং ॥ ১৯ ॥

অবলোক্য কপালিগজদ্বারাচ্ছমনানীকনি-
কাশমাপত্তম্ । ব্যথিতাঃ প্রতিপেদিরে শরণ্য
শরণং শকরমোগিনী বিজিতাঃ ॥ ২০ ॥

যথবা তানরীনেকত্র ভূমিগে স্বধরনি যোধবতি সতি
অস্ততো ব্রাহ্মণানাং বধায় ক্রকচেন নিযুক্তাঃ সহস্রসংখ্যা
উদায়ুধা ক্রতমাসেহুঃ আযুঃ ॥ ১৯ ॥

যতিউল্লসমীপমাপত্তম্ কপালিগজং দূরানবলোক্য ব্যথিতা
ভূহরেভ্যাঃ শরণ্য শরণযোগ্যং শ্রীশকরং যোগিনং শরণং
প্রপেদিরে ॥ ২০ ॥

অনন্তর রাজা স্বধন্য ব্রাহ্মণদিগকে ভয় কল্পিত
দেখিয়া শীঘ্র কুপিত হইয়া উঠেন । রথারোহণে,
কবচ ও ধনুর্ধারণ পূর্বক শরক্ষেপ করিতে করিতে
গমন করেন । ১৮ ।

রাজা স্বধন্য দূরপূর্বক একস্থানে শত্রুগণ-
সমভিরাহারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । অন্যদিকে
ক্রকচ ব্রাহ্মণকুল বধ করিতে সহস্রসংখ্যক লোক
পাঠাইয়া দিলেন, তাহারাও মশস্ত্রে শীঘ্র উপস্থিত
হইল । ১৯ ।

দূর হইতে কাপালিকদিগকে যতি সৈন্যের সমীপে
আগত দেখিয়া, ব্রাহ্মণগণ ব্যথিত হইয়া, শরণাগত
বৎসল শকরের শরণাপন্ন হইল । ২০ ।

অসিতোমরপট্টশিত্রিশূলেঃ প্রজিবাংসূন
ভূশমুঝিতাট্টহাসান্ । যতিরাট্ স চকার ভঙ্গ-
সাত্তামিজহকারভুবাহ্মিনা কণেন ॥ ২১ ॥

মূপতিশ্চ শরৈঃ স্বর্ণপুষ্কৈঃ কিনিবৃষ্টৈঃ প্রতি-
পক্ষমভ্যুপগৈঃ । রণভূমিঃ সমলঙ্ঘ্যতঃ সমল-
ঙ্ঘ্যত্যা মুদাহগমন্ মুনীন্দ্রম্ ॥ ২২ ॥

তদনু ক্রকচো হতান্ স্বকীয়ানরুজাংশ্চ দ্বিজ-
পুঙ্গবানুদীক্ষ্য । অতিমাত্রাবিদ্যমানচেতা যতি-
রাজস্ত সমীপমাপ ভূমঃ ॥ ২৩ ॥

নিজহকারপ্রস্থতেন বহুনা ॥ ২১ ॥

মূপতিশ্চ স্বর্ণপুষ্কৈঃ শরৈর্কিচ্ছিন্নৈঃ প্রতিপক্ষাণাং মুখ-
পগৈঃ সহস্রসংখ্যৈঃ রণভূমিঃ সমলঙ্ঘ্যত্যা মুদা মুনীন্দ্রমগমন্
॥ ২২ ॥

অতিমাত্রমত্যন্তং বিদ্যমানং পীড়্যমানং চিত্তং যত্ন
সঃ ॥ ২৩ ॥

খড়গ, তোমর, পট্টিশ ও ত্রিশূল লইয়া যাহারা
যতি সৈন্য বধ করিতে আসিয়াছিল—যাহারা
বারংবার অট্টহাস্য বিস্তার করিতেছিল—যতিপতি
শকর নিজহকার সমুখিত অনলদ্বারা কণকালের
মধ্যে তাহাদিগকে ভস্মসাৎ করিলেন । ২১ ।

রাজা স্বধন্য স্বর্ণপুষ্ক শরজাল দ্বারা সহস্র
সংখ্যক শত্রুগণের মুখচ্ছেদ করেন । ঐ ছিন্ন মুখ-
পক্ষদ্বারা রণভূমি অলঙ্কৃত করিয়া, রাজা সহস্র
শকরের নিকটে গমন করেন । ২২ ।

তদনন্তর ক্রকচ দেখিলেন—আপনার পক্ষের

কুমতাপ্রয়! পশ্য মে প্রভাবং কলমাপ্যশ্র-
ধুনৈব কর্মণোহস্য । ইতি হস্ততলে দধৎ কপালং
কণমধ্যায়দসৌ নিমীল্য নেত্রে ॥ ২৪ ॥

সুরয়া পরিপূরিতং কপালং ঝটিতি ধ্যায়তি
ভৈরবগমজে । স নিপীয় তদধর্মধর্মস্যা নিদধা-
র স্মরতিস্ম ভৈরবঃ ॥ ২৫ ॥

অসৌ ক্রকচো নেত্রে নিমীল্য কণমাত্রং ধ্যানং কৃতবান্ ॥ ২৪ ॥
ভৈরবগমজে ক্রকচে ধ্যায়তি সতি সুরয়া মদ্যেন কপালং
পরিপূর্ণমভূৎ । তস্তাঃ সুরয়া অর্থঃ স ক্রকচঃ সম্যক্ পীত্বা তস্তাঃ
সুরয়া অর্থঃ নিদধার স্থাপয়ামাস চ পুন ভৈরবঃ স্মরতিস্ম
॥ ২৫ ॥

সকল লোক হত হইয়াছে । কিন্তু ব্রাহ্মণপক্ষের
সকলেই নিরুদ্ধেগে অবস্থান করিতেছে । তখন
ক্রকচ অত্যন্ত উপতপ্ত মনে পুনরায় যতিরাজের
কাছে উপস্থিত হইল । ২৩ ।

হে কুমতাবলম্বিন্ ! তুমি আমার কুমতা দর্শন
কর ? তুমি যে কর্ম করিয়াছিস্ এখনই তাহার ফল
পাইবি । এই কথা বলিয়া করতলে নৃকপাল
রাখিয়া নেত্রদ্বয় মুদিত করিয়া কণকাল ধ্যান ক-
রিতে লাগিল । ২৪ ।

ভৈরব শাস্ত্রজ্ঞ ক্রকচ ধ্যান করিলে পর মদ্য-
দ্বারা নৃকপাল পরিপূর্ণ হইল । পরে, আপনি
ঐ সুরার অর্কপান করিয়া অবশিষ্ট অর্কভাগ রাখিয়া
দিল । শেষে পুনর্বীর ভৈরবের স্মরণ করিল
। ২৫ ।

অথ মর্ত্যশিরঃকপালমালী জ্বলনজ্বালজটা-
ছটক্ৰিশূলী । বিকটপ্রকটোহাসশালী পুরতঃ
প্রাহুরভূন্ মহাকপালী ॥ ২৬ ॥

তব ভক্তজনক্রহং দৃশ্য দেবেতি কপা-
লিনা নিযুক্তঃ । কথমাশ্বনি মেহপরাধ্যসীতি
ক্রকচসৌধ শিরো জহার ক্রকচঃ ॥ ২৭ ॥

অথ ভৈরবস্বরূপস্মরণানন্তরং বহির্জ্বালাসদৃশানাং জটানাং
ছটা সমূহো যন্ত স মহাকপালী ভৈরবঃ ॥ ২৬ ॥

হে দেব ! তব ভক্তজনক্রহং দৃষ্ট্য সজ্জহীতি কপালিনা ক্র-
চেন নিযুক্তো ভৈরবস্তত্ত্ববিদো মমাশ্বদ্বান্নবতারণ্যদ্বা কপা-
মমাশ্বনি ত্রিশঙ্করে অপরাধ্যসীতি কষ্টস্তত্ত্বৈব শিরো জহার ॥
২৭ ॥

ভৈরবের স্বরূপ স্মরণ করিবার পর মহাক-
পালী ভৈরব স্বয়ং তাহার সম্মুখে প্রাহুভূত হন ।
তিনি নরকপালের মালা গলদেশে ধারণ করিয়া-
ছেন—অনলশিখার মতন প্রদীপ্ত জটাবার লম্বমান-
হস্তে ত্রিশূল—বিকট অট্টহাস্য বিস্তার করিতে ২
দেখা দিলেন । ২৬ ।

‘হে দেব ! এই ব্যক্তি আপনার ভক্তের উপর
হিংসা করিতেছে, আপনি রূপাকটাক্ষে ইহাকে
বধ করুন ।’ কপালী ক্রকচ এই কথা বলিলে
—এই ব্যক্তি আমার আত্মা, এই ব্যক্তি আমার
অবতার স্বরূপ—অতএব শঙ্করের উপর তুমি
কেন অপরাধ প্রকাশ করিলে ? এই কথা বলিয়া
সক্রোধে শেষে তাহারই মস্তকচ্ছেদন করেন । ২৭ ।

যতিনামৃষভেণ সংস্কৃতঃ সন্নয়নমুদ্বিগ্ধবাপ
দেববর্গাঃ । অখিলেহপি খিলে কুলে খলানামমুমান-
চূরলং বিজাঃ প্রহৃষ্টাঃ ॥ ২৮ ॥

খলানামখিলেহপি কুলে খিলে উজ্জ্বলে সতি প্রহৃষ্টাঃ বিজা
অমুঃ শ্রীশঙ্করমানচূঃ । অজ্জ্বেদমবধেরং ॥ ২৮ ॥

সংহারভৈরবং নম্রা সমাসীনঃ কিলাত্রবীং । স্বামিন্ ! বেদেষু
শাস্ত্রেষু পুরাণেষু চ কর্ম বৎ ॥ ১ ॥

প্রতিপাদিতমস্তীহ তৎ কর্তব্যং হি ধর্মতঃ । বিপ্রাণাং কর্ম-
ণা ধর্মঃ সাধ্যঃ স্তাদিতি মে মতম্ ॥ ২ ॥

ধর্মণ সর্কপাপোষো নাশং বাতি শুচিত্রতাং । পাপসংযে
তথা নষ্টে মনঃশুদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৩ ॥

শুদ্ধে মনসি সর্কাস্তসাক্ষাৎকারো ভবত্যলম্ । এবং সদসি
সর্কেষাং ব্রাহ্মণানাং মনোরিতং ॥ ৪ ॥

* যতিবর শঙ্কর ভৈরবের স্তব করিলেন—তখন
দেবপতি ভৈরব শীঘ্র অন্তর্জ্ঞান হইলেন । অখিল
খলগণ উৎসন্ন হইলে বিজগণ হৃষ্ট হইয়া শঙ্করের
অর্চনা করেন । ২৮ ।

* এই স্থানে এইরূপ মত আছে । বখা—শঙ্করাচার্য্য
সংহারভৈরবকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিয়া বলিতে
লাগিলেন—প্রভো ! সমস্ত বেদে, সমস্ত পুরাণশাস্ত্রে যে কর্ম
করিতে হইবে, ধর্মত সেই কর্মই করা উচিত । ব্রাহ্মগণ
কর্মদ্বারা ধর্মসংগ্রহ করিবেন, ইহাই আমার মত । ধর্মদ্বারা
সকল পাপক্ষয় হয়—পবিত্র ব্রতদ্বারা পাপরাশি নষ্ট হইলে চিত্ত
শুদ্ধ হয় । পরে নির্মল অন্তঃকরণে সকলেরই আত্মসাক্ষাৎ-
কার হয় । আমি সকল ব্রাহ্মগণের সভাতে আপনার ভক্তকে
এই কথা বলিয়াছি । আমার শিষ্যগণ তাহাকে বলেন যে,

যতকঃ সহ শাপাদিহৃষ্টমুক্তিপরাশ্রম । অভ্যুজ্জ্বলিত-
মিত্রাগ্রো মচ্ছিব্যক্তাভিতঃ সত্ব ॥ ৫ ॥

অকরোনাগতং স্বাং তু মন্ত্রবীজপরায়ণম্ । ইতঃ পরং
যমেবৈতৎসত্যাসত্যং বিবেচয় ॥ ৬ ॥

ইত্যুক্তো ভৈরবঃ প্রাহ বিপ্রদণ্ডার্থদাগতঃ । শঙ্করত্বং
সদাপূজ্যঃ সর্কবেদপদার্থভাক্ ॥ ৭ ॥

ভয়ংকৃতং হি বৎকর্ম ময়াপি চ কৃতং হি তৎ । তেবাং
কাপালিকানাং তু ব্রাহ্মণ্যাচারতাং কুরু ॥ ৮ ॥

বিকলে তু কর্ণো প্রাপ্তে তেবাং বৃত্তি বর্ণেন্দ্ৰিতা । বত্ব
মন্ত্রবাক্যোহং প্রত্যাক্ষোহস্মি ন বর্নিতঃ ॥ ৯ ॥

ইত্যুক্তানন্তর্দধে দেবঃ কাপালিকমতাহুগাঃ । তদ্বাক্য-
প্রবণাভীতাঃ পরিত্রাটুকুলশেখরম্ ॥ ১০ ॥

নম্রা স্বাদশধা সূর্কেষু বটুকাদ্যাঃ সুবিস্মিতাঃ । স্বামিন্ !
মূঢ়া বয়ং বস্মাং পালয়ামহাংস চ সাদরম্ ॥ ১১ ॥

এবমালাপিনো দৃষ্টা করুণাপূর্ণবিগ্রহঃ । আজ্ঞাপরামাস
যতিঃ শিষ্যাংস্তেবাং বিশোধনে ॥ ১২ ॥

এইরূপ হৃষ্ট মুক্তি অবলম্বন করিও না—ইহাতে শাপগ্রস্ত হইবে ।
এইকথা বলিয়া যখন আমার শিষ্যগণ তাহাকে তাড়না করে,
তখন আপনাকে উপস্থিত দেখিয়া আপনাকে মন্ত্র দ্বারা ভূষ্ট
করে । অতঃপর এবিধে আপনিই সত্য মিথ্যা বিচার
করুন । ১—৬ ।

এইকথা শুনিয়া ভৈরব বলিলেন—ব্রাহ্মগণকে দণ্ডদ্বারা
জড় শঙ্কর আগমন করিয়াছেন । এই শঙ্কর সকলের পূজ্য ও
সকল বেদের সার পরার্থ । তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, আমিও
সেই কার্য্য করিয়াছি । এই সকল কাপালিকদিগের বাহাতে
ব্রাহ্মণ্য থাকে—বাহাতে ব্রাহ্মণ্যচার রক্ষা পায়, এক্ষণে তুমি
তাহাই সম্পন্ন কর । কলিকালে ব্রাহ্মগণের ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা
হইবে । এই কারণে আমি মন্ত্রবাক্ত হইয়া প্রত্যাক্ত হইয়াছি,
কিন্তু ধর্মত নহে । এই কথা বলিয়া ভৈরব অন্তর্জ্ঞান হইলেন ।
কাপালিকমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ এই বাক্য শুনিয়া ভীত হয় ।
যতিপতি শঙ্করকে স্বাদশ বার প্রণাম করিয়া সকল ব্রাহ্মণ
বিস্মিত হইয়া বলিল—প্রভো ! আমরা অত্যন্ত মূঢ়, আপনি
আমাদিগকে রক্ষা করুন । তাহার সমাদরে এই কথা বলিতে

পদ্মপাদমুখাঃ শিষ্যাশ্চক্ৰুস্তান্ ব্রাহ্মণাধ্বগান্ । প্রাতঃ-
স্নানরতান্নিত্যং সন্ধ্যাকৰ্মদৃঢ়ব্রতান্ ॥ ১৩ ॥

পঞ্চপূজাপঞ্চযজ্ঞপরান্নিশ্চলমানান্ । পরং শুক্লং সমা-
শ্রিত্য দেহপি সচ্ছিব্যতাং গতাঃ ॥ ১৪ ॥

তত্রাগত্য ততঃ কশ্চিৎ কপালী দারুণাকৃতিঃ । প্রাহেদং
ভূনতা চেৎ কপালিকানাম্ মতে তদা ॥ ১৫ ॥

কলং কিমপি নাস্তত্র বিদ্যাতে বটুকাদয়ঃ । বভূবুঃ স্বমত-
ব্রষ্টা যন্ত তত্রাস্তি দৃশ্যম্ ॥ ১৬ ॥

মহদব্রাহ্মণজাতিত্বং ন মে জাত্যা প্রয়োজনম্ । কিঞ্চ
দেহস্ত সৰ্ব্বস্ত ভৌতিকস্বাদ কশ্চচিৎ ॥ ১৭ ॥

বভূবুঃ হি শক্যতে জাতিস্তস্মাৎ সঙ্কল্পিতাভিযম্ । জাতির্নাতঃ
প্রমাণং তংকিঞ্চ জাতিদ্বয়ং মতম্ ॥ ১৮ ॥

জীজ্ঞাতিরেকা নরজাতিরগ্ৰা তত্রাপি শ্রেষ্ঠমুপাগতাদ্যা ।
প্রাকট্যমানন্দ উটপতি যন্তাঃ সংযোগতোহতো ন বিচার ইষ্টঃ

১৯ ॥

নাগিল । তখন শঙ্কর দয়ার্দ্ৰমনে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে—
তাহাদিগকে পবিত্র করিতে—আপনার প্রিয় শিষ্যদিগকে
আজ্ঞা করেন । পদ্মপাদ প্রভৃতি শিষ্যগণ তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ
পণের পথিক—প্রাতঃস্নানরত—নিত্য সন্ধ্যা বন্দনা ও দৃঢ়ব্রত,
পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চ যজ্ঞ পরায়ণ—ও নির্মলচিত্ত করেন ।
তাহারাও পরমগুরুর আশ্রয় পাইয়া তাঁহার ভক্ত শিষ্য হয়
। ১—১৪ ।

অনন্তর এক ভীষণাকৃতি কপালী তথায় আসিয়া বলিল—
যদি কাপালিকদের মতে কিছু ত্রুটি থাকে, তবে আর অন্য
কোন স্থানেও কিছু ফল নাই । ব্রাহ্মণগণ স্বমতব্রত হইয়াছে—
ইহাতে ব্রাহ্মণ জাতি মহৎ বলিয়া যে অপরাধ করিয়াছে,
তাহাও বুধা । আমার জাতিতে কোন প্রয়োজন নাই । অপিচ
সকলেরই দেহ যখন পাঞ্চভৌতিক, তখন জাতি কিরূপ ? ইহা
কেহই বলিতে পারে না । অতএব লোকের করিত জাতি
কিছুতেই প্রমাণ নহে । কিন্তু জগতে দুটি জাতি আছে, জীজ্ঞাতি

গম্যা হীযং নৈব গম্যেয়মস্তি গচ্ছেরাসাবভ্যর্থ্যামিতীদম্ ।
বাক্যং নাদীকুৰ্মহে দোষভাবাদ্যস্মাৎ সৰ্ব্বাঃ স্বীয়তামা-
ব্রজন্তি ॥ ২০ ॥

আনন্দার্থং চৰ্ম্মগচ্ছৰ্ম্মযোগং কুৰ্মন্ জীবঃ কাপ্পুরাৎ কং হ-
নর্থম্ । জীবন্তাসৌ মোক্ষ এবাস্তি তৃপ্তিঃ সৰ্ব্বোৎকৃষ্টান-
ন্দতো দর্শিতাহতঃ ॥ ২১ ॥

আনন্দো যো ব্যক্তিমায়াতি সঙ্গাত্তজপোহসৌ ভৈরবো দেহ-
পাতে । তস্ত প্রাপ্তি মৌক্ষ ইত্যেবত্বমিত্যুক্তং শ্রীশঙ্করা-
চার্য্য আহ ॥ ২২ ॥

উক্তং ভোঃ ! কাপালিকেদং সুসম্যক্ সত্যং বাচ্যং কস্ত পূজী
যদীয়া । মাতেতুক্তং প্রাহ কাপালিকোহসৌ স্বামিন্ ! মাতা
দীক্ষিতস্তাস্তি পূজী ॥ ২৩ ॥

আর পুরুষ জাতি । তন্মধ্যে জীজ্ঞাতি শ্রেষ্ঠ । কারণ জীর সং-
যোগে আনন্দ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় । অতএব অমুকজীর কাছে যা-
ইতে আছে, অমূকের কাছে যাইতে নাই, এরূপ বিচার করা বুধা ।
যদি কেহ অজ্ঞ জীর কাছে গমন করে, আমরা তাহাতে কোন-
দোষ স্বীকার করিব না । কারণ, সকল রমণী, সঙ্গ কালে আপ-
নার মত হইয়া থাকে । জীব, আনন্দের নিমিত্ত চৰ্ম্মের চৰ্ম্মযোগ
করিয়া থাকে, তাহাতে তাহার অমঙ্গল বা পাপ কি ? জীবের
তাহাই মোক্ষ, কারণ সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট আনন্দ হইতে তৃপ্তি দর্শিত
হইয়াছে । জীসঙ্গ হইতে যে রূপ আনন্দের প্রকাশ হয়, ঐ ভৈরব
ঐরূপ আনন্দময় । দেহের বিনাশে তাহাকে পাইলেই মোক্ষ
লাভ হইল । এই আমাদের শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ।

এই কথা শুনিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিলেন—হে কাপালিক !
তোমার বাক্য অত্যন্ত সত্য । কিন্তু তোমার মাতা কাহার
কন্যা ? এই কথা শুনিয়া কাপালিক বলিল—প্রভো ! আমার
মাতা দীক্ষিতের কন্যা । শঙ্কর বলিলেন—তোমার পিতার কি-
রূপে দীক্ষিত নাম হইল ? কাপালিক বলিল—হে যতিবর !
আমার পিতা এক প্রকাণ্ডতাল বৃক্ষের সুরা প্রত্যহ আহরণ করি-
তেন, তাহার রসাস্বাদনেও তিনি সবিশেষ জ্ঞানবান ছিলেন ।

দীক্ষিতত্বমিদমাগতঃ কুতস্তুং পিতৃঃ স তু জগাদ ভো যতে !।

ভালমুখ্যতরুণাং তুরানসাবাহরম্ন রসে বিশেষতঃ ॥ ২৪ ॥

জানবানপি ন চ স্বয়ং সত্যং পাতুমিচ্ছতি পরম বিক্রমে।

শ্রীশ্রবানত ঠমং সনা জনো দো ক্রিতং বদতি তন্ত পুত্রিকা ॥ ২৫ ॥

মাতৃতানুগতা মমাত্মনো দেহমর্পা সুখনাগরে জনান্।

আগতান্ ধনু নরান্ সাদকরোং সংপ্লুতান্ সুসুখলক্রে
যতে ! ॥ ২৬ ॥

উন্নতৈভরবসমাখ্যামিমং বিবোধ তন্তাঃ স্তুতং মম পিতাপি
স্মরাকরোহুৎ। তৎসন্নিধৌ স্থিতিমপীহ স্মরা লভন্তে নো মদ্য-
পদ্ধবিশুখা হি পলারিতান্তে ॥ ২৭ ॥

তস্মাদেবং সংকলেক্ষং প্রসূতঃ সমাক পুত্রোহি হং
ভবন্তিঃ সুভক্তা। ইত্যাক্তো হসৌ প্রাহ কাপালিক! স্বঃ
গঠৈতস্মাৎ শ্রেষ্ঠয়া সঞ্চরাত ॥ ২৮ ॥

ব্রাহ্মণান্ নহু সুচষ্টমতন্তান্ দণ্ডাত্মনঃসমাগত এন।
নেতরানত ইতোহয়মভাব্যোদূর আশু করণীয় ইতীথম্ ॥ ২৯ ॥

স্বয়ং তাহা পান করিতে ইচ্ছা করিতেন না। কিন্তু বিক্রয় করিতে
অভ্যাস ছিল--এই কারণে সর্বদা তাঁহাকে দীক্ষিত বণিত। তাঁ-
হার কস্তা আমার মাতা ছিলেন। তিনি আমার দেহ উৎপাদন
করিয়া সমাগত মানবদিগকে সুখনাগরে নিমগ্ন করেন এবং
সুখলাভ প্রত্যাশার তাগাদিগকে আরম্ভ করতেন। যে যতিরাজ!
তাঁহার পুত্রের নান উন্নত ভৈরব, আমার পিতার নাম সুরাকর
ছিল। দেবগণ আমার পিতার সন্নিধানে অবস্থান করিতেন,
এবং দেবগণ মদ্যগন্ধে বিমুগ্ধ হইয়া পলারন করিতেন না।
অতএব আমি এইরূপ সদ্বংশে জন্মিয়াছি, আমাকে ভক্তি-
পূর্বক তোমাদের পূজা করা আবশ্যক।" এই কথা শুনিয়া
আচার্য বলিলেন—তুমি এস্থান হইতে শীঘ্র গমন কর, ইচ্ছা-
ক্রমে সঞ্চারণ কর।

‘যাহার কুনতাবলম্বী ব্রাহ্মণ, তাহাদিগকে দণ্ডবান করি-
তেই আমি আসিয়াছি, অপরাপর ব্যক্তিদিগকে দণ্ডদিতে
আসি নাই। অতএব এস্থান হইতে তোমরা ইহাকে শীঘ্র
দূর করিয়া দিবে, এবং ইহার সহিত আলাপ করিও না।’

প্রোদিতা যতিবরেণ বিনেয়া গৃহ তন্ত বচনং শিরসা ক্তে।

প্রাত্যজন্ পলমমুঃ সুবিরূং শঙ্করঃ কু তত দূরত ক্রমে ॥ ৩০ ॥

চার্দ্ধাক ঈথং হ্রাবোদিতারং মূর্থে জ্ঞান বর্ষাশ্রমিমঃ সম-
স্তম্। দেহাদাতীদাত্তবিবোধিত্ত্বংসঙ্গাদাতা মূঢ়তমম-
মন্তে ॥ ৩১ ॥

ছষ্টা মতি নো ভবিতাপি তস্মাত্তথাপি তেষাময়নগ্রচারী।
সন্নাসবানস্তি তু কশ্চিদেব বিবেকযুক্তো যদি চেত্তদগ্রে
॥ ৩২ ॥

স্মাত্তামি নো চেদহমেমি শীঘ্রঃসবং বিচার্যাত্ত সভাং প্র-
বিশু। উবাচ তত্বং বিদিতং তবাস্তি তদা বিমুক্তে র্বম
লক্ষণং ত্বম্ ॥ ৩৩ ॥

আদৌ বিনেয়ো মম বুদ্ধাতময়ং কারায়দেহস্ত তদাদি-
কপিণঃ। জীবন্ত মোক্ষো বিণেয়া ন চেত্তরন্তস্তাগনং মূঢ়মিযো
বনস্তি ভোঃ ! ॥ ৩৪ ॥

যতিবরের বিনীত শিষ্যগণ এই কথা শুনিয়া মন্তকরারা ঐ
বাক্য গ্রহণ করিয়া ঐ পলাকে দূরে তাড়াইয়া দিল।

‘আমি শঙ্করকে দূর হইতে দেখিব’ এই বিনেচনা করিয়া
একজন চার্দ্যাক বিচার করিল। দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্
বোধ করিয়া কতকগুলিন মূর্খলোক এই ভগৎ ব্যাপ্ত করি-
য়াছে। কতকগুলিন লোকে ইহাদের সঙ্গে থাকিয়া মূর্খতম
হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতেছি আমাদেরও ছষ্টবুদ্ধি ঘটবার
সম্ভাবনা। তাহাতেও ক্ষতি বোধ করি না। কিন্তু ইহাদের
অগ্রসর এই ব্যক্তিকে সংন্যাসী দেখিতেছি। যদি এই ব্যক্তি
বিবেকী হয়, তবে ইহার সম্মুখে থাকিব, নচেৎ আমি শীঘ্র
যাইব। এইরূপ বিচার করিয়া শঙ্করের সভাতে প্রবেশপূর্বক
বলিল। “যদি তোমার তত্ত্বজ্ঞান হইয়া পাকে, তবে মুক্তির
লক্ষণ কি তাহা বল। অগ্রে আমার বিবেক শ্রবণ কর।
জীবের আত্মদেহ শরীর, শরীরই জীবের রূপ। ঐ জীবের মোক্ষ
হইয়া থাকে, অন্য কোন লয় হয় না। মূঢ়গণ অশ্রু প্রকার লয়
বলিয়া থাকে। নদী সকল একবার দমুদ্রে লয় পাইলে যদি
পুনরায় তাহাদের আগমন হয়, তবে একবার মরণ পাইলে

লয়ং গতানাং সবিভাং সমুদ্রে যদ্যাগমঃ স্তানমবনং
গতানাম্ । ন স্তাদতো মোক্ষ ইয়ং মৃতির্হি শ্রাদ্ধাদিকং কৰ্ম্ম তু
তে মে ॥ ৩৫ ॥

তৃপ্তিস্থানেনেতি মৃতিং গতানাং তেষাং বিবেকঃ কিম্বাচ-
নীযঃ । কিঞ্চ প্রজন্মস্তি পরোহস্তি লোকঃ স্বর্গস্তথাহো নরকো-
হস্তি ঘোরঃ ॥ ৩৬ ॥

পুণ্যন পাপেন চ যান্তি তত্র কয়ান্তয়ো স্ত্যমিসং বিশস্তি ।
তেষাং মতস্তং স্ততরামনানং যতস্থিহৈবাস্ত্যভয়াস্তুভূতিঃ
। ৩৭ ॥

স্বর্গীভোক্তা কথ্যতেহসৌ স্ত্যস্ত গো বা ভূক্তে ক্লেশমেবোহ-
ষীতীযঃ । তস্মাদ্ভাক্তা কল্পনা নো পরোক্ষ্যে পুতাক্ষেণৈবাতৃভূতিং
গতেহস্তি ॥ ৩৮ ॥

দেহেন্দ্রিয়সু ভূতেষু নষ্টেষু পরলোকগঃ । কো বা জীবস্ত
ডেদেহপি ঘটাকাশবদস্তু ॥ ৩৯ ॥

গমনং রূপহীনদ্বারৈব সম্ভবতি কচিৎ । তস্মাদস্মন্মতং
সমাগিত্যুক্তঃ প্রাহ শঙ্করঃ । ৪০ ॥

শ্রুতিব হৃদিনং মতং যতোহিতো ন চ সম্যক্ শৃণু মে মতং
তঃস্তম্ । স তু দেহমুখাবিভিন্ন আত্মা পরমাত্মা পরিপঠাতে
বিমুক্তঃ । ৪১ ॥

বিবৃদ্ধঃ পরাত্মাহংপ্রবোধাদিমুক্তঃ পরিজ্ঞানতো দেহপাতা-
বিমুক্তিঃ । স্বদীয়েয়মুক্তি ব্রহ্মদেব নুনং শ্রুতি জ্ঞানমাত্মা
মুক্তিঃ জগাদ । ৪২ ॥

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকৰ্ম্মাণো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ । ইত্যাদ্যান্তি-
শ্রুতিঃ সাক্ষাত্তবাক্যং ন প্রমেতি চেৎ । ৪৩ ॥

ভবদাক্যং কথং মানং বুৎসিতং বিল বহিনা । স্থূল দণ্ডেহ-
পি দেহেন্দ্রিয়স্মিন্ধবুক্তো ব্রহ্মত্বমুম্ । ৪৪ ॥

জ্যোতিষ্টোমাদিকং বাচ্যং মানমত্র দৃঢ়ং স্মৃতম্ । জলৌ
কাক্ষত্ব ভুল্যেহং জীবঃ প্রোক্তস্তথা শ্রুতৌ । ৪৫ ॥

তাহাদের পুনর্কার ঐ মোক্ষ হয় । মোক্ষে আর মরণে কোন
প্রভেদ নাই । বাহারা শ্রাদ্ধাদি কৰ্ম্ম করে, ঐ কৰ্ম্ম দ্বারা তৃপ্তি
হয় । এইরূপে তাহারা একবার মরণ পাইলে যে তাহাদের
বিবেক হইবে, ইহা কি আর বলিয়া দিত হইবে ? । অপিচ
কেহ ২ বলিয়া থাকেন—পরলোক আছে—স্বর্গ আছে—অত্যন্ত
ঘোর নরক আছে । পুণ্য কার্য্য করিলে স্বর্গে গমন করা যায়—
পাপ কার্য্য করিলে ঘোর নরকে গমন হইয়া থাকে—ঐ পাপ
পুণ্যের ক্ষয় হইলে এই মর্ত্য লোকে প্রবেশ করিতে হয় ।
কিন্তু বাহারা এই মত স্বীকার করে, তাহাদের কথা অপ্রমাণ ।
কারণ, ইহা মোকেই স্বর্গ অমুভব হইয়া থাকে । যিনি
অধের ভোক্তা, তিনিই স্বর্গ লাভ করেন, অথবা যিনি
ক্লেশ ভোগ করেন, তিনিই স্বর্গপ্রাপ্ত ? । যে স্থানে
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা অমুভব হয়, সে স্থানে পরোক্ষ বিষয়ে
এরূপ কল্পনা করা উচিত নহে । দেহ, ইন্দ্রিয় সকল,
তৎপঞ্চভূত নষ্ট হইলে কে পরলোকে গমন করে ? জীবের

ভেদ স্বীকার করিলেও রূপবিহীন বলিয়া কটাকাশের মতন
কোন স্থানে গমন সম্ভাবিত নহে । অতএব ইহাই আমাদের
উত্তম মত জানিবে ।" ১৫—৪০ ।

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—তুমি যে মতের কথা
বলিলে, এমত বেদ বহির্ভূত । অতএব এক্ষণে তুমি আমার
মত সম্যক্ রূপে শ্রবণ কর । দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রভৃতি
স্থান হইতে আত্মা বিভিন্ন । পরমাত্মাকে চিরমুক্ত—
পরমাত্মা চিরবৃদ্ধ—পরমাত্মাকে না জানিলে মুক্তি হয় না,
জানিতে পারিলে দেহ ক্ষয় হইলেই মুক্তি হইবে । তুমি যে
মুক্তির কথা বলিলে, ইহা অত্যন্ত ভ্রান্তিমূলক । জ্ঞান অন্বেষিলেই
মুক্তি হয় ইহা বেদের মত । জ্ঞানান্নিধারা তাহাদের কৰ্ম্ম
সকল দগ্ধ হইয়াছে, তাহারা ই সনাতন ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে ।
এই সকল বেনই সাধ্য প্রমাণ । নচেৎ বেদ বাক্য অপ্রমাণ
হইলে তোমার কুব্যাক্য কিরূপে সপ্রমাণ হইবে ? । দেখ—
বহ্নি দ্বারা এই স্থূল দেহ দগ্ধ হইলেও লিঙ্গ যুক্ত হইয়া আগ্নেয়

দেহাদ্বেহান্তরঃ যাতি পরলোকং স গচ্ছতি । শ্রাদ্ধাদি
কৰ্ম কৰ্তব্যং তত্ত পুত্রাদিনা থলু । ৪৬ ॥

তৎপ্রেতত্ববিমুক্ত্যর্থঃ পুণ্যলোকস্ত চাপ্তয়ে । গয়াদৌ
পিওদানং চ কৰ্তব্যং তস্ত যুক্তয়ে । ৪৭ ॥

ইত্যর্থস্ত পুরাণাদৌ বহুধা সংপ্রদর্শিতঃ । তন্মাং সপ্ত-
দশাংশং স লিঙ্গং স্বায়ত্তয়া গতঃ । ৪৮ ॥

পরত্র পক্ষিবদ্যাতি সিদ্ধান্তোহয়মুদীরিতঃ । মূঢ়! চার্বাক !
তন্মাং ত্রয়িতস্তু কীং ব্রজাধুনা । ৪৯ ॥

ইত্যুক্তো বেষভাবাদি ভাস্কু। গুরুপদবয়ম্ । নত্বা তৎপুস্ত-
ভায়স্ত ভরণোদ্যমযুতোহভবৎ । ৫০ ॥

ততঃ সৌগতঃ শঙ্করঃ পীনকায়ঃ প্রণম্যাহ লোকা ইমে মূঢ়-
ভাবাৎ । সদা কৰ্মশীলা যতো ভৌতিকস্ত বিত্ত্বি নচ মান-
নানাদিনাস্তি । ৫১ ॥

হয় । এ বিষয়ে জ্যোতিষ্টোমাদি বাক্যই দৃঢ় প্রমাণ জানিবে ।
বেদে এই জীবকে জলোকা (জৌক) জন্তর তুল্য বলিয়া নি-
র্দেশ করা হইয়াছে । ঐ জীব দেহ হইতে দেহান্তরে গমন
করে—ঐ জীব পরলোকে গমন করে । তাহার পুত্রাদি শ্রাদ্ধাদি
কার্য্য করিবে, তাহার প্রেতত্ব পরিহার ও পুণ্যলোক প্রাপ্তির
জন্ত গয়াদি তীর্থে পিও দান করিবেক । এই সকল কার্য্য
করিলে তাহার মুক্তি হয় । পুরাণাদি শাস্ত্রেও সবিস্তারে
ঠহার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । অতএব ঐ জীব, পঞ্চ জ্ঞানে-
ন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্ত দশ
প্রকার লিঙ্গ, আত্মরূপে প্রাপ্ত হয় । লিঙ্গশরীর প্রাপ্ত হইয়া
পক্ষীর মতন পরলোকে গমন করে । ইহাই মুক্তির সিদ্ধান্ত
কথিত হইয়াছে । হে মূঢ়! চার্বাক! তুমি এক্ষণে মৌন-
ধারী হইয়া গমন কর ।

এই কথা শুনিয়া চার্বাক বেশ ও ভাষা সকল ত্যাগ করিয়া
শঙ্করের চরণযুগলে পতিত হইয়া নমস্কার করে, এবং আচার্য্যের
পুস্তকের ভার লইতে সমুদ্যত হয় । ৪০—৫০ ।

অনন্তর একজন স্থলকার সৌগত (বৌদ্ধবিশেষ) শঙ্করকে

সদা নির্মলো দেহপাতাঘিমুক্তস্ত জীবো পুনর্জায়তেহসা-
বুধেন । প্রজন্মস্তি মূর্খা ধনত্বচ্ছি দেহাদ্যদৃষ্টেন লভ্যং তত্তো
নাস্তি ভীতিঃ । ৫২ ॥

দেহান্তে বা কণাভাবাদৃণং কৃদ্বা যুতং পিবেৎ । ইতি
বাক্যস্ত মানবাদ্বেহপুষ্টিঃ সदैবহি । ৫৩ ॥

কৰ্তব্য্য বুদ্ধিযুক্তেন তৎ কৃদ্বা তত্রতত্র চ । সর্বভক্ষণশীলস্ত
অথস্তাবাপ্তিরাশ্রিতঃ । ৫৪ ॥

বিমোক্ষন্তেতি সংপ্রোক্তঃ শঙ্করঃ প্রাহ সৌগতম্ । বুধা তে জ-
ন্নং যন্মাং পরলোকগমাদিকম্ । ৫৫ ॥

শ্রুতিস্মৃতিহাসাদৌ প্রোক্তং ভোগায় কৰ্মণঃ । তন্মা-
দৃণাদিকং কৰ্ত্তুঃ পুনর্জন্ম অনিশ্চিতম্ । ৫৬ ॥

তথাচাজ্ঞানবুদ্ধিং ত্বং পাপদিষ্টাং বিহায় বৈ । সন্মার্গহো
ভবেদানীমিত্যুক্তঃ পুনরাহ সঃ । ৫৭ ॥

প্রণাম করিয়া বলিল । এই সমস্ত লোক কেবল মূঢ়তাবশতঃ
সর্বদা কর্মের অনুশীলন করে । কারণ, ভৌতিকশরীরের
জ্ঞানাদি দ্বারা কিছুতেই ওদ্ধি হইতে পারে না । মুখেরা বলিয়া
থাকে—জীব সর্বদা নির্মল, দেহ পতন হইলেই জীবের মুক্তি
হয় । পুনর্জন্ম ঋণ শোধের নিমিত্ত জীবের উৎপত্তি হয় ।
দেহাদির অদৃষ্টে ধন লাভ হয় । অতএব কোন ভয়ের কারণ
নাই । দেহের অস্ত হইল—ধনাগমের সময় আসিল না । কা-
হার অদৃষ্টে জুটিল—কাহার ভাগ্যে ফলিল না । এই কারণে
বলিতেছি, ঋণ করিয়াও যদি দ্বুত খাইতে হয়, তাহাও করিবে ।
এই বচনের প্রামাণ্যে সর্বদাই দেহ পুষ্টি রাখা আবশ্যক । যে
বুদ্ধিমান হইবে, সেই দেহ পুষ্টি করিবে । সকল বিষয়ে, সকল
কার্য্যে, দেহ রক্ষার্থে ঋণাদি করিয়া সকল বস্তু ভক্ষণ করিতে
পারিলেই সকল ঋণ লাভ করা হইল । এইরূপে ঋণলাভ
হইলে তুমিও মুক্ত হইতে পারিবে ।

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর সৌগতকে বলিলেন—তোমার
জন্ম সমুদয় বুধা । কারণ, স্বপ্ন কর্ম ফল ভোগ করিবার

অগত্যাথো মুনিঃ সৰ্ব্বাং ভূয়ং দৃষ্ট্ৱা অবিম্বিতঃ । বিচার্য
জগতঃ সত্ত্বং প্রাগ্‌গ্যাসনতংপরঃ । ৫৮ ॥

কালে মহাপদেশস্ত করুণাবিষ্টমানসঃ । ইদমাহ স ধর্মোহস্তি
পরঃ প্রাণাবিহিংসনম্ । ৫৯ ॥

তথাবিধেন ধর্মেণ কপালস্ত বিবর্তনাং । মুক্তো ভবিষ্য-
নীভ্যুক্তস্তদারভ্যাহমপায়ম্ । ৬০ ॥

তৎপাদবৃগলধ্যানী শিরসা গৃহ তদ্বচঃ । দয়াপরোহস্মি
সর্বেষু প্রাণিজ্ঞাতেষু সর্বদা । ৬১ ॥

বস্মাং ধর্মোহতো নচাত্মোহস্তি সারস্তস্মাদ্ ধর্মস্থানমে-
তন্নতং মে । সর্বৈরঙ্গীকার্যানিত্যেবমুক্তো ভূয়ঃ প্রাহাচার্য
ইথং মহাত্মা । ৬২ ॥

কিং অং জল্পসি হৃষ্ট ! সৌগত ! কথং ধর্মোহস্ত্যহিংসাপরো যা
গীয়স্ত হি হিংসনস্ত নিগমে ধর্মত্মুক্তং ক্ষুটম্ । অগ্নিষ্টোম-
মুখে ক্রতো থলু পশোঃ স্বর্গপ্রদং হিংসনং শ্রুত্যাচাররতৈ-
রুপেয়মপরে পাষাণ্ডিনো বিক্ষুটম্ । ৬৩ ॥

বেদনিন্দাপরা যে তু তদাচারবিবর্জিতাঃ । তে সর্বৈ

নরকং যান্তি যদ্যপি ব্রহ্মবীৰ্য্যজাঃ । ৬৪ ॥

ইত্যেবং মহুনোক্তস্মাতদাচাররতাঃ কিল । পচ্যন্তে নরকে
ঘোরৈ যাবদব্রহ্মলয়ো ভবেৎ । ৬৫ ॥

তস্মাদ্ বিপ্রাদিবর্ণানাং বেদাদিষু নিকপিতঃ । আচারঃ
পরমং স্মানং যন্ত তন্নাস্তি সৌধমঃ । ৬৬ ॥

ইত্যুক্তোহসৌ সৌগতো মানশূন্তো নহ্যচাৰ্য্যঃ পদপাদা-
দিকানাম্ । তচ্ছিয়াণাং পাণ্ডকাবাহকোহভূত্বেষামুচ্ছিষ্টাদনে-
নাতিপুষ্টঃ । ৬৭ ॥

কৌপীনমাত্রধারী তু কশ্চিৎ কপণকঃ স্মৃতঃ । স এক-
স্মিন্ করে ধৃত্বা গোলযন্ত্রং দ্বিতীয়কে । ৬৮ ॥

তুরীয়স্তং সমাদায় সমাগত্যাহ শঙ্করম্ । স্বামিন্ ! শৃণু বিচিত্রং
মে মতং পরমশোভনম্ । ৬৯ ॥

পূর্ণঃ সময়নামাহং সূর্য্যং কালপ্রবর্তকম্ । বদ্ধা ভ্রাত্যাং সূর্য-
ভ্রাত্যাং সময়জ্ঞানতঃ শুভম্ । ৭০ ॥

অশুভং চ ত্রিলোক্যা যন্নভ্যং তদ্বচ্ছ্মি সংক্ষুটম্ । কিঞ্চ
কালঃ পরো দেবো মৎপক্ষস্ত বিচালনে । ৭১ ॥

জ্ঞান্য শ্রুতিতে, স্মৃতিতে, পুরাণাদি সকল শাস্ত্রেই পরলোকাদির
কথা উক্ত হইয়াছে। অতএব যেকোন ব্যক্তি ঋণাদি কার্য্য করে, তাহার
পুনর্জন্ম অনিশ্চিত। অপিচ তুমি পাপগণিষ্ঠ অজ্ঞানবুদ্ধি পরি-
ত্যাগ করিয়া সাধু সেবিত পদ্ধতি অবলম্বন কর। এই কথা
শুনিয়া পুনরায় সৌগত বলিতে লাগিল। অগত নামে কোন
এক মুনি সমস্ত পৃথিবী দর্শন করিয়া বিম্বিত হন। জগতের
প্রাণীগণ বিচার করিয়া তিনি প্রাণীর উপাসনা করিতে তৎপর
হন। পরে আমাকে উপদেশ দিবার কালে করুণাপূর্ণ মনে
ইহা বলিলেন—প্রাণীদিগকে হিংসা না করাই পরম ধর্ম।
তথাবিধ ধর্ম দ্বারা কপালের ফল ফিরিয়া যায়, তাহাতে তুমিও
মুক্ত হইবে। এই কথা যখন তিনি আমাকে বলিলেন,
আমিও তদবধি তাঁহার চরণযুগল ধ্যান করিয়া থাকি। মন্তকদ্বারা

তাঁহার বাক্য গ্রহণ করিয়া সর্বদা সকল জীবে দয়াবান্
হইয়াছি। ইহার মতন আর সার ধর্ম নাই, এই কারণে ‘অ-
হিংসা’ যে পরম ধর্মের আশ্রয়, আমারও ইহা মত। সকল
লোকে একরূপ ধর্মের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এই ধর্ম স্বীকার
করিয়া লইয়াছে।

এই কথা শুনিয়া মহাত্মা শঙ্কর পুনরায় তাহাকে বলিলেন
হে হৃষ্ট ! সৌগত ! তুমি কি বলিতেছ ? অহিংসা কিরূপে
পরম ধর্ম হইল ? বরং যাগাদি কার্য্যে হিংসা করিলে পরম
ধর্ম হইয়া থাকে। অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যাগাদি কার্য্যে পণ্ডিত
করিলে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। যাহারা বেদোক্ত আচার অবলম্বন
করেন, তাহারা ইহজীবী পণ্ডিত স্বীকার করেন। বেদোক্ত
আচার বিহীন ব্যক্তি মাত্রেই পাষাণ্ড। যাহারা বেদনিন্দা করে,

পরেসোহপি সমর্থো নেতৃত্বং প্রাহ শঙ্করঃ । সম্যগুক্তং
ব্রহ্মা স্বং যৎকালচিত্তং চ বেদ্যাহম্ । ৭২ ॥

তদ্বান্ মদাপ্রসক্তিষ্ঠ পরীক্ষাকাল আগতে । স্বাং পৃচ্ছা-
মীতি সংপ্রোক্তস্তথৈবাকীচকার সঃ । ৭৩ ॥

কৌশীনমাত্রসঙ্কারী জৈনস্ত তত আগতঃ । মলেন দিগ্ধসর্কাজঃ
সদাইনম ইত্যসৌ । ৭৪ ॥

উচরয়সকুড়োচ্চৈঃ শূভ্রাকঃ শূভ্রপুণ্ড্রকঃ । বিন্দুপুণ্ড্র-
সমেতশ্চ শিষ্যৈঃ সর্বভয়ঙ্করঃ । ৭৫ ॥

পিশাচবৎ সমাগত্য প্রাহ শ্রীশঙ্করং গুরুম্ । জিনো দে-
বোহস্তি সর্কেষাং মুক্তিদঃ প্রাণিনাং হৃদি । ৭৬ ॥

জীবন্তানা স্থিতঃ সোহতিজ্ঞানমাত্রেন সর্কদা । মুক্তদ্বাত্ত
দেহস্ত পাতাত্তু সমনস্তরম্ । ৭৭ ॥

জীবঃ শুদ্ধঃ স দৈবাস্তি মলপিণ্ড দেহকঃ । স্নানাদিকর্মণা
নৈব শুদ্ধিঃ যাতি কদাচন । ৭৮ ॥

যাহারা বেদোক্ত আচার বা অহুষ্ঠান বর্জিত, তাহারা সকলে
ব্রহ্মণীর্থে উৎপন্ন হইলেও নরকে যাইবে। মহু এই কথা
শ্রুতি বলিতে সকলেরই বেদোক্ত আচারে রত থাকিতে হইবে।
নতুবা যতদিন না ব্রহ্মার লয় হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ঘোর নরকে
পতিতে হইবে। অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি চাতুর্ভূজের বেদাদি
শাস্ত্রে যে আচার নিরূপিত হইয়াছে, তাহাই পরম প্রমাণ।
যে ব্যক্তি ঐ বেদোক্ত আচার শূন্য, সে ব্যক্তি অধম।

আচার্যের এই কথা শুনিয়া ঐ সৌগত অহঙ্কার বিসর্জন
দিয়া আচার্যকে প্রণাম করিল। আচার্যের পদ্মপদাদি যে
সকল সাধু শিষ্য ছিল, তাহাদের পাছকা বহন করিতে লাগিল
এবং তাহাদের উজ্জ্বল প্রসাদ পাইয়া শরীর ধারণ করিতে
লাগিল। ৫১—৬৭।

তৎকালে একজন ক্ষণক কৌশীন মাত্র পরিধান
করিয়া তথায় উপস্থিত হয়। তাহার এক হস্তে গোলা-
কার বস্ত্র এবং দ্বিতীয় হস্তে অন্য একটি তুরীযন্ত্র আছে।

তস্যাং স্নানাদিকং নৈব প্রকর্তব্যং বৃথা যতঃ । ইত্যাকৌহ
সৌ জগাদেদং মৈবং ভো জৈন! হৃদ্যভে! । ৭৯ ॥

জীবন্ত দেহজিতয়ং হি বিদ্যাতে শূলশ্চ সূক্ষ্মশ্চ ভৈব
কারণম্ । তেবাং ক্রমাজ্জাহু লয়ৌ ভবেদ্যদা স্ত্রাং সচ্চিদানন্দ-
বপুস্তদা ত্বয়ম্ । ৮০ ॥

ভিন্নোহমীশাদিতিদীরবিদ্যা বদ্ধন্তয়া ভেদধিয়া বিমুক্তঃ ।
এবং বিমোক্ষস্ত সূহৃৎভস্ত দেহস্ত পাতাত্ত সমাপ্তিসম্ভবঃ ।
৮১ ॥

সে আসিয়া শঙ্করকে বলিল—প্রভো! আমার বিচিত্র
এবং পরম রমণীয় মত শ্রবণ করুন। আমি পূর্ণ, আমার নাম
সময়। কাল প্রবর্তক স্বর্গ্য দেবকে এই দুটি বস্ত্র দ্বারা বদ্ধ
করিয়া সময় জ্ঞানে ত্রিভুবনের যাহা শুভাশুভ, আমি তাহা
স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। কালই পরম দেবতা। আমার
এই পক্ষ বা এই মত খণ্ডন করিতে পরমেশ্বরও সমর্থ নহেন।

ক্ষণকের এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—তুমি যথার্থ
বলিয়াছ। তুমি যে কাল অবগত আছ, আমিও তাহাকে
জানি। অতএব তুমি আমার আশ্রয়ে কিছুকাল অবস্থান
কর। পরীক্ষার কাল আসিলে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা
করিব। শঙ্করের এই কথায় ক্ষণক অস্বীকৃত হইয়া বাস
করিল।

অনন্তর একজন জৈন কৌশীন বসন পরিধান করিয়া
তথায় উপস্থিত হয়। তাহার সর্কাজ মলদ্বারা পরিলিপ্ত।
'হে অর্হন! নমঃ' এই কথা বারম্বার মুখ দিয়া বলিতেছে।
তাহার কোন চিহ্ন নাই—তাহার কোন পুণ্ড্র নাই—কেবল
বিন্দুপুণ্ড্র ধারণ করিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে সর্ক প্রাণীর
ভয়াবহ দেহ দেখাইয়া পিশাচের মতন আদিয়া শঙ্করকে
বলিল। জিন দেব সকলের মুক্তিদায়ক, তিনি সকলের হৃদয়ে
জীবাশ্রয়রূপে অবস্থান করেন। ঐ জীব জ্ঞানমাত্র সর্কদা মুক্ত।
এই দেহের পতন হইবামাত্র জীব নির্মল ভাবে সদা বিদ্যমান
থাকে। মলপিণ্ড দেহ কদাচ স্নানাদি কর্ম দ্বারা শুদ্ধ হয় না।
এই কারণে বৃথা স্নানাদিকার্য্য কখনই কর্তব্য নহে।

জৈনের এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—হে মূঢ়! জৈন!

এবং শ্রুত্যা শিষ্যযুক্তঃ স জৈনো ভাষাবেবাদ্যৈ স্নিগ্ধুক্তো
ঋণ্যাম্ । নিত্যং ধাত্মাকর্ষণে সংগ্রহুক্তঃ পদ্মাজ্ব্যাদ্যৈরেব-
জাতো বগিথে । ৮২ ॥

বৌদ্ধতত্ত্বং শবলাখ্য এত্য প্রোবাচ বোধিস্তব ভো ! নিরর্থঃ ।
মরস্ত শৃঙ্গেণ সমো হৃভেদঃ সর্বোত্তমঃ সন্ কিমভঃ প্রবৃত্তঃ ।
৮৩ ॥

দৃষ্টং ফলং স্বং পরিহায় দূরমদৃষ্টমাকাজ্জসি দৃষ্টদ্রোহী ।
ভজাপি তেনৈব ফলং পরোক্ষে শূত্রং পরোক্ষং ন ফলায়
কর্যাম্ । ৮৪ ॥

তুমি একথা কখন বলিও না। জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ
এই তিন প্রকার শরীর আছে। ঐ তিন প্রকার শরীরের ক্রমা-
বয়ে, অর্থাৎ স্থূল শরীরসূক্ষ্ম শরীরে—সূক্ষ্ম শরীর কারণ শরীরে
গীন হইবে, তখন ঐ জীব সচ্চিদানন্দ শরীর ধারণ করিবে।
‘আমি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন’ এইবুদ্ধির নাম অবিদ্যা। জীব ঐ অবি-
দ্যাবুদ্ধিদ্বারা সদা আবদ্ধ হয়। কিন্তু ঈশ্বরের সহিত অভেদভ্রান
হইলে জীবের মুক্তি হয়। মোক্ষ বখন একরূপ সুজ্বলিত ও কঠিন, তখন
কেবলমাত্র দেহপাত হইলে মোক্ষলাভ হইবে, একরূপ আশা
অকিঞ্চিংকর। জৈন এই রূপ কথা শুনিয়া সমস্ত শিষ্যবর্গের
সহিত পুরাতন বেশ ও ভাষা সকল পরিত্যাগ করিল। পদ্ম-
লাদ প্রভৃতি শিষ্যগণ, গুরুদিগের ধান্য কর্ষণ করিবার নিমিত্ত
ঐ জৈনকে নিযুক্ত করেন। তাহাতে জৈন ক্রমশঃ বগিক্
হইয়া উঠে।

অনন্তর শবল নামে একজন বৌদ্ধ, শঙ্করের নিকটে আসিয়া
বলিল। হে যতিশ্রেষ্ঠ ! তোমার বাবতীয় জ্ঞান বুঝা হইয়াছে।
মনুষ্যের শৃঙ্গ যেমন অসম্ভব, তদ্রূপ জীবাত্মা আর পারমাত্মার
অভেদ অসম্ভাবিত ব্যাপার। আপনি সর্বপ্রধান হইয়া কি
কারণে এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ? যে ফল দৃষ্ট (প্রত্যক্ষ)
তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া অদৃষ্ট (অপ্রত্যক্ষ) ফল কামনা
করাতে আপনি দৃষ্ট ফলের বিরোধী হইয়াছেন। অপ্রত্যক্ষ-
বিষয়ে ফল কল্পনা করা বুঝা। অপ্রত্যক্ষ বিষয় শূন্য জানিবেন,

নির্জীবদ্বাচ্চাপ্যপার্থং মতস্ত একোহপ্যাত্মা চেতনো মে মভে
তু। ভূত্বাহনকঃ প্রেরকো হনুস্থানান্ নিত্যং যুক্তো দৈতশূত্রঃ
স্বখাত্মা । ৮৫ ॥

কর্তা ভোক্তা হং পরানন্দরূপো মহানঃ স্বাভীষ্টমস্তান্তি
যাবৎ । তাবৎ ক্রীড়নেষু দেহেষু পশ্চাদ্বেহং ত্যক্ত্বা মুক্ত
ইত্যুক্ত আহ । ৮৬ ॥

সত্যশৌচপরো যন্ত দেবতাতিথিপূজনম্ । স বাতি
ব্রহ্মণো লোকং যাবদিচ্ছাশ্চতুর্দশ । ৮৭ ॥

অগ্নিষ্টোমং দেবতাপ্রীতিদক্ষেৎ কুর্যাদম্মাদিল্ললোকং স
যাতি । সত্যাখ্যং সংপৌণ্ডরীকং প্রয়াতি তত্তদেবোপাস-
কান্তং তমেব । ৮৮ ॥

ফলের নিমিত্ত তাঁহার কল্পনা করা অবিধি। অধিকন্তু আপনার
এই মত নির্জীব ও নিস্তেজ বলিয়া পরিত্যাজ্য। কিন্তু আমার
মতে আত্মা চেতন, এক হইয়াও অনেক—তিনিই হৃদয় প্রভৃতি
স্থানের প্রেরক। আত্মা নিত্যযুক্ত, অবৈত ও সূখ স্বরূপ।
‘আমি কর্তা, ভোক্তা, আমি পরম আনন্দ স্বরূপ’ এইরূপ
বিশ্লেষণ করিয়া যে সময়ে ইহার আপনার অভীষ্ট বর্তমান
থাকে, তখনই এই সমস্ত দেহে ক্রীড়াকরে—পশ্চাৎ দেহ ত্যাগ
করিয়া মুক্ত হয়। ৮৫—৮৬।

বৌদ্ধের এই সকল কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিতে লাগিলেন।
যে ব্যক্তি সত্য ও শৌচ পরায়ণ, যে ব্যক্তি দেবতা ও অতিথি
পূজা করে, সেই ব্যক্তি চতুর্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বসতি
করে। যে জন দেবতাদিগের প্রীতিকারক অগ্নিষ্টোম যাগ
করে, সেজন ইন্দ্রলোকে গমন করে। পরে বিষ্ণুলোক হইতে
সত্যলোকে গমন করা যায়। যে য়েদেবতার উপাসক, সে
সেই দেবলোকে গমন করে। “যে যে ভক্ত শ্রদ্ধাপূর্বক যে যে
তত্ত্ব অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, সেই ভক্তের আমি সেইরূপ
শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকি।” ইত্যাদি বচন দ্বারা জীবের পর-
লোকে গমনাদি সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং কেবলমাত্র দেহ ক্ষয়
হইলেই মুক্তি হইতে পারে না। “যেজন সকল ভূতে আত্মদর্শন

যো যো রাং যং তয়ং ভক্তঃ শ্রদ্ধার্থিতুমিচ্ছতি । তস্ত তস্তা-
চলাঃ শ্রদ্ধান্তামেব বিদধাম্যহম্ । ৮৯ ॥

ইত্যাদিবচনাদস্ত পরলোকগমাদিকম্ । সিদ্ধং তস্মান্ন-
দেহস্ত পাতমাত্রাধিমুচ্যতে । ৯০ ॥

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি । সংপত্ত্বা ব্রহ্ম
পরমং যাতি নান্তেন হেতুনা । ৯১ ॥

ইত্যাদিশ্রুত্যা জ্ঞানেন বিনা মোক্ষো ন লভ্যতে । ইত্যুক্ত-
মত আত্মানং পরং জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে । ৯২ ॥

কলিতাং জীবতাং হিহা সর্বানর্থপ্রদায়িনীম্ । সচ্চিদা-
নন্দরূপেণ মুক্তিকল্পা সদাস্থিতিঃ । ৯৩ ॥

তস্মাৎ গৃঢ়তাং ত্যক্ত্বা ভব স্বস্থ ইতীরিতঃ ! পরংগুরুং নম-
স্কৃত্য তদ্যশঃস্ববতং পরং । ৯৪ ॥

করে, কিম্বা আত্মার উপর সকল ভূত দর্শন করে, সেই পরমব্রহ্ম
পাইয়া থাকে। অত্ৰ আর কোন কারণে পরমব্রহ্ম পাওয়া
যায় না।” ইত্যাদি বেদ বচনে জ্ঞান ব্যতীত যে মোক্ষ
হয় না, তাহাই নির্দেশ করা হইয়াছে। অতএব পরমাত্মাকে
জানিতে পারিলেই মুক্তি হয়। সমস্ত অশুভদায়ক কলিত
জীবতাব ত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দরূপেই অবিনশ্বর মুক্তি
কথিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি মুঢ়তা ত্যাগ করিয়া
স্বস্থ হও। শঙ্করের গভীর বচনবিন্যাস শুনিয়া বৌদ্ধ পরমগুরু
শঙ্করকে প্রণাম করিল—শঙ্করের অপূর্ণ কীর্তির স্তব করিতে
লাগিল। শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে কেহ বন্দী, কেহ মাগধ,
কেহ বা সূত অর্থাৎ সকলেই আচার্য্যের স্তুতিপাঠক হইল।

নবোদিত রবিসদৃশ তেজস্বী আচার্য্য শঙ্কর, শিষ্যগণ সঙ্গে
লইয়া কর্ণাট দেশ হইতে মল্লপুরে গমন করেন। তথায় তিন
সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করেন। অনন্তর যে সকল লোক ঐ
দেশে বাস করিত, তাহাদিগকে দেখিয়া পরমগুরু শঙ্কর বলিতে
লাগিলেন। হে ব্রাহ্মণগণ! তোমাদিগের ত্রৈকালিক কার্য্য
বল ?।

এই কথা শুনিয়া ঐ পুরবাসী সকলেই তাঁহাকে নমস্কার

বন্ধিমাগধস্থানাং বেধধারী বভূব হ। তস্মাদ্ধিবা-
যুতঃ প্রাহ প্রোদ্যদ্দিনকরপ্রভঃ । ৯৫ ॥

অমুমল্লপুরস্তত্র দিনানামেকবিশতিম্ । স্থিৎবা তত্র হিতান্
বীক্ষ্য তামুবাচ পরো গুরুঃ । ৯৬ ॥

প্রভাতমুখকালে স্বং কৃত্যং বদত ভো দ্বিজাঃ !। এবমুক্তা
নমস্কৃত্য প্রোচুস্তে পুরবাসিনঃ । ৯৭ ॥

মল্লাসুরহরঃ স্বামিন্ ! মল্লারীতি প্রসিদ্ধতাম্ । লোকে প্রাপ্তঃ
পরেশো যন্তস্ত মূর্ত্তিরিমে বয়ম্ । ৯৮ ॥

সংপূজ্যামুদ্দিনং ভক্ত্যা শুনন্তদ্বাহনস্ত চ। বেধভাবাদি-
সংযুক্তা কণ্ঠে যুতবরাটিকাঃ ।

নিঃশব্দান্নিষু কালেষু নাট্যবাদ্যাদিভিঃ প্রভূম্ । মল্লারিং
সুপ্রসন্নং তং কৃৎবা বাসং প্রকুম্মহে । ১০০ ॥

করিয়া বলিতে লাগিল। প্রভো! পরমেশ্বর মল্লাসুরকে বধ
করিয়া জগতে ‘মল্লারি’ নামে বিখ্যাত হন। আমরা সকলেই
প্রতিদিন তাঁহার মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকি। ভক্তিপূর্ব্বক
প্রভুর বাহন কুকুরের সেবা করিয়া থাকি। আমাদের সেইরূপ
বেশ ও ভাষা, কণ্ঠে সেই মত কপর্দক ধারণ করিয়াছি। আমরা
তিনকালে নাট্য, বাদ্য ও গীত দ্বারা আমাদের প্রভু ‘মল্লারি’
কে সুপ্রসন্ন করিয়া নির্ভয়ে বাস করিয়া থাকি। ‘সকল বস্তু
তাঁহার কটাক্ষপ্রসূত’ এই বোধ করিয়া আমরা সর্বদা প্রবুদ্ধ
সুখসাগরে অবগাহন করিয়া থাকি। এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান
বস্তু নিচয় তাঁহার গর্ভগত ভাবিয়া সর্বদা ধ্যান করি, কিন্তু
সুখবাসনা বোধে কখনই চিন্তা করি না। অপিচ বেদে তাঁহার
এবং তাঁহার বাহনের সর্বময় রূপ কথিত হইয়াছে। ইহারই
নাম পরমভক্ত। অন্য কোন বিষয়ে আর আমাদের ইচ্ছা হয় না।
এই হেতু আপনিও শিষ্যগণ লইয়া এই বেদোক্ত আচার গ্রহণ
করুন। বেদে আছে—“ঋত্ভোয়ানমঃ ঋপতিভ্যশ্চ বো নমঃ”
কুকুর এবং কুকুরপতিদিগকে নমস্কার। তোমাদিগকে আমরা
উপযুক্ত বরাটক দান করিব।

তৎকটাক্ষজনিতে হি সৰ্কদা বর্দ্ধমানস্থসাগরপ্লুতাঃ ।
তস্ত গর্ভগমিদং নু নিত্যদা চিত্তয়াম ন স্থখেচ্ছয়া যুতাঃ । ১০১ ॥

কিঞ্চ দেবস্ত সার্বাশ্র্যং প্রোক্তং তদ্বাহনস্ত চ । তদ্বিক্তি তদ্ব-
মেবাতো তদেষাদিকধারণম্ । ১০২ ॥

ইচ্ছা ন জায়তেহ তত্র ততএব ভবানপি । বেদোক্তমি-
মমাচারং শশিষ্যঃ স্বীকরোতু বৈ । ১০৩ ॥

ক্রতিরাহ নমঃ স্বভ্যঃ স্বপতিভ্যশ্চ বো নমঃ । বরাটকানি
দাস্ত্যামো যোগ্যানীভূক্ত আহ তান্ । ১০৪ ॥

একোহ দ্বিতীয়ঃ খলু সৰ্কসাক্ষী স্মায়য়া সৰ্কজগদ্বিধাতা ।
সদাদিক্রত্যাভিহিতঃ পরেশো যদগর্ভজা রুদ্রবিরিক্ষিমুখাঃ ।
১০৫ ॥

যথা বীরভদ্রাদিকৈরংশভূতৈ লয়ঃ সাধ্যতে কাপি রুদ্রস্ত
নৈব । যথাপ্যস্তি তেবাং বিবোধাদিমুক্তিস্তথা ব্রহ্মণোহংশস্ত
রুদ্রস্ত বোধাত্ । ১০৬ ॥

কিঞ্চৈকাদশকরাণামিযং স্ততিবদাহতাঃ । তদংশানঃ
কথং সা স্তাদেকস্ত বহুতা তথা । ১০৭ ॥

যস্ত স্পৃষ্টা মৃদা স্নানং বিপ্রাণাং পরিকীর্ষিতম্ । তস্ত বেবা-
দিচিহ্নস্ত ধারণং বহুদোষদম্ । ১০৮ ॥

এবং বংশপ্রবৃত্ত্যাহি স্ববেধাদিবিধারণম্ । নিত্যাদিকর্ম
সংত্যাগশ্চিকালং নাট্যসক্ততা । ১০৯ ॥

চরিতং ভবতাং সৰ্কং ব্রাহ্মণ্যস্ত বিঘাতকম্ । তস্মান্নিরী-
ক্ষণেনাপি স্পৃষ্ট ভবতাং কিল । ১১০ ॥

স্বর্যাবলোকনং শাস্ত্রে চোদিতং মৌনমেব তু । কর্তব্যমিতি
সংপ্রোক্তা তপতন্ গুণসন্নিধৌ । ১১১ ॥

কৃতমূল্য যথা বৃক্ষা রাজো মূলোহপরাধিনঃ । তানবেক্ষ্য
দয়ামুক্তিস্তিষ্ঠমিতি সোহব্রতীৎ । ১১২ ॥

অথাজ্জয়া গুরোঃ শিষ্যাঃ পদ্মপাদমুখাঃ খলু । তচ্ছিরো-
মুণ্ডনং নদ্যামযুতস্নানমেব চ । ১১৩ ॥

তাহাদের এইকথা শুনিয়া আচার্য্য তাহাদিগকে বলিলেন ।
“সদেব সৌমোদমেব একাগ্র আসীৎ” ইত্যাদি বেদ বচনদ্বারা
‘পরেণ’ শব্দে যিনি এক অদ্বিতীয়, সৰ্কসাক্ষী, এবং আপনার
নায়া দ্বারা সৰ্ক জগতের বিধাতা, তাঁহাকেই বুঝাইতেছে ।
রুদ্র, বিরিক্ষি প্রভৃতি দেবগণ তাঁহারই গর্ভজাত । যেরূপ
রুদ্রের অংশ স্বরূপ বীরভদ্রাদি বীরগণের ক্ষমতায় লয় হইয়া
থাকে, কিন্তু কখন রুদ্রের লয় হয় না । তদ্রূপ রুদ্রের অংশ
স্বরূপ বীরভদ্রাদিকে জানিলে যেমন মুক্তি হয়, পরব্রহ্মের
অংশ রুদ্রকে জানিলেও সেই মত মুক্তি হয় । আর একাদশ
রুদ্রের এইরূপ স্ততি কথিত হইয়াছে । তাঁহার অংশস্বরূপ
বীরভদ্রাদির কিরূপে সেই স্তব সম্ভাবিত ? একের বহুত্বই বা
কিরূপে ঘটেবে ? তাহাকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণদের মৃত্তিকা-
দ্বারা স্নান করিতে হয়, তাহার বেশ কি চিহ্ন ধারণ করিলে যে
বহুদোষ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । এইরূপে বংশ
ক্রমাগত প্রবৃত্তি হইতে কুস্করের বেশ কিম্বা চিহ্নাদি ধারণ,

নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম পরিত্যাগ, ত্রৈকালিক নাট্য, গীত, বাদ্য
কার্য্যে আসক্তি, তোমাদের এই সমস্ত চরিত্র ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট
করিয়া থাকে । অতএব তোমাদের মুখাবলোকন মাত্র স্বর্য্য
দর্শন করিতে হয়, ইহা শাস্ত্রে বলিয়াছে । অথবা মৌন অব-
লম্বন করিবেক ।

অনন্তর বৃক্ষদিগের মূলচ্ছেদ করিলে তাহারা যেমন ভূতলে
পতিত হয়, অপরাধী সকল যেমন রাজার পাদতলে পতিত হয় ;
তদ্রূপ আচার্য্যের কথা শুনিয়া তাহারাও গুরু সন্নিধানে নিপতিত
হইল । তাহাদিগকে দেখিয়া শঙ্কর দয়াপূর্ণ হৃদয়ে বলিলেন—
তোমরা অবস্থান কর । অনন্তর গুরুর আজ্ঞা পাইয়া পদ্ম-
পাদাদি শিষ্যগণ প্রথমে তাহাদের মস্তক মুণ্ডন, নদীতে অযুত
স্নান, পরে মৃত্তিকা দ্বারা মস্তক মুণ্ডন, এবং পুনরায় মৃত্তিকা-
দ্বারা শতস্নান, এবং উপযুক্ত অন্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া তাহা-
দিগকে ব্রাহ্মণ্য পথের পথিক করেন । তদবধি তাহারাও
পরমগুরুকে নমস্কার করিয়া সং শিষ্য হইল । শৌচ, স্নানাদি

মুদাহং মুণ্ডনং ভূয়ঃ শতস্রানং মুদা তথা । যোগ্যঃ চ কার-
স্বিকৃত্যং প্রায়শ্চিত্তমতজ্জিতাঃ । ১১৪ ॥

ব্রাহ্মণ্যমার্গগাং শকুন্তাং স্তেহপি তু পরং শুক্লম্ । নভা
সচ্ছিব্যতাং যাতাঃ শৌচস্নানাদিতং পরাঃ । ১১৫ ॥

পঞ্চপূজারতা জাতাঃ শাস্ত্রাধ্যয়নসংরতাঃ । ত্রীশঙ্কর-
প্রসাদেন মুক্তিভাজনতাং গত্যাঃ । ১১৬ ॥

তস্মাৎ পুরাৎ পশ্চিমার্গগামী মরুজ্যসংজ্ঞং পুরমাপ শিষ্যোঃ ।
চক্রাদিবাদ্যমুচলং করৌবৈ কিঞ্চিৎ বন্দ্যাদিবহুপ্রপদ্যোঃ ।
১১৭ ॥

তত্র পূর্থাৎ বিচিত্রং বৈ বিশ্বক্সেনস্ত গোপুরম্ । তৎপূর্বতঃ
প্রশাশনাং বিপ্লবাং তত্র কল্পনাম্ । ১১৮ ॥

গৃহাদীনাং মসৌ কৃষা সম্যগ্ভাসনস্থিতাঃ । মনোমুগ্ধ-
ভিধান্তমার্জলক্যং পরং প্রভুম্ । ১১৯ ॥

সম্পূর্ণমণ্ডলাকারমাখ্যানং সংনিরীক্ষ্য সঃ । পীষুঃ বিন্দ্-
সন্দোহপানতৃপ্তাঃ এব হি । ১২০ ॥

কার্য্য, পঞ্চ দেবতার পূজা, ও শাস্ত্রের অধ্যয়নে সর্বদা রত থা-
কিত। অধিক কি মহাত্মা শঙ্করের প্রসাদে তাহার শেষে
মুক্তিভাজন হইল।

আচার্য্য শঙ্কর শিষ্যগণ লইয়া ঐ পুরের পশ্চিম পথে গমন
করিয়া ‘মরুজ্য’ নগরে উপস্থিত হন। শিষ্যগণের হস্তে চক্রা
বাদ্য বর্তমান ছিল। তদ্বারা শিষ্যগণের হস্ত সকল কাঁপিতে
ছিল। তাহাতেই শিষ্যগণ স্ততিপাঠক প্রভৃতির মতন বিচিত্র
বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। ঐ নগরে ‘বিশ্বক্সেনের’ পুরদ্বার
অতি রনবীয়া। আচার্য্য তাহার পূর্বদিকে এক প্রকাণ্ড পাহ-
শালা ও নানাবিধ গৃহাদি নির্মাণ করাইয়া কুশাসনে উপবেশন
করেন। অনন্তর ‘মনোমুগ্ধ’ নামক, অমুগ্ধমাত্র স্থানে লক্ষ্য,
পরিপূর্ণ মণ্ডলাকৃতি, পরম প্রভু আত্মাকে দর্শন করিয়া স্বধাবিন্দু
প্রবাহপানে পরিভ্রষ্ট হন। পরে কুণ্ডলিনীমে মূলাধারচক্রে

কুণ্ডলিনীঃ পুনর্মূলাধারং নীড়া তদীশ্বরম্ । স্তম্বা গণপতিঃ
তত্র চিরমাস স্থং শুক্লঃ । ১২১ ॥

তত্রত্যাঃ স্বামিনং নভা বিশ্বক্সেনপরাগাঃ । শম্ভচক্র-
বিরাজন্তুজদগাঃ স্তোত্রিগাণয়ঃ । ১২২ ॥

উচুরম্মতং স্তম্ব বিশ্বক্সেনাধিদেবতম্ । পূণ্যদং স তু
বৈকুণ্ঠে সেনাপতিরুদাজতঃ । ১২৩ ॥

তস্ত ভক্তা বয়ং নাস্তি ভয়ং নো যমরাজতঃ । দেহপাতা-
ভট্টেষ্টস্ত চোদিতেন যথা কিল । ১২৪ ॥

বৈকুণ্ঠ এব গন্তব্য ইত্যুক্তঃ প্রাহ সো শুক্লঃ । মৈবং নারা-
য়ণশ্চৈবো বিশ্বক্সেনঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১২৫ ॥

ভক্তস্তগৈবেশভক্তা বৈকুণ্ঠে সন্ত্যনেকশঃ । তত্ত্বক্তা অপি
সম্পূজ্যাস্তম্ভাকুরিতানুজয়া । ১২৬ ॥

কথং তেযামুপাস্তব্ধং স্বাতন্ত্র্যেণ ভবেৎ কিল । প্রমাণা-
ভাবতস্তস্মাৎ সগুণত্বাৎ স এব হি ॥ ১২৭ ॥

লইয়া তাহার ঈশ্বরকে এবং গণপতিকে স্তব করিয়া শঙ্কর
তথায় কিছুকাল বাস করেন। তথায় ‘বিশ্বক্সেন’ দেবতা
ভক্ত তদ্দেশীয় লোকে শঙ্করকে নমস্কার করিয়া, বাহুতে শম্ভ
চক্রাদি চিরু ধারণ পূর্বক কৃতাজলিপুটে স্তব করিতে লাগিল।
পরে আচার্য্যকে বলিল—আমাদের মত অতি সুন্দর। বিশ্বক্স-
সেন আমাদের দেবতা। তিনি পূণ্য দান করেন, বৈকুণ্ঠে
তিনি সেনাপতিরূপে কথিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার ভক্ত,
আমাদের যমের নিকটেও ভয়ের সম্ভাবনা নাই। দেহের
অপায় হইলে তাঁহার সৈন্যগণ আসিয়া সন্ধে করিয়া বৈকুণ্ঠে
লইয়া যায়।

তাহাদের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন। ভোগরা
একথা বলিতে পার না। বিশ্বক্সেন নারায়ণের একজন ভক্ত।
বৈকুণ্ঠে এইরূপ ঈশ্বরের ভক্ত অনেক আছে। তাহাদের ভক্ত-
গণ তাহাদের অমুজ্য তাহাদের ভক্তদিগকে পূজা করিবেক।
তবে কিরূপে স্বাধীন ভাবে তাহাদিগকে উপাসনা করা বাইতে

ভল্লোকপ্রেমুভিঃ সেব্যঃ পারম্পর্যেণ মুক্তিদঃ । নারায়ণস্ত-
মেকং তু ধাতুঃ প্রত্যগভেদতঃ ॥ ১২৮ ॥

মুক্তিঃ সাক্ষাদতো যুৎ যদি চেন্ মুক্তিকাক্ষিকঃ । তদাঃ
দ্বয়মথগুং তং গুরুশাস্ত্রোপদেশতঃ । ১২৯ ॥

ধাত্বা সম্যক্ প্রবহ্নেন মুক্তা ভবণ মাচিরম্ । ইত্যুক্তান্ত্যুক্ত-
লিঙ্গান্তে প্রণম্য শিরসা গুরুম্ ॥ ১৩০ ॥

তদুপদেশেন সংপ্রাপ্য বিদ্যাং স্মৃত্যাদিদর্শিতে । কন্মাদৌ স্ম-
রতাঃ সর্কে বভূবুঃ সাধুবৃত্তয়ঃ । ১৩১ ॥

ততঃ সমাগত্য তু নৃন্যগন্ত ভক্তা ননদ্ব্য গুরুং সমূচুঃ ।
শৃণুস্মদীযং মতমদ্ব্যতং তং যো মন্যথঃ সর্বহৃদি স্থিতঃ সঃ । ১৩২ ॥

স্বর্গাদিকর্ত্তাহত উপাসনীয়ঃ সর্কার্থিভিঃ সর্বভূতঃ পরাশ্রা ।
স্ববর্ত্তলুকারবিভূষণাভ্যাং বশীকৃতং যেন হৃদিস্থিতাভ্যাম্ ।
১৩৩ ॥

কাস্ত্যাকবহ্নেন তদীয়দর্শনস্পর্শনাভ্যাং বহুসৌগাধাভ্যাম্ ।
কামায়নঃ পূর্ণসুখস্ত লক্কি মোক্ষোহস্ত্যাতো যুয়মপীহতস্ত
১৩৪ ॥

সমুৎসবে পঞ্চশরস্ত চিত্রং ধৃত্বা হনস্তেন স্তুথেন যুক্তাঃ ।
যত্নেন মুক্তা ভবথেতি সোক্তঃ প্রোবাচ মৈবং বদতাপ্র-
মাণম্ । ১৩৫ ॥

কমলজপ্রমুখা জগতঃ স্মৃতা উদয়পালনসংযমনে
রতাঃ । ন চ হরেঃ স্মৃত এষ হি পালকো ন চ স্মৃতে সবিতু হি
তথা প্রভা । ১৩৬ ॥

জীণাং তৎসঙ্গিনাং সঙ্গং দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ । ইত্যোবাঃ
প্রতিষেধস্ত সত্বাদৃষ্টং ভবন্নতম্ । ১৩৭ ॥

পারে ? বিশেষতঃ এবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই । যাহারা বৈকুণ্ঠে
গমন বরিতে বাসনা করে, তাহারা সেই সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা
করিবেক । পরম্পরা সম্বন্ধে সেই নারায়ণকে প্রত্যেক বস্তুগত
ভাবিয়া অভেদ ধ্যান করে, তাহারই সাক্ষাৎ মুক্তি লাভ
হইয়া থাকে । এতএব তোমরা যদি মুক্তি কামনা করিয়া থাক,
তাহা হইলে গুরু এবং শাস্ত্রোপদেশে সেই অদ্বিতীয়, অখণ্ড
পরমেশ্বরের সম্যক্ৰূপে যত্নসহকারে ধ্যান করিলে শীঘ্র মুক্ত
হইতে পারিবে ।

আচার্যের এই বাক্য শুনিয়া তাহারা চিহ্ন সকল ত্যাগ
করিল । অনন্তর মন্তকদ্বারা গুরুকে প্রণাম করিয়া, গুরুর উপ-
দেশে বিদ্যা লাভ করিয়া, স্তুতি কিম্বা পুরাণাদি শাস্ত্রোক্ত
বিহিত কার্য্যে অত্যন্ত আসক্ত হইল । এইরূপে তাহারা
সকলেই ক্রমশঃ সাধু হইয়া উঠে । ৮৭—১৩১ ।

অনন্তর কতকগুলিন কামদেবের ভক্ত আসিয়া গুরুকে প্রণাম
করিয়া বলিল । আমাদের অদ্ব্যত মত শ্রবণ করুন । যে মন্যথ
সকলেই হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, তিনিই স্বর্গাদি কর্ত্তা । অতএব

যাহারা সকলবস্তু কামনা করে, তাহারা সর্বজননের রাজ্য—পর-
মাত্মা সেই কামদেবকে উপাসনা করিবেক । যে মন্যথ কামিনী-
গণের হৃদয় স্থিত বর্ত্তলুকার ছটি ভূষণদ্বারা এই জগৎ বশীভূত
করিয়াছেন । সেই ইচ্ছানয়—পূর্ণসুখরূপী মন্যথের লাভ হই
লেই মোক্ষ লাভ হয় । অতএব আপনারাও মন্যথের উৎসবে
পঞ্চশরের চিহ্ন ধারণ করিরা অনন্তসুখে লিপ্ত থাকিয়া যত্নপূর্ব্বক
মুক্ত হইবেন ।

তাহাদের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন । তো-
মরা কদাচ এক্রপ অপ্ৰামাণিক কথা মুখ দিয়া বলিও না ।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইহঁরাই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি লয়ের
কারণ । যেমন বিষ্ণুর পুত্র অনঙ্গ কদাচ পালক নয়, তদ্রূপ
সূর্য্যের পুত্রে প্রভা কখনই সঙ্গত হয় না । জীগণের এবং
যাহারা জীসঙ্গ করে, তাহাদের সঙ্গ দূরে তাগ করিবেক ।
এইরূপ যখন নিষেধ দেখা যাইতেছে, তখন তোমাদের মত
ভাল নহে । অপিচ মন্যথ যে মোক্ষদান করিবেন, তাহার
শক্তি কোথায় ? বরং অবিরুদ্ধ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বর্ত্তমাম
থাকাতে প্রহ্মায়ই সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যের কর্ত্তা ।

শঙ্করের এই বাক্য শুনিয়া ক্রৌঞ্চবিং সকলেই তাহাকে

কিঞ্চানঙ্গস্য মোক্ষাদিদাত্তে শক্ততা কৃতঃ । প্রহ্মায়ত্ন
চ কৰ্ত্তব্যং সৃষ্টাদে ন বিরোধতঃ । ১৩৮ ॥

প্রত্যক্ষাদেৱিতি ঋত্বা নত্বা ক্রৌঞ্চবিদাদয়ঃ । ত্যক্তচিহ্না
বভূবুস্তে পঞ্চপূজাদি তৎপর্যায়ঃ । ১৩৯ ॥

তস্মাদ্ভদ্রকপথায়ান্তং পুরং মাগধমভূতম্ । কুবেরোপাসকা-
স্তত্র কুবেরপ্রমুখাঃ স্থিতাঃ । ১৪০ ॥

নবনিধ্যাশ্রমসৌবর্ণপদাবলিশোভিতাঃ । উচু নবনিধী-
শত্বাং সর্কাদধিকধনঃ কিম্ । ১৪১ ॥

কুবেরস্তত্ৰ ভক্তানাংস্বাকং ন দরিত্রতা, ততো নঃ পূর্ণ
আনন্দো ব্রহ্মরূপোহস্তি ভো যতে ! । ১৪২ ॥

কর্মণোহপ্যর্থমূলত্বাত্তৎপতে: সেবনং বরম্ । মোক্ষাদ্যা-
কাঙ্ক্ষিতি: সর্কৈ: কৰ্ত্তব্যং স্পৃগয়ত্নতঃ । ১৪৩ ॥

কিঞ্চ ব্রহ্মাদিকানাং স ধনদানেন পালকঃ । তস্মাৎ সমগ্র-
লোকানাং স্বাম্যং সেব্যতাং গতঃ । ১৪৪ ॥

প্রণাম করিল—সমস্ত চিহ্ন ত্যাগ করিল—শেষে পঞ্চ দেবতার
পূজা এবং নিত্য নৈমিত্তিক কার্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল ।

ঐ স্থান হইতে উত্তর পথে গিয়া আচার্য্য পরমরমণীয় মাগধ
দেশে উপস্থিত হন । তথায় কুবের দেবতার উপাসক কুবেরাদি
কতকগুলিন লোক বাস করিত । নব নিধিময় সৌবর্ণপদক
দ্বারা বিভূষিত হইয়া তাহারা আচার্য্যকে বলিল । কুবের
নবনিধি সমূহের ঈশ্বর, এবং তিনি সর্কাদপেক্ষা অধিক ধনবান্
আমরা সেই কুবেরের ভক্ত, সুতরাং আমাদের দারিদ্র্য হ্রাস
হইবার সম্ভাবনা নাই । হে যতিব্রাহ্মণ ! সেই কারণে আমাদের
ব্রহ্মরূপ পূর্ণ আনন্দ নিয়তই বিদ্যমান । সংসারে সকল কর্ম
অর্থমূলক, এই কারণে অর্থপতির সেবা আবশ্যিক । মোক্ষ-
প্রাপ্তি সকলেই যত্নপূর্বক অর্থপতি কুবেরের সেবা করিবেন ।
আমাদের প্রভু কুবের ধনদানে ব্রহ্মাদিদেবগণের পালন করেন ।
কুবের সকল লোকের স্বামী, সুতরাং তাহারই সেবা করা
আবশ্যিক । একজন সুরসুন্দরী যক্ষপত্নী কুবেরের সেবা করিত ।
তাহাতে সে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হয় । অতএব যে

তত্ৰ সেবাকরী কাচিদ্যক্ষিণী, সুরসুন্দরী । মহদৈশ্বর্য্য-
লাভস্তৎসেবনাদপি জায়তে । ১৪৫ ॥

তস্মাত্তদন্তসেবাং যে কুর্কষতি মহুজাদয়ঃ । মোক্ষাদ্যাকা-
ঙ্ক্ষিণস্তে তু মন্দা ভাগ্যবিবর্জিতাঃ । ১৪৬ ॥

তস্মাৎ ভবন্তোহপি কুবেরসেবাং কুর্কষন্ত মোক্ষার্থমনস্ত-
চিহ্নাঃ । ইত্যুক্ত আচার্য্য উবাচ যুগ্মনমতং প্রমাণেন বিহীন-
মেব । ১৪৭ ॥

সামী কুবেরের হস্ত পরোধনস্ত তথাপি কশ্চিন্নহি তেন
তৃপ্তঃ । লোভেন যুক্তস্ত কুতোহস্তি তৃপ্তিরতোহস্ত ধর্ম্মোহপি ন
বিদাতেহগুঃ । ১৪৮ ॥

মোক্ষস্ত বার্তা ত্তিদ্দূরগামি তস্মাৎ পরিত্যাজ্যমনর্থ-
রূপম্ । দ্রব্যং প্রযত্নেন মুমুক্ষুভি: সংসেব্যং ন যন্তাস্তি পুন-
র্বিয়োগঃ । ১৪৯ ॥

সকল মানব মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা করিয়া কুবের ভিন্ন অন্যদেবতার
উপাসনা করে, তাহার মূঢ়মতি এবং সৌভাগ্যবির্জিত জানি-
বেন । সুতরাং আপনারাও মোক্ষের নিমিত্ত একমনে ঐ কুবেরের
উপাসনা করুন ।

তাহাদের এই বচন শুনিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন ।
তোমাদের বাক্য অপ্রমাণ । কুবের অর্থের প্রধান স্বামী হই-
লেইও তথাপি তাহাদ্বারা কেহই তৃপ্ত নহে । যে ব্যক্তি লোভী,
তাহার কিছুতেই তৃপ্তি নাই । এবং তাহার অণুমাত্র ধর্ম্ম হই-
বার সম্ভাবনা নাই । সুতরাং কুবেরের উপাসনা করিলে যে
মোক্ষ হইবে, সে কথা সুদূর পরাহত । অতএব অনর্থ বিষয়
পরিত্যাগ করিবেন । যে বস্তু একবার পাইলে আর তাহার
বিযোগ হয় না, মোক্ষার্থী সাধুগণ যত্নসহকারে সেই দ্রব্যেরই
সেবা করিবেন । মহাজনেরা বলেন—“অর্থকে অনর্থরূপে
সর্কদা ভাবনা করিবেন । সত্য অর্থে অণুমাত্র স্তুতির আ-
শঙ্কা নাই । অধিক কি যাহারা ধনাঢ্য, তাহাদের পুত্রের নি-
কটেও শঙ্কা ঘটয়া থাকে । এই নীতি সকল স্থানে নিহিত
আছে জানিবে ।” এই বচনে যদি ধর্ম্ম সিদ্ধ হয় ইউক, তথাপি

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং মাতি বভঃ স্তথলেশঃ সত্যম্ ।
পুত্রাদপি ধনভাজাঃ ভীতিঃ সৰ্ৱত এষা বিহিতা নীতিঃ ।
১৫০ ।

ইত্যুক্তে নমু ধৰ্ম্মোহপি ভংসাধ্য ইতি চেত্তথা । অস্ত নাম
কুৰেৱস্ত সেব্যো নৈব ধনাৰ্থিনা । ১৫১ ॥

বভঃ প্রাক্ স্কৃতাদেব ধনভাজো জনা মতাঃ । ব্রহ্মা হিরণ্য-
পৰ্ভোহস্তি বিষ্ণু লক্ষ্মীপতির্হরঃ । ১৫২ ॥

হিরণ্যবীৰ্য ইন্দ্রস্ত স্তবর্ণাচলসংস্থিতঃ । এবং বিধা ধনেনাত্ত
জীবন্তীত্যতিসাহসম্ । ১৫৩ ॥

মহম্মিন্দার্থকং বাক্যং নৈববাচ্যমিতঃ পরং । চিহ্নানি সংপ-
রিত্যজ্ঞানানসঙ্কাদিতং পরাঃ । ১৫৪ ॥

অদ্বৈতবিদ্যায়া যুক্তাঃ পঞ্চপূজারতাঃ সদা । ভবতেত্যাতিদাঃ
সৰ্ৱে গুরুপাদাঙ্ঘ্ৰে রতাঃ । ১৫৫ ॥

তাক্চিহ্না বভূবুস্তে পঞ্চপূজাদিতং পরাঃ । ইন্দ্রভক্তান্ততো
নম্রা তমুচুঃ পরমং গুরুম্ । ১৫৬ ॥

ইন্দ্রঃ স্বামিন্ ! দেবগন্ধৰ্ব্বযক্ষৈঃ সৰ্ৱেশঃ সৰ্গাদি কৰ্ত্তা স্ত-
সেব্যঃ । ব্রহ্মা বিষ্ণু কৃষ্ণ এষেতি বেদে তত্তচ্ছনৈ বাচ্য এষেব
নাভ্যঃ । ১৫৭ ॥

সৰ্ৱেশশ্চঃ সৰ্ৱদাতৃশ্চমন্ত্ৰ বেদে প্রোক্তং বামনশ্চানুজোহস্ত ।
রত্নং সৰ্ৱং তদগৃহে চামৃতাদ্যাং দেবাঃ সৰ্ৱে যন্ত কুৰ্ৱন্তি
সেবাম্ । ১৫৮ ॥

সৰ্ৱত্মাত্মা নিৰ্বিশেষঃ পরাত্মা সৰ্ৱাতীতঃ শিক্ককোহসৌ
যতীনাম্ । প্রায়চ্ছতান্ স্বার্থহীনান্ বৃকেভ্যস্তম্ভাদিভ্যঃ সেব-
নীয়ো ভবন্তিঃ । ১৫৯ ॥

শ্রেয়স্কাটমরিত্যসৌ প্রোক্ত আহ মৈবং বাচ্যং ব্রহ্মশব্দাদি-
বক্তি । পূৰ্ণৈশ্বৰ্য্যে সচ্চিদানন্দরূপ ইন্দ্রঃ শব্দো নৈব ব্রহ্মাদি-
যুক্তঃ । ১৬০ ॥

সদেবেত্যাদিবাচ্যোপু পরং ব্রহ্ম নিরূপিতম্ । কারণং জগতো
যস্মাদ্ ব্রহ্মবিষ্ণুাদিসম্ভবঃ । ১৬১ ॥

ধনাৰ্থী হইয়া কখনই কুৰেৱের উপাসনা কৰিবে না । কারণ,
পূৰ্ণজন্মের স্কৃতি থাকিলে সকলেই ধনাচ্য হয় । তাহার দৃষ্টান্ত
দেখ—পূৰ্ণ জন্মের স্কৃতিবলে ব্রহ্মা হিরণ্যগৰ্ভ, বিষ্ণু লক্ষ্মীপতি,
শিব হিরণ্যবীৰ্য্য—এবং ইন্দ্র স্তবর্ণাচল স্থিত । ব্রহ্মাদি দেবগণও
যে, কুৰেৱের ধনে বাচিয়া থাকেন, এ অতিশয় সাহস বাক্য ।
অতঃপর তোমরা মহৎ লোকের নিন্দাকারক বাক্য আর বলি-
ওনা । এক্ষণে তোমরা সকলে চিহ্ন সকল ত্যাগ কর, স্নান,
সঙ্ক্যা বন্দনা কৰিতে থাক, সৰ্ৱদা অদ্বৈতবিদ্যার অমুশীলন
কর, এবং পঞ্চ দেবতার পূজা কর । এই কথা শুনিয়া তাহারা
সকলেই গুরুপাদপদ্মে রত হইল—চিহ্নাদি পরিত্যাগ করিয়া
পঞ্চদেবতার পূজা প্রভৃতি সংকৰ্ষ্যের অমুষ্ঠান কৰিতে লা-
গিল ।

অনন্তর কতকগুলিন ইন্দ্রের উপাসক তথায় আসিয়া গুরুকে
প্রণাম করিয়া বলিল । হে প্রভো ! ইন্দ্র সকলের ঈশ্বর এবং সৃষ্টি
স্থিতি লয় কৰ্ত্তা । দেব যক্ষ গন্ধৰ্ব্ব সকলেই তাঁহার উপাসনা

করিয়া থাকে । ইন্দ্রই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর । বেদে তত্তৎ
শব্দ দ্বারা ইন্দ্রকেই বুঝিতে হইবে, অন্য কাহাকে নহে । বেদে
কথিত হইয়াছে, ইন্দ্র সকলের ঈশ্বর এবং সৰ্ৱদাতা । অধিক
কি, বামন ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । ইন্দ্রের গৃহ সমস্ত রত্ন বৰ্ত্ত-
মান, অমৃতও ইন্দ্রের ভবনে বিরাজমান । সকল দেবতা ইন্দ্রের
সেবা করিয়া থাকেন । ইন্দ্র সকলের আত্মা, নিৰ্বিশেষ, পর-
মাত্মা, সৰ্ৱাতীত, এবং তিনি যতিদিগের শিক্ষক । ইন্দ্র
বৃকদের (ক্ষুদ্রবাত্ত) উদ্দেশে স্বার্থহীন ঐ সকল লোককে
দান করেন । অতএব আপনারাও মোক্ষার্থী হইয়া ইন্দ্রের
উপাসনা কৰিবেন । ১৩২—১৫৯ ।

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য তাহাদিগকে বলিলেন । ব্রহ্মাদিশ-
ব্দের মতন ইন্দ্রশব্দ কখনই হইতে পারে না । ইন্দ্রশব্দ যখন পরি-
পূর্ণ ঐশ্বৰ্য্য বিষয়ে সচ্চিদানন্দস্বরূপ হয়, তখন বহুযুক্ত ইন্দ্রকে
কখনই বুঝাইতে পারে না । “সদেব সৌম্যদমেক একাধ্র
আসীৎ” ইত্যাদি বেদ বাক্যে পরব্রহ্মকেই জগতের কারণ ব-

ব্রহ্মণস্তিস্রয়ত্বাদিদেবাদীনাম্ সমুদ্ভবঃ । ইন্দ্রঃ স্রষ্টেতি
চেদন্তো লোকপালাঃ কুতো নহি । ১৬২ ॥

সর্বদাতৃত্বমপ্যন্ত সাপেক্ষঃ সর্বজন্তবৎ । সুধাপানেন ব্রহ্মহে
তদানন্ত্যং প্রসজ্যতে । ১৬৩ ॥

একমেবেতি বেদোহি বার্থঃ স্তাত্ত্ব তথা সতি । সহস্র-
কালযুগন্ত ব্রহ্মণো দিবসস্ত বৈ । ১৬৪ ॥

চতুর্দশাংশসঞ্জীবী কথং স্তাৎ পরমেশ্বরঃ । তস্মাৎ সর্বলয়ে
শিষ্টং সন্দাদিপ্রতিপাদিতম্ । ১৬৫ ॥

জগৎকারণমেষ্টব্যং স্রষ্টরূপাৎ প্রমাণতঃ । ভদ্রহর্যাদিভিঃ
স্বক্কাবৈতবিদ্যাযুগাপ্রতিষ্ঠেতঃ । ১৬৬ ॥

এবমুক্তা গুরুং নত্যা স্মার্তকর্মপরায়ণাঃ । বভূবুঃ পঞ্চ-
পুঞ্জাদিতৎপরঃ শিষ্যতাং গতঃ । ১৬৭ ॥

তস্মাদ্ব্যমপ্রাপ্তপুং প্রয়াতস্তত্র স্থিতো মাসমথাগতা য়ে । যমস্ত
ভক্তা মহিষান্নতপ্তলোহাক্ষিতা বাহুবু নৃত্যমানাঃ । ১৬৮ ॥

লিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে। তাঁহা হইতেই ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি
দেবগণের উৎপত্তি। ব্রহ্মা হইতেই আবার ইন্দ্র, বহি প্রভৃতি
দেবগণের জন্ম। আর এক কথা—ইন্দ্রই যদি জগতের স্রষ্টা
হয়, তবে অন্যান্য দিক্‌পাল সকল কেন সৃজন কর্তা হইবে
না? সর্ব জন্ত শব্দ যেমন সাপেক্ষ, সর্বদাতা শব্দও সেইরূপ
আপেক্ষিক। সুধাপান করিয়া যদি ব্রহ্মপদ লাভ হয়, তবে
অনবস্থা দোষ ঘটে। তাহা হইলে ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ এই
স্রষ্টি বৃথা হয়। চতুর্দশ ব্রহ্মার একদিবসের পরিমাণ সহস্রযুগ।
তবে পরমেশ্বর কিরূপে ব্রহ্মার একদিনের চতুর্দশ ভাগ পর্য্যন্ত
বাঁচিয়া থাকিবেন? অতএব সকল বস্তু লয় পাইলে ‘সৎ’ ‘চিৎ’
ইত্যাদি দ্বারা প্রতিপাদিত ব্রহ্মকে বেদপ্রমাণে জগতের কারণ
বলিয়া বুঝিতে হইবে। নিশ্চল অদ্বৈত বিদ্যা যাহারা অবল-
ম্বন করিয়াছেন, সেই ভদ্রহরি প্রভৃতি সকলেই বেদোক্ত সচ্চি-
দানন্দ ব্রহ্মের নিরূপণ করিয়া থাকেন।

শঙ্করের এই বচন শুনিয়া তাহারা গুরুকে নমস্কার করিয়া

নমোচিরে কিঙ্করসংজ্ঞকাদ্যা লয়স্ত হেতু র্যম এব তস্মাৎ ।
সৃষ্টাদিকর্তাপি স এব নুনং ততস্তদীয়াঃ খলু মুক্তিভাজঃ ।

১৬৯

যমায় সোমং স্রুত যমায় জুহতা বহিঃ । যমং হ যজ্ঞো
যজ্ঞত্যাগিদূতো অলঙ্কৃতঃ । ১৭০ ॥

ইত্যেবং যজ্ঞভোক্তৃত্বং স্রষ্টো প্রোক্তং যমস্ত হি । তস্মা-
দয়ং পরং ব্রহ্ম সৃষ্টাৎপত্যাাদিকারণম্ । ১৭১ ॥

তস্ত মূর্তিঃ দ্বিধা জ্ঞেয়া গুরুকৃষ্ণবিভেদতঃ । যজুঃ তং
পরং ব্রহ্মেতি স্রষ্টেতঃ গুরুরূপিণী । ১৭২ ॥

যা মূর্তিঃ সা পরং ব্রহ্ম তস্মান্নিগুণতো যমাৎ । মহত্ত্বাদি-
সম্ভূতিদ্বারা রূঢ়ো যমস্ত হ । ১৭৩ ॥

জাতোহবতার এতস্মাৎ কৃষ্ণবর্ণো যমঃ কিল । বিষ্ণুনা
সহৎপন্নস্তস্ত নাভিসরোজকে । ১৭৪ ॥

স্বতি শাস্ত্রোক্ত কার্য্যে আসক্ত হইল। পঞ্চদেবতার পূজা
এবং পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সকলেই আচার্য্যের শিষ্য
হইল।

শঙ্কর ঐ স্থান হইতে যমপ্রস্থ পুরে গমন করেন। তথায়
একমাস অবস্থান করেন। অনন্তর কতকগুলি যমের ভক্ত
আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাদের বাহতে মহিষ এবং তপ্ত
লোহের চিহ্ন আছে। সর্বদাই নৃত্য করিতে উদ্যত। কিঙ্কর
প্রভৃতি ঐ সকল লোক আসিয়া আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া
বলিল। যমই লয়ের কারণ এবং যমই সৃষ্টি স্থিতির কর্তা।
অতএব যাহারা যমের উপাসনা করিবে, নিশ্চয় তাহারা মুক্তি
লাভ করিবেন। “যমের উদ্দেশে সোম রস উৎপাদন কর,
যমের উদ্দেশে হবি দান কর, (অগ্নি, যে যজ্ঞের দূত) সেই অগ্নি-
দূত যজ্ঞ অলঙ্কৃত হইয়া যমের উদ্দেশে নানাবিধ বস্তু দান করিয়া
থাকে।” এই বেদবচনে যম যে যজ্ঞভোক্তা, তাহাই দর্শিত
হইয়াছে। অতএব যমই পরমব্রহ্ম—যমই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের
কারণ। গুরু ও কৃষ্ণ এই দুই প্রকার যমের মূর্তি। “যজুঃ

রক্তবর্ণো বিদিত্ত্বান্দেষ্ঠো দিক্‌পতয়োহিবম্ । গ্রহাঃ সূর্য্যা-
নয়ঃ সৰ্ব্বং জগজ্জজ্ঞে চরাচরম্ । ১৭১ ॥

এবং কৃতা স শিক্ষার্থং দক্ষিণাশাধিপালকঃ । দণ্ডপানি-
শ্বহানীশো মহিমান্বিত আভবৎ । ১৭৬ ॥

ইন্দ্রাদীনাং নিজাংশানাং মধ্যে তদবিলক্ষাতে । উদ্ভনাস্ত-
গর্তাজ্জারবৎ স সূতাদিরূপকঃ । ১৭৭ ॥

তস্মাৎ বিশুদ্ধবুদ্ধাদিরূপঃ সৰ্ব্বশ্চ কারণম্ । তস্মাৎশঃ স-
ন্তগো নৈব নিগুণোপাসনে প্রভুঃ । ১৭৮ ॥

কশ্চিত্ত্বান্দয়ঃ নীলবর্ণস্তোপাসনং সদা । কুর্মস্তেন যতো
নাশঃ মূলাজানং প্রপদ্যতে । ১৭৯ ॥

তস্মিন্নষ্টে যমঃ সৰ্ব্বমিতি বোধো বিজায়তে । ততঃ শুক্ল-
যমস্তাদিরূপো মোক্ষো ভবত্যন্তঃ । ১৮০ ॥

যুয়ং নোক্ষার্থিনঃ সৰ্ব্বে কুর্তানত্বেচেষতঃ । তদীয়োপা-
সনং তত্ত্ব মুক্তিং প্রাপ্যাপ বোধতঃ । ১৮১ ॥

ইত্যুক্ত আচার্য উবাচ মৈবং বাচ্যং বিরুদ্ধং প্রতিতো-
ভবতিঃ । পুত্রা পিতৃঃ শাপবশাদ্ধি কশ্চিদ্বিজঃ পুং প্রাপ্য
যমস্ত গেহম্ । ১৮২

স নাটিকেতা অবসৎ ত্রিরাত্রমগ্নং বিনা তং হৃতিথিঃ স্ন-
কাস্ত্যা । যুক্তং যমঃ প্রেক্ষ্য স্বেপমানঃ প্রোবাচ ভূদেবমভীব
নত্রঃ । ১৮৩

তিশো রাজী যদবাংসী গৃহে মেহনশ্চন্ ব্রহ্মনতিগি শ্মে ন-
মস্তঃ । নমস্তেহস্ত ব্রহ্মন্ ! স্বস্তি মেহস্ত তস্মৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্
বৃণীষ । ১৮৪ ॥

ইতোবং তু যমেনাসৌ নমঃপূৰ্বমুদীরিতঃ । নটিকেতা
উবাচেনং বচনং স্তমনোহরম্ । ১৮৫ ॥

শান্তসকলঃ স্তমনা যথাস্তাদীতমহ্মা গৌতমো মাতি মৃত্যো ॥
স্বংগ্রস্টঃ ঋতিবদেৎ প্রতীত এতত্রয়াণাং প্রথমং বরং
বৃণে । ১৮৬ ॥

তৎপরং ব্রহ্ম" এইরূপ প্রতি থাকাতে যমের শুক্লবর্ণ মুক্তি পরম
ব্রহ্ম । ঐ নিগুণ যম হইতে যমের মহত্ত্ব প্রভৃতি ঐশ্বর্য দ্বারা
রক্তাবতার উৎপন্ন হয় । এইজন্য যম কৃষ্ণবর্ণ । যমের নাভি-
সরোজে বিষু উৎপন্ন হন । রক্তবর্ণ ব্রহ্মা এবং অষ্টদিক্‌পাল
যম হইতে উৎপন্ন হয় । চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহ সকল, অধিক কি
স্তাবর জঙ্গমাশ্রয় সমুদয় বিশ্ব যম হইতে সৃষ্ট হয় । তিনি
শিক্ষাদিবার নিমিত্ত এই সকল সৃজন করিয়া দণ্ড হস্তে করিয়া
এবং মহিষে আরোহণ করিয়া দক্ষিণ দিকের পালক হন ।
ভয়ের অন্তর্গত অজ্ঞারকে যেমন জানিতে পারা যায়, তদ্রূপ
মহেশ্বর যম আপনার অংশস্বরূপ ইন্দ্রাদি দেবতার মধ্যে লক্ষিত
হন । তিনিই সত্যস্বরূপ । অতএব তিনি বিশুদ্ধ, বুদ্ধ, নিত্য,
মুক্তস্বভাব, তিনি সকল পদার্থের কারণ । তাঁহার অংশ সন্তান,
কেহ কখন নিগুণের উপাসনা করিতে সক্ষম নহে । এই
কারণে আমরাও কৃষ্ণবর্ণ যমের সৰ্ব্বদা উপাসনা করিয়া থাকি ।
এই সন্তান যমের উপাসনা করিলে মূল অজ্ঞান নষ্ট হয় । অ

জ্ঞান নাশ হইলে 'যমই সৰ্ব্বময়' এই জ্ঞান জন্মায় । অনন্তর
শুক্লবর্ণ যমের রূপাতীত আকৃতির নাম মোক্ষ । আপনারা
সকলেই মোক্ষার্থী, স্তুরাঃ অনন্যমনে যমের উপাসনা করুন ।
পরে তাহার জ্ঞান হইলে মুক্তি লাভ করিবেন । ১৮০—১৮১ ।

যমোপাসকদিগের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য তাহাদিগকে
বলিলেন । তোমরা এরূপ প্রতিবিরুদ্ধ বাক্য কদাচ বলিও
না । এ বিষয়ে আমি তোমাদিগকে কঠোপনিষদের প্রমাণ
দেখাইতেছি, শ্রবণ কর । পুরাকালে নটিকেতা নামে কোন
একজন ব্রাহ্মণ তনয় পিতার কাছে অভিশপ্ত হইয়া যমপুরে
গমন করিয়া যমের গৃহে তিন রাজি বাস করেন । যম দেখি-
লেন—একজন ব্রাহ্মণ তিন রাজি আমার গৃহে অনায়াসে
বাস করিতেছেন, অথচ শরীরের লাভণ্য কিছুমাত্র লোপ পায়
নাই । তখন যম কাঁপিতে ২ অত্যন্ত নম্রভাবে ভূদেবকে বলি-
লেন । "হে ব্রাহ্মণ ! তুমি তিন রাজি আমার গৃহে বাস করি-
য়াছ । তুমি আমার অতিথি হইয়াছ, অথচ কোন খাদ্য

যম উবাচ। যথা পুরস্তাত্তবতা প্রভীত ঔদ্ধালকিরাকৃগি শ্রুৎ-
প্রসূষ্টঃ। স্মৃৎ রাজ্ঞীঃ শরীতা বীতমহুস্তাঃ দর্শিবান্ মৃত্যু-
মুখাং প্রমুক্তম্। ১৮৭ ॥

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন ভয়ং জরয়া বিভেতি।
উভে ভীষা অশনারাপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গ-
লোকে। ১৮৮ ॥

নচিকেতা উবাচ। স যমগ্নিঃ স্বর্গ্যমধ্যোষি মৃত্যো! প্রবৃহি স্বঃ
শ্রদ্ধধানায় মজ্জম্। স্বর্গলোকাদমৃতত্বং ভজন্তে এতদ্বিতীয়েন বৃণে
বরেণ। ১৮৯ ॥

এবমুক্ত উবাচাশ্বঃ স্বরূপং যম আদরাৎ। নচিকেতা-
স্ততঃ প্রাহ মৃত্যুং বুদ্ধিমতাস্বরঃ। ১৯০ ॥

যেষাং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যোকে নায়মস্তীতি
চৈকে। এতদ্বিদ্যামমুশিষ্টন্তু রাহুং বরাণামেব বিরত্বীযকঃ।
১৯১ ॥

এবমুক্তো যমস্তস্ত লোভমুৎপাদয়ন্ বহু। ধনাদিনা বরস্তাত্ত
গোপ্যতামভিলক্ষ্য সঃ। ১৯২ ॥

পাও নাই। তুমি যখন অতিথি, তখন তোমাকে নমস্কার।
হে ব্রাহ্মণ! তুমি অনশনে আমার গৃহে বাস করিয়া আমার
যে অপরাধ হইয়াছে, সেই অপরাধের পরিবর্তে আমার যেন
মঙ্গল হয়। যদিও তুমি অহুগ্রহ করিলে আমার সম্পূর্ণ মঙ্গল
হইবার সম্ভাবনা, তথাপি অত্যন্ত প্রসন্নতার জন্য অনশনে
তিনরাত্রি উপবাস করাতে আমিও তিনরাত্রির জন্য তিনটি
বিশেষ অভিপ্রেত বর দিতে ইচ্ছা করিতেছি। যদি ইচ্ছা হয়,
তবে আমার নিকট হইতে তিনটি বর প্রার্থনা করিতে পার।”
যম প্রণাম পুরঃসর এই কথা বলিলে নচিকেতা তাঁহাকে স্মধুর
বাক্য বলিতে লাগিলেন। “যদি আপনি আমাকে তিনটি
বর দিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে (আমার পুত্র
যমকে পাইয়া কি করিবে) এই রূপ সঙ্কল্প যেন পিতার উপ-
শান্ত হয়। আমার পিতা গোতমের আমার উপরে যে রোষ
আছে, তাহা যেন নিবৃত্ত হয়। হে যম! যখন আপনি আ-

অথেনং লোভনিমুক্তং বিদ্যার্থিনমকল্পম্। দৃষ্টা প্রাহ
যমস্ততঃ স্রুগোপ্যমধিকারিণে। ১৯৩ ॥

সর্বো বেদা যৎ পদমামনস্তি তপাংসি সর্কানি চ যদস্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি তন্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যো-
মিত্যোক্তং। ১৯৪ ॥

অশরীরং শরীরেণ অনবস্থেদবহিতম্। মহান্তং বিভূমা-
অনং মজ্জা ধীরো ন শোচতি। ১৯৫ ॥

যস্ত ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ। মৃত্যু ব্রহ্মোপ-
সেচনং কং ইথা বেদ যত্র সঃ। ১৯৬ ॥

ইত্যাদিনোপদিষ্টঃ স কৃত্যর্থো গৃহমাগমৎ। ইতি স্রতো
যমেনৈব মৃত্যু ব্রহ্মোপসেচনম্। ১৯৭ ॥

প্রোক্তং ন চ স্বয়ং যস্ত ভক্ষ্যং ভবিতুমর্হতি। ততো
যনাং পরং ব্রহ্ম কারণং সর্ববস্তনঃ। ১৯৮ ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুদিক্রুপেণ সেবনীয়ং প্রযত্নতঃ। উপসেচন- লি-
ঙ্গানাং ধারণেন বিমুক্ততা। ১৯৯ ॥

মাকে গৃহে পাঠাইরা দিবেন, তখন আমার পিতা যেন আ-
মাকে জানিতে পারেন যে, আমার সেই পুত্র গৃহে আসিয়াছে।
এবিষয়ে যেন তাঁহার পূর্বে স্মৃতি লাভ হয়। এই আমার
প্রয়োজন। তিনটি বরের মধ্যে আমি এই প্রথম বর প্রার্থনা
করি। কারণ, ইহাতে পিতার পরিতোষ হইবে।”

যম বলিলেন—“পূর্বে যেমন তোমার পিতা তোমার উপরে
স্নেহযুক্ত ছিলেন, সেই রূপ এক্ষণেও তোমার পিতা স্নেহযুক্ত হই-
বেন। অক্লেশে পুত্র উদ্ধালক যেমন পূর্বে আমার অমুজ্জা পাইয়া
তিনরাত্রি প্রসন্নমনে স্নেহে শয়ন করিয়াছিল। সেইরূপ তুমি
যখন মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হইয়া স্নেহে বাস করিবে, তখন
তোমার পিতা পূর্নমত প্রীতি লাভ করিয়া ক্রোধশূন্য
হইয়া তোমাকেও দেখিতে পাইবেন।”

নচিকেতা বলিল—“স্বর্গে রোগ শোকাদি নিমিত্ত
কোন ভয় নাই। হে মৃত্যো! ইহলোকে যেমন আপ-

ইত্যুক্তিরবোধোদ্যোগো ভবতাং সাহসান্বিতা । মার্কণ্ডেয়ে শৃণু
প্রোক্তং পুরাণে ভক্তবৎসলঃ । ২০০ ॥

মহাদেবো যমঃ পীড্য নৃত্যন্তপরিপালনম্ । অকরোং কিঞ্চ
শাপাদ্মা স্তনুনাথো বভূব হ । ২০১ ॥

আগরণং তু কৃতং তে ন ধনলোভাৎ কদাচন । শিবদ্বাত্রৌ
ততো দূতৈ র্যমস্তাক্ষব্যভাং গতে । ২০২ ॥

জীবহন্ত তত আগত্য শিবদূতৈঃ স্ততাড়িতাঃ । পরিত্যজ্য
পতা যাম্যাঃ শিবলোকং স স্তনুরঃ । ২০৩ ॥

নীতঃ শৈষ্টৈ হি তক্তানামগ্রহণ্যো বভূব হ । অজামিগোহপি
কর্ম্মাণি ত্রাক্ষণান্যং বিহায় তু । ২০৪ ॥

নীচজীসক্ততঃ পুত্রান্ পঞ্চ প্রাপ্য কনিষ্ঠকম্ । নারায়ণং ব্রুবন্
প্রাণাং স্ত্যজন্ যাম্যৈঃ প্রণীড়িতঃ । ২০৫ ॥

বিষ্ণুদূতৈস্তদাগত্য রক্ষিতস্তে তু কিঙ্করাঃ । যমস্ত ভগ্নসক্কা-
ভম্মদ্বিরমণো যমুঃ । ২০৬ ॥

ভস্মাদ্যয়ং পরিত্যজ্য চিহ্নান্তেষ্টতৎপর্যঃ । বৈদিকঃ
কর্ম্ম কুর্ত্তব্যঃ শুদ্ধাত্মেন ততঃ পরম্ । ২০৭ ॥

নাকে দেখিলেই লোকে ভীত হয়, স্বর্গে সেরূপ জরাদি
জনিত কোন ভয় নাই । যেব্যক্তি ক্ষুধা তৃষ্ণা এই
উভয় উত্তীর্ণ হইয়া শোক অতিক্রম করিয়াছে, স্তনুমানস,
হৃৎখবর্জিত সেই ব্যক্তিই স্বর্গ লোকে আনন্দিত হইয়া থাকে ।”
আরো বলিলেন—এরূপ মহাশুণ বিশিষ্ট স্বর্গলোকের প্রাপ্তি
সাধন স্বর্গীয় অগ্নি । হে যম ! আপনি সেই স্বর্গীয় অগ্নিকে
শ্রবণ করিতেছেন ? আমি স্বর্গপ্রার্থী, আমি শ্রদ্ধালু, আপনি
আমাকে তাহার বিষয় বলুন । যে অগ্নি আহরণ করিলে স্বর্গ
ফল হয়, সেই সকল যজমানেরা যে অগ্নি দ্বারা অমরত্ব (দেবত্ব)
পাইয়া থাকে । আমি দ্বিতীয় বর দ্বারা এই অগ্নি বিজ্ঞান
প্রার্থনা করি ।”

বেদের মন্ত্র ও ত্রাক্ষণ ভাগ কেবল মাত্র বিধি ও নিষেধ দ্বারা
নিবদ্ধ । যদি এই বিধি নিষেধের ব্যতিক্রম ঘটে, তবে তাহাতে
দুঃখিত হইবে, পূর্বে ছটি বর দ্বারা যে বস্তু সূচিত হইয়াছে,
তাহাতে আত্মতত্ত্বের কোন বিষয় নাই—এবং তাহাতে যথার্থ
আত্মজ্ঞানের কোন সম্ভাবনা নাই । অতএব যাবতীয় বিধি
ও নিষেধাত্মক বিষয় আছে ; আত্মাতে ক্রিয়া কি কোন কার-
কের ফল অর্পিত আছে ; এই কারণে সংসারের বীজ অজ্ঞান
স্বাভাবিক । ঐ অজ্ঞান নিবৃত্তি পাইলে এক মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান
হয় । ব্রহ্মজ্ঞানে কোন ক্রিয়া কি কোন কারকের ফল আরোপ
করিতে হয় না । জগতে ব্রহ্মজ্ঞান আত্যন্তিক মুক্তির কারণ ।
এই কারণে ছইটি বর পাইলেও কৃতকাৰ্য্য হওয়া কঠিন । আত্ম-

জ্ঞান না হইলে অতীষ্ট পূরণ হইবে না । তাহাতেই নটিকেতা
পুনর্বার তৃতীয় বর প্রার্থনা করিবার জন্য বলিলেন ।

“কেহ কেহ বলেন—মহুষ্য প্রেত হইলে শরীর, ইন্দ্রিয়,
মন ও বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত একপ্রকার আত্মা থাকে । অপরে বলেন—
আত্মা এরূপ নহে, অন্য একরূপ । আমরা প্রত্যক্ষ কি অমু-
মান দ্বারা কিছুতেই ইহার নির্ণয় করিতে পারি না । পরম পুরু-
ষাৰ্থ কেবল মাত্র বিজ্ঞানের অধীন । অতএব আপনি আমাকে
এরূপে শিক্ষাদিন, যাহাতে আমি এই ব্রহ্ম বিদ্যা জানিতে
পারি । এক্ষণে তিনটি বরের মধ্যে আমার এই তৃতীয় বর
অবশিষ্ট আছে ।”

যম নটিকেতার এই বাক্য শুনিয়া ধনাদি দ্বারা নটি-
কেতার লোভ উৎপাদন করিলেন । পরে যম বিবেচনা
করিলেন—এব্যক্তি যে বর প্রার্থনা করিতেছে, তাহা ত
অত্যন্ত গোপনীয় । অনন্তর দেখিলেন—এব্যক্তি নিম্পাপ
শরীর, কোন লোভ নাই, কেবল তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থনা করিতেছে ।
তখন নটিকেতাকে যথার্থ অধিকারী দেখিয়া নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত
করিলেন ।

“সমস্ত বেদ বিভাগ না করিয়া এক ভাবে যে বস্তু প্রতিপন্ন
করিয়া থাকে । যে বস্তু পাইবার জন্য সমস্ত তপস্যার অমুষ্ঠান
হইয়া থাকে । যে বস্তু পাইতে ইচ্ছা করিয়া গুরুকূলে বাস
ইত্যাদি ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন । তুমি যাহা জানিতে ইচ্ছা
করিয়াছ, সংক্ষেপতঃ আমি তাহাই তোমাকে বলিতেছি ।
সে বস্তু আর কিছুই নয়—কেবল ব্রহ্মজ্ঞান ।”

শূরুপদেশতো জ্ঞানং লব্ধ্বা শান্তিং গমিষ্যথ । ইত্যাঙ্কাস্তং
প্রণম্যাত্ত বহুবৃন্তে তথৈব হি । ২০৮ ॥

তস্যাং প্রাপ প্রয়াগাধ্যং স্থলং পুণ্যবিবৰ্ধনম্ । গঙ্গায়ী
বমুনায়ীশ্চ সরস্বত্যীশ্চ সঙ্গমম্ । ২০৯ ॥

তত্র স্থিতে গুরৌ পাশচিহ্না বরুণসেবকাঃ । সমাগতাস্তথা
বায়ুপাসকা ধ্বজচিহ্নিতাঃ । ২১০ ॥

ভূমিদেবস্ত দেবায়ীং রতাঃ পূর্ণাঙ্কধারণঃ । তীর্থস্তোপাস-
কা বিন্দুচিহ্নাশ্চৈব সমাগতাঃ । ২১১ ॥

তত্রাহ্যানাং গুরুঃ প্রাহ গুরুং তীর্থপতিস্তদা । শ্রোতব্যং
মম্মতং চিত্রং পুণ্যদং যতিশেখর ।। ২১২ ॥

সর্বোত্তমো জীবনহেতুরস্ত দেবাদিবন্দ্যো বরুণঃ সূ-
সেব্যঃ । তং প্রাণাথস্ববদৎ সমীরঃ সৰ্গস্ত হি প্রাণ উপাস-
নীয়ঃ । ২১৩ ॥

মুনিস্ততোহনন্ত উবাচ চৈনং সর্বোত্তমা ভূমিকুপাস-
নীয়া । নম্রা ততো জীবনমো জগাদ তীর্থং সূসেব্যং সৰ্বকলৈঃ
সুখাশৈঃ । ২১৪ ॥

ইহা জানিলে শোক ক্ষর হয় । আত্মার শরীর নাই—আত্মা
স্বীয়রূপে আকাশ তুল্য । তথাপি বিনশ্বর মনুষ্য কীটপতঙ্গাদি
শরীরে আত্মা অবস্থিতি করে । আত্মা নিত্য ও অধিকারী,
তিনি মহান্—তিনি সর্বব্যাপী । ‘অন্নমহম্’ সেই আত্মাই
আমি, এইরূপ জানিয়া ধীমান্ ব্যক্তি শোকাকুল হন না ।
বস্তুতঃ এরূপ অবস্থায় এরূপ আত্মজ্ঞানীর শোকোৎপত্তি হইবার
কোন সম্ভাবনা নাই । যে আত্মার ব্রহ্ম ও ক্ষত্র, এই দুটি
সকল ধর্ম্ ধারণ করিলেও কেবল ওদন (অন্ন) স্বরূপ হয় । সর্ব
বিনাশক মৃত্যু যে আত্মার উপসেচন অর্থাৎ সেককারী (প্রক্ষাল-
নার্থ জল) । যে ব্যক্তি নীচ—যাহার কোন সাধন নাই—সে
কি করিয়া জানিতে পারিবে যে, আত্মা অমুকস্থানে বিদ্যমান
আছে । সেই প্রাকৃত মনুষ্য মনে করিয়া থাকে, কে আর
যথোক্ত সাধন বিহীন ব্যক্তির মতন সেই আত্মবস্তু জানিতে
পারিবে ? ।”

এইরূপে যম কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া নচিকেতা কৃতার্থ হন ।
পরে আপনার গৃহে গমন করেন । দেখ—কঠোপনিষদের
প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণীর এই প্রকরণে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে
যে, যম ব্রহ্মের উপসেচন । কেহ কখন স্বয়ং আপনার ভ্রেক্যর
বিনাশক হইতে ইচ্ছা করে না । অতএব পরব্রহ্ম কেবল
যমের নহে—অন্যান্য সকল পদার্থেরই কারণ । ব্রহ্মা বিষ্ণু
প্রভৃতি দেবগণ যত্নপূর্বক পরব্রহ্মের সেবা করিয়া থাকেন ।
উপসেচন (সেবক) স্বরূপ যমের চিহ্নাদি ধারণ করিলে যে

মুক্তি হয়, ইহা তোমাদের অজ্ঞানের কথা । তাহাতেই সাহস
ভরে এই কথা বলিয়াছ ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর ।
“ভক্তবৎসল মহাদেব যমকে পীড়ন করিয়া আপনায়
ভক্তগণের রক্ষা করিয়াছিলেন । অপিত সূন্দর নামে এক-
জন পাণিষ্ঠ ধনলালসায় কোন সময় শিবরাত্রির দিনে
জাগরণ করিয়াছিল । পরে যমদূতেরা আসিয়া তাহার
জীবাত্মাকে বাঁধিয়া যখন গমন করে, তৎকালে শিবদূত
সকল আসিয়া যমদূতদিগকে যথেষ্ট তাড়না করে । তাহাতে
তাহারা সূন্দরের জীব ফেলিয়া পলায়ন করে । শিবদূতেরা
সূন্দরকে শিবলোকে লইয়া যায় । তদবধি সূন্দর একজন
ভক্তদিগের অগ্রগণ্য হয় ।”

অজামিল নামে এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের আচার, ধর্ম্, কার্য্য
সকল একবারে পরিত্যাগ করে । নীচ জীসংসর্গে তাহার
পাঁচটি পুত্র উৎপন্ন হয় । মরিবার সময় কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণের
নাম উচ্চারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে । তখন যমদূতগণ ত-
থায় আসিয়া তাহাকে অত্যন্ত পীড়ন করে । ঐ সময় বিষ্ণুদূত
সকল আসিয়া অজামিলকে রক্ষা করে । যম কিল্বেরা ভয়-
মনোরথ হইয়া শেষে স্বস্থ স্থানে গমন করে । অতএব তো-
মরা চিহ্ন সকল ত্যাগকর—অদ্বৈত ব্রহ্মের অনুষ্ঠানে রত হও
বৈদিক যত কার্য্য আছে, তাহার অনুষ্ঠান কর, তাহাতেই শুদ্ধ
হইবে ।

তচ্চ ত্রিবেণীতি প্রথামুপেতং পাপাপহং যশ্চ হি বিন্দু-
মাত্রম্ । কেচিদ্ধু তদর্শনতো বিমুক্তিং বদন্তি সর্বোত্তমতা
ততোহশ্চ । ২১৫ ॥

অথ ! তদর্শনানুক্ৰি ন জানে স্নানজং ফলম্ । নারদেনোক্ত-
যেতচ্চি কিঞ্চ সর্কাস্বকং জলম্ । ১৬ ॥

আপো বৈ স্মারিদং সর্কমিত্যাতিপ্রতিবাক্যতঃ । তস্মাৎ
সর্কাস্বকত্বেন ব্রহ্মত্বেনৈতদেব হি । ২১৭ ॥

মোক্ষার্থিভি ভবন্তিস্ত সেবনীয়ং প্রযত্নতঃ । ইত্যেব মুক্ত
আহেদং শঙ্করঃ পরমো গুরুঃ । ২১৮ ॥

অনন্তর গুরুর উপদেশে জ্ঞান লাভ করিয়া শেষে শান্তি
নিকেতনে গমন করিবে । তাহার আচাৰ্য্যের বাক্য শুনিয়া
তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং শীঘ্র উক্ত কার্য্যের অশুশীলনে
প্রবৃত্ত হইল । ১৮২—২০৮ ।

অনন্তর গঙ্গা, যমুনা, ও সরস্বতীর যে স্থানে সঙ্গম হইয়াছে,
আচাৰ্য্য সেই পুণ্যক্ষেত্র প্রয়াগ তীর্থে গমন করেন । তথায়
কিছু দিন অবস্থান করিলে পাশ্চিচ্ছদারী বরুণের উপাসক—
ধ্বজচিহ্নধারী বায়ুর উপাসক—পূর্ণ চিহ্নধারী ব্রাহ্মণের উপাসক
এবং বিন্দুচিহ্নধারী তীর্থের উপাসক কতকগুলিন লোক আ-
সিয়া উপস্থিত হয় । তন্মধ্যে বরুণের উপাসক তীর্থপতি, শঙ্ক-
রকে বলিল । হে যতিরাজ ! আপনি আমার রমণীয় মত শ্রবণ
করুন । বরুণ সকলের শ্রেষ্ঠ এবং জগতের সমস্তজীবের জীবন
দাতা । দেবগণ ইহার বন্দনা করেন । অতএব সকলেরই
বরুণের আরাধনা করা উচিত । প্রাণনাথ নামে একজন
শঙ্করকে বলিল—সমীরণ সকলেরই প্রাণ, সুতরাং বায়ুর উপা-
সনা বিধেয় । অনন্ত নামে একজন বলিল—সকলের
শ্রেষ্ঠ ভূমির উপাসনা করা আবশ্যক । জীবনদ বলিল, বাহার
সুখাভিলাষী, তাহার যেন তীর্থ সেবা করে । তাহার মধ্যে
বিখ্যাত এই ‘ত্রিবেণী’ তীর্থ, তাহার বিন্দুমাত্র । তথাপি এই
ত্রিবেণীতীর্থ দেখিবামাত্র পাপক্ষয় হয় এবং মুক্তিলাভ ঘটে ।
অতএব ত্রিবেণী সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ । নারদ বলিয়াছেন—
‘হে মাতঃ ! আপনার দর্শনে যখন মুক্তি ঘটে, তখন আপনার

উপাসনা সুখজননী ন কার্য্যগা হনিত্যতাদ্ধসকলকার্য্যগা
মতা । জলস্ত সর্কপরমতা তু যোদিতা ক্রতো তু সা ক্রিতি-
মুখরাদ্যপেক্ষয়া । ২১৯ ॥

মুক্তিরতো মুখ্যাকমলভ্যা নাস্তি বিমোক্ষেহনিত্যাসুসেবা ।
সাধনমাত্মজ্ঞানমতঃ সংসাধ্যমলং মোহং পরিহায় । ২২০ ॥

বিশ্বস্থখাতিক্রান্তমস্মেয়ং প্রাপ্য বিমুক্তা অভবথাক্ষা । চে
প্রতবন্তঃ ত্রীণ্ডকশিষ্যাস্ত্যক্তনিজাঙ্কাঃ সম্প্রতি জাতাঃ । ২২১ ॥

জলে স্নান করিলে যে কি হয়, তাহা জানি না । বিশেষতঃ
বেদে আছে—‘আপো বৈ স্মারিদং সর্কম্’ এই সমস্ত জগৎ
জলময় । যদি জল সর্কময় হইল, তবে জলই ব্রহ্ম । এই কা-
রণে আপনারা মোক্ষকামনা করিয়া যত্নপূর্ব্বক এই জলেরই
উপাসনা করিবেন ।

তাহাদের এই সকল বাক্য শুনিয়া পরমগুরু শঙ্কর বলিতে
লাগিলেন । কার্য্যগত উপাসনা কখন সুখোৎপাদন করিতে পারে
না । সর্কপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা বলিয়াছে, তাহা কেবল ক্রিতি, তেজ
ইত্যাদি হইতেই জলের শ্রেষ্ঠতা । অতএব তোমাদেরও মুক্তি
নিতান্ত দূর্লভ নহে । তবে মোক্ষের আরাধনা করিতে হইলে
অনিত্য বস্তুর সেবা করা উচিত বটে । এক্ষণে একেবারে মোহ-
তাগ করিয়া যাহাতে আত্মজ্ঞান হয়, তাহার সাধনা করিতে
হইবে । পৃথিবীতে যত সুখ আছে, আত্মজ্ঞান সর্কপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ । আত্মজ্ঞানের পরিমাণ নাই—অমেয় আত্মজ্ঞান পাইয়া
তোমরা শীঘ্র মুক্ত হইবে । তাহাঙ্গ শঙ্করের বাক্য শুনিয়া
গাজের চিহ্ন সকল ত্যাগ করিয়া সম্প্রতি গুরুদেবের শিষ্য
হইল ।

অনন্তর একজন শূত্রবাদী গুরুকে নমস্কার করিয়া বলিল ।
আমি পথে আসিতে এক অদ্ভুত বস্তু দর্শন করিয়াছি । আপনি
তাহা সাবধানে শ্রবণ করুন । যুগতৃষ্ণাজলে স্নান করিয়া,
আকাশপুষ্পের মালা পরিয়া, এবং শশশৃঙ্গের ধ্বজ ধারণ করিয়া
একজন বক্ষ্যার পুত্র গমন করিতেছে । আমি তাহাকে দেখিবা
মাত্র দেব ভাবে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া হে যতিরাজ ! আপ-
নার কাছে দ্রুত আসিয়াছি ।

শূত্রবাদী ততো নহা গুরুং প্রোবাচ শঙ্করম্ । কিঞ্চ দৃষ্টং
ময়া মার্গে সাবধানমনাঃ শৃণু । ২২২ ॥

যুগতৃষ্ণান্তসি স্নাতঃ খপ্পকৃতশেখরঃ । সুখং বক্ষ্যাম্যহো
যাতি শশশৃঙ্গধর্মূর্ধরঃ । ২২৩ ॥

তং দৃষ্ট্বা দেবভাবেন প্রণম্য শিরসা তুশম্ । আগতোহস্মি
যতিশ্রেষ্ঠ ! তবাস্তিকমহং ক্রতম্ । ২২৪ ॥

তাচা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—হে পণ্ডিতবর ! তোমার নাম
কি ? সে বলিল, হে প্রভো ! আমার নাম নিরালম্বন । আমার
পিতার নাম রুপ্ত । তিনিই এই মতের বক্তা । তাহা শুনিয়া
আচার্য্য বলিলেন । শূত্র বলিয়া তোমার মত নিন্দনীয় । শূত্র
পদার্থের কখন ব্রহ্মভাব থাকিতে পারে না । ‘তমেবভাস্তম্’
তাহার প্রকাশে সকল পদার্থের প্রকাশ হয় । এই রূপ শ্রুতি
থাকিতে তোমার বচন অগ্রাহ্য । অতএব মূঢ়তা ত্যাগ করিয়া
তুমি অদ্বৈতবিদ্যা আশ্রয় করিয়া সুখীহও । এই কথা শুনিয়া সে
পুনর্বার আচার্য্যকে বলিল । ‘খং ব্রহ্ম’ বেদে আছে আকাশই
ব্রহ্ম । সকল ভূত অপেক্ষা আকাশ প্রধান । আকাশই সর্ক-
লের আশ্রয় । সকল বস্তু তাহার পশ্চাৎ অন্তর্গত হয় । ইত্যাদি
বেদে বচনে শূত্র বস্তুর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । অপিচ
বেদান্তে আছে—‘আকাশস্তলিঙ্গাৎ’ তাহার লিঙ্গ হইতে আ-
কাশ উৎপন্ন হয় । বেদান্তদর্শনের এই বাক্যে আকাশের ব্রহ্ম-
ভাব নিশ্চিত হইয়াছে । অতএব আপনার এমত স্বীকার করা
কর্তব্য ।

তাহাদের কথা শুনিয়া গুরুবর বলিলেন । হে মূঢ়তম !
তুমি কদাচ আকাশকে সগুণ বলিতে পার না । এই কারণে
কি আকাশের কি পবনের কোন মতে ব্রহ্মভাব থাকে না ।
যে পরীক্ষার্থকে হেতু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, বেদে সেই
পরীক্ষার্থ রূপে বিদ্যমান । আকাশ উভয় বিরোধী । অতঃ-
পর এই শব্দ দ্বারা কেবল আকাশকে বুঝিতে হইবে । বেদে
উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্ম আকাশাদি সকল পদার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।
ব্রহ্ম আনন্দ ও বিজ্ঞান স্বরূপ । তিনি ভিন্ন জগতে আর কোন
বস্তু নাই—তিনিই অদ্বৈত । পুরাকালে শৈবলী ভূপতি পরি-
ণামে দোষ থাকা প্রযুক্ত শালাবত্য মত দূষিত করিয়া কিরূপে
পরব্রহ্মকে দোষাধিত করিলেন ? ।

ইত্যুক্ত আহ ভো বিদ্বত্তর ! ত্বন্ম কিং স্মৃতম্ । স তু প্রো-
বাচ ভোঃ স্বামিন্ ! নিরালম্বনসংজ্ঞকঃ । ২২৫ ॥

অহং পিতা মদীয়ন্ত রুপ্তনামেতি বিশ্রুতঃ । যত্নতত
প্রবক্তেতি শ্রদ্ধা প্রাহ পরো গুরুঃ । ২২৬ ॥

শূত্রস্নাতো মতং নিন্দ্য শূত্রস্ত ব্রহ্মতা ন চ । তমেব ভাস-
মিত্যাশ্রিতশ্চেত্তস্যাদিমূঢ়তাম্ । ২২৭ ॥

বিহায়াদৈতবিদ্যাং ত্বং সমাপ্রিত্য সুখী ভব । ইত্যুক্তত্বং পুনঃ
প্রাহ খং ব্রহ্মেতি শ্রুতীরিতম্ । ২২৮ ॥

আচার্য্যের এই বাক্য শ্রবণে শূত্রবাদী অত্যন্ত হুটু হইয়া শঙ্ক-
রকে পুনরায় বলিল । আমি আপনাদের দর্শনে পরম পবিত্র
হইয়াছি । অতঃপর আপনি আমাকে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দেন ।
আমি যাহাতে মুক্ত হইতে পারি, তাহার বিষয় উপদেশ
করুন ।

তখন আচার্য্য তাহার কথা শুনিয়া পুনর্বার বলিতে লাগি-
লেন । আকাশ আত্ম স্বরূপ । তোমার হৃদয়ে যে আত্মা
আছে, তুমি সম্যক রূপে তাহার উপাসনা কর । তাহাতেই
তোমার মোক্ষ হইবে । তখন শূত্রবাদী আচার্য্যবরের শিষ্য
হইল ।

অনন্তর একজন বরাহ মন্ত্রের উপাসক আসিয়া ভক্তিভাবে
আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বলিল । হে যতিবর ! আপনি
আমার স্তূতির মত শ্রবণ করুন । প্রথমে এই পৃথিবী যখন প্রল-
য়কালের জলে লীন ছিল, তখন আদি বরাহ (বিষ্ণু) দংষ্ট্রা দ্বারা
এই পৃথিবীকে উদ্ধার করেন । আপনারা সেই আদি বরাহের
দংষ্ট্রাচিহ্ন ধারণ পূর্বক সংযুক্ত মনে তাঁহার ভজনা করুন ।

আচার্য্য তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন । একথা কখন
বলিতে পার না । ব্রাহ্মণ যত্ন পূর্বক কেবল একমাত্র তপস্তা
করিবেক । যদি বেদোক্ত চিহ্ন ধারণ করিতে আগ্রহ না থাকে,
তবে আপনার শরীরে মংস্ত কুম্মাদি চিহ্ন ধারণ কর । বেদোক্ত
কার্য্য ভিন্ন ব্রাহ্মণের আর কোন কার্য্য বিধেয় নহে । যদি
সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করা সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, তবে সহর্ষে
শিব, বিষ্ণু ইত্যাদি রূপ ভজনা কর । কোন চিহ্ন ধারণ করিতে

আকাশঃ সর্বভূতেভ্যো জ্যাগান্ সৌহৃন্তি পরায়ণম্ । তং
প্রোক্তোবাস্তমারাদ্বীভ্যোং তি ক্রতিরব্রবীৎ । ২২৯ ॥

কিঞ্চ বেদান্ত আকাশস্তল্লিঙ্গাদিতি তস্ত সা । নিশ্চিতা
ব্রহ্মতা তস্মাৎ স্বীকর্তব্যমিদং মতম্ । ২৩০ ॥

ইত্যুক্তোহসৌ গুরুবর আহ মৈবং মূঢ়তমাহঙ্গ কদাপি ।
বাচ্যং পং যং সগুণমতো নাম্ভ ব্রহ্মত্বং ন তু পবনস্ত । ২৩১ ॥

হেতুঃ প্রোক্তং থলু পরকাণ্ডং সন্দেহেদেসাবুভয়বিবোধী ।
আকাশোহিতঃ পরমিহ বোধ্যঃ শব্দেনৈতেন নতু ধমেতৎ ।
২৩২ ॥

জ্যায়ন্তুং যস্ত খাদিত্যঃ ত্রুত্যা সম্যগুদীরিতম্ । তদ
ব্রহ্মানন্দবিজ্ঞানং সম্মাত্রং বৈতবর্জিতম্ । ২৩৩ ॥

অস্তবদ্বেন দোষণে শালাবত্মমতং পুরা । নিন্দিত্বা শৈবলী-
রাজা দোষযুক্তং কথং বদেৎ । ২৩৪ ॥

পারিবে না । ব্রাহ্মণ যদি সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য পরিত্যাগ
করে, তবে সে ব্রাহ্মণ দণ্ডনীয় । অতএব মূঢ়বুদ্ধি ত্যাগ ক-
রিয়া চিহ্ন সকল পরিত্যাগ কর । পরে কুলোচিত কার্য্য
সকল সম্পন্ন করিবে । তাহাতে যখন তোমার অন্তঃকরণ
নিশ্চল হইবে, তখনই মুক্তিলাভ করিবে । জ্ঞানলাভ না হইলে
মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই ।

আদি বরাহের উপাসক গুরুর মুখ হইতে এইরূপ জ্ঞানলাভ
করিয়া পূর্ণোক্ত কাণ্ডের অধ্যয়ন করিল । অবশেষে একজন
পরম তপস্বী হইয়া শঙ্করের শিষ্য হইল ।

অনন্তর কামকম্বা নামে একজন যুগ্মলোকের উপাসক তথায়
আসিয়া উপস্থিত হয় । পরে শঙ্করকে নমস্কার করিয়া বলিল ।
এই জগতে যে লোক সমূহ আছে, তিনিই সকলের পরমেশ্বর ।
আপনার মোক্ষার্থী, আপনারা একমনে সেই মহুর উপাসনা
করিবেন । সত্যলোকের নাম মুক্তি, তাহারই সেবা করিতে
হয় । নচেৎ আর কিছুতেই মুক্তি হয় না ।

তাহার এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন । হে মূঢ়তম !
বেদান্ত মিপ্যা, যে বস্তু অনিত্য, তাহার সেবা করিলে সত্য

এবমসৌ শ্রবণাদতিরুক্তঃ প্রাহ গুরুং পরমং পুনরিথম্ ।
দর্শনতো ভবতামহমেষঃ পাবনতামুপযাত ইত্যন্তম্ । ২৩৫ ॥

ব্রহ্মোপদেশং কুরু যেন মুক্তঃ শ্রামিত্যসৌ প্রোক্ত উবাচ
ভূয়ঃ । আকাশ আত্মানমুপাস্ত সম্যক্ হৃদিস্থিতঃ তেন তবাহস্ত
মোক্ষঃ । ২৩৬ ॥

ইত্যুক্ত আচার্য্যবরস্ত শিষ্যো বভূব তং শঙ্করদেশিকে-
জ্ঞম্ । প্রাহাগতো ভক্ত ইদং বরাহে নত্যা যতে ! মে শৃণু স্মন্দরং
মতম্ । ২৩৭ ॥

প্রলয়ান্তসি লীনাদিবরাহেণোক্তা মহী । যেন তং মুক্তি-
সিদ্ধার্থং ভজন্তব্যং যুক্তচেতসঃ । ২৩৮ ॥

দংষ্ট্রাক্তিতুভ্যাঃ সর্ব ইত্যুক্তঃ প্রাহ তং গুরুঃ । মৈবং হি
ব্রাহ্মণেনৈকং তপঃ কার্য্যং প্রযত্নতঃ । ২৩৯ ॥

বেদোক্তে যদি চিত্তানাং ধারণেহস্তি হুবাগ্রহঃ । তদাটিকঃ
কূর্ম্মমৎস্তাদৈরহ্ননীয়ঃ শরীরকম্ । ২৪০ ॥

বরূপ মুক্তি লাভ হইতে পারে না । এই কথার অবসানে সে
ব্যক্তি গুরুকে নমস্কার করিয়া অদ্বৈত পথ অবলম্বন করিল ।

অনন্তর গুণাবলম্বী কতকগুলিন লোক আসিয়া পরমগুরু
শঙ্করকে প্রণাম করিয়া বলিল । হে প্রভো ! গুণসমষ্টি জগতের
কারণরূপে উক্ত হইয়াছে । ঐ গুণরাশি ব্রহ্মাদি দেবগণেরও
সৃষ্টিকর্তা । আমরা সেই গুণসমষ্টির সেবা করিয়া থাকি ।
আমরা তাহাতেই কৃতার্থ, আমরা তাহাতেই সর্বপূজ্য । গুণ
সকল সর্বময়, অতএব আপনারাও ঐ গুণরাশির সেবা করুন ।

তাহাদের কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন । মোক্ষলাভের
জন্য, অন্য পদার্থের উপাসনা অত্যন্ত অবিধি । তাহারও
আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া হৃষ্টবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া বিগুহ অদ্বৈত
মত অবলম্বন করিল । পরে শীঘ্র আচার্য্যের শিষ্য পদে অধিকৃত
হইল ।

অনন্তর একজন সাংখ্যমতাবলম্বী প্রকৃতিবাদী আচার্য্যকে
প্রণাম করিয়া বলিল । প্রকৃতি জগতের উপাদান (মূল) কারণ
বলিয়া উল্লিখিত আছে । হে যতিরাজ ! মহু, পরাশর প্রভৃতি

বেদোক্তকৰ্মণোহজ্ঞান বিপ্রস্তার্থো ন কশ্চন । স গুণং ব্রহ্ম
সংসেবামিতি চেৎ সেবাভ্যাং যদা । ২৪১ ॥

শিববিষ্ণুদ্বিরূপং তৎ সন্ত্যাক্ষা চিহ্নধারণম্ । বিপ্রসন্ত্যক্ত-
সন্ত্যাদিকৰ্ম্মা দত্তং সমর্থিতি । ২৪২ ॥

তন্মান্ মূঢ়মতিং ত্যক্ত্বা লিঙ্গশূন্তঃ কুলোচিহ্নম্ । কুরু কৰ্ম্মেণ
ভেন জ্বং শুদ্ধো মুক্তিং গমিষ্যসি । ২৪৩ ॥

জ্ঞানলাভেন সোহপ্তক্ভো জ্ঞানং প্রাপ্য গুরোর্মুখাৎ । বভূব
লক্ষণার্থোহস্ত শিষ্যঃ পরমতাপনঃ । ২৪৪ ॥

ততোহজ্ঞঃ কামকৰ্ম্মার্থোঃ মনুলোকস্তসেবকঃ । আগ-
তোভ্যং নমস্কৃত্য প্রোবাচ পরমং গুরুম্ । ২৪৫ ॥

লোকানাং সজ্জ এবাস্তি পরেশোহতো মনুস্কৃতিঃ । সেব-
নীয়ো ভবন্তি নৈব স এবানন্তবুদ্ধিভিঃ । ২৪৬ ॥

সত্যলোকাত্মিকা মুক্তিস্তৎসেবাতো ন চাতৃথা । ইত্যুক্তঃ
প্রোহ ভো মূঢ়তম ! নানিত্যসেবয়া । ২৪৭ ॥

অনৃতভৃত্যা মুক্তিঃ সত্যরূপা ন লভাতে । ইত্যুক্তোহসৌ
গুরুং নত্বাহৈবতবৃত্ত্যাশ্রিতোহভবৎ । ২৪৮ ॥

স্মৃতি শাস্ত্রের মতন এবিষয়েও স্মৃতিশাস্ত্র প্রমাণ । সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয়ের সমতার নাম প্রকৃতি । প্রকৃতি, মহত্ত্ব এবং অহঙ্কারাদির কারণ । তিনি অবক্ত হইয়াও ব্যক্ত হন । জগতে প্রকৃতিই এক এবং পরাংপর । এই প্রকৃতির উপাসনা মাত্র মনুষ্যগণের মুক্তি সহজ ও নিকটবর্তী হয় । আমাদের মতে এই সকল বিষয় স্পষ্ট আছে । অতএব আপনারাও এইমত অবলম্বন করুন ।

তাহার এইকথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন । হে সাংখ্যসেবক ! তুমি একথা বলিতে পার না । কারণ তোমার মতে বেদ, পিরোধী আছে । যে স্মৃতি বেদের অমূল্য, তাহারই প্রামাণ্য থাকে । নতুবা অন্যকোন রূপে প্রামাণ্য হয় না । বেদের মধ্যে প্রকৃতি কি প্রধান ইত্যাদি শব্দের কোন উল্লেখ নাই । ভাষাতে প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না । বেদে পর-
মেশ্বরকে ঈক্ষিতা (দ্রষ্টা) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । প্র-

ততস্তং গুণসেবায়াং তৎপরাঃ পরমং গুরুম্ । নত্বোচ্চু হি
গুণাঃ স্বামিন্ । কারণং জগতাং মতাঃ । ২৪৯ ॥

ব্রহ্মাদীনাং হি কর্তারন্তেষাং সেবাপরা বয়ম্ । কৃতার্থাঃ
সৰ্ব্বসংপূজ্যাস্তেষাং সৰ্ব্বময়ত্বতঃ । ২৫০ ॥

ভবান্তুরপি তে সেবা ইত্যুক্তঃ প্রোহসৌ গুরুঃ । জন্তোপা-
সনমতাস্তমযুক্তং মোক্ষসিদ্ধয়ে । ২৫১ ॥

ইত্যুক্তাঃ কুমতিং ত্যক্ত্বা শুদ্ধাঐবতপারয়ণাঃ । তণৈব
শিষ্যতাং যাতাস্ততঃ কশ্চিৎ সমাগতঃ । ২৫২ ॥

সাম্ভ্যাঃ প্রধানবাদী তৎ নত্বোবাচ পরং গুরুম্ । উপাদানং
প্রদানন্ত কারণং জগতঃ স্মৃতম্ । ২৫৩ ॥

স্মৃতিঃ প্রমাণমস্মাকং মবাদিস্মৃতিবদ্যতে ! । গুণসানাং
প্রধানং স্থান্ মহত্ত্বাদিকারণম্ । ২৫৪ ॥

অব্যক্তং ব্যক্তভাবক জগতোকং পরাংপরম্ । তদুপাসন-
মাত্রেণ মুক্তিঃ সমিহিতা নৃণাম্ । ২৫৫ ॥

কৃতি সম্বন্ধে (ঈক্ষিতা) ইত্যাদি কোন কথাই উল্লেখ নাই । তাহার ঈক্ষণ শক্তি নাই সে জড় । স্মৃতি প্রকৃতি জড়পদার্থ হইল । বেদবাস এইরূপ স্মৃতি করিয়াছেন । “ঈক্ষতে-
নাশকম্” অশব্দ অর্থাৎ প্রকৃতি জগতের কারণ নহে । কারণ, যে জগতের কারণ হইবে, সে ঈক্ষিতা অর্থাৎ দ্রষ্টা হইবে । অতএব “স ঐক্ষত বহু স্যাৎ প্রজায়ের” তিনি পর্যালোচনা করিলেন, যেন আমি বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি । ইত্যাদি প্রতিবাক্য থাকাতে প্রকৃতি জগতের কারণ নহে । কিন্তু যিনি পরব্রহ্ম, তিনি সংস্বরূপ । অতএব মূঢ়বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া ঐবৈতমতে নিষ্ঠা বা আস্থা প্রকাশ কর ।

আচার্যের কথা শুনিয়া সাংখ্যমতাবলম্বী ব্যক্তি বলিল । “অশব্দ” শব্দে যে প্রধান বা প্রকৃতি, এ বিষয়ে প্রতি আছে । যথা—“যিনি—অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অরূপ, অবায়, অরস, নিত্য, অগন্ধ, অনাদি ও মহত্ত্বের পর, তাহাকে জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু মুখ হইতে মুক্তি লাভ হয় ।” এই বেদবচনে ‘অব্যক্ত’ এই শব্দ থাকাতে প্রকৃতিকে বুঝাইয়াছে ।

ইত্যাদি স্বৰ্গ্যতে তস্মাৎ সৌকৰ্ণ্যমিদং অতম্ । ইত্যুক্ত
আচ ভোঃ সাংখ্য ! তৈবং বেদবিরোধতঃ । ২৫৬ ॥

স্মৃতে বেদাহুক্ণায়াঃ প্রামাণ্যং হি ন চান্তথা । অশক্ণাৎ
প্রধানন্ত জগতঃ কারণং নহি । ২৫৭ ॥

বেদোক্তস্তেক্ষিতৃত্ত্বতাবাদস্ত জড়স্ত বৈ । নাশকমীক্ষিতে-
রিত্যত আচার্যো কদীরিতম্ । ২৫৮ ॥

তস্মাৎ ন এবৈত্যানি ক্রতি বাক্যান্ন কারণম্ । প্রধানং
কিন্তু চৈতন্ত্যং পরং ব্রহ্ম সদায়কম্ । ২৫৯ ॥

অতো মূঢ়মতিং তাক্ণাহদৈতনিষ্ঠো ভবধুনা । ইত্যুক্তঃ
প্রাধ নাশকং প্রধানং ক্রতিরস্তি হি । ২৬০ ॥

অচিন্ত্যমব্যক্তমূৰ্খমবায়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্ যৎ ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ক্রবং নিচায়্য তং মূঢ়মুখাং প্রমু-
চ্যাতে । ২৬১ ॥

তাহার কথা শুনিয়া বিজ্ঞ গুরুদেব বলিতে লাগিলেন । তখন
প্রকরণাদি দ্বারা ‘অব্যক্ত’ শব্দে ঐ কথা উল্লেখ করা হইয়াছে ।
কিন্তু প্রকৃতির উপাসনা করিলে জ্ঞান জন্মে না । কারণ সমু-
দ্রুপই মুক্তির আদিলক্ষণ । অতএব এই মত ত্যাগ করিয়া
অদ্বৈত ব্রহ্ম বিদ্যা অবলম্বন করিয়া স্মৃণী হও । আচার্য্যের
এই কথা শুনিয়া সাংখ্যমতাবলম্বী আচার্য্যের শিষ্য হইল ।

অনন্তর একজন কপিলমতের অনুচর যোগবিৎ পণ্ডিত
আসিয়া বলিল । আপনি আমার প্রামাণিক বাক্য শ্রবণ
করুন । যোগ হইতে মুক্তি হয়, ইহাই আমার মত । নির্জ্ঞান-
দেশে স্মৃথে আসনে উপবেশন করিতে হইবে । পবিত্র হইতে
হইবে এবং নিজ শরীরে সমগ্র গ্রীবা ও মস্তক সমভাবে রাখিতে
হইবে, সংন্যাস অবলম্বন করিতে হইবে । ইন্দ্রিয় সকল
রোধ করিয়া ভক্তিভাবে গুরুকে প্রণাম করিবেক । পরে যিনি
জদয়ে অবস্থান করেন—যিনি জগতের পুণ্ডরীক—যিনি বিরজ,
বিশুদ্ধ, তাঁহাকে মধ্যে ধ্যান করিবেক । যিনি নিশ্চল, যিনি
অশোক, অচিন্তনীয়, অব্যক্ত, অনন্তরূপ, শিব, শাস্ত, অমৃত
ব্রহ্মধোনি—যিনি আদি মধ্য ও অন্তবিহীন, যিনি এক, বিভূ,

ইত্যবাক্তেন শব্দেন প্রধানং প্রতিপাদিতম্ । ইতি ক্রিয়া
গুরুঃ প্রাহঃ প্রোক্তঃ প্রকরণাদিনা । ২৬২ ॥

উক্তশব্দেন সংপ্রোক্তঃ কিঞ্চ জ্ঞানং ন সংভবেৎ । গুণসাম্য-
সুসেবাতঃ সত্বশ্রোত্রেণৈকরূপকম্ । ২৬৩ ॥

তস্মাদেতদ্ব্যতং তাক্ণাহদৈতবিদ্যাং সমাপ্রিতঃ । স্মৃণী
ভবেতি সংপ্রোক্তঃ সাঙ্খ্যোহসৌ শিষ্যতাং গতঃ । ২৬৪ ॥

ততোহনন্তং নমস্কৃত্য কাপিলো যোগবিস্তমঃ । প্রাহ প্রামা-
ণিকং যোগান্ মুক্তিরন্তীতি মে মতম্ । ২৬৫ ॥

বিবিক্তদেশে চ স্মৃণাসনন্তঃ শুচিঃ সমগ্রীবশিরঃশবীষঃ ।
অভ্যাশমন্তঃ সকলেন্দ্রিয়ানি নিকষ্য ভক্ত্যা স্বগুরু-

প্রণম্য । ২৬৬ ॥
জংপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং বিচিন্ত্য মধ্যে বিশদং বিশো-
কম্ । অচিন্ত্যমব্যক্তমনস্তরূপং শিবং প্রশান্তং অমৃতং ব্রহ্মধো-
নিম্ । ২৬৭ ॥

চিদানন্দ, অরূপ, অদ্বিত, যিনি উনামতায়, পরমেশ্বর, পিতৃ,
ত্রিলোচন, নীলকণ্ঠ ও প্রশান্ত—একপ মূর্তি ধ্যান করিলে যোগী
ভিমিরের পরগামী সমস্ত সাক্ষী স্বরূপ ভূতদোষি প্রাপ্ত হন ।
ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচনে আমার মতের প্রামাণ্য হইতেছে ।

অপিচ আগমে যথাবিধি জপবিদ্যা কথিত হইয়াছে । মট্-
চক্রের ভেদ করিবার কথা বলা হইয়াছে । অতএব হে ‘স্যা-
চার্য্য ! যাহারা মোক্ষপ্রার্থী, তাহারা যত্নসহকারে আমার
মত গ্রহণ করিবেন ।

তাহার এইকথা শুনিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিতে লাগিলেন ।
হে যোগবিৎ পণ্ডিত ! তুমি একথা বলিতে পার না । সমস্ত
বেদে ‘দহর’ নামক বিদ্যাকে মোক্ষের হেতু বলিয়া নির্দেশ
করিয়াছে । তুমি যে যোগের কথা বলিলে, তাহা কখন মো-
ক্ষের কারণ হইতে পারে না । অজ্ঞাপা বিদ্যার মূলমন্ত্র হইতে
‘সোহম্’ এই অর্থ নিশ্চয় হইয়া থাকে । তাহাতে জীব ও
ঈশ্বরের ভেদ না থাকিলে কিরূপে যোগ হইবে ? যে ব্যক্তি
আত্মাকে সর্বভূতে বর্তমান এবং সকল বস্তু আত্মার উপরে
অবস্থিত দর্শন করে, সেই ব্যক্তি পরমব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় । অন্য

জনাঙ্গিমায়াঃ বিভূঃ চিদানন্দরূপমদ্ভুতম্ ।
উদাসভায়াঃ পরমেশ্বরং প্রভূং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্ ।

২৬৮

ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তসাক্ষিঃ ততঃ পর-
স্তাৎ । ইত্যাদিবাট্যে নিগমেষু সংস্বেঃ প্রমাণতাং যাতি মতং
মদীয়ম্ । ২৬৯ ॥

কিঞ্চাগমেষু সংপ্রোক্তা জপবিদ্যা বিধানতঃ । ভেদনং
চক্রষট্চক্র তথা প্রোক্তমতো মতম্ । ২৭০ ॥

মুক্ত্যাকাজ্জিভিরাচার্য্য ! দেবনীয়ং প্রযত্নতঃ । ইত্যুক্ত আহ
মৈবং ভো বৈদে দহরসংজ্ঞিকা । ২৭১ ।

বিদ্যোক্তা ন শুদ্ধকোহয়ং যোগো মোক্ষস্ত কারণম্ । ২৭২ ॥

অজ্ঞপামূলমন্তস্ত সোহহমিত্যর্থনিশ্চয়াৎ । জীবেশয়ো ভিদ্দা-
গর্ক্যভাবাদ্যোগঃ কথং ভবেৎ । ২৭৩ ॥

কিছুতেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না । ইত্যাদি শ্রুতি বচনে জ্ঞান বাতীত
আর কিছুতেই মোক্ষ লাভ হয় না, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে ।
আর ষট্চক্র ভেদ করিলে যে মুক্তি হয়, তাহা মুক্তির পথ নয় ।
কারণ, একমাত্র জ্ঞান সঞ্চার হইলেই মুক্তি হয় । বিশেষতঃ
বেদে উক্ত হইয়াছে—শম দম, তিতিক্ষা ইত্যাদি গুণযুক্ত হইয়া
কেবল আত্মার উপরে আত্মদর্শন করিবেক । পরে শ্রবণ, মনন
ও নিদিধ্যাসন এই তিনপ্রকার সাধনদ্বারা চিত্তমালিন্য ক্ষয়
পাইলে বেদান্ত শাস্ত্রের অধিকারী হয় । বেদান্তশাস্ত্রের জ্ঞান
হইলে যখন সমস্তবস্তুর অর্থ নিশ্চয় করিতে পারা যায়, পরে
যখন যতিগণ সংন্যাস যোগে নির্মলচিত্ত হন, তখন তাঁহারা
ব্রহ্মলোকে থাকিয়া পরম অন্তকালে পরামৃত হইতে পরিগৃহ্য
হন । এই সকল বেদবাক্য দ্বারা ভূমি যে যোগের কথা বলি-
য়াছ, তাহা উপেক্ষিত হইল ।

আচার্য্যের এইকথা শুনিয়া যোগবিৎ পুনরায় বলিল ।
হে যতিব্রাহ্ম ! আপনি অজ্ঞানবশতঃ এইরূপ কথা বলিতেছেন ।
যে ব্রাহ্মণ খেচরী মুদ্রা না জানিয়া ‘আগি ব্রহ্মজ্ঞানী’ এই কথা
বলিবেন, তাঁহার জিহ্বাচ্ছেদন করিবার নিয়ম আছে । যে

সর্বভূতস্বমাখ্যানং সর্বভূতানি চাখ্যানি । সংপশ্বান্ ব্রহ্ম
পরমং যাতি নাহোহন হেতুনা । ১৭৪ ॥

ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ স্মার্ত্তগো জ্ঞানাদজ্ঞো নিষিধ্যতে । ষট্চক্র-
ভেদনাদ্যোহয়ং যুক্তৈঃ কিঞ্চ শ্রুতির্জ্ঞাগো । ২৭৫ ॥

শাস্ত্রাদিযুক্ত অখ্যানং পশ্চাদাখ্যানি কেবলম্ । অধিকারী
শুদ্ধচিত্তঃ শ্রবণাদৈঃ স্তসাধনৈঃ । ১৭৬ ॥

বেদান্তবিজ্ঞানমুনিশ্চিতার্থাঃ সংজ্ঞানযোগাদেতয়ঃ শুদ্ধ-
সদ্বাঃ । তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃত্যং পরিমুচ্যন্তি
সর্বৈঃ । ২৭৭ ॥

ইত্যাদিভিঃ শ্রোতবচোভিরেষ যোগো ভবৎপ্রোক্তঃ উপে-
ক্ষণীয়ঃ । ইত্যুক্ত আচার্য্যমুবাচ ভূয়ো যতেহপরিজ্ঞানবশাদ-
ব্রবীষি । ২৭৮ ॥

অজ্ঞাত্বা খেচরীং মুদ্রাং ব্রহ্মজ্ঞোহহমিতি দ্বিজঃ । যো বদে-
ত্তস্ত জিহ্বায়াং ছেদং কুর্বাতি শাসনম্ । ২৭৯ ॥

নদীত্রিতয়সংযোগঃ ত্রিকূটাত্ম্যমিতি দ্বিজঃ । ব্রহ্মাহমিতি
যো বৃতে তজ্জিহ্বাচ্ছেদমাচরেৎ । ২৮০ ॥

ব্রাহ্মণ ত্রিকূট নামে তিনটি নদীর সংযোগ এবং ‘অহং ব্রহ্ম’ এই
কথা বলেন, তাঁহারও জিহ্বাচ্ছেদন করিবেক । যে ব্রাহ্মণ শৃঙ্গা-
টক (সকল পথ) না জানিয়া ‘অহং ব্রহ্ম’ এই কথা বলেন, তাঁহা-
রও জিহ্বাচ্ছেদন করিবেক । যে ব্রাহ্মণ পূর্ণমণ্ডল পথে মনোমু-
নীর স্বরূপ না জানিয়া ‘অহং ব্রহ্ম’ এই কথা বলেন, তাঁহার জি-
হ্বার ছেদন করিবেক । যে ব্রাহ্মণ অশুষ্ঠমাত্র পুরুষের বাসস্থান
জানে না, অথচ ‘অহং ব্রহ্মান্মি’ এই কথা বলিয়া থাকেন,
তাঁহারও জিহ্বাচ্ছেদ করিবেক । নীচ, উন্নত লোকে যাহার
নিন্দা করিয়া থাকে, যে ব্রাহ্মণ সেই তিনটি অবস্থা না জানেন,
তাঁহার মস্তক অধঃপতিত হয় । লয়বিৎ লোকে পরমব্রহ্ম পাইয়া
থাকেন, অন্য কোনপথে ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না । ঈর্ষ্যোগবিৎ
লোকে পরমজ্ঞান, পরম সনাতন ব্রহ্ম পাইয়া থাকেন । যখন এই
সকল শাস্ত্র রহিয়াছে, তখন যাহারা মোক্ষাভিলাষী, তাহারা
সকলেই যত্নপূর্বক এই যোগ শাস্ত্র অবলম্বন করিবেন ।

অবিদিত্বা দ্বিজো যন্ত শৃঙ্গাটকমতঃপরি। ব্রহ্মাহমিতি
যো ক্রতে তজ্জিহ্বাচ্ছেদমাচরেৎ। ২৮১ ॥

মনোমন্তাঃ স্বরূপং হি পূর্ণমণ্ডলমার্গতঃ। অবিদিত্বাহব্রবীদ্
ব্রহ্মেত্যস্ত জিহ্বাং হি সঙ্কিনেৎ। ২৮২ ॥

অদৃষ্টমাত্রস্ত পুংসঃ স্থানজ্ঞানং বিনা দ্বিজঃ। ব্রহ্মাহমীত্যাচ্যতে
যেন তস্ত জিহ্বাং হি সঙ্কিনেৎ। ২৮৩ ॥

অবস্থাত্রিতয়স্থানং নীচোন্নতবিগর্হিতম্। অজ্ঞাত্বা ব্রহ্ম
যো ক্রতে শিরস্তস্ত পতত্যধঃ। ২৮৪ ॥

পর্যবং পরমং যাতি ব্রহ্ম নাশ্চেন বস্মনা। হঠবিৎ পরমং
স্থানং যাতি ব্রহ্ম সনাতনম্। ২৮৫ ॥

ইত্যাদিবচনৈঃ ধোং সর্কদা মোক্ষকাজ্জিভিঃ। ভবন্তিরতি-
যত্নেন স্বীকর্তব্য ইতীরিতঃ। ২৮৬ ॥

গুরুরাহ বৃথৈব স্বং জল্পস্তজ্ঞানমোহিতঃ। অষ্টাঙ্গযোগজা-
মুক্তি ন তু কিস্তি বিমুক্তিদ্বিঃ। ২৮৭ ॥

ঐকাগ্রাদস্তথা শ্রোতো বিরুদ্ধো বেদতোন হি। খেচর্যা-
দিকমুদ্রায়া বিজ্ঞানেন বিনা নহি। ২৮৮ ॥

মুক্তিরিত্যুক্তিরত্যস্তসাহসাদেব নাশ্রুথা। ব্রহ্মজ্ঞানাদ্যতো
মুক্তিং বেদো বদতি নাশ্রুতঃ। ২৮৯ ॥

তাহার এই কথা শুনিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিতে লাগিলেন।
তুমি অজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া বৃথা এই কথা বলিতেছে। অষ্টাঙ্গ
যোগে মুক্তি হয় না। তবে অষ্টাঙ্গযোগ জানিলে বিমুক্তি
এবং চিত্তের একাগ্রতা হয়। বেদবচনে বেদোক্ত কার্য্য কখনই
বিরুদ্ধ নহে। আর তুমি যে বলিয়াছ, খেচরী প্রভৃতি মুদ্রা
জ্ঞান না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, কিম্বা মুক্তি হয় না, একথা
কেবল তোমার সাহস মাত্র। কারণ, বেদে কথিত হইয়াছে
যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। আর কিছুতেই মুক্তি হয় না।
এই কারণে বিবেকী পুরুষ বেদোক্ত কার্য্যে একান্ত নিষ্ঠা দেখা-
ইবেন। বিমুক্তচেতা হইয়া বৈরাগ্য যুক্ত হইতে হইবে,
শম দম তিত্তিকা প্রভৃতি গুণযুক্ত হইয়া গুরুর মুখ হইতে

তস্মাচ্ছ্রুতিপ্রোদিতকর্ম্মনিষ্ঠো বিমুক্তচিত্তঃ পুরুষো-
বিবেকী। বৈরাগ্যবান্ শান্তিদমাদিযুক্তো যুযুক্ষুরাশ্বানমজঃ
। ২৯০ ॥

গুরো মূর্খাত্তমসীতিবাক্যঃ। শ্রদ্ধা বিচার্যাশ্রয়গতিং স্ব-
সম্যক্। সচ্চিৎস্বথং ভেদবিহীনমজ্ঞা বিজ্ঞায় মুক্তো ভব-
তীতি সোক্তঃ। ২৯১ ॥

নহা গুরোঃ পাদযুগং স্নভক্ত্যা শিষ্যো বভূবাহ পরাগুবাদম্।
সমাপ্রিতা ধীরশিবাদয়োহস্ত্রে সমাগতাঃ প্রোচুরিদং বতী-
শম্। ২৯২ ॥

কর্ত্তা পরেশো যদুদীরিতোহস্তি সৃষ্টৌ স ভূমাদ্যগুন্কাযু-
নক্তি। নিত্যান্ লয়ে তান্ বিযুনক্তি চৈষো ভূমাদিভি লোক
গুরুঃ স লোকান্। ২৯৩ ॥

‘তত্ত্বমসি’ বেদবাক্য শুনিয়া ও আশ্রয়গতি সম্যকরূপে বিচার
করিয়া ভেদশূন্য সচ্চিদানন্দ, অজ, আত্মাকে জানিয়া মোক্ষার্থী
ব্যক্তি মুক্ত হয়। ২৯২—২৯১ ॥

আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া ভক্তিভাবে গুরুর পদযুগলে
প্রণাম করিয়া শঙ্করের শিষ্য হইল। পরে ঐ ভাবে জীবনের
শেষভাগ অতিবাহিত করিতে লাগিল।

অনন্তর ধীরশিব প্রভৃতি কতকগুলিন পরমাণুবাদী আসিয়া
যতীশ্বর শঙ্করকে বলিল। শাস্ত্রে পরমেশ্বরকে জগতের কর্ত্তা
বলা হইয়াছে। সেই পরমেশ্বর যখন সৃষ্টিকালে পার্থিব, তৈ-
জস প্রভৃতি নিত্য পরমাণু প্রয়োগ করেন, তাহাতেই জগতের
সৃষ্টি হয়। আবার যখন প্রলয়কালে ঐ সকল নিত্য পরমাণুকে
বিযুক্ত করা হয়, তখনই জগতের ধ্বংস হয়। সেই পরমেশ্বর
ক্ষিতি, অপ্ ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া লোক-
গুরু হইয়াছেন। তিনি সমস্ত জগৎ এবং এবং বিবিধ জীব
জন্তু সৃজন করিয়া, তিনি স্বয়ং নিত্য ও পরিপূর্ণ হইয়া সাক্ষীর
মতন অবস্থান করেন।

তাহাদের এই সমস্ত কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিতে লাগি-
লেন। তুমি একপ বেদ বিরুদ্ধ বাক্য বলিও না। কিসে
বেদের বিরোধ হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। বেদে পরমাত্মা

বিধায় সৃষ্টা বিবিধাংশ জীবানাংস্তে স্বয়ং সাক্ষিবদেব
পূর্ণঃ। ইত্যুক্ত আচার্য্য উবাচ মৈবং ক্রতে স্কিরোধাক্ষুণ্ণ
তদ্বিরোধঃ। ২৯৪ ॥

পরাম্বনঃ খাদিকসর্গ উক্তঃ ক্রতো তেষু তু নিত্যতাহতঃ।
পরেশ একঃ থলু নিত্যরূপো জ্ঞাতঃ জগৎ সর্বমনিত্যমেব।
২৯৫ ॥

জগদীশাদজ্ঞাতঃ কেবুচিদাদি বর্ততে। তস্মৈ তৎ ন
বক্তব্যং সর্বজ্ঞজনকত্বতঃ। ২৯৬ ॥

অধীত্য গৌতমীং বিদ্যাং শ্রাগালীং যোনিমাবিশেৎ।
ইত্যাদিবচনাত্তাং তু বিহায়াহৈবৈতমাপ্রিষ্ঠাঃ। ২৯৭ ॥

মুক্তা বতথ শুদ্ধাত্মবিজ্ঞানাদ্ গুরুভক্তিজাৎ। ইত্যুক্তান্তে
বভূবুর্নৈ শিষ্যা ধীরশিবাদয়ঃ। ২৯৮ ॥

প্রাতঃ স্নাত্বা ত্রিবেণ্যাং হি গুরুঃ শিষ্যসমমিতঃ। প্রাশ্না-
র্গাং প্রাপ্য পক্ষার্থাং কাশীং কাশীশসংযুতাম্। ২৯৯ ॥

স্তুতিভিঃ করতালৈশ্চ শঙ্কাদিনির্নদৈস্তথা। চিত্রমাসী-
ভক্ত মাসজিতয়ং সংস্থিতে গুরো। ৩০০ ॥

হইতে আকাশ, ভূমি, জল ইত্যাদি পদার্থের সৃষ্টি নিরূপিত
হইয়াছে। তবে কিরূপে আকাশ, ভূমি প্রভৃতি পদার্থ নিত্য
হইবে?। এই কারণে বুঝিতে হইবে, কেবল একমাত্র পর-
মাত্মা নিত্য, আর জ্ঞাত সমস্ত জগৎ অনিত্য। কোন শাস্ত্রে
দেখিতে পাইবে না যে, পরমাত্মা জ্ঞাত পদার্থ, কিম্বা পরমাত্মা
হইতে সমুদয় পদার্থ সৃষ্ট হয় নাই। যদি কোন শাস্ত্রে দেখিতে
পাও যে, পরমাত্মা কোন পদার্থের স্রষ্টা নহে, তবে সে শাস্ত্র
মিথ্যা এবং সে কথা আর কদাচ বলিও না। ‘পরমাত্মা স-
কল পদার্থের স্রষ্টা বা কারণ নহে’ এই রূপ বোধ করিয়া গো-
তমীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে শৃগাল যোনি প্রাপ্ত হয়। এই
সমস্ত শাস্ত্রীয় বচন স্পষ্ট প্রমাণ থাকাতে এখনই গৌতমের মত
ত্যাগ কর। পরে অবৈত বিদ্যা আশ্রয় করিলে গুরুর উপর

স্বামিনং কেচিদাগত্য নত্বা তং কৰ্ম্মবাদিনঃ। প্রোচু স্কি-
খস্ত সৃষ্টাদিকৰ্ম্মণো ভবতি প্রভো!। ৩০১ ॥

রম্যেণ কৰ্ম্মণা রম্যাং যোনিং বিপ্রাদিকস্ত বৈ। পাপেন
কৰ্ম্মণা পাপাং শূদ্রাদেস্তাং ব্রজন্তি হি। ৩০২ ॥

কৰ্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাশ্ৰিতা জনকাদয়ঃ। ইত্যাদিকৈ স্কি-
চোভি মূৰ্ম্মকুভিঃ কৰ্ম্মযত্নতঃ। ৩০৩ ॥

কার্য্যং স্মৃথস্ত সংপ্রাপ্তি শ্রোক্ষ ইত্যভিধীয়তে। ইত্যুক্তঃ
প্রাহ মৈবং যন্তৈতৎকৰ্ম্মেতি হি ক্রতিঃ। ৩০৪ ॥

ব্রহ্মকার্য্যং জগদ্ ক্রতে ধ্যেয়ং তৎকারণং তথা। ইতু্যপক্রম্য
সংক্রতে শম্ভুরাকাশমধ্যগঃ। ৩০৫ ॥

শতং চ সত্যমিত্যাди প্রতিশ্চাস্তি বিবোধিকা। ব্রহ্মণঃ
স্বক্স্মলূপি বিশ্বকারণরূপিণঃ। ৩০৬ ॥

তস্মাৎ সর্বজ্ঞ এবেশঃ কারণঃ জগতো মতম্। নৈব কস্ম
জড়ত্বাদ্যে মন্দান্তেহথাশ্রয়ন্তি তৎ। ৩০৭ ॥

ভক্তি জন্মিবে। গুরু ভক্তি হইতে যে গুরু আত্মজ্ঞান হইবে,
তাহাতে তোমরা শীঘ্র মুক্ত হইতে পারিবে।

ধীরশিব প্রভৃতি পপনাগুবাদীগণ আচার্য্যের এইরূপ সুল-
লিত বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে তাঁহার শিষ্য হইল।

আচার্য্য শঙ্কর শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ত্রিবেণীতে প্রাতঃকালে
স্নান করিয়া পূর্বপথ দিয়া সাতদিনে কাশীপতি বিশ্বেশ্বরের
রাজধানী কাশী নগরীতে গমন করেন। কেহ স্তব পাঠ করি-
তেছে, কেহ করতালী দিতেছে—কেহ বা শঙ্ক ধ্বনি করি-
তেছে। এই রূপে দেখিলেন, কাশীর সমুদয় স্থান আনন্দে
পরিপূর্ণ এবং সর্বত্র অদ্বুত। তথায় শঙ্করগুরু সশিষ্যে তিন
মাস অবস্থান করেন।

তৎকালে কতকগুলি কৰ্ম্মবাদী লোক আগমন করিয়া
বলিতে লাগিল। প্রভো! এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি স্থিতি
ও লয়, কেবল কৰ্ম্ম হইতে সম্পন্ন হয়। উত্তম কৰ্ম্ম
করিলে ব্রাহ্মণাদি কুলে জন্ম হয়, এবং পাপকৰ্ম্ম
করিলে শূদ্রাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। জনকাদি মহাত্মাগণ কেবল

ইত্যুক্তান্তে পরাং বিদ্যাধ্যাপিতাঃ শিষ্যতাং গতাঃ । ততো
বাভরণাখ্যন্তং শিষ্যৈঃ সহ সমাগতঃ । ৩০৮ ॥

নহোবাচ স চক্ৰোহসৌ সর্বলোক প্রকাশকঃ । বেদাদি-
পালকঃ পূর্ণিমান্দো পূজাঃ প্রযত্নতঃ । ৩০৯ ॥

তহুপাসনয়া মুক্তিরিত্যুক্তঃ প্রাহ নাস্তি সঃ । অনিত্যোপাস-
নালভ্যো নিত্যো মোক্ষঃ কদাচন । ৩১০ ॥

ইষ্টাপূর্ত্তাদিকং কৰ্ম কৃৎস্না চক্ৰস্ত মণ্ডলম্ । প্রাপ্য ভূয়োহস্ত
লোকস্ত প্রাপ্তিরুক্তা পরায়না । ৩১১ ॥

ধূমো রাত্রিস্থগা ক্লমঃ যগ্নসা দক্ষিণারনম্ । তত্র চাল্লম-
সং জ্যোতি যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে । ৩১২ ॥

এব দেবান্নমিত্যুক্তং শ্রুতৌ তস্মান্ন মুক্ততা । অন্নস্থাস্ত
সুসেবাতঃ কিস্ত তল্লোকসংস্থিতিঃ । ৩১৩ ॥

তস্মান্মূচমতিং ত্যক্ত্বা শুদ্ধাশ্রিতং সমাশ্রিতঃ । মুক্তো
ভবেতি সংপ্রোক্তঃ সচ্ছিম্যোহসৌ বভূব হ । ৩১৪ ॥

ততো ভৌমাদিকানাং যে গ্রহাণাং সমুপাসকাঃ । নমস্কৃত্যো-
চুরাচার্য্যং শঙ্করং তে কৃপানিধিম্ । ৩১৫ ॥

কৰ্ম্মদ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল শাস্ত্র বাক্য
জলন্ত প্রনাগ রহিয়াছে। অতএব যাহারা মোক্ষাভিলাষী, তাঁ-
হারা সযত্নে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। কৰ্ম্ম করিলে সুখপ্রাপ্তি
হইবে, সেই সুখলাভের নাম মোক্ষ।

তাহাদের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন। তোমরা
কদাচ একথা বলিতে পার না। “তস্মৈত্যং কৰ্ম্ম” এই জগৎ
পরমাত্মার কার্য্য। এই শ্রুতিবাক্যে প্রমাণ হইতেছে যে, এই
জগৎ ব্রহ্মের কার্য্য। জগতের যিনি কারণ, তাঁহাকেই ধ্যান
করিবে। এইরূপে উপক্রম করিয়া বেদে কথিত হইয়াছে যে,
তিনি শব্দ—তিনি আকাশমধ্যগামী—তিনি শত সত্য।
ইত্যাদি শ্রুতি স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছে। বেদে সবিশেষে নিরূ-
পিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম বিশ্বের কারণ। পরমব্রহ্মের স্থূলত্ব
ও সূক্ষ্মত্ব উভয় বিষয়ে শ্রুতি বচন জাগরুক আছে। এই

ভৌমাদিকস্ত সেবাতো মুক্তি র্বৈদে প্রচোদিতা । তস্মান্ন
মুমুক্শিভিঃ সেব্যা এত এব প্রযত্নতঃ । ৩১৬ ॥

ইত্যুক্ত আহ লোকানাং গ্রহণীড়ানিবৃত্তয়ে । সেবা প্রোক্তা
ন মুক্ত্যর্থঃ সা তু চেতনবোধতঃ । ৩১৭ ॥

সদেবেত্যাदिभि र्वैकैक्यै र्वैदेषु सम्यग्दीरिता । इति
श्रुत्वाहं ते सर्वे गताः शिष्यश्चमादरात् ।

ततः क्षणको नद्या गुरुमाह प्रेतो ! मया । त्वादशयेन
यथासः कालो नीतस्ततो मत्तम् । ३१८ ॥

मदीयं शुधु कालोहयं परं ब्रह्म सुसेव्यात् । मुक्त्यर्थमिति
संप्रोक्तः प्राह कालश्च जग्न हि । ३२० ॥

সংবৎসরোহজায়ত কাল এষ ইতি শ্রুতিঃ প্রাহ ততঃ কু-
দ্ভিম্ । বিহায় শুদ্ধাশ্রয়মাশ্রিতত্বং মুক্তো ভবেত্যুক্ত ইমং
মুনীশম্ । ৩২১ ॥

সমস্তসৰ্ব্বজ্ঞশিরোহবতংসং নদ্যাহয়ে ব্রহ্মণি সংরতো-
হভূৎ । ততঃ পিতৃণাং সমুপাসকাস্তং সমাগতাঃ প্রাহরিদং
যতীশং । ৩২২ ॥

কারণে সৰ্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই জগতের কারণ বলিয়া নিশ্চিষ্ট হই-
য়াছে। কৰ্ম্ম অনিত্য—কৰ্ম্ম জড়—সুতরাং কৰ্ম্ম জগতের
কারণ নহে। তবে যাহারা মূৰ্খ, তাহারা ই কৰ্ম্ম স্বীকার
করে।

কৰ্ম্মবাদীগণ আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মবিদ্যা অবল-
ম্বন করিল এবং আচার্য্যের শিষ্য হইল।

অনন্তর বাভরণ নামে এক ব্যক্তি শিষ্যগণ সঙ্গে লইয়া তথায়
উপস্থিত হয়। আসিয়া শঙ্করকে প্রণাম করিয়া বলিল। এই
চক্ৰ সকল লোকের প্রকাশক—দেবাদির পালক—পূর্ণিমান্দি
তীর্থে যজ্ঞপূৰ্ব্বক চক্ৰের পূজা করিবেক। চক্ৰের উপাসনা
করিলেই মুক্তি হয়।

শঙ্কর তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন। অনিত্য ব্রহ্মের
উপাসনা করিয়া কদাচ নিত্য মোক্ষ হয় না। ইষ্টাপূর্ত্তাদির
বাগ করিলে চক্ৰমণ্ডলে বাস হয়। পুনর্বার এই লোকে

অগ্নিস্বাত্তাদয়শ্চন্দ্রমণ্ডলোপরিবাসিনঃ । নিত্যমুক্তাস্বয়ন্তেষু
মুর্তিদীনঃ সমুর্জয়ঃ । ৩২৩ ॥

চত্বারঃ সেবনং তেষাং ধর্মাদিফলদং স্মৃতম্ । মুক্তিদষ্টৈব
সংপ্রোক্তঃ প্রাহ তান্ পরমো গুরুঃ । ২২৬ ॥

মৈবং নেত্যাদিবেদো হি কৰ্ম্ম মুক্তে ন সাধনম্ । ইতি ক্রতে
পরঃ ব্রহ্ম প্রাপোত্যাশ্রজ্ঞ ইতাপি । ৩২৭ ॥

তস্মাৎ কৰ্ম্মাণি সংশ্রাজ্ঞা শুদ্ধচিত্তঃ পরেখরম্ । শ্রদ্ধা
গুরুমুখাৎ সম্যক্ বিচার্য্য স্থবিমুচ্যতে । ৩২৮ ॥

ইতি শ্রদ্ধাহং তে সৰ্কে সত্যশ্রদ্ধাদয়ো গুরুম্ । নত্বা তদুপ-
দেশেন সঙ্গতাঃ কৃতকৃত্যতাম্ । ২২৯ ॥

শ্রদ্ধাপাদাভিধঃ কশ্চিৎ কুজলীচন্তুধৈব চ । সমাগতো-
চতু নত্বা যতীশং পরমং গুরুম্ । ৩৩০ ॥

আসিতে হয়। পরমেখর এই সকল লোক প্রাপ্তির কথা
উল্লেখ করিয়াছেন, ধূম, রাত্রি, ক্লষ্ণ, চয় মাসে দক্ষিণায়ন।
যোগী তথায় চন্দ্রের জ্যোতি পাইয়া নিবৃত্ত হন। বেদে উক্ত
হইয়াছে, চন্দ্র দেবতাদিগের অন্ন। ঐ অন্নের সেবা করিলে
মুক্তি হয় না। কিন্তু চন্দ্রের উপাসনা করিলে চন্দ্রলোকে
বসতি হয়। অতএব মূঢ়বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈতবিদ্যা
অবলম্বনপূর্বক মুক্তি লাভ করিবে।

চন্দ্রমতাবলম্বী পুরুষ আচার্য্যের একজন সংশিয়া হইল।
২২২:—৩১৪ ।

অনন্তর কতকগুলিন মঙ্গলাদি গ্রহগণের উপাসক আসিয়া
দয়ানিধি আচার্য্য শঙ্করকে প্রণাম করিয়া বলিল। মঙ্গলাদি
গ্রহগণের উপাসনা করিলে মুক্তি হয়, ইহা বেদে উক্ত হইয়াছে।
অতএব মোক্ষপ্রার্থী ব্যক্তি মাত্রেই যত্ন পূর্বক এই সকল গ্রহ-
গণের উপাসনা করিবেক।

আচার্য্য তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন। সকল লোকের
গ্রহপীড়া শাস্তির জন্ত গ্রহসেবা আবশ্যক বটে, কিন্তু মুক্তির
জন্ত গ্রহসেবা আবশ্যক নহে। “সদেব সৌমোদং” ইত্যাদি
বেদবাক্যে চৈতন্ত বোধে সম্যক্ক্রমে মুক্তির ব্যবস্থা প্রদর্শিত
হইয়াছে।

তাহারা আচার্য্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আদর পূর্বক
ব্রহ্মবিদ্যা অবলম্বন করিল এবং অবিলম্বে তাঁহার শিষ্যপদে
আরুঢ় হইল। ৩১৫—৩১৮ ।

অনন্তর একজন ক্ষণিক নমস্কার করিয়া গুরুকে বলিল।
হে প্রভো! আমি আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া ছয় মাস কাল
অতিবাহিত করিয়াছি। অতএব আপনি আমার মত শ্রবণ

করুন। এই কারণ পরমব্রহ্ম। মুক্তির জন্ত আপনারা এই
কালের উপাসনা করুন।

তাহার কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন। কালেরও জন্ম
আছে। দেখ বেদে আছে—‘সম্বৎসরোহজায়ত’ পরমাত্মা
হইতে এই সম্বৎসর কাল উৎপন্ন হইল। অতএব কুবুদ্ধি পরি-
ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যা অবলম্বন কর। তাহা
হইলে তোমার অনায়াসে মুক্তি হইবে।

তখন কালবাদী সর্লক্ষ্যদিগের সর্লক্ষ্যগ্রন্থ শঙ্করকে প্রণাম
করিয়া ঐ মত অবলম্বন করিল। পরে অদ্বৈতব্রহ্মবিদ্যার অল্প-
শীলনে একান্ত রত হইল।

অনন্তর কতকগুলিন পিতৃলোকের উপাসক উপস্থিত হইয়া
যতীশ্বর শঙ্করকে নিবেদন করিল। অগ্নিস্বাত্তাদি পিতৃলোকেরা
চন্দ্রমণ্ডলের উপরে বাস করেন। তাঁহারা নিত্যমুক্ত। তন্মধ্যে
তিন জন মুক্তি বিহীন—চারি জন মুক্তিধারী। এই সকল
পিতৃলোকের সেবা বিদ্যা উপাসনা করিলে পরম ধর্ম লাভ হয়।
অধিকন্তু মুক্তি পর্য্যন্ত ঘটয়া থাকে। অতএব যত্ন করিয়া
পিতৃলোকের উপাসনা করা কর্তব্য। যে গৃহস্থ সত্যবাদী এবং
পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করেন, তাহারও মুক্তি অবধারিত। চান্দ্র-
মাসের পরিমাণে অমাবস্তা তিথিতে পিতৃলোকের মধ্যাহ্ন কাল
হয়। ঐ কালে পিতৃলোকের পরিতৃষ্টির জন্ত শ্রাদ্ধ করিবেক।

তাহাদের এই সমস্ত কথা শুনিয়া পরম গুরু শঙ্কর বলিতে
লাগিলেন। তোমরা এ কথা আর বলিও না। কারণ, বেদে
আছে ‘ন’ অর্থাৎ কৰ্ম্ম কখনই মুক্তির উপায় হইতে পারেনা।
যে ব্যক্তি আত্ম তত্ত্ব জানিয়াছে, তাহার পক্ষেই পরমব্রহ্ম লাভ
হইয়া থাকে। অতএব কৰ্ম্ম সকল ত্যাগ করিয়া শুদ্ধস্ব ভাবে

যত্র নারায়ণঃ শেতে স সেব্যঃ শেষ ঈশ্বরঃ । গরুড়োহথ
বিমোক্ষায় ভক্ত বাহনতাং গতঃ । ৩৩১ ॥

ইত্যুক্ত আহ চেদেবং নারায়ণমুপসেবনম্ । কর্তব্যং তেন
শুদ্ধাস্তঃকরণো গুরুমুখাং পরম্ । ৩৩২ ॥

ঋষা বিচার্য বিজায় ততো মুক্তিং গমিষ্যথঃ । ইত্যুক্তো
ভৌ গুরুং নম্রা সচ্ছিব্যত্মুপাগতো । ৩৩৩ ॥

চিরকীর্তিমুখাঃ সিদ্ধোপাসকাস্তত আগতাঃ । প্রণম্যো-
চু র্করং মন্ত্রান লুব্ধা সিদ্ধোপদেশতঃ । ৩৩৪ ॥

কৃতকৃত্যাস্ততো যুগং ভবতৈতদ্ব্যত্মগাঃ । ত্রীশৈলাদিক-
শৈলেষু প্রাপ্য মন্ত্রাদিকান্ শুভান্ । ৩৩৫ ॥

সত্যনাথাদয়ঃ সিদ্ধাঃ কৃতার্থাশ্চিরজীবিনঃ । তেষাং সমুপ-
দেশেন তথাভূতা বয়ং স্থিতাঃ । ৩৩৬ ॥

বিচিত্রাজ্ঞানমুখ্যাভি র্কিদ্যাভিঃ সৰ্ববেদিনঃ । তস্মাদস্বয়ম্ভতঃ
ভেত্ত্বং ন শক্যং কেন বিদ্যাতে । ৩৩৭ ॥

গুরুর মুখ হইতে পরমাস্তত্ব শ্রবণ করিবেক । পরে তাহারই
পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিলে মুক্তি লাভ হুটে ।

আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া পিতৃলোকের উপাসক সত্য-
শর্ম্মা প্রভৃতি ব্যক্তিগণ গুরুকে নমস্কার করিয়া পরে গুরুর
উপদেশে সকলেই কৃতকৃত্য হইল ।

অনন্তর শঙ্খপাদ, কুজলীঢ় নামে কোন দুই জন লোক
আসিয়া যতীশ্বর পরমগুরুকে নিবেদন করিল । যাহার উপর
নারায়ণ শয়ন করেন, সেই ঈশ্বর শেষ (অনন্ত) দেবের উপাসনা
করিবেক । গরুড়, মুক্তি কামনা করিয়া তাঁহর বাহন হইয়া
ছিলেন ।

এই দুইজনের বাক্য শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন । যদি
তোমাদের এইরূপ বাসনাই হইয়া থাকে, তবে নারায়ণের উপা-
সনা করিবে । তাহা হইয়া অস্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইবে । শেষে
গুরুমুখ হইতে পরমতত্ত্ব শুনিয়া—তাহার বিচার করিয়া—তাহার
জ্ঞান হইলে পরে মুক্তি লাভ হইবেক ।

ইত্যুক্ত আচার্য্য উবাচ যত্নফলেম্পুত্তি ভীষণমপ্যযুক্তম্ । বিচিত্র
বেশৈ হি কিয়ানিহার্থো দোষাশ্তিরেবাস্তি পরম্বলাভাৎ । ৩৩৮ ॥

তথা চিরজীবনতঃ ফলং নো দেহো যতো দুঃখময়োহস্তি
সৰ্বদা । তস্মাদ্বিশুদ্ধৈঃ কিল সাধনীয়ো দেহস্ত ত্যাগেন বিমু-
ক্ত্যুপায়ঃ । ৩৩৯ ॥

ঋষাঃ তে শিষ্যবরা বভূবু গন্ধৰ্ব্বভক্তাস্তত উচুরার্য্যম্ ।
বিশ্বাবস্থপাসনতো হি নাদবিজ্ঞানতো বিন্দুকলাবিবোধাৎ
৩৪০ ॥

গুরুর এই কথা শুনিয়া তাহার দুই জনে গুরুকে নমস্কার
করিয়া আচার্য্যের শিষ্য হইল ।

অনন্তর চিরকীর্তি প্রভৃতি কৃতকগুলিন সিদ্ধ মন্ত্রের উপা-
সক তথায় উপস্থিত হইয়া প্রণাম পুরঃসর নিবেদন করিল ।
আমরা মন্ত্র লাভ করিয়া সিদ্ধের উপদেশে কৃতকার্য্য হইয়াছি ।
অতএব আপনারা এই মতের অনুসরণ করুন । ত্রীশৈলেশ
প্রভৃতি পৰ্ব্বতে শুভমন্ত্র পাইয়া সত্যনাথ প্রভৃতি সিদ্ধগণ কু-
তার্থ এবং চিরজীবী হইয়া অবস্থিতি করিয়া থাকেন । তাঁহা-
দের উপদেশে আমরাও তজ্জপ হইয়া বসতি করিতেছি । বিচি-
ত্রাজ্ঞান প্রভৃতি যে সমস্ত বিদ্যা আছে, আমরা ঐ বিদ্যাপ্র-
ভাবে সৰ্ব্বজ্ঞ হইয়াছি । অতএব আমাদের ঐ মত খণ্ডন করিতে
পারে, এমন লোক কেহই নাই ।

তাহাদের ঐ কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন । যাহারা
আপাতরম্য ফল কামনা করে—যাহারা বিচিত্র বেশে সজ্জিত
হইয়া থাকে—তাহাদের সহিত আলাপ করিতে নাই । তাহাতে
কোন ফলোদয় নাই । বরং পরম্ব লাভ হইলে তাহাতে সম্পূর্ণ
দোষের সম্ভাবনা । আর চিরজীবনেও বিশেষ কোন ফল
নাই । এই দেহ সৰ্বদা দুঃখের আধার । অতএব যাহারা
বিশুদ্ধ—তাহারাই ঈশ্বর সাধনা করিবার উপযুক্ত পাত্র । দেহের
পরিভ্যাগই একমাত্র মুক্তির উপায় ।

আচার্য্যের এই বাক্য শুনিয়া তাহার সকলেই শিষ্য হইল ।
অনন্তর গন্ধৰ্ব্বের উপাসক কৃতকগুলিন লোক আসিয়া
আর্য্য শঙ্করকে নিবেদন করিল । বিশ্বাবস্থর উপাসনা দ্বারা-

কৃতকৃত্য বয়ং যুয়ং যতো মুক্ত্যভিলাষিণঃ । শ্রমং গান্ধর্ব-
বিদ্যায়াং কুরুধ্বং সৰ্বদৈব হি । ৩৪১ ॥

ইতুক্তাঃ শ্রীগুরুঃ প্রাহ মৈবং বেদবিরোধতঃ । তত্র শকা-
দ্যতীতত্বং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদিতম্ । ৩৪২ ॥

অশকম্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারলং নিত্যমগন্ধবজ্র যৎ ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচাষ্য তং মৃত্যুমুখং প্রমু-
চ্যতে । ৩৪৩ ॥

ইতি স্মৃতৌ তথা প্রোক্তাঃ পরঃ শব্দাদ্যাগোচরঃ । নাদবিন্দু-
কলাতীতং যন্তং বেদ স বেদবিৎ । ৩৪৪ ॥

ইতি তস্মাত্তবস্তোহপি ব্রহ্ম নাদাদ্যাগোচরম্ । ভজ্ঞধ্বং তেন
মুক্তিং তু গমিষ্যথ ন সংশয়ঃ । ৩৪৫ ॥

ইতুক্তাঃ শিষ্যতাং যাতান্ততো বৈতালসেবকাঃ । চিতা-
ভস্মালিপ্তাঙ্গা ভূতসেবারতাস্থা । ৩৪৬ ॥

বভাষিরে গুরুং নখা স্বামিন্ ! ভূতাহ্যুপাসকাঃ । সৰ্বলোক-
বশীকারে সমর্থী ইতি তদ্বচঃ । ৩৪৭ ॥

নাদবিজ্ঞান দ্বারা-বিন্দুকলার বোধ দ্বারা—আমরা কৃতার্থ হই-
য়াছি। অতএব আপনারা মুক্তিপ্রার্থী হইয়া গন্ধর্ববিদ্যায়া
নিয়ত পরিশ্রম করুন।

এই কথা শুনিয়া শ্রীগুরু শঙ্কর বলিতে লাগিলেন। যখন
বেদের সহিত এমনতর একতা নাই—তখন একথা অগ্রাহ্য।
বেদে ব্রহ্মকে শব্দাতীত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। অশক,
অম্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরল, অগন্ধ, নিত্য অনাদি, অনন্ত,
মহত্ত্বের পর, ধ্রুব, এইরূপ ব্রহ্ম জানিলে মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত
হওয়া যায়। স্মৃতি শাস্ত্রেও আছে—পরমব্রহ্ম শব্দের অগোচর।
যেজন নাদ ও বিন্দুকলার অতীত পরব্রহ্মকে জানিতে পারে,
সেই যথার্থ বেদজ্ঞ। এই কারণে তোমরাও নাদাদিয় অগো-
চর ব্রহ্ম ভজনা কর। তাহাতেই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।
এবিষয়ে আর কোন সংশয় নাই।

শ্রমোবাচ যতীশস্তান্ যুক্তং ভবতাং মতম্ । ব্রাহ্মণানাং
ন সংপ্রোক্তা যতো ভূতাহ্যুপাসনা । ৩৪৮ ॥

অপসর্পন্ত যে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতাঃ । যে ভূতা বিদ্ব-
কর্তারন্তে নশ্রুন্ত শিবাজয়া ! ৩৪৯ ॥

ইত্যাদিবচনান্তস্মাদ্ ভ্রষ্টাচারং বিহায় তম্ । স্ববর্ণো-
চিতকর্মাণি কুরুতাদৈতমাপ্রিতাঃ । ৩৫০ ॥

স্বকর্মহীনা ন গতিং লভন্তে শ্রদ্ধেদমাচার্য্যবরং প্রণম্য

শঙ্করের এই কথা শুনিয়া তাহারা সকলেই আচার্য্যের শিষ্য
হইল।

অনন্তর বেতালের উপাসক কতকগুলি লোক আসিয়া
উপস্থিত হয়। তাহাদের সর্বদা চিতার ভস্ম বিলিপ্ত রহি-
য়াছে। সর্বদাই ভূতপ্রেতাদির সেবায় আসক্ত। তখন তা
হারা গুরুকে নমস্কার করিয়া বলিল। প্রভো! যাহারা ভূত-
বেতালাদির উপাসক, তাহারা ইচ্ছা করিলেই ত্রিভুবন বশীভূত
করিতে পারে।

তাহাদের বাক্য শুনিয়া যতিরাজ শঙ্কর বলিতে লাগিলেন।
তোমাদের মত অত্যন্ত অনুপযুক্ত। বিশেষতঃ যাহারা ব্রাহ্মণ,
তাহাদের ভূতাদির উপাসনা একেবারে নিষিদ্ধ। “যে সকল
ভূত ভূতলে অবস্থিতি করে, তাহারা এখনই গমন করুক। যে
সকল ভূত বিদ্ব উৎপাদন করে, শিবের আজ্ঞায় তাহারা বিনষ্ট
হউক।” যখন এই সকল শাস্ত্রীয় বচন রহিয়াছে, তখন তোমা-
দের বাক্য অশ্রদ্ধেয়। এক্ষণ ভ্রষ্টাচার ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব বর্ণো-
চিত আচার, কার্য্য সকল গ্রহণ কর। অদৈতমতে আস্তা প্রকাশ
কর। যাহারা স্ব স্ব বর্ণোচিত কার্য্য করে না, তাহাদের সদ-
গতি হয় না।

আচার্য্যের এই বাক্য শুনিয়া তাহারা ভক্তিভাবে আচার্য্যকে
প্রণাম করিল। আপনার বর্ণোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে
প্রযুক্ত হইল। পঞ্চ দেবতার পূজা করিয়া আচার্য্যের শিষ্য
হইল। ৩১১-৩৫১।

যতিরাদথ তেষু তেষু দেশেষ্বিতি পাষণ্ডপরান্
দ্বিজান্ বিমথন। অপরাস্তমহার্গবোপকণ্ঠং প্রতি-
পেদে প্রতিবাদিদর্পহস্তা ॥ ২৮ ॥

বিললাস চলন্তরঙ্গহস্তে নর্দরাজোহভিনয়স্নি-
গুচর্মম। অবধীরিতদুন্দুভিস্বনেন প্রতিবাদীব
মহান্ মহারবেণ ॥ ৩০ ॥

বহুলভ্রমবানয়ং জড়াত্মা স্তম্ভনোভি স্মৃথিতশ্চ
পূর্বমেব। ইতি সিদ্ধমুপেক্ষ্য স ক্রমাবানিব
গোকর্ণমুদারধীঃ প্রতস্থে ॥ ৩১ ॥

অবগাহ সরিৎপতিং স তত্র প্রিয়মাসাদ্য তু-
ষারশৈলপুত্র্যাঃ। স্তবসন্তমমুতার্থচিত্রং রচয়ামাস
ভূজঙ্গবন্তরম্যম্ ॥ ৩২ ॥

সকলশীলাঃ কিল পঞ্চপূজাপরায়ণাঃ শিষ্যবরা বভূবুঃ। ৩৫১ ॥
২৮ ॥

তদেতৎ সর্বং সংক্ষিপ্যাহ যতিরাদিতি। অপরাস্তমহা-
র্গবোপকণ্ঠং পশ্চিমসমুদ্রসমীপম্। ২৯ ॥

চলন্তরঙ্গাখ্যকৈ ইন্তেস্তথাবধীরিতস্তিরস্কতো হুন্দুভি-
স্বনো যেন তথভূতেন মহতা শব্দেন নিগুচর্মমভিনয়ন্ প্রকট-
য়ন মহান্দরাজঃ সমুদ্রে প্রতিবাদিবল্লিললাস বিগুণ্ডভে। ৩০ ॥

অনন্তর যতিরাজ শঙ্কর সেই সেই দেশে যে
সকল ব্রাহ্মণ পাষণ্ড ও পাষণ্ড-আচার অবলম্বন করি-
রাছিল, তাহাদিগকে মছন করিয়া প্রতিবাদীগণের
দর্প ক্ষয় করিবার বাসনায় পশ্চিম সমুদ্রের উপ-
কূলে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯ ॥

বাদীকে দেখিলে প্রতিবাদী বেরূপ হস্ত বাড়ী-
ইয়া সঙ্ভাষণ করে এবং গম্ভীর স্বরে কথাবার্তা
কয়, সমুদ্রও তদ্রূপ তরঙ্গরূপ ঢঞ্চল হস্ত বাড়ীইয়া
গম্ভীর রবে দুন্দুভি ধ্বনি পরাস্ত করিয়া, নিগুচ অর্থ
প্রকাশ পূর্বক শোভা পাইতে লাগিল। ৩০।

আচার্য্যোস্তর্হি কিমিত্যুপেক্ষিত ইত্যামৃক্ষাহ বহলেনিতি,
প্রতিবাদিতুল্যোহপি বহলাবর্তলক্ষণভ্রমবান্ জড়াত্মা পুনশ্চ
দেবলক্ষণৈঃ সংস্কৃতচিহ্নৈঃ পণ্ডিতৈঃ পুত্রৈব মথিতশ্চেতি ত্তোয়াঃ
সমুদ্রমুপেক্ষ্য স ত্রিশঙ্করাচার্য্যঃ ক্রমাবানিবোদারধী গোবর্ণং
প্রতস্থে ইব শব্দ উৎপ্রেক্ষার্থকঃ। ৩১ ॥

স ত্রিশঙ্করস্তত্র সরিৎপতিং সমুদ্রমবগাহ হিমাচলস্রতায়াঃ
পার্কত্যাঃ প্রিয়ং মহাদেবমাসাদ্য চতুর্ভি র্যকটৈর ভূজঙ্গ প্রয়াত-
বৃন্তৈরম্যমুতৈরর্থৈ বিচিত্রং স্তবসন্তমং রচয়ামাস ॥ ৩২ ॥

ভ্রমাস্থিত, পণ্ডিত কর্তৃক পরাস্ত, জড়মাতিকে
দেখিলে পণ্ডিত লোকে যেমন উপেক্ষা করেন,
সেইরূপ বিবিধ ভ্রম (ঘূর্ণি) যুক্ত, দেবগণ কর্তৃক
মথিত, জড়াত্মা সমুদ্রকে দেখিয়া, শঙ্কর তাহাকে
ক্রমা করিয়াই যেন গোকর্ণ দেশে গমন করেন।
বাস্তবিক জড়কে দেখিয়া পণ্ডিতের তাহার উপরে
ক্রমা প্রকাশ করা স্বভাবসিদ্ধ গুণ। ৩১।

আচার্য্য শঙ্কর তথায় সরিৎপতি সমুদ্রের জলে
অবগাহন করিয়া পার্বতীপতি মহাদেবকে দর্শন
করেন। অনন্তর বিবিধ অদ্ভুত অর্থযুক্ত ‘ভূজঙ্গ
প্রয়াত’ ছন্দে মহাদেবের এক উৎকৃষ্ট স্তব
করেন। ৩২।

তদনন্তরমাগমাস্ত্রবিদ্যাং প্রণতেভ্যঃ প্রতি-
পাদয়ন্তুমেনম্ । হরদত্তসমাহারোহধিগম্য স্বগুরুং
সঙ্গিরতেশ্ব নীলকণ্ঠম্ ॥ ৩৩ ॥

ভগবন্নিহ শঙ্করাভিধানো যতিরাগত্য জিগীষু-
রার্য্যপাদান্ । স্ববশীকৃতভট্টমণ্ডনাदिঃ সহ শিষ্যে-
গিরিশালয়ে সমাস্তে ॥ ৩৪ ॥

ইতি তদ্বচনং নিশম্য সম্যগ্ এথিতানেকনিবন্ধ-

স্ববশমরচনানন্তরং বেদাস্ত্রবিদ্যাং নব্রীভূতেভ্যো বিনে-
য়েভ্যঃ প্রতিপাদয়ন্তুমেনং ত্রীশঙ্করং হরদত্তসমাহারোহধিগম্য
স্বগুরুং নীলকণ্ঠং প্রোক্তবান্ যৎ প্রোক্তবান্ তদুদাহরতি ।
হে ভগবন্! শঙ্করাখ্যো যতিরার্য্যপাদান্ ভবতো বিজিগীষু
রিহাগত্য শিষ্যঃ সহ শিবালায়ে সমাস্তে তস্ত্রোপেক্ষণীয়ত্বং
বারয়তি স্ববশীকৃতভট্টপাদমণ্ডনমিশ্রাদয়ো যেন সঃ । ৩৪ ॥

ইতি তস্ত্র হরদত্তস্ত্র বচনং শ্রুত্বা সম্যগ্ এথিতানেকনিবন্ধ-
লক্ষণে রত্নে হারো যেন পুরশ্চ শিবতৎপরস্ত্রাখ্যাতো ব্রহ্মজিজ্ঞা-

উৎকৃষ্ট স্তব রচনা করিবার পর যখন আচার্য্য
আপনার বিনীত ও নত্ন শিষ্যদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা
উপদেশ দেন, তখন হরদত্ত নামে কোন এক ব্যক্তি
আপনার গুরু নীলকণ্ঠকে শঙ্করের কথা ব্যক্ত
করেন । ৩৩ ॥

হে ভগবন্! শঙ্কর নামে একজন যতীশ্বর
আপনাকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া এই স্থানে
আগমন করিয়া শিষ্য সমভিব্যাহারে, শিবালায়ে
অবস্থিতি করিতেছেন । আপনি তাহাকে উপেক্ষা
করিবেন না । কারণ, এই যতিবর, ভট্টপাদ, মণ্ডন
মিশ্র প্রভৃতি অদ্বিতীয় পণ্ডিতদিগকে বাদে পরাস্ত
করিয়া বশীভূত করিয়াছেন । ৩৪ ।

রত্নহারঃ । শিবতৎপরসূত্রভাষ্যকর্ত্তা প্রহসন্ বাচ-
মুবাচ শৈববর্ধ্যঃ ॥ ৩৫ ॥

সরিতাং পতিমেঘ শোষয়েদ্ধা সবিতারং বিয়তঃ
প্রপাতয়েদ্ধা । পটবৎ স্রবত্স্র বেষ্টয়েদ্ধা বিজ-
য়ে নৈব তথাপি মে সমর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

পরপক্ষতমিস্রচক্ষুদর্কে মর্ম তর্কে র্বহুধা বিশী-

সেতাদিস্ত্রাণাং ভাষ্যস্ত্র কর্ত্তা স শৈববর্ধ্যঃ প্রহসন্ বাচ-
মুবাচ ॥ ৩৫ ॥

বাচমেব সগর্ভাসুদাহরতি । যদ্যেব যতিঃ সমুদ্রং শোষ-
য়েৎ যদি বা গগনাং সবিতারং স্রব্যং প্রপাতয়েৎ যদি বা
পটবদাকাশং বেষ্টয়েত্তথাপি মে বিজয়ে সমর্থো নৈব ভবেৎ
॥ ৩৬ ॥

পরপক্ষলক্ষণাক্ষকারাণাং নিবারণে ক্ষুরন্তিঃ স্থৈর্য্যে মর্ম তর্কে

শৈব নীলকণ্ঠ অনেক প্রবন্ধরূপ রত্ন দ্বারা
উত্তমরূপে হার এথিত করেন । ব্যাসপ্রণীত
‘অখাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’ ইত্যাদি বেদাস্ত্র সূত্র সমু-
হের ‘শিব তৎপর’ নামে এক ভাষ্য প্রস্তুত করেন ।
তাহাতেই হরদত্তের বাক্য শুনিয়া সহাস্যে ও
সগর্ভে বলিতে লাগিলেন । ৩৫ ।

“যদি এই ব্যক্তি নদীপতি সমুদ্রকেও শুষ্ক
করেন—আকাশ হইতে সূর্য্যকেও অধঃপতিত
করেন—অথবা পটের মতন আকাশকেও সহজে
বেষ্টন করেন—তথাপি কেহ কখনই আমাকে জয়
করিতে সমর্থ হইবে না” । ৩৬ ।

“বাদিগণের যে সমস্ত মতরূপ অন্ধকার আছে,

ধ্যাপয়। আধুনৈব মতং নিজং স পশ্চাদ্ধিতি
জন্মনিভলান্নমকোপঃ ॥ ৩৭ ॥

সিতভূতিতরঙ্গিতাখিলানৈঃ ক্ষুটরুজ্জাক-
কলাপকত্রকঠৈঃ । পরিবীতমধীতশৈবশাস্ত্রৈ যুনি-
রায়ান্তমমুন্দদর্শ শিষ্যৈঃ ॥ ৩৮ ॥

রধুনৈবাহনেকধা বিশীর্ঘ্যমাণং নিজং মতং স যতিঃ ইতি
জন্মনিভলান্নমকোপা নীলকণ্ঠো নির্গতবান্ ॥ ৩৭ ॥

শ্বেতভূত্যা ব্যাধুজ্জানি যেষাং পুনশ্চ ক্ষুটরুজ্জাকগাং সমু-
হেন বজ্রাঃ কমনীয়াঃ কণ্ঠা যেষাং তথাভূতৈরধীতশৈব-
শাস্ত্রৈঃ শিষ্যৈঃ পরিবেষ্টিতমায়ান্তমমুং নীলকণ্ঠঃ যুনিঃ
শ্রীশঙ্করো দদর্শ ॥ ৩৮ ॥

সেই সমস্ত তিমির দলনে আমার শাস্ত্রীয় যুক্তি
ও তর্ক প্রদীপ্ত সূর্য্য সদৃশ । আমার এরূপ তর্কের
কাছে যতির মত একবারে শতধা খণ্ডিত হইবে ।
তখন যতি আমাকে জানিতে পারিবেন ।”
এই কথা বলিয়া অত্যন্ত কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক
নীলকণ্ঠ নির্গত হইল । ৩৭ ।

নীলকণ্ঠের শিষ্যগণ শ্বেতবর্ণ ভিক্ষুদ্বারা সর্ব্বদা
ব্যাপ্ত করিয়াছে । উজ্জ্বল রুজ্জাক মালা গল-
দেশে ধারণ করাতে কণ্ঠদেশ অতিশয় রমণীয়
হইয়াছে । সকলেই শৈবমতের পারগামী এবং
কৃতবিদ্যা ছাত্র । শঙ্কর এইরূপ উপযুক্ত শিষ্য
সমূহে বেষ্টিত হইয়া নীলকণ্ঠকে দূর হইতে
আসিতে দেখিলেন । ৩৮ ।

অধিগত্য মহর্ষিসম্মিকর্ষং কবিরাজিষ্ঠযদাঙ্গ-
পক্ষমেবঃ । শুকতাতকৃতান্নশাস্ত্রতঃ প্রাকপি-
লাচার্য্য ইবান্নশাস্ত্রমহা ॥ ৩৯ ॥

ভগবন্ । ক্ষণমাত্রমীক্যতাং তৎ প্রথমং তু ক্ষুর-
হুক্তিপাটবঃ মে । ইতি দেশিকপুঙ্গবঃ নিবার্য্য
ব্যবদন্তেন হুরেশ্বরঃ হৃদীশঃ ॥ ৪০ ॥

মহর্ষেঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যন্ত সন্মিকর্ষং সমীপং প্রোঠ্যমঃ কবি-
নীলকণ্ঠ আঙ্গপক্ষমাজিষ্ঠং সম্যক্ হৃদিতবান্ তদ্রোপ-
মানমাহ । শুকতাতেন ত্রিবেদব্যাসেন কৃতান্নশাস্ত্রপ্রতিপাদকা-
চ্ছাত্রাচ্ছারীরকমীমাংসাসংজ্ঞকাত্ প্রাক্ বধ্য কপিলাচার্য্যঃ
সাক্ষাত্ স্বশাস্ত্রং হৃদিতবান্ ভবৎ ॥ ৩৯ ॥

তদানীং হৃদয়ং নিবার্য্য হুরেশ্বরো বিবাদং কৃতবানিত্যাহ
হে ভগবন্ । ক্ষণমাত্রং প্রথমম্ভমেতৎ ক্ষুরহুক্তিপাটবমীক্যতা-
মিতি দেশিকপুঙ্গবঃ নিবার্য্য হৃদীনামীশঃ হুরেশ্বরন্তেন নীল-
কণ্ঠেন ব্যবদৎ ॥ ৪০ ॥

পুরাকালে শুকদেবের পিতা বেদব্যাস কৃত
প্রতিপাদক শারীরক শাস্ত্র থাকিলেও
মহর্ষি কপিলাচার্য্য যেরূপ আপনার পক্ষ সম-
র্থন করিয়া ছিলেন, তদ্রূপ এই পণ্ডিত নীলকণ্ঠ
মহর্ষি শঙ্করাচার্য্যের নিকটে আসিয়া স্বকীয় পক্ষ
সংস্থাপন করিলেন । ৩৯ ।

“হে ভগবন্ । আপনি ক্ষণকাল আমার
প্রথমত প্রদীপ্ত বাক্চাতুর্য্য অবলোকন করুন ।”
নীলকণ্ঠের উদ্দেশে এই কথা কহিয়া এবং নিজ
গুরু শঙ্করকে নিবারণ করিয়া হৃদীবর হুরেশ্বর
নীলকণ্ঠের সহিত বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই-
লেন । ৪০ ।

হুমতে । তব কৌশলবিজ্ঞানে অসমর্থৈব হুনিঃ
প্রতিব্রবীতু । ইতি তং বিনিবর্ত্য নীলকণ্ঠো
যতিকীরবসম্মুখস্তদানীং ॥ ৪১ ॥

পরশকলকণবিমালীভবনৈর্ভটনৈস্ততঃ মতং চ-
বন্ত দণ্ডী । অথ নীলবলঃ স্বপকরকাং জহদবৈত-
মপাকরিস্কুরূচে ॥ ৪২ ॥

বিবদমানং সুরেশ্বরং প্রতি নীলকণ্ঠো বহুভাষাভাষ্যাহ
হে হুমতে ! তব কৌশলভাং বিজ্ঞানেহতঃ অসমর্থৈব হুনিঃ প্রতি-
ব্রবীতু ইতি তং সুরেশ্বরং বিনিবর্ত্য তদা যতিনিঃস্বজমুখ
আনীং ॥ ৪১ ॥

ততঃ পরশকলকণবিমালীভবনৈ হটসৈর্ভটনৈস্ততঃ সম্যক
হাপিতং মতদণ্ডী প্রশঙ্করকচং বণ্ডিতবান্ । অথানন্তরং নীল-
কণ্ঠঃ স্বপকরকাং জহদবৈতমভিমিরাকর্তু মিস্কুরবাস ॥ ৪২ ॥

হে হুমতে ! আমি তোনার কুজিকৌশল অব-
গত আছি । অতএব শঙ্কর হুনি অসং প্রভাত্তর
নিতে অগ্রসর হইল । এই কথা বলিয়া সুরে-
শ্বরকে নিভারণ করিল । পরে যতিরাজ শঙ্করের
সম্মুখীন হন । ৪১ ।

দণ্ডী শঙ্করাচার্য্য প্রতিবাদীগণের নতরূপ
স্থাপন ভঙ্গ্য করিতে বচনরূপ হংস নিযুক্ত করি-
লেন । তাহাতেই নীলকণ্ঠের সংস্থাপিত মত
নকল বণ্ডন করেন । অনন্তর নীলকণ্ঠ স্বপক-
রকা কমা হুস্ক ভাষিয়া তাহাতে কাস্ত হন, এবং
অষ্টৈতমত নিরাকরণ করিবার বাসনার প্রবৃত্ত
হইয়া বলিলেন । ৪২ ।

প্রশমিন্ । তদনীতি বহুবীর্হৈঃ কথিতোহর্থঃ স
ন যুক্ত্যতে হৃদিকঃ । অতিদা তিমিরপ্রকাশরোঃ
কিং ঘটতে হন্ত বিরুদ্ধধর্মবদ্বাং ॥ ৪৩ ॥

রবিতং প্রতিবিষয়োরিবাভিনবটতামিত্যপিত-

বদুচে তদাহ বড়্ভিঃ । হে প্রশমিন্ !* তদ্ব্যমতাদিবেদত্রয়ী-
মন্তকৈর্জীবৈবশ্রাভেদলক্ষণো বহুদ্বিষ্টোহর্থঃ কথিতঃ স ন যুক্ত্যতে
কিং তমঃপ্রকাশরয়োঃভেদো ঘটতে নৈব যুক্ত্যতে তত্র
হেতু বিরুদ্ধধর্মবদ্বাংতা চ জীবৈবশ্রাভেদো ন ভবতি বিরুদ্ধ-
ধর্মবদ্বাংতমঃপ্রকাশরয়োরিবেতি যুক্তিবিরোধাবদ্বিষ্টোহর্থো বেদা-
ভেদৈব কথিত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

নহু রবিতং প্রতিবিষয়ো বাভিচারশাঙ্কগ্যাচাঙ্কল্যা-
দিকরুদ্ধধর্মবদ্ব্যপ্যভেদাতাবাতবন্ত সম্বাদ্যতা চ বিরুদ্ধধর্ময়ো-

হে শমধন শঙ্কর ! 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বেদ-
বাক্য দ্বারা জীব এবং ঈশ্বরের অভেদ রূপ অর্থ
যে আপনার অভিপ্রেত হইয়াছে, তাহা যুক্তি-
সিদ্ধ নহে । কারণ, তিমির এবং আলোকের
কদাচ অভেদ ঘটিতে পারে না । তম এবং
প্রকাশ যেরূপ উভয়ে বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী, তদ্রূপ
জীব ঈশ্বরের তুণ বিরুদ্ধ । সুতরাং আপনি
যে অর্থ মনোনীত করিয়াছেন, বেদান্ত দ্বারা তাহা
প্রতিপন্ন হইতে পারে না । ৪৩ ।

সূর্য্য এবং সূর্য্য প্রতিবিম্বের মতন কান্তবিক্র
অভেদ হয়, একথাও বলিতে পারেন না । কারণ,
সোমশিব প্রভৃতি গুরুগণের মতে দর্শনে যে বস্তু
প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা মিথ্যা । প্রতিবিক্র মিথ্যা

স্বভো ন বাচ্যম্ । মুকুরে প্রতিবিম্বিতস্ত মিথ্যা-
বসন্তে বোমনিবাদিশৈকোক্ত্য ॥ ৪৪ ॥

মুকুরমুখস্ত বিম্ববস্তাতিদয়া পার্শ্বলোক-
লোকেনৈব । প্রতিবিম্বিতমাননং মুখা তাদিতি
ভাবকমতানুগোক্তিকশ্চ ॥ ৪৫ ॥

রপি তয়ো রবিতং প্রতিবিম্বয়োরিবাভেদো মুখ্যতামিত্যা-
শয়্য পরিহরতি । রবিতং প্রতিবিম্বয়োরিব তত্ত্বভেদেহিত্তিভেদো
ষট্‌তামিত্যপি ন বাচ্যং তত্র চেতু বোমনিবাদিশৈকোক্ত্য
দর্পণে প্রতিবিম্বিতস্ত মিথ্যাস্বাভগতেন্তথা চ মিথ্যাস্থেন
বাধ্যস্ত প্রতিবিম্বিতভেদযোগাতারা অভাবেন বাতিচার-
ভাবাতদুপাধেন জীবেররোরভেদো ন ব্যাক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

কিঞ্চ ভবদীরমতাহুগাপ্যক্তিরপ্যন্তীত্যাহ । বিম্বমুখান
মুকুরস্ত মুখস্ত ভেদেন সমীপস্থলোকাবলোকনেন হেতুনা
প্রতিবিম্বিতং মুখং মুখা তাদিতি ভবদীরমতাহুগোক্তিকশ্চ-
স্বার্থকঃ ॥ ৪৫ ॥

হইলে অভেদ হইবার সম্ভাবনা থাকে না—হুতরাং
সেই দৃষ্টান্তে জীব এবং ঈশ্বরের অভেদও ঘটে
না । ৪৪ ।

প্রতিবিম্ব মুখ হইতে দর্পণস্থ মুখের ভেদ
স্বীকার করা হইয়া থাকে । সেই কারণে সমীপ-
বর্তী লোকদিগের নাক্ষাংকার হয় । ইহাতেই
প্রতিবিম্বিত মুখ মিথ্যা বলিয়া বোধ করিতে হইবে ।
আপনিও আপনার দ্বতে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন
করিয়া থাকেন । ৪৫ ।

ন চ মায়িকজীবনিষ্ঠমৌল্যেধরনার্কজবিরুদ্ধ-
ধর্মবাধ্যঃ । উভয়োরপি চিৎস্বরূপতারা অবি-
শেষমবতিদৈব বাস্তবীতি ॥ ৪৬ ॥

মহি মানশতৈঃ স্থিতস্ত বাধ্যাপরধ দত্তজনা-

নহ জীবনিষ্ঠমৌল্যেধরনার্কজস্ত চ বিরুদ্ধধর্মস্ত মায়িক-
স্থেন বাধ্যতয়োরপি চৈতন্তস্বরূপতারা অবিশেষবাস্তবো-
ভেদে এবোভ্যাপক্য পরিহারং প্রতিজানীতে নচেতি ॥ ৪৬ ॥

তত্র হেতুমাহ । হি বস্মাৎ প্রমাণশতৈঃ স্থিতস্ত বিরুদ্ধধর্মস্ত
বাধ্যো ন সংভবতি বাধ্যতাবেন মায়িকত্বমপ্যস্ত নাস্তীতি ভাবঃ ।
বিশকে বাধ্যকমাহ অপরথেনি । মানশতৈঃ স্থিতস্তাপি বাধ্য-
কীকারে তেহো দত্তজনাঃ ভাবঃ তত্র যুক্তিমাহ । বিশরীত

জীবে যে মূঢ়তা গুণ আছে এবং ঈশ্বরের
সর্বজ্ঞতা শক্তি আছে, এই উভয় গুণ পরস্প-
রের বিরোধী মাত্রাবশতঃ যদি উভয়ের উভয়
শক্তির বাধ হয়, তবে উভয়ের চৈতন্য শক্তি
এক হইল । তাহাতেও আপনি জীব ও ঈশ্বরের
অভেদ বাস্তবিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন
না । ৪৬ ।

যে বস্তু বিদ্যমান আছে, শত সহস্র প্রমাণ
দ্বারাও তাহার অন্যথা করিতে পারা যায় না ।
তাহা স্বীকার করিলে ভেদ পদার্থের উপর জলা-
ঞ্জলি দান করিতে হয় । তাহার যুক্তি এই—
অশ্ব ও গোধ ইহার পরস্পর বিশরীত পদার্থ,
যদি অশ্ব ও গোধের অন্যথা হয়, তবে অশ্ব

জলি তিলা স্তাৎ। বিপরীতহয়ঙ্গগোহরাধার-
পথোনিজরূপকৈক্যবৃত্ত্য। ৪৭।

যদি মানগতস্য হানমিষ্টং ন ভবেত্তর্হি ন
চেৎরোহমস্মি। ইতি মানগতস্য জীবসর্কেষর-
ভেদস্য ন হানমপ্যভীক্যম্। ৪৮।

ইতি যুক্তিশৈতঃ স নীলকণ্ঠঃ কবিরক্ষোভয়দ-
বিতীয়পক্ষম্। নিগমান্তবচঃ প্রকাশমানং কলভঃ
পদ্যবনং যথা প্রফুল্লম্। ৪৯।

যোহমস্মিগোহরোক্ষাধারপথোঃ স্বরূপশৈক্যবোধিত যুক্ত্য-
ভ্যর্থঃ। ৪৭।

যদি প্রত্যক্ষাদিমানাবগতস্ত হানমিষ্টং ন ভবেত্তর্হি
ন চেৎরোহমস্মিতি প্রত্যক্ষপ্রমাণাবগতস্ত জীবসর্কেষরভেদস্ত
হানমপ্যভীক্যং ন ভবেদিত্যর্থঃ। ৪৮।

ইত্যেবং যুক্তিশৈতঃ স কবি নীলকণ্ঠো বেদান্তবচোভিঃ
প্রকাশমানমবৈতপক্ষমক্ষোভয়ং যথা প্রফুল্লং সরোজবনং
হৃতিপোতঃ ক্ষোভয়তি তৎ। ৪৯।

এবং পশু—এই উভয়ের স্বরূপ এক হইয়া
উঠে। ৪৭।

যেবস্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা যথার্থরূপে অব-
গত হইয়াছে তাহার অন্যথা হওয়া যদি আপনার
অভিপ্রেত না হয়, তবে আমি ঈশ্বর নয়,
এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা তদীক এবং ঈশ্বর
ভেদের অন্যথা হওয়াও যুক্তিসঙ্গত নহে। ৪৮।

যেরূপ করিশাবক পুঙ্খকমল বনে গিয়া
তাহাকে দলিতকরে, পণ্ডিত নীলকণ্ঠ বেদান্ত-
বাক্যে বিরাজমান অবৈত পক্ষ ও তরুণ ধ্বংস
করিলেন। ৪৯।

অথ নীলগলোকদোষকালো ভগবান্বেদবো-
চহস্ত কামম্। শূণ্ণ তত্ত্বমসীতি সম্প্রদায়প্রতি-
বাক্যস্য পরাবরেহভিসম্বিম্। ৫০।

নমু বাচ্যগতা বিরুদ্ধতাধীনিহ সোহসাবিতি-
বিরোধোহহানে। অবিরোধি তু বাচ্যমানদৈক্যং

অথ তৎকৃততাবৈতপক্ষকোভানন্তরং নীলকণ্ঠেনোক্তং দোষ-
কালং যস্মৈ স ভগবাত্ত্বরাচার্য্য উবাচ এবং যদ্বক্তং যথেষ্ট-
মন্ত তথাপি তত্ত্বমসীতি সম্প্রদায় প্রতিবাক্যস্ত পরাবরে অভি-
প্রায়ং শূণ্ণ পরে ব্রহ্মাদিরোহবরে যমাত্তথাভূতেহর্থৈওকরসে
যথা কার্যোপাধিকো জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বর ইত্যুক্তত্বাৎ
কারণাভিন্নে কার্যে। ৫০।

ইহ তত্ত্বমসিবাক্যে সোহমিতিবিরুদ্ধতাভুক্তি নমু বাচ্য-
গতা ন তু লক্ষ্যগতা তথা চ ভাগলক্ষণয়া তন্ত বিরোধস্ত হানে
সতি অবিরোধি বাচ্যং চৈতন্ত্যমাত্রং তু স্বীকৃততত্ত্বমিতি

নীলকণ্ঠের উক্ত দোষ সকল নিজ পক্ষে ন্যস্ত
হইয়াছে দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিতে লাগিলেন।
তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা যথেষ্ট হইয়াছে।
তথাপি 'তত্ত্বমসি' এই বেদবাক্যের এক অর্থও
আত্মবিষয়ে যে অভিসম্বি আছে, তাহা অবশ
কর। ৫০।

'তত্ত্বমসি' বেদান্তবাক্যে 'সোহমং দেবদত্ত'
ইহার মতন আপাতত বিরুদ্ধ বুদ্ধি হয় সত্য।
কিন্তু সে বুদ্ধি যখন বাচ্যগত হয় তখনই দোষ,
লক্ষ্যগত হইলে দোষ হয় না। ভাগ লক্ষণদ্বারা
বিরোধের ক্ষয় হইলে অবিরোধী বাচ্যার্থ অর্থাৎ
চৈতন্যমাত্রের স্বীকার করিলে 'তৎ স্বম' এই দুটি

পদযুগ্মং স্ফুটমাহ কো বিরোধঃ ॥ ৫১ ॥

যদিহোক্তমতিপ্রসঙ্গনং ভো ! ন ভবেম্মোহি
গবাশ্বয়ো প্রমাণম্ । অভিদাঘটকং তয়ো যতঃ
স্যাচ্ছভয়ো লক্ষণয়া ভিদানুভূতিঃ ॥ ৫২ ॥

ননু মোঢ্যসমস্তবিশ্বধর্ম্মান্বিতজীবেশ্বররূপ

তোহতিরিক্তম্ । উভয়োঃ পরিনিষ্ঠিতং স্বরূপং
বত নাস্ত্যেব যতোহত্র লক্ষণা স্যাৎ ॥ ৫৩ ॥

ইতি চেন্ন সমীক্ষ্যমাণজীবেশ্বররূপস্য চ কল্পি-
তত্বযুক্ত্যা । তদধিষ্ঠিতসত্যবস্তুনোহন্ধা নিয়মে-
সদাভ্যুপেয়তয়াঃ ॥ ৫৪ ॥

পদরয়মৈক্যং স্ফুটমাহাতঃ কোহপি বিরোধো নাস্তি
৫১ ॥

যত্বপরেণেত্যাঙ্কং তত্রাহ যদিতি । ইহ এবমুচ্যামানে যো-
হতিপ্রসঙ্গযুক্তোক্তঃ স ন ভবেৎ হি যস্মাৎ গবাশ্বয়োঃভেদ-
ঘটকং প্রমাণং নাস্তি যতঃ প্রমাণান্তয়ো গবাশ্বয়োক্তভয়ো-
র্ভাগলক্ষণয়াভেদানুভবঃ আদিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

নীলকণ্ঠঃ শঙ্কতে । ননু মোঢ্যধর্ম্মান্বিতজীবস্বরূপাৎ সর্ব-
জ্ঞত্বধর্ম্মযুক্তেশ্বরস্বরূপাচ্চাতিরিক্তমুভয়োজীবেশ্বরয়োঃ পরিনি-

ষ্ঠিতং স্বরূপং থলু নাস্ত্যেব বতস্তথাভূতস্বরূপসম্বাদত্র স্বরূপে
লক্ষণা স্যাৎ যস্মাৎ তত্বমসিবােক্যে ॥ ৫৩ ॥

পরিহরতীতিচেন্ন তত্র হেতুমাহ । মোঢ্যাদিবিষয়ধর্ম্মবিশিষ্টং
জীবাদিস্বরূপং কল্পিতং দৃশ্যজ্ঞাক্ষুতিক্রপাদিবিদিত্তি পরিদৃশ্যমান-
জীবেশ্বরস্বরূপস্ত কল্পিতত্বযুক্ত্যা তেন স্বরূপেণাধিষ্ঠিতস্ত তদ-
ধিষ্ঠানস্ত সত্যস্ত বস্তনঃ সদা নিয়মেনৈব সাক্ষাদভ্যুপগম্যব্য-
বাদক্বেত্যস্ত পূর্বপদেন বা সম্বন্ধঃ ॥ ৫৪ ॥

পদ অভিন্ন হয় । অতএব তথায় কোন বিরোধের
সম্ভাবনা হইতে পারে না । ৫১ ।

আমি যে কথা বলিতেছিলাম, একথা বলিলে
যে অতি প্রসঙ্গ দোষ (অর্থাৎ যাহাতে লক্ষণ
যাওয়া উচিত নয় তাহাতেও লক্ষণ যাওয়া)
ঘটিবে, তাহা সম্ভাবিত নহে । গো এবং অশ্ব
এই উভয়ের অভেদ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই ।
বস্তুত এমন কোন প্রমাণ দেখা যায় না যাহাতে
ভাগ লক্ষণদ্বারা গো এবং অশ্বের অভেদ অনু-
ভব হয় । ৫২ ।

মুঢ়তাগুণ যুক্ত জীব এবং সর্বজ্ঞতাশক্তি যুক্ত
ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত জীব ও ঈশ্বর এই উভ-

য়ের কোন চিহ্নিত বিশেষ স্বরূপ নাই । যদি
উভয়ের ঐরূপ থাকিত, এই রূপ স্বরূপে অথবা
'তত্ত্ব মসি' বাক্যে লক্ষণা হইতে পারিত । ৫৩ ।

ভগবান্ শঙ্কর খণ্ডন করিতে লাগিলেন—
শুক্লিতে রজত বুদ্ধি হইবার কারণ, কেবল সক-
লেরই ইহা দৃশ্য । সেই রূপ মুঢ়তাগুণ যুক্ত জীবের
স্বরূপ এবং সর্বজ্ঞতাগুণ যুক্ত ঈশ্বরের স্বরূপ
দৃশ্য হেতু কল্পিত হইয়াছে । কল্পনা যুক্তি অনু-
সারে কেবল জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ পরিদৃশ্যমান
হইয়া থাকে । ঈশ্বরের যে প্রকার স্বরূপ, সেই
স্বরূপ দ্বারা যখন অধিষ্ঠিত থাকেন, তখন অধিষ্ঠান
স্বরূপ সত্য বস্তু চিরবাল এক নিয়মে অবশ্য
সকলে জানিতে পারিবে । অতএব তোমার বাক্য
আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না । ৫৪ ।

ভবতাপি তথা হি দৃশ্যদেহাদ্যহমন্তস্য জড়-
মভূপেয়ম্ । পরিশিষ্টযুপেয়মেকরূপং ননু কি-
ঞ্চিচ্ছিতদেব তস্য রূপম্ ॥ ৫৫ ॥

জগতোহসত এবমেব যুক্ত্যা ত্বনিরূপাত্বত
এব কল্পিতত্বাৎ । তদধিষ্ঠিতভূতরূপমেবামনু কি-

নমভূপগন্তব্যং ভবতি স্মরাভূ নাভূপগম্যত ইত্যাদ্যাদৌ
সমীক্ষ্যমাণজীবস্বরূপাধিষ্ঠানমভূপেয়মেবেত্যাহ ভবতাপীতি । হি
বস্তুভবতাপি দৃশ্য দেহাদেহরহমন্তস্য জড়মভূপেয়ং তস্ত
জীবস্ত পরিশিষ্টং তদেব কিঞ্চিৎ সত্যং রূপং স্বীকর্তব্যমেব ॥
৫৫ ॥

তৎস্বরূপমপীত্যাহ । অসতো জগতো ব্যুৎপত্তিঃ প্রতি বি-
মতঃ কল্পিতমনিরূপ্যত্বাৎ জড়গবদিত্যেবমেব যুক্ত্যা কল্পিতত্বাৎ

আর দেখ, যে দেহ সকলের প্রত্যক্ষ—যে
দেহ পরিণামে ‘অহম্, এই বুদ্ধিতে পরিণত হয়—
সে দেহ জড়, ইহা আপনাকেও অবশ্য স্বীকার
করিতে হইবে । তবে জীবের অবশিষ্ট যাহা এক
রূপ বস্তু রহিল, সেই কিঞ্চিৎ মাত্র বস্তু ঈশ্বরের
স্বরূপ জানিবেন । ৫৫ ।

এই অনিত্য জগৎ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন ।
এই বিষয়ে অযথার্থ মত কল্পিত হইয়া থাকে ।
রজুতে সর্প যেমন নিশ্চিত হয় না বলিয়া কল্পিত,
এখানেও সেই রূপ জানিবে । এই রূপ যুক্তি
দ্বারা ঈশ্বর হইতে জগতের কল্পনা করা হয় ।
তবে ঈশ্বর যে প্রকার সত্য বস্তু, তাহা কিঞ্চিৎ
পরিমাণে অনুভূত হয় । সুতরাং জগতে ঈশ্বর

কিঞ্চি তদীশ্বরস্য সত্যম্ ॥ ৫৬ ॥

তদিহ শ্রুতিগোভয়স্বরূপে নিরূপাধৌ ন হি
মৌঢ্যসর্ববিষে । ন জপাকুহ্মাতলোহিতিন্নঃ
ক্ষটিকে স্যাম্নিরূপাধিকে প্রসক্তিঃ । ৫৭ ।

অপি ভেদধিয়ৌ যথার্থতায়াম্ ন ভয়ঃ ভেদদৃশঃ

কিঞ্চিচ্ছিতং সত্যমীশ্বরস্ত জগদধিষ্ঠানভূতং রূপমেবামনবশ্রম-
স্বীকার্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

তত্ত্বাদিহ শ্রুতিগম্যে নিরূপাধাবুভয়স্বরূপে মৌঢ্যসর্ব-
বিষে নৈব স্তঃ তত্র দৃষ্টান্তমাহ জপাপুশ্চাৎ প্রাপ্তস্ত লোহিতিন্নে
নিরূপাধিকে ক্ষটিকে প্রসক্তি নহি ত্রাস্তবৎ ॥ ৫৭ ॥

অপিচ ভেদধিয়ৌ যথার্থতায়াম্ ভেদদৃশঃ পুরুষস্য মৃত্যোঃ
স মৃত্যুমাগ্নোতি য ইহ নানৈব পশুতি য উদরমন্তরং কুরুতেহথ
তস্ত ভয়ং ভবতীত্যাदि শ্রুতি ভয়ং ন ত্রবীহ ন বুধ্যৎ । হি
যস্মাদনর্থসম্বন্ধো বিপরীতদর্শিনঃ স্তাৎ যতশ্চ ভিদাধা ভেদ-

কর্তৃক অধিষ্ঠিতরূপ সকলের অঙ্গীকার করিতে
হইবে । ৫৬ ।

অতএব এই বেদোক্ত নিরূপাধি (বিশেষণ
রহিত) জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপে উভয়ের মূঢ়তা ও
সর্বজ্ঞতা গুণ থাকিতে পারে না । তাহার দৃষ্টান্ত
এই—জবাপুষ্পের সম্মিলনে থাকিয়া যদি ক্ষটিক-
মণি লৌহিত্যগুণ প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহার
নিরূপাধি ক্ষটিক পদার্থে কখনই লৌহিত্য হইতে
পারেনা । ৫৭ ।

আর দেখ—ভেদবুদ্ধি যদি যথার্থ হয়, তবে
ভেদদর্শী পুরুষের বেদোক্ত ভয়ের সম্ভাবনা নাই ।

শ্রুতি ব্রবীতু'। বিপরীতদৃশো হ্যনর্থযোগো ন
ভিদাধীর্বিপরীতধার্যতঃ স্যাৎ ॥ ৫৮ ॥

অভিদা। শ্রুতিগাহপ্যতাত্ত্বিকী চেৎ পুরুষার্থ-
প্রবণং ন তদগতো স্যাৎ । অশিবোহহ মिति ভ্রমস্য
শাস্ত্রাধিধুমানত্বগতেরিবাস্তি বাধঃ ॥ ৫৯ ॥

তদবাধিতকল্পনাকৃতির্নো শ্রুতিসিদ্ধান্ত পরৈ-
ক্যবুদ্ধিবাধঃ । নিগমাৎ প্রবলং বিলোক্যতে
মাকরণং যেন তদীরিতস্য বাধঃ ॥ ৬০ ॥

ঋষিভি র্বহুধা পরাস্মতত্বং পুরুষার্থস্য চ তত্ব-

বুদ্ধি বিপরীতধী নস্তাত্ত্বা চোক্তশ্রুত্যা ভেদদর্শিনো ভয়শ্রোক্ত
জ্ঞাননর্থযোগস্ত চ বিপরীতদর্শিন এব যুক্তত্বাদ্ ভেদধী বিপরীত
ধীরেবেত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

এবং ভেদদৃশঃ শ্রুতগাহপ্যতাত্ত্বিকী ভেদবুদ্ধিবিপরীত-
ধীত্বমুপবর্ণ্য তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমুপপত্ত্বা
ইতি শ্রুত্যা ভেদজ্ঞানে শ্রুতপুরুষার্থাত্ত্বাহুপপত্ত্বা ভেদস্ত
তাত্ত্বিকত্বমাবিকরোতি । অভিদা অভেদঃ শ্রুতিগাহপ্যতাত্ত্বিকী

অর্থাৎ “মৃত্যোঃ স মৃত্যু মাপ্নোতি” অথ তস্য
ভয়ং ভবতি, ইত্যাদি বেদোক্ত ভয় সম্ভাবিত
নহে । কারণ, যে ব্যক্তি বিপরীত দর্শন করে,
তাহারই অনর্থ ঘটয়া থাকে । তাহাতেই ভেদ-
বুদ্ধি বিপরীত বুদ্ধি হয়না । ৫৮ ।

বেদে যে অভেদ আছে, তাহা যদি অযথার্থ
হয়, তবে অভেদ জ্ঞান হইতে পুরুষার্থের প্রবণ
হয়না । আর দেখ—চন্দ্র দর্শন করিলে চন্দ্রকে
এক বিতস্তি পরিমিত বলিয়া যে বুদ্ধি হয়, শাস্ত্র
দ্বারা সে বুদ্ধির অন্যথা হইয়া থাকে । ‘অহং
অশিবঃ’ আমি ঈশ্বর নয়—এবুদ্ধি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ
হইলেও তাহা ভ্রম জ্ঞান মাত্র । শাস্ত্র দ্বারা এরূপ
ভ্রম জ্ঞানের অবশ্য বৈপরীত্য ঘটিবে । ৫৯ ।

অযথার্থা চেত্তর্হি তদগতো তস্তা অভিদায়া গতো জ্ঞানে পুরু-
ষার্থস্ত প্রবণং ন স্তাৎ । যত্নু যদি মানগতস্তেতাদি তত্রাহ অশি-
বোহমিতি ভ্রমস্ত প্রত্যক্ষসিদ্ধচন্দ্রগতপ্রাদেশমানত্ববুদ্ধিরিব
শাস্ত্রাবাদোহস্তু তথাচ ন চেৎখরোহমস্মীতি বুদ্ধেভ্রমঃ শাস্ত্রেণ
বাধ্যমানত্বাদবিধুমানত্ববুদ্ধিবস্তস্ত বাধে ন চাভেদ এব শ্রুতি-
গম্যো বাস্তব ইতি ভাবঃ । যত্ন এবনতস্তদবাধিতকল্পনায়াঃ
কৃতিঃ কয়ো ন তু শ্রুতিসিদ্ধান্তপরৈক্যবুদ্ধিবাধো ইতস্তদগাদি-
তত্বকল্পনাকৃতে হেতো নোক্তবুদ্ধিবাধ ইতি পাঠান্তরে ব্যাখ্যায়
কৃতো নাস্তীতি বদত্বং প্রত্যাহ নিগমাৎ প্রবলং প্রমাকরণং
কিং বিলোক্যতে যেন নিগমোক্তস্তান্ত্রপরৈক্যস্ত বাধ স্তাৎ ॥
৫৯ ॥ ৬০ ॥

নীলকণ্ঠ আহ । ঋষিভিঃ কপিলাদিভি র্বহুধা পরাস্মতত্ব
মথ পুরুষার্থস্ত চ তত্বমপ্যুক্তং তদপ্যস্ত এক এব নিরূপিত

যদি এরূপ হইল—তবে ইহাতে যথার্থ কল্প-
নার অন্যথা হইতে পারে, কিন্তু শ্রুতি সিদ্ধ পরমা-
জ্ঞার ঐক্য বুদ্ধির ক্ষয় হয় না । যে প্রমাণ দ্বারা
বেদোক্ত পরমাজ্ঞার অভেদবুদ্ধির বাধ হয়, সেই
বেদ বা নিগম অপেক্ষা অন্য প্রমাণ কি কখন
প্রবল হইতে পারে ? । ৬০ ।

নীলকণ্ঠ বলিলেন—কপিলাচার্য্য প্রভৃতি ঋষি-
গণ নানাবিধ উপায়ে পরমাস্মতত্ব এবং পুরুষার্থ
তত্ত্ব নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু আপনি তাঁহাদের
কথায় অবহেলা করিয়া এক মাত্র তত্ত্ব নিরূপণ

মপ্যথোক্তম্ । তদপাস্য নিরূপিতপ্রকারো ভব-
তাহসৌ কথমেক এব ধার্য্যঃ ॥ ৬১ ॥

প্রবলশ্রুতিমানতো বিরোধে বলহীনতিশ্রুতি

প্রকারো ভবতা কথং ধার্য্যো বহুনামনুসরণস্ত্রাণ্যস্বাৎ ॥ ৬১ ॥

পরিহরতি । প্রবলশ্রুতিপ্রমাণেন বিরোধে সতি বলহীনাঃ
শ্রুতিবাচ এব নাকীকর্তব্য ইতি নম্বলং বেনত্রয়ীবিরুদ্ধ-
ম্বয়ীণং বচনং প্রমাণং ন প্রাপ্নুয়াৎ । তথা চ প্রমাণলক্ষণস্থে
জৈমিনিষ্ঠায়ঃ বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হুমানমিতি
ঔত্থরী স্পষ্টোক্তায়েদিতি শ্রুতে বিরুদ্ধাপি সৰ্বা বেদেয়িত-
ব্যেতি শ্রুতিমানং ন বেতিবিষয়ে অষ্টকাতিশ্রুতিবদ্ব্যন-
মিতি পূৰ্ণগন্ধে রাষ্ট্রান্তস্ত পূৰ্ণলক্ষণমপনুদতি শ্রুতিবিরোধে

করিয়াছেন। আপনার বাক্য কিরূপে ধার্য্য হইবে?
সকলেই যে পথের অনুসরণ করিয়াছে, তাহার
অনুসরণ করাই ন্যায্য । ৬১ ।

ভগবান্ শঙ্কর পরিহার করিলেন—“প্রবল-
শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা বিরোধ উপস্থিত হইলেও বল-
হীন শ্রুতিবাক্য কিছুতেই স্বীকার্য্য নহে।” এইরূপ
ন্যায় থাকাতে ঋষিবাক্য, বেদ কিংবা বেদান্তের
বিরুদ্ধ হইলে তাহা কখন প্রামাণিক নহে ।
জৈমিনি, মীমাংসাদর্শনে প্রমাণ লক্ষণ স্থলে সূত্র
করিয়াছেন । ‘বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হু-
মানম্’ । অর্থাৎ বেদের বিরোধ হইলে শ্রুতির
প্রামাণ্যে আদর প্রকাশ করিবে না । কিন্তু যদি
বিরোধ না থাকে অর্থাৎ শ্রুতি যদি মূল শ্রুতির
অনুগামিনী হয়, তবেই তাহার প্রামাণ্য থাকে ।

বাচ এব নেয়াঃ । ইতি নীতিবলাভ্রয়ীবিরুদ্ধং
ন ঋষীগাং বচনং প্রমাণমীয়াৎ ॥ ৬২ ॥

ননু যুক্তিযুতং মহর্ষিবাক্যং শ্রুতিবদগ্ৰাহ্য-
তমং পরং তথাহি । প্রতিদেহমসৌ বিভিন্ন
আত্মা স্ত্বদুঃখাদিবিচিত্রতাবলোকাৎ ॥ ৬১ ॥

যদি চাত্মন একতা তদানীমতিদুঃখী যুবরাজ-
সৌখ্যমীয়াৎ । অমুকঃ সস্ত্রথোহমুকস্ত দুঃখী-

শ্রুতে: প্রামাণ্যম্যনপেক্ষমনাদরণীয়ং শ্রাদ্ধি যস্মাদসতি
বিরোধে মূলশ্রুত্যানুমাণকতয়া শ্রুতিরপি মানমিতি স্মার্য্যঃ ।
এবঞ্চবেদবিরুদ্ধবচসাং বহুনামপ্যনুসরণমজ্ঞাধ্যমেবেতি ভাবঃ
॥ ৬২ ॥

এবমুক্তো নীলকণ্ঠঃ শঙ্কতে চতুর্ভিঃ । ননু যুক্তিযুক্তং
মহর্ষিবাক্যস্পরং কেবলং গ্রাহ্যতমং ন তু ত্যাজ্যং যুক্তিযুক্ত-
স্বমেব দর্শয়িতুমাহ তথাহীতি ॥ ৬৩ ॥

বিপক্ষে দোষমাহ । যদিচাত্মন একতা স্মাদদানীমতিদুঃখী

এইরূপে যে সকল ঋষিদের বেদ বাক্যের সহিত
ঐক্য নাই, তাহাদের অনুসরণ করা অবিধি । ৬২ ।

নীলকণ্ঠ বলিলেন—যদি মহর্ষি গণের বাক্য
যুক্তি সঙ্গত হয়, তাহা অতিশয় গ্রহণ করিবে,
কিন্তু ত্যাগ করিবে না । তাঁহারা বলেন—আত্মা-
প্রত্যেক দেহে বিভিন্ন, কারণ—সকলেরই স্ত্ব-
দুঃখের তারতম্য দেখা যায় । ৬৩ ।

যদি আত্মা এক হয়, তবে অতিদুঃখী ও তৎ-
কালে যৌবরাজ্য লাভ করিবার আনন্দ পাইতে

তানুভূতি ন ভবেত্তয়োৰভেদাৎ ॥ ৬৪ ॥

অয়মেব বিদ্বিতশ্চ কৰ্ত্তা নহি কৰ্ত্তৃত্বমচেত-
নস্য দৃষ্টম্ । অতএব ভুজে ভবেৎ স কৰ্ত্তা পর-
ভোক্তৃত্বমতিপ্রসঙ্গদৃষ্টম্ ॥ ৬৫ ॥

পুরুষার্থ ইহৈম দুঃখনাশঃ সকলস্যাপি স্তথস্য

স্বপরাঙ্গসৌখ্যং প্রাপ্নুয়াৎ কিক্ষামুকঃ স্থগী অমুকস্ত দুঃখীত্যম্-
ভবে ন স্তান্তয়োৰভেদাৎ ॥ ৬৪ ॥

কিক্ষাশুনোহকৰ্ত্তৃত্বমচেতনস্তান্তঃকরণাদেঃ কৰ্ত্তৃত্বমিতি ভব-
ন্যতমপ্যবক্তৃমিত্যাশয়েনাত্ । অয়মেব জ্ঞানাস্থিতঃ কৰ্ত্তা হি
বদ্বাদচেতনস্ত কৰ্ত্তৃত্বং ন দৃষ্টং অতএব ভুজেরপি স আত্মা-
কৰ্ত্তা ভবেদ্যতঃ কৰ্ত্তৃত্বস্ত ভোক্তৃত্বং দেবদত্তকৃতকৰ্ম্মফলভো-
ক্তৃত্বং যজ্ঞদত্তস্ত আদিত্যতিপ্রসঙ্গেন দৃষ্টম্ ॥ ৬৫ ॥

কিক্ষ মোক্ষোহপি ভবদভিমতোহবুক্ত ইত্যাশয়েনাত্ ।
ইহলোকে বেদে বা পুরুষার্থোহপোষ দুঃখনাশ এন তু স্তথাপি
স্তান্তভেদাৎ যুক্তিমাৎ সৰ্বস্তাপি স্তথস্ত দুঃখপুঞ্জবাক্ষ্য-
য়েন বিষপূক্তাবৎ পুরুষার্থং নাস্তীত্যভেদ্যারা যুক্ত হেতো-

পারে । স্তথী দুঃখী এক হইলে অমুক স্তথী, কি
অমুক দুঃখী, এরূপ অনুভব হইতে পারে না । ৬৪ ।

জ্ঞানাস্থিত আত্মারই কৰ্ত্তৃত্বশক্তি থাকে, কিন্তু
অচেতন অন্তঃকরণাদির কৰ্ত্তৃত্ব কখন দেখা যায়
না । অতএব আত্মাই ভুজ্ ধাতুর কৰ্ত্তা অর্থাৎ
আত্মাই স্তথ দুঃখাদি ভোগ করেন । যে কৰ্ত্তা নয়
তাহার ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিলে, দেবদত্ত যে
কৰ্ম্ম ফল ভোগ করিবে, যজ্ঞদত্তের পক্ষে সেই
কৰ্ম্ম ফল ভোগ করা সম্ভব । ৬৫ ।

ইহলোকে অথবা বেদে দুঃখ নাশের নাম প-
রম পুরুষার্থ, কিন্তু স্তথ প্রাপ্তির নাম পরম পুরু-
ষার্থ নহে । আপনি তাহার অভেদ্য যুক্তি দেখুন

দুঃখযুক্তঃ । অতিহেয়তয়া পূমর্থতাহতো বিষপূক্তা-
মবদিত্যভেদ্যযুক্তৈঃ ॥ ৬৬ ॥

ইতি চেম স্তথাপিচিত্রিতায়া মনসো ধর্মতয়াস্ত্র-
ভেদকত্বম্ । ন কথঞ্চন যুক্ত্যাতে পুনঃ সা ঘটয়েৎ
প্রভূত মানসীয়ভেদম্ ॥ ৬৭ ॥

চিতিযোগবিশেষ এব দেহে কৃতিমস্তাঘটকো-

স্তথা চায়ং প্রয়োগঃ বিমতঃ ন পুরুষার্থঃ দুঃখসংযুক্তত্বাৎ বিষ-
সম্পূক্তাবৎ ॥ ৬৬ ॥

পরিহরতি ইতি চেন্নেতি । তত্র স্তথদুঃখাদিচিত্রিতাব-
লোকনাদিহেতোঃ পক্ষবৃদ্ধিহেতুভেদকত্বাভাবং চেতুমাৎ
স্তথাপিচিত্রিতায়াঃ মনসোধর্মহেতুভেদকত্বং কথঞ্চিদপি
ন যুক্ত্যাতে প্রভূত সা চিত্রিতা মানসীয় মনোনিষ্ঠং ভেদং
ঘটয়েৎ তত্র মনোধর্মহেতু কামসংকল্প ইত্যাদি কৃতিমান-
মিতি ভাবঃ ॥ ৬৭ ॥

অথ নষ্টীত্যাদি যত্নকং তত্রাহ । চৈতন্ত্বযোগবিশেষ এব

—সকল স্তথ দুঃখ যুক্ত হইলে তাহা সর্বথা
পরিত্যাজ্য । পরিত্যাজ্য হইলে পুরুষার্থ
ঘটিতে পারেনা । তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন—বিষ-
সংযুক্ত অন্ন দেখিলে কে আদর করিয়া তাহা
ভক্ষণ করে ? । ৬৬ ।

ভগবান্ খণ্ডন করিলেন—আপনি একথা
বলিতে পারেন না । স্তথ দুঃখাদির তারতম্য যে
সকল দর্শন করা যায়, এ সমস্তই মনের ধর্ম ।
অমূকের স্তথ—অমূকের দুঃখ—ইত্যাদি প্রভেদ
আত্মার নয় । বরং স্তথ দুঃখাদির বৈচিত্র্য, মান-
সিক ভেদ ঘটাইয়া থাকে । ৬৭ ।

ইদ্যচেতনে স্যাৎ । তদভাবন্ত এব কর্তৃতা স্যাম
তৃণাদেৱিতি কল্পনং বরম্ ॥ ৬৮ ॥

বিষয়োথস্থখ্যা দুঃখযুক্তেহপ্যালয়ং ব্রহ্মস্থখং
ন দুঃখযুক্তম্ । পুরুষার্থতয়া তদেব গম্যং ন
পুনস্তচ্ছকদুঃখনাশমাত্রম্ ॥ ৬৯ ॥

ইতি যুক্তিশতোপবং হিতার্থে বচনৈঃ শ্রুতাব-
রোধসৌবিদম্ভৈঃ । যতিরান্মতং প্রসাধ্য শৈবঃ
পরকৃদর্শনদারুণৈরজৈবীৎ ॥ ৭০ ॥

দেহবহেহচেতনেহপি কর্তৃত্বটকঃ স্যাৎ তন্ত চিত্তিযোগ-
বিশেষস্তাভাবাদেব তৃণাদেঃ কর্তৃতা ন স্তাদিতি কল্পনমেব
অভ্যাসকুলদ্বাচ্ছ্রুতিমিত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

যদপি পুরুষার্থ ইত্যাদি তত্রাপ্যাহ । বিষয়োথস্থখ্য দুঃখ-
যুক্তয়েহপি নাশরহিতং ব্রহ্মস্থখং ন দুঃখযুক্তং আনন্দং ব্রহ্মণো
বিষয় বিভেতি কৃত্তচন । তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্ব-
মহুপশ্যত ইত্যাদিশ্রুতেন্তস্মাত্তদেব পুরুষার্থতয়াহবগম্যং
নতু তুচ্ছকং দুঃখনাশমাত্রং স্বার্থে তচ্ছিতঃ ॥ ৬৯ ॥

ইত্যেবং যুক্তিশতৈরুপবংহিতোহর্থো যেবাং তৈঃ পুনশ্চ
সৌবিদম্ভাঃ কঞ্চুকিন ইত্যমরাচ্ছ্রুতানুরোধকং কঞ্চুকবদ্ধি-
বচনৈর্দধতিঃ স্রীপরাচার্য্যঃ স্বীয়মবৈতমতং প্রসাধ্য পরকৃদা-
জ্ঞস্ত দারুণৈস্তথাভূতৈঃ বচনৈঃ শৈবঃ মতমজৈবীৎ নিরাকর-
ণেন জিতবান্ ॥ ৭০ ॥

স্থখী কিম্বা দুঃখীর দেহ অচেতন । উভয়
দেহ অচেতন হইলেও চৈতন্যবিশেষের সংযোগে
কেবল কর্তৃত্ব শক্তি জন্মায় । “চৈতন্য বিশেষের
যোগ না থাকিলে তৃণাদির কর্তৃত্ব থাকে না” এরূপ
বেদামূলক কল্পনা করাও বরং ভাল । ৬৮ ।

বিষয় জাত স্থখ সকল দুঃখ যুক্ত হইলেও
নাশরহিত ও নিত্য ব্রহ্মস্থখ কখন দুঃখ সংযুক্ত

বিজ্ঞিতো যতিভূতাস শৈবঃ সহ গর্বেণ
বিসৃজ্য চ স্বভাষ্যম্ । শরণং প্রতিপেদিবান্
মহর্ষিং হরদত্তপ্রমুখৈঃ সহানুশিষ্যৈঃ ॥ ৭১ ॥

যমিনামৃষভেণ নীলকণ্ঠঃ জিতমাকর্ণ্য মনীষি
ধূর্য্যবর্য্যম্ । সহসৌদয়নাদয়ঃ কবীন্দ্রাঃ পরম
দ্বৈতমুষশ্চকম্পিরেম্ম ॥ ৭২ ॥

যতিরাজেন বিজিতঃ স শৈবো নীলকণ্ঠোগর্বেণ সহ স্বভাষ্যঃ
বিসৃজ্য চ পুনহরদত্তপ্রমুখৈরাশিষ্যৈঃ সহ মহর্ষিং শরণং
প্রাপ্তবান্ ॥ ৭১ ॥

পরমত্যন্তকম্পিরে স্মৃতি পাদপূরণে ॥ ৭২ ॥

হইতে পারে না । এ বিষয়ে বেদ বাক্য স্পষ্ট
প্রমাণ আছে । সেই ব্রহ্মস্থখ পুরুষার্থ বলিয়া
উল্লিখিত হইয়াছে । তুচ্ছ দুঃখনাশ হইলে কখন
পুরুষার্থ হয় না । ৬৯ ।

এই রূপে শত শত যুক্তি বর্জিত, অর্থ সংযুক্ত,
ও বেদের অনুরোধ রূপ কঞ্চুক (সাঁজোয়া)
সংশ্লিষ্ট বাক্য সমূহ দ্বারা শঙ্করাচার্য্য স্বীয় অবৈত-
মত সংস্থাপন করিয়া, অপর শাস্ত্রের দারুণ বচন
দ্বারা শৈবমত নিরাকরণ করিয়া জয় করি-
লেন । ৭০ ।

শৈব নীলকণ্ঠ যতিরাজ শঙ্কর কর্তৃক বাদে
পরাস্ত হইয়া যেমন গর্ব পরিত্যাগ করিল, অমনি
ঐ সঙ্গে স্বীয়রচিত ভাষ্য ও বিসর্জন দিল । অনন্তর
হরদত্ত প্রভৃতি প্রধান শিষ্য গণের সহিত শঙ্করের
শরণাপন্ন হইলেন । ৭১ ।

পণ্ডিতবর শৈবনীলকণ্ঠ যতীশ্বর শঙ্কর কর্তৃক
পরাজিত হইয়াছেন শুনিয়া অবৈতমতের বিধ্বংসী

বিষয়েষু বিতত্যা নৈজভাষ্যাণ্যথ সৌরাষ্ট্র-
মুখেষু তত্র তত্র । বহুধা বিবুধৈঃ প্রশস্যমানো
ভগবান্ দ্বারবতীং পুরীং বিবেশ ॥ ৭৩ ॥

ভুজয়োরতিতপ্তশঙ্খচক্রাকৃতিলোহাহতসং-
ভূতব্রণাশাঃ । শরদগুসহোদরোক্ষপুণ্ড্রাস্তলসী-
পর্ণসনাথকর্ণদেশাঃ ॥ ৭৪ ॥

অথ সৌরাষ্ট্রাদিষু তত্র তত্র দেশেষু স্মীয়ভাষ্যানি প্রশস্য
বিবুধৈঃ স্পৃহিতৈর্দৈবৈশ্চ বহুধা স্তুয়মানো ভগবান্ শঙ্করো
দ্বারবতীং পুরীং বিবেশ ॥ ৭৩ ॥

ভুজয়োরতিতপ্তশঙ্খচক্রাকৃতিলোহেনাহতেষু ভাঙিতেষ-
বয়বেষু সংভূতানি সমাসাদিতানি ব্রণানামঙ্গানি দৈবঃ পুনশ্চ
শরদগুসদৃশং উক্ষপুণ্ড্রং যেষাং পুনশ্চ তুলসীপত্রৈঃ সনাথঃ
কর্ণদেশো যেষাম্ভেদে শতশঃ পাক্ষরাজাঃ সর্ববেত্যান্মতং মোক্ষং
পঞ্চভিদিবিদাং জীবোদ্বারভেদো জীবানাং পরস্পরভেদো
জীবানামচিহ্নাং ভেদ ঈশ্বরমাচিহ্নাং ভেদশ্চিত্তাক্ষ পরস্পর-

উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তৎকালে মনে
ভয়ে কম্পিত হইলেন । ৭২ ।

অনন্তর শঙ্কর ঐসকল সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশে
আপনার ভাষ্য মহিমা বিস্তৃত করিয়া পণ্ডিত ও
দেবগণ কর্তৃক সাদরে অর্চিত হইয়া দ্বারকা নগ-
রীতে গমন করেন । ৭৩ ।

তথায় কতকগুলিন পাক্ষরাজ (বৈষ্ণবসম্প্র-
দায়) বাস করিত । তাহাদের হস্তে উত্তম শঙ্খ
চক্রাকৃতি লোহদ্বারা ব্রণচিহ্ন বিরাজমান । ললাট
দেশে শরের মতন প্রশস্ত তিলক অঙ্কিত । তাহার
কর্ণদেশে তুলসীপত্র অর্পণ করিয়াছে । তাহার
আসিয়া বলিল - জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, প্রত্যেক-
কজীবের পরস্পর ভেদ, চৈতন্য শূন্য প্রত্যেক

শতশঃ সর্ববেত্যা পাক্ষরাজান্মতং পঞ্চভিদি-
বিদাং বদন্তুঃ । মুনিশিষ্যবরৈরতিপ্রগল্ভৈর্মুগ-
রাজৈরিব কুঞ্জরাঃ প্রভয়াঃ ॥ ৭৫ ॥

ইতি বৈষ্ণবশৈবশাক্তসৌরপ্রমুখানাং বৈষ্ণবশ্রবণ-
স্থিধায় । অতিবেলবচোবরীভিরন্তপ্রতিবাদাজ্জ-
য়িনীং পুরীময়াসীৎ ॥ ৭৬ ॥

সপদি প্রতিনাদিতঃ পয়োদম্বনশঙ্কাকুলগেহকে-

ভেদ ইত্যেবং পঞ্চবিধভেদবিদাং বদন্তুঃ প্রগল্ভৈ মুনিশিষ্য-
বরৈঃ সিংহৈরিভা ইব প্রভয়া ইতি স্বয়োরর্থঃ ॥ ৭৪ ॥ ৭৫ ॥

ইত্যেবং শৈববাদীনাং বদন্তীতি তথাবিধান্ বিদ্যা-
তিক্রান্তবেলাভির্কচোবরীভিনিরন্তাঃ প্রতিবাদিনো যেন
স উজ্জয়িনীং পুরীং প্রাপ্তবান্ ॥ ৭৬ ॥

পয়োদম্বনশঙ্কর্য্য মেঘশঙ্কর্য্য ষাাকুলগেহে মন্দি-
রান্যো কটেক্ষ্ময়ুসমুদায়ৈঃ তৎকালে প্রতিনাদিতঃ পুনশ্চ-

জীবের ভেদ, ঈশ্বর এবং চিৎশক্তি শূন্য পদার্থ
সমূহের ভেদ, এবং চেতন পদার্থ মাত্রেরই ভেদ
আছে । যাহারা এই পাঁচ প্রকার ভেদ স্বীকার
করেন তাহাদেরই মুক্তি হয় । সিংহ সকল
বেরূপ হস্তীযুগ্ম দলন করে, আচার্য্যের প্রবল শিষ্য-
গণ তাহাদের এই বাক্য শুনিয়া তাহাদিগকে
পরাস্ত করিল । ৭৪ । ৭৫ ।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য এইরূপে বৈষ্ণব, শৈব,
শাক্ত, সৌরদিগকে আত্মবশে আনিয়া এবং অতি
প্রবল বচন প্রবাহে প্রতিবাদিদিগকে নিরস্ত
করিয়া, উজ্জয়িনী নগরীতে গমন করি-
লেন ॥ ৭৬ ॥

কিজালৈঃ । শশভূমুকুটার্হণামুদঙ্গধনিস্রয়ত

তত্র মুচ্ছিতাশঃ ॥ ৭৭ ॥

মকরধ্বজবিদ্বিষাণ্ডিবিদ্বান্ শ্রমহুৎপুষ্পগ-
ন্ধিমন্মরুদ্ভিঃ । অগরুডবধূপধূপিতাশঃ স মহা-
কালনিবেশনং বিবেশ ॥ ৭৮ ॥

ভগবানভিবন্দ্য চন্দ্রমৌলিঃ মুনিরুন্দৈরভিবন্দ্য-
পাদপদ্মঃ । শ্রমহারিণি মণ্ডপে মনোজ্ঞে স বিশ-
শ্রাম বিস্বত্বরপ্রভাবঃ ॥ ৭৯ ॥

ব্যাপ্তা দিশো যেন তথাভূতশ্রুতশেখরস্যা মহাকালাগাশিষ-
সোক্তাসম্বন্ধিমুদঙ্গাণাং ধ্বনিস্ত্রোজ্জয়িত্তামক্রমত ॥ ৭৭ ॥

মকরধ্বজবিদ্বিষঃ কামবিদ্বিষঃ শিবস্ত প্রাপ্তিং জানা-
তীতি তথাভূতঃ স মহাকালমন্দিরং বিবেশ । তদ্বিশিনষ্ট
পুষ্পগন্ধিমদ্বায়ুভিঃ শ্রমহুৎ পুনঃচাগরুডবধূপেন ধূপিতা
আশা যত্র তৎ ॥ ৭৮ ॥

মুনিসঙ্কেতভিবন্দ্যপাদপদ্মঃ বিস্বত্বরঃ প্রসরণশীল-
প্রভাবো যস্ত স ভগবান্ শঙ্করশ্রুতশেখরং মহাকাশেশ্বরমভি-
বন্দ্য শ্রমহারিণি মনোজ্ঞে মণ্ডপে বিশ্রামং কৃতবান্ ॥ ৭৯ ॥

তথায় মহাকাল মহাদেবের অর্চনাকালে
গম্ভীর মুদঙ্গধ্বনি বাজিয়া উঠিল । গৃহরুদ্ধ ময়ূর
সকল মেঘধ্বনি বিবেচনা করিয়া ব্যাকুল ভাবে
প্রতিশব্দ করিতে লাগিল । তাহার শব্দে দিক্-
দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল । ৭৭ ।

শঙ্কর এইরূপ শব্দ শুনিয়া ব্যাকুল হইলেন না ।
এরং বিরূপে শিব প্রাপ্তি হয়, তাহার উপায়
জানিতেন বলিয়া মহাকালের মন্দিরে প্রবেশ
করিলেন । মন্দিরের অভ্যন্তরে পুষ্পগন্ধবাহী
সমীরণ, সকলের শ্রম নাশ করিতেছে । অগুরু

কবয়ে কথয়াহম্মদীয়বার্তামিহ সৌম্যোতি স
ভট্টভাস্করায় । বিসমর্জ্য বশম্বদাগ্রগণ্যং মুনিরভ্যর্গ-
গতং সনন্দনার্যম্ ॥ ৮০ ॥

অভিরূপকূলাবতংসভূতং বহুধাব্যাকৃতসর্ববেদ-
রাশিম্ । তমঘত্ননিরস্তুঃসপত্নপ্রতিপদ্যেথমুবাচ
বাবদুকঃ ॥ ৮১ ॥

বিশ্রম্য যৎ কৃতবাস্তদাহ । ইহাগয়াং পূৰ্ণ্যাং ভট্টভাস্করায় ক
বয়েহম্মদীয়বার্তাং হে সৌম্য ! কণয়েভ্যাক্তা স মুনির্কশং বদাগ্র-
গণ্যঃ শিষ্যাগ্রগণ্যং সমীপগতং পদ্মপাদার্যং বিসমর্জ্য ॥ ৮০ ॥

বাবদুকোহতিবক্তা সনন্দনার্যস্তং প্রতিপদ্যোবাচ তং বিশি-
নষ্ট । অভিরূপকুলস্ত বৃধগণস্তাবতংসভূতং অভিরূপো বৃধে রন্য
ইতি মেদিনী । বচসা ব্যাখ্যাতো বেদরাশির্থেন অঘত্নেন নির-
স্তা হঃসপত্না যেন তং ॥ ৮১ ॥

ও ধূপের গন্ধ তাহার চারিপার্শ্ব আমোদিত করি-
তেছে । ৭৮ ।

তৎকালে সমাগত মুনিগণ শঙ্করের দিগন্ত-
ব্যাপী মহিমা জানিয়া তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা
করিতে লাগিল । পরে আচার্য্য মহাকাল শিবের
চরণ বন্দনা করিয়া শ্রমহারী মনোজ্ঞ মণ্ডপে ক্ষণ
কাল বিশ্রাম করিলেন । ৭৯ ।

বিশ্রাম করিবার পর পদ্মপাদকে ডাকিয়া
বলিলেন—“হে সৌম্য ! এই পুরীতে ভাস্কর
পণ্ডিত বাস করেন । তুমি তাহার নিকটে গিয়া
আমাদের আগমন বার্তা প্রকাশ কর ।” এই
কথা বলিয়া বশম্বদের অগ্রগণ্য শিষ্যবর পদ্ম-
পাদকে বিসর্জ্ঞন দিলেন । ৮০ ।

ভাস্করাচার্য্য পণ্ডিত কূলের আভরণ । স্বয়ং

জয়তিস্ম দিগন্তগীতকীর্তি ঊর্গবান্শঙ্করযোগি
চক্রবর্তী। প্রথয়ন্ পরমদ্বিতীয়ত্বং শময়ন্তু
পরিপস্থিবাদিদর্শম্ ॥ ৮২ ॥

স জগাদ বুধাগ্রী ঊর্বস্তং কুমতোঃ প্রেক্ষিতসূ-
ত্রবৃত্তিজালম্। অভিত্য বয়ং ত্রয়ীশিখানাং সম-
বাদিস্ম পরাবরেহভিসন্ধিম্ ॥ ৮৩ ॥

যহবাচ তদাহ। বঃ দিগন্তগীতকীর্তি ঊর্গবান্শঙ্করযোগি
চক্রবর্তী পরমদ্বিতীয়ত্বং প্রথয়ন্তু পরিপস্থি-
নাং বাদিনাং গর্ভং শময়ন্ জয়তিস্ম স বুধাগ্রী ঊর্বস্তং জগাদেতি পরে
পাশ্বরঃ ॥ ৮২ ॥

বদভাষে তদাহ। কুংসিতং মতং যেষাঈশ্বঃ কুমতৈকুং প্রে-
ক্ষিতং সূত্রবৃত্তিজালমভিত্য বেনাস্তানাং পরাবরে ব্রহ্মাহিরে
প্রতীচি তাৎপর্যমবাদিস্ম ॥ ৮৩ ॥

কতবার বেদরাশির অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।
অন্যায়মে বিবাদী শত্রুদিগকে বাদে পরাস্ত করি-
য়াছেন। বক্তা সনন্দন তাঁহার নিকটে গিয়া
বলিলেন। ৮১।

শঙ্কর নামে একজন যতিরাজ জগতে অবস্থান
করেন। দিগদিগন্তে তাঁহার কীর্তিকলাপ বিরাজ-
মান। পরম অদ্বৈত তত্ত্ব বিস্তৃত করিয়া এবং
যাহারা অদ্বৈতমতের পরিপন্থী, তাহাদিগের দর্প
দলন করিয়া, যিনি নিরন্তর শোভিত আছেন।
বেদান্ত বিদ্বেন্দ্রী পণ্ডিতেরা যে সকল সূত্র সমষ্টি
সবলে সংস্থাপিত করিয়াছিল, আচার্য্য শঙ্কর অব-
লীলাক্রমে তাহা নিরাকরণ করিয়াছেন। অবশেষে
যিনি বেদ মন্তক বেদান্ত শাস্ত্রের পরমব্রহ্মে তাৎ-

তদিদং পরিগৃহ্যতাং মনীষিন্! মনসালোচ্য
নিরম্য দুর্মতং স্বম্। অথবা হস্মদুদগ্রতর্কবক্ত
প্রতিঘাতাং পরিরক্ষ্যতাং স্বপক্ষঃ ॥ ৮৪ ॥

ইতি তামবহেলপূর্ববর্ণাঙ্গিরমাকর্ণ্য তদা স
লঙ্কবর্ণঃ। যশসাং নির্ধরীষদাত্তরোষস্তমুবাচ প্রহ-
সন্ যতীন্দ্রশিষ্যঃ ॥ ৮৫ ॥

তত্ত্বমাদিদমস্মদীয়ং মতং মনসালোচ্য স্বীয়ং মতং বিহার
পরিগৃহ্যতাং যতো হে মনীষিন্! অথবা স্বমতে হুয়াগ্রহশ্চেতর্হি
অস্বরীষোদগ্রতর্কলক্ষণবক্তপ্রতিঘাতাং স্বপক্ষঃ পরিরক্ষ্যতাং
৮৪ ॥

ইত্যেবমবজ্ঞাপূর্বকং বর্ণ্য যজ্ঞাং তাং গিরিমাকর্ণ্য স লঙ্ক-
বর্ণো বিচক্ষণো যশসান্নির্ধরীষৎপ্রাপ্তরোষো ভট্টভাস্করঃ
প্রহসং স্তং যতীন্দ্রশিষ্যমুবাচ ॥ ৮৫ ॥

পর্য্য আমাদিগকে উপদেশ দেন। সেই মহোদয়
আচার্য্য আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন। ৮২। ৮৩।

আপনি পণ্ডিত, অতএব মনে মনে আমাদের
মত আলোচনা করিয়া স্বীয় মত পরিত্যাগ করিয়া
এই মত গ্রহণ করুন। অথবা যদি মনে করিয়া
থাকেন, নিজের মত অখণ্ডনীয়। তবে আমাদের
উৎকট তর্করূপ যে বজ্র আছে, তাহার ভীষণ
আঘাত হইতে আপনার পক্ষ কিরূপ রক্ষা করিতে
পারেন, তাহা করুন। নতুবা আমি স্পষ্টাক্ষরে
বলিতেছি আমাদের নিকট আপনার কিছুতেই
নিস্তার নাই। ৮৪।

পদ্মপাদের অবজ্ঞাপূর্ব বাক্য শুনিয়া যশোধন
পণ্ডিতবর ভট্টভাস্কর ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া যতীন্দ্রের
শিষ্য পদ্মপাদকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৮৫ ॥

ঈশ্বরেণ ন শুভ্রবানুদন্তঃ মম তুর্বাদিবচন্ততী-
হুদন্তঃ । পরকীর্ত্তিবিসাক্ষরানদন্তঃ বিহুয়াং
মূর্খস্য নানটপদন্তঃ ॥ ৮৬ ॥

মম বল্গতি সূক্তিশৃঙ্গরেনে কণ্ডুগ্জম্নিতমল-
তামুপৈতি । কপিলস্ত পলায়ন্তে প্রলাপঃ স্তম্ভি-
য়াং কৈব কথাং ধুনাতনানাং ॥ ৮৭ ॥

ইতি বাদিনমত্রবীং সনন্দঃ কুশলোহধৈন

এব তব গুরুম অতঃ বৃত্তান্তঃ ন শুভ্রবান, উদন্তঃ বিশিনষ্টি ।
বাণীচন্ততীহুদন্তঃ পরকীর্ত্তিলক্ষণবিসাক্ষরান ভক্ষয়ন্তঃ
বিহুয়াং শিরঃস্থ নানটপদশয়েন নৃত্যং পদং যন্ত ॥ ৮৬ ॥

মম সূক্তিশৃঙ্গরেনে সূক্তিরচনাগমুদারে বল্গতি সতি
কণাদভাবিতমলতাং প্রাপ্নোতি কপিলস্ত তু প্ররোগঃ পলায়ন্তে
তথাচাধুনাতনানাং স্তম্ভিয়াং কৈব-কথা ॥ ৮৭ ॥

ইতি বাদিনমেনং ভট্টভাস্করমগানন্তরং কুশলঃ সনন্দনো-
হত্রবীং হে অবিজ্ঞ ! মাংসং হাঃ মাংসজানীহি অবজ্ঞাং বা কুক্ষ

আমার বৃত্তান্ত, বাদীগণের বাক্য রাশি খণ্ডন
করিয়া থাকে—প্রতিবাদী গণের কীর্ত্তিরূপ যু-
গল অঙ্কুর ভক্ষণ করিয়া থাকে—অধিক কি প-
ণ্ডিতগণের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া নৃত্য করিয়া
থাকে । তোমার গুরু আমার একরূপ অলৌকিক
বৃত্তান্ত প্রবণ করেন নাই ? ॥ ৮৬ ॥

আমার স্তম্ভুর বাক্যরচনা প্রকাশ পাইলে
কণাদের বাক্য তেজোহীন হইয়া যায়, কপিলের
প্রলাপ পলায়ন করে—আধুনিক পণ্ডিতদের কথা
আর কি বলিবে ? ॥ ৮৭ ॥

ভট্ট ভাস্করের এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত পদ্ম-
পাদ ভাস্করকে বলিলেন । হে অবিজ্ঞ ! আপনি

অবিজ্ঞ ! মাংসং হাঃ । ন হি দারিতকুধরোহি
টকঃ প্রভবেদজ্ঞমণিপ্রভেদনায় ॥ ৮৮ ॥

স তমেবমুদীর্ঘ্য তীর্থকীর্ত্তেরূপকণ্ডঃ প্রতিপদ্য-
স বিমগ্নাঃ । সর্কলস্তদবোচনানুপূর্ব্যা স মহাত্মা-
পি যতীশমাসাদ ॥ ৮৯ ॥

অথ ভাস্করমক্ষরিপ্রবীরো বহুধাক্ষেপসমর্থন-
প্রবীরো । বহুভির্হট্টনৈ রুদারকুঠৈর্বিবদাতে-
বিজয়ৈষিণো বিবাদম্ ॥ ৯০ ॥

বহুধাক্ষরিপর্কতোহি টকো প্রাবদারণো বজ্রমণিভেদনায়
সমর্থো ন ভবতি ॥ ৮৮ ॥

স পদ্মপাদস্তঃ ভট্টভাস্করমেবমুদীর্ঘ্য তীর্থকীর্ত্তেরূপোঃ
সমীপং প্রাপ্য সবিদ্যামগ্রাস্তং সর্কলানুপূর্ব্যা প্রোক্তবান ।
মহাত্মা ভট্টভাস্করোহপি যতীশং প্রাপ ॥ ৮৯ ॥

অগানন্তরং ভাস্করযতীশপ্রবীরো বহুধা আক্ষেপসমর্থন-
যোগে কুশলো বিজয়ৈষিণো বহুভিরুদারপদ্যৈ র্কটনৈ বিবাদং
কৃতবন্তৌ ॥ ৯০ ॥

আমর কথা শুনিয়া কদাচ অবজ্ঞা করিতে পারেন
না । যে অস্ত্র পর্ষত বিদারণ করিতে পারে
সে অস্ত্র কদাচ বজ্রমণি বিদীর্ণ করিতে সক্ষম
নহে ॥ ৮৮ ॥

পদ্মপাদ ভট্ট ভাস্করকে এই সমস্ত কথা বলিয়া
শীঘ্র গুরুর নিকটে আগমন করিলেন । অনন্তর
গুরুকে আনুপূর্ব্বিক ভাস্করাচার্য্যের বিষয় নিবেদন
করিলেন । মহাত্মা ভট্ট ভাস্করও তৎকালে কাল-
বিলম্ব না করিয়া যতিবর শঙ্করের নিকটে উপস্থিত
হইলেন ॥ ৮৯ ॥

অনন্তর ভাস্কর এবং শঙ্কর উভয়ে বারম্বার

অন্যোরতিচিহ্নগন্ধশযান্দধতোহ্নয়ভেদশক্ত-
যুক্তোঃ । পটুবাদমুখেহ্নয়ভেদশক্তোঃ প্রতবস্তোহপি
ন কিঞ্চিদ্বিকিন্ ॥ ৯১ ॥

অথ তস্মাৎ যতিঃ সমাক্ষ্য দাক্ষ্য নিজপক্ষাজশর-
জডাজভূতং । বহুধাক্ষিপদস্ত পক্ষমার্যোবিবৃধা-
নাং পুরতোহপ্রভাতকক্ষ্যং ॥ ৯২ ॥

অতিচিহ্নগন্ধশযাং তথাভূতপদাহুশক্তিঃ দধতো
চ'বিক্রিভেদে শক্তা যুক্তয়ো বযোক্তয়োরনয়োঃ পটুবাদসংখ্যে
ভট্টাঃ প্রতবস্তোহপি কিঞ্চিদন্তরং ন প্রাপ্তবন্তঃ ॥ ৯১ ॥

অথ যতিস্তস্ত দাক্ষ্যং স্বপক্ষচক্ষুস্ত শরৎকালীনকমলভূতঃ
অজ্ঞো ধনস্তরো চক্ষু নিচূলে শম্পদায়োরিতি বিবপ্রকাশঃ
তথা চ চিদজ্ঞস্ত চক্ষুস্তাং যথা জডাজং কমলং মুকুলিতং ভবতি
তথাভূতং অস্য পক্ষমার্য্যঃ ক্রীশঙ্করো বহুধাক্ষিপৎ । পক্ষঃ
বিশিষ্ট । সুপণ্ডিতানামগ্রে অপ্রভাতাঃ কক্ষ্যাঃ কোট্যো
বস্মি স্তং ॥ ৯২ ॥

তিরস্কার করিতে উদ্যত হইলেন । পরস্পর
জয়াভিলাষী হইয়া মনোহর পদ্য মুক্ত বচন দ্বারা
বিবাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৯০ ॥

উভয়েরই শব্দরচনা অতিবিচিত্র । উভয়েই
পরস্পরের অখণ্ডনীয় যুক্তি খণ্ডন করিতে আগ্রসর ।
যখন উভয়ের বাদযুক্ত উপস্থিত হয়, তখন নিকটস্থ
ব্যক্তি গণ উভয়ের কিছুই প্রভেদ জানিতে পারি-
ল না ॥ ৯১ ॥

চক্ষু উদিত হইলে শরৎকালের কমল যেমন
শুকাইয়া যায়, তদ্রূপ ভাস্করের নিম্প্রভ দক্ষতা
দেখিয়া আচার্য্য শঙ্কর তাহাও অনেক প্রকারে

অথ ভাস্করবিৎস্বপক্ষগুণৈশ্চ বিধুতোবাগ্ধিবরঃ
প্রগলভযুক্ত্য । প্রতীশীর্ষবচঃ প্রকাশ্যমেবজ্ঞবি-
রবৈতমপাকরিকুরূচে ॥ ৯৩ ॥

প্রশমিন্ । স্বহৃদীরিতং ন যুক্তং প্রকৃতিজীব-
পরাস্মভেদিকেতি । ন তিনতি হি জীবগেশগা-
বোভয়ভাবস্ত তদুত্তরোত্তবদ্ব্যং ॥ ৯৪ ॥

অথ ভাস্করোবিদ্বান্ বাগ্ধিবরঃ প্রকল্পিতঃ সন্ স্বপক্ষপাল-
নার প্রতীশীর্ষবচোক্তিঃ প্রকাশ্যমবৈতং প্রগলভ্য যুক্ত্যাহপাক-
রিকুরেবমুবাচ । ৯৩ ।

হে প্রশমিন্ ! প্রকৃতিজীবপরাস্মভেদিকেতি স্বহৃদং ন
যুক্তং হি যদ্ব্যংসা জীবগা পরাস্মগা বা ন তিনতি তত্র তেতুকভয়-
ভাবস্ত জীবভামস্তে শচাযন্ত চ প্রকৃত্যত্তরোত্তবদ্ব্যং । ৯৪ ।

দুহিত করিলেন । কারণ সুপণ্ডিতদিগের সমক্ষে
ভাস্করের প্রগলভতা পরাস্মুখ হইয়া যায় ॥ ৯২ ॥

ভট্ট ভাস্কর বক্তা ও পণ্ডিত ছিলেন সত্য, কিন্তু
তৎকালে কল্পিত হইয়া উঠেন । অবশেষে স্বীয়
মত রক্ষা করিবার জন্য বেদান্ত বিখ্যাত অবৈত
মত অথও যুক্তি দ্বারা নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে
বলিতে লাগিলেন ॥ ৯৩ ॥

হে শমধন । আপনি যে বলিয়া থাকেন, প্র-
কৃতি, জীব এবং পরমাত্মার ভেদ করিয়া দেয়, তাহা
হইতে পারে না । প্রকৃতি জীবেই থাকুক, অথবা
পরমাত্মাতে বিদ্যমান থাকুক, কিছুতেই ভেদ
করিতে পারে না । তাহার কারণ এই, জীব-
ভাব এবং আত্মভাব এই উভয়েই প্রকৃতির পর
উৎপন্ন ॥ ৯৪ ॥

মুনিরবমিহোত্তরমভাবে মুকুরে বাপ্রতিবিশ্ব
বিশ্বভেদী । কথমীরম বক্রমাত্রাগণ্ডেচ্ছিত্তিমাভ্রা-
শ্রাদিয়ন্তথেন্তি তুল্যঃ ॥ ৯৫ ॥

চিতিমাত্রগতপ্রকৃত্যুপাধেৰ্জহতোবিশ্বপরাঙ্গপক্ষ
পাতঃ । প্রতিবিশ্বিতজীবপক্ষপাতো মুকুরস্তে-
ব বিরুদ্ধাতে ন জাতু ॥ ৯৬ ॥

ইত্যুক্তো মুনিরবমিহোত্তরমুণা চ । আদর্শঃ কিমপ্রতিবিশ্ব-
বিশ্বভেদীকথং কিং প্রতিবিশ্বগ উক্ত বিশ্বগ ইতীরম মুখমাত্র-
গণ্ডেন্ মুকুরস্তেদী তর্হি চিন্মাত্রাপ্রিতেয়ঃ প্রকৃতিরপিবিশ্ব-
প্রতিবিশ্বভেদিকৈতত্তুল্যমিত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥

নামেনস্তর্হি চিন্মাত্র এবত্ঃখিত্বাদিকং কতোনাপাদয়তি
কিমিতি জীব এবাপাদয়তীতি চেত্তত্রাহি । চিতিমাত্রগতপ্রকৃত্য-
পাধেবিশ্বভূতপরাঙ্গপক্ষপাতস্ত্যক্ততঃ প্রতিবিশ্বতঃজীবপক্ষ-
পাতোদর্পণস্তেব কদাচিদপি ন বিরুদ্ধাতে ॥ ৯৬ ॥

মুনি শঙ্কর এই স্থানে এই রূপে উত্তর করি-
লেন । দর্পণ কি রূপে প্রতিবিশ্ব এবং বিশ্বের
ভেদক হয় ? ইহা আপনিই বলুন । যদি স্বীকার
করেন, মুখমাত্রে অবস্থিতি করিলেই দর্পণ বিশ্ব
ও প্রতিবিশ্বের ভেদক হয়, তবে চিৎ (চৈতন্য)
মাত্র আশ্রয় লইয়া প্রকৃতিও জীব ও পরমাত্মার
ভেদক হয় । এ স্থানেও অবিকল এই রূপ
জানিবেন ॥ ৯৫ ॥

দর্পণ যখন কেবল মুখমাত্রে সঙ্গত হয়, তখন
দর্পণের যে প্রাকৃতিক উপাধি বা লক্ষণ তাহা
বিশ্বাকার মুখ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে । কেবল
প্রতিবিশ্বিত মুখের পক্ষপাত করে । তথাপি

অবিকারিনিরন্তরসঙ্গবোধৈকরসাত্মাশ্রয়তা ন
যুক্তাতেইস্তাঃ । অতএব বিশিষ্টসংশ্রিতত্বঃ
প্রকৃতেঃ স্তাদিতি নাপি শঙ্কমীয়ঃ ॥ ৯৭ ॥

নবভাবিকাবিশ্যা অবোধরূপাধাঃ প্রকৃতেঃবিকারিনিরন্তরসঙ্গঃ
জ্ঞানৈকরসস্বরূপঃ ব্রহ্মাশ্রয়ো ন যুক্তাতে বিবোধাৎ অতএবাস্তঃ-
করণবিশিষ্ট সংশ্রিতত্বঃ প্রকৃতেঃ স্তাদিত্যশঙ্ক্য পরিহরতি অবি-
কারীতি অতএব ইত্যপি ন শঙ্কনীয়মিতি বা ॥ ৯৭ ॥

দর্পণের কোন অংশে বিরোধ হয় না । এইরূপ
প্রকৃতি যখন কেবল চিৎ (চৈতন্য) মাত্র উপগত
হয়, তখন প্রকৃতির উপাধি, বিশ্বাকার পরমাত্ম
পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া থাকে । এবং তৎকালে
প্রতিবিশ্বিত জীবাত্মার পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকে ।

এইরূপ পক্ষপাতে প্রকৃতির দর্পণের মতন
কদাচ বিরোধ বা বিসম্বাদ হইতে পারে না ।
এই কারণে জগতে জীবগণ চিৎ শক্তি দ্বারা কখন
স্বহৃৎখাদি অনুভব করে না । কিন্তু জীবজন্তু
দিগকে স্বর্গী কিম্বা দুঃখী বলিবার মূলকারণ
জীবাত্মা । ৯৬ ।

পরব্রহ্ম অবিকারী, নিলেপ, কোন বস্তুতে
তাহার কোন সম্বন্ধ নাই । কেবলমাত্র জ্ঞান
স্বরূপ আত্মা । এরূপ পরব্রহ্মের সহিত অজ্ঞানরূপা
প্রকৃতির কোন সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া প্রকৃতিতে,
অন্তঃকরণের সহিত সঙ্গত হইয়া পরব্রহ্মের
আশ্রয় লইবে, আপনি এরূপ আশঙ্কাও করিতে
পারেন না । ৯৭ ।

ন হি মানকথাবিশিষ্টগত্রে ভবদাপাদিত-
ঐক্যতে তথাহি । অহমজ্জইতি প্রতীতিরেবা ন
হি মানকমিহাশু তে তথা চেৎ ॥ ৯৮ ॥

অনুভব্যহমিত্যপি প্রতীতেরমুভূতেষ বিশিষ্ট-
নিষ্ঠতা স্যাৎ । অজড়ানুভবস্য নো জড়ান্তঃ
করণস্থমিতীকৃত্য ন তস্যাঃ ॥ ৯৯ ॥

* হি যন্মাত্তরাপাদিতে বিশিষ্টগত্রে প্রমাণ কথা ন দৃশ্যতে
নমু অহমজ্জ ইতি বিশিষ্টাশ্রিতাজ্ঞানানুভব এবমানমিত্যশ্চাৎ
তথাহীতি ইহান্মিরর্থোহহমজ্জ ইত্যেবা প্রতীতিমানসং নহ-
শুতে তথাচেদিভ্যন্তোত্তরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৯৮ ॥

বিপক্ষেদোষমাহ । তথাচেহজ্ঞপ্রতীতির্গানত্মমশুতে চেদ-
হমনুভবীতাপি প্রতীতেহেতোরমুভূতেরপি বিশিষ্টনিষ্ঠতা
স্তাৎ ইকোপত্তিমাশঙ্ক্যাহজড়ান্তঃকরণনিষ্ঠং ন তবপ্রতীতিহে-
তোস্তস্তা বিশিষ্টনিষ্ঠতয়া ইকতা নাস্তি ॥ ৯৯ ॥

আপনার প্রদর্শিত বিশিষ্টজ্ঞানে কখনই
কোন প্রমাণবাক্য থাকিতে পারে না । তাহা
হইলে “আমি অজ্ঞ” এরূপ প্রতীতি কদাচ
প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না ॥ ৯৮ ॥

আপনার মতে পূর্বোক্ত প্রতীতি যদি প্রমা-
ণিক হয়, তবে অহং অনুভবী অর্থাৎ আমি
অনুভব করিতেছি, এইরূপ প্রতীতি হেতু, অনুভব
পদার্থও বিশিষ্টবস্তুর আশ্রিত হইয়া উঠে । যদি
আপনার মতে ইহা ইকোপত্তি বোধ করেন, তবে
যে পদার্থ অজড়, অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপ—তাহার
অনুভব কদাচ জড় অন্তঃকরণাশ্রিত হইতে পারে
না । সুতরাং প্রকৃতিকে বিশিষ্ট পদার্থাশ্রিত

নমু দাহকতা যথায়িযোগাদধিকূটং ব্যপদি-
শ্যতে তথৈব । অনুভূতিমদাশ্রয়োগতোহন্তঃ
করণে সা ব্যপদিশ্যতে হমুভূতিঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি চেনৈবমিহাপি তস্য মারাত্মরচিহ্নাত্মবুতে
তথোপচারঃ । ন পুনন্তত্বপাদিযোগতোহন্তঃকরণ-
স্যাতি সমান্যথাগতির্হি ॥ ১০১ ॥

ভট্টভাক্তরঃ শব্দতে । নমু যথাদাহকবল্লিতাদাত্মাৎ লোহ-
পিণ্ডেদাহকতা ব্যপদিশ্যতে তথৈবানুভূতিমদাশ্রয়াদাত্মাদন্তঃ
করণেনানুভূতির্ক্যপদিশ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১০০ ॥

পরিহারতি । ইতিচেনৈবং যতন্তথৈহাপি মারাত্মরচিহ্নাত্ম
বুতেহন্তঃকরণেতন্তাজ্ঞানন্তোপচারো ন পুনন্তত্ব চিহ্নাত্মো-
পাধেঃ প্রকৃতে যোগতোন্তঃকরণন্তেতান্যথাগতিঃ সমানা
সমান্য ॥ ১০১ ॥

বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না, এবং পূর্বোক্ত
আপত্তিও এখানে থাকিতে পারে না ॥ ৯৯ ॥

ভট্টভাক্তর ইহাতে দোষারোপ করিলেন—
অগ্নিসংযোগে অগ্নির তাদাত্ম্য পাইয়া লৌহ-
পিণ্ডে যেরূপ দাহকতা শক্তির আরোপ করা হয়,
তদ্রূপ অনুভববিশিষ্ট আত্মার সংযোগে তদাকার
অন্তঃকরণে ঐ অনুভব আরোপিত হইয়া
থাকে ॥ ১০০ ॥

ভগবান্ শঙ্কর খণ্ডন করিলেন—আপনার এ
রূপ কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না । কারণ,
এখানেও মারাত্ম্য চিৎ (চৈতন্য) যুক্ত অন্তঃ-
করণের কদাচ উপচার হয় না ॥ ১০১ ॥

নচ তত্র হি বাধকস্য সম্ভাদিয়মন্ত প্রকৃতেন
সান্ত্যবাধাৎ । ইতি বাচ্যমিহাপি তজ্জটীতেতদু-
পাঞ্জিত্যমুতেন্চ বাধকত্বাৎ ॥ ১০২ ॥

অধিনুপ্তাপি চিত্তবর্তি তৎ স্যাদনুযদি বাজ্ঞান-
মিদং হৃদাঞ্জিতং স্যাৎ । তদ্বিস্তি ন মানযুক্ত-
রীত্যা প্রকৃতে দৃশ্যবিশিষ্টনিষ্ঠতায়্যাঃ ॥ ১০৩ ॥

তমু তত্রাতঃকরণেহমুভূতে ব্যাপদেশেহজড়ামুভবন্ত
জড়াতঃকরণমুপপন্নমিতিবাধকন্ত সত্ত্বাদমুভূতিমদা-
বোগাদন্তঃকরণেহমুভূতিব্যাপদেশইতীরং গতিরমু প্রকৃতে-
হন্তঃকরণন্ত যান্নাজ্ঞানদেববাধাত্বায়ায়ান্নাজ্ঞানচিহ্নাত্মভূতেহন্তঃক-
রণেহজ্ঞানন্তোপচারইত্যাঙ্ক স্য গতির্নাস্তীত্যশঙ্ক্য পরিহরতি
ইতীতি নচবাচ্যমিতি কুতইত্যপেক্ষায়ামাহ তজ্জটী বিদ্যাজ-
নিতে চিত্তে বিদ্যাজ্ঞানব্যাপগন্ত বাধকত্বাৎ ॥ ১০২ ॥

কিঞ্চিদমজ্ঞানং যদি হৃদাঞ্জিতং স্তাত্ত্বি অধিনুপ্তাপি সূ-
প্তাবপি চিত্তবর্তিতদজ্ঞানং স্তাত্ত্ব্যাদিহাত্মং প্রকৃতেদৃশ্যাতঃ
করণবিশিষ্টনিষ্ঠতায়ুক্তরীত্যা প্রমাণং সান্ত্যভিত্তিকাত্তব
সেতার্থঃ ॥ ১০৩ ॥

অন্তঃকরণে সেই অমুভবের আরোপ হয়—
কিন্তু চৈতন্যের অমুভব জড় অন্তঃকরণে অবস্থিত
নহে । এইরূপ আপত্তি থাকিতে অমুভববিশিষ্ট
আত্মার সংযোগে অন্তঃকরণে অমুভব হয়, ইহাই
আরোপ করিতে হইবে । বাস্তবিক এরূপ অব-
স্থাই স্বীকার্য । কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তঃকরণ
যান্নাজ্ঞিত । এই কারণে কোন বাধা না থাকাতে
যান্নাজ্ঞিত চিৎশক্তিরূপ অন্তঃকরণে অজ্ঞানের
আরোপ হইয়া থাকে । আপনি এরূপ অবস্থা
বা নিয়ম স্বীকার করিতে পারেন না । তাহার
কারণ এই—চিত্ত বিদ্যাজনিত পদার্থ । তাহাতে
নিয়তই বিদ্যার সযুক্ত বিদ্যমান আছে । কিন্তু
আপনি বিদ্যার সযুক্ত নাই বলিলে আপনার মতে
ব্যাঘাত ঘটিল উঠে ॥ ১০২ ॥

আরও দেখুন—অজ্ঞান বাদ হৃদাঞ্জিত হয়,

নমু ন প্রতিবন্ধিকৈব সুপ্তাবিতি স্য দূরতএব
চিদাভেতি । প্রতিবন্ধকশূন্যতা তু সুপ্তেঃ পরমাত্ম-
ক্যগতেঃ সতেতি বাক্যাৎ ॥ ১০৪ ॥

ন চ তত্র চ তৎস্থিতিপ্রতীতিঃ সতি সম্পাদ্য

এবমুক্তো ভট্টভাস্করঃ শব্দতে নাস্ত্যাতিচতুর্ভিঃ । নমু-
সুপ্তার্থে । জীবত্রৈলোক্যপ্রতিবন্ধিকাবিদ্যাব্যবাস্তীতিহেতোঃ
সাবিদ্যাতদানীক্ৰিয়াক্রান্তেতি দূরত এবাত্র প্রমাণাকঙ্কায়ামাহ
সুপ্তেঃপ্রতিবন্ধকশূন্যতা তু সত্যসৌম্যতদাসম্পন্নোভবতি অ-
মপীতোভবতীতিবাক্যাজীবন্ত পরমাত্মত্রৈলোক্য বা গতেস্তথা-
চোক্তপ্রতিবাক্যমেবাত্র প্রমাণমিতিভাবঃ ॥ ১০৪ ॥

নমু সতি সম্পাদ্য ন বিদ্যুরিতিবাক্যাত্তত্র সুপ্তাবজ্ঞানস্থিতি
প্রতীতিরিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি ন চেতি । সতি পরমাত্মনি

তবে সুষুপ্তিকালেও সেই চিত্তস্থিত অজ্ঞান
থাকিতে পারে । অতএব প্রকৃতি যে অন্তঃকরণে
সবিশেষ অবস্থান করে, উক্ত নিয়মে কিছুতেই
সে বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন না । কিন্তু
প্রকৃত চৈতন্যোক্তিত সত্য ॥ ১০৩ ॥

ভট্টভাস্কর শঙ্কা করিতে লাগিলেন—দেখুন,
সুষুপ্তিকালে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ প্রতি-
বন্ধক হয়, এরূপ বিদ্যাই নাই । এই কারণে সেই
বিদ্যা যে চৈতন্যোক্তিত, একথা দূরে নিরস্ত হইল ।
এবিষয়ে বেদবাক্য প্রমাণ আছে, শ্রবণ করুন ।
“সত্য সৌম্য ! তদা সম্পন্নো ভবতি” ইত্যাদি
বেদবাক্য বিদ্যমান থাকিতে সুষুপ্তিকালে কোন
প্রতিবন্ধক নাই । সুতরাং তৎকালে জীব ও
পরমাত্মার ঐক্য বোধ হইবার বিষয়ে প্রতী-
তি বাক্যই প্রমাণ ॥ ১০৪ ॥

“সতি সম্পাদ্য নবিদ্যঃ” এই বেদবচনে ঐ সুষুপ্তি-
কালে যে অজ্ঞান থাকে তাহার প্রতীতি হয় ।
ভগবান্ শঙ্কর ভাস্করের এরূপ আপত্তি করিলেন ।
সুষুপ্তিকালে পরমাত্মাতে ঐক্য পাইয়া জনগণ

বিহু নহীতি বাক্যং । অতিগীতদধিকিপত্য-
ভাবপ্রতিপত্তের্ণ চ নিরুবোহত্র নেতি ॥ ১০৫ ॥

কিন্তু নিত্যানিত্যমেব চৈতৎ প্রথমো নেহ
সমস্তিযুক্ত্যভাবঃ । অনিবর্তকসত্ত্বতোহস্য না-
স্ত্যো ন হি তিন্যাদবিরোধিচিৎপ্রকাশঃ ॥ ১০৬ ॥

সম্পদ্যেকং প্রাপ্য জ্ঞানং বিহুঃ কিমপি ন জানন্তি হেতুমাং
বতউক্তঅতিগীতজ্ঞানধিকিপতি নিবেদতি নহু নিরুবো-
জ্ঞাননিবেদোহত্রীনাভীত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি ন চেতি নিরুবোহত্র
অতিগিরি নেতি ন চাত্রহেতুমাং ন বিহুরিতিজ্ঞানাতাব-
প্রতীতেরিতি ॥ ১০৫ ॥

কিঞ্চিৎতদজ্ঞানং কিমুনিত্যমুতানিত্যমেবেতি বিকম্পা
দুষ্যতি কিম্বিতি । ইহোক্ত বিকম্পরয়ে প্রথমোবিকম্পঃ
সম্যক্জ্ঞানন্তি তত্র হেতুযুক্ত্যভাবঃ নাভ্যোহস্তানিবর্তকসত্ত্ব-
তোনিবর্তকসত্ত্বাভাবঃ এতদেবোপপাদয়ম্ কিমন্তচিৎ প্রকা-
শোনিবর্তক উক্ত জড়প্রকাশ ইতি বিকম্পায়াং প্রত্যাহ
হিয়ম্মাত্তদজ্ঞানমবিরোধি চিৎপ্রকাশো ন তিন্যৎ উত্তর-
লোকহৃতংপদমত্রাপি সম্বন্ধনীয়ং ॥ ১০৬ ॥

কিছুই জানিতে পারে না । কারণ, উক্ত বেদ
বাক্য তখন জ্ঞান নিষেধ করিয়া থাকে । জ্ঞান
নিষেধ এখানে নাই, এরূপ আশঙ্কাও করিতে
পারেন না । এই বেদবাক্য নিরুব অর্থাৎ জ্ঞান
নিষেধ যে হইতে পারে না, তাহার হেতু এই—
'ন বিহুঃ' এখানে স্পষ্টই জ্ঞানের অভাব প্রতীতি
হইয়া থাকে ॥ ১০৫ ॥

অপিচ এই অজ্ঞান নিত্য ? কি অনিত্য ?
এই বিষয়ে সন্দেহ দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু
উভয়বিধ সংশয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষটি অর্থাৎ
অজ্ঞান নিত্য, ইহা কিছুতেই সঙ্গতি নহে ।
কারণ, তৎপক্ষে কোনই যুক্তি নাই । শেষ পক্ষটি
অর্থাৎ অজ্ঞান অনিত্য স্বীকার করিলে অন্য

ন চ তদ্ব্যয়েজ্জড়প্রকাশোহপ্যবিরোধঃ
সুতরাং জড়ত্বতোহস্য । তদহি প্রতিবন্ধকত্বমস্য
প্রভবেৎ কিং ত্বিহ তদ্ব্যয়প্রমাণাদি ॥ ১০৭ ॥

ইতি চেদিদমায়রূপঃ কোহমমুজোহহং ত্বিত্তি-

দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ তদজ্ঞানজড়প্রকাশো ন চ শব্দেত্তত্রহেতু-
জড়ে ন জডস্য বিরোধাত্মকঃ ॥ ১০৭ ॥

অস্মে নিরন্তরসংস্কারনিরাসোহর্থাৎ সংসৃত্যপ্রাপ্তং
সংসারাদেব মোপপন্নমিত্যভিপ্রায়েণাচার্য্য আহ ইতীতি
ভিন্নাভিন্ন বিষয়ভেদে ন সর্বপ্রত্যয়সাধারণ্যায় জ্ঞানসিদ্ধিরিতি

এক দোষ উপস্থিত হয় । কারণ, তৎকালে
অজ্ঞানের নিবারক বস্তু কে ? বস্তু নিবারক
বস্তু কেহই নাই । এখানেও পূর্বমত সংশয়
উপস্থিত । চিৎপ্রকাশ অজ্ঞানের নিবর্তক ?
অথবা জড়প্রকাশ অজ্ঞানের নিবারক ? প্রথম
পক্ষে দোষ এই—অজ্ঞান অবিরোধী, চিৎ-
প্রকাশ কখন অজ্ঞান ভেদ করিতে পারে না ।
দ্বিতীয় পক্ষে দোষ এই—জড়প্রকাশও ঐ অজ্ঞান
নাশ করিতে পারে না । তাহার কারণ এই, জড়
বস্তুর সহিত জড় বস্তুর কোন বিরোধ নাই । অত-
এব এই স্থানে অজ্ঞান নাশ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রতি-
বন্ধকই দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু ভ্রমাত্মক
জ্ঞান ইত্যাদি সেখানে প্রতিবন্ধক জানিবেন ।
॥ ১০৬ ॥ ১০৭ ॥

জ্ঞান নিরন্তর হইলে আপনাপনি সংস্কার নিরন্তর
হইবে । অতএব অজ্ঞান স্বীকার করা অযুক্ত ।
তাকরুর এইরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া
শঙ্কর বলিতে লাগিলেন । 'আপনিই বিবেচনা
করিয়া দেখুন, "অহং মনুষ্যঃ" এই অহঙ্কার
আদি, এবং দেহ পর্যান্ত, এই অনাস্থ বস্তুতে

শেষবৃত্তিচেষ্টা । অতি বিস্মৃতিশীলতা তরাহো
গদিতুঃ সৰ্বপদার্থসঙ্করস্য ॥ ১০৮ ॥

প্রমিতিকল্পপাদ্রব্ধম্ প্রতীতিরমুকঃ খণ্ড ইতি
বিশাশ্রমসিদ্ধাৎ । ভিন্নভিন্নগোচরত্বহেতোর্ধি-
মেতাস্ত কিস্মিত্যপেক্ষসে ত্বং ॥ ১০৯ ॥

কিং শকার্থঃ প্রমাণং যদ্বোক্তমহাং মনুষ্যবোধমিত্যাহকারাদি-
দেহপৰ্য্যন্তেনান্যজ্ঞানবুদ্ধিক্রিয়বৈতর্ধ্যঃ । উপহাসপূৰ্ব্বকমুত্তরং
বক্তৃদ্বাচার্য্য আহেতি চেদাহো সৰ্বপদার্থসঙ্করস্য বক্তৃস্তবাতি
বিস্মরণশীলতা ॥ ১০৮ ॥

বিস্মরণশীলতামেবাহ । সৰ্বস্যাপি ভিন্নভিন্নবিষয়ত্বাৎ
বিশাশ্রমসিদ্ধাহেতোরমুকঃ খণ্ডইতি ভেদাভেদপ্রত্যক্ষস্য
প্রমাণত্বমুপপন্নমহং মনুষ্যইতিপ্রত্যয়ং ভেদাভেদবিষয়ত্বং
ভেদাভেদাত্ম্যং সৰ্বসঙ্করবাদী কিস্মিত্যপেক্ষসে ॥ ১০৯ ॥

আত্মবুদ্ধির নামই জ্ঞম্ । তাহা যদি স্বীকার
না করেন, আপনি ত বক্তা, আপনি ত সকল
পদার্থ নিজবুদ্ধিবলে প্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়া-
ছেন—তবে আপনারই বা এরূপ বিস্মৃতি কেন ?
ইহার নাম জ্ঞম্ জানিবেন ॥ ১০৮ ॥

আপনাকে অস্বপ্ন-শক্তি-শূন্য বলিতেছি কেন
প্রবণ ককন । আপনারই শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হই-
য়াছে যে, সকল পদার্থই ভেদ এবং অভেদ
বিশিষ্ট । ‘অমুকঃ বণ্ডঃ’ অমুক ব্যক্তি ক্লীব—
এই ভেদ এবং প্রভেদ জ্ঞানের সুতরাং প্রামাণ্য
সিদ্ধ হইল । ‘অহং মনুষ্যঃ’ আমি মনুষ্য—
এই ভেদাভেদ গোচর জ্ঞান (আপনি ভেদাভেদ
জ্ঞান দ্বারা সৰ্ব সঙ্করবাদী হইয়া) কিরূপে উপেক্ষা
করিতেছেন ? ॥ ১০৯ ॥

অনুমানমিদং তথা চ সিদ্ধং বিমতা ধীঃ প্রমি-
তি ভিন্নভিন্নভিন্নত্বাৎ । ইহ চারুনিদর্শনং ভবেৎ সা
তব খণ্ডোহয়মিতি প্রতীতিরেষা ॥ ১১০ ॥

নমু সংহননাত্মবীঃ প্রমাণং ন ভবত্যেব নিষি-
দ্যমানগত্যাৎ । ইদমি প্রতিপন্নরূপ্যধীবৎ প্রবলা
সংপ্রতিপক্কেতি চেষ্টা ॥ ১১১ ॥

তথাচেদমনুমানং সিদ্ধং বিবাদান্ধাদাহং মনুষ্য ইতিবুদ্ধিঃ
প্রমাণং ভিন্নভিন্নবিষয়ত্বাৎ সারথতোহয়মিত্যেবা তব
প্রতীতিরহামুদাহে চারুনিদর্শনং দৃষ্টান্তঃ ॥ ১১০ ॥

নমু সংবাদাত্মবুদ্ধিরপ্রমাণং নিষিধ্যমানবিষয়ত্বাৎ ইদম
প্রতিপন্নরূপত্ববুদ্ধিবাদি সাধ্যাত্মবাসাধকহেতুস্তরেন প্রবলাৎ
সংপ্রতিপক্কেতামাপাদয়তি ভট্টভাস্করো মম্বিতি নাহং
মনুষ্যো ব্রহ্মান্মীতি প্রতিপ্রত্যয়সামর্থ্যাগ্নিষিধ্যমানবিষয়ত্ব
মিত্যর্থঃ । দূষয়তীতি চেদেতি ॥ ১১১ ॥

অনুমান দ্বারাও ইহা সিদ্ধ হইতে পারে ।
‘অহং মনুষ্যঃ’ এই স্থানে বিবাদের আশ্পাদীভূত
বুদ্ধি প্রমাণ হইবে । তাহার হেতু এই—ঐ
বুদ্ধি ভিন্ন এবং অভিন্ন বিষয়ে বর্তমান । ‘অস্বপ্নঃ’
আপনার মতে এইরূপ বুদ্ধিই অনুমানে
সুচাক দৃষ্টান্ত জানিবেন ॥ ১১০ ॥

ভট্টভাস্কর অনুমানে দোষারোপ করিলেন—
সমুদয় আত্মবুদ্ধি প্রমাণ নহে । কারণ, প্রত্যে-
কের বিষয় সকল ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া নিষিদ্ধ ।
তাহার দৃষ্টান্ত এই—‘ইদং রজতম্’ এই স্থলে
ইদম্ শব্দে যেমন রজতবুদ্ধি হয়, তাহার মতন ।
এস্থানে প্রবল প্রতিকূলতাচরণ দেখিতে পাওয়া
যায় । ‘নাহং মনুষ্যো ব্রহ্মান্মি’ আমি মনুষ্য,
আমি ব্রহ্ম নয় । প্রত্যেকেরই এইরূপ প্রতীতি
হইবার শক্তি আছে । তাহাতেই বাহাকে অনুমান
করিতে হইবে, তাহার বিষয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ
হইল ॥ ১১১ ॥

ব্যক্তিগারমুতত্ত্বতোহস্য খণ্ডঃ পশুরিত্যত্র তদন্য
ধীমুত্তে । ইত্যত্র নিবিধ্যমানখণ্ডোলিখিতত্বে
ন নিকতাহেতুমত্বাৎ ॥ ১১২ ॥

নমু হেতুরনং বিবিক্যতেত্ব প্রতিপন্নোপ-

তত্রহেতুমাহস্য হেতোঃ খণ্ডঃ পশুরিত্যত্র ব্যক্তিগারমুত-
ত্বাৎ মুতএতদিত্তি তত্রহেতুরনং খণ্ডোগোঃ কিছুমুত্তে-
গৌরিত্তি খণ্ডাত্তবীহে মুত্তে নিবিধ্যমানখণ্ডোলিখিতত্বে ন
নিবিধ্যমানবিবরত্বপিনিকতাহেতুমত্বাত্তথাচ খণ্ডমুত্তাত্যা-
লোহস্য তেদবকেহত্বত্বাৎ জীবন্যাত্তেদপ্রত্যয়স্য প্রা-
গ্যোপপত্তিরিত্তিভাবঃ ॥ ১১২ ॥

নমু নারং নিবিধ্যমানবিবরত্বমাত্রং হেতুঃ কিছু প্রতিপ-
ন্নোপাধৌ নিবিধ্যমানবিবরত্বমিত্তি তত্ভিত্তাকরঃ শব্দতে
নবিত্তি । প্রতিপন্নস্য প্রতীতস্যোপাধিক উপাধাবধিত্তানে-

ভগবান্ বলিলেন, একখাত হইতেই পারে
না । তাহার কারণ এই—“খণ্ডঃ পশুঃ” এইস্থানে
ব্যক্তিগার হইরাছে, অর্থাৎ নিম্নের বৈপরীত্য
ঘটিরাছে । ব্যক্তিগার হইবার কারণ এই—‘নারং
খণ্ডঃ গোঃ কিছু মুত্তে গোঃ’ অর্থাৎ এ গো খণ্ড
নহে, কিছু মুত্তে । এইস্থানে মুত্তে, খণ্ডপদার্থ হইতে
অন্য পদার্থ । লোকেরও অন্য বলিয়া জ্ঞান হইরা
থাকে । তাহাতে যে খণ্ডের কথা উল্লেখ করা
হইরাছে, তাহার নিবেদ হইরা যায় । নিবেদ
হইলেই ঐ বিবরটি নিবিদ্ধ বিবর হইল । কল
কথা এই—খণ্ড আর মুত্তেদ্বারা গোত্র পদার্থ যেমন
অভিন্ন থাকে, তত্রপ দেহ আর ত্রক দ্বারা জীব
পদার্থের অভেদজ্ঞান হইবে । তাহা হইলে ইহার
কেহই প্রামাণ্য খণ্ডন করিতে সক্ষম নহে ॥ ১১২ ॥

ভাকর শঙ্কা করিতে লাগিলেন—এই হেতুর
বিবর যে কেবল নিবিদ্ধ তাহা নহে, কিন্তু যেবস্ত
প্রতীত হয় তাহার অধিষ্ঠান স্বরূপ বস্ততেও নিবে-

বিকে বিবেদগত্ব । ইতি চের বিবিক্তিত্য হেতো-
ব্যক্তিগারং পুনরপ্যমুত্তে চৈব ॥ ১১৩ ॥

নমু গোত্রউপাধিকে বহুব্য প্রতিপন্নস্য হি
তত্র নো বিবেদঃ । অপিতু প্রথমা ন মুত্তেইত্যত্র
তথা চ ব্যক্তিগারিত্তা ন হেতোঃ ॥ ১১৪ ॥

তথাচেন্দ্রমংশে প্রতিপন্নং তত্রৈবনিবিধ্যতে মেদং রজতমিত্তি
তথাক্সি প্রতিপন্নং বহুব্যং তত্রৈবনিবিধ্যতে ইতি ভন্য
ত্রমবং খণ্ডে গোত্রিত্যস্য তুত্ববৈপরীত্যায় তত্ত্বমিত্তিভাবঃ
দ্ববরতীত তত্র হেতুবিবিক্তিত্য হেতোঃ পুনরপ্যমুত্তে খণ্ডো
গৌ রিত্যমুখিন্ ব্যক্তিগারদেব ॥ ১১৩ ॥

নমু নারং খণ্ডঃ কিছুমুত্তে ইতিগোত্র উপাধৌ প্রতিপন্নস্য
খণ্ডস্য ন তত্রনিবেদোপিতু প্রথমা নমুত্তে ইতি তথাত্ত
হেতোব্যক্তিগারিত্তানাতীত শব্দতে নবিত্তি ॥ ১১৪ ॥

ধের সত্তাবনা । ‘নেদং রজতম্’ ইহা রজত
নহে, এই ইদম্ অংশে বাহা প্রতীত হইরাছে,
তাহাতেই নিবেদ । এইরূপ আত্মাতে যে বহুব্য
প্রতিপন্ন হইরাছে, তৎপক্ষেই নিবেদ । এই
কারণে উক্ত বিবরটি অসম্পূর্ণ বলিতে হইবে ।
‘খণ্ডে গোঃ, এইস্থানে তাহার বৈপরীত্য ঘটিরাছে ।
মুত্তেদ্বারা বস্তুার্থ বিবর হইতে পারে না । শব্দর
ভাকরের এরূপ আপত্তি খণ্ডন করিলেন । আপনি
‘খণ্ডোগোঃ’ এইস্থানে যেস্বপ হেতু বলিতে ইচ্ছা
করিরাছেন, তাহারই পুনরায় ব্যক্তিগার দেখিতে
পাওয়া যায় ॥ ১১৩ ॥

ভাকর শঙ্কা করিতে লাগিলেন, ‘নারং খণ্ডঃ
কিছু মুত্তে’ এখণ্ড নয় কিছু মুত্তে । এস্থানে খণ্ডমুত্তে
উভয়েরই অধিষ্ঠান গোত্র । সেই গোত্র উপাধিতে
যে খণ্ডের বোধ হইতেছে, তাহার নিবেদ হইবে
না । কিন্তু প্রথিত মুত্তে নিবেদ হইরা থাকে ।

ইতি চেম্বিকপ্পানাসহস্রাৎ কিম্ব খণ্ডস্যতু
কেবলে নিবেদনঃ। উতগোত্রসম্বন্ধিতে সমুত্তেপ্রাথমো
নোষটতে প্রসক্ত্যভাবঃ ॥ ১১৫ ॥

নহি জাহ্মপিঞ্চকে প্রসক্তঃ পরমুত্ত্বিতিসং
প্রসক্ত্যভাবঃ। চরমোহপি ন গোত্রবৃত্তমুত্তে খণ্ড
খণ্ডস্য নিবেদকালএব ॥ ১১৬ ॥

পরিহর্যতীতিচের বিকপ্পানাসহস্রাৎ বিকপ্পানাসহস্রমেব-
দর্শয়তি কিম্বখণ্ডস্যকেবলেমুত্তে নিবেদনঃ উতগোত্রোপহিতে-
মুত্তে নিবেদনস্তত্র প্রথমোমুজাতে প্রাপ্যভাবঃ ॥ ১১৫ ॥

হিষম্মাদিহভূতলেঘটোনোভাত্ততলসংস্কৃতয়া প্রতি-
পন্নস্যস্বর্গমাণস্যান্যত্র নিবেদনদৃষ্টঃ পরোমুত্ত্বকদাচিদপি
মুত্তেপ্রসক্তোভবতীতোতস্মাৎপ্রসক্ত্যভাবঃ দ্বিতীয়ংপ্রত্যা-
চরমোপিসম্বতোগোত্রোপহিতমুত্তেখণ্ডস্য নিবেদনসময়ে এব-
মুত্তেবিশেষণীভূতগোত্রোপোতস্য মুত্তস্য নিবেদনং প্রতঃ
সাদৃশ্যেদমি প্রতিপন্নমিদন্তোপহিতশক্তিব্যক্তো নিবিধ্য-

বস্ততঃ এইরূপে পূর্বে যে হেতু উল্লিখিত হইয়াছে
তাহার ব্যতিচার হইতে পারে না ॥ ১১৪ ॥

সত্তগবাব্ খণ্ডন করিলেন, একথা বলিতে পার
না। ইহাতে দুইটি সংশয় উদ্ভূত হইতে পারে।
বর্ণা-খণ্ডের কেবল মুত্তে নিবেদন? অথবা গোত্র
সংস্কৃত মুত্তে সেই নিবেদন? ইহার মধ্যে প্রথম
পক্ষটি ব্যটিতে পারে না। কারণ, কোন সম্ভা-
বনা নাই ॥ ১১৫ ॥

কারণ, 'ইহ ভূতলে ঘটোন' এই ভূতলে ঘট
নাই। এই স্থানে ভূতল সংস্কৃত হইয়া যে বস্ত
প্রতীত হয়, তাহাকেই স্মরণ করিয়া, অন্যস্থানে
নিবেদন দেখা যায়। 'পরোমুত্তঃ' এখানে কদাচ
খণ্ডে লক্ষণ সঙ্গত হইতে পারে না। শেষ পক্ষটি
স্বীকার করিলেও বিষয় অনিষ্টের সম্ভাবনা।
অর্থাৎ 'নেদং রজতম্' এইস্থানে যেমন ইদম্

বিশেষণভূতগোত্রএব ক্ষুট্টমেতস্য নিবে-
দনং প্রতঃ স্যাৎ। তদ্বিহোচিতিহেতুসম্বতোহস্য
ব্যতিচারোদৃঢ়বজ্রলেপএব ॥ ১১৭ ॥

নমু ভাতিতরামুপাধিরত্রাদলদেতদ্যবহৃত্তেতি
চের। অহমোহমুভবেন সাধনব্যাপকতাবাদবগত্যন-
স্তরঞ্চ ॥ ১১৮ ॥

তেতদ্বিত্যর্থন্ততস্মাদিহ প্রতিপন্নোপাধৌনিবিধ্যমানবিষয়ে-
খণ্ডজ্ঞানে উক্তহেতোঃ প্রতিপন্নোপাধৌনিবিধ্যমানবিষয়স্য-
সম্বাদসাহেতোব্যতিচারোদৃঢ়বজ্রলেপএব ॥ ১১৬ ॥ ১১৭ ॥

অত্রামুচ্ছিন্নৈতদ্যবহারত্বপাধিরতিশরেনভাতীতি শব্দে
নহিতি স্মরণং খণ্ডোপোত্ত্বিতিনিবেদপ্রত্যয়ান্তরকালমপি
খণ্ডোপোত্ত্বাবহারোলক্ষ্যতে ন তথাব্রহ্মসাক্ষাৎকারাদৃষ্টংমমু-
জদ্যবহারইতিভাবঃ সাধনব্যাপকত্বান্নামুপাধিরতিসমা-
ধতেইতিচের সাক্ষাৎকারোত্তরকালমপি আরম্ভকর্মামুরোধ-
দহং মমুজইত্যহমোহমুভবেনসাধনব্যাপকত্বাৎ ॥ ১১৮ ॥

শব্দে প্রতিপন্ন পদার্থের ইদম্ শব্দ সম্বন্ধ শক্তি
পদার্থে নিবেদন হয়। সেই মত গোত্র সংস্কৃত
মুত্তে খণ্ডের নিবেদনকালেও মুত্তের বিশেষণস্বরূপ
গোত্রোত্তে, এই খণ্ডের নিবেদন অবশ্য সম্ভাবিত
হইবেক। অতএব এখানে যাহার অধিষ্ঠান
প্রতীত, যাহার বিষয় নিবিদ্ধ হইতেছে, এমন খণ্ড-
জ্ঞানে উক্তরূপ হেতু অবশ্য বিদ্যমান আছে। যে
উপাধি প্রতিপন্ন হইল, সেই উপাধিতে তাহার
নিবিদ্ধ বিষয় অবস্থান করাতে এই হেতুর ব্যতি-
চার দৃঢ়বজ্র লেপতুল্য জানিবেন ॥ ১১৬ ॥ ১১৭ ॥

ভাস্কর ইহাতে আপত্তি দেখাইলেন 'মায়াং
খণ্ডো গোঃ' এ খণ্ড, কিন্তু গো নহে। এই স্থানে
নিবেদন জ্ঞানের পরক্ষণেই যেমন গোত্র ব্যবহার
দেখা যায়, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর এরূপ সম্ভব
ব্যবহার হয় না। এইস্থানে হেতু বিরোধী হও-
ন্যতে উপাধি থাকে না। শঙ্কর ইহার উত্তরে
সমাধান করিলেন, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পরক্ষণেও

* অমুচ্ছিন্নখণ্ডেরমিতিব্যবহৃত্তা।

নমু উত্তরকারনপ্রিয়ান্ন ইহতৎকেন কথিত্য-
নেনযুক্তো । প্রতিবাক্যধাতেন সম্ভ্রাণীভেবাব-
হতুন কথঞ্চিদেতি চেন্ন ॥ ১১৯ ॥

তদ্বদং ঘটতেমতেহস্মদীয়ে তদবোধোল্লসিত-
ভূতোহখিলস্য । তদবোধিলয়েলয়োপপত্তেজগতঃ
সত্যতরান্ধিহা ন তে স্যাৎ ॥ ১২০ ॥

প্রারন্ধকর্মসমাপ্তেরূপব্যবহারসাব্যবহুচ্ছোচ্ছেদানসাধ-
নব্যাপকত্বমিত্যাশয়েনচোদয়তি নথিতি যত্রতস্যসর্বমাত্মৈবা-
ভূতৎকেনকং পশ্যেদিতিপ্রতিবাক্যগতেনমোকেইহতৎকেন
কথিত্যেনমতব্যবহারোচ্ছেদস্য সম্যকপ্রাণীভেবাবহতুচ্ছোচ্ছেদঃ
কথং নাস্তি কিংহন্তব্যং পরিহর্যতীতিচেয়েতি ॥ ১১৯ ॥

যস্মাত্তদিসম্মদীয়ে মতে ঘটতে তস্য পরব্রহ্মণোহবোধঃ
সচাস্যাববোধইতিবা সর্বস্যাতদজ্ঞানবিলসিতত্বাতদজ্ঞানলয়ে
লয়োপপত্তেজগতঃ সত্যতরোচ্ছেদোনস্যাৎ ॥ ১২০ ॥

প্রারন্ধ কাথ্যের অনুরোধে ‘অহং মনুজঃ’ এই
অহম্ ইত্যাকার অনুভব হওয়াতে হেতু সর্বত্র
সমান থাকিল ॥ ১১৮ ॥

পুনরীকৃত ভাস্কর আপত্তি দেখাইলেন ‘যত্র ত্রয়
সর্বমাত্মৈবাতুৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ’ অর্থাৎ যখন
সকলেই আত্মময় হইবে, তখন কোন্ সাধনে
কোন্ বস্তু দেখা যাইবে? এই বেদবাক্যস্থ সাধন
দ্বারা সমস্ত ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া থাকে ।
তাহাও সকলের সম্যক রূপে প্রাণীতি হইয়া
থাকে । তবে যে ব্যবহারকর্তা, কিরূপে তাহার
উচ্ছেদ হইবে? প্রকৃত পক্ষে কিন্তু ব্যবহারের
উচ্ছেদ হইয়া থাকে ॥ ১১৯ ॥

শঙ্কর খণ্ডন করিলেন—আপনি যে কথা বলি-
লেন, ইহা আমাদের মতে ঘটিতে পারে । তাহার
কারণ এই, এই দৃশ্যমান জগৎ পরব্রহ্মের অজ্ঞান
বিলালে অর্থাৎ যতক্ষণ না পরব্রহ্মকে জানিতে
পারা যায়, ততক্ষণ ব্যবহার দশা । বস্তুতঃ
আমাদের মতে অজ্ঞানের লয় হইলে সমস্ত
বস্তুর লয় হইয়া থাকে । কিন্তু আপনার মতে
জগৎ সত্য পদার্থ, সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে
পারে না ॥ ১২০ ॥

নমু পঞ্চম-কুস্থলেহু ভেদোক্তিদানোতু শরীর-
দেহিনোন্তে । প্রথিতমূলপঞ্চকেতরত্বাৎ কলি-
তাহত্র তথাচ হেবসিদ্ধিঃ ॥ ১২১ ॥

ভিন্নাভিন্নবিষয়স্যাহেতোরসিদ্ধিঃ শব্দতে । নমু জাতি-
ব্যক্তিগুণগুণিকার্যাকারণবিশিষ্টস্বরূপাংশাংশিসম্বন্ধাবত্ৰ বি-
দ্যন্তেতত্রপঞ্চমকুস্থলেহুভেদোক্তিদানোতু শরীরদেহি-
নোন্তেভিদ্ভাভিদে তত্রহেতুককঃ প্রথিতমূলপঞ্চকেতরত্বাদয়-
মর্থঃ দেহদেহিনোত্র ব্যত্যা জাতিব্যক্তিতাগুণগুণিতাবচ্চ ন
সম্ভবতি নাপিকার্যাকারণতা দেহস্যভৌতিকত্বাৎ নাপি-
বিশিষ্টস্বরূপতা দণ্ডবৈশিষ্ট্যাসাচৈতত্তত্রত্বাৎদেহস্যান্নিতত্ত্রত্বা-
ত্বাবাৎ নাপাংশাংশিতাদেহিনোনিরবয়বত্বাব্যত্যাচাচ্চদেহ-
দেহিনোহেতুসিদ্ধিরেবকলিতেত্বার্থঃ ॥ ১২১ ॥

ভাস্কর পুনরায় হেতু ভিন্ন এবং অভিন্ন বিষয়
বলিয়া হেতুর অসিদ্ধি দেখাইয়া আপত্তি করিতে
লাগিলেন । যেখানে জাতিব্যক্তি, গুণগুণী,
কার্যাকারণ, বিশিষ্ট স্বরূপ এবং অংশাংশি সম্বন্ধ
বিরাজমান, সেই পাঁচ প্রকার স্থলে তেদ এবং
অভেদ ঘটিয়া থাকে । কিন্তু দেহ এবং দেহীর
ঐ ভেদাভেদ ঘটিতে পারে না । এই বিষয়ের
হেতু পূর্বে দর্শিত হইয়াছে । কথা এই—দেহ
এবং দেহী দ্রব্য পদার্থ হওয়াতে ভূতাদিব্যক্তি
অর্থাৎ জাতিসম্বন্ধ হইবে না । তজ্জপ গুণ গুণী
ভাবে সম্বন্ধও ঘটিবে না । কার্যাকারণ ভাবও সম্ভবে
না । দেহ ভৌতিক পদার্থ হওয়াতে কোন বিশিষ্ট-
স্বরূপ বস্তু বলিয়া গণ্য হইবে না । দণ্ডধারী
পুরুষ বলিলে যেমন দণ্ডবিশিষ্ট পদার্থ, কেন না
কোন পুরুষ বলিয়া গণ্য, তজ্জপ দেহ বলিলেই
আত্মপরতন্ত্র বস্তুকে বুঝাইবে না । আর দেহ
এবং দেহীর অংশাংশি সম্বন্ধও অসম্ভব । কারণ,
দেহী নিরবয়ব দ্রব্য । বস্তুতঃ বিখ্যাত এই পাঁচটি
স্থল ব্যতীত অন্য পদার্থে ভেদাভেদ সম্ভবে না ।
অতএব দেহ এবং দেহীর হেতুর অসিদ্ধি অবশ্য
স্বীকার করিতে হইল ॥ ১২১ ॥

ইতি চৈবিকম্পনালহস্যমিলিতানাং তিদ-
ভেদতত্ত্বতা কিং । উত বা পৃথগেব ভেদনাদ্যো-
মিলিতাঃ পঞ্চ ন হিকচিদ্ব্যতঃ সূত্র্যঃ ॥ ১২২ ॥

চরনোহপি ন সূত্র্যতে ভেদাদ্বিক্তাবস্য চ
ভেদতা ন কিং স্যাৎ । ন চ যোজকগৌরবঞ্চ দোষঃ
প্রকৃতভেদস্য ভবাপি সংঘতত্বাৎ ॥ ১২৩ ॥

পরিহরভীতিচেয়েতি কিং মিলিতানামেভেবাং ভেদা-
ভেদপ্রয়োজকত্বমুতপৃথগেব ভেদাদ্যোনসম্ভবতি বতোমিলিতাঃ
পঞ্চ কচিদপি ন সূত্র্যঃ ॥ ১২২ ॥

অতোহপি ন সূত্র্যতেভদাপ্রত্যেকং প্রয়োজকত্বেণ-
গুণিতাবাদিবদ্বিক্তাবস্যাদেহদেহিতাবস্যাপি প্রয়ো-
জকত্বং কিং ন স্যাৎ ন চ প্রয়োজকগৌরবমপি দোষঃ প্রক-
তেভস্যাদ্বিক্তাবস্যাত্বাশিসংঘতত্বাৎ দেহদেহিনোভেদা-
ভেদানদীকারেসর্বসম্বন্ধবাদিনস্তবসিদ্ধান্তোবাধ্যাত ॥ ১২৩ ॥

জগবান্ শঙ্কর খণ্ডন করিতে লাগিলেন ।
আপনি যে ইতিপূর্বে পাঁচটি পদার্থের কথা বলি-
লেন, ইহারা সকলে এককালে একত্র মিলিত
হইলে ভেদাভেদ করিয়া দেয় ? অথবা পৃথক
পৃথক্ ভাবে থাকিলেই ভেদাভেদ ঘটিয়া থাকে ?
ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি স্বীকার করিতে পারেন
না । কারণ, কোন স্থানে এরূপ দেখা যায় না
যে, পাঁচটি পদার্থ একেবারে সকলে মিলিত হই-
রাছে । ১২২ ।

পৃথক্ভাবে ভেদাভেদ ঘটাইবে—এই শেষ
পক্ষটিও স্বীকার করিতে পারেন না । কারণ,
প্রত্যেকে যদি ভেদাভেদ যোজনা করিয়া দেয়,
স্বীকার করেন, তবে গুণগুণি ভাব বেরূপ দেহ-
দেহি সম্বন্ধের প্রয়োজক, তাহার যতন অদ্বাদ্বি-
ভাবও কেন দেহদেহি সম্বন্ধের প্রয়োজক হইবে

অপিচান্যতমস্য জাতিভেদং প্রভৃতীনাং ঘট-
কত্ব আশ্রয়শ্চেৎ । অগিসৌহত্র ন চূর্ণতন্নিদাত্বা-
দকরোঃ কারণকার্য্যভাবত্বাৎ ॥ ১২৪ ॥

ন চ বাচ্যমিদং পরাত্মজত্বাৎ সকলস্যাপি ন
জীবকার্য্যভেতি । তদভেদতএব সর্বকলস্যাপ্যুপ-
পত্তেরিহ জীবকার্য্যভায়াঃ ॥ ১২৫ ॥

অপিচ জাতিজাতিবৎ প্রভৃতীনাং জাতিব্যক্ত্যানীনাং
তমস্য প্রয়োজকত্বেতি নিবেশশ্চেৎ সৌহপ্যত্রহলভোনাশ্চি-
তিদাত্তশরীরকরোঃ কার্য্যকারণভাবত্বাৎ ॥ ১২৪ ॥

সকলস্যাপি পরাত্মকার্য্যভাবজীবকার্য্যভেদীদত্বাৎ ন চ
বাচ্যং জীবস্য ত্রমভেদাদেব সর্বস্যাপীহ জীবকার্য্যভায়ানুপ-
পত্তেঃ ॥ ১২৫ ॥

না ? প্রয়োজক অনেক হইলে প্রয়োজক গৌরব
নামে যে দোষ ঘটিবে, তাহাও অসম্ভব । অথচ
প্রকৃতপক্ষে অদ্বাদ্বিতাব আপনারই অতিমত ।
বস্তুতঃ দেহদেহীর ভেদাভেদ স্বীকার না করিলে
সর্বসম্বন্ধবাদী আপনার সিদ্ধান্তে দোষ ঘটিয়া
থাকে । ১২৩ ।

অপিচ জাতিব্যক্তি প্রভৃতি ইহাদের মধ্যে
যে কোন সম্বন্ধ ভেদাভেদের প্রয়োজক হইলে
কোন দোষের আশঙ্কা নাই । কলতঃ এরূপ বিষয়ে
যদি আপনার ইচ্ছা থাকে, কি আশ্রয়ভাষিত
প্রকাশ করেন, তাহা নিতান্ত হুল্লভ নয় । কারণ,
জীবাত্মা ও পরমাত্মার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিম্নত
বিদ্যমান । ১২৪ ।

সকল পদার্থ পরমাত্মার কার্য্য বলিয়া যে
জীবাত্মার কার্য্য হইবে না, ইহাও আপনি বলিতে
পারেন না । কারণ জীব পরব্রহ্মের সহিত অতিম
হওরূপে, সকল বস্তু এই স্থানে জীবের কার্য্য
বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । ১২৫ ।

তদসিদ্ধিমুখানুমানদোষানুদয়াদুক্তনয়স্য নিম-
লত্বং । ভ্রমধীপ্রমিতিস্ববেদিনোহতস্তব ন ভ্রান্তি-
পদার্থএব সিদ্ধোৎ ॥ ১২৬ ॥

অপিচ ভ্রমএষ কিংতবাস্তঃকরণস্যোতি চিদাত্ম-
নোহথবাহসৌ । পরিণাম ইহাদিমো নতস্যাত্মগত-

অসিদ্ধাদিদোষ বৈধূর্যাদনুমানং নিরবদ্যমিত্যুপসংহরতি ।
তত্ত্বান্নাদ সিদ্ধাদীনামনুমানদোষণ মনুদয়াদুক্তানুমানস্ত নিম-
লত্বমতো ভ্রমপ্রমিতিস্ববেদিন স্তব ভ্রমপদার্থ এব ন সি-
ধ্যোৎ ॥ ১২৬ ॥

অহংমনুজ ইত্যাদি প্রত্যয়ানাং যথার্থ্যভ্রমত্বমিত্যুক্তঃ
সম্প্রতি সমবায়িকারণপর্যালোচনয়্যাপি ভ্রমত্বং প্রতিক্ষিপ্যতে-
ইত্যাহ । অপিচৈষ ভ্রমঃ কিংতবমতে হস্তঃ করণস্ত পরিণামঃ

শঙ্কর উক্ত বাক্য উপসংহার করিয়া বলিলেন
এক্কেণে আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন পূর্বে
অনুমাণে আপনি যে হেতুর অসিদ্ধি প্রভৃতি অনু-
মানের দোষরাশি ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার
আর কিছুতেই সম্ভাবনা নাই । অতএব আমি
যে পূর্বে অনুমান দেখাইয়াছিলাম, তাহা এক্কেণে
নির্দোষ হইল । আপনি ভ্রমজ্ঞানের প্রমাণ
বাদী কিন্তু আশ্চর্য্যের মধ্যে আপনার ভ্রান্তি
পদার্থই সিদ্ধ হইল না ॥ ১২৬ ॥

‘অহং মনুজঃ ইত্যাদি স্থলে যথার্থ জ্ঞান হয়
বলিয়া তাহাকে যে ভ্রম বলা যায় না, তাহা উক্ত
হইয়াছে । এক্কেণে সেই ভ্রম কি ? তাহার
সমবায়িকারণ কে ? তাহারই আলোচনা করিয়া
ভ্রমত্ব খণ্ডন করিতে লাগিলেন । শঙ্কর বলিলেন,
আচ্ছা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনার মতে

আনুভবস্য ভঙ্গপভেঃ ॥ ১২৭ ॥

ননুরক্ততমপ্রসূনযোগাৎ ক্ষটিকে সংক্ষুরণং
যথারুণিম্নঃ । ভ্রমসংযুতচিত্তযোগতোহস্য ভ্রমণ
স্যানুভবস্তথাহনি স্যাৎ ॥ ১২৮ ॥

অথবা চিদাত্মনোহসৌ পরিণাম ইত্যস্মিন্ পক্ষদ্বয়ে আদ্যো ন
সম্ভবতি তস্ত ভ্রমস্তাত্মগতত্বানুভবস্ত ভঙ্গপভেঃ । যুক্তস্ত ঘটস্ত
তত্ত্বানুপ্রয়ত্ববদন্তঃ করণপরিণামিহে ভ্রমস্তাত্মপ্রয়ত্বং ন স্যাদি-
ত্যর্থঃ ॥ ১২৭ ॥

ননু রক্ততমস্ত জপাকুহুমস্ত যোগাদবধা ক্ষটিকে লোহিত্যস্ত
ক্ষুরণং তথা ভ্রমসংযুতচিত্তযোগাদস্ত ভ্রমস্তাত্মপ্রয়ত্ববঃ স্যাদিতি-
শঙ্কতে নম্রিতি ॥ ১২৮ ॥

এই ভ্রম অন্তঃকরণের পরিণাম ? অথবা চিদাত্মার
পরিণাম ? এই উভয় পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষটি
অর্থাৎ অন্তঃকরণের পরিণাম হইতে পারে না ।
তাহার কারণ এই—ভ্রম আত্মাশ্রিত বলিয়া অনু-
ভূত হয় না, বরং এরূপ নিয়মের ভঙ্গ ঘটয়া
থাকে । যেমন মৃত্তিকাজাত ঘটের পটের সমবায়ি
কারণ তন্তুর [সূত্রের] সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে
না, তদ্রূপ ভ্রম যদি অন্তঃকরণের পরিণাম হয়,
তবে আত্মাশ্রিত বলিয়া কিছুতেই গণ্য হইবে
না ॥ ১২৭ ॥

তাস্কর আপত্তি দেখাইলেন, যেমন অত্যন্ত
রক্ত বর্ণ জপা কুহুমের সংযোগে ক্ষটিকে লোহিত
বর্ণের আভা পড়ে, তদ্রূপ ভ্রম সংযুক্ত অন্তঃকরণের
সংযোগে এই ভ্রমের আত্মাতে অনুভব হইয়া
থাকে ॥ ১২৮ ॥

ইতি চৈদয়মীরয়াঅযোগো ভ্রমণস্যাপ্রিত এষ-
সমসন্বা । প্রথমো ঘটতে ন সংসৃজেহস্তেহপরথা-
খ্যাতিবদস্য শূন্তকহাৎ ॥ ১২৯ ॥

চরমোহপি ন যুক্ত্যতে পরোকপ্রথনস্যানুপপ-
দজ্ঞানতায়োঃ । পরিণামবিশেষ আত্মনোহসৌ
ভ্রমইত্যেব ন যুক্ত্যতেহস্ত্যাপকঃ ॥ ১৩০ ॥

এতৎপরিত্ত্বং পৃচ্ছতীতিচৈদয়মন্তঃকরণাপ্রিতস্ত ভ্রমস্ত
স্বীকৃত আত্মসম্বন্ধঃ সমসন্বা তত্র প্রথমো ন ঘটতে অন্তথাখ্যা-
তিবাদিন স্তব মতেপংসর্গস্ত শূন্তকহাৎপাচাত্মভ্রমসংবন্ধো নস্তাদি-
ত্যর্থঃ ॥ ১২৯ ॥

নাপাস্তাশ্চ পরোকপ্রথয়া অনুপপদ্যমানত্বাদিত্যাহ চরমো-
হপীতি । এবমন্তঃকরণস্য পরিণামো ভ্রমইতি পক্ষঃ নিরাক্র-
ত্যাভ্রমঃ পরিণামবিশেষোহসৌ ভ্রমইত্যেতমস্ত্যাপকঃ নিরাচটে
পরিণামবিশেষইতি ॥ ১৩০ ॥

শঙ্কর খণ্ডন করিবার বাসনায় জিজ্ঞাসা করি-
লেন, আচ্ছা আপনি বলুন দেখি—অন্তঃকরণাশ্রিত
ভ্রমের যে আত্ম সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা
বিদ্যমান ? না অবিদ্যমান ? তন্মধ্যে প্রথম পক্ষটি
ঘটিতেই পারে না । আপনি অন্তথাসিদ্ধিবাদ
(অর্থাৎ ন্যায়মতৌক্ত সম্বন্ধের দোষবাদী)
আপনার মতে সংসর্গ (সম্বন্ধ বিশেষ) শূন্য
পদার্থ । অতএব আত্মার ভ্রম সম্বন্ধ ঘটিতে
পারে না ॥ ১২৯ ॥

‘অন্তঃকরণাশ্রিত ভ্রমের যে আত্ম সম্বন্ধ স্বীকৃত
হইয়াছে তাহা অবিদ্যমান ।’ এই শেষ পক্ষটিও
স্বীকার করিতে পারেন না । কারণ, যে বস্তু
অতীন্দ্রিয় তাহার প্রথা স্বীকার করা আর না করা

অসভাগতয়াত্মনো নিরন্তেতরযুক্তেঃ পরিণত্য-
যোগ্যতায়োঃ । পরিণত্যযুক্তেষ্ট যোগ্যতায়ামপি
বুদ্ধাকৃতিতচ্চিদাত্মনোহস্য ॥ ১৩১ ॥

ন হি নিত্যচিদাশ্রয় প্রতীচঃ পরিণামঃ পুনরন্ত-
চিৎস্বরূপঃ । গুণযোঃ সমুদায়গত্যাযোগাদগুণতা-
বাস্ত্বরজাতিতঃ সজাত্যোঃ ॥ ১৩২ ॥

তত্রহেতুর্নিরন্তেতরগত্যাঅনোহসভাগতয়া নিরবয়বব্রব্যে
ন পরিণামাযোগ্যত্বাৎ । পরিণামিত্ত্বমঙ্গীকৃত্যপ্যাহ যোগ্যতয়া-
মপি বুদ্ধাকৃতিতোহজ্ঞানান্তরাকারেণ চিদাত্মনোহস্য পরিণামা
যোগাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩১ ॥

হি যস্মান্নিত্যজ্ঞানাস্রয়স্য সূখমহমস্বাপ্নং ন কিঞ্চিদবেদিস্ব-
মিতি স্থপ্তোপ্তিতপধামর্শাহুমেয়স্ত কারণবিরমেহপিসত্ত্বেন নি-
ত্যক স্বজ্ঞানদ্বাদাশ্রয়স্ত প্রত্যগাত্মনঃ পুনরন্তচিৎস্বরূপোভ্রমাত্মকঃ
পরিণামো ন সম্ভবতি গুণতাজাতাববাস্ত্বরজাতিতঃ সজাত্যোগু-
ণযোঃ সমুদায়গত্যাযোগাদগুণপংসমবারাযোগাদেকদ্রব্যাপ্রিত
রূপরসাদিগুণব্যাবৃত্তার্থং গুণতাবাস্ত্বরেতিবিশেষণং ॥ ১৩২ ॥

দুই সমান । অবশেষে আত্মার পরিণাম বিশেষের
নাম ভ্রম ইহাতেও অনেক বিসম্বাদ ঘটিবে ॥ ১৩০ ॥

তাহার হেতু এই, আত্মার কোন পদার্থের
সহিত সম্বন্ধ নাই । আত্মা অসঙ্গ স্ততরাং আত্মা
নিরবয়ব দ্রব্য হওয়াতে, আত্মার যে কোন রূপ
পরিণাম হইবে, তাহা অসম্ভব । যদি চ আত্মাকে
পরিণামী বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়, তথাপি
কোন এক রূপ জ্ঞানাকারে এই চিদাত্মায় পরিণাম
হওয়া অসম্ভব । ১৩১ ।

যে জ্ঞান নিত্য প্রত্যগাত্মা (প্রত্যেকজীবস্থ
ব্যাপক আত্মা সেই নিত্যজ্ঞানের আশ্রয় । একরূপ

যুগপৎ সমবৈতিনোহি শৌক্যদ্বয়কং যত্র চ কু-
ত্রচিদ্ঘটেত । ননু বিমণ্ডণোগুণী তথাচ প্রসরেনো-
দিতদুচ্চৈততি চেম ॥ ১৩৩ ॥

কটকাশ্রয়ভূতদীপ্তহেমোরুচকাধারকভাববত-
থৈব । অবিনাশিবিদ্যাস্রয়স্য ভূয়োহন্যবিদাধারত-
য়াস্থিতেরযোগাৎ ॥ ১৩৪ ॥

হি যন্মাচ্ছৌক্যদ্বয়ং যত্রকুত্রচিদপি নো সম্ভবতি । ননু মন্য
তেজ্ঞানং ন গুণোহপিতৃ গুণী দ্রব্যপদার্থঃ । তথাচ নোদিতদুষ্টি-
তাপ্রসরেন্দেতদুদয়তীতি চেম্নেতি ॥ ১৩৩ ॥

তত্রহেতুমাহ । কটকাশ্রয়ভূতদীপ্তস্ববর্ণস্ত তদৈব রুচকাধার-
ত্বং যথা তথৈবনিত্যজ্ঞানাস্রয়স্ত ভূয়োজ্ঞানান্তরাধারতয়াস্থিতের
যোগাৎ ॥ ১৩৪ ॥

প্রত্যক আত্মার পুনরায় অন্য জ্ঞানস্বরূপ পরিণাম
হইতে পারেন । তাহার দৃষ্টান্ত এই—গুণত্বজা-
তিতে অবাস্তব জাতি অপেক্ষা সজাতীয় দুটি গু-
ণের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না । এককালে
উভয় গুণে সমবায় সম্বন্ধ অবস্থান করে না । কারণ,
একদ্রব্যে রূপরসাদি গুণ থাকিতে পারে । ১৩২ ।

আর দেখুন—দুটি শুক্লবর্ণত্ব যে কোন বস্তুতে
থাকিতে পারে না । কারণ, আমার মতে জ্ঞান
গুণ পদার্থ নহে । কিন্তু গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য পদা-
র্থের মধ্যে পরিগণিত । তাহা হইলে যে দোষের
কথা বলা হইয়াছিল, তাহা হইতে পারিল
না ॥ ১৩৩ ॥

ভগবান্ শঙ্কর ঋগুন করিলেন, আপনার বাক্য
কিছুতেই সম্ভাবিত নহে । তাহার হেতু এই,
কটক [বালা] আভরণের আশ্রয় স্বরূপ উজ্জ্বল

ন চ সংস্কৃতির গ্রহোহপ্যবিদ্যা ভ্রমশকার্ধ নি-
রুক্তসম্ভবেহপি । ভ্রমসংজ্ঞিতবস্তুসম্ভবেন ভ্রমস-
ম্পাদিতসংস্কৃতিরযোগাৎ ॥ ১৩৫ ॥

অপিনা গ্রহণংচিতেরভাবশ্চিতিরূপগ্রহণস্য নি-
ত্যত্যায়াঃ । তদসম্ভবতো ন বৃত্ত্যভাবস্তদভাবেহপি
চিদান্ননোহবভাসাৎ ॥ ১৩৬ ॥

ননু ভ্রমশকার্ধনিকৃত্যসংভবেহপি সংস্কৃতিরগ্রহণং বা বিদ্যা-
স্যাদিত্যাশঙ্ক্যপরিহরতি ন চেতি । তত্রহেতুমাহ ভ্রমসংজ্ঞি-
তেতি ॥ ১৩৫ ॥

অগ্রহণমপি কিং স্বরূপগ্রহণস্যাভাবঃ উত আগন্তুকস্যেতি
বিকল্পাদ্যাং প্রত্যাহ নাপ্যগ্রহণং চিতেরভাবশ্চিতিরূপগ্রহণস্য-
নিত্যত্বেন তস্য চিতেরভাবস্যাসম্ভবাৎ । দ্বিতীয়ং প্রত্যাচ
বৃত্ত্যভাবোহপ্যগ্রহণং ন ভবতি তত্রহেতুস্তস্যা বৃত্তেরাগন্তুকস্য
গ্রহণস্যাভাবেহপি চিদান্ননঃ ক্ষুরগ্নাং তস্য প্রতিবন্ধকত্বমিত্যমি-
তার্থঃ ॥ ১৩৬ ॥

স্ববর্ণের রুচক যে রূপ আধার হয়, অবিনাশী
নিত্য জ্ঞানাস্রয় পদার্থের পুনর্বার অন্য জ্ঞানের
সহিত সে রূপ সংযোগ হয় না ॥ ১৩৪ ॥

পূর্ব জন্মের সংস্কার, অথবা অজ্ঞানের নাম
অবিদ্যা । এই রূপে কিছুতেই ভ্রম শব্দের অর্থ
নির্বাচন হইতে পারে না । স্তবরাং ভ্রম সংজ্ঞা
যুক্ত বস্তু যদি না রহিল, তবে ভ্রম সম্পাদিত
সংস্কার ও থাকিতে পারে না ॥ ১৩৫ ॥

এই স্থানে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি । এই
যে অজ্ঞান, ইহা কি স্বরূপ জ্ঞানের অভাব ?
অথবা আগন্তুক কোন পদার্থের অভাব ? ইহার
মধ্যে প্রথম পক্ষটি স্বীকার করিতে পারেন না ।

ন চ ভঙ্গকমীক্যতে ন তস্যোপগমে খণ্ডজডা-
নৃত্যকস্য । ইতি বাচ্যমখণ্ডবৃত্তিরূঢ়েশ্বরবোধস্য
নিবর্তকত্বযোগাৎ ॥ ১৩৭ ॥

অপিচৈক্যতদন্তহেতুধীজে জগতঃ কৃত্যকৃতী ন
তে ঘটেতে । সকলব্যবহারসঙ্করত্বাদমলঞ্জীবনি-
কাপি দুর্লভা তে ॥ ১৩৮ ॥

নবাত্মজ্ঞানাত্ম্যপগমে তস্য ভঙ্গকং নেক্যত ইত্যশঙ্ক্য-
পরিহরতি ন চেতি । তত্ত্বমস্যাদিমহাবাক্যচত্বাখণ্ডবৃত্ত্যাক্রুচপ-
রত্রৈক্যচৈতন্তস্য নিবর্তকত্বযোগাৎ ॥ ১৩৭ ॥

কিঞ্চেটানিষ্টসাধনজ্ঞানজনিতে সর্বস্য জঙ্গমস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তী
ন চ তে সর্বসঙ্করমতে সম্ভবতঃ । সকলব্যবহারস্য সংকীর্ণত্বাৎ
জীবনিকাপি তে দুর্লভা তস্মাদলমিত্যাহ অপিচেতি ॥ ১৩৮ ॥

চৈত্যান্যের অভাবের নাম অজ্ঞান ইহা অসম্ভব ।
কারণ, চৈতন্য রূপ জ্ঞান নিত্য, তাহার অভাব
হওয়া অসম্ভব । কোন আন্তরিক বৃত্তি অভাবের
নাম অজ্ঞান বলিলেও দোষ ঘটিবে । যদি চ
বৃত্তির কোন আগন্তুক জ্ঞানের অভাব হয়, তথাপি
তৎকালে চিদাত্মা পরিস্কৃর্ত থাকেন । সুতরাং
দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিতেও পারিলেন
না ॥ ১৩৬ ॥

ভগবান্ ভাস্করকে বলিলেন, [আত্মাতে যদি
অজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তথাপি খণ্ড, জড় ও
মিথ্যা স্বরূপ সেই অজ্ঞানের নিবারক কেহই
নাই । এবং অজ্ঞান নিবারককে কেহই দোষিতে
পায় না ।] আপনি যে এরূপ আপত্তি দেখাইবেন
তাহাও অসম্ভব । কারণ, 'তত্ত্বমসি' এই বেদা-
ন্তের মহা বাক্য জন্য, অখণ্ড বৃত্তি রূঢ়, পরব্রহ্ম

ইতি যুক্তিশতৈরমর্ত্যকীর্তিঃ স্মৃতীন্দ্রং তমত-
দ্রিতং স জিহ্বা । ঋতিভাববিরোধিভাবভাজং
বিমতগ্রন্থমমম্বরং মমম্ব ॥ ১৩৯ ॥

ইতি ভাস্করদুর্মতেহভিভূতে ভগবৎপাদকথা
সুধা প্রসস্নে । ঘনবার্ষিকবারিবাহজালে বিগতে
শারদচন্দ্রচন্দ্রিকেব ॥ ১৪০ ॥

ইত্যেবং যুক্তিশতৈঃ সঃ অমর্ত্যকীর্তিভগবান্ ভাষ্যকারস্ত-
মনসং সুধীন্দ্রং ভট্টভাস্করজিহ্বা ঋতিভাববিরোধিভাবভাজম্বি
মতগ্রন্থং ঝটিতি মমম্ব ॥ ১৩৯ ॥

ইত্যেবংভাস্করদুর্মতেহভিভূতে সতি ভগবৎপাদকথালক্ষণা
সুধাপ্রসস্নে বিস্তারঙ্গতা । যথাঘনীভূতানাং বার্ষিকপয়োদানাং
জালেবিগতে সতি শরৎকালীনচন্দ্রচন্দ্রিকা যদ্বদিতার্থঃ ॥ ১৪০ ॥

চৈতন্যের জ্ঞান হইলে ঐ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া
থাকে ॥ ১৩৭ ॥

আর দেখুন, ইষ্ট সাধন জ্ঞান এবং অনিষ্ট
সাধন জ্ঞান জন্য সমস্ত জঙ্গমের যে প্রবৃত্তি ও
নিবৃত্তি হয়, সর্ব সঙ্করবাদী আপনার মতে তাহা
সম্ভাবিত নহে । অপিচ, আপনার মতে সকল
ব্যবহার সঙ্কীর্ণ, সুতরাং জীবন পর্য্যন্ত দুর্লভ হইয়া
উঠে । অতএব আপনার বাক্য কিছুতেই গ্রাহ্য
হইতে পারিল না ॥ ১৩৮ ॥

দেব তুল্য যশস্বী ভগবান্ ভাষ্যকার শঙ্কর
এই রূপে শত শত যুক্তি দ্বারা সুধীবর ভাস্করকে
জয় করিয়া বেদের ভাব বিরোধী গ্রন্থ সকল খণ্ডন
করিলেন ॥ ১৩৯ ॥

ঘনীভূত বর্ষাকালের মেঘ সকল অপসৃত
হইতে শারদীয় শশধরের কিরণ মালা যে রূপ

স কথাভিরবন্তিষু প্রসিদ্ধান্ বিবুধান্ বাণময়ূর-
দণ্ডিযুখ্যান্ । শিথিলীকৃতহৃমতাভিমানাম্ভিভাষ্য-
শ্রবণোৎস্রুকাংশ্চকার ॥ ১৪১ ॥

প্রতিপদ্য তু বাহ্লিকান্মহর্ষৌ বিনয়িত্যঃ প্রবি-
বৃণতি স্বভাষ্যং । অবদন্নসহিষ্ণবঃ প্রবীণাঃ সময়ে
কেচিদথাইতাভিধানে ॥ ১৪২ ॥

সঃ অবন্তিষু জনপদেষু প্রসিদ্ধান্ বিবুধান্ বাণাদীন্ পণ্ডিতান্
কথাভিঃ শিথিলীকৃতহৃমতাভিমানান্ নিজভাষ্যশ্রবণোৎকণ্ঠিতাং
শ্চকার কথাভিঃ প্রসিদ্ধানিতিবা ॥ ১৪১ ॥

বাল্হিকাংশ্চ দেশান্ প্রতিপদ্য মহর্ষৌ শ্রীশঙ্করে শিষ্যোভ্যঃ
স্বভাষ্যং বিবৃণতি সতি আর্হিতসংজ্ঞকে বিবসনসময়ে প্রবীণাঃ
কেচিদসহিষ্ণব উচুঃ ॥ ১৪২ ॥

বিস্তার প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ ছুর্বুদ্ধি ভট্ট ভাস্কর
পরাস্ত হইলে ভগবান্ শঙ্করের কথা রূপ অমৃত
বিস্তৃত হইল ॥ ১৪০ ॥

শঙ্কর অবন্তি জনপদে প্রসিদ্ধ বাণ, ময়ূর, দণ্ডী
প্রভৃতি পণ্ডিত দিগকে আপনার বাক্য দ্বারা পরাস্ত
করিয়া, অর্থাৎ তাহাদের দুষ্কৃত মত ও তদ্বিষয়ে
পাণ্ডিত্যাভিমান শিথিল করিয়া পুনরায় বাণ প্রভৃতি
পণ্ডিত দিগকে আপনার ভাস্য শ্রবণ করিতে উৎ-
কণ্ঠিত করিলেন । ফলতঃ অবন্তি দেশস্থ যাবতীয়
বিখ্যাত পণ্ডিত শঙ্করের শরণাপন্ন হইল ॥ ১৪১ ॥

মহর্ষি বাহ্লিক দেশে গমন করিয়া নিজশিষ্য-
দিগকে যখন স্বকীয় ভাষা ব্যাখ্যা করিয়া শ্রবণ
করাইতেছিলেন, তৎকালে আর্হিতমতে, বিবসন
আচারে প্রবীণ কতকগুলি লোক তাহা সহ
করিতে না পারিয়া বলিতে লাগিল । ১৪২ ।

ননু জীবমজীবমাত্মবঞ্চ শ্রিতবৎ সম্বরনির্জরৌচ-
বন্ধঃ । অপি মোক্ষমুপৈষি সপ্তসংখ্যাম্ পদার্থান্
কথমেব সপ্তভঙ্গ্যা ॥ ১৪৩ ॥

বোধাত্মকোজীবোজড়বর্গজীব এতদ্বোরমমপরঃ প্রপঞ্চো-
জীবাস্তিকায়ঃ পুঙ্গলান্তিকায়ঃ ধর্মাস্তিকায়ঃ অধর্মাস্তিকায় আ-
কাশান্তিকায়শ্চৈতিগঞ্চান্তিকায়ান্ নাম অস্তীতিকায়ন্তে শব্দান্তই-
ত্যস্তিকায়ঃ কৈগৈশকইতি স্মরণাৎ তত্রজীবাস্তিকায়দ্বিধাবন্ধো-
মুক্তোনিত্য সিদ্ধশ্চাইন্নিত্যসিদ্ধইতরে কেচিৎ সাধনৈর্মুক্তান্তেব-
ন্ধাঃ । পুঙ্গলান্তিকায়ঃ যোচা পৃথিব্যাদীনি চত্বারি ভূতানি স্থাব-
রং জঙ্গমক্ষেতিশাস্ত্রীয়বাহ্ প্রবৃত্ত্যা হ্যাস্তরোহপূর্বাখ্যো ধর্মোহমু-
মীযতইতিপ্রবৃত্ত্যমুমোষমোষধর্মাস্তিকায়ঃ । উধ্বর্গমনশীলস্য-
জীবস্য দেহেহবস্থানেনাধর্মোহমুমীযতইতি স্থিত্যমুমোষোহধর্ম-
াস্তিকায়ঃ । আকাশান্তিকায়োদেহোলোকাকামোহলোকাকা-
শশ্চ । তত্রোপযু্যপরিস্থিতানাং লোকানামন্তর্বর্তী আদ্যন্তে-
ষামুপরিমোক্ষস্থানংদ্বিতীয়ঃ পুরুষং বিষয়েষাশ্রাবয়তিগময়তী-
তিইন্দ্রিয়পবুত্তিরাশ্রবঃ । ইন্দ্রিয়দ্বারাহি পৌরুষং জ্যোতি-
বিস্ময়ান্শুশ্রুজ্ঞপাদিজনরূপেণপরিগমতে । অন্তে তু কর্ম্মাণ্যা-
শ্রবমাহস্তানি কর্তারমভিব্যাপ্য অবন্তি কর্তারমমুগ্ধজন্তী-
ত্যাশ্রবঃ সেমং মিথ্যাশ্রবুত্তিরনর্থহেতুত্বাৎ । জীবমজীবমা
শ্রবঞ্চাপ্রিতবতাং তৈঃ সহিতৌ সম্বরনির্জরৌ সম্যকপ্রবৃত্তৌ ।
তত্র শমদমাদিপ্রবৃত্তিঃ সম্বরঃ সহি আস্রবশ্রোতসোহবাৎ
সংসৃগোভীতি সম্বর উচ্যতে । নির্জরন্তনাদিকালপ্রবৃত্তিকারণ-
কলুষপুণ্যাপুণ্যপ্রচাপহেতুস্তপ্তশিলারোহণাদিঃ । সহি নিঃশেষং
পুণ্যাপুণ্যস্বত্বঃখোপভোগেন জরয়তীতি নির্জরঃ । বন্ধোহষ্ট-

* যাহারা জীব, অজীব, আশ্রব আশ্রয় ক-
রিয়া থাকে, তাহাদের সহিত সংবর, নির্জর ও
বন্ধ এই রূপ আরো কতকগুলি পদার্থ আছে ।
আপনি জৈন মতে সাত প্রকার পদার্থকে মোক্ষ
বলিয়া স্বীকার করেন না কেন ? ১৪৩ ।

* বোধাত্মক জীব ও জড় পদার্থ সকল

কথয়াহঁত । জীবমস্তিকায়ং ক্ষুটমেবংবিধ ইত্যা ঙ্কবেষ্টিতশ্চ বিদ্বন্ ॥ ১৪৪ ॥
বাচ মৌনী । অবদৎ সচদেহতুল্যমানো দৃঢ়কৰ্ম্মা-

বিধং কৰ্ম্ম । তত্র ষাতিকৰ্ম্ম চতুর্বিধং । তদ্ব্যখ্যানাবরণীয়ং দৰ্শ-
নাবরণীয়ং মোহনীয়মন্তরায়মিতি । তথা চতুর্থাষাতিকৰ্ম্মাণি
তদ্ব্যখ্যানবেদনীয়ং নামিকং গোত্রিকমায়ুকং চেতি । তত্রসন্ধ্যা-
কজ্ঞানং ন মোক্ষসাধনং ন হি জ্ঞানাবস্থানিদ্ধিরতি প্রসঙ্গাদিতিবি-
পর্যায়োজ্ঞানাবরণীয়ং আর্হিতদর্শনাভ্যাসানমোক্ষইতিজ্ঞানং দর্শনা
বরণীয়ং । বহুবিধবিপত্তিবিধেযু তীর্থকরৈ কপবর্শিতেষু মোক্ষ
মার্গেষু বিশেষানবধারণং মোহনীয়ং । মোক্ষনার্গপ্রবৃত্তানাং
তদ্বিকরং জ্ঞানমাস্তরায়ং । তানীমানি শ্রেয়োহস্তত্বাদ্বাতীনি
কৰ্ম্মাণ্যুচ্যন্তে । অবাচীনি কৰ্ম্মাণি তদ্ব্যখ্যানাশ্রয়ীণ্যাকায়েণ
পরিণামহেতুবেদনীয়ং দ্বায়েণ তব্বেবনহেতুযং । তদন্তুগুণ-
নামিকং তচ্চি শুকপুস্তকন্যায়ানবভাঙ্গনববৃদ্ধাদিচপানাবভ-
তে । গোত্রিকং অ্যাকৃতং ততেহুপাদ্যং দেহাকারপরিণা-
মশক্তিরূপেনাবহিতং । আয়ুকায়ুঃ কায়তি কপয়ত্বাপাদনদা-
রেণেতি শুকশেণিহদ্রুপং । যত্র মম বেদনীয়ং তদ্ব-
মস্ম্যতিবেদনীয়ং এতন্নানাতমস্ম্যতিভিনানো নামিকং ।
অহনত্রতথবতোদেশিকস্যাহঁতঃ শিষ্যবংশেপ্রবিত্তেইত্যভিমানো-

গোত্রিকং । শরীরস্থিত্যর্থং কৰ্ম্মাযুকং । তান্যেতানি তদ্ব্য-
বেদকগুরুপুস্তকশাস্ত্রমতাদ্বাতীনিকৰ্ম্মাণি । তদেতত্কৰ্ম্মাষ্টকং
পুরুষং বধ্যাতীতিবদ্ধঃ । বিগলিতসমস্তক্লেশতদ্বাসনস্যানাব-
রণীয়জ্ঞানস্য স্মৃষ্টিকতানস্যাগ্নয়ন উপরিদেশাবস্থানং মোক্ষ
ইত্যোকে । অনোতুষ্কর্গমনশীলোহি জীবোদ্যমস্তিকায়েন
বদ্ধস্তবিনোকাদৃশ্বং গচ্ছত্যেব নমোক্ষ ইতিসপ্তানামস্তিহাদীনাং
ভঙ্গানাং সমাহারঃ সপ্তভঙ্গীতয়োপলক্ষিতান্ সপ্তপদাধান্ কথং
নাপ্তকরোমি । সপ্তভঙ্গাস্ত স্যাদস্তি স্যাম্নাস্তি স্যাদস্তিচনান্তিচ
স্যাদবক্তব্যঃ স্যাদস্তিচাবক্তব্যঃ স্যাম্নাস্তিচাবক্তব্যশ্চ স্যাদ
চাবক্তব্যশ্চেতি । স্যাদিত্যিতিগুপ্তপ্রতিরূপকং কথংচিদর্থকম-
ব্যয়ং । তত্রবস্তুনোহস্তিহবাহ্যায়ংপ্রণমোভঙ্গঃপ্রবর্ততে । না-
স্তিহবাহ্যায়ংদ্বিতীয়ঃ । ক্রমেণোভয়বাহ্যায়ং তৃতীয়ঃ । যুগপ-
দভয়বাহ্যায়ং চতুর্থঃ । অদ্যচতুর্থভঙ্গয়োর্বাহ্যায়ং পঞ্চমঃ ।
দ্বিতীয়চতুর্থেচ্ছায়াং বর্ষঃ । তৃতীয়চতুর্থেচ্ছায়াং সপ্তমইতি-
বিবেকঃ ॥ ১৪৩ ॥

এবমুক্তো মৌনী স শ্রীশঙ্কবাচাখ্যউবাচ হে আর্হঁত ! জীব-
মস্তিকায়-মেবমিধো জীবোহস্তিকায়ইতিক্ষুটং কথয় এযুক্তঃ
স চাহঁগোবভাবে দেহতুল্যপ্রমাণো দৃঢ়েনোক্তকৰ্ম্মাষ্টকেন
বদ্ধঃ ॥ ১৪৪ ॥

অজীব । এই উভয়ের অন্য প্রপঞ্চ জগৎ ।
জীবাস্তিকায়, পুস্তকাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মা-
স্তিকায় এবং আকাশাস্তিকায় এই পাঁচ প্রকার
অস্তিকায় । ‘অস্তি’ এই বাক্যটি যাহাতে ধ্বনিত
হয়, তাহার নাম অস্তিকায় । কৈ ধাতুর অর্থ
শব্দ, কৈ ধাতু হইতেই অস্তিকায় শব্দ নিম্পন্ন ।
তন্মধ্যে জীবাস্তিকায় তিন প্রকার । বদ্ধ, মুক্ত
ও নিত্য সিদ্ধ । অর্থাৎ (বৌদ্ধ বিশেষ) নিত্য
সিদ্ধ । অর্হৎ ব্যতীত অপরে সাধন মুক্ত, এবং

অপরে বদ্ধ । দল্লাস্তিকায়পু ছয় প্রকার ।
অপ, তেজ, ও মরুৎ এই চারি প্রকার ভূত ।
আর স্বাবর ও জঙ্গম এই দুইটি । এই সর্কী শুদ্ধ
ছয় প্রকার । শাস্ত্র সম্মত বাহ্যিক প্রবৃত্তি দ্বারা
আন্তরিক অপূর্ষ্য নামক ধর্ম্ম পদার্থ অনুমিত হয় ।
এই রূপ প্রবৃত্তি দ্বারা অনুমেয় ধর্ম্মের নাম, ধর্ম্মা-
স্তিকায় । উর্দ্ধ গমন শীল জীবের দেহে অবস্থিতি
দ্বারা অধর্ম্ম অনুমিত হয় । এই স্থিতি দ্বারা অনু-

অমহাননগুণ্যাদিবৎ স্যাৎস ন নিত্যোপি চ বিশেষে চক্ষুর্কিদেহমপ্যকৃৎস্নঃ ॥ ১৪৫ ॥
মানুষ্যচ্চদেহাৎ । গজদেহময়ন্ বিশেষে কৃৎস্নঃ প্র-

আচার্য্য আহ অমহাননগুণ্যদেহপরিমাণোজীবোঘটাদয়োমধ্য
মপরিমাণত্বাদ্যথাননিত্যাস্থপানিত্যো ন স্যাৎ অপিচ শরীরে
গমনবহ্নিতপরিমাণত্বান্নমুখ্যশরীরপরিমাণো ভূতাপুনঃ কে
নচিৎ কর্মবিশাংকেন হস্তিজন্যপ্রাপ্তব্রহ্মসর্বংহস্তিশবীরং প্রবি-
শেদেহাপরদেশোনির্জীবঃ স্যাৎপুস্তিকাদেহঃ চ প্রাপ্তব্রহ্ম তং

মেয় অধর্ম পদার্থের নাম অধর্মশাস্তিকায় । আকা-
শাস্তিকায় দুই প্রকার । লোকাকাশ এবং অলো-
কাকাশ । তন্মধ্যে উপর্যুপরি বর্তমান লোকের
অন্তর্বর্তীর নাম লোকাকাশ । ঐ সমস্ত লোকের
উপরে যে মোক্ষ স্থান আছে, তাহার নাম
অলোকাকাশ ।

আশ্রব শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ যথা । - আপূ-
র্নক স্রু ধাতু হইতে আশ্রবশব্দের উৎপত্তি ও
ব্যুৎপত্তি । পুরুষকে বৈয়াকরণপদার্থে (আশ্রবয়তি)
অর্থাৎ লইয়া যায় বলিয়া ইন্দ্রিয় প্ররুতির নাম
আশ্রব । তাহার কারণ, এই ইন্দ্রিয় দ্বারা পুরু-
ষীয় জ্যোতি বৈয়াকরণ পদার্থ স্পর্শ করিয়া রূপ
জ্ঞান, রসজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান ইত্যাদি আকারে পরি-
ণত হয় । কেহ কেহ কর্ম সকলকে আশ্রব বলেন ।
তাঁহাদের মতে অর্থ 'ও ব্যুৎপত্তি যথা । - অর্থাৎ
কর্ম সকল কর্তাকে বেগিয়া কর্তারই অনুরূপ হয় ।
এ স্থলেও ঐ আপূর্নক স্রু ধাতু হইতে আশ্রবের
ব্যুৎপত্তি হইয়াছে । এই যে ইন্দ্রিয় প্ররুতি, ইহা
নিখ্যা প্ররুতি । কারণ, কেবল উহাতে অনর্থ
ঘটিয়া থাকে । জীব, অজীব ও আশ্রব এই তিনটি

সর্বো ন প্রবিশেৎ দেহাদ্ধিরপিজীবঃ স্যাদিত্যর্থঃ । চক্ষুর্কিদেহ-
মপি জন্মানি কোমরগোবন স্থবিরেষেব দোষোবোধ্যঃ । ১৪৫ ।

যাহারা আশ্রয় করিয়াছে, তাহাদের সহিত সংবর
ও নির্জর অর্থাৎ সম্যক রূপে দুটি প্ররুতি মিলিত
হয় ।

সংবরের ব্যুৎপত্তি যথা, তন্মধ্যে শমদগাদি
প্ররুতির নাম সম্বর । পূর্বে ইন্দ্রিয় প্ররুতির নাম
আশ্রব বলা হইয়াছে । আশ্রব প্রবাহের দ্বারা
যাহা দ্বারা সংবৃত অর্থাৎ আচ্ছাদিত হয়, তাহার
নাম সম্বর । সম্ ধবৃপূর্বক াতু হইতে সম্বর
শব্দের ব্যুৎপত্তি ।

নির্জর শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ যথা । অনাদি-
কাল প্ররুতি, কষায় কলুষ, পুণ্যাপুণ্য পরিত্যাগের
হেতুকে নির্জর বলে । তপ্ত শিলাতে আরোহণাদি
করিবার ক্ষমতা হয় । অর্থাৎ নিঃশেষে পুণ্যাপুণ্য
স্বথ ছুঃখের উপভোগ দ্বারা যে সমস্ত পদার্থ জীর্ণ
করে, তাহার নাম নির্জর । নিঃপূর্বক জু ধাতু
হইতে নির্জর শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে ।

বন্ধ যথা, অষ্টবিধ কর্মের নাম বন্ধ । তন্মধ্যে
ঘাতী কর্ম জ্ঞচারি প্রকার । ানাবরণীয়, দর্শনা-
বরণীয়, মোহনীয় ও অন্তরায় । অঘাতী কর্ম চারি
প্রকার । যথা বেদনীয়, নাশিক, গোত্রিক ও
আয়ুক । এই আট প্রকার কর্মের নাম বন্ধ ।
অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান কখন মোক্ষের সাধন নহে ।
জ্ঞান হইতে কখনই বন্ধ সিদ্ধি হইতে পারে না ।

উপযান্তি চ কেচন প্রতীকামহতাসংহননেন স
সমেহস্য । অপযাত্যাধিজগ্মুষোহ্লদেহং তদয়ং

দেহসমঃ সমশ্রুতেশ্চ ॥ ১৪৬ ॥

এবমুক্তআর্হতঃ শব্দতে মহতাসজ্জাতেনাস্যজীবন্ত সঙ্গমেসতি-

কেচনাবয়বউপযান্তি তথাহ্লদেহমভিগম্যমিচ্ছোঃ কেচনাবয়ব
অপযাত্তীত্যেবং সমানব্যাপ্তেশ্চসচাসাবয়ং জীবোদেহসমঃ । ১৪৬ ।

তাহাতে অনবস্থাদোষ ঘটিয়া থাকে। অতএব
বিপরীত জ্ঞানকে জ্ঞানবরণীয় কহে। আর্হত
দর্শনের অভ্যাস করিলে মোক্ষ হয় না। এই
কারণে জ্ঞান দর্শনাবরণীয়। যে সকল মুক্তি পথ
বিরুদ্ধ, যদি গুরু লোকে তাহা দেখাইয়াদেন,
এবং তাহাতে যদি বিশেষ রূপে অবধারণ না হয়,
তাহার নাম মোহনীয়। যে সকল লোক মোক্ষ
মার্গে প্রবৃত্ত, তাহাদের বিশ্ব জনক জ্ঞানের নাম
অন্তুরায়। এই পূর্বোক্ত চারি প্রকার কৰ্ম্ম শ্রেয়
অর্থাৎ মঙ্গল কৰ্ম্ম নাশ করে বলিয়া ইহা দিগকে
ঘাতী কৰ্ম্ম বলে। হনু ধাতু হইতে ঘাতী শব্দের
উৎপত্তি।

অঘাতী কৰ্ম্মের অন্তর্গত বেদনীয় প্রভৃতির
অর্থ যথা। শুরূ বর্ণ শরীরাকারে যে পরিণাম,
সেই পরিণাম হেতুর নাম বেদনীয়। তত্ত্বজ্ঞানের
এক মাত্র হেতু দ্বার। যে বস্তু বেদনীয়ের অনুগুণ
তাহার নাম নামিক। শুরূ পুঙ্গলের কলল
বুদ্ধ প্রভৃতি প্রথম অবস্থা নামিক হইতেই উৎপন্ন
হয়। গোত্রিকের বিষয় অপ্রকাশিত। অর্থাৎ
নামিক হইতে দেহাকারে পরিণাম হইবার যে
শক্তি, সেই শক্তিরূপে প্রথম অবস্থায় যে অবস্থিত
তাহার নাম গোত্রিক। “আয়ুঃকায়তি কথয়তি”
অর্থাৎ উৎপাদন শক্তিদ্বারা যে আয়ু বলিয়াদেয়,

শুতাহার নাম আয়ুষ্ক। ক্রশোগিত ইত্যাদি পদা-
র্থকে আয়ুষ্ককলে। অথবা আমার বদনীয় অর্থাৎ
তত্ত্বমসি, ইত্যাদিকে বেদনীয় বলে। আমার নাম
অমুক এই অভিনমানের নাম নামিক। আমি
এই দেশে ভগবান্ আর্হৎ গুরুর শিষ্যবংশে প্রবিষ্ট
হইয়াছি, এইরূপ অভিনামেয় নাম গোত্রিক।
চর শরীরের অবস্থিতির জ্ঞান যে কৰ্ম্ম করা যায়,
তাহার অনাম আয়ুষ্ক। এই টি প্রকার কৰ্ম্ম পুরু-
ষকে বন্ধন করে বলিয়া ইহার নাম বন্ধ।

যাহার সমস্ত ক্লেশ ও বাসনা সকল বিগলিত
হইয়াছে যাহার জ্ঞান চিরদিন অনাবৃত, যে বস্তু
এক মাত্র স্থথের আশ্রয় তাহার নাম আত্মা।
সেই আত্মার উপরিদেশে অবস্থানের নাম
মোক্ষ। কতকগুলি লোকের মতে ইহা মোক্ষের
লক্ষণ। মঅপরের তে উর্দ্ধ গমন শীল জীব
ধর্ম্মাকায় ও অধর্ম্মান্তিকস্তায় দ্বারা বন্ধ হয়।
ঐ বন্ধন মোচনের জন্য জীবের যে উর্দ্ধ গমন
তাহার নাম মোক্ষ।

এই ত্বপ্রকার অস্তি প্রভৃতি ভঙ্গ একত্রিত
হইলে সপ্তভঙ্গী বলে। আপনি সপ্তভঙ্গী দ্বারা
উপলক্ষিত সাতটি পদার্থ স্বীকার করিবেন না
কেন? সপ্ত ভঙ্গ যথা :—

স্বাদস্তি, স্ত্রামাস্তি, স্ত্রাদস্তি চ নাস্তি চ, স্ত্রাদ-

উপরন্তু ইমে তথাইপরন্তো যদি বস্মে'ব নজীব-

তাং ভজেয়ুঃ । প্রভবেষু রনাত্মনঃ কথন্তে কথমা-
ত্ৰাবয়বাঃ প্রয়ন্তু তস্মিন্ ॥ ১৪৭ ॥

আচার্য্যআহ । যদিমেহবরবাউপরন্তুতথাপরন্তুচতর্হাগমা-
পারিদ্ধাচ্ছরীরবদাতাং ন ভজেয়ুঃ কিঞ্চানাত্মনস্তেজীবাবয়বাঃ

কথং প্রাহুর্ভবেষুঃ কথং চ তস্মিন্ননাত্মনি তে নীয়েন্ন বিবোধাদি
ত্যাগঃ । ১৪৭ ।

বক্তব্য শ্রাদান্তিচাবক্তব্য শ্রান্নাস্তি চাবক্তব্য
স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্য । স্যাৎ এই পদটি
ধাতুর আকারে গঠিত অব্যয় । স্যাৎ পদের অর্থ
কথঞ্চিৎ । তন্মধ্যে বস্তুর অস্তিত্ব বাঞ্ছা হইলে
প্রথম ভঙ্গ, নাস্তিত্ব বাঞ্ছা হইলে দ্বিতীয় ভঙ্গ, ক্রমে
উভয় বাঞ্ছা হইলে তৃতীয় ভঙ্গ, এক কালে উভয়
বাঞ্ছা হইলে চতুর্থ ভঙ্গ, অস্তিত্ব ইচ্ছা এবং এককালে
উভয় বস্তুর ইচ্ছা হইলে পঞ্চম ভঙ্গ, নাস্তিত্ব ইচ্ছা
এবং এককালে উভয় বাসনা হইলে ষষ্ঠ ভঙ্গ, ক্রমে
ক্রমে উভয় কামনা এবং এককালে উভয় বাসনা
হইলে সপ্তম ভঙ্গ হইয়া থাকে । এই রূপে সাতটি
পদার্থের ভঙ্গ ও তাহাদের যথাযথ প্রণালী এই
রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে ।

আর্হতের এই কথা শুনিয়া শঙ্করাচার্য্য ক্ষণ-
কাল মৌনী থাকিয়া বলিলেন । হে আর্হত
মতানুচর ! জীবাস্তিকায় এই রূপ ? জীবাস্তিকায়
এই প্রকার ? ইহা স্পষ্ট করিয়া বলুন । শঙ্করের
এই কথা শুনিয়া আর্হত বলিলেন । হে পণ্ডিতবর !
জীবের পরিমাণ দেহের তুল্য । আর ইতি পূর্বে
আপনাক্রে যে আট প্রকার কৰ্ম্ম বলিয়াছি, জীব
উক্ত ঐ আট প্রকার কৰ্ম্ম দ্বারা দূত ভাবে
বদ্ধ ॥ ১৪৪ ॥

আচার্য্য বলিলেন, জীব মহৎ নয়, অণুনয়, তবে

কিরূপে দেহ পরিমিত জীব নিত্য হইবে ? ঘট
পটাদি যে রূপ মধ্যবিধ পরিমাণ প্রাপ্ত হইয়া
অনিত্য হয়, তদ্রূপ জীবও মধ্যম পরিমাণ পাইয়া
অনিত্য হইবে । আর দেখ, প্রত্যেক শরীরের পরি-
মাণ এক প্রকার নহে, প্রত্যেকই ব্যবস্থা বিরহিত ।
তাহাতে মনুষ্য জীব মনুষ্যের দেহ পরিমিত হইয়া
পুনরায় কোন কৰ্ম্ম বিপাকে হস্তীর শরীর প্রাপ্ত
হয় । তথাপি হস্তি শরীরে প্রাপ্ত ঐ জীব
সকল হস্তি শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না ।
অথচ দেহের যে অংশে জীব থাকে না, সে অংশ
নির্জীব হইয়া থাকে । পরে যখন জীব পুত্রিকা
[কীট বিশেষ] দেহ প্রাপ্ত হয়, তখন সকল জীব
ঐ দেহে প্রবেশ করে না । তাহা হইলে জীব,
দেহের বহির্দেশেও থাকিতে পারিল । কেবল
এখানে নহে, এই জন্মে শৈশব যৌবন ও বার্দ্ধক্যে
এই দোষ বিদ্যমান ॥ ১৪৫ ॥

আর্হত আপত্তি দেখাইলেন, মহৎ বস্তুর সহিত
মিলন হইলে এই জীবের তাহাতে মিলন হয় ।
তখন কতকগুলিন অবয়ব চলিয়া যায় । এই রূপ
সমান নিয়ম বিদ্যমান থাকাতে জীব ঠিক সেই
দেহ তুল্য হইবে ॥ ১৪৬ ॥

আচার্য্য বলিলেন— যদি কতকগুলিন অবয়ব-

জ্ঞানিতারহিতাঃ ক্লেশগহীনাঃ সমুপায়ন্ত্যপ-
য়াস্তি চাত্মনস্তে । অমুকোপচিতঃ প্রয়াতি কৃৎস্নঃ
অমুকৈশ্চাপচিতঃ প্রয়াত্যকৃৎস্নঃ ॥ ১৪৮ ॥

কিমচেতনতো নচেতনত্বং বদ তেষাং চরমে

আর্হত আহাঙ্গনস্তেহবয়বজ্ঞানারহিতাঃ ক্লেশ গহীনা-
ত্যাএবসমুপায়ন্তি চ তথাচামুকৈরুপচিতোগজাদিদেহং কৃৎস্নং
প্রয়াতি অমুকৈশ্চাপচিতঃ পুত্ৰিকাদিদেহমকৃৎস্নং স্বয়ং প্র-
য়াতি । ১৪৮ ।

আচার্য্যউবাচ । কিং তেষামচেতনত্বমুচেতনত্বমিতিবদ

বের আগমন ও কতকগুলিন অবয়বের নিধন হয়,
তবে নখর শরীরের মতন জীবের অবয়ব সকল
আত্মশূন্য হইয়া পড়ে । যদি জীবগণ আত্মশূন্য
হয়, তবে তাহাদের কিরূপে প্রাচুর্য্য হইবে ?—
এবং কিরূপে সেই জীবগণ অনাত্ম পদার্থে লীন
হইবে ? । ১৪৭ ।

আর্হত বলিলেন—আত্মার সেই সকল অব-
য়ব জন্মশূন্য এবং অক্ষয় । সুতরাং তাহারা চির-
দিন নিত্য । এই কারণে আত্মার নিত্য অবয়ব
সকল আসিতেও পারে—এবং যাইতেও পারে ।
যখন অমুক দ্বারা বর্জিত হয়, তখন সকল গজপ্র-
ভৃতি দেহে আগমন করে । আর যখন অমুক
দ্বারা ক্ষয়িত, তখন অসমগ্র পুত্ৰিকাদি দেহে গমন
করে । ১৪৮ ।

আচার্য্যবলিলেন—আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এই
সকল জীবাবয়ব অচেতন ? অথবা সচেতন ? ।
যদি পক্ষেষণ অর্থাৎ সচেতন স্বীকার করা যায়,

বিরুদ্ধমত্যা । বপুরুশ্মথিতং ভবেত্বপূর্বে তব
কাৎস্ন্যেন বপূর্ন চেতয়েয়ুঃ ॥ ১৪৯ ॥

চলয়ন্তি রথং যথৈকমত্যা বহবোবাজিন এবম-
প্রতীতাঃ । ইতরেত্তরদঙ্গমেজয়ন্তু জপতে ! চে-
তনতামপি প্রপদ্য ॥ ১৫০ ॥

তদ্বাস্ত্যোপক্ষেবহুনাঞ্চেতনানামেকাভিপ্রায়নিয়মাত্তাৎ কদাচি-
দ্বিরুদ্ধমত্যাশরীরশ্মথিতং ভবেৎ আদ্যেতু কাৎস্ন্যেন শরীরং
ন চেতয়েয়ুঃ । ১৪৯ ।

অস্ত্যবিরুদ্ধমবলম্ব্যর্হত আহ বথা বহবোহপ্যাত্মৈকমত্যার-
থং চালয়ন্তি তথাত্মোক্তমপ্রতীতাঃ চেতনতামপি প্রতিপদ্য হে
তবজ্ঞাধিপতে ! অঙ্গং শরীরমেজয়ন্তু চালয়ন্তু । ১৫০ ।

তবে সমুদায় চেতন পদার্থের কখন একরূপ অভি-
প্রায় হইতে পারে না । এক অভিপ্রায়—এরূপ
নিয়ম না থাকিলে কখন তাহাদের বুদ্ধিবিরুদ্ধ ঘটিতে
পারে । বিরুদ্ধ মতি দ্বারা শেবে শরীর পর্য্যন্ত উন্মূ-
লিত হইবার সম্ভাবনা । আর যদি অচেতন
বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে একেবারে সমুদয়
শরীর অচেতন হইয়া উঠিল । ১৪৯ ।

আর্হত জাবাবয়ব চেতন বলিয়া প্রতিপ্রায়
করিবার জন্য বলিলেন । যেরূপ কতকগুলিন
অশ্ব একবুদ্ধিতে রথ চালাইয়া থাকে, তদ্রূপ হে-
তবজ্ঞ ! তাহারা পরস্পর না জানিলেও চৈতন্য
প্রাপ্ত হইয়া অঙ্গ চালাইবে, তাহাতে দোষ
কি ? । ১৫০ ।

আচার্য্য খণ্ডন করিলেন—বহু অশ্বগণ যে
একমতি হইয়া রথ চালনা করে, তাহাতে তাহা-

বহবোহপি নিয়ামকস্য সত্ত্বাৎ স্মৃতে । তত্র ভজ্যেযুরৈকমত্যং । কথমত্র নিয়ামকস্য তদ্বদ্বির-
হাৎ কস্য চিদপ্যদো ঘটেত ॥ ১৫১ ॥

উপয়াস্তি ন চাপয়াস্তি জীবাবয়বাঃ কিন্তু মহ-
ন্তরে শরীরে । বিকসন্তি চ সঙ্কুচন্ত্যানিষ্টে যতি-
বর্ষ্যাত্র নিদর্শনং জলৌকাঃ ॥ ১৫২ ॥

যদি চৈবমসী সবিক্রিয়ত্বাদ্ঘটবন্তে চ বিনশ্বর

আচার্য্য পরিহরতি । বহবোহপি বাজিনো নিয়ামকস্য সত্ত্বা-
দৈকমত্যং তত্র যথচালনে ভজ্যেযুরত্র হৃতদ্বং কস্যচিদপি নিয়ামক-
স্যাভাবাদদৈকমত্যং কথং ঘটেত কটাক্ষেণ সম্বোধয়তি হে
স্মৃতে ইতি । ১৫১ ।

আহঁত আহোপয়াস্তীতি । অনিষ্টে পুত্তিকাদিদেহে । ১৫২ ।

এবমুক্ত আচার্য্য উবাচ । যদি চৈবমসী সবিক্রিয়ত্বাত্তেহমীবি-

দিগকে চালাইবার নিয়ন্তা আছে । কিন্তু হে
পণ্ডিত ! এখানে কোন নিয়ন্তা না থাকাত্তে
কি রূপে পরস্পরের ঐকমত্য ঘটিবে ? । ১৫১

হে যতিবর ! জীবের অবয়ব সকল মহন্তর
শরীরে উপগত ও হয়না অপগতও হয়না । কিন্তু
যে দেহ জীবের অভিপ্রেত নয়, সেই অনিষ্টদা-
য়ক পুত্তিকাদি কীটদেহে জীবের অবয়ব সকল
বিকসিত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে । জলৌকা
(জোঁক) এবিষয়ে তাহার দৃষ্টান্ত জানিবেন । ১৫২ ।

আচার্য্য বলিলেন—যদি জীব বিকসিত ও
সঙ্কুচিত হয়, তাহা হইলে জীব বিকারী হইল ।
বিকারবিশিষ্ট জীব ঘটের মতন বিনষ্ট হইবে ।

ভবেয়ুঃ । ইতি নশ্বরতাং প্রয়াতি জীবে কৃতনাশা-
কৃতসঙ্গমৌ ভবেতাং ॥ ১৫৩ ॥

অপি চৈবমলাবুদ্ববাকৌ নিজকর্মাষ্টকভারম-
গ্জন্তোঃ । সততোর্ধ্বগতিস্বরূপমোক্ষস্তব সিদ্ধান্ত-
সমর্থিতো ন সিধ্যৎ ॥ ১৫৪ ॥

অপি সাধনভূতসপ্তভঙ্গীনয়মপ্যাহঁত ! নাদ্রি-

নশ্বরভবেযুরিত্যেবং জীবে নশ্বরতাং প্রয়াতি সতি কৃতনাশাক-
তাভ্যাগমৌ ভবেতাং । ১৫৩ ।

কিঞ্চৈবং সতি তুষ্ণিকাবৎ সংসারসাগরে নিজকর্মাষ্টকভা-
রেণ মগ্নস্য জন্তোঃ সততোর্ধ্বগতিস্বরূপমোক্ষস্তব সিদ্ধান্ত-
সমর্থিতো বাধ্যত । ১৫৪ ।

অপিচ হে আহঁত ! তে সাধনভূতসপ্তভঙ্গীনয়মপি না-

অর্থাৎ যে যেবস্ত্ত বিকারশীল, সেই সেই বস্ত্ত
বিনাশশীল । ঘট তাহার দৃষ্টান্ত । এই রূপে
জীব যদি নশ্বর হইল, তবে কৃতনাশ—
এবং অকৃতাগম, অর্থাৎ যে বস্ত্ত কৃত হইয়াছে
তাহার নাশ—এবং যে বস্ত্ত কৃত হয় নাই তা-
হার উপস্থিত—এই দুটি নূতন দোষ ঘটিতে
পারে । ১৫৩ ।

অপিচ এরূপ হইলে আর একটা দোষ ঘটে,
তাহা শ্রবণ করুন । যে জন্তু তুষ্ণীর (লাউ) মতন
ভবসাগরে নিজের আট প্রকার কর্ম্মভারে নিমগ্ন
হইয়াছে, তাহার সর্ব্বদা উদ্ধগমনের নাম মোক্ষ ।
আপনার সিদ্ধান্তে এরূপ মোক্ষ কিছুতেই রক্ষিত
হয় না । ১৫৪ ।

য়ামহে তে । পরমার্থসত্যং বিরোধভাজাং স্থিতি-
রেকত্র হি নৈকদা ঘটতে ॥ ১৫৫ ॥

ইতি মাধ্যমিকেষু ভগ্নদর্পেষু ভাষ্যানি স
নৈমিষে বিতত্য । দরদান্ ভরতাংশ্চ শূরসেনান্
কুরুপাঞ্চালযুথান্ বহুনজৈবীং ॥ ১৫৬ ॥

পটুযুক্তিনিকৃতসর্বশাস্ত্রং গুরুভট্টোদয়নাদিকৈ-

ত্রিণামহে হি যস্মাৎ পরমার্থসত্যং বিরোধভাজাং সদস্যাদিধর্ম্মা-
ণামেকস্মিন্মিণ্যেকদাযুগপৎ স্থিতির্ন ঘটতে । ১৫৫ ।

ইত্যেবং মাধ্যমিকেষু ভগ্নগর্ভেষু সংস্রু অখানন্তরং স শ্রীশঙ্ক-
রাচার্য্যো নৈমিষে ভাষ্যানি বিস্তার্য্য দরদাদিকান্দেব বিশেষান্
জিতবান্ । ১৫৬ ।

সহি ভাষ্যকারঃ খণ্ডনকারঃ শ্রীহর্ষাণ্যং বহুধাবাদং কৃষ্য-
বশং বদঞ্চকার । তং বিশিনষ্টি বহুযুক্তিভিঃ খণ্ডিতানি সর্বশাস্ত্রা-

হে আর্হত ! আপনি যে মোক্ষের সাধন
স্বরূপ সপ্তভঙ্গী নীতি স্বীকার করিয়াছেন, আমরা
তাহা স্বীকার করিব না । তাহার কারণ এই—
যে বস্তু যথার্থ বিদ্যমান, তাহার পরম্পরে বি-
রোধী হইলে অর্থাৎ অস্তিত্ব নাস্তিত্ব স্বভাব প-
দার্থে একথা কখনই অবস্থিত বা ঘটতে পারে
না । ১৫৫ ।

এই রূপে মাধ্যমিক প্রভৃতি বৌদ্ধগণ বাদে
পরাস্ত হইয়া গর্ব্বভ্যাগ করিলে, অনন্তর শ্রীশঙ্করা-
চার্য্য নৈমিষারণ্যে স্বকীয় ভাষ্য সকল বিস্তৃত
করিয়া দরদ প্রভৃতি কতিপয় দেশ জয় করি-
লেন । ১৫৬ ।

রজযাং । সহি খণ্ডনকারমুদদর্পং বহুধা বাদ্যবশং-
বদঞ্চকার ॥ ১৫৭ ॥

তদনন্তরমেষ কামরূপানধিগত্যাভিনবোপশব্দ-
গুপ্তং । অজযৎ কিল শাক্তভাষ্যকারঃ স চ ভগ্নো-
মনসেদমালুলোচে ॥ ১৫৮ ॥

পি যেন গুরুঃ প্রভাকরঃ ভট্টোভট্টপাদোভট্টভাস্করশ্চগুর্বাদিভি-
র্জেতুমশক্যমত এবোচদর্পং । ১৫৭ ।

কামরূপান্ দেশবিশেষানধিগত্যা প্রাপ্য অভিনব উপশব্দো-
যস্য সচাসৌগুপ্তশ্চ তমভিনবগুপ্তমিতিরাবৎ সচভগ্নোহভি-
নবগুপ্তচার্য্যোমনসেদং বক্ষ্যমাণং বিচারয়ামাস । ১৫৮ ।

খণ্ডনকার শ্রীহর্ষ আপনার পটু যুক্তি দ্বারা
সকল শাস্ত্রের মত খণ্ডন করেন । গুরু প্রভাকর,
ভট্টপাদ ও ভাস্কর প্রভৃতি পণ্ডিত গণ শ্রীহর্ষকে
জয় করিতে পারেন নাই । এই কারণে
শ্রীহর্ষের গর্ব্ব অত্যন্ত প্রবল হয় । কিন্তু
আচার্য্য শঙ্কর সেই শ্রীহর্ষের সঙ্গে অবিশ্রান্ত
বিবাদ করিয়া তাহাকে আপনার বশীভূত
করেন । ১৫৭ ।

তৎপরে আচার্য্য শঙ্কর কামরূপ প্রভৃতি
দেশে গমন করেন । তথায় অভিনব গুপ্ত নামে
এক জন পণ্ডিত বাস করিতেন । তিনি শাক্ত
দিগের শাস্ত্রে ভাষ্য প্রণয়ন করেন । শঙ্কর
তাহাকেও পরাস্ত করেন । তখন অভিনব
গুপ্ত ভয় মনোরথ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে
লাগিল । ১৫৮

নিগমাজ্জবিকাসিবালভানো ন সমোহমুখ্য বি-
লোক্যতে ত্রিলোক্যাং । ন কথঞ্চন মদ্বশংবদো-
হসৌ তদমুন্নিবতকৃত্যয়া হরেয়ং ॥ ১৫৯ ॥

ইতি গুচমসৌ বিচিস্ত্য পশ্চাৎ সহ শিষ্যৈঃ স-
হসা স্বশাক্তভাষ্যং । পরিত্যক্ত জনাপবাদভীত্যা
যমিনঃ শিষ্যইবাস্ববর্ত্তিতৈষঃ ॥ ১৬০ ॥

তদেবাহ । বেদাজ্জবিকাসিনো বালমুখ্যস্যামুখ্য শঙ্করস্য সমস্ত্রি-
লোক্যাং ন বিলোক্যতেহতঃ স মদ্বশদ্বয়ঃ কথঞ্চিদপিন ভবিষ্যতি
তদ্বাদমুন্নিবতকৃত্যয়াহং পরিহরেয়ং । ১৫৯ ।

ইত্যেবমসৌ গুচংবিচিস্ত্য পশ্চাচ্ছিষ্যৈঃ সত বিচিস্ত্য জনাপ-
বাদভয়েন স্বশাক্তভাষ্যং সহসা পরিত্যক্ত্য যমিনঃ শিষ্যইবা-
স্ববতত । ১৬০ ।

সূর্য যেমন পদ্ম বিকসিত করেন, আচার্য্য
শঙ্কর বেদ রূপ কমল পুষ্পের বিকাশকারী সেই
রূপ নবোদিত সূর্য্য । ত্রিভুবনে শঙ্করের তুল্য
আর কাহাকেও দেখিতে পাই না । অতএব
শঙ্কর কিছুতেই আমার বশীভূত হইবে না ।
সুতরাং আমি দৈবকার্য্য দ্বারা এই পণ্ডিতকে
বশীভূত করিব । ১৫৯ ।

অভিনব গুপ্ত এই রূপে প্রথমে গোপনে
চিন্তা করেন । পরে শিষ্য গণের সঙ্গে পুনর্বার
এই বিষয়ে চিন্তা করেন । লোকাপবাদ ভয়ে
নিজ রচিত শাক্ত ভাষ্য সহসা পরিত্যাগ করিয়া
শেষে যতিবর শঙ্করের শিষ্যের মতন আচরণ
দেখাইলেন । ১৬০ ।

নিজশিষ্যপদং গতানুদীচ্যানিতি কৃষ্ণাধ বিদেহ-
কৌশলাদ্যৈঃ । বিহিতাপচিতিস্তথাঙ্গবদেয়মা-
স্তীৰ্য্য যশো জগাম গোড়ান্ ॥ ১৬১ ॥

অভিভূয় মুরারিমিশ্রবর্য্যং সহসা চোদয়নং বিজি-
ত্য বাদে । অবধূয় চ ধর্ম্মগুপ্তমিশ্রং স্বযশঃ প্রৌ-
ঢ়মগাপয়ৎ স গোড়ান্ ॥ ১৬২ ॥

ইত্যেবমুদীচ্যানুত্তরমিতি ভবান্ শিষ্যপদং গতান্ বিধারা-
ধ বিদেহাদ্যৈঃবিহিতা পূজা যত্ স তথাঙ্গাদিষয়ং বশ আভীর্ষ্য
গোড়ান্ জগাম ॥ ১৬১ ॥

তেষু 'গোড়দেশেষু স্থিতানুরারিমিশ্রাদীন বিজত্য প্রৌঢ়ঃ
স্বযশোগোড়দেশোত্তবানগাপয়ৎ ॥ ১৬২ ॥

উত্তর দেশীয় পণ্ডিতেরা সকলেই শঙ্করের
শিষ্য হইলে, মিথিলা দেশস্থ পণ্ডিত গণ শঙ্করকে
বিধি বিধানে পূজা করিলে, শঙ্কর অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি
দেশে স্বকীয় কীর্ত্তি পতাকা দোলিত করিয়া
শেষে গোড় দেশে উপস্থিত হন । ১৬১ ।

গোড় দেশের তদানীন্তন প্রধান পণ্ডিত
মুরারি মিশ্রকে জয় করেন । বাদে উদয়না-
চার্য্যকে সহসা পরাজয় এবং ধর্ম্ম গুপ্তকে শাস্ত্রীয়
বাদে পরাস্ত করিয়া, আপনার নূতন কীর্ত্তি
শেষে ঐ গোড় দেশীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তক গীত
হইতে লাগিল । ১৬২ ।

পূর্বে কলিকালে যিনি শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বেদ
রাশি কলুষিত করিয়াছিলেন—যিনি যুত মতি
দেখাইয়া ভ্রাতৃগণ দিগকে মোহিত করেন—সেই

পূৰ্ব্বং যেন বিমোহিতা বিজবরাস্তস্যাসতোহ-
রীন্ কলৌ বুদ্ধস্য এবিভেদ মঙ্করিবরস্তান্ ভাস্করা-
দীন্ কণাৎ । শাস্ত্রান্নাবিনিদ্দকেন কুধিয়া কূট-
এবাদাগ্রহাৱিকাতে নিগমাগমাৱিষু মতং দক্ষত্ব
কূটগ্রহে ॥ ১৬৩ ॥

শাক্তৈঃ পাশুপতৈরপি কপণকৈঃ কাপালিকৈ-
বৈষ্ণৱৈরপ্যন্যৈরখিলৈঃ খিলং খলু খলৈ দুৰ্বাদি-

পূৰ্ব্বং কলৌ যেন শাস্ত্রান্নাবিনিদ্দকেন কুধিনা বিজব-
রাবিমোহিতাস্তস্যাসতোবুদ্ধসারীংস্তান্ ভাস্করাৱিগমাগমা-
ৱিষু নিকাভঃ পারদতোমঙ্করিবরো যতিশ্রেষ্ঠঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ
কপণমাত্রেন এবিভেদ । নহু বুদ্ধাৱীগান্তেবাং এবিভেদনমহু-
চিতমিত্যাশঙ্কানিৱাসায় ভাবিশিনষ্টি । কূটেৰু মিথ্যাভূতেষু
এবাদেৱাগ্রহোৰেবাং । নৰেবস্তর্হি বুদ্ধমতস্থাপনং কৃতং ভবিষ্য-
তীত্যশঙ্কাব্যবচ্ছেদায়াহ । কূটগ্রহে মিথ্যাভূতপক্ষস্বীকারে দক্ষ-
ত্বাপি মতং এবিভেদেত্যমুঘজ্যতে শাং ॥ ১৬৩ ॥

শাক্তাদিভিন্নৈকৈশৈবিকাদিভিন্নপি সৰ্বৈর্দুষ্টিবাদিভিঃ

অসং বুদ্ধ দেৱের ভট্ট ভাস্কর প্রভৃতি শঙ্কর দিগকে
শঙ্কর পরাস্ত করেন । মিথ্যাভূত প্রবাদে বুদ্ধের
অৱিগণের অত্যন্ত আগ্রহ থাকতে বেদ দক্ষ
শঙ্কর তাহাদিগকে পরাভব করেন । বুদ্ধ স্বয়ং
মিথ্যা পক্ষ স্বীকার করিয়া দক্ষ হন । তাহাতেই
বুদ্ধ আচার্য্যের নিকট পরাস্ত হন । ১৬৩ ।

শাক্ত, পাশুপত, কপণক, কাপালিক, বৈষ্ণৱ
ও অন্যান্য বৈশেষিকাদি দুষ্টিবাদীগণ বেদোক্ত
আচার ব্যবহার, রীতি নীতি একেবারে উচ্ছিন্ন

ভিৰ্বেদিকং । মার্গং রক্ষিতুং প্রবাদিবিজয়ং নো
মানহেতোৰ্বাধাৎ সৰ্ব্বজ্ঞো ন যতোহস্ত সন্তবতি
সম্মানগ্রহগ্রস্ততা ॥ ১৬৪ ॥

দিক্টে পক্ষজবিচ্চরেণ জগতামাদ্যেন তৎসূত্ৰি-
নির্দিষ্টে সনকাদিভিঃ পরিচিতে প্রাচেতসাদ্যৈ-

খিলমুচ্ছিন্নবৈদিকং মার্গং রক্ষিতুং সৰ্ব্বজ্ঞঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্য
উগ্রং বাদিবিজয়ং বাধাৎ মানহেতো ন যতোহস্ত সম্মানগ্রহ-
গ্রস্ততা ন সন্তবতি ॥ ১৬৪ ॥

কিঞ্চ জগতামাদ্যেন কমলাসনেন চতুর্মুখেন দিষ্টে উপদিষ্টে
পুনশ্চতস্ত পুত্রৈঃ সনকাদিভিনির্দিষ্টে সম্যগুপদিষ্টে পুনশ্চ
বাস্মীক্যাদিভিঃ পরিচিতে পরিসমস্তাং সন্ধিতে শ্রোতাৱেতমার্গে-

করিলে সৰ্ব্বজ্ঞ শঙ্কর বৈদিক পথ রক্ষা করিবার
জন্তাই কেবল বিবাদী গণের ভীষণ পরাজয় কার্য্য
শেষ করেন । আপনার কিসে সম্মান হইবে,
এরূপ অভিপ্রায়ে কখনই আচার্য্য বিবাদ করেন
নাই । তাহার কারণ এই, শঙ্কর স্বয়ং অভিমান
শূন্য ছিলেন । সুতরাং অভিমানের উদ্রেক
হইতে পারে না । ১৬৪ ।

ত্রিজগতে আদিভ্রষ্টা কমলাসন ব্রহ্মা যে
পথ নির্দেশ করিয়াছেন—পরে ঐ ব্রহ্মার পুত্র
সনকাদি ঋষিগণ যে পথের সম্যক রূপে উপদেশ
দেন, বাস্মীকি প্রভৃতি যুনিগণের যে পথ পরি-
চিত ; সেই বেদোক্ত অদ্বৈত পথে কণ্টক স্বরূপ
যে সকল আত্মদেৱী দুষ্টিবাদী বাস করিত, করু-
ণাময় শঙ্কর সেই কণ্টক উদ্ধার করিয়া সেই

রপি । শ্রোতাদ্বৈতপথে পরাশ্রিতরাশুর্বাদিনঃ
কটকান্ প্রোক্ত্যা চকার তত্র করুণো মোক্ষা-
ধগক্ষুণ্ণতাম্ ॥ ১৬৫ ॥

শাস্তির্দাস্তিবিরাগতাহ্যপরতিঃ কাস্তিঃ পরৈ-
কাগ্রতা অক্লেতি প্রথিতাভিরেখিততনৌ যদুক্রব-
ম্মাত্তিঃ । . ভিক্ষুকোণিপতো পিচণ্ডিলতরোচ্চণ্ডা-

পরাস্রভেদিনোহুর্বাদিনঃ কটকান্ প্রোক্ত্যা অখানন্তরং তত্র-
মোক্ষাধনি মোক্ষাধগৈর্মুক্ষুভিঃ ক্ষুণ্ণতামত্যন্ততাক্ষকার ॥ ১৬৫ ॥

মাত্তিঃ বভাননবৎপ্রথিতাভিঃ শাস্ত্যাভ্যাভিরেখিততনৌ
পুনশ্চাভিশ্রিতং পিচণ্ড মুদরং ধেষাস্তে পিচণ্ডিলাঃ স্থলোদরাঃ
পিচ্ছাদিহাদিলচ্ । বৃহৎকুকিঃ পিচণ্ডিলইত্যমরঃ । অতিশয়েন
পিচণ্ডিলানাং প্রচণ্ডানামতিকণ্ডোচ্চলতাং পাষণ্ডাস্থকানাম-
হুৱাণাং খণ্ডনৈকরসিকে ভিক্ষুরাজে ত্রীশঙ্করচার্যো সতি ব্ধানাং

মোক্ষ পথে মোক্ষার্থী গণ যাহাতে স্থখে থাকিতে
পারেন—তাহাতে যাতায়াতের সুবিধা অভ্যাস
করিতে পারেন, আচার্য্য সেই রূপ উপায়
প্রকাশ করিলেন । ১৬৫ ।

কার্তিকের একটি নাম ‘ষান্মাতুর’ অর্থাৎ
ছয় জন মাতার পুত্র, এবং ছয় জনের লালন
পালনে ষড়ানন বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হন । সেই
রূপ শাস্তি, দাস্তি, বিরাগতা, উপরতি, কাস্তি,
পরমা একাগ্রতা আর বা অন্ধা এই ছয় জন জন-
নীর রূপায় শঙ্করেরও শরীর বর্দ্ধিত হয় । পরে
যাহারা অত্যন্ত, স্থলোদর যাহারা অতি প্রচণ্ড
স্বভাব, যাহারা শাস্ত্রীয় কণ্ডু (চুলকোণা) করিতে

ভিকণ্ডুচ্চলংপাষণ্ডাহরখণ্ডনৈকরসিকে বাধা ব্ধানা-
নাং কুতঃ ॥ ১৬৬ ॥

যত্রারম্ভজকাহলীকলকলে লোকাযতো
বিদ্রুতঃ কাণাঃ কাণভুজস্ত সৈন্যরজসা সাঐত্বাভূতা
হসাঅ্যধীঃ । যুদ্ধা তেষু পলায়িতেষু সহসা যোগাঃ

পণ্ডিতাশ্রকানাং দেবানাং বাধা কুতঃ কুতোহপি নৈবে-
তার্থঃ ॥ ১৬৬ ॥

যত্রারম্ভজকাহল্যাঃ কলকলেঃ কর্ণাধ্যবাদ্যাবিশেষ-
কোলাহলৈঃ কলকল উক্তঃ কোলাহলইতিমেদিনী । লোকাযত-
শার্ভাকোবিদ্রুতঃ । কাণাদান্ত সৈন্যরজসা কাণাজাতাঃ ।
সাঐত্ব্যস্ত অসাঅ্যধীভূতা যুদ্ধং কৃত্বাতেষু চার্বাকাদিষু পলায়ি-

সর্বদা ব্যগ্র; এরূপ পাষণ্ডরূপ অহরদিগকে
নিরস্ত করিতে শঙ্কর এক মাত্র প্রভু । এমন
মহোদয় যতিবর শঙ্কর বিদ্যমান থাকিলে পণ্ডিত
রূপ দেবতা দিগের আর কষ্ট কি ? । ১৬৬ ॥

যে স্থানে বসিয়া শঙ্কর প্রথম শাস্ত্রীয় বিবাদ
করিতে আরম্ভ করেন, তৎকালে কাহলী নামক
এক প্রকার বাদ্যের অত্যন্ত কোলাহল হয় ।
সেই বাদ্যরবে চার্বাক পলায়ন করেন । কণাদ
মতাবলম্বী গণ, সৈন্যদের পদোথিত ধূলি দ্বারা
কাণ হয় । সাংখ্য মত সেবী পণ্ডিতেরা সাংখ্য
মত পরিত্যাগ করেন । এই রূপে যুদ্ধ করিয়া
চার্বাক, কণাদমতসেবী প্রভৃতি পণ্ডিতেরা পলা-
য়ন করিলে পাতঞ্জল মতানুচরেরা তাহাদের
সহিত সহসা পলায়ন করিল । ফলতঃ ভূতলে

সহৈবাজ্জবন্ কোবা বাদিতটো: পটু ভুবি ভবেবস্তঃ
পুরস্তান্মুনে: ॥ ১৬৭ ॥

উচ্যেৎ পণবন্ধবন্ধুরতরে বাচংযমক্ষাপতে:
পূৰ্বে মণ্ডনখণ্ডনে সমুদভূত্ভিগ্ভিমাডম্বরঃ। জাতা:
শব্দপরম্পরাস্ততইমা: পামণ্ডুর্কাদিনামদ্য শ্রোত্র-
তটাবীষু দধতে দাবানলজ্বা লতাং ॥ ১৬৮ ॥

তেহু তৈ: সহৈব পাতঞ্জলাঅপি সহসা পলায়্যগতাস্তথাচ ভুবি
কোবা বাদিতটো যুনে: পুরস্তাবস্তঃ পটুভবেবকোহ
পীত্যর্থ: ॥ ১৬৭ ॥

পণস্ত মনস্ত বন্ধনেন বন্ধুরতরেহতিশোভনে প্রচ্যেৎ পূৰ্বে মণ্ডনস্ত
খণ্ডনে যো বাচংযমক্ষাপতেভিগ্ভিমাডম্বরঃ সমুদভূত্ভ্যাত্ ভি-
গ্ভিমাডম্বরাজ্জাতা: শব্দপরম্পরা অদ্য পামণ্ডুর্কাদিনাং শ্রোত্র-
তটাবীষু দাবায়িআলতাল্লভতে ॥ ১৬৮ ॥

এমন কোন বাদী যোদ্ধা ছিলনা যে, তিনি
শঙ্করের সন্মুখে বাস করিতে পারেন। ১৬৭।

পূৰ্বে মণ্ডন পণ্ডিতকে পরাস্ত করিবার
সময় পণ করিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হন। পণ বন্ধন
দ্বারা মণ্ডনের পরাজয় হওয়াতে ঐ কার্য অতি
সুন্দর রূপে নিষ্পন্ন হয়। ঐ সময়ে যতিরাজ
শঙ্করের জয় সূচক এক প্রকাণ্ড বাদ্যের আড়ম্বর
উৎপন্ন হয়। সেই বাদ্যের আড়ম্বর হইতে
যে শব্দ পরম্পরা উদ্ভূত হয়, সেই শব্দ রাশি
অদ্য দুই বাদীগণের কর্ণ কুহর রূপ অরণ্যে
দাবানলের ক্ষুলিঙ্গ বর্ষণ করিতেছে। ১৬৮।

যুদ্ধ প্রথমে আচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতে

যুদ্ধো যুদ্ধসমুদ্যতঃ কিল পুনঃ স্থিহ্মা কণাধিক্রতঃ
কোণে দ্রাক্ষগুগ্ণবিলীয়ত তমঃস্তোমাবৃতো গো-
তমঃ। ভগ্নোহসৌ কপিলোহপলায়ত ততঃ পাত-
ঞ্জলাশ্চাঞ্জলিকৃত্তস্ত যতীশিতুশ্চতুরতা কেনোপ-
মীয়ৈত সা ॥ ১৬৯ ॥

হস্তগ্রাহং গৃহীতা: কতিচন সমরে বৈদিকা
বাদিযোধা: কাণাদাদ্যা: পরেতু প্রসভমভিহতা হস্ত

কিঞ্চ যুদ্ধায় সমুদ্যতোবোদ্ধ: কিল পুন: স্থিহ্মা কণাধিক্রত:
কণাদস্তবটিতি কোণে বিলয়ংগত:। গৌতমস্ত তম: স্তোমেনা-
বৃত: কচিদ্গাঢ়াক্কারেমমঃ। অসৌ কপিলস্ত ভয়: সংস্ততো-
হপলায়ত ততস্তন্মাং কারণাদি তিবা। পাতঞ্জলাশ্চাঞ্জলিকৃ-
তস্ত যতিপতে: সা চতুরতা কেনোপনীয়েত ॥ ১৬৯ ॥

কেচিৎ কাণাদাদ্যবৈদিকা বাদিযোধা: সংগ্রামেহস্তগ্রাহং
গৃহীতা হস্তেন গৃহীতাইত্যর্থ:। পরেতু বেদবাহা চার্ব্বাকাদ্যা-

সমুদ্যত হন। কণ মাত্র শঙ্করের সন্মুখে থাকিয়া
শেষে পলায়ন করেন। কণাদ শীঘ্র এক কোণে
লীন হইয়া যান। গৌতম গাঢ় তিমিরে মগ্ন
হন। কপিল অগ্রে ভয় হন, শেষে পলায়ন
করেন। পাতঞ্জলেরা কৃত্তাঞ্জলি হইয়া বাস
করেন। অতএব যতীশ্বরের অলৌকিক উপমা
কিরূপে বর্ণিত হইবে? ১৬৯।

কণাদ প্রভৃতি কতকগুলিন বৈদিক বাদী
রূপ যোদ্ধা দিগকে শঙ্কর হস্ত দ্বারা গ্রহণ করেন।
আর কতক গুলিন বেদ নিন্দক চার্ব্বাকাদি দুই
বাদী যোদ্ধা হটাৎ অভিহত হন। শেষে কণাদ

লোকায়তাদ্যাঃ । গাঢ়ং বন্দীকৃতান্তে হুচিরমথ-
পুনঃ স্বস্বরাজ্যে নিযুক্তাঃ সেবন্তে তং বিচিহ্না যতি
ধরণিপতেঃ শূরতা বা দয়াবা ॥ ১৭০ ॥

শাস্ত্রাদ্যাদ্যবাবদবানলশিখা সত্যাদ্রবাত্যা দয়া-
জ্যোৎস্নাদর্শনিশাহথশাস্ত্রিনলিনী একা শশাঙ্ক-

বলাৎকারেগাভিহতাঃ । হস্তেতিহর্ষে তে কাণাদাদ্যাঃ হুচিরং
গাঢ়ং বন্দীকৃতান্তে । অথ পুনঃ স্বস্বরাজ্যে স্বস্বরূপ ব্রহ্মানন্দলক্ষণে
নিযুক্তান্তং সেবন্তে । তথাচাহো অতিচিহ্নাযতিভূমিপতেঃ শূরতা
বা দয়াবা প্র০ ॥ ১৭০ ॥

কিঞ্চ পাষণ্ডবাঙমণ্ডলী দণ্ডিপতিনাহথণ্ডি খণ্ডিতা তাং বিশি-
নষ্টি । শাস্ত্রিলক্ষণসমুদ্ভূত বাডবাগিশিখা সত্যলক্ষণমেঘস্ত বাত্যা
বাতসমূহো দয়ালক্ষণাচচ্ছিকায়া অমাবান্তারাত্রিঃ শাস্ত্রিলক্ষ-
ণায়াঃ কমলিষ্ঠাঃ পূর্ণমাসীচচ্ছিকাস্তিঃ আন্তিক্যবৃক্ষস্ত দাবানল-

প্রভৃতি দুর্ঘট বাদী দিগকে চিরদিনের জন্য গাঢ়
রূপে বন্দী করেন । অনন্তর, ইহারা স্ব স্ব রাজ্যে
অর্থাৎ আত্ম স্বরূপ ব্রহ্মানন্দ বিষয়ে নিযুক্ত হইয়া
শঙ্করকে সেবা করিতে লাগিলেন । আহা !
যতিরাজ শঙ্করের এই রূপ বীরত্ব অথবা করুণা
অতি বিচিহ্ন ! ॥ ১৭০ ॥

যে পাষণ্ড গণের বাক্য রাশি শাস্ত্রি রূপ
সমুদ্ভের বাডবানল শিখা—সত্য রূপ মেঘের বায়ু
সমূহ—দয়া রূপ জ্যোৎস্নার অমাবস্যা রাত্রি-
শাস্ত্রি রূপ কমলিনীর এক মাত্র চন্দ্র কাস্তি-
আন্তিক্য রূপ বৃক্ষের দাবানলের নূতন ফুলিঙ্গ
রাশি—এবং পাষণ্ডগণের যে বাক্য রাশি সৎ-
কথা রূপ হংসীর বর্ষাকাল—দণ্ডিরাজ শঙ্কর, পাষণ্ড

দ্যুতিঃ । আন্তিক্যদ্রুমদাবপাবকনবজ্জালাবলী সৎ-
কথাহংসীপ্রাবৃডখণ্ডি দণ্ডিপতিনা পাষণ্ডবাঙ-
মণ্ডলী ॥ ১৭১ ॥

অদ্বৈতামৃতবর্ষিভিঃ পরগুরুব্যাহারধারাদৈঃ
কাস্তৈর্হস্ত সমস্ততঃ প্রসন্নমৈরুৎকৃষ্টতাপত্রৈঃ ।
দুর্ভিক্ষং স্বপ্নৈকতাকলগতং দুর্ভিক্ষসম্পাদিনং
শাস্ত্রং সংপ্রতি খণ্ডিতাশ্চ নিবিডাঃ পাষণ্ড-
চণ্ডাতপাঃ ॥ ১৭২ ॥

নূত্নজালানামাবলী সত্ৰুখালক্ষণায়া হংস্তাঃ প্রাবৃট্ । অথৈতি-
পদং সর্বত্রসম্বন্ধনীয়ং খণ্ডনযোগ্যতাবোধকানি বিশেষণানি
শাং ১৭১ ॥

হস্তেতিহর্ষে সমস্ততঃ প্রসন্নমৈঃ প্রসন্নশীলৈঃ কাস্তৈঃ
সুন্দরৈরদ্বৈতামৃতবর্ষিভিরুৎকৃষ্টমুন্মূলিতমাধ্যাত্মিকাদির্দৈবিকা -
ধির্ভৌতিকলক্ষণং তাপত্রয়ং যৈঃ পরগুরুব্যাহারলক্ষণৈঃ স্বপ্নৈক
তালক্ষণফলবিষয়ং দুর্ভিক্ষং সংপ্রতি শাস্ত্রংনিবিডাঃ পাষণ্ডল-
ক্ষণাশ্চণ্ডাতপাশ্চ খণ্ডিতাঃ ॥ ১৭২ ॥

গণের সেই বাক্য মণ্ডলী অবলীলাক্রমে খণ্ডন
করেন । ১৭১ ।

পরম গুরু শঙ্করাচার্যের বাক্য রূপ সুন্দর
মেঘ সকল অদ্বৈত রূপ অমৃত বর্ষণ করিয়া থাকে ।
এই মেঘ সকল চতুর্দিকে গমনশীল । এই মেঘ
দ্বারা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক
এই তিন প্রকার তাপ সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে ।
দুর্ভিক্ষসম্পন্ন আত্মপরের ঐক্য ফল গোচর যে
দুর্ভিক্ষ ছিল, সম্প্রতি তাহা উপশম প্রাপ্ত হই-
য়াছে । এই মেঘে নিবিড় পাষণ্ড রূপ প্রচণ্ড
আতপ খণ্ডিত হইয়াছে । ১৭২ ।

শাস্তানাং হুতটাঃ কপালিকপতদ্গ্রাহগ্রহ
ব্যাপ্তাঃ কাশ্যপ্রতিহারিণঃ কপণককৌশ-
বৈতালিকাঃ । সামন্তাশ্চ দিগম্বরাদ্বয়ভূষণা-
র্কাকবাক্যাকুরা নব্যাঃ কেচিদলং মুনীশ্বরগিরা
মীতাঃ কথ্যশেষতাম্ ॥ ১৭৩ ॥

ইতি সকল দিশাসু দ্বৈতবার্তানিবৃত্তে স্বয়-
মধপরিতস্তারামদ্বৈতবজ্র । প্রতিদিনমপি কুর্বন্

শাস্তানাং পাতঞ্জলানাং হুতটাঃ কপালিকানাং পতদ্গ্রাহাণাং
গ্রহণে ব্যাপ্তাঃ কাশ্যানাং প্রতিহারিণঃ কপণকরাজানঃ বৈতা-
লিকা দিগম্বরবংশোদ্ভবাঃ সামন্তাঃ কেচিৎ চার্কাকবাক্যাকুরা
মুনীশ্বরগিরা কথ্যশেষতামলং মীতাঃ ॥ ১৭৩ ॥

সকলান্ন দিশাসু দ্বৈতবার্তানিবৃত্তৌ সত্যামথস্বয়ময়ং প্রতিদিনং
সন্দেহনাশং কুর্বন্ দ্বৈতমার্গং বিস্তারিতবান্ যথাতিমিরৌষেতে
সংপ্রশা সতি রবির্মহঃ স্বংপ্রকাশং বিতনোতি তবৎ মালিনী
ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবাল্লভামি শ্রীপাদশিষ্য

যাহারা পাতঞ্জল মতের যোদ্ধা, যাহারা
কাপালিক মতের পক্ষী ধরিতে একান্ত উৎসুক,
যাহারা কণাদ মতের দ্বারপাল ; যাহারা কপণক
রাজাদিগের স্তুতি পাঠক, যাহারা দিগম্বর মতের
বংশধর অধিনায়ক ; এবং যে সমস্ত চার্কাকমতের
নবীন অঙ্কুর ; যতীশ্বর শঙ্কর এই সকলকেই
নিজবাক্যে কেবল কথা মাত্রে শেষ করি-
লেন । ১৭৩ ।

তিমির রাশি অগম্য হইলে সূর্য যে রূপ
আপনার নিজ তেজ বিস্তার করেন, এই রূপে

সর্বসন্দেহমোকং রবিরিব মিরৌষে সংপ্রশান্তে
মহঃ স্বঃ ॥ ১৭৪ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে ততদাশাজয়কৌতুকী ।
সংক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গঃ পঞ্চদশোহভবৎ ১৭৫ ॥

দত্তবংশাবতঃস রামকুমার হুহুধনপতিকৃতে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য
বিজয়ভিষ্মিমে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭৪ ॥

॥ ইতি পঞ্চদশঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ ॥

সকল দিকে দ্বৈত কথা নিবৃত্তি পাইলে শঙ্কর স্বয়ং
প্রতিদিন সকলের সন্দেহ মোচন পূর্বক সেই
রূপ অদ্বৈত পথ বিস্তার করিলেন । ১৭৪ ।

ইতি পঞ্চদশ অধ্যায় ।



অথ ষোড়শঃ সর্গঃ ।

অথ যদা জিতবান্ যতিশেখরোহভিনবগুপ্ত-
মমুত্তমমাস্ত্রিকং । সতু তদাহপজ্জিতো যতিগো-
চরং হতমনাঃ কৃতবানপগোরগং ॥ ১ ॥

স ততোহভিচচার যুচবুদ্ধির্ষ তিশাদূলমমুং প্রকু-
চরোষঃ । অচিকিৎস্তুতমো ভিষগ্ ভিরস্মাদজনি-
ষ্ঠাহস্তু ভগন্দরাখ্যরোগঃ ॥ ২ ॥

এবং দিগ্‌বিজয়কৌতুকং প্রতিপাদ্য শারদাপীঠবাসঃ
সপরিকরং নিরুপয়িতুমারভতে । অথামুত্তমং মাস্ত্রিকমভি-
নবগুপ্তং যতিশেখরোযস্মিন্ কালে জিতবাংস্তস্মিন্ কালে সতু
পরাজিতো হতমনা যতিবিষয়মপগোরগং বধোদ্যমং কৃতবান্
কৃতবিঃ ॥ ১ ॥

স যুচবুদ্ধিঃ প্রকটকৌপোহভিনবগুপ্তস্তদনুস্মরং যতিশে-
খরমভিচচারাভি চারিকং কন্ধ কৃত্যাং কৃতবান্ । অস্মাদভিচারা-

মহাত্মা শঙ্কর সম্পূর্ণ রূপ বাদীদিগকে পরাস্ত
করিয়া এবং তন্ন তন্ন করিয়া দিগ্‌বিজয় ব্যাপার
সমাধা করিয়া শেষে জীবনের অবশিষ্ট কাল
শারদাপীঠে বাস করেন । এই অধ্যায়ে তাহাই
সবিস্তরে বর্ণিত হইবেক । পরে যতীশ্বর শঙ্কর
মন্ত্রসিদ্ধ অভিনবগুপ্তকে যৎকালে পরাজয়
করেন, তখন পশুভবর অভিনব গুপ্ত পরাজিত
হইয়া হতচিত্ত হয় । শেষে মন্ত্র বলে যতীশ্বকে
বধ করিবার জন্য উদ্যোগ করেন । ১ ।

যুচ বুদ্ধি অভিনব গুপ্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যতীশ্বকে
বধ করি বার জন্য মন্ত্র প্রয়োগ করেন । এই রূপ

অচিকিৎস্তুভগন্দরাখ্যরোগপ্রসরচ্ছোণিতপঙ্কি-
লম্বশাট্যাং । অজুগুপ্তবিশোধনাদিরূপাং পরি-
চর্য্যামকৃতাহস্য তোটকার্য্যঃ ॥ ৩ ॥

ভগন্দরব্যাধিনিপীড়িতং গুরুং নিরীক্ষ্য শিষ্যাঃ

দস্ত্র শ্রীশঙ্করস্ত বৈদ্যৈরচিকিৎস্তুতমো ভগন্দরাখ্যো রোগঃ অজ-
নিষ্ট বসন্তমালিকা ॥ ২ ॥

অচিকিৎস্তুন ভগন্দরাখ্যরোগেণ প্রসরং শোণিতস্ত পঙ্কেন-
ব্যাপ্তায়া আচার্য্যশাট্যাঃ অজুগুপ্ত্যপরিশোধনাদিরূপাং
সেবাতোটকার্য্যঃ কৃতবান্ ॥ ৩ ॥

হে ভগবন্ ! মহারোগস্তুপেক্ষণীয়ানভবতি নো চেনপীড়িতঃ
শক্রার্থাখজিমাগ্নোতি তথাবুদ্ধিঃ আপ্নয়াৎ উঃ ॥ ৪ ॥

অভিচার কার্য্য সমাপ্ত হইলে আচার্য্যের এমন
এক উৎকট ভগন্দর রোগ হয় যে, তাহা বৈদ্যদের
চিকিৎসা করিতেও কষ্ট পাইতে হইয়াছিল । ২ ।

ভগন্দর রোগ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠে ।
বৈদ্যগণ চিকিৎসা করিতে হারিমানিয়া গেল ।
শেষে ভগন্দর হইতে অনবরত প্রবল বেগে রক্ত
নির্গত হইতে লাগিল । সেই রক্তে পরিধেয়
বস্ত্র ভিজিয়া গেল । আর্য্য তোটকাচার্য্য ঘৃণা
প্রকাশ না করিয়া সেই বস্ত্রের প্রক্ষালন প্রভৃতি
পরিচর্যা করিতে লাগিলেন । ৩ ।

যখন আচার্য্য ভগন্দর রোগে ক্রমশঃ ব্যথিত
হন, তখন শিষ্যগণ গুরুকে সন্মোদন পূর্ব্বক
ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন । হে ভগবন্ !
আপনি এই মহাব্যাধিকে উপেক্ষা করিবেন না ।

সমবোধয়ংহনৈঃ । নোপেক্ষণীযো ভগবন্ ! মহা-
ময়স্তপীড়িতঃ শত্রুরিবর্ধিমাণুয়াৎ ॥ ৪ ॥

মমত্বহানান্তবতা শরীরকে ন গণ্যতে ব্যাধিকৃতা-
র্তিরীদৃশী । পশুস্তএবাস্তিকবর্তিনো বয়ং ভৃশা-
ভুরাঃ স্যঃ সহসা ব্যাধিসহাঃ ॥ ৫ ॥

চিকিৎসক। ব্যাধিনিদানকোবিদাঃ সম্পূচ্ছ-

যদ্যপি শরীরকে মমত্বহানাত্তবতা এবংবিধাপি রোগকৃ-
তা পীড়া ন গণ্যতে তথাপি সমীপবর্তিনঃ পশুস্ত এব সহসা
ব্যাধিসহাঃ ভৃশাভাঃ স্যঃ ॥ ৫ ॥

তর্হি কিং কৰ্ত্তব্যমিতিতজ্রাহিকিৎসকাইতি । সম্পূতি-
জীবাভূবেদে জীবনৌষধবেদে বৈদিকশাস্ত্রে জীবাভূরজ্জিয়াঃ

শত্রুকে পীড়ন বা দমন না করিলে শত্রু যেরূপ
প্রবল হইয়া উঠে, এবং অনিষ্ট করিয়া থাকে, তদ্রূপ
এই রোগ উপেক্ষিত হইলে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে
এবং তাহাতে সম্পূর্ণ অনিষ্টের সম্ভাবনা । ৪ ।

আপনার শরীরে কোন মমতা নাই, মমতা
না থাকাতে আপনার দেহে রোগ জন্য যেরূপ
কষ্ট হইতেছে, তাহা আপনি গণনাই করিতেছেন
না । কিন্তু আমরা আপনাকে এই রূপ অবস্থা-
পন্ন দেখিয়া অসহ্য কষ্ট হইতেছে, এবং তাহা-
তেই আমরা নিতান্ত ব্যাধিত হইতেছি । ৫ ।

যে সকল চিকিৎসক ব্যাধির নিদান অবগত
আছেন, যাহারা জীবনের ঔষধ শাস্ত্রে একান্ত দক্ষ,
যাহারা এক বার মাত্র বলিয়া দিলে রোগ শাস্তি

নীয়া ভগবন্তিতত্ততঃ । প্রত্যক্ষবৎ সম্প্রতি সন্তি-
পুরুষা জীবাভূবেদে গদিতার্থসিদ্ধিদাঃ ॥ ৬ ॥

উপেক্ষ্যমাণেহপি গুরাবনাস্থয়া শরীরকাদৌ
স্বথমাজ্জনীষ্যতৈঃ । নোপেক্ষণীয়ং গুরুদুঃখদৃশিভি-
দুঃখং বিনৈবৈরিতি শাস্ত্রনিশ্চয়ঃ ॥ ৭ ॥

ভক্তে জীবিতে জীবনৌষধইতি মেদিনী । গদিতার্থসিদ্ধিদা
উক্তার্থ সিদ্ধিদাঃ পুরুষাঃ প্রত্যক্ষবৎ সন্তি ॥ ৬ ॥

নহু যথাময়োপেক্ষ্যতে তথাভবন্তিরপ্যোপেক্ষণীয়মিত্যা-
শক্যাহঃ । শরীরকাদাবনাস্থয়া গুরাবান্মনি স্বথমূপেক্ষ্যমাণে
সত্যপি গুরুদুঃখদর্শিভিঃ সমর্থৈঃ শিষ্যৈর্নোপেক্ষণীয়মিতি
শাস্ত্রনিশ্চয়ঃ ॥ ৭ ॥

হয়, ভগবন্ ! এরূপ মহা পুরুষ চিকিৎসক সর্বত্র
বিদ্যমান আছেন । এক্ষণে তাহাদের অন্বেষণ
করা একান্ত আবশ্যক । ৬ ।

“আপনার শরীরে কোন মমতা নাই ।
তাহাতেই আপনি উপেক্ষা করিয়া বসিয়া
আছেন । আপনি শরীরে অযত্ন করিতেছেন ।
অথচ অন্তরে আত্মসাক্ষাৎ করিয়া নিশ্চল স্বথ
ভোগ করিতেছেন । আপনি শরীরে উপেক্ষা
করিলেও গুরুর দুঃখ স্বচক্ষে দেখিয়া সক্ষম শিষ্য
গণ কদাচ উপেক্ষা করিবে না ।” এই রূপ
শাস্ত্রের আভাস ও মর্ম্ম জামিবেন । ৭ ।

আপনার ক্রীচরণ কমল দুখানি স্থস্থ থাকিলে
আমরাও স্থস্থ থাকি । কারণ, আমরা ঐ পাদ
কমলের মধুপান করিয়াই এতদিন জীবিত আছি ।

অহে ভবৎপাদসরোরহস্যে স্বহা বরং যম্মধু-
পাযিবৃত্তয়ঃ । তন্মাস্তবেস্তাবকবিগ্রহো যথা স্বহ-
স্তথা বাহুতি পূজ্য ! নো মনঃ ॥ ৮ ॥

ব্যাধির্হি জন্মাস্তরপাপ পাকো ভোগেন তন্মাত
কপণীয় এবঃ । অভূজ্যমানঃ পুরুষং ন যুক্ষেজ্জ-
ন্মাস্তরেহপীতিহি শাস্ত্রবাদঃ ॥ ৯ ॥

ব্যাধি বিধাহসৌ কথিতোহি বিত্তিঃ কর্মোদ্ধ-

কিঞ্চ স্বহে ভবৎপাদসরোরহস্যে স্বহা বরং যম্মধু-
পাযিবৃত্তয়ঃ । তন্মাস্তবেস্তাবকবিগ্রহো যথা হে পূজ্যাহ-
স্মাকং মনোবাহুতি বংশঃ ॥ ৮ ॥

এবং শট্টৈ কোথিত আচার্য্য উবাচ । হি যন্মাস্ত্রোগো জন্মা-
স্তর পাপস্ত পাকস্তন্মাদেব ভোগেন নাশনীয়ো হি যতশ্চাত্তুজ্য-
মানঃ পুরুষং জন্মাস্তরেহপি ন ত্যজেদিতি শাস্ত্রবাদঃ ॥ ৯ ॥

নম্বেবস্তর্হি চিকিৎসাশাস্ত্রবৈবর্থ্যমিতি চেত্তজাহ । বিদ্বি-
স্তিরনৌ ব্যাধির্বিপ্রকার এবকথিতঃ । কর্মোস্তবোবা তাস্মাদি-

হে পূজ্যপদ ! এই কারণে আপনার দেহ যাহাতে
স্বস্থ থাকে, আমাদের চিন্ত তাহাই ইচ্ছা
করে । ৮ ।

শিষ্য গণের এই রূপ বাক্য শুনিয়া আচার্য্য
বলিলেন । জন্মাস্তুরীণ পাপের পরিপাকের
নাম ব্যাধি । ভোগ করিয়া এই ব্যাধি ক্ষয়
করিতে হইবে । ভোগ না হইলে জন্মাস্তরেও
পুনর্ব্বার ঐ ব্যাধি, পুরুষকে পরিত্যাগ করে না ।
এই রূপ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য । ৯ ।

জগতে ব্যাধি দুই প্রকার । পণ্ডিতেরা বলেন

বো ধাতুকৃতস্তথোতি । আদ্যক্ষয়ঃ কর্মণ এব লী-
নাক্কিকিৎসয়া স্যাক্করমোদিতস্য ॥ ১০ ॥

সংক্রীয়তাং কর্মণ এব সংক্ষয়াদ্ব্যাধিঃ প্রকৃতো
ন চিকিৎসতে ময়া । পতেচ্ছরীরং যদি তন্নিমি-
ততঃ পতন্তব্যং ন বিভেমি কিঞ্চন ॥ ১১ ॥

সত্যং গুরো ! তে ন শরীরলোভঃ স্পৃহাসূতা ন-

ধাতুভিঃ কৃতশ্চ । তত্রকর্মণো লীনাদেবাদ্যস্ত ক্ষয়ঃ চরমোক্তস্ত
চিকিৎসয়া ক্ষয়ঃ ভ্রাৎ ॥ ১০ ॥

তর্হি ধাতুকৃতস্তাক্কিকিৎসয়া নাশনীয় ইতিচেত্তজাহঃ প্রবু-
ত্তোব্য্যাধিঃ কর্মণ এব সংক্ষয়ং সংক্রীয়তাং ময়ানৈব চিকিৎসতে
তর্হিরোগবশাচ্ছরীরং পতিষ্যতীত্যাকাক্ষ্যাহ । যদি তন্নিমিত্ততঃ
শরীরং পতেত্তর্হি অবশ্যং পততু তৎপতনাং কিঞ্চিদপি ন বি-
ভেমি ॥ ১১ ॥

এবমুক্তাঃ শিষ্যাঃ প্রাহ হেগুরো ! সত্যং তব শরীরলো-

এক কর্ম্ম কৃত রোগ আর এক ধাতু কৃত রোগ ।
কর্ম্ম ক্ষয় হইলে কর্ম্ম জন্য রোগ ক্ষয় হয় ।
আর অবশিষ্ট ধাতু কৃত রোগ চিকিৎসা দ্বারা
বিনষ্ট হয় । ১০ ।

যে রোগ জন্মিয়াছে, কর্ম্ম ক্ষয় হইলে তাহা
আপনিই ক্ষয় পাইবে । আমি কিন্তু কিছুতেই
চিকিৎসা করাইব না । যদি রোগ বশতঃ শরীর
পতন হয় হউক, তাহাতেও আমি ভয় পাই
না । ১১ ।

গুরুদেবের এই সকল কথা শুনিয়া শিষ্যগণ
বলিতে লাগিল । হে গুরুদেব ! সত্যই আপ-

স্তুতিরায় তন্মৈ । হৃদ্যজীবনে নৈবহি জীবনং ন পাথ-
শ্চরাণাং জলমেব তচ্চি ॥ ১২ ॥

স্বয়ং কৃতার্থাঃ পরভূষ্টিহেতোঃ কুর্কৃন্তি সন্তো
নিজদেহরক্ষাং । তন্মাদ্ধরীরং পরিরক্ষণীয়ং হুয়পি
লোকস্ত হিতায় বিঘ্ন ! ॥ ১৩ ॥

নির্বন্ধতো গুরুবরঃ প্রদদ্যাক্ষুজাং দিগ্ভ্যোভিম-
খরসমানয়নার্য তেভ্যঃ । নহা গুরুং প্রতিদিশং

ভোনাঙ্কি তথাপ্যামাকং তদর্থং চিরায় চিরকালস্তৎস্থিতবে
স্পৃহালুতান্তি হি বদ্যাতব জীবনে নো জীবনং হি যতো জল-
চরাণাং জলমেব তৎ জীবনং ॥ ১২ ॥

ভবত্বেবং তথাপি ময়া নিজদেহরক্ষা কিমিতি কৰ্ত্তব্যেত্যশ-
ক্যাহঃ স্বয়মিতি ॥ ১৩ ॥

এবং শিষ্যাণামগ্রহাদ্গুরুবরো দিগ্ভ্যো বৈদ্যবরাণাং সমা-

নার শরীরের উপর কোন মায়া মমতা নাই ।
কিন্তু তথাপি যাহাতে আপনার শরীর নিরাপদে
হুই থাকে, তাহার জন্য আমাদের চিরদিন বাসনা
আছে । জলচর জন্তুদের যেমন জলই জীবন, জল
বিনা এক মুহূর্তও বাস করিতে পারেনা, সেই রূপ
আপনার জীবনই আমাদের জীবন । ১২ ।

হে বিঘ্ন ! যে সকল পণ্ডিতেরা স্বয়ং পরের
অর্থ সাধনা করেন, সেই সকল পণ্ডিতেরা পরের
সন্তোষ নিমিত্ত আপনার দেহ রক্ষা করিয়া থাকেন,
সেই রূপ পরের হিতের জন্য আপনিও অবশ্য
রক্ষা করিবেন । ১৩ ।

শরীর ব্যাধি অদৃষ্টের লিখন ভাবিয়া প্রধান

প্রযযুঃ প্রহরীঃ শিষ্যাঃ প্রবাসকুশলা হরিভক্তি
ভাজঃ ॥ ১৪ ॥

প্রারো নৃপং কবিজন্য তিবজো বদ্যাতং বিস্তা-
র্থিনঃ প্রতিদিনং কুশলা জুযন্তে । তন্মাদমী নৃপপু-
রেষু নিরীক্ষণীয়া ইত্যেব চেতসি মনোরথবাদ-
ধানাঃ ॥ ১৫ ॥

তেহতীত্য দেশান্ বহলান্ স্বকার্য্যসিদ্ধৌ ক-

নয়নার্থং তেভ্যঃ শিষ্যোভ্যোহুজ্জাং প্রদদৌ বঃ ॥ ১৪ ॥

বদ্যাত মুদারং জুযন্তে সেবন্তে ॥ ১৫ ॥

গুরুবর্য্যসমীপস্তান্ তিবজঃ সমানীতবস্তঃ উঃ ॥ ১৬ ॥

প্রধান বৈদ্য আনয়ন করিবার নিমিত্ত শিষ্যদিগকে
দিগ দিগন্তরে যাইতে অনুমতি করিলেন । হরিভক্তি
পরায়ণ এবং প্রবাসে অবস্থান করিতে নিতান্ত
কুশল প্রিয়শিষ্য গণ হুই চিত্ত হইয়া গুরুদেবের
চরণকমলে প্রণতিপূর্ব্বক নানাদিকে প্রস্থান
করিল । ১৪ ।

ধনপ্রার্থী কবিগণ এবং ধনপ্রার্থী বৈদ্যগণ প্রতি-
দিন ভূপতির সেবা করিয়া থাকেন । অতএব
রাজধানীতে বৈদ্যগণের অবস্থান করিবার কথা ।
সুতরাং চল আমরাও তথায় বৈদ্যদের অন্বেষণ
করিগে । শিষ্যগণ মনে এই রূপ সঙ্কল্প করিতে
লাগিল । ১৫ ।

শিষ্যগণ নানা জনপদ অতিক্রম করিয়া স্বকা-
র্য্যসিদ্ধির জন্য কোন এক রাজার নগরীতে কতক-
গুলি বৈদ্য দর্শন করেন, পরে তথায় তাঁহাদের

চিহ্নাজপুৰে ভিষগ্ভিঃ । অবাধ্যসন্দর্শনভাব-
গানি সমানয়ং ত্বান্ গুরুবর্য্যপাৰ্শ্বং ॥ ১৬ ॥

ততো বিজ্ঞেইনিজসেবকৈস্তান্ সন্তোষিতান্
স্বাভিমতার্থদানৈঃ । যদত্র কৰ্তব্যবুদ্ধ্যতাস্তৎ
কুৰ্ম্যঃ স্বশক্ত্যেতিবদান্ জগৌ সঃ ॥ ১৭ ॥

উপশুদং ভিষজঃ । পরিবাধতে গদ উদেত্য

তনুস্তনুমধ্যগঃ । যদিদমস্য বিধেয়মিহং ঐবং বদত
রোগতমস্তিমিরারয়ঃ ॥ ১৮ ॥

চিরমুপেক্ষিতবানহ্মৈতকং ছুরিতজোহ্মমিতি
প্রতিভাতি মে । তদপি শিষ্যগণৈর্নিরহিংস্যহং
প্রহিতবান্ ভবদানয়নায় তান্ ॥ ১৯ ॥

নিগদিতে মূনিমেতি ভিষগ্বরা বিদধিরে বহুধা

ততোনিজসেবকৈঃ স্বাভিমতার্থদানৈঃ সন্তোষিতান্ যদত্র
কৰ্তব্যং তৎকথ্যতাং স্বশক্ত্যা কুৰ্ম্যঃ ইতি ভাবমাগাং ত্বান্-
স গুরুবরো জগৌ ॥ ১৭ ॥

যহুবাচ তদাহ । হেভিষজো গুদসমীপে তনুমধ্যগো গদো-
রোগ উদেত্য শরীরং পরিবাধতে । যদিদমস্ত রোগস্ত বিধেয়-

মৌষধস্তদিদং ঐবমব্যভিচারি বদত যতোরোগতমস্তিমি-
রারয়ঃ উঃ ॥ ১৮ ॥

নধেবংভূতো রোগ এতাদ্বংকালং কিমিত্যুপেক্ষিতস্তজাহ
চিরমিতি । তদপি তথাপি শিষ্যগণৈরহং নিরহিংসি অত্যা-
গ্রহেণ নিয়োজিতস্বাক্ষিৎসিতঃ ॥ ১৯ ॥

সহিত আলাপ করিয়া শেষে তাঁহাদিগকে গুরু-
দেবের নিকটে আনয়ন করেন । ১৬ ।

আচার্য্যের নিজসেবকেরা অভিমত অর্থদানে
বৈদ্যদিগকে সন্তুষ্ট করেন । পরে সন্তুষ্ট বৈদ্য
দিগকে শিষ্যেরা বলিল—হে বৈদ্যগণ । এখন
আমাদের কি করিতে হইবে বলুন—আমরা এই
দণ্ডে যথাসাধ্য তাহা করিতে প্রস্তুত আছি ।
শিষ্যগণ যখন বৈদ্যদের লক্ষ্য করিয়া এই কথা
বলিতেছিল, তখন শঙ্কর বৈদ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া
বলিলেন । ১৭ ।

হে বৈদ্যগণ । আমার গৃহদেশে যে মহা-
রোগ হইয়াছে, তাহার ণকিয়দংশ আমার শরীরের
মধ্যে আছে । সেই রোগে এক্ষণে আমি অতি-
শয় কষ্ট পাইতেছি । এই রোগের যাহা প্রকৃত

ঔষধ, আপনারা শীঘ্র তাহার ব্যবস্থা করুন ।
কারণ, আপনারাই রোগতিমিরের একমাত্র
আলোক মালা । ১৮ ॥

আমি জানি এরোগ জন্মান্তরীয় পাপ হইতে
উৎপন্ন হইয়াছে । সেই কারণে আমি প্রথম হই-
তেই রোগ শাস্তি বিষয়ে উদাসীন থাকি । কিন্তু
আমি উপেক্ষা করিলে কি হইবে, আমার শিষ্য-
গণ রোগের প্রতীকার জন্য বারম্বার আমাকে
অনুরোধ করিতে আমি পুনর্ব্বার অন্য এক প্রকার
কষ্ট ভোগ করিতেছি । সেই কারণে আপনাদি-
গকে আনয়ন করিতে আমার শিষ্যদিগকে পাঠাই
য়াছিলাম । ১৯ ॥

মুনিবর শঙ্কর এই কথা বলিলে বৈদ্যগণ যত-
প্রকার উপায় করিতে হয়, তাহা করিল ।

গদসত্ক্রিয়াঃ । ন চ শশাম গদোবহুতাপদো-
বিমনসঃ পটবো ভিষজৌহভবন্ ॥ ২০ ॥

অথ মুনি বিমনস্তসমম্বিতানিদমবোচত সিদ্ধ-
ভিষগান্ । অটত গেহমগাং সময়ে বহু গদহাতে
ভবতামিতরায়ুধাং ॥ ২১ ॥

ইত্যেবং মুনিঃ কথিতে সতি বৈদ্যবরা রোগস্ত সৎক্রিয়া
বহু বিদধিরে ॥ ২০ ॥

ইতো গেহমটত গচ্ছত যতো রোগহরণার্থং ইত্যাগতানাং
ভবতাং কালো মহানগাং ॥ ২১ ॥

অনেক ঔষধ প্রয়োগ করা হইল, কিন্তু কিছুতেই
রোগের উপশম হইলনা। ক্রমশঃ রোগের
যাতনা বাড়িতে লাগিল। তখন সুদক্ষ চিকিৎ-
সকগণ অগত্যা দুঃখিত হইলেন। ২০।

প্রসিদ্ধ বৈদ্যগণ ম্লান হইয়া আসিলে শঙ্কর
তঁাহাদিগকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন। আপ-
নারা শীঘ্র গৃহে গমন করুন। আপনারা আমার
রোগের উপশম করিতে এখানে আসিয়া-
ছিলেন। কিন্তু এখানে আপনাদের বহুদিন গত
হইয়াছে। ২১।

আপনাদের যে সকল আত্মীয় লোক আছেন,
তঁাহারা আপনাদের বিরহে কাতর হইয়া দিন
গণনা করত পথ প্রতীক্ষা করিতেছেন। আপনারা
যে রাজার আশ্রিত, যে রাজা আপনাদের
রক্ষক, তিনি যদি এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন,
তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন।

দিনচরং গণয়ন্ পথিলোচনঃ শ্রিয়জনো
নিবসেদ্বিরহাতুরঃ । নরপতি ভবতাং শরণং ধ্রুবং
সচ বিদেশগমং শ্রুতবান্ যদি ॥ ২২ ॥

ক্লমিতবান্ চ বো বিত্তরেম্পঃ কণিতজীবিত-
মকতশাসনঃ । তুরগবম্পতি শ্চলয়ানসো ভিষ-
জমশ্চ মসৌ বিদধীত বা ॥ ২৩ ॥

অবশমেব ভবত্তিগন্তব্যমিত্যুশয়েনাহ। বিরহাতুরঃ প্রিয়-
জনঃ পথি লোচনো দিনসমুদায়ং গণয়ন্নিবসেদেতি সজ্জাবনায়াং
লিঙ্। কিন্তু নরপতিভবতাং ধ্রুবং শরণং স চ ভবতাং
বিদেশগমনং যদি শ্রুতবান্ ॥ ২২ ॥

তদাকুপিতঃ সম্পঃ কথিতং জীবিতং প্রতিজ্ঞাতাং জীবিকাং
যুয্যন্ত্যো ন দদ্যাৎ যতোহকতশাসনঃ যদ্বা যন্মানবম্পতিশ্চল-
মানসন্ততোহসাবশ্যং বৈদ্যং বিদধীত ॥ ২৩ ॥

নৃপতি আপনাদিগকে যে রূপ মানসিক ব্যক্তি
দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, একথা
শুনিলে তিনি কখনই তাহা দিবেন না। কারণ,
রাজাদের শাসন অতি ভয়ঙ্কর, কিছুতেই তাহা
লঙ্ঘন করিতে পারা যায় না। অধিকন্তু রাজাদের
মন অশ্বের মতন চঞ্চল। এই কারণে হয়ত অন্য
বৈদ্য নিযুক্ত করিবেন। ২২। ২৩।

যেদেশে একটিও বৈদ্য নাই, সেই দেশে
স্বভাবত অত্যন্ত পীড়া হয়। পীড়িত লোকের
সংখ্যাও সেই দেশে অধিক হইয়া থাকে।
আপনারা যেসকল রোগীর চিকিৎসা করিতেছি-
লেন, তাহারা এক্ষণে অসহ্য রোগ যন্ত্রণা সহ

জনপদোষিরলো গদহারকৈ বহ্লরুগ্জনঃ
প্রকৃতে রতঃ । যুগরুতে ভবতোভবতাং গৃহে গদি-
জনঃ সহিতুং গদমক্ষমঃ ॥ ২৪ ॥

পিতৃকৃতাজনিরস্য শরীরিণঃ সমবনং গদহারি-
ষু তিষ্ঠতি ॥ জনিতমপ্যকলং ভিষজং বিনা ভিষগসৌ
হরিরেব তনুভূতঃ ॥ ২৫ ॥

যদুদিতং ভবতাবিতথং ন তত্তদপি ন ক্ষমতে-

কিঞ্চ রোগহারকৈ বিরলো রহিতোজনপদঃ স্বভাবাদেব
বহ্লং কৃগাঃ জনা যশ্বিন্ অতোরোগিজনোরোগং সহিতুম-
সমর্থো ভবতাং গৃহে ভবতোবিচিহ্নতে ॥ ২৪ ॥

জনির্জন্ম অবনং পালনং তস্মাদসৌ বৈদ্যঃ শরীরভূতোবিষ্ণু-
রেব তদ্ব্যুপাসনীয়ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

এবমুক্তা ভিষজ উচুঃ । ভবতা বৎ কথিতং তন্নিখ্যান ভবতি

করিতে না পারিয়া আপনাদের ভবনে উপস্থিত
হইয়া আপনাদের পথ প্রতীক্ষা করিতেছে । ২৪ ।

মনুষ্য দিগের প্রথমে পিতা হইতে জন্ম হয়
সত্য, কিন্তু দেহ রক্ষার ভার চিকিৎসক দিগের
উপরে ন্যস্ত থাকে । অধিক কি, বৈদ্য বিনা এই
জীবন বিফল । বৈদ্য সামান্য ব্যক্তি নহেন,
শরীরধারী সাক্ষাৎ বিষ্ণুর তুল্য । ২৫ ।

আচার্য্য শঙ্করের এই স্থূললিত বাক্য শুনিয়া
বৈদ্য গণ বলিতে লাগিলেন । আপনি যাহা
বলিলেন, ইহা সম্পূর্ণ সত্য । কিন্তু এখান হইতে
চলিয়া যাইতে আমাদের মন সরিতেছে না ।
তাহার কারণ এই—কোন্ মনুষ্য দেবভূমি

ব্রজিতুং মনঃ ॥ হরভুবং প্রবিহায় মনুষ্যাগাং
ব্রজিতু মিচ্ছতি কোহত্র নরঃ সুধীঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি নিগদ্য যযু ভিষজাংগণা বিমনসঃ পটবো-
হপি নিজান্ গ্রহান্ । অথ মুনি বিজহস্মতাং তনৌ
গুরুবরো গুরুদুঃখমসোচ সঃ ॥ ২৩ ॥

প্রথিতৈরবনৌ পরঃসহস্রৈরগদকারচযৈরথাহ
চিকিৎসে । প্রবলে সতি হা ভগন্দরাণ্যে অরতি
অ অরশাসনং মুনীন্দ্রঃ ॥ ২৮ ॥

তথাপি গন্তুং মনোন ক্ষমতে যতো দেবভূমিং প্রবিহায় মনুষ্য
ভূমিং গন্তুং সুধীর্নরোহত্র জগতি ক ইচ্ছতি ন কোহপী-
ত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি নিগদ্যৈবযুক্তা ॥ ২৭ ॥

ভূমৌ প্রথিতৈঃ সহস্রাদপ্যধিকৈরৌষধকারসমূহৈর্ ভগন্দরা-
ণ্যে প্রবলে ইতিথেষ্টেইচিকিৎসে সতি মুনীন্দ্রঃ প্রশঙ্করাচার্য্যঃ
কামশাসনং মহাদেবং অরতিস্ব বৎ মাং ॥ ২৮ ॥

পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য ভূমিতে গমন করিতে
ইচ্ছা করে ? ২৬ ।

এই কথা বলিয়া সুবিখ্যাত বৈদ্যগণ অত্যন্ত
ক্ষুব্ধমনে অগত্যা তথা হইতে স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান
করিলেন । অনন্তর গুরুবর শঙ্কর একেবারে
শরীরের উপর মমতা বিসর্জন দিয়া অসীম রোগ
যন্ত্রণা সহ্য করিলেন । ২৭ ।

যখন দেখিলেন, ভূতলবাসী সুপ্রসিদ্ধ সহস্র
সহস্র বৈদ্য আসিয়া রোগ শাস্তি করিতে পারিল
না, অথচ রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে—যন্ত্রণাও

স্মরণশাসন শাসনান্নিস্কৃতৌ বিজবেষং প্রবিধায়
ভূমিমাণ্ডৌ । উপসেদভুরশ্বিনৌ চ দেবৌ স্তভুজৌ
সাজ্জনলোচনৌ স্পৃষ্টৌ ॥ ২৯ ॥

যতিবর্ষ্য ! চিকিৎসিতুং ন শক্যা পরকৃত্যাজ-
নিতাহি তে রুগেবাং । ইতি তৌ সমুদীৰ্য্য যোগি-
বর্ষ্যং বিবুধৌ তৌ প্রতিজ্ঞাভূ র্থধেতং ॥ ৩০ ॥

স্বতনুহাদেবাজ্জয়া নিযুক্তৌ দেবাবশ্বিনীকুমারৌ বিজবেষং
প্রবিধায় ভূমিমাণ্ডৌ স্তভুজৌ সাজ্জনলোচনৌ স্পৃষ্টকযুক্তৌ
মুনীজ্জসমীপে বিবিশতুঃ ॥ ২৯ ॥

উপবিষ্টা যদৃচ্ছন্তদাহ । ভো যতিবর্ষ্য ! এষা তে ক্লক্ৰোধঃ
চিকিৎসিতুং ন শক্যা হিষস্মাৎ পরকৃত্যয়া উৎপাদিতা ইতি তং
যোগিবর্ষ্যং সমুদীৰ্য্য তৌ দেবৌ যথাগতং প্রতিজ্ঞাভূতুঃ ॥ ৩০ ॥

দৈনন্দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তখন মুনিবর শঙ্কর
মহাদেবের স্মরণ করিলেন । ২৮ ।

মহাদেবের আদেশে নিযুক্ত হইয়া স্বর্গের
বৈদ্য অশ্বিনী কুমারদ্বয় শঙ্করের আবাসে উপ-
স্থিত হইলেন । তাঁহাদের দুই জনেরই বাহু
আজানুলব্ধিত—উভয়েরই চক্ষু অঞ্জন লিপ্ত,
উভয়েরই হস্তে পুস্তক বিদ্যমান । ২৯ ।

তাঁহারা দুই জনে আসিয়া মুনিকে সম্বোধন
করিয়া বলিলেন । “হে যতিরাজ ! কোন দুষ্ঠ
লোকে আপনার শরীরে রোগ উৎপাদন করি-
য়াছে । স্ততরাং চিকিৎসা দ্বারা এ রোগের
উপশম হইবেনা ।” এই কথা শিষ্য গণের সম্মুখে
আচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিবার পর উভয়েই

তদনু স্বগুরো র্দাপনুষ্ঠৈ পরমন্ত্রস্ত জজাপ
জাতমন্যুঃ । মুহুরাৰ্য্য পদেন বার্য্যমাণোহপ্যরিব-
র্গেহপ্যনুকম্পিনাহজপাদঃ ॥ ৩১ ॥

অমুনৈব ততো গদেন নীচঃ প্রতিয়াতেন হতো
মমার গুপ্তঃ ॥ মতিপূর্ব্বকৃতো মহানুভাবেহপ্য
নয়ঃ কস্যভবেৎ স্থথোপলকৌ ॥ ৩২ ॥

তদনন্তরং জাতকোপঃ শত্রবর্গেহপ্যনুকম্পিনা আৰ্য্যপাদে-
নাচার্য্যেণ মুহুর্কার্য্যমাণোহপি পদ্মপাদঃ স্বগুরো রোগস্ত
নাশায় পরং মন্ত্রস্ত জজাপ ॥ ৩১ ॥

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ । অমুনৈবেতি প্রতিয়া-
তেন প্রতিপ্রাপ্তেন ॥ ৩২ ॥

স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । ৩০ ।

তখন পদ্মপাদ গুরুর পীড়াশাস্তি করিবার
জন্য উদ্যত হইলেন । কিন্তু এই কথা শুনিয়া
স্বতাহত অনলের মতন জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন ।
“গুরুদেব শত্রুর প্রতি দয়ালু, তথাপি নীচ
লোকের এত বড় আশ্পর্ক । আমি অবিলম্বে
সেই দুশ্মনিকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া মনের
যন্ত্রণা দূর করিব ।” এই কথা বলিবার পর শত্রু
নিপাতের জন্য মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ।
আচার্য্য অনেক নিষেধ করিলেন । কিন্তু পদ্ম
পাদ কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না । ৩১ ।

পদ্ম পাদের মন্ত্র বলে ঐ রোগ শীঘ্র নীচাশয়
অভিনব গুপ্তের শরীরে প্রবেশ করিল । অভি-
নব গুপ্ত ইচ্ছা পূর্ব্বক মহানুভব শঙ্করের বধ

স্বস্থঃ সোহিয়ং ব্রহ্ম সাংগং কদাচিৎ ধ্যান্ গঙ্গা-
পূরসঙ্গাদ্রবাতৈঃ । আগচ্ছন্তং সৈকতে প্রত্যগচ্ছ-
দুযোগীশানং গোঁড়পাদাভিধানং ॥ ৩৩ ॥

পাগোঁ ফুলশ্বেতপঙ্কেরুহশ্রীমৈত্রীপাত্রীভূতভা-

স্বস্থঃ সোহিয়ং শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ সৈকতে সাংগকালে ব্রহ্ম
ধ্যান্ সন্ গঙ্গাপূরেগাদ্রৈর্ কায়ুভিঃ সহাগচ্ছন্তং যোগীশং
গোঁড়পাদসংজ্ঞং প্রত্যবুধ্যত শালিঃ ॥ ৩৩ ॥

তমেববর্ণয়তি । পাগোঁ হস্তে প্রক্লিষ্টস্য শ্বেতকমলস্য বা-
শ্রীশঙ্করা বা নৈত্রী তস্যঃ পাত্রীভূতভাঃ কাস্তি র্ঘস্য তেন ঘটেন

সাধনা করিবার জন্য পূর্বে এই কার্য্য করিয়া
ছিল । কিন্তু এক্ষণে নীচাশয় আর রক্ষা পাই
লনা । রোগাক্রান্ত হইবামাত্র শীঘ্র পঞ্চত
পাইল । বস্তুতঃ অকার্য্য করিয়া মুখলাভের আশা
অকিঞ্চৎকর মাত্র । তাহাতেই দুর্শ্রুতি অভি-
নব গুপ্তের মৃত্যু হইল । ৩২ ।

অনন্তর শঙ্করাচার্য্য স্বস্থ হইয়া এক দিন সাংগ-
কালে বালুকাময় প্রদেশে ব্রহ্মোপাসনা করিয়া
ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন । তখন গঙ্গার শীতল
জলকণা লইয়া মৃদু মৃদু বায়ু বহিতে লাগিল ।
সেই বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে একটি মুনিকে আসিতে
দেখিলেন । দেখিবা মাত্র শঙ্কর তাঁহাকে গোঁড়
পাদ বলিয়া জানিতে পারিলেন । ৩৩ ।

দেখিলেন মূনির হস্তে একটী কমণ্ডলু । শ্বেত
শতদলের শোভায় কমণ্ডলু অপূর্ব্ব শোভা ধারণ
করিয়াছে । তাহাতে বোধ হইল যেন নিকটস্থ

সা ঘটেন । আরাদ্রাজ্যৈকৈরবানন্দসঙ্ঘ্যারাগারক্তা-
স্তোদলীলাদধানং ॥ ৩৪ ॥

পাগোঁ শোণাভ্রোজবুদ্ধ্যা সমস্তাদ্র্যাম্যদৃঙ্গী-
মণ্ডলীতুল্যকুল্যাং । অঙ্গুল্য গ্রাসদ্বিক্রদ্রাক্ষমালা-
মঙ্গুষ্ঠাগ্রোণাসকৃদ্ভ্রাময়ন্তং ॥ ৩৫ ॥

আর্য্যস্তাথো গোঁড়পাদস্য পাদাবভ্যর্চ্যাহসৌ

কমণ্ডলুনা আরাদ্রাজ্যৈকৈরবস্য সিতপঙ্কজস্যানলো যস্য তস্য
সঙ্ঘ্যারাগেণাসমস্তাদ্রক্তস্য চ লীলাদধানং ॥ ৩৪ ॥

পুনশ্চ হস্তে শোণপদ্মবুদ্ধ্যা সমস্তাদ্র্যাম্যদৃঙ্গী ভ্রমরীগং বা
মণ্ডলী ততুল্যকুলোভবাত্তংসদৃশাং অঙ্গুল্যগ্রাসদ্বিক্রদ্রাক্ষমালাং
পুনঃ ভ্রাময়ন্তং ॥ ৩৫ ॥

অথানন্তরমার্য্যস্য গোঁড়পাদস্য পঙ্কজাভৌ পাদাবসৌ

সুন্দর শ্বেত পঙ্কজের শোভা সঙ্ঘ্যাকালীন রক্তবর্ণ
মেঘের শোভা ধারণ করিয়াছে । ৩৪ ।

তাঁহার হস্ত একরূপ রক্তবর্ণ যে, ভ্রমরীগণ রক্ত
পদ্ম বোধ করিয়া হস্তের চারি পার্শ্বে উঠিয়া
আসিতেছে । সেই হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ
দ্বারা বারম্বার রুদ্রাক্ষ মালা সঞ্চালন পূর্ব্বক জপ
করিতেছেন । ৩৫ ।

অনন্তর শঙ্কর, আর্য্য গোঁড় পাদের পঙ্কজ সদৃশ
চরণ যুগল অর্চনা করিলেন । শেষে ভক্তি ও
শ্রদ্ধার আতিশয্য বশতঃ চিত্ত পুলকিত হইয়া
উঠিল । এবং নত ভাবে কৃতাজলি হইয়া তাঁহার
সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ৩৬ ।

তখন গোঁড়পাদ ক্ষীর'সমুদ্ভের তরঙ্গ তুল্য

শঙ্করঃ পঞ্চজাতো । ভক্তিপ্রদ্বাসমুদ্রাক্রান্তচেতাঃ
প্রহসন্তস্বাবগ্রতঃ প্রাজ্ঞলিঃ সন্ ॥ ৩৬ ॥

সিদ্ধমেনং ক্ষীরবারাশিবীচীসচিব্যায়াসম্ময়ত্বৈঃ
কটাকৈঃ । দন্তজ্যোৎস্নাদন্তরাশ্চাপি কুর্বমাশাঃ
সূক্তিং সন্দধে গোড়পাদঃ ॥ ৩৭ ॥

কচ্চিৎ সর্বাং বেৎ সি ? গোবিন্দনাগ্নৌ হৃদ্যা-
বিদ্যাসংস্কৃত্তারকৃদ্যা । কচ্চিভুত্ব ভুত্বমানন্দরূপং
নিত্যং সচ্চিম্মলং বেৎসি ? বেদ্য ॥ ৩৮ ॥

শঙ্করোহত্যর্চ্য ভক্তিপ্রদ্বাস্যঃ যঃ সন্ময়ন্তেন তৈর্বাক্রান্তচিত্তেন
দ্রীভূতোহগ্রতঃ প্রাজ্ঞলিঃ সন্মবতস্বে ॥ ৩৬ ॥

এনং শঙ্করং ক্ষীরবারাশিসাদৃশ্যায়াসম্ময়ত্বৈঃ কটাকৈঃ
সিদ্ধন্ দন্তজ্যোৎস্নয়া দন্তরা উন্নতরদা আশাদিশোহপি
পবণীকুর্বন্ সূষ্ঠুক্তিং সন্দধে ॥ ৩৭ ॥

তামেব দর্শয়তি । কচ্চিদিতিপ্রশ্নে সংসারোদ্ধারকারণী-
ভূতা হৃদয়স্য প্রিয়া বা গোবিন্দনাগ্নৌ বিদ্যা তাং সর্বাং
বেৎসি ? জানাসি সচ্ছাত্রপ্রসিদ্ধং নিত্যং সচ্চিদমলং বেদ্যং
ভুত্বং ত্বং কচ্চিৎবেৎসি ? ॥ ৩৮ ॥

সযত্ন কটাক দ্বারা শঙ্করকে অভিষিক্ত করিলেন ।
এবং দন্ত কোমুদীর প্রভা দ্বারা দিগ্‌মণ্ডল
আচ্ছাদন করিয়া মনোহর বাক্য বলিতে লাগি-
লেন । ৩৭ ।

ভব সমুদ্রের উদ্ধার কারিণী গোবিন্দ নাথের
যে হৃদয় প্রিয় বিদ্যা ছিল, তাহা তুমি সমস্ত
জানিতে পারিয়াছ ত ? সচ্চিদানন্দ, আনন্দ রূপ,
নিত্য নির্মল তত্ত্ব সমস্ত জানিয়াছ ত ? । ৩৮ ।

ভক্ত্যযুক্তাঃ স্বানুরক্তা বিরক্তাঃ শাস্তাদান্তাঃ
সন্ততং শ্রদ্ধধানাঃ । কচ্চিভুত্বজ্ঞানকামা বিনীতাঃ
শ্রুশ্রুয়ন্তে শিষ্য বর্যা গুরুং স্বাং ? ॥ ৩৯ ॥

কচ্চিম্মিত্যাঃ শত্রুবোনির্জিতান্তে ? কচ্চিৎ প্রাপ্তাঃ
সদৃগুণাঃ শাস্তিপূর্বাঃ ? । কচ্চিদ্যোগঃ সাধিতোহ-
কাস্তযুক্তঃ ? কচ্চিচ্চিভুত্ব সাধুচিত্তত্বগং তে ? ॥ ৪০ ॥

ভক্ত্যা সেবয়া যুক্তাঃ স্বস্মিং স্বয়ি স্বাস্মনি বাসুরক্তা বিষয়েসু
বিরক্তা বশীকৃতান্তরিন্দ্রিয়া জিতবাহকরণা নিরন্তরং শ্রদ্ধা-
বন্তস্তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষা বিনয়ং প্রাপ্তাঃ শিষ্যবর্যাঃ কচ্চিৎ স্বাং গুরুং
সেবন্তে । ৩৯ ।

নিত্যাঃ শত্রবঃ কামাদ্যাঃ যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহার-
ধারণাধ্যানসমাধিসংজ্ঞকৈরষ্টভিরঙ্গৈর্যুক্তঃ সাধুচিত্তত্বগং সম্যক
চৈতন্তত্ত্ববিষয়ং । ৪০ ।

যাহারা ভক্তি যুক্ত, আত্মপরায়ণ, বৈষয়িক
পদার্থে বিরক্ত, যাহারা অন্তরিন্দ্রিয় বশীভূত
করিয়াছে এবং বাহ্য ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে—
যাহারা একান্ত শ্রদ্ধালু এবং তত্ত্ব জ্ঞান শিখিতে
অত্যন্ত অভিলাষী—এরূপ বিনীত শিষ্য গণ
তোমাকে গুরু বলিয়া সেবা করে ত ? । ৩৯ ।

তুমি কাম ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি
চির শত্রু সকল নিপাত করিয়াছ ত ? । শাস্তি,
উপরতি, তিতিক্ষা প্রভৃতি সদৃগুণ সকল লাভ
করিয়াছ ত ? । তুমি যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম
প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই অষ্টাঙ্গ
যোগ সাধনা করিতে পারিয়াছ ত ? । তোমর

ইত্যবৈতাচার্য্যবর্ষণে তেন প্রেমুণা পৃষ্ঠঃ শঙ্করঃ
সাধুশীলঃ । ভক্ত্যুদ্রেকাষাপ্পর্ষ্যাকুলাক্ষো বধন
মূৰ্দ্ধন্তঞ্জলিং ব্যাজহার ॥ ৪১ ॥

যদ্যৎ পৃষ্ঠং স্পর্শমাচার্য্যপাদৈস্ততঃ সর্বং
ভো ! ভবিষ্যত্যবশ্যং । কারুণ্যাক্ষে কল্পযুগ্মং কটাক্ষ-
কৈর্দৃষ্টম্ভাং দুর্লভং কিমু ! জন্তোঃ ॥ ৪২ ॥

মুকো বাগ্মী মন্দধীঃ পণ্ডিতাগ্রাঃ পাপাচারঃ
পুণ্যানিষ্ঠেষু গণ্যঃ । কামাসক্তঃ কীর্ত্তিমান্মিস্পৃহা-
ণামার্য্যপাদালোকতঃ স্যাৎ কণেন ॥ ৪৩ ॥

লেশং বা পি জ্ঞাতুমিচ্চে পুমান্ কঃ সীমাতী-
তস্যাদ্য যুগ্মমহিমঃ । তুচ্ছহিত্যন্তঃ তদ্বিদ্য়োপ-
দেষ্টা জাতঃ সাক্ষাদ্ভবস্য বৈয়াসকিঃ সঃ ॥ ৪৪ ॥

বাস্পর্ষ্যাকুলে পরি বর্ণ্যন্তে অক্ষিণী যন্ত । ৪১ ।

হে ভগবন্ ! আৰ্য্যপাদে যদ্যৎ পৃষ্টম্ভ্যং সর্বমবশ্যং স্পষ্টং
ভবিষ্যতি যন্তাৎ কারুণ্যসমুদ্রস্ত কল্পৈঃ সদৃশৈর্ভবং কটাক্ষ-
দৃষ্টম্ভ্যং জন্তোঃ কিং ন দুর্লভং কিমপি দুর্লভং নেতাহঃ । ৪২ ।

চিত্ত এক মাত্র চৈতন্য স্বরূপ পর ব্রহ্মে লীন
হইয়াছে ত ? । ৪০ ।

অবৈত মতের আচার্য্য গোড়পাদ এই
রূপে প্রেম সহকারে শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলে সৎ
স্বভাব সম্পন্ন শঙ্কর, ভক্তির উদ্রেকে বাস্পাকুল-
চক্ষে মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া বলিতে লাগি-
লেন । ৪১ ।

হে ভগবন্ ! আৰ্য্যপাদ যাহা যাহা প্রশ্ন করি-
লেন, অবশ্য সে সকল নির্বিবাদে হইতে
পারিবে । কারণ, আপনার কটাক্ষরাশি দয়া-
র্ণব সদৃশ । যে জন্তু আপনার কটাক্ষ দ্বারা
অবলোকিত হইয়াছে, তাহার আর কোন বস্তু
দুর্লভ নহে । ৪২ ।

ভবাদৃশ আৰ্য্যপাদ যদি দয়া করিয়া কাহাকে
অবলোকন করেন, তবে সে ব্যক্তি যদি মুক হয়,

এতদেবোপপাদয়তি । ভবদ্বিধানামার্য্যণাং কটাক্ষাবলো-
কাৎ কণমাত্রেন মুকো বাগ্মী ভাদেবমগ্রৈহপি নিস্পৃহাণাং মধ্যে
কীর্ত্তিমান্ । ৪৩ ।

সীমাতীতস্ত ভবমহিমো লেশং বাপি জ্ঞাতুমদ্য কঃ পুমান্
সমর্থো ন কোহপীত্যর্থঃ । কুতইতি চেত্তদ্রাহ । যন্ত ভবতঃ সঃ
অতিপ্রসিক্তো ব্যাসমুখঃ শুকাচার্য্যোহিত্যন্তঃ তুষ্টি ভূত্বা সাক্ষাৎ
স্বয়মেব বিদ্যোপদেষ্টা জাতোহন্তইত্যর্থঃ । ৪৪ ।

তথাপি কণকালের মধ্যে সে ব্যক্তি বাগ্মী
(বক্তা) হইতে পারে । মুখ হইলে পণ্ডিতের
অগ্রগণ্য—পাপিষ্ঠ হইলে পুণ্ডিত্যার ঐর্ষ্য—বিষয়া-
সক্ত ব্যক্তি হইলে আপনার আশীর্ব্বাদে সে
কণমাত্র বৈরাগীর অগ্রগণ্য হইতে পারে । ৪৩ ।

আপনার মহিমা অসীম । পৃথিবীতে এমন
পুরুষ কেহই নাই যে আপনার মহিমার কণা
মাত্র বুঝিতে পারে । অধিক কি বলিব—অতি
বিখ্যাত ব্যাস পুত্র শুকদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া
স্বয়ং আপনার ব্রহ্ম তত্ত্বের উপদেষ্টা হইয়া-
ছিলেন । ৪৪ ।

শুকদেব বেদব্যাসের পুত্র বলিয়া প্রধান

আজানাত্তজ্ঞানসিদ্ধঃ যমারাদৌদাসীতাজ্জা-
তমাত্রং ব্রহ্মন্তং । প্রেমাবেশাৎ পুত্রপুত্রৈতি শো-
চন্ পারাশর্য্যঃ পৃষ্ঠতোহনুপ্রপেদে ॥ ৪৫ ॥

যশ্চাহূতো যোগভাষ্যপ্রণেতা পিতা প্রাপ্তঃ

সপ্রপট্টকভাবঃ । সৰ্ব্বাহস্তাশীলনাদ্যোগভূমেঃ
প্রত্যাক্রোশং প্রাতনোবৃক্ষরূপঃ ॥ ৪৬ ॥

ততাদৃক্ষজ্ঞানপাথোধিযুগ্মংপাদবৃন্দং পদ্মসৌ-
হার্দহৃদ্যং ॥ দৈবাদেতদীনদৃগ্গোচরং চেত্তত্তস্থৈ-
তত্তাগধেয়ং হৃমেয়ং ॥ ৪৭ ॥

বৈয়াসকিরিত্তাক্য্য ব্যাসপুত্রত্বেনৈব তস্ত শ্রেষ্ঠাং নাস্ত্য-
পিতৃ স্বতোহপীত্যশয়েন তং বর্ণয়তি । যং জন্মত এবাত্তজ্ঞান-
সিদ্ধ মৌন্যাদীন্যনারাৎ সমীপাদ্ বৃদ্ধা জাতমাত্রং ব্রহ্মন্তং প্রেমা-
বেশাৎ পুত্রপুত্রৈতিশোচন্ পরাশরনন্দনো বেদব্যাসঃ পৃষ্ঠতোহনু-
প্রপেদে । অতএবিদে ইতি শব্দে পরে পুত্রতোহনুতবৎসাদিত্যর্থ-
কেনাপি তবহৃৎস্থিত ইতিস্বত্রেণাপি তবত্বাৎ স্বরসন্ধিঃ ॥ ৪৫ ॥

যশ্চ যোগভাষ্যপ্রণেতা পিতা আহূতঃ সৰ্ব্বাহস্তাবশীলনাদ্যো-
গভূমেঃ প্রপট্টকভাবঃ প্রাপ্তঃ স বৃক্ষরূপঃ প্রত্যাক্রোশঃ

প্রাতনোৎ । তথাচোক্তং যং প্রব্রজন্তমহুপেতমপেতকৃত্যং
দৈপায়নোবিরহকাতর আজ্জাহাব । পুত্রৈতিতন্ময়ভয়া তরবোহ-
ভিনেহুন্তং ব্যাসস্বহৃৎপুণ্যমি গুরুং মুনীনাং ইতি যোগ-
মাহাশ্লোচন গমনাগমনয়োঃ সম্ভবাৎ পরীক্ষিত্বেদেহ্ ত্রবদ্বগো-
ডপাদোপদেহ্ ত্রমপি নবিরূপাত ইতি দ্রষ্টব্যং ॥ ৪৬ ॥

তত্তন্মাদেবংবিধস্য জ্ঞানসমুদ্ভূতস্য ভবতঃ কনলস্য সৌহা-
র্দেন সাদৃশ্যেন হৃদ্যমেতৎপাদবৃন্দং দৈবাদান্মদ্বিধীনদৃষ্টবিষয়-
ভূতং যদি স্যাত্তর্হি এতত্তত্তস্য প্রমেয়ং ভাগ্যং ॥ ৪৭ ॥

নহেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং সৰ্ব্ব বিষয়ের পারদর্শী
হওয়াতে সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন । দেখুন—
শুকদেব জন্ম দিবস হইতে আজ্ঞা জানে প্রসিদ্ধ
হন । সকল বিষয়ে উদাসীন থাকেন । যখন
উদাসীন্য দেখাইয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্বক
দূরে গমন করেন, তখন পরাশর তনয় বেদব্যাস
প্রেম বশতঃ হা পুত্র ! হা পুত্র ! বলিয়া বিলাপ
করিতে করিতে পুত্রের অনুগমন করেন । ৪৫ ।

যোগ শাস্ত্রের ভাষ্য প্রণেতা পিতা বেদব্যাস
যখন পুত্রকে আহ্বান করিতে লাগিলেন,
তখন শुकদেব, সমস্ত অহঙ্কার পূর্ণ ভাবিয়া
যোগ ভূমির প্রাণকের সহিত এক ভাব প্রাপ্ত
হইলেন । শেষে স্বয়ং যোগ ভূমিতে বৃক্ষের

মতন শব্দ করিতে লাগিলেন । এ বিষয়ে শাস্ত্র
আছে । যথাঃ—‘উদাসীন শुकদেব যখন সংন্যাসী
হইয়া গমন করেন, তখন দৈপায়ন, পুত্র বিরহে
কাতর হইয়া পুত্র পুত্র বলিয়া ডাকিতে লাগি-
লেন । তখন তন্ময় হইয়া বৃক্ষ সকল শব্দ
করিয়া বলিল, (আমি শ্রুনি গুরু ব্যাস পুত্র শुक-
দেবের সমীপে গমন করিব ।)’ ॥ ৪৬ ॥

অতএব আপনিও জ্ঞানার্ণব—আপনার পাদা-
শ্রুজ যুগল প্রফুল্ল শতদলেঃ মতন সুন্দর । হটাৎ
যখন এই দীনের চক্ষে আপনার পাদপদ্ম নিপ-
তিত হইয়াছে, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে,
এই ভক্তের ভাগ্য অসীম । ৪৭ ।

ইত্যাকর্ণ্যাখাত্রবীকোডপাদো বৎস ! অহ্ম
বাস্তবাস্তবগুণোঘান ॥ ত্রুৎ শাস্তবাস্তবস্তঃ
মহাং গাটোংকঠাগতিতক্ষিতমানীত ॥ ৪৮ ॥

কৃতাস্তুরা ভাষ্যমুখা নিবন্ধা মৎকারিকাবারি-
জনুঃস্থধার্কঃ । অত্রহেতিগোবিন্দমুখাং প্রহস্যদু-
গধ্বনীনোহিস্মি তবাদ্যবিদ্বন্ ॥ ৪৯ ॥

শাস্তমনোবস্তঃ ত্রুৎ অত্যন্তোংকঠাগতিতঃ মন
মানস মানীত ॥ ৪৮ ॥

কিঞ্চ মৎকৃতকারিকাজমুখগ্যাঃ ভাষাদয়োনিবন্ধান্তরা
কৃত ইতিগোবিন্দমুখাচ্ছা হর্ষং প্রাপ্যাদ্য হে বিদ্বন্ ! তব দৃষ্টি-
মার্গগোহিস্মি ॥ ৪৯ ॥

শঙ্করের এই সমস্ত কথা শুনিয়া আর্ষ্য গোড়-
পাদ বলিতে লাগিলেন । বৎস ! আমি প্রথমে
তোমার এই সমস্ত বাস্তবিক গুণ রাশি শ্রবণ
করি । তাহার পর এক দিন আমার চিতে
অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইল । তদবধি তোমাকে
দেখিবার জন্য আমার নিরতিশয় বাসনা
জন্মে । ৪৮ ।

আমার যে সকল কারিকা রূপ পদ্ম পুষ্প
আছে, তাহার সুখকর সূর্য্য সদৃশ যে সকল
তুমি ভাষ্য প্রভৃতি নিবন্ধ রচনা করিয়াছ, তাহা
আমি গোবিন্দনাথের মুখে শ্রবণ করি । হে
পণ্ডিত ! আমি তাহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হর্ষ
হই । শেষে অদ্য তোমার নয়ন পথে পতিত
হইয়াছি । ৪৯ ।

ইতি ক্ষুর্টং প্রোক্তবতে বিনীতঃ মোহশ্রাব্য-
স্তাম্যমশেষমস্মৈ ॥ বিশিষ্য মাণ্ডুক্যগভাষ্যযুগ্মঃ
অহ্ম প্রহস্যমিদমত্রবীতং ॥ ৫০ ॥

মৎকারিকাভাববিভেদিতাদৃক্মাণ্ডুক্যভাষ্য শ্র-
বণোৎসর্হঃ ॥ দাতুং বরং তে বিদ্বসাং বরায় প্রোৎ-
সাহয়ত্যাশু বরং বৃণীষ ॥ ৫১ ॥

মাণ্ডুক্যগভাষ্যযুগ্মঃ প্রতিভাষ্যং গোড়পাদীরকারিকায়-
ভাষ্যং চেত্যর্থঃ বি০ ॥ ৫০ ॥

যজুবাচ তদেবাহ । মৎকারিকাভাববিভেদিনোস্তাদৃশয়ো-
র্মাণ্ডুক্যভাষ্যয়োঃ শ্রবণেনোপিতোৎসর্হঃ বিদ্বসাং মপ্যে
শ্রেণায় তুভ্যং বরং দাতুং প্রোৎসাহয়তি তস্মাচ্ছাস্তং বরং
বৃণীষ ইত্যং ॥ ৫১ ॥

গোড় পাদ যখন এই কথা বলিতে লাগিলেন,
তখন শঙ্কর বিনয় সহকারে বিশেষ করিয়া মাণ্ডুক্য
উপনিষদের দুই খানি ভাষ্য—বেদের ভাষ্য—
এবং গোড় পাদের যত কারিকা ছিল, তাহার
ভাষ্য—উত্তম রূপে শোনাইলেন । গোড় পাদ
এই সমস্ত ভাষ্য শুনিয়া আফ্লাদিত হইয়া পুন-
র্বার তাঁহাকে বলিলেন । ৫০ ।

তুমি যে মাণ্ডুক্য উপনিষদের দুই খানি ভাষ্য
রচনা করিয়াছ, তাহাতে আমার কারিকার
ভাব সকল দূষিত হইয়াছে । আমি তোমার
এরূপ নৈপুণ্য দেখিয়া ভাষ্যের অর্থ শ্রবণ করিয়া
অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি । তুমি সুপণ্ডিত
হইয়াছ, তোমাকে বর দিবার জন্য আমি অত্যন্ত

স প্রাহ পর্যায়শুকর্ষিমীক্ষ্য ভবন্তমদ্রাক-
মতিষ্যপুরুষং ॥ বরঃ পরঃ কোহস্তি তথাপি চিন্ত-
নকিত্ত্বগং মেহন্তু গুরো ! নিরন্তরং ॥ ৫২ ॥

তথেতি সোহস্তক্ৰিমপাস্তমোহে গতে চিরঞ্জী-
বিমূনাবধাহসৌ ॥ বৃত্তান্তমেতং স মুদ্রাশ্রবেভ্যঃ
সং শ্রাবয়ং স্তাং কণদামনৈষীত ॥ ৫৩ ॥

এবং বরগ্রহণায় প্রেরিতঃ স শ্রীশঙ্করঃ প্রাহ । ভবন্তং পর্য্যা-
য়েণরূপান্তারণোপলক্ষিতং শুকর্ষিং শুকর্ষেঃ পর্যায়মিতিবা
সর্বাঙ্গানাশুকর্ষিতূল্যমীক্ষ্য ভগবন্তমকলিপুরুষমিত্রিগুণং পরমা-
জ্ঞানং বিষ্ণুমেবাহমদ্রাক্ষমতোহস্মাং পরো বরঃ কোহপি নাস্তি-
তথাপি হে গুরো ! মে চিন্তং সদৈব চৈতন্যতত্ত্ববিষয়মস্থিতি-
বরং দেহীত্যর্থঃ উ० ॥ ৫২ ॥

তথেতি স গোড়পাদঃ প্রাহেত্যমুকুর্য সঙ্কল্পনীয়ং । অথাপাস্ত-
মোহে চিরঞ্জীবিমূনাবস্তক্ৰিমং গতে সতি অসৌ এতং বৃত্তান্তঃ
শিষ্যেভ্যো মুদ্রা সংশ্রাবয়ংস্তাং রাক্ষসমৈষীত ॥ ৫৩ ॥

উৎসাহিত হইয়াছি । তুমি অবিলম্বে বর প্রার্থনা
কর । ৫১ ।

শঙ্কর বলিলেন—আপনি অবিকল শুক ঋষির
তুল্য । আপনি কলিকালের পুরুষ নহেন ।
আমি সৌভাগ্য ক্রমে আপনাকে দেখিতে পাই-
য়াছি । আপনি এক মাত্র পরমাত্মা বিষ্ণু স্বরূপ ।
ইহা অপেক্ষা আর কি বর হইতে পারে । তবে
যদি নিতান্ত দয়া করেন—তাহা হইলে হে গুরু-
দেব ! আমার চিত্ত যেন নিরন্তর চৈতন্য তত্ত্ব
পরমাত্মাতে লীন থাকে । ৫২ ।

অথ জ্ঞানদ্যামুখনি কমীন্দ্রো নির্বর্ত্য নিত্যঃ
বিধিবৎ স শিষ্যেঃ ॥ তীরে নিদিধ্যাসনলালসোহ-
ভূদত্রান্তরেহশ্রয়ত লোকবার্তা ॥ ৫৪ ॥

জম্বু দ্বীপং শস্যতেহস্মাং পৃথিব্যাং তত্রাপ্যেতন্ম
মণ্ডলং ভারতাপ্যং ॥ কাশ্মীরাপ্যং মণ্ডলং তত্র
শান্তং যত্রান্তেহসৌ শারদা বাগধীশা ॥ ৫৫ ॥

অথ প্রাতঃকালে শ্রীশঙ্করঃ শিষ্যেঃ সহ নিত্যকর্তব্যং
গঙ্গায়ঃ বিধিবৎ সংপাদ্য তস্যান্তীরে নিদিধ্যাসনলালসোহভূদে-
তন্নিরন্তরে লোকবার্তাহশ্রয়ত ॥ ৫৪ ॥

তামেবাহ জম্বু দ্বীপমিতি ইন্দ্র ॥ ৫৫ ॥

মায়া মমতা বিহীন চিরঞ্জীবী গোড়পাদ মুনি
তথাস্ত বলিয়া অন্তর্দীন হইলেন । তখন আচার্য্য
শঙ্কর এই সমুদয় বৃত্তান্ত আপনার শিষ্য দিগকে
শ্রবণ করাইয়া সেই রাক্ষি যাপন করিলেন । ৫৩ ।

অনন্তর প্রাতঃকালে আচার্য্য শঙ্কর শিষ্যগণ
সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরে নিত্য কৰ্ম্ম সকল
যথাবিধি সমাপন করিয়া তথায় নিদিধ্যাসন করি-
বার জন্য মনে মনে বাসনা করিলেন । ইতি মধ্যে
লোক কোলাহল শ্রবণ করিলেন । ৫৪ ।

পৃথিবীর মধ্যে জম্বু দ্বীপ প্রধান । তাহার
মধ্যে আবার এই ভারতবর্ষ সর্ব শ্রেষ্ঠ । কাশ্মীর
প্রদেশ সর্বাগ্রগণ্য ও প্রশস্ত । কারণ, কাশ্মীর
দেশে বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শারদা (সরস্বতী)
বাস করিয়া আছেন । ৫৫ ।

সেই দেবীর গৃহে চারিটী দ্বার আছে ।

দ্বারৈ যুক্তং মাণ্ডপৈস্তুতুর্ভি দেব্যা গেহং যত্র
সর্বজ্ঞপীঠং । যত্রারোহে সর্ববিং সজ্জনানাং নান্যে
সর্বৈ যং প্রবেক্ষুঃ ক্রমন্তে ॥ ৫৬ ॥

প্রাচ্যাঃ প্রাচ্যাং পশ্চিমাঃ পশ্চিমায়াং যে
চৌদীচ্যাস্তামুদীচীং প্রপন্নাঃ ॥ সর্বজ্ঞাস্তং দ্বারমু-
দঘাটয়ন্তো দাক্ষা নন্ধং নো তদুদঘাটয়ন্তি ॥ ৫৭ ॥

বার্ভামুপশ্রুত্য স দাক্ষিণাত্যো মানং তদীয়ং

মণ্ডপসম্বন্ধিভিঃ চতুর্ভিঃ দ্বারৈর্যুক্তস্তস্য দেব্যা গেহং যস্মি-
ন গেহে সর্বজ্ঞপীঠং । যত্রারোহে সতি সজ্জনানাং মধ্যে সর্বজ্ঞো-
ভবতি । সর্বজ্ঞাদন্যে সর্বৈহপি যদগৃহং প্রবেষ্টুমপি ন ক্রমন্তে
যদ্বা যদেবস্তুতজ্জদেব্যা গেহমিত্যনয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

দাক্ষা দাক্ষিণাত্যাঃ পিনদ্ধস্তু দ্বারং নোদঘাটয়ন্তি ৫৭ ॥

তস্য বার্ভায়া ইদং প্রমাণং মাতুং ইদং মানং নবেতি

প্রত্যেক দ্বারে এক একটি মণ্ডপ আছে ।
শারদা দেবীর গৃহে সর্বজ্ঞ পীঠ বিদ্যমান ।
সেই স্থানে আরোহণ করিলে সজ্জন গণের মধ্যে
সর্বজ্ঞ হইয়া থাকে । সর্বজ্ঞ ব্যতীত অন্য কে-
হই গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না । ৫৬ ।

প্রাচ্য পণ্ডিতেরা পূর্ব দ্বার—পশ্চিমদেশীয়
পণ্ডিতগণ পশ্চিম দ্বার—উদীচ্য পণ্ডিত গণ উত্তর
দ্বার অধিকার করিয়া আছেন । পূর্ব, পশ্চিম,
উত্তরদেশীয় সর্বজ্ঞ পণ্ডিত গণ দেবীর দ্বার উদঘা-
টন করিতে সমর্থ । দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতেরা দেবীর
বন্ধ দ্বার উন্মোচন করিতে কিছুতেই সক্ষম
নহে । ৫৭ ।

পরিমাতুমিচ্ছন্ । কাশ্মীরদেশায় জগাম হুক্তঃ
শ্রীশঙ্করো দ্বারমপাবরীতুং ॥ ৫৮ ॥

দ্বারং পিনদ্ধং কিল দাক্ষিণাত্যং ন সন্তি বিধাং-
স ইতীহ দাক্ষাঃ । তাং কিংবদন্তীং বিফলাং বিধাতুং
জগাম দেবীমিলয়ায় হব্যন্ ॥ ৫৯ ॥

বাদিত্রাতগজেন্দ্রহুমদঘটাধ্বর্গবসংকর্ষণ-শ্রীমচ্ছ-
ঙ্করদেশিকেস্ত্রমুগরাভায়াতি সর্বার্থবিং । দূরং
গচ্ছত বাদিহুঃশঠগজাঃ ! সংশ্রাসদংষ্ট্রায়ুধো বেদা-
স্তোরুবনাশ্রয়স্তদপরং দ্বৈতং বনং ভক্ষতি ॥ ৬০ ॥

নিশ্চেতুং ইচ্ছন্ তদ্বারমুদঘাটয়িতুং কাশ্মীরদেশায়
জগাম ॥ ৫৮ ॥

কিলেতি প্রসিদ্ধং দাক্ষিণাত্যং দ্বারং পিনদ্ধং । যত ইহ
ভূমৌ দাক্ষিণাত্যবিধাংসো নৈব সজ্জীতি কিংবদন্তী জনশ্রুতিং
বিফলাং বিধাতুং জাগাম আ । ৫৯ ॥

বাদিসমূহাএব গজেন্দ্রাস্তেবাং হুমদঘটাভি ধৌ গরুতং
সম্যক্কর্ষতীতি তথা স চাসৌ শ্রীমচ্ছঙ্করদেশিবেজ্জলক্ষণো

দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত এই বার্ভা শুনিয়া দ্বারের
পরিমাণ জানিতে ইচ্ছা করিয়া দ্বার উদঘাটন
করিতে শেষে সম্বন্ধ মনে কাশ্মীর দেশে গমন
করিলেন । ৫৮ ।

“দক্ষিণ দিকের দ্বার রুদ্ধ আছে । কারণ,
পৃথিবীতে দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত কেহই নাই ।”
আচার্য্য শঙ্কর এই রূপ জন রব বিফল করিবার
মানসে কাশ্মীর দেশে উপস্থিত হন । ৫৯ ।

গজ সদৃশ যে সকল বাদী আছে, তাহাদের

করটতটাস্তবাস্তমদসৌরভসারভরস্বগদলিসম্ভ্র-
মংকলভকুস্তজ্জস্তিতবলঃ । হরিরিব জম্বুকানতি-
মদরদযুতান্ কুজনানপি নাক্ষিগোচরয়তীহ যতি-
পতি ইতকান্ ॥ ৬১ ॥

মুগেন্দ্রঃ সর্বার্থবিদায়াত্যতো হে বাদিহঃশঠগজা ! দূরদৃষ্টত কিং
করোতীতি চেৎ সংন্যাসলক্ষণদংষ্ট্রায়ুধো বেদাস্তলক্ষণবৃহন্ননা-
শ্রয়ো বেদাস্তাদন্যং দ্বৈতপ্রতিপাদকং শাস্ত্রলক্ষণং বনং ভক্ততী-
তাপ্তানি সংশ্রাবয়মিতি ব্যবহিতেনাম্বয়ঃ ৷ ৬০ ॥

করটতটাস্তাদ্গুণ্ডতটপ্রাস্তভাগাজ্জমিতমদসৌরভসারভরং
স্বলভিঃ অলিভিঃ ভ্রমতি গজকুস্তে জ্জস্তিতং বলং যস্ত
স সিংহো যথা ক্ষুদ্রান্ শৃগালান্ ন গণয়তি তথেষ লোকে যতি-
পতি মদলক্ষণরম্যুক্তান্নিন্দিতান্ কুংসিতজনানপি নাক্ষি-
গোচরয়তি ন গণয়তি । যদি ভবতো নজৌ ভজজলাগুরুমর্ক-
টকং ॥ ৬১ ॥

মত্ততা হইতে যে গর্ব উৎপন্ন হইয়াছে—তাহা
দমন করিতে আচার্য্য শঙ্কর সিংহের মতন বল
প্রকাশ করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন ।
হে বাদী দুষ্ক গজ সকল ! তোমরা শীঘ্র দূরে
পলায়ন কর । কারণ, এই শঙ্করাচার্য্য রূপ
মুগেন্দ্র বেদাস্ত রূপ গভীর কাননে বিচরণ করিয়া
থাকেন । সংন্যাস অবলম্বন করাই এই সিংহের
দন্ত ও অস্ত্র । অদ্বৈত শাস্ত্রের বিরোধী যত শাস্ত্র
আছে, সেই সকল দ্বৈত শাস্ত্ররূপ বনে এ সিংহ
কদাচ ভ্রমণ করেন না । ৬০ ।

হস্তীর গণ্ড স্থলের প্রাস্ত ভাগ হইতে যে

সংশ্রাবয়মধ্বনি দেশিকেন্দ্রঃ শ্রীদক্ষিণদ্বার-
ভুবং প্রপেদে । কবাটমুদ্বাট্য নিবেষ্টু কামং স-
সংভ্রমং বাদিগণো অরৌংসীৎ ॥ ৬২ ॥

অথাত্রবীহাদিগণঃ স দেশিকং কিমর্থমেবং

ইত্যেবং মার্গে সং শ্রাবয়ন্ দেশিকেন্দ্রঃ শ্রীদক্ষিণদ্বারভূমিঃ
প্রাপ্তবান্ । ততঃ কবাটমুদ্বাট্য প্রবেষ্টু কামং সসম্ভ্রমস্তং বাদি-
গণো নিরোধিতবান্ উৎ ॥ ৬২ ॥

অথ নিরোধনানন্তরং স বাদিগণো দেশিকমুবাচ । এবং
বহুসম্ভ্রমা ক্রিয়া কিমর্থং বহুসম্ভ্রমস্ত ক্রিয়া করণং ইতিবা যদভ

মদ জল গলিত হইতেছিল, তাহার মৌরভে মত্ত
হইয়া অলিকুল স্থলিত হইল । ভ্রমর গণের
স্থলনে গজকুস্ত বিকৃত হইল । শঙ্করসিংহ
বাদী রূপ গজের পূর্বোক্ত কুস্ত স্থলে বল প্রকাশ
করিয়া থাকেন । কিন্তু ক্ষুদ্র শৃগালকে একেবারে
গণনা করেন না । আর, এই জগতে গর্ব রূপ
দন্ত যুক্ত যে সকল নিন্দিত জন আছে, আচার্য্য
শঙ্কর তাহাদিগকে দর্শন করিতে চাহেন না । ৬১ ।

গুরুবর শঙ্কর এই কথা পথে শোনাইয়া দক্ষিণ
দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইলেন । পরে কপাট
উদ্বাটন পূর্বক গৃহের মধ্যে যখন প্রবেশ করিতে
উদ্যত হন, তৎকালে বাদিগণ সসম্ভ্রমে শঙ্করকে
নিবারণ করিল । ৬২ ।

বাদী সকল আচার্য্যকে বলিতে লাগিল—
কেন ভুমি এরূপ সগর্বে কথা কহিতেছ ? কেন
ভুমি সসম্ভ্রমে এরূপ কার্য্য করিতেছ ? এখানে

বহুসমুদ্রক্রিয়া । যদত্র কার্য্যঃ তদুদীৰ্য্যতাং শনৈর্ন
সমুদ্রমঃ কৰ্ত্তুমলং তদীপ্ সিতং ॥ ৬৩ ॥

যঃ কশ্চিদেত্যেতু পরীক্ষিতুং চেদেদাখিলং
নাবিদিতং মমাণু । ইথং ভবান্ বক্তি সমুদ্রতী-
চ্ছো ! দত্তা পরীক্ষাং ব্রজ দেবতালয়ং ॥ ৬৪ ॥

ষড়ভাববাদী কণভুঙ্ মতঃ পপ্রচ্ছ তং স্বীয়র-

কার্য্যং তৎকালোঃ যত শুদীপ্ সিতং কৰ্ত্তুং সমুদ্রমঃ সমর্থো ন
ভবতি বংশঃ ॥ ৬৩ ॥

যঃ কশ্চিৎ পরীক্ষিতুমায়াতি স কামনাগচ্ছত যতোহহমখিলং
বেদ অণুপি নাবিদিতং নাস্তি । বাদিগণ আহ অমুনা প্রকা-
রেণ ভবান্ বক্তিচেত্ত্বিহি হে সমুদ্রতীচ্ছো ! পরীক্ষাং দত্তা দেবতা-
লয়ং ব্রজ ইচ্ছো ॥ ৬৪ ॥

এবং শ্রদ্ধা পরীক্ষাং দাতুমবশিতং শ্রীশঙ্করাচার্য্যং প্রতি
কণাদমতেত্ত্বিতঃ এতং স্বীয়ং রহস্যং পপ্রচ্ছ । তং বিশিনষ্টি ।

তুমি যাহা করিবে, তাহা শীঘ্র প্রকাশ কর ।
কারণ, তুমি যাহা করিতে বাসনা করিয়াছ,
তাহাতে তোমার সমুদ্রে কিছুই হইবে না । ৬৩ ।

বাদী সকল বলিতে লাগিল, আপনি বলি-
তেছেন—“যে কেহ পরীক্ষা লইতে আসিবেন,
তিনি স্বচ্ছন্দে আসুন । আমি সকল শাস্ত্র অবগত
আছি । অণুমাত্র আমার অবদিত নাই ।” হে
উন্নতিশীল ! আপনি যখন এরূপ কথা বলি-
তেছেন, তখন পরীক্ষা দিয়া দেবতার গৃহে গমন
করুন । ৬৪ ।

শঙ্করাচার্য্য এই কথা শুনিয়া পরীক্ষাদিতে

হস্তমেকং । সংযোগভাজঃ পরমাণুযুগ্মাজাতং
হি সূক্ষ্মং দ্ব্যণুকং মতং নঃ ॥ ৬৫ ॥

যৎ শ্রাদ্ধগুহ্যং তদুপাশ্রিতং তজ্জায়েত কস্মাদ্বদ
সৰ্ববিচ্ছেৎ । নোচেৎ প্রভুহ্মং তব ক্রুমেতে
সৰ্বজ্ঞভাষাং বিহিতাং কথং তে ॥ ৬৬ ॥

দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়ঃ ঘটুবা ইতি রহস্যমেব
দর্শয়তি সংযোগভাগিনঃ পরমাণুদ্বয়াং সূক্ষ্মং দ্ব্যণুকং জাতমিতি
নো মতং ॥ ৬৫ ॥

দ্ব্যণুকাশ্রিতং অণুহ্মং যৎ শ্রাদ্ধং কস্মাজ্জায়েতেতি বদ যদি
হ্মং সৰ্ববিচ্ছেত্তব প্রভুহ্মং বক্রুমেতে তব শিষ্যা রচিতাঃ সৰ্বজ্ঞ-
ভাষাং বাবস্তি । নত্বতঃ স্বং সৰ্বজ্ঞোহসীত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

প্রস্তুত হইলেন । তখন কণাদমতাবলম্বী এক
জন পণ্ডিত আচার্য্যকে আপনার মতের গূঢ়ত্ব
প্রকাশ করিল । দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ
ও সমবায় এই ছয়টা পদার্থ । দুইটি পরমা
যখন পরস্পর সংযুক্ত হয়, তখন তাহা হইতে সূক্ষ্ম
দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয় । ইহাই আমাদের মতের
সার ভাগ জানিবেন । ৬৫ ।

দ্ব্যণুক পদার্থে যে অণুহ্ম আছে, কাহা হইতে
তাহার উৎপত্তি হইয়াছে ? । আপনি যদি সৰ্বজ্ঞ
হন, তবে একথা শীঘ্র বলুন । নতুবা এই সকল
শিষ্য গণ আপনার সমুচিত সৰ্বজ্ঞতা পদ কিরূপে
প্রকাশ করিবে ? । এই প্রশ্নের উত্তর না দিতে
পারিলে জানিতে পারিব যে, কেবল আপনার
শিষ্য গণই আপনাকে সৰ্বজ্ঞ বলিয়া আহ্বান করে ।

যা দ্বিত্বসংখ্যা পরমাণুনিষ্ঠা সা কারণং তন্ত
গতস্য মাত্রা । ইতীরিতে তদ্বচনং প্রপূজ্য স্বয়ং
ন্যবর্তিক কণাদলক্ষ্মীঃ ॥ ৬৭ ॥

তত্রাপি নৈষায়িক আন্তর্গতঃ কণাদপক্ষাচ্চর-
ণাক্ষপক্ষে । মুক্তে বিশেষঃ বদ সর্ববিচ্ছেদোচেৎ
প্রতিজ্ঞাং ত্যজ সর্ববিত্তে ॥ ৬৮ ॥

পরমাণুদ্বয়নিষ্ঠা যা দ্বিত্বসংখ্যা সা তন্ত দ্ব্যণুদ্বয় কারণমিতি
মাত্রা জ্ঞাতা ত্রীশঙ্করেণ কথিতে সতি তদ্বচনং প্রপূজ্য কণাদ-
লক্ষ্মীঃ স্বয়মেব নিবৃত্তিঃ গত্যা উঃ ॥ ৬৭ ॥

তদনন্তরন্তেষু মধ্যে গোতমমতাপ্রয় আন্তর্গতৌ নৈষায়িক
অংহ । কণাদপক্ষাদগৌতমপক্ষে মুক্তে বিশেষঃ বদ যদি ত্বং
সর্বজ্ঞো নো চেৎ সর্ববিবে প্রতিজ্ঞাং ত্যজ ॥ ৬৮ ॥

কিন্তু সকল বিষয় অবগত আছেন বলিয়া আপনি
সর্বজ্ঞ নহেন । ৬৬ ।

শঙ্কর বলিলেন—দুইটী পরমাণুতে যে দ্বিত্ব
সংখ্যা আছে, সেই দ্বিত্ব সংখ্যাই দ্ব্যণুকাশিত পর-
মাণুর কারণ । জ্ঞানবান্ শঙ্করের এই কথা সমাপ্ত
হইলে শঙ্করের বাক্য পূজা করিয়া কণাদলক্ষ্মী
স্বয়ং নিবৃত্তি পাইল ! ৬৭ ।

তদ্বাধ্যে এক জন নৈষায়িক আসিয়া গর্ব
প্রকাশ পূর্বক বলিল । কণাদ পক্ষ হইতে
গৌতমের পক্ষে মুক্তির কি বিশেষ আছে, তাহা
বলুন ? । আপনি সর্বজ্ঞ বলিয়া আপনাকে একথা
বলিয়াছি । নতুবা আপনার সর্বজ্ঞ বলিয়া যে
অভিমান আছে, শীঘ্র তাহা পরিত্যাগ

অত্যন্তনাশো গুণসংগতে যা স্থিতি নভোবৎ
কণভক্ষপক্ষে । মুক্তিস্তদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে সানন্দ-
সম্বিংসহিতা বিমুক্তিঃ ॥ ৬৯ ॥

পদার্থভেদঃ ক্ষুটএব সিদ্ধস্তথেশ্বরঃ সর্বজগ-

এবমুক্ত আচার্য্য আহ । গুণসম্বন্ধতাত্ত্বনাশে নভোব-
দ্যা স্থিতিঃ সা কণাদপক্ষে মুক্তিঃ । তদীয়ে গৌতমপক্ষে তু সা
গুণসম্বন্ধতেরতাত্ত্বনাশে নভোবৎ স্থিতিরানন্দসম্বিংসহিতা মুক্তি-
রিত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

পদার্থভেদস্ত ক্ষুটএব সিদ্ধঃ । কণাদমতে সপ্ত পদার্থাঃ ।
গৌতমমতে তু ষোড়শ তে তথাচ কণভুক্ক্ষত্রং দ্রব্যগুণকর্মসা-

করুন । ৬৮ ।

তাহার প্রত্যুত্তরে শঙ্কর বলিলেন—দ্রব্যের
সহিত গুণের যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের
অত্যন্ত নাশ হইলে আকাশের মতন যে অবস্থান,
কণাদের মতে তাহাই মুক্তি । গুণসম্বন্ধের
অত্যন্ত নাশ হইলে আকাশের মতন যে অবস্থিতি,
সেই অবস্থিতি, জ্ঞান ও আনন্দের সহিত মিলিত
হইলে গৌতমের মতে মুক্তি হয় । ৬৯ ।

কণাদ ও গৌতমের মতে কত পদার্থ, তাহা
স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে । কণাদের মতে
সাতটি আর গৌতমের মতে ষোলটি পদার্থ
আছে । দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সম-
বায় ও অভাব এই সাতটি কণাদ মতে পদার্থ ।
দ্রব্য হইতে সমবায় পর্য্যন্ত এই ছয়টি ভাব
পদার্থ ! আর গৌতম মতে প্রমাণ, প্রমের,

সিদ্ধান্তঃ । স ঈশবাদীভূতিনেতৃত্বেনৈয়ারি-
কোহপি ন্যরতরিরোধঃ ॥ ৭০ ॥

তং কাপিলঃ প্রাহ চ মূলমোনিঃ কিং স্বতন্ত্রা
চিদধিষ্ঠিতা বা । জগদ্বিন্যাসঃ বদ সৰ্ববিদ্যামোচেৎ
প্রবেশন্তব চুলভঃ স্যাৎ ॥ ৭১ ॥

মাস্তবিশেষসমবায়ভাবাঃ সপ্ত পদার্থাঃ । তথা গোতমীরমপি
প্রমাণপ্রমেয় সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়বাদজল-
বিতণ্ডাহেত্বভাসচ্ছলজ্ঞাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সা-
ধিগমইতি । সৰ্বজগদ্বিন্যাসকারণভূত ঈশ্বরস্তথা কণাদপক্ষবদেব
ইত্যাদিতে সতি স ঈশবাদী নৈয়ারিকোহপি নিরোধনাত্ম্যভূতমি-
বৃত্তঃ ॥ ৭০ ॥

ততস্তং সাংখ্যঃ প্রাহ । মূলপ্রকৃতিঃ কিং স্বতন্ত্রা জগৎকারণ-
মূত চিদধিষ্ঠিতেতি সৰ্বজ্ঞত্বাৎ বদ নোচেৎ প্রবেশন্তব চুলভঃ
স্যাৎ ॥ ৭১ ॥

সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক,
নির্ণয়, বাদ, জল, বিতণ্ডা, হেত্বভাস, * ছল,
জ্ঞাতি ও নিগ্রহস্থান—এই ষোলটি পদার্থ ।
এই ষোলটি পদার্থের তত্ত্ব জানিতে পারিলে
মোক্ষ প্রাপ্তি হয় । কণাদের মতে যেমন ঈশ্বর
সকল জগতের নিমিত্ত কারণ, গোতমের মতেও
ঈশ্বর সেই রূপ সকল জগতের নিমিত্ত কারণ ।
আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া ঈশ্বরবাদী নৈয়ারিক
রুদ্ধ হইয়া নিবৃত্ত হইল ॥ ৭০ ॥

অনন্তর এক জন সাংখ্যমতাবলম্বী পণ্ডিত
আসিয়া শঙ্করকে বলিল । আপনি সৰ্বজ্ঞ বলিয়া

না বিশ্বযোনি বহুরূপভাগিনী স্বয়ং স্বতন্ত্রা ত্রি-
শূণ্যজ্ঞিকা সতী । ইত্যেব সিদ্ধান্তগতিস্ত কাপিলী
বেদান্তপক্ষে পরতন্ত্রতা মতা ॥ ৭২ ॥

ততোনদন্তো ন্যরুগন্ সগৰ্বা দম্বা পরীক্ষাং

এবমুক্ত আচার্য্য আহ । সা বিশ্বযোনিঃ সত্ত্বরজস্তমোহিত্তি-
শূণ্যত্রয়াদ্বিকা স্বতন্ত্রা সতী বহুরূপভাগিনী জগদ্বিন্যাসমিত্তি তু
কাপিলী সিদ্ধান্তগতি র্বেদান্তপক্ষে স্বতাঃ পরতন্ত্রতা
মতা ॥ ৭২ ॥

ততো নদন্তো জ্ঞানমিতি তততদনন্তরত্বৈব বাহ্যার্থবিজ্ঞান-
কশূন্তবাদৈঃ প্রথিতাঃ সগৰ্বাঃ নৌত্রান্তিকবৈভাবিকযোগা-

ইতিপূর্বে যথেষ্ট গর্ব প্রকাশ করিয়াছেন ।
একগুণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, মূল প্রকৃতি
যখন স্বাধীন ভাবে বিদ্যমান থাকে, তখনই তিনি
জগতের কারণ ? অথবা কোন চৈতন্যপদার্থ
কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইলে মূল প্রকৃতি জগতের কারণ
হয় ? ইহা না বলিতে পারিলে আপনার গৃহের
মধ্যে প্রবেশ করা চুলভ ॥ ৭১ ॥

আচার্য্য বলিলেন—মূলপ্রকৃতি, সত্ত্বরজ তম
এই ত্রিগুণ বিশিষ্ট । যদিচ স্বতন্ত্র বটে, তথাপি
বহুরূপ ভজনা করিয়া থাকে । বহুরূপা—ত্রিগুণ
বিশিষ্ট মূলপ্রকৃতিই জগতের মূলকারণ । ইহাই
কাপিলের সিদ্ধান্তমত জানিবে । কিন্তু বেদান্ত
মতে প্রকৃতি স্বাধীন নহে, চৈতন্যের স্বাধীন
জানিবে ॥ ৭২ ॥

অনন্তর দুইপ্রকার বাহ্যার্থবাদী, সিদ্ধান্ত বাদী

ব্রজ ধর্ম দেব্যাঃ। যৌদ্ধান্তধাঃ সংপ্রথিতাঃ পৃথিব্যাং
বাহ্যার্থবিজ্ঞানকশূন্যার্থমৈঃ ॥ ৭৩ ॥

বাহ্যার্থবাদো বিবিধস্তদন্তরং বাচং বিবিক্তং যদি
দেবতালয়ং। বিজ্ঞানবাদস্ত চ কিং বিভেদকং
ভবন্যতাদৃক্রহি ততঃ পরং ব্রজ ॥ ৭৪ ॥

চার্যামাধ্যমিকমতগণনিনো যৌদ্ধাঃ পরীক্ষাঃ দ্বা দেব্যা ধাম-
ব্রজেতি নান্দৈ কুর্কন্তো নিরোধং কৃতবন্তঃ ॥ ৭৩ ॥

যদি স্বং দেবতালয়ং বিবিক্তত্বি বিবিধো যো বাহ্যার্থস্তদ-
ন্তরং স্বা বাচ্যং। বিজ্ঞানবাদস্ত চ ভবতো বেদান্তবাদিনো
কিং বিভেদকমিতি ক্রহি ততঃ পরং ব্রজ ॥ ৭৪ ॥

ও শূন্যবাদী—সৌত্রান্তিক, বৈভাবিক, যোগা-
চার্য, মাধ্যমিক—এই চারিপ্রকার জগদ্বিখ্যাত
বৌদ্ধগণ, সগর্বে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল।
‘পরীক্ষা দিয়া দেবীর গৃহে গমন করুন’ নতুবা
আমরা আপনাকে যাইতে দিবনা ॥ ৭৩ ॥

আপনি যদি দেবতালয়ে গমন করিতে ইচ্ছা
করিয়া থাকেন, তবে যে দুইপ্রকার বাহ্যার্থ আছে,
তাহার প্রভেদ বলুন। আপনি বেদান্তবাদী,
আপনার মতের সঙ্গে বিজ্ঞান বাদীর কি প্রভেদ
আছে, তাহাও বলুন। তাহার পর গমন
করুন ॥ ৭৪ ॥

আচার্য বলিলেন—সৌত্রান্তিক, সমুদয় জ্ঞেয়
পদার্থ অনুমান দ্বারা বোধগম্য হয় ইহা স্বীকার
করিয়া থাকেন। সমস্ত পদার্থ প্রত্যক্ষ প্রমাণ-
দ্বারা বোধগম্য হয়—ইহা বৈভাবিকের মত।

সৌত্রান্তিকো বক্তি হি বেদান্তাতঃ শিঙ্গারিগম্যঃ
দ্বিতরোহিকিগম্যঃ। তয়োস্তয়ো ভূতুরতা বিশি-
ক। ক্ষেদঃ কিয়ান্ বেদনবেদ্যভাগী ॥ ৭৫ ॥

বিজ্ঞানবাদী কণিকত্বমেবামঙ্গীচকারাপি বহু-
স্বমেবঃ। বেদান্তবাদী হিরসংবিদেকেত্যঙ্গী চকা-
রেতি মহান্ বিশেষঃ ॥ ৭৬ ॥

এবমুক্ত আচার্য উবাচ। সৌত্রান্তিকঃ সর্বগপি বেদামহু-
মানগম্যং বক্তি। বৈভাবিকস্ত তৎ সর্বং প্রত্যক্ষগম্যং বক্তি।
তয়োঃ সৌত্রান্তিকবৈভাবিকয়োঃ পদার্থবোস্তয়োঃ কণভজু-
রতা সমানো বেদনবেদ্যবিষয়ো ভেদো লিঙ্গবেদ্যত্বরূপো বিশেষঃ
কিয়ান্ বিদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥

বিজ্ঞানবাদ্যঃ বিজ্ঞানীনাং কণিকত্বং বহুত্বং চাক্ষীচকার।
অয়ং বেদান্তবাদীতু হিরমেকং জ্ঞানমিত্যঙ্গীচকারেতি মহান্
বিশেষঃ ইঙ্গ ॥ ৭৬ ॥

সৌত্রান্তিক ও বৈভাবিকের মতে যে সকল
পদার্থ আছে, সেই সকল পদার্থ কণভজুর।
কখন জ্ঞানের বিষয়ভেদ—কখন জ্ঞেয়পদার্থের
বিষয়ভেদ। অনুমানগম্য ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ
গম্য উভয়ের বিশেষ কিরূপ? তাহা অনায়াসে
জানিতে পারা যায় ॥ ৭৫ ॥

এই বিজ্ঞানবাদী যতপ্রকার বিজ্ঞান আছে—
কখন তাহাদের কণিকত্ব স্বীকার করেন, কখন বা
তাহাদের বহুত্ব স্বীকার করেন। আর এই
বেদান্তবাদী এক নিত্যজ্ঞান স্বীকার করিয়া
থাকেন। উভয়ের মতে এই মহৎ বিশেষ

অখত্রবীদ্ধিযসনাসুনারী রহস্যমেকং বদ সর্ব-
বিজ্ঞেং । বদন্তিকারোত্তরশব্দবাচ্যং তৎ কিং
মতেহস্মিন্ বদ দেশিকান্ত ॥ ৭৭ ॥

তত্রাহ দেশিকবরঃ শৃণু যোচতে চেক্সীবাদি-
পঞ্চকমভীকুদাহরন্তি । তচ্ছব্দবাচ্যমিতি জৈন-
মতেহ প্রণন্তে যদ্যন্তি বোদ্ধুমপরং কথয়া-
ন্ত তন্মে ॥ ৭৮ ॥

অন দিগধরাসুনারী জগাদ । যদি ত্বং সর্বজ্ঞস্তাহে বৎ বদ
কিন্তু দিতি তত্রাহ । কার ইত্যুত্তরশব্দো যেবাং তৈ কাচ্যং
বদস্মিন্ জৈনমতেহস্মি তৎ কিং হে দেশিক । আন্ত
বু ৩ ॥ ৭৭ ॥

তৈ জীবান্তিকায়ঃ ধর্মাস্তিকায়ঃ আকাশান্তিকায়ঃ পুঙ্গবা-
ন্তিকায়োহধর্মাস্তিকায়ঃ ইতি শব্দৈ কাচ্যং জীবাদিপঞ্চকমভীকু-
মিত্যুদাহরন্তি । তৎ পৃষ্টমুক্তাহ প্রণন্তে জৈনমতেহপরমপি যৎ
জ্ঞাতুনাতে তচ্ছীদ্রং বদেত্যাহ জৈনমত ইতি ইদ্রং ॥ ৭৮ ॥

জানিবে । ৭৬ ।

অনন্তর দিগম্বরের মতাবলম্বী একজন জৈন
আসিয়া বলিল । আপনি যদি সর্বজ্ঞ, তবে
একটি গোপনীয় বিষয় বলুন । এই জৈন মতে
অস্তিকার ইত্যাদি যে পদার্থ আছে, তাহার অর্থ
কি ? আপনি তাহা বলুন । ৭৭ ।

তখন গুরুবর শব্দ বলিলেন—যদি তোমার
অভিকৃতি হয়, ত গ্রহণ কর । জীবান্তিকায়, পুঙ্গবা-
লান্তিকায়, ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায় ও আকা-
শান্তিকায়, হইবারা জীবাদি পাঁচটি পদার্থ অভীকু

দন্তোত্তরে বাদিগণেতু বাহে বভাগ কন্টিৎ
কিল জৈমিনীয়াঃ । শব্দঃ কিমাত্মা বদ জৈমিনীয়ে
দ্রব্যং গুণোবেতি ততো ব্রজ স্বং ॥ ৭৯ ॥

মিত্যাবর্ণাঃ সর্বগাঃ শ্রোত্রবেদ্যা যন্তরূপং
শব্দজালঞ্চ নিতাং । দ্রব্যং ব্যাপীত্যব্রবন্ জৈমি-
নীয়া ইত্যেবং তৎ প্রোক্তবান্ দেশিকেক্সঃ ॥ ৮০ ॥

এবং বেদবাহ্যে বাদিগণেতু দন্তোত্তরে সতি কন্টিজৈমিনি-
মতাবলম্বীধর্মমীমাংসকো জগাদ । জৈমিনীয়ে মতে শব্দঃ কিং
স্বরূপঃ কিং শব্দার্থমাহ । দ্রব্যং গুণোবেতি । তথাচ শব্দস্বরূপ
মুক্তা ততোব্রজ উং ॥ ৭৯ ॥

মিত্যাবর্ণাব্যাপকাঃ শ্রোত্রৈজিয়বেদ্যাঃ বজ্রপং শব্দজালন্ত-
চ নিতাং দ্রব্যং ব্যাপীতি জৈমিনীয়া অব্রবন্ ইত্যেবং তৎ
জৈমিনীয়াং দেশিকেক্সঃ প্রোক্তবান্ শালি ॥ ৮০ ॥

হইয়াছে, ইহাই জৈন মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা
বলিয়া থাকেন । এই সামান্য জৈনমতে যদি
আরও কিছু তোমার জানিবার থাকে, তবে শীঘ্র
তাহা ব্যক্ত কর । ৭৮ ।

বেদদ্বেষী বৌদ্ধ দিগকে এই রূপে সন্তুষ্ট
প্রদান করা হইলে জৈমিনির মতাবলম্বী এক জন
অধ্বর মীমাংসক আসিয়া বলিল । জৈমিনির
মতে শব্দ কি প্রকার ? দ্রব্য না গুণ ? । শব্দের
স্বরূপ বলিয়া দেবীর গৃহে গমন কর । ৭৯ ।

শব্দ বলিলেন—জৈমিনির মতে বর্ণ সকল
নিত্য ও ব্যাপক । কেবল অরণ্যের দ্বারা
তাহাদের অনুভব হয় । শব্দ সমূহের রূপ যে

শাস্ত্রে সর্কেষপি সত্তবন্তঃ প্রত্যন্তরন্তঃ সম-
পূজয়ন্তে । বারং সমুদ্যতা বহুঃ স্বমার্গঃ ততো-
বিবেশান্তরভূমিভাগঃ ॥ ৮১ ॥

পাণৌ সন্নন্দনমসাবলম্ব্য বিদ্যাভজাসনং
তদবরোচনমাস্তচাল । অত্রোত্তরে বিধিবধু কিবু-
ধাগ্রগণ্যমাচার্য্যশঙ্করমবোচনমস্বাচা ॥ ৮২ ॥

সর্কেষপি শাস্ত্রে প্রত্যন্তরঃ সত্তবন্তঃ তং শ্রীশঙ্করং তে-
বাদিনঃ সমাগপূজয়ন্ত স বারমুদ্যতা মার্গং চ দহঃ । তদনন্তর-
মন্তরভূমিভাগং বিবেশ উঃ ॥ ৮১ ॥

হন্তে সন্নন্দনমসাবলম্ব্য তদ্বিদ্যাভজাসনমবোচনমাস্ত-
চাল । এতদ্বিস্তরে বিবৃধাগ্রগণ্যঃ শ্রীশঙ্করচার্য্যমশরীর-
বাচা শাবদাহবোচৎ ইং ॥ ৮২ ॥

প্রকার, তাহাও নিত্য । আর দ্রব্য নিত্য ও
ব্যাপক । জৈমিনির মতাবলম্বী পণ্ডিত গণ এই
কথা বলিয়া থাকেন । ৮০ ।

আচার্য্য শঙ্কর যখন এই রূপে সকল শাস্ত্রে
উত্তর দিলেন, তখন বাদীগণ উত্তম রূপে আচা-
র্য্যের পূজা করে এবং আর উদ্ঘাটন করিয়া পথ
প্রদান করে । অনন্তর শঙ্কর তাহার ভিতরে
মধ্য ভূমিতে প্রবেশ করিলেন । ৮১ ।

শঙ্কর পদ্মপাদেয় হস্ত অবলম্বন করিয়া দেবীর
ভদ্রাসনে আরোহণ করিবার জন্য চলিতে লাগি-
লেন । ইত্যবসরে বিধিজান্না সন্ন্যস্তী পণ্ডিতের
অগ্রগণ্য আচার্য্য শঙ্করকে দৈববাণী বারা বলিতে
লাগিলেন । ৮২ ।

সর্বজ্ঞতা তেহন্তি পুত্রক সম্মাং সর্বত্র পঠ্যকি-
জবান চেত্তে । বিরক্তিরূপান্তরবিরূপাঃ শিষ্যঃ
কথং ত্রাং প্রথিতাশ্রয়ীঃ সঃ ৮৩ ৮

সর্বজ্ঞতৈকৈব ভবেম হেতুঃ পীঠাধিরোহে প-
রিশুদ্ধতা চ । সা তেহন্তি বানেন্তি বিচার্য্যমেত-
ত্ৰিষ্ঠ কণং স্বং কুরু সাহসং বা ॥ ৮৪ ॥

তে যদবোচনং তদুদাহরতি । সর্বজ্ঞতারাং সংশয়ো নাস্তি
সম্মাং পূর্বত্র পরীক্ষাং প্রাপ্তোহসি । যদি ত্ববান্ সর্বজ্ঞো নাহ
ভবৎ তর্হি বিরক্তিঃ রূপান্তরং বস্ত সচাসৌ বিরূপঃ প্রথিতা-
নামগ্রণীঃ স শিষ্যঃ কথং ত্রাং উঃ ॥ ৮৩ ॥

যদ্যপ্যেবমুত্থাপি পীঠাধিরোহে কেবলং সর্বজ্ঞতৈব হেতু-
নর্ভবেদপিতু পরিশুদ্ধতাপি । সা তেহন্তি নবেত্যোতদ্বিচারণীয়-
মতঃ কণমাত্রং স্বং তিষ্ঠ সাহসং মাকুরু ইং ॥ ৮৪ ॥

পূর্বেই তোমার সর্বজ্ঞতা বিখ্যাত হইয়া-
ছিল । সকল বিষয়ে পূর্বে তোমাকে পরীক্ষা
করা হইয়াছিল । তুমি যে সর্বজ্ঞ, সে বিষয়ে
আর সন্দেহ নাই । যদি তুমি সর্বজ্ঞ না হইবে,
তবে ত্রক্ষার রূপান্তর বিধিরূপ (মণ্ডন) জগদ-
বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়াও কেন তোমার শিষ্য
হইল ? ৮৩ ।

এই সর্বজ্ঞ পীঠে আরোহণ করিবার জন্য
তোমার যে কেরল এক সর্বজ্ঞতা কারণ তাহা
নহে, কিন্তু চিত্তের বিশুদ্ধতা পীঠে আরোহণ
করিবার হেতু । সেই চিত্তের বিশুদ্ধতা তোমার
আছে কি না ? ইহার বিচার করিতে হইবে ।

ত্বক্ষাঙ্গনাঃ সমুপভূজ্য কলারহস্তপ্রাবীণ্য-
ভাজনমভূ যতিধর্মনিষ্ঠঃ । আরোচুমীদৃশপদং
কথমহতা তে সর্বজ্ঞতেব বিমলত্বমপীহ
হেতুঃ ॥ ৮৫ ॥

নাস্মিংশ্চরীরে কৃতকিঞ্চিযোহং জন্মপ্রভৃত্য-

এবং কোটিবয় মুক্তোত্তরকোটিং সাধয়তি । ত্বং যতোযতি-
ধর্মনিষ্ঠঃ সন্নজনাঃ সম্যগুপভূজ্য কামকলারহস্তপ্রাবীণতা-
পাত্রমভূরত ঐদৃশপদমারোচুমিবভূতস্ত তব যোগ্যতা কথমপি
নাস্তি । যতঃ সর্বজ্ঞতেব বিমলতাপীহারোহে হেতুঃ ॥ ৮৫ ॥

এবমুক্তঃ শ্রীশঙ্কর উবাচ নেতি । অহমপি ন সন্ধিহে অঙ্গা-
য়াস্তব সন্দেহো নাস্তীতি কিমু বক্তব্যমিত্যাহুশয়েন সম্বোধয়তি
হে অশ্বতি । যত্বং চাঙ্গনা ইত্যাদি তত্র শৃণু বৎকর্ম দেহান্তর-

তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর- সাহস করিবার
প্রয়োজন নাই । ৮৪ ।

পূর্বের তুমি যতিধর্মনিষ্ঠ হইয়াও কতশত
নারী উপভোগ কর । নারী উপভোগ করাতেই
কাম শাস্ত্রে নৈপুণ্য জন্মে । তবে এরূপ সর্বজ্ঞ
পীঠে আরোহণ করিতে কেন তোমার যোগ্যতা
থাকিবেনা ? । সর্বজ্ঞতার মতন চিত্তশুদ্ধিও
তোমার এই পদে আরোহণ করিবার হেতু । ৮৫ ।

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন । হে জননি !
আমি জন্মাবধি এই শরীরে যে কোন পাপ করি
নাই, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । আর
আমি দেহান্তরে প্রবেশ করিয়া অঙ্গনা উপভোগ
প্রভৃতি যে সকল কার্য্য করিয়াছি, সে কর্ম

স্ব ! ন সন্ধিহেহং । ব্যাধায়ি দেহান্তরসংগ্র-
য়াদ্যম তেন লিপ্যেত হি কর্মণ্যহন্যঃ ॥ ৮৬ ॥

ইত্থং নিরুত্তরপদাং স বিধায় দেবীং সর্বজ্ঞ-
পীঠমধিরুহ্য ননন্দ সভ্যঃ । সম্ভাজিতোহভব-
দসৌ বিবুধৈশ্চ বাধ্যা গার্গ্যা কহোলমুখৈরিব
যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ৮৭ ॥

বাদপ্রাচুর্বিনোদপ্রতিকথনশ্রুতীবাদদুর্বারত-
কন্যাকারস্বৈরধাটীভরিতহরিদ্রুপন্যস্তমাহানুভাব্যঃ ।

সংপ্রয়াহিহিতস্তেন কর্মণা অন্যোহং দেহো ন লিপ্যেত
লোকশাস্ত্রপ্রসিদ্ধং চৈতৎ উৎ ॥ ৮৬ ॥

সরস্বত্যা পণ্ডিতৈশ্চ পূজিতোহভবৎ যথা গার্গ্যা কহোলাদি-
ভিশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যস্তদং ॥ ৮৭ ॥

অথ ভগবৎপাদস্য শারদাপীঠবাসং বর্ণয়তি । বাদেচ প্রাচু-
প্রকটতাং গতো বিনোদো যেযাস্তে ত তে প্রতিকথনশ্রুতিঃ

দ্বারা আমার এই পুরাতন দেহ লিপ্ত হইতে পারে
না, ইহাও শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে জানিবেন । ৮৬ ।

এই রূপে দেবী সরস্বতীকে নিরুত্তর করিয়া
শঙ্কর সর্বজ্ঞ পীঠে আরোহণ করিলেন, শেষে
অত্যন্ত আহলাদিত হইলেন । অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য
ঋষি যেমন গার্গী ও কহোল প্রভৃতি মুনিগণ দ্বারা
অর্চিত হইয়াছিলেন, আচার্য্য শঙ্করও দেবী
সরস্বতী কর্তৃক এবং পণ্ডিতগণ কর্তৃক পূজিত
হইলেন । ৮৭ ।

“বাদ করিবার সময় ষ্টাহারা অত্যন্ত উন্নত
হন, এরূপ মগুন মিশ্র প্রভৃতি প্রতিবাদী পণ্ডিত

সর্বজ্ঞোবস্তুমহিস্তমিত বহুমতঃ ক্ষারভারত্যা-
মোঘপ্রাধিকোযুয মাণো জয়তি যতিপতেঃ শারদা-
পীঠবাসঃ ॥ ৮৮ ॥

প্রতিবাদিপণ্ডিতা মণ্ডনমিশ্রগ্রন্থখণ্ডৈঃ সাকং যো বাদস্তত্র যে
তর্ক্যারতর্কা অবিজ্ঞাততত্ত্বার্থে, কারণোপপত্তিতত্ত্বজ্ঞানার্থ
মুহুর্তক ইত্যাক্ষণকণাস্তেবাং ন্যাকারে তিরস্বারে বৈরাতিঃ স্বতন্ত্রা-
তিষ্ঠিত্যতি ব্যাপ্ত্যতি ইরিত্তি নির্গতি রূপন্যস্তং বর্ণিতং মাহাত্ম-
তাবাং মতাপ্রভাবৎ বস্ত সৎ সর্বজ্ঞোহত এব বহতিঃ সমস্ত-
গুণশালিহেনাত্যস্তং সম্ভাবিতোহস্মিন্ পীঠে বস্তুমহৌ যোগ্য
ইতি ক্ষারভারত্যা বিশালয়া বাচ্যমোঘপ্রাধর্য সফলপ্রশংসয়া
সৈক্স জোযুযমাণো ভূশং যুযমাণো যতিপতেঃ শ্রীশঙ্করস্ত
শারদাপীঠবাসো জয়তি সর্বোৎকর্ষণে বর্ততে । ক্ষারঃ যথাতথ্য
ভারত্যা সরস্বত্যাহমোঘপ্রাধর্য জোযুযমাণ ইতিবা স্রং ॥ ৮৮ ॥

গণের সহিত প্রথমে বাদ হয় । সেই বাদে যে
অনিবার্য তর্ক (অজ্ঞাত তত্ত্ব অর্থে কারণ দেখা-
ইয়া তত্ত্ব জানিবার জন্য যে বিচার) হয়, তাহা
খণ্ডন করিতে প্রবলবেগে যুদ্ধ যাত্রা করা হয় ।
সেই যুদ্ধ যাত্রা দ্বারা দিগ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইলে
তাহাতে ষাঁহার অসীম মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে ।
সেই ব্যক্তি আপনি—সুতরাং আপনি সর্বজ্ঞ ।
সমস্ত গুণাক্রান্ত হওয়াতে এই পীঠে আপনি
বসিবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্র ।* এই রূপ উচ্চৈঃ-
স্বরে বিশাল বাক্য দ্বারা এবং সকলে প্রশংসাবাদ
দ্বারা—সকলেই আপনার জয় ও কীর্তি ঘোষণা
করিয়া থাকে । অতএব একরূপ মহতের—একরূপ

কৃত্রাপ্যাসীৎ প্রলীনেক্ষণচরণকথা কাপিলী
কাপি লীনা ভগ্নাহভগ্না গুরুক্তিঃ কচিদজনি পরং
ভট্টপাদপ্রবাদঃ । ভূমৌ বা যোগকাণাদজনিত-
মতমাত্তবাগ্ভেদবার্তা দুর্দান্তব্রহ্মবিদ্যাগুরুদু-
রুদকথাহুন্দুভে ধি ক্ষিমেহতঃ ॥ ৮৯ ॥

কিঞ্চ দুর্দান্তে রুদকৈ বাদিভিঃ সহ ব্রহ্মবিদ্যাগুরোঃ শ্রীশ-
ঙ্করস্ত বাদলক্ষণদ্যতকথয়া হুন্দুভেক্ষিধিমে ইতি শব্দালীক্ষণ-
চরণতাক্ষণপাদস্ত গোতমস্ত কথা কাপি একর্ষণে লীনা আসীত-
ণা কাপিলী কপিলকথা কাপি লীনা আসীৎ । তথা পূর্বমভয়া-
পি প্রভাকরোক্তির্ভগ্না আসীৎ । ভট্টপাদপ্রবাদঃ পরং কেবলং
কচিদপি ভূমাবজনি প্রাহুতঃ । কিঞ্চ অথ তথা পাতঞ্জলৈঃ
কাণাদৈশ্চ জনিতং যম্মতস্তদভিয্যাপ্য ভেদবার্তা ভূতবাগ্‌মুচি-
তবাগ্যাসীৎ অসমবাগিতিবা অসত্যবাগিতিবা । ভূতঃ স্মাদৌ
পিশাচাদৌ জন্তৌ ক্লীবস্তিহুচিতে । প্রাপ্তে বৃন্তে সমে নতো
দেবযোক্তস্তত্ত্বরেহুগে ইতি মেদিনী ॥ ৮৯ ॥

জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের শারদা পীঠে অবস্থান অদ্য
সর্বপ্রকারে উৎকর্ষ লাভ করুক । ৮৮ ।

দুর্দান্ত দুষ্ক বাদীগণের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার
গুরু শঙ্করাচার্যের যে বাদরূপ পাশ্চাত্তীভার
কথা হয়, সেই কথা রূপ হুন্দুভিবাদ্যের দ্বিক্রিম
শব্দ উৎপন্ন হইলে, অক্ষপাদ গোতমের কথা
কোথায় লীন হইল—কপিলেরও কথা কোথায়
নিমগ্ন হইল—পূর্ব প্রভাকরের অভূয় বাক্য
একেবারে ভগ্ন হইল—ভট্টপাদের বাক্য কেবল
পৃথিবীর কোন কোন স্থানে বিদ্যমান রহিল ।

কাণাদঃ ক প্রণাদঃ কচ কপিলবচঃ কাক্ষিপাদ-
প্রবাদঃ কাপ্যক্সা যোগক্সা ক গুরুরতিলঘুঃ কাপি-
ভাট্টপ্রঘটং । ক দ্বৈতাদ্বৈতবার্তা ক্ষপণকবিরূতিঃ
কাপি পাণ্ডমথগু ধ্বাস্তধ্বনৈকভানো জয়তি যতি-
পতেঃ শারদাপীঠবাসে ॥ ৯০ ॥

ততো দিবিসদধ্বনি ত্বরিতমধ্বরাশাবলীধুরন্ধর-
সমীরিতত্রিংশপাণিকোণাহতঃ । অরুন্ধ হরিদ-
স্তরং স্বরভরে ভ্রমংসিদ্ধুভি ঘনামঘনারবপ্রথ-
মবন্ধুভি দু' ন্দুভিঃ ॥ ৯১ ॥

কচভরবহনং পুলোমজায়াঃ কতিচিদিহান্যপগ-

কিঞ্চ পাষণ্ড সংঘাতান্মাককারধ্বনৈকসূর্য্যাস্ত যতিপতেঃ
শারদাপীঠবাসে জয়তি সতি কাণাদঃ প্রবাদঃ ক নক্যাপীত্যথঃ ।
কাপি ক্ চ ক্ষপণকবিরূতি রাহিতব্যাত্য্যানং ॥ ৯০ ॥

আর পাতঞ্জল ও কণাদ মতাবলম্বী ব্যক্তি গণ
যেমত স্বজন করিয়াছেন, সেই মত বেপিয়া ভেদ
সম্বাদ একেবারে অনুচ্চিত বাক্য হইল । ৮৯ ।

পৃথিবীতে যেত প্রকার পাষণ্ড ছিল, তাহা-
দের মত রূপ অন্ধকার দলন করিতে যতিপতি
শঙ্কর এক মাত্র সূর্য্য ছিলেন । এরূপ মহোদয়
শঙ্করের শারদাপীঠে অবস্থিতি হইলে কণাদের
প্রবাদ আর কোথায় থাকিল ? কপিলের বাক্য
কোথায় থাকিবে ? গৌতমের কথা একেবারে
লুপ্ত হইল । যোগশাস্ত্রের অনুগামী পাতঞ্জল
গণ অন্ধ হইয়া গেল । গুরু প্রভাকর ক্রমশঃ
অতিশয় লঘু হইলেন । ভট্টমতের সরণি একে-
বারে লুপ্ত প্রায় হইয়া আসিল । দ্বৈত ও অদ্বৈত
এই উভয় বার্তা থাকিতে পারিল না—এবং
জৈনমতাবলম্বীদের ব্যাখ্যা নামমাঝে পরিণত
হইল । ৯০ ।

শঙ্করের শারদ পীঠে আরোহণ করা হইলে

ততঃ শারদাপীঠারোহণানস্তরং দিবিসদধ্বনি দেবমার্গে-
ত্বরিতং বাটিতি যজ্ঞভূকপংক্তিধুরন্ধরইন্দ্রস্তেন সম্যক্ প্রেরিতা-
নাং দেবানাং হস্তপ্রাপ্তভাগৈরাহত আসমগ্নাত্মাভিতো দুন্দুভি
ভ্রমন্তঃ সিদ্ধবঃ সমুদ্রা যৈ ঘনামঘনো মেঘস্তস্য ঘনীভূতানা-
মারবাণাঃ শব্দানাং প্রথমবন্ধুভিস্তত্তুল্যৈঃ স্বরাণামতিশয়ে হ-
রিতাং দিশামস্তরমস্তরালমক্ক রোধিতবান্ পৃথ্বী ॥ ৯১ ॥

অথানস্তরং সুধাভূজো দেবাঃ পুলোমজায়াঃ শচ্যাঃ সংঘত-
কেশভরবহনং কতিচিদিবসানি অপগর্ভকমপগতেষদ্বিকসং

দেবরাজ ইন্দ্র শীঘ্র দেবতাদিগকে প্রেরণ করি-
লেন । অন্যান্য দেব গণ ইন্দ্রের আদেশে হস্তের
প্রাপ্ত ভাগ দ্বারা দুন্দুভিবাদ্য বাজাইতে লাগি-
লেন । মেঘ সকল সমুদ্রদিগকে চঞ্চল করিলে
সেই সমুদ্র হইতে যে শব্দ উথিত হয়, সেই
শব্দের মতন দুন্দুভি শঙ্ক দ্বারা দেবগণ একেবারে
দিগ্‌মণ্ডল আচ্ছাদন করিল । ৯১ ।

অনস্তর ইন্দ্রাণীর বন্ধ কেশ কলাপের উপরে
যে সকল বিকসিত স্বর্গীয় পুষ্প থাকিত, কিছু
দিনের জন্য দেবগণ শচীর সেই কবরী পুষ্প শূন্য
করিয়া—ঈষৎ বিকসিত পুষ্প দ্বারা কবরী বিরহিত
করিয়া—শঙ্কর গুরুর মস্তকে মানন্দে কল্পতরুর

ভকং যথা স্যাৎ । গুরুশিরসি তথা হৃদাশনাঃ
স্বস্তকুকুস্থান্যথ হর্ষতোহ ভ্যবর্ষন্ ॥ ৯২ ॥

ইতি মুনিরতিতুষ্কোহধ্যায় সর্বজ্ঞপীঠং নিজমত-
গুরুতায়ৈ নোপুন মর্মানহেতোঃ । কতিচন বিনিবে-
শ্যার্থ্যশৃঙ্গাশ্রমাদৌ মুনিরথ বদরীং স প্রাপ
কৈশ্চিৎ স্বশিষ্যৈঃ ॥ ৯৩ ॥

পুংসঃ যথাস্তাতথা গুরোঃ শ্রীশঙ্করশ্চ শিরসি কলবৃক্ষপুষ্পাণি
হর্ষণোভ্যবর্ষন্ সম্যক বৃষ্টিং কৃতবস্তুঃ পুন্নিভাগ্রা ॥ ৯২ ॥

ইত্যেবমতিতুষ্কো মুনিঃ শ্রীশঙ্করঃ সর্বজ্ঞপীঠমধ্যায় তদ-
পরিত্রিত্বা তদপি নিজমতস্য গুরুতায়ৈ শ্রেষ্ট্যায় ন পুনর্মর্মান-
হেতোরথানস্তরং কতিচন হুরেখরাদীন তচ্ছিষ্যান্ ধ্ব্যশৃ-
ঙ্গাশ্রমাদৌ বিনিবেশ্যাস্থ মুনি বদরীঃ বদরিকাশ্রমং কৈশ্চিৎ
স্বশিষ্যৈঃ সহিতঃ সন্ প্রাপ মালিনী ॥ ৯৩ ॥

কুস্থম রাশি বর্ষণ করিতে লাগিল । ৯২ ।

এই রূপে মুনিবর শঙ্কর অত্যন্ত পরিতুচ্চ
হইয়া সর্বজ্ঞ পীঠে অবস্থান করিলেন । নিজের
মত কিসে সর্বত্র প্রচারিত হয় এবং সর্ব মত
অপেক্ষা নিজের মত কিরূপে শ্রেষ্ঠ হয়, ইহার
জন্যই আচার্য্য সর্বজ্ঞ পীঠে আরোহণ করিয়া
কিছু দিন বাস করেন । নতুবা সকলে কিসে
সন্মান করিবে—কি রূপে সকল পণ্ডিতের অগ্রগণ্য
হইবেন—ইহার জন্য কদাচ শারদা পীঠে অব-
স্থান করেন নাই । পরে কিছু দিন তথায় অব-
স্থান করিয়া হুরেখর প্রভৃতি কতক গুলির
শিষ্যকে ধ্ব্য শৃঙ্গাশ্রম প্রভৃতি আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত

দিবসান্ বিনির্নায় তত্র কাংশ্চিৎ স চ পাত-
ঞ্জলতন্ত্রমিতিভ্যঃ । কপয়োপদিশন্ স্বসূত্রভাষ্যং
বিজিতত্যাগিতসর্বদর্শনেভ্যঃ ॥ ৯৪ ॥

নিতরাং যতিরাদুড়ুরাজকর প্রকরপ্রচুরপ্রসার
স্বযশাঃ । স্বময়ং সময়ং গময়ন্ রময়ন্ হৃদয়ং সদয়ং
হৃদিয়াং শুভভে ॥ ৯৫ ॥

অথ তত্র বৎকৃতবা কুদাহ । তত্র বদরীয়াং সচ শ্রীশঙ্করাচা-
র্যো বিজিতাশ্চতে ত্যাজিতসর্বদর্শনাশ্চ ইতিভে তথাভূতেভ্যঃ
পাতঞ্জলশাস্ত্রমিতিভ্যঃ কপয়া স্বকৃতং ভাষ্যমুপদিশন্ সন্-
কানিচিদ্দিবসানি ব্যতিক্রান্তবান্ বসন্তমালিকা ॥ ৯৪ ॥

উডুরাজস্য চন্দ্রস্য কিরণপ্রকরঃ কিরণকলাপস্তদ্বৎ প্রচুরঃ
প্রসরোবস্য তথাভূতং স্বীয়ং যশোবস্য স যতিরাত শ্রীশঙ্করা-
চার্য্যঃ স্বময়মাশ্রুপ্রচুরং সময়ং শাস্ত্রমবগময়ন্নয়ং হৃদিয়াং
হৃদয়ং রময়ন্ সন্নিতরাং শুভভে তোটকং ॥ ৯৫ ॥

করেন । অবশিষ্ট কতকগুলির আপনার শিষ্য
সঙ্গে লইয়া মুনিবর শঙ্কর বদরিকাশ্রমে গমন
করেন । ৯৩ ।

বদরিকাশ্রমে শঙ্করাচার্য্য পূর্বের বাহাদিগকে
জয় করিয়া ছিলেন—শেষে অন্যান্য সমস্ত দর্শ-
নের মত বাহাদের হৃদয় হইতে দূর করিয়া দেন,
সেই সমস্ত পাতঞ্জল দর্শনের অমুচর বিখ্যাত
পণ্ডিত দিগকে অনুকম্পা পূর্বক স্বকৃত ভাষ্য
উপদেশ দিয়া কতিপয় দিবস অতিবাহিত
করিলেন । ৯৪ ।

যতি রাজ শঙ্করের কীর্তিকলাপ নক্ষত্ররাজ

এবং প্রকারৈঃ কলিকল্মষনৈঃ শিবাবতারস্ত
শুভৈশ্চরিত্রৈঃ । দ্বাত্রিংশদভ্যুজ্জ্বলকীর্তিরাশেঃ সমা
ব্যতীযুঃ কিল শঙ্করস্ত ॥ ৯৬ ॥

ভাষ্যং ভূষ্যং স্ত্রীশীলৈরকলিকলিমলধ্বংসিকৈ-
বল্যমূল্যং হস্তাহস্তা সমস্তাং কুমতিনতিকৃতা

উপসংহরতি । এবং প্রকারৈঃ কলিকল্মষনৈঃ শুভৈশ্চরিত্রৈ-
কজ্জ্বলকীর্তিরাশেঃ শিবাবতারস্ত শঙ্করস্ত দ্বাত্রিংশং সংবৎ
সরা ব্যতীযুরিতিগোজনা আখ্যানকী ॥ ৯৬ ॥

শ্রীশঙ্করাচার্যোভাষ্যাদিকরণৈঃ সূদিয়াং কৃতে নিরতিশয়-
শ্রেয়ঃ সম্পাদিতবান্ উভাশয়েনাত ভাষামিতি । স্ত্রীশীলৈঃ
ভূষ্যং কলিমলবিমাশং কৈবল্যস্ত মূল্যং বেতনং ভাষ্যমকলিকৃতং

চন্দ্রের কিরণ মালার মতন সর্বত্র বিস্তৃত ।
তথায় শঙ্কর আত্মতত্ত্বে পরিপূর্ণ শাস্ত্র সকল
তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন । শেষে স্ত্রী
গণের অন্তঃকরণ পুলকিত করিয়া নিতান্ত শোভা
পাইতে লাগিলেন । ৯৫ ।

উপসংহারে বক্তব্য এই—ঈশ্বার কীর্তিকলাপ
অত্যন্ত উজ্জ্বল—এরূপ মহোদয় শঙ্করের এই রূপ
অলৌকিক, কলিকলুষনাশী চরিত্র দ্বারা বত্রিশ
বৎসর অতীত হইল । শিবাবতার শঙ্করের
চরিত্র, কার্য ও কীর্তি কলাপ সর্ব প্রকারে
অমানুষীয় ঘটনা দ্বারা সঙ্কলিত । ৯৬ ।

স্ত্রীশীল পণ্ডিতগণের সংস্পর্শে যে ভাষ্য
অত্যন্ত অলঙ্কৃত হয়—যে ভাষ্য একেবারে কলি-
কলুষ ধ্বংস করিয়া থাকে—যে ভাষ্য কৈবল্য মুক্তির

খণ্ডিতা পণ্ডিতানাং । সদ্যোবিদ্যাতিতাসৌ বিপথ-
বিমথনৈর্মুক্তিপদ্যা হনবদ্যাশ্রেয়োভূয়োবুধানামধিক-
তরমিতঃ শঙ্করঃ কিং করোতু ॥ ৯৭ ॥

হস্তাহশোভি যশোভরৈস্ত্রিজগতী মন্দারকু-
লেন্দুভা—মুক্তাহারপট্টারহীরবিহরমীহারতানি-

হস্তেতি তর্ষে কোমলামগ্নগেবা কুমতীনাং নমস্কারৈঃ কৃতা যা
পণ্ডিতানামহস্তা সা সমস্তাং খণ্ডিতা । এবঞ্চ বিপথমথনৈরসা-
বনবদ্যা মুক্তিপদ্যা মোক্ষপদ্ধতিঃ সদ্যোবিদ্যাতিতা । তন্মা-
দেবং কর্তা শঙ্করঃ ইতোহধিকতরং শ্রেয়ঃ পুনঃ কিংকরোতু
তত্ত্বাভাবাদিত্যর্থঃ শ্রদ্ধা ॥ ৯৭ ॥

কিঞ্চ হস্তেত্যাম্বর্ষ্যে তর্ষে বা ত্রিজগত্যাং ত্রিলোক্যাং বা

বেতন স্বরূপ—অর্থাৎ এই ভাষ্য দেখিবা মাত্র
মুক্তি ঘটিয়া থাকে—আর্য্য শঙ্কর এরূপ মহা-
মূল্য বা অমূল্য ভাষ্য প্রণয়ন করেন । কুমতা-
বলম্বী বাদী গণ প্রণাম করিয়া যে সকল পণ্ডিতের
অহঙ্কার উৎপাদন করিয়াছেন—সেই অহঙ্কার
একেবারে আচার্য্য কর্তৃক বিদলিত হয় । পরে
কুপথ মন্থন করিয়া আনন্দিত মুক্তি পদ্ধতি সম-
ধিক প্রদীপ্ত করেন । মহোদয় শঙ্কর এই সকল
মুচ্যরূপে স্তম্ভিত করেন । বস্তুতঃ ইহা
অপেক্ষা আর কোন মঙ্গল জনক কার্য্য ছিল না ।
এই কারণে শঙ্কর তাহা স্তম্ভিত করেন নাই ।
যদি মাস্তুলিক কার্য্য করিতে শঙ্করের ত্রুটি হইত,
তবে কখনই তিনি মহোচ্চপদে অধিরূঢ় হইতেন
না । ৯৭ ।

ভৈঃ । কারুণ্যামৃতনির্ঝরৈঃ স্নকৃতিনাং দৈম্ভ্য-
নলঃ শূন্যতাং নীতঃ শঙ্করযোগিনা কিমধুনা সৌ-
রভ্য সারভ্যতাং ॥ ৯৮ ॥

আক্রান্তানি দিগন্তরাগি যশসা সাধীয়াস ভূয়সা
বিস্মেরাগি দিগন্তরাগি রচিতাস্ত্যত্বত্বৈতৈঃ ক্রীড়িতৈঃ ।

নি মন্মাদাদীনি তত্ত্বলৈয়াসমস্তাচ্ছোভনৈর্ঘশসাং ভরৈর্ভারৈ-
রতিশয়েধী কারুণ্যামৃতত্ব নির্ঝরৈঃ প্রবাহৈঃ শঙ্করযোগিনা
স্নকৃতিনাং দৈম্ভ্যলক্ষণোহয়িঃ শূন্যতারীতোহিতস্তেনাদুনাহতঃ
পরং প্রৌরভ্যক্টিমারভ্যতাং । তত্রেন্দুভাশ্চজ্যোৎস্না পটীমশ-
লনং চীরোবজং বিহরম্মীহারশ্চলভূষাং শাদূলং ॥ ৯৮ ॥

কিঞ্চ সাধীয়াস বাচতরেণাতিদূঢ়েন ভূয়সাযশসা দিগন্তরাগি

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ! অথবা ইহা
আনন্দের বিষয় ! শঙ্করের যশোরশি এক জগতের
নহে—কিন্তু ত্রিভুবনের যত কল্প কুন্ডল, যত কুন্দ
পুষ্প, যত চন্দ্রের জ্যোৎস্না, যত চন্দন, যত হীরক,
যত প্রকার চঞ্চল ভূষার কণা, এবং যত প্রকার
উজ্জ্বল তারা আছে, তাহার মতন সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি
কলাপ । কারুণ্য রূপ অমৃত প্রবাহ এবং
পূর্বোক্ত উদ্দীপ্ত স্বীয় যশোরশি দ্বারা মহানুভব
শঙ্কর স্নকৃতি শালী পণ্ডিত গণের দৈন্য রূপ অনল
নির্ঝর করেন । আচার্য্য যখন এরূপ অসাধারণ
কার্য্য করিয়াছেন, তখন ইহা অপেক্ষা আর
কি কার্য্য করিবেন—যে কার্য্য করিলে আচার্য্যের
একটু সৌরভ বৃদ্ধি হয় ॥ ৯৮ ॥

দূঢ়তর ও মহত্তর যশোরশি দ্বারা দিগ্‌মণ্ডল

ভক্তাঃ স্বেপ্সিতভুক্তিমুক্তিকলনোপায়ৈঃ কৃতার্থী-
কৃত্য ভিক্ষুক্ষাপতিনা কিমন্যদধুনা সৌজন্য-
মাতন্যতাং ॥ ৯৯ ॥

পারিকাজ্জীখরোহিথাপদুদ্বারকং সেবমানাতুল-
স্বস্তিবিস্তারকং । পাপদাবানলাতাপসংহারকং
যোগিবৃন্দাধিপঃ প্রাপ কেদারকং ॥ ১০০ ॥

আক্রান্তানি ব্যাপ্তানি অস্তিম্বাচর্য্যোনেদসাধাবিতিবাচ শব্দস্ত-
সাধাদেশঃ । বাচং দৃঢ়প্রতিজ্ঞায়োরিতি মেদিনী । তথা তাস্ত্যনা-
শ্চর্য্য রূপৈরতিমাহুযৈঃ ক্রীড়িতৈর্দিগন্তরাগি বিস্মেরাগি বিস্ময়-
শীলানি রচিতানি তথা স্বভক্তাঃ স্বস্ত্রেপ্সিতভোগমোক্ষপ্রাপ্ত্য-
পায়ৈঃ কৃতার্থীকৃত্যস্ত্যাদেবং কৃতবতা যতিরাজেনাধুনে-
তোহন্তং সৌজন্যং কি মাতন্যতাং ॥ ৯৯ ॥

পারিকাজ্জীখরোহিপি তাপসেখরোহিপি তপস্বী তাপসঃ
পারিকাজ্জীত্যমরঃ । কেদারকং প্রাপ । তং বিশিনষ্টি ।

ব্যাপ্ত করেন । অত্যন্ত আশ্চর্য্য রূপ অর্থাৎ
অলৌকিক ক্রীড়া কলাপ দ্বারা চারিদিক্ বিস্ময়
রসে পরিপূর্ণ করেন । আর যে সকল আপনার
ভক্ত ছিল, তাহাদিগকে অভীষ্ট ভোগ ও অভীষ্ট
মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় দ্বারা কৃতার্থ করেন ।
আচার্য্য যখন এরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তখন ইহা
অপেক্ষা আর অধিক কি সৌজন্য দেখাইবেন ? ।
পৃথিবীতে এমন আর কোন কার্য্য নাই যে, সেই
কার্য্য করিলে শঙ্করের আর একটু সৌজন্য বৃদ্ধি
হইবে ॥ ৯৯ ॥

শঙ্কর তাপসের মধ্যে ঈশ্বর হইলেও শৈবে

তত্রাতিশীতাদিত্যশিষ্যসংরক্ষণায়াহতুলিত-
প্রভাবঃ । তপোদকং প্রার্থয়তে স্ম চন্দ্রক-
লাধরাতীর্থকরপ্রধানঃ ॥ ১০১ ॥

কশ্মন্দিবৃন্দপতিনা গিরিশোহর্থিতঃ সন্ সন্তপ্ত-
বারিলহরীং স্বপদারবিন্দাং । প্রাবর্তয়ৎ প্রথমতী

আপহুদারকং সেবমানানামতুলায়াঃ স্বস্তেবিস্তারকং পাপদাবাগি
পরিতাপস্ত সংহারকং অগ্নিণী ॥ ১০০ ॥

তত্র কেদারকে. অতিশীতেন পীড়িতস্য শিষ্যসমূহস্য
সংরক্ষণার্থমতুলপ্রভাবঃ শাস্ত্রকর্তৃষু প্রধানঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ
চন্দ্রকলাধরান্মহাদেবাং তপোদকং প্রার্থয়ামাস উপ-
জাতিঃ ॥ ১০১ ॥

তথা হইতে কেদার তীর্থে গমন করেন । কেদার
তীর্থ সকল প্রকার বিপদরাশি ভঞ্জন করিয়া থাকে ।
যাহারা এই তীর্থের একান্ত ভক্ত, প্রাণপণে এই
তীর্থে আসিয়া বসতি করিয়া থাকে, তাহাদের
অনুপম মঙ্গল পথ বিস্তৃত হয় । এই তীর্থে বাস
করিলে পাপ রূপ দাবানলের প্রচণ্ড উত্তাপে আর
দগ্ধ হইতে হয় না । ১০০ ।

এ কেদারতীর্থে আচার্য্যের সমুদয় শিষ্য
অনিবার্য শীত যন্ত্রণায় অতিশয় ব্যথিত হন ।
শাস্ত্র কর্তা দিগের মধ্যে প্রধান এই শঙ্করাচার্য্য শীত
ব্যথিত শিষ্য দিগকে রক্ষা করিবার জন্য চন্দ্র-
কলাধারী মহেশ্বরের নিকট হইতে উষ্ণজল
প্রার্থনা করিলেন । ১০১ ।

ভিক্ষুক দিগের অধীশ্বর শঙ্করাচার্য্য মহাদেবের

যতিনাথকীর্ত্তিঃ যাহদ্যাপি তত্র সমুদগচ্ছতি তপ্ত-
তোয়া ॥ ১০২ ॥

ইতি কৃতস্বরকার্য্যং নেতুমাজগ্মুরেনং রজত-
শিখরিশৃঙ্গং তুঙ্গমীশাবতারম্ । বিধিশতমখচন্দ্রো-
পেন্দ্রবাস্মিণ্পূর্বাঃ সুরনিকরবরেণ্যাঃ সর্ষিসজ্জাঃ
সসিদ্ধাঃ ॥ ১০৩ ॥

কশ্মন্দিবৃন্দস্ত ভিক্ষুসমুদায়স্ত পতিঃ দ্রীশংকরোহস্তেন
প্রার্থিতঃ সন্ গিরিশঃ শিবঃ সন্তপ্ততোয়লহরীং নদীং স্বচরণাব-
বিন্দাং প্রবর্তিতবান্ । যা ত্ততপ্ততোয়া যতিনাথকীর্ত্তিঃ বিস্তা-
রন্তী অদ্যাপি তত্র সমুদগচ্ছতি সমুদ্রসতীতিবা বসন্ততি-
লক ॥ ১০২ ॥

ইত্যেবং কৃতং দেবকার্য্যং যেন তমেনমীশাবতারং দ্রীশ-
ঙ্করং তুঙ্গমুদতং কৈলাসগিরিশৃঙ্গং প্রতিনেতুং ব্রহ্মেন্দ্রাদয়ঃ
সুরসমুদায়প্রবরা ঋষিসজ্জাঃ সিদ্ধৈশ্চ সহিতা আজগ্মুঃ
মালিনী ॥ ১০৩ ॥

নিকটে প্রার্থনা করেন । শঙ্করের প্রার্থনায় পরি-
তুষ্ট হইয়া মহাদেব আপনার চরণার বিন্দ হইতে
একটা তপ্ত জল বিশিষ্ট নদী সৃজন করেন । 'তপ্ত
তোয়া' নাম ধারণী যে নদী যতিপতির কীর্ত্তি
বিস্তার করিয়া অদ্যাপি কেদার তীর্থে প্রবাহিত
হইতেছে । ১০২ ।

এইরূপে দেব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শিবাবতার
শঙ্কর কেদার তীর্থে কিছু দিন অবস্থান করেন ।
তৎকালে বিধি, বিষ্ণু, ইন্দ্র; বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি বর-
ণীয় দেবতাগণ ঋষি দিগকে ও সিদ্ধসমূহ সঙ্গে

বিদ্যাদ্বন্দ্বীনিযুতসমুদারক যুদ্ধে বিমানৈঃ সংখ্যা-
তীতৈঃ সপদি গগনভোগমাচ্ছাদয়ন্তঃ। স্তম্ভা দেবঃ
ত্রিপুরমথনং তে যতীশানবেষং মন্দারোথৈঃ কুন্ত
মনিচয়ৈরক্রবশ্চয়ন্তঃ ॥ ১০৪ ॥

ভবানাদ্যোদেবঃ কবলিতবিষঃ কামদহনঃ

আগত্য যৎ কৃতবস্তদাহ। বিদ্যাদ্বন্দ্বীনাং নিযুতৈ লক্ষৈঃ
সমাগারকঃ যুদ্ধং যৈঃ বিদ্যাদ্বন্দ্বীনিযুততুল্যৈরিত্তি যাবৎ
তথাভূতৈঃ সংখ্যারহিতৈ বিমানৈঃ সপদি তৎক্ষেপে আভোগং
পূর্ণং গগনমাকাশমাচ্ছাদয়ন্তো যতীশবেশং ত্রিপুরমথনং মহাদেবঃ
স্তম্ভা মন্দারোথৈঃ পুষ্পসমুদারৈরচয়ন্তস্তে ব্রহ্মাদয়ো দেবা
অত্র বরকৃতবস্তঃ মন্দাক্রান্তা ॥ ১০৪ ॥

বদন্তু বস্তদাহরতি। আদ্যঃ সর্গকারণভূতৌ দেবঃ দ্যোত-
নাম্বকঃ সর্বদেবাদিঃ জগদ্রক্ষণায় কবলিতঃ গ্রাসিতঃ বিষঃ

করিয়া আনিয়া কৈলাস পর্বতের উন্নত শৃঙ্গে
শঙ্করকে লইয়া বাইতে তথায় উপস্থিত হন। ১০৩।

দেবগণ, ঋষিগণ ও সিদ্ধগণ তথায় উপস্থিত
হইয়া লক্ষ লক্ষ বিদ্যাদ্বন্দ্বীতার মতন সমধিক সমুজ্জ্বল,
ও অসংখ্য ব্যোমযান প্রভায় আকাশ মণ্ডল আচ্ছা-
দন করেন। হটাৎ সম্পূর্ণ ভাবে আকাশ মণ্ডল
আচ্ছাদিত হইলে যতিবেশধারী ত্রিপুরারি
মহাদেবের স্তব করেন। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেব
গণ মন্দার বৃক্ষের পুষ্প রাশি লইয়া শঙ্করের দেহে
বর্ষণ করত বলিতে লাগিলেন। ১০৪।

আপনি সকল পদার্থের কারণ—আপনি দ্যুতি-
মান সকল দেবের আদি। কেবল জগৎ রক্ষা

পুরাতি বিশ্বপ্রভবলয়হেতু ত্রিনয়নঃ। বদধং
গাং প্রাপ্তোভবমথন! বৃত্তস্তদধুনা তদায়াহি স্বর্গং
সপদি গিরিশাস্মৎপ্রিয়কৃতে ॥ ১০৫ ॥

সমুদ্রমথনাজ্যং হালাহলাপ্যং যেন। পুনশ্চ কানদহনঃ পুরাতি-
ত্রিপুরসংহারকঃ। বিশ্বোৎপত্তিলয়কারণং ত্রিনেত্রো মহা-
দেবো ভবান্গদর্থং বেদমর্যাদাস্থাপনার্থং ভূমিং প্রাপ্তস্তদধুনা
হে সংসৃতিনিবারক! বৃত্তং সম্পন্নং তত্তদ্বাদধুনা সপদি ত্রা-
হো গিরিশ! অস্মৎপ্রিয়ার্থং স্বর্গমায়াহি শিখং ॥ ১০৫ ॥

করিবার জন্য সমুদ্রজাত কালকূট বিষ ভক্ষণ
করেন। আপনিই কামদেবকে দগ্ধ করেন—
আপনিই ত্রিপুরাস্তবের সংহার কর্তা এবং বিশ্ব
ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও লয়ের আপনিই একমাত্র
কারণ। আপনিই সেই ত্রিনয়ন মহাদেব। হে
সংসার নিবারক! আপনি যে কারণে অর্থাৎ
বেদ মর্যাদা রক্ষা ও বিস্তার করিবার মানসে
ভূতলে আসিয়াছিলেন, এক্ষণে তৎসমুদয় কার্য
নিঃশেষিত হইয়াছে। হে গিরিশ! অতএব
সম্প্রতি আপনি আমাদের (দেবতা দিগের)
প্রিয় ও শুভকার্য সম্পন্ন করিবার জন্য শীঘ্র স্বর্গে
আগমন করুন। আপনার বিরহে দেবপুরী
গৃন্থ ও দেবতাগণ নিতান্ত বিধুর হইয়া কাল
যাপন করিতেছেন। অতএব আপনি আর এক
মুহূর্তের জন্যও কাল বিলম্ব করিবেন না। ১০৫।

বিনয় প্রধান দেব গণের বাক্য সমাপ্ত হইলে
যতি বেশ ধারী শঙ্কর স্বর্গে বাইবার জন্য শীঘ্র

উন্মীলনদিনয়প্রধানস্বমনোবাক্যাবসানে মহা-
দেবে সন্তুতসম্মমে নিজপদং গন্তং মনঃ কুব্ধতি ।
শৈলাদিঃ প্রমথৈঃ পরিকৃতবপুস্তন্থৌ পুরস্তৎ-
ক্ষণাতুক্ষা । শারদবারিমুগ্ধবরটাহঙ্কারহঙ্কার-
কৃতং ॥ ১০৬ ॥

ইন্দ্রোপেন্দ্রপ্রধানৈন্বিদশপরিবৃতৈঃ স্তূয়মানঃ
প্রসূনৈর্দিবৈরভ্যর্চ্যমানং সরসিরূহভূবা দত্তহস্তাবল-
ম্বঃ । আরুহ্যোক্ষাগমগ্র্যং প্রকটিতম্ভটাজুট-
চন্দ্রাবতংসঃ শৃগ্মালোকশব্দং সমুদিতমুষিভি ধা-
ম নৈজং প্রতস্থে ॥ ১০৭ ॥

বিকসনদিনয়প্রধানানাং স্বমনসাং দেবানাং বাক্যান্তান্তে
উন্মীলনোবিনয়প্রধানস্বমনোবাক্যান্তান্তিবা মহাদেবে ত্রীশ-
হবে প্রীকৃতসম্মমে নিজপদং গন্তং মনঃ কুব্ধতি সতি
প্রমথৈঃ রক্তগণৈঃ পরিকৃতং ভূষিতং বপুস্ত স শৈলাদিকক্ষা ন
ক্ষাপ্যো রমস্তৎক্ষণাত্ত্রীশঙ্করাচার্য্যাস্তাগ্রে তেহা । তং বিশিনষ্টি ।
শরৎকালীনমলম্ভ্য দুগ্ধম্ভ্য বরটায় হংসযোষিতশচাহঙ্কারম্ভ্য
শৌক্যাহঙ্কারবস্য হঙ্কারকৃতং তেভ্যোহপি শুক্ৰ ইত্যর্থঃ । হংসযা-
যোষিতদ্বরটেভ্যমরঃ । শাদূলবিজ্রীড়িতং ছন্দঃ ॥ ১০৬ ॥

অথ সম্পাদিতসমস্তসুরকার্য্যাস্ত ত্রীশঙ্করাচার্য্যাস্ত স্বধা-
মারোহণং বর্ণয়তি । ইন্দ্রোপেন্দ্রপ্রধানৈন্বিদশপরিবৃতৈ দেবো-
ষিণৈঃ স্তূয়মানঃ পুনশ্চ দিবিভবৈঃ পুষ্পৈরর্চ্যমানঃ কমলজেন
ত্রক্ষণা দত্তো হস্তাবলম্বো যস্মৈ সঃ অগ্র্যং শ্রেষ্ঠং বৃষং নন্দিনং
সমাক্রুত্ব প্রকটিতৌ জটাজুটচন্দ্রাবতংসৌ যেন স ঋষিভিঃ সমু-
দিতং আলোকশব্দং বন্ধিতাষণশব্দং শৃগ্ম স্বীয়ং ধাম প্রতস্থে ।
অলোকস্ত পুমান্ দ্যোতে দর্শনে বন্ধিতাষণে ইতি মেদিনী
স্বধ্বরা ॥ ১০৭ ॥

ব্যস্ততা দেখাইলেন । আপনার পুরাতন শিব
পদে গমন করিবার নিমিত্ত শীঘ্র মনন করি-
লেন । মানসিক ভাব ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া
উঠিল । আপনার কৈলাস পর্বত তৎক্ষণাৎ
আচার্য্যের সম্মুখে উপস্থিত হইল । শঙ্করের
পারিষদ প্রমথ ও রক্ত গণ কৈলাস পর্বত পরি-
কৃত ও ভূষিত করিয়া রাখিল । নন্দী নামক
স্বকীয় বৃষটি তৎক্ষণাৎ সম্মুখে উপস্থিত হইল ।
শরৎ কালীন নদী বা পুষ্করিণীর নির্মল জল, দুগ্ধ,
ও হংসী, ইহাদের যে পরস্পর শুক্ল বর্ণের জন্য
মনে মনে অহঙ্কার আছে—নন্দী বৃষের নিকট ইহা
দেবীও অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায় । বস্তুতঃ মহা-

দেবের বৃষ শারদীয় জল দুগ্ধ ও হংসী অপেক্ষা
সমধিক শুক্ল বর্ণ । ১০৬ ।

অনন্তর সমস্ত সুর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শঙ্করা-
চার্য্য স্বধামে গমন করেন । বিষ্ণু, ইন্দ্র, এবং যে
সকল দেবতা দেব লোকেও পূজ্য ও প্রধান,
তঁাহারা শঙ্করকে স্তব করিতে লাগিলেন । স্বর্গীয়
কুন্ডম দ্বারা তঁাহাকে অর্চনা করিলে লাগিলেন ।
পদ্মযোনি ত্রক্ষা স্বয়ং আপনি শঙ্করের হস্ত অব-
লম্বন করিলেন । আপনার নন্দী বৃষে আরো-
হণ করিয়া পূর্ব মত জটাজুট ও চন্দ্রকলা দ্বারা
অলঙ্কৃত হইলেন । ঋষিগণ স্তুতি পাঠকের মতন
স্তুতি পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন সেই

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তচ্ছারদাপীঠাসংগঃ ।

সংক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গঃ পূর্ণোহপি ষোড়শঃ ॥

জীবনৈব বিমুক্ত্যতে বহুদিতং ব্রহ্মাধ্বয়ঃ তারকং ব্রহ্মা তং
দ্বিতরাজসংপ্রিতপদং ভাষাধিপস্যাত্মদং । বেদান্তামৃতবৃক্ষক-
ণ্ডমমলৈ হংসৈঃ সদা সেবিতং ভোগ্যসঙ্গবিবর্জিতং যতিবরং
নৌমাদৃতং শঙ্করং ॥ ১ ॥

শব্দ শুনিতে শুনিতে আচার্য্য স্বধামে প্রস্থান
করিলেন । ১:৭ ।

টীকাকারের উক্তি ।

যে অদ্বয়, অখণ্ড, তারক ব্রহ্ম নাম শুনিয়া
লোকে জীবন্মুক্ত হয়, দ্বিজেন্দ্র গণ যাঁহার পাদ
পদ্ম সর্বদা সেবা করিয়া থাকেন, যিনি ভাষাবিৎ,
তিনিও যাঁহার আশীর্বাদে আত্মতত্ত্ব জানিতে
পারেন, যাঁহার কণ্ঠদেশ বেদান্ত রূপ অমৃত দ্বারা
সর্বদা পরিপূর্ণ, বিমলমতি পরমহংস সর্বদা
যাঁহাকে সেবা করিয়া থাকেন, পৃথিবীতে যত
ভোগ্য বস্তু আছে, যিনি সেই সকল ভোগ্য বস্তুর
সম্পর্ক পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন ; এরূপ যতী-
শ্বর অদ্বুত শঙ্করকে আমি নমস্কার করি ।

পাণ্ডব অর্থাৎ পাঁচ (৫) ইষু শব্দে বাণ অর্থাৎ
পাঁচ (৫) অহি শব্দে চার (৪) এবং তারেশ শব্দে
তার পতি চন্দ্র এক (১) অঙ্কস্থ বামা গতি—
এই নিয়মে ১৪৫৫ সম্বৎসরে শ্রাবণ মাসের শুক্লা
পঞ্চমী তিথিতে, আর গুরু অর্থাৎ বৃহস্পতি সিংহ
রাশিতে অবস্থান করিলে, মৎ কৃত অর্থাৎ আমার

পাণ্ডববহিতারেশগ্রন্থিতে শুভবৎসরে । শ্রাবণে দিত-
পঞ্চম্যাং সিংহে সিদ্ধো শুভাবয়ং ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যাবালগোপালতীর্থ শ্রীপাদ
শিবদত্তবংশাবতংসরামকুমারস্বহৃদনপতিশ্রুতিবিরচিত্তে শ্রীমচ্ছ-
রাকাচার্য্যবিজয়ডিণ্ডিমে ষোড়শঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ ॥

রচিতোমাধবেনাসৌ যুতো ডিণ্ডিমটীকয়া ।

শাকরো দিগ্জয়ো নাম গ্রন্থঃ সর্বরসান্বকঃ ॥ ১ ॥

রসাত্ত্বীপভূসংখ্যে ১৭৮৬ শাকে রক্তাক্ষিসংজ্ঞকে ।

তপস্তপ্যাসিতে পক্ষে পঞ্চম্যাং ভৃগুবাগ্নরে ॥ ২ ॥

নারায়ণেন বিহ্বাৎ প্রমোদার্থং প্রয়ত্নতঃ ।

কৃষ্ণপুত্রগণেশস্য মুদ্রাযন্ত্রালায়ে হস্তিতঃ ॥ ৩ ॥

এই ‘বিজয় ডিণ্ডিম’ টীকা সমাপ্ত হইয়াছে ।

—○—

ইতি ষোড়শ অধ্যায়ঃ ।

সম্পূর্ণ ।



